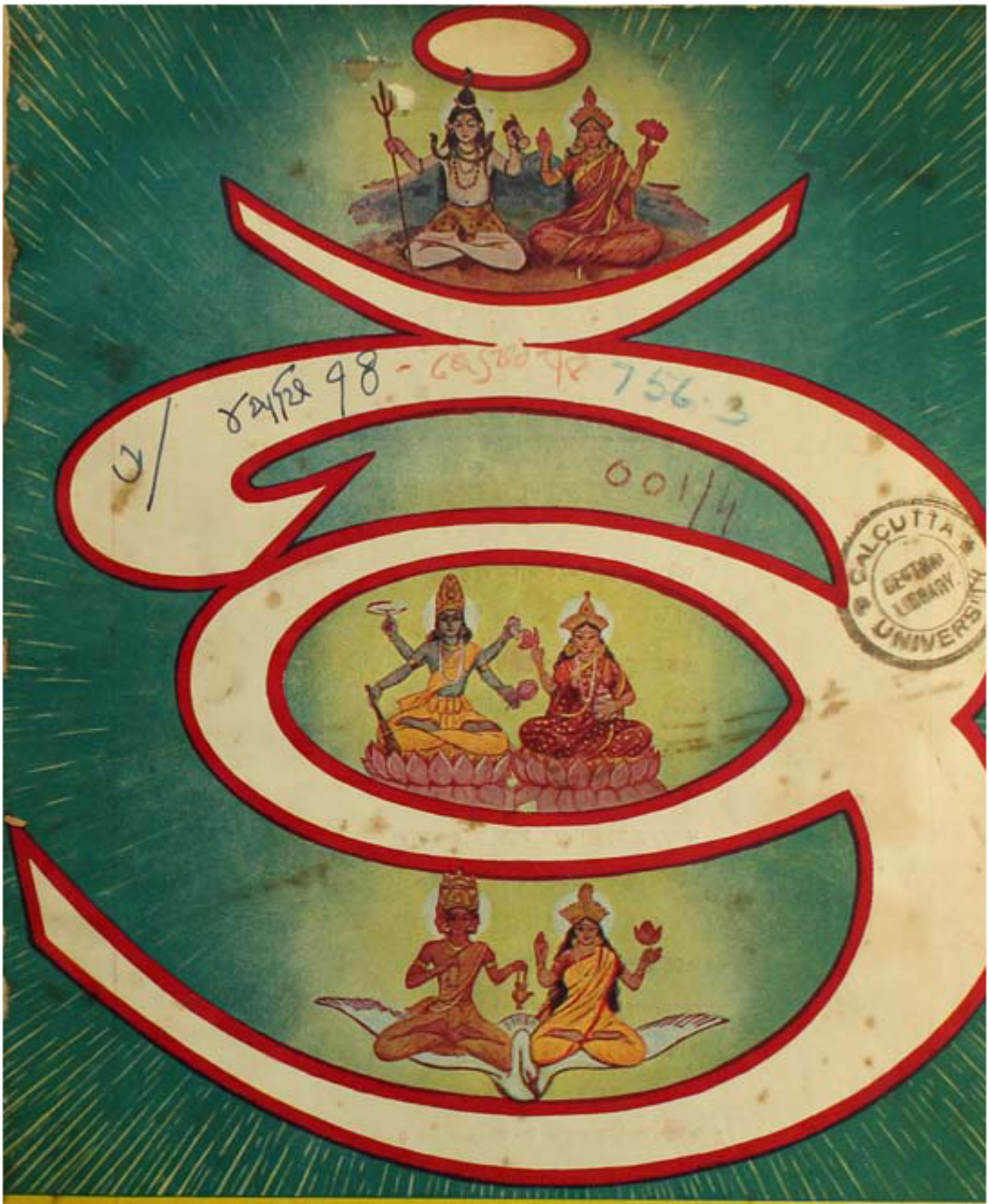

৫/ ৮৯৫৫ 98 - ৫৫৩৪৮ 756.3
001/4
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

রামায়ণ-রামায়ণ

প্রথমকাণ্ড

মোরে ছেড়ে রাখিয়াছে রামের চেহারা।
যার ফলে রাখিলেন মরে মোরে ধরি॥
আমার অন্তর তন্ন না করি তখন।
রামনামে অন্তরীক্ষ উজলপূরণ॥
কৃপায় কৃপায় ঘরে রামনাম গ্রাণ।
কেবল আহার করি নিতি রামনাম॥
একমাত্র রামনামে পানীয় আহার।
সেই আছে এই দেহে প্রাণের সঞ্চার॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা যত কিছু ভুলেছি সকল।
একমাত্র রামনামে যত কিছু বল।
রোগের অত্যাচারে অর্দ্ধ মরি হই।
একমাত্র রামনামে সে সকল নাই॥
যদি কেহ রামমন্ত্রে করয়ে আঘাত।
তবে মোর কভু পরমায়ু হত॥
দেখ দেখ দাদার অসংখ্যগুণধর।
যার অন্ত দিতে ভক্ত কেহ নহে নর॥
যার কোটিমধ্যে একজন ধার্ম্মিক।
যার কোটিমধ্যেতে মনুষ্য এক নয়॥
যার কোটিমধ্যে একজন হয় মুক্ত।
যার কোটিমধ্যে এক রামভক্তিযুক্ত॥
হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন।
তাঁর গুণে কত লোক পায় বিমোচন॥

সূচীপত্র

শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

(পূর্বার্দ্ধ)

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীকৃষ্ণাবতারকথন, ব্রহ্মা কর্তৃক পৃথিবীকে আশ্বাসদান, বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহোদ্যোগ হইতে কংসের নিবৃত্তি এবং দেবকীর ছয় পুত্রের জন্মগ্রহণ বধ।	১৭৫৫
২।	শ্রীকৃষ্ণাবতারের দেবকীগর্ভে অবস্থানবেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক তাঁহার স্তব এবং দেবকীকে সান্ত্বনাপ্রদান।	১৭৬৮
৩।	শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রাদুর্ভাব, বসুদেব দেবকী কর্তৃক ভগবানের স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণাবতারের আবেশে কংস-ভীত বসুদেবের নিজ পুত্রকে গোকুলে গমন এবং সেখান হইতে যশোদা-কন্যাকে আনয়ন।	১৭৭৯
৪।	বধ উদ্যত কংসের হস্ত হইতে মুক্ত দেবী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণাবতারের অবতারসূচন, কংসের অনুতাপ ও বৃষ্ণিবিগণের সহিত তাহার কৃষ্ণস্তুতি।	১৭৯১
৫।	গোকুলে শ্রীকৃষ্ণাবতারের ভক্তি-ভয়াদিবিবেচনাবসর, নন্দের মথুরায় গমন এবং সেখানে নন্দ ও বসুদেবের সংলাপ।	১৮০০
৬।	পূতনাবধবর্ণন।	১৮০৭
৭।	শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ ও তদুত্তরকাণ্ড (মুখব্যাদনকাণ্ড) শ্রীকৃষ্ণাবতারের বলবিষয়ে যশোদা কর্তৃক আকাশাদি বর্ণন।	১৮১৬
৮।	মহর্ষি গর্গের আগমন, তৎকর্তৃক যশোদা ও রোহিণীসুতের নামকরণ, যশোদাকর্তৃক নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণাবতারের বলবত্তা বিষয়কপ্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারের বাল্যলীলাকথন।	১৮২৪
৯।	শ্রীশ্রীহরির উদূখলে বন্ধন।	১৮৩৪
১০।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যমলার্জুনের উদ্ধার।	১৮৩৯
১১।	গোপগণের গোকুল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুর বধ।	১৮৪৭

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অঘাসুর বধ।	১৮৭৯
১৩।	ব্রহ্মাকর্তৃক শ্রীভগবান্ কর্তৃক ব্রহ্মাকে জ্ঞানের উপদেশ।	১৮৭০
১৪।	ব্রহ্মাকর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং কংস ও বৎসপালগণের আনয়ন।	১৮৮৫
১৫।	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোগোপ, বেণুকা-মুরলীধারী, কালিন্দ্রহ্রদের বিষাক্ত জলপানে মৃত গো এবং গোপগণের পুনর্জীবন লাভ।	১৮৯৮
১৬।	শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন, নাগপত্নী ও নাগ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং নাগগণের দ্বীপ পরিত্যাগ।	১৯১৯
১৭।	বহ্নাসুরের কালিয়ের নিবাসের কারণবর্ণন এবং দুর্জয়তি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজবাসিগণকে দাবানল হইতে রক্ষা।	১৯৩৮
১৮।	প্রলম্বাসুর বিনাশ।	১৯৫৩
১৯।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গরুড়ের গো ও গোপগণকে দাবানল হইতে রক্ষা।	১৯৫৯
২০।	ঋতুবর্ণন ও শরদ্বর্ণন।	১৯৭৩
২১।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের এবং তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করত গোপীগণ কর্তৃক তাঁহার গুণগান।	১৯৮২
২২।	বস্ত্রহরণ-লীলাবর্ণন।	১৯৯৯
২৩।	অন্নযাজ্ঞাচ্ছলে বিপ্রপত্নীগণের উপর শ্রীভগবানের অনুগ্রহ।	২০১৮
২৪।	শ্রীভগবান্ কর্তৃক ইন্দ্রযাগভঙ্গ।	২০২০
২৫।	ব্রজ ইন্দ্রের মুষলধারাবর্ষণ হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনপর্ব্বতধারণ।	২০২৮
২৬।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রভাব দেখিয়া বিশ্বিত গোপগণের প্রতি শ্রীনন্দ কর্তৃক মহাদুনি পর্ব্বত ব্যাখ্যাকথন।	২০৫৪
২৭।	গরুড়ধ্বজ ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে ক্ষমাপ্রার্থনা এবং ভগবান্ ও ইন্দ্রের কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।	২০৬০
২৮।	আসুরী বেলায় অঘযাজ্ঞের ভয়ার কোন এক অসুর যজ্ঞসূত্রের দ্বারা বজ্রাদণ্ডে নীত শ্রীনন্দকে শ্রীভগবান্ কর্তৃক মুক্ত আনয়ন।	২০৭৭
২৯।	বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমাগতা গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মনোগতকথন, রাসলীলারম্ভ এবং তাঁহাদিগের মান অপনোদনের জন্য শ্রীভগবানের অন্তর্ধান।	২০৮১

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০।	গোপীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবাণের অনুসন্ধান এবং ধরণীপুলিনে তাঁহার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা।	২০৩৬
৩১।	গোপীগীতি—জলবর্ষণের আধ্যাত্মিক বিরহবিধুর গোপীদিগের প্রার্থনা।	২০৪৪
৩২।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব এবং গোপীদিগের আশ্বাসলাভ।	২০৫৮
৩৩।	রাসমণ্ডলীলাবর্ণন এবং শ্রীশুকদেব কর্তৃক মহারাজ পরীক্ষিৎকে প্রশ্নের সমাধান।	২০৫৫
৩৪।	শ্রীভগবান্ কর্তৃক অজগরমূর্তির মুখ হইতে শ্রীনন্দকে মোচন, অজগরের বিদ্যাধর-রূপপ্রাপ্তি এবং স্বর্গারোহণ।	২০৬৪
৩৫।	গোপীবস্ত্রহরণ—পাতিব্রত্যের জন্য বনে পর শ্রীভগবানের প্রদান।	২০৭০
৩৬।	অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের এবং যজ্ঞপত্নীকুলের পরমের জন্য অনুতাপের আবেদন।	২০৭৯
৩৭।	ব্রজবাসী, বেদধ্বনি মাত্রে কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং ঘোর ঘোর খেলায় গোপাঙ্গনার বিলাপ।	২০৮৪
৩৮।	অনুতাপ আবেদনে গোপীগণকে আনিবার জন্য অনুচরের যজ্ঞপত্নীকুলে গমন এবং সেখানে রাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার সংকার।	২০৯১
৩৯।	শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরার দিকে প্রস্থান, গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপ-বর্ণন এবং যমুনা তটে অক্রূর কর্তৃক শ্রীভগবদ্দর্শন।	২১০১
৪০।	পরমভাগবত অক্রূর কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।	২১১৩
৪১।	মথুরায় রাম-কৃষ্ণের প্রবেশ এবং রজক ও মালাকারের উপর অনুগ্রহ।	২১২০
৪২।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার প্রতি অনুগ্রহ ও বহুবিধ এবং মল্লযুদ্ধদর্শনার্থ।	২১৩১
৪৩।	কুবলয়াপীড়ন এবং মল্লবধান্তে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মাতৃপিতৃ সহিত আশ্বাসকরণ।	২১৪৮
৪৪।	কংস-মূর্তিকাদি মল্লবধ ও তাদৃশবর্ণন।	২১৫৬
৪৫।	বসুদেব-দেবকীকে সান্ত্বনাদান, উগ্রসেনের রাজাভিষেক বাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন, বিদ্যাধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা প্রদানে আনয়ন।	২১৬৫
৪৬।	ভগবান্ কর্তৃক তাঁহার বিরহে পীড়িত গোপ-গোপীদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ এবং নন্দ উদ্ধবের আলাপ।	২১৭৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৭।	উদ্ধবের সহিত গোপীগণের আলাপ, অরিষ্টবধ এবং উদ্ধবের মথুরায় আগমন।	২১৭৩
৪৮।	৪ (কংসবধ শ্রীকৃষ্ণের মুখাত্মা অনোরথত্ব পূরণম্, অক্রূরভবনে গমন। গায়ক-সম্প্রদায়ের তত্ত্ব হস্তিনাপুরে প্রতি প্রেরণ।)	২১৮৩
৪৯।	কংসবধে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুখাত্মা অনোরথপূরণ এবং অক্রূর-ভবনে যাইয়া তাঁহাকে (অক্রূরকে) হস্তিনাপুরে প্রেরণ।	
৫০।	শ্রীকৃষ্ণবাক্যের আলোকে অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন এবং সেখানকার বৃত্তান্ত অবগত হইবার পর পুনঃ তাঁহার মহুপুরীতে আগমন।	২২০১

* অবশেষে শেষে ১৮ অধ্যায়ে সর্বশেষে যাহা বলার এই গ্রন্থে তাহা পরিবর্তিত হইল।

—দশম স্কন্ধের পূর্বার্দ্ধ সমাপ্ত—

(উত্তরার্দ্ধ)

৫০।	রাম-কৃষ্ণের জরাসন্ধের সহিত সংগ্রাম এবং দ্বারকাপুরীনির্মাণ।	২২০৯
৫১।	কালযবনের বিনাশ এবং মুচুকুন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবাক্যের প্রতি।	২২১০
৫২।	দ্বারকায় এক রাত্রি আশ্রমে মুচুকুন্দের গমন, কৃষ্ণাশ্রমকে রক্ষার জন্য রাম-কৃষ্ণের কপট ভয় অবলম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণসমীপে নীয় বার্তা জানাইবার জন্য কপিধ্বজরাজার বিবর্ত্ত জ্ঞানপ্রকাশ।	২২৩৩
৫৩।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরে প্রবেশ ও অভিষেকাদি।	২২৪২
৫৪।	যদুবংশের সঙ্গে যুদ্ধে ভৈরবাদীয় নৃপতিদের পরাজয়, চন্দ্রীর পরাজয় এবং রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ।	২২৪২
৫৫।	প্রদ্যুম্নের জন্ম এবং শম্বরাসুরবধ।	২২৬৩
৫৬।	স্যমন্তকোপাখ্যান,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কমোচন ও জাম্ববতী-সত্যভামার পাণিগ্রহণ।	২২৭০
৫৭।	সমাধিস্থবর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সমাধিস্থ হনকারী শতধন্বার বিনাশ এবং অক্রূরের পলায়ন ও পুনঃ দ্বারকায় আগমন।	২২৮৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিন্দী প্রভৃতির পাণিগ্রহণ।	২১৮৩
৫৯।	শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও নরকাসুরবধ, বৃষ্টিদেবীকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তুতি, নরকাসুর কারাগার হইতে ষোড়শ সহস্র রাজকন্যার পাণিগ্রহণ এবং পারিজাত-হরণ। —	২২৮৭
৬০।	রুক্মিণী এবং শ্রীকৃষ্ণের গন্ধর্বমন্ত্রবর্ণন।	২৩০৭
৬১।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের জন্মবর্ণন এবং অনিরুদ্ধের বিবাহে কলীঙ্গ বধ।	২৩২২
৬২।	উষার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন এবং অনিরুদ্ধের বন্ধন।	২৩২৯
৬৩।	শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুরের সংগ্রাম এবং মাহেশ্বর জ্বর ও স্কন্দের কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি।	২৩৩৭
৬৪।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাণা বৃক্ষের ছেদন।	২৩৪৮
৬৫।	বলরামের ব্রজে গমন এবং যমুনা আকর্ষণ।	২৩৫৭
৬৬।	পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজের বধ, নিজপ্রযুক্ত অগ্নিজ্বালাদি দ্বারা দ্বারকিপুরের বিনাশ এবং সুদর্শনচক্রের তেজে বারাণসীদাহন।	২৩৬৪
৬৭।	বলরাম ও দ্বিবিদ-বানরের যুদ্ধ এবং বলরাম কর্তৃক দ্বিবিদের বিনাশ।	২৩৭১
৬৮।	কৌরবগণ কর্তৃক বলরাম সভা হইতে সূর্যোদয়-কাল সম্ভাবে অপহরণকারী রাজের বন্ধন এবং তাহার মোচনের জন্য বলরাম দ্বারা হস্তিনাপুরের আকর্ষণ। —	২৩৭৬
৬৯।	নারদ কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলাবর্ণন।	২৩৮৪
৭০।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আহিতাগ্নি বর্ণন ভগবানের ভারাবতারে আবদ্ধ বৃত্তান্তের ও বৃষ্টিবীরের সংহার নিমা বৃত্তের আগমন।	২৩৯৩
৭১।	উদ্ধবের প্রশ্ন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠে গমন। —	২৪০৫
৭২।	রাজসূয়যজ্ঞারম্ভে পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয় এবং ভগবদ্ভজন। —	২৪১৪
৭৩।	ভগবান্ কর্তৃক আবদ্ধ বৃত্তান্তের ভারাবতার হইতে মুক্তিলাভ। —	২৪২৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৪।	রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা, তাহাতে ক্রুদ্ধ ও দুর্মতি-প্রযোদিত শিশুপালকে শ্রীভগবান্ কর্তৃক সংহার।	২৪৩১
৭৫।	রাজসূয়-যজ্ঞের শেষে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবভৃথস্নান এবং মহারাজ-নির্দিষ্ট সভাতে দুর্যোধনের অবস্থানন।	২৪৪০
৭৬।	যদুকুলের সহিত শাল্বের যুদ্ধ।	২৪৪৮
৭৭।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৌভসহিত শাল্বের বিনাশ।	২৪৫৪
৭৮।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বক্রবক্ত ও বিদূরথ বধ এবং দন্তবক্র কর্তৃক ব্যাসদেব সহ যোদ্ধৃগণের বিনাশ।	২৪৬১
৭৯।	বলরাম কর্তৃক রেবতীসহবর, সুভদ্রাহরণাভিলাষি যোদ্ধৃগণের সহ বলরামের তীর্থভ্রমণ এবং দ্বারকায় আগমন।	২৪৬৮
৮০।	পরম ভাগবত সুদামার উপাখ্যান।	২৪৭৪
৮১।	সুদামার বসুধাতে প্রত্যাগমন এবং সেখানে শ্রীভগবৎপ্রদত্ত ঐশ্বর্য লাভ করিয়া শ্রীভগবানের গুণগান।	২৪৮২
৮২।	কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণপর্ব উপলক্ষে যদুগণের সহিত কুরুক্ষেত্রে এবং মহাভিষোপাখ্যানের বিবরণ :	২৪৯০
৮৩।	দ্রৌপদীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণের নিজ নিজ বিবাহবর্ণন।	২৫০০
৮৪।	ঋষিগণ কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি, বসুদেবের যজ্ঞোৎসব এবং বন্ধুবিদের প্রত্যাগমনাদি।	২৫১০
৮৫।	বসুদেবের শ্রীভগবত্তত্ত্বকথন এবং শ্রীভগবান্ কর্তৃক দেবকীদেবীর প্রার্থনায় তাঁহার মৃত পুত্রগণকে আনয়ন।	২৫২৩
৮৬।	সুতপ্রাহরণ, শ্রীকৃষ্ণের বিবিধলীলারম্ভ এবং সেখানে অনন্ত ও মহাদেবের সহ প্রবেশ।	২৫৩৮
৮৭।	বেদস্তুতি।	২৫৪৭
৮৮।	হরিবংশের অন্তর্গত বর্ণন, মুরাসুরের সংহার এবং গরুড়বাহী বিষ্ণু কর্তৃক নরকে মুরাসুরের ঘর হইতে রক্ষণ।	২৫৬৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৯।	কৃত কর্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পরীক্ষা, বিষ্ণুর জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি এবং অর্জুনের সহিত মহাকালের পুনঃ গমন করিয়া ভগবান্ কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রগণকে আনয়ন।	২৪৭২
৯০।	সংক্ষেপতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের পুনরায় বর্ণনা, শ্রীকৃষ্ণবিরহীজনের তাঁহাকে অনুরাগাধিক্য কথন এবং মহাপাতকীদিগের অনন্তলোকপ্রতিপাদন	২৪৮৮

—সপ্তম প্রস্তাব সমাপ্ত—

—: সূচীপত্র :—

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	যদুকুলধ্বংসের জন্য ঋষিশাপের অভিসন্ধানরূপ বর্ণন। —	২৫৮৮
২।	নিমি ও নব যোগীন্দ্র সংবাদ উদ্ধব করিয়া ভক্তদেবতে শ্রীনারায়ণ। উপদেশ প্রদান।	২৬০৩
৩।	মায়া ও তাহা হইতে নিস্তারের উপায় বর্ণন এবং ব্রহ্মবর্ণাদি বিভাগন।	২৬১৪
৪।	শ্রীভগবানের অবতারবর্ণের বর্ণন।	২৬২৬
৫।	ভক্তিহীন পুরুষদের স্থান এবং প্রতি যুগে পূজাবিধানের বর্ণন।	২৬৩১
৬।	শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের পারস্পরিক আলাপ আরম্ভ। —	২৬৫৩
৭।	উদ্ধবের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণোপদেশকরণ এবং সেই উপদেশ মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে অবধূতের উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া তাঁহার চব্বিশজন গুরুর মধ্যে মহীন্দ্রাদি গুরুর নিকট হইতে উপদেশগ্রহণ বর্ণন।	২৬৫৭
৮।	ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজগরাদি গুরুগণের বর্ণন। —	২৬৮৪
৯।	কপোতাদি পঞ্চ গুরুগণের বর্ণন এবং অবধূত উপাখ্যান সমাপ্তি।	২৬৮৬
১০।	যোগাচারবর্ণন: আত্মারও সংসার বন্ধন—উহাই যোগ এবং তাহার বিচার বিভাগ।	২৬৯৫
১১।	বদ্ধ মুক্ত ও সাধুগণের লক্ষণ-কথন এবং সাধুসঙ্গিলাভের উপায় বর্ণন।	২৭১০
১২।	সাধুসঙ্গের মহিমাকথন এবং কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ ব্যবস্থা বর্ণন।	২৭২০
১৩।	ব্রহ্মরূপী শ্রীভগবানের জ্ঞানের আলোচনা।	২৭২৬
১৪।	ভক্তির মাহাত্ম্যকথন এবং ধ্যানযোগ বর্ণন।	২৭৩৩
১৫।	অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধিবর্ণন। —	২৭৪৮
১৬।	শ্রীভগবান্ কর্তৃক যাঁহা বিভূতিসকলের বর্ণন।	২৭৫৭
১৭।	বর্ণাশ্রমবিভাগ এবং ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থধর্ম বর্ণন।	২৭৬৭
১৮।	বানপ্রস্থ আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রমের ধর্ম কথন।	২৭৭৯
১৯।	ভক্তি, জ্ঞান ও যম-নিয়মাদি সাধনের বর্ণন।	২৭৯৩
২০।	জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের বর্ণন।	২৮০৩
২১।	গুণ-দোষাদির গুণ ও দোষ বর্ণন।	২৮১২
২২।	ত্রিগুণাত্মকের সংখ্যা এবং পুরুষ ও প্রকৃতির বর্ণন।	২৮২৪
২৩।	বিভিন্ন-ভিন্নের উপাখ্যান—ভিক্ষুগীতা।	২৮৪০

—দ্বাদশ একাদশ ষষ্ঠ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪।	সাধ্যযোগবর্ণন।	
১৫।	মনু, ব্রহ্ম ও ভগবদ্ভক্তি বিবরণ।	২৮৫১
২৬।	ঐল উপাখ্যান।	২৮৬৯
২৭।	সাঙ্খ্য-ক্রিয়াযোগবর্ণন।	২৮৭৫
২৮।	পরমার্থবিবরণ।	২৮৮৪
২৯।	ভাগবত ধর্মনিরূপণ এবং উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন।	২৮৯৩
৩০।	যদুকুলসংহারবর্ণন।	২৯০৬
৩১।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমধামগমন।	২৯১৪

—একাদশ ষষ্ঠ সমাপ্ত—

সূচীপত্র—দ্বাদশ স্কন্ধ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভাবী রাজবংশবর্ণন।	২৯২৩
২।	কলিযুগের ধর্ম, কল্কি অবতারের আবির্ভাব ও সত্যযুগের উৎপত্তিকথা বর্ণন।	২৯২৮
৩।	পৃথিবীর ভয়বার্তা, যুগধর্ম, কালধর্ম ও কালদোষনিবৃত্তির উপায় বর্ণন।	২৯৩৬
৪।	প্রলয়কাল ও স্থিতিকালের পরিমাণ এবং কালের গতি প্রকৃতির পূর্বাধ্যায়োক্ত প্রমের উল্লেখে প্রলয়াদি বর্ণন।	২৯৪৪
৫।	শুকদেব কর্তৃক আত্মতত্ত্বোপদেশ দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও দেহত্যাগবিবরণবর্ণন।	২৯৫৩
৬।	শ্রীসূতসংহিতার প্রমাণ, পরীক্ষিতের মুক্তি, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও বেদের শাখাবর্ণন।	২৯৫৮
৭।	অথর্ববেদ এবং পুরাণ বিভাগ ও পুরাণ লক্ষণ বর্ণন।	২৯৭১
৮।	মার্কণ্ডেয়মুনির তপস্যা ও শ্রীভগবৎ-স্তববর্ণন।	২৯৭৬
৯।	মার্কণ্ডেয় ঋষির স্তবসন্তোষবর্ণন।	২৯৮৯
১০।	মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট মহাদেবের আগমন ও বরপ্রদান।	২৯৯৯
১১।	স্তবমহাত্ম্যকথা ও পূর্বাধ্যায় বর্ণন।	৩০০১
১২।	শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রধান প্রধান বিষয়ের সাধারণ সূচী।	৩০০৯
১৩।	পুরাণসমূহের শ্লোকসংখ্যা নিরূপণ ও এই ভাগবতমহাপুরাণের মাহাত্ম্য বর্ণন।	৩০১০

—দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত—

[ষষ্ঠবর্ষ, পৌষ, ১৩৭৪]

[সপ্তম সংখ্যা—পুণ্যাভিষেক-যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথশাস্ত্রিকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

[illegible] পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত আলোচিত ভাষার
[illegible] মহামান্য মহাবেদব্যাসদেবের
অর্থানুকূলে এই পুস্তক মূলানুকূলে যেরূপ সম্ভব হইয়াছে।

---

* * *

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যস্বামীতীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
(বারক্ত সন্তান)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ ঘোষাল ভট্টাচার্য্য
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীনিলীনকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রাকরিকর :—
বিজয় বিনোদন।
ডাঃ শ্রীবিজেন্দ্র নাথ বে. এস্. বি., পি. ই. এস্. এস্. পি. পি. এইচ্., পি. ই. এস্. এড এইচ্ (লন্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. ডব্লিউ. সি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯৪, হরি ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৪।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিদ্যাসাগর সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-১৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে স্মার্ত্ত বিদ্যার্ণবতন্ত্রনিধি, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ পুস্তিকার, বাস্তবীয়-রামায়ণ ও ঐতিহ্যপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐতরেয়ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর ঐতরেয়ারণ্যক ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৪'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ হিসাবে মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটী সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিডন রো, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে অধিকাংশ পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্র ভাবে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা রাজযোগ যাতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীতারা বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসদ্গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পূজনীয়
মরকুর-দুঃ
পৌষাই
১৮৪৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটী করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
কর্ম্মাধ্যক্ষ—আর্য্যশাস্ত্র

ত্রিষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-বাণাসুর সংগ্রাম, বাণেশ্বরহরের অনেষণে ও শ্রীহরিহরঃ যুদ্ধ।]

শ্রীশুক উবাচ।

অপশ্যন্তাভিরিক্তং তদ্বৃষ্ণয়ো দ্বারকৌকসঃ।
চক্রাদ্যা বার্ষিকা মাসা যত্রাস্তে সাত্বতর্ষভঃ ॥১॥

নারদাৎ তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ রুদ্রশর্ম্ম চ।
প্রদ্যুম্নঃ সোপিতপুরং কৃষ্ণঃ কৃতবিদেষবান্ ॥২॥

প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোঽথ সারণঃ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রাম-কৃষ্ণানুবর্ত্তিনঃ ॥৩॥

অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভিঃ সেনয়াঃ পরিবৃতো বিভুঃ।
কৃষ্ণপূর্ব্বাণনগরং সমরুদ্ধ্যাৎ সাত্বতর্ষভঃ ॥৪॥

তস্যামাসপুরোদ্যান-প্রাকারাট্টালগোপুরম্।
প্রেক্ষণাগো কৃপাবিষ্টস্তাসৈচোঃ ক্ষিপন্নিবৌজসা ॥৫॥

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে রাজন্! অনিরুদ্ধম্ অপশ্যন্তঃ (অদৃষ্ট্বা) তদ্বার্তায়াঃ তদন্বেষণপ্রকারস্য অশ্রবণাৎ অতঃ অন্তঃপুরস্থাঃ সন্তঃ তদ্বৃষ্ণয়ঃ (তথা অনিরুদ্ধস্য বৃষ্ণয়ঃ) দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসিনঃ) চক্রাদ্যাঃ (চক্রপ্রভৃতিষু) বার্ষিকাঃ চতুরো মাসান্ যত্র (যস্মিন্ কালে) সাত্বতর্ষভঃ (যদুশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) আস্তে (তিষ্ঠতি) [তস্মিন্ কালে] ন অবিদন্ (ন জ্ঞাতবন্তঃ) ইতি যাবৎ অন্বেষণপ্রকারস্য নারদাৎ ন শ্রুতত্বাদিতি ভাবঃ ॥১॥

অথ শ্রুত্বা অনিরুদ্ধস্য বার্ত্তাং যদুবার্ত্তাং, চিত্রলেখয়োষাপ্রবৃত্তান্তং, তদনুসন্ধিৎসুং চ নারদাৎ উষাকৃতা তস্য দুঃখেনা (দুঃখং এব দেশো যস্যাঃ সা যথা ভবতি তথা) ন্যক্ষেণাবিষ্টা

প্রদ্যুম্নঃ যুযুধানঃ গদঃ সাম্বঃ সারণঃ নন্দঃ উপনন্দঃ ভদ্রঃ তদাদ্যাঃ কৃষ্ণানুবর্তিনঃ যদুবীরাঃ দ্বাদশভিঃ অক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃতাঃ সন্তঃ সৈন্যসামন্তৈঃ বিভিন্নদিক্ষু সমন্তাদ্দিক্ষু সমরুদ্ধ্যাৎ সর্বতোভাবেন নিরুদ্ধবন্তঃ ইত্যর্থঃ। কীদৃশাঃ? সাত্বতর্ষভাঃ যাদবশ্রেষ্ঠাঃ ॥৩-৪॥

তস্যাম্ অনিরুদ্ধস্য আসপুরোদ্যান-প্রাকারাট্টালগোপুরম্ (তস্যাঃ আসাঃ পুরস্য তস্যাঃ পুরীতি যদ্বা তস্যাঃ পুরস্য তস্যাঃ পুরীতি

বাসার্থে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সহসঃ প্রবয়ৈর্বৃতঃ।
আবব্রে অদ্রিসুভগং দুরুহং গোপ-গৃহ্যকৈঃ ॥৬
অলঞ্চক্রে মহন্মূলং মৃদুমধ্যং যোজনবৎ।
কৃষ্ণ-লীলাররো রাজন্ প্রভূত-তরুগহ্বরম্ ॥৭
কুশাঙ্কুর-কুশৈরণ্যাং ফলেন সহ মেধসা।
সমবর্তয়ত বাসোভির্ন্যগ্রোধ সহ সানুগঃ ॥৮
ব্রহ্মণ্যঃ সুরভীস্তাসু দুগ্ধ-সিদ্ধ-চারুণীঃ।
পয়স্বিনীঃ পয়ো বদ্ধা বিধানৈর্ভূতয়ে যযৌ ॥৯

সবয়ানুচয়ান্ গৌরিভূ'ত-প্রেম-গুহ্যকান্।
জাতিবীর্যানুবানাংশ্চ বেণুবাদ্য-বিশারদান্ ॥১০
শ্রেষ্ঠ-গাত্র-পিশাঙ্গাংশ্চ কৃষ্ণাপাঙ্গ-ব্রজাত্মজম্।
প্রাবয়ামাস গোকাষ্ঠৈঃ শৃঙ্গৈঃ সার্ঙ্গবতুশ্চুভৈঃ ॥১১
পৃথক্ বিবাদি প্রাবৃঙ্ক শিলাকাসূনি পাণিনে।
প্রত্যাহৈঃ শবরাদাস সার্ঙ্গপাণিরিবিস্মিতঃ ॥১২
ব্রহ্মাত্মজং চ ব্রহ্মাত্মৈঃ বাদয়ন্তং চ সার্ঙ্গবৎ।
আরন্ধান্তং চ পার্শ্বস্থা নৈতং পাশুপতঞ্চ ন ॥১৩

প্রবয়ৈঃ বয়োঽতিগৈঃ বৃদ্ধৈঃ সমবয়স্কৈঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ অদ্রিসুভগং অদ্রিমাত্রেণ শোভমানং বাসার্থে বাসং সমাবব্রে আশ্রিতবান্ কিম্ভূতৈঃ গোপ-গৃহ্যকৈঃ গোপ-গুহ্যকাত্মকৈঃ বৃদ্ধৈঃ ॥৬

যে যাদবঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণ-লীলারয়ো যথা প্রভূত-গহ্বরো অপি মৃদুমধ্যং সকুশ-বিবেক-সমুদায়ত্বেন, যোজনবৎ (সুখেন গমনায় ৪ ক্রোশং যোজনমিতিবৎ) আয়ত ইত্যর্থঃ ॥৭

যথা কুশাঙ্কুর-কুশকর্দমিকাং সহ ফলেন যথা বাসোভির্ন্যগ্রোধং সহ সমবর্তয়ত, বাসসা সহাবেষ্ট্য; সমন্তাৎ আবৃতবান্ ॥৮

ব্রহ্মণ্যঃ ভক্তবৎসলঃ কৃষ্ণঃ বিধানৈঃ বক্ষ্যমাণপ্রকারৈঃ বক্ষ্যমাণ-প্রবন্ধ-গুহ্যকান্।
জাতিবীর্যানুবানাংশ্চ বেণুবাদ্য-বিশারদান্ ॥১০
শ্রেষ্ঠ-গাত্র-পিশাঙ্গাংশ্চ কৃষ্ণাপাঙ্গ-ব্রজাত্মজম্।
প্রাবয়ামাস গোকাষ্ঠৈঃ শৃঙ্গৈঃ সার্ঙ্গবতুশ্চুভৈঃ ॥১১
পৃথক্ বিবাদি প্রাবৃঙ্ক শিলাকাসূনি পাণিনে।
প্রত্যাহৈঃ শবরাদাস সার্ঙ্গপাণিরিবিস্মিতঃ ॥১২
ব্রহ্মাত্মজং চ ব্রহ্মাত্মৈঃ বাদয়ন্তং চ সার্ঙ্গবৎ।
আরন্ধান্তং চ পার্শ্বস্থা নৈতং পাশুপতঞ্চ ন ॥১৩

ভোজনং কৃত্বা, বাসসা চ পরিধায়, আচম্য চ

গোভিঃ হেতুভূতৈঃ [পরমানন্দকরৈঃ চ] গোকাষ্ঠৈঃ শৃঙ্গৈঃ কৃষ্ণ-প্রেম-গুহ্যকান্, শ্রেষ্ঠ-গাত্র-পিশাঙ্গান্, কৃষ্ণাপাঙ্গ, ব্রজাত্মজম্ ইতি পদত্রয়েণ পদত্রয়ম্ প্রাবয়ামাস ইতি বাক্যার্থঃ ॥১০-১১

পিনাকী চ ঃ সার্ঙ্গিনে চক্রে পৃথক্‌বিবাদি নানাপ্রকারাণি অন্যানি প্রাবৃঙ্ক প্রকৃতবান্ ঃ সার্ঙ্গপাণি চক্রঃ অবিস্মিতঃ অবশ্যকর্তব্যবিষয়ে এব অয়ং ভগবান্ ইতি প্রত্যাহৈঃ প্রত্যবাদান ॥১২

ব্রহ্মাত্মজং চক্রুঃ, বাদয়ন্তং চ সার্ঙ্গবৎ, আরন্ধান্তং চ

এদিকে বাসের সাহায্যার্থে আগমনকারী ভক্তিপ্রেমের সহিত ভগবান্ ব্রজদেব গীত প্রবন্ধগানে পরিতৃপ্ত হইয়া রাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অভিলাষের বৃদ্ধিতে আহ্লাদ পূর্বক সেই সময়ক্ষণে উপনীত হইলেন ॥৬

ভোজন সুন্দর বৃক্ষ বর্ণনে উপযুক্ত বাক্যিসমূহই রোমাঞ্চ হইয়াছিল। যে রাজন্। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভগবান্ ব্রজেশ, ভক্তিদেবের সহ প্রহ্লাদের, কুশাঙ্গ ও কুশকর্দমের সহিত বলরামের, বাসপুঞ্জের সহিত বাসের এবং সাত্ত্বিকের সহিত স্বয়ং বাসরাজের পরস্পর ভগবান্ বৃক্ষ আশ্রয় হইল ॥৭-৮

ভাগ্যবান্ অতুল বৃক্ষ বর্ণনে করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ সুপবিত্রিগণ, সুশিষ্টগণ, সিদ্ধ ও চারুগণের, পয়স্বিনী সুরভীদিগকে দোহন করিয়া ভূতির নিমিত্ত বিধানের সহিত ভগবান্ ব্রজেশ শ্রীকৃষ্ণ সমর্পণ করিলেন ॥৯

সুন্দর, প্রবন্ধ, গুহ্যক, ভক্তিবশ, বাদ্যবাদনে বিশারদ এবং বেত্রাদিবাদন, সুন্দর মাধুর্যগণ, পিশাঙ্গবর্ণ, কৃষ্ণাঙ্গ এবং ব্রজবালকাদি ভক্ত-পক্ষীয় বেণুবাদনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধনু নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণবাণ সমূহের সহায়ে এরূপ পীড়িত করিয়াছিলেন যে, তাহারা সকলে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥১০-১১

পিনাকী মহাদেবও শার্ঙ্গধনু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শার্ঙ্গপাণিও তাঁহার বিরুদ্ধে বিশারীর অস্ত্রসমূহের দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই সকল অস্ত্রকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১২

যোধয়িত্বা তু বিবিধৈঃ ভূতাস্ত্রৈঃ তু দ্বিজম্।
বাণস্য পৃতনাং সৌরির্যমানাশিক্ষয়ৎ প্রভুঃ ॥১৪
তস্যাঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈর্ভজ্যমানঃ পরন্তপঃ।
অদহৎ বিদ্রুতং বাণস্যঃ শিখিনাস্ত্রময়ং জ্বলৎ ॥১৫
কুষ্মাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ পেতুর্মুন্নাদিতৌ।
ভূতমহাভয়ানীকানি হতনাথানি সর্বতঃ ॥১৬
বিদীর্যমাণঃ স্বকলঃ দৃষ্ট্বা বাণোঽত্যমর্ষিতঃ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ সংখ্যে রথী বিরথমাততায়িনম্ ॥১৭
ধনুঃশতাকৃত্তং কৃষ্ণঃ বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ।
একৈকস্মিন্ শরৌ দ্বৌ দ্বৌ সন্ধায় ন্যকৃন্তদ্রথী ॥১৮
অন্যে ছিত্ত্বেষবস্তস্য ধনুষি মুষ্টিদেশতঃ।
সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ ॥১৯

পার্শ্বস্থঃ, পরন্তপঃ ৪ শৈব্য বাণসেনাম্। তু দ্বিজম্ ১৩) তু দ্বিজ ইব, যথা বিবিধা সেনাহি। সৌরিঃ বাণস্য পৃতনাম্ অশিক্ষয়ৎ অদহৎ ॥১৩-১৪

তস্যাঃ তাশিক্ষিতায়াঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈঃ (প্রদ্যুম্নস্য যে বাণৌঘাঃ তৈরিত্যর্থঃ) ভজ্যমানায়াঃ সত্যাঃ তস্যাঃ বাণস্য পৃতনায়াঃ অস্ত্রময়ং তেজঃ বিদ্রুতং বিবিধা দ্রুতং যথা স্যাত্তথা অদহৎ ভস্মসাৎ চকার ইত্যর্থঃ ॥১৫

(পৃতনায়াঃ-প্রদ্রুতত্বমাহ) কুষ্মাণ্ডঃ ইত্যাদিভিঃ ভূতাঃ ভূতসংজ্ঞা ৪ সেনাস্থ- এব হতনাথানি (হতৌ নাথৌ যেষাং তানি) ভয়ানীকানি সর্বতঃ ননৃতুঃ ॥১৬

বিদীর্যমাণঃ স্বকলঃ সর্বতঃ সংহারিভিঃ দৃষ্ট্বা অতি অমর্ষিতঃ অমর্ষিতঃ রথী রথস্থঃ বাণঃ (প্রদ্যুম্নমাততায়িনং) সাত্যকিং বিরথং সংখ্যে যুদ্ধে কৃষ্ণম্ অভ্যদ্রবৎ ॥১৭

ধনুঃশতাকৃত্তং (ধনুষাং শতানি অতিক্রম্য) বাণং কৃষ্ণঃ এবং তৈরেব সংহারাস্ত্রৈঃ পঞ্চশতানি ধনুষি মুষ্টিদেশতঃ পঞ্চশতসংখ্যৈঃ একৈকস্মিন্ ধনুষি দ্বৌ দ্বৌ শরৌ সন্ধায় ॥১৮

অন্যান্ ইতি (সন্ধায়ং পূর্বেণৈব বাণস্য) অন্যে ধনুষি ছিত্ত্বা এব ছিত্ত্বা, যথা সারথিং যেন অশ্বান্ ৪ হত্বা শঙ্খম্ অপূরয়ৎ ॥১৯

প্রদ্যুম্নের বিরুদ্ধে প্রস্থান, বাণসৈন্যের বিপক্ষে পার্জন্যাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিকূলে পার্জন্যাস্ত্র এবং পার্জন্যাস্ত্রের প্রতিকূলে বায়ব্যাস্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া কথঞ্চিৎ অস্ত্রসমূহের নিবারণ করিলেন; এবং ভূতগ্রামের প্রয়োগে ভগবান্ ত্রিশূলপাণিকে সম্পূর্ণ বিদ্রুত করিয়া ফেলিলেন; এদিকে অগ্নি, যখন ও বাণের নিক্ষেপে বাণরাজের সৈন্যসমূহকে প্রায় বিনাশের সম্মুখীন করিয়া ফেলিলেন ॥১০-১৪

প্রদ্যুম্নের শরবর্ষণে ভাস্কিকের সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার অস্ত্র প্রায় অবশিষ্ট হইয়াছিল এবং অধিকাংশ রথি-দ্বারা বিরথিত হইতে লাগিল। তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় বাহিনী মহাদেবাদি আরোহণ পূর্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন ॥১৪

এদিকে বলরাম কর্তৃক বিবিধ বৃক্ষদের আঘাতে বিষম আহত হইয়া, বাণরাজা কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ

ধনুষ্টঙ্কার ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি এবং শঙ্খের ভীষণ নিনাদে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। সূতপুত্র সাত্যকি বিপক্ষের বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া বাণের সৈন্যসমূহের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৫

বাণের সৈন্যসমূহ সাত্যকির প্রহারে ছিন্নভিন্ন হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে, মহাবীর বাণ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় প্রতিযোদ্ধা সাত্যকির উপর ধাবমান হইলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখেই যুদ্ধার্থ আসিতে হইলেন ॥১৭

তখন শরাসনের যত্ন এক সময় পঞ্চ শত হস্তে ধারণ করিয়া, অপর পঞ্চশত হস্তের দ্বারা এক কালে প্রয়োগ করিতে দুই দুইটি করিয়া বাণ ত্রিকোণাদি সন্ধান করিলেন ॥১৮

তখনও শ্রীহরি কিন্তু তাদৃশ সন্ধানের নিষ্ফল হইবার পূর্বেই অপূর্ব ক্ষিপ্রহস্ততার প্রভাবে বাণরাজের পঞ্চশত ধনু একত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং বাণের সারথি, রথ ও অশ্বগণকে নিহত ও

তথাত্ত্বা কৌটিল্য নাম নয়া মুক্তশিরোরুহা।
পুত্রোৎসবমহে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাপ্তিবিবক্ষয়া ॥২০
তত্ত্বর্ত্তিমুদ্রে নয়নদ্বিতীয়ং বলাদ্রজঃ।
যাবন্ত তাবদ্ বিবশদ্বিদ্বয়ধারিণং পুমান্ ॥২১
বিস্ফারিতে কৃষ্ণমুখে ভবন্ত ত্রিদিবাদ্রিণাং।
অন্তর্ধানবতী দার্ঢ্যাৎ স্থমিব দিশো দশ ॥২২
অথ নারায়ণো দেবঃ দৃষ্ট্বা বাসবজন্মবম্।
বাহেষয়ো বৈজবন্ত পুত্রায়তে ববামুচৌ ॥২৩

বাহেষয়ঃ সমাক্রন্দম্ বৈজয়ন্তে বলাদ্বিতঃ।
অথাত্মজন্মবক্ত ত্বীক্ষ্য বাহেষয়ো ভয়ঃ।
পরমার্থী ত্বরীকেশঃ মুকৌষ প্রবভাষণি ॥২৪

ভয় উবাচ।

নমামি ভানভক্তিম্ পরেশং
সর্বাত্মানং কেবলং জিষ্ণুবন্দ্যম্।
বিধাৎপতিস্থাননাশহেতুং
তত্ত্বং ত্রয় ত্রয়ন্তিনং প্রধানম্ ॥২৫

তথা ত কৌটিল্য নাম তত্ত্ব খণ্ডন নয়া। তথাঃ পুত্রস্য পবিত্র প্রাপ্তম্ ধর্ষিণ্যুদ্বিজ্ঞা মুক্তশিরোরুহা: (মুক্তা শিরোরুহা: কেশা যয়া সা) তথা সতী কৃষ্ণস্য পুত্রস্য মহোৎসবে ॥২০

তথা চ বলাদ্রজঃ ইতঃ পরম্ তত্র অর্থিনীভূতা অর্থিনীভবতী, কৌটিল্যা বিবক্ষয়া বক্তুম্ ইচ্ছয়া তথাভূতা সতী বিবশা হিবশা যথা স্যাৎ তথা পুত্রম্ অর্থিনে ॥২১

এবং মুকৌষে (তথাসতি) বিস্ফারিতে সতি। কথম্ ভূতে মুখে (প্রকাশবতি) ত্রিদিবাদ্রিণাং ত্রিদশা এব দ্রুমাঃ তেষাং (দ্রুমাণাম্) ইমে তাদৃশাঃ দশ দিশঃ অন্তর্ধানবত্যঃ অন্তর্হিতা ভবন্তি ॥২২

অথ দেবে নারায়ণে তথা তথা দৃষ্ট্বা (তথাত্বং) পরীক্ষমাণে সতি। তথা। বাহেষয়ঃ বৈজয়ন্তঃ ৬ বৈজয়ী তথাত্বী পরমেশ্বর

এই প্রকারে যখন বৈজয়ন্তের মৃত-পুত্রের প্রসবকাল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইল, তখন দেবকী একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের উপালম্ভ করিলেন। তখন সেই বিপিনা ও বিপাৎ তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া যদিচ্ আলোকিত করা মুখের তখ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥২১

সেই তখমণ্ডলে মুখমণ্ডলে অবলোকন করিয়া দেবদেব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুমায়াকে উপালম্ভ করার জন্যই নিয়োজিত করিলেন। তখন উহার বাহেষয়-ধ্বনি ও বিষ্ণুমায়ার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল ॥২৩

বৈজয়ন্ত-ধ্বনির ভীষণ বিক্রমে বাহেষয়-ধ্বনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং অন্যান্য বলবান্ ধ্বনি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তুরাতলিপুত্রে তখনাদের

পুত্রায়তে ॥২৩

তথা: বৈজয়ন্তে ধ্বনৌ বলাদ্বিতঃ (বলেন যুক্তঃ) বাহেষয়ঃ ধ্বনিঃ সমাক্রন্দম্ রুরাব। অথ ৬ অথাত্ম তথাভূতম্ তাদৃশং বাহেষয়ঃ ধ্বনিঃ পরমার্থী (পরমং শিবায়াঃ অর্থয়তে ইতি) প্রবভাষণি সন্ হৃষীকেশঃ সর্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ধ্বনিম্ ॥২৪

তথাঃ ইতি। পরেশম্ (পরেষাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনাম্ অপি ঈশম্ নিয়ন্তারম্) বিধাৎপতিস্থাননাশহেতুম্ (বিধাৎপতিঃ ব্রহ্মা তস্য স্থানং তথাভূতং যৎ নাশহেতুঃ তম্) সর্বাত্মানং সর্বান্তর্যামিণম্ ত্রয়ন্তিনং (ত্রয়ঃ ত্রিগুণাঃ তিনাঃ তথাভূতাঃ ত্রিগুণাত্মকাঃ ইতি যাবৎ) তং প্রধানম্ ॥২৫

কালো দৈবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহ-
স্ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥২৯

নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈ-
র্দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ বিভর্ষি।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্তমানান্
ঈহোপরতং ত্বাং নতাঃ স্ম হরামঃ ॥৩০

কাল ঈশ্বরঃ কর্ম দৈব; স্বভাব জীব; দ্রব্য ক্ষেত্র; প্রাণ আত্মা বিকার; তৎসঙ্ঘাত বীজরোহপ্রবাহ; ত্বন্মায়া তন্নিষেধ প্রপদ্য ॥২৯

নানা ভাবযুক্ত লীলা প্রযুক্ত দেবতা, সাধু, লোকসেতু বিভর্তা; হিংসা দ্বারা বর্তমান উন্মার্গগামী হংসিতা; ঈহা উপরত ত্বাম্ নতগণ হরণ করিতেছি ॥৩০

মহাপাপ হইল এবং জগৎকে ঈশ্বরকে বধ করিতে আরম্ভ করিল ॥২৪

অর বলিল,—হে পরমেশ! আপনি ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও নিয়ন্তা এবং এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা; আপনি জীব-মাত্রেরই অন্তরাত্মা হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য-বিগ্রহে ও প্রভাব দ্বারা অবস্থান করিতেছেন। আপনাকে কোন পরিমাণে ধরা যায় না এবং কোন বিকারেরও স্পর্শ হয় না। আপনার শক্তি অনন্ত! সমস্ত বেদ একমাত্র কেবল আপনারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন; আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥২৫

কালস্বরূপ কাল, জ্যোতিঃ-আদি-প্রভৃতি প্রকৃতি দেবতা, প্রাণিগণ শুভাশুভ ক্রিয়া-জনিত পুণ্য ও পাপাদি অনুষ্ঠানোপযোগী কর্ম, সুখ দুঃখাদি ভোগের ভোক্তাস্বরূপ জীব, এই সমস্ত পরিণামের হেতুভূত সত্ত্বাদিগুণময় স্বভাব, মহাদি সূক্ষ্মভূতরূপ দ্রব্য, মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তির আধারভূত প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্র, পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ, অহঙ্কার নামক আত্মা, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ প্রকার বিকার, এই সকল বিকারের সম্মিলনে উৎপন্ন যে, যে হইতে উৎপন্ন বীজভূত কর্ম এবং কর্ম হইতে অঙ্কুরস্বরূপ দেহ এবং পুনঃ কর্ম পুনঃ দেহ; এইরূপ বীজাঙ্কুরবৎ উৎপাদ্য ও উৎপাদক সম্বন্ধবিশিষ্ট দেহ অর্থের অনির্বচনীয় সম্বন্ধ-ভোগ প্রবৃত্তি দেহধারী এক আপনার মায়া-প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। জীব যতদিন আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, ততদিন এই দেহ-প্রতি-পাদিকা মায়ার হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পায় না; আপনাকে অবগত হইতে পারিলে, মায়াজনিত দেহধারণ ও দেহত্যাগ বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥২৬

আপনি অবলীলাক্রমে বিবিধ ভাবের প্রকাশক সংজ্ঞাদি বিভিন্ন বেশে অবতীর্ণ হইয়া দেবলোক, সাধু জনগণ ও বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের মর্যাদা প্রতি-পালনে অবতারসমূহকে সৃষ্টি করিতেছেন; এবং উৎপথগামী বিদ্বেষিগণের সংহার করিতেছেন; কেবল পৃথিবীর ভার অপনোদন করিবার অভিপ্রায়েই আপনি যাবতীয় অবতার স্বীকার করিয়াছেন। (প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি আমাদের পূজ্য বা নিত্য নমস্য) ॥২৭

অতোঽহং তে ভেষজমা ভূদমুষ্য
সংসারোপধ্বংসনমপ্যপেক্ষে।
তাবদ্ ভবো দেহিনাং মা বিরাগো
যাবন্ন তত্ত্বং জিজ্ঞাসতে জনেষু ॥২৮

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিশিরস্কে প্রসন্নোঽস্মি যোঽস্মদ্ধ্যানমিদং তব।
যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য স্বং ভবেদ্ধনম্ ॥২৯

ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গুরো মানেন্দ্রো যযৌ।
বাণস্তু বরমাসাদ্য প্রাগাদ্ যোৎস্যন্ জনার্দনম্ ॥৩০

ততো বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরোঽসুরঃ।
যুযুধে পরমক্রুদ্ধো বাণশ্চক্রায়ুধে নৃপ ॥৩১

তস্যাক্ষয্যোঽস্ত্রসঙ্ঘস্য কৃষ্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ ॥৩২

গরুড়ধ্বজশ্চাপি পাদে শৈবং ভয়ং ঐন্দ্রাদেব) অতএব অস্মদ্ভয়ম্ অতএব তে তব ভেষজম্ পরিহরণোপায়ঃ ভবতু ভবতি; (অতঃ পরমেশ্বরো বা ভব)। অথবা অপাদানম্ভয়ম্ (অস্মাৎ ভয়মেবাস্য অস্মদ্ভয়ম্) যদ্বা তে তব অস্মিন্নুদ্যমে ন ভেষজম্, ভাবি তেষাং ভেষজমিত্যর্থঃ। (পরমেশ্বরস্য বধ্যে ন কে ভৈষজ্যম্ ॥২৮

শ্রীভগবান্ উবাচ। যে ত্রিশিরঃ! যে তুভ্যম্ অথ প্রসন্নঃ, অতঃ মদ্ধ্যানং যে তব তথা যোঽস্মদ্ধ্যানম্। যে নৌ আবয়োঃ সংবাদং কথা-প্রসঙ্গরূপং স্মরতি ভাবং, তস্য তুভ্যং তথা ন ভবেৎ (যদা তস্য ন ভিন্নপদার্থত্বম্) ॥২৯

ইতি এবং ভগবতা উক্তঃ সংপ্রেষ্য ধৃতা। অচ্যুতম্ শ্রীকৃষ্ণম্ আনম্য নমস্কৃত্য। ততঃ পরং। তু শব্দো অন্যত্র সং যোগম্ যোদ্ধুম্ ইচ্ছন্ ভগবন্তম্ প্রতি প্রাগাৎ ॥৩০

ততঃ যে যুদ্ধে। বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরঃ (নানাবিধানি আয়ুধানি বহতীতি তথা সঃ) পরম-ক্রুদ্ধঃ বাণঃ যুদ্ধে যুযুধে প্রহরতাং শ্রীকৃষ্ণে বাণস্তু যুযুধে ॥৩১

অথবা পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাদি অস্তঃ প্রহরতাং যত্র বাণস্তু যুদ্ধে বনস্পতেঃ বৃক্ষস্য শাখাঃ ইব ভগবান্ মুমোচবিষয় শ্রীকৃষ্ণো বাহূন্ চিচ্ছেদ ॥৩২

প্রথমতঃ ঐকান্তিক, কিন্তু পরিণামে ঐশ্বর্য ভাবাবেশে আমার ভগবতীয় তত্ত্বের দুর্বিজ্ঞেয় শক্তিমত্তার প্রভাবে আমি একান্ত অভিভূত হইয়াছি। এই মহাপাপ হইতে আপনি রক্ষা করুন। যতদিন আমার আমিত্বের আবেশ হইয়া জীব ভগবতীয় চরণ-কমলের অনুসরণ না করে, ততদিনই দেহীর দুঃখের আর শেষ থাকে না। আমি কিন্তু আপনার একান্ত শরণাগত। আমার পক্ষে আপনি ভবের বিভীষণা মায়া নিবারণে সমর্থ ॥২৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ত্রিশিরঃ। আমি তোমার প্রতি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার বিদ্বেষ হইতে আর তোমার কোন অনর্থের আশঙ্কা নাই। অধিক কি। যে ব্যক্তি তোমার সহ আমার তাদৃশ প্রেম হইবে। স্মরণ করিবে, তাহার আর ভয় হইতে ভয় থাকিবে না ॥২৯

ভগবান্ এইরূপে অভিহিত হইয়া মহাদেবের সহ ভগবান্‌কে প্রণাম করত তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে মহাবাহু বাণও যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রথে আরোহণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে অগ্রসর হইল ॥৩০

হে মহেন্দ্র! অনন্তর রাজা বাণ বাহু-সহস্রে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক ক্রোধ সহকারে সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ভগবান্ বাণ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল ॥৩১

বাণরাজ বারম্বার অস্ত্র নিক্ষেপ করায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর সহ্য করিলেন না; তিনি তীক্ষ্ণধার সুদর্শনের প্রহারে বৃক্ষশাখার ন্যায় বাণের বাহুসহস্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৩২

বায়ুং ত্বিয়ানেমুং যাপস্ত তবেমুং তবঃ।
তত্ত্বাসুকম্পুপেক্ষন্তা চক্রাদুবেত্তাবাহ ॥৩৩

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ত্বং বি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥৩৪
নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো
দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্ব্বী।
চন্দ্রো মনো যস্য পুমাংশ্চ যোনি
র্ন্যস্যেদমপ্যপ্সু সমাধিতন্ত্বম্ ॥৩৫
যোগাগ্নি তপ্তত্রিবরোরুবপুষঃ
কেচিদ্বিপশ্চিতো বিরজা বিমর্শ।
শ্রদ্ধাদয়স্তে ঋষয় স্তবার্থা
ন বৈ তবাম্ পুরুষো লোককল্প ॥৩৬

বায়ুং বায়ুং বিয়ানেমুং ব্যোম [ত্রিকাঃ ৩৪৭ শ্লোঃ। বিয়ৎ, অয়ঃ নিয়ন্তৃত্বম্ অস্যা ধূঃ=ধিয়ি ধাতা] তত্ত্বাসুকম্পা তবেমুং তবঃ উপেক্ষা বিনাঃ তত্ত্বা চক্রাদুবেত্তাবাহ ব্রহ্মাণং প্রতীত্য ॥৩৩

শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বং বাক্যের প্রথমে যেন গুহ্য ব্রহ্মোপাসনা অভিপ্রায়িতঃ তদ্ব্যাখ্যা. জ্ঞানকর্ম্ম পরং ব্রহ্ম বি এব। যং পুরুষম্ অমলাত্মানঃ বিশুদ্ধচিত্তা ভক্তাঃ যোগিনঃ এব আকাশম্ ইব ব্যাপ্তম্, কেবলং সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বেনাধিষ্ঠাতৃ ইত্যর্থঃ ॥৩৪

নাভির্নভো ইত্যাদি। অগ্নয়োঽস্যা যোনাঃ এব যোগাঃ বিবিক্তং বিদন্তা বুদ্ধিঃ=আত্মাপরিঃ যোগ এব বিমর্শঃ যোগঃ, অর্থ ধ্যানং যত্র তে=ধ্যান যোগাভ্যাসাঃ [যোগৈঃ ধ্যানের অন্তরিন্দ্রিয় প্রতিপাদনে ইতি] পূজনং এব ॥৩৫

ব্যাপের ব্যাপকত্ব এই প্রকারে যেমন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যখন চক্রাসুরে ব্রহ্মা-প্রাণনে ব্যাপের অবেষণ করিতেছেন দেখিয়া, বিশুদ্ধপাণি ব্যাপের ব্রহ্মজ্ঞানেরই তাঁহার অন্তিম কার্য্য বিবেচনা করিয়া, আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; তিনি ভক্ত ব্যাপের প্রতি কৃপা বিতরণে ব্রহ্মা ভক্ত-সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার প্রবোধ সাধনার্থ বিনতি পূর্ব্বক স্তব আরম্ভ করিলেন ॥৩৩

স্তব করিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি পরাপরের এবং পরাপরের অগ্রগণ্য জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম। আপনি শব্দব্রহ্মের ভেদে অতি গুহ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। তথায় কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ভক্তজনের বিমল পূর্ব্বক অপরোক্ষ ভাবে নিত্য বলিয়াই আপনি প্রতিপাদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়াছে, যাঁহারাই কেবল তথায় মহাকাশ সদৃশ সর্ব্বব্যাপী নিলিপ্ত কেবল স্বরূপের অবধারণ করিয়া থাকেন ॥৩৪

এই বিশ্ব ব্যাপারে আপনিই বিরাট্ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন; নভোমণ্ডল আপনার নাভি-দেশ; হুতাশন আপনার মুখ, অম্বু রেতঃ, স্বর্গ আপনার শিরোদেশ, দিক্‌সকল আপনার শ্রোত্র; পৃথিবী পাদদেশ, নিশানাথ চন্দ্র মন, দিবাকর আপনার লোচন; অম্বরাশি আদিই আপনার অহঙ্কার-তত্ত্ব, লতা তরু এবং ঔষধি প্রভৃতি লোমরাজিরূপে আপনার গায় ॥৩৫

অধিকন্তু আপনার যোগ, অনন্তযোগসাধ্য তপোময় দিব্যদেহ (কেশ), শ্রদ্ধা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার উৎপাদন শক্তি, মেঢ্র এবং ধর্ম্মই আপনার হৃদয়; আপনিই এই বিশ্বের অবয়বসমূহের অবয়বীরূপে প্রতিপাদিত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্; লোক-সমূহ পদে অঙ্কিত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় এক তথায় অবস্থিত হইয়াছে যায় ॥৩৬

ত্বমাবজ্জয়োঽয়মনুত্তমাত্মন্
দর্শন্ত ওষ্ঠৌ প্রদহন্ত্যো তবায়।
যমক সর্বে অমরানুযাত্রিকা
বিশ্বস্বরাস্তে মুখনাসি দণ্ড ॥৩৭

ত্বমেক আত্মা পুরুষোঽদ্বিতীয়-
স্তুর্যঃ স্বদৃগ্‌হেতুরহেরুদীশ্বর।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারঃ
স্বমায়য়া সর্বগুণ-প্রসিদ্ধ্যৈ ॥৩৮

ঘটৈর্যথা পৃথগভিধানভাবৈ-
র্দ্রব্যেণ রূপাদিভিরাত্মতন্ত্রঃ।
এবং গুণৈরপিহিতো গুণাংস্ত্বং
আত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্ ॥৩৯

ব্যক্তাদয়োঽযৌক্তিকধীঃ পুমর্থা-
দ্যদাশ্রয়া যর্হি তদীক্ষয়ৈব তে।
উভয়ত্রাপি নিরস্তবস্তু প্রমাণতঃ কৃত্তিমবর্ত্মবদ্ বুধঃ ॥৪০

যে অনুধাবন্ত্য-অনুভবন্তঃ ; যম যাম্ অনুভবন্তঃ সন্তঃ ভক্তাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ ; তবায় প্রপন্নেভ্যঃ-প্রপন্নায় তবায় ত্বদীয়-পুরুষার্থায় তথা অনুত্তমাত্মন্ ; নারায়ণায় ; এব যম সর্বে অনুযাত্রিকাঃ ; পার্ষদাঃ ॥৩৭

ইদং তত্ত্বম্ ॥ এবং অধিকৃতাঃ যম যে ; সর্বেষাং পরমেশ্বরঃ, তথা আত্মা আত্মীয়ঃ, যম ॥ আত্মা ; তমনুধাবিন্ত, অধিকৃতাঃ, ভূত্বা ঈশ্বরং তাদাত্ম্য-তদীয়তা-তদেকপরায়ণাস্তাঃ, সন্তঃ তদ্ভক্তাঃ-ভাগবতাঃ পুমাংসঃ, এব সর্বে তদনুযাত্রিকাঃ পার্ষদাঃ-প্রপন্নাঃ যম তবায় ত্বদীয়-প্রপন্নায় অব তবায় ত্বদীয়ায় ॥৩৭

যে ত্বমসি ! যদা তবায়ত্বে ত্বদীয়ত্বেনাভিমতা অভিধিয়ঃ অহমাদিধিয়ঃ অপি যথা তব দ্বারা রূপাদি ঘটস্য তদ্বারা তথা ত্বমেব তেনাভিধানেন তদ্ভাবেন, অভিধা ও পরিভাষা, ভাবৈঃ, ঘটাদিপদানি ॥৩৯

যত্র যস্মিন্ যে বিকল্পিতাঃ, যথা পুরুষাদ্যাত্মনি প্রপন্নাঃ ঈশাঃ পুরুষার্থে ত্বদ্ভক্তিপর্যন্তে ত্বদ্ভক্তিপর্যন্তে নিরস্তবস্তু ॥৪০

যে অপ্রত্যক্ষ-অরূপ ; সনাতন ধর্মের সাধকদার্থে এবং প্রপন্ন জন-সমূহের ধর্মাদি পুরুষার্থের সম্যক্ প্রকার বিধিতা আপনি এই অবতারে প্রকট অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা সকলেও আপনারই অমৃত শক্তির সাহায্যে সামর্থ্যবান্ হইয়া এই সব স্তবন প্রতিপালন করিতেছি ॥৩৭

আপনি অজন্ম এবং অনাদীন-হেতুশূন্য, সমস্ত প্রকারেও অধিতীয় তাদাত্ম্যশূন্য আদি হেতু ; আপনার উৎপত্তির আর পৃথক হেতু নাই। আপনি অধিতীয় এবং তুরীয়ের জ্ঞাতা, তথা ও সুবুদ্ধিপ্রদ অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয়স্বরূপ পরম ভাব এবং স্বপ্রকাশ জ্ঞান-স্বরূপও আপনি। অন্তর্যামিরূপে জীবমাত্রের হৃদয়ে আপনি বাস করিতেছেন এবং যাবতীয় গুণকার্যের বিজ্ঞাপনার্থে অতীব মায়ার প্রভাবে আপনি বিভিন্নরূপে এবং বিজড়ন হইলেও প্রত্যেক বিকারীরূপে সর্বত্র বিরাজিত হইতেছেন ॥৩৮

হে ভূমন্ ! ঘট সকলের অভিধানভেদের দ্বারা যেমন তাহার দ্রব্য রূপাদি ঘটের তদ্দ্বারা তথা ত্বমেব তেনাভিধানেন তদ্ভাবেন, অভিধা ও পরিভাষা, ভাবৈঃ, ঘটাদিপদানি ॥৩৯

যত্র যস্মিন্ যে বিকল্পিতাঃ, যথা পুরুষাদ্যাত্মনি প্রপন্নাঃ ঈশাঃ পুরুষার্থে ত্বদ্ভক্তিপর্যন্তে ত্বদ্ভক্তিপর্যন্তে নিরস্তবস্তু ॥৪০

বিভাসিত হইতেছেন ॥৩৮

হে ভূমন্ ! বিকারক দেবের অবয়ব হইতে সমুৎপন্ন দেব ও ঋষিগণের অতীব আবরণে আবৃত হইলেও সেই আবরক দ্বারা এবং তদাত্মকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অতীব কার্যকুল দেহ ও অহঙ্কারাদির সহযোগে সমুৎপন্ন ঈশাদির আবরণে আপনি আবৃতের ন্যায় থাকিয়া, অতীব স্বপ্রকাশ গুণের পরিচয়ে সেই সকল দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি তদাত্মকে এবং অন্তঃকরণাদিকে ঈশাদির জীবসমূহকেও প্রকাশ করিতেছেন ॥৩৯

যাঁহার মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া মূঢ়, মায়া ও মৃত্যুগ্রস্থিত আদরণীয় জীবনের এই জীবন দুঃখ-সাগরে অবতরণ নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত হইতেছে, সেই মহাপুরুষই আপনি ॥৪০

যেনেক্ষতে নিত্যং সত্ত্বং মূলোক্তমর্থতেন্দ্রিয়ঃ।
যো মাত্রিকেন হৃৎপাদো ন পোষ্টা ভূতপঞ্চকস্য ৪৪১

যস্যাং বিশ্বমভূৎ সর্গো আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্।
বিপর্যয়েণ ত্রিগুণার্ণবে বিশ্বমাত্মভূতং ত্যজন্ ৪৪২

অহং ব্রহ্মাথ বিদ্বাংস ঋষয়শ্চাপরেঽমলাঃ।
সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানমাত্মকারণম্ ৪৪৩

ওং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং
সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং
ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ৪৪৪

অয়ং স্বয়ম্ভো ভবিতাত্মভূয়সাং
ভবায়ঃ সত্ত্বমূর্জ দেব।
শশ্বদ্ভবায় ভবতঃ প্রসাদো
যথাহি বৃক্ষস্য সলিলসেকঃ প্রসূনম্ ৪৪৫

যেনেক্ষতে। যেনেক্ষতে অনুগৃহ্যতে ইতি যাবৎ। ঈক্ষ মূলোক্তম্ সত্ত্বম্। যদি যঃ অধিষ্ঠিতঃ হৃৎপাদো ন পোষ্টা ভূতপঞ্চকস্য ন পোষয়তি ৪৪১।

যস্যাং ভবতঃ অনাদিসিদ্ধং ত্রিগুণং আত্মানং ঈশ্বরং বিপর্যয়েণ (বিপরীতং যথা বিপরীতৈঃ অজ্ঞানং অধিষ্ঠিতঃ অনীশয়া যে ইন্দ্রিয়াদিঃ সৃষ্টাস্তৈঃ) বিশ্বতয়া, ন তু অন্যথা ত্যজন্ বিদন্ অহং ৪২।

(ব্রহ্মত্বমাত্মনোঽপি প্রার্থয়তো ন অন্যথা) অথ ব্রহ্মঃ অমলাশয়াঃ বিগতরাগাদয়ঃ বিদ্বাংসঃ মুনয়ঃ অন্যে বিদঃ, ইত্যাদি। সর্বাত্মনা পূর্বোক্তং আত্মানং প্রৌঢ় ঈশ্বরং মাত্মেন প্রপন্নাঃ শরণং যযুঃ ৪৩।

ওং ত্বা। জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং (ওমঃ প্রণবস্য অর্থভূতং) জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং। সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্। অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ৪৪৪

অয়ং। অয়ং অস্মদাদিঃ ভবিতাত্মভূয়সাং (ভবতঃ সকাশাৎ অনন্যভূয়সাং) ভবায়ঃ (ভূয়ঃ বিভবায়) ভবতু। ভূয়সাং ভবায়ঃ (ভূয়ঃ বিভবায়) ভবতু ইতি ভূয়সাং ভবায়ঃ। ভবায় ভবতু ইতি বা। সত্ত্বং (ভবতঃ সকাশাৎ অনন্যভূয়সাং)

শ্রীজনকানুবাচ।

স্বাগতং তেঽস্তু ভদ্রং তে সর্বান্ কাময়সে বরান্।
তমুবাচ ততো রামঃ পিতরং সুমহাযশাঃ ॥৪৬
অস্মাকং রাজশার্দূল যৈরাচার্যৈরুপস্কৃতঃ।
প্রত্যাদায় ততো দত্তো ন ত্বয়া যে তপোধনাঃ ॥৪৭
তর্পণান্তমনাস্তস্ত প্রকৃত্যা বাহবো মম।
দৃষ্টিশ্চ মম কৃষ্ণি চক্ষ তাবাত্মিকং ফলম্ ॥৪৮

চত্বারোঽপ্যত ফলাঃ পিতৃঃ প্রতিকৃতাত্মনাম্।
পার্থিবস্থাপ্যতো নাস্তি কৃতস্কিন্নোপকারতা ॥৪৯
ইতি পত্যুস্তদা শ্রুত্বা প্রীতা পিতামহী।
প্রাহুর্মিথঃ স্বযাবোপা নবধা সম্প্রধারয়ন্ ॥৫০
অকৌহিণ্যা পরিবৃতঃ সুবাসসমলঙ্কৃতম্।
নপাতীকং পুরস্কৃত্য যযৌ কৃত্যানুযোধিকঃ ॥৫১

শ্রীজনকঃ উবাচ। তদা যে ভবতঃ তব ঔরসৈর ভবন্তঃ; হে তনয়ঃ। যে আবাম্ এবং যে যে বরা আবাং প্রার্থিতবন্, যে তবৈব তব ভিন্নে অত আবাম্ তবার্থম্। তদাবাং যে বরাঃ প্রার্থিতা, যে তবৈব যে মম তানু প্রকৃতঃ অনুরোধিতম্ ॥৪৬

তদা যি "তব তবাং তাবাম্, যে যা" ইতি যে প্রাচাম্ পূর্বাংশে ॥৪৮ পদ্যঃ, তদা তদা যৈরোপস্কৃতঃ (যিবাহকৃতঃ) যদি তত্ত্ব পূজাবাং এবং যাং তদাবাং অনুরূপ যদি তে তবাম্ ॥৪৭

তর্পণান্তমনাস্ত এব তত্ত্ব তবাং যা প্রকৃত্যা বিনা, যে চ দৃষ্টিঃ তাবাত্মিকং তত্ত্ব দৃষ্টি যদ্ তৈরুক্ত তত্ত্ব দৃষ্টিঃ বিনাশিতম্ এব ॥৪৮

পিতৃঃ অবশিষ্টঃ চত্বারঃ তত্ত্ব ফলাঃ তবাবাং প্রতিকৃতাত্মনাম্ তবাবাং তাবাত্মনাম্ ॥ তবিদ্যতি। তদা তত্ত্ব অনুরূপ যদি তবাম্ পার্থিবস্থাপি তত্ত্ব তা কৃতস্কিন্নো বিনাশ ॥ তবিদ্যতি ॥৪৯

ইতি এবম্ তদা তত্ত্ব পত্যুঃ তে তবাম্ যাং বিনা তদা প্রাহুঃ তবা উবাচ ॥ প্রাহুর্মিথঃ অন্যোন্যম্ এবম্ তদাবাং নবধা সম্প্রধারয়ন্ উবাচুঃ ॥৫০

এবং তদানুরোধিকঃ (তবাবং অনুরোধিকঃ যাং সম্পাদকঃ ইত্যর্থঃ) অকৌহিণ্যা পরিবৃতঃ সুবাসসম্ অলঙ্কৃতঃ নপাতীকম্ অধিকৃত্য পুরস্কৃত্য তবাবাং যযৌ ॥৫১

এই যাগ আমার একজন অনুগত সেবক, প্রিয় পাত্র ও আত্মজের ন্যায়। যে দেব! সুতরাং আমি ইহাকে অভয় দান করিয়াছি। অতএব আপনি যখন বৈবাহিক প্রস্তাবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তখন ইহার উপরও প্রসন্ন হওয়া উচিত। আপনি প্রসন্ন হইলে, আমার প্রথম অভয়-দানও সফল হয় ॥৪৫

তদনন্তর শ্রীরাম বলিলেন,—হে তনয়ঃ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি সেইরূপই সম্পাদন করিব। যাহাকে অভয় প্রদানে আপনার প্রিয়-সাধনই করিব। আপনি যেরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপই অনুষ্ঠান করিয়াছি ॥৪৬

কারণ, পূর্বে প্রস্থানকালে এই বলিয়া আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, তাহার ব্যতিক্রমে আমি কখন বিরত হইব না। অতএব এই বলিদানের যাগ অনুষ্ঠিত হইলেও তোমাদের আসা বৃথা নহে ॥৪৭

কেবল ইহার তর্পণসমাপনার্থ আমি ইহার বাহুসকল ছেদন করিয়াছি এবং ইহার জন্য নিবারণার্থই ইহার নৈসর্গিক বিনষ্ট করিয়াছি ॥৪৮

অতএব ইহার যে চারিটি আমি ছেদন করি নাই, তাহা অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিবে এবং যাগ অঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলেও, যখন আপনার পার্থিবদেহই, তখন ইহার আর কোন ক্ষয় নাই; অতএব যাগ নিষ্পন্নটিতে বিচারণ করিবে ॥৪৯

যাগ তদনন্তরে অভয়দান করিয়া, অবশেষে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং নবধা উপায়ে

যদাজ্ঞয়ানীঃ সকলাস্তাঃ অরৈঃ
সহ ত্রাবৈষ্ণবিকিতমার্গচক্ষুষাম্।
ছিনৎ সধীনকদনুস্মৃতিবলৈ-
রন্ধ্যস্তঃ সৌদন্মনিবাসিভিঃ ॥৫২

য এবং কৃষ্ণবিজয়ং পঠেদ্বা চ শৃণুয়াৎ।
সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥৫৩

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

যতঃ সৌদন্মনিবাসিভিঃ সধীনকদনুস্মৃতিবলৈঃ অনুক্ষণং অভিভূতং আসন্ন্যা সংজ্ঞয়া, সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অরৈঃ অস্ত্রৈঃ সহ ত্রাবৈষ্ণবিকিতমার্গচক্ষুষাং (ত্রিকিতাঃ নিজাঃ মার্গাঃ চরণাদি ও বচনং তদ্বা) জ্ঞানবতীঃ বিদ্যাঃ ॥৫২

য এবং এতৎ কৃষ্ণবিজয়ং পঠেৎ। শৃণুয়াৎ বৃদ্ধ প্রাতরুত্থায় সংস্মরেৎ, তস্য পরাজয়ঃ ন স্যাৎ ॥৫৩

ইতি বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবত-পারিজাতস্য
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৬৩

অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া কৃষ্ণ সমীপে আনয়ন করিল ॥৫০

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের অনুমতি অনুসারে এক অক্ষৌহিণী সেনার পরিবৃত মহাদৃঢ় বর্ম ও আভরণাদিতে বিভূষিত পরীক্ষিৎ অনিরুদ্ধকে অগ্রে করিয়া দ্বারকাপুরে যাত্রা করিলেন ॥৫১

শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া, দ্বারকাস্থ পুরবাসী সুহৃদ্বর্গ এবং বিবাহিতগণ সকলে তাঁহার অভিবাদনার্থ শঙ্খ, আনক এবং দুন্দুভির ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, বিবিধ অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত সাদিক-রাজমার্গ ও চতুষ্পথ-বিশিষ্ট রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ॥৫২

যে ব্যক্তি রাত্রিযোগে শ্রীকৃষ্ণের জয় এবং তদুপলক্ষে নগরের সহিত তাঁহার সংগ্রাম-বৃত্তান্ত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহার আর কোন প্রকারে পরাজয় হয় না। (কি শত্রুকুল, কি ইন্দ্রিয়বর্গ! সকলের উপরই তিনি প্রতিপত্তি স্থাপনে সমর্থ হন) ॥৫৩

শ্রীমদ্ভাগবতপরমহংসসংহিতা মধ্যবর্তিনী শ্রীবৃহদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণবনাথসার্বভৌম-কৃত ত্রিষষ্টিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন বালো মৃৎভোজনম্।]

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

একদোপবনং রাজন্ জগ্মুর্বৃহদ্বনাদকাঃ।
বিহর্তুং রাম-প্রদ্যুম্ন-চারুভানু-বলাদয়ঃ ॥১

ক্রীড়িত্বা দুষ্টিং তত্র বিচিক্যুঃ পিপাসিতাঃ।
জলং নিরুদকে কূপে দৃষ্ট্বা সন্ত্রমমুদ্যতম্ ॥২

কৃষ্ণনামঃ পিতৃনিত্যং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ।
তত্র তোয়মপশ্যন্তঃ চক্রুস্তে কৃপসান্নিধ্যম্ ॥৩
চর্মভির্বাসোভিঃ পাণিভির্বা পক্ষিমর্কটাঃ।
নাশক্নুবন্ সমুদ্ধর্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুদ্যতাঃ ॥৪
তত্রাগত্যাব্রবিদ্বাক্যং ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
বীক্ষ্যাস্মরণং যাদবেন তং কূপেন চ লীলয়া ॥৫

অন্বয়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিঃ শ্রীশুকঃ উবাচ। হে রাজন্! একদা সমং প্রদ্যুম্নশাম্বভানুবলাদয়ঃ বৃহদ্বনাদকাঃ বিহর্তুং ক্রীড়ার্থং উপবনং জগ্মুঃ ॥১

তত্র উপবনে ক্রীড়িত্বা বনক্রীড়াং কৃত্বা পিপাসিতাঃ অতঃ জলং বিচিক্যুঃ অন্বেষয়ন্তঃ কূপং নিরুদকে জলশূন্যে কূপে দৃষ্ট্বা সন্ত্রমং ত্বরাযুক্তং যথা স্যাৎ তথা ॥২

তং বিচিক্যুঃ পশ্যন্তঃ কৃষ্ণস্য পিতরঃ বীক্ষ্য বিস্মিতমনসঃ (বিস্মিতঃ মনঃ যাসাং তাঃ যথা তে) অতঃ কূপস্য

অন্বয়ঃ

সন্নিধিং চক্রুঃ তস্য সমীপং যযুঃ ॥৩

তে বালাঃ (কূপে) পতিতং তং চর্মভিঃ বস্ত্রৈঃ পাণিভিঃ হস্তৈঃ বা পক্ষিমর্কটাঃ ইব উদ্ধর্তুং ন অশক্নুবন্ঃ অতঃ উদ্যতাঃ সন্তঃ কৃষ্ণায় আচখ্যুঃ ॥৪

বিশ্বভাবনঃ অখিলজনকঃ সঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ তত্র আগত্য বালানাং বাক্যং কূপে তং পতিতং চ বীক্ষ্য অস্মরণং লীলয়া উদ্ধারং কূপাৎ বহিঃ নিষ্কাসিতবান্ ॥৫

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বালা নৃপের উদ্ধার।]

ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! একদা শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারুভানু ও বলরামাদি বৃহদ্বনীয় বালকগণ ক্রীড়া করিতে করিতে এক উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিল ॥১

তথায় তাহারা বহুক্ষণ ক্রীড়া করায় শ্রান্ত ও পিপাসাতুর হইয়া জলের অন্বেষণে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে একটী জলশূন্য কূপমধ্যে এক বৃহৎ-জলের অদ্ভুত কার্য্য দর্শনোদ্যত হইল ॥২

পরে বিশেষ অনুসন্ধানের পর সেই পর্বতকন্দর-সদৃশ প্রকাণ্ডের গহ্বরে কৃষ্ণনাম খোদিত অবলোকন করত, তাহারা বিস্মিত হইল এবং কূপাপূর্ণ হইয়া কূপ হইতে তাহাকে উত্তোলন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল ॥৩

বালকগণ কূপে পতিত সেই কৃষ্ণনামকে চর্ম্মের ও বস্ত্রের দ্বারা উত্তরণ করত তাহার উপরে উত্তোলনার্থে অনেক যত্ন করিলেও, কোনমতে কৃতকার্য্য হইল না; পরে একান্ত উদ্বেগচিত্তে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া, সেই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিল ॥৪

বিশ্বভাবন ভক্তবৎসলোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বালক-গণের মুখে তাদৃশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কূপসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণনামকে অবলোকন করিয়া অবলীলাক্রমে কেবল বাম বাহুর দ্বারাই তাহাকে কূপমধ্য হইতে উপরে উত্তোলন করিলেন ॥৫

স উত্তমশ্লোককথাভিরুক্তো
বিনোদ্য তদ্যঃ কৃতলাসরূপম্।
সদ্যঃপ্রপেদে স্বজনাভিরূপং
বর্ণাশ্রমাচারযুতাত্মরূপম্ ॥৬
পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তদ্বিবক্ষয়া
জনেষু বিখ্যাপয়িতুঃ প্রভুঃ সতাম্।
কস্ত্বং মহাভাগ ভবেদৃশীং গতিং
প্রাপ্তো বিসর্গো বদ কর্মভির্যথা ॥৭
ন তেঽব্জনাভাখিললোকপদ্মজ
ভ্রাম্যন্তি বৈ যে ভবদীয়কোবিদাঃ।
যোগেশ্বরাণাং হৃদি যে বিকর্তনা
স্তেষাং স্বয়ং কিং নু বিদাম কর্ম তে ॥৮

উত্তমশ্লোককথাভিরুক্তঃ (উত্তমশ্লোকস্য কথাভিরুক্তঃ) কৃতলাসরূপম্ (কৃতলাসরূপং যস্য তম্) সদ্যঃপ্রপেদে (সদ্যঃ প্রপেদে) স্বজনাভিরূপম্ (স্বজনানাম্ অভিরূপম্) বর্ণাশ্রমাচারযুতাত্মরূপম্ (বর্ণাশ্রমাচারযুতং আত্মরূপং যস্য তম্) ॥৬

বিদ্বান্ (সর্বজ্ঞোঽপি সন্) বিবক্ষয়া (বক্তুমিচ্ছয়া) জনেষু (লোকেষু) বিখ্যাপয়িতুঃ (প্রকাশয়িতুম্) সতাম্ (সাধূনাম্) প্রভুঃ (সমর্থঃ) সঃ (কৃষ্ণঃ) তম্ (কৃতলাসম্) কঃ ত্বম্ (কো ভবান্) ইত্যাদি পপ্রচ্ছ ॥৭

হে অব্জনাভ! (হে পদ্মনাভ!) অখিললোকপদ্মজ (অখিললোকানাং পদ্মজ) ভবদীয়কোবিদাঃ (ভবদীয়েষু ভক্তেষু কোবিদাঃ নিপুণাঃ) যে ভ্রাম্যন্তি বৈ (ভ্রমন্তি এব) যোগেশ্বরাণাং হৃদি যে বিকর্তনাঃ (বিকর্তনা ইব ছেদকা ইব) তেষাং (তব ভক্তানাম্) কর্ম বয়ং স্বয়ং কিং নু বিদাম (কিং জানীমঃ) ॥৮

আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো
যস্মাদসৌ নঃ কমনস্ত বক্ত্রম্ ॥৯

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনাবস্তুদৃষ্টিনা।
মায়াং প্রবিষ্টয়ান্তর্দধে বিজ্ঞাপ্যাত্মানমাত্মনা ॥১০

নৃগ উবাচ

নৃগো নাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
দানিষ্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্ ॥১০

আত্মানম্ আখ্যাহি (স্বকীয়ং বৃত্তান্তং কথয়) বিবিৎসতাং (জ্ঞাতুমিচ্ছতাং) নঃ (অস্মাকম্) যস্মাৎ (যতঃ হেতোঃ) অসৌ (ত্বম্) নঃ (অস্মাকম্) কমনঃ (কমনীয়ম্) বক্ত্রম্ (মুখম্) অদর্শয়ঃ (দর্শিতবান্) ॥৯

ইতি স্ম (ইত্থম্) রাজা (নৃগঃ) সম্পৃষ্টঃ (সম্যক্ পৃষ্টঃ সন্) অবস্তুদৃষ্টিনা (অবস্তুনি দৃষ্টিঃ যস্য তেন) কৃষ্ণেন (ভগবতা) আত্মানম্ (স্বকীয়ং বৃত্তান্তং) আত্মনা (স্বয়মেব) বিজ্ঞাপ্য (জ্ঞাপয়িত্বা) মায়াম্ (অদৃশ্যতাম্) প্রবিষ্টয়া (প্রাপ্তয়া) অন্তর্দধে (তিরোধানং প্রাপ) ॥১০

নৃগঃ উবাচ। হে অচ্যুত! অহম্ ইক্ষ্বাকূণাং (ইক্ষ্বাকুবংশীয়ানাং) মহাত্মনাং (মহতাং) নরেন্দ্রঃ (রাজা) নৃগঃ নাম (নৃগনামা) অস্মি। দানিষু (দানবিষয়েষু) আখ্যায়মানেষু (প্রশস্যমানেষু) সৎসু যদি তে (তব) কর্ণম্ (শ্রবণম্) অস্পৃশম্ (ন স্পৃষ্টবান্ অর্থাৎ ন শ্রুতবান্) ॥১০

উত্তমশ্লোকের শ্রীকৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণদাসের পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সেল; সে কৃষ্ণদাস-মূর্তি পরিত্যাগে তৎক্ষণাৎ সুন্দর সুবর্ণ-সদৃশ অবয়ব লাভ করিল ও অতুল ঐশ্বর্যশালিনী বিভূষিত হইয়া নিজ-স্বামী দেবরাজ ইন্দ্র লাভ করিল ॥৬

শ্রীশুক তাহার কৃষ্ণদাস-মূর্তি পরিত্যাগের কারণ সম্পূর্ণ অবগত থাকিলেও, জনসমাজে তাহার জন্মের ফল প্রচার করিবার মানসে, তাঁহার সেই দেবমূর্তিকে সম্বোধন করত বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি কে? তোমার এই নয়নাকর্ষণ রূপপরিবর্তনে, তোমার এরূপ দেবতা বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে ॥৭

হে অব্জনাভ! তুমি অখিল কৃষ্ণদাস-যোনি সাধুর উপযুক্ত পাত্র নহ। তথাপি কোন্ দুষ্কর্মের ফলবর্তী হইয়া যে তোমাকে ঈদৃশ যোনিতে গমন করিতে হইয়াছিল এবং তৎপূর্বে তুমি যে কে ছিলে, তাহা তোমার মুখ হইতে শ্রবণের জন্য আমাদের একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; যদি আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে আদ্যোপান্ত বর্ণন কর ॥৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—মাধবমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক

কিং নু তেঽধিকিং নাম দর্ভমুত্তাঙ্গুলাধিকম্।
কালেনাব্যাবহৃতো যজ্ঞেঽথাপি তবজ্ঞয়া ॥১১
অবন্ধ্যাঃ সিকতা মূর্ধ্নোবংশো বিংশ ভাবতাঃ।
যাবত্যো বর্ষবাশ্চাপ তাবতীরবয়াং শৃণু মাং ॥১২
পঞ্চবিংশতিরুষ্ট্রীণাং শিলাপ-
গুণোপেতাঃ কপিলা হেমযূথীঃ।
ভারার্দ্ধিতা রূপ্যযুতাঃ সবৎসা
মূলৈরলাবেষণা দদাবহম্ ॥১৩
অলাহতেজো গুণশীলবদ্ভ্যঃ
সৌংকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ।
গুণাঢ্যব্রহ্মবলকল্পনাভ্যঃ
প্রাদাং মুদ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ ॥১৪

যে মাস। অমাস্য অমাবাস্যাম্ (যে মাসের যে তিথিতে দৃষ্ট হয় সেই) দর্শমুত্তাঙ্গুলাধিকঃ (দর্শমুত্তাঙ্গুলাখ্য আয়ুধ দ্বারা ছেদন করিতে হইবে) যে তব কিং নু অধিকিং অতিরিক্ত কিছু; তথাপি তব অজ্ঞয়া আমার সম্মতি ক্রমে ॥১১

মূলৈঃ মূলসহ; সিকতাঃ বিনা; বংশঃ বাঁশ; ভাবতীঃ ভাবতা; যাবত্যঃ যতগুলি; বর্ষবাঃ ৪, আবতীঃ গাঃ যতগুলি গাভী সম্ভব ও সম্ভবপর তাহা ॥১২

পঞ্চবিংশতিঃ ইত্যাদি; রুষ্ট্রীণাং = রুষ্টীনাং; শিলাপ-গুণোপেতাঃ [শিলাপ শব্দের অর্থ কম্বল, তাহার গুণ কোমলতা, তাহা সম্পন্নতা হেতু শিলাপগুণোপেতা;] কপিলাঃ = পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট

এই প্রকারে ক্রিয়ান্বিত হইয়া, সেই যোগেশ্বরমূর্ত্তি-ধারী গুরুর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহকে দ্বিতীয়বার প্রণত অবনত করে শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥৯

যে প্রভো! আমি ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন রাজা নৃগ। রাজাসনের নাবোহণের সময় বোধ হয়, আমার নাম অমরীয় কর্দ্দমের স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবে ॥১০

যে মাস। আপনি জীবমাত্রেরই অন্তরে অন্তর্যামি-রূপে বিরাজ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিরও সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন; সুতরাং কিছুই আপনার অবিদিত নাই; এজন্য কালের প্রভাবে আপনার জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, আপনি সমস্তই অবগত আছেন; তথাপি যখন অনুমতি করিতেছেন, তখন অবশ্যই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥১১

এইটির যত বালুকাকণা আছে, অমাবস্যাতলে যত অশ্বত্থের জ্ঞাবলা আছে এবং বর্ষার ধারা যেরূপ অসংখ্য

ধেনুকাঃ দুগ্ধবতীগাভী; ভারার্দ্ধিতাঃ ভারদ্বয় সম্পন্নিতা, রূপ্যযুতাঃ রৌপ্য সহিতা, মূলৈরলাবেষণাঃ যাঃ আর দেখা ॥১৩

কুটুম্বেভ্যঃ কৌংকুটুম্বেভ্যঃ (কৌৎ ক্রিয়ার দুইটি যোগ যেমন) ঋতব্রতেভ্যঃ (যজ্ঞ সত্রের ব্রহ্ম আসনে সম্বন্ধঃ যা যেমন) ব্রহ্মবলকল্পনাভ্যঃ [কল্পনা শব্দের অর্থঃ যে প্রবিধি দ্বারা; অনুষ্ঠানে যোগ্যতাপাদন যে সকল প্রবিধি ও ক্রিয়া;] ব্রহ্মবলের দ্বারা বিজয়পূর্ব্বক আর কি প্রয়োজন ॥১৪

হইয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অসংখ্য গাভী সম্পাদন দান করিয়াছিলাম ॥১২

আমার সব গাভীগুলিও দুগ্ধবতী এবং তরুণী ছিল। এই প্রকার শান্ত-স্বভাব সুন্দর এবং সরলতা-বিশিষ্ট তাম্রবর্ণা কপিলা গাভীসকলকে সুবর্ণের দ্বারা তাহাদের শৃঙ্গদ্বয় সজ্জিত এবং রৌপ্যের দ্বারা খুর চতুষ্টয় ভূষিত করিয়া আমি প্রদান করিয়াছি। তাহাদের অর্দ্ধিত এবং বহু মাল্য ও অলঙ্কারাদিতে ভূষিত সেই সবৎসা গাভীসকলকে আমি উপযুক্ত পাত্রেই প্রদান করিয়াছিলাম ॥১৩

ঔদার্য্যাদি গুণবিশিষ্ট শিলাপন্ন এবং সন্তুষ্টি যুক্তিসম যাঁহাদের মুক্তিবর্ম্ম বলাদির অভাবে প্রকৃতই মুক্তপ্রায় হইয়াছিল, তাদৃশ অপরিমিত যোগাচরণ-সম্পন্ন সর্ব্বচিত্ত জ্ঞানবিশিষ্ট মুখ্য ব্রাহ্মণসকলকে যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানাদিতে ভূষিত করত আমি তাঁহাদের অন্যে গাভীগুলি দান করিয়াছি ॥১৪

সোঽপ্যুবাচ বিপ্রায়ারুণায় ঋষিঃ
কন্যাঃ সপ্তাশীবিষতুল্যাস্ত্যজৈনাঃ।
বাসাংসি বস্ত্রাণি পরিগ্রহাণ্ বধা-
নিষ্টঞ্চ যজ্ঞৈশ্চরিতঞ্চ পূর্তম্ ॥১৫
ফলঞ্চিদিত্যুক্তবতো ব্রতী সোঽথ তথেতি।
সংপূজ্যাবিদ্ধা সা চ যযা তয়া বিজাত্মজে ॥১৬

তথা সোঽপি বিপ্রায়ারুণায় ঋষিঃ (অরুণায়ি মুনয়ে) সপ্তাশীবিষতুল্যাঃ (সপ্তসর্পতুল্যাঃ) কন্যাঃ, বিষ্টপ্রদানেন (অনিষ্টকরণেন) বাসাংসি বস্ত্রাণি, বধান্ (ন প্রদদৌ), ইষ্টং (অগ্নিহোত্রাদিকং), যজ্ঞৈঃ (দর্শপূর্ণমাসাদিভিঃ), চরিতং (ব্রতং), পূর্তং (কূপারামাদিনির্মাণং) ফলং (ইষ্টাপূর্তাদিফলং) কিঞ্চিদিতি (কিঞ্চিদেব) উক্তবতঃ (ব্রতী (ব্রহ্মচারী) ইতি সোঽথ (অনন্তরং) তথেতি (তথাস্তু) সংপূজ্য (সম্যক্ পূজয়িত্বা) আবিদ্ধা (বিবাহিতা) সা চ (কন্যা) যযা (যেন প্রকারেণ) তয়া (কন্যয়া) বিজাত্মজে (ব্রাহ্মণপুত্রে) ॥১৫-১৬

তদ্ব তত্র প্রতিগ্রহাধিকৃতঃ নৈমিষারণ্যে (নৈমিষাখ্যে বনে) ঋষীণাং (ঋষীণাং মধ্যে) ইতি সৌঃ, তদ্ব তত্রৈব ইতি ঈশ্বরঃ প্রতিগ্রহাধিকৃতঃ, তত্র বনে বাসং বৃক্ষং মুনিং তং সর্বেষাং ঋষীণাং মধ্যে ব্রজন্তম্ ইতি বা পূর্বত্রাপি আঃ ॥১২

এতস্মাদীক অন্যান্য গাভী, ভূমি, হিরণ্য, অট্টালিকা আদি, দাসী, সহায়ী কন্যা, তিল, ঔষধি, ধান্য, বস্ত্র, অসংখ্য রত্নসমূহ, পুষ্করাদিতীর্থ পরিক্ষেপ এবং যজ্ঞিয় হবনসমূহের ভূরি-পরিমাণে প্রদান করিয়াছি। অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবমন্দির এবং গৌরবাদের অন্নপ্রদানাদি ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ॥১৫

ফলের মধ্যে প্রতিগ্রহাধিকৃত বিজন্মা তপোবনে একদিন ব্রাহ্মণের একটী গাভী যজমানকে হইয়া, ইতিমধ্যে অন্যের অজ্ঞাতসারে যবীয় গাভীসমূহের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়। আমি কিন্তু সেটী অন্যের গাভী বলিয়া জানিতাম না; সুতরাং আমার গৃহের দক্ষিণ সে গাভীটিকেও আমি একজন অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম ॥১৬

এবং তস্মিন্ বিজন্মায়ৌ সৌ ব্রাহ্মণৌ বিপ্রৌ যজমানস্য আবয়ো: তদ্ব গাভা আসন্ ইতি ॥১৭

[ইতি সৌরপুরাণে, অরুণে ঋষি তদ্ব তদ্ব শব্দে বিষয়ে তদ্ব তৎপাত্রিতঃ অন্যস্মাৎ ইতঃ গাবঃ; ঋষি তু তৎপাত্রিতে না ঃ সৌরপে তদ্ব তদ্ব তদ্ব প্রতিগ্রহাধিকৃতো ইত্যা তত্র তদ্বাদি ন এব (সোঃ তত্র ঈশ্বরঃ) বনমুনিমধ্যে (বনস্থিতানাং ঋষীণাং মধ্যে সর্বেষাং ঋষীণাং মধ্যে ব্রজন্তম্ ইত্যা) ঈশ্বরো বিপ্রো অনুমৌনৌ আগচ্ছৌ। তদ্ব তদ্ব ব্রাহ্মণো সোঽপি তদ্ব তদ্ব তদ্ব তদ্ব তদ্ব তদ্ব এবং সৌঃ অন্যত্রাপি তদ্ব তদ্ব ॥১১

ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম ॥১৬

পরে প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ যখন সেই গাভীটী লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় গাভীর প্রকৃত স্বামী পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ গাভী দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, সে গাভী তাঁহার। তৎশ্রবণে প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, "এই গাভী যখন মহারাজ বৃষ আমাকে দান করিয়াছেন, তখন এখন ইহাতে আমারই অধিকার, আপনি কখনও ইহাতে স্বত্ব স্থাপনে সমর্থ হইবেন" ॥১৭

এই প্রকারে সেই ব্রাহ্মণদ্বয় গাভীর বিষয় করিতে করিতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে সম্বোধনপূর্বক প্রতিগ্রাহী বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি আমার এই গাভী আমাকে দান করিয়াছেন এবং সোমাধী ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

অন্যস্যাপ্যনুরূপোঽয়ং বিক্রয়স্তাদৃশস্তব।
সমুদ্রস্য যথা কৃষ্ণাঃ পরস্তাদ্ বিস্তরস্তথা ॥২০

আপনি আমার এই গাভী অপহরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমার হৃদয়ে একটি মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল; আমি বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।১৮

এই গাভীটি যখন মন্থনে, তখন আমি মন্থনের ফল হইবে মনে করিলে ইহার প্রকৃত স্বামীর নিকট হইতে আমার অপহরণ করা হয়; এদিকে যদি এখনে পুনঃ প্রকৃত স্বামীকে প্রত্যর্পণ করি, তাহা হইলেও যখন একবার পরে করিয়াছি, তখন প্রতিগ্রহীতার নিকট হইতে আমার প্রত্যাহরণ করা হয়; তাহাতেও বিলক্ষণ দোষ। তখন আমি ধর্মবিচারে উভয়-সঙ্কটে নিপতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত-বিহঙ্গের ন্যায় সেই সমাগত উত্তর ব্রাহ্মণকেই অনুরোধ করিয়া বলিলাম যে, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লক্ষ গাভী আপনাদের অগ্রে একজনকে প্রদান করিয়াছি। তিনি আমার পরিবর্তে এই গাভীটি আপনাকে প্রদান করুন।১৯

আমি আরও বলিলাম,—হে ব্রাহ্মণদ্বয়! এই গাভীটি যে আমার নহে, তাহা আমি না জানিয়াই এতদ্দিন দান করিয়াছি। আমি আপনাদের একান্ত শরণাগত ভৃত্য। আমার প্রতি আপনারা অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। বস্তুতঃ এই অন্নমথনোদ্ভব-ধেনুর

বাহং প্রতীপমেষ্যামি ভবদ্ভিস্তু কৃতাত্মভিঃ।
ব্রাহ্মণস্যাবশিষ্টস্য ধর্মো ন্যাসো মমেতি চ ॥২১

বিমূঢ়ত্বিবশ হয়া পৌরোহিত্য করণ সময়ে যে প্রতিগ্রহাদি ইতি উক্ত হয় তাহা কৃতাত্মা ব্রাহ্মণের অবশেষ। অথবা প্রতিগ্রহী ও যাজনাদি যে তাহা করেন তাহার অতিরিক্ত অধিক ধেনু আদি ধরিয়া লওয়াদি। অথবা এখনে বিমূঢ় হইয়া ইতি উক্ত হয়।২০

ভীষণ অনর্থে নিমগ্ন হইয়া, ঘোর নরক-সাগরে পতিত হইব। আপনারা আমাকে এই বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন।২০

ব্রাহ্মণদ্বয় কহিলেন যে, গোদান গ্রহণ করাই অবিধেয়; তাহাতে আবার তাহার পরিবর্তে অন্য গাভী গ্রহণে অধিকতর দোষস্পর্শ হয়। কারণ বিক্রীত গাভী বিক্রয়কারীকে গৌরব সহকারে নিবারিত করে। অতএব হে রাজন্! সো-বিক্রয়-জনিত ভীষণ পাপের উল্লেখ যখন সর্বত্র আছে, তখন, আপনি রাজা; ধর্মের মর্ম আপনাকে থাকিলেও, আমার নিজের গাভীর বিনিময়ে আপনার প্রদত্ত লক্ষ গাভীও আমি গ্রহণে ইচ্ছা করি না; এই বলিয়া সো-স্বামী বীর গাভী লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। অন্য প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণও বলিলেন, হে রাজন্! লক্ষ গাভীর কথা দূরে থাকুক্। আপনি যে গাভী আমাকে দান করিয়াছেন, সেই গাভীর পরিবর্তে যদি আপনি আমাকে নিষ্কয় গাভীও প্রদান করেন, তথাপি সো-বিক্রয়ের পাপ আমাকে কিছুতেই স্পর্শ করিবে। অতএব আমি ধর্মের প্রাপ্ত গাভীর বিনিময়ে আপনার প্রদত্ত লক্ষ গাভীও লইতে ইচ্ছা করি না; এই বলিয়া দ্বিতীয় ব্রাহ্মণও গাভী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।২১

এতস্মিন্নন্তরে বাণৈর্বৃত্রৈরীড়ো ন মর্ষয়ন্।
অমর্ষে পুরুষব্যাঘ্রঃ সেন্দ্রেণেব জগৎপতে ॥২২
পূর্বং ন্বমতুলং কৃত্বা ঈড়াহো মৃদমেব তৎ।
নাস্তং নয়স্ত ধর্মজ্ঞ পশ্চাৎ লোকস্য ভাবয় ॥২৩
পূর্বং দেবাগুরুং কৃত্বা ইতি প্রাহ পরেতি সঃ।
তমুত্থাপ্যাত্মনাত্মানং কৃতকামং পরন্তপ ॥২৪

ঐন্দ্রধ্বজং সমাতন্ত্র্য তং পাদয়ো রেণবে।
পুনর্নিবার্যাপি বিভো ভবৎসঙ্কল্পমার্গিণঃ ॥২৫
ন ত্বং ভবং তব দ্বিষোঽপি পরাস্য
যোগৈশ্বরৈঃ প্রতিসৃণাসলভৈর্বিবাধঃ।
সঙ্কল্পযোনিরিতি বিশ্বসৃজাং ত্বয়েরি-
ত্বাদ্যেঽনুভূত ইহ যৎ কথনাপবর্গ্যঃ ॥২৬

যে দেবেন অনুপদম্)। এবমিন্দ্র অন্তরে বাণৈঃ বৃত্রৈঃ ঈড়ো অয়ং মেঘরূপ বৃত্রাসুরঃ। অতি পীড়ো বাণিতঃ; তত্র অমর্ষে ভবন চ অয়ং পুরুষ ॥২২

হে বৃত্রঘ। পূর্বং প্রথমতঃ ত্বং ইমং অতুলং পাপরূপং মৃদম্, তোগেন, ঈড়াহো অয়ং তব পুণ্যার্জনস্য তোগায়? অপিতু ন্বয়ন্তর তমং তমস্তুল্য ঘোর পুণ্যং তথা তাবৎ এতদাখ্যানস্য বর্ণয়িতোরপি পুণ্যফলং অন্তং অবধিং ন নয়তি ॥২৩

তথা আহ যৎ প্রাহুরিত্যাদি—হে দেব! যৎ অয়ং অয়ং পূর্বং অতুলং এব কৃত্বা ইতি। তথা চ তথা প্রাহ—পর! অন্যত্রাপি তোগি তন্ত্র ইতি যৎ যে প্রাহুঃ! পরন্তু ঈড়ো তোগি তন্ত্র, অয়ং তাবৎ আত্মানং ॥২৪

হে দেবেন! এতদ্যুক্ত প্রত্যেকতন্ত্র, যোগেন্দ্র বাসুদেবস্য তব যাদৃশ তৎসঙ্কল্পমার্গিণঃ (তথা: সঙ্কল্পঃ এব মার্গঃ যস্য তস্য) হে পুরুষ অন্যাপি ন বিরোধঃ ॥২৫

হে বিভো! যঃ যোগেশ্বরৈঃ অপি দুর্নিরূপঃ ঈদৃশৈশ্বর্যযুক্তো অমরসঙ্ঘবিরোধাদ্যঃ (অমরা: ঋষি বিরোধাঃ বিরুদ্ধাঃ যস্য তৎ সম্বোধনম্) অনায়াসেন (যঃ অনায়াস তাদৃশ ঐশ্বর্যং সঃ) ইহ সংসারে যৎ পুরুষ তথাবিধঃ (তথা সংসারস্য অবধিঃ) সর্বাপি ত্বং, যত অনুভূত স্বাধীনঃ সঃ এবম্ভূতো অয়ং ঈদৃশসঙ্কল্পঃ (ঈদৃশ বাসনাযে অয়ং বিরোধীনো দুষ্টো যত্ন তথাবিধঃ) যত সাক্ষাৎ অনুভূতঃ সর্বদিবঃ; তথা আত্মা ॥২৬

ইতিমধ্যে আমার পাপের ফলে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল; যমদূতগণ আমাকে যম-সদনেই লইয়া গেল। যমন-সমীপে আমি উপস্থিত হইলে, হে দেবদেব জগৎপতে! যমরাজ আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন— ॥২২

হে বৃত্ররাজ! পাপ ও পুণ্য ফলের মধ্যে কোন্‌টী তুমি প্রথম ভোগ করিতে ইচ্ছা কর। তোমার পাপ অতি সামান্য; কিন্তু তোমার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; যেহেতু প্রভূত দান ধর্ম ও পুণ্যের অনুষ্ঠান তুমি করিয়াছ, তাহাতে তোমার ভোগের জন্য আমাদের ধর্মাধিকারে এবং পুণ্যফলেরও অবধি আমি অনুধাবন করিতে পারিতেছি না ॥২৩

এতচ্ছ্রবণে সেই ধর্মরাজ যমকে আমি সসম্ভ্রমে বলিলাম,—হে দেব যমরাজ! আমি পূর্বে অতুলই ভোগ করিব। তখন যম বলিলেন, তবে তুমি এখনে নিজই ভোগের পরিত্যাগ কর! হে প্রভো! তৎক্ষণাৎ আমি পতিত হইয়া, নিজই ভোগের যখন পূর্বের আপনাকে কৃতকাম দৃষ্টিতে পূর্বের অবলোকন করিলাম ॥২৪

হে দেবেন! আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও ভাববীর। আমি আপনার কিঙ্কর; আপনার সকলের প্রার্থনায় এতকাল আমি এই বৃন্দাবনে পতিত ছিলাম; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইতিমধ্যে কখনও আমার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই ॥২৫

হে বিভো! যম নিয়মাদি যোগমার্গের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ যোগাধীশ্বর ঈশনিয়ন্ত্রণ চতুর ভাগবত-মনঃসঙ্কল্পের পরাধীন পরমাত্মা যে আপনাকে কেবল নির্মল হৃদয়মন্দিরে চিন্তা করিয়া থাকেন মাত্র, তখন সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে না, এই সংসারে যে পুরুষের প্রকৃত মুক্তিকাল উপস্থিত

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম।
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ॥২৭
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যাস্যে দেবর্ষিতিং প্রভো।
ন ত্বদ্যপি মনস্তেজো বৃষ্ণ্যন্ধকপতেঃ পরম্ ॥২৮
যন্তে সর্বজনাজ্ঞেক্ষণেহনুপথরে।
কৃপয়া যদুদেবায় যোগমায়াং পরাং ভবান্ ॥২৯

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পুরুষোত্তম! হে গোবিন্দ! হে হৃষীকেশ (হৃষীকানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈশ।) হে পুণ্যশ্লোক! হে অচ্যুত! হে অব্যয় নারায়ণ! ॥২৭

হে বিভো কৃষ্ণ! দেবর্ষিঃ সর্বলোকং যাস্যে মাম্ অনুজানীহি আজ্ঞাপয়; (কথমেবং) যদ্যপি মম বৃষ্ণ্যন্ধকপতেঃ অপি তেজঃ ত্বদংশভূতম্। ত্বদংশেন আপন্না অবতীর্ণ যত্ত্বমাত্মনঃ) ন্যূনং ॥২৮

সর্বজনাজ্ঞেক্ষণে (সর্বেষাং তব চ যদ্ যদা ঈক্ষণং ঈক্ষা) ত্বদধীন অবতারঃ। (অথবা সর্বেষাং তব ঈক্ষণং) যাবদ্ধর্মং যাবদ্ধর্ম-রক্ষণার্থং, যোগমায়াং স্বকীয়ং যোগবলং ত্বদীয়াং আত্মমূর্তিং যে কৃষ্ণং তাং ॥২৯

ইতি এবং উক্তঃ তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা অবৌদিনা।
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুরুহে পত্রতাং বৃণাম্ ॥৩০
কৃষ্ণ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্মজ্ঞো ধর্মান্ সন্দিদিক্ষয়ন্ ॥৩১
দুর্ভগঃ বত ব্রহ্মাদ্যৈঃ দুরাপমকৃতাত্মভিঃ।
যোগেশ্বরোঽপি যদ্ধ্যায়ন্ মানুষীমগমদ্ গতিম্ ॥৩২

পশ্যন্তী স্পৃষ্টা যেন) ত্বদংশভূতং ন্যূনং সন্তম্ এব সন্তং বিমানাগ্র্যম্ আরুরুহে ॥৩০

ব্রহ্মণ্যদেবঃ (ব্রহ্মণ্যা সাধবঃ ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণা বেদাঃ ইতি সর্বত্রবাদাঃ) ধর্মজ্ঞো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ইমং বান্ধবান্ জ্ঞাতিবর্গান্ অনুশিক্ষয়ন্ পরিজনং (পরিজনো বিষয়ান্তরে ভক্তা) প্রাহ ॥৩১

দুর্ভগঃ ইব অহং যদি কৃষ্ণং প্রত্যক্ষং যত্ত আত্মনা অনিত্যপ্রত্যক্ষাদি দেবৌঘাঃ ভবন্ত কৃষ্ণং ত্বদ্বশং যেনাপি ঈশ্বরাদয়ঃ তং ন বেদুঃ, তথা ঈশ্বরাদিভাবা সর্বেঃ যদ্য ঈশ্বরাদিভাবেন যাতঃ) ত্বদ্বশং অবতি ইতি বিভূ নরলোকম্ ॥৩২

হয়, তাঁহার দর্শনেই যিনি কেবল অনুকূল হয়েন থাকে, সেই দেবদেব বিশ্বগুরু সহ আমার ন্যায় বিবিধ সংসারতাপে সম্পূর্ণ বিবেকশূন্য ব্যক্তির সমীপে যে কি প্রকারে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন, তাহাই আমি বিশিষ্ট হইতেছি ॥২৬

আপনি দেবতাগণের দেবতা, জগতের স্বামী এবং পুরুষোত্তম। আপনি অজের জন্ম এবং ইন্দ্রিয়-অতীত দেবতা। আপনার কীর্তি সর্বত্র পরিকীর্তিত হইতেছে। আপনার ঐশ্বর্যের কখন হ্রাস হয় না এবং আপনার কখন ক্ষয় হয় না। আপনিই জীবের আশ্রয়দাতা সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥২৭

হে বিভো শ্রীকৃষ্ণ! আমি এক্ষণি দেবলোকে গমন করিব; আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু আপনার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি যে, কর্মবশে যখন যে যোনি দেবর্ষিতেই আমি গমন করিব, আমার চিত্ত যেন তখন বিচলিত না হয় ॥২৮

আপনি সর্বশক্তিধারী অনন্তশক্তিসম্পন্ন পুরুষেশ; এই বিশ্ব সংসার আপনাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; মোক্ষের ফল আপনিই প্রদান করেন। আপনার ধ্যানপরায়ণ কৃষ্ণ-মূর্তিকে আমি প্রণাম করি ॥২৯

এইরূপ স্তব করিয়া, নৃপবরগণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ পূর্বক অবনত-শিরোদেশে চরণ স্পর্শে প্রণাম করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণে অন্যান্য সকলের নিকটেই বিদায়গ্রহণে অগ্রসর হইলেন ॥৩০

তখন ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বান্ধব জ্ঞাতিবর্গকে উপলক্ষ করিয়া পূর্বক উপস্থিত পরিজনবর্গকে বলিলেন—॥৩১

নাম্নো হালাহলস্যাপি মন্ত্রে বিষং ন তস্য প্রতিক্রিয়া।
ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাস্য প্রতিবিধির্ন্নৃণি ॥৩৩
হিনস্তি বিষমত্যন্তং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।
কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ ॥৩৪
ব্রহ্মস্বং ভুক্তমুদ্যান্তং ন ভুক্তং হন্তি সপ্তমম্।
প্রসহ্য তু হলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥৩৫

রাজানো রাজলক্ষ্মাঢ্যা নাত্মপাতং বিচক্ষতে।
বিপ্রস্বং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ ॥৩৬
গৃহ্ণন্তি যাবতঃ পাংশূন্ ক্রন্দতাশ্রুপ্রমার্জ্জনম্।
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তানাং হলাদ্ধানাং কুটুম্বিনাম্ ॥৩৭
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ রাজভৃত্যা বিবুদ্ধয়ঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মস্বাপহরাধিপাঃ ॥৩৮

অথো হালাহলস্য বিষং ন মন্ত্রে; তস্য যেনাপি ঔষধিনা প্রতিক্রিয়া অস্তি। ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং তস্য ঔষধিবিধির্ন্নৃণি ন অস্তি ॥৩৩

বিষম্ অত্যন্তং ভক্ষিতম্ এব হিনস্তি হন্তি, বহ্নিঃ তু অদ্ভিঃ প্রশাম্যতি। ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ (ব্রহ্মস্বরূপারণিস্থো পাবকঃ) তু সমূলং কুলং দহতি ॥৩৪

ব্রহ্মস্বং তু ভুক্তমুদ্যান্তং (বমনং কৃতবতা যৎ ভুক্তং) সপ্তমং (সপ্ত পুরুষ পৌত্রং ন হন্তি)। হিনস্তি হন্তি। কিন্তু যদা হলাদ্ভুক্তং ব্রহ্মস্বং তু ব্রহ্মস্বং হলপূর্ব্বান্ পিতৃপিতামহাদীন্ দশ অপরান্ পুত্রপৌত্রাদীন্ দশ হন্তি ॥৩৫

হেম। ব্রহ্মস্ব হরণ করা অতীব গর্হিত কর্ম; অতি সামান্য পরিমাণে ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিলেও, সহ্য করা যায় না; অধিক কি! ধরাসন-সদৃশ ক্ষেত্রবী ব্যক্তিরও ব্রহ্মস্ব কখন জীর্ণ হয় না; অতএব সামর্থ্যবান্ জনের কৃপা অভিমানী ব্যক্তির যে তাহা সহ্য হইবে না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?৩২

আমি ব্রহ্মস্ব হালাহলকেও তাদৃশ বিষ বলিয়া মনে করি না; কারণ তাহার প্রতিকার হইতে পারে। ব্রহ্মস্বই ব্রহ্মস্ব বিষ; কারণ ইহা প্রবেশ করিলে, জগতে আর তাহার প্রতিকারের উপায় হয় না ৩৩

অগ্নির প্রাবল্য জলের সাহায্যে উপশমিত হয়; কিন্তু কেবল পানকারীর প্রাণ হরণ করে মাত্র; কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহরণ হইতে সমুদ্ভূত ঔষধ অনল সমূলে কুল দগ্ধ করে ৩৪

ব্রহ্মস্বং ভুক্তমুদ্যান্তং (বমনং কৃতবতা যৎ ভুক্তং) ব্রহ্মস্বং ন হন্তি, কিন্তু ব্রহ্মস্বং সপ্তমং (সপ্ত পুরুষ পৌত্রং) হন্তি। কিন্তু যদা হলাদ্ভুক্তং ব্রহ্মস্বং তু ব্রহ্মস্বং হলপূর্ব্বান্ পিতৃপিতামহাদীন্ দশ অপরান্ পুত্রপৌত্রাদীন্ দশ হন্তি ॥৩৫

রাজলক্ষ্মাঢ্যাঃ (রাজলক্ষ্ম্যা অথবা বিবেকবুদ্ধিযুক্তা) রাজানো যে রাজানঃ রাজপুত্রাঃ (রাজ্ঞঃ পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চেতি) ব্রহ্মস্বং সাধু সমীচীনম্ অভিমন্যন্তে আত্মসাৎ কুর্ব্বন্তি ইতি, যে আত্মপাতং (আত্মনঃ পাতং নরকে পতনং) ন বিচক্ষতে ন পশ্যন্তি তে বিবুদ্ধাঃ এব অভিধীয়ন্তে ॥৩৬

হলাদ্ধানাম্ ঈষদধিকমন্নং তাবতোপাদায় অন্যায়েনাধিকৃত্য, কুটুম্বিনঃ পরিবার-বিশিষ্টান্, হৃতবৃত্তীনাম্ অপহৃত জীবিকানাং বিপ্রাণাম্ ক্রন্দতাং রুদতাম্ অশ্রু যাবতঃ পাংশূন্ ভূমেঃ গৃহ্ণন্তি আদদতি, তাবতঃ অব্দান্ সংবৎসরান্, নিরয়ে পাপাত্মভোগস্থানে, কুম্ভীপাকাখ্যে রাজানো রাজপুত্রা রাজভৃত্যাশ্চ অন্যায়কারিণঃ কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ইতি বাক্যার্থঃ ॥৩৭-৩৮

হরণকারীকে সবংশে নিরয় ভোগ করে ৩৫

যদি নিজের অজ্ঞতা পূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব হরণ করা হয়, তবে সেই হরণকারীর তিন পুরুষ অবলোকিত হয়। কিন্তু যদি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবাদ্ রাজার আত্মীয় অবস্থান করা বলপূর্ব্বক কেহ ব্রহ্মস্ব হরণ করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃ-পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ এবং পুত্রপৌত্রাদি অবরস্থ দশ পুরুষ সহ হরণকারীকে নরকে নিপতিত হইতে হয় ৩৬

রাজাদিগের মধ্যে একান্ত অবস্থাই বিচারহীন যে সমস্ত রাজা, রাজপুত্র ও রাজভৃত্যেরা ব্রহ্মস্ব হরণ করাকেই উহার কার্য্য বিবেচনায় তৎপ্রবৃত্তি অগ্রসর হয়, তাঁহারা নিজেদের বিষয় অগ্রে অবলোকন না করিয়া ব্রহ্মস্ব হরণেরই আয়োজন করিয়া থাকেন ৩৭

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যাদিয়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক

অথবা পরস্ত্রীর যা অপহরণে রয়েছে মন।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥৩৯
যে যে ব্রাহ্মণকং ভুঙ্ক্তে যত্র তত্রাসনেষু বরাঃ।
পরাজিতাস্তু তা রাজ্ঞা হন্যন্তে তেষ্বেবাসনেষু ॥৪০
বিপ্রাঃ কৃত্বাপরাধমপি নৈব দণ্ড্যাঃ কদাচনাঃ।
ইহ যঃ পাপকৃৎ যা নরকমুক্তঃ নিগদ্যতে ॥৪১

অথবা নরক ভুঞ্জে যোনিশতা যে ন গচ্ছতঃ ॥৪২

ব্রাহ্মণার্থে জনাঃ কেচিৎ বর্ত্তন্তে পাত্রবন্ধনাঃ।
অজ্ঞানতোঽপি ক্ষেত্রং মৃদ্ধ্না ব্রাহ্মণস্যেরিণং ॥৪৩

যা পুনঃ অপরা (ক্ষেত্র পক্ষে) পরস্য পত্যুঃ যা প্রকৃতিঃ ব্রাহ্মণস্য ঔরসিকো ন ভবেৎ, সঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং কৃমিঃ কৃমি ভবতি ॥৩৯

যে যে ব্রাহ্মণকং (ব্রাহ্মণং) ভুঞ্জে ভুঙ্ক্তে ভক্ষয়তি যে। পরাজিতাঃ পরাজিতাঃ রাজ্ঞা ঐশ্বর্যেণ হতাঃ হীনাঃ ভবন্তি তথা তথা তেষাং পরস্য ঈশ্বরস্য অথবা সর্পাঃ ভবন্তি। যে রাজন্যাঃ। ব্রাহ্মণকং ব্রাহ্মণং অপি বিপ্রাঃ নৈব দণ্ড্যাঃ ; ইহ যঃ পাপকৃৎ যা নিগদ্যতে ॥৪১

অথবা নরকমুক্তঃ (৪১-৪২)

অথবা তথা পরস্ত্রিয়াঃ গমনাৎ সঃ অথবা ব্রাহ্মণান্ বিপ্রান্ বিপ্রস্য প্রদানে তথা দূরং ন গচ্ছতঃ। যে ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণে যান্তি, সঃ যে নরকাদ্ ভবেৎ ॥৪২

ব্রাহ্মণার্থে ব্রাহ্মণানাং কৃতে। যে ব্রাহ্মণাঃ ব্রাহ্মণার্থে ধনং ব্রাহ্মণেভ্যঃ দদতি। তথা অজ্ঞানতঃ অপি যে ক্ষেত্রং মৃদ্ধ্না ব্রাহ্মণস্য। তথা ঔরসপুত্রো অপরাধং ভবেৎ ॥৪৩

পরিহিতাচরণে শিক্ষকদের অধ্যাপনা ও পরিচারবর্গের ব্রাহ্মণোপযোগি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থাকিয়া কালাতিপাত করেন, তাঁহাদের ঔরিকা হত্যা করার বিশেষ পাপেরই অনুষ্ঠান করা হয়, ঋষিবাক্য অমিত ঔষধির অভাবে সেই সকল ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করত অভিশাপ বিসর্জন করিলে, কৃমির মত অন্যূন ষাট সহস্র বৎসর সেই ঘৃণ্য ব্রাহ্মণ্যের ঔরসজনকারী ক্রমবর্দ্ধমানকারী রাজা ও রাজবংশীয় ব্যক্তি যা ব্রাহ্মণ্যগণকে ঘোর দুর্গন্ধময় নরকে ফেলা পাইবে হয় ॥৩৭

যে ব্যক্তি নিজের প্রভু বা অন্যের প্রভু অপহরণ হরণ করে, সে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হইয়া বাস করে ॥৩৮

ব্রাহ্মণের ধন যেন আমার কখনও না হয়। ব্রাহ্মণের ধন আকাঙ্ক্ষা মাত্র করিলেও মানব অন্ধাদৃষ্ট, হীনবল ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পরলোকে পরম ঐশ্বর্যকারী সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥৩৯

আমার সকলকেই আমি সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে,—হেন ; তোমরা যেন কখনও ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিও না ; ব্রাহ্মণ যদি কখন কোন অন্যায় আচরণও করেন, তোমরা তাহা উপেক্ষা করিবে। অধিক কি ; যদি তাঁহারা অধিকন্তায় প্রহারে বিরক্তির বা বিনাশ করিতেও অগ্রসর হন, দূর হইতে নিরস্ত্র প্রণামই করিবে ॥৪০-৪১

আমি যেমন অতি সতর্কতার সহিত নিত্যকাল ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া থাকি, তোমরাও সেইরূপ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। যিনি ইহার অন্যথা করিবেন, তিনি আমার নিকট দণ্ডিত হইবেন ॥৪২

অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপরাধকারীকে অভিশাপিত করে। সুতরাং অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের গাভী আঘাতাদি করায়, অথবা নিজে কৃষিকার্য্যে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন জানিয়া শুনিয়া অন্যায় করিলে, ঘোর বিষয়ে যে পণ্ডিত হইতে হইবে

এবং বিজ্ঞায় ভগবান্ মুকুন্দো ব্রাহ্মণৈর্গবাম্।
পালনঃ সর্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

সর্বলোকানাং পালনঃ ভগবান্ মুকুন্দঃ ব্রাহ্মণৈর্গবাং ব্রাহ্মণানিমিত্তং প্রতি এবং বিজ্ঞায় নিজ মন্দিরং বিবেশ ॥৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সর্বলোকপালক ভগবান্ মুকুন্দ ব্রাহ্মণবাক্যে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া গৃহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥৪৪

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযদুনাথঝাবাস্থি-কৃত চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

বলরামস্য ব্রজে গমনম্, যমুনাকর্ষণঞ্চ।

শ্রীশুক উবাচ।

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রজমাগতঃ।
দুদ্রুক্ষুর্দুষ্করং কৃষ্ণঃ প্রহর্ষো নাশগোকুলম্ ॥১

পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপগোপীভিরেব চ।
রামোঽবিধাশু পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ (সর্বজ্ঞো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) বলভদ্রঃ তথা (তদা) ব্রজমাগতঃ (ব্রজং প্রাপ্তবান্)। কৃষ্ণঃ তদপি (বলভদ্রঃ তথা আগতবান্ ইতি) দুষ্করং প্রহর্ষে নাশগোকুলম্ প্রহর্ষো ॥১

অন্বয়ঃ

চিরোৎকণ্ঠৈঃ (বহুকালং তদ্দর্শনোৎসুকৈঃ) গোপৈঃ গোপিকাভিঃ চ পরিষ্বক্তঃ আলিঙ্গিতঃ রামঃ পিতরৌ ভগবান্ বসুদেবদেবকৌ অভিবাদ্য প্রণম্য তাভ্যাং আশীর্ভিঃ অভিনন্দিতঃ সন্ ॥২

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[বলরামের ব্রজে গমন এবং এবং যমুনা আকর্ষণ।]

শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—ভগবান্ বলরাম ব্রজবাসী আত্মীয় স্বজনগণকে দেখিবার অভিপ্রায়ে দ্বারকাধামে এবার উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণও তাঁহার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; বলরামও ব্রজে গমন করিলেন ॥১

তথায় বহুকাল হইতে দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত গোপ ও গোপিকাগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রেমে মুগ্ধ হইলেন এবং বলরামকে আলিঙ্গন করিলেন; বলরামও তখন মাতাপিতার পূর্বেই প্রণাম করিলেন এবং তাঁহারাও আশীর্বাদাদির দ্বারা তাঁহাকে আদর করিলেন ॥২

চিরং নঃ পাহি রাজার্ষে সানুজো জনপীবরঃ।
ইত্যুক্ত্বোপাঞ্জলিং সর্বে নেত্রৈঃ সিঞ্চিরুদশ্রুভিঃ ॥৩

সোপবৃত্তাংস্তে বিবিধৈঃ কর্মভিস্তৈরুপস্থিতঃ।
ব্যাহরো ব্যাদধাৎ ঘোরং সত্ত্বমাত্মনি ভীষণম্ ॥৪

সমুপেত্যাথ তে সোপাস্তান্ রাক্ষসত্তত্ত্বোদিতান্।
বিজ্ঞায় সুখসাসীনঃ পপ্রচ্ছুঃ পর্যুপাসতাঃ ॥৫

পৃষ্টাস্তানাসনং ত্যক্ত্বা প্রেষয়ন্তস্তদা দিবা।
কৃতে কলশপত্রাক্ষে সংস্তুতাখিলরাঘবঃ ॥৬

কচ্চিন্নো রাঘবা রাম সর্বে কুশলমাস্থিতে।
কচ্চিৎ সুখেন নো রাম দূরং লঙ্ঘ-তুরাধিষ্ঠাঃ ॥৭
নিষ্ঠ্যা কলো বতঃ পাপো নিষ্ঠ্যা মুক্তাঃ সুকর্মভিঃ।
নিহত্য নির্জিত্য রিপূন্ নিষ্ঠ্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ ॥৮
সোপোঢ়া হসতঃ পদ্মান্ রাঘবস্তানিবাদৃতাঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ সুবর্ণাজনবর্ণভঃ ॥৯
কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধূন্ পিতরং মাতরঞ্চ সঃ।
অপ্যসৌ রাঘবং দ্রষ্টুং সহস্যাদিষ্যতীতি ॥১০
অথ বা স্মরতেঽস্মাকমনুদেবো মহাভুজঃ ॥১০

যে রাঘবাঃ। নাহুষঃ অহুষেষু রাজসু শ্রেষ্ঠঃ যযাতিঃ তস্যাপত্যম্ নাহুষি পাপঃ। ইতি ইত্থম্ (নিপাতঃ) যদ্বৎ আত্মানং প্রেষ্টঃ ভৃত্যৈঃ নিষিঞ্চতু ॥৩

ভৃত্যঃ সোপবৃত্তান্ (সোপবৃত্তাংস্তে বিবিধৈঃ কর্মভিঃ তৈরুপস্থিতঃ পরিবেষিতঃ যস্তু।

ভৃত্যঃ রাক্ষসৈর্বিধিঃ আহুতঃ সন্ যঃ যাঃ স্বয়ং সত্ত্বমাত্মনি ভীষণম্ সোপাস্তান্ সমুপেত্য উপসৃত্যেত্যর্থঃ।

তত্তৎ বিভাগঃ সত্ত্বমাত্মনি, তুষ্ট আসীনঃ এবং পরিতঃ উপাসতাঃ যে অমাত্যাঃ তৃষ্টাঃ সোপাঃ প্রেষয়ন্তস্তদা দিবা যেন যাবদন্ন প্রেষয়ন্ত।

যে রাম। কলশপত্রাক্ষে কৃতে সংস্তুতাখিলরাঘবা (কৃতাঃ প্রকৃষ্টাঃ স্তুতাঃ পরিতঃ অখিলরাঘবাঃ-সর্বরিঘবা যৈস্তে) যে অমাত্যাঃ সর্বে রাঘবাঃ কচ্চিৎ কুশলম্ আস্থিতে।

যে রাম। কলশপত্রাক্ষে—কলশপত্রবৎ অক্ষিণী যস্য তস্মিন্ (নীলোৎপলপত্রবদায়তাক্ষে) কৃতে সংস্তুতাখিলরাঘবঃ (সংস্তুতাঃ স্তুতিবিষয়ীকৃতাঃ অখিলাঃ নিখিলাঃ রাঘবাঃ যেন সঃ) ॥৬

যে রাম। নঃ অস্মাকম্ রাঘবাঃ রাঘবকুলোদ্ভবাঃ সর্বে কুশলম্ আস্থিতে (কুশলেন তিষ্ঠন্তি কচ্চিৎ ?) ॥৭

যে রাম। নঃ অস্মাকম্ সুখেন দূরং লঙ্ঘ-তুরাধিষ্ঠাঃ (লঙ্ঘিতা দূরং তুরা শীঘ্রম্ অধিষ্ঠা অধিষ্ঠানং যাভিস্তাঃ) দূরা যাঃ অস্মান্ কচ্চিৎ স্মরথ ॥৭

পাপঃ পাপাত্মকঃ কলঃ নিষ্ঠ্যা এব হতঃ। সুকর্মভিঃ ধর্মাচরণৈঃ ॥ বতঃ খেদে। নিহত্য নির্জিত্য ॥ রিপূন্ মদ-মাৎসর্যাদীন্ নিষ্ঠ্যা এব দুর্গং রাক্ষসৈঃ দুষ্প্রবেশং সমাশ্রিতাঃ দুর্গ যাবৎ সমাশ্রিতাঃ ॥৮

হসতঃ পদ্মান্ (হসন্তি প্রকাশন্তে পদ্মানি যেষু তানি হসন্তি-পদ্মানি তান্) অনুদেবঃ অনুজঃ সোপাঃ অপি তং পদ্মম্ যে রাঘবঃ। সুবর্ণাঞ্জনবর্ণভঃ কৃষ্ণঃ তথা রাঘবে কচ্চিৎ ? ॥৯

যে রাঘবাঃ যদ্বৎ সোপাঃ, পিতরং মাতরং চ অপি বা অস্মাকং যা স্মরতি কচ্চিৎ ? যঃ অনুজঃ কৃষ্ণঃ অস্মান্ তথা অস্মাকম্ অনুদেবঃ অপি যা স্মরতে কিং ? ॥১০

এবং বলিলেন, হে রাঘবগণ! তোমরা জনকের জীবন। এক্ষণে অনুজ কৃষ্ণ সহ চিরকাল আমাদিগকে পালন কর। এই বলিয়া বলরামকে আলিঙ্গন পূর্বক তোষণ করাইলেন এবং স্নেহবীরে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩

অনন্তর বলরাম কৃষ্ণ সোপবর্গকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহাদিগকর্তৃক অভিবাদিত হইলেন ॥৪

রাক্ষস ও মনুষ্যভাবাপন্ন ধীর মহাত্মা, সত্ত্ব ও সত্যের অনুরোধে তাঁহার সোপবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনাদি করত তিনি উপবেশন করিলেন।

অনন্তর বিশ্রাম লাভের পর যখন সকলে একত্র উপস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে সত্যের সোপবর্গ বলরাম সমীপে স্ব স্ব আত্মীয় বান্ধবগণের মঙ্গলসংবাদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন।—হে রাম! কলহপ্রধান ঘোরতর প্রাপ্ত হইয়া নিহত, যাঁহারা সর্বদা ধর্ম করিয়া থাকেন, সেই সকল আমাদের বান্ধবগণ মঙ্গলে আছেন ত? হে বলরাম! তোমরা এক্ষণে পুরুষশ্রেষ্ঠদিগের পরিবৃত হইয়া মধুপুরে সুখেই বাস করিতেছ। এখন কি আমাদের কথা তোমাদের আর মনে পড়ে? পরিষদ-রক্ষক কেহ বলিলেন,—অবশ্য। অনেক হর্ষে পাণিই করে

যাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৃনপি।
ঘ্নন্তি যর্হি দাশার্হ দুষ্যন্ত্যন্যে পশূনিব প্রভো ॥১১
তা ন: সদ: পরিত্যজ্য গত: সঙ্কর্ষণশ্চ কঃ।
স্বধর্ম ইহ বাণার্হ ন্যস্তাস্মাকং ত্বয়ি প্রভো ॥১২

কথং নু স্নুষাননবদ্যাচারা
ঘ: কৃষ্ণস্য ন্যবিশন্ পুরন্ধ্রিয়া।
মুহ্যন্তি যৎ চিত্রকথস্য হৃষীক-
বিক্রোশলোকোন্মথিতস্মরাতুরা: ॥১৩

যে ব্রাহ্মণ! যে প্রভো! অর্থে সতি ঈশ্বরাঃ, যান্ মাতরং, পিতরং, ভ্রাতৃন্, পতীন্, পুত্রান্ স্বসৃন্ চ, অপি অধিক ত্যক্তবন্তঃ, যে ঈদৃশকং আচরণম্ আচরন্ এব ॥১১

তথাপি তা: ন: অস্মান্ সহ পরিত্যজ্য সঙ্কর্ষণসৌহৃদ: এব চ গত: অতঃ (অস্মাকং ত্বয়ি ন্যস্তত্বাৎ ত্বয়ি এব ন্যস্তা ইতি ভাবেন) তবৈব। ন পারমেষ্ঠ্যমহত্ত্ব- কাল্যাদিকমপি যস্য বাঞ্ছন্তি তাদৃশম্ ঈদৃশং চ ভোগ ঈক্ষিত: তথা চ শ্রুতি: (তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ ইত্যাদিকা:) ॥১২

কথং নু স্নুষাননবদ্যাচারা
যঃ কৃষ্ণস্য ন্যবিশন্ পুরন্ধ্রিয়া।
মুহ্যন্তি যৎ চিত্রকথস্য হৃষীক-
বিক্রোশলোকোন্মথিতস্মরাতুরা: ॥১৩

অন্বয়। অনবদ্যাচারা: অবিদ্যা: স্নুষা: কিমর্থং পুরন্ধ্রিয়া অপি অন্যবিবাহনে চন্দ্রৌহৃদস্য কৃষ্ণস্য যঃ ন্যবিশন্ যৎ চ মুহ্যন্তি বিবশা: ভবন্তি। তত্র অন্যাঃ আহু:- তত্র পুরন্ধ্রিয়া বৈচিত্র্যকথস্য (চিত্রাঃ নানাবিধাঃ কথাঃ যস্য তস্য বিচিত্রকথা- প্রবণস্য বিবোধিতা। তথা) মুখবিন্যাসললনাকামুকবিক- ত্থনাদ্যা: (মুখস্য শিরঃ বদনম্ (যেন অবলোকনেন উদ্দীপিতা উৎপাদিতা: যে তথা: কামঃ যেষু আদ্যাঃ বিলাসাঃ সন্তি) তথাঃ মুহ্যন্তি ॥১৩

যে ব্রাহ্মণ! যে প্রভো! অর্থে সতি ঈশ্বরাঃ, যান্ মাতরং, পিতরং, ভ্রাতৃন্, পতীন্, পুত্রান্ স্বসৃন্ চ, অপি অধিক ত্যক্তবন্তঃ, যে ঈদৃশকং আচরণম্ আচরন্ এব ॥১১

তথাপি তা: ন: অস্মান্ সহ পরিত্যজ্য সঙ্কর্ষণসৌহৃদ: এব চ গত: অতঃ (অস্মাকং ত্বয়ি ন্যস্তত্বাৎ ত্বয়ি এব ন্যস্তা ইতি ভাবেন) তবৈব। ন পারমেষ্ঠ্যমহত্ত্ব- কাল্যাদিকমপি যস্য বাঞ্ছন্তি তাদৃশম্ ঈদৃশং চ ভোগ ঈক্ষিত: তথা চ শ্রুতি: (তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ ইত্যাদিকা:) ॥১২

বিরত হইয়াছে। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ বসুদেবাদির সকল ক্লেশ এখন দূর হইয়াছে; তাঁহারা সম্প্রতি বিলক্ষণ সুখেই বাস করিতেছেন! তোমরাও ভাল- রূপ ও ভরসাদাতি সহকারে মিলন করিয়া সৌভাগ্যক্রমে যাদবদের দুর্গ নিবাস পূর্ব্বক পরম- সুখেই বাস করিতেছ ॥৮

বলরামের শুভ সঙ্কর্ষণে সভাস্থ যোগিকাগণ আসনে হাত করত বসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে তাত! সঙ্কর্ষণের প্রণয়-পাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ এখনে কুশলে আছেন ত ?৯

সম্প্রতি বসুদেবের পুত্র হইয়া তিনি কি আর মাতৃ পোষণ, পূর্ব্ব পিতা নন্দ এবং ভগবতী যশোদাকে এখনে আর স্মরণ করেন? আহা সেই অকৃতজ্ঞ। আমাদের সেবা শুশ্রূষা কি আর কখন মনে করেন ?১০

যে ব্রহ্মন্ কথাই। যাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার প্রত্যাশায়, আমরা পিতা মাতা, ভ্রাতা পতী এবং পতি পুত্রও পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই অনুসরণ করিয়াম, এখনে আমাদের বিষয় স্মরণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি যখন কামাভিষের ন্যায় একান্ত অনুগত জনকেও অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিয়া বাল্যকাল সৌহার্দ্যের মূলোচ্ছেদন করিয়াছেন, তখন আর আমাদের কথা স্মরণ করা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহই করিতেছে ॥১১

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষেও তাঁহার বিষয় বিস্মৃত হওয়াই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু বনবাস-কালে তিনি যেরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্য ইঙ্গিতে কি প্রকারে অবিশ্বাস করি। অতএব তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াই আমরা এখনে রহিয়া গিয়াছি ॥১২

অপরা কামিনী কহিলেন যে, আমরা না হয় গ্রাম্যবাসিনী মূর্খিনী নারী, সুতরাং তাঁহার কৌটী- ল্যের গভীর মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিলেও তাদৃশ দোষের কথা হয় না, কিন্তু পুরবাসিনী বিদগ্ধ মূর্দ্ধন্যা কামিনীগণ তাদৃশ অনবদ্যচর্য্যা-চেষ্টা অন- প্রেমিক কৃষ্ণের কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। এতদুত্তরে অন্য কামিনী কহিলেন যে, পুরু-ধনিতাগণও শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র কথায় বিমোহিত হইয়া এবং মধুর হাস-বিলসিত অবলোকন দ্বারা উদ্দীপিত কামশরে প্রপীড়িত হইয়াই বিলাপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ॥১৩

কিং নস্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ।
যাস্তন্মার্জিতিনো ধ্যানো ধনি শুভ্র ইবৈষ বঃ ॥১৪
ইতি প্রহসিতঃ গৌরৈর্মন্ত্রিতঃ চারু বীক্ষিতম্।
গতিঃ প্রেমপরিষ্বঙ্গ স্বয়ন্ত্যো ভজন্নুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৫
সন্ধ্যাবন্দনায়ঃ কৃষ্ণস্য সন্ধ্যোপাস্তিমরুন্ধতীঃ।
সাদ্ধ্যরাগঃ ক্ষণায়ঃ নাবাপুরুত্তুঙ্গকাঙ্ক্ষিঃ ॥১৬

যৌ বাসো তত্র চাবাংশৌদ্ধুং যাবদেব চ।
যাহঃ ক্ষণাহ ভগবান্ গোপীনাং ব্রহ্মিয়াবহম্ ॥১৭
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥১৮
বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্বং স্বগন্ধেনাপায়য়ৎ ॥১৯

অনয়া কিমুঃ। হে গোপ্যঃ! নঃ অস্মাকং, তত্র কৃষ্ণস্য কথয়া কিম্? অপরাঃ কথাঃ কথয়ত। যদি অস্মাভিঃ বিনা অন্য কাপি যাতি, তদা তেন বিনা নঃ অস্মাকম্ অপি কাপি ভবৈব যাতু ॥১৪

ইতি এবং বদন্তঃ গোপ্যঃ ইতস্ততঃ প্রহসিতঃ কৃষ্ণেন চারু বীক্ষিতং যস্যা প্রেমপরিষ্বঙ্গ স্বয়ন্ত্যো সত্যঃ স্ত্রিয়ঃ ভজন্নুঃ ॥১৫

সায়ন্তনসন্ধ্যাবন্দনায়ঃ (সায়ন্তনীয়ম্ অনুষ্ঠানম্ সায়ন্তন্যা বেলিকায়া বিদ্যুতা) উপলক্ষিতঃ কৃষ্ণস্য সন্ধ্যোপাস্তিম্ (সন্ধ্যোপাসনম্) অরুন্ধতীঃ (নিরোধং কুর্বত্যঃ) সত্যঃ গোপ্যঃ সন্ধ্যোপাসনস্য ব্যাঘাতং চক্রুঃ ॥১৬

তথাপি তদানীং রাত্রিঃ, গোপীনাং বহিঃ আগমনে হেতিঃ

মন্তু কাশ্চিৎ বদিলেন,—হে গোপিকাগণ! আমাদের আর কৃষ্ণ-কথার প্রয়োজন কি! অন্য বিষয়ের আলোচনা কর! আমাদের বিষয় স্মরণ না করিয়া, যাঁহার বিষয় যদি সুখে অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ বিমুক্ত হইয়া আমাদেরও দিবস না হয় সুখে অতিবাহিত হইবে। ।১৪

এই প্রকারে পরস্পর আলোচনা করিতে করিতে গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস্য, শুভদায়ক, প্রেমের দৃষ্টি, গতি ও প্রেমালিঙ্গনাদি স্মরণ করত রোদন করিতে লাগিলেন ।১৫

সায়ংপ্রকালে সায়ন্তন-কার্য্যের প্রয়োগ ব্যাপারে বিলম্বকর পারদর্শী ভগবান্ সর্বেশ বিশ্বাস-জনক বিবিধ ভবিষ্যদ্বাক্য সাধনের উদ্দেশে সেই গোপ-ললনা-

---

কৃষ্ণস্য, ভগবান্ নঃ মধু চৈত্রঃ মাধবঃ বৈশাখঃ চ ইতি এতৌ যৌ মাসৌ তয়ঃ শ্রুত্বা অধাবতাং ।১৭

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে (পূর্ণচন্দ্রস্য কলাভিঃ মরীচিভিঃ মৃষ্টে উজ্জ্বলে) কৌমুদীগন্ধবায়ুনা (কৌমুদী-শব্দেন শরদ্ঋতুনাপি কুমুদানি কুমুদবন্তঃ বায়ুনা) সেবিতে যমুনায়াঃ উপবনে স্ত্রীভিঃ (কৃষ্ণস্য অতি বল্লভাভিঃ অন্যগোপীভিঃ) বৃতঃ সন্ রেমে ।১৮

বরুণপ্রেষিতা (বরুণেন প্রেষিতা) । তত্র বরুণ-প্রেষিতা দেবী বারুণী মদিরাদিকং যা দেবতা কৃষ্ণকোটরাৎ পতন্তী অধোগচ্ছন্তী সতী তদ্বনং তৎ সর্বং বনং তদ্বনম্ অপায়য়ৎ পায়য়তি স্ম ।১৯

গমনে মনসো নাভূৎ ।১৩

এবং রাত্রিকালে গোপীগণের প্রতিবন্ধন পূর্বক মধু ও মাধব অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ নামক মাসদ্বয় সেই রাত্রিদ্বয়ে অতিবাহিত করিলেন ।১৭

পূর্ণ-চন্দ্রকিরণ পরিত্র জ্যোৎস্নায় আলোকিত এবং প্রফুল্ল কুমুদের মধুর সৌরভে আমোদিত মধুবায়ু সঞ্চালনের উপবনে প্রবেশ করিয়া, বলরাম অন্তর্ধানে লক্ষ্মীগণের একবিলাসে পরিত্রপ্ত হইয়া রমণ করিয়াছিলেন ।১৮

ইত্যবসরে বরুণদেবও স্বীয় কন্যা বারুণীদেবীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। মদিরাধিষ্ঠাত্রী উক্ত বারুণী বলরামের শ্রান্তি-দূরীকরণার্থ মদিরারূপে বৃক্ষের কোটর হইতে পতিত হইয়া, সমুদয় বনকে সুরভিত আমোদিত করিলেন ।১৯

(উপবীয়মানো গন্ধর্বৈর্বনিতালোকিতঃ শুভে।
রেমে তত্রৈমুহূর্তেশো দাম্নেব ইব বারণঃ ॥
নেত্রৈর্নিমেষরহিতৈর্যোষিদ্ভিঃ কুতৃহলৈর্মুহুঃ।
গন্ধর্বা দুদুরে রামঃ তদ্ধীর্যৈর্যোক্ত্রিয়ে যথা ॥
তং গন্ধং মধুবাসায়া বারুণ্যোপলভতঃ বলঃ।
অন্যারোপণকন্যেব ললনাভিঃ সহ পপৌ ॥২০
উপবীয়মানঃ গন্ধর্বৈঃ বনিতালোকিতঃ শুভে।
মত্তঃ মত্তবৎ ক্রীড়ো মদবিহ্বললোচনঃ ॥২১

প্রত্যেকমুৎপলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
বিভ্রৎ স্বিন্নমুখাম্ভোজং বেপ্রালেকমুবিবহ ॥২২

স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ।
নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ।
অবাপতাং হলাগ্রেণ কৃষিতো বিকর্ষ হ ॥২৩

পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্মামাসি অজাহৃতা।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্ ॥২৪

বারুণ্যা উপভুক্তং যদ্যপি প্রতি আসীদ্ তং মধুবাসায়াঃ মধুনঃ আসবঃ তত্র আসবঃ ইব তদ্বারা পত্নীভিঃ ইব তাভিঃ সহ তত্র বারুণ্যাং বনিতাভিঃ পপৌ ॥২০

(হে-মহর্ষিভিঃ) উপবীয়মানঃ-স্তূয়মানঃ (উপবীয়মানঃ ইতিও পাঠঃ আছে) ক্রীড়ঃ ইত্যত্র ক্রীড়তি ইতি ক্রীড়ঃ লোহিত ইত্যর্থঃ মত্তঃ মত্তবৎ ইত্যনেন পুনরুক্তিঃ পরিহৃতা ॥২১

প্রত্যেকং পৃথগেবার্থে। একমুৎপলং (একম্ এব মুৎপলং যস্য সঃ) মত্তঃ মধুকরৈঃ মধুপানে বিহ্বলীকৃতৈঃ আসব-পিপাসা মাদনা। অনুভূতঃ। বেপ্রালেকং-

---

মধুবন (বনে) মদিরাপান করিয়া বলদেবের সমীপবর্তী হইলে, তদনন্তর অন্যান্য অনুচরগণ গন্ধর্ব পরিবারে গমন করিলেন এবং তাঁহারা সহ সেই মদিরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান করিলেন।২০

বলরাম মদিরা পানে মত্ত ও মদ-বিহ্বল লোচন হইয়া, মদিরাবশ সহ উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে বেশ্যা ও গন্ধর্বগণ বলবান্ বলদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।২১

বলদেবের মুখপদ্মে ঘর্ম্ম হওয়ায় একমুক্তলধারী বনমালায় ভ্রমর সমূহ পরিভ্রমণ করায় বলরাম মদিরা-পরিপূর্ণ আসবলক্ষিনী মালা গলদেশে ও হিম-বিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণা মুক্তির সহিত মুক্তাহারের প্রকর্ষণে জলক্রীড়ার নিমিত্ত যমুনাকে আপন সমীপে

মুক্তির (শ্বেতবর্ণ প্রালেয়স্য হিম শ্বেত মুক্তির মুক্তা) বিভ্রৎ মুখাম্ভোজং বিভ্রতঃ এব সঃ ঈশঃ বলরামঃ জলক্রীড়ার্থং যমুনাং আজুহাব। তদা চ মত্ত ইতি মদ বিহ্বল তয়া অনাদৃত্য অবজ্ঞায় আত্মনঃ আগতাং নদীং মুক্তিতঃ যমুনা বলরামঃ হলাগ্রেণ বিকর্ষ ইতি ॥১৯-২০

হে পাপিনি। আমি তোমাকে লাভের অভিলাষে আহ্বান করিলেও যখন তুমি আমার বাক্যকে উপেক্ষা করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হও নাই, বীর ইচ্ছানুসারে অবস্থান করিতেছ, তখন এই লাঙ্গলের আকর্ষণে তত তোমাকে শতধা বিশীর্ণ করত শত স্রোতে বিভক্ত করিব। এই প্রকার ভিন্নাভিপ্রায়ে বলরাম যমুনাকে আকর্ষণ করিলেন।২৪

এবং বিজ্ঞপ্তিতা তেন যমুনা যদুনন্দনম্।
ঈয়ায় চকিতা যাচং পতিত্বা পাদয়োর্নৃপ ॥২৫
যাহি যাহি মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।
ত্বৎপ্রভাবেণ বিধৃতা ভবতী জলতঃ পরে ॥২৬
পাহি মাং ভক্তসুলভো ভবন্তম্ যাচয়ানহম্।
যেন কেনাপি বিধিনা প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥২৭

ততো যদুকুলং যমুনাং যাচিত্বা ভগবান্ বলঃ।
বিজগাহ জলং শ্রীমান্ করেণাকর্ষিতেন হি ॥২৮
কালং বিধৃত্য সলিলাদুত্তীর্য্যালিঙ্গ্য তাং তদা।
মূলনালে সমাবর্ত্য জলে ক্রীড়াং চকার হ ॥২৯
বনিতা বাসসী নীলে বনমালামুরা কাঞ্চনীম্।
হেমে বলায়তে নিত্যে বসানো ভগবান্ বলঃ ॥৩০

যে নৃপ। ইতি এবং বিজ্ঞপ্তিতা ভয়াং ভীতা চকিতা প্রকম্পিতা যমুনা ভগবন্তং সাম্বতাং পতিত্বা সতী যদুনন্দনম্ উবাচ ॥২৫

যে রাম। যে মহাবাহো হে ! তব ভব এতাদৃশস্য প্রভাবং পূর্ণা বিদ্মি, যে ভবন্তং সাক্ষাৎ ভক্তসুলভং যাচয়ানহম্ যাচে ॥২৬

যে ভক্তবৎসল ভগবন্ ! বিধিনা; ভবতা যথা তথা প্রকারেণ যাচয়ানহম্ যাচে প্রপন্নাং মাং রক্ষ ॥২৭

এবং যাচিতঃ প্রার্থিতঃ ভগবান্ বলঃ যদুনন্দনঃ; তথা আকৃষ্টেন করেণ হিত্বা তটং গতঃ; সাধু তদা

ততো যদুকুলং যমুনাং যাচিত্বা ভগবান্ বলঃ।
বিজগাহ জলং শ্রীমান্ করেণাকর্ষিতেন হি ॥২৮
কালং বিধৃত্য সলিলাদুত্তীর্য্যালিঙ্গ্য তাং তদা।
মূলনালে সমাবর্ত্য জলে ক্রীড়াং চকার হ ॥২৯
বনিতা বাসসী নীলে বনমালামুরা কাঞ্চনীম্।
হেমে বলায়তে নিত্যে বসানো ভগবান্ বলঃ ॥৩০

বিজগাহ প্রবিষ্ট বিবেশ। সলিলাৎ জলাৎ তীরোর্দ্ধং যদিং নির্গত্য তাং যমুনাং কাঞ্চিৎ স্থানীং অধিত্যকাং (অধিত্যকা তীরে অধরে) সমাবৃত্য সমর্থ্যাপি [প্রবর্ত্তি সতীং তদা, অনন্তরং আলিঙ্গিতাং বামতঃ ঈষদ্ ॥২৯

নীলে বাসসী বনিতা পরিধায়, তথা কাঞ্চনীং কর্ণযোঃ বলয়ে আমুক্তা কর্ণে বিধায়, তথা স্বর্ণময়ে [হেমে] বলায়তে [বলয়াকারে] নিত্যে বাহুয়োঃ বাহুয়ো: ঐরাবতঃ ইব তদা বভৌ ইতি ॥৩০

যে মহারাজ ! যমুনা তদা বলিষ্ঠ-বলরামা হইলেন এবং ভগবান্ বলরামের চরণোপান্তে বিপত্তিকা হইয়া বলরামকে তাহার ভয়ে বলিলেন—॥২৫

যে মহাবাহো বলরাম ! পূর্ব্বে আমি আপনার প্রভাবে কিছুই অবধারণ করিতে পারি নাই ; আপনি যে ভক্তবৎসলরূপে প্রভু পরমেশ্বর এবং আপনার এক পাদেই যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধৃতির হইয়াছে এবং তিন পাদে আপনি ত্রিভুবনে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে অবগত হইলাম ॥২৬

আপনি বিশ্বব্যাপী অন্তর্যামী, হৃদয়ের সকল ভাবই অবগত আছেন। আমি দুর্বা। অজ্ঞতাবিবশতই এইরূপ আপনার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘনে অগ্রসর হইয়াছি। অতএব কৃপা প্রদর্শনে আমাকে এক্ষণে পরিত্যাগ করুন ! আমি আপনার একান্ত শরণাগতা ; ভক্তের দুঃখ বিমোচন করাই

আপনার প্রধান ব্রত ; আমাকে রক্ষা করুন ॥২৭

যমুনার কাতর প্রার্থনায় ভগবান্ বলরাম শান্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং হস্তিনীগণে পরিবৃত মত্ত গজরাজ যেমন ক্রীড়া করে, ভগবান্ বলরামও সলিলমধ্যে পরিবৃত হইয়া সেইরূপ জলাবগাহন পূর্ব্বক জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥২৮

এই প্রকারে অনেক বিলম্ব অতিবাহিত হইলে, তিনি সলিল হইতে উঠিলেন ; তখন কমলা আদি আপনার সহকারে বলরামকে নীল বসনযুগ, মনোহর আভরণ এবং আজানুলম্বী মালা প্রদান করিলেন ॥২৯

নীলবর্ণ পরিধেয় বস্ত্র ও উজ্জ্বল প্রভা পূর্ব্বক স্বর্ণময়ী মালা ধারণ করিলেন এবং অলঙ্কার ধারণে ও সেবাদি সুখদ কার্য্য সেবনে মহারাজ বলরাম রাজদের ঐরাবতের ন্যায় সেই সময়ে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩০

অত্রাপি কৃষ্ণস্য যাদব্য যদ্‌ধাকৃষ্টবর্ত্মনা।
বলভদ্রেণ বীর্য্যেণ বীর্য্যং কৃষ্ণস্যৈব হি ॥৩১
এবং সর্ব্বা বিনা যাতা একেন বসতো ব্রজে।
রামস্যাদ্ভুতচেষ্টিতস্য মানুষৈর্যুক্তমীয়িতম্ ॥৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

হে রাজন্! অত্রাপি (অস্মিন্ রাসে) কৃষ্ণস্য বীর্য্যং (বলং বীর্য্যং যস্য তস্য) কৃষ্ণস্য বীর্য্যং বলবত্তরং এব হি আকর্ষণাদিনা প্রভাবেণাপি অধিকমেব যদ্‌যস্মাৎ যদ্যপি কৃষ্ণস্য ॥৩১

অদ্ভুতচেষ্টিতস্য মানুষৈঃ নিজৈঃ যুক্তং যথা ভবতি তথা ঈয়িতং চেষ্টিতং যস্য তস্য রামস্য এবং প্রকারেণ রাসস্য সর্ব্বা বিনা যাতা একেন বসতো ব্রজে ইতি স্বয়ং তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতসর্ব্বস্বাখ্যায়াং পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

হে রাজন্! অবস্তুরীয়ং বলরামের তাদৃশ বীর্য্যের পরিচয়ার্থ যমুনা আকর্ষণাদি সেই লাঙ্গলাকৃষ্ট-মার্গে বিরুদ্ধ স্রোতস্বতীকরণ পরিলক্ষিত হইয়াছে ॥৩১

রাজনারীগণের রাসরাত্রে ও বিহার-কালে আকৃষ্ট-চিত্ত ভগবান্ বলরাম এরূপ বিবিধ-রূপে সেইস্থানে বিহার করিয়াছিলেন যে, দুই মাসের রজনীও তিনি অধিক ভেদে তাঁহার নিকট এক রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল ॥৩২

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতসর্ব্বস্বাখ্যায়ের
দশম-স্কন্ধে পণ্ডিত-শ্রীমদ্ভগবানদত্তশর্ম্মবিরচিত
পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[পৌণ্ড্রক কাশিরাজস্য চ বধঃ, স্বপ্রযুক্তেনাভিচারাদিনা কৃত্যোত্থিতস্য বিনাশঃ, মুষললুতেরকা দ্বারকাপ্রবেশশ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

অথ তত্রৈব বাসন্তে ব্রজস্ত্রীষ্বিমৎসরম্।
বাসক্রীড়াশ্রমনুদং বিবেশাম্ভঃ করেণুভিঃ ॥১

কৃতবাসনভঙ্গোঽম্ভস্যুদ্যদ্বনকুলাকুলে।
ইতি প্রভাষ্যাহূতো বারুণ্যা বারুণীং বলঃ ॥২

অন্বয়

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে নৃপ! অথ অনন্তরং তত্রৈব বৃন্দাবনে ব্রজস্ত্রীষু গোপীষু বিমৎসরং সৌভ্রাত্রং বাসক্রীড়াশ্রমনুদং রাসক্রীড়াজনিতহর্ষং করেণুভিঃ সহ অম্ভঃ বিবেশ জলং প্রবিবেশ ॥১

অন্বয়

কৃতবাসনভঙ্গঃ কৃতবান্ বারুণ্যাঃ এব সুতঃ তস্মিন্ উদ্যদ্বনকুলাকুলে উদ্যদ্ভিঃ বনকুলৈঃ আকুলে ব্যাপ্তে অম্ভসি জলে বারুণীং মদিরাং আহূতঃ সন্ ইতি প্রভাষ্য ইতি ভেদঃ ॥২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজের বধ, নিজপ্রযুক্ত অভিচারাগ্নি দ্বারা দুর্দ্দক্ষিণের বিনাশ এবং দুর্দ্দক্ষিণ-চক্রের হাতে বারাণসীদাহ।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! বলরাম শ্রীবৃন্দাবনে যখন বসিলেন তখনকের অধিবাসি দ্বারা সৌভ্রাত্র আচরণে রাজার যাদবের মনে করত শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিল ॥১

তারপর তখন বারুণীর সৌভ্রাত্র করত দূত

মুক্তঃ প্রাহিণোদ্ব্রহ্মন্ কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে।
যাদবানাং বপুর্যালো রূপৌদার্য্যগুণাশ্রয়ঃ ॥৩
মুক্তস্ত যাদবানেত্য সভায়ামাদিশৎ প্রভুম্।
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ রাজসেবনমাত্মনঃ ॥৪
বাসুদেবোঽহমেবৈতো নাত্যঃ কশ্চিদ্‌দ্বিতীয়কঃ।
কৃষ্ণাবমন্তুকামাস্তে মদ্ভক্তা বিদ্ধ্যসাধিতাঃ তাত ॥৫

আমি ত্বদ্রক্ষণার্থানি যোগমায়া বিভর্ম্যহম্।
তাবদ্ধি যাঃ তু পরমং যো বেদেহি মমাত্মনঃ ॥৬

শ্রীশুক উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা তদ্বচঃ পৌণ্ড্রকঃ কাশিরাজসভাসদঃ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সর্ব্বে উচুর্বৈরিবচস্তদা ॥৭

যদা অন্যঃ কশ্চন ক্ষীণায়ুঃ (অতীব অল্প কাল) অবশিষ্টো (কৃত দুষ্কর্ম্ম বশতঃ অবশিষ্ট কাল যাহার) সঃ তদা অন্যস্মিন্ বাসুদেবাদিভিন্নে সতি বাসুদেবো বিষ্ণুরেব অহমেব (অন্যেভ্যঃ ন তু ইতি ভাবঃ) ইত্যেবং মূঢ়ঃ ॥৫

মূঢ়ত্বং তু বাসুদেব এব সর্ব্বত্র মূঢ়ধীরিত্যত্র কমলপত্রাক্ষঃ প্রভুঃ ইতি হেতুবচনম্ (তাদৃশ পৌণ্ড্রক সাক্ষাৎ বাসুদেবঃ বাচ্যঃ) অন্যথা ॥৬

মূঢ়ধীরিতি অবজ্ঞার্থে বহুব্রীহৌ অন্যৎ এব

ঈশ্বর-বাক্যে। প্রত্যুত্তরে তাহাকে বলিল যে, আপনিই একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবের মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ নির্ব্বোধ পৌণ্ড্রক বালকগণের কবিত ঈশ্বর বাক্যে এরূপ উদ্ভেজিত হইয়াছিল যে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবেই আপনাকে অদ্বিতীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল ॥২

অথবা বালকগণ ক্রীড়াকালে আপনাদের মধ্যে কোন বালককে রাজা সাজাইয়া যেমন ক্রীড়া করে এবং সেই কল্পিত রাজা বালকও যেমন উৎসাহে আপনাকে রাজা মনে করিয়া, তদনুসারে বালকগণের সহিত আচরণ করে, সেইরূপ এই মূর্খ পৌণ্ড্রক বালকগণের ঈশ্বরে প্রকৃত প্রস্তাবে আপনাকে অদ্বিতীয় মনে করিয়া অবাস্তবপ্রস্তাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজকীয় দূত প্রেরণ করিল ॥৩

দূতও রাজসভায় উপনীত হইয়া মূঢ়ধীবাসী শ্রীকৃষ্ণের সভায় প্রবেশ করিল এবং তখন সভাসীন

এবং বাসুদেবঃ বাসুদেবাদন্য অবতীর্ণঃ। তং তু বিহায় এব অন্যিনি তথা, অন্যঃ তাত তাত ॥৪

যে সাধবঃ। তং যদি অবজিহীর্ষন্তি (অবজ্ঞাতুং অনাদরার্হমিতি অবজানীয়ুঃ) তেষাং বিনাশঃ, যদি আত্মনঃ যা পরমং এষি বাঞ্ছসি, মোহং অজ্ঞানং যত্র তত্র তেষু তেষু ॥৬

শ্রীশুকঃ উবাচ। অনন্তরং তদ্বচনং পৌণ্ড্রকস্য তং তথা দূতোক্তং উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যাঃ সভাসদঃ উচুঃ ॥৭

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে স্বীয় প্রভুর কথা বিবেচনা করিয়া বলিল যে, মহারাজ পৌণ্ড্রক আপনাকে বলিয়াছেন যে—॥৩

"জগতে জীবসমূহের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের প্রকাশে আমি বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি কেবল নিরর্থক আমার বাসুদেব নাম ধারণ করিতেছ। অতএব অদ্য হইতে ঐ নাম তুমি পরিত্যাগ কর।" ॥৪

যে সাধবঃ। সামান্য মানবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই সর্ব্বজনপালকারী বাসুদেব-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার পক্ষে তখনই সম্ভবপর হয়; অতএব লোকরক্ষার্থ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মাদি মহীয় অলৌকিক যে সকল চিহ্ন ধারণে তুমি জগন্নাথের প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা করিতেছ, সে সকল চিহ্ন অদ্য পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুগামী হও। তাহা অন্যথা করিলে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার আহ্বান গ্রহণ করিতে তোমায় উহা দাও ॥৬

উবাচ মূঢ়ঃ তৎপ্রাণ্যং পরিহাসকথাসু ।
উৎস্রক্ষ্যে যুক্ত ছিন্দ্যাসি যৈর্মূঢ়স্যে বিকত্থসে ॥৮
মূঢ়স্য তব পিতরাজ্ঞঃ তত্ত্ব-মৃত্যু-বীর্যৈর্ভিঃ ।
শয়িষ্যসে হতত্রত্র রচিতা শরণং শুনাম্ ॥৯
ইতি মৃত্যুবচঃপেশং আক্ষিপ্য সদসোঽন্তরে ।
কৃষ্ণোঽপি তদবোধায় কাশীমুপজগাম হ ॥১০

সৌভকোঽপি তদ্বুদ্ধ্যোপলভ্য মহাদ্ভুতম্ ।
অক্ষৌহিণীভিঃ সংবৃতো বিনির্যাতো পুরাদ্ দ্রুতম্ ॥১১
তত্র ভাপিপরিষ্বিদ্ধঃ পাঞ্চিগ্রাহোঽন্বয়াদ্ নৃপ ।
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরাপতন্তং সৌভকং রহি ॥১২
শঙ্খাদ্রিপি-গদা-শার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্ ।
বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥১৩

ভগবান্ শ্রীভগবান্ তত্র তদভিপ্রায়ং মৃষা পরিহাসকথাম্ উবাচ। যে মূঢ়াঃ। যৈঃ ত্বমীদৃশৈঃ ক্ষীণৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ যদ্ এবম্ বিকত্থসে আত্মানং শ্লাঘসে, তানি ত্বাং হনিষ্যন্তি ছিন্দ্যাসি ॥৮

হে মূঢ়। যেন যদ্ এবং বিকত্থসে তব মূঢ়স্য আত্মনো বাহনস্য তত্ত্ব-মৃত্যবীর্যৈঃ পক্ষিবিশেষৈঃ মৃধে রণে হতঃ সন্ পক্ষিভিঃ তব বন্ধুভূতৈঃ শুনাং শরণং রচিতা ভবিষ্যসি; (যদা হতঃ সন্ শুনাং শরণং ভবিষ্যসি ইতি ভাবঃ) ॥৯

ইতি এবং তৎ আক্ষেপং ভগবদ্ভক্তং প্রতি বিরোধাভাসং মৃষা আত্মনি সৌভকস্য আদরং আসক্তা বিবক্ষিতবান্, তদবোধায় তদ্ আত্মনঃ কাশীম্ উপজগাম ॥১০

সৌভকোঽপি তদ্ ভগবতঃ ঈদৃশং মৃষোদ্যমং উপলভ্য মহাদ্ভুতম্ অক্ষৌহিণীভিঃ সংবৃতো বিনির্যাতো পুরাদ্ দ্রুতম্ ॥১১

তত্র তস্য পুরো নির্যাতস্য পাঞ্চিগ্রাহোঽন্বয়াদ্ নৃপ। অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিঃ আপতন্তং সৌভকং রহি ॥১২

শঙ্খাদ্রিপি-গদা-শার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্। বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥১৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! দুর্বাসা সৌভকের তাদৃশ দুরুক্তি শ্রবণে উচ্চহাস্যাদি সহকারে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন ॥৭

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে মূঢ়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—রে মূর্খ সৌভক যে যে দুর্মতি চিহ্ন বাক্যে পরিণত হইয়া এরূপ দুরুক্তির প্রয়োগ করিয়াছে, আমি তাহার সকল চিহ্নই পরিত্যাগ করাইব ॥৮

(তাহার শাস্তিবিধান করিতে আসিতে হইবে না;) সেই মূর্খ যে মূঢ়ের দ্বারা এই সকল আত্মাভিমানের পরিচয় দিয়াছে, সেই মূঢ়কে বধ করিয়া তত্ত্ব গৃধ্র ও বটাদিতে পরিণত হইয়া রণস্থলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন সে শৃগাল ও কুক্কুরগণেরই আশ্রয়স্থল হইবে; সন্দেহ নাই। আমিই তাহার নিধনকারী উপস্থিত আছি ॥৯

মূঢ় তখন বীর প্রভু সৌভকের সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ-ভক্তির বাহ্যতঃ দুর্ব্বিপাকের বিষয় আলোচনা করিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকোদ্যমে সৌভকের তাৎকালিক বাসস্থান কাশীরাজ্যে মৃত্যার্থ যাত্রা করিলেন ॥১০

মহারাজ সৌভকও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুদ্যোগের আশায় অবলোকন করিয়া সসৈন্য দুই অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া কাশীপুর হইতে মৃত্যার্থ নির্গত হইল ॥১১

হে রাজন্! সৌভক কৃষ্ণসহ যুদ্ধ গমন করিয়াছে শ্রবণ করিয়া তথায় নিজ মহারাজ কাশীপতি সৌভকের সাহায্যার্থ তিন অক্ষৌহিণী সেনায় সহিত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল ॥১২

যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৌভকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মাদির বিভূষিত এবং গলদেশে সৌভকমণি ও বনমালা ধারণে বাসুদেবমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত দর্শন করিলেন ॥১৩

কৌসেয়বাসসী পীতে ধর্মাকং শঙ্খকুণ্ডলম্।
অক্ষমালাধরং শান্তং বৃদ্ধকন্যকুণ্ডলম্ ॥১৪
দৃষ্ট্বা তমাগতং রাজা কেতুঃ কুটিলবাহিতম্।
ধনা মহীং ধনুষ্কর্ষং বিবেশাশু তুরং রথি ॥১৫
ধূলৈর্দশদিশঃ পরিতঃ শঙ্খদুন্দি-প্রণাদ-ঘোষকৈঃ।
অশ্বিভিঃ পত্তিসৈন্যৈশ্চ প্রাবরয়দ্ধরো হরিম্ ॥১৬
তুরঙ্গ তৎসৌত্তকাশিরাকরো-
ধৃতং খড়্গ-স্তনন-ধ্বনি-পরিবৃতং।
গদাদি-চক্রেষুবিরাজিতভুজং
যো দুরাদ্ধে দদৃশে পৃথক্ প্রজাঃ ॥১৭
আরোহনং তদ্ধনু-ধ্বনি-দুরুহ-
দ্বিষৎধরোট্টৈর্বিদারবর্ত্তিতৈঃ।
ভয়ো চিত্তং মোদয়ং স্তবিনা-
মাক্রীড়নং কৃতনকেরিবোদয়ম্ ॥১৮
অথাহ সৌত্তকং সৌরিরো কে সৌত্তক যত্নবান্।
তুরঙ্গাকোন মাহাং তাক্তুরাত্মং তুরঙ্গমি কে ॥১৯

পীতে কৌসেয় (পট্ট-বিশিষ্ট-ক্ষৌমের বস্ত্র-বিশিষ্ট) বাসসী বসনে পরিধানে, ধর্ম্মাকং (ধর্ম্মঃ যস্যাঃ সা তাং যথা তথা) অক্ষমালাধরং (অক্ষাণাং অক্ষবীজানাং মালা তাং ধরতি তথোক্তং) শান্তং (সুস্থচিত্তং যথা তথা) বৃদ্ধকন্যকুণ্ডলম্ (বৃদ্ধানি ঈষদ্বক্রাণি কন্যকুণ্ডলানি যস্য তথোক্তং যথা তথা) ॥১৪

দৃষ্ট্বা (তমে তুরঙ্গমং রাজানমিত্যর্থঃ) রাজা কেতুঃ তমাগতং (তমে তুরঙ্গমং) কুটিলং (বক্রং যথা তথা) বাহিতং (বহন্তং) ধৃত্বা ধনুষ্কর্ষং (ধনুষঃ কর্ষং) বিবেশাশু।

তুরঙ্গং (তমে তুরঙ্গমং) দশদিশঃ (দশ দিশো যত্র তথোক্তং যথা তথা) ধূলৈঃ পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) শঙ্খদুন্দি-প্রণাদ-ঘোষকৈঃ (শঙ্খাশ্চ দুন্দিশ্চ প্রণাদাশ্চ ঘোষকাশ্চ তৈঃ) অশ্বিভিঃ পত্তিসৈন্যৈশ্চ (পত্তিসৈন্যৈঃ পদাতিসৈন্যৈঃ) প্রাবরয়দ্ধরো (প্রাবরয়ৎ হরো) হরিম্ ॥১৬

তুরঙ্গং (তমে তুরঙ্গমং) তৎসৌত্তকাশিরাকরো-ধৃতং (তস্য সৌত্তকস্য কাশিরাকরেণ ধৃতং) খড়্গ-স্তনন-ধ্বনি-পরিবৃতং (খড়্গস্য স্তননধ্বনিনা পরিবৃতং) তথা গদাদি-চক্রেষুবিরাজিতভুজং (গদাদীনি চক্রেষুশ্চ বিরাজিতৌ ভুজৌ যস্য তথোক্তং) যথা দুরাদ্ধে (দূরাদ্ধে) পৃথক্ প্রজাঃ (পৃথগ্ জনাঃ) দদৃশে ॥১৭

ধনুষ্কর্ষং (ধনুষঃ কর্ষং) তদ্ধনু-ধ্বনি-দুরুহ-দ্বিষৎধরোট্টৈঃ (তস্য ধনুষো ধ্বনিনা দুরুহাঃ দ্বিষতাং ধরোট্টাঃ তৈঃ) বিদারবর্ত্তিতৈঃ (বিদারেণ বর্ত্তিতৈঃ) ভয়ো চিত্তং (ভয়ো ভীতিঃ চিত্তং যেষাং তে তথোক্তাঃ তেষাং) মোদয়ং (হর্ষয়ং) স্তবিনাং (স্তবিনঃ বালকাঃ তেষাং) আক্রীড়নং (ক্রীড়নকং) কৃতনকেরিবোদয়ম্ (কৃতনকেরিব উদয়ো যস্য তথোক্তং) ॥১৮

অথাহ (অথ সৌরিঃ) সৌত্তকং (সৌত্তকম্) যত্নবান্ (যত্নং যস্যাস্তি সঃ তথোক্তঃ) সৌরিরো কে (সৌরিঃ কঃ) সৌত্তক (হে সৌত্তক) তুরঙ্গাকোন (তুরঙ্গেণ কেন) মাহাং (মাং) তাক্তুরাত্মং (তাক্তুরাত্মানং) তুরঙ্গমি কে (তুরঙ্গমিনং কঃ) ॥১৯

ঐ ব্যক্তি বক্ষঃ পীতবর্ণ কৌসেয় বস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক বাম হস্তের অঙ্গুলীর উপর একটী তুরিম পক্ষী গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। এবং মহামূল্য কিরীট অঙ্গদ কুণ্ডল ও মণিময় পদ্ম তুলসী মালা ধারণ করিয়াছিল ॥১৪

তুরঙ্গাদি পূর্ণ রথকে রাজাধিরাজ কেশ দেখিতে পাইবা মাত্র, বাহুবেষ্টনকারী তুরিম কেশ অবলম্বনে উপবীত সৌত্তককে নয়নগোচর করিয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইতে ধাবমান করিলেন ॥১৫

উভয়ের সৌত্তক-সৈন্যের পদাতি অশ্ব, রথ, পরিঘ, শক্তি, অসি, প্রাস, তোমর অগ্নি, পট্টিশ ও ধাবাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা উভয়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল ॥১৬

প্রলয়-মেঘের তালাবেশ যেমন জগদ্ব্যাপি চতুর্দ্দিক ভীত-জনকে বিরাট করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গদা, অসি, চক্র এবং ধনুর প্রহারে সৌত্তক এবং কাশিরাজের খড়্গ, গদা, রথ ও পদাতি-বিনিষ্টি চতুরঙ্গিণী সেনাকে একান্ত বিষণ্ণপ্রায় ও বিপন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥১৭

শত্রুনিক্ষেপের আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্নহস্ত, অশ্ব, তুরঙ্গ, পদাতি, রথ ও উট্ট সমূহ সমর-প্রাঙ্গণে নিপতিত হইয়া রণস্থলকে তুরঙ্গনাথ বিলোকনের জীবন ক্রীড়-ভবনের ন্যায়, মনস্বী পুরুষের অভীষ্ট মনোভাবক-রূপে প্রতীত করিয়াছিল ॥১৮

অনন্তর সৌরী শ্রীকৃষ্ণ সৌত্তককে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, ওহে সৌত্তক! তুমি কোন্ ব্যক্তি আমাকে

ত্যাজয়িত্বেহজিহ্মানং যে বৎ তদ্রাজ ইবা ধ্রুবম্।
ত্রজামি শরণং তেঽদ্য যদি নেচ্ছস্যসংযুজম্ ॥২০
ইতি ব্রিয়ঃ। সিতৈর্বাসোভির্বিধবীকৃত্য সৌভকম্।
শিরোঽক্ষরন্ দৃশাসেন যন্নেত্রেণ্ড্রা যথা গিরেঃ ॥২১
তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ।
নাপাহরৎ কাশিপুর্যাং পশ্যতোশ্বিবাসিনঃ ॥২২

এবং মৎপরিঘৈঃ ছিন্নৈঃ সৌভং খে বহুসৈনিকম্।
বাহকাবাশিতং সিদ্ধেরীয়মানকথাদ্ভুতঃ ॥২৩
ন নিরীক্ষ্য তদাত্মানমপ্রকাশমবস্থিতম্।
বিস্মারুক্ষ ইবাচষ্ট পরুষং ভগবানহম্ ॥২৪
শিরঃ পতিতমালোক্য কায়বক্ত্রে সহৃদ্গণম্।
কিমিদং কস্য বা বক্ত্রমিতি সংশিশ্রিয়ে জনঃ ॥২৫

যে অজ। বাসুদেবঃ ইতি যৎ যে মম অভিধানং তদা ধৃতা এব ইতি, তব তাদৃশিকে। (যজ্ঞেন শরণং এবি ইতি ভবঃ) অজ যে তব শরণং ব্রজামি, যদি সম্যক্ ধৃতং ন ইত্যর্থঃ ॥১৯

ইতি এবং তাবৎ ব্রিয়ঃ। ব্রিয়ঃ তথা তদেব বিস্তরঃ পুনঃ পরাবর্তি, তথা সিতৈঃ ধবৈঃ বাসোভিঃ বিধবীকৃত্য বস্ত্রেণেব ২।৪।৭ তথা গিরেঃ অধস্তাৎ ছিন্নং। তথা তদ্বিহত্য কাশিপতেঃ শিরঃ পত্রিভিঃ বাণৈঃ কায়াৎ উৎকৃত্য ছিত্বা অবিদ্ধং বাণৈঃ তথা পশ্যতোঽন্যান্ হরতা পশ্যতোঽন্যান্ হরতি তথা তৎ কাশিপুর্যাং ন্যপাতয়ৎ ॥২১-২২

এবং মৎপরিঘৈঃ মদীয়পরিঘৈঃ ছিন্নৈঃ সৌভং খে বহুসৈনিকং বাহকাবাশিতং সিদ্ধেরীয়মানকথাদ্ভুতঃ (ঈয়মানা কথা এব অদ্ভুতং যস্য সঃ) ইতি বাহকান্ অবিদিত্বা আহুয় ॥২৩

যে নাহম্। সঃ সৌভপতিঃ শিশুঃ (ঔত্তরপাদিঃ) তদবস্থঃ ন্যূনঃ। তাদৃশে অন্তরিক্ষে অবিদূরে যদদূরে তদ্দূরে তদ্দূরে অবিদূরেণৈব তথা তদবধিঃ সঃ হরঃ অহম্ বিস্মারুক্ষ ইবা অহম্ তদ্বদ তদ্বাক্যেন ॥২৪

কায়বক্ত্রে কায়াদি সহৃদ্গণং শিরঃ পতিতং আলোক্য (তিরস্কৃতং) কিমিদং ইতি বক্তৃত্বং ইতি যদঃ সংশিশ্রিয়ে সংশয়ং চক্রুঃ ॥২৫

বলিয়া পাঠাইয়াছিলে যে, তোমাকে একদা অস্ত্র আমি দান করিয়াছি। অতএব তাহা আমার নিকট পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। সুতরাং তোমার অনুরোধে সেই সময় অস্ত্র দ্বারা অস্ত তোমার শিরের ন্যায় আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছি; নিজের অহোক্তিতে নিজেই নিহত হইলে অবধারণ কর ॥১৯

হে মূর্খ। তুমি আমার বাসুদেব বলিয়া এই বাক্যটী যে বৃথা ব্যয় করিয়াছ, তাহা অস্ত তোমাকে পরিত্যাগ করাইব। তোমার অনুরোধে যে আমাকে উপহাস প্রদান করিয়াছ, তাহাতে অদ্য তোমার সর্বনাশই হইবে, যদি যুদ্ধ করিতে আমি একান্ত অসমর্থ হই ॥২০

এই প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া পুরুষের যেমন অজ্ঞান আমাকে বিধি-পূরক নিপাতিত করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার বাণের আঘাতে সৌভকে অন্তর্হিত করিয়া, অন্তরীক্ষে তাহার অন্তর-রেখন করিলেন ॥২১

এদিকে বাণের প্রহারে সৌভ-স্থিত কাশিরাজের মস্তক অমিল-স্থিত পতনোদ্যমের ন্যায় তাহার দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে উৎপাটন করত কাশিপুরে নিপাতিত করিলেন ॥২২

এই প্রকারে স্থির কাশিরাজ সহ পরিঘ সৌভকের বিনাশ সাধন করিয়া তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। তখন সিদ্ধগণ অদ্ভুতরূপে তদবস্থলীলা গান করিতে লাগিলেন ॥২৩

কিন্তু হে নরনাথ! সৌভপতি শাল্বরাজ অনুরোধে স্থিত তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিত্তা ও তদবস্থলীলার গান করায়, তাহার চিত্তে কর্তব্যবিমূঢ়তা অবোধ-বন্ধন নিবিড় হইয়াছিল; হরির অন্তর ধারণ করিলেই সে তদবস্থবন্ধন নাশে বিস্মৃতলোকে মনন করিল ॥২৪

এদিকে কাশিপুরের দ্বারদেশে ছত্রকিরিটি মস্তক নিপতিত দেখিয়া তত্রত্য পুরবাসী জনগণ "ইহা কাহার মস্তক? কেনই বা এখানে পতিত হইয়াছে"?

রাজ্ঞঃ কাশিপতেস্তত্রা হৃষীকঃ পুত্র-বান্ধবঃ।
পৌরান্ত দ্বা হৃতা রাজন্ বাণ নাবেতি প্রাকৃতম্ ॥২৬

সুদক্ষিণস্তত্র দৃষ্ট্বা কৃত্যা সংবাহিনিঃ পিতুঃ।
নিহত্য পিতৃহন্তারং রাজ্যায়ার্চ্চিতং পিতুঃ ॥২৭

ইত্যাত্মমাভিলষ্যায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্।
সুদক্ষিণোঽর্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা ॥২৮

শ্রীভগবিদ্বুকে কৃষ্ণাগ্নৌ যজমানতঃ।
পিতৃবধ্ব্যোপায়ং স মত্বা বরমযাচিতম্ ॥২৯

দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মণৈঃ সমযুজ্যিতম্।
অভিচারবিধানেন স চাগ্নিস্তমথার্চ্চিতঃ ॥৩০

সাবয়িষ্যতি সম্ভারসম্ভৃতো প্রযোজিতঃ।
ইত্যাদিষ্টস্তথা চক্রে কৃত্যাগ্নিমথ তত্রতঃ ॥৩১

তত্র কাশিপতেঃ রাজ্ঞঃ এব ইতি পিতুঃ ইতি আদরে দ্বিরুক্তিঃ, অহিংস্র আত্মায়ঃ পুত্রাদিঃ বান্ধবঃ। যে রাজন্, যে মাধব, ইতি (যদি বয়ং যাদবাদি রাজানঃ ন ইতি পাঠঃ) প্রাকৃতম্ ॥২৬

তত্র কাশিপতেঃ সুদক্ষিণঃ নাম পুত্রঃ পুনঃ পিতুঃ সকাশাদ্বিধিম্ ঈপ্সন্নিতঃ। তত্র পিতৃহন্তারং নিজং পিতুঃ আর্চ্চিতং পিতৃভিঃ সমাধিনা ॥২৭

ইতি এবম্ আত্মন এবং অভিপ্রায়ং নিশ্চিত্য, সোপাধ্যায়ো উপাধ্যায়েন ঋত্বিজা সহিতঃ সন্ সুদক্ষিণঃ সমাধিনা একাগ্র্যেণ চিত্তেন অযজত পূজয়ামাস ॥২৮

অহিংস্রঃ অযজত্ যদা ব্রাহ্মণঃ সন্ ঘটৈঃ সুদক্ষিণায় সত্রং অযজত। সঃ সুদক্ষিণঃ অগ্নিং পিতৃহন্তারং বাণাখ্যায়ং এব ইতিরূপং অভিপ্রেত্য বরং যযাচে ॥২৯

ব্রাহ্মণৈঃ সহ সত্রং অভিচারবিধানেন সত্রাগ্নেরাহবনীয়াদ্বিধিনা দক্ষিণং ইব দক্ষিণাগ্নিং পরিচর আধেহি। সঃ চ অগ্নিঃ এবমৃত্বিগ্ভিঃ যুক্তঃ সন্ তব সকাশাৎ সাবয়িষ্যতি।

সম্ভার আহরণে প্রযোজিতঃ এব। তথাপি প্রযোজিতঃ বিশেষণেন তত্রত্যং ইতি তত্রত্যৈঃ সহ ঋত্বিগ্ভিঃ যুক্তঃ সন্ ইতি তত্রত্যৈঃ ঋত্বিগ্ভিঃ যুক্তঃ সন্ ইতি বা অগ্নিঃ কৃত্যাং অভিচারাং ॥৩০-৩১

ইত্যাদি নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া সাবয়াপন্ন হইল ॥২৪

পরে ইহা মহারাজ কাশিপতিরই বালক বলিয়া নিশ্চয় করত, রাজবাহিনীগণ রাজপুত্রগণ ও বহুবান্ধব পুরবাসী লোকেরা সকলে শোকাতুর হইয়া "হে রাজন্। হে মাধব। আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিলেন।" ইত্যাদি করুণ-ধ্বনির প্রকাশে রোদন করিতে লাগিল ॥২৬

পরে কাশিরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক পিতৃহন্তাকে বিনষ্ট করিয়া পিতৃধন হইতে মুক্ত হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল ॥২৭

এবং মনে মনে ঐ সংকল্প স্থির করত উপাধ্যায় সহ একাগ্রচিত্তে বেদ-বেদ মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করিল ॥২৮

ভগবান্ আশুতোষও অতি অল্প আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া সুদক্ষিণকে যখন বর গ্রহণে অনুমতি করিলেন, তখন সেই পৌত্রবৎসল বীর প্রার্থিত পিতৃহন্তার ব্রহ্মপাতকেই বরচ্ছলে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল— ॥২৯

মহাদেব বলিলেন,—ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমর্থাক্ত প্রণালীর অনুসরণে তুমি দক্ষিণ দ্বারা দক্ষিণাগ্নির আরাধনা কর। সেই অগ্নি যথীয় প্রযত্নসহ পরিতুষ্ট হইয়া তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে, সংশয় নাই। কিন্তু অসাবধান জনে যেন ইহা প্রয়োগ করা হয়। কারণ প্রয়োগকালে প্রমত্ত হইলে, বিপরীত ফলই ঘটিবে। এই প্রকারে আদেশ করিলে, সুদক্ষিণ সহসা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সেই অভিচার কর্ম্ম আরম্ভ করিল ॥৩০-৩১

অথোঽবিদূরেখিতঃ কৃতাগসং ত্বিমানবিত্তৌকসঃ।
তদন্তরাদ্রিণিবাশ্রমপ্রসরোদ্যদাত্মিলোচনঃ ১০২

দদৃশে ঽঽত্মবন্ধুনিব কঞ্চরোদ্যতঃ বলিষ্যতা।
আলিঙ্গ্য সকণী অয়া বিদূরবিপিনং ভগবান্ ১০৩

পদ্ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কপালকরকীকসম্।
স্রোহদ্ভ্যাং ভূতৈর্বিকারাং প্রভুং বিদ্যা ১০৪

ত্রস্তিকাকন্দরাদাত্তং ঘাতকোদ্যতঃ।
বিলোক্য তত্রতঃ সূর্যে বলাদে ভূয়া যথা ১০৫
অথৈত্য সলজঃ ঔর্বঃ ভগবন্ত কৃতাঞ্জলিঃ।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ মহতঃ প্রভবঃ পুমান্ ১০৬
ত্রয়া বজ্ঞমবৈষ্যন্ত দুষ্টঃ যাচ্ঞ সাধ্বসম্।
শপন্তঃ সন্তমন্যে ন ত্বেতেঽবিতাত্মান্ ১০৭
সর্বজ্ঞানুর্বহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভূঃ।
বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বং চক্রমাদিশৎ ১০৮

তথা কৃতাগঃ অপরাধিনং বিশেষতঃ ত্বিমানবিত্তৌকসঃ ত্বিমানঃ বিত্তং ঔকঃ গৃহং যস্য তং। তদন্তরাৎ তস্যাঃ দুর্ভিক্ষস্য অন্তরে। কৃতাগসং ইতিবৎ ১০২

তদানীং ঔর্বঃ কৃতবৈরঃ ঘাতকঃ হন্তুং যত্নং করিষ্যন্ সন্ তমেবাগ্নিং সোমমপি বা স্বং মুখমধিষ্ঠায় তিষ্ঠতি স্ম। তদা ভগবান্ বিষ্ণুঃ তত্র গত্বা তমেব ঔর্বং তথা স্থিতং দদৃশে ইত্যর্থঃ ১০৩

তালপ্রমাণাভ্যাং পদ্ভ্যাং অবলম্বিতং কপালং চ করকীকসং চ করোটিঃ। তয়োঃ সংঘাতঃ যত্র তং। স্রোহদ্ভ্যাং ক্ষরদ্ভ্যাং ভূতৈঃ বিকারাং প্রভুং বিদ্যা ১০৪

অন্তিকাকন্দরাৎ তস্য আশ্রমস্য নিকটাৎ গুহায়াং যথা তথা সন্তং ঘাতকোদ্যতঃ ঘাতকায়িতঃ হন্তুং উদ্যতঃ যস্মাৎ ১০৫

যে ত্রিলোকেশঃ তথা ঘাতকায়িতাৎ তথা ঔর্বাৎ মহতঃ মহাপ্রলয়াৎ পূর্বং প্রভবতি সর্বং ইতি প্রভবঃ ঔর্বঃ ঔর্বাগ্নিঃ ভগবন্তং চক্রং যে যাচ্ঞ ১০৬

যদ্বা অবৈষ্যন্ত (ভগবান্ বৈষ্যন্ত বাসুদেবাংশঃ) ত্রয়া সাধনেন ভক্ত্যাদিনা চ সাধ্যেন ফলেন চ দুষ্টঃ বর্জিতঃ অতিশয়েন ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং শপন্তঃ যে তৈর্বা অন্যে ত্বেতে- যাদৃশ ঔর্বঃ তাদৃশাঃ অবিতাত্মানঃ অজিতেন্দ্রিয়াঃ ১০৭

সর্বজ্ঞানুঃ সর্বজ্ঞঃ বহিঃসাক্ষী চ যঃ বিভূঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তং মাহেশ্বরীং ঔর্বং বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং তস্য বিঘাতায় তস্য পার্শ্বং চক্রমাদিশৎ আদিশবান্ ১০৮

অনন্তর সেই অতিক্রুদ্ধ হইয়া তপ্ত তাম্রের ন্যায় পিঙ্গল ও প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় লোচনবিশিষ্ট অতি ভীষণ মূর্তিমান্ ভগবান্ ঔর্বকে দর্শন করিলেন।১০১

ভগবান্ ভক্তপরাধি ও তদ্ভক্তদের দুষ্টজন-কৃতাপরাধ মুখ-বিশিষ্ট অগ্নি জিহ্বা দ্বারা গ্রহণীয় (ভক্ষণ-প্রায়ত্নকারক) পরিজনের অন্তর বিনাশকারণে বিষ্ণু সকল বৈষ্ণবগণের অন্তর ত্রিশূল উদ্যমন পূর্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন।১০২

ভগবান্-প্রেরিত ভয়ানক পার্শ্বদের বিক্রমে ঔর্বঋষি ভগ্নচিত্ত হইতে লাগিলেন; এই প্রকারে সেই ভগবান্-কর্তৃক প্রেরিত ভয়ানক অস্ত্রসমূহ প্রলয়কালে পরিবর্ত হইয়া থাকার ন্যায় প্রথমে ঔর্বকে

অথ ভগবান্ ঔর্বং তথা ভূতং দৃষ্ট্বা তস্য ঔর্বস্য অন্তিকাৎ সমীপাৎ গুহায়াং পুনঃ যদি যদি ইতি সর্বত্র যোজ্যং ঘাতকায়িতঃ ঘাতকঃ ভূতঃ যে যাচ্ঞ ১০৬

যদ্বা অবৈষ্যন্ত (ভগবান্ বৈষ্যন্ত বাসুদেবাংশঃ) ত্রয়া সাধনেন ভক্ত্যাদিনা চ সাধ্যেন ফলেন চ দুষ্টঃ বর্জিতঃ অতিশয়েন ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং শপন্তঃ যে তৈর্বা অন্যে ত্বেতে- যাদৃশ ঔর্বঃ তাদৃশাঃ অবিতাত্মানঃ অজিতেন্দ্রিয়াঃ ১০৭

সর্বজ্ঞানুঃ সর্বজ্ঞঃ বহিঃসাক্ষী চ যঃ বিভূঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তং মাহেশ্বরীং ঔর্বং বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং তস্য বিঘাতায় তস্য পার্শ্বং চক্রমাদিশৎ আদিশবান্ ১০৮

পরে ভগবান্ প্রভুকে সেই ভীষণ মূর্তিধারীকে অন্তিকাৎ সমীপাৎ হইতে ঘাতকায়মান ব্যক্তি-মাত্রেই একান্ত ভীত হইল এবং সকলেই ভয়ে ভগবান্ ভীষণরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায় ভয়ানক হইয়া পড়িল।১০৫

তাহারা সকলে ভয়ে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত হইল; তখনও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ উপস্থিত হইলে ঔর্বঋষি ভয়বিহ্বলিত হইয়া ঘাতকায়মানদিগকে ভগবান্ বলিলেন,—হে ত্রিলোকপতে শ্রীকৃষ্ণ! এই প্রলয়

ওং সূর্য্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং
লোকত্রয়াণাং প্রণয়ানলপ্রভম্।
অনেকসা যৎ ফলমুত্তমং যশো
লভেৎ মুমুক্ষুর্মধুসূদনপ্রিয়ম্ ৪৩
ইত্যাদিনা প্রতিষ্ঠিতঃ স যথাশাস্ত্রম-
মন্ত্রৈরুদ্ধা স মূল তন্ত্রমুখো বিভুঃ।
বারাণসীং পরিত্যজ্য তুষ্টিদং ওং
সুচিস্মিতং সমহৎ পুরুষোত্তমাখ্যং ৪৪

চক্রং বিকোস্তেষু প্রবি
ধায়াপসীং পাটলসালপ্রাকারাম্।
সধোপুরাট্টালকগোপুরাঢ্যাং
সুকোশবত্যাবরণাবলীঞ্চ ৪৫

লব্ধা বারাণসীং পর্ব্বঃ বিকোশ্চক্রং সুদর্শনম্।
ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃতস্যাভিষ্টকারণঃ ৪৬

পূর্ব্ব-কোটি-প্রতিমঃ (সহস্রাংশু যেমন প্রতিদিন উদয় হন) প্রলয়-অনল (প্রলয়কালের ন্যায় অতিশয় তেজস্বী) ও লোকত্রয়ের তথা সকলের বন্ধু অর্থাৎ, হিতকারী, এবম্ভূত সুদর্শন যে মুমুক্ষু ও মুক্তিকামী ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন ৪৩

যে মূল মন্ত্রদ্বারা ১৮বার আহুতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত অথচ বিশ্বতোমুখ অথচ বিভু হইয়াও যথাশাস্ত্র মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া বারাণসীকে পরিত্যাগ করিয়া তুষ্টিদ ও সুচিস্মিত পুরুষোত্তম নামক ৪৪

চক্রকে বিকোস্তেষু প্রবি
ধায়াপসীং পাটলসালপ্রাকারাম্।
সধোপুরাট্টালকগোপুরাঢ্যাং
সুকোশবত্যাবরণাবলীঞ্চ ৪৫

লব্ধা বারাণসীং পর্ব্বঃ বিকোশ্চক্রং সুদর্শনম্।
ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃতস্যাভিষ্টকারণঃ ৪৬

ধর্ম্মকৃত্যের ফলের ও ঐশ্বর্য্যের তা সুচিন্তিত সমস্তের ৪৩

তন্ত্রমুখো বিভুঃ যিনি চক্র ও পাঞ্চজন্যাদিরূপে, (ঐশ্বর্য্য যশঃ শ্রী, অনন্তরাশি ধৃতা, আপনা হইতে আছি যাহাতে) তথা যোগপ্রভাবে সুদর্শনাদি অষ্টায়ুধ ও বিশ্বতোমুখ-প্রভৃতি ভৈরবাদি সকল তন্ত্রের মূলস্বরূপ তথা ১৮,০০০-শ্লোক-পরিমাণ বারাণসীর অধিষ্ঠাতা ৪৫

সর্ব্বত্র বারাণসী লব্ধা বিকোশ্চক্রং সুদর্শনম্ অধিষ্ঠানকরত ঈশ্বরাধীন চক্রের পার্শ্ব ভূমি পুনঃ ঈশ্বরাধীন ৪৬

বাহির হইয়া তোমার অনেক পুরুষ আসিয়াছে ৩৬

ভগবানের ইঙ্গিত বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং তাঁর অনুগ্রহের বিষয় বিশদ ঈক্ষিত অবলোকন করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভয় নাই। ভয় নাই। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছি" ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বসাক্ষী দমঘোষ, অক্রূর ও বাসির সকলেই অবনত আছেন; তখন সেই অবসরে আয়ুধ-ধারী অনেক বীর অবতরণ করিলেন এবং ইহা যে অনেকের শক্তি তাহাও অনুমান অবসর হইয়া তাহার নিবারণার্থ তাঁর পার্শ্বে সুদর্শন চক্রকে অনুমতি করিলেন ৩৮

কোটি-সূর্য্যসম প্রলয়াগ্নিরই প্রলয়-কালীন কালানলের ন্যায় ভগবানের সুদর্শন চক্র তাঁর প্রভাবে অনুগত, কিন্তু সকল বর্ম্ম ও দর্শকের আলোকিত করত প্রকাশমান হইয়া সেই কৃত্যাদিকে প্রতিহত করিলেন ৩৯

হে রাজন্! চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে বিজয় ও অভয়ের হইয়া কৃত্যাদি প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং যাহারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করত, তাহারা অন্যান্য প্রবর্ত্তক সুবলিত ও তাহার অধিষ্ঠাতাকে বিনত করিলেন ৪০

এদিকে ভগবান্ বিভুর চক্র সুদর্শনও কৃত্যাদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত সকলকে, অট্টালিকা ও অট্টালিকে পরিশোভিত পুরদ্বার, তোরণসমূহ ও আয়তনের তুর্যাদিকে পরিপূর্ণ ধ্বজা, অশ্ব, রথ এবং অন্যান্য অনুচিন্তাশালী বারাণসীতে প্রবেশ করিল ৪১

এবং সমগ্র বারাণসীকে ভগবান্ করত অধিষ্ঠিত;

য এবং শ্রাবয়েদ্ভক্ত্যা উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্।
সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৩

ইতি শ্রীবরাহকল্পে মহাপুরাণে পাদ্মসংজ্ঞায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়ভক্তে বৃত্রবধোপাখ্যানং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

যে পুরুষ একাগ্রচিত্তে ভক্তি সহকারে শ্রীহরির এতাদৃশ পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করেন বা শ্রবণ করান, তিনি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥৪৩

ইতি শ্রীবরাহকল্পীয় পাদ্মসংহিতা শ্রীবৃত্রাসুরবধোপাখ্যান-বর্ণনাত্মক দ্বিতীয় ভক্তে পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথসাংখ্যবেদান্ত-কৃত ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(বল-বিধিরহস্যোদ্ঘাটন, বলরামের বিবিধ বিলাস।)

ব্রাহ্মোবাচ।

ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যস্যেদং কৃত্স্নমাত্মনঃ ॥১

অন্বয়ঃ

ব্রহ্মা পরীক্ষিৎ উবাচ। হে ব্রহ্মন্! অনন্তস্য অচিন্ত্যপ্রভাবস্য, অপ্রমেয়স্য প্রমাণৈঃ অপরিচ্ছেদ্যস্য, অদ্ভুতকর্মণঃ (অদ্ভুতং আশ্চর্যজনকং কর্ম যস্য তস্য ভক্তবাৎসল্য-সাধুত্ব-সুহৃদ্ভাব-সুখদত্বাদি-রূপং ইত্যর্থঃ। বিদ্বৎ-সর্বজন-সম্মতং যস্য বা তস্য) রামস্য বলভদ্রস্য, যস্য ইদং কৃত্স্নং আত্মনঃ [অংশ ইতি শেষঃ], তৎ অহং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

অনন্তস্য মহা বিষ্ণোর্বিষ্ণোর্বা মানবৈঃ কথাঃ।
গুণাকৃষ্টৈঃ সেব্যমানা ভবন্তি হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। অনন্তস্য মহা বিষ্ণোঃ বা বিষ্ণোঃ বা মানবৈঃ কথাঃ গুণাকৃষ্টৈঃ সেব্যমানাঃ হৃদয়ঙ্গমাঃ ভবন্তি ॥২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[বলরাম ও বিবিধ-বাক্যের মূল এবং বলরাম কর্তৃক বিবিধের বিনাশ]

ব্রহ্মা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বলদেবের লোকাতীত ও অনন্ত; সাধারণ মানবের তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। অতএব সেই অচিন্ত্যপ্রভাব সর্বজনবিদিত বলরাম অল্প আয়াসে যে সকল কর্ম করিয়াছেন, সেই সকল প্রসঙ্গের জন্য আমার অত্যন্ত লালসা জন্মিতেছে; অনুগ্রহ পূর্বক আপনি সেই সকল বর্ণন করুন ॥১

শ্রীশুক উবাচ। হে রাজন্! অনন্তদেব বা বিষ্ণুর কথা মানবগণ গুণাকৃষ্ট হইয়া সেবা করিলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে ॥২

সপ্তম সোঽপি তিথিঃ পূর্বম্ অন্তরো ভাদ্রবিপ্লবম্।
পুরগ্রামকরান্ যোদ্ধুমনসহ্যং দর্শয়ৎসহম্ ॥৩
তচ্চিৎ স শৈলমুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ।
আনর্তান্ দুরবাসেব গ্রামান্তে বিন্যধা ইতিঃ ॥৪
তচ্চিৎ সমুদ্রমবধা সোর্বাসুৎক্ষিপ্য হেলয়া।
দেশান্ নানামৃতপ্রাণে লোকানুলে জলপ্লবে ॥৫

আত্মযাতৃবিযুগ্যাত্মা কৃত্বা তত্রবলম্বতীম্।
অনুগ্রহায়কপূর্বৈরন্যান্ বৈতানিকান্ বলঃ ॥৬
পুরুষান্ যোষিতো বৃদ্ধঃ আক্রম্যোপীড়হাদ স্ব।
নিক্ষিপ্য তাপ্যবাম্ভৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্ ॥৭
এবং দেশান্ বিপ্রকুর্বন্ দুরন্তশ্চ দুরন্বিয়ঃ।
জ্ঞাত্বা তুলয়িতঃ শৌরঃ সিষেধ বৈষ্ণবং যশঃ ॥৮

৩। সিন্ধিনা যার যাবৎ মৃত্তক সমূহ সমস্ত অপাতিথিং আক্রম্য দুর্গম্ রাষ্ট্রং সাধক, বিশেষ: সপ্তম: তথা যাতি ইথা যষ্টিম্ উৎক্ষম্ দুরন্তাকারার্থ অন্তর: ॥৪

৪। তচ্চিৎ শৈলম্ উৎপাট্য শৈঃ শৈলৈঃ দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ। তথা যথা বিরহ: সমস্তাদ্দেশঃ, যথিং তুল্য আসে- তান্ আনর্তান্ যাদবানাং দেশম্, এবা আসন্না, দু দুরবাস সমচূর্ণয়ৎ ॥৪

৫। সমুদ্রমবধা [সমুদ্রম্ সমস্তাৎ আক্রম্য তম-সমস্ত প্রাণে তথা যে সে যাবৎ:] তচ্চিৎ সমুদ্র-উপায়: সমু দেশান্ তত্র সমুদ্রে তথা তৈঃ তথা দেশান্ [দেশান্ মৃত্তে উইয় তত্রত্যান্ তথা সমুদ্রান্ ॥

আত্মযাতৃবিযুগ্যাত্মা (তথা: তম্পত্তয় কৃত্বা যেন সে তথাভূতম্) তথা পরম্পরা (পরম্পরা যাবৎ ভূমে:) সা বলঃ বৈতানিকান্ যজ্ঞীয়ান্ অন্যান্ যাতীন্ অনুগ্রহ ॥৬

৭। বৃদ্ধ যাবৃত্তঃ যাবৎ: আক্রম্য-বিধায় [আক্রম্য পর্বতম্ প্রাণীন্ তথা] পুরুষান্ যোষিত: নিক্ষিপ্য পেশস্কারী ইব কীটম্ তৈঃ তৈলৈঃ তপ্তবাপিভিঃ তম্ তথা নির্বিতবান্ ॥৭

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্বন্ দুরন্তঃ তথা দুরন্বিয়ঃ দুরন্তীয় যেন, তথা বিপ্রকারান্ দুরন্তিঃ দুরন্তীয়ঃ তৈঃ শৌরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বৈষ্ণবম্ যশঃ নিষিদ্ধ যতো ॥৮

পরীক্ষিতের প্রশ্ন অবণে শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! কৃষ্ণিপুত্র রুক্মিণীদেবীর সহিত বিবিধ ভোগে একটী বৎসর ছিল। ঐ যোগাযোগ বাদব বৈষ্ণব প্রাতা এবং পুত্রোৎপত্তির সহিত ছিল ॥২

উক্ত বিবিধ বাদব হয় তথা নরকের বৈর-নির্যাতন করিবার বাসনে নরক রাজ বধ করিবার উদ্যোগ করিল এবং পুর, গ্রাম ও আকীর-পল্লীসমূহে অগ্নি প্রদানের দ্বারা বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল ॥৩

ঐ বাদব পর্বতসকল উৎপাটন করিয়া তাহার আঘাতে দেশসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল এবং যেন বিষ্ণুর বিদ্বেষকারী শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, সেই দ্বারকার নিকটবর্তী আনর্তাদি গ্রামসমূহকে সম্পূর্ণ বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিল ॥৪

তখন যে সমুদ্রমধ্যে অবস্থানের পূর্বক তাহার বিশাল তরঙ্গসমূহের দ্বারা এরূপ পরিমাণে জল ভীষণ-মূর্তিতে নিক্ষেপ করিত যে, নিকটবর্তী গ্রামসমূহ জলমগ্ন হইয়া যাইত ॥৫

সেই বলিষ্ঠের আক্রমণে উপদ্রুত হইয়া ঐ দুষ্ট যাদবের আক্রমণ-ভয় করিত এবং দুর্গ ও পুরীসমূহমধ্যে দ্বারা বলিষ্ঠদের বংশাদিকে বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল ॥৬

ঐ বিবিধ নিজের বলে এতই গর্বিত হইয়াছিল যে, সে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। পেশস্কার যেমন বলপূর্বক কীটসমূহকে ধরিয়া নিজ গর্তে লইয়া যায়, সেইরূপ এই দুরাত্মা বিবিধ বল ও ক্ষমতা নারীগণকে অনায়াসে এবং তাহার দুরন্ত ভাতা বিকল পূর্বক তৈলাদির দ্বারা আকৃষ্ট করিত ॥৭

যেন ও গ্রামাদি বিনষ্ট করিয়া কৃষ্ণবাসিগণকে ঐ

তত্রাপতন্ মধুপতিঃ রাজ্ঞঃ পুরুষবাহিনীম্।
দুর্মর্ষণীয়নর্দন্তীঃ গদসাত্যুদ্ধবাদয়ঃ ॥৯
যাদবা রাজসীঃ পীত্বা মধ্বিষ্টলবলোজসঃ।
বিস্রাব্যমাণঃ বপুষা প্রতিজহ্রিব যাতবঃ ॥১০
দৃষ্ট্বা পাপায়নং পাপাঃ কৃষ্ণরামাত্মকৃষ্ণম্।
মত্তা বিবিধসম্ভারান্ দদৃশুঃ জাতিবিপ্লবান্ ॥১১
তত্র গার্হপ্যসংসর্গাৎ উদপাত্রী জাতিবিপ্লবাঃ।
হান্তপ্রিয়া বিনির্মুক্তা বেলাকূলবনাদ্রিষু ॥১২

তা হেলয়ামাস কলিঙ্গকৌশৈঃ দন্তৈর্যুধি।
ঈর্ষন্ মদক্ষ রামায় যাচতশ্চ বিনীতবৎ ॥১৩
তং প্রাহসন্ প্রাহরংশ্চ জুগুপ্সো বলঃ প্রযত্নবান্ যযৌ।
ন বেদিষ্টা প্রাণবলং মুষিতাকলনঃ কপিঃ ॥১৪
সুরীক্ষ্য হেলয়ামাস মূর্তয়ঃ ঘোণয়ন্ হলম্।
নিত্যং ফলঃ দুষ্টো যাদবাংস্তান্ তাদয়ন্ বলম্ ॥১৫
কর্ষন্নিকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ।
তং তস্যাধিনাঃ দৃষ্ট্বা কোপংশ্চ তদুপধার্য্যম্ ॥১৬

তত্র হৈবয়কোপাখ্যে সম্প্রবৃত্তো যদাদয়ে মাহীমদাদিযুক্তে, দুর্মদীয়-বর্ণনম্ (দুর্মদীয়ানি সর্বাণি বলানি যস্য তং) পুরুষবাহিনীঃ (পুরুষ-বাহনা ইব সেনা যস্য তাদৃশীঃ তং) বলসাত্যুদ্ধবাদয়ঃ পাদপূরণায় পাঠান্তরং বেদ্যম্ অন্যথা তু

যাদবীঃ যদিবং পীত্বা মধ্বিষ্টলবলোজসঃ যত্র তং প্রসিদ্ধং মদ্যং, যাদবং ইব বপুঃ বিস্রাব্যমাণং যাদবং আসীৎ ইতি অন্বয়ঃ ॥৯-

যা দৃষ্টঃ পাপায়নং বলং পাপম্ আত্মঃ এব কৃষ্ণম্ কৃষ্ণম্ যেষাং তাদৃশাঃ তান্ দৃষ্ট্বা বিস্রাব্যমাণং ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥১১

যা ঘৃষ্টে পাপায়নং বলং পাপম্ আত্মঃ এব কৃষ্ণম্ কৃষ্ণম্ যেষাং তাদৃশাঃ তান্ দৃষ্ট্বা বিস্রাব্যমাণং ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥১১

উক্ত বিবিধ সার্হ আত্মনো যৌনা জাতিবিপ্লবাঃ (যাদবা অন্যোন্য এব ॥পাদঃ যদবা যাঃ) হান্তপ্রিয়া (হান্তা বিনষ্টা হান্তাঃ যাঃ) বেলাকূল-পরিসরাঃ (বেলাবনস্য পরিসরাঃ যাসাং তাঃ) তদ্বনাঃ বৃক্ষাঃ বিনির্মুক্তাঃ ॥১২

যা বিবিধাঃ যাবতাঃ যাবত্যঃ বিশেষেণ) পণ্যাঃ এব দন্তাঃ তদ্বদ্ভূতাঃ, তাভিঃ (দন্তপ্রহারৈঃ দন্তপ্রহারৈঃ যুধ্যমানাঃ তাঃ যাঃ হৈঃ হেলয়ামাস অবজহে ॥১৩

প্রাহরন্ যাঃ হেঃ হে হে দুষ্টঃ ত্বং প্রাহ্) পাঠান্তরং তং প্রাহরংশ্চ : সঃ চ দুষ্টঃ কপিঃ প্রাণবলং বলবীর্য্যং ন বেদিষ্টা

কপির প্রাণবল্ত দর্শনে ১পাল-যজ্ঞাধা হান্তপ্রিয়া * তদনন্তরং বলদেবপত্নীগণ ইতস্ততঃ হাস্য আরম্ভ করিল ॥১২

দুষ্ট বানর তখন বলদেবের সম্মুখেই গুহ্যদেশ, মুখভঙ্গি ও পাদ্-প্রদর্শনে নারীগণকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥১৩

বলদেব বানরের বাতুল দুষ্টতা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তদুপরি পাষাণ-খণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই দুষ্ট পাষাণ-প্রহার হইতে আপন শরীরকে রক্ষা করত, কৌশল ক্রমে বলরামের নিকট হইতে বলবীর্য্য পূর্ণরূপে অবিদিত থাকিয়া বলশালী সাত্বত বীরদিগের সম্মুখে পলায়ন করিল। এতদর্শনে বলরাম ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বিবিধ-যানের বলরামকে অবস্থানিত করিবার অভিপ্রায়ে বধিয়া বলশালী দুষ্ট

ক্রুদ্ধো মুষলমাদত্ত হলঞ্চারিনিষূদনঃ।
বিধিনাপি অবীর্য্যঃ পালয়ন্নস্য পার্থিবঃ ॥১৭
অথোত্তরা তরসা তেন বলং মূর্চ্ছয়তাদ্ভুতং।
তস্য সর্ব্বতো বৃষ্টিং পাতয়ন্তমলো যথা ॥১৮
প্রতিচক্রাম বলবান্ দুরুদ্ধোবাহনশ্চ তম্।
মুষলাবর্ত্তজনকো বিরেজে রক্তধারয়া ॥১৯
বিধিবিদ্ধা তৈরিকয়া প্রহারং নাবুধ্যিতম্।
পুরুষং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা বিস্তরমেকদা ॥২০

ভোগবন্তং মুদাকৃষ্টং বলঃ পতনমাদিশৎ।
অথোৎপতেব তরসা ভয়ে চকাপি পতনাদিশৎ ॥২১
এবং মুহুর্ত্তমবশং ভয়ে ভয়ে পুনঃ পুনঃ।
আকৃষ্য সর্ব্বতো দুরুদ্ধং নিষ্টংকরণেন্ দ্রুতম্ ॥২২
অথোদ্বৃত্তক্ষিতাবর্ত্তং বলভোগপরাবর্ত্তিতম্।
তৎ সর্ব্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুষলায়ুধঃ ॥২৩
স বাহু তালসঙ্কাশৌ দৃষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ।
আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্তলেঽহনৎ ॥২৪

ভোগবন্ত মনিচ্ছাসত্ত্বেও মুষল দ্বারা তাহাকে টানিলেন। অমনি ভয়ে ভয়ে সে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সে পুনরায় ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। বারংবার এইরূপ করিয়া বলরাম তাহাকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলেন। তখন সে ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিলে বলরাম তাহাকে ধরিয়া আছাড় মার

যাদবেন্দ্রোঽপি তঃ সোঢ্বাঽঽ হাত্বা মুষলতাড়নৈঃ।
অভ্যাবর্ত্তদ্রিষং ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্ রুধিরং বমন্ ॥২৩
ততস্তেন পরিঘেণ সচিবঃ সবলশ্চরিঃ।
পর্ব্বতঃ কুলশার্দ্দূল বাহুবো র্যৌধিবাদৃশি ॥২৪
অন্যেষাং বলমেজঃ সাম্বু সাত্যকি চারুদে।
দুর্মদশ্চ দুবীন্দ্রাণামাসীৎ তুমুলমবিভাম্ ॥২৫

এবং বিহত্য বিবিদং বলমুব্যভিচারয়ন্।
সংস্কৃতবাসো ভবনং ভৈঃ পশুরুবিশৎ ॥২৬
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

---

৯৪ তনীয়ঃ বিবিদঃ বাদবেন্দ্রাণাং বাদবশ্রেষ্ঠানাং, অন্যেষাং দুর্মদাদীনাং যোধিবৃন্দং বলম্ বলেন প্রাণা যাদবেন্দ্রাণাং বাদবানাং বলানি অবলম্বন্ত অভাবয়ন্ ॥১৫

ক্রুদ্ধঃ অবাবন্ধা অপি মুষল-তাড়নৈঃ যাদবৈঃ সোঢ্বাঽঽ এব তং বলিং ক্রুদ্ধঃ ক্রোধবশাদ্ অভ্যাবর্ত্তদ্ অভাবয়ন্ ॥১৬। ৯৭ অপিঃ ভবিষ্যতি বলম্ অভাবয়ন্ ॥১৭

যে কুলশার্দ্দূল। পতত্বা যেন বিবিদেন হতঃ (ইতঃ সুতরাং-বিবক্ষাদি ভাবলিখিতঃ) সবলশ্চরিঃ বলশ্চরিসহিতঃ, পর্ব্বতঃ গাদুদ এতন্নামা অরিঃ বৈঃ ইবতরুশে ॥১৮

তেন পরিঘেণ ইতি মুষল-বর্ষেণ মুষল-সিত-মুষ্টিপ্রহারেণ অন্যেষাং বলানাং বলভূতানাং যাদবানাং বলানি ব্যাকুলানি আসীৎ ॥১৯

অবধারিতবাদবঃ (অবধারিতঃ বলেন আত্মবশীকৃতঃ) বিবিদঃ এবং বিহত্য তৈঃ যাদবৈঃ সংস্কৃতবাসো বলবাসঃ যথা ভবতি তথা ভবনং আবিবেশ ॥২৩

ইতি বলদেব কৃত শ্রীমদ্ভাগবত-পারিজাতহারে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

ফেলিলেন। বানর যখন ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে পুনরায় আর একটি শাল-বৃক্ষের দ্বারা বলরামকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বলরাম সেই বৃক্ষকেও শতধা বিচ্ছিন্ন করায় দ্বিবিদের উপরেও নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকারে বারংবার নিক্ষেপ ও বারংবার বৃক্ষকে শতধা বিচ্ছিন্ন করায়, দ্বিবিদ ও বলরামের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। এই প্রকারে দ্বিবিদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বৃক্ষের উপাটনে অন্যান্য শাল-বনটী যখন বিনাশপ্রাপ্ত হইল, তখন দ্বিবিদ যুদ্ধিষ্ঠিরের অশ্বশালার প্রতি বলরামের উপর নিপাতিত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মুষলাস্ত্র বলরাম দ্বিবিদ-নিক্ষিপ্ত যাবতীয় নিপাতিত্বই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥১৪-২০

দ্বিবিদ যাদবগণ সহিত হস্তিনাপুরে তখন দুর্যোধন কর্তৃক বিবিধ বলরামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং বলরামের সন্নিকটে দুই হস্তে মুষ্টাঘাত আরম্ভ করিল ॥২১

যাদবেন্দ্র বলরাম তখন বীর দুই হস্ত হইতে মুষল ও লাঙ্গল পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্রোধে যাদবের বাহু ও মস্তকে মুষ্টাঘাত করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। সেই প্রচণ্ড করাঘাতে বানর করিয়া যখন ভূমে ধরণী পৃষ্ঠে নিপতিত হইল ॥২২

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বাহুদ্বয়ে যৌবনমদ যেমন বলের উপর আস্ফোলিত হয়, অন্য দ্বিবিদের পতনের যৌবন বলপূর্ণ বিপক্ষ ও বনস্পতি-বিশিষ্ট তুমুলযুদ্ধও প্রকম্পিত হইয়া উঠিল ॥২৩

শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরাসনুজীব পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদ্রামনারায়ণারি-কৃত সপ্তষষ্টিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[কৌরবৈঃ বলাৎকারেণ দুর্যোধনসুতায়া লক্ষ্মণায়া অপহর্তুঃ সাম্বস্য বন্ধনম্, তস্য মোচনায় বলরামেণ হস্তিনাপুরস্যাকর্ষণঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

দুর্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ।
স্বয়ংবরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥১

কৌরবাঃ কুপিতা ঊচুর্বিনেষ্যামোঽহমর্ষণম্।
কর্ষযামঃ শ্রিয়মমুষ্যাকামায়ুরহৃদ্ বলাৎ ॥২

ঔডুলোমিঃ কুবিন্দায় কিমকৃধ্বমিতি দ্রুতম্।
যেঽস্মৎপ্রদত্তাং কন্যায়াং দত্ত্বা নো দুষ্যতে স্ত্রবৎ ॥৩

নিগৃহ্যৈনং দৃঢং ক্রুদ্ধা অক্ষদ্যূতেঽজয়ন্ বৃকাঃ।
ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে রাজন্! সমিতিঞ্জয়ঃ (সমিতিং সভাং জয়তি ইতি তথোক্তঃ) জাম্ববতীসুতঃ সাম্বঃ স্বয়ংবরস্থাং দুর্যোধনসুতাং লক্ষ্মণাম্ অহরৎ ॥১

তদা কৌরবাঃ কুপিতাঃ [সন্তঃ] অমুষ্য (সাম্বস্য) অমর্ষণং (ক্রোধং) বিনেষ্যামঃ (অপনেষ্যামঃ) ইতি দ্রুতং (শীঘ্রং) মিথঃ (পরস্পরং) ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ)। [কিঞ্চ] কর্ষযামঃ (আকর্ষিষ্যামঃ) শ্রিয়ং (ধনং) বলাৎ (বলেন) অমুষ্য (সাম্বস্য) আয়ুঃ (জীবনং) চ অহৃদ্ (অহরৎ) ॥২

ঔডুলোমিঃ (তন্নামকঃ) কুবিন্দায় (তন্নামকায় স্বসেবকায়) কিম্ অকৃধ্বম্ (কৃতবন্তঃ) ইতি দ্রুতং [বয়ং] যেঽস্মৎপ্রদত্তাং (অস্মাভিঃ প্রদত্তাং) কন্যাং নো (অস্মান্) দুষ্যতে (দূষয়তি) স্ত্রবৎ (শীঘ্রং) দত্ত্বা [তে] ॥৩

নিগৃহ্য (ধৃত্বা) এনং (সাম্বং) দৃঢং (যথা স্যাৎ তথা) ক্রুদ্ধাঃ বৃকাঃ (বৃষ্ণিবংশ্যাঃ) অক্ষদ্যূতে (পাশকক্রীড়ায়াং) অজয়ন্ (জিতবন্তঃ)। [তে] ভগ্নদর্পাঃ (ভগ্নঃ দর্পঃ যেষাং তে তথোক্তাঃ সন্তঃ) সুসংযতাঃ (আত্মসংযমিনঃ বশিনঃ) প্রাণাঃ ইব শমং (শান্তিং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[কৌরবগণ কর্তৃক যাদবের সভা হইতে দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে অপহরণকারী সাম্বের বন্ধন এবং তাহার মোচনের জন্য বলরামকর্তৃক হস্তিনাপুরের আকর্ষণ।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! এক সময় দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার বিবাহার্থ স্বয়ম্বর-সভার অনুষ্ঠান হয় এবং লক্ষ্মণা তথায় পতি নির্বাচনার্থ উপস্থিত হইলে, মহারথী জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব বলপূর্বক সকলের সমক্ষ হইতে ঐ কন্যাকে হরণ করিলেন।১

এতদ্দর্শনে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিলেন,—অহো। এই বালকটি নিতান্তই দুর্বিনীত। কন্যা হরণ করিবে বলিয়া ইহাকে বলিতেছি; কিন্তু এই বালক আমাদের সকলকে উপেক্ষা করিয়া সেই চিরন্তন স্বয়ম্বর-প্রথার পরিবর্তে তথায় অস্মিন্মাত্রেও বলপূর্বক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।২

অতএব কৌরবা সকলে এই দুর্বিনীত বালককে বন্ধন কর। তাহাতে বৃষ্ণিবংশীয়গণ আমাদের কি করিতে পারিবে। তাহারা ত আমাদিগেরই অনুগ্রহ-প্রার্থী এবং আমাদিগের প্রদত্ত যৎসামান্য সম্পত্তি লইয়াই তোষ করে মাত্র; অতএব প্রস্তাবে তাহারা ত আর রাজা নহে।৩

অতএব বালকের নিগ্রহ করা হইয়াছে শ্রবণে যদি তাহারা নিতান্তই প্রতিবিধানের বাসনে এখানে উপস্থিত হয়, তখন প্রাণায়াম-বলে যেমন ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ ঘটে, সেইরূপ এই কৌরব-প্রহারে নিগৃহীত হইয়া তাহাদেরও দর্প চূর্ণ হইবে।৪

ইতি কর্ণঃ সভা দুর্যোধনকেতুঃ প্রতাপবান্ ।
সাধয়ন্নেবমিত্যেব যদুঃ কুরুবরাজ্ঞয়া ॥৫
দৃষ্ট্বানুধাবতঃ সাধ্যো বার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রধাবতঃ ।
প্রগৃহ রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ ॥৬
তং তে সিংহমিব ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠন্তং সিংহবিক্রমম্ ।
আদায় ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাভ্যেত্য সমাকিরন্ ॥৭
সোঽর্দ্যমানঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যুদ্ধদুর্মদৈঃ ।
ব্যাদুনৎ তদ্বলং সর্ব্বং সিংহ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥৮

বিস্ফূর্জ্য রুচিরং চাপং সর্ব্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ ।
কর্ণাদীন্ ষড়্ রথান্ বীরস্ত্রাবয়ন্নুদপৎ পৃথুম্ ॥৯

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্ ।
ধ্বজিনশ্চ মহেষ্বাসাংস্তত্র তং তেঽভ্যপূজয়ন্ ॥১০

তস্য তে বিশিখাঃ চক্রুশ্চতুরশ্চতুরো হয়ান্ ।
একস্য সারথিং তূর্ণং দ্বিতীয়স্য ধ্বজোত্তমম্ ॥১১

অথ মূলপ্রায়ান্বিতঃ (মূলপ্রধান ভীমেন অধ্যাধিতঃ) কর্ণ পদং দৃষ্টিঃ যদ্ধবন্তঃ ক্রোধেন ইতি হেতৌ সাধ্য যদ্ধ ধনুঃ ধারয়িতে। যদঃ ধাতুনাথ্ প্রধাবতঃ অস্য পশ্চাৎ ধাবতঃ অন্বধাবতঃ ॥ ৪ ॥ সাধ্যো ভীমে রুচিরং চাপং প্রগৃহ তিষ্ঠঃ ইব একলঃ একাকী এব তস্থৌ ॥৬

তং তে (তং অস্মাৎ যোধাঃ তে) সিংহমিব ক্রুদ্ধং প্রযোক্তুং ইচ্ছবঃ তিষ্ঠন্তি ইতি তাদৃশং ক্রুদ্ধং তে ধনিনঃ যঃ ধনি আছে যাদের তাদৃশ ধনুর্দ্ধরাঃ বাণৈঃ সমাদিত্য আকর্ণ্য তং ॥৭

সে কুরুশ্রেষ্ঠ ! দুর্দ্ধিঃ অর্দ্যমানৈঃ কর্দ্দিতৈঃ অতিমাত্রং (অতিমাত্রং অতিশয়েনাত্রং তদ্বলং তদ্বাঃ), ক্ষুদ্রমৃগৈঃ ক্ষুদ্রমৃগৈঃ সিংহঃ ইব তং তেষাং ধ ব্যদুনৎ ॥

দুর্যোধনের এই প্রকার নিদারুণ তীব্রও অনুযোধন করিলেন এবং তাঁহার সহিত কর্ণ, বৃষ, বৃষ্টি, বৃহদ্বল ও সুযোধন প্রভৃতি সকলে দুর্দ্ধার্ষ হইয়া সাধ্যে বধন করিবার জন্য ইহাকে আক্রমণ করিলেন ॥৪

কিন্তু মহাবল সাধ্য দূর হইতে ধনুর্দ্ধারী-পক্ষীর বীরদলকে দুর্দ্ধার্ষ তাঁহারা অনুসরণ করিতে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; বরং একটী সুন্দর ধনুকে জ্যা আরোপ করত কেশরীর ন্যায় বীরদর্পে একাকীই সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥৫

এদিকে কর্ণাদি ক্রুদ্ধ সকল ধনুর্দ্ধারী সাধ্যকে

ধ মোহ ॥৮

রুচিরং আরোপিতজ্যং চাপং বিস্ফূর্জ্য টঙ্কারিত্বা, সর্ব্বান্ ভীমং সাধ্যং সর্ব্বান্ যোদ্ধৃন্ ভীমসাধ্যান্ কর্ণাদীন্ ষড়্ রথান্ সায়কৈঃ এবং তূর্ণং এব যুগপৎ বিব্যাধ ॥৯

একৈকং চতুর্ভিঃ চতুর্ভিঃ সায়কৈঃ একৈকং চতুরঃ চতুরঃ হয়ান্, অন্যান্ একৈকস্য একৈকং সারথিং তস্য ধ্বজোত্তমং ধ্বজশ্রেষ্ঠং তূর্ণং যুগপৎ এব অন্যান্ ধনুর্দ্ধরান্ ধ্বজিনঃ সৈন্যান্ চ মহেষ্বাসান্ মহাধনুর্দ্ধরান্ তং ভীমং তে কর্ণাদয়ঃ ধনিনঃ ধনি সন্তি যেষাং তে তথোক্তাঃ সন্তঃ অভ্যপূজয়ন্ ॥১০-১১

যখন কর্ণিয়ার অধিকারে বিপক্ষদলের বলিল, "ওহে ভাই! যদি ভীম মরে, তাহা হইলে আমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিব না; অবশ্যই অপেক্ষা করি"। এই কথা বলিতে বলিতে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পরে সাধ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া বাণ প্রহারে তাঁহাকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥৭

কিন্তুরীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাধ্য তাঁহাদের বাণে একান্ত আহত হইলেন বটে, কিন্তু একের বিরুদ্ধে ছয়জন রথির একত্র যুদ্ধ করা নিতান্ত অন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বোধে, তিনি তাঁহাদিগের সে অন্যায়াচার আর সহ্য করিলেন না; বরং যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণশীল

তং বন্ধা বিরথীকৃত্য কৃষ্ণেন কুরবো যুধি।
কুমারং বন্ধ তন্ত্রাঞ্চ যযুঃ কর্ণিরথং বিনম্ ॥১২
তমুদ্যম্য বাহুভ্যাং বালং সংস্তম্ভবন্ধনঃ।
কৃষ্ণং প্রদ্যুম্নঃ চক্রুঃ প্রদেশে প্রদোষিতাঃ ॥১৩
সাত্যকিস্তা তু তাম্ বাচং সমন্যুম্ বৃষ্ণিপুঙ্গবাম্।
নৈতৎ কৃষ্ণস্য কুর্বীথাঃ কর্ণি কর্ণিসমাশ্রয়ঃ ॥১৪
তমাহ হার্দ্দিক্যসুতঃ সংরম্ভাস্ত্রবর্ষিণম্।
আচার্য্যে কুলবৃদ্ধেচ্ছ কৃতঘ্নে ইব পাপিনি ॥১৫
গদা গদাগ্রজস্যাসো ঘাতয়োপপ্লবায়িকা।
উদ্যম্য প্রেষয়ামাস কুরবাচ্ছুর্ব্বৎসলা ॥১৬
সোঽভিপদ্যাধিকাপূর্ত্তং ভীমং ভোপক বাহিনম্।
দুর্য্যোধনক বিরথম্ ব্যাহরাজত্রয়ং ॥১৭

এবম্ যুধি তং সাত্যকিং [সাত্যকি অভিমন্যুর বিরথীকৃত] করিয়া ও কর্ণিরথ আরোহণ করে কুমার ও তন্ত্রাল বন্ধন করিয়া লইয়া গেলে। অনন্তর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ॥১১

যে বাহু দ্বারা তাহাকে [সাত্যকিকে] বন্ধন করিয়াছিলেন (সাত্যকি বন্ধন হইতে মোচন করে) সেই বাহু দ্বারা কৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন ॥১২

তখন কৃষ্ণের প্রতি কর্ণি বলিয়া সম্বোধন করিয়া (কর্ণি কর্ণিরথের আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া) বলিয়া ও ঐরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া সাত্যকি কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিলেন ॥১৩

তখন হার্দ্দিক্যপুত্র [কৃতবর্ম্মপুত্র] অস্ত্রবর্ষিণী সাত্যকিকে বলিলেন ॥১৪

[বিরথীকৃত হইয়া ও কর্ণিরথ [ঐ বন্ধন] বন্ধনমুক্ত করা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়া] কৃতঘ্ন [কৌরবগণ অভিমন্যুর বিনাশের] কুলবৃদ্ধ আচার্য্যের প্রতি এবং ঐরূপ পাপীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল ॥১৫

সেই গদা গদাগ্রজের [কৃষ্ণের] ভাগিনেয় [অভিমন্যুকে] বধ করিয়াছিল। [সেই গদা] উদ্যত করিয়া [সাত্যকি] কুরুবৎসল [কৃষ্ণের] প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬

সেই [গদা] অধিকাপুত্র ভীষ্ম, ভোপক বাহিনী, দুর্য্যোধন ও বিরথ রাজত্রয়কে [কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও দুর্য্যোধন] আঘাত করিয়া ॥১৭

সাত্যকি [কৃষ্ণ] কর্ণিকে [কর্ণিরথকে] আক্রমণ পূর্ব্বক বন্ধুর উদ্ধার-আদি করিলেন এবং কিরাতরাজার পরিচয়ে সেই বন্ধ জন মহাবীরের বিপক্ষে প্রত্যেকের প্রতি এক সময়ে তিনটি করিয়া (৯টি করিয়া) বাণ নিক্ষেপ করিলেন ৯-১

প্রত্যেক রথির বাহন অশ্ব-চতুষ্টয়ের প্রতি চারিটি বাণ, এক এক সারথীকে এক এক বাণ এবং এক এক জন রথিকে এক এক বাণে তিনি বিদ্ধ করিলেন। এজন্যই সেই বহুযোদ্ধাগণ ভীষ্মাদি মহারথিগণ সাত্যকির যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিলেন ॥১০

কিন্তু ইহাতেও বিরিঞ্চি হইয়া একাকী সাত্যকি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন রথিকে সাত্যকির চারিটী অশ্ব ও একজন সারথিকে বাহন করিলেন এবং একজন বাণের দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করায়, তিনজন তিনটী ভাল্ল বাণে একাকী সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ১১

কৌরবগণ অভিমন্যুকে যুদ্ধে বধ করিয়া বড়ই করিলেন এবং জয়-পরাজয় উপেক্ষা পূর্ব্বক যুদ্ধ করায় সাত্যকির প্রতি এবং দুর্য্যোধন-বনিতা লক্ষ্মণাকে লইয়া তাঁহার পুরী হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ১২

সেইরূপ সাত্যকি আসিয়া বৃষ্ণিগণকে সাত্যকির যুদ্ধ-বার্ত্তা প্রদান করিলেন। যে সময়ে সাত্যকির যুদ্ধে আগমন সংবাদে যাদবগণ একান্ত আনন্দিত হইলেন এবং উগ্রসেনের অনুমত্যানুসারে তাঁহারা সকলে কৃষ্ণগণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন ১৩

কর্ণির প্রধান লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণের উপর কটাক্ষ করায় বলরামের গমন। সুতরাং কৃষ্ণ-বৃষ্ণিগণের সহিত কৌরবের উপাবন হয়, এরূপ অভিপ্রায় তাঁহার নহে। তিনি যুদ্ধার্থ গমনোদ্যত বৃষ্ণি-বীরগণকে সাত্যকি

(হে)ভি-প্রীত্যাত্মসাৎকর্ণৌ প্রাপ্তঃ যাবং কৃতত্বম্।
তাবৎ তিষ্ঠদ্ভিরিত্যুক্তঃ সর্বৈ বলপরাগতঃ ॥১৮
তং সদস্যা যযাচাতুঃ সাম্বর্ষ্যাঃ প্রকোপনম্।
তোষং যে তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রেম্ণঃ শিবদা বলম্ ॥১৯
বন্ধূন্ কৃপণিতঃ প্রেক্ষ্য পৃষ্ট্বা শিবমবাপ্তবান্।
পরস্পরবধো যাবো বভাবেষ্বিহিতং যতঃ ॥২০

উগ্রসেনঃ কিরীটেশো যদু যা আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ।
তদ্বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণরামবিলম্বিতম্ ॥২১
যদূন্ যুদ্ধে যযাচেকঃ শিবায়ৈর্দৈন্য বাগ্বিভুম্।
অবন্ত্যাথ তদ্ভক্তে যদূনাবৈক্যকাময়া ॥২২
বীর্যশৌর্যাবলাদ্যত্মাত্মশক্তিসমং যতঃ।
কৃষ্ণো বলদেবক নিশ্চক্রোচুঃ প্রকোপিতা ॥২৩

হৃষ্টরূপং প্রাপ্তম্ যাবৎ যাবদ্ যে যাদবাঃ অভিপ্রীত্যা আত্মা, তথা তম্ উগ্রসেন অর্থয়িত্বা অর্থপ্রার্থনেন অভিঃ সহিতঃ, সদস্য-পাত্রঃ (সভাস্থানীয়ে পাত্রিণ্ যেন তথাভূতাঃ) সর্বে প্রাপ্তম্ অভিষ্টুম্ অভিষ্টুবুঃ ॥১৮

অথ তথাভূতম্ যদু সদস্যগণাঃ (আভিমুখ্যেন) তম্ প্রতি সাম্বর্ষ্যা ঈষৎ যতঃ যেষু অর্থম্ ও প্রার্থনম্। যেষাং তথা যে তত্ত্ব প্রভাব জ্ঞাতারঃ তাদৃশ্যঃ, তে বলং শিবদা প্রেম্ণঃ ॥১৯

যাবং বন্ধূন্ কৃপণিতঃ সাম্ব যথা ,তথা ভিন্ন কৃপণ অবাপ্তম্ আত্মানম্ ও পৃষ্ট্বা অথ অবাপ্তম্ অভিপ্রাপ্ত যতঃ বভাবে ॥২০

বিলম্বিতম্ (বিলম্বনম্ ইতি) প্রভুঃ উগ্রসেনঃ যা কৃষ্ণম্ যং আজ্ঞাপয়ৎ তথাপ্রকারঃ প্রণামি-ক্রিয়া সহ যথা ভবিষ্যতি তাদৃশ যং কৃষ্ণম্ ॥২১

যদূন্ যুদ্ধে যযাচে একঃ শিবায়ৈর্দৈন্য বাগ্বিভুম্ অবন্ত্যাথ তথা বন্ধুনাম্ ঐক্য-কামনা সৌহার্দিচ্ছয়া কৃষ্ণ প্রেরিতম্ অভূৎ ॥২২

আত্মশক্তিসমম্ (আত্মনা সহজঃ যাবীর্যাদি তথা যোগম) বীর্যশৌর্যাবলাদ্যঃ (বীর্যং প্রকাশঃ, শৌর্যম্ উৎসাহঃ, বলং শরীর-সামর্থ্যং তৈঃ উদ্যম্ উৎ, যুক্তং) তদ্যুক্তম্ যতঃ বিশেষা তথা প্রকোপিতা ক্রুদ্ধং উচুঃ ॥২৩

প্রণামে বিলম্ব করিয়া যখন সুধোপম সম্ভাষণ দ্বারে আপ্যায়িত করত, প্রত্যক্ষে পরিবেষ্টিত নিশানাদের (দণ্ডের) ছায়া আচ্ছাদনে ও কুলস্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন ॥১৪-১৫

কিন্তু অকস্মাৎ শত্রুর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন না; পুরীর বহির্ভাগস্থ উদ্যানেই অবস্থান করত প্রত্যুদ্যমে কৌরবগণের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইবার মানসে দূতমুখে। করিবারে উদ্যতকে প্রেরণ করিলেন ॥১৬

উদ্ধব তথায় উপস্থিত হইয়া অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্যোধনকে যথাবিধি অভিবাদন পূর্বক বলদেবের তথায় আগমন বার্তা নিবেদন করিলেন ॥১৭

উদ্ধবের মুখে বলরামের আগমন বার্তা শ্রবণে দুর্যোধন একান্ত ভীত হইয়া পাদ্যাদি প্রদানে উদ্ধবকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন; পরে উপায়ন-হস্তে সকলেই বলরামের প্রত্যুদ্গমনার্থ অগ্রসর হইলেন ॥১৮

পরে যথাক্রম ও সম্ভ্রম অনুসারে বলরামকে আলিঙ্গন ও প্রণামাদি করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন ও অর্ঘাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর সকলে তাঁহারা বলদেবের প্রভাব অবগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রণাম করিলেন ॥১৯

বন্ধুগণের কুশলবার্তা এবং পরস্পরের শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বলদেব উচিত ও অনুরূপ বচনে তাঁহাদিগকে সন্তোষ পূর্বক বলিলেন ॥২০

রাজাধিরাজ প্রভু-বিক্রম মহারাজ উগ্রসেন আপনাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, আপনারা অবশ্যই সেই তাহা অবশ্য করুন্ এবং অভিলম্বে তদনুসারে কার্য করুন্ ॥২১

আপনারা সকলে মিলিত হইয়া নিজের অবর্তমানে একজনের বিপক্ষে যুদ্ধ করার সময়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন ও সেই বাক্যে সাহস যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমি কেবল কৃষ্ণ ও যাদব কুলের সহিত পরস্পরের বন্ধুত্ব-রক্ষার অনু-

অথো বহ্নিক্রিয়াঃ কার্যাস্তত্র ভূয়স্যা ।
অরক্ষন্তস্তূপান্ বৈ শিখা দুষ্টৈরিবৈতান্ ॥২৩
এষে যোগেন সংস্কারাঃ সংস্কার্যোদ্ধারণাদয়ঃ ।
বৃক্ষস্থলত্বাত্ত্বং নীতা অস্মৎকৃত্যুপাদয়ঃ ॥২৪
চায়ন-ব্যঞ্জনে পক্ষমাবপত্রক পাত্রয়ম্ ।
ক্ষিরীষাশ্চ সপ্তাঃ কুশস্ত্যাস্তৃণপেক্ষয়া ॥২৫

অদ্য ভূমা নরশ্রেষ্ঠাস্তৈঃ
গীতঃ প্রত্যৈঃ কবিবাহিবাহকম্ ।
যেনাহং প্রসাদোপচিতা হি বাধবা
আত্মোপস্থাত্ত্ব সত্ত্বপা স্ম ॥২৭
কথঞ্চিদ্রোঽপি কুরুষ্বিতীয়োপার্জ্জনাদিভিঃ ।
অস্মৎসমক্ষীত নিঃপ্রত্যবিবাদঃ ॥২৮

অথো : ইত্যনন্তরং ভূয়িষ্ঠকার্য্যতা অস্মাভিঃ বিধেয়ত্বাৎ ইতি ভাবঃ ; তথা চ শাস্ত্রেষু যে তথাবিধা দুষ্ট-লৌকিকাঃ (দুষ্টতয়া লৌকিকাঃ লৌকিকা) বিনা দুষ্টান্নং, তদ্বদেতানপি আদৌ দুষ্টবৎ ॥২৩

এষে ইত্যাদি : যোগেন দৃষ্টবিধানেন সংস্কার্যাঃ অস্মাভিঃ সংস্কার্যাঃ সংস্কারযোগ্যাঃ (অস্মাভিঃ এব সন্ত ইত্যনেন যোগে যে : অস্মাভিঃ ইত্যস্য এব বীপ্সা ॥২৪

অথঃ চায়নব্যঞ্জনে পক্ষমাবপত্রকং ৬ অস্মৎকৃত্যা ভূয়িষ্ঠ এব ॥২৬

দাতুঃ অস্মদাদেঃ এব প্রত্যৈঃ প্রতিভূতৈঃ ভূয়ঃ সংস্কার-সাধনৈঃ গীতঃ বিবাহিতঃ অস্ম পূর্ণঃ (অস্ম পরে ভাবি অস্মদর্থকত্বাদি এব অস্তঃ) যথা কবিনা সর্বাণি যোজয়ন্ সন্ত ভূয়ঃ দাতুঃ প্রত্যৈঃ ভবতি । যতঃ যে অস্মাভিঃ এবাস্মাকং ঐশ্বিকাঃ সন্তঃ, অস্ত অস্মদ্রূপা নির্বিশেষা সন্ত অস্মাস্ত এব আত্মোপস্থাঃ ॥২৭

কথঞ্চিদ্রোঽপি ইতি ঔপাসনাদ্যনুষ্ঠিতিঃ কুরুষ্বিতি অস্মৎ অনন্তরং দৃষ্টবৎ যোজ্যং সর্বত্র ; নিত্যেন প্রাপ্ত এব যথা ঔপাসনে যোগঃ যোজ্যং ন শাস্ত্রান্তরাৎ ॥২৮

যোগেই যায় সব করিয়াছি এই ইহার বহুকালের জন্য বিবাহ দাহকার্য্যই আমার এখন অধিকার। অতএব ইহার পুত্র দাহকে আমার পূর্ব্বক আমাকে সমর্পণ করুন ॥২২

অতীব বলাধুক্ত বৌদ্ধ (সৌধ) ও বল-ব্যঞ্জন বলদেবের বাক্য শ্রবণে কুলপতি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন ॥২৩

অহো! দুরাত্মিকদিগের কালের গতিতে কতই অদ্ভুত ব্যাপারসকল উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্য তপোবন বিনাশ (ভূয়া) দুষ্টলৌকিক মতকে আচরণে করিতে আজ্ঞা করিতেছে ॥২৪

ভূয়ীর বিষয় উপলক্ষে এই দুরাত্মাদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে এবং আমাদের সহিত একত্র উপবেশন, এক সঙ্গে ভোজন এবং শয্যায় শয়ন উপলক্ষে এক্ষণে ইহারা আমাদের সমানই হইয়াছে। অধিক কি ; আমাদের অনুগ্রহে অন্য অনেকের আসনও ইহারা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥২৫

সম্প্রতি আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই যাহোচিত চায়ন, ব্যঞ্জন, পক্ষ, বেত্র ছত্র, ক্ষিরীটি আসন ও শয্যাদি সকলই উপভোগ করিতেছে। এক্ষণে তাহারা অত্যন্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে ॥২৬

ইহারা এই সমস্ত ব্যবহারেই যথেষ্ট দোষ করিয়াছে ; এক্ষণে আর ইহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি যেমন প্রভুর পুরিবারে অনুতাপের দুগ্ধ পান করত, দুষ্টস্বভাবের বিপক্ষেই কথা বিস্তার করে, সেইরূপ এই কৃতঘ্ন বান্ধবগণ আমাদের প্রসাদে সমৃদ্ধিশালী হইয়া অদ্য নিশ্চিন্তের ন্যায় আমাদিগকেই আজ্ঞা করিতে সাহসী হইয়াছে ॥২৭

কিন্তু জানে না যে, কেশরীর সঙ্গে অন্য যেমন যেন তখন প্রত্যাশা করিতে পারে না, সেইরূপ ক্রোধ ও অর্জ্জুনাদি কুলপতি অগ্রজের পূর্ব্বক যারা প্রধান না হবেন, তাহাকে সাক্ষাৎ পুরন্দরও কখন প্রত্যাশা করিতে সাহসী হন না! কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অত্র কুরু বান্ধব আসিয়া মুখে পরাজিত আমাদের বন্ধী সাহকে পরিত্যাগ করিবার জন্য

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
জন্ম-কর্ম-বিরোধাভ্যাং জাতক্ষোভো মহাত্মনাম্।
আজায়ত যাগং দুর্বাচাময়জ্ঞাঃ পুরুষাধিদম্ ১২৯
দৃষ্ট্বা কুরূণাং সৌসিদ্যং ক্রতাবাত্যন্তিকে গদাভৃতঃ।
অমর্ষোৎ ফোপসংরম্ভো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ ১৩০
মুক্তা নারায়ণাস্ত্রোহস্মাৎ শান্তিং লেভাত্মনাং যতঃ।
ব্রহ্মণ্যো বিজয়ো হতঃ পশূনাং লপ্তুরো যথা ১৩১

অহো বত মহৎ কষ্টং ধার্তরাষ্ট্রা কৃতাগসঃ।
সাধবো দীনমনুদ্দিশ্য যদ্বৈরমকৃতদ্রুহঃ ১৩২

ন ইমে ক্ষত্রবন্ধবঃ কলবিঙ্কিরতাঃ খলাঃ।
যং মাধবস্য কুরবঃ সদারা অগ্নিমোক্ষণম্ ১৩৩

যৌধিষ্ঠিরং বিল বিভুর্ধৌম্য-কৃষ্ণাদ্রুকেষয়া।
শক্রদত্তো লোকপালা যস্যাসন্নানুবর্তিনঃ ১৩৪

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ। ঈশ্বরঃ ইত্যাদি। যে ক্ষত্রবন্ধবঃ জন্ম-কর্ম-বিরোধাভ্যাং (সংকুলে জন্মনি ধর্মতঃ ঈশ্বরে ভক্তৌ জন্মনঃ যে বিরোধঃ যে চ কুরবঃ এব ধার্মে কর্মণি) সকাশাৎ আজায়ত প্রবর্তিতা সতী আজিম্ ১২৯

কুরূণাং সৌসিদ্যং ঔদ্ধত্যং দৃষ্ট্বা অবধারণে চ দৃষ্ট্বা ভোপসংরম্ভঃ (ভোপসংরম্ভঃ ভোপসংরাবঃ ভাষ্যঃ) অতঃ ভুক্তবঃ) অমর্ষস্য-ক্রোধস্য অত্যন্তং পূর্ণতয়া বশ্যতয়া দুষ্টঃ প্রেক্ষিতুং অযোগ্যঃ ১৩০

নারায়ণাস্ত্রাৎ অমোঘাৎ ক্ষয়াৎ এব প্রাপ্তিতঃ শান্তিং ন ইত্যাদি, অতঃ পশূনাং লপ্তুরঃ ক্ষয়ঃ যথা যাগে প্রবর্তকঃ তথা, তথা ক্ষেত্রে অধর্মে সতি এব বিজয়ঃ শান্তিবৎ ন ইতি ১৩১

অহো বত মহৎ কষ্টং ধার্তরাষ্ট্রা কৃতাগসঃ। সাধবো দীনমনুদ্দিশ্য যদ্বৈরমকৃতদ্রুহঃ ১৩২

ন ইমে ক্ষত্রবন্ধবঃ ক্ষত্রিয়কুলে জাতত্বাৎ ক্ষত্রিয়াঃ ইব ন ভবন্তি, কলবিঙ্কিরতাঃ কলবিঙ্কাঃ কলহপক্ষিণঃ তদ্বৎ খলাঃ ১৩২

যং যস্মাৎ মাধবস্য কৃষ্ণস্য সদারাঃ সপত্নীকাঃ কুরবঃ অগ্নিমোক্ষণম্ অগ্নিনা সহ মোক্ষণং বিয়োগং যথা স্যাৎ তথা ১৩৩

যৌধিষ্ঠিরং রাজসূয়ং বিল বিভুর্ধৌম্য-কৃষ্ণাদ্রুকেষয়া ধৌম্যস্য কৃষ্ণায়াঃ দ্রুপদসুতায়াঃ চ ঈক্ষয়া ইচ্ছয়া ১৩৪

আত্মাভিমুখে অনুমতি করিতেছে ।২৮

ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে ক্ষত্রবন্ধুগণ! কুরুদের আভিজাত্য ও সম্পদের ঔদ্ধত্যে একান্ত গর্বিত হইয়াছিল। বল, ছল ও বলে ধর্মরাজার তাহারা এতই বৈরী যে, ঋত্বিকদিগে বলিবার বা ব্যবহার করিবারও উপযুক্ত পাত্র আর তাহারা ছিল না। তাহারা অবলীলাক্রমে বলরামের তাদৃশ দৃষ্টি উক্তির প্রেরণায় উপেক্ষা করত আপন পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল ।২৯

এদিকে ভগবান্ বলদেবের কুরুদের আচরণ অবলোকনে মর্মর ও অবজ্ঞা উক্তি শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; তৎকালে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করাও যেন অসম্ভব হইয়াছিল, তথাপি তিনি হাস্যমুখে হাস্য করত বলিলেন ।৩০

হায়-হায়! বিধির কত যখন অকস্মাৎ মূর্খদের বধিতে হয়, তখন ত তারা বিদ্যুতেই আর মারা যায় না। সহস্রদের লাগে বিদ্যুতেই আর তাহারা সংসারে আসিতে চাহে না। তবে যেমন লগুড়ের সাহায্যে পশুদলকে সংসারে আনয়ন করিতে হয়, তদ্রূপ বহুর তাহাতে দুই ব্যক্তিদলকে সংসারে আনয়ন করিতে হয় ।৩১

কি আশ্চর্য! আমি কেবল ইহাদিগেরই অকল্যাণকর, ইহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত যদুবীরগণকে এবং ভোগোন্মুখদিগে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণকে অতি কষ্টে সাধনা-বাক্যে নিবৃত্ত করিয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছি ।৩২

কিন্তু ইহারা এরই নির্বোধ ও খল-প্রকৃতি যে, আমার ন্যায় হিতকারী ব্যক্তিরও অবমাননা করিয়া নিজের গর্বিতের ন্যায় কার্যই দুর্ব্যবহার প্রকাশ করিতেছে ।৩৩

ভূবর্লোকস্থরে যেন পারিজাতোঽধরাপি পঃ।
আনীয় ভূমতে সোঽসৌ ন কিমাধ্যাপনার্হতে ॥৩৪

যস্য পাদদ্বয়ং সাক্ষাল্লক্ষ্মীরপাস্তেঽখিলেশ্বরী।
স বাঞ্ছতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদম্ ॥৩৫

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বন্দ্বং বিদুলোকপালৈ-
র্মৌলিস্রজৈরনুপাদিততীর্থতীর্থম্।

ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥৩৭

ভূভৃতে ভূভৃদর্হিতঃ ভূপতঃ ভূভৃদ্ভ কিল।
উপায়ঃ কিল যঃ যঃ ভূ ভূয়ঃ শিয়া ॥৩৮

অহো ঐশ্বর্যমস্যাঃ যস্যানাদিব নাশিষম্।
অনয়ন্ত্র শিরো ব্রহ্মাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা ॥৩৯

যে ভূবর্লোক নাম আছেন, অমরাধিপতি যেমন পারিজাত আনিয়া ভূমণ্ডল, সে আনিয়া ভূমণ্ডল অধি কিম অধ্যাপনার্হতি ॥৩৪

অধিলেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীও সাক্ষাৎ শ্রীঃ লক্ষ্মী যঁর পাদদ্বয় উপাসনা করেন, সঃ শ্রীশঃ শ্রীপতিঃ ভূমঃ কিম নরদেব-পরিচ্ছদম্ ন বাঞ্ছতি ॥৩৫

অধিলোকপালৈঃ লোকৈঃ লোকিভিঃ ঐশ্বর্যবদ্ভিঃ দিগাদিভিঃ যস্য ঐশ্বরিকতীর্থতীর্থং (ঐশ্বরাণাং তীর্থানাং তীর্থং পাবকত্বাৎ) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজদ্বন্দ্বং চরণ-কমল যুগলং ব্রহ্মা ভবঃ অহম্ অপি ইতি যস্য যস্য কলায়াঃ কলাঃ অংশাঃ এব আমঃ স্মঃ, শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ চ যস্য পাদপদ্মং নিত্যং সেবতে, তস্য নৃপাসনং ক কথং বা ভবেৎ ॥৩৭

ভূভৃতে ভূমিরক্ষণায় ভূভৃদ্ভ কিল ভূমঃ ভূভৃতঃ। যতঃ যস্য কিল উপায়ঃ ; ভূয়ঃ যঃ যঃ] শিয়া এব ॥৩৮

অহো ঐশ্বর্যমস্যাঃ যস্যাঃ নাশিষম্, অনয়ন্ত্র ব্রহ্মণা শিরঃ অনুশাসিতা যথা ভবতী ন কঃ নু সহেত ॥৩৯

অহো! পরমাশ্চর্য ! যাহারা ত্রিভুবন-ভয়ের বীজস্বরূপ ভূমণ্ডলের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন, সেই ঋষি, ভোজ ও অন্ধকবংশের অধিপতি প্রবল-পরাক্রম উগ্রসেনও ইহাদের বিচারে রাজাসন লাভের উপযুক্ত পাত্র নহেন ॥৩৪

যিনি ভূমণ্ডলস্থ ইন্দ্রের দমনে অধিকৃত করিয়া, স্বর্গ হইতে দেবতরু পারিজাত আনয়ন পূর্বক মর্ত্যলোকে ভোগ করিতেছেন, তিনিও ইহাদের দিবেচনায় রাজাসন পাইবার যোগ্য নহেন ॥৩৫

সর্বলোকপূজনীয়া স্বয়ং কমলা সাক্ষাৎ অন্তরে যাহার চরণ-কমলের নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীপতি নারায়ণও ইহাদের দৃষ্টিতে রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র না রাজভোগ্য সামগ্রী উপভোগের উপযুক্ত ব্যক্তি হইতে পারিলেন না ॥৩৬

কিন্তু হতভাগ্য মূর্খগণ জানে না যে, অখিল লোকপালগণশিরোভিষেকে যাহার পাদ-কমলের ধূলিকণা পবন লোকাধ্য-জ্ঞানে ধারণ করিয়া থাকেন ; সর্বতীর্থবন্দনীয়া যাঁহার চরণস্পর্শে পবিত্রা হন ; যাঁহার মায়াংশভূত ব্রহ্মা, ভব, লক্ষ্মী এবং আমি সকলেও যাহার দাসী, সেই ধরণীধরের সমীপে রাজাসন আর কি অধিক আদরের হইতে পারে ॥৩৭

ভূমিরক্ষণীয়গণ ইহাদের প্রবল ভূজবলই যেন উপভোগ করে এবং ইহারা যেন মহতের অধি-মস্তক ও ভূমিগণ চরণের পাদুকাস্থানীয়—এইরূপ ধারণা ইহাদের মূঢ় হইতে বিদূর হইয়াছে ॥৩৮

প্রভুর আমার অপেক্ষাও ঐশ্বর্যের মহত্ত্ব অতীব ভীষণ। ঐশ্বর্যমদে মত্ত এই মূর্খগণ অধিরাজের অপেক্ষাও অধিক ঈশ্বর হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় শাসন-কর্ত্রী যদি উপস্থিত থাকিতে তাহাদের এরূপ অসময় ভ্রম কখনই যে সহ্য করিবে ॥৩৯

অথ ত্রিকৌরবাঃ পূর্বং ভবিষ্যান্যেত্যবর্ণিতঃ।
দূতীয়া হলমুদ্যম্য স্থবির ইতি হলায়ুধম্ ॥৪০
লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমূর্বিদার্য্য গঙ্গায়াম্।
বিকর্ষ ণ গঙ্গায়াং প্রবিষ্টমর্ণবৈঃ ॥৪১
প্রণম্যানবিষাদূর্বং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ।
আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরব্য জাতসম্ভ্রমাঃ ॥৪২
উবাচ শরণং ভক্ত্যা সঙ্কর্ষণমুপাগতাঃ।
হলধরাস্য পুরুকৃত্বা নাম্নঃ প্রথমতঃ প্রভুম্ ॥৪৩

যাদব রামবিলাপার প্রভাবং ন বিদন্তে তে।
মূলাদাং কঃ মূলহীনাঃ কর্তুমর্হতি কিঞ্চিদম্ ॥৪৪
বিদ্যুৎপত্যাপায়াদাং মধ্যেকো যেহুর্বিধাস্যতি।
লোকান্ ক্রীড়নকাবীশ ক্রীড়তো যদতি হি ॥৪৫
তমেব মূর্ত্তিভেদস্তু লীলয়া
মুসলং বিভর্ষি লক্ষপ্রবৃত্তিম্।
অন্তে চ যা যাস্যসি রুদ্ধবিশ্বং
শেষেতি বিষ্টোঃ পরিশিষ্যমাণম্ ॥৪৬

(উঃ ১) হে অবিলাপার রাম! হে অমৌঘ রাম। তে যম প্রভাবং যদং ন বিদন্তে ন বিজানন্তি। অতঃ মূলাদাং মূলহীনাং কঃ অন্যঃ কর্তুম্ অর্হতি ॥৪৪

হে ঈশ। বিদ্যুৎপত্যাপায়াদাং যদি-বিধি-নাশাদাং মধ্যে একো এব বিধাস্যতি আবেশেনিকরবেধিষ্যতি। হেতুঃ ঈশাদাম বিধিঃ ৮। যি যদাং ক্রীড়তঃ লোকান্ তু তে যম ক্রীড়নকান্ ক্রীড়োপকরণভূতান্ এব যদতি বদতি ॥৪৫

হে সহস্রমূর্ত্তে অনন্ত! ঈদং মুসলং লীলয়া অনায়াসেন যম্ এব মূর্ত্তে বিভর্ষি ধারয়সি। অন্তে প্রলয়ে চ যা বাস্যসিরুদ্ধবিশ্বং (রুদ্ধানি রুদ্ধ লীনং বিশ্বং যয়া সা) পরিশিষ্যমাণং অবশ্যং অবিনশ্যং সং যম্ এব শেষে পরমং ধামাসি ॥৪৬

অতএব অদ্যাই এই পৃথিবীকে কৌরব-শূন্য করিব। এই বলিয়া বলরাম ক্রোধে এরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন যে, ত্রিভুবন যেন ক্রোধানলে প্রদগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি তখন হলগ্রহণে যত্নবান হইলেন ॥৪০

এবং হস্তিনাপুর নগরটিকে উৎপাটন পূর্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে, ক্রোধে লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা তাহা আকর্ষণ করিলেন ॥৪১

হলধরের আকর্ষণে গঙ্গাজলে বিক্ষিপ্ত ও জলমগ্নের ন্যায় দৃশ্যমান হস্তিনা-নগরকে অবলোকন করিয়া কৌরবগণ ভয়ে কাতর হইলেন ॥৪২

এবং পরিবারবর্গ সহিত আপনাদের জীবন-রক্ষার প্রত্যাশায় নবঘন সদৃশ নাম্নকে বলরামের সমীপে আনয়ন করত, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া স্তব করত বলিলেন :— ॥৪৩

হে অবিলাপার রাম! আমরা আপনার প্রভাব অবগত নহি। আমরা ঘোর মায়ায় অভিভূত ও বিবেকশূন্য। আপনি কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ। অতএব আমাদের ন্যায় মূর্খদিগের অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন ॥৪৪

এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উদ্দেশে বিবিধ এবং ভিন্নাকার-ভাবে আপনিই একমাত্র হেতু। অথচ আপনার উৎপত্যাদির কোন অন্য হেতু নাই। এই প্রকাশমান অনন্ত আপনিই

কোশস্তত্ত্ববিলম্বিকার্থং ন যোগাঃ ৬ সংসদাং।
বিজ্ঞপ্তো ভবতা লক্ষ্যং স্থিতিপালনতৎপরঃ ॥৪৭
মন্ত্রয়ে সর্বভূতাত্মন্ সর্বশক্তিধরাব্যয়।
বিসর্জনং মমাস্যেহ ত্বং বয়ং শরণং গতাঃ ॥৪৮

শ্রীভগবান্ উবাচ।

এবং প্রশস্তৈঃ পরিষৈর্বেপমানাবনৈর্বলঃ।
প্রসাদ্যমানঃ প্রণতৈরা হৈহয়তালজঙ্ঘঃ পুরো ॥৪৯

দুর্যোধনঃ পারিষদৈঃ কুরুভান্ পরিবারয়ন্।
পুরো চ বালসন্তানানুপরি ভুজমব্যয়ম্ ॥৫০

যবানাং ষট্‌সহস্রাণি যৌদ্ধানাং পূর্বতর্কিনম্।
দাসীনাং বিংশতিশতং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ ॥৫১

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
সন্তুতঃ সন্মুখঃ প্রাহাৎ গুরুদক্ষিণমিপ্সিতঃ ॥৫২

ভবান্তরে সহজ ভাবে বিরতঃ যে ভব ভোগঃ যদু (ভিন্নপ্রকার প্রার্থিনঃ) নিষ্কামাঃ সমর্থো প্রভুরপি ॥৪৭; ন যোগ্য ৬ ৬ সংসদাং ভিন্নপ্রকারাঃ। যে ভবন্ত। ভবান্ হি বিভিন্নপ্রকার ভাবতঃ স্থিতঃ ধর্মরক্ষক প্রণতের পালন-স্বভাবঃ ॥৪৭-৫০

যে সর্বভূতাত্মন্! বিসর্জন- সকলশক্তির অধার! যে দুষ্কৃত ভয় অন্য! ধর্ম ভার শরণং গতাঃ ॥৪৮

শ্রীভগবানুবাচ: শ্রুতঃ ভৈত্য এবং ভোজরাজেন (ভোজরাজের অভয় দুয়া ভোজ ভৈত্য) ভয়ঃ সংবিগ্নঃ ভীতঃ, প্রণতৈঃ বৃদ্ধিতঃ প্রণামিতঃ, ভয়ঃ প্রকাশতঃ ভয় ন ভৈত্য ভয় ন ভয়ে ইতি ভয়ঃ গতঃ ॥৪৯

ভব আপনারই ক্রীড়াভাবন উপকরণ মাত্র, এইরূপ অভিনব বর্ণন করিয়া থাকেন ॥৪৪

হে সমস্তস্বরূপ ভগবন্! আপনি স্বীয় নিত্যোভাবের দ্বারা অবলীলা ক্রমে এই ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছেন এবং আবশ্যকমত সমস্ত প্রলয় পূর্বক তিনি সর্বান্তে অবস্থান করেন, সেই অধিতীয় পরম পুরুষ আপনি ॥৪৬

যোগার্থের উপদেষ্টাগণ আপনি ভগবানকে নিজা দ্বারা জগতের আনয়ন করিবার অভিপ্রায়েই কেবল আপনি ভোগের পরিচয় দিয়া থাকেন মাত্র; মনুষ্য যেন যা মহাত্মা নিখিল আপনার ভোগের কখন ইতর হয় না। হে ভগবন্! বিভব সকলই আপনার ভজন এবং ভজনের বিধি ও পালনই আপনার কার্য ॥৪৭

হে সর্বাত্মন্! সর্বশক্তিধর! আপনাকে প্রণাম করি! আমরা আপনার একান্ত শরণাগত! আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৪৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—পরাক্রান্ত ভগবান্ মূর্তিমান আপনাদের বাসস্থান চরিত্রসমূহকে অবলোকন করিয়া, নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ভৌমগণ অতি কাতরভাবে বলদেবের স্তব করিলে, তিনি প্রসন্ন হইলেন এবং অন্তর প্রসন্নে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, ভোমাদের আর ভয় নাই ॥৪৯

দুর্যোধনকন্যা ভানুমতীর স্বয়ম্বর সময়ে যাঁহার পরাক্রম বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া ভোজরাজ ভীষ্মক স্বীয় জামাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বলরাম সেই সময় উপায়ন লইয়া, জাম্বুনদ-নাথ ও বহু সম্ভারের সহিত ভৌমগণ ভূতগণের সহিত অভ্যর্থনা

ততঃ প্রবিষ্টঃ নগরং সুহৃদ্ভিঃ
সংভাবিতঃ পৌরকুটুম্বিনীভিঃ।
নিরীক্ষ্য রুদ্ধং পুরুষাদনীভি-
র্মহা সভায়াং কুরুভিঃ সভাজিতম্ ॥৩০

অত্রাপি চ পূর্ববৎ স্বেষাং সুখমাবিষ্করিষ্যন্।
সমুদ্ধবং দক্ষিণতো দদাবামন্ত্র্য তে ॥৩১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮

অনন্তরং দেবকীমুখেন ভ্রাতরং বলদেবং প্রতি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিতঃ অবতারকৃত্যং বহুধা জ্ঞাপয়ন্ সমুদ্ধবং বহুমানয়ন্ মাঞ্চ সভাজ্য কুরুন্ সর্বান্ স্বাভীষ্টেন মহাসমর্দেনাধিকং পালয়ন্ অবতারয়তি ॥৩০

অত্রাপি এবং যং ইতিপূর্বং বাসুদেবিকং পরমং এব [illegible] ॥৩১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পরে মহর্ষিগণের দ্বারা কহিলেন ॥২৯

অনন্তর দ্বারকাপুরে প্রবেশ করত স্বজনের অনুরক্তচিত্ত বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বন্ধুশ্রেষ্ঠদের সভামধ্যে উপবেশন পূর্বক কৌরবদের প্রথম আচরণ ও তৎপ্রতিকারে তাহাদের সহিত নিজের ব্যবহারের কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া সেন ॥৩০

হে রাজন্! অনুরক্ত-জনের এই অপূর্ব বিক্রমের পরিচয়-স্বরূপ সেই অপূর্ব দ্বারিকাপুরে অদ্যাপি প্রত্যহ অতিমুখে দক্ষিণদিকে উহা বলিয়া বলেই লক্ষিত হইয়া থাকে ॥৩১

শ্রীমদ্ভগবদ্বিদ্বেষবাদপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্তরজনীকান্তশর্মা-কৃত ঘাদশীটীকা অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[দেবর্ষিনারদেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পারিবহ্যলীলায়া বর্ণনম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

কৃষ্ণোঽপ্যেকেন রূপেণ ঋষিপুর্যাং মহামনাঃ ॥১

নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহঞ্চ যোষিতাম্।

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। কৃষ্ণঃ অপি একেন রূপেণ তথা একেন বেদ

অন্বয়ঃ

মহামনাঃ যোষিতাং বিবাহং চ তথা নরকং তং হতং শ্রুত্বা ঋষিপুর্যাং মম আগমং ॥১

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দেবর্ষি নারদ কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পারিবহ্য-লীলাবর্ণন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারকাসুরের

নিধন এবং তিনি একাকী বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ পূর্বক লীলা করিতেছেন এবং করিয়া, দেবর্ষি নারদ শুকর্ণমালিনীতে তথায় উপস্থিত হইলেন।)

চিত্রা ঘটৈরন্যেন্যং বসুধা মুদ্গলং পৃথক্।
মুদ্গলৈ ষোড়শাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥২
ইন্দ্রাণ্যনুক্রমা যাবদ্ভাং দেবর্ষির্ভি র্যযাচে।
পুণ্যিতোপবনায়ৈ বিভ্রাণিকুলমাবিশৎ ॥৩
উৎকূলশৌণ্ডমাত্তোলকলায়ানুমুদোৎপলৈ।
হ্রদিনৈঃ সরসূকৈঃ কূজিতাং হংস-সারসৈঃ ॥৪
প্রাসাদলীলৈর্ধবিভূতীঃ স্ফাটিক-রাজতৈঃ।
মহামরকতপ্রখ্যৈঃ পর্যঙ্কপরিচ্ছদৈঃ ॥৫
বিতর্দিভির্যাপকবাসপৈঃ
পালাসরাজী ছুরিতাং সুবাসসৈঃ।
মণিপ্রবার্গায়নযৌষিদেষলৈঃ
পতৎপতাকধ্বজবারিবারুণাম্ ॥৬
তত্রাযতদ্ভূপুরঃ শ্রীকচিদ্ভিঃ পর্যবিক্ষতৈঃ।
হরেঃ পদৌপম্যং যত্র ক্ষত্রৈ। কার্ৎস্ন্যেন বর্ণিতম্ ॥৭
তত্র যোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
বিশ্বকর্মকৃতং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ ॥৮

চিত্রা নক্ষত্র এবং যং এবেতি বসুধা অবতীর্ণা মুদ্গলং এবমিতি এবং তথা. পৃথক্ পৃথক্ পৃথক্ যোড়শসহস্র যোড়শসহস্রসংখ্যকাঃ স্ত্রিয় ঈদাবহৎ, তং প্রতি ইন্দ্রাণী ঐশ্বরঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ তাঃ আযযৌ। তা নারদা বিশিষ্টী) পুণ্যিতং ঈশ্বরম্ আবাসম্ ঈক্ষমম্ ॥ বিভ্রাণিঃ পক্ষিণম্ আবৈশৎ ॥ মুদ্গলঃ আবিবাস ॥৩-৩

উৎফুল্লশৌণ্ডমাত্তোলকলায়ানুমুদোৎপলৈঃ হ্রদিনৈঃ জলাশয়ৈঃ সরসূকৈঃ সারসৈঃ হংস-সারসৈঃ কূজিতাম্। পদ্মরাগমরকতস্ফটিক-রাজতৈঃ আসাদবিশেষৈঃ ধবিভূতীঃ শোভাঃ দধানাঃ পর্যঙ্কপরিচ্ছদৈঃ শয্যাস্তরণৈঃ যুক্তাঃ প্রাসাদলীলৈঃ ধবিভূতীঃ মুদ্গলং ॥৪-৫

বিতর্দিভিঃ বেদীভিঃ পালাসরাজী সারিঃ বর্হিঃ

চন্দ্রাদি বস্ত্রাণি পরিধেয়ানি যৈঃ (পালা অন্তঃপ্রবেশোপযুক্তাসনানি, তত্র উপবেশনার্থানি বর্হিঃ) সুবাসসৈঃ (সুবাসযুক্তৈঃ বেশবাসঃ আবরণঃ বিদ্যতে যৈঃ) ছুরিতাং শোভমানাং। মণিপ্রবার্গায়নযৌষিদেষলৈঃ মণিময়ঃ যঃ প্রবারঃ পরিচ্ছদঃ তদাবৃতাঃ যাঃ যোষিতঃ তাসাং ইষলৈঃ ৬ বারিঃ আবরণং যস্য তস্য তাং বারিবারুণীম্ আযযৌ ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥৬

তত্র তাসাং বারিবারুণীনাং পর্যঙ্কেষু শোভনবিভূতিঃ অর্হন্তিঃ বহুবচনং বহুত্ব ইতি ভোজনাদিভিঃ সংযুক্তং, অতএব যত্র যস্যাং শিল্পাচার্যেণ বিশ্বকর্মণা কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন অতীবেন শিল্পনৈপুণ্যেন বর্ণিতম্, তত্র শৌরেঃ পত্নীনাং যোড়শভিঃ সদ্ম-সহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতং ভবনম্ একতম মহৎ ভবনং বিশ্বকর্ম ইতি সম্বোধনং ॥৭-৮

দেবর্ষি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! একটী মাত্র বেণু অবলম্বনে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথচ পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ সহস্র ভার্য্যার পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ সহস্র পুত্রে এক সময়ে উপস্থিত হইয়া কি প্রকারে সকলের পাণিগ্রহণ করত পারিয়া বর্ণ করিতেছেন। তাহা দেখিবার জন্য ইন্দ্রাণ-সমর দেবর্ষি নারদ দ্বারকাপুরে আগমন করিলেন ॥২

অহো! একাকে দ্বারকার কি অপূর্ব্ব শোভাই পরিলক্ষিত হইতেছিল! কলপুষ্পোপশোভিত দ্বারকার বন, উপবন এবং উদ্যান-সমূহে পক্ষিকুলের কাকলি এবং অলিকুলের ঝঙ্কার নিরন্তরই শ্রুত হইতেছিল। প্রফুল্ল কমল, উৎপল, কহলার, কুমুদ এবং উৎফুল্ল-সমূহে পরিব্যাপ্ত জলাশয়সকলে হাস ও সারসগণ উচ্চরবে কলরবে তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছিল ॥৩-৪

স্ফটিকময় ও রজতময় অট্টালিকা সকল প্রাসাদে মহামরকতের ন্যায় অপূর্ব্ব চাকচিক্যবিশিষ্ট বর্হিরময় বিবিধ পরিচ্ছদসকল শোভা পাইতেছিল ॥৫

পুরীমধ্যে রাজমার্গ, প্রশস্ত পথ, চতুষ্পথ, চত্বর, আপণসকল, অন্নসত্রের আবাসসমূহ, সভাস্থল ও দেবমন্দিরাদি যথাযথ স্থানে শোভা পাইতেছিল।

ষষ্ঠৈঃ বিচিত্রবলভীভির্বৈদূর্যকলশোত্তমৈঃ।
ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুটৈর্জুষ্টা চাদ্ভুতদিদৃক্ষয়া ॥৯

বিতানৈর্নবপট্টসূত্রকৃতকৈঃ মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ।
দান্তৈরাসনপর্যঙ্কৈর্মৃদুভিঃ পরিবারিতা ॥১০

দাসীভির্নিষ্কতপ্তৈভিঃ দুকূলোচ্ছিতবক্ষসম্।
পূর্ণা সকলকোকাভৈ-র্বদনৈর্ধিক্ষতীং ক্ষতৈঃ ॥১১

মত্তপ্রবীণষট্পদ্ম-ভ্রাতৃভির্নিবিতং
দ্বারাং বিচিত্রবলভীং নিধগুদ্বোহন্ত।
মৃষ্যন্তি যত্র বিবিধা গুরুসুপ্রবেক-
নির্যাতধূপিকা অন্নমুখা উদস্তঃ ॥১২

আসন্ সমানগুণ-রূপ-বয়ঃ-সুবেষ-
দাসীসহস্রযুতয়ানুসরং সুহৃদ্যা।
যিস্মিন্ স্বর্গ ইবাত্মভূ-র্ভগবতো ভক্ত্যা
সভেব সাত্বতপতিঃ পরিবীতয়া শ্রিয়া ॥১৩

(ভবন বিশিষ্টা) বিচিত্রবলভীঃ (বৈদূর্যেতরাভৈঃ (বৈদূর্যমণি ভন্নাভোভাপি তদ্ভাভাপি তদ্ভাভাপি চ) ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুটৈঃ ৩ ৪৩) ত্রিঃ, পদ্মাত্ত তথা অন্নত্তা কুটিতা চ অন্নত্তম্ ॥

দ্বারং বিশিষ্টাং মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ (মুক্তাদামাদি বিলম্বীতি তৈঃ) বিতানৈঃ মৃদুভিঃ-পরিচ্ছদৈঃ (মৃদুভিঃ পরিচ্ছদৈঃ অন্নত্তৈঃ) দান্তৈঃ দমিতৈ-বিনীতৈঃ আসনৈঃ পর্যঙ্কৈঃ চ অন্নত্তম্ ॥১০

দাসীভিঃ নিষ্কতপ্তৈভিঃ (স্বর্ণালঙ্কারভূষিতাভিঃ) তথা দুকূলেন কৃতং বক্ষো যস্যাঃ তাম্ (বস্ত্রাবৃতস্তনীম্) যেন তৈঃ সুন্দরৈঃ ৩ অন্নত্তম্ ॥১১

মত্তপ্রবীণ-বিহগ-ভ্রাতৃভিঃ (মত্তপ্রবীণাঃ যে বিহগাঃ হংসাদয়ঃ তেষাং ভ্রাতৃভিঃ তুল্যৈঃ) নিবসন্তাং (নিবসন্ত আসতে যস্যাং তাম্) দ্বারং দ্বারদেশম্ তথা ৩ বিচিত্র-বলভীম্ (তত্তদ্বারোপরি-স্থান-বিশেষম্) বিদ্যন্ত নির্গচ্ছন্ত যস্যাঃ তাসাং দ্বারাত্ত-বাহিনী নিঃসরন্তি বিবিধাগুরুসুগন্ধ ধূপা ধূমা, যদ্বদ্বা ধূপাগুরুবাহম্ ইতি দুষ্টিং যেষাং তথাভূতাঃ উদস্তা সন্তঃ মৃষ্যন্তি তম্ ॥১২

যস্মিন্ ভবনে সমানগুণ-রূপ-বয়ঃ-সুবেষ-দাসীসহস্রযুতয়া অনুসরং সহচরীভিঃ সমানগুণরূপ-বয়ঃ-সুবেষা-দাসীসহস্রযুতা সুহৃদ্যা সহিতয়া সাত্বতপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বিশঃ সাধব ইব স্বর্গে ॥১৩

দ্বারদেশ, আসন (চট্টাদি পদার্থবিশেষের স্থান), বীথি (গৃহ-মালার চত্বর), বেদী (চূড়ার বেষ্টিকা) প্রভৃতি স্থান ইন্দ্রনীলমণি খচিত ও বিদ্যা (বৌদ্ধ হইত; এবং পক্ষিগণ-সঙ্ঘে ইতস্ততঃ বিচরণকারিণী আবরণে দ্বারকাপুরী বিরাজিত। আর প্রচণ্ড আতপ বারণ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥৯

যেখানে দ্বারকার অপূর্ব শোভা বর্ণনে বিধিত হইতেন। অহো। বিরাজমানে বিষয়ণা যেন তাঁহার যাবতীয় বৈদুষ্যের পরাকাষ্ঠা এই শ্রীহরির অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও একান্ত প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র পত্নীগণের ষোড়শসহস্র গৃহে পরিশোভিত অপূর্ব অদ্ভুত শ্রেষ্ঠা যেখানে নারদ উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ তাঁহার একটী পত্নীর ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥১-৮

ঐ ভবনটী প্রবালসঙ্ঘে পরিশোভিত, বৈদূর্যমণিসমূহে আচ্ছাদিত এবং দ্বারত্যাগকালে প্রান্তীয়-সকল ইন্দ্রনীলময় বিলেপনে এরূপ শুভ্র ছিল যে, ভিত্তির বহির্ভাগের ভিন্ন ভাব ও জ্যোতিঃ কিছুতেই জ্ঞান হইত না ॥৯

বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত মুক্তামালাবিলম্বিত চন্দ্রাতপে ও পরমরম্য বিনির্মিত আসন ও উৎকৃষ্ট মণিসমূহে খচিত পর্যঙ্কের দ্বারা প্রত্যেক গৃহ সমলঙ্কৃত ছিল ॥১০

অনুরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত নিরন্তরী দাসী সমূহ এবং অদ্ভুত, উজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট পরিধেয় বস্ত্র এবং

ততঃ পরিষ্টীত্য তমেবমুক্তবান্ সমেত্যোচিতঃ শ্রী-
পর্য্যায়তঃ সকলবর্ষকৃত্যাং বরিষ্ঠঃ।
আনম্য পাদযুগলং পিতরং কিরীট-
জুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে যে ॥১৩
তত্রাবসিক্ত চরণৌ তরসা বসূর্ভূ-
বিপ্রক্ষদন্তুরুরুহোঽপি নতাং পতির্যঃ।

ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্ গুণনামভূক্তং
তত্তেন তদ্ভবপরৌচমলং ব্যতীর্যাৎ ॥১৪
সম্পূজ্য দেবঋষিবর্য্যমতি পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
যাগাভিজন্য বিভয়াকৃতজুষ্টতা তং
প্রাহ প্রজো তবমতে করবাম যে কিম্ ॥১৫

মহাভাগবতত্বাৎ ঋষিং তমেবম্ [উক্ত-প্রকারেণ নারদং] ইত্যুক্তবান্ [তিরো ভবিষ্যন্] সমেত্য আত্ম ইতিবৎ সমু [বিধিনা-জুষ্টেন বিধিনা উক্ত পাদযুগলম্ আনম্য নারদো এব যত্তীর্থ আসনে অবীবিশৎ উপবেশয়ামাস ॥১৩

যত্র [যস্মিন্নাসনে] তত্র আসনকর্তরি আসনদানে [তমেবমুক্তবান্] তত্রাবসিক্ত [তত্রৈব] উপবেশনে [প্রথমং] তরসা [বেগেন] বসূর্ভূঃ [বসুমতী] যেন [তেন] তথা [তত্রাবসিক্ত] চরণৌ [যস্য] তথাভূতঃ সন্ [ইতি] তং তমেবমুক্তবান্ [তত্রাবসিক্ত-চরণৌ এব] নতাং [নমস্কারকর্ত্রীং] পতির্যঃ [পৃথিবীং] বিপ্রক্ষদন্তুরুরুহোঽপি [বিপ্রাণাং ক্ষদন্তঃ ভক্ষণকর্তারঃ উরুরুহাঃ বৃক্ষা যস্যাং তথাভূতাপি] সতী ন বিবেশ ॥১৪

ব্রহ্মণ্যদেবঃ, পুরাণঃ পুরাপি ভবঃ, নরসখঃ [নরস্য সখা] নারায়ণঃ [তত্র ইতিহাস নারায়ণেন বিধিনা এবং প্রকারেণ তং ঋষিং সম্পূজ্য আত্ম-জুষ্টেন [আত্মনা জুষ্টেন], বিধিনা শাস্ত্রোক্তেন যাগাভিজন্য "যে প্রজো! তবমতে ঐশ্বর্যাদি-কল্পনায়াং [ত্বং কিং করবাম" ইতি যে মমেদং প্রাহ ॥১৫

মনিময় কুণ্ডল যুগলে পুরন্দরের পুরন্দরত্বে পরিশোভিত তাদৃশ স্তবে [বর্ণনে] দেবর্ষির আর আনন্দের সীমা রহিল না ॥১১

ভগবান প্রহ্লাদ মহাশয়ের শ্রীমুখে মুখের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকময় পরিচয় পাইল। যে মহাত্মার অনুগ্রহ হইতে প্রহ্লাদের হৃদয় ভগবান বিষ্ণুর রহস্যীলমূহের উপরে উপরিষ্ট বিধিমূল পরাক্রান্তার দিয়া নির্মল অতএব দৃঢ় হইলে নরীন নীরদবরের আসনে বৃত্ত করত বেণাবন করিতেছিল ॥১২

উদ্ধবের অনুরোধে প্রবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি দেখিলেন যে, ভক্তিদেবী আপনার সমবয়স্ক ও আত্মতুল্য জ্ঞানানন্দে দেবীপ্রধানা সহস্র বাসনাকে পরিবৃতা হইয়া, অর্পিত চামর ও ব্যজন দ্বারা সাধকপতি শ্রীহরিকে সীমন করিতেছেন ॥১৩

বাহ্যিকপরাঙ্মুখ ভগবান্ শ্রীহরি নারদকে নরনারায়ণ আশ্রমের অভিমুখে পর্য্যন্ত হইতে পদার্পণ করিলেন এবং কিরীটশোভিত মস্তক অবনত করিয়া, মুনির চরণে প্রণাম করিলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে বীয় আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন ॥১৪

যিনি ভগবদ্ভাবের নারায়ণত্ব ও ভক্তভাবের নরত্বের গতি, যিনি অন্য নারদের চরণ ধৌত করিয়া, সেই পাদোদক বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। অহো! যাঁহার চরণস্পর্শে ধরণি পরানন্দে বিভোর হইয়া সহসের পবিত্রতাধার করেন, তিনি নারদের চরণরাজি মস্তকে ধারণ করায় ব্রহ্মণ্যদেব এই সকল নামের অর্থই যথার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥১৫

সর্বজ্ঞের প্রবর্তক পুরাণ ঋষি নরসখা নারায়ণ আত্মোক্ত বিধানে দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন ও পূজা করিয়া অকুণ্ঠবিধি পরাজ্ঞা বাণীর প্রভাবে কৃতাঞ্জলি প্রশ্ন করত বলিলেন,—হে প্রভো! এক্ষণে আপনার কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা আমায় বলুন ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ

নৈষাদ্ভুতং ত্বয়ি বিভোঽখিললোকনাথে
মৈত্রী জনেষু সকলেষু দৃঢ়া ঘনায়াম্।
বিশ্বাত্মনায় হি জগদ্বিতি-রক্ষণাভ্যাং
যৎ সত্ত্বতায় উরুগায় বিদাম সৃষ্টু ॥১৭

দৃষ্টঃ কৃপাস্যি মৃদুলৈরনবদ্যপাদ্যং
শ্রদ্ধাবিভির্যদি বিদাম্ভবগাধবোধৈঃ।
হৃদ্যাবকাশমনুকল্পয় তাবতা নঃ
স্বামী মহান্ পশুপতিস্তুষ্যতে গবেব ॥১৮

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
যজ্ঞাঙ্গকর্মহরণায় বয়ং সমীহাঃ।
যত্তোঽঙ্গসংশ্রয়সুখায় মনঃ সমাধেঃ
সন্দর্শিতং ন বিরমেম তথাপ্যনাথাঃ ॥১৯

যোগেশ্বরেশ্বরপদাম্বুজযোগমায়াবিধ্বংসনায়
বিধিশঙ্করয়োরপি প্রিয়য়া চোদ্বহতে চ।
পূর্ণঃ পরাত্মা তরুণা প্রভুণাস্মদাদেরাত্মাত্মজাপ্তবপুষাং ক্ব নু কামলাভঃ ॥২০

ব্রহ্মা উবাচ। হে বিভো। অখিললোকনাথে ত্বয়ি অনন্তে সকলেষু জনেষু ঘনায়াং পরমাত্মস্বরূপায়াং দৃঢ়ঃ। অবিচলোঽয়মেব ত্বয়ি অনুরাগঃ অনন্তাভিধঃ নৈব ভবতি। হি যতঃ জগতঃ বিশ্বি-রক্ষণাভ্যাং সর্গ স্থিত্যর্থং সাধুজনরক্ষণ পুরুষার্থ-সিদ্ধয়ে চ যস্য তব সত্ত্বতায়ঃ দেহস্য অবতারঃ ইতি সত্ত্বং ত্বিয়ং বিদঃ ॥১৭

অতএবাহং সর্বেষাং জগদ্বিধিঃ ত্বয়ি বিশিষ্য ভক্তিমানস্য তবাপি. অতএবাহং (অতএবাঃ ভক্তানুগ্রহ অনন্তরং মোক্ষকাম সকল ভক্ত) সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (সংসারঃ এব কূপঃ তস্মিন্ পতিতানাম্ উদ্ধরণায় অবলম্বং আশ্রয়ং) তব খলিপুগলং বয়ং স্তুমঃ। কিম্ তথা বিধিত্বেন তব স্তুতিঃ স্যাৎ যৎ যতঃ তব অঙ্গসংশ্রয়সুখায় তবাশ্রয়ানন্দায় মনঃ সমাধেঃ সমাধিতঃ সন্দর্শিতং ॥১৯

হে অচ্যুত। ইদং তবদর্শনং অস্মদাদীনাং মে মাদৃশাং তথা পুনঃ বিশিষ্যতঃ মম মোক্ষস্যাপরতে (মোক্ষস্যাপি অধিক উত্তম পরিপ্রেক্ষ্য ইত্যর্থঃ) মোক্ষস্যাপি বিধ্বংসনায় (মোক্ষস্যাপি অবিদ্যাদিকং বিধ্বংসয়তি) তদর্থায় অস্মদ মোক্ষ আশিষং ॥১৯

তথাপি তুমি বিভো ভগবান্, ত্রৈলোক্য ঈশ্বরঃ ঈশ্বরাণাং ঈশ্বরঃ ॥১৯-২০ তথা প্রভুণা তথাবিধিনা পরমা তরুণা তথাপি তবাস্য তুলসী দলা পূজিতঃ ॥২০

দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—হে বিভো! আপনি অখিল লোকের অধীশ্বর। সাধুপ্রকৃতি সাধু জনগণের প্রতি সৌহার্দ্দের প্রকাশে উপকার দ্বারা এবং আমাদের ন্যায় খলপ্রকৃতি পরাপকারী দুষ্টগণের প্রতি নিজ প্রভাবের উপলব্ধে ভয় করায় আপনার পক্ষে কোনরূপ বৈষম্যের পরিচয় হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ডবর্তী জীবনিচয়ের স্থিতি ও পালনের দ্বারা মুক্তিপ্রদানের নিমিত্তই স্বেচ্ছাধীন বিগ্রহপরিগ্রহে আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিবিধ ভাবে ও নামে আপনি যে জগতে পরিবর্ত্তিত, তাহা আমি বিলক্ষণ অবধারণ করিয়াছি ॥১৭

হে বিশ্বি-ভবনয়ন। অপূর্ব্ব সৌভাগ্যবলেই আজ আমি ভবদীয় চরণযুগল নমস্কারের দ্বারা জন্ম সার্থক করিলাম। অহো! ঐ পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার-লাভ কাহারই ভাগ্যে প্রায় ঘটে না; সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাদি লোকপালগণ বিশেষ যত্ন করিয়াই ঐ চরণপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন মাত্র। হে অনাথবন্ধো! আমার প্রতি আপনি এই অনুগ্রহ করুন যে, দুরতিক্রমণীয় সংসার-কূপে পতিত জনগণের উদ্ধারার্থ একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ অখিল জীবের মুক্তিপ্রদ ভবদীয় সেই চরণকমল চিত্ত করিয়াই যেন আমি বিচরণ করিতে পারি। চিরকাল যেন ঐ চরণে আমার মতি থাকে ॥১৮

(শ্রীশুকদেব বলিলেন), হে রাজন্! দেবর্ষি নারদ এই প্রকার বলিয়া যোগেশ্বরেশ্বর ঈশ্বরভগবান্ শ্রীহরির অনির্ব্বচনীয় যোগমায়া সম্বন্ধনের কারণভূত সেই কূপ হইতে আপন কৃষ্ণ-বিনির্ম্মিত কূপে প্রবেশ করিলেন ॥১৯

তথায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ভার্য্যাকে লইয়া উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। আবার উপস্থিত হইয়া দেখিলা,

পৃষ্টশ্চাস্থিরবোধাসৌ কথয়ামাস তত্ত্ববিৎ।
ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণায়ামপূর্বৈরথবাদিভিঃ ॥২১
অথাপি ত্বয়ি নো ব্রহ্মন্ ভবৈবমনুশোভনে স্থিতে।
ন নু বিঘ্নিত উপায় স্তূষ্ণীমেতদসাম্প্রতম্ ॥২২
তত্রাপশ্যত্ত যোগিন্দ্রঃ সানন্দং সুতান্ সিতান্।
অন্যেদ্যুরপি মুনিভিঃ সানন্দং পরিবারিতান্ ॥২৩
মুনয়শ্চ বিনায়ান্যৈ বজন্তঃ পরমর্ষিভিঃ।
লোকয়ন্তঃ বিভাম্ কাপি ভূতানয়মপেরিতম্ ॥২৪

কাপি সন্ধ্যানুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতম্।
একম্ন ত্রীণি-চত্বারি ভবন্তমিবর্ষিং ॥২৫

অন্যৈশ্চ ঋষিভিঃ কাপি কিয়দ্ভিঃ পরিবারিতম্।
অধিষ্ঠিতানা পর্যঙ্কে তৃণমানক ধর্মিভিঃ ॥২৬

অন্যত্রচ্চ ক্বাপিংশিন্নর্ষিভিঃ কোদ্বাহাদিভিঃ।
কলক্রীড়াভিরতং কাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্ ॥২৭

তথা তথাম্ জলা আরোঃ ইতি অধিকো অভাবো ইব তথেতা আসো নাম: পুঃ ।। অপূর্বৈঃ কল্পনাবাদিভি অকৃতৈঃ অন্যৈরপি পূর্বৈরা পূর্বকাঃ কিং নু ক্রিয়তে কর্তুং শক্যতে ? তথাপি যে ব্রহ্মন্ ! ত্বয়ি ভবতি এবং স্থিতে। (ঋষিত্বেনৈব) ন এবং ভবে শোভনে সুন্দরে। তত্র নঃ অস্মাকং বিঘ্নিতঃ এব তত্র উপায় স্তূষ্ণীম্ এব অত্র কৃতম্ অথবা। তত্র বিষ্ণুং কৃতয়ন্ পরমেষ্ঠিনম্ উপাসনায় যোগিন্দ্রং অত্রৈ অপশ্যত। তত্র অন্যস্মিন্ কৃতে সন্ধ্যায় বাসায় ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মঃ উপরি যে তং) বিনায়ার্থম্ আত্মনোঽর্থম্ অন্যম্ কৃতম্ ব্রহ্মাণং তথা আসীনং যোগার্থম্ বজন্তং ব্রহ্মাণং পরমর্ষিভিঃ তথা আসীনং যোগার্থম্ বজন্তং লোকয়ন্তঃ ব্রহ্মাণং কৃতম্ অপরম্। কৃত ন বিঘ্নম্

লোকয়ন্তং কাপি কৃতাম্ অপরম্ দ্বিতীয়া সর্গং অধিষ্ঠিতম্ ॥১-২৪

কাপি একম্ন একাম্ বাগ্যতঃ সন্ধ্যাম্ উপাসীনম্ একম্ন ত্রিচত্বারিংশৎ, ত্রিচত্বারিংশৎ বাক্-ব্রাহ্মণসংখ্যাঃ ॥২৫-২৬

কাপি ঋষিভিঃ ঋষিভিঃ কিয়দ্ভিঃ ব্রহ্মাণম্ ব্রহ্মণঃ উপরি পরমেষ্ঠিনম্ পরমেষ্ঠিনং (ব্রহ্মাণং) ব্রহ্মণঃ উপরি পরমেষ্ঠিনম্

কুত্রচিদ্বিজমুখ্যেভ্যো লব্ধবাঃ বাঞ্ছিতাঃ।
ইতিহাস-পুরাণাদি শৃণ্বন্ মঙ্গলানি চ ॥২৮
কুত্রচিৎ হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে।
রাত্রিং বঞ্চন্ সেবমানঃ কামভোগৈ চ কুত্রচিৎ ॥২৯
ব্যাহরন্নেকদাগীতং পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরম্।
শুশ্রূষন্ত্যা গৃণন্ আপি কাব্যৈর্ভোগৈঃ সপর্য্যয়া ॥৩০

কুত্রচিৎ বিপ্রৈঃ কৈশ্চিৎ সহিতোহাত্ম ক্ষেমদম্।
কুত্রাপি শ্ব আগমে চিন্তয়ন্ত্যা দৃঢ়ং চিরম্ ॥৩১
পুত্রাণাং দুহিতৃণাঞ্চ কালে বিধ্যুপযাপনম্।
দারৈর্ঘবৈস্তৎসদৃশৈঃ ভজমানঃ বিধূচিতি ॥৩২
প্রত্যাপনোপায়নৈরপচ্যমানঃ মহোৎসবান্।
বীক্ষ্য লোকেষ্বেবস্ত্বং যোগং লোকা বিদিষ্যিরে ॥৩৩

কুত্রচিৎ বিজমুখ্যেভ্যঃ লব্ধবাঃ বাঞ্ছিতাঃ, ইতিহাস-পুরাণাদি শৃণ্বন্ ॥২৮

পরন্তিৎ কুত্রে তথাচিৎ প্রিয়য়া সহ হাস্যকথয়া রাত্রিং বঞ্চন্, কামি ভোগ কুত্রচিৎ অর্থকামৌ চ সেবমানঃ ॥২৯

একদা যদি প্রকৃতেঃ পরম্ একম্ আত্মানং পুরুষং ব্যাহরন্, কুত্রচিৎ তথাচিৎ পুরুষাবয়বা... তাভিঃ বাক্যালাপাদিভিঃ, ভোগৈঃ গান্ধপুষ্পাদিভিঃ তথা সপর্য্যয়া ॥৩০

কৈশ্চিৎ সহ বিপ্রৈঃ কুত্রচিৎ সহিতঃ, সহ সন্নিধৌ চ কুত্রচিৎ তথা কুত্রচিৎ যাগেন চিন্তয়ন্ত্যা তথা সহ চিরম্ ॥৩১

পুত্রাণাং দুহিতৃণাঞ্চ যাদৃশৈঃ দুহিতৃ,ণাং তথা সহ বিধূচিতি ॥ কালে যথাযথম্, বিধ্যুপযাপনম্ (বিধিনা উপযাপনম্ বিবাহং) তদ্বান্ ॥৩২

প্রত্যাপনোপায়নৈঃ (প্রত্যাপনঃ প্রতিকৃতোপায়নৈঃ তদ্বান্ তদ্যুক্তঃ প্রতিদানম্ উপায়নম্ তুল্যবস্তুনা তদ্বান্ তৈঃ) বহিঃ যোগেশ্বরেণ কথম্ ঐশ্বর্য্য যোগ আত্মনাথবা যোগাখ্যম্ বীক্ষ্য লোকাঃ যোগে তথাঃ বিদিষ্যিরে ॥৩৩

তোষায়ও যা যাদৃশ হইয়া পরমেশ্বর (প্রণব-পূর্ব্বক গায়ত্রী) জপ করত সন্ধ্যা করিতেছেন; আবার অন্যত্র যা চন্দ্র ও কুশাসনস্থ অগ্নিবিদ্যা উপস্থিত হইয়া কখন অগ্নে, কখন পশ্চাতে, কখন বা দক্ষিণ আসনের উপর ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠায় প্রণাদীতে বিচরণ করিতেছেন। আবার অন্য কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান রহিয়াছেন, ঋত্বিগাচার্য্যগণ তাঁহার স্তব করিতেছে ॥২৪-২৬

কোথায়ও বিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উপবাসি ঋত্বিগাদির সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক কোন যজ্ঞীয় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছেন। কোথায়ও বা অপূর্ব্ব রত্নালঙ্কারযুক্ত বারবিলাসিনী পরিবৃত হইয়া নৃত্যগীত করিতেছেন ॥২৭

কোন গৃহে গোবিন্দ উপবেশন অলঙ্কৃত বালকদিগের বিদ্যাভ্যাস দর্শন করিতেছেন এবং ইতিহাস, পুরাণ ও শাস্ত্রিপুরাণাদি পবিত্র পুণ্যকথাসমূহ শ্রবণ করিতেছেন ॥২৮

নারদ যে গৃহ হইতে যেখানে অন্য বনিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তথায় দেখিলেন যে, গোবিন্দ সেই প্রিয়া জায়া সহ হাস্য-কৌতুকরসে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। কোন গৃহে তিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন; আবার কোন গৃহে অর্থ এবং ভোগের সাধনে বিলক্ষণ যত্নবান্ রহিয়াছেন ॥২৯

কোন গৃহে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষ সর্ব্বাত্মস্বরূপী পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন-চিত্ত, আবার কোন গৃহে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অন্য অন্য প্রকারে ও পাদসংবাহনাদি দ্বারা গুরুজনের সেবা করিতেছেন ॥৩০

কোন গৃহে তিনি ভাগবত সহিত বিহার করিতেছেন, আবার অন্য গৃহে অন্য সহিত সৃষ্টি করিতেছেন; কোথায়ও বলরামের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সাধুজনের শুভ-চিন্তায় রত রহিয়াছেন ॥৩১

তত্রস্থং সকলান্ গোপান্ গোপীশ্চক্রুস্তিরস্কৃতীঃ।
পূর্ণয়ন্ কটিকরং কৃপয়াবস্থাপিতিঃ ৫৪
চেরুঃ কৃষ্ণায় কাপি হরয়ন্তস্থ নৈচবম্।
ভুক্তং তত্র পশূন্ গোপান্ পরীতঃ বহুপুত্রকৈঃ ৫৫
অন্যত্রলিপ্তঃ প্রকৃতিরক্তঃপুরমুরাদিষু।
ক্রীড়িত্বন্ গোপবেশঃ তত্তদ্ভাবমুদ্বহন্ ৫৬

তত্রি কৃষ্ণে তত্র কৈশিকৈঃ বহুভিঃ কৃতিভিঃ ঈষৎ তত্রস্থান্ তানিত্যান্ গোপান্ গোপীশ্চ, কটিং চ কৃপয়াবস্থাপিতিঃ তথা পূরয়ন্ তত্তদ্ভাবং ৫৪

তত্রস্থং তত্রস্থং কৈশিকং বিকৃতবেশাদিকং তত্র তত্র আত্মনঃ কাপি হরয়ন্ তত্তদ্ভাবং হরন্ তথা তত্তদ্ভাবেন চেরুঃ তত্তদ্ভাবান্ অনুভবন্তি ৫৫

প্রকৃতিঃ অবাকৃতিঃ তত্রস্থপুরাদিষু চ তত্তদ্ভাবমুদ্বহন্ (তেষাং তত্তদ্ভাবং তত্তদ্ভাবং বহন্ ইব) অন্যত্রলিপ্তঃ (অন্যত্রে গোকুলাদৌ তত্তদ্ভাবং তিন্ন তত্তদ্ভাবং) ক্রীড়িত্বন্ গোপবেশঃ তত্তদ্ভাবং তত্তদ্ভাবং ৫৬

ক্রোশ মধ্যের পুরে যাইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পুরের যথাবিধি সাজসজ্জার বা তত্রস্থ যথাস্থানে ও যথোপযুক্ত ভাবে পরিস্থিতি করিবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে যৌতুকাদি প্রদানার্থ একান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন ৫৪

অন্বয়। যোগেশ্বর যাদুবেশের পুরবধূর আনয়ন বা ছলিবারে তাঁহাদের প্রেরণের বা আনয়নের ইঙ্গিত অবলোকন করিয়া, তদ্রূপ তত্তদ্ভাবাদির অনুরূপ বিস্তারেরই ইচ্ছা হইত ৫৩

অন্যত্রলিপ্তাদিবিধি অন্যত্র অন্যত্রানে কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্যবিধি খেলাদ্যোগ অর্জনা করিতেছেন; গোপাল বা কৃষ্ণ, আমার ও খেলনবিহারির প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রচুর পূর্ণতর্পণ অনুষ্ঠান করিতেছেন ৫৪

কোন স্থলে শিশুবেশভাব ঈপ্সিত অন্য আহারাদি পূর্বক তৃপ্তি করিতেছেন এবং বয়স্যবেশে পরিবৃত হইয়া, তাহা দ্বারা আত্মীয় পশুসকলকে যব

অথোবাচ হরীক্ষেত্র বাহ্যঃ প্রহসন্নিব।
যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্ ৫৭
বিলাস যোগমায়াস্তে দুর্বিভা অপি মাদৃশাম্।
যোগেশ্বরান্ বিজানীতা অবৎপার্শ্বিবেষ্বা ৫৮
অনুজানীহি মাং দেব লোকানন্তে বলান্বিতান্।
পশ্যন্তিমি তবোদ্দামান্ লীলা ভুবনপাবনীঃ ৫৯

বাহ্যঃ অপি বহিঃ গোষ্ঠাৎ ঈয়ুষঃ আগতস্য, যোগমায়োদয়ং (যোগমায়েশস্য অচিন্ত্যায়াঃ ঘটনাপটীয়স্যাঃ ইত্যর্থঃ) বীক্ষ্য অবলোক্য প্রহসন্ ইব বাহ্যঃ অথ অনন্তরং হরীক্ষেত্র (হরীক্ষায়াং ইতি ক্ষায়াং ইতঃ বিভক্তেঃ) শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ৫৭

হে যোগেশ্বর! তাদৃশীং তেষাং (পাঠান্তরে যোগিনাং) অপি দুর্বিভাং দুর্জ্ঞেয়াং বিভ্রৎ তত্তদ্যোগমায়াবিলাসং এব আত্মনঃ আত্মীয়ং ভক্তং, তব তত্তদ্ভাবে বা বিলাসং ঈক্ষিতারং, তব যোগেশ্বরাণাং যোগেশ্বরং বাং এব বিদ্ধি ৫৮

অথ দুর্বিভাবেণ তব লীলা ঈক্ষায়াং, যে তব লীলা অনুজ্ঞাং যোগায়, অহং তং পশ্যন্তিমি, ইতি যে যোগ! মাং অনুজানীহি আজ্ঞাং দেহি ৫৯

করিবেছেন ৫৪

অন্বয় আনায়ধর্মের মূলে এবং নিজের অন্তরঙ্গদের মধ্যে দৃঢ় ভাবে অবধারণার্থ প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন যেই যোগেশ্বর মায়াপুরুষকে ঈষদ্ধাস্য বিকাশ করিতে অবলোকন করিয়া, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল ৫৬

মানব-লীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অচিন্ত্য শক্তির অনির্বচনীয় বিলাস-দর্শনে বিশ্বাস নাহি ঈষৎ হাস্য করত সেই সর্বজ্ঞস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— ৫৭

হে যোগেশ্বর! যোগেশ্বরগণ এবং মায়াশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন না, কেবল তদধীন ভক্ত-কমলের সেবা করাই আমার মনোমধ্যে উচিত মাপনার অনন্ত যোগৈশ্বর্য্য আপনার কৃপাতেই অদ্য আমি প্রত্যক্ষ করিলাম ৫৮

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতাং ত্বয়া ধর্ম্মা নৃণাং প্রভো।
উদিতাস্তদনুষ্ঠানং সতাং কেনোপদিশ্যতে ॥৪০

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদৃতস্তং সত্রীড়ং পাণ্ডবং পুরুষর্ষভম্।
তত্রৈব সর্ব্বমোঘেষু সদস্যেকঃ ক্ষণং জগৌ ॥৪১

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়াবিভূতয়ঃ।
বৃহদ্ বৃহত্যা যদিদং যেনেদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥৪২

ইতি ধর্ম্মাদয়ঃ সর্ব্বে কৃষ্ণেন প্রভবিষ্ণুনা।
সম্যক্ সঞ্চোদিতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতং যদৌ ॥৪৩

এবং মনুষ্যনয়বীর্য্যসুবর্ত্তমানো
নারায়ণোঽখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ।
বেদেষ্বলোড়িতবলৈঃ প্রতিবাদিনাং যঃ
সত্রীড়য়ন্নিব পুমান্ পুনরাদদানঃ ॥৪৪

শ্রীউদ্ধবঃ, উবাচ। হে ব্রহ্মন্,। ত্বয়া বর্ণাশ্রমবতাং নৃণাং ধর্ম্মাঃ উদিতাঃ, অতঃ তদনুষ্ঠানং কথং কেন বা উপদিশ্যতে ১। হে প্রভো ইতি সোঽপি বিজ্ঞাতঃ, (কথং প্রাপ্তিরূপ ইতি ভাবঃ) অতঃ হে পুরুষ। যা বিধি যেন প্রকারেণ ॥৪০

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবং, পূর্ব্বোক্তেন পূর্ব্বপ্রশ্নেন হিসাবতঃ, পূর্ব্বতঃ আদরেণ, সাধ্বিত্যাদরেণ, সত্রীড়ং, সাধুপ্রশ্নোঽয়ং অস্মাভিরস্য অনুষ্ঠানং ভবতু ইতি ভাবেন, এবং ঔচিত্যেন চ ইত্যর্থঃ, পাণ্ডবং যুধিষ্ঠিরং, এবং ঔচিত্যেন চ পুরুষর্ষভং, তত্রৈব তস্মিন্নেব সভায়াং, সর্ব্বেষু সদস্যেষু মধ্যে, একঃ ক্ষণং ॥৪১

এবং সত্রীড়ং সাধুপ্রশ্নোঽয়ং অস্মাভিরস্য অনুষ্ঠানং ভবতু ইতি ভাবেন ঔচিত্যেন চ পুরুষর্ষভং যুধিষ্ঠিরং সর্ব্বেষু সদস্যেষু মধ্যে একঃ ক্ষণং ॥৪১

যে বেদ; অনুবর্ত্তি ভবন্, আমি এখান হইতে প্রস্থান করত তথায়ই পূর্ব্বপরিচিত লীলাসমূহ গান করত আপনার পবিত্র যশে পরিব্যাপ্ত লোকসমূহে পর্য্যটন করি ॥৩৯

তখন শ্রীশুক বলিলেন,—হে রাজন্! আমি যখন উপস্থিত, তখন আমাই তাহার কর্ত্তা এবং অনুযোগিতা করা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং আমাকে সেই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রণালী আমাদের শিক্ষা করাইতে পারি, সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত তাদৃশ সম্বাদ-প্রবর্ত্তনের ব্যবহার করিয়াছি। অতএব হে পূজ্য! তোমার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই ॥৪০

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ

যুধিষ্ঠির এইরূপে সাধুপ্রশ্নের অনুষ্ঠানে সকল সহিতীর পূজে বিরাজমান একাকী শ্রীকৃষ্ণকেই হেবি সম্যক্-রূপে অবলোকন করিলেন ॥৪১

যেবি মাত্রে কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থানীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগ মায়ার মানুষ বিপুল আয়োজন ব্যাপার দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥৪২

এই প্রকার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম্য বিষয়ে একান্ত প্রভাবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে হেবি মাত্রে মনে মনে একান্ত প্রণত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করত যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৪৩

বিবিধ সংসারের সকল ব্যবহার প্রয়োজন সত্ত্ব

যাবান্ বিধিরিহানুবর্ত্তিতেহঞ্জঃ
সর্ব্বাত্মনস্তদবরুদ্ধকথোদয়স্য।
যদ্ যদ্ গদাভৃত শুভাশয়য়ানুযোদতে যা
ভক্তির্ভবেদমলয়া সদুপর্দ্দমার্জ্জে ॥৫৫

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

হে অজ। ইহ অস্মিন্ জগতি যাবান্ বিধিরিত্যাদি-ভূতিরঞ্জঃ (বিনা বিলম্বং প্রসাদং ইত্যর্থঃ) অনুবর্ত্তিতে (ভবতি) হরিঃ সর্ব্বাত্মনঃ (ভবতো ভক্তস্য সর্ব্বাত্মনি ভবতি একান্তি একান্ত. ভক্তি যা ভবতো অস্য প্রসাদি শুভাশয়ি অনুযোদতে প্রসাদং এব যা ভক্তি যা ভক্তি ভি ভিন্নিত্বম্ অপবর্গায় মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ভবতি ইতী ভক্তি ভবতি ॥৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

যিনি যাবদ্ভূমি যাবতে আবির্ভূত হইয়া যাবের, সেই পরাৎপর নারায়ণ সম্প্রতি বসুদেবের অবলম্বনে অবতীর্ণ হইয়া, এই প্রকারে ব্রজবাসিগণী ষোড়শ সহস্র পত্নীর প্রেমপূর্ণ দাস ও মহলোকের অনুরাগে নিরন্তর সেবিত হইয়া যথোপযুক্ত বিহার করিয়াছিলেন ॥৪৪

এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের একমাত্র হেতুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি যে সকল অলৌকিক লীলায় পরিচয় দিয়াছেন, মানব যদি তাহা কেবল শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং অনুমোদন মাত্র করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। মোক্ষদাতা ভগবান্ শ্রীহরিতে তাঁহার ভক্তি জন্মে ॥৪৫

শ্রীমদ্বিদ্বেশ্বরাচার্য্যকৃত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথসান্যাল-কৃত একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য আহিতকৃত্যবর্ণনম্, অবান্তরকারাগারারম্ভ-বৃত্তান্তঃ তথা যুধিষ্ঠিরসন্দর্শনার্থং নৃপতেঃ গমনম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুক্কুটান্ কৃজতোঽপরান্।
গৃহীতকণ্ঠ্য পঠিভির্নাদয়ো বিরহাতুরাঃ ॥১
বয়াংস্যরুরুবুঃ কৃষ্ণে বোধয়ন্তীব কশ্চিতঃ।
গায়ৎসু বন্দিষ্বেতেষু শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥২
গৃহেষু তল্প বৈদেহী নাদৃণ্বত্তদ্বিশোভনম্।
পতিবন্ধন-বিশ্লেষাৎ ক্রিয়ালোপং ব্রতা ॥৩

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ উষসি উপবৃত্তায়াং (উপাবৃত্তায়াং) কুক্কুটান্ কৃজতঃ (শব্দায়মানান্) অপরান্ পঠিভিঃ বাণীভিঃ গৃহীতকণ্ঠ্য (গৃহীতাঃ কণ্ঠাঃ যাসাং তাঃ) নাদয়ঃ (শব্দাঃ) বিরহাতুরাঃ বভূবুঃ। কৃষ্ণঃ নন্দ মুকুন্দঃ মুকুন্দায় অনন্তায়।।

বয়াংসি অরুরুবুঃ (রেজিরে) অপি। [কথম্] ইব কশ্চিতঃ (কশ্চিদ্ ব্যক্তিঃ) যদি কৃষ্ণে বোধয়ন্তী (জাগরয়ন্তী) ইব। এতেষু বন্দিষু গায়ৎসু [সৎসু] শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনঃ [শঙ্খানাং দুন্দুভীনাং চ নিস্বনঃ] [আসীৎ]।।

অন্বয়ঃ

বিরহাতুরাঃ (বিরহে দুঃখে কাতরাঃ অভবন্) যতঃ পতিবন্ধনেন বৈদেহী পতিবন্ধন-বিশ্লেষাৎ (পতিবন্ধনস্য বিশ্লেষাৎ বিয়োগাৎ) তম্ শোচন্তী [শোচন্তীম্] ব্রতাদূষণাদিদোষম্ অপি মুকুন্দে ন অদৃণ্বত্ত (ন অগণয়ৎ) ইতি ন অদ্ভুতম্।।

যতঃ তল্প তস্মে মুকুন্দে উষসি যানি অন্যৎ উপস্থ প্রসাধনানি (প্রসাধনানি প্রসাধনার্থানি দ্রব্যাণি বা তানি অন্যানি) তদ্বৎ [তেষু] তেষু [তেষু] অন্যেষু [অন্যেষু] নাদৃণ্বত্ত।।

সপ্তচিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আহ্নিককৃত্যবর্ণন, অবান্তরকারাগার-বৃত্তান্ত ও যুধিষ্ঠিরের নিকট নৃপতির আগমন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! নিশাবসানে উষার আগমনে কুক্কুটগণ উচ্চৈঃস্বরে রব করত উষার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে উদ্যত হইলে, পতি কর্ত্তৃক গৃহীতকণ্ঠী যামবন্দীগণ বিরহ-ভরে কাতর হইয়া কুক্কুটগণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।১

পাখিরাও তখন মধুর কলরবের আবেগে অনিদ্রিত বলায় বলায়, উদয়োন্মুখ পতিদেবতা জাগ্রত হইল এবং তাহারাও নিদ্রাভঙ্গোপলক্ষে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুরিপাখের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধিত করিবার অনুরোধে উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে লাগিল।২

বিরহ-রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রিয়াগণ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তৎকালে তাদৃশ তত্ত্ব উষাকেও আদর করিলেন না; যদ্বা কৃষ্ণবিচ্ছেদ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাঁর পূর্ব্বাহ্নিক উপযুক্ত সেই পবিত্র মুহূর্ত্তকেও তাঁহাদের অপবিত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।৩

এদিকে শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ যাদৃশ মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত যাদৃশ যারা মুখ প্রক্ষালন ও স্নান দ্বারা শুচি হইয়া, বীরবর্ম্ম ও বেশাদির প্রসাধনোপযোগে নিম্নোক্তরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করিলেন।৪

অথাচম্যোদ্ধৃতময়ন যোগিনি
ক্রিয়াকলাপঃ পরিবার্য বাসসী।
চকার সন্ধ্যোপযমাদি সংযমী
হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্যতঃ ॥৯

উপস্থায়ার্কমৃষাংস্ত তর্পয়িত্বাত্মনঃ কলাঃ।
দেবাসুরান্ পিতৃন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রানভ্যর্চ্য চাম্বরম্ ॥

ধেনুমাং রুদ্রকপিলাং সাধ্বীমাং যৌক্তিকস্রজাম্।
পয়স্বিনীমাং তরুণীমাং বৎসলামাং সুবাসসাম্ ॥১৮

যতো রূপ্যখুরাগ্রাণাং কৌবাজিনতিলৈঃ সহ।
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো দদৌ দদৌ দিনে দিনে ॥১৯
সো-বিপ্র-দেবতা-বৃদ্ধ-গুরূন্ ভূতানি সর্বশঃ।
নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতৈর্বিভবৈরাদি লব্ধবান্ ॥২০
আত্মানং ভূষয়ামাস নবলোকবিভূতয়ে।
যদোচিতৈর্ঘনৈঃ বীরৈর্বিদ্যাব্রতসুশোভনৈঃ ॥২১
অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং সো-বৃষ-দ্বিজ-দেবতাঃ।
তাম্রাংশ্চ সর্ববর্ণাংশ্চ পৌরাণঃ পুরুষাদিশাম্।
প্রণম্য প্রস্থতঃ কাৎস্ন্যে প্রত্যেত্য প্রত্যনন্দত ॥২২

অথ বিষ্ণোঃ উপবেশনযোগ্যভূমিঃ তথাকৃতিঃ তদনন্তরকর্তব্য-ক্ষৌম পরিধানবিধিশ্চ। (পরিধানার্থং ক্ষৌমাদ্যং তথা অধিবাসে ধারণার্থং চ) তদনন্তরং তথাবিধবিধানবিধয়ঃ (বিষ্ণোঃ বিপ্রঃ বিষ্ণুঃ তথাবিধ অধিবাসিনোঃ ইত্যাদি ক্রমঃ) অনন্তর কর্তব্যস্য অথ চ বিষ্ণোঃ পুরুষস্য প্রথম অধিবাসঃ তথাবিধ পরিধানোত্তরকালীনঃ, তদনন্তরকর্তব্যস্য আচমনাদেঃ তথাবিধ আচমনাদেঃ ॥

অথ অনন্তরম্, অনাদি তত্র অর্থাৎ তদনন্তর আহুতঃ ব্রহ্মঃ ক্ষৌম বাসসী পরিধায় সন্ধ্যোপযমাদি ক্রিয়াকলাপং তথাবিধি চকার; তথা হুতানলঃ (তথা অনন্তর আহবনীয়ে যেন সঃ) সন্ধ্যা কার্যানুরূপং রুদ্রঃ বাগ্যতঃ মৌনী সন্ ব্রহ্ম গায়ত্রীং জজাপ ॥

উপস্থায়, অর্থাৎ, উপস্থান আচরণং কৃত্বা আত্মনঃ কলাঃ আত্মনঃ দেবান্

ঋষীন্ পিতৃন্ চ তর্পয়িত্বা ক্ষৌমং বিপ্রম্ অলঙ্কৃত্য আম্বরম্ বস্ত্রযুগলম্ ইত্যর্থঃ ॥

রুদ্রকপিলাং (রুদ্রঃ পুনঃ পুনরঃ তথাঃ তথাং) সাধ্বীমাং তথাবিধাং যৌক্তিকস্রজঃ মুক্তামালাদিভিরাযাং পয়স্বিনীমাং বহুদোহনাং, তরুণীমাং প্রথমপ্রসূতাযাং বৎসলামাং সুবাসসাং (সেচনক যাবদাদি যুক্তাং ছায়াং) ক্ষৌমবস্ত্রাচ্ছাদনং ধেনুং তথা তথা চতুর্দশতিলকাদি যাবদাভরণপ্রভৃতি ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ অলঙ্কৃতেভ্যঃ বিপ্রেভ্যঃ বিপ্র বিপ্রে প্রতিদিনং যথা ॥

যতঃ আত্মভূতিঃ প্রতিপ্রিয়ত্বাৎ যতঃ সর্বশঃ সর্বত্র ॥ সকলানি অনিমাদি যানি ঐশ্বর্যাণি তানি লব্ধবান্ ॥

নবলোকস্য বিষ্ণুস্য তথাভূতম্ আত্মনঃ বীরৈঃ যোগ্যৈঃ আদেয়ৈঃ ভূষণৈঃ বিদ্যাব্রতসুশোভনৈঃ চ ভূষয়ামাস ॥

প্রাতঃস্নানের বিধানান্তরের উপায়, দ্বিতি এবং মাসের হেতুভূত, অনির্বচনীয় শক্তিসমূহে পরিপরিপ্লুত, বিদ্যা-বিগ্রহস্বরূপ, আদ্যন্তর-মূর্তি, অনন্তরাদি দেবতাগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানরূপে চিন্তনীয়। পরিধি স্থলে অবস্থানের পূর্বক শ্রীহরি যথাবিধি স্নান করিলেন এবং পরিধি বস্ত্র পরিধান পূর্বক তর্পণাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যোপাসনাদি করিলেন ও সূর্যোদয়ের পূর্বেই তথাপনে যথাবিধি আহুতি প্রদান পূর্বক মৌনী হইয়া গায়ত্রী জপ করিলেন ॥৪-৬

তৎপরে সূর্যদেব উদিত হইলে, দিবাকরের উপস্থান করিয়া শ্রীহরি স্বকীয় কলা (অংশ) রূপ দেবতাগণ, ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মানবীয় বৃদ্ধগণ ও বিপ্রগণের অর্চনা করিলেন ॥৭

গৌপায়ন ও তর্পণ-যোগ্যিক মুক্তামালাদিযুক্ত এবং বহুদোহাদির প্রথম-প্রসূতা সাধুলক্ষণ যুক্তা সংখ্যক সবৎসা সাধ্বী ধেনুকে (গাভী) ধৌতবস্ত্র বস্ত্র করিয়া, অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণকে ক্ষৌম বস্ত্র, অজিন ও তিল সহ দান করিলেন ॥৮-৯

অনন্তর স্বীয় বিভূতিস্বরূপ সো, বিপ্র, দেবতা,

সাবিত্র্যাশ্রমো বিপ্রান্ প্রকৃত্যাপ্যনুলেপনৈঃ।
ইক্ষ্বন্নপ্রকৃতীর্যোষাপুপাদ্যুক্ত ঈড়ঃ স্বয়ম্ ॥১০

তাবৎ সূত উপানীয় শ্লক্ষ্ণং পরশ্বধূত্তমম্।
গুরোর্বাক্যৈরৃষিভ্যশ্চ প্রণম্যাভিষ্টুতোঽব্রবীৎ ॥১৪

গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সাবেত্রমমরাধিপঃ।
সাত্ত্বয়ন্নিবভাষেদং পূর্বাভিরিব সংসদঃ ॥১৪

ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সস্ত্রীভৃত্যপুরোধসা।
কৃত্স্নাদ্ বিদর্ভো নিরগাদ্ রাজ্ঞো হরণ আদৃতঃ ॥১৬
স্বপ্রজাধ্যাঃ সহ সর্বৈর্ঋত্বিক্ভিঃ পরিবারিতঃ।
প্রাবিশদ্ ঋষিবিটাবাং ন সন্ত্রাজ্ঞ বহূদয়ম্ ॥১৭
তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভু-
র্বভৌ পরীতঃ কবিভিঃ সুরেড্যবৎ।
সুতৈঃ পৃথিভির্হৈহয়রাজকেতুভি-
র্যথোডুরাজো দিবি তারকাবৃতঃ ॥১৮

আদায় মন্ত্রং, ঋষিং দর্ভান্, বেদ-তন্ত্র-বিধি-প্রবরং চ (অনন্তরং) আহৃত্য। দৃষ্ট্বা দৌহিত্রানুযোগিনং সর্বতঃ স্বাধ্যায়ং অভিনন্দিতবান্ [ইতি] শেষঃ। প্রকৃতীঃ অমাত্যাদীন্, তাসাং উচ্চাবচবিধিবিদঃ আচার্যান্ প্রত্যভিনন্দ্য ॥১২

অন্তঃ প্রবেশঃ বিপ্রান্ অন্তঃপুরঃ গত্বা বিধিবি প্রকৃতীঃ ঋত্বিজঃ চ প্রকৃত্যা-প্রকৃতিভিঃ সাবিত্র্যা যোগ্যাঃ তাভিঃ কৃত্বা তথা পরম্ তত্র ঈশ্বরঃ ঋত্বিক্ভূতঃ ॥১৩

(তাবৎ তাবৎ) সূতঃ [তত্রত্যঃ] তাবৎ তত্র: সাবিত্রি গৃহীতাঃ ঈড়ঃ অতঃ মন্ত্রং সভায়াং ঋত্বিক্ভূতঃ ঈশ্বরঃ উপানীয় অত্রত্যঃ শ্লক্ষ্ণং পরশ্বধূত্তমং বিনয়ং উপনীয় অত্রত্যঃ ঈশানীয় অত্রত্যঃ এবং আদায় অধ্যাপয়িষ্যন্ ॥১৪

ঘৃতপাণিনা সাবেত্রা পাণী গৃহীত্বা সাত্ত্বয়ন্নুক্তবন্তম্ ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং তাবৎ পূর্বাভিঃ ঈশ্বরাভিঃ ইব অব ভং ভবন্ আবোচৎ ॥১৫

অন্তঃপুরস্ত্রী-সৌহিত্রৈঃ (স্ত্রীণাং সম্বন্ধি-ভেদে ৬ তাসাং সহিতৈঃ) অমাত্যাদীনাং সৌহিত্রৈঃ দৌহিত্রৈঃ ঈক্ষিতঃ বিদর্ভদেশস্থ (তত্রত্য ব্যক্তিভিঃ) কৃত্স্নাৎ আত্মনঃ-সকাশাৎ, বিদর্ভঃ সন্ত্রং অন্তঃপুরং তাসাং তত্রত্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সহ সন্ত্রং ভবন্ ঈশ্বরং পুরং নিরগাৎ ॥১৬

মৃত্তিকা, শুষ্ক তৃণ-সমূহকে প্রণাম করত কলিলাদি মাঙ্গল্য বস্তুসমূহ স্পর্শ করিলেন ॥১০

তদনন্তর পীত কৌষেয় পরিধান এবং উত্তরীয় ধারণ এবং অনুলেপনাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া মহালোক-সমাবৃত রূপ ধারণ করিলেন ॥১১

পরে মঙ্গলার্থ ঋত্বিক্, ঋষিগণ, বেদ, তন্ত্র, বিধি ও গোত্র-প্রবর সকল বর্ণন করিয়া, অন্তঃপুরস্থ ও পুরবাসী সকল ব্যক্তিগণের অভিলাষিত প্রার্থনা পূরণে এবং আশীর্বাদের অভিপ্রায় সাধনে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন ॥১২

মাঙ্গল্যদ্রব্যাদি বিলাসের দ্রব্যসামগ্রী সকল ব্যবহার করিবার পূর্বে তিনি সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ঐ সমস্ত বস্তু প্রদান করিলেন; পরে শুক্লবস্ত্র, বহ্নিবর্ণ ও নারীগণের ভোগ্য সামগ্রী, মালা ও অনুলেপনাদি প্রদানে তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিয়া, পরে স্বয়ং ভোজনাদি করিলেন ॥১৩

তদনন্তরে সাবিত্রি গৃহীতাবাদি অবতৃথান্তে সাধারণ পরমোৎকৃষ্ট রূপ সজ্জিত করিয়া, তথায় আগমন করত বিনয়সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তদ্রূপে অবস্থানমাত্র হইলেন ॥১৪

শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত্যকি ও উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া, সাবিত্রি অর্জুন নিজ হস্তে ধারণ পূর্বক বিবাহরূপ উৎসবস্থলে আরোহণের ন্যায়, সেই বিবাহরূপ আরোহণ করিলেন ॥১৫

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান-কালে অন্তঃপুরস্থ পরিজনবর্গ স্নেহের পুত্তলিকে ও লজ্জাবনতমুখে তাঁহার প্রতি অবলোকন করিল; অধিক কথা তাঁহারা তাঁহাকে বিবাহ দিলে, তিনি মহাসমারোহে তাঁহাদের চিত্ত হরণ পূর্বকই যেন তথা হইতে বিদায় প্রদান

অত্রান্তরেঽন্তরিক্ষস্থো রাজন্ নানাবাদ্যরবৈর্দিবি।
ঊচুর্দুন্দুভয়শ্চার্যা বর্ষন্ত্যঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥১১
তুম্বুরু-বীণা-মুরজ-বেণু-তাল-ধর-ঘণ্টিনঃ।
মহাপুরুষমাতুষ্টুবুঃ সূত-মাগধ-বন্দিনঃ ॥১২

তত্রাহূর্ত্বিজঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ।
পূর্ব্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাঞ্চাকথয়ন্ কথাঃ ॥১৩
তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নায়াতঃ সহপূর্ব্বকৈঃ।
বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ॥১৪

অত্র (হে রাজন্)। অন্তরিক্ষস্থাঃ (গগনস্থাঃ সিদ্ধাদয়ঃ) দিবি (গগনে) নানাবাদ্যরবৈঃ (বিবিধবাদ্যধ্বনিভিঃ) দুন্দুভয়ঃ (দুন্দুভিনামক বাদ্যবিশেষাঃ, দেবদুন্দুভয় ইতি ভাবঃ) চ আর্য্যাঃ (সাধ্বীঃ) বর্ষন্ত্যঃ (বর্ষণং কুর্ব্বন্ত্যঃ) পুষ্পবৃষ্টয়ঃ (কুসুমবৃষ্টীঃ) চ ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ)। তুম্বুরু-বীণা-মুরজ-বেণু-তাল-ধর-ঘণ্টিনঃ (তুম্বুরুনামক-গন্ধর্ব্বঃ বীণা-মুরজ-বেণু-তাল-ধরাঃ ঘণ্টিনশ্চ) সূত-মাগধ-বন্দিনঃ (সূতাঃ মাগধাঃ বন্দিনশ্চ) মহাপুরুষং (ভগবন্তং বিষ্ণুং) তুষ্টুবুঃ (স্তুতবন্তঃ) ॥১১-১২

অত্র (তস্যাং সভায়াং) আসীনাঃ (স্থিতাঃ) কেচিৎ (ঋত্বিজঃ) ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মজ্ঞাঃ) সন্তঃ। অত্র চ (সভায়াং) পূর্ব্বেষাং (স্বকীয়-পূর্ব্বজানাং) পুণ্যযশসাং (পুণ্যা যশঃ যেষাং তেষাং) পূর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং কথাঃ (চরিতানি) অকথয়ন্ (কথিতবন্তঃ) ॥১৩॥

হে রাজন্। তত্র সভায়াং (এতস্মিন্ বিষয়ে) অপূর্ব্বকৈঃ (স্বকীয়ৈঃ পূর্ব্বৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) একঃ পুরুষঃ (জনঃ) আয়াতঃ (ইতি) দ্বারপালৈঃ প্রতীহারৈঃ বিজ্ঞাপিতঃ (তথা তদাজ্ঞয়া এব সভায়াং) সঃ প্রবেশিতঃ ॥১৪॥

করিবেন ॥১৩

এবং তথা হইতে সুধর্ম্মানাম্নী সভায় প্রবেশ করিবেন; শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বৃষ্ণিবংশীয় শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিবেন। অহো! এই সভায় অবস্থানকালে মানবের মোহ, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা এবং জরা ব্যাধি প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তের কখনও আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ॥১৭

অহো! মনুষ্যগণ বহুবার পবিত্র হইয়া, যাদুবের যখন সভামধ্যে জোড় আসনে উপবেশন করিবেন, তখন তাঁহাকালে পরিবেষ্টিত গ্রহমণ্ডলস্থ নিশানাথের ন্যায় তিনি যাঁর জ্যোতিতে যেন জগৎ কিছু আলোকিত করিয়া বিরাজ করিবেন ॥১৮

হে রাজন্। তখন পরিজনগণই উপস্থিতগণ বিভিন্ন রাজন্যের উদ্দেশ্যে সেই বিশেষভাবের অবতারীর কথা কহিবেন। ঐন্দ্রজালিকাদি নট-বিদূষকগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুরূপ মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, তাল এবং মন্থাদির বাদনে দ্বারা বিভিন্ন দ্বারা মনুষ্যদের প্রত্যাগমনের (১ম) করিবে; নর্ত্তকীগণ বিবেধ বিবেধ নৃত্য ও গীতাদির পরিচয়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন এবং (পৌরাণিক), সূতগণ (বংশ-প্রশংসাকারী) স্তবগণ এবং (স্তুতিকারী) বন্দিগণ উপস্থিত হইয়া, যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিবেন ॥১৯-২০

সভাস্থলে সমবেত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র সমূহ ব্যাখ্যা করিবেন এবং অন্যান্য পুণ্যাত্মা যাদবী ব্যক্তিগণ পুণ্যাত্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাগণের পবিত্র কথার আলোচনা করিবেন ॥২১

হে নরনাথ। এই প্রকারে অনুকাল অতীত হইলে, এক দিবস একজন অপরিচিত ব্যক্তি সভাদ্বারে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিহারিগণ আসিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে ঐ নবাগত ব্যক্তি সভামধ্যে প্রবেশ করিল ॥২২

স নাবকৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ।
রাজ্ঞামবেদয়ৎ কৃৎস্নং প্রসাদন্নিধনোদয়ম্ ॥২৩

যে চ বিগ্রহরে তস্য সমক্ষং ন বয়ং পৃথক্।
প্রদ্যুম্ন-সাম্ব-নিরুদ্ধা যে বিগ্রহরে ॥২৪

(রাজার উক্তি।)

কৃষ্ণ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবায়াম্ প্রপন্নজনপালন।
যদ্বং ত্বাং পরমং যাসো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ ॥২৫

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চনে যে।
যত্রাবসন্ত্যখিলসাত্বতভাবিতাত্মা
সত্ত্বপ্রধানত্রিদিবায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥২৬

লোকে ভবান্ প্রকটিতঃ কলয়াবতীর্ণঃ
সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চাজ্ঞ।
কশ্চিদ্বলীয়সিরিহাস্তি নিয়ম্যতো বা
কিংবা জনঃ সকৃতকৃদ্ভবতি ত্বদীয়ঃ ॥২৭

স ঃ সূতঃ পরমায় কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ সন্ রাজ্ঞাং রাজপরিষদাং কৃৎস্নং আবেদয়ৎ ॥২৩

তত্র যদবানাং বিগ্রহরে যে চ মুনেঃ সকাশাৎ ন বয়ং তে (যে অত্রে যে পরাক্ষরীত্যেবাদি ভেদাঃ) বিগ্রহরে তত্রাপ্যহং দূরে তেষাং তত্রাভাবেন প্রদ্যুম্নাদয় এব তত্র যদবা ইত্যর্থঃ ॥২৪

তৎসেবায়া বিঘ্নস্থিতয়ে যদ্ধিঃ যথা তত্রাহঃ রাজেতি। হে কৃষ্ণ। হে প্রপন্নজনপালন অত্রাত্মানাত্মন্ বহু। পুনর্বিঃ অত্রাপি ভবভীতাঃ বয়ং ত্বাং পরমং যাসো যাচিতবন্তঃ ॥২৫

ইহ সংসারে অয়ং লোকঃ সর্বঃ অপি জনঃ যাবৎ বিকর্মনিরতঃ (বিকর্মণি নিষিদ্ধে পাপকর্মণি নিরতঃ) যে লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ, কুশলিতে তদা কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে তবার্চনে যে। অত্রাপি যে যদবাদয়ো ভক্তা তেষাং ভক্তিবিঘ্নায় নমোঽস্তু তস্মৈ ইতি অধিকিয়ায় বিশেষবিধিয়ায় তাৎপর্যায় কৃতঃ বহু তস্মৈ ॥২৬

হে ঈশ। ভূভারকলয়া (ভূমেঃ ভারকলয়া ভারস্য) অবতীর্ণঃ (অবতারঃ বিগ্রহঃ)। তথা সাধোঃ সজ্জনস্য রক্ষায় দুষ্টনিগ্রহায় চ অবতীর্ণঃ (অবতারঃ ইব ঈশ্বরঃ) তথা অধিক্ লোকে অবতীর্ণঃ; তথাপি কশ্চিৎ অন্যঃ অবতারাদিঃ ত্বদ্বৎ বিশেষম্ অধিকারি ঈশ্বরাদি। এতেন সঃ ভবান্ স্বয়ম্ ঈশ্বরঃ। অতঃ যা যত্র যত্র লোকেষু অবতারাদি অন্যঃ যত্রত্য ভক্তি তত্তত্রঃ ভবতি কিং ত্রাণায়ৈব এব প্রকারঃ বিনা বিশেষম্ ॥২৭

এবং শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া প্রবল-পরাক্রম ভগবান্ বলরাম নিজের রাজত্বকালের সুখের সময়ে তথায় লীলা বিস্তার করিলেন ॥২৩

সেই রাজাদের বিগ্রহ করিলে যে যে কৃপাদি তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বিমুখ হন নাই, তাঁহাদিগকে দূরে অন্যত্র সম্মান রাজাকে ভগবান্ যদুপুরীতে যদুল করত মহাবৈভব-যাগে লক্ষ রাজমণি বিবাহ অভিপ্রায়ে নিমিত্তক যাদব দূরে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন ॥২৪

সূত সেই সব রাজাদের প্রেমের উক্তি মনে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কৃপাসিন্ধু আমার দ্বারা আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, হে কৃষ্ণ!—হে প্রপন্ন-জনপালন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ। আমরা ভবভীত পরমপদ লাভের জন্য ভীত হইয়াছি এবং ভয়-ভরে ভীত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি নিজগুণে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥২৫

অহো! এই সংসার-ক্ষেত্রে মানবগণ যদ্যপি বিবিধ পাপকর্মে নিরত থাকে, তথাপি তাহারা আপনাদের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ আপনার উপদিষ্ট ঈশ্বরার্চনরূপ স্বকীয় বিহিতাচার কর্মে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়ে; সুতরাং তখনও তাহাদের জীবিত থাকিবার প্রবল আশা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইলেও যিনি অপ্রমত্তকালরূপ অবলম্বনে অকস্মাৎ সেই আয়ুঃশত্রুকে যেমন করেন, সেই তাঁর তৃতীয়পন্থা আমরা তথায় পরমপদ অবলম্বন হইতে অসমর্থ হইয়াই ভূমে পতিত হইয়াছি এবং ভয়-ভরে ভীত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি নিজগুণে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥২৬

যদ্যাদিকং বৃণহয়ঃ পরমস্বতন্ত্রৈ
পশ্যন্নমেব তদমেক বুধঃ স্বদৃষ্ট্যা।
বিশ্বং যদন্তরবি দূরমণীমমাত্রং
চিন্তাময়ং হরিপদায়ুধ আত্মদেহে ॥২৮
আত্মা স্বয়ং প্রতিদৃশোঽস্তরণাদ্যিদৃক্ষো
যদ্যন্ বিভুত্বমনবাপ্তমকল্পপাণাৎ।
সো ঽঙ্গুষ্ঠমাত্রবপুরুত্তমশক্তিরেকো
বিভ্রদ্ ভবায় ভগবন্ ভজতাং কিমাহ ॥২৯
সো বৈ ভবা বিষয়তাং ভগবান্ স্বয়ং হি
আত্মা যদেষ সদসৎপরতত্ত্বরূপী।
কিন্বা ভজেমহি পরং ত্বপুরাদরেণ
যদ্ধ্যাসিনঃ পরমহংসগতিং প্রয়ান্তি ॥৩০

---

২৮ টীকা। যদ্যপি ভক্তগণের বিশেষতঃ পরম আত্মনি পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাংশে সর্ব্বতোভাবে তাঁর নিকট কিছুই প্রার্থনীয় নাই, তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রীতির জন্য তাঁহার প্রার্থিত বস্তু দিয়া থাকেন। ভক্তও তাঁর প্রসাদে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কণা মাত্র লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ভক্তের প্রার্থনা ও ভগবানের দান এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

যদ্যাদিকং (যদি আদিকং) বৃণহয়ঃ (বৃণীমহে) পরমস্বতন্ত্রৈ (পরমস্বতন্ত্রস্য তব) পশ্যন্নমেব (পশ্যন্ এবমেব) তদমেক (তদমেকং) বুধঃ (বুধাঃ) স্বদৃষ্ট্যা (স্বদৃষ্ট্যা) বিশ্বং যদন্তরবি (বিশ্বং যদন্তরবি) দূরমণীমমাত্রং (দূরমণীমমাত্রং) চিন্তাময়ং (চিন্তাময়স্য) হরিপদায়ুধ (হরিপদায়ুধস্য) আত্মদেহে (আত্মদেহস্য) ॥২৮

আত্মা স্বয়ং প্রতিদৃশোঽস্তরণাদ্যিদৃক্ষো (আত্মা স্বয়ং প্রতিদৃশঃ অন্তরণাৎ যিদৃক্ষঃ) যদ্যন্ বিভুত্বমনবাপ্তমকল্পপাণাৎ (যদ্যন্ বিভুত্বং অনবাপ্তং অকল্পপাণাৎ) ॥২৯

সো বৈ ভবা বিষয়তাং ভগবান্ স্বয়ং হি (সঃ বৈ ভবান্ বিষয়তাং ভগবান্ স্বয়ং হি) আত্মা যদেষ সদসৎপরতত্ত্বরূপী (আত্মা যদ্ এষ সদসৎপরতত্ত্বরূপী) কিন্বা ভজেমহি পরং ত্বপুরাদরেণ (কিং বা ভজেমহি পরং ত্বপুঃ আদরেণ) যদ্ধ্যাসিনঃ পরমহংসগতিং প্রয়ান্তি (যদ্ ধ্যাসিনঃ পরমহংসগতিং প্রয়ান্তি) ॥৩০

তাহাকে আপনাকে প্রদান করি ॥২৬

২৭ অন্বয়ঃ। চরিতার্থ সাধু ভক্তগণের কথা এবং বিশ্বস্বামী ভগবানের নিষ্প্রয়োজন আপনি স্বতঃই আমা সকলের মধ্যে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। জগৎ-আসনের আপনিই একমাত্র অধীশ্বর; তথাপি ভগবান্-মগ্ন ব্যক্তিগণ আপনার নিকটেও ভিক্ষা করিতেছে। ইহাতে আমাদের ন্যায় ব্যক্তিদিগকে ভগবান্ ভক্ত বিষয় বাসনা ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব আপনি যখনকালে অবতীর্ণ হইতেছেন, আমাদিগকে ও ঘ ঘ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে কি না, তাহা আমরা নিজে অবধারণ করিতে পারিতেছি না ॥২৭

২৮ অন্বয়ঃ। আপনার বহুপ্রয়াস-লভ্য যোগবল বিষয় ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্যলাভে বিষয়ান ধীর পরমাত্মার অনুভবে নিযুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা আপনার অতিপ্রাকৃতি মহামায়ার প্রভাবে এমনি মুগ্ধ হইয়াছি যে, সেই আত্মাবেন্দকে উপেক্ষা করত অতি তুচ্ছ বহু নশ্বর রাজ-সুখের প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ অন্বিত্ব হইতেছি। এই ভোগের দ্বারা স্ত্রী পুত্র কৃত্যাদিতে বিষয় ভাব অবলীলাক্রমে লক্ষ করিতেছি এবং একান্ত কৃপণের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিতেছি ॥২৮

২৯ অন্বয়ঃ। যখন আপনার চরণে শরণ লইলে মায়ামোহ নির্হরণ হইয়া যায়, তখন আমরা আপনার আশ্রিত। এই ভীষণ ভবসাগরে বহুজন মোহ কর্দ্দমাদি হইতে আমাদিগকে আপনি মুক্ত করুন। এই ভবসাগর অতি বহু ভয়ঙ্কর বলিয়া ধারণা করে। সুতরাং পরমাত্মা নিত্য যেমন যেরূপভাবে ইচ্ছা যাহা আছে করে, সেইরূপ এই দুর্ব্বার ব্যক্তি আমাদের ন্যায় প্রভু রাজকর্ম্মচারীকে অবলীলাক্রমে স্বীয় দুর্গে আবদ্ধ করিয়াছে ॥২৯

৩০ অন্বয়ঃ। আপনাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না; আপনি সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ত অবস্থান করত এই ভবসাগরে সহিত মহাকাল যার

সূত উবাচ।

ইতি ব্যাসবচঃ শ্রুত্বা তত্ত্বদর্শিবরোত্তমঃ।
প্রণম্য পাদমূলং তে দীনবাক্যং স বিজ্ঞাপয়ৎ ॥৩১

শ্রীশুক উবাচ।

রাজভূতে তুতত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ।
বিস্মৃতং পিতরঞ্চাত্মানং প্রাদুরাসীদ্ যথা পুরা ॥৩২

সূতঃ উবাচ। ব্যাসস্য বচনং শ্রুত্বা তত্ত্বদর্শিবরোত্তমঃ ইতি ব্যাসম্ এবং যে তত্ত্ব পাদমূলং প্রণম্য; সঃ দীনবাক্যং যেন বা তদ্বাক্যেন বিজ্ঞাপয়ৎ ॥৩১

শ্রীশুকঃ উবাচ। রাজন্ যুধিষ্ঠির এবং তুতত্য নৃপং পরমদ্যুতিঃ (পরমা দ্যুতির্যস্য সঃ) দেবর্ষিঃ নারদঃ; বিস্মৃতং পিতরং (বিস্মৃতঃ পীতঃ যস্মাৎ তং) বিস্মৃতং বিস্মৃতঃ পিতা যস্য তথা তং প্রাদুরাসীৎ আবির্বভূব; যথা পুরা আবয়োঃ ॥৩২

যস্য আসনং শয়নং সূত্রী পর্যাটনং তদ্বাক্যেন ব্রহ্মণীত্যর্থঃ ব্রহ্মণি ঈশ্বরে বিস্মৃতা তদ্বাক্যং ব্রহ্মণঃ অন্যত্রঃ। যদিবা ঈশ্বরঃ সর্বং বৃত্তা সর্বত্র দৈর্ঘ্যা। তং তথা ॥৩২

তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
যযৌ উত্থায় দৈর্ঘ্যা সদ্যঃ সাধুগো মুদা ॥৩৩
সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃত্বাসনপরিগ্রহম্।
যযাচে দুর্লভং লোকৈঃ ত্রয়াণামপি দুর্বিদম্ ॥৩৪
অপিবিদ্ধং লোকানাং ত্রয়াণামনুতোজনম্।
নমু কৃষ্ণ জগন্নাথ লোকান্ পর্যটতো গুরুন্
ন হি কেঽপিহিতং কিঞ্চিল্লোকেশ্বরকর্তৃকম্।
অথ পৃচ্ছামহে ত্বাত্মানঃ কিমীহিতম্ ॥৩৬

বিধিবৎ যথাবিধি সভাজয়িত্বা (পূজয়িত্বা আসনং পরিগ্রহং কৃতবতং (তেন তং) দৃষ্ট্বা তথা তেনেত্যর্থঃ ঈশ্বরঃ (তেন তং) যযাচে যাচিতবান্ ॥৩৪

অয়ং অনুনা এতাবতা লোকানাং কিং কিং অনুতোজনম্ অবশ্যং ভবিষ্যতি ? তত্র যে ব্রহ্মণঃ লোকেষু পর্যটতঃ তদানীং তত্ত্বঃ অবশ্যং অয়ং ত্বাত্মা ত্বাম্ যদি তদা স্যাৎ (যদ তত্ত্বা সর্বলোকানুগ্রহকরণে ভবতি) ॥৩৫

হি যতঃ ঈশ্বরঃ ঈশ্বরঃ তত্ত্বং ত্বং ত্বেতি) লোকম্ যে তব অধিষ্ঠিতঃ বিশিষ্ট এ অতি, অতঃ পাতবানো কিমীহিতং যে তব ত্বাত্মা পৃচ্ছামহে ॥৩৬

অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তখনো সত্যবতী মাতা তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন; কেবল মোহ একবার মাত্র আপনি পরাস্ত হওয়ায়, ঐ ব্যক্তি এত বলবান্ হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় তত্ত্বদর্শী প্রভা ভক্তদেরও একান্ত প্রলোভিত করিতেছে। অতএব আপনিই আমাদের মুক্তির প্রতিবিধান করুন্ ॥৩০

সূত বলিল,—হে শ্রীশুক! ভগবান্ কর্তৃক সম্মত রাজর্ষি আপনার সন্দর্শন-কামনায় এই প্রকারে আপনার সমীপে সমাগত হইয়াছেন। আপনি তাঁহাদের মনঃ-বিনোদন করুন্। এই বলিয়া সূত বিরত হইল ॥৩১

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! রাজর্ষি এই প্রকার বলিতেছিলেন; ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ পিতৃদত্ত শরীরধারণ করাতে সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় সেই সভামধ্যে অকস্মাৎ উপনীত হইলেন ॥৩২

দেবর্ষিকে সমাগত অবলোকন করিয়া, দেবদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্বর ও মনুষ্যবর্গের সহিত একত্র গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিশেষ আদরের সহিত নবম আসন করিয়া তাহাতে প্রদান করিলেন ॥৩৩

যথাবিধি সম্ভাষণাদি করিবার পর নারদ আসন পরিগ্রহে উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ স্নেহ-সহকারে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া, মধুর বচনে দেবর্ষিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন— ॥৩৪

হে দেবর্ষে! আপনার সন্দর্শনে আমরা একটী বিষয় জানিতে পারিয়াছি। আপনি সকল লোকেই পর্য্যটন করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনার নিকট আমরা ত্রিভুবনের যাবতীয় প্রাপ্ত হইতে পারি। অতএব বলুন্ দেখি। সম্প্রতি লোকত্রয়ের মধ্যে ও ৩৫

শ্রীনারদ উবাচ।

দৃষ্টা বয়ং তে বহবো দুরত্যয়া
যন্মায়া বিশ্বসৃজঃ বশকিনঃ।
দুরন্ত দুঃখপ্রচয়ঃ বশকিনঃ
ঈহেবিত ভগবতো ন মোহনম্ ॥৩৭
অথেহিকং কোঽর্থ ইতি স্ম বেদিতুং
বয়ং বিরূপা বিবিধাকৃতেঃ কৃতঃ।
যদ্বিগ্রহাদাত্মরতাবসাদতে
ভবস্য যত্তে সমনত্তো বিমোহনম্ ॥৩৮
ভবস্য যে সন্নয়তো বিমোক্ষণং
ন যন্তি তে ঽমী বিবিধাভয়ীশ্বরাঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ং স্ত্বা তমসঃ পরং প্রভো ॥৩৯

শ্রীনারদঃ উবাচ। হে বিদ্বো! হে বৃত্রন্! বয়ং (ত্বয়া যদ্ যদ্ প্রকারং যত্ত্ব বর্ণনীয়ং) বহবঃ তে বশকিনঃ সন্তোঽপি তে তুভ্যং দুরত্যয়ায়াঃ দুরন্তায়াঃ দুঃখপ্রচয়ায়াঃ বশকিনঃ বশীভূতাঃ, বিশ্বসৃজঃ ব্রহ্মাদয়ঃ অপি যস্যাঃ মায়ায়াঃ বশকিনঃ বশীভূতাঃ সন্তঃ ঈহেবিত ভগবতঃ তব ঈহিতস্য মোহনং মোহকারণং ন যন্তি, অতঃ বয়ঞ্চ তব প্রকৃতেঃ কৃতঃ কুতো বিরূপাঃ বিবিধাকৃতয়ঃ (বহু-প্রকার-শরীরধারিণঃ) সন্তঃ অথেহিকং তত্তদ্ অর্থং বেদিতুং জ্ঞাতুং ন স্ম ন যন্তি? অপি তু যন্ত্যেব। যদ্ যস্মাৎ বিগ্রহাদাত্মরতাবসাদতে (বিগ্রহাৎ শরীরাদ্ আত্মরতাৎ আত্মনি রতাৎ আত্মারামাদ্ অবসাদতে অবসাদং প্রাপ্নোতি) তস্য ভবস্য সংসারস্য তে তব যত্তে যদিদমাত্মানং (যেন প্রকারেণ যদ্রূপেণ বিশ্বসৃজাং ব্রহ্মাদীনাং বিগ্রহরূপেণ প্রকাশসে) তদ্রূপং তে তুভ্যং যে নমঃ ইতি ॥৩৮

ভবস্য যে সন্নয়তো (অনর্থং দুঃখং আনয়তি ইতি তথাভূতস্য) সংসারস্য দুঃখপ্রদ-সংসারকারণস্য তমসঃ বিমোক্ষণং বিমুক্তি-সাধনং আত্মতত্ত্বং ন যান্তি ন জানন্তি অতএব সংসারস্য দুঃখ-দুঃখ)-প্রদাত্রীং বিদ্যাং-দুঃখ-রোধনং অজ্ঞানং তমঃ ইতি যাবৎ। ঈদৃশ যেঽপি যে তথা ভূতাঃ ঈশ্বরাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ প্রকৃতেঃ অবতারাণাং-বিষ্ণোরংশ-স্বরূপাণি-প্রকাশকাঃ লীলাবতারৈঃ স্বকীয়ং যশঃ প্রদীপকং প্রাজ্বালয়ং সম্যগ্ উদ্দীপয়ন্তি, তং ত্বা ত্বাং পরং প্রধানং ন যন্তি ॥৩৯

ঈশ্বর-সৃষ্ট এই দুঃখসমূহ মধ্যে আপনার বিদ্বেষী নাই; অতএব শাস্ত্রজ্ঞগণ এবং বিজ্ঞগণ অনুধাবন করিয়াছেন, তাহাই আপনার নিকট আমি নিবেদন করিতেছি; আপনি আদ্যন্তবিহীন তাহা বর্ণন করুন ॥৩৬

এইপ্রকারে দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—হে বিদ্বো! বিশ্ব বিধাতা স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মারও অধিষ্ঠাতৃশক্তি যাহা হইতে আপনি সম্পূর্ণ বিমোহিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবতীর শক্তি ত্রিগুণাত্মিকমায়ার অনির্বচনীয় প্রভাব আমি প্রভূত পরিমাণে পরিদর্শন করিয়াছি। হে ধর্মবিদ্! ভগবদ্ভক্তির মহিমা তাহা প্রত্যক্ষভাবে আপনি স্বয়ং, ব্রহ্মা ও ভবানীনাথ শঙ্করের প্রভাবে ত্রাণকর্তা কৃষ্ণসমূহে যে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষরূপ অবগত হইয়াছি। সৌভাগ্য প্রভাবে কিছু বিশেষ আশ্চর্য্যবোধ আমার হয় নাই ॥৩৭

হে বিদ্বো! স্বীয় মায়াবলে আপনি যখন অবতীর্ণরূপে এই বিশ্ব-সংসারের উৎপত্তি এবং প্রলয় করিতেছেন, তখন সেই জীব কে আর আপনার অতিক্রম করিতে পারে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই বিদ্যা প্রভাবে কেবল জগতের সংসারের সংরক্ষণে প্রতীত হইতেছে এবং আত্মারূপে আপনার বিশ্বানন্দ স্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। হে ভগবন্! সেই কারণ হইতে পৃথক্, সকলের সাক্ষিরূপে আপনিই কেবল বিরাজ করিতেছেন। আপনাকে আমি প্রণাম করি ॥৩৮

জন্ম-মরণ-রূপ জীবের দুঃখপ্রদ সংসার হইতে বিমুক্তি লাভের উপায়ভূত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ আত্মো-

অথাপ্যাজ্ঞায়তে ব্রহ্ম নরলোকবিড়ম্বনম্।
রাজ্ঞঃ সৌকূলনেস্তস্য চক্রুশ্চ ত্রিবৃতীরিতম্ ॥৪০

যস্যাস্তি দ্যাং অথত্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।
পাদমেষ্যংস্তদা দৃপ্তক্ষত্রমাবসুযোৎস্যতি ॥৪১

তস্মিন্ বৈ ক্রূরবে কালে ত্বয়ি চ সুরাসুরঃ।
নিঘ্নন্তি নরদেবত্বে রাজানস্ত্বাং দুর্বিদঃ ॥৪২

শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ধ্যানাৎ পূজনাদ্বন্দনাদপি।
তত্ত্ব ব্রহ্মবলেনৈব বিমুচ্যেরন্নরাদয়ঃ ॥৪৩

যজ্ঞোবলং দিবি ভুবঃ প্রবিতং যমাহুঃ
ভূম্নো ত ত্রে ভুবনমঙ্গল বিগ্রহস্য।
মন্দাকিনীতি দিবি তোয়বতীতি চায়ো
পাতালে ত্রে চরণশৌচ ভগবতীতি ॥৪৪

অথ খলু হে ব্রহ্মন্! অনালোকবিড়ম্বনং ব্রহ্ম যস্য সৌকূলনেস্তস্য রাজ্ঞঃ যুধিষ্ঠিরস্য ত্রিবৃতীরিতম্ আত্মনশ্চ পাণ্ডবেয়ানাঞ্চ ॥৪০

পাণ্ডবোত্তমঃ ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ষাণি: দৃপ্তিঃ পাণ্ডবা যুধিষ্ঠিরা ত্রয়স্ত্রিংশেন রাজসূয়েন যজ্ঞেন যাং গতিং আপ্তবন্তি, তাং ত্রয়ং অধিগমিষ্যতি তথা অনুভবিষ্যতি ॥৪১

হে ত্রেয়! যস্মিন্ ক্রূরবে তথা নিঘ্নন্তঃ প্রহরন্তঃ দুর্বিদঃ রাজানঃ ত্বাং নরদেবত্বে আপ্তবন্তি ॥৪২

হে ত্রৈয়! ত্রয়স্য শ্রবণাদি-পরম্পরয়া তব ত্রয়স্য কীর্তনাৎ ধ্যানাৎ অনুস্মরণাদিতঃ ত্রয়োদশাৎ তব পূজাত্ত ত্বয়ি, তথা ত্বৈবাদিবন্দিতঃ (ত্রৈয়ত্ত ইতি অধিপূর্বাদি বিজ্ঞাপূর্বাদ্ধ তথাভূতস্য হে বন্দে ত্রে) পূজায়ে ইতি বিশ্ব বন্দনায়ে ॥৪৩

হে ভুবন-মঙ্গল! যত্ত ত্রে অবতার পরমেশ্বর-বিগ্রহস্য তব বিশ্বরিতায়ে দর্শনীয়ে ধারণে, অতএব দিবি স্বর্গে, তথাত্রে পাতালে, ভূম্নো ত ত্রয়োঃ ত ত্রে তব পূর্বাদি, যত্ত ত্রয়ম্ তিবি অথ পাতালে তোয়বতীতি, ত্রৈ ভূম্নো তথা ইতি যাত্ত বিশ্ব পূর্বাদি, তত্ত ত্রয়ম্বিধিঃ পরিত্রো ত্বং সংস্কৃতঃ ॥৪৪

যোগী হইয়াই তাঁর সন্তোষ-প্রোতে নিরন্তর ভাসমান হইতেছ। হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ং ত্রৈযোগী হইয়া বিবিধ অবতার গ্রহণে তাঁর যশোরূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া, সেই অজ্ঞানান্ধ জীবের অজ্ঞানান্ধকার যখন বিদূরিত করিতেছেন, তখন কেবল আপনার পরমাত্মক হওয়াই আমাদের এতদ্বিষয়ে কর্তব্য কর্ম এইরূপ আমি বিবেচনা করি ॥৩৯

হে ব্রহ্মন্! হে পরমাত্মন্! মনুষ্য-বিগ্রহ ধারণে আপনি যখন আত্মপ্রকাশ করত যখন আপনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন আপনার সহিত সৌকূল ব্রহ্মবংশের আত্মজাত আমি আপনার সৌকূলের পরম ভক্ত দ্বারা যুধিষ্ঠিরাদির বর্তমান অভিপ্রায়ের বিষয় শ্রবণ করাইতেছি ॥৪০

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞকারীদের স্বর্গলাভ করিবেন বলিয়া যে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আপনার অর্চনা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; আপনি তাহা অবগত আছেন। তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ পর্যন্ত পৃথিবী পালন করিবেন, তাহার পর ভীমার্জুনাদি ভ্রাতৃগণের বাহুবলে তিনি স্বর্গে গমন করিবেন ॥৪১

হে ত্রেয়! এই যেই ঘোর সংগ্রামের বর্ণন করিবার নিমিত্ত, দেবদ্রুহ এবং ধর্মদ্বেষী নৃপতিগণ সকলেই সমবেত হইবেন ॥৪২

অহো! যাঁহার গুণগ্রাম শ্রবণ এবং কীর্তন করিয়া এবং যাঁহার শ্রীমূর্তি কেবল হৃদয়ে ধারণ করিয়াই অতি নিম্নশ্রেণীয় লোকও পবিত্র হয়, হে সর্বেশ্বর! সেই পূর্ণব্রহ্ম আপনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহারা বর্ণন করেন, তাঁহারা যে পবিত্র হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?৪৩

হে ভুবন-মঙ্গল! আপনার অমল যশোরাশি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের জল বিশুদ্ধ আলোকিত করিয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং আপনার চরণ-বিধৌত বারি স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, পাতালে ভোগবতী নামে এবং মর্ত্যধামে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া, এই ত্রিলোকীকে পবিত্র করিতেছেন ॥৪৪

শ্রীশুক উবাচ।

তত্র তেষামুপক্ষেপমুৎসৃজ্য বিজিগীষতা।
ব্যাঘ্রঃ পৌংস্নঃ স্বয়ং যুদ্ধমুভয়াং প্রাহ কেশবং ৪৫৮

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বং হি পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থকোবিদঃ।
অথাস্য তদনুষ্ঠেয়ং আশুঃ কুরুষ্ব উৎ ৪৫৯

ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্বজ্ঞোপি সুহৃৎ।
নিশ্চেতুং নিপুণায়ৈ উদ্ধবং প্রত্যভাষত ৪৬০

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৭০

শ্রীশুকো উবাচ। তত্র তত্রায়াম্, আক্রমণমন্তু যেন প্রকারেণ, তেষাম্ জিগীষতা জয়াভিলাষিণা অনুসরতা ব্যাঘ্রঃ পৌংস্নঃ পুরুষ সম্বন্ধী, স্বয়ম্ স্বতঃ, উভয়াম্ উভয়ত্র প্রাহ ॥৪৫৮

হি যস্মাৎ ত্বং যঃ অস্মাকং পরমং চক্ষুঃ সর্বপ্রকাশকত্বাৎ, মন্ত্রার্থকোবিদঃ মন্ত্রার্থজ্ঞঃ, অস্মাকংবিনাশেন তত্র যাদবাদি যেষ্টেতি তথা সুহৃৎ। অথ তস্মাৎ হেতোঃ যৎ অস্মাকম্, তৎ আশু শীঘ্রম্ কুরুষ্ব ॥৪৫৯

ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা ইতি এবম্ উপামন্ত্রিতঃ উক্তঃ নিশ্চেতুং নিশ্চয়ম্ আত্মনঃ প্রত্যভাষত উক্তবান্ ॥৪৬০

। ইতি বঙ্গে মম শ্রীমদ্ভাগবতপারমহংস্যসংহিতায়াং
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৭০

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমনি যাদবের তাদৃশ উক্তি শ্রবণে মনে মনে লক্ষ্য হইলেন এবং স্বতঃই পক্ষ যাদবগণ অবাসকে পরাজয় করিবার কথা চিন্তন করিলে, কেশব উদ্ধব হাত করত মৃদু হাস্যে স্বীয় ভক্ত সেবক উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—৪৫৮

হে উদ্ধব! তুমি আমাদের পরম সুহৃৎ, পরামর্শদাতা এবং চক্ষুর ন্যায় পথপ্রদর্শক; অতএব এ বিষয়ে আমাদের যাহা কর্তব্য তুমি অবধারণ কর; আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে সেইরূপই অনুষ্ঠান করিব ৪৬

সর্বজ্ঞ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অমনিতেও তাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, ভক্ত উদ্ধব তখন আত্মনিবেদনার্থী করত যথাযথ প্রত্যুত্তর দান আরম্ভ করিলেন ৪৬০

শ্রীমদ্ভাগবতবিবেকব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে
পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্মা-কৃত সপ্তত্রিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(উদ্ধবপ্রশ্নের শ্রীকৃষ্ণের উত্তরপ্রদানম্।)

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুদ্ধবেনাভিহিতমাকর্ণ্য দেবকীসুতঃ।
সভাজয়ন্ বন্ধুমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥১

উদ্ধব উবাচ

বদুক্তমম্বিকা দেব দাশার্হ্যাং যদ্যতদ্বৃতা।
কার্য্যং সৈকৃতমেতস্য তদা চ পরমৈষিণাম্ ॥২

অন্বয়।

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবম্ দেবকীসুতঃ (দুর্লভ-ত্রিজগদ্বিখ্যাতজন্মকঃ ভগবান্ ইতি ভাবিতম্) আকর্ণ্য তস্য তথা সম্ভাবিতং যথা (অত্যন্ত-বিস্ময়াবেশেন প্রত্যয়ম্ ইতি) তথা কৃষ্ণস্য চ (উদ্ধবস্য চ ভগবদ্ভক্তিতঃ) চ আত্মনঃ মহাত্মনঃ (অস্মাকং পোষ্যঃ পুত্রা ধাত্রঃ বয়ং ন ইতি) উদ্ধবং অভাষত ॥১

উদ্ধবঃ উবাচ। হে দেব! দেবকিনা নাম্নেব সম্বন্ধাৎ যাদব ভবিষ্যতঃ সৌভাগ্যতঃ চ দাশার্হ্যাং পূর্বং পূর্বজিনা দাশার্হ্যাং নামাদ্যাং বর্তমানা ইতি যৎ উক্তং, তৎ তথা তাদৃশং; তথা পরমৈষিণাং পরমার্থিনাং যোগিনাং চ যদা কৃতং ॥২

অন্বয়।

হে বিভো! দিগ্বিজয়ী সন্ যুধিষ্ঠিরো রাজসূয়ং যজ্ঞং কর্তুং শক্নুয়াৎ যদি, অথবা দিগ্বিজয়েন যঃ তদা তস্য তথা ন উদ্যমঃ (রাজসূয়ার্থং পরাক্রমকরণং) ॥ যি যে তব মতং ॥৩

হে গোবিন্দ! এতেন তদারম্ভেণ এব অস্মাকম্ যদি আর্য্যঃ অর্থঃ সিধ্যেৎ তদা, অথবা যদা বিঘ্নতঃ বিঘ্নকরাৎ তব মতং ভবিষ্যতি ॥৪

হে অচ্যুত! ঈদৃক্ তাদৃশেন পূর্বং এবম্ অস্মাভিঃ ঈপ্সিতস্য সম্পাদনং, যত্র যেন পূর্বীয়েন অস্মাকং ঋণং সর্বং রাজসূয়ার্থং যাচনং অস্মাকং ভবি যাতম ॥৫

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[উদ্ধবের বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় এবং তদনুকূলে শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন সময়ে দেবর্ষি নারদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তি শ্রবণে সত্যভামার অসাধারণ-বিশ্বাসার্থে মুখ-ব্যাদান এবং শ্রীকৃষ্ণের এতৎসম্বন্ধে অভিপ্রায় অবগত হইয়া সবাসাচি উদ্ধব বলিলেন ॥১

উদ্ধব বলিলেন,—হে দেব! তদবধি পিতৃষসা কুন্তীর নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; তদনন্তর দেবর্ষি নারদ আপনাকে যে সাহায্য করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা আপনার অবশ্যই কর্তব্য হউক; অথচ মহাত্মা কৃষ্ণপিতৃষসার ইচ্ছা করাও আপনার অবশ্য কর্তব্য ॥২

হে বিভো! দিগ্বিজয়ী হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির যদি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহা হইলে উহার কার্য্যই সম্পন্ন হয়। আর দিগ্বিজয়ে উদ্যমকালে অসফলের পরাজয় হইলে, রাজসূয় যজ্ঞের সাহায্য এবং সফলের রাজাধিপত্যও তদা উহার অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়; ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥৩

অসফলের নিধন হইলে, আমাদেরও বিঘ্নের উপশম হয়; আর কোন বিঘ্নের আশঙ্কাও থাকে না। হে গোবিন্দ! বিশেষতঃ ইহা দ্বারা আপনি যদি আমাদের রাজাধিপতিকে যুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার যশের আর সীমা থাকিবে না ॥৪

ন বৈ দুর্বিদগ্ধো রাজা বাগাদুকসমো ভবেৎ।
দুর্লভাদপি চাক্রোধাৎ ভীমঃ পরবলং জিনা ॥১৬
যৌবনে ন তু কৌরব্যো যো পরাক্রৌর্বিভূষিতঃ।
ব্রহ্মণ্যাদক্ষিণো বিপ্রৈর্ন প্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ ॥১৭
ব্রহ্মবন্ধবরো যত্র ভং ক্ষিপেত্ দুরোদরঃ।
দুর্নিবৃত্তি ন সন্দেহো যৌবনে তব সর্বথা ॥১৮

ন বৈ দুর্বিদগ্ধো রাজা বাগাদুকসমো ভবেৎ। যদি দুর্লভাৎ চাক্রোধাৎ ভীমঃ পরবলং জিনা ইতি ॥ ন তু কৌরব্যো যো পরাক্রৌর্বিভূষিতঃ। ব্রহ্মণ্যাদক্ষিণো বিপ্রৈর্ন প্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ ইতি ॥ ব্রহ্মবন্ধবরো যত্র ভং ক্ষিপেত্ দুরোদরঃ। দুর্নিবৃত্তি ন সন্দেহো যৌবনে তব সর্বথা ইতি ॥

বিবিক্তং পরমীশক্ত বিষয়-নিরাময়োঃ।
হিরণ্যার্থঃ পরমঃ কালকাঙ্ক্ষিণস্তব ॥১৯
যাস্তন্তি তে বিষয়কৃপ্তা ভূমৌ ভেদ্যো
রাজ্ঞাং যশশ্চরমবাস্তুবিমোহনশ্চ।
সোপস্তম্ভ কুরুপতেরুর্বরাত্মজায়াঃ
সিদ্ধোপ্তে সকলফলা ভূময়ো ভবন্তু ॥২০

বিবিক্তং পরমীশক্ত বিষয়-নিরাময়োঃ। হিরণ্যার্থঃ পরমঃ কালকাঙ্ক্ষিণস্তব ইতি ॥ যাস্তন্তি তে বিষয়কৃপ্তা ভূমৌ ভেদ্যো রাজ্ঞাং যশশ্চরমবাস্তুবিমোহনশ্চ। সোপস্তম্ভ কুরুপতেরুর্বরাত্মজায়াঃ সিদ্ধোপ্তে সকলফলা ভূময়ো ভবন্তু ইতি ॥

যদি বৈ দুর্বিদগ্ধো রাজা বাগাদুকসমো ভবেৎ ইতি। বিদগ্ধঃ পণ্ডিতঃ, বাগাদুকঃ বাচালঃ, বিদগ্ধশ্চাসৌ বাগাদুকশ্চেতি বিগ্রহঃ, তৎসমো যদি ভবেৎ, তদা এব পক্ষে হৈরণ্যে বক্তব্যে তব ধর্মিষ্ঠে তব সন্দেহঃ নাস্তি ॥

যদা বিদগ্ধঃ রাজা বাগাদুকসমো ভবেৎ, বিদগ্ধশ্চাসৌ বাগাদুকশ্চেতি বিগ্রহঃ, তৎসমো যদি ভবেৎ, তদা এব পক্ষে হৈরণ্যে বক্তব্যে তব ধর্মিষ্ঠে তব সন্দেহঃ নাস্তি ॥

ন তু দুর্লভাৎ চাক্রোধাৎ ভীমঃ পরবলং জিনা ইতি। দুর্লভাৎ দুষ্প্রাপ্যাৎ অক্রোধাৎ ক্ষমাবতঃ ভীমঃ ভীমসেনঃ পরবলং শত্রুসৈন্যং জিনা জিতবান্ ইতি ন তু ন বক্তব্যম্। যতঃ বিদগ্ধঃ অত্যন্তবিদগ্ধঃ ধর্মিষ্ঠঃ, ধর্মিষ্ঠশ্চ অপি ন ক্ষমাবানিতি ন বিশ্বাস্যতে ॥

যতঃ ব্রহ্মবন্ধবরঃ কুরুপতেঃ ভীমং তং প্রতি যদা দুরোদরঃ ক্ষিপেত্, তদা এব পক্ষে হৈরণ্যে বক্তব্যে তব ধর্মিষ্ঠে তব দুর্নিবৃত্তি নাম সন্দেহঃ নাস্তি ॥

যদা বিদগ্ধঃ রাজা বিবিক্তং একান্তে পরমীশক্ত বিষয়-নিরাময়োঃ বিষয়ভোগরহিতয়োঃ হিরণ্যার্থঃ সুবর্ণপ্রয়োজনঃ পরমঃ কালকাঙ্ক্ষিণস্তব ইতি ॥ যাস্তন্তি তে বিষয়কৃপ্তা ভূমৌ ভেদ্যো রাজ্ঞাং যশশ্চরমবাস্তুবিমোহনশ্চ। সোপস্তম্ভ কুরুপতেরুর্বরাত্মজায়াঃ সিদ্ধোপ্তে সকলফলা ভূময়ো ভবন্তু ইতি ॥ যাস্তন্তি তে বিষয়কৃপ্তা ভূমৌ ভেদ্যো রাজ্ঞাং যশশ্চরমবাস্তুবিমোহনশ্চ। সোপস্তম্ভ কুরুপতেরুর্বরাত্মজায়াঃ সিদ্ধোপ্তে সকলফলা ভূময়ো ভবন্তু ইতি ॥ তে তব বিষয়কৃপ্তা ভূমৌ ভেদ্যো রাজ্ঞাং যশশ্চরমবাস্তুবিমোহনশ্চ সোপস্তম্ভ কুরুপতেরুর্বরাত্মজায়াঃ সিদ্ধোপ্তে সকলফলা ভূময়ো ভবন্তু ইতি ॥ তে তব বিষয়কৃপ্তা ভূমৌ ভেদ্যো রাজ্ঞাং যশশ্চরমবাস্তুবিমোহনশ্চ সোপস্তম্ভ কুরুপতেরুর্বরাত্মজায়াঃ সিদ্ধোপ্তে সকলফলা ভূময়ো ভবন্তু ইতি ॥

তে ধর্মজ্ঞ! প্রথমতঃ এই রাজ্য হইতে আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়া কর্তব্য; তথায় রাজসূয় যজ্ঞের উপযোগার্থ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে আপনি অন্যান্য যজ্ঞের ব্যবস্থা করুন ॥

তাহার অন্যান্যকে নিহত করা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। ভীম ব্যতীত তাহার তুল্যবল এমন অন্য কোন বীরই নাই যে, তাহার সমক্ষে অগ্রসর হয়। বিশেষতঃ অনুচর সহ দুর্যোধন বল দে একাকী ধারণ করে ॥

তদ্ব্যতীত তাহার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ একমাত্র অক্ষৌহিণী সেনা তাহার সঙ্গে প্রস্তুত থাকে। আমাদের বল অপেক্ষা অনেক ন্যূন; সুতরাং দ্যূতক্রীড়াই তাহাকে নিহত করিতে হইবে। তাহার উপায় আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহারও একজন ব্রাহ্মণভক্ত; অতএব ব্রাহ্মণগণ তাহার নিকট যাহাই প্রার্থনা করেন, সে তাহা কখন প্রত্যাখ্যান করে না ॥

অতএব কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের বেশ ধারণ করিয়া তাহার সমীপে গমন করত দ্যূতক্রীড়ার প্রার্থনা করুন। তখন আপনি কেবল উপস্থিত মাত্র থাকিবেন, ভীমসেন অবলীলাক্রমে উক্ত পাশককে নিহত করিবেন ॥

হে পরন্তপ! ইহাতে ভীমের কোন ভয় বা গৌরব নাই। কিন্তু বিষয়ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করত এবং নিজ-কার্যে মহাকাল অক্ষয়ের যেমন কেবল নিমিত্ত মাত্র, তদ্রূপে ধর্মরাজের ভবাদৃশ পরমাত্মার উপদেষ্টা প্রকৃত প্রস্তাবে সকলই করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সন্নিধি মাত্রেই কুরুরাজ তাহাকে নিহত করিবেন। প্রকৃতপক্ষে কুরুরাজ হত হইলেও আপনিই তাহার মূলীভূত একমাত্র কারণ ॥

হে দেব! এই কার্যের দ্বারা আপনার সকল মনোরথই সিদ্ধি-বিষয়ে পরিণত হইবে। অধিক কি, দৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ হইতে নিবৃত্তি লাভে,

অবাপ্তব্যঃ কৃষ্ণ পূর্বার্ধারোপকল্পতে।
প্রায়ঃ পাতবিশাকেন তব চাক্ষিতঃ ক্রতুঃ ॥১১

শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্তবন্তো রাজন্ সর্বতো জহযুদ্রুতম্।
দেবর্ষিবৃদ্ধদ্রাহ্মণ কৃষ্ণঞ্চ প্রত্যনুব্রজম্ ॥১২
অথাপিশং প্রত্যগাদ্ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
স্বত্যান্ যাজ্ঞসেনীমনুজ্ঞাপ্য গুরুম্ বিভুঃ ॥১৩

নির্দিষ্যাবেদোযান্ যান্ গুরুত্বাদ্ গর্হয়িষ্যতঃ।
সহর্ষপত্নুজাস্যা স্নুষাশ্চ শ্বশ্রুবম্।
গুরোপনীতঃ স্বয়মাত্মবন্ধনাদ্ধৃতব্রজম্ ॥১৪
অতো ঋষি-পিণ্ড-ভূমি-নাদি-বায়ুভৈঃ
ক্ষমাদয়া পরিহৃত আত্মসেনয়া।
কৃষ্ণ-ক্রমোদক-সখ-যোষুভৈঃ
প্রযোজযোধিতক-মুক্তে বিবাজতে ॥১৫

যে কৃষ্ণ! ভগবান্ এবং পূর্বার্ধের অবশিষ্টাংশের উপকল্পে। প্রায়ঃ পাতবিশাকেন (পাকে ইতি পাকঃ পুণ্যপাপাত্মকঃ তস্য ভক্ত বিপাকঃ ফলং ভোগ) রাজন্ যুধিষ্ঠিরাদের প্রত্যগাদ্ পশ্চিমাংশের আয়ং ক্রতুঃ রাজসূয়ঃ ভবানি অধিকৃত: সন্তঃ এব ॥১১

শ্রীশুকঃ উবাচ। যে রাজন্! সর্বতোভাবেন তত্ত্বাবধৃত অনুরূপ ভগবান্তিরিক্ত ইতি এবম্ উক্তবন্তো ইত্যেতঃ দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধাঃ চ ভৃগুঃ চ প্রত্যনুব্রজম্ ॥১২

অথ অনন্তরম্ এব দেবকীসুতঃ বিভুঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ গুরুম্ বসুদেবাদীন্ অনুজ্ঞাপ্য সর্বতোভাবেন যত্ন কৃত্বা, প্রত্যগাদ্ প্রথম-সর্গের-সংজ্ঞায়া আশিষং আত্মসাধারণে ॥১৩

তথা হে রাজন্! সর্বাংশ বন্ধুবর্গম্ ইত্যেতঃ চ অনুজ্ঞাপ্য পৃষ্ট: সন্নুজ্ঞাম্ (দৃষ্টঃ পরিচয়ম্) সর্বস্মিন্ (পরিচয়ৈঃ সহিতৈঃ চ সর্বস্মিন্) কার্যজাতে কার্যম্ নির্দিষ্য (দৃষ্ট্বা ধৃত্বা) গতবন্ ইত্যেতঃ যত্নসাধ্যঃ যত্নসাধ্যঃ যত্ন যান্ আত্মবন্ ॥১৪

তথা: ঋষি-পিণ্ড-ভূমি-নাদি-বায়ুভৈঃ (ঋষি: বিপ্রাঃ পিণ্ডাঃ পশবঃ, ভূমি: অবাপ্যু-ভূময়ঃ) ক্ষমাদয়া সহনশীলতা আত্মসেনয়া: কৃষ্ণ-ক্রমোদক-সখ-যোষুভৈঃ যদুপাণ্ডবানাং যা আশাঃ তাসাং যে সেনিনঃ যে মুহূর্ত বিভূ, তথা প্রযোজ্যে বিষয়ভূতে বিষয়ভূতে ॥১৫

মুক্তাপত্তি লাভ হইতে অবশিষ্ট লাভে এবং ভবন-রক্ষিনী দেবী ভগবানের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া বিশেষতঃ তবদীয় ভবন-রক্ষনী বসুদেব এবং দেবকী পূর্বাস্ত জলের তারাবৃত হইতে বিমুক্তি লাভে যেমন আপনার দীক্ষি ও যজ্ঞ দান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কংসের কারাগার হইতে বিমুক্ত রাজন্যের রক্ষিতাগণ এবং বিমুক্ত কুলস্ত্রিগণ, মুনিগণ এবং আপনার শুভ আশা প্রতিপূরণে এই রাজসূয় যজ্ঞ নিমিত্তের যাহা কীর্তন করিব ॥১০

যে কৃষ্ণ! ভগবানের নিকটে যাহা উপকার সাধিত হইবে। রাজন্যের পুণ্যফলের উদয়ে এবং ভগবানের সন্নিধি পাপফলের উদয়ে এই অপূর্ব রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারই অভিপ্রায় অনুসারে ॥১১

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! "ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের ভাবুক শুভাবহ এবং অবার্য ফলোপধায়ক যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে দেবর্ষি নারদ, শ্রীকৃষ্ণ এবং যাবতীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিলেন ॥১২

অনন্তর দেবকীপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবাদি গুরুজনগণের অনুমতি গ্রহণ করত রাজন্য ও ভৈষ্মাদি বীর কুরুগণকে আহ্বান করিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন ॥১৩

হে শত্রুনিসূদন! শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম ও বন্ধুবান্ধব উগ্রসেনের অভিপ্রায় গ্রহণ করত ভগবদ্ভক্ত পরিজনবর্গকে বিভূষিত করাইয়া যে যে পূজার্হ লোক পূজার যোগ্য তাহাদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিলেন

মৃ-বাজি-কাঞ্চন-শিবিকাভিরূঢ়াঃ
সহায়লাঃ পরিবন্ধু যুদ্ধতা মনু।
স্বাধ্যায়জলধিলোলনমগ্নঃ
দুলদ্ভুজা মুক্তিরসি-চর্মপাণিভিঃ ॥১৬
নবাট্টালো-দরিষবরাষ্ট্রগর্ভনঃ
অরেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ।
অলঙ্কৃতা কটকুটীকলাপকা-
ন্তালংকরা যযুরিভূতা সর্বতঃ ॥১৭

ধনং মুদঙ্গক-পটহ-ভূরতাদয়ৈ-
র্বাদ্যানুযাতপরিবীতদিগ্বিভিঃ।
বিবাংতভিন্নমুদলবং যতো ভবে
র্বধার্থং ভূতিমভিবিলোর্দিভিঃ ॥১৮
অথো ধুনির্বহুপতিকা সভাজিতঃ
প্রদায় তং ভূতি বিবম্ বিবাসসা।
বিবস্য রত্নব্যবিতাংকরার্চনো
মুদা সমর্পনির্বৃতেক্ষিতঃ ॥১৯

ধনং ঃ ধনাদয়ঃ ধনেরাকরণবিশেষস্য ধনং (ধনাদি যেষামি অন্যত্রাপি ধনং ধনং) অভিধেয়াদিভিঃ (অভি ১৫ ৭ পাদয়ং দেখা ঠৈঃ) ধৃতিঃ ধনস্থানং ধৃতিধিয়াঃ যুদ্ধতা পরিবন্ধুঃ ধনিধনাদয়ঃ ধনিধনাদয়ঃ ধনিধনাদয়

যাজ্ঞসেনমুবাচেদং ভগবান্ প্রীতমব্রবীৎ।
ন চৈষ্যন্তি দূত তত্র যে যাচ্যাস্তৈরিহাগতম্ ॥২০
ইত্যুক্তঃ প্রবিবেশাথ দূতো ধর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
তেঽপি সম্দর্শনং শৌরেঃ প্রহৃষ্যন্ত মনুজেন্দ্র ॥২১
আনর্ত্ত-সৌবীর-মরুস্তৌর্ব্বা বিন্দ্যশ্চ হরিঃ।
সিন্ধুঃ বহ্বীরতোয়শ্চ পুরঞ্জয়-ব্রজস্তথা ॥২২

ততো ভগবান্ যাজ্ঞসেনমুবাচ প্রীতমব্রবীৎ "হে দূত। যে চৈষ্যন্তি ন তে দ্রষ্টব্যা ভবিষ্যন্তি" যতঃ যাবদে যাবদিষ্যন্তি ইতি ইদম্ উক্তম্ ॥১৯

ইতি এবং ভগবতা উক্তঃ দূতঃ প্রবিষ্টঃ সন্ দূতয়া স্বয়মেব ভগবন্। যে অপি চ সভায়াং মুহুর্মুহুঃ যাজ্ঞসেনঃ শৌরেঃ সম্দর্শনং প্রতীক্ষমাণাঃ প্রতীক্ষিতবন্তঃ ॥২১

আনর্ত্ত সৌবীর-মরুস্তৌর্ব্বা বিন্দ্যশ্চ হরিঃ [ও চৌর্ব্বা] অভিন্নত্বা বিন্দ্যশ্চ হরিরেকঃ, তত্র চ পুরঞ্জয়ব্রজস্তথা ইত্যস্য তৃতীয়ো

যাজ্ঞাকালে ভগবান্ শ্রীপতি বিবিধ উপায়ে প্রকাশে যেমনি আরম্ভে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এদিকে আনর্ত্ত কুরুদর্শনে অতীব আনন্দ অনুভব করিলেন এবং তাঁহার মনোমধ্যে অভিলাষ অবতরণ হইয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ভবন-মন্দিরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করত আসনোপরি যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ।১৯

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞসেনকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে বলিলেন যে,—অয়ে দূত! তুমি যাজ্ঞসেনকে বলিবে যে, যাঁহাদের কোন ভয় নাই; নিশ্চয়ই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে; কারণ, ভগবানকে আমি নিশ্চয়ই নিকট করাইব ।২০

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অবগত যাজ্ঞসেন প্রস্থান করিল এবং তথা যাজ্ঞসেনের সভাতলে উপস্থিত হইয়া, কৃষ্ণ-কথিত বাক্যাদির উক্তি আদ্যোপান্তিক বর্ণনা করিল। তথায় উপস্থিত ভগবানকে তাহাদের হইতে মুক্তি-লাভের প্রত্যাশায় ও কৃষ্ণ-সন্দর্শনের প্রতীক্ষায়

ততো দূষবতীঃ তৌর্ব্বা মধুমোঽথ সরস্বতীম্।
পাঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চ প্রস্থমুপাগমৎ ॥২৩
ভগবানরবাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দ্দর্শনং দৃশাম্।
অজাতশত্রুর্বিষয়াৎ সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥২৪
শৈব্য-বাহিত্রযোগেন ব্রহ্মযোগেন কৃষ্ণা।
অন্বয়াৎ স হৃষীকেশঃ প্রাণঃ প্রাণমিবাবৃতঃ ॥২৫

ততো দূষবতীঃ তৌর্ব্বা [ও চৌর্ব্বা] মধুমোঽথ সরস্বতীম্ অভিন্নত্বা পাঞ্চালান্ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চ প্রস্থমুপাগমৎ ইত্যস্য তৃতীয়ো ॥২৩-২৪

ভগবান্ দুর্দ্দর্শনং (যং কৃষ্ণং দর্শনং যস্য তং) অজাতশত্রুং শ্রীমন্ত্রম্ ইত্যাদয়ঃ আনর্ত্তঃ প্রভৃতয়ঃ অজাতশত্রুং যুধিষ্ঠিরং সোপাধ্যায়ঃ গুরুণা ধৌম্যেন সহিতং ॥২৪

আবৃতঃ আদৃতঃ ইন্দ্রিয়াদি যথা বৃত্তঃ প্রাণম্ অভিব্যাপ্তি [অয়ং ও প্রাণ শব্দোক্তি তাৎপর্য্য]; তথা চ যুধিষ্ঠিরঃ শৈব্য-বাহিত্র-যোগেন তথা কৃষ্ণা দ্রৌপদী যোগেন যোগমায়য়া যোগসিদ্ধিয়া সহ হৃষীকেশম্ ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তারং ॥২৫ অন্বয়াৎ ॥২৫

কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ।২১

এদিকে যাদুকুল শৈব্য-রাজস্ব পরিত্যক্ত হইয়া যাহা করত, ক্রমশ আনর্ত্ত, সৌবীর, হরি ও কুরুক্ষেত্রকে অতিক্রম করত করত; সিন্ধি, বহ্বী, পুরঞ্জয়, ব্রজ ও আকরাদি অতিক্রম করিলেন ।২২

অনন্তর শীঘ্রক দূষবতী ও সরস্বতীনদী উত্তীর্ণ হইয়া, ক্রমশ পঞ্চাল ও মৎস্য দেশকেও অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন ।২৩

অয়ে! মানবকুলের দুরন্ত-দর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপনীত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির অতীব আনন্দিত হইলেন এবং উপাধ্যায় ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ পুর হইতে নির্গত হইলেন ।২৪

ইন্দ্রিয়গণ যথা প্রাণসহিত যেমন পূর্ব্বাভিমুখে হইয়া আসাইই অনুগমন করে, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠির শৈব্যবাহিত্রসহিত এবং যেমনি সহকারে সর্ব্বেন্দ্রিয়-

দৃষ্ট্বা বিস্ময়রক্তঃ কৃষ্ণং প্রেম্ণা পাণ্ডবঃ।
চিরাদ্ দৃষ্টং প্রিয়তমং সম্প্রেম্ণা পুনঃ পুনঃ ॥২৬
সোঽর্জুনঃ পরিষস্বজে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
যুযুধে যেন রাজন্যান্ দৃপদির্যত্তরক্ষিতান্।
দেবে পরাং নির্বৃতিমপ্রমেয়াং
তত্তত্তদুবিস্ময়লোকবিত্তঃ ॥২৭
তং বাসুদেবঃ পরিরভ্য নির্বৃতো
ঔৎকণ্ঠ্যদুঃখ প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

প্রেম্ণা বিস্ময়-রক্তঃ (বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া যিনি রক্তবর্ণ হইয়াছেন) পাণ্ডব দৃষ্টিং (দৃষ্টি) করিয়া প্রেম্ণা (প্রেমের সহিত) পুনঃ পুনঃ সম্প্রেম্ণা (সম্যক্ প্রেমের সহিত) পরিষস্বজে (আলিঙ্গন করিলেন) ॥২৬

যেন (যে ভগবান্ দ্বারা) রাজন্যান্ (রাজগণ) যত্তরক্ষিতান্ (যাদবগণ দ্বারা রক্ষিত) দৃপদিঃ (দ্রৌপদী) যুযুধে (যুদ্ধ করিয়াছিলেন) অপ্রমেয়াং (অপরিমিত) পরাং (পরম) নির্বৃতিং (আনন্দ) দেবে (দেবকীনন্দনে) তত্তত্তদুবিস্ময়লোকবিত্তঃ (সেই সেই পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট) ॥২৭

বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তং (তাঁহাকে) পরিরভ্য (আলিঙ্গন করিয়া) ঔৎকণ্ঠ্য-দুঃখ-প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ (ঔৎসুক্য-জনিত দুঃখ ও প্রেমাশ্রুতে ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপ্লুত হওয়ায়) নির্বৃতো (আনন্দিত) অহ্নী (দিবাভাগ) চ (এবং) ক্ষপাং (রাত্রি) তত্তত্তদুঃ (সেই সেই) প্রস্তুবাণাঃ (প্রসঙ্গ) পরিরেভিরে (আলিঙ্গন করিয়াছিলেন) ॥২৮

অর্জুনেন পরিষ্বক্তো বাসুদেবাভিরক্ষিতঃ।
রাজ্ঞশ্চৈদ্যস্য বলভিদ্ যুযুধে বলবান্ বিভুঃ ॥২৯
যানিহো যদুরাজায় কৃষ্ণ-সন্দর্শনায় বৈ।
দৃষ্ট-মাত্রে হরৌ হর্ষ-বিশ্লেষাশ্রুত্রিপুঃ ॥৩০
দৃন্দুভ-শঙ্খ-পটহ-বীণা-পণব-গোমুখৈঃ।
তত্রোপহার-বিধিভিঃ কৃষ্ণ-রামৌ সমর্চতুঃ ॥৩১

অর্জুনেন (অর্জুন কর্তৃক) পরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিত), বাসুদেবাভিরক্ষিতঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত) বলবান্ (বলবান্) বিভুঃ (ভীমসেন) রাজ্ঞঃ চৈদ্যস্য (চেদিরাজ শিশুপালের) বলভিদ্ (সৈন্যগণের) যুযুধে (সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন) ॥২৯

যানিহো (যাদবগণ) যদুরাজায় (যদুরাজ উগ্রসেনের) কৃষ্ণ-সন্দর্শনায় (কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য) বৈ (নিশ্চয়) দৃষ্ট-মাত্রে (দর্শনমাত্র) হরৌ (শ্রীকৃষ্ণে) হর্ষ-বিশ্লেষাশ্রুত্রিপুঃ (হর্ষ ও বিরহ-জনিত অশ্রুতে ত্রিপু হইয়াছিলেন) ॥৩০

দৃন্দুভ (দুন্দুভি), শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব এবং গোমুখৈঃ (গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্রসমূহ) তত্র (সেই স্থানে) উপহার-বিধিভিঃ (উপহার-সামগ্রী দ্বারা) কৃষ্ণ-রামৌ (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম) সমর্চতুঃ (পূজা করিয়াছিলেন) ॥৩১

অর্জুনের পরিষ্বক্ত আলিঙ্গিত, বাসুদেব অভিরক্ষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাবেশে যখন পুনঃপুনঃ বারম্বার নয়ন-যুগলের মানস যখন আনন্দে এবং অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত একান্ত প্রীত হইলেন এবং হর্ষাশ্রু বিসর্জন করত প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে বার বার আলিঙ্গন করিলেন ॥২৬

এই প্রকারে দেবকীনন্দন অর্জুন কর্তৃক আলিঙ্গিত এবং বাসুদেবরক্ষিত বলবান্ এবং মহাবেগবান্ কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত রাজগণকে এবং যদুরাজ মাননীয় আত্মীয়গণকে প্রণাম করিলেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকেও যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিলেন ॥২৯

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম-দর্শনে যাদবগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; প্রেমাশ্রুতে তাঁহার লোচনদ্বয় পরিপূর্ণ হইল। দুন্দুভি, শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব এবং গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য সহকারে পূজা ও উপহার দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করিলেন ॥৩১

এবং দ্বারকিঃ পৌরাঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ।
শংসন্তঃ সমানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্ ॥৩৯
সংসিক্তমার্গং কবিতা মদগন্ধরোচি-
শ্চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণকুম্ভৈঃ।
দৃষ্টাত্মভির্বিরচিতান্যবলোকনানি
পৌরৈর্যুতিং বলিভিশ্চ বিরাজমানম্ ॥৪০

উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদ্ম ভাস-
বির্ভাসিতানুপথচত্বরবিক্রমাঙ্কম্
দৃষ্ট্বাঽঽনকং তবনেষু কুরুপ্রবীরাঃ ॥৪১
প্রাপ্তং বিদম্য বয়সোদ্যমপাদপাভ্যা-
মৌৎসুক্যবিপ্লবকলাকুলবল্গুবল্গ্বা।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহ-ভর্তৃ-পতীংশ্চ তল্পে
দ্রষ্টুং যযুর্যদুবরঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে ॥৪২

দৃষ্টিভির্বিষয়ঃ অর্থাৎঃ অন্যত্রকথম্ অন্যত্র) বাসিতা ধূপ-গন্ধ-কেবলম্ আমোদান সংজ্ঞায়ম্, তথা গন্ধ-বাসের-বাসিতা উপবাসিত্র প্রকথাম ধূপ-গন্ধ-পত্রে-বীজ-পরে-বেদুতি। অলিন্দেষু গন্ধদ্রব্যাধারাঃ ইতি টীকা অনু। অন্যত্র ৪ ১১৯-৩১

পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ (পুণ্যঃ পুণ্যেষাঃ শ্লোকা যশঃ যেষাং তেষাং শিখামণিঃ শ্রেষ্ঠঃ) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ এবং প্রকারেণ দ্বারকায়াঃ পৌরাঃ পরিতঃ এবং প্রকারেণ পৌরাঃ অন্যত্র অন্যত্র পুরম্ বিবেশ ॥৩৯

কবিতা গন্ধাদ্যাঃ গন্ধদ্রব্যাণাং গন্ধবদ্দ্রব্যাণাং সংসিক্তমার্গং (সংসিক্তানি গন্ধাদি পুরস্কৃতানি মার্গাঃ যস্মিন্ তৎ)

চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণৈঃ পূর্ণকুম্ভৈঃ চ (দৃষ্টৈঃ আত্মা শরীরং যেষাং তৈঃ) তথা দত্তাঃ অনুলেপাঃ যেষাং তৈঃ দৃষ্টিঃ তথা দৃষ্টিভিঃ বিরাজমানম্ ॥৪০

প্রতিসদ্ম প্রতিগৃহেষু দীপবলিভিঃ দৃষ্টাভিঃ ৪ দৃষ্টৈঃ, ভাসিতাঃ প্রকাশিতাঃ বিথিষু দৃষ্টৈঃ কৃতিঃ যোজিতা, বিভাসিতাঃ (বিশেষেণ প্রকাশিতাঃ বর্ধিতং যৎ). দৃষ্টাঃ দৃষ্টি) তথা প্রকাশিতাঃ যেষাং তৈঃ তথা তবনেষু (অন্যত্রকথাদি উপরি দৃষ্টাদি দৃষ্টাদি তবনেষু দৃষ্টিভিঃ যেষাং তৈঃ) তবনৈঃ দৃষ্টৈঃ যেষিতং কুরুপ্রবীরম্ দৃষ্টিভির্ন পরিতঃ অন্যত্রকথম্ ভগবান্ দৃষ্টম্ ॥৪১

তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ তবনতলোপরি শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৮-৩৯

পুণ্যশ্লোক-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে পুরবাসিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত ও অভিবাদিত হইয়া নানাপ্রকারে সুসজ্জিত এবং অলঙ্কৃত নগরে প্রবেশ করিলেন ॥৩৯

নগরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পতাকা এবং সুবর্ণময় তোরণ-সমূহও পূর্ণকুম্ভ-সমূহ শোভা পাইতেছিল। পথসকল মদ ঝরিত-সমূহের মনোজ্ঞ গন্ধযুক্ত সলিলে সংসিক্ত এবং তদুপরি নর-নারীগণ সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশবাসে এবং মহীন বসন ভূষণ পরিধানে, উত্তম পুষ্পমালা ও গন্ধাদি লেপনে পুরীর শ্রিয়ের শোভাবর্দ্ধনই করিতেছিল ॥৪০

রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক গৃহই প্রদীপ্ত দীপ-শ্রেণীতে সুশোভিত এবং দূরাগত-ভাস হইতে নির্গত মনোহর কুসুমরাজি সমস্ত পুরী যেন আলোকিত করিতেছিল; ভবন-সমূহের বিশেষরূপে রক্ষিত-বিধিত সুন্দরতর সুলেপাদি সুবর্ণ-বিধিত কলসসমূহ শোভা পাইতেছিল এবং তদুপরি বিচিত্র ধ্বজা ও পতাকাদি উড্ডীয়মান হইতেছিল ॥৪১

অহো! মানবমাত্রেরই লোচনের একমাত্র কর্মীয় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে শুভাগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, কামিনীগণ ও স্ব স্ব কান্তকে পর্যন্ত শয্যাতলে পরিত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত গৃহকর্ম পরিহার করিয়া কুরুবর্ধন কামনায় রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কর্ম করিবার নিমিত্ত তাহারা এত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল যে, উৎসুক্য-বিবর্ধন অলিত কটিবস্ত্র এবং কেশভার বন্ধনের

অথ তত্রোপনন্দস্য গৌপা মণ্ডলশাসনঃ।
কৃত্বা সপর্য্যাং কৃষ্ণায় প্রেষয়ামাস যৌতুকম্ ॥৫৮
অক্রূরপুরুষৈঃ প্রীত্যা গৃহীতঃ পূজনোচিতৈঃ।
সভ্রাতৃপুত্রগোপেভ্যঃ প্রাপিতঃ রাজসম্পদম্ ॥৫৯
পূজা বিলোক্য প্রাপ্তেয়ং কৃষ্ণঃ জিষ্ণুসমন্বয়ম্।
প্রীতঃ প্রোবাচ পর্য্যায়ং নত্বা পরিবৃঢ়য়া ॥৬০
গোবিন্দঃ গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ।
পূজায়াং বাধিতং কৃত্বা প্রবোধোপহৃতো নৃপান্ ॥৬১

আবেদনাৰ-পাদ-পাংশুঃ (অবনেঃ লোধ্রাদি ভেদেন পাংশবঃ সন্তীতি বিশ্বঃ) ইক্ষুঃ প্রাপ্তঃ বিশ্বা ইতি, ঈক্ষণক্রিয়াবিশিষ্টাঃ বিশিষ্টাঃ (তেনাত্র চক্ষুষোগাঃ ও বক্ষ্যমাণা যাঃ মুখ্যাঃ সন্তঃ এব মুখ্যত্ব বক্ষ্যমাণা পর্যন্তং ও বিশ্বা তা ইক্ষ্য ইতি) ইক্ষিতাঃ ॥৫৭

মুখ্যাভিঃ (মুখ্যং মুখ্যমাত্মানং অধিকৃতাঃ) সমাঃ ঈশ্বরবিশিষ্টাঃ) তাভিঃ (তেনাত্র তত্ত্বাদৃশ্য সাক্ষাৎকারে, তদিদং মহাপ্রসাদাদি, সমাঃ ইক্ষ্য ঈশ্বরস্য দৃষ্টা, মুখ্যাঃ বিশেষা যেষাং তৈরিক্ষ্য আত্মনা ঈশ্বরসাক্ষাৎকারেণ ঈশ্বরমুক্তেন ঈক্ষিতেন মুখ্যাঃ বিশ্বা যাঃ তাভিঃ) ॥৫৮

ঈক্ষণসমাঃ (ঈক্ষণে চক্ষুষি সমিতাঃ তাসাং ইব বিশ্বা) মুক্তপাদ্যাঃ পদি নিবীতা যা স্ত্রিয়ঃ তৈঃ, মক্তপুষ্যাঃ (তাসাং মক্তপুষ্য) মুক্তবেণীঃ মুক্তকেশাঃ, ভিন্নঃ মক্তপুষ্যাদয়ঃ মুক্ত

আবেদন ঈশ্বরের ইহা বাই ॥৫৫

ইহা, অন্য, ঈশ্বর ও পদাদি ঈক্ষণক্রমে পরিবার্য্য রাজপুত্র অভিবাদন করা বাসুদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া, বারীজন অট্টালিকা উপরিভাগ হইতে পুষ্পবর্ষণ পূর্ব্বক করিতে লাগিলেন ; এবং মনে মনে ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করত সমাক অভ্যর্থনের দ্বারাই তাঁহার আদর এবং বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥৫৬

পূর্ব্ব সভাস্থলে পরিবেষ্টিত ভারকাজালের ন্যায় বিরাজমান মুকুন্দকে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণপত্নীগণকে পরিচর্য্যা নিরীক্ষণ করিয়া, কামিনীগণ নিম্নিত ভিন্নে বলিলেন,—"সখে! এই নারীগণ পূর্ব্বজন্মে যে

ও যাহা নীলাবলোকন তত্ত্ব তাহা দেবদেব ঈশ্বর মুক্ত আত্মনাথি তাভিঃ অধিকৃতাভিঃ তিনি মুক্তত্ব আত্মনি ইত্যর্থ ॥৫৭

তত্ত্ব তত্ত্ব যাবৎ সমাপ্তাঃ গৌপা ঈক্ষণসমা ঈক্ষণবঃ বিশ্বাস্তাঃ সন্তঃ তথা পদাদ্যাঃ মুক্তা ইক্ষ্য। সহৈব অন্যা মুক্তপাদ্যৈঃ অন্যাদেকৈঃ প্রীত্যা অন্যপোদ্য মুক্তঃ রাজবিশিষ্টং প্রাপিতং পূজা কৃষ্ণী হরেঃ বিষ্ণুসমন্বয় ইক্ষ্য বিলোক্য প্রীত্যাদা সহৈব সহ্য পর্য্যায়ং ঈশ্বর ও পরিবৃঢ়য়া ॥৫৮-৬০

আদৃতঃ আদরযুক্তো যথা তথিধৈঃ ঈক্ষণসমা গোবিন্দ কৃষ্ণ আনীয় প্রোবাচেতি সম্বন্ধঃ (প্রোবাচের ঈশ্বরঃ) অতিপূজা সহ পূজায়া ত্যক্ত্বা অন্যাদিনাক্ত ও অধিকং বিষ্ণুসমন্বয় ॥৬১

ভাবুক সুখের লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিস্তৃতেই নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। কারণ পূজনকালে শ্রীকৃষ্ণ ইহার হাতে এবং নীলাবলোকনের অবসরে ইহারেই তত্ত্বত প্রকৃত প্রস্তাবে আলম্বন করিয়াছেন ॥৫৭

পুরবাসী জনগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পুষ্প, মাল্য এবং ফলাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইল এবং যথোপযুক্ত তাঁহার আদর ও অভ্যর্থনাদি করিতে লাগিল ॥৫৮

এই প্রকারে অক্রূরলোচন অক্রূরপূজন কর্তৃক শ্রীতি ও সম্ভ্রম-সহকারে অভিবন্দিত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের

পিতৃষ্বসুর্গৃহং গত্বা কৃষ্ণঃ পৃথাপদাম্বুজৌ।
ববন্দে কৃষ্ণয়া দ্রৌপ্যা পতিভিঃ পঞ্চভির্বৃতঃ ॥৪২

তস্মৈ পৃথাভিনন্দ্যাহ কৃষ্ণাং কৃষ্ণশ্চ সর্বতঃ।
আমন্ত্র্য ভগিনীং সস্বাং তস্থাবনুমতস্তয়া ॥৪৩

কাশিন্যাঃ বিদুষিণ্যাশ্চ শৈব্যায়া বাহুজিত্যাঃ সখীম্।
অভ্যনন্দ্যাভ্যনুজ্ঞাতো ভাস্বদ্ভ্যাং প্রযযৌ যমৌ ॥৪৪
পুরং নিবেদয়ামাস ধর্মরাজো জনার্দনম্।
তচ্ছ্রুত্বা সানুগামাত্যঃ প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যদূত্তমম্ ॥৪৫
তমর্পয়িত্বা শ্বশুরে বন্ধুষ্বক্রূরমুখ্যতঃ।
মোচয়িত্বা মহদ্ দেব যজ্ঞে নিন্যে পশূংস্তয়া ॥৪৬

এ যজ্ঞম্। কৃষ্ণা দ্রৌপদী তথিতি কৃষ্ণয়া ৪ অভিবন্দিতঃ সন্ কৃষ্ণ ৫ তম্ব পিতৃষ্বসুঃ পৃথায়াঃ কুন্ত্যাঃ ৫ অভিনন্দ্য ইতি ॥৪৩

তম্ব কৃষ্ণয়া ৪ সা তোষিতা তম্ব দ্রৌপদী পতিঃ ভ্রাতৃভিঃ সর্বতঃ আমন্ত্র্য পৃচ্ছিত্বেতি. তত্র চ্ছিত্বা. সখীম্. তথা. অনুমতঃ তথা কাশিন্যাঃ. বিদুষিণ্যা. শৈব্যায়া. বাহুজিত্যাঃ তথা অস্যাঃ ৫ পাঃ অভ্যনন্দ্যেতি. তাঃ; তম্ব, ভাস্বদ্ভ্যাম্ (রথেন অলঙ্কারাদি চৈঃ) আমন্ত্র্য ৪৪-৪৫

ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ প্রত্যনন্দৎ তথা তথাহি তথা সৈন্যেন সামন্তসমাজেন সহিতঃ ৫ তমর্পয়িত্বা তুভ্য শ্রীকৃষ্ণায় বিজ্ঞাপয়ামাস ॥৪৫

বান্ধবেষু অর্জুনেষু সত্সু: সৎসু ইত্যেতে বাক্যস্য ইত্যেতাবান্ বহিঃ তমর্পয়িত্বা ৫ স্বয়মেব যদাদিভিঃ সহ মোচয়িত্বা ; যেন যজ্ঞেন যজ্ঞে ঐশ্বর্যায় নিত্যা সভা আহৃতা তথা ॥৪৬

সহিত রাজসূয়যজ্ঞে প্রবেশ করিলেন ॥৪৩

পিতৃষসা কুন্তী আত্মপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অভিবাদন করিবামাত্র দ্রৌপদী সহ ভ্রাতৃগণ পশ্চাৎ হইতে উঁহাকে বেষ্টন করিলেন এবং প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৪২

বেদবেদ গোবিন্দ বিশেষ আদরের প্রকাশে স্বয়ং সুহৃদ্ উপনীত হইয়াছেন দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের আর আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি স্নেহে একেবারে বিগলিত হইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে উপযুক্তরূপ অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনাদি সম্মান প্রদর্শনের কার্যেও তিনি হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ॥৪১

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষসা কুন্তী প্রভৃতি বান্ধবীয়া মহিলাগণের যথোপযুক্ত পাদবন্দিবন্দনের দ্বারা প্রণাম করিলেন এবং দ্রৌপদী ও স্বীয় ভগ্নী সুভদ্রা তাঁহার চরণ-বন্দন করিলেন ॥৪২

পরে কুন্তীর ইঙ্গিত অনুসারে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের পত্নী কাশিনী, সত্যা, ভদ্রা, ভাস্বতী, কালিন্দী, বিদুষিণী, শৈব্যা, বাহুজিনী প্রভৃতি অন্যান্য সকল উপস্থিত মহিলাগণকে প্রণামাদি করিলেন এবং সত্যা, ভদ্রা ও কালিন্দীদি প্রত্যেকে অন্যান্য অন্যান্য নারীগণের বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন ॥৪৩-৪৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্য, সামন্তসমূহ, মন্ত্রিবর্গ এবং ভার্যাগণে পরিবৃত হইয়া নূতন সুধর্মসভা প্রভৃতি প্রত্যেকে নিজ নিজের বাস করাইতে লাগিলেন ॥৪৫

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত একত্র হইয়া ইন্দ্রের পরম প্রসাদ ও বাসব উপবনটীকে আধিদৈবরূপে প্রদান করিয়া হতাশনের তৃপ্তিসাধন করিলেন। ময়দানবী ময়-দানব ঐ উপবনে বাস করিত; সুতরাং দহনকালে তাহারও বাস উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবানল হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন এবং পরে ঐ ময়-দানবের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব রাজসভা প্রস্তুত করাইয়া লইলেন ॥৪৬

ইত্যেষ কথিতশ্চাসাম্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
বিষ্ণোঃ যবনরূপস্য কালযবনস্য চ ভূমিশঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ নৈসর্গাদিতে পবিত্রকীর্তি যাদবিগণ কর্তৃক নিজ কার্য্যসাধনে অনেকবার প্রেরিত হইয়াও যে মহাযোগেশ্বর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিবিধ প্রিয় কার্য্যসাধনে অনেকবার স্বয়ংই অবস্থান করিলেন ॥৪৭

শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্তী পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[রাজসূয়প্রস্তাবে পাণ্ডবানাং দিগ্‌বিজয়ঃ, জরাসন্ধবধশ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

একদা তু সভামধ্যে আসীনো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্বৃতশ্চ সুহৃদাং গণৈঃ ॥১
আচার্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।
নৃপবর্গৈশ্চ নৈকৈরাজসূয়ং প্রচক্রমে ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কৃষ্ণরাজ্ঞে নমোবিশ্ব রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যজে বিভূতীর্দেবস্য সম্পাদয় মে প্রভো ॥৩

অন্বয়ঃ

শ্রীশুক উবাচ। একদা তু সভামধ্যে আসীনঃ যুধিষ্ঠিরঃ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ বৈশ্যৈঃ বৃতঃ সুহৃদাং গণৈঃ চ আচার্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈঃ চ জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-বান্ধবৈঃ চ নৃপঃ যুধিষ্ঠিরঃ যেষাং নৃপবর্গাণাং এব সভায়াং তস্যাং আসনে ইব আসীৎ ॥১-২

অন্বয়ঃ

যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ। হে প্রভো যোগিন্। কৃষ্ণরাজ্ঞে রাজরাজায় তস্য পাবনীঃ বিভূতীঃ আসনাদ্যৈশ্বর্য্যাণি যজ্ঞে রাজসূয়ে সম্পাদয় নিষ্পাদয় মে প্রতি ॥৩

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজসূয়যজ্ঞপ্রস্তাবে পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয় এবং জরাসন্ধবধ।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এক দিবস রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট থাকিলে, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, সুহৃদ্ জ্ঞাতিগণ, আচার্য্যগণ, কুলবৃদ্ধগণ এবং জ্ঞাতি, সম্বন্ধি ও বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলের সম্মুখে নিম্নোক্তরূপে ভগবান্

যৎপাদুকে অবিরতঃ পরি যে চরন্তি
ব্যাবর্তাভ্রমনসশ্চরণো নৃসিংহ।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাস্তে যদি ত আশিষ ঈশ নাহে ॥৬
যদ্বেদবেদ ভবভঞ্জনমাত্মবন্ধি-
মেবানুরাগমুদিতো ন বিপর্যয়োঽত্র
যে স্বং ভবন্তি ন ভতন্ত্রত যোঽনুযন্তঃ
বিষ্টাঃ প্রজাস্থিব পিতো মুহুরন্বয়ানাৎ ॥৭

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োঽত্র ॥৮

শ্রীভগবানুবাচ।

সম্যগ্ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা শত্রুকর্ষণ।
কল্যাণী যেন তে কীর্তির্লোকানুত্তরিষ্যতি ॥৯

যে ভবা. অন্তরঙ্গভাবে (অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যায়) ঘনিষ্ঠভাবে অবিরতঃ নিরন্তর পরিক্রমণ করেন বলেন, অথবা যাহারা, অথবা পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে। যে এব তারা পরিক্রমণকারী অথবা সঙ্গে অবস্থানকারী (অথবা অন্তরঙ্গ সহচরিগণ বলেন) বিদ্বান্। যে কমলনাভ! যে যদি আশিষঃ বিষয়ক আশাসমূহ থাকে, তাহা অপি যে ঈশ। যে বিদ্বান্। অন্য পরিত্যাগকারিগণ।) চরন্তি; অপি ন বিদ্বান্ ॥৬

হে ভবান্ত যে বেদবেদ! যে বিদ্বান্ ঈশ সম্বন্ধে ভবঃ সংসারবিনাশকারক এবং লোকঃ পরম্। কৃপাপ্রসাদ

শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত বলিলেন— ১১-২

পৃথিবীর বলিলেন,—হে গোবিন্দ! আমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে তবদীয় পবিত্রতাময় বিভূতি স্বামীর সেবকাগণের অর্চনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যে প্রভো! যাহাতে আমার এই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, অগ্রগ্রহ পূর্ব্বক আপনি তাহারই ব্যবস্থা করুন ॥৩

যে প্রভো! যাবতীয় পাপ ও তাপের নির্বাপকারী তবদীয় পাদুকাদ্বয় যাহারা নিরন্তর সেবা করে, আপনার শ্রীমূর্ত্তি যাহারা ধ্যান করে এবং আপনার লীলা চরিত্র যাহারা নিরন্তর কীর্ত্তন করে, হে পদ্মনাভ! তাহারা এই ভবজলধি হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করে। যদি তাহাদের হৃদয়ে ভোগেরও বাসনা থাকে, তাহা হইলেও অন্তে ভোগও তাহাদের অনায়াসে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু

আশা যে যাং ভবতি, তিনি অথবা যে যাং ন ভবতি, যেহেতু তিনিই সকলের নিত্য নিয়ন্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৭

হে ব্রহ্মণঃ সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ হৃদয়ে যে যা সমা ইতি জ্ঞেয়তিঃ ন তাং ভবতি, তথাপি সংসেবতাং সেবাপরায়ণানাং তে যে যাং প্রসাদঃ সেবানুরূপম্ ইষ্টং ফলং ন ভবতি, অত্র বিপর্যয়ঃ অন্যথাভাবঃ ন ॥৮

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে শত্রুকর্ষণ রাজন্ যুধিষ্ঠির। ভবতা ভবান্ যাবদিতঃ নিশ্চয়ঃ, যেন ব্যবসিতেন (অনুষ্ঠানেন) যে মম কল্যাণী পুণ্যময়ী কীর্তিঃ লোকান্ অনুত্তরিষ্যতি ॥৯

যাহারা আপনাকে ঈপ্সিত করে, তাহারা সর্ব্বজনস্পৃহণীয় রাজচক্রবর্ত্তী হইলেও, ক্রমশ সকল বিষয়ে বিরক্ত হয় ॥৪

অতএব যে দেবদেব! তবদীয় চরণারবিন্দের সেবা-ফল এই ভবধ্বংসী সকলে প্রকৃতরূপে অবলোকন করুন! যাহারা আপনাকে জানে এবং যাহারা করে না, তাদৃশ মূঢ় ও সুহৃদ্ব্যক্তির সাম্যই এই জগতে আপনি প্রকাশ করুন ॥৫

আপনি জীবমাত্রেরই অন্তরাত্মা, সমদর্শী এবং আত্মারাম। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম আপনার নিজের আত্মীয় বা পর বলিয়া কোন ভেদ নাই। কল্পতরুর ন্যায় ভবৎসন্নিধানে সেবকের প্রতি আপনার অনুগ্রহ এবং সেবানুরূপ ফল অবশ্য ফলিবে। কখনই তাহার বৈপরীত্যের সম্ভাবনা নাই ॥৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে শত্রুনিসূদন

ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহৃদামপি বঃ প্রভো।
সর্বেষামপি ভূতানামাত্মাস্মিতঃ প্রসূয়তাম্ ॥৮
ত্রিবিধা নৃপতীন্ সর্বান্ কৃত্বা চ বলতঃ বশে।
সম্ভূত্য সর্বসম্ভারানাহরধ্বং মহাক্রতুম্ ॥৯
এতে যে ভ্রাতরো রাজন্ লোকপালাংশসম্ভবাঃ।
জিতোঽস্মাভির্বলং তেষাং দুর্জয়ং
যোদ্ধুরাত্মজিৎ ॥১০

ন হ্যস্মিন্নংপরে লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া।
বিভূতিভির্বিভূতিমদ্ভবেদপি কিমু পার্থিব ॥১১

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্য ভগবদ্গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ।
ভ্রাতৃন্ বিজয়েঽযুঙ্ক্ত বিভূতেরোপ-
বৃংহিতান্ ॥১২

এ প্রভো! ঋষীণাং পিতৃদেবানাং চ; আমাদের সুহৃদ্গণ তথা সর্বভূতের আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সহায় হউন ॥৮

সমস্ত নৃপতিগণকে ত্রিবিধ বলের দ্বারা বশে এনে তথা সর্বসম্ভার সংগ্রহ করে তোমরা এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবে ॥৯

যে তব এরা সকলেই লোকপাল-অংশসম্ভূত (লোকপালদের বিভূতিরূপ অংশসম্ভূত) এবং বিশ্ব যে আমাদের অধিকারে রয়েছে, বলতঃ যে

আমাদের আপনি কেবল বীর ভিন্ন আমাদের অবতারলীলাতত্ত্বে বর্তমান করিয়াছেন ॥১০

যে ব্যক্তি আমার শরণাগত ও একান্ত ভক্ত তাহার কাছে ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সহজ নহে; অধিক কি! দেবতাগণ যখন স্বীয় প্রভাব-বলে তাহার অবমাননা সহজ হয় না, তখন সামান্য মানব আর কি করিয়া ঐহিক শ্রী, যশ, সামর্থ্য ও সৈন্যাদি বল এবং বিজয়ের প্রভাবে তাহার পরাজয় করিতে কখন সমর্থ হয় ॥১১

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রবণে তদীয় পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দে পুলকিত হইলেন; তাঁহার বদনকমল আনন্দের উল্লাসে বিকসিত হইল। তিনি বিভূতিভেদে পরিবর্ধিত স্বকীয় ভ্রাতৃগণকে দিগ্‌বিজয়ের জন্য নিয়োজিত করিলেন ॥১২

সহদেবং সমিলস্যাগ্নিং সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
দিশি প্রতীচ্যাং মরুভূমৌচ্যাং পথ্যাগ্নিম্
প্রাচ্যাং ভূকোশং সংবৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মন্ত্রকৈঃ ১৩
তে বিজিত্য নৃপান্ ধীরা আজহ্রিরে তদা।
অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ বন্ধবে ॥১৪
ভ্রাজিষ্ণুং জরাসন্ধঃ পুত্রমেবাগ্রতো ধৃতিঃ।
আদোপায়ং তমেবাস্য ঔদ্ধবো ন্যবাচ হ ॥১৫

ঔঘসেনায়ণিং ভূজ্যং ব্রহ্মদত্তধরাত্মজঃ।
জয়দ্বিষ্টিরক্তং তাত ভূরিদ্রবণতো বতঃ ॥১৬
তে গর্গাদিষ্যবেলায়াং পুত্রেষু পুত্রকৈষিণম্।
ত্রয়ঃ সমাচেরুঃ রাজন্ ব্রহ্মদত্তিনিঃ ॥১৭
রাজন্ বিজ্ঞাতিবীর্য্য প্রাপ্তানবিনো দুরাসদাম্।
তত্ত্বঃ প্রজ্ঞ তত্ত্বঃ তে যে যত্ত্বঃ কামরাজহে ॥১৮

সহদেবঃ সহ সমিলস্যাগ্নিং [তিনি আগ্নিস্য] সৃঞ্জয়ৈঃ। মরুভূমৌচ্যাং [মরুভূমৌ উচ্যাং] তিনি, কেকয়ৈঃ সহ মন্ত্রকৈঃ পথ্যাগ্নিম্ [মন্ত্রকৈঃ সহ পথ্যাগ্নিং] তিনি ভূকোশং [ভূকোশকং] তিনি আজিষ্ণুং ॥১৩

যে পূর্ব। যে ভীমসেন বীরেণ [ভীমসেনেন] পূর্বদিকে বিজিত্য [জয়] করিয়াছিলেন, অজাতশত্রুকে পূর্বদিকের ভূরি ধন [ধনিক ধন] দিলেন [আহরিলেন]; অজাতশত্রু [যুধিষ্ঠির] বন্ধুবর্গকে দান করিলেন ॥১৪

জরাসন্ধ অধিক [বলা (তখন ৮ বৎসর) হইতে] রাজত্ব [পূর্বদিকের ধন] ভোগ করিয়াছিলেন, [তাঁহার] পুত্র [ভীমের] সহিত যুদ্ধে [ভীমসেনের] আশ্রয় [ভীমকে ধরা] হইয়া [ভীমকর্তৃক ধৃত] ॥১৫

ভগবান্ পূর্বদেবতা-বংশীয়গণের সহদেবকে অধিক প্রেরণে এবং অন্যান্য রাজ্যের সৈন্য সামন্ত সহ মরুভূমিকে পশ্চিম দেশ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; কেকয়রাজ সহ অর্জুনকে উত্তর দিকে এবং মন্ত্ররাজের সহিত ভীমসেনকে পূর্বদিক্ জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন ॥১৩

হে নরনাথ! অধি অল্পকাল মধ্যে সেই ভীমাদি বীর পুরুষগণ বীর বিক্রমবলে নৃপতিবৃন্দকে পরাজয় করত, অজাতশত্রুর প্রয়োজনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ উদ্যোগী অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে তাঁহারা প্রচুর ধন আনয়ন করিয়া দিলেন ॥১৪

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত, অথচ প্রবল শত্রু জরাসন্ধ পার্শ্বে বিদ্যমান; তাঁহাকে কেহ কখন পরাজয় করিতে পারিতেছে না; সুতরাং যজ্ঞের

যে রাজ। ঔঘসেনং, অর্জুনং যথা ভূজ্যং ইতি হয়। এবং ব্রহ্মদত্তিনঃ [ব্রহ্মদত্তবংশীয়ান্] সমাচেরুঃ, যথা যে ভূরিদ্রবণতঃ [ধনাগম] আসীৎ, তং নিবেদয়ন্ [তাহা নিবেদন করিয়াছিলেন] ॥১৬

যে ব্রহ্মদত্তিনঃ [ব্রহ্মদত্তবংশীয়গণ] রাজন্যাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ঔঘসেনং [ভীমসেনকর্তৃক] পরাজিতম্ [পরাজয়] যত্ন [পূর্বদিক্] জয় করিবার [জন্য] ভীমসেনের [নিকট] গমন করিয়াছিলেন ॥১৭

যে রাজন্। [ক্ষত্রিয়গণ] যখন [ভীমসেনের] বিক্রমে [পরাজিত] হইয়া [ভীমসেনকে] ধন [দিয়াছিলেন], তখন [তাঁহারা] যে যে [ধন] কামনা করিয়াছিলেন [তাহা] ॥১৮

প্রধান প্রতিবন্ধক জরাসন্ধের পরাজয় বিষয়ে সাধিত হয়, এই চিন্তায় যুধিষ্ঠিরের চিত্ত অত্যন্তই অত্যন্তই ব্যাকুল দেখিয়া, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করত উদ্ধব-কথিত জরাসন্ধ-বধের উপায় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন ॥১৫

অনন্তর ভীমসেন, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ এই তিন জনেই রাজদের ন্যায় বেশ ধারণ করত, বৃহদ্রথ-পুত্রের প্রবল-প্রতাপ রাজা জরাসন্ধের বাসবাটীর নিকটস্থ মার্গে দ্রুত গমন করিলেন ॥১৬

হে রাজেন্দ্র! বৃহদ্রথবংশে অবস্থিত ব্রাহ্মণ-ভক্ত সেই জরাসন্ধের সমীপে অতিথিসৎকারের উপযুক্ত সময়ে উপনীত সেই ব্রাহ্মণ-বেশধারী ক্ষত্রিয়ত্রয় তথায় রাজা জরাসন্ধকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, হে রাজন্! আমরা অনেক দূর দেশ হইতে আগমন

কিং দুর্লভং ত্রিভিত্রিদৈঃ কিমকার্য্যমনাত্মভিঃ।
কিং ন ভেদ্ধং মহাত্মানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥১৯
যোঽনিত্যেন শরীরেণ লভতে ভেদ্ধং মহো ধ্রুবম্।
সন্নিযচ্ছতি যঃ প্রাজ্ঞঃ ন তাপঃ ভোক্তুমেব সঃ ॥২০
হরিদ্যুম্নো মহিমেব ঔত্তমুক্তিঃ শিবিরিতি:
স্বায়ঃ ভপোভো বহবো ব্রহ্মবেদ ধ্রুবং পরম্ ॥২১

শ্রীশুক উবাচ

ধর্মজ্ঞস্তুরিতিস্তাংস্তু প্রত্যেত্যৈর্ভ্যাবভৈরপি।
ব্রাহ্মণব্রহ্মণ্য বিজ্ঞায় পূর্ববদ্ধানচিন্তয়ৎ ॥২২

ব্রাহ্মণব্রহ্মণো ক্ষেত্রে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি।
দদাসি কিঞ্চিৎ কেন্দ্র আত্মানমপি দুস্ত্যজম্ ॥২৩

তত্র ত্রিভিস্ত্রিদৈঃ ত্রায়স্ত্রিংশৈঃ কিং দুর্লভং দুষ্প্রাপ্যং, তথা অনাত্মভিঃ কিং অকার্য্যং ; মহাত্মানাং কিং ন ভেদ্ধং। তথা সমদর্শিনাং কঃ পরঃ অধিকঃ ॥১৯

যোঽনিত্যেন শরীরেণ লভতে ভেদ্ধং ব্রহ্ম তথা তত্র সমর্থঃ অপি ন আদিবেদ্যি ন সন্নিযচ্ছতি, ন যত্নং করোতি। স তাপঃ ভোক্তুমেব ন ॥২০

হরিদ্যুম্নো হরিমেধসঃ পুত্রঃ শিবিরিতি: শিবেঃ অপত্যং তথা স্বায়ঃ ভপোভো বহবো ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাপ্তবন্তঃ ধ্রুবং পরং ভগবন্তং ॥২১

শ্রীশুকঃ উবাচ। ধর্মজ্ঞঃ তথাবিধঃ তাংস্তু আত্মবিদঃ সর্বানেব আত্মবিদ্যাবলপ্রভাব-বিশেষৈঃ অনন্যসাধারণৈঃ প্রত্যেত্যৈঃ প্রত্যেকৈঃ ঃ বিশেষ ধনং দুষ্টপূর্বমিতি (দ্রৌপদী-স্বয়ংবরাদিনা পূর্বদৃষ্টম্) ব্রাহ্মণব্রহ্মণ বিজ্ঞায় অবধার্য, অচিন্তয়ৎ ॥২২

ব্রাহ্মণব্রহ্মণো হি এব এতে ব্রহ্মলিঙ্গানি (ব্রাহ্মণত্ব) বিভ্রতি। তেভ্যঃ দুস্ত্যজম্ আত্মানম্ অপি কিঞ্চিৎ কেন্দ্র দদাসি ইতি ॥২৩

করিয়াছি এবং বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আপনার দ্বারে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছি ; আপনি আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন ; তাহাতে আপনার মঙ্গলই সাধিত হইবে ॥১৭-১৮

ইহাতে আপনার আশঙ্কা করা কর্তব্য নহে ; কারণ জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে কিছুই দুষ্কর নাই এবং মহাত্মার পক্ষে কিছুই অকার্য্য বলিয়া গণনীয় নহে। বিশেষতঃ মহাত্মাদের নিকট যেমন কিছু অদেয় নাই, তদ্রূপ সমদর্শীর পক্ষেও সেইরূপ কেহ আপন বা পর নাই ॥১৯

অধিকন্তু যে ব্যক্তি দুর্লভ মানব-জীবন লাভে এবং সাধুসঙ্গেও অধিকার শরীরের দ্বারা সাধুসঙ্গ-পরিবর্দ্ধিত নিজ ধর্ম সংগ্রহ না করে, সে ব্যক্তি অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্বেষীয় এবং শোচনীয় ॥২০

শ্রবণ করিয়া দেখুন ! রাজা হরিদ্যুম্ন শিবাধিকের বংশ হইতে জন্ম হইবার জন্য শিবি বলিয়া এবং পুত্র পর্যন্ত বিক্রয় করত, স্বয়ং চণ্ডালের কর্মও করিয়াছিলেন তথাপি ব্রহ্মলোকে পরাধুখ হন নাই ; অন্যে অন্যেরা সমস্ত জন্মের পর কর্মান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। হরিদ্যুম্নের অন্যান্যে পরিবারবর্গ সহ অষ্টাদশ দিবস উপবাস করিবার পর এক দিবস অবশিষ্ট রাত্র ও উষঃ সংপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার গৃহে অতিথি উপস্থিত হন ; তিনি তখন সহ সেই সাধুকে অন্যান্য নিজেদের নিমিত্ত না রাখিয়া অতিথিকে প্রদান করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। উশীনর দুষ্মন্ত সপরিবারে ছয়মাস কাল অনাহারে থাকিবার পর, অন্যান্য অন্নের দ্বারা আতিথ্যসৎকার করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করিয়াছেন। শিবিরাজ মহাশয় ভগবানের জীবন-স্বার্থ ভগবদ্বিরহের মানে স্বীয় দেহ হইতে কর্তন করত শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করেন এবং তদনুরোধে স্বর্গলাভ গমন করিয়াছেন। অধিক কি ; ব্রাহ্মণ-বেশধারী যাচন-বিগ্রহ ভগবান্ ব্রাহ্মণব্রহ্মে সর্বস্ব প্রদান করত সাক্ষাৎ ভগবান্‌কেই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগোদয়ের অতিরিক্তে

অলমর্থো হ্যসদ্ধর্ম্মৈরয়ং তু ন তথা স্থিরঃ।
ঐশ্বর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণস্যাপি বিদ্বেষাদ্ যাদৃগৃদ্ধিমান্ ॥২৩
স্থিরঃ স্থিরৈর্যতেস্তস্মাৎ বিদ্বেষে বিদুষঃ কিয়ৎ।
জানতাপি মহীং প্রাণান্ ধর্ম্মার্থাপেক্ষিণা ময়া ॥২৪
জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো ন্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা।
তেহেন পক্ষদাহেন দেবতা বিপুলং বলং ॥২৫

ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃতার্হণমৃষিব্রজম্।
যে বিপ্রা নিরয়ং কামং নাদ্যাদ্ধর্ম্মিষ্ঠোঽপি তম্ ॥২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

দৃষ্টং নো দেবি যজ্ঞেঽস্মিন্ যদ্বয়ং ধর্ম্মবর্ত্মনি।
দুষ্প্রাপিতো বরঃ প্রাপ্তো যদ্ধর্ম্মো বাসুরক্ষিতঃ ॥২৮

যদ্যপি ইন্দ্রস্য সর্ব্বং ত্রিভিঃ ত্রিভিরেব হবির্ভিঃ ইত্যুক্তং, তথাপি বিশেষতঃ প্রাতরনুবাকস্থানীয়ানি বিষ্ণুনা ঐশ্বর্য্যাদ্ যদি যজ্ঞে বিষ্ণুং বিদ্বেষা যাজ্ঞে অকরবং পরিহৃতা বৈষ্ণবীং (অবৈষ্ণবং সর্ব্বং বিষ্ণুনাপি হবির্ভুজি ইতি) তন্মাৎ যদি তথা তত্রেদৃশ বাসুরাদেঃ যদি বিষ্ণুপ্রিয়ং বিদ্বেষ যদি প্রাণান্ ॥২৬-২৭

ব্রাহ্মণার্থায় বিপুলং বলং ন ইত্যত্র। ন প্রার্থনায়াং। জীবতা ক্ষত্রবন্ধুনা পাষণ্ডাদেরপি ক্ষীণায়ুষঃ, সেহেন পক্ষদাহেন ন তু

দন্দহ্যমানা ন ভোষ্যন্তি ॥২৭

ইতি উদারমতিঃ (উদারা প্রাপ্তা উত্তমা মতিঃ যস্য সঃ) অতএবঃ ধর্ম্মিষ্ঠোঽপি তম্ নিরয়ং যে বিপ্রা নাদ্যাদ্ ভক্ষয়েৎ, তে বিপ্রা ব্রাহ্মণাঃ; নিরয়ং ক্রিয়তাম্, অয়ং যাজ্ঞয়ঃ ন ভক্ষিতঃ যদি দুষ্প্রাপ্তঃ অভিলষিতঃ ভো, তর্হি ন দুষ্প্রাপ্তঃ নিরয়ং ॥২৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে যাজ্ঞে। যদি অত্রেদৃশো দোষো ন্যূনং ইত্যপি, তর্হি নঃ অস্মাকং যজ্ঞে দৃষ্টং ভো। যতঃ যজ্ঞে দুষ্প্রাপিতো বরঃ প্রাপ্তো ইহ প্রাপ্তঃ, ন অন্যত্রাপি প্রাপ্তঃ ॥২৮

সমাধত্ত ব্যাধকে অপরাধী সহ স্বীয় ধামে প্রবেশে যে পুণ্যের লক্ষণ করিয়াছিল, সেই ফলে সে বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিয়াছিল। এদিকে ব্যাধও অপরাধ এবং অপরাধীর তাদৃশ অনুপম সাহচর্য্য ও সৌহার্দ্য পরিহরে বিধিত হইয়া মহাপ্রস্থানে গমন করিল এবং যমরাজের হস্তের হইতে পরিত্রাণ হইল এবং স্বর্গে গমন করিয়াছিল। এই প্রকারে অনেকেই এতাদৃশ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন ॥২১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! প্রহ্লাদের সেই ভুবনেশী ভীষণাকৃতি কঙ্কণ আকৃতি, প্রকৃতি এবং ব্যাধাভাষিত প্রকোষ্ঠাদির চিহ্ন অবলোকন করিয়া, প্রভুর বেশধারী অমিত বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবধারণ করিলেন এবং যেন পূর্ব্বে কোথায়ও তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের সেই চিন্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণবন্ধুগণ! তোমরা যখন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ আমার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়াছ, তখন তোমাদের প্রার্থনা আমি পূরণ করিব। অধিক কি; যদি তোমাদের কেহও প্রার্থনা কর, তাহাও তোমাদিগকে প্রদান করিতে আমি সক্ষম আছি ॥২২-২৩

ব্রাহ্মণের বেশ ধারণে দৈত্যেন্দ্র বলির সর্ব্বস্বের হরণেচ্ছায় ভগবান্ বিষ্ণু বামন-মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া যখন ত্রিপাদভূমি বলিরাজের নিকট যাচ্ঞা করেন, তখন দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে নিষেধ করিলেন, কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া বলিরাজ সেই বামনরূপীকে ত্রিপাদ ভূমি দানের উদ্যমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ দানের কীর্ত্তি জগতের অদ্বিতীয় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

অহো! দৈত্যরাজ বিদ্বেষভাবেতেও বিষ্ণু বলিয়া অবগত হইয়াও এবং দৈত্য-গুরুর উপদেশ শ্রবণ না করিয়াও বিষ্ণুকে ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৪-২৫

অহো! অধর্ম্মাচারী ঘোর রাক্ষসে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সাধন করত বিপুল ধন সংগ্রহ করা না হয়, তবে তাদৃশ জীবন

অথৌ যুধোৎসঃ পার্থস্তু প্রাহার্জুনো ধনুঃ।
কবচী খড়্গী রথমাস্থায় তস্থৌ রিপূন্ ৪২৯
এবমাবেদিতো রাজা ভগবদ্ভিঃ সভাজিতঃ।
আয়ু চার্মর্ষতো ধন্বা যুযুধে ঋষিভি র্বৃতঃ ৪৩০
ন যুধ্যন্তং জঘানেতি যবনেন্দ্রং যদুর্ভটঃ।
অনুব্রজ্য বসুধৌঘং আক্রন্দ সমুদ্রবৎ গজঃ ৪৩১

অথৈনং যবনো দৃষ্ট্বা তুলয়ন্ তং পুনঃ পুনঃ।
অহো বিভর্ত্যসাবেকো গজানীকমিবাহবে ৪৩২
ইত্যুক্ত্বা তমভিদ্রুত্য গৃহীত্বা সংপরাক্রমে।
হতোঽসীতি প্রহস্যাসিং উদ্যম্য নিশিতং শিতম্ ৪৩৩
তস্মিন্ প্রহরতি ক্ষিপ্রং আদায় মুষ্টিনা মুনিঃ।
তেন তস্যাহনদ্ গ্রীবাং ভগবান্ ভরতর্ষভ ৪৩৪
তস্যাভিঘাতো বলিনা বিরেজে পুরুধা ভুবি।
বজ্রেণেবাচলস্যাগ্রং মহতা ধাতুমণ্ডিতম্ ৪৩৫
স বৃষ্ণয়ে ব্যদর্শয়ন্ স্বরূপং যদুপুঙ্গবাঃ।
সংকর্ষণ সহায়শ্চ শ্রীবৎসাদিভি রঙ্কিতম্ ৪৩৬
চতুর্ভুজো রোচমানঃ বনমালা নিষেবিতঃ।
পীতবাসা নিলকণ্ঠ প্রসাদাভিমুখঃ শিশুঃ ৪৩৭
মহাপুরুষ লক্ষণৈ র্মহাভাগ্যোপলক্ষিতঃ।
তেজসা হাটকাভেন দুর্বিভাব্যোঽকৃতাত্মভিঃ ৪৩৮

অথ তমুপসংক্রম্য ভগবান্ কালযবনঃ।
নারদোক্তং তমসিতং লক্ষণৈ রন্বমোদত ৪৩৯
ইতি মতিমুপকল্পিতং বিতথ্যং
প্রতিসমধীক্ষ্য স দাশার্হকাণাম্।
বিষয়াত্মনাং বিষমধীরসত্ত্ববাতো
হরিমুপযাতি হয়ো যথা মরীচিম্ ৪৪০
তত স্তমচ্যুতো বীক্ষ্য ফ্লেচ্ছসৈন্যান্তিকং গতম্।
নিরায়ুধো দুর্মনস্কবদ্ রণাদ্ অপসসার হ ৪৪১

অথ পদ্মপলাশাক্ষো মুচুকুন্দ নিষেবিতম্।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং তমসা কম্বলেন বৈ ৪৪২
শয়ানং পুরুষং তত্র দৃষ্ট্বা তং কৃষ্ণ আত্মনা।
অজানন্ শয়িতো মহ্যং ইতি মানী ক্ষ্মাপতে ৪৪৩
ইত্যুক্ত্বা তং পদা মন্দং অহন্ উত্থায় সংরম্ভী।
শয়ানো লক্ষিতঃ ক্ষত্রা চিরং সুপ্তমিবোত্থিতঃ ৪৪৪
স তিরশ্চীনদৃগ্ বীক্ষ্য বিমৃশন্ তং বরাসনে।
ব্রহ্মণ্যস্তেজসা তস্য তূষ্ণীং অস্থাদ্ অবাঙ্মুখঃ ৪৪৫

অথ তমুপসংক্রম্য ভগবান্ কালযবনঃ।
নারদোক্তং তমসিতং লক্ষণৈ রন্বমোদত ৪৪৬
ইতি মতিমুপকল্পিতং বিতথ্যং
প্রতিসমধীক্ষ্য স দাশার্হকাণাম্।
বিষয়াত্মনাং বিষমধীরসত্ত্ববাতো
হরিমুপযাতি হয়ো যথা মরীচিম্ ৪৪৭
তত স্তমচ্যুতো বীক্ষ্য ফ্লেচ্ছসৈন্যান্তিকং গতম্।
নিরায়ুধো দুর্মনস্কবদ্ রণাদ্ অপসসার হ ৪৪৮

অথ পদ্মপলাশাক্ষো মুচুকুন্দ নিষেবিতম্।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং তমসা কম্বলেন বৈ ৪৪৯
শয়ানং পুরুষং তত্র দৃষ্ট্বা তং কৃষ্ণ আত্মনা।
অজানন্ শয়িতো মহ্যং ইতি মানী ক্ষ্মাপতে ৪৫০
ইত্যুক্ত্বা তং পদা মন্দং অহন্ উত্থায় সংরম্ভী।
শয়ানো লক্ষিতঃ ক্ষত্রা চিরং সুপ্তমিবোত্থিতঃ ৪৫১
স তিরশ্চীনদৃগ্ বীক্ষ্য বিমৃশন্ তং বরাসনে।
ব্রহ্মণ্যস্তেজসা তস্য তূষ্ণীং অস্থাদ্ অবাঙ্মুখঃ ৪৫২

অথৌ পার্থ পুরাণা পুরুষ তুলয়ন্ তাঁরে, তথা তত্র ব্রহ্মা যি অথৌ অর্জুনঃ তথা অমনো: মানুষেরা তে যব বিপু ইতি যব ভাবেন ৪২৯

এবম্ আবেদিতঃ বিজ্ঞাপিতঃ সঃ রাজা যাদবঃ ঐতঃ ভগবান্ তথা ঋষিভিঃ বৃতঃ বেষ্টিতঃ যে যবনঃ; যদি যুদ্ধ এই ভাগ্যিকা, তবি যে যুদ্ধ যুদ্ধ এই এবং ইতি আর ৪৩০

যবনেন্দ্র যুদি বিজেতারং (বিজয়ে আছে যেন যে যেন) ঐতঃ যবন যে এবং তথা যেন। তথা যে যবনো যুদ্ধায় আক্রন্দ সমুদ্রঃ গর্জনঃ গজঃ ৪৩১

বাজনের আবশ্যকতা কি ?১৯

এই প্রকারে প্রার্থনানুরূপ স্তব করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত-প্রবর রাজা মান্ধাতার ঔরস, অর্জুনি এবং ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সকলে প্রার্থনা করুন, আমি সমস্তই পূরণ করিব! অধিক কি, যদি আমার সহিতও আপনারা প্রার্থনা করেন, অবলীলাক্রমে আমি তাহাও আপনাদিগকে প্রদান করিব।২৭

এতদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমাদের অভিলাষ পূরণেই প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে স্ব-স্ব-মুক্তি প্রদান করুন! কারণ স্ব-স্ব-মুক্তির প্রার্থনায় বাস্তু আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি—অন্য কিছুর জন্য নয়।২৮

হরি কৃষ্ণীপুত্র যুধোৎস! ইনি ঐরাবতী রাজা অর্জুন এবং আমাকে উঁহাদের মাতুলকুলস্থ তোমার ভিন্নমাতা ভ্রাতা বলিয়াই অবগত হও।২৯

শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে মহাবলের ঐরাবতীর হাস্য করিলেন এবং ক্রোধাকুলচিত্তে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ওরে দুরাত্মগণ! যদি তাহাই তোমাদের সার হয়, তবে আমি তাহাই তোমাদিগকে প্রদান করিব।৩০

হে কৃষ্ণ! তথাপি তোমার ন্যায় নির্বীর্য ভীরু ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ তুমি ভয়ে ভীত হইয়া, ভীরু মনুষ্যদিগের পর্যন্ত পরিত্যাগে সমুদ্রমধ্যে বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছ, তখন আমার যুদ্ধ করিতে আসি প্রস্তুত হইলে, তুমি সেই ফলেই পলায়ন করিবে।৩১

এদিকে অর্জুন একজন ঐশ্বর্যশালী যোদ্ধা হইলেও, বস্তুতঃ আমার অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বিশেষতঃ আমার তুল্য বলীও নয়, সুতরাং তাহার সহিত যুদ্ধ-যুদ্ধে আমার কোন গৌরবই নাই; আমি তাহার সহিতও যুদ্ধ করিতে বাসনা করি না। ভীমসেন মধ্যমাগ্রজ, ইহার সহিত যুদ্ধ করাই আমার বিধেয় বটে।৩২

এই বলিয়া রাজা মান্ধাতার ঔরসজাত তাঁহাকে স্বকীয় বহুবী গদা প্রহার করিলেন এবং নিজে অপর একটী

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যঃ সব্যেন চক্ষিপে ৫।
চরতোঃ তুমুলে যুদ্ধে বহ্বোরিব গতিঃ ৫০
তদ্দন্দযুদ্ধং সুমহদ্ বলমুখ্যমল্লয়োঃ।
সর্বভূতবিস্ময়করং বজ্রনির্হ্রাদকর্কশম্ ৫১
তে বৈ পরে মুষ্টিতলৈর্বিনিঘ্নতো
অঙ্গেষু বজ্রোপলকল্পকাঙ্গয়োঃ।
চূর্ণীবভূবুর্বলয়ঃ সমাঙ্গতো
সংঘূর্ণতোর্বিদ্যুদিবাম্বরে ক্ষিতৌ ৫২
ইত্থং তয়োঃ প্রহতসর্বশরীরবীর্যয়ো
র্মুষ্টীকৃতিপ্রহরণস্পর্শৈরপিষ্টাম্।
শব্দস্তয়োঃ প্রহতয়োরিব তোয়রোধা-
দির্যাতযন্নলকবনগতাভ্রনোদঃ ৫৩

সবলঃ বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ অন্যে তথা বিচিত্রাণি মণ্ডলানি চরণেন চক্ষিপে ক্ষেপয়ামাস। তয়োঃ রঙ্গে চরতোঃ যুদ্ধে বহ্বোঃ ঋষভয়োঃ ইব গতিঃ ৫০

যে রাজন্! তয়োঃ ৫ পরিশ্রমে সবলয়া সহয়া প্রতিযুদ্ধয়োঃ সমানিয়ে ঐব সহয়োঃ বহ্নিসম্পর্কবিশিষ্ট বজ্র বিস্ফোট সদৃশঃ তয়োঃ মল্লযুদ্ধম্ তথা ঘোরতরম্ ৫১

ঔপস্থিতয়োঃ (ঐক্য সহয়ঃ ক্রোধ যোগঃ তয়োঃ) সমাঙ্গতয়োঃ বিদ্যুতয়োঃ ধরণ্যাং আকাশে চেতি ত্রয়ঃ চূর্ণীবভূবঃ তথা অন্তরিক্ষে পরস্পরং মুষ্টিতলৈঃ বিনিঘ্নতোঃ

তথা প্রহরণে মুষ্টার্থে পুতীর ধারিতে সমর্থ করিলেন।৫১

অনন্তর সবলরাম এবং মল্লযুদ্ধে বলে কোমলাঙ্গ একটী বিদিত মল্লযুদ্ধে উদ্যত হইয়া উক্ত রণস্থলে বীরমূলে জীবন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মল্লযুদ্ধ বিশারদ পরস্পরে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।৫২

বাম ও দক্ষিণ ভাগে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণের কৌশলে মুষ্টিতলে উক্ত বীরদ্বয়কে বজ্রকল্প প্রস্তরের ন্যায় অপূর্ণ যোদ্ধাবলী বলিয়া লক্ষিত হইয়াছিল।৫৩

অনন্তর যে রাজন্! যখন অন্তরিক্ষস্থলের যুদ্ধকালে যেমন জীমূত গম্ভীরধ্বনি উত্থিত হয়, সেইরূপ এই বীরদ্বয়ের বজ্রতুল্য কঠিন প্রহারের চটচটাধ্বনিও যেন বিদ্যুৎ ন্যায় করিয়া ফেলিল।৫৪

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধপ্রারম্ভে

যে যে স্থানে উদ্যতঃ অঙ্গ-মুষ্টি-পাদ-জানাদি কল্পনা যুদ্ধ, তত্তৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্টতয়া রাজন্) ইত্যস্য আদ্যা চূর্ণী বভূবুঃ।৫৩

ইত্থং আদ্যাঃ প্রকারেণ প্রহরতোঃ তয়োঃ সবলয়োঃ মুষ্টৌ চূর্ণীরো ভীম-প্রহারয়োঃ অঙ্গসূচনঃ (অঙ্গের সোষ্ঠব সূচনা যেন যুঃ) মুষ্টিঃ অঙ্গোপাঙ্গানাং আকৃতিরাকারঃ। তেন ইত্থং ইব পরস্পর প্রহরতো তয়োঃ তুমুলযুদ্ধেন (তুমুল তাড়ন ঘটনা তথা ইব) পরং নির্ঘাতয়ন্তঃ [নির্ঘাতঃ বিদ্যুদ্বিস্ফোটঃ তদ্বন্তং পরং তয়োঃ আসীৎ।৫৪

হইতে লাগিল।৫৩

অনন্তর সবলরাম এবং মল্লযুদ্ধে বলে কোমলাঙ্গ একটী বিদিত মল্লযুদ্ধে উদ্যত হইয়া উক্ত রণস্থলে বীরমূলে জীবন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মল্লযুদ্ধ বিশারদ পরস্পরে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।৫২

বাম ও দক্ষিণ ভাগে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণের কৌশলে মুষ্টিতলে উক্ত বীরদ্বয়কে বজ্রকল্প প্রস্তরের ন্যায় অপূর্ণ যোদ্ধাবলী বলিয়া লক্ষিত হইয়াছিল।৫৩

অনন্তর যে রাজন্! যখন অন্তরিক্ষস্থলের যুদ্ধকালে যেমন জীমূত গম্ভীরধ্বনি উত্থিত হয়, সেইরূপ এই বীরদ্বয়ের বজ্রতুল্য কঠিন প্রহারের চটচটাধ্বনিও যেন বিদ্যুৎ ন্যায় করিয়া ফেলিল।৫৪

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধপ্রারম্ভে

যে যে স্থানে উদ্যতঃ অঙ্গ-মুষ্টি-পাদ-জানাদি কল্পনা যুদ্ধ, তত্তৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্টতয়া রাজন্) ইত্যস্য আদ্যা চূর্ণী বভূবুঃ।৫৩

ইত্থং আদ্যাঃ প্রকারেণ প্রহরতোঃ তয়োঃ সবলয়োঃ মুষ্টৌ চূর্ণীরো ভীম-প্রহারয়োঃ অঙ্গসূচনঃ (অঙ্গের সোষ্ঠব সূচনা যেন যুঃ) মুষ্টিঃ অঙ্গোপাঙ্গানাং আকৃতিরাকারঃ। তেন ইত্থং ইব পরস্পর প্রহরতো তয়োঃ তুমুলযুদ্ধেন (তুমুল তাড়ন ঘটনা তথা ইব) পরং নির্ঘাতয়ন্তঃ [নির্ঘাতঃ বিদ্যুদ্বিস্ফোটঃ তদ্বন্তং পরং তয়োঃ আসীৎ।৫৪

অন্যোন্যেন প্রযুধ্যতাং সর্বসাত্বতপৌরয়োঃ।
নিরীক্ষ্যমমন্যুদ্ধং যুযুধে সাত্যকির্মহৎ ॥৩১
এবং অন্যোন্যশাস্ত্রাস্ত্র-পূগপ্রমথিনোর্মৃধে।
বিস্মিতা নিরযুদ্ধস্ত্র তুমুলমিশি কিঞ্চিতোঃ ॥৩০
এতস্মিন্ নাতরে রৌ প্রাপ্ত প্রাপ্তম্ মুকোদরঃ।
ন শশ্রাম ক্ষয়ন্নাজন্ নির্জয়ন্ মুধি মাধব ॥৩১

শত্রোর্জ্যা-মুষ্টী বিভ্রাণ্ড ভৌবিত্তক ক্রাতুকম্।
পার্শ্বস্থপ্যাহনন্ যেন ভেজাচিত্তরথর্ষভঃ ॥৩২
ক্ষিত্তাবিত্তাবিত্তোপাস্ত্র ভৌবস্তাবোধবর্ণিনঃ।
বর্ণয়ন্তাস বিটপঃ পাটয়ন্নিব নাভয়া ॥৩৩
তদ্ বিজ্ঞায় ভগবান্ভো ভৌমঃ প্রহরতাং বরঃ।
দৃষ্টীভ্যা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস দুর্মদম্ ॥৩৪

---

৩১ মূল। সর্বসাত্বতপৌরয়োঃ। বিদ্যা অন্যোন্যম্, বল পাণ্ডবীয়ং, অন্যে ইন্দ্রিয়সমূহে এবাদি সর্বত্র অন্যঃ) অন্যোন্য অন্যোন্যস্য প্রহরতাং নির্দিশ্যতাং বিদ্যয়া যুদ্ধম্ অযুধ্যত ॥৩১

৩২ অন্যোন্য। এবম্ যুধ্যতোঃ অপি তয়োঃ যুদ্ধম্ নিরীক্ষ্য অন্য অন্যোন্যস্য বিদ্যয়া। ৬ অন্যো অন্যশিক্ষাভিঃ বিদ্যাভি বিদ্যম্ যুধ্যতোরিতি ॥৩২

৩৩ রাজন্। এবম্ যুধ্যতোঃ ভৌম: মাতুলম্ মাতুল-পুত্রঞ্চ হন্তুম্ ন ইচ্ছতি ইতি ভাবেন। ইতি শ্রীধরস্বামিপাদ ॥৩৩

৩৪ তদ্ বিজ্ঞায়। এবম্ যুধ্যতোঃ ভৌম: মাতুলম্ মাতুল-পুত্রঞ্চ হন্তুম্ ন ইচ্ছতি ইতি ভাবেন। ইতি শ্রীধরস্বামিপাদ ॥৩৪

অন্যোন্য এবং ভীমসেন উভয়েই তুল্যবলী এবং রণকৌশল ও ধৈর্য উভয়েরই সমান, সুতরাং কেহই কাহারও নিকট পরাস্ত না হওয়ায় যুদ্ধ সমান ভাবেই চলিতে লাগিল। যুদ্ধের পরিণাম সহসা কিছুই পরিদৃষ্ট হইল না ॥৩০

এই প্রকারে তুল্যভাবে যুদ্ধ করত সপ্তবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল; বিংশতিতম দিবসে, অদ্য ভীমসেনকে পরম যুদ্ধকুশল জানিয়াও শত্রুনিধনে একান্তই অধ্যবসায় করেন ॥৩০

এক দিবস মুকোদর মাতুল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে জনার্দন! অন্যোন্যের যুদ্ধ পরাজয় করা আমার পক্ষে যেন একান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হইতেছে ॥৩১

হে মধুসূদন! কোন্ উপায়ে ভীষণ অস্ত্র অন্যোন্যের বিনষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করত তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের উপর পরী উপ

অন্যোন্য অন্যোন্যস্য অস্ত্র (শস্ত্রাস্ত্রসমূহম্) দৃষ্টিঃ (পক্ষপাতদৃষ্টয়ঃ) ৬ অন্যোন্য (অন্য নাম রাজসূয় যজ্ঞে পরম-পূজনের জন্য) অস্ত্র ভৌমিক ৬ বিদ্যম্ জ্ঞাম্ ইতি ক্লীব বেদে তেজসা পার্শ্বে ভীষম্ আপাদয়ন্ উপক্রমম্ করম্ আনী সূত্র পরশী ভবেন ইতি অধিকারে ॥৩২

দক্ষিণা ভগবান্ জ্ঞান বিটপ নাম্না বিশোষিম্ রাজন্ নাভয়েন ইব অন্যোন্যস্য সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ভৌমস্য অভিপ্রায়ম্ জ্ঞাতবান্ ॥৩৩

প্রহরতাং বরঃ ভগবান্ ভৌমঃ তং তথা পূর্বোক্তম্ উপায় বিজ্ঞায় পাদয়োঃ পরঃ দৃষ্টীঃ দৃষ্টিভ্যাম্ পাতয়ামাস ॥৩৪

অন্যোন্যের বিদ্যা বিষয়ে যেন যত পৃথক্‌ভাবে প্রবল হইল; সুতরাং পৃথক্ প্রযুক্ত যেন যতবার নিষ্ফলোদ্যম যোদ্ধে নবীনে বিক্ষিপ্ত হয়। তৎকালে তথা নামে একটী রাক্ষসী উপায়ের পর্যালোচনা করত অন্যোন্য উক্ত যতবার অবলোকন পূর্বক দুই হস্তে দুইটী যত লইয়া যেমন যুদ্ধস্থলে একত্রিত করিল, অমনি একটী পূর্ণ বালকের ভীষণ মূর্তি প্রকট হইল। তদ্দর্শনে রাক্ষসী কলনার্থ হৃদয়ে পরম তাহা ভোজন না করিয়া উহার পালনার্থ অন্যোন্যকে সমর্পণ করে। অন্যোন্য ঐ বালক অন্যোন্য নামে বিখ্যাত হইল। অতএব উহার যেমন যতদ্বয়কে পূর্ববৎ বিভক্ত করিতে পারিলেই অন্যোন্যের মৃত্যু অনিবার্য মনে করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বীয় বীর্যের দ্বারা দুর্যোধনকে বলীয়ান্ করিলেন ॥৩২

অন্যোন্য অন্যোন্য-দর্শন দুষ্ট অন্যোন্যের মৃত্যুর উপায় স্থির করত ভীমের দৃষ্টি সন্নিহিত হইলেন এবং

এবং পাদং পদাক্রম্য লোকান্ত্রীন্ প্রভুর্ন বঃ।
ততঃ পাটয়ামাস পাথসিব মহাগজঃ ॥৩৪
একপাদোরু-বৃষণ-কটি-পৃষ্ঠ-স্তনাংসকে।
একবাহ্বক্ষি-ভ্রূ-কর্ণে শকলে স্ম প্রজাঃ ॥৩৫
রাজাকাশো মহারাজীর্দিবিষ্ঠে হরেরদ্ভুতম্।
পূজয়ামাসতুর্ভক্ত্যা পরিবহ্ল কৃতাঞ্জলী ॥৩৬
পরিবহ্ল তুষ্টেন বিষ্ণোরংশেন তেজসা।
যথা তুষ্টো নির্দ্বিশক্ত বল-বীর্যোপবৃংহিতঃ ॥৩৮

সহদেব উবাচ

এবং পাদং পদাক্রম্য লোকান্ত্রীন্ প্রভুর্ন বঃ।
ততঃ পাটয়ামাস পাথসিব মহাগজঃ ॥৩৪
একপাদোরু-বৃষণ-কটি-পৃষ্ঠ-স্তনাংসকে।
একবাহ্বক্ষি-ভ্রূ-কর্ণে শকলে স্ম প্রজাঃ ॥৩৫
রাজাকাশো মহারাজীর্দিবিষ্ঠে হরেরদ্ভুতম্।
পূজয়ামাসতুর্ভক্ত্যা পরিবহ্ল কৃতাঞ্জলী ॥৩৬
পরিবহ্ল তুষ্টেন বিষ্ণোরংশেন তেজসা।
যথা তুষ্টো নির্দ্বিশক্ত বল-বীর্যোপবৃংহিতঃ ॥৩৮

সহদেব উবাচ

সহদেবঃ ততস্তাত্য ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মন্ত্রবাদ্যৈঃ পতিং প্রভুঃ।
সোঽভবদ্যাদসাং রাজন্ পরমেষ্ঠ্যা যথাম্বুধেঃ ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

পদা পাদেন আক্রম্য এবং পদং আক্রম্য ভূমৌ অবষ্টভ্য, আক্রান্তা লোকাঃ প্রভুঃ ন ভবতি ন ভবেৎ; যথা মহাগজঃ পাথসা জলেন সহিতং পাটয়তি, তথা ভগবান্ আত্মনঃ তা প্রজাঃ পাটয়ামাস বিদারিতবান্ ॥৩৫

তথা একৈকঃ পাদাদি যথা যে শকলে তত্রস্থে প্রজাঃ দদৃশুঃ ॥৩৬

এবং ভগবদ্ভক্তে নিত্যং রতি র্যথা ভবেৎ তথা আশীর্বাদঃ পঠতি আশাস্তে। তথা অম্বুধেঃ, অম্বুনঃ ইব যথা তীর্থে পুষ্করাদৌ তথা ॥৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

সহদেব কহিল, একটী কৃষ্ণমায়া দেখিয়া উহার হৃদয়ে ভাবা ভিন্নিয়া বিপাটিত করত ভগবদ্ভক্তে বিপাটিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণবিদ্বা-বিশারদ ভীমসেন ভগবান্ ভীমপরাক্রম ভীমসেন কৃষ্ণ-কৃত মায়ের অবধারণ করত, পরম অভিমুখন বাক্যে তাহাকে তুষ্টিত বিপাটিত করিলেন ॥৪০

এবং নিজের চরণের দ্বারা তাহার একটী পাদ চাপিয়া ধরিয়া, তাহার অন্য পাদ দুই হস্তে ধরিলেন এবং মহাবল যেমন কৃষ্ণমায়াকে অবলীলাক্রমে বিদারিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভীমসেন জরাসন্ধকে পায়ুদেশ হইতে মস্তকাবধি দ্বিধাতে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন ॥৪৪-৪৫

অন্যান্য প্রজাবর্গ দেখিল যে জরাসন্ধের আর সে জরাসন্ধ নাই। একটী পাদ, উরু, বৃষণ, কটি, পৃষ্ঠ, একটী পাদ, উরু, বৃষণ, কটি, পৃষ্ঠ, স্তন, স্কন্ধ, ভুজ ও কর্ণ বিশিষ্ট উহার এক ভাগ এক দিকে অবলোকন করিয়া, মহাবিস্ময়াপন্নে নিজ জাতিরা সকলে হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিল। এদিকে অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ দুজনাতে আলিঙ্গন করত বিজয় প্রশংসা করিলেন ॥৪৬-৪৭

পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে ভীমসেনের শ্রান্তিবেদনা দূরে গেল; চিত্ত শান্ত হইল এবং আয়াস-ক্লান্তি অন্তর্হিত আরোগ্য হইয়া পূর্ববৎ বল ও বিক্রমে তিনি পুনরুল্লসিত হইলেন ॥৪৮

জরাসন্ধের মৃত্যু হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে তাহার পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইয়া, মাধবদলের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং সহদেবের সহিত নিজ রাজকর্মচারীকে সেই অবকাশে ভগবান্ অকপটে নির্দ্দুক্ত করিলেন ॥৪৯

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণপ্রতীক পারমহংসী সংহিতা শ্রীশুকব্রহ্মসংবাদরূপ শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের
পরিত শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-কৃত দ্বিসপ্ততিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[কৃষ্ণকর্ত্তৃকারাগারাজ্জরাসন্ধস্য বিমোচনম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

অথতে যে পরাজগ্মুর্নৃপাঃ যুধি নিজিতাঃ।
তে নির্জিতা নিবিদ্যোগ্রাঃ দদৃশুঃ কমলাসনং ॥১
মুক্তকামাঃ শুভতমাঃ সংরোধপরিকর্ষিতাঃ।
মৃগেন্দ্রবদ্ধনির্মুক্তাঃ শীতকৌষেয়বাসসঃ ॥২
শ্রীমৎপাদাঃ চতুর্বাহুঃ পদ্মকিঞ্জল্কপেশসা।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরৎকুণ্ডলমূর্দ্ধজম্ ॥৩
পদ্মস্রজং বনমালা-মধুমত্ত-মধুব্রতৈরুপজুষ্টম্।
কিরীট-হার-কটক-কটিসূত্রাঙ্গদাদিভিঃ ॥৪
ভ্রাজদ্বরমণি-গ্রীবং নিবীতং বনমালয়া।
শিবশ্রিয়ৈব চতুর্ভিঃ লিহদ্ভিরিব জিহ্বয়া ॥৫
জিঘ্রদ্ভিরিব নাসাভ্যাং বহদ্ভিরিব বাহুভিঃ।
প্রেমুখোৎপাদ্যনো মূর্দ্ধ্নি পাদয়োরিব ॥৬

অন্বয়।

শ্রীশুকঃ উবাচ। যে অত্র আগতাঃ নৃপতয়ঃ যে বন্ধকৃতাঃ যুধি জরাসন্ধেন নির্জিতাঃ নির্বিণ্ণাঃ। নির্গতাঃ মনসি বিরক্তাঃ (কুতঃ তত্রাহুঃ) মুক্তকামাঃ (তথাপি যতঃ তে (তে) সংরোধ-পরিকর্ষিতাঃ (কারাগৃহস্থ পরিক্লিষ্টাঃ ছেদিতাঃ) যে পীতকৌষেয়বাসসঃ (পীত কৌষেয় বাসসী যেষাং তে তথা) বনমালয়া যুক্তং শ্যামং ॥১-৭

অন্বয়।

শ্রীমৎপাদাঃ (শ্রীমন্তঃ রোমাবর্তবিশেষাঃ যস্মিন্ তৎ তথা) পদ্মকিঞ্জল্কবৎ পেশঃ যস্য তৎ তথা) চারু প্রসন্নং বদনং যস্য তৎ তথা) চারু সুন্দরং প্রসন্নং যস্য তৎ তথা) স্ফুরৎ কুণ্ডলং যস্য তৎ তথা) পদ্মস্রজং যথা-স্থানং ধৃতৈঃ মধুমত্তৈঃ মধুব্রতৈঃ উপজুষ্টং সেবিতং কিরীটাদিভিঃ ভূষিতং অতএব ভ্রাজৎ শোভমানং হারেণ কৌস্তুভাখ্যেন যুক্তং তথা) বনমালয়া যুক্তং নিবীতং ব্যাপ্তং, চতুর্ভিঃ তথাভূতং শ্রীমদ্ভিঃ লিহদ্ভিঃ ইব জিহ্বয়া ॥৫-৯

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কৃষ্ণকর্ত্তৃক আবদ্ধ নৃপগণের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ।]

শুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! জরাসন্ধবধে নিশ্চিন্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, তখন তথা হইতে ভগবান্ কর্ত্তৃক পরাজিত নৃপতিগণ সেই স্থলে আসিয়া দুই অক্ষৌহিণী অধ্যুষিত মণিবরাহ ও মণিমন্ত বনমালাধারী রাজা নিরীক্ষণ করিলেন।১)

কারাবাস-জনিত ক্লেশে একান্ত পরিক্লিষ্ট ও অন্তরাত্মায় দীনতার এবং ম্লান-বদন সেই নৃপতিবৃন্দ কারাগার হইতে বিমুক্তিলাভে বাহির আসিয়া অতঃপর পীত-কৌষেয় বসনধারী, নবীন শ্রীমদ্বনমালা ভূষিতবক্ষঃ, চারু-প্রসন্ন-বদন, চতুর্ভুজ, পদ্মবর্ণ সদৃশ আয়তলোচন ভগবান্ শ্রীহরিকে নয়নগোচর করিলেন; তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত কৌস্তুভমণি ঝলমল করিতেছিল, অঙ্গে পীতবর্ণ কৌষেয় বসন, মস্তকে কিরীট, বলয়ে মণিময় হার, হস্তে কঙ্কণ, কটিতে ও কটীসূত্র, চরণে কৌস্তুভ মণি এবং আপাদ-লম্বিত বনমালা ও অন্যান্য আভরণের শোভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণস্যার্জুনস্যাপি-ভীমস্যাথ বৃকোদরঃ।
প্রাণদন্তেষু বীরেষু শৌরিঃ প্রাতরথো নৃপঃ ॥৭

রাজোবাচ।

মহত্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাব্যয়।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিঘ্নান্ ঘোরসংসৃতেঃ ॥৮

নৈষঃ নারায়ণস্যাংশো নরশ্চ সনাতনঃ।
অনুগ্রহায় বঃ জন্তো রাজ্যং রাজ্যচ্যুতির্বিভো ॥৯
রাজ্যৈশ্বর্যান্নলাভাদ্বো ন ক্ষোভো বিদ্যতে নৃপ।
ভবদ্ভ্যাং যোগিনৌ নিত্যং হরতে দুঃখসংসৃতেঃ ॥১০
দুঃখকৃচ্ছাং বয়ং বালা মজ্জন্তঃ ঈশসাগরম্।
এবং বৈকারিকীং মায়ামবুদ্ধা বহু চক্রমে ॥১১

তথা চতুর্থীয়ঃ শিবঃ ইব শিবকো শিবস্য ইব সাধারণো শিবঃ ইব তথা যাবতি বস্তুনি ইব ॥৬

কৃষ্ণস্য সর্বশিবত্বে যে যাবতঃ যেন যথা শিবঃ সাধারণ্যেনাস্তি তথা যেনো যেনো যে. যথাপাদানাঃ কৃতাঃ যাবতঃ যথা যাবতো দুষ্টিঃ প্রাপ্তাঃ. তথা প্রাপ্তাস্তা সর্বাঃ দৃষ্টিঃ প্রাপ্তাঃ যথাবস্থিতাঃ ইত্যর্থঃ প্রপন্নান্ত দৃষ্টিঃ ॥৮-৯

রাজোবাচ। হে দেবদেবেশ (দেবানাং ইন্দ্রাদীনাম্ ইশ) হে অব্যয়! হে প্রপন্নার্তিহর! হে কৃষ্ণ নমঃ। হে কৃষ্ণ। যোগসংসৃতেঃ যোগাচ্ছঃ সংসারাৎ নির্বিঘ্নান্ সর্বথা বিনষ্টান্ প্রপন্নান্ নঃ অস্মান্ পাহি যোগয় ॥৮

হে রাজন্! হে বিভো! হে নৃপ! নরঃ চ এষঃ

অর্থাৎ। তাদৃশ অনুপম রূপ দর্শনে কৃপাধিক্য বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া যেন লোচন-যুগলের দ্বারা তাঁহার রূপরাশি পান করিতে লাগিলেন, জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে লাগিলেন এবং নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করত পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণসখ্যপূর্বের আনন্দে তাঁহাদের সংসার-জনিত ক্লেশ দূরে গেল; তাঁহারা সর্বপাশ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে অবলম্বনস্বরূপে প্রণাম করিলেন এবং কৃপাতিশয়ে সর্বার্থদর্শী জনার্দনকে মধুর বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৫-৭

কৃপাসিন্ধু বলিলেন,—হে পরমাত্মন্-হৃষীকাধিপ অব্যয় দেবদেব! আপনাকে আমরা প্রণাম করি।

রাজন্! এ অনুগ্রহায়ঃ অনিত্য দেবস্য ন অনাদিভূতঃ। হে বিভো! অস্মাকং রাজ্যং অস্মাকং রাজ্যচ্যুতিঃ রাজ্যাৎ চ্যুতিঃ ভ্রংশঃ তয়োঃ. যয়োঃ ১ অবয়বঃ অনুগ্রহঃ লাভঃ। অথবা এবম্ যস্মাৎ অনুগ্রহঃ ঈশ্বরস্য এব অস্মাকম্ কৃতঃ ॥৯

রাজ্যৈশ্বর্যান্নলাভাৎ রাজ্যৈ যৎ ঐশ্বর্যং ভোগ যে যথা ভোগ ঐশ্বরঃ ভোগ ঐশ্বর্যং তস্য যৎ নৃপাণাং আসনং তস্য যৎ লাভঃ প্রাপ্তিঃ তস্মাৎ ন ক্ষোভঃ বিক্ষেপঃ বিদ্যতে ন বর্ততে ॥১০

বালাঃ অজ্ঞাঃ বয়ং কৃষ্ণকৃপাঃ ঈশ্বরীমায়া ঈশসাগরম্ ঈশ্বরস্বরূপিণং মজ্জন্তঃ. এবং অনুক্তাং ঈশ্বরবিষয়িণীং অবিদ্যাবিষয়িঃ অতঃ বৈকারিকীং ঘোরসংসারময়ীং পরিণামরূপাং মায়াং প্রকৃতিং এব বহু চক্রমে পরমেশ্বরবিষয়াং মতিং ॥১১

এই ভীষণ সংসারসমুদ্রে আমরা একান্ত বিহ্বল হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি আমাদিগকে এই ঘোর সংসার হইতে বিমুক্ত করুন। ৮

হে মধুসূদন! হে বিভো! আমরা মনুষ্যেতরের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া ইহার প্রতি কোনরূপ ঘোষারোপ করিতেছি না; তাহার এই অবাধ কর্তৃত্বই আমাদের রাজ্যচ্যুতি ও কারাবাস যে ঘটাইয়াছিল, তাহা আমাদের হিতমঙ্গলেরই হেতু হইয়াছে; যেহেতু সেই উপলক্ষেই আমরা অদ্য আপনার অনুগ্রহের পাত্র হইলাম। অতএব রাজ্যচ্যুত কর্তৃত্বই আমরা ঈশ্বরস্বরূপ হইলাম, ইহাতে ক্ষোভ করিতে হইবে না ॥৯

রাজ্যৈশ্বর্যের মদে ঈশ্বরস্বরূপ নরপতি কখনও বিহ্বল

যং পূজা শ্রীজনকাত্মজেয়ং
জিতীষয়া ইন্দ্রজিতস্তপস্যুয়া।
মন্ত্রা এষাঃ যা অভিনির্বৃণাঃ প্রভো
মুহুঃ পুরস্তাদিনস্য দুর্ধর্ষঃ ॥১২
ত এব কৃষ্ণায় সহোরসংহতা
দুরন্তবীর্যেণ ভিরোলিতাঃ ত্রিয়ঃ।

কালেন তথা ভবতোঽনুকম্পয়া
বিনষ্টপাশ্চিত্তমৌ পুরাব যে ॥১৩
অথো ন রাজ্যং কৃপণকৃষিকর্শিতং
তেষেন সহং পতত্রা রসাং ভুবং।
উপালিতব্যং পৃথুরাঘবে বিভো
ত্রিলোকনাথ প্রেক্ষ্য চ কর্মগৌরবম্ ॥১৪

যে এতে শ্রীরাম। যে খলু পূর্বং ত্রৈলোক্যবিজয়প্রভবয়া গর্বস্ফীত্যা প্রমত্তা ইমাঃ অভিনির্বৃণাঃ অভি অভয়প্রার্থনায়াং, যং খলু ত্বাং পূজয়ং জিতীষয়া ইন্দ্রজিতস্তপস্যুয়া পরাক্রমেণ ইন্দ্রজিতং পরাজেতুং তপস্যুয়া তপঃপ্রভাবেণ (ইন্দ্রজিতা সহ যুদ্ধিতুং তপঃপ্রভাবং লব্ধবান্) যয়া পূর্বমিব দুরাসদং তব অভিমুখং যৈনতেয়া ইবাগত্য অভিনির্বৃণাঃ অভবন্ ॥১১

যে চ ত্বং। যে এব খলু তব ত্রিলোকপতেঃ ত্রিলোকপতিনঃ শরীরভূতাঃ (শরীরং তদ্বান্ তস্য ভাবঃ তত্ত্বং তস্মাৎ) তথা দুরন্তবীর্যেণ (দুরন্তং দুঃখেন পারয়িতুং শক্যং বীর্যং যস্য তেন) তথা মূর্তিবিশেষেণ রাহুণা ত্রিয়ঃ পত্নীঃ ভিরোলিতাঃ তিরোহিতাঃ কৃতাঃ তথাভূতাঃ ত্বদনুকম্পয়া যে তব ত্রয়ঃ পুত্রাঃ ॥১৩

অথ তথাবং কৃপণকৃষিকর্শিতং ধনধান্যবিহীনতয়া দারিদ্র্যপীড়িতং তথা পরপদদলিতং ভীষণেন লবণ রোগেণ ক্ষয়ং রোগাক্রান্তং কৃপণৈঃ কৃষিজীবিভিঃ উপালিতব্যং পোষয়িতব্যং তেষেন সহং তেষাং সমীপে ত্বাং যে বিভো। হেতো। পতত্রা পতনেন (পতনেন ধর্মাধিক্যং প্রাপ্য। উপালিতব্যং ত্বয়া ধর্মাচরণং (ধর্মেণ রাজ্যং পালয়িতব্যং ত্বয়া) ত্রিলোকনাথ ত্রিলোকপতে ত্বং ধর্মগৌরবং ধর্মাধিক্যং প্রেক্ষ্য অবিচারয়ন্ ॥১৪

মহল অবধারণ করিতে পারেন না; যাঁহারা তখনই মহাযাত্রার নৌকায় চড়িয়া বিরাজ করেন এবং অনন্তকাল এই পার্থিব সম্পত্তি সম্বন্ধেই নিত্য ও অটল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ॥১০

অনন্তর বালক যেমন মাটীকাদাকে ক্রমে প্রলয়ের বলিয়া স্থির করে, সেইরূপ তখনও সমস্তমুক্ত অধিবেশী ব্যক্তিগণও ক্রমে ক্রমে এবং ধীরভাবে ভোগ্য বাহ্যজগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাহাকেই প্রকৃত তত্ত্ব এবং পরম-পুরুষার্থ-রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন ॥১১

হে প্রভো। পূর্বে আমরা যখন রাজত্ব করিতাম, তখন ঐশ্বর্যে আমাদের বুদ্ধি এরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল যে, পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করত পরস্পরকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে বিরাট যজ্ঞের ন্যায়, আমরা বীর প্রজাবর্গেরই নিধন অবলীলাক্রমে সাধিত করিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরা তৎকালে এরূপ বিদ্যা অভিমানে বিমোহিত ছিলাম যে, কালমূর্তির সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ আপনি যে বিরাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহা একবারও আমরা মনে স্থান দিতাম না ॥১২

এক্ষণে আমাদের সেই গর্ব চূর্ণ হইয়াছে; অলক্ষ্যরোগ এবং অনভিক্রমণীয়-বিক্রম তখনীয় কাল-ছলা মূর্তির প্রভাবে অদ্য আমরা সেই ঐশ্বর্য হইতে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার চরণতলে শরণ গ্রহণ করিলাম ॥১৩

অতএব হে মহারাজ। মহত্তম ধর্মাধিকারের সমুদয় কর্তব্যতাই এই রাজ্যাদিকে ঘোর রোগের নিদানভূত এবং নিরন্তর পতনের সম্ভাবনাবিশিষ্ট এই ভেবে আর ভোগ করিতে প্রার্থনা করি না। এবং প্রজাসমূহের অধম পরিণামে অধিবৃদ্ধি জন্য এবং অভিনবাদি দোষবিশিষ্ট বোধেও ত্রিলোকনাথ ধর্মাধিপ উপাসনা করিতেও আমাদের চিত্ত আর অগ্রসর

ওং নমো নারায়ণায়ঃ যেন চেষ্টা ভবন্তাজয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥১৪
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৫

শ্রীশুক উবাচ।

সংস্তুতো ভগবান্ রাজন্নিত্যং ভক্তৈরনন্যভৈঃ।
তানাহ করুণস্তাত্ত পরীতান্ পুরুষা বিদা ॥১৭

শ্রীভগবানুবাচ।

অহো প্রকৃতি যো কৃপা মহ্যাত্মন্যখিলেশ্বরে।
ঘটতা ভাবকে ভক্তির্যাপ্রমাণানুরিক্ষয়া তথা ॥১৮
বিদ্যা যাবদিয়ং কৃপা তবস্ত ভবতাবিদ্য।
নিষ্টৈর্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ পশ্য মায়াবিতং মৃষা ॥১৯
যৈরহো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽসুরঃ।
শ্রীমদ্ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্ দেব-বৈত্য-নরেশ্বরাঃ ॥২০

অতঃ যেন উপায়েন অন্যাভিলাষিতাশূন্য ইত্যাদি লক্ষণেন প্রকারেণ, যদি বা অন্যাকারে যে মম প্রপন্নাস্তেষাং স্মৃতির্যথা ন বিরমেৎ, তথা উপায়ং সম্পাদি বিধেহীত্যর্থঃ ॥১৪

প্রণতক্লেশনাশায় (প্রণতানাং ভক্তানাং ক্লেশ-নাশকায় যত্তাদৃশ) তস্মৈ ভবতে পরমাত্মনে নরাকৃতয়ে বাসুদেবায় গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ ॥১৬

শ্রীশুকঃ উবাচ। এই ভাষা। মুক্তবন্ধৈঃ ভাবনিত্যং এবং সংস্তুতবান্ পরমঃ আত্মযোগাদ্ ভক্তানাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃত্য মৃদুয়া বিদা আহ আহ ॥১৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। যে কৃপাঃ। কৃপাদিঃ যথা আত্মনিষ্ঠঃ

হইতেছে না ॥১৪

অতএব যে বিভো! আমাদিগকে এমন কোন উপায়ের উপদেশ করুন, যাহার অনুষ্ঠানে আমরা এই ভীষণ সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও তবদীয় চরণকমলের স্মৃতি হইতে কখন বঞ্চিত না হই। আপনার চরণকমল আমাদের হৃৎপদ্ম-কমলে যেন বিরহিত অবস্থান করে ॥১৫

হে পরমাত্মন্-জন-পালক! হে ভক্তবৎসল! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি জীবমাত্রেরই অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করত ইন্দ্রিয়ধর্মের বৃত্তিসমূহ পরিচালন করিতেছেন। হে বাসুদেব! হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম করি ॥১৬

মহর্ষি শুকদেব দ্বারা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—হে ভরত! জীবমাত্রেরই আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তদের কাতরোক্তি

আবির্ভাব, তথা তাদৃশ বিশিষ্টের যে কৃপাদৃষ্ট অধিকারের অনুরূপ যদি কৃপা থাকিতে পারে তাহাকে বিদ্যারূপ জানা ॥১৭

যে কৃপাঃ। অর্থাৎ যে আধিকারিক। মদ্ভক্তস্যেব ভবতো ভক্তস্য। বিদ্যা আবশ্যকম্ এব। তথা তাদৃশবিদ্যা এব। নিষ্টৈর্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ (নিষ্টা যেষাং সন্তি তে ঐষ্টা তৈঃ যে ত্রৈগুণ্যাঃ তদ্ধর্মকৈঃ। কৃপায় উপায়ত্বং প্রেম্ণঃ প্রাপ্যত্বং তং বিনা পশ্যন্ বর্ণয়ন্তি ॥১৯

উপায়ঃ সাধনাদ্যঃ অন্যত্র নরকং, প্রেম, তাদৃশ ভক্তানাং প্রেমাস্পদত্বেনৈব যদি শ্রীভগবান্ প্রেমাণং কৃপাং মন্যেরন্ ॥২০

হইতে নিবৃত্ত করিলে, তাহাদের ভক্তি ও সন্তুষ্ট-সহকারে তাঁহার স্তব করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও মধুর বচনে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করত নিম্নলিখিত উপদেশপূর্ণ কথাগুলি বলিয়াছিলেন ॥১৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে কৃপাত্মিকে! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে। তোমাদের প্রার্থনা অনুসারে অন্যাভিলাষিতা প্রভৃতি সর্বজীব-দুর্লভ আমাতে তোমাদের অচলাভক্তি নিত্য উদিত থাকিবে ॥১৮

হে পৃথ্বীপালক! আমার প্রতি তিন্ন সকল ভক্তের বিষয়ের ন্যায় তাহা কর্তব্য বলিয়া আপনারা যে নিশ্চয় করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের পরম সৌভাগ্য ও আত্মজ্ঞানই পরিচয়। আপনারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞই উদয় করিয়াছেন। তাদৃশ শ্রী এবং ঐশ্বর্যের মদে উৎপথগামী মানবমনের পক্ষে

অথাস্ত এবমু বিজ্ঞায় দেবোহ্যুৎপাদমন্বয়ম্।
যদু যদুভ্যো যদৈর্ভূমেঃ প্রজা যদুষু চ ভূবরে ॥২১
পরস্যাত্মা প্রজাভর্তুর্ন ত্বং ত্বঞ্চ তথাত্মজৌ।
আত্মা আত্মক দেহশ্চ মায়িনো বিদ্ধি মায়য়া ॥২২
ঈশ্বরোহপি দেহাদেরাত্মাপ্যাত্মা হৃদেহিনাম্।
আত্মনোহনাত্মনো নিত্যো ন হ্যেবাত্মা তথা পৃথক্ ॥২৩

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিশ্য নৃপাম্ কৃষ্ণো ভগবান্ মধুসূদনঃ।
তেষাং তদ্ধ্যুক্ত পুরুষাম্ স্থিরো সন্ধানকর্ষণি ॥২৪
দৃষ্ট্বাঃ তাবন্তমাত্মানং সহসৈবেন ভারত।
নক্ষত্রেষ্টিকৈর্বীরৈর্ভূর্ঘৈঃ প্রবিবেশপটৈ ॥২৫

অথবা ভগবান্ ঈশ্বরঃ যে পর্যন্ত দেহাদি তত্ত্ব পরমার্থ বিচারণা ইতি বিজ্ঞায় অর্থাৎ বৃষ্টিঃ যদু যদুভ্যঃ পুরুষাম্ প্রজা ইতি ॥২১

পরস্যাত্মা পুরুষোত্তমস্যৈবেত্যর্থঃ। নন্দস্য ত্বং ন ত্বঞ্চ তথাত্মজৌ। প্রকৃত প্রাকৃত দেহস্য মায়িনো বিদ্ধি বিত্তিহি ॥২২

ঈশ্বরো ঈশনশীলঃ আত্মাপ্যাত্মা হৃদয়স্থঃ সূক্ষ্ম যদি হন্ত

আত্মনো আত্মস্থ যদু ত্বং নিত্যম্ ধারণ ॥২৩

শ্রীশুক উবাচ। ইত্যাদিশ্য আজ্ঞাপ্য। ভগবান্ ঈশ্বরঃ মধুসূদনঃ ইতি আদিশ্য আজ্ঞাপ্য তেষাং নন্দাদীনাম্ তদ্ধ্যুক্ত পুরুষাম্ স্থিরঃ ॥ তদ্ধ্যুক্ত ॥২৪

হে ভারত! নক্ষত্রেষ্টিকৈর্বীরৈর্ভূর্ঘৈঃ (নক্ষত্রযাগায় নক্ষত্রেষ্টিঃ যোগঃ) যজ্ঞে মৃত্তিকা প্রবিবেশপটৈঃ তেষাং সমাধায় কায়মাধায় ॥২৫

যোগমায়াতে যে প্রতিবন্ধক ঘটে, তাহা আমি যথেষ্ট অবলোকন করিয়াছি ॥১৯

কাল বৈবস্বত মন্বন্তরে ২৮তম কলিযুগে কার্তবীর্যার্জুন লোকসমূহ ভয়ঙ্করীর কারণে ১৪৭ বৎসর নিত্য হইয়াছেন। রাজা নন্দ ইন্দ্রযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পত্নী-সংযোগের কামনা করেন, কিন্তু সেই পবিত্রতা পত্নীর যৌবনে তিনি ব্রাহ্মণবাহ নিবিকার আরোহণ পূর্বক যখন আগমন করিতেছিলেন, তখন সেই বাহক ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই তিনি ঐশ্বর্যশালী হইয়া সম্পত্তিশালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা যেরূপ হইয়া ব্রাহ্মণগণের অপমান করিলে, ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়াই উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাভিশাপে সহস্রের রাবণ সীতা-হরণ করিয়াই রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। দৈত্যেশ্বর বরদানের অধিকার ভূতল অপহরণ করায়, আমিই তাহার বিনাশসাধন করিয়াছি। এই প্রকারে অনেকেই ঐশ্বর্যমদের বেগে ধ্বংস হইয়াছেন ॥২০

অতএব আপনারা এই, জন, পৃথাপত্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেই নরশিরোমণি এই প্রকার উপদেশ প্রদানে ॥ যেহেতু যাবতীয় উপায় যোগ্য পদার্থকে অনিত্য ও দুঃখপ্রদ জ্ঞানে উপেক্ষা করুন, যজ্ঞের দ্বারা যে আমার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আপনাদের মঙ্গল লাভই হইবে এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের মুখে প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিবেন ॥২১

পুত্রপৌত্রাদিরূপে আপনাদের বংশ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সুখ বা দুঃখ যখন যাহাই উপস্থিত হউক্ না, নিশ্চিন্তচিত্তে সহকারে অবলীলাক্রমে তুল্য-দৃষ্টিতে তাহা ভোগ করত আপনারা কখন ভীতচিত্ত হইবেন না; অথচ পরমাত্মস্বরূপ আমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া অনায়াসে বিচরণ করিবেন ॥২২

দেহ, দেহ ও কর্মপ্রাপ্তির হেতুরূপে আপনাদের চিত্ত কখন অভিভূত হইবে না; আপনারা দৈহিক প্রভাবশালীর ন্যায় আমাতে চিরকাল নিত্য থাকিয়া, আমাতে চিত্ত সমাহিত করত অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন ॥২৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ত্রিলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই নরশিরোমণিকে এই প্রকার উপদেশ প্রদানে

তোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান্ সকলাদৃতান্ ।
তৌমৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈস্তাম্বূলাদ্যৈঃ সুশোভনৈঃ ॥২৬
তে পূজিতা মুহুস্তেন রাজ্ঞেতি দৃষ্টদৃষ্টয়ঃ ।
বিস্মেরুর্নোচিতাঃ প্রেম্ণাং প্রাকৃষ্ণত্বে যথা ব্রজাঃ ॥২৭
ততঃ সম্মানয়োপ্ত্য ঋষিকাঙ্কবধূবিতম্ ।
শ্রীদত্ত সূনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যযাপয়ৎ ॥২৮

ত এবং বোচিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণেন সুসমাহৃতম্ ।
বহুমেব মানয়ন্তঃ কৃতার্হি চ জগৎপতেঃ ॥২৯
জগ্মুঃ প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞা আপূর্ণমনসোঽচিরম্ ।
যথাগতান্ তথাংস্তত্র চক্রুবস্ত্রিতাঃ ॥৩০
তমাসাদ্য ততস্তিস্রো দীক্ষয়েনেন কেবলম্ ।
পার্থাস্তাঃ সমুরঃ প্রাণাং সহদেবেন পূজিতাঃ ॥৩১

এবং ব্রহ্মাদিভিঃ সম্যক্ ভাব্য ভাব্য যথেন্দ্রেণ আদরে তোজয়িত্বা ভাব্যপাদ্যৈঃ সুশোভনৈঃ বিবিধৈঃ ভোগৈঃ চ সুসম্ভৃতম্ ভাব্যপাদনম্ ॥২৬

যে রাজ্ঞেতি মুহুস্তেন ভোগৈঃ তোজিতাঃ তথা পূজিতাঃ চ যে দৃষ্টদৃষ্টয়ঃ (দৃষ্টানি দৃষ্টপূর্বাণি যেষাং তে) রাজ্ঞাং প্রাকৃষ্ণত্বে পরমভক্তাঃ এবং যথা তথা বিস্মেরুঃ ॥২৭

ততশ্চ ঋষিকাঙ্কবধূবিতম্ ভাব্য যাজ্ঞঃ সম্মানং যথাস্যাৎ তথা সম্মানয়োপ্ত্য ঋষিকাঙ্কবধূভিঃ (ঋষিকাঃ ঔশীনরাঃ তেষাং কাঙ্কবধূভিঃ) সহিতং যথাস্যাৎ তথা শ্রীদত্ত সূনৃতৈঃ প্রিয়সত্যৈঃ বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যযাপয়ৎ প্রত্যাপয়ামাস ॥২৮

ত এবং তাঃ বোচিতাঃ প্রতি কৃষ্ণং কৃষ্ণেন সুসমাহৃতা ইতি বহুমেব মানয়ন্তঃ কৃতার্হি চ জগৎপতেঃ ॥২৯

জগ্মুঃ প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞা আপূর্ণমনসোঽচিরম্ ইতি তাঃ তিস্রঃ ঔশীনরাঃ প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞাঃ আপূর্ণমনসঃ অচিরং জগ্মুঃ ইত্যন্বয়ঃ। যথা তথাত্বম্ যথা যথাগতাঃ আগচ্ছন্তিস্তথাংস্তত্র তত্রেত্যর্থঃ ॥৩০

এবং ঔশীনরেণ তথাভূতঃ সম্মানেন পূজিতা কেবলং কৃষ্ণং পার্থাস্তাঃ ঔশীনর্যঃ সমুরঃ এব প্রাণান্ ॥৩১

অলঙ্কৃত করিলেন ; পরে তাঁহাদের ধৈর্যবর্দ্ধন ও প্রাণাদি রক্ষার্থ তাঁহাদের জন্য বেদবিদ ব্রহ্মবাদীকে নিযুক্ত করিলেন ।২৪

হে রাজন্ ! মহাসত্ত্বপুত্র সহদেবের দ্বারা সেই নৃপতিকন্যার যোগ্য ভক্ষ্য, অলঙ্কার ও মাল্য গন্ধাদি প্রদানে বেদজ্ঞাদির সম্মান করাইলেন ।২৫

নৃপতিকন্যার প্রাণাদি সন্তর্পণ হইলে, ঔশীনরী তাঁহা যোগ্যোচিত অন্ন ও অন্নাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন এবং আচমনান্তে তাম্বূল ও সুযোচিত বিবিধ ভোগের দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিলেন ।২৬

তৃপ্তিলাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্মানের দ্বারা তাঁহারা হইতে নির্মুক্ত এবং তাঁহাদের সম্মানিত নৃপতিগণ আপূর্ণ মনিষায় কৃতার্থাদি বোধে যথায় যথায় অন্যে সমকালীন পূর্ণ মনোরথাদি প্রহর্ষিদের ন্যায় আপূর্ণ সোম ধারণ করিলেন ।২৭

অনন্তর রাজর্ষির বিদায় ঋষি ও কাঙ্কবধূর বিদুষির সেই নৃপতিকন্যাকে সুখদ মধ্যে সাদরোচিত সুখদ্ সুখদ্ মধ্যে প্রত্যেককেই আরোহণ করাইয়া, অতি মহৎ যাগো তাঁহাদের সম্মান বিধান করত স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করিলেন ।২৮

মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ কর্তৃক এই প্রকারে দুঃখ-সাগর হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই নৃপতিকন্যা মনে মনে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তদীয় মহত্ত্ব আচরণাদি স্মরণ করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।২৯

তাঁহারা সকলে স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করত পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ মহত্ত্ব ব্যাপারের বিষয় স্ব স্ব অমাত্যাদি রাজ-পরিবারবর্গের নিকট বর্ণন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারা তদ্রূপ যাইয়া অতি সাবধানে সেইরূপই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ।৩০

এদিকে ভীমসেনের দ্বারা অরণ্যবাসের বিসমাপন করিয়া কৃষ্ণ যখন প্রস্থানের জন্য উদ্যোগী হইলেন,

যদা তে ভাগবশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চাশৎ পঞ্চ নির্জিতাঃ।
বর্ষাণাং সহস্রাণি দুর্লভানামুপাবয়ঃ ॥৩২
তদনুত্তা শ্রীভগবান ইত্যুক্তঃ প্রণতৈর্নৃভিঃ।
প্রেমাদরে ভগবতি শান্তাঃ প্রাণুপনারদঃ ॥৩৩
অভিনন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জুনযদূত্তমান্।
সর্বেষাঞ্চাবকল্পজ্ঞো হরেঃ সম্মুতিমন্বয়ন ॥৩৪

নিশম্য বর্ণয়ামাস্তুঃ কেশবস্যানুকম্পিতম্।
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্না নোবাচ কিঞ্চন ॥৩৫
ইতি শ্রীবরাহকল্পে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৩

ভূর্ভবিষ্ণ শক্তুমন্ অন্তরাত্মা: (অন্তরাত্মা ভূতাত্মা আত্মভূতি যে) বিভাত্মা যে ভূতভাবনঃ পুরুষঃ ভাগবতান্ ইত্যাদি ভগবান্ যদা যস্মিন্ বিষ্ণোঃ প্রিয়ান্ পুরুষান্ পশ্যন্তি ॥৩১

তে পঞ্চাশৎ পঞ্চ ইত্যুক্তসংখ্যাকাঃ নিত্যা: শ্রীভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ যেন যেন অবতারেণ যে) তেষাং পার্শ্বে মূর্তয়ে নেহিরে। যদা যস্মিন্ বিষ্ণোঃ পার্শ্বে মূর্তয়ঃ তত্ত্ব তত্ত্ব অবতারেণ আসীন ॥৩৩

অথ ভীমার্জুনযদূত্তমান্ আদৌ। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ অভিনন্দ্য আহূয় আত্মভিঃ স্ব স্বকীয়ৈঃ ভূতৈঃ সর্বান্ আত্মবতঃ ॥৩৪

সর্বেষাং ভূতীনাং কেশবস্য অনুকম্পিতম্ কৃপা সম্মুতিম্ ভক্তিম্ নিশম্য শ্রুত্বা আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্না আনন্দাশ্রুকলাঃ মুঞ্চন্ কিঞ্চন ন উবাচ ॥৩৫

॥ ইতি বঙ্গানুবাদে শ্রীমদ্ভাগবতপারিজাতাখ্যে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অবতার-অবয়ব প্রভাবে তাঁহার বহুই সমাদর ও অভ্যর্থনাদি করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম ভীমসেন ও অর্জুন এই চারিজন তথা হইতে যাত্রা করিলেন ॥৩১

তাঁহারা সকলে তথা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অভ্যর্থনার্থ শঙ্খধ্বনি-সূচক শঙ্খধ্বনি করিলেন। অহো! সেই শঙ্খবিনাদে পাণ্ডবকুলের অরিমাত্রেরই হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল ॥৩২

শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থবাসী প্রজাবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না; এদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরও সমবয়স্ক অবয়ব নিকট হইয়াছেন দেখিয়া বেগে বিশ্বিত হইলেন এবং পরে নিবৃত্তি লাভ করিলেন ॥৩৩

অনন্তর ভীম, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম ও অভিবাদনাদি করিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকে অবয়ব-অবয়ব উপলক্ষে যে কি করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্বিক যথাযথরূপে বর্ণন করিলেন ॥৩৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক কেশবের অনুকম্পায়ে তাঁহার তাদৃশ ভক্তি অবারণও দৃষ্টিগত হইল দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করত প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তিনি আর কিছুই মুখে বলিতে পারিলেন না ॥৩৫

শ্রীমদ্ভাগবতব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশম-স্কন্ধে পণ্ডিত-শ্রীযদুনাথসার্বভৌম-কৃত ত্রিনবতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[রাজসূয় যজ্ঞারম্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, কৃষ্ণ ও দুর্যোধন-প্রভৃতির দিগ্বিজয়ার্থ গমন।]

শ্রীশুক উবাচ।

এবং মুনিবিরো রাজন্ কথাস্তরকরঃ দ্বিজৈঃ।
কৃষ্ণস্য চানুভাবজ্ঞঃ শ্রুত্বা প্রীতস্তমব্রবীৎ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যে ত্বয়ৈতে লোকগুরবঃ সর্বে লোকাঃ সহেশ্বরাঃ।
বন্দন্তি দুর্লভং মন্যে শিবমেষামুপাসনম্ ॥২

ন তথাঽঽত্মবিদাত্মাঽঽ ত্বীশানাবীশয়োরপি।
যন্নোঽনুপাসনং কৃষ্ণস্তদ্ভক্তানামিবেশ্বরঃ ॥৩

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
কর্মভির্বন্ধনে জন্তুর্মুক্তশ্চ ন যথা বচঃ ॥৪

ন বৈ তেঽভিহিতং তত্ত্বং ভগবন্ ভূতভাবন।
মায়াং বিলোকয়ন্ত্যেতে মায়িনো যে ভবাদৃশাঃ ॥৫

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং কথান্তরকরঃ দ্বিজৈঃ তৎ অনুভাবজ্ঞঃ প্রীতঃ হে দ্বিজাঃ। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ শ্রুত্বা তং কৃষ্ণং অব্রবীৎ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ। হে ভগবন্ ভূতভাবন যে সর্বে লোকগুরবঃ লোকাঃ ঈশ্বরাঃ চ যং বন্দন্তি স্তুবন্তি ইতি মন্যে, তৎ এষাং এতেষাং দুর্লভং শিবং ইতি যৎ, তৎ অনুপাসনং বিনা এব ত্বদ্ভক্তি অনুপাসনম্ পর্যবসতি ॥২

যৎ কৃষ্ণ যতঃ। যৎ অবিদ্যাতঃ তথা ঈশানয়োঃ শিবব্রহ্মণোঃ বিদ্যাতঃ ঈশ্বরাণাং অস্মাকং অনুপাসনং তথা ন ভবতি, তথা ন ভবতি ইতি যৎ ॥৩

অন্বয়ঃ

যতঃ অদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ কর্মভিঃ জন্তুঃ বন্ধনে মুক্তঃ চ যথা বচঃ ন ভবতি ॥৪

হে ভগবন্ ভূতভাবন ভবাদৃশাঃ যে মায়িনঃ তে এতে ভবতা অভিহিতং তত্ত্বং ন বৈ বিলোকয়ন্তি ন পশ্যন্তি ইতি যৎ ॥৫

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষাকাল অবলম্বন, তাহাতে কৃষ্ণ ও দুর্যোধন-প্রভৃতির বিভিন্নদেশে শ্রীকৃষ্ণবাক্য-কর্তৃক সহায়তা।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নরনাথ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভগবানের নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের প্রভাবের বিষয় অবগত হইয়া একান্ত প্রীত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত বলিলেন ॥১

অহো! শিবাদিত্রিগুণ ব্রহ্মাদি লোকপালগণ এবং অন্যান্য লোকসমূহ আপনাদের চরণ প্রাপ্তি-জ্ঞানে যাঁহার আরাধনাকে এবং ঈশ্বরগণকে ও স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করেন ॥২

সেই পরমপ্রধানগণের আপনি আমাদের ন্যায় ঈশ্বরদিগের উপাসনা করেন, হে সর্বজ্ঞানিন্! ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের কথা ॥৩

হে প্রভো! নিরাকারের ঈশ্বর যা অজ্ঞানের মনোবাদির উপলক্ষ্যে জন্মবন্ধনে জীবের যেরূপ জ্ঞান দ্বারা যা বুদ্ধি পাওয়া যায় না, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্বাত্মধারী এক পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে কোন প্রকার কর্মাদির উপলক্ষে বন্ধিবার জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রভৃতি পাওয়া যায় না ॥৪

কারণ, হে অচ্যুত! আমি বা আমার এবং তুমি বা তোমার বলিয়া যে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তির আমরা পামর-প্রকৃতি ব্যক্তির চরিত্রে লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা কখনও আপনার ভক্তের চরিত্রে কখন উপলব্ধ হয় না, তখন আপনাতে যে তাদৃশ জ্ঞান-

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাতৃন্ সর্বান্ মহাবলান্।
কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৬
বৈশাখস্যে তমমাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীতিথৌ।
ঋক্ষেঽহ্নি বৈষ্ণবে যত্তু। মৈত্রেয়ে তমবস্ত্রিকে ॥৭
বিধানবিদ্যো ধাত্রেয়ো ধৌম্যো মুখ্যঃ পুরোহিতঃ।
ঋত্বিজো ব্রহ্মবিদ্বাংসো যাজ্যা ব্যাসাদয়ো মুনে ॥৮
ঋত্বিজো ব্রহ্মবিদ্বাংসো যাজ্যা ব্যাসাদয়ো মুনে ॥৮
যজ্ঞবাটো বভূবাশু যৌধিষ্ঠিরমহাত্মনঃ।
যাবদ্ধৈমং মহাযূপং সর্বতোভদ্রমাশ্রিতঃ ॥৯
উপযুক্তান্তথা চক্রে গ্রাম-গৌষ্ঠ-কৃপাদয়ঃ।
কৃষ্ণানুজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥১০
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যজ্ঞবিবৃদ্ধয়ে।
তত্রেজুঃ সর্বরাজানো রাজ্ঞাঃ প্রকৃতয়ো নৃপ ॥১১
তত্রতে বেদবিদ্বাংসঃ ব্রাহ্মণাঃ সর্বদাশ্রমৈঃ।
কৃষ্ণে। তত্র যথান্যায়ং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে নৃপম্ ॥১২
বৈশ্যঃ কিলোপকরণা সম্ভারস্তত্র যাদৃশঃ পূর্বং।
ইন্দ্রালয়ে লোকপাল বিভূতি-ভর-সংযুতাঃ ॥১৩

ইত্যুক্তঃ ইতি। সঃ ধর্মঃ যুধিষ্ঠিরঃ ইতি এবম্ উক্তঃ। কৃষ্ণেন অনুমোদিতঃ অনুজ্ঞাতঃ সন্ যজ্ঞায় দীক্ষিতো বভূবেতি। তমসে তমসা যুক্তে মাসে, ব্রহ্মবিদঃ বেদজ্ঞানসম্পন্নাঃ ব্রাহ্মণাঃ ঋত্বিজঃ প্রাদুঃশব্দেন যজ্ঞে বৃতবন্তঃ ॥৬

তত্র এব আচার্যাদয়শ্চ বিশিষ্যন্তি যথা বৈশাখস্য ধাতরি, তমসাখ্যে যজ্ঞে। ধৌম্যঃ পুরোধাঃ, ঋত্বিজঃ, ব্যাসাদয়ঃ। ঋক্ষে, যজ্ঞে, বৈষ্ণবে, তমসি, ত্রিতঃ ॥৭

বিধানবিদ্যঃ ধাত্রেয়ঃ, মুখ্যঃ, বৈধিবিদি, মুখ্যে, ঋত্বিঃ, বৈশ্য-পরাশরঃ, ধর্মে, বৈশম্পায়নে, অধ্বর্যে, ব্রহ্মণঃ, ধৌম্যে, যাজ্যে ব্যাসাদয়ঃ, আসুরিঃ, যৌধিষ্ঠিরস্যে, মহাত্মনঃ, যাবদ্ধৈমং, মহাযূপং, সর্বতোভদ্রমাশ্রিতঃ ॥৮

যজ্ঞবাটো বভূবাশু যৌধিষ্ঠিরমহাত্মনঃ।
যাবদ্ধৈমং মহাযূপং সর্বতোভদ্রমাশ্রিতঃ ॥৯

যজ্ঞবাটঃ যজ্ঞভূমিঃ, বভূব আসীৎ, আশু শীঘ্রম্। যাবৎ যজ্ঞপরিমাণং হৈমং সুবর্ণময়ং মহাযূপং যজ্ঞীয়স্তম্ভং সর্বতোভদ্রং সর্বতঃ শোভনং যথা ভবতি তথা আশ্রিতঃ ॥৯

উপযুক্তান্তথা চক্রে গ্রাম-গৌষ্ঠ-কৃপাদয়ঃ।
কৃষ্ণানুজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥১০

তথা যজ্ঞে গ্রামগৌষ্ঠকূপাদয়ঃ সম্ভারাঃ কৃষ্ণানুজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিদুরঃ চ যথা যে সম্ভবন্। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ চ তথা সর্বে রাজানঃ রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ঃ অমাত্যাদয়ঃ চ উপযুক্তা সন্তঃ তত্র ইজুঃ ॥১০-১১

অতঃ যে ব্রাহ্মণাঃ বেদ-শাস্ত্রৈঃ বেদবেদজ্ঞঃ যজ্ঞবিধিঃ যজ্ঞী বর্ণাশ্রমিভিঃ বৃদ্ধিং সংপন্নাঃ, যথাবৎ বেদবিদ্যুক্তাদয়ঃ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে দীক্ষাকর্মণা যুক্তম্ অকুর্বন্ ॥১২

বৈশ্যঃ যজ্ঞসারে যথা বৈশ্যাঃ বেদবিদ্যাঃ উপকরণাঃ পরাশরাদয়ঃ, যাদৃশ্ তথা তাদৃশি আসন্ ॥১৩

বৃদ্ধির প্রস্তাবনা নাই, তাহাতে আর বিচিত্র কি ॥৫

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ধর্মাত্মা-তনয় রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকারে আমন্ত্রণ করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি অনুসারে যজ্ঞের উপযুক্ত সময় তাঁহার আগমনে বেদার্থপারদর্শী উপযুক্ত ঋত্বিক্‌গণকে যজ্ঞের নিমিত্ত বরণ করিলেন ॥৬

তদীয় যজ্ঞে যে যে ব্রাহ্মণগণের নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন! যথা—বৈশাখ মাসে, তমসাখ্য, যুবন্, যৌধিষ্ঠির, মহিষ, যদিষ্ঠ, চাতুর, যজ্ঞ, বৈষ্ণব, তমস, ত্রিত ॥৭

বিধানবিদ্য, ধাত্রেয়, বৈধিবিদি, মুখ্যে, ঋত্বি, বৈশ্য-পরাশর, ধর্মে, বৈশম্পায়ন, অধ্বর্যে, ব্রহ্মণ, ধৌম্যে, যাজ্যে, ব্যাসাদয়, আসুরি, যৌধিষ্ঠিরস্য, মহাত্মনঃ, যাবদ্ধৈমং, মহাযূপং, সর্বতোভদ্রমাশ্রিতঃ ॥৮

যজ্ঞবাটো বভূবাশু যৌধিষ্ঠিরমহাত্মনঃ।
যাবদ্ধৈমং মহাযূপং সর্বতোভদ্রমাশ্রিতঃ ॥৯

এবম্প্রকার শ্রোত্র, গৌষ্ঠ এবং কূপাদি যাবতীয়োপকরণ, সুবর্ণময় সর্ব মহাযূপ, মহামতি বিদুর এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় সমস্ত প্রজাবর্গ সমস্ত নৃপতিগণ এবং নরপতিদিগের অমাত্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥১০-১১

অনন্তর যজ্ঞার্থ ব্রতী ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণ-নির্মিত আসনের দ্বারা তথায় আসিলে, সেই যজ্ঞভূমির অনুমোদন করিলেন; এবং বেদবিধানানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন ॥১২

সর্বাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বা বিদ্যাধর-মহোরগাঃ।
মুনয়ো যক্ষ-রক্ষাংসি খগ-কিন্নর-চারণাঃ ॥১৪
রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্ন্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ।
মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সুলভমর্দ্ধিমদ্ভুতাম্ ॥১৫
অবাপ্তমন্যৈরাজদ্ভির্ভাজকৈ দেববর্চ্চসঃ।
রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রচেতসমিবাধ্বরাঃ ॥১৬

লোকেশৈরক্ষরৈর্লীলাং রাজ্ঞঃ কমলশস্তীম্।
অপূজয়ন্ মহারাজান্ যথাবৎ তমসাহিতঃ ॥১৭

সভাজয়িত্বা ঋত্বিজং বৈ বিদ্যস্নাতং সভাজনম্।
রাজ্ঞাভিষেচয়ৎ কৃষ্ণাং সহ তৎক্ষত্রবান্ধবীং ॥১৮

অর্হত্তি ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যং কর্ম্মণা তুলসীপতিঃ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্ব্বা লোক-কাল-মখাত্মকঃ ॥১৯

বিধিবিধানজ্ঞাস্তত্র ঋত্বিজস্তাংস্তান্ সদস্যান্ সহিতা ইত্যেতা লোকপালাঃ, তথা সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ঃ বিদ্যাধরাদয়ো মুনয়ঃ যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ রাজানো রাজপত্ন্যশ্চ সর্ব্বশো রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ং সমীয়ুঃ তথা অধিগিরিতঃ সন্তঃ ঋত্বিজস্তত্র যজ্ঞে তৎসভাং সুলভাং মেনিরে। অথবা মেনাঃ তথা প্রাচেতসঃ যজ্ঞস্য অধ্বরাঃ, তথা মেনিরে মেনাবান্ ইব বর্ত্তে মেনাঃ যে। রাজ্ঞাঃ ঋত্বিজঃ তথা-বিধি রাজসূয়েন আধারেণ যুধিষ্ঠিরং অযাজয়ন্ ॥১৩-১৬

লোকেতি অথবি লোকাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ অধিশাস্তা রাজা

অন্বয়। তখনকার রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে যেমন সমস্ত সুবর্ণময় পাত্রাদির সাহায্য হইয়াছিল, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও সেইরূপ সমস্ত সুবর্ণময় পাত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছিল।

তখনকার রাজা ভগবান্ অধোক্ষজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, স্ব স্ব পার্ষদগণে পরিবৃত ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগগণ, মুনিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, খগ, কিন্নর, চারণগণ, রাজন্যবর্গ এবং রাজমহিষীগণ যাবতীয় স্থান হইতে আসিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দর্শনার্থ সেই যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন এবং সকলেই অধিযজ্ঞ-হিতে কৃষ্ণভক্তের যজ্ঞ সুলভ বলিয়া ধারণা করিলেন।

অন্বয়। যেরূপ যেমন প্রাচেতস যজ্ঞকে রাজসূয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি যেরূপ সম্পন্ন

যুধিষ্ঠিরঃ তত্রত্যাধিষ্ঠাতৃঃ সহ রাজসূয়ং অযাজয়ৎ। ঋত্বিজস্তাংস্তান্ সদস্যান্ সহিতা ইত্যেতা লোকপালাঃ, তথা সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ঃ বিদ্যাধরাদয়ো মুনয়ঃ যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ রাজানো রাজপত্ন্যশ্চ সর্ব্বশো রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ং সমীয়ুঃ তথা অধিগিরিতঃ সন্তঃ ঋত্বিজস্তত্র যজ্ঞে তৎসভাং সুলভাং মেনিরে। অথবা মেনাঃ তথা প্রাচেতসঃ যজ্ঞস্য অধ্বরাঃ, তথা মেনিরে মেনাবান্ ইব বর্ত্তে মেনাঃ যে। রাজ্ঞাঃ ঋত্বিজঃ তথা-বিধি রাজসূয়েন আধারেণ যুধিষ্ঠিরং অযাজয়ন্ ॥১৩-১৬

লোকেতি অথবি লোকাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ অধিশাস্তা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ তত্রত্যাধিষ্ঠাতৃঃ সহ রাজসূয়ং অযাজয়ৎ। ঋত্বিজস্তাংস্তান্ সদস্যান্ সহিতা ইত্যেতা লোকপালাঃ, তথা সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ঃ বিদ্যাধরাদয়ো মুনয়ঃ যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ রাজানো রাজপত্ন্যশ্চ সর্ব্বশো রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ং সমীয়ুঃ তথা অধিগিরিতঃ সন্তঃ ঋত্বিজস্তত্র যজ্ঞে তৎসভাং সুলভাং মেনিরে। অথবা মেনাঃ তথা প্রাচেতসঃ যজ্ঞস্য অধ্বরাঃ, তথা মেনিরে মেনাবান্ ইব বর্ত্তে মেনাঃ যে। রাজ্ঞাঃ ঋত্বিজঃ তথা-বিধি রাজসূয়েন আধারেণ যুধিষ্ঠিরং অযাজয়ন্ ॥১৩-১৬

লোকেতি অথবি লোকাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ অধিশাস্তা রাজা

অভিষেকের যথাবিধি রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে রাজা যুধিষ্ঠিরকেও সৌভাগ্যে ঐরূপ সংযুক্ত করিয়াছিলেন ॥১৩-১৬

পরে সোমাভিষব-দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির বিদ্বান সভাসদের সহিত বিষ্ণুভক্ত ঋত্বিক্‌গণ এবং অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিগণকে যথাবিধি পূজা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৭

কিন্তু সভাস্থলে অনেক মহাত্মা ও বিদ্বান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম থাকায়, তাঁহাদের মধ্যে কে যে সর্ব্বাগ্রে শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র, তাহা নিরূপণ করিতে সভাসদ্‌গণ যখন অসমর্থ হইলেন, তখন যাদবী-তনয় সহদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— ॥১৮

সাক্ষাৎপতি শ্রীকৃষ্ণই এই অগ্র-পূজার উপযুক্ত অধিকারী; ইঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত আর

আত্মকর্মফলং বিত্তং ত্রৈলোক্যং যদ্যদাত্মকা:।
অর্চিষ্যন্ত্যুভয়ো মন্ত্রা: সাধ্যং যোক্ষ্যে তৎপরা: ॥২০
এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈশ্বরাত্মাত্মিদং জগৎ।
আত্মানাত্মময়া: সর্ব্যা: সুরতয়ঃ কিং স্তুতাদয়: ॥২১
বিধিনানেন কর্ত্তব্যা ভগবান্ সর্বদেবতা।
ইত্যুক্তা সর্বতো ভক্তা: সর্বে সাধু সাধিতি সত্তমা: ॥২২

তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে পৌরুষায় পরাত্মনে।
এবং চেৎ সর্বযজ্ঞানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ ॥২৩
সর্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
দেহং পাত্রায় পূর্ণায় সত্তমাবেদ্যকিঞ্চনা ॥২৪
ইত্যুক্ত্বা সদসোঽমুং কৃষ্ণং কৃষ্ণানুজর্ষিবৎ।
অজুহ্বা কৃষ্ণভূ: সর্বে সাধু সাধিতি সত্তমা: ॥২৫

ইতি বিপ্র মহাভাগ, ত্রয়ঃ যজ্ঞা: ৷ ন তু ত্রয়ঃ, অধিকা আত্মতত্ত্ব যজ্ঞা: সাধ্যা: জ্ঞান, যোগঃ সাধ্যঃ ৷ তৎপরা: ॥২০

এক এবেতি ৷ যে এবং আত্মা তত্ত্ব অধিতীয়ো নহ অধি আত্মনা আত্মাতঃ এব ঐশ্বরাত্মনা ঈশ: বিষ্ণু পরমধি আত্মধি হরি: ৷ ॥২১

তত্ত্ব অন্যেষ্বপি অন্যত্রাহ বিধিনেতি তত্ত্বোপাদেয়ত্বেনাহ কর্ত্তব্যা ভগবান্ কৃষ্ণ, যং ভজন্ যত্র সর্বে দেবা: তত্র তত্ত্বাদিত্যন্যত্র ভগবান্ ভেদে ঈশ্বরে সাধ্যত্বে (সাধ্যত্বেনোপাস্য ভগবদ্ভূতত্বে ৷ সা এব ভেদেন অর্চিতে) ॥২২

তস্মাৎ (সর্বদা ভেদেন) মহতে ভক্তায় এবং পরমাত্মনে আত্মভূতায়াত্মনে পৌরুষায় ৷ এবং ভক্ত: পূজায়ে যে যেন সর্বভূতাত্মনা আত্মন: পূজনং ৷ অর্চন পূজনং জ্ঞান ॥২৩

দেহং পাত্রায় আত্মনঃ ঈশ্বরায় তত্ত্বে সর্বভূতাত্মভূতায় (সার্বদা কৃষ্ণায়ৈ আত্মভূতায়) অকুণ্ঠমেধসে, পাত্রায় ঈশ্বরায়, পূর্ণায় পূর্ণব্রহ্মস্বরূপায় ভক্তায় এব সত্তম যেন ॥২৪

ইত্যুক্ত্বাবহিত (ইত্যন্ত এতাবৎ) সদসঃ ইতি এবং ইত্যু ভূতা বহুন ৷ অহং তব সদসোঽস্মাক কথা সর্বে সত্তমা: যোগ: বৈশ্বরাত্মনঃ কথা: সাধু সাধু ইতি ইত্যু তা ভূত ॥২৫

ভাহাদের আমি নমস্কারও করি না; অর্চনা কি! সমস্ত দেবতাগণের ইহাতেই পূজন। দেখ, জ্ঞান এবং ধনাদির উপাধিযুক্ত এই দেবতাই প্রত্যহে জীবের পূজা পাইয়া থাকে। অতএব দেখ, জ্ঞান এবং পাত্রের বিবেচনায় ইহার পূজা করিলেই, যাবতীয় দেবতারই পূজা করা হয় ॥১৯

এই বিশ্ব সংসারে ইহার আত্মস্বরূপ হইতেই সৃষ্টিত হইয়াছে এবং যজ্ঞসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও এক ইনি মাত্র। অগ্নি, আহুতি, মন্ত্র, জ্ঞান এবং যোগসাধনাদি যাগাদিসমূহ এক ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে ॥২০

ইনি জন্ম-কর্মাদির অতীত এবং অদ্বিতীয় হইয়াও, আত্মস্বরূপে এই অনন্ত সংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য্য সাধিত করিতেছেন ॥২১

অতএব ! যাহার অনুগ্রহের প্রতীক্ষায় তৎপর এবং যোগাদি বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত অনন্তর যাঁহার নিকট হইতেই বাঞ্ছিতফল প্রভৃতি ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বাত্মস্বামী এবং সর্ব্বকল্যাণময় বাসুদেবই সেই পূজার উপযুক্ত পাত্র ॥২২

অতএব সর্ব্বতোভাবে ইহারই ভোগ প্রতিপন্ন থাকায়, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই অগ্রপূজা প্রদান করুন্। কৃষ্ণ যদি আমাদের দ্বারা পূজিত হয়, তাহা হইলে যাবতীয় ভূতের, এমন কি। পূজকের আত্মস্বরূপেরও সম্যক্ পূজা সাধিত হইবে ॥২৩

যজ্ঞের অনন্ত ফল প্রত্যাশা করিলে, সকল জীবের অন্তরাত্মাস্বরূপ সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান-বিবর্জ্জিত জ্ঞান-যোগাদি-শূন্য পূর্ণানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দান করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥২৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ সদস্যেরা এই প্রকার বলিয়া নিরস্ত হইলেন। এদিকে সদস্যের কথা অবসান

প্রেক্ষ্য বিদ্রেষিতঃ ভৃত্যান্ ভ্রাতরং সহসাত্মজান্।
সর্বতন্ত্রধরঃ শ্রীমান্ প্রপন্নবিবলঃ ॥২৬
তৎপালবনিন্যাসঃ শিতয়া লোকপাবনঃ।
নত্বার্থঃ সানুজামাত্যঃ পরমুচ্চোঽবদৎ মৃধে ॥২৭
যাসোক্তিঃ শৈরকৌমোদৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ।
অর্চিত্বাঽঽত্মপূর্বাংশো নাপকৃৎ সহসেক্ষতুম্ ॥২৮

ইত্থং সভাজিতঃ শৌরিঃ সর্বৈঃ প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ।
নমো জয়েতি স্তুবতা বিশেষ্য পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥২৯
ইত্থং বিনিম্ন মদযোদ্যুক্তা ধর্ষণ-
দৃপ্তায় কৃষ্ণতদবর্ণনজাতমন্যুঃ।
উদ্বিক্ষ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমর্ষী
সংজ্ঞাপয়ন্ জনমতে পরমাগ্রণীস্ত্বম্ ॥৩০

বিদ্রেষিতঃ শান্তমাত্মানং যস্য তথা সভাসদঃ সভ্যাংশ্চ অপি হর্ষেণ অভিপ্লুতঃ ভ্রাতা যস্য তথা তৃপ্তীয়া শ্রীত্যা প্রপন্নবিবলঃ তথা প্রপন্নস্য ত্রাণেন বিহ্বলঃ শৌরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বতন্ত্রধরঃ ॥২৬

তত্র হেতুঃ পাদৌ অর্চিত্বা প্রণম্য। লোকপাবনীঃ (লোকান্ পাবয়তীতি তথাভূতাঃ) তাঃ আপঃ সভায়াং সাত্মজামাত্যায় শ্রীকৃষ্ণায় তুষ্টীয়ঃ তুষ্টা তমেব শিশুপালং অবদৎ ॥২৭

শৈরকৌমোদৈঃ যাসোক্তিঃ মহাধনৈঃ ভূষণৈঃ ও ইত্থম্ অর্চিত্বা

আত্মপূর্বাংশঃ (আত্মপ্রাপ্তিঃ পূর্বং অর্চিতৌ যস্য সঃ) তৃপ্তীয়া সভ্যান্ সভ্যঃ আর্চিত্বা ॥ অপরং ॥২৮

ইত্থম্ এবং ইত্থং সভাজিতঃ পূজিতঃ সর্বৈঃ তথা প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ অঞ্জলিং কৃত্বা যে জনাঃ তেষু। আকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ পেতুঃ ॥২৯

ইত্থং কৃষ্ণতদবর্ণনজাতমন্যুঃ যঃ সঃ তথা অমর্ষী ক্রোধবেগধারণশীলঃ সদস্যেভ্যঃ নিজসভ্যেভ্যঃ ইত্থং বিনিম্ন ক্রুধা সহিতং যথাস্যাৎ তথা মদযোদ্যুক্তা মদেন উদ্যুক্তা উদ্যতা যা ধর্ষণদৃপ্তায় ধর্ষণেন প্রকাশেন দর্পায় বিদ্বেষায় তস্মৈ শিশুপালায় ইত্থং আহ ॥৩০

সভায় সকল লোকই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা সেই ব্যক্তিগণ সহকারে সাদুবাদ প্রদানে তাঁহাকে বিশেষ গৌরবযুক্তই করিলেন ॥২৫

বিদ্রুষের ভ্রাতৃগণ সান্ত্বনা লাভ করিয়া এবং সভ্যগণ সকলেই আত্মপক্ষের অবোধক অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া, ভ্রাতা তৃপ্তিযুক্ত শ্রীত ও প্রসন্নচিত্তে এবং ঐকান্তিক প্রণয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণকেই বিশেষ আত্মাভিন্নের ন্যায় পূজা করিলেন ॥২৬

প্রথমে তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, সেই পবিত্র বারি তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলেন এবং পত্নী, অনুজ ভ্রাতাগণ, অমাত্যবর্গ এবং অন্যান্য ভৃত্যজনের মস্তকেও ঐ বারি প্রদান করিলেন ॥২৭

পরে শৈরকৌমের বস্ত্রসমূহ এবং মহামূল্য ভূষণের আভরণসমূহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করত, এই প্রণয়-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, আত্মাভাবে তাঁহার দৃষ্টিরোধ হইয়া গেল; তিনি কৃষ্ণের প্রতি সনাক্ অবলোকনেও আর সমর্থ হইলেন না ॥২৮

এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সভাস্থ ও ভূপতিগণ অবলোকন করিয়া, সভ্যগণ প্রভাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তবন এবং নমঃ ও জয় শব্দের প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার প্রদান করিতে লাগিল; স্বর্গ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল ॥২৯

এদিকে মদযোদ্যমবশতঃ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ অনুচরগণ সহিত আর সহ্য করিতে পারিল না। কৃষ্ণের গুণবর্ণন শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বীর জনের পরিত্যাগে যত্নবান হওয়ায়, কৃষ্ণ-গুণের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী সেই শিশুপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ভ্রাতৃগণ সভায় অন্যান্য সম্পূর্ণ বিদ্বেষের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিল— ॥৩০

ইদো হ্রস্বত্বাৎ কাল ইতি সম্ভাবনৈ। শ্রুতিঃ।
বৃদ্ধত্বাদপি যদ্ বুদ্ধির্বালত্বাকৈর্বিলিঙ্গতে ॥৩১
মূঢ়ঃ পাত্রবিদা জ্ঞেয়ো যা অস্মদ্ বালভাষিতম্।
সভ্যাঃ সর্বে ক্ষমধ্বং নঃ সদস্যোঽবিদুষো মম ॥৩২
ওপোবিজ্ঞাত্রবত্বাম্ জ্ঞানবিজ্ঞাতৃকত্বাম্।
পরমেষ্ঠিন্ ব্রহ্মনিষ্ঠাম্ লোকপালৈশ্চ পূজিতাম্ ॥৩৩

সভ্যাস্তাবদ্বিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৪
বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ববর্ণবহিষ্কৃতঃ।
বৈরঘ্নী শুনৈরীঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৫
ন্যাসিনৈষাং হি কুলং পরং সন্নিবিধিক্রমম্।
কুলপাংসনকঃ পরং সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৬

ভাষা ইদো সর্বং ক্ষমধ্বং সর্বদা অজ্ঞানম্ ক্ষমাস্যম্ ইতি সন্ধিঃ। বালভাষিতো যদি সভ্যাস্তা ভবতি এব, যৎ কারণং তাদৃশস্যাপি বৃদ্ধস্য ব্রহ্মবিদোপি বিদ্বিজনৈঃ ক্ষমা ভবতি ॥৩১

যা সভ্যাস্তাঃ ঃ যুয়ং সর্বে পূজ্যাঃ পাত্রবিদঃ যথা জ্ঞেয়ঃ, অতঃ অহং মূঢ়স্যাপি মম বালস্য ইতি বাক্যং ক্ষমধ্বং ন ইতি বাক্যস্য ক্রিয়া সম্বন্ধঃ ন পূর্বেণ ॥৩২

ওপঃ ব্রহ্মবিদ্যা, বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, এবং শ্রুতিরপি ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ইতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বেন বা বিদ্বজ্জন কর্তৃকে পাঠে ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ বিশেষণং বা) ব্রহ্মনিষ্ঠাম্ ব্রহ্মণি লোকপালৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ অপি পূজিতাম্ ॥৩৩

সভ্যস্তাবদ্বিক্রম্য অবজ্ঞায়, কাকো যথা পুরোডাশং জ্ঞেয়তাদাত্ম্য ন বর্ততি, তথা অয়ং কুলপাংসনঃ অত্রিকুলকলঙ্কভূতো গোপালঃ কৃষ্ণঃ অস্যাং সপর্যায়াং পূজা কথম্ অর্হতি ॥৩৪

বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ বর্ণাশ্রমিভ্যঃ অন্যঃ এতঃ সন্ধ্যাবন্দনাদিহীনঃ ত্রৈবর্ণিকৈঃ ত্যক্তঃ ব্রহ্মণ ইতি ছেদঃ বিবেকশূন্যৈরিত্যর্থঃ বৈরঘ্নী ক্রূরঃ কথং সপর্যাম্ অর্হতি ॥৩৫

(কুলপাংসনঃ) ন্যাসিনঃ এতস্য অস্মাকং কুলং পরং প্রাধান্যেন ভবতু। অতঃ সন্নিধিং বিধিক্রমং, পরং যথা ভবতি তাদৃশং কুলপাংসনঃ কথম্ অর্হতি ॥৩৬

অর্থ : "কাল সকলই ঘটাইতে পারে। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না"। এই কালের সাহায্য-প্রকাশের শ্রুতি বিদ্যমান। অল্প প্রকৃত প্রস্তাবে লঘু বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। তাহাতে কি আশ্চর্য্য। এই কৃষ্ণদেবের বুদ্ধিও অল্প বালকের কথায় বিপরীত ভাব ধারণ করিল ॥৩১

হে সভ্যগণ! আপনারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি; অতএব পাত্র যে কে, তাহা আপনারা মনে মনে নিশ্চয় অবধারণ করিয়াছেন। তবুও। এইটী বালকের কথায়, পূজার পাত্র বলিয়া কৃষ্ণ পূর্ব্বে অবধারিত হইলেও, আপনারা যেন তাহাতে অনুমোদন করিবেন না ॥৩২

যেহেতু! আপনারা, বেদাধ্যয়ন এবং কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণাদি জ্ঞেয়ের অনুষ্ঠানে যাঁহারা সম্পূর্ণ পারদর্শী, আত্মাবাদ-বিচারে যাঁহাদের পাণ্ডিত্যাদি সম্পূর্ণ বিদিত হইয়াছে, তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ইন্দ্রাদি লোকপালদেবেরও পূজনীয় পরমবিদগণ এখানে উপস্থিত আছেন ॥৩৩

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিতেও, অত্রিকুলের কলঙ্কস্বরূপ ঐ গোপালক কি প্রকারে জ্যেষ্ঠ পূজা পাইবার পাত্র হইতে পারে? তাহা হইলে, যেমনভাবে কর্কশ স্বভাব মহিষ পুরোডাশ উপঢৌকনাদী ভাবকে কি প্রকাশ করা হয় না ॥৩৪

এ ব্যক্তির কোন প্রকার জাতি, আশ্রম বা কুলের নির্ণয় নাই, সনাতন ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যক্তি বলিয়াই ইহাকে গণ্য করিতে হইবে। বিশেষতঃ কৃষ্ণ যে ক্ষেত্রজাতী, বিবেকহীন এবং ধৈর্য্যহীন, তাহা আপনারা সকলেই প্রায় অবগত আছেন। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি কি কখন এই সভায় পূজার পাত্র হইতে পারে? ॥৩৫

অন্তর্ধিনেবিষান্ দেবান্ হিংসেতেঽন্যত্র তৎকৃতাৎ।
মনুষ্যে দুর্গমাশ্রিত্য যাবদ্ধ্বংসং প্রজাঃ ॥৫৭
এবমধর্মকৃদ্ভাবি ভবদ্ভয়মনাগতম্।
দোষান্ বিজিজ্ঞাসমান্ ত্বমা শিবঃ শিবায়স্ব ॥৫৮
ভবদ্বিধেষ্বপ্রেয়াংসো ত্বয়ি মন্যুপ্লবাদয়ঃ।
ময়ি তীর্থে শিবায়ে বিশ্বং; সর্বান্তর্হৃদ্যবস্থিতে ত্বমা ॥৫৯

শিবাঃ ভবন্তঃ শৃণ্বন্ত উৎশাসন্ত ভবন্ত বা।
ওতো নাবৈতি যঃ কোঽপি ভাবাঃ
মৃত্যুভয়াদ্যুতঃ ॥৬০

ততঃ পাশুপতাঃ কৃত্বা ভংস্ত-কেতন-সংজ্ঞাঃ।
উপাহৃতাঃ মনুভবঃ শিবপার্শ্বচিকীর্ষয়া ॥৬১

অন্তর্ধিনেবিষান্ দেবান্ যিনি অন্যত্রগমন দেবতাদের-অধিষ্ঠানস্থানসমূহ মনুষ্য এবং দুর্গম আশ্রিত) ধ্বংসের যে প্রজা যাবৎ ও এবমাদি। এবমধর্মকৃদ্ভাবি অধর্মকারি ভবদ্ভয়মনাগতম্. ভবিষ্যৎ (যাঁহা সমস্ত ভৌতিকব্যক্তিসমূহের পুনরা ভয় সে) শিবায়স্ব কল্যাণ কর। কিন্তু শিবায়স্ব পুনঃপুনঃকৃতির প্রজা শিবা তথা বিশিষ্ট ও প্রজা. তথা তাহি প্রজা ভবন্তঃ কৃত্বা বিশিষ্ট ও উপায় ॥৫৮

ভব তুমারা ভবদ্বিধেষ্ব প্রজা সমস্তের: কর্তৃ শিবায় আমার ভৌতিক শিবপাল, তথা দোষের সমস্ত তথা বিশ্বং; ॥৫৯

ভবন্তঃ বা ভবন্তের ভক্তের তথা শিবা শৃণ্বন্ত বা তথা যাবৎ যে ঐশ্বরিক ও বিশ্বস্থিতি. সে মৃত্যুভয় পুনরায় [তথা ঐশ্বরিক মনু তথা প্রজা যাহি ॥৬০

ততঃ সমস্তের বিশ্বস্থানসমূহে ভংস্ত পাশুপতাঃ ভংস্ত-সংজ্ঞক-কেতনাঃ শিবপার্শ্ব-শিবস্থানের: (শিবপার্শ্বে যাহা ইচ্ছা) উপাহৃতাঃ (উপাহৃতবান্তি আহূতাঃ যৈঃ তথাভূতাঃ এই) মনুভবঃ ॥৬১

আমরা দেখুন্। মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ অধ্যাত্মি এই বাক্যসমূহকে নিজেই বিবেচনার অভিপ্রায়ে করিয়াছেন যে, ইহারা ভগবান হইতে পারিবে না। অতএব মানুষের অনন্তযোনির এবং মৃত্যুপানের মহাবীর্য কি প্রকারে পূজনীয় হইতে পারে ॥৫৬

হিমবান্ত অধ্যক্ষিগণ যে সমস্ত দেবে বাস করেন, ঐ কুল সেই সকল পক্ষির দেব পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে বেদাদি অধ্যয়ন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের অন্তর্হিত হয়, তাদৃশ মনুষ্যের স্বর্গ দুর্গ নির্মাণ করুক, এই জন্য যাহার প্রজাগণকে বাস করাইয়াছেন। অতএব প্রধান পূজার পাত্র এই ব্যক্তি কিছুতেই হইতে পারে না ॥৫৭

অন্যে। শিবপালের পূজারাশি ব্যক্তি সমাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এই প্রকার বিবিধ নিন্দা-বাক্যেরই অবশেষ করিলেন। কিন্তু পূজারের নিজের ভগবত্ত ভক্তি করিলেন না, সেই প্রকার শিবপালের তাদৃশ বিকারাদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না ॥৫৮

এদিকে সভায় ব্যক্তিগণ রাজসূয়-যজ্ঞে ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আস্ফালন করিলেন এবং ক্রোধে শিবপালকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বধ করিতে প্রধান করিলেন ॥৫৯

তাহার ভগবানের নিন্দা যা ভগবদ্ভক্তদের নিন্দা যে স্থানে আলোচিত হয়, প্রতিবন্ধকের সামর্থ্য না থাকিলে সে স্থান হইতে যে ব্যক্তি প্রধান না করে, সে ব্যক্তি পূর্ত-সঞ্চিত পুণ্য বঞ্চিত হইয়া নরকগামী হয় ॥৬০

এদিকে শিবপালের বধ করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ পাশুপতগণ এবং ভংস্ত, সংস্থ এবং কেতন-সংজ্ঞকগণ শিবপালকে নিজের করিবার অভিপ্রায়ে অন্যস্থানে যাহাতে ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হইলেন ॥৬১

তত্তশ্চৈকত্বমাপ্রাপ্তো জগতে মঙ্গলপ্রদৌ।
ঘৃষ্টিমন্ত্র কৃষ্ণলক্ষ্মীভ্যাং রাজ্ঞঃ সর্গে আহত ॥৪২
ভাবজ্ঞায় ভগবান্ যাদ্ নিবার্য্য স্বয়ং কৃষ্ণা।
শিষ্য সুবাহুরূপেণ তথায় পাঞ্চজন্যো দ্বিজোঃ ॥৪৩
সখ্যঃ কোলাহলোঃথাসীদ্বিগুপালে হতে যাদ্।
তস্যানুযায়িনো ভূপা দ্রুতমুচ্চৈর্বিবেদিরে ॥৪৪
চৈদ্যদেহোত্থিতঃ জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাম্মুদেরুর্বি যাদ্ভুতা ॥৪৫

তদ্বধ্যমানুগচ্ছিত-বৈরেণাহহত্মনা বিভা।
ব্যোমস্থয়ন্তয়ো যাদ্ভো রূপং বি ভবকারণম্ ॥৪৬
অন্বিষ্যন্তঃ সমস্তেন্দ্রো শক্তিশাং বিপুলাধ্বাৎ।
সর্বান্ সম্পূজ্য বিধিবদ্ভেদ্রুমনুমেবয়াই ॥৪৭
সাধয়িত্বা ক্রতুং যাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদামনুরঞ্জয়ন্ ॥৪৮

তথা: যে তারকে! অন্যান্য বিভিন্ন বৈদ্যঃ তু সর্বাণি কৃষ্ণলক্ষ্মীভ্যাম্ ঘৃষ্টিমন্ত্রে ইতি তথা ঘৃষ্টিমন্ত্র বিভিন্নপাঠঃ, যাদ্ভো ভূপাঃ ভূপতয়ঃ তদ্বধ্যমানুগচ্ছিত ॥৪১

ভাবজ্ঞায় ভবেদ্ এব তথাপি ভাবজ্ঞায় ইতি পাঠান্তরেণ বিবাহে তথা ভাবজ্ঞায় ইতি পাঠান্তরেণ বিবাহে সুবাহুরূপেণ (সুবাহু বীর ধনুঃ ধারণ তত্ত্ব ভেদকারক) তথায় বিবাহে ॥৪৩

তথা বিগুপালে হতে সতি কোলাহলঃ সখ্যঃ আসীৎ; তথা তত্ত্ব চৈদ্যস্য অনুযায়িনঃ ভূপাঃ ভূপতিভিন্নাঃ রাজন্যবিশেষাঃ এব উচ্চৈঃ ॥৪৪

তথা তারকে চৈদ্য দেহাৎ যথা ভূমৌ পতিতায়াং তথা সর্বভূতানাং পশ্যতাম্ এব চৈদ্য-দেহোত্থিতঃ জ্যোতিঃ যেন বাসুদেবম্ উপাবিশৎ ॥৪৫

তদ্বধ্যমানুগচ্ছিতবৈরেণাহহত্মনা (বিভাগবিশিষ্ট-ধাতব-বিশিষ্ট-পাঠান্তরেণ তদ্বধ্যমে অনুগচ্ছিতম্ অনুগচ্ছিতং যৎ বৈরং যেন যেন সম্বন্ধেন তথাবিধেন) বিভা বৈদ্যঃ হেতুঃ যাদ্ভো ভূপাদ্ভো যাদ্ভঃ। যি যস্মাৎ তথাঃ অনুচ্ছিতবৈরম্ এব তথা যোগেশ্বরেশ্বরাণাম্ অন্তঃ মহেশ এব ॥৪৬

এবম্ভূতঃ (এবম্ এব বাক্যের ইতি) সঃ ঘৃষ্টিমন্ত্র সমস্তেন্দ্রাঃ (সমস্তি তথাঃ সমস্তাঃ বৈঃ সহিতেন্দ্রাঃ) অন্বিষ্যন্তঃ বিপুলাং মহতীং শক্তিশাং আশ্রয়ং তথা সুলভাম্ ও সর্বান্ সম্পূজ্য বিধিবৎ তান্ তান্ প্রতি ॥৪৭

এবং রাজ্ঞঃ ঘৃষ্টিমন্ত্র ক্রতুং যজ্ঞং সাধয়িত্বা সুসম্পাদ্য অতিবাহিতঃ অতিবাহয়ন্ তাংশ্চিৎ যোগেশ্বরেশ্বরঃ কৃষ্ণ কতিচিৎ মাসান্ তত্ত্ব এব উবাস ॥৪৮

যে তারকেন্দ্র! এদিকে চেদিপতি শিশুপাল জরাসন্ধ কৃষ্ণ-পক্ষীয় ঘৃষ্টিদ্যুম্নাদি যাবতীয় নৃপতিকুলকে তর্জ্জনা করত সম্পূর্ণ নির্ভয়চিত্তে যজ্ঞ এবং দীক্ষা ধারণ করিলেন ॥৪১

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শিশুপাল তাঁহারই আশ; সুতরাং তাহার বিনাশে সবল করিলে, পাণ্ডবকুলেরই অহিতের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি স্বপক্ষীয় রাজন্যবর্গকে নিবারণ করত যোগবলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, স্বীয় সখা শিশুপালের সমক্ষে তীক্ষ্ণ-ধার চক্রের আঘাতে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥৪৩

শিশুপালের নিধনে মহান্ কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল এবং তাহার অনুচর নৃপতিগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যে যাহার দিকে পলায়ন করিল ॥৪৪

এদিকে সভামণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ উল্কা যেমন ভূতলেই প্রবেশ করে, সেইরূপ চৈদ্যদেহ হইতে নির্গত তদীয় জীব-জ্যোতিঃ সকলের সমক্ষেই কৃষ্ণ-কলেবরে বিলিন হইল ॥৪৫

হিরণ্যকশিপু, রাবণ এবং শিশুপাল তাহারা তিন জনের আক্রোশে পূর্ণ এবং বৈরভাবের প্রভাবে তীব্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা কল্পনা করিয়া, শিশুপাল তন্ময়তা লাভ করিলেন। কারণ বিষয়-চিন্তাই বিষয়ানুরূপ তন্ময়তার একমাত্র কারণ ॥৪৬

অনন্তর যাজ্ঞসেনী যজ্ঞের ঘৃষ্টিদ্যুম্নের যজ্ঞ সমাপনান্তে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণকে প্রচুর পরিমাণে

ততোঽনুজ্ঞাপ্য রাজানমন্বিকেয়মুদীরয়ঃ।
অথো সজার্যঃ সাধ্বাত্তা বপুষঃ স্বেষ্টকাদৃতঃ ॥৪১

ধনিষ্ঠঃ কথয়ামাস্যানং যথা যে যদুবিস্তরম্।
বৈকুণ্ঠবাসিনোর্জ্জিষ্ণ বিপ্রশাপাৎ পুরঃ পুরঃ ॥৪০

রাজসূয়াবভৃথেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ত্রয়ক্রতুসমাধ্যেয় ওতত্তে ত্বয়বাচিব ॥৪১

রাজা সভাজিতাঃ সর্ব্বে তুষ্ট-মানস-চেষ্টাঃ।
কৃষ্ণঃ ক্রতুক সংবন্তঃ যথাযাতি যদূন্ বিদ ॥৪২

দুর্য্যোধনকৃতে পাপে কলিঃ কুরুকুলাবয়ম্।
যো ন স্নেহ স্ত্রিয়ঃ স্বৈরাঃ দৃষ্টঃ)
পাণ্ডুপুত্রস্য ভাষ্য ॥৪৩

যদনন্তর অন্বিকেয় অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির দ্বারা অনুজ্ঞাপ্ত হইয়া সপত্নীক সাধ্বীতনয়গণ স্বেষ্টকাদৃত হইয়া বপুঃ ধারণ করিলেন ॥৩৯

বৈকুণ্ঠবাসিনোঃ অর্জ্জিষ্ণ-বিষয়োঃ বিপ্রশাপে প্রভাসতীর্থে পাপাত্মা ব্যাধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ শর-বিদ্ধ হইয়া যে বৃত্তান্ত তাহা যে বৃত্তান্ত তাহা বিস্তার করিয়া ॥৪০

রাজসূয়াবভৃথেন (রাজসূয়-সমাপ্তি-অবভৃথেন) স্নাতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ত্রয়ক্রতুবিদাং মধ্যে তুষ্টায়ৈ ইন্দ্রঃ ইব ত্রিভিঃ ॥৪১

রাজা যুধিষ্ঠিরেণ সভাজিতাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে তুষ্ট-মানস-চেষ্টাঃ যেষাং তথা কৃষ্ণঃ ক্রতুকঃ সংবন্তঃ সংবৃত্তঃ যথা যেন প্রকারেণ যদূন্ ॥৪২

যঃ দুর্য্যোধনঃ পাপাত্মকৃতে তস্য কৃতে কলিঃ কুরুকুলাবয়ম্ কুরুকুলস্য ক্ষয়ং যো ন স্নেহ স্ত্রিয়ঃ স্বৈরাঃ (স্বৈরিণ্যঃ ক্ষয়ং যো ন স্নেহ স্ত্রিয়ঃ স্বৈরাঃ) দৃষ্টঃ ন দৃষ্টবান্ তস্য পাণ্ডুপুত্রস্য ভাষ্য ॥৪৩

করিলেন এবং অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা উপঢৌকন পূজাদি করত স্বেচ্ছবিধানানুসারে অবভৃথ স্নান করিলেন ॥৪১

এই প্রকারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করাইবার পর তুষ্টা এবং অর্দ্ধমাদি যুদ্ধবংশের অনুরোধে যেরূপবরাদিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও অনেক মাস কাল সেই ইন্দ্রপ্রস্থেই অবস্থান করিলেন ॥৪২

পরে রাজা যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনভিপ্রেত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত অর্জ্জুনাদি সহ স্বীয় দ্বারকাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥৪৩

যে মহারাজ! মহর্ষি বিপ্রশাপের অভিসম্পাতে বৈকুণ্ঠবাসী জয়-বিজয়ের দ্বারবতীর জন্ম এবং তদ্বিষয়ক উপাখ্যান আদি বিস্তৃতভাবে আপনার নিকট বিবৃত করিলাম ॥৪৪

ব ইদং কীর্ত্তয়েন্ নিত্যং যশ্চৈতদবধারয়েৎ।
ত্রাহ্মণেভ্যো বিনীতানাং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১

য পুমান্ চৈতদবধারয়েৎ ইদং কর্ম, রাজ্ঞঃ প্রশস্তবিষয়ত্বাৎ। ॥ যোগে তথা বিভাগে অন্বয়ব্যাপ্তেশ্চ। য কীর্ত্তয়েৎ, স সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৪

ইতি স্বামিকৃত শ্রীমদ্ভাগবতটীকায়াং চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

যিনি অবধান সহকারে এই অদ্ভুত কর্ম্ম যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥৪৪

শ্রীমদ্ভিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদ্ভ্রধরস্বামি-কৃত চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[রাজসূয়যজ্ঞান্তে যথা রাজ্ঞঃ যুধিষ্ঠিরস্যাবভৃথস্নানম্, অনির্ব্বিণ্ণায়াঃ সভায়াঃ দুর্য্যোধনস্যাবস্থানঞ্চ।]

রাজোবাচ।
অজাতশত্রোঃ দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্।
সর্ব্বে মুমুদিরে ব্রহ্মন্ মৃধেন যে সমাগতাঃ ॥১

দুর্য্যোধনং বর্জ্জয়িত্বা রাজানঃ সর্ব্বতঃ মৃধাঃ।
ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥২

অন্বয়ঃ

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। হে ব্রহ্মন্! যে অত্র সমাগতাঃ যে সর্ব্বে মৃধেন প্রসন্না মুদা। অজাতশত্রোঃ যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়মহোদয়ং রাজসূয়যজ্ঞং দৃষ্ট্বা এবং রাজানঃ দুর্য্যোধনং

অন্বয়ঃ

বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বে এব মুমুদিরে ইতি যৎ ময়াদ্য শ্রুতং ব্রহ্মন্! হে ভগবন্! তত্র প্রসাদেন কারণং মে ব্রূহি ॥১-২

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজসূয় যজ্ঞের শেষে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবভৃথ স্নান এবং মহাসমারোহে বিদায় সময়ে দুর্য্যোধনের অবস্থানের কারণ।]

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের মহোৎসব দর্শন করিয়া সমাগত নরপতিগণ, ঋষিবৃন্দ এবং দেবতা-মনুষ্যের সভা কেবল দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলেই যে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গ আপনার মুখেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু এস্থলে দুর্য্যোধনের অসন্তোষের কারণ যে কি, তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন ॥১-২

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
পিতামহস্তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাদ্ভুতঃ।
বান্ধবাঃ পরিচর্য্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ ॥৩

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ।
সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে ॥৪

সর্ব্বাং গুরুতরে বিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥৫

যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দ্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ।
বাহ্লীকপুত্রা ভূর্য্যাদ্যা যে চ সম্বর্দ্ধনাদয়ঃ ॥৬

নিরূপিতা আহৃতেষু নানাকর্ম্মসু তে তদা।
প্রবর্ত্তয়ে ন তাংস্তত্র রাজঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৭

অথ ঋত্বিক্সদস্যেষু সুহৃৎসম্বন্ধিষু স্বয়ম্।
বিধৌষু সুমৃতমর্হৎসু ভূপেষু চ যথাবিধি।
তৈরে চ সাধুতপসে ভগবৎ প্রবিষ্টে
চক্রুস্তদাভৃথমৃষয়ঃ সুমনস্কাম্ ॥৮

শ্রীবাদরায়ণিঃ শ্রীশুকঃ উবাচ। হে রাজন্! তে তব পিতামহস্য মহাত্মনঃ যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ে মহাদ্ভুতে যজ্ঞে (প্রেম এব বন্ধনং যেষাং তে) বান্ধবাঃ এব তস্য পরিচর্য্যায়াম্ আসন্ ॥৩

তত্র ভীমঃ মহানসানাং পাকশালায়াঃ অধ্যক্ষঃ, ধনাধ্যক্ষঃ ধনাধিকারী সুযোধনঃ, পূজায়াং সম্মানে সহদেবঃ, দ্রব্যসাধনে সম্ভারসংগ্রহে নকুলঃ ॥৪

সর্ব্বাং গুরুতরাং পরমোৎকৃষ্টাং বিষ্ণুঃ স্বয়ম্, পাদাবনেজনে পাদ-প্রক্ষালনে কৃষ্ণঃ, পরিবেষণে ভোজ্য-ভোজনাদি-বিধিনেতৃত্বে দ্রুপদজা দ্রৌপদী। দানে সম্মানার্থং ধনাদি-প্রদানে ॥৫

যুযুধানঃ সাত্যকিঃ, বিকর্ণঃ, হার্দ্দিক্যঃ কৃতবর্মা চ বিদুরাদয়ঃ চ বাহ্লীকস্য বিদুরস্য পুত্রাঃ এবং সম্বর্দ্ধনাদয়ঃ সূতাঃ যে চ তত্র নিমন্ত্রিতাঃ সন্তঃ আগতাঃ ॥৬

নিরূপিতাঃ সম্যক্ বিচার্য্য নিযুক্তাঃ সন্তঃ তে তদা আহৃতেষু সম্ভারেষু নানাকর্ম্মসু বিভিন্নেষু কার্য্যেষু প্রবর্ত্তয়ে ন তাংস্তত্র রাজঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৭

অথ ঋত্বিক্ সদস্যাঃ ঋত্বিজঃ সদস্যাশ্চ তেষু তথা সুহৃৎসম্বন্ধিষু বিবাহসম্বন্ধিষু স্বয়ম্ সুমৃতমর্হৎসু সুষ্ঠু-সম্মানিতেষু বিধৌষু সত্যপ্রু ভূপেষু চ যথাবিধি শাস্ত্রানুসারেণ তৈরে চ সাধুতপসে ভক্তপালকায় শ্রীকৃষ্ণায় ভগবৎ ঈশ্বরে প্রবিষ্টে সতি যে ঋষয়ঃ তত্র উপস্থিতাঃ তে তদা তস্মিন্ সময়ে চক্রুঃ। (সুমনস্কাম্ ইত্যত্র সুমনসঃ ইতি পাঠে সতি তে ঋষয়ঃ সুমনসঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নরনাথ! অনন্তর পিতামহ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তদীয় বান্ধবগণ আপনারই প্রেমানুরোধে যজ্ঞের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥৩

তন্মধ্যে ভীমসেন পাকশালার অধ্যক্ষ হইয়া খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অধিকারী দুর্য্যোধন ধনাধ্যক্ষ হইলেন। সহদেব অভ্যাগতগণের সম্মান-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং নকুল তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভারের সংগ্রহার্থ নিযুক্ত হইলেন ॥৪

স্বয়ং বিষ্ণু এবং ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ গুরুজনের শুশ্রূষা-কার্য্যে তৎপর এবং পাদ-প্রক্ষালন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিযুক্ত ছিলেন। পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা দ্রুপদ-নন্দিনী এবং দানের কার্য্যে মহামনা কর্ণ নিযুক্ত ছিলেন ॥৫

এতদ্ভিন্ন সাত্যকি, বিকর্ণ, হার্দ্দিক্য, বিদুর এবং বাহ্লীক-পুত্র ভূরি এবং সম্বর্দ্ধনাদি সকলে কর্ম্মারম্ভের সময়-কালবশে মহারাজের অভীষ্ট নানাকার্য্যে নিজেরাই নিযুক্ত ছিলেন ॥৬-৭

সুতরাং সুসম্পন্ন পূর্ব্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে, প্রিয় বান্ধব, অলঙ্কারাদি পূজার সামগ্রী এবং প্রচুর পরিমাণ দক্ষিণাদির দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্‌গণ, সদস্যগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ও সুহৃৎগণের বিশেষ আদর সহকারে পূজা করিলেন। পরে পিতামহের জীবাত্মা ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহারা সকলে যজ্ঞের অবভৃথ-স্নানার্থ উদ্যোগ করিলেন ॥৮

দুন্দুভ-শঙ্খ-পণব-মৃদঙ্গ্যানক-গোমুখাঃ।
বাদ্যন্ত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুস্তত্রতত্রোৎসবে ॥৯
নর্তক্যো ননৃতুর্হৃষ্টা গায়কা জগুরুত্তমম্।
বীণাবেণ্বমলাদস্তেতাঃ স্ব স্বিক্রম্যশ্রুতম্ ॥১০
চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈশ্চিত্রস্রগ্বস্ত্রভূষণৈঃ।
বল্গুভৈর্ভক্তিভির্নৃণাং নির্মন্থ্যস্মিন্মহামখে ॥১১
যদু-সৃঞ্জয়-কাম্বোজ-কুরু-কেকয়-কোশলাঃ।
কম্পয়ন্তো ভুবঃ সৈন্যৈরজয়ন্নমুতঃদিশঃ ॥১২

সদস্যর্ত্বিগ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।
দেবর্ষি-পিতৃ-গন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥১৩

অলঙ্কৃতা নরা নার্যো গন্ধ-স্রগ্-ভূষণাম্বরৈঃ।
বিলিম্পন্ত্যোঽভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহুর্বিবিধে রসৈঃ ॥১৪

তৈল-গোরস-গন্ধোদ-হরিদ্রা-সান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ।
পুঞ্চিচিক্ষিপুঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহুর্বাধযোষিতঃ ॥১৫

আবভৃথস্নানে আরব্ধে অবভৃথ-স্নানক্রিয়ায়াং উপলক্ষে দুন্দুভয়ঃ বিচিত্রাণি বাদ্যন্ত্রাণি নেদুঃ ॥৯

ঋত্বিজঃ সদস্যাঃ অন্যে চ ব্রাহ্মণাঃ দুন্দুভয়ঃ জগুঃ। নেদুঃ বাদ্যন্তাঃ [ঋত্বিজাং-ব্যাপারাণাং বিশেষ অন্তরীভূয় স্থগনং ॥১০

নন্দুভিনিঃ ক্ষত্রবন্ধুবিশেষাঃ দুন্দুভাঃ বিচিত্রাণি ক্ষত্রবন্ধুভাঃ-প্রাপ্তি নেদুঃ তৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সদস্যৈঃ [ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতৈঃ সদস্যৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ অধিকৈঃ সদস্যৈঃ] ক্ষত্রবন্ধুভিঃ ভূমীঃ চ এবং ক্ষত্রবন্ধুভিঃ সহ বিষ্ণুঃ ॥১১

বল্গু সুন্দরং কাম্বোজ-কুরু-কেকয়-কোশলাঃ এতে সর্বদেশাঃ তৈঃ দুন্দুভয়ঃ যজ্ঞবাটসমীপেষু আসন্ ॥১২

সদস্যাঃ ঋত্বিজঃ অন্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ চ ভূয়সা বহুনা ব্রহ্মঘোষেণ বেদোচ্চারণ-ধ্বনিনা সহ বিষ্ণুঃ। তথা দেবাদয়ঃ পুষ্পবর্ষিণঃ সন্তঃ তুষ্টুবুঃ ॥১৩

গন্ধ-স্রগ্-ভূষণাম্বরৈঃ গন্ধদ্রব্যাঃ মালাঃ ভূষাঃ বস্ত্রাণি চ বিবিধৈঃ রসৈঃ হরিদ্রাদিভিঃ সহিতাঃ বিলিম্পন্ত্যঃ অভিষিঞ্চন্ত্যঃ চ বিজহুঃ। পুঞ্চিঃ কর্তৃভিঃ তৈলাদিভিঃ লিপ্তাঃ তথা তৈঃ এব তান্ পুনরপি প্রলিম্পন্ত্যঃ বাধযোষিতঃ বিজহুঃ ॥১৪-১৫

অবভৃথ (যজ্ঞের শেষে স্নান) উপলক্ষে উপস্থিত দুন্দুভি, শঙ্খ, পণব, মৃদঙ্গ, আনক ও গোমুখাদি বিচিত্র বাদ্যি-যন্ত্রের ধ্বনি হইতে লাগিল ॥৯

নর্তকীগণ আনন্দ-সহকারে নৃত্য এবং গায়কগণ সুরে সুরে গান করিতে লাগিল। অন্যান্য ঋত্বিকগণ বেণু, বীণা এবং করতালির ধ্বনি যেন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করত স্বর্গরাজ্যকে স্পর্শ করিয়াছিল ॥১০

স্বর্গবাসীরা নৃপবিদগ্ধ বিচিত্র ধ্বজা ও পতাকাদিতে পরিশোভিত রথী, হয় ও কাঞ্চনাদিতে আরোহণ পূর্বক অগ্নি উপযুক্তরূপে সজ্জিত চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া স্নানার্থ এখানে আসিতে লাগিলেন ॥১১

এদিকে যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, এবং কেকয়-কোশলাদীয় রাজগণ স্ব স্ব সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া, ভূমণ্ডল কম্পিত করত সমস্ত দিক্ জয় করিয়া আসিতে লাগিলেন ॥১২

সদস্য, ঋত্বিক্ এবং ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি দ্বারা এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবৃষ্টি করত তৎকালে যুধিষ্ঠিরের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥১৩

বস্ত্র, মাল্য এবং বিচিত্র মহামূল্য আভরণাদিতে বিভূষিত নর এবং নারীগণ বিবিধ রসের দ্বারা পরস্পরকে বিলিপ্ত ও অভিষিঞ্চিত করত আনন্দের সহিত বিহার করিয়াছিলেন ॥১৪

বাদ্যবিনোদনে নায়কগণ কর্তৃক তৈল, গোরস, গন্ধজল, হরিদ্রা এবং আর্দ্র ঘন কুঙ্কুমাদির দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া, আপনারাও পুনরপরকে তদ্দ্বারা প্রলিপ্ত করত বিহার করিয়াছিল ॥১৫

ওজা মৃতির্বিবলয়ং পলক্ষেড-
ক্ষেপো যথা ত্রিণি বিষাদবরৈর্ন্যমেষঃ।
তা বাহুলেয়ধিষণাঃ পরিচিক্ষিপুর্বা
সপ্তোক্ষ-যান-বিকসদ্ধনুষো বিরেজুঃ ॥১৬

তা দেবযানুত নবীন্ নিধিভূর্ভৌতি-
শ্চিত্রাম্বরা বিরুচয়ন্তনুভোরুমধ্যাঃ।
ঔৎসুক্যমুক্তকবরচ্যবমানমাল্যা:
ক্ষোভং সুরেষু বিদধুঃ কচিদৈরিণীনাম্ ॥১৭

ন সন্নহ্য ধনুষাক্ষয়বদ্ধগোধঃ
ত্রাণায় বাহুমিতরদ্ধনুষাদধানঃ।
যদ্যোচতে বসনপীড়িতি শ্চিয়াতি ক্রুদ্ধাহিবৎ ॥১৮

পত্ত্যুঃ সমাজমবধূয়ে ন্দ্রিয়া তে তত্রস্থিতঃ।
আচষ্ট তাপসাক্ষয়ং পলায়াঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥১৯

তিনি বিমানশ্রেণী দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দৃষ্টি ঔষধি-প্রভাবে দিব্য এবং অন্যলোকদর্শনে উপযুক্ত হইয়াছিল। তা: ৫ বাহুলেয়-মণিধিঃ (বাহুলেয়ো মণিধিঃ ৫) পরিবিষ্যাণাঃ পরীত্য পশ্যন্তঃ পরিচক্ষিপুঃ ইমমেব বিমানমিতি ত্রমন্ত: তত্রাবিশন্ত: বিরেজুঃ ॥১৬

চিত্রাম্বরা: (চিত্রাণি বিচিত্রাণি অম্বরাণি যাসাং তা:) বিচিত্রবস্ত্রপরিধানা: (বিচিত্র- শব্দাৎ পরতঃ স্থিতো ভূতো ইত্যধ্যাহারেণ যোজ্য: তা:) তত্র তেষু বিমানেষু ঔৎসুক্যাদুৎকণ্ঠয়া-ত্যন্তায়াম-হেতো: (ঔৎসুক্যাদুৎকণ্ঠয়া ত্যন্তায়াম-হেতো: ৫) তত্তদ্বিমানস্থ-বিলাসাদি-দর্শনেন তত্তদ্বিমানস্থ-বিলাসাদি-দর্শনেন) তত্র তত্রস্থা: (তত্র তত্র তত্তদ্বিমানে তিষ্ঠন্তি তত্রস্থা: তা:) তা: সাধ্বস্থা: কৃতৌৎসুক্য:

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নভস্যানকদুন্দুভিঃ সমম্।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ ॥২০
সন্নতা ভগবান্ সর্বে সর্বজ্ঞেশ্বরমীশ্বরম্।
মহাপাতকতঃ কংসাদ্ বন্ধুক্লেশাচ্চ কেশবঃ ॥২১
অথ রাজন্যবাসোভ্যাং পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ।
বন্দিভিঃ স্তূয়মানোঽগাৎ সুহৃদাং সর্বকামদঃ ॥২২
বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ নৃপান্ বিপ্রানীশ্বরোঽপ্যাত্মদৈবতম্।
অজীজপৎ সূক্তরাজ্যৈ মাঘাদ্যৈর্নরপং নৃপঃ ॥২৩

সর্বে জনাঃ সুরকৃতো যদিভূতলস্য-
শ্চক্রায়ুধ-কনক-মুকুল-মাল্যবাসাঃ।
নার্যশ্চ কুণ্ডলসুমানকরূষবস্ত্র-
বক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ ॥২৪
অথর্ত্বিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ ॥২৫
দেবর্ষি-পিতৃ-ভূতাদি লোকপালাঃ সহানুগাঃ।
পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নৃপ ॥২৬

মহদুন্দুভিঃ নভঃ নেদুঃ। দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ ॥২০

ভগবান্ সর্বজ্ঞেশ্বরঃ সর্বাত্মভূতঃ অথচ তত্র মহাপাতকাৎ মহতঃ বন্ধুক্লেশাচ্চ কিঞ্চিদ্ দূরতঃ সন্নতঃ ॥২১

অথ রাজন্যবাসী অন্তঃ বহিশ্চ ক্ষৌমে বস্ত্রে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ রাজা অজমীঢবংশ্যৈঃ বন্দিভিঃ স্তূয়মানঃ সুহৃদাং বিপ্রাদীনাম্ আত্মদৈবতম্ ঈশ্বরম্ পূজিতবান্ ॥২২

নরনাথঃ নৃপঃ বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ নৃপান্ বিপ্রাদি সুহৃদঃ

ভাইবন্ধু দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন; স্বর্গরাজ্যে দেবতারাও দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক এবং মানবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২০

ভগবানের স্নানের পর অন্যান্য সমস্ত বর্ণাশ্রম-বর্ণবিশিষ্ট লোকসহ যজ্ঞেশ্বর অবভৃথস্নানে পূর্বক স্নান করিলেন। তাহাতে মহাপাতকী ব্যক্তিও যদি তথায় স্নান করে, তবে সেই ব্যক্তিও সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥২১

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নূতন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করত ভ্রাতাপ্রভৃতি আত্মজনে ভূষিত হইলেন এবং ঋত্বিক্ সদস্য এবং বিপ্রগণের পূজা করিলেন ॥২২

যুধিষ্ঠির একজন রাজাদিগের পরম ভক্ত; তিনি

ভাতরঃ ৪ সর্বান্ অভীষ্টং বরং সূক্তং সূক্তসাধ্যং ॥২৩

নৃপতয়ঃ (যুধিষ্ঠিরস্য তু ঋত্বিজ এবেতি যে) তথা যদিভূতলস্যেতি পরিতঃ অনেকেষাং যোগে তথাত্বেঽপি যে সর্বে জনাঃ বিবেজুঃ তথা নার্যশ্চ কুণ্ডলাদিভূষিতাঃ ৪ মুখস্য বক্ত্রশ্রীঃ যাসাং তাঃ বাহ্যে ৪ তথাবিধা যেখলা তয়া বিরেজুঃ ॥২৪

অথ যে সমাগতাঃ পূর্বমিতি ৪ যে মহাশীলাঃ মুখ্যজনা ঋত্বিজঃ ব্রহ্মবাদিনঃ সদস্যাঃ বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্ শূদ্রাঃ রাজানঃ দেবর্ষি-পিতৃ-ভূতাদি সহানুগাঃ লোকপালাঃ ৪ পূর্বমিতি অনুজ্ঞাপ্য মুখ্যা অথবাদি যযুঃ ॥২৪-২৬

তাহারও সম্মান করিতে ত্রুটী করেন নাই; তিনি রাজন্যবর্গ জ্ঞাতি, ভূদেব, সুহৃদ্, মিত্র, বন্ধু এবং যাজ্ঞবাদি অন্যান্য সকল লোকেরই বিশেষ আত্মাভিন্নের যজ্ঞাদ্যারাধিত দ্বারা যথেষ্ট অর্চনা করিয়াছিলেন ॥২৩

ঋত্বিগ্‌গণ মণিময় কুণ্ডল, সুমনোমালা, ঈকিষ, কম্বুক, শুভ্র বস্ত্র এবং হারাদিতে বিভূষিত হইয়া, সর্যোদয়ের অবহৃথস্নানের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং মুখ্যা নারীগণও স্বচ্ছ কুণ্ডল, কনক-মেখলা এবং অমলা মোক্তিক বদন-কমলের শোভায় অপূর্ব শ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন ॥২৪

অনন্তর ঋত্বিগ্‌গণ, সদস্যগণ, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি চতুর্বর্ণবিশিষ্ট প্রজাবর্গ, সমাগত নৃপতিগণ, দেবর্ষিগণ, পিতৃলোক, ভূতগণ এবং অনুচরবর্গ

ইতিহাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্।
নৈবাদৃণ্যন্ প্রকরণঃ পিতৃং মাতৃষ্বসুঃ সুতাঃ ॥২৭

অথো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্।
প্রেষ্য বিবাহযাত্রায়াং কৃষ্ণঞ্চ ত্যাময়ংস্তদা ॥২৮

তথাবদ্ভিঃ তত্রাদ্য তথেত্যৌৎ তদ্বিচেষ্টিতম্।
প্রত্যাদ্য বহ্বীয়াংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্ ॥২৯

ইন্দ্রঃ রাজা দদৌ তস্মৈ মহার্হমণিকুণ্ডলে।
সহ্যতঃ স্মরতীর্থে কৃষ্ণেনাদীনমেধসে ॥৩০
একদাস্তাপুরে তস্য দীক্ষা দুর্যোধনঃ শ্রিয়ম্।
অতপ্যাৎ রাজসূয়স্য মহিষ্যাশ্চাদ্ভুতাং তদা ॥৩১
যস্মিন্ মহেন্দ্র-বিভবেন্দ্র-সুরেন্দ্র-লক্ষ্মী-
ধীনা বিভান্তি কিল বিশ্বসৃজোপকল্পাঃ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে
যত্তাং বিবেকনিপুণাঃ কুরুরাজপত্ন্যঃ ॥৩২

রাজর্ষেঃ বিশ্রুতিঃ যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়মহোদয়ম্ প্রকরণম্ অনুত্তম পিতৃং মাতৃষ্বসুঃ সুতাঃ নৈব অদৃণ্যন্ ॥২৭

অথ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ তত্রাগতান্ (তত্রাগতং বিবাহার্থং কারিতা তীর্থঃ যদি) সুহৃৎ সম্বন্ধিবান্ধবান্ তথা কৃষ্ণং চ প্রেষ্য বিবাহযাত্রায়াং ॥২৮

যে তত্র তত্র তস্য যুধিষ্ঠিরস্য ক্রিয়ঃ চিকীর্ষুঃ তথাবদ্ভিঃ অর্থি তৎকালে তাবতা প্রতি সাম্বাদীন্ তথা বহ্বীয়ান্ প্রত্যাদ্য তথেতি তৎবচনং ঔৎ ॥২৯

ইন্দ্রঃ এবং স্মরতীর্থে তস্মৈ যুধিষ্ঠিরঃ রাজসূয়মহোদয়ম্ মহার্হং (মহতোপযোগি-মহাপ্রভাবোপেতং মহার্হং) কুণ্ডলে দদৌ ॥৩০

একদা অস্তাপুরে (অনুচর আদয়ঃ যত্র তত্র অবস্থিতে) তস্য যুধিষ্ঠিরস্য অন্তঃপুরে ক্রিয়ঃ সম্পদঃ, তথা রাজসূয়স্য মহিষ্যঃ চ দীক্ষা দুর্যোধনঃ অতপ্যৎ ॥৩১

যস্মিন্ অন্তঃপুরে বিবেকনিপুণাঃ কুরুরাজপত্ন্যঃ তথা ইন্দ্রঃ মহেন্দ্রঃ বা বলবিদ্যাঃ ঐশ্বর্যসম্পদ্ধিকেন্দ্রস্য ঐশ্বর্যসম্পদঃ সম্যক্ সম্পদঃ বিশ্বসৃজঃ ব্রহ্মণঃ কিল বিভান্তি তথা তাভিঃ বিশ্বসৃজিতি ব্রহ্মণঃ সদৃশা যৌবনী পত্নীঃ যুধিষ্ঠিরস্য ঔপস্থে সেবিতবত্যঃ, তথা যৌবনাৎ বিবেকনিপুণাঃ (বিবেকে ব্রহ্মণি নিপুণাঃ) কুরুরাজপত্ন্যঃ অতপ্যৎ ॥৩২

সহিত লোকপালগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিশেষ সম্মান লাভে পরিতুষ্ট হইয়া, আত্মীয় সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥২৪-২৬

অহো! অনুকূলদানে দৈব মানবের যেমন প্রভূত-যোগে পরিত্রাণ-বুদ্ধি আইসে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ন্ত ঋষিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের মহোদয় দর্শনে প্রভূত-যোগে কাহারও কোনরূপ বিচলিত ভাব হয় নাই। যজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ সমাপ্ত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির অবীন ভাতৃ-স্বজন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সুহৃদ্ সকলে রাজসমক্ষে বিশেষ প্রেম সহকারে বিদায় দিলেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞরাজের তাদৃশ তাহার তাব দর্শনে সাম্বাদি যাবতীয় যদুবীরগণকেই কুশস্থলী (দ্বারকাপুরী) প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং রাজার প্রীতিসাধনার্থ আরও কিছুকাল ইন্দ্রিয়াপুরেই অবস্থান করিলেন ॥২৭-২৯

এই প্রকারে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে রাজসূয় যজ্ঞের সম্পাদন রূপ দুরূহ মনোরথ সমাপ্তি উত্তীর্ণ হইয়া সুস্থচিত্ত হইলেন ॥৩০

এদিকে রাজা দুর্যোধন এক বিশাল নারায়ণ-পরায়ণ রাজা পাণ্ডুপুত্রের অতুল ঐশ্বর্য যজ্ঞে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং রাজসূয় যজ্ঞের প্রসাদোদয় শ্রবণ করত মনে মনে নিতান্তই দুঃখ হইলেন ॥৩১

কারণ যুধিষ্ঠিরের সভায় কোনরূপ ঐশ্বর্যেরই অপ্রতুল ছিল না। সভাপতি, অনুসভাপতি এবং অন্যান্যের সকল যাবতীয় ঐশ্বর্যই এই রাজসভায় বিষকর্মা দ্বারা বর্তমান এমন সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। অহো! ভগবদ্ভক্তিসম্পন্নী কৃষ্ণা এই অতুল ঐশ্বর্যে পরিশোভিত যজ্ঞীয় পরিষদ সেবা করিতেছেন দেখিয়া,

অন্বিতেন যমুনাং দর্শনীয়েক্ষণাত্মনা
লোকয়ন্তীং পদৈঃ কলহংসিমন্থরৈঃ।
অথো মুকুন্দ মুখকুন্দমোদনং
শ্রীমদ্মুখং প্রফুল্লকুন্দলাত্মনা ॥৩৩
নন্দব্রজং যদ্ধরয়ো ব্রজাঃ স্ত্রিয়
ঊর্জস্বতীরুদ্ধবিষাণ্যুপাদদুঃ।
মুকুন্দমুক্তেষ্বনুকূলবেণুষু
ব্রজেরিতা মেঘগণা অগর্জন ॥৩৪

আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব।
পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥৩৫
তত্র দুর্যোধনো মানী পরীতঃ ভ্রাতৃভির্নৃপ।
কিরীটমালী ন্যবিশৎসিতঃ কিপ্তম্ ইবা ॥৩৬
স্থলেঽম্বুজান্যুদ্ধরন্তি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
ইতি তদ্ধ স্থলাদ্ধ্যাত্মা পদ্মান্যাদত্ত পাণিনা ॥৩৭

অন্বিতেন [অনুগতেন] যমুনাং [যমুনায়াঃ] দর্শনীয়েক্ষণাত্মনা [দর্শনীয়ে ঈক্ষণে আত্মা যস্যাঃ তয়া] লোকয়ন্তীং [পশ্যন্তীং] পদৈঃ [চরণৈঃ] কলহংসিমন্থরৈঃ [কলহংস্যা ইব মন্থরৈঃ] অথো [অনন্তরং] মুকুন্দ মুখকুন্দমোদনং [মুকুন্দস্য মুখং কুন্দমোদনমিব] শ্রীমদ্মুখং [শ্রীমৎ মুখং] প্রফুল্লকুন্দলাত্মনা [প্রফুল্লে কুন্দলে আত্মা যস্যাঃ তয়া] ॥৩৩

নন্দব্রজং [নন্দস্য ব্রজং] যদ্ধরয়ো [যদা হরয়ঃ] ব্রজাঃ স্ত্রিয় [ব্রজস্ত্রিয়ঃ] ঊর্জস্বতীরুদ্ধবিষাণ্যুপাদদুঃ [ঊর্জস্বতীঃ রুদ্ধবিষাণীঃ উপাদদুঃ] মুকুন্দমুক্তেষ্বনুকূলবেণুষু [মুকুন্দেন মুক্তেষু অনুকূলবেণুষু] ব্রজেরিতা [ব্রজেন ঈরিতাঃ] মেঘগণা অগর্জন ॥৩৪

আসীনঃ [উপবিষ্টঃ] কাঞ্চনে [সুবর্ণময়ে] সাক্ষাদাসনে [সাক্ষাৎ আসনে] মঘবানিব [ইন্দ্র ইব] পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া [ব্রহ্মণঃ ঐশ্বর্যেণ] জুষ্টঃ [যুক্তঃ] তূয়মানশ্চ [স্তূয়মানশ্চ] বন্দিভিঃ ॥৩৫

তত্র দুর্যোধনো মানী পরীতঃ [পরিবৃতঃ] ভ্রাতৃভির্নৃপ [হে রাজন্] কিরীটমালী [কিরীটী মালী চ বিদ্যতে যস্য সঃ] ন্যবিশৎসিতঃ [উপবিষ্টঃ] কিপ্তম্ [ক্ষিপ্তম্] ইব [যথা] ॥৩৬

স্থলেঽম্বুজান্যুদ্ধরন্তি [স্থলে অম্বুজানি উদ্ধরন্তি] ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ [ভক্তবৎসলো ভগবান্] ইতি তদ্ধ [তৎ খলু] স্থলাদ্ধ্যাত্মা [স্থলাৎ হি আত্মা যস্য সঃ] পদ্মান্যাদত্ত [পদ্মানি আদত্তে স্ম] পাণিনা [হস্তেন] ॥৩৭

মুকুন্দপত্নি দুর্যোধনের ১৫ [সাক্ষাৎ-সাগরে নিমগ্ন হইল।] দ্রৌপদী-দাসের প্রধানা দাসীরা [যমুনার জলে হইতে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া গেল]।৩২

হে রাজেন্দ্র! সে সময়ে সৌন্দর্যের বিষয় আর কি বর্ণন করিব! যদুপতি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সভায় অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহার চারি-নিবন্ধন অপূর্ব সভাতলে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই সুধাময় ভাগিনেয়ের মুকুন্দমুখাক্ত লোহিত-বর্ণ হাস, প্রফুল্লকমল-তুল্য এবং মদ-স্খলিত নয়নে পরিশোভিত মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব শোভায় সভাতল যেন আলোকিত হইয়াছিল।৩৩

এই বিষয় বন্ধ-সকল সভাই দুর্যোধন ভয়-চঞ্চলাদি ভাব-চঞ্চলবতীর অন্তর হৈতেই পরিশোভিত হইয়া, বৃন্দাবনস্থের সভায় অন্তর উদ্বোধিত, বহুগণ এবং পরমবিজয়ী বীরদিগের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া অমরাপুরীস্থ সুরেন্দ্রের ন্যায় স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, স্তুতি পাঠকগণ তাঁহার স্তুতিতে স্তুতিপাঠ করিতেছে।৩৪-৩৫

হে নরনাথ! এবং সময়ে কিরীট ও মণিময় হারাদি সাজ সজ্জায় সুশোভিত অধিকারী দুর্যোধন ভ্রাতৃগণাদি ভ্রাতৃরূপে পরিবৃত হইয়া অধিকারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ-কালে দ্বার-পালগণকে অন্যায় পূর্বক রোষের পরিচয়ে তিনি অন্যান্য অধিকার অপেক্ষা অধিক গর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।৩৬

কিন্তু সভামধ্যে প্রবেশ করিলে, দুর্যোধনের আর তাদৃশ গর্ব রহিল না; সভানির্মাতা ময়দানবের মায়িক রত্নালোকোদ্ভাসে দুর্যোধনের মোহ উপস্থিত হইল; তিনি প্রকৃত পদার্থ এবং সভার অঙ্গন আর নিরূপণ করিতে সক্ষম হইলেন না। সুতরাং সভা-

অথাস ভীমকং দৃষ্ট্বা স্থিরো দুর্যোধনোঽপরঃ।
নিবার্য্যমাণো অপাস্য রাজ্ঞা কৃতানুযোগিতাং ॥৫৮

স ভীমস্তিরোঽধাবদ্যো ক্রমা ক্রমম্
নিক্ষিপ্য মুষ্টৌ প্রবলো গজাহবম্।
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎ সভা-
মধ্যস্থপক্ষদ্বিতয়স্য ভৈরবঃ।

ততস্তু মুষ্টৌ ভগবান্ মুরো মরং
সংক্ষিপ্যোর্দ্ধং প্রহরতি স্ম বজ্রবৎ ॥৬০
এবং স তেনাভিহতঃ রাজন্ বংশপুরোঽধমিং যযৌ।
সুযোধনশ্চ গৌরাঙ্গঃ রাজপুত্রো ব্যরাজতৌ ॥৪০
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাদ্মসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভগবদ্গীতে
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায় ॥৭৫

অস্য এবমুক্ত দৃষ্ট্বা ভীমং ব্যবস্য ক্রমা স্থিরঃ অপরঃ দুর্যোধনো ন রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ নিবার্য্যমাণো অপাস্য অপসার্য্য ক্রমা ভীমকং প্রতি কৃতানুযোগিতাং কৃতা অধাবদ্ধাবিতবান্ ॥৫৮

স ভীমস্তেন দুর্যোধনেন ক্রমা ক্রমমিতি পদচ্ছেদঃ অধাবদ্ধাবিতবান্, কথং ভীমসেনঃ অস্য মুষ্টৌ এব সমস্তা নিক্ষিপ্য হস্তাভ্যাং ধৃত্বিশেষেণ তাড়ন করণাং প্রবলো। এবমস্য গজস্য যা যা ইতি সুমহান্ শব্দঃ অভূৎ, কথং ভূতস্য সভায়াং স্থিতয়োঃ বিদুরঃ ভীষ্মশ্চ তয়োঃ মধ্যস্থপক্ষদ্বিতয়স্য ভৈরবঃ ভয়ানকঃ ॥৫৯

ততস্তু (যতঃ মুষ্টৌ প্রহরতি) ততঃ ভগবান্ ভীমঃ মরং ব্যবস্য ক্রমা ক্রমং ক্রমং ক্রমং মুষ্টৌ সংক্ষিপ্য বজ্রবৎ প্রহরতি স্ম ॥৬০

যে রাজন্! ভীমসেনেন দুর্যোধনস্য মুষ্টিপ্রহারেণ গৌরাঙ্গঃ যঃ দুর্যোধনঃ অধমিং যযৌ ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাদ্মসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভগবদ্গীতে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৫

গ্রাহকদের যেখানে জল নাই, তথায় তাঁহার জলপান হওয়ায় তিনি পরিখের মধ্য উল্লম্ফনের পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন; অথচ যে স্থানে জল রহিয়াছে, তথায় পূর্ব্ববৎ তটিনীস্থ পাষাণময় ভূমি ভেদে আরূঢ় হইয়া তিনি যেমন ক্রমবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন, অমনি পৃষ্ঠীয় জল-নিবন্ধন জলের অগ্রে নিপতিত হইয়া একান্ত অপ্রতিভ হইলেন ॥৫৭

দুর্য্যোধনের তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে কৃষ্ণার উদ্যতে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাম্বিলীগণ, কৃপতিগণ এবং অন্যান্য সকলে যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন দুর্য্যোধন ঈষদ্ভগ্ন ইন্দ্রিয়েই প্রবোধিত হইয়া, এবম্ভূত সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সভাস্থ সকলের তাদৃশ উপহাসে দুর্য্যোধনের লজ্জা ও অবধারণার আর সীমা রহিল না; তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া অধোবদনে বিদুরের বাক্যানুসারে না করিবার মনস্থ করিয়া ধীর বিক্রমে তথায় করিলেন। দুর্য্যোধনের তাদৃশ আচরণ অবলোকন করিয়া এতাদৃশ সাধু ব্যক্তিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও একান্ত বিষণ্ণ হইলেন।

অহো! যাঁহার সামান্য দৃষ্টিপাতেই দুর্য্যোধনের এত উপহাস হয় সেই কৃষ্ণার তখনে ভীমকে কিছু বলিয়া তার অবমাননা করিতে উদ্যত হইলেন। হে মহারাজ! মহাত্মা মহাদেবের উপদেশে দুর্য্যোধনের গৌরাঙ্গের বিষয় আপনি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট বর্ণন করিলাম ॥৫৮-৪০

শ্রীবরাহপুরাণপ্রকটিত পাদ্মসংহিতা শ্রীবক্তাবস্তুমহাপুরাণের ভগবদ্গীতে পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্ম্মণি-কৃত পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[বহুবিঃ সহ শাম্বস্য সংগ্রামঃ।]

শ্রীশুক উবাচ।

অথাক্রন্দনি কৃষ্ণস্য সূনু র্জাম্বাবতীসুতঃ নৃপ।
ক্রীড়ানবসরীক্ষ্য যদা সৌভপতিহতঃ ॥১
নিভৃতাদনসঙ্গস্য শাম্বো দ্বিবিদমূহবান্ আগতঃ।
বহুভির্বিবিধৈর্যজ্ঞৈ র্ভবাসত্তাসহতয়া ॥২
শাম্বঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্বভূভৃতাম্।
অনাবৃতাং মহীং কর্তুং সৌভপং বা পতত্রিণম্ ॥৩

ইতি ক্ষুঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্।
আরাধয়ামাস নৃপ পাংশুমুষ্টিং সকৃৎ ক্ষিপন্ ॥৪

সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ।
বরেণ ছন্দয়ামাস শাম্বং পরপুরঞ্জয়ম্ ॥৫

দেবাসুর-মনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
অজেয়ং ভাবসং যুদ্ধে ন শাম্বং বৃষ্ণিভোজসম্ ॥৬

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে নৃপ! সৌভপতিঃ (সৌভ নাম পুরং দ্যুপতিঃ) শাল্বঃ যদা যস্মাৎ হেতোঃ অক্রন্দনি (শৌর্যবীর্য ইতি শব্দৌ যেষু তস্মিন্) হতে সতি।

এতস্মাৎ হেতোঃ আগতঃ নিভৃতাদনসঙ্গস্য শাম্বস্য যদা অবসরঃ ন বিদিতঃ; যদা বা বহুভিঃ বিবিধৈঃ যজ্ঞৈঃ পূজয়া শাম্বঃ প্রতিজ্ঞাম্ অকরোৎ যথা অনাবৃতাং পৃথ্বীং কর্তুং সৌভং বা পতত্রিণং বা করিষ্যে, তদা সৌভপং শাল্বম্।

ইতি ক্ষুঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্ আরাধয়ামাস নৃপ পাংশুমুষ্টিং সকৃৎ ক্ষিপন্ ॥৪

সংবৎসরান্তে ভগবান্ আশুতোষঃ উমাপতিঃ। বরেণ ছন্দয়ামাস শাম্বং পরপুরঞ্জয়ম্ ॥৫

দেবাসুর-মনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্ অজেয়ং ভাবসং যুদ্ধে ন শাম্বং বৃষ্ণিভোজসম্ ॥৬

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[বহুজনের সহিত শাম্বের যুদ্ধ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! পৌলস্ত্য উপলক্ষে মহর্ষিপ্রবরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বহুল ঐশ্বর্য বিষয় আমি তোমার নিকট কীর্তন করিয়াছি, শ্রবণ কর। সমুদ্রে সৌভপতি শাল্ব যে প্রকারে যুদ্ধ করিয়া বিফল হইয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিতেছি।১

নিভৃতালয়ে সখা শাম্ব দ্রবিণীর বিবাহ-কালে উপস্থিত হইলে, অবসরাভাবে অন্যান্য বৃষ্ণিবীরগণ যে প্রকারে যুদ্ধে পরাস্ত হন, এই শাম্বও মহাবীরগণ কর্তৃক সেইরূপই পরাজিত হইয়াছিল।২

শাম্ব সেই সময় অন্যান্য ভিক্ষিপালগণের সমক্ষে ঔঁহাদিগকে শুনাইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, "আমি এই পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিব। আপনারা আমার সৌষ্ঠব প্রত্যক্ষ করুন"।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শাম্ব তপস্বী এক মুষ্টি ধূলি মাত্র নিয়া একবার ভোজন কারক দেবদেব পশুপতি পশুপতিদেবের আরাধনা আরম্ভ করিলেন।৪

আশুতোষ সহজে পরিতুষ্ট হইলেও, ভক্ত-বিদ্বেষী শাম্বকে বর প্রদানের কোন ফল কিছুতেই হইবে না বিবেচনায় ত্রিভুবনাল নিরস্ত ছিলেন; কিন্তু শাম্বের অধ্যবসায়ের আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না; সংবৎসরের পর মহাদেবের পরিচয়ে পরমাশ্চর্য শাম্বের সমীপে পঞ্চানন আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বর

অতএব সবই বাসনা মোর মনে।
তদুক সকল লোক শ্রীরাজেন্দ্রনে।
রামনাম বৈলে ভাই না করিও হেলা।
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা।
রাম রাম বল ভাই সুখে যাবে যাম।
জেবে শেষ রাম বিনা গতি নাহি আর।

লঙ্কাকাণ্ড

অতিকায় মুণ্ড পড়াপড়ি ভূমিতলে।
কুঁয়ের পড়িয়া মুণ্ড যায় যায় বলে।
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
অবধির ভাইসুত রাম রাম বলে।
অবতার বৈষ্ণব-রাজ কি করিব কথা।
দুইটি শরিত কাটে বীরবাহুর মাথা।
কুঁয়ের পড়িয়া মুণ্ড যায় যায় বলে।
বিভীষণ দিল মুণ্ড রামপদতলে।
রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যায়।
জনমে যে বলে রাম তনু নাহি তায়।

উত্তরকাণ্ড

ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রামনাম কুরিবেক পাপী সাবধান।
চারিবেদ অষ্টাদশে যত পুণ্য হয়।
একবার রামনামে তত ফলোদয়।
বিধিমি যদের ইষ্ট, কবি তব ভাষে।
রামনাম অমাত্র জপ রাত্রি দিনে।
ইহা বিনে মোক্ষের নাহিক প্রতিকার।
রামনামে হয় সব পাপের সংহার।
এক নামে সহস্র নামের ফল হয়।
রামনামের তুল্য নাহি চারিবেদে কয়।

জগন্মাতা প্রসাদাৎ

শ্রীরাম-পার্বতী-সংবাদ

সতত দাতার সেবা নিত্য দিনে দিনে।
সতত নিত্যে হয় ভোজন তুমি কত ?

ত্রিলোকে অতুল আছে পুরুষ কি নারী।
যাহা-তাহা মূল-সূক্ষ্ম আনি কবি।

সর্ব্বসুতি হয়ে হয় মুক্ত যোনিদ্বারে।
অন্যথা ব্রহ্মাণ্ডে এক ধাম রহি নারে।

এই প্রাণনাথ তব কিছু জানি তত্ত্ব।
পঞ্চমুখে বাখানে পাইয়া উমত্ত।

লোকপুত্র গণপতি অতি তব নাম।
কার্ত্তিক শশ্বিক সদা জপে রাম রাম।

এই রামনাম মোরে 'পঞ্চ' দিল পতি।
রাম রূপে বৈকুণ্ঠে বসায় এ পার্ব্বতী।

নন্দি মহাকাল মম তুমি রাম রাম।
মুখে করে মুক্তা যত অবিরাম।

ভৃঙ্গি-বিকারাদি সদা রাম রাম জপে।
ইন্দুর মধুর নিয়ে নাচে কুতূহলে।

মহেশের পরিবার যেখানে যে আছে।
কেবল তোমার নাম জপনা করেছে।

সীতাপতি পার্ব্বতীরে প্রসাদ করিল।
পঞ্চমী যামের পূজা প্রসাদ হইল।

ভাবভোগকারতো যাপি তৎ অরোপি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বরি সন্যস্য তৎপ্রসূক্ত মমোন্যথম্।

শ্রীরামার্পণমস্তু

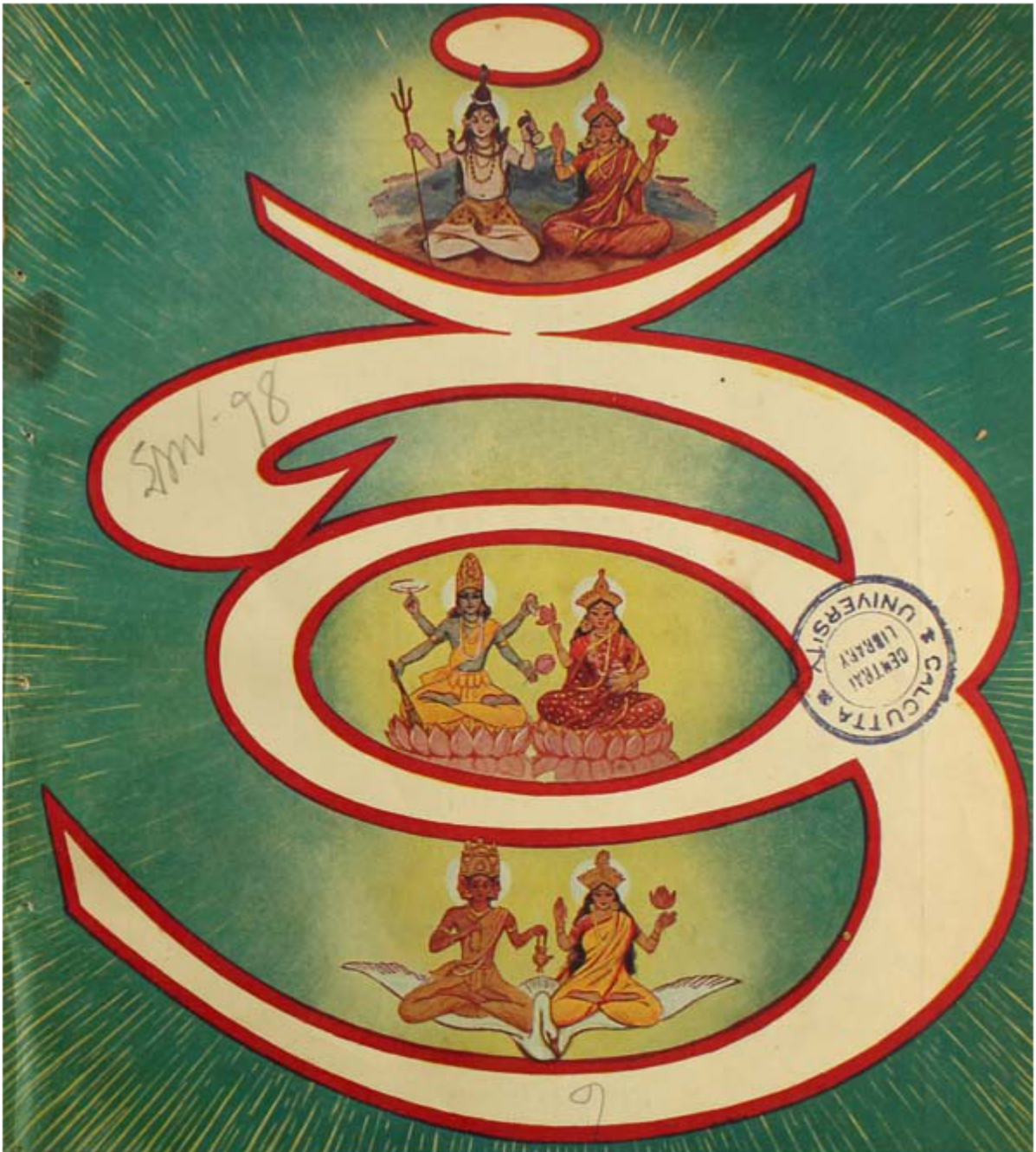

SMV-98

UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকুলদেবতার অষ্টোত্তর

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

অথ ধ্যানম্—

বিশালবিত্তস্য বিধানবীজং
যজ্ঞঃ ক্রতূনাং বিধি-বিষ্ণু-নেত্রৈঃ।
যজ্ঞেশ-বাণি-বিধান-বহ্নি-
মাদ্যস্বরূপঃ প্রণবঃ বিধত্তে॥

শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং স্মরামি
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং নমামি॥

যং বৈদ্যং মন্ত্রশাস্ত্রেষু বিদ ইতি
যন্ত্রেষু যোগিনো
যৌগা বৃদ্ধ ইতি প্রমাণনিচয়ং
যন্ত্রেতি বৈয়াকরা।

অর্হন্নাম বৈদ্যশাস্ত্রচতুরা
যন্ত্রেতি যোগাগমা
সোঽয়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং
বৈদ্যোত্তমানাথো হরিঃ॥

ওঁ-কৌবিদুষিকবংশমৌলিলসাৎ
সীতারামপদারবিন্দমকরন্দাস্বাদমত্তাৎ।
পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখাম্বুরুহাদ্ বিনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

বিদ্যাত্রয়োঃ প্রতিনাথা
মুদিতং ন বৈ ত্রিনিকং পরং ব্রহ্ম।
বিদিতং ত্রিনিকবিদ্যাবৈঃ
গোপবল্লভীদাসটীকয়ে নমঃ॥

[বর্ষবর্ষ, মাঘ, ১৩৭৪] [অষ্টম সংখ্যা—শস্যোদনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্গত যাবতীয় স্বত্বাধিকার ইহার প্রকাশক ও সংরক্ষিতের মহামান্য সরকারবাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণানুকূল্যে সেবার সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মুখ-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যস্মারতীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ
(সরস্বতী সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়তীর্থ
শ্রীযদুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এম্, এ

মুদ্রক-প্রকাশক :—
বিমল বিদ্যালঙ্কার।
ভায় শ্রীবিমলেন্দু নাথ বে, এম্, বি., ডি. ও, এম্, এস্.
ডি. পি. এইচ., ডি. ডি.এম্, এস.
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ তর্কতীর্থ শ্রীগীতারায় বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৬২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯৪, হরি ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাঙ্কিত। ১৪ই মাঘ, ১৩৭৪।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৬-৫৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যধাম্ব শাস্ত্রের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে স্মার্ত বিশেষচিন্তামণি, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাস্তুটীকা-ভাষাদি ও ঐতিহ্যপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমানে ঐতিহাসিক প্রকাশিত হইতেছে। ভারতের ঐতিহাসিক ইত্যাদি যাবতীয় আর্যধাম্ব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৪'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ হইতে যায়; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকবর্গের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ঠিক সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে অফিসকে কার্যালয়ের অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্যধাম্ব, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকবর্গের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা পরই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে কদাচিৎ পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকবর্গকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যধাম্বের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকবর্গকে পাঠাইবার ডাক-মাসুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকঘোগে যাহাতে অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকমণ্ডলের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীরামায় বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্যধাম্ব

শ্রীশ্রীঈশ্বর মঠ

শ্রীশ্রীঈশ্বরের বাণী

পূজনীয়
মহকপুর-মুক
পৌষাট
৮৪।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটী করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

অথোবাচ বিধিনাভিষ্টুতো যদুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
পুরং নির্মায় শার্ঙ্গায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্ ॥৭
স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্।
যত্রো যাদবতীং সাধ্বো বৈরী দুর্ভিক্ষকৃদ্ ভয়ম্ ॥৮
নিহত্য সেনয়া সাধ্বো দ্যুমান্ প্রথমপূরুষঃ।
পুরীং বভঞ্জ পঞ্চাস্যদ্রুমানদ্রিঃ ষড়ব্দিপঃ ॥৯

সদ্মোদ্যানানি বাস্তূনি প্রাসাদাট্টালগোপুরাঃ।
বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্ নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥১০
শিলা দ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারবর্ষধাঃ।
প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোঽভূদ্ রজসাচ্ছাদিতা দিশঃ ॥১১
ইত্যর্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী চমূঃ।
রাজ্ঞশ্চক্রতুরাঃ রাজন্ পুত্রয়োঃ পুরুষা যথা ॥১২

তথা নিত্যং তমেবাভি প্রতিযাতং যদুং যাদবিষ্যন্তি। পরপুরঞ্জয়ঃ (পরমেণ পরিমাণেন পুরং জয়তীতি) যদুঃ চ যাদবান্ সৌভঞ্চ সৌভপতিং প্রতি বিমানে বিমানে শাল্বস্য শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ ॥৭-১০

অথোবাচ (তমসঃ অন্ধকারস্য ইদং আত্মকং) দুরাসদং দুরাধর্ষং বিমানং সদ্ম। নং শাল্বং দুর্ভিক্ষকৃৎ বৈরী শত্রুং যাদবতীং যত্রো ॥৮

হে অরিন্দম। তব চ মহতঃ সেনয়া পুরীং বিভঞ্জনাদ্যং উপক্রমাদি চকার। উপক্রমাদি চ দর্শয়তি ॥৯-১০

সৌভপতিং পুরুষাদাদি. তমসিত্বাদি আত্মনি যাদবি. প্রাসাদাঃ দ্যূতাঃ, অট্টালাঃ যত্রস্থিতিরক্ষকাঃ, গোপুরিকাঃ বিশেষাঃ বিমানাগ্র্যান্ সৌভস্থ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ ১ বিশেষতঃ ।.-

শিলা, দ্রুমাঃ, অশনয়ঃ, সর্পাঃ, আসারাঃ ধারাসম্পাতা ইব বর্ষাঃ যাসাং তাঃ বিশেষ ১৯৭৪৩ ১ অভূৎ; বিশেষ তমসা আচ্ছাদিতাঃ বভূবুঃ ॥১১

হে রাজন্। ইতি এবং সৌভেন কৃষ্ণস্য অর্দ্যমানা পীড়্যমানা কৃষ্ণস্য নগরী চমূঃ। বিশেষতঃ পুরুষাঃ যথা যথা যথা যথা ন অবাপ্নুবন্ ॥১২

প্রার্থনার জন্য অনুমতি করিলেন ॥৫

তখন সাধু তমোনীল দুর্ভিক্ষদূতের উপযুক্ত এবং দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং রাক্ষসদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় একখানি অপূর্ব আকাশচারী যান প্রার্থনা করিলেন ॥৬

ইত্যাদি বিশেষণে "তথাস্তু" বলিয়া অন্ধকূলের পূর্বপুরুষ ময়দানবকে আহ্বান করত, একখানি লৌহময় সৌভনামক পুর নির্মাণ করাইয়া সাধুকে প্রদান করাইলেন ॥৭

অনন্তর। অন্ধকারের আত্মস্বরূপ দুর্জ্ঞেয় স্বেচ্ছা-বিহারী সেই সৌভযান প্রাপ্ত হইয়া সাধু দুর্ভিক্ষ কৃত পূর্ব বৈরী-ভাবের স্মরণে সেই যান লইয়া যাদবপুরীতে গমন করিল ॥৮

তথায় বিপুল সেনার দ্বারা প্রথম পুরীটিকে বিনষ্ট করিল; পরে যাদবপুরীর উপবন এবং কাননাদি বিনষ্টের উদ্যম করিতে আরম্ভ করিল ॥৯

পরে পুরীর অট্টালিকা, দ্বার এবং প্রাকারাদি উপরিস্থিত গৃহ, দুর্গনগরীর গৃহসমূহ এবং ইতস্তত ক্রীড়াভূমি সকল ভগ্ন করত সৌভবিমানের উপর হইতে শস্ত্রবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল ॥১০

প্রভূত পরিমাণে শিলা, দ্রুম, অশনি, সর্প, এবং ধারাসম্পাত-তুল্য জলোপল-সমূহ নিক্ষেপ করত পুরীকে একান্ত বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। ঘূর্ণায়মান প্রচণ্ড চক্রবাতের প্রভাবে সব দিক্ ধূলিময় হইয়া গেল ॥১১

হে মহারাজ। বিপুলাসুরের অত্যাচারে নগরী যেমন প্রপীড়িত হইয়াছিল, সম্প্রতি সৌভপতি শাল্বের অত্যাচারে কৃষ্ণের যাদবপুরীও সৌভান বিবর বিলয় হইয়া পড়িল; যাদব-বাসিগণের ত্রাণের আর সীমা রহিল না ॥১২

প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য মায়ামানুষমাশ্রিতঃ।
স চ তৈরুদ্যতান্ বীরো যথাশ্রদ্ধং ব্যধারয়ৎ ॥১৩

সাত্যকিশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বোঽক্রূরঃ সবাসুদেবঃ।
যুযুধিরো ভানুবিন্দশ্চ শুক-সারণৌ ॥১৪

অন্যে চ যে মহেষ্বাসা রথযূথপযূথপাঃ।
নির্মথুর্দৃপ্তিতা দুগ্ধা দেবাশ্বপদাতিকিঃ ॥১৫

ততঃ প্রবৃত্তো যুযুধে শাল্বানাং যদুভিঃ সহ।
যথাঽঽসীদ্বিবুধৈর্বৃত্রস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ ॥১৬

তান্ সৌভপতির্যত্তা নিষ্যাত্রে হন্তিনীপুরম্।
অন্বেত্য নাশয়ামাস দৈবং তত্র যদোকসাম্ ॥১৭

বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈরয়োমুখৈঃ।
সাম্বস্তু ক্রাথিনীপুত্রং পঞ্চভিঃ সমরোদ্ধতম্ ॥১৮

যথাশ্রদ্ধং বীরং ভগবান্ ভগবদ্ভক্তপরায়ণঃ প্রদ্যুম্নঃ বিভ্রা ধারয়ামাস বীক্ষ্য চ তৈঃ ইতি বীক্ষ্য তৈরায়ুধৈঃ সহ (তৃতীয়ার্থে সপ্তমী) ব্যধারয়ৎ ॥১৪

ততঃ সাত্যকিঃ ॥১৫তমে, শাম্বঃ, অক্রূরঃ সহ বাসুদেবঃ, যুযুধিরঃ ভানুবিন্দঃ, শুকঃ, সারণশ্চ এতে সর্বে চ মহেষ্বাসাঃ (মহান্তঃ ইষবঃ যেষাং তে) রথাধিপতিঃ (রথিনঃ ইত্যর্থঃ) তেষাং যূথপাঃ (সেনানায়কাঃ) তৈঃ নির্মথিতুং (বিনাশয়িতুং) ॥১৫-১৭

ততঃ (তস্মাৎ কারণাৎ) যুযুধে (যুদ্ধমকরোৎ) তথা যথা (যেন প্রকারেণ) বৃত্রস্তুমুলো (বৃত্রাসুরস্য তুমুলো যুদ্ধো) বিবুধৈঃ (দেবৈঃ সহ) অভূৎ (জাতঃ) ॥১৬

তান্ (তেষু) সৌভপতিঃ (সৌভাধিপতিঃ শাল্বঃ) নিষ্যাত্রে (নিষ্ক্রান্তে) হস্তিনীপুরং (হস্তিনাপুরং) অন্বেত্য (প্রাপ্য) তত্র (তস্মিন্ হস্তিনাপুরে) যদোকসাং (যাদবানাং) দৈবং (দৈবসম্বন্ধি) নাশয়ামাস (বিনাশয়ামাস) ॥১৭

বিব্যাধ (বিদ্ধবান্) পঞ্চবিংশত্যা (পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ) স্বর্ণপুঙ্খৈঃ (সুবর্ণপুঙ্খযুক্তৈঃ) অয়োমুখৈঃ (লৌহময়ফলকযুক্তৈঃ) সাম্বঃ তু ক্রাথিনীপুত্রং (ভানুবিন্দং) পঞ্চভিঃ (পঞ্চসংখ্যকৈঃ) সমরোদ্ধতং (সমরে উদ্ধতং) বিব্যাধ ॥১৮

তখন ভগবদ্ভক্তদের অগ্রগণ্য কৃষ্ণপুত্র মহাবীর প্রদ্যুম্ন বীর প্রকৃতিবর্গের বাহন লাভ করিয়া, তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিলেন,—"ভয় নাই। তোমরা শান্ত হও! আমি এখনই ইহার প্রতীকার করিতেছি।" এই বলিয়া বীর প্রদ্যুম্ন রথে আরোহণ পূর্বক শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন (তখনও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেও, প্রদ্যুম্ন ঔদারতে বিবাদ করিলেন)।১৩

প্রদ্যুম্নের সহিত সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অক্রূর প্রাতৃগণ সহ বসুদেব অক্রূর, যুযুধি, ভানুবিন্দ, শুক, সারণ এবং অন্যান্য রথযূথপ-নায়ক মহাধনুর্ধর যদুবীরগণ বর্ষাদিতে সজ্জিত হইলেন এবং চর, হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনায় পরিবৃত হইয়া, শাল্বের বিপক্ষে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন।১৪-১৫

অতঃ: দেবাসুরের সহিত অসুরদিগের যেরূপ অতীব ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এখনে যাদবগণের সহিত শাল্বপক্ষীয়গণেরও সেইরূপ ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।১৬

বিবাহের বীর আড়ম্বরের বিলোপে যেরূপ অমঙ্গলের আশা দৈব অন্তরায় অপনীত করেন, তদ্রূপেই সৌভাধিপতি প্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইয়া, বীর অলৌকিক অস্ত্র অস্ত্রের প্রয়োগে অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সৌভপতির যাবতীয় যাদবাস্ত্র সেইরূপ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।১৭

তিনি সৌভাধিপ, সুবর্ণপুঙ্খ এবং লৌহফলক পঞ্চ-বিংশতি বাণের প্রয়োগে শাম্বের সারথিকে সংহার এবং সেনানায়কদিগকে বিদ্ধ করিলেন।১৮

সঙ্কেতাভরণজ্ঞাবয়বৈরেকেনাত্ত সৈনিকান্।
সম্পর্ক্তিশক্তিরেতৃন্ বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥১৯
তমনুত্রুত্য সহসা কর্ণ প্রহরতাত্ত তাদৃশঃ।
দৃষ্ট্বা তং পুরুষাদাঃ সর্বে স্বপরসৈনিকাঃ ॥২০
মহতোপকরণাৎ তস্মাৎ দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে।
মায়াময়ঃ মরুদ্ভূতঃ দুর্বিভাব্যঃ পরৈরনুৎ ॥২১

ভঙ্গিমুদ্রো ভঙ্গিম্ যোগি পিবিমুর্ত্তি, অলে ভঙ্গিম।
অলাক্ষক্ষয়ম্ ত্রাসাৎ সৌক্ষ্য তত্ত্ব দুরবগমম্ ॥২২
যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সলোকঃ সপরৈনিকঃ।
শাবতক্ষতরেণুক্ষ্ণ শবান্ শাবতভূষণাঃ ॥২৩
শরৈরন্যোন্যসংশ্লেষৈরাদিষ্বিদ্বয়ালয়ৈঃ।
শৈত্যাদ্যনুভবাভীতঃ শাবোঽনুক্ষ্ণ পরবিদ্বৈঃ ॥২৪

শাবঃ শাবকঃ, ভঙ্গিসৈনিকান্, ঐকোপকরণ, শাবতীম্ শক্তিম্ বপতি, বাহনানি ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ শরৈঃ আজঘান ॥১৯

অন্বয়ঃ আসুরঃ প্রহস্তস্য তং এবংরূপং এবং সর্বসৈন্যসংহারং দৃষ্ট্বা অতিমহাবলপরাক্রমং অসুরং আসীনমেবং তস্য দৃষ্ট্বা স্বপরসৈনিকাঃ সর্বে তে পুরুষাদাঃ ॥২০

তং মহত্তয়া মায়াময়ং সৌক্ষ্যং ভঙ্গিং নরতঃ, ভঙ্গিং এবতয়া, ভঙ্গিং দৃশ্যতে, ভঙ্গিং চ ন দৃশ্যতে এবং পরৈঃ দুর্বিভাব্যম্ অভবৎ ॥২১

ভিন্ন ভঙ্গিং ভূমৌ, ভঙ্গিং যোগি, ভঙ্গিং বিবিমূর্ত্তি, ভঙ্গিং অলে চ প্রায়শ যং সৌক্ষ্য অলক্ষ্যত্বেন উপলক্ষয়তে

ভঙ্গিমুদ্রম্ আয়াসং অবর্ণয়িতুং চ অক্ষমং ॥২২

(সৌক্ষ্যং দর্শয়তি) সলোকঃ, সৈনিকৈঃ সেনাপতিভিঃ চ যত্র যত্রাসন্ন শাবঃ যং যং ঐশ্বরাস্ত্রেণ দৃশ্যতে স্ম, তথা তত্র শাবতক্ষতরেণুক্ষ্ণ শাবতায়াঃ ক্ষুণ্ণায়াঃ ভূমেঃ রেণবঃ শবান্ অনুক্ষ্ণ ॥২৩

অন্যোন্যসংশ্লেষৈঃ (অন্যোন্যং পরস্পরং ক্ষুণ্ণয়া পরস্পরং সংশ্লেষঃ যেষাং তৈঃ) আদিষ্বিদ্বয়ালয়ৈঃ (আদিষ্বিদ্বয়ং একত্বেনাপ্যনেকত্বেনাপি প্রতীয়মানং ক্ষুণ্ণয়াঃ ভূমেঃ আলয়ঃ যেষাং তৈঃ) শরৈঃ (শরৈঃ কর্তৃভিঃ যঃ শাবঃ ঐশ্বরাস্ত্রেণ আহতঃ) শাবঃ শৈত্যাদ্যনুভবাভীতঃ (শৈত্যাদ্যনুভবাৎ শৈত্যাদিজন্যাৎ দুঃখাৎ ভীতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) পরবিদ্বৈঃ শাবং অনুক্ষ্ণ ॥২৪

অন্য অন্যের দ্বারা শাবকে আহত করিলেন এবং এক একটী বাণের দ্বারা তাহার প্রত্যেক সেনাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন তখন বাণে সেনাগণকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বাণে অশ্বসমূহকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৯

মহাবীর প্রহস্তের তাদৃশ অলৌকিক অস্ত্রনৈপুণ্য দর্শন অবলোকন করিয়া, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই একান্ত বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই মহাবীর প্রহস্তের রণ-কৌশলের সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিলেন ॥২০

মহামায়ী-সৃষ্ট শাবের সেই মায়াময় কৌশলে সাধারণ সৈনিকগণের নিকট বিষয় দুর্বিজ্ঞেয় হইয়াই উঠিল; কারণ তখন বাণটী পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখনই বা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াই যাইতেছিল। তখন একরূপে এবং তখনই বা বহুরূপে প্রতীত হইতে লাগিল ॥২১

এমন কি। তখন ভূমিতে, তখনই আকাশপথে, তখন বা বিবিধমূর্তে, তখনও বা জলে পরিদৃষ্ট হওয়ায়, আসাধারণের ন্যায় বিস্ময়ের পরিচায়ক এই অদ্ভুত কৌশলের সম্পূর্ণ অবধারণের প্রায়ই লক্ষিত হইতেছিল ॥২২

যখন যেখানে উক্ত বাণটী লক্ষিত হইত, তখন সেই স্থানেই সৈনিক পুরুষগণে পরিবেষ্টিত শাবের উপর রাশিরাশি ধরাধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নধারে শরজাল নিক্ষেপ করিতেছে, দেখা যাইত ॥২৩

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তথাপি মহাবীরগণের হস্তে তাহার বিনাশ ছিল না; বাণবর্ষণ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ-স্পর্শ আদিত্যের সদৃশ্য একান্ত অসহ্য সামসূদের বিনাশের আঘাতে সাব একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে মহাপুরী বিদ্বেষ করিতে থাকা, পরাই বিমোহিত হইয়া পড়িল ॥২৪

শাখামৃগকুলস্পর্শৌরুষীরা বৃথাভিমাঃ।
ন তদ্বয়ং যথা বং বং লোকরক্ষাবিচক্ষণাঃ ॥২৪
পাহ্যস্মান্ দ্যুমান্ যাম প্রত্যাত্ত আত্মপ্রদীক্ষিতঃ।
আত্মন্ যদা যোষিতাং যাস্যত্যনপত্রপো ধনী ॥২৫
প্রমৃজ্য পদ্মা দৌর্ভাগ্যং ব্যাহৃতং যদনুত্তমম্।
অনুগায়ন্ গুণান্ শুদ্ধো বন্দিবৃন্দাভয়ঙ্করঃ ॥২৬

শাখামৃগকুলস্পর্শৌরুষীরা বৃথাভিমাঃ। ন তদ্বয়ং যথা বং বং লোকরক্ষাবিচক্ষণাঃ ॥২৪
পাহ্যস্মান্ দ্যুমান্ যাম প্রত্যাত্ত আত্মপ্রদীক্ষিতঃ। আত্মন্ যদা যোষিতাং যাস্যত্যনপত্রপো ধনী ॥২৫
প্রমৃজ্য পদ্মা দৌর্ভাগ্যং ব্যাহৃতং যদনুত্তমম্। অনুগায়ন্ গুণান্ শুদ্ধো বন্দিবৃন্দাভয়ঙ্করঃ ॥২৬

শাখামৃগকুলস্পর্শৌরুষীরা—বানরকুলের স্পর্শে যাহাদের পৌরুষ বাড়িয়াছে; বৃথাভিমাঃ—বৃথা অভিমানী; ন তদ্বয়ং—আমরা সেরূপ নহি; যথা বং বং—যেমন আপনারা; লোকরক্ষাবিচক্ষণাঃ—লোকরক্ষায় বিচক্ষণ ॥২৪

পাহি—রক্ষা করুন; অস্মান্—আমাদিগকে; দ্যুমান্—হে তেজস্বিন্; যাম—আমরা যাই; প্রত্যাত্ত—আপনি ফিরিয়া লউন; আত্মপ্রদীক্ষিতঃ—আপনার দীক্ষিত; আত্মন্—আপনার; যদা—যখন; যোষিতাং—স্ত্রীলোকদিগের; যাস্যতি—যাইবে; অনপত্রপো—নির্লজ্জ; ধনী—ধনী ॥২৫

প্রমৃজ্য—মার্জন করিয়া; পদ্মা—লক্ষ্মী; দৌর্ভাগ্যং—দুর্ভাগ্যসূচক; ব্যাহৃতং—বাক্য; যদনুত্তমম্—যাহা অনুত্তম; অনুগায়ন্—গান করিতে করিতে; গুণান্—গুণ; শুদ্ধো—শুদ্ধ; বন্দিবৃন্দাভয়ঙ্করঃ—বন্দিবৃন্দের ভয়নাশক ॥২৬

লক্ষয়ন্ত্যা মুহূর্তেন কান্তিং সাবিত্রয়ৌ যথা।
অহো অলক্ষিতঃ সূক্ষ্ম বয়সাক্ষেপলক্ষণম্ ॥২৮
ন বয়ন্তং ফুলে জাতং প্রজহতে গুণাধিকৃতম্।
বিনা যং হ্রীর্নিরূপ্যেত সূত্রেণ প্রাপ্তকিল্বিষাৎ ॥২৯
কিং নু অস্যাভিরাখ্যানং পিতরৌ বাক্ষ্যতে নৃপৌ।
বৃত্তং সখ্যশ্চ নঃ পৃষ্টাস্তচ্চাপ্যুক্তং ময়ি স্ময়ম্ ॥৩০

লক্ষয়ন্ত্যা—লক্ষ্য করিতে করিতে; মুহূর্তেন—মুহূর্তকাল; কান্তিং—কান্তি; সাবিত্র্যৌ—সাবিত্রীর; যথা—যেমন; অহো—আশ্চর্য; অলক্ষিতঃ—অলক্ষিত; সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম; বয়সা—বয়সের; আক্ষেপলক্ষণম্—আক্ষেপলক্ষণ ॥২৮

ন—না; বয়ন্তং—বয়স্ক; ফুলে—কুলে; জাতং—জাত; প্রজহতে—পরিত্যাগ করে; গুণাধিকৃতম্—গুণাধিকৃত; বিনা—ব্যতীত; যং—যাহা; হ্রীঃ—লজ্জা; নিরূপ্যেত—নিরূপিত হয়; সূত্রেণ—সূত্রের দ্বারা; প্রাপ্তকিল্বিষাৎ—প্রাপ্তকিল্বিষ ॥২৯

কিং নু—কি; অস্যাভিঃ—আমাদের দ্বারা; আখ্যানং—বলিবার; পিতরৌ—পিতা-মাতা; নৃপৌ—রাজা-রাণী; বাক্ষ্যতে—বলিবেন; বৃত্তং—বৃত্তান্ত; সখ্যঃ—সখীরা; নঃ—আমাদের; পৃষ্টাঃ—জিজ্ঞাসিত হইয়া; তৎ—তাহা; চাপি—ও; উক্তং—বলা; ময়ি—আমাকে; স্ময়ম্—স্ময় ॥৩০

পাদটীকা

পাদটীকা: পাদটীকা: [illegible] পাদটীকা: [illegible] ॥২৪

পাহি—[illegible] ॥২৫

প্রমৃজ্য—[illegible] ॥২৬

লক্ষয়ন্ত্যা—[illegible] ॥২৮

ন—[illegible] ॥২৯

কিং নু—[illegible] ॥৩০

এদিকে আর কতক্ষণ বিলম্ব করা যায় ভাবিয়া যাদবকুলবধূগণ বিদায় চাহিয়া বসিলেন, কিন্তু তবে ঐদিকে কৃষ্ণ এবং তবে পরলোকে ধর্মলাভের প্রত্যাশায় কেহই হবে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন নাই। কারণ তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধে যদি জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে অতুল ঐশ্বর্য এবং প্রচুর ভোগ লাভ হইবে এবং যদি পরাজয় হয়ে অন্তে ঈপ্সিতার্থ ভোগের যায়, তাহা হইলে পর জীবনে যে স্বর্গ লাভ হইবে ॥২৪

যাদবের একজন দ্যুমান্ নামে অমাত্য ছিল; ঐ ব্যক্তি পূর্বে প্রদ্যুম্নের শরে বিগত বিমুহীন হইয়াছিল। এক্ষণে সে একটী লৌহ-নির্মিত গদা আবরণ করত প্রদ্যুম্নকে অকস্মাৎ প্রহার করত বিনয়ন স্বরে পরিহাস আরম্ভ করিতে লাগিল ॥২৫

শত্রুবিমর্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন দ্যুমান্ কর্তৃক অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত সেই ভীষণ গদার আঘাতে রক্ত-বমনকরত

হইয়া মূর্ছিত হইলেন। তখন সারথি দারুক তাঁহার জীবন-রক্ষার কামনায় রণ-প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহাকে দূরান্তরিত করিলেন ॥২৭

মুহূর্তকাল পরে কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহার সারথিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, —সারথে! রণপ্রাঙ্গণ হইতে আমাকে দূরান্তরিত করিয়া তুমি বিশেষ অন্যায় কার্যই করিয়াছ ॥২৮

কারণ বহুকুলের জন্য পরিহাস তাহার প্রাণের হইতে প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিয়াছেন, এরূপ কাহারও নাম অদ্যাপি শ্রুতিগোচর হয় নাই; কেবল কোনার স্থায় দুর্বলচেতা সারথির হস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াই আমি এই ঘোরতর অপমানের ভার গ্রহণ করিলাম ॥২৯

অহো! জলরাজা ঐরূপের সমীপে এবং ভোজ-রাজ বসুদেবের সন্নিধানে গমন করিলে, তাঁহারা যখন এই বৃত্তান্ত হইতে আমার পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিয়া নিজের পৌরুষের পরিচয় তাঁহাদিগের নিকট প্রদান করিব ॥৩০

যাস্যে যে কর্মবিক্ষয়ে বন্ধনং ভাবৃতাময়ঃ।
তৈস্তৈঃ কৃতং কৃতং বীর ওষধৈরঃ কথাতাং ক্ষুধে ৪৩
সার্থবিরুবাচ।
ধর্মং বিজানতাযুষ্মন্ কৃতমেতদ্ধনা দ্বিজে।
যুক্তঃ কৃচ্ছ্রমকরং যত্তেন সার্থবিং ক্ষমী ৪৪

এতন্ বিদিত্বা তু ভবান্ যথাপোষধিতো ভবেৎ।
উপসর্গঃ পরেণেতি মূর্খত্বো বক্তা ধ্রুবঃ ৪৫
ইতি শ্রীমহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ৭৬

ভিন্ন হলেও যে ভাবনাময়ঃ ব্যাধয়ঃ থাকে বিশিষ্ট যে তার কর্মবিক্ষয় হলে যে হয়। ক্ষুধা ক্ষুধা আমার পরিচয় তার চৈতন্য ব্যাকুলতা করা আমার, যে যে পরমাত্মিকারি তার কথাতাম্ ইতি ৪৩

ক্ষুধা সার্থবিঃ বৈশ্যঃ। যে আয়ুষ্মন্। যে দ্বিজে। ব্রহ্মে বিজ্ঞানতা। ধর্ম এবং উপদেশদানে ক্ষুধা, ধ্রুবঃ কৃচ্ছ্র ধারণ করেছিলেন ধ্রুবঃ ক্ষমী সার্থবিং আমি ক্ষমী হলেন ইতি ধ্রুবঃ ধ্রুবঃ ৪৪

এবং বিদিত্বা এই ধ্রুবঃ বিদিত্বা ঔষধের ঔষধের ঔষধের ধ্রুবঃ ধ্রুবঃ ধ্রুবঃ

সপ্তসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৌভপতিকে সাধন বধ।]

শ্রীশুক উবাচ।

স তূপস্পৃশ্য সলিলং সন্দিধ্যৌ ধৃতকার্মুকঃ।
বব্রে সাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরমেত্যাহ সাত্যকিম্ ॥১

বিবরূঢ়ঃ যদৈন্যেন দ্যুমতঃ কৃষ্ণিণীসুতঃ।
প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যন্মাং চৈদ্যস্তিষ্ঠেতি সূনৃতম্ ॥২

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ।
ত্রাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুং চ সারথিং চৈব পিত্র্য ॥৩

তদদ্ভুতমতিপ্রাজ্ঞো ভগবান্ সৌভপত্তিনম্।
পেতুঃ সমুদ্রে সৌভৌকঃ সর্বে সাদ্রিদ্রুমাযুধাঃ ॥৪

এবং বলুনা শাল্বানাং বিমর্দ্যাধিরথেরতম্।
মুহুঃ ত্রিপদবাব্যং তদ্ভূতমুপলক্ষ্যহ ॥৫

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। সঃ (শাল্বঃ) তু (ততঃ) সলিলং (জলং) উপস্পৃশ্য (আচম্য) সন্দিধ্যৌ (সন্ধানং চকার) ধৃতকার্মুকঃ (ধৃতধনুঃ) দ্যুমতঃ (দ্যুমন্তনামকস্য) পার্শ্বং (সমীপং) বীরং (বীরবেশং) সাত্যকিং (মাং) আহ (উবাচ) ইতি সূনৃতম্ (সত্যং) বব্রে ॥১

তম্ (শাল্বং) চৈদ্যসারথিঃ (চেদিরাজস্য সারথিঃ) দ্যুমতঃ (দ্যুমন্তনামকঃ) কৃষ্ণিণীসুতঃ (রুক্মিণীপুত্রঃ) বিবরূঢ়ঃ (বিবরং প্রাপ্তঃ) যদৈন্যেন (যদুসৈন্যেন) প্রতিহত্য (নিবার্য্য) তিষ্ঠ (তিষ্ঠ) ইতি (এবং) সূনৃতং (সত্যং) প্রত্যবিধ্যৎ (উক্তবান্) ॥২

সঃ (শাল্বঃ) চতুর্ভিঃ (চতুরঃ) চতুরো (বাহান্) সূতং (সারথিং) একেন (একেন বাণেন) আহনৎ (জঘান) ত্রাভ্যাং (দ্বাভ্যাং বাণাভ্যাং) ধনুঃ চ (কার্মুকং) কেতুং চ (ধ্বজং) সারথিং চ (সূতং) এব পিত্র্য (পিতৃসম্বন্ধিনং) ॥৩

ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অতিপ্রাজ্ঞঃ (অতিবুদ্ধিমান্) তৎ (তাদৃশং) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্যং) সৌভপত্তিনম্ (সৌভপতেঃ) কর্ম্ম (ব্যাপারং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥৪

সৌভৌকঃ (সৌভনিবাসিনঃ) সর্বে (সমস্তাঃ) সাদ্রিদ্রুমাযুধাঃ (সপর্বতবৃক্ষাস্ত্রাঃ) সমুদ্রে (জলে) পেতুঃ (পতিতাঃ) ॥৪

এবং (অনেন প্রকারেণ) বলুনা (বলবতা) শাল্বানাং (শাল্বসৈন্যানাং) অধিরথেরতং (অধিরথানাং সারথীনাং) বিমর্দ্য (বিনাশং কৃত্বা) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) ত্রিপদবাব্যং (ত্রিপদগতিং) তৎ (তাদৃশং) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্যং) উপলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) হ (ততঃ) ॥৫

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সৌভপতির সাধের বিনাশ।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! শাল্বরাজ তখন বারির দ্বারা স্বীয় দেহের মার্জ্জনাদি করিয়া, ধনু পরিধান করিলেন এবং ধনুর্দ্ধর বীরবেশে অগ্রসর হইয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে সারথিবর! তুমি সত্বর দ্যুমানের নিকট আমাকে লইয়া চল'।১

তখন বহুসংখ্যক সৈন্যসমূহ দ্যুমান্ বিনষ্ট হইতেছেন দেখিয়া, প্রত্যুত্তরে তাহার প্রতিরোধ করত হাসিতে হাসিতে আটটী বাণদ্বারা আমাকে দ্যুমান্‌কে বিদ্ধ করিলেন।২

চারিটী বাণে তাহার চারিটী অশ্বকে এবং এক বাণে সূতকে, দুই বাণে ধনু ও কেতু এবং অপর এক বাণে দ্যুমানের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।৩

এদিকে সব, সাত্যকি ও সাম্বাদি মহাবীরগণ সৌভপতির অন্যান্য সৈনিকগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; শাল্বের সৈনিকগণ বিনষ্টপ্রায় হইয়া সমুদ্র-জলে নিপতিত হইতে লাগিল।৪

এই প্রকার যাদবগণের সহিত শাল্বের অদ্ভুত তুমুল লোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে সপ্তদিবস বিগত অবোরাত্র চলিয়াছিল। তাবতের উভয় পক্ষেরই প্রচুর সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল।৫

ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আদুতো ধর্মসূনুনা।
ভ্রাতৃভিস্তত্র বিধৃতে শিশুপালে চ সংবিদে ॥৬
কুরুসৃঞ্জয়মৎস্যাশ্চ যূথীশ্চ সমহাং পৃথাম্।
বিধিত্সন্তিষোষাপি পঞ্চম্ ধাবতীং যযৌ ॥৭
আহ চাহবিধাহাক্ত আর্যধিষ্ণ্যাভিলক্ষণঃ।
রাজন্যাস্তৈজসাক্ষীয়া নূনং বন্ধুঃ পৃথীং মম ॥৮

যাজ্ঞসেন্যাশ্চ বিধৃতে শিশুপালে চ সংবিদে ॥৬
ধর্মং প্রাপ্য যে সুত পানুসাত্ত্বিকমাত্ত বৈ।
নাহতে ন কর্তব্যো মায়াবী সৌভরাড়য়ম্ ॥১০
ইত্যুক্তস্তোমমাদায় তমোপায় সাত্বতঃ।
বিনতঃ সদ্যুতঃ সর্বে যে পরে চারুসানুজম্ ॥১১

এবং বর্ণয়তা পূর্বমিতিবৃত্তং নৃপাত্মজঃ কৃষ্ণঃ ঐন্দ্রপ্রস্থং গতঃ। অত্র শিশুপালস্য চ বিধিতে কৃষ্ণ সতি, রাজসূয়ে চ বিধিতে পরিসমাপ্তে সতি ধর্মসূনুনা যুধিষ্ঠিরেণ সংবিদে পীতঃ ॥৬

কুরুসৃঞ্জয়মৎস্যাশ্চ [কুরবশ্চ সৃঞ্জয়াশ্চ মৎস্যাশ্চ তান্ সর্বান্] যূথীশ্চ [যূথিকাশ্চ] সমহাং [সমহার্ষীৎ] পূথাম্ [পৃথাং] বিধিত্সন্তী [বিধাতুমিচ্ছন্তী] ইতি [ইত্যর্থঃ] ধাবতীং [ধাবন্তীং] যযৌ [যযৌ] ॥৭

আহ চ [কৃষ্ণস্য] [ভোজকন্যা] সূনৃতং [সত্যং] মম [কৃষ্ণস্য] পৃথীং [পৃথাং] বন্ধুঃ [বান্ধবাঃ] ইতি [ইত্যর্থঃ] ॥৮

ধর্মং প্রাপ্য [ধর্মরাজং প্রাপ্য] যে [যে যূয়ং] সুত [হে পুত্র] পানুসাত্ত্বিকমাত্ত [পানুসাত্ত্বিকং পানুসাত্ত্বিকবৃত্তিং] বৈ [খলু] নাহতে [নাহথ] ন [নহি] কর্তব্যঃ [কর্তব্যঃ] মায়াবী [মায়াবিনা] সৌভরাড়য়ম্ [সৌভরাড়য়ং] ॥১০

ইত্যুক্তস্তোমমাদায় [ইত্যুক্তঃ সন্ তোমমাদায়] তমোপায় [তমঃ উপায়] সাত্বতঃ [কৃষ্ণঃ] বিনতঃ [বিনতাপুত্রঃ] সদ্যুতঃ [সদ্যুতিঃ] সর্বে যে পরে চারুসানুজম্ [চারুসানুজং] ॥১১

এই সময়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক আহূত হইয়া, তদীয় রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। যখন রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে শিশুপালের বেলায়ও হইল, যে অবসরে তিনি তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় অনেক প্রজার মোহের দুর্লক্ষণ সমূহের ভবনদীপে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মাদি মাননীয় ব্যক্তিগণকে, সঞ্জয়গণকে দ্রৌপদিগণকে এবং যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রগণ সহ কুন্তীদেবীর সহিত প্রস্থে দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন ॥৬-৭

প্রস্থানকালে পথে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি আর্যধিষ্ণ্য (যজ্ঞস্থলে) সহে পৃথীর এই ইন্দ্রপ্রস্থে এতদিন অবস্থান করিয়েছি; পৃথার বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করি নাই। এতদিন ভৈজসাক্ষীয়া প্রবল রাজন্যবর্গ সহজ আমার প্রিয় পৃথী দ্বারাবতীকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া থাকিবে ॥৮

এই প্রকারে চিন্তা করত দ্বারকাপুরে উপনীত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথম প্রস্তাবে পৃথীর অরীন্ দুরবস্থাই যখন অবলোকন করিলেন। তখন সাত্বতাঙ্ক, তদীয় সৌভরাজ যান, পৃথী এবং তৎকৃত প্রজাবর্গের শত্রুর বধকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি বলিয়াছেন অরীন্দমের তার যান পূর্বক তীব্র মায়াবি রাজকে সংহার করিয়া বলিলেন— ॥৯

সাত্বতে! তুমি সত্বর আমার এই যানের সমীপে লইয়া চল। সৌভরাজ একজন অপূর্ব মায়াবী। ভবনদীপে যখন কোথায় কোনরূপ ভীত বা উদ্বেগের হইবার কারণ নাই ॥১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া, সাত্বত সাত্বতে অভিমুখেই রথ চালিত করিলেন এবং উহার পশ্চাৎ সৈন্যগণই গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণকে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন ॥১১

শাঙ্গ্‌শ্চ কৃষ্ণস্য লোকা হতপ্রবরসঙ্গরঃ।
প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতস্য পত্তিং ভীমরবাং মুধে ॥১২
তামাপতন্তীং নবতি মহোল্কামিব রংহসা।
তমন্তরা দ্বিধা সৌরিঃ সায়কৈঃ শতবাহিনৎ ॥১৩
তং চ যোক্তৃস্থিতে বাণৈরিষ্বা সৌভং চ খে ভ্রমৎ।
অবিধ্যদ্ভরতশ্রেষ্ঠঃ খং সূর্য্য ইব রশ্মিভিঃ ॥১৪

শাঙ্গ: সৌরেস্ত সোঃ সব্যং সসার্থং সার্থিধ্বজম্।
বিভেদ শতধারেণ শার্ঙ্গমুক্তেন তেজসা ॥১৫
হাহাকারো মহানাসীদ্ ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্।
বিনদ্য সৌভবাদুষ্টৈর্বিস্ময়াৎ সর্বধন্বিনঃ ॥১৬
বভূবুশ্চ মুহুঃ শঙ্খাস্তূর্য্যাণ্যা হতেক্ষণাৎ।
প্রবভূঃ চ পতাকাস্তে যত্র ব্যাপাধিতঃ সখা ॥১৭

হতপ্রবরসঙ্গরঃ (হত-প্রবর যাতে উহাতে) শাঙ্গ: ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ ধনুক্ আকর্ষণ করেন। ভীমরবাং (ভীমা রবে যাহা হয়) পত্তিং (পদাতিকে) প্রাহরৎ নিক্ষেপ করিলেন ॥১২

মহোল্কাম্ ইব (মহা-উল্কার ন্যায়) নবতি (নব্বই) সংখ্যক তীক্ষ্ণ বেগের আপতন্তীং (আসিতেছে) তাম্ পত্তিং (সেই পদাতিকে) সৌরিঃ (কৃষ্ণ) সায়কৈঃ (বাণে) শতধা (শতখণ্ড) বিধিষ্বা (করিয়া) ॥১৩

তং চ (এবং) খে (আকাশে) ভ্রমৎ (ঘুরিতে) সৌভং (সৌভ) চ (ও) যোক্তৃস্থিতে (সারথিতে) বাণৈঃ (বাণে) বিধ্বা (বিদ্ধ করিয়া) খং সূর্য্য ইব রশ্মিভিঃ যথা (সূর্য্য যেমন কিরণে আকাশকে বিদ্ধ করে) ॥১৪

সৌভপতি শাল্বের সৈন্য তখন প্রায় বিধ্বংসের হইয়াছিল; অতি সামান্য সংখ্যা লইয়াই সে যুদ্ধ করিতেছিল; এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না। সে রোষভরে একটি ভীষণ শক্তি অস্ত্র লইয়া কৃষ্ণ-সারথির প্রতি ভীষণবেগে নিক্ষেপ করিল ॥১২

সূর্য্যালোকে অগ্নি যেমনিভাবে প্রচণ্ড উল্কার ন্যায় বল বিক্রম আলোকিত করত উক্ত শক্তিবাণ সারথির অভিমুখে আসিতেছে অবলোকন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা উক্ত শক্তিকে শতখণ্ডে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥১৩

অনন্তর যোদ্ধৃস্থানে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া, বিমানের বেগে আকাশমার্গে বিলীয়মান সৌভাবলম্বনে সমাস্থাপিত হইলে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য শর-প্রহারে আকাশ-পথে পলায়ন-পর সেই সৌভ-যানকে সমাস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন ॥১৪

শাঙ্গ: ধনুঃ সৌরেঃ কৃষ্ণস্য সোঃ সব্যং বামভাগে সসার্থং সারথি-সহিত সার্থিধ্বজং (ধ্বজ-যুক্ত) বিভেদ বিদ্ধ করিল। শতধারেণ (শত ধারা যুক্ত) তেজসা (তীক্ষ্ণ) শার্ঙ্গমুক্তেন (শার্ঙ্গ ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত) ॥১৫

হাহাকারো মহানাসীদ্ ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্ (সেখানে দর্শনকারী ভূতগণের মহা হাহাকার হইল)। বিনদ্য (গর্জন করিয়া) সৌভবাদুষ্টৈঃ (সৌভ-বাসী দুষ্টগণ) বিস্ময়াৎ (বিস্ময়ে) সর্বধন্বিনঃ (সর্ব ধনুর্ধারী) ॥১৬

বভূবুঃ চ মুহুঃ শঙ্খাস্তূর্য্যাণ্যা হতেক্ষণাৎ (শত্রু নিধনের পর মুহুর্মুহু শঙ্খ ও তূর্য্য বাদ্য হইতে লাগিল)। প্রবভূঃ চ পতাকাস্তে যত্র ব্যাপাধিতঃ সখা (সখা যেখানে আহত হইয়াছিলেন সেখানে পতাকা সমূহ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল) ॥১৭

সার্ঙ্গধনু-বিনিঃসৃত সার্ঙ্গবাণের তীব্র বাণ যখন শাল্ব যানপ্রদেশে বিদ্ধ করিল, তখনই তাঁহার হস্ত হইতে শার্ঙ্গধনু ভূমিতে নিপতিত হইল। অহো! তাদৃশ ক্ষুদ্র সংসারে অতীব অদ্ভুত বলিয়াই তখনকার উপলব্ধ হইয়াছিল ॥১৫

তখায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মুখেই হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সৌভরাজ, নিজের বীরত্বের পরিচয়ে উচ্চস্বরে জনার্দ্দনকে সম্বোধন করিয়া বলিল ॥১৬

ওরে দুষ্ট। তুমি আমাদের সকলের সমক্ষে আমার সম্বোধন-কুণ্ণা পরম সখা অতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতার সহিত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নিপাতিত করিয়াছ। তাহার সকাশে তুমি এখন কীদৃশ নিষ্কৃতি লাভ করিবে, এখন সময়ে তুমি যখন তাঁহাকে নিহত করিয়াছ ॥১৭

অং ত্বাং বিশিষ্টবর্ষীয়ঃ পরমর্দ্ধিভিরন্বিতম্।
মন্যমানঃ পুমর্থানাং ধীরঃ কিং বিবেদৈষাং প্রভুঃ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রূষে ত্বং ব্রহ্মণঃ সম্য ন পক্ষপাতিকৃতং দ্বয়োঃ।
সৌহৃদং সমদৃষ্টিশ্চ সুধা ন বহুধাপিতঃ ॥১৯
ইত্যুক্তা তমভিপ্রায়ং যদা তীর্থনেষ্যবঃ।
তত্যাজ জন্মনো লোকঃ স ভগবান্ বয়মপ্যুত ॥২০

পরমার্দ্ধিভিরন্বিতম্ পরমার্দ্ধিভিঃ পরমসমৃদ্ধিভিঃ অন্বিতম্ যুক্তম্ ; অতএব মন্যমানঃ ঈশ্বরোঽয়মিতি বুদ্ধ্যা পশ্যন্ ; ধীরঃ ধীমান্ ; এষাং ভক্তানাং প্রভুঃ ঈশ্বরঃ কিং ন বিবেদ ন জানাতি ? অপি তু সর্বজ্ঞ এবেত্যর্থঃ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ। হে ব্রহ্মণ্য ! ত্বং ব্রূষে এবং ব্রহ্মণে প্রবক্তুং ক্ষমসে ; অতিশয়েন ঈদৃশমেব ব্রূষে ন তু পক্ষপাতি। যতঃ দ্বয়োঃ ভক্তয়োঃ সৌহৃদং সমদৃষ্টিশ্চ অপি তু সৌহৃদমেব সমদৃষ্টিমেব চ ॥১৯

ইতি উক্ত্বা তমভিপ্রায়ং ভৃগোর্মনসি স্থিতং ভগবান্ যদা তীর্থনেষ্যবঃ তীর্থং নেতুমিচ্ছবঃ বভূবুঃ তদা স ভগবান্ অপি তং ভৃগুং ত্যক্তবান্ ॥২০

ব্রহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণহিতঃ (ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণহিতে সত্যাং) সত্যা

পত্যাং লক্ষ্মীরমায়াঃ পাদৌদ্বন্দ্বরতীয়ত।
ঘৃষ্টো মুনির্মুদা মাদ্যন্ পুলকঃ সিষ্মযাদৃতম্।
হেবন্যা প্রহিতোঽস্মীতি নান্য এবং যথা ভবান্ ॥২১
কৃত্ত কৃত্ত মহাযোগো পিতা নে সিষ্মযৎসলঃ।
ব্রহ্মণ্যানীঃ সাধবো লোকে যদ্ধ্যা পন্থা ॥২২
নিশম্য বিপ্রনিঃ কৃষ্ণে সাধ্বীঃ প্রকৃতিমদ্ভুতাম্।
বিস্মৃতঃ পূর্ণা হেবন্যা বভূবে প্রাকৃতো যথা ॥২৩

ন ভবতীত্যর্থঃ ; যথা দুর্বাসসং প্রতি পাণ্ডবেয়ঃ। পুনঃ আহ্বা আত্মা বিষ্ণুঃ বিষ্ণুং বিনা অন্যা (লক্ষ্মী) অহিতা ন ভবতি ইতি যতঃ তথা ॥১৯

হে মহাযোগো ভৃগুঃ ! হে সিষ্মযৎসল ! লৌকিকে সত্যবাদিনঃ যদ্ধ্যা যাদৃশী পন্থাঃ নীতিঃ, তথা যে তব পিতা ব্রহ্মণ্যঃ সাধবঃ তথা অসীঃ ॥২২

বিস্মিতঃ তব ব্যবহারে বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ, সাধ্বীঃ প্রকৃতিং স্বভাবং, অদ্ভুতাং বিস্ময়করীং ; পূর্ণা যথা হৈ যোগৈশ্বর্যবিস্তারাদ্যা পূর্ণা তথাভূতে বিস্ময়ঃ ত্যক্তবান্ ॥২৩

এবং মনে মনে নিশ্চয় করিয়া তিনি যে, তুমি সকলের অজেয়; তোমার সেই অতিমান অপরোক্ষি করিয়া ; পলায়ন না করিয়া অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করা। এই নিশ্চিত-ভাবের প্রভাবে সত্ত্ব তোমাকে এই ভব-যন্ত্রণা হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া দিব ॥১৮

• সাধের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে ! তুমি কেন দুঃখ করিতেছ ? দেবতার অনুকারী যে তোমার একান্ত নিকটবর্তী, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ? ওহে ! যাহারা প্রকৃত ধীর পুরুষ, তাহারা বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া সাক্ষাৎভাবেই পরিচয় দিয়া থাকে ॥১৯

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রামে প্রস্তুত হইলেন এবং অতি ভীষণবেগে সাধের অভিমুখে

(অন্তঃকরণের বহির্মুখত্বের অধিক উপাধি) বলার দ্বারা আমার অভিলাষ। সেই আমাকে লাভ করিয়া পরিপূর্ণ-মনোরথ হইয়া প্রভুর পরিমাণে হৃদয় বলে করিতে লাগিল ॥২০

মহাযোগের যাহারা কিঞ্চিৎ ঈশ্বরশক্তি হইয়াছিল, সাধ তথা হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল এবং মুহূর্তকাল মধ্যে একজন পুরুষ তাহাদের আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবনতমস্তকে প্রণাম করত বলিল ॥২১

হে মহাযোগো পিতৃবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ! দেবী দেবকী আপনাকে আপনার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, পতিব্রতা কিংবা যেমন অতি নিষ্ঠুরের প্রাণ নিজীব পতিকে যত্নে করত মহার্ঘ লইয়া যায়, পাপের সাধক মৌঢ়ল্য অতি নির্দয়ভাবে আপনার পিতা ব্রহ্মণ্যদেবকে বধ করত লইয়া গিয়াছে ॥২২

ক্বং রামকৃষ্ণমাত্রং জিজ্ঞাসেতঃ স্বয়ংভূবৈঃ
শাস্ত্রমাত্রাবীক্ষা নীতঃ পিতা যে বলবান্ বিধিঃ ।২৩
ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে লৌকম্যাত্, প্রত্যাগতিতঃ ।
বসুদেবঃ বিমানাগ্র হৃষ্টঃ তেনুযাচ সঃ ।২৪
এব তে জনিতা তাতো বন্দস্বাহি ঔরসি ।
বহিষ্ঠে বীক্ষতেহপূর্বোহস্তেহং যাহি বালিশ ।২৫

এষ বিধৎস্ব নাবাবী অস্মানবদ্ধমুক্তকঃ ।
উৎকৃত্য নিত্য আনায় বন্ধঃ লৌকং সমাবিশৎ ।২৭
অথো মুহূর্তঃ প্রকৃতামুপাগতঃ
অবোধ আত্মে যদনাদুক্তবান্ ।
অন্যাদৃশাবস্তদুপলাদ্ধবীঃ
মায়াং ন শাদ্ধপ্রকৃতাং অবোধিনাম্ ।২৮

ক্বং রামকৃষ্ণমাত্রং (কৃষ্ণমাত্রং রামকৃষ্ণং) জিজ্ঞাসেতঃ (জিজ্ঞাসেতাং) স্বয়ংভূবৈঃ (স্বয়ংভূবৌ ইতি বা পাঠঃ) শাস্ত্রমাত্রাবীক্ষা (শাস্ত্রমাত্রাবীক্ষ্য) নীতঃ পিতা যে বলবান্ বিধিঃ ।২৩

গোবিন্দে ইতি এবং ব্রুবাণে সতি লৌকম্যাত্ (লোকাত্) পিতা প্রত্যাগতিতঃ প্রত্যাগতঃ, সন্ বসুদেবঃ বৈ পুত্রম্ আসীত্ প্রত্যক্ষং দৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ ।২৪

তে তব এবং জনিতা জনয়িতা তাতঃ পিতা, অন্যে ত্বৎ ঔরসি । অতঃ তে তব ঔরসঃ সুতঃ এব সতঃ অন্যং বদিষ্যে যে মাং পিতা মন্যতে ইতি ন ঈদৃশঃ সমর্থঃ, তদা অন্যং পাহি ।২৫

মায়াং ন শাদ্ধপ্রকৃতাং (মায়াং ন শাদ্ধপ্রকৃতাং) অবোধিনাম্ এষা কৃষ্ণং বিধৎস্ব (বিধেহি) ইত্যত্র বিধেঃ বিধানস্য কর্তৃত্বং যস্য তং বিধাতারং ঈশ্বরং ইতি যাবৎ । নাবাবী নাবঃ

ন তত্র যুক্তং ন পিতুঃ ফলেষয়ঃ
প্রভুঃ আশ্রৈঃ সমপত্রমূদকঃ।
আত্মা যদা চাত্মকৃতেন বিপুঃ
সৌহৃদমৈত্রীদয়া নিষেবতে ॥২৯
এবং মনস্তি প্রজাপতে স্বমন্ত্র কে চ নাবিদ্যা।
যং স্বয়ং বিদ্যোত্তে যুক্তং যে ন স্মরন্ত্যুত ॥৩০
ক শোক-মোহৌ স্নেহো ভয়ং ক দৈন্যমাত্মনঃ।
ক চার্থলিঙ্গবিজ্ঞানজ্ঞানৈষণাস্মৃতয়ঃ ॥৩১

যৎপাদসেবাভিরতাত্মবিদ্যা
বিধূতমায়াঃ সদৃশীং প্রপদ্যতে।
তদেব চাত্মীয়মনন্তমৈশ্বরং
ভূমা ন যোহঃ পরমস্য সদ্যতে ॥৩২
তৎ শ্রদ্ধয়ামৃতকথায়াং নিষেবয়া
প্রাণ্যং শনৈঃ পৌরুষসংযমিক্ষয়া।
বিধ্যাত্মিকাং ধর্ম ধনুঃ স্থিরার্জবং
সৌহৃদং চ সত্ত্বোপনয়া দৃঢ়োদ্যমঃ ॥৩৩

ইত্যেবং প্রকৃতং সুতরাং তথা প্রাপ্তে তত্ত্ব ন পরমিতি, তত্ত্ব প্রকৃতং দৃষ্টান্তে তত্ত্বে পিতুঃ ফলেষয়ং ন সমপত্রমূদকং। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মানং বিশেষতঃ সৌহৃদং বিষ্ণু পাদ্যমর্ঘাদিং আলোক্য তং বিষ্ণুং ভৈরবঃ বহুবং ॥২৯

হে ব্রাহ্মণ। যে ও কেচন নাবিদ্যাঃ অবিদ্যাঃ সূর্যাদিরূপ-সমস্ত-বস্তুবিদ্যা তথাঃ এব সন্তি; কিন্তু যং স্বয়ং বিদ্যোত্তে বিশেষেণ প্রাপ্নুবন্তি, তৈঃ আত্মভাবং, তং তু যে মুক্তং বিশিষ্টং ন স্মরন্তি ন স্মরন্তি তত্ত্বতঃ ॥৩০

শরীরাদয়ঃ (অত্যন্ত সম্বন্ধং যোহঃ যে) যে যে মোহবাদয়ঃ তে। অর্থলিঙ্গবিজ্ঞানজ্ঞানৈষণাঃ (অর্থলিঙ্গাদি বিজ্ঞান-জ্ঞানৈষণাদি তত্ত্ব যঃ) অর্থলিঙ্গঃ অবিদ্যাধ্যাসবিদ্যা পূর্বসিদ্ধবস্তুঃ তথাঃ চ ॥৩১

যৎ পাদসেবা ঈশ্বরস্য সুতরাং পরিনিষ্ঠিতা আত্ম-বিদ্যা আত্মজ্ঞানাংকারঃ, অনন্যাত্মবিদ্যেত্যর্থঃ (অনন্যা চ আসৌ আত্মবঃ বিশেষঃ তেনৈবিদ্যাসৌ অবস্থানস্তত্ত্ব সা ৪৭ ইতিবদ্যাবাং প্রাঃ বিদ্যাঃ চ) তত্ত্বজ্ঞানঃ বিধূতি পরিচ্ছিন্নতি। আত্মীয়ং তত্ত্বজ্ঞ অবিদ্যাদি ঐশ্বর্য যত্নপ চ পরমেশ্বরং, তত্ত্ব সত্যং তথাঃ অনন্তমিতি। পরমং সুতরাংপ্রাপ্তা ভূমাঃ চ যোহঃ ন ভবং ॥৩২

অনন্যাবিদ্যাঃ যৌগিং প্রাঃ তথা তথা তথা পরমেশ্বরং, প্রাপ্তং চ পরমং শনৈঃ বিধা ভাবিয়া তত্ত্ব তথা তথা, তথা বিধ্যাত্মিকাং তথা অধিষ্ঠিতং তথা পরমং সৌভাগ্যং বিধাতং তথা তথাং চ ॥৩৩

ভগবৎ বিজ্ঞানে পরমেষ্ট পদার্থের যেরূপ আর প্রবৃত্তি হয় না, সৌহৃদ সম্বন্ধাদিতে মৃত বা পিতার মৃত তর্পণের কিছুই আর তিনি বহুমনোযোগ করিতেন না; কেবল সৌভাগ্যে আরোহণ পূর্বক পরম শান্ত আত্মাকে আত্মাদ্বারা বিচরণ করিতে দেখিয়া, মৃত তাহাতে নিহত করিবার উদ্যত হইলেন ॥২৯

হে ব্রাহ্মণ। এই প্রকারে অনেকানেক অবি তাত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; ফলতঃ যাহারা পূর্বোপদিষ্ট তাহাদিগের প্রতি তাঁহারা অবজ্ঞা করেন না ॥৩০

যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদের তত্ত্বতই মোহ, স্নেহ এবং ভয়াদি প্রাকৃতিক ভাব সকল উদ্রেক হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি আত্ম বিজ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের একমাত্র আধার, সেই পূর্ণানন্দস্বরূপ পরম চৈতন্যে আবার শোক মোহাদির উদয় কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ?৩১

যে পরাণের পাদপদ্মের চরণ-কমল আরাধনা পূর্বক ভগবন্মন্দিরে ধারণা করিতে পারিলে, মানব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আত্ম-জ্ঞানবিলুপ্তকারিণী অনাদি অবিদ্যা-নিবারিণীকে দূরে বিতাড়িত করিতে পারে; জীবের আত্মসাক্ষাৎকার এবং অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার একাধারে ঘটে, সেই সাধু এবং ভক্তজনের

তং কৃষ্ণবক্ষোরুহকুঙ্কুমস্রজা বিমূর্দ্ধিভিঃ
পদ্মাত কোষে ধৃতয়া সহশ্রিয়া।
বিসৃজ্য তদ্ কুণ্ডলমাহিতো মণা-
বুদায ধামোঽচ্যুতবক্ষসাবধৃত্ ॥৩৩
আবাষতঃ সঙ্গম উত্ত বাহ্যং
অন্তর্গৃহে ত্রিবাষ ধনাত্মবুদ্ধিনা।
ধনাম শাষত নমার্কমর্চিষং
বিভ্রদ্ বপুর্ লার্ক ইবোদযাচলম্ ॥৩৪
তমার যৌনৈব শিরঃ ধনুত্তমং
কিরীটজুষ্টং পুরুমণ্যবিন্দ্ধৎ।
অন্তর্গত কৃষ্ণ ধনা পুরন্দরো
ধনুষ্ব হাদেতি জগাদ পূর্ণধৃক্ ॥৩৫
তস্মিন্ বিনিষ্ঠিতে পাপে লোকে চ ধনা যশে।
নেষ্যন্ পুরীং বাজন্ বিবেশ দেবপেটিকাম্।
দধৌ নাদপটিকিং দূর্দ্ধন্ পঞ্চজন্যং জগাদ্যাৎ ॥৩৭
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতাযাং বৈযাসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যাযঃ ॥৩৮

---

[৩৩] ভগবান্ ঈশ্বর এই প্রকার বলিয়া পদ্মের ন্যায় কোমল হস্তদ্বারা কিরীটযুক্ত পুরুষমণিময় [ইন্দ্র] স্বীয় মস্তক ছেদন করিলেন।

[৩৪] অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনাত্মবুদ্ধিতে ধনাম শাষত নমার্ক ধনুর্ধারণ করিয়া, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও উদয়াচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

[৩৫] পুরন্দর যজ্ঞের প্রভাবে যেমন বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ পরক্ষণেই সেই পূর্ণ-বায়বী ধাষের কিরীট এবং কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তকটী ছেদন করিয়া ভূমিতে নিপাতিত করিলেন; তদ্দর্শনে মনুষ্যলোকে তখন হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

[৩৬] হে রাজন্! এমত সময়ে পরমভক্ত নারদ এবং অন্য দৈত্য সখা শিবপালাদির সহিত সৌহার্দ্যতা পরিত্যাগ করিয়া ভাতৃবধের অগ্নি-কার্য্য সাধনের জন্য অগ্নিদেবের পূর্ব্বদিক্ স্থিত কৃষ্ণের অভিমুখে মুখার্দ্ধ বাহির হইল।

[৩৭] হে রাজন্! অগ্নি সাধন সাধনার্থে ধাষ বিনষ্টিতে সর্ব্ব দেবতা সেই অনলকে বিনাশ ও করা হেতু সর্ব্ব দিকে দেবপীঠ উত্তীর্ণ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অন্ত দধৌনা পাদপীঠা অন্তর্হিত অন্তরীং দূর্দ্ধন্ পঞ্চজন্যং জগা অন্তর্যাৎ ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতাযাং বৈযাসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যাযঃ ॥

এমতসময় ভাতৃবধের ধাষার শোক বা মোহ বিনাশে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা থাকে ॥৩২

অনন্তরীষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে পাষ বিনাশের সহিত ধাষের উপর অনন্তস্থ বিশেষ ভক্তি ভাবাকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাহার বহু ধর্ম্ম ও শিরোমণি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরে ধাষার ধাষাকে শঙ্কর সৌভাগ্যের দূর্দ্ধ বিদূর্দ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥৩৩

কৃষ্ণ-বিশিষ্ট পরম ধাষাকে সৌভাগ্যের বিনষ্টিতে দূষীকৃত হইয়া নরলোকে নিপতিত হইলে, পাষ ভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক পরা উত্তোলন করত মনুষ্যের অভিমুখে ঐরূপে ধাবিত হইল ॥৩৪

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিবার মানসে প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় অনলপ্রভ মহদ্ভূত সুদর্শন চক্র হস্তে লইয়া, নরোচিত বিহারকারী মানবের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥৩৫

সুরপতি যজ্ঞের প্রভাবে যেমন বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ পরক্ষণেই সেই পূর্ব-বায়বী ধাষের কিরীট এবং কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তকটী ছেদন করিয়া ভূমিতে নিপাতিত করিলেন; তদ্দর্শনে মনুষ্যলোকে তখন হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল ॥৩৬

হে রাজন্! এমত সময়ে পরমভক্ত নারদ এবং অন্য দৈত্য সখা শিবপালাদির সহিত সৌহার্দ্যতা পরিত্যাগ করিয়া ভাতৃবধের অগ্নি-কার্য্য সাধনের জন্য অগ্নিদেবের পূর্ব্বদিক্ স্থিত কৃষ্ণের অভিমুখে মুখার্দ্ধ বাহির হইল ॥৩৭

শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামিপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে
পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথশাস্ত্রি-কৃত সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিন্দুসরস ও বধ, বলরামের ব্যাপ্তিসরস সূতক বিনাশ।]

শ্রীশুক উবাচ।

বিন্দুসারস্য শাবস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্মতিঃ।
পরলোকগতানাং চ স্মৃত্বা পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ ॥১
একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো রথাশ্বিভ্যাং প্রকম্পয়ন্।
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যকম্পত ॥২
তং তথাবিধমালোক্য ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
অবপ্লুত্য রথাৎ সূক্ষ্মং সিন্ধুঃ বেলেব প্রত্যধাৎ ॥৩

গদামুদ্যম্য তারক্ষ্যে মুহুরন্যং প্রহারয়ৎ।
বিভীষ্য বিভীষ্য তদাবদ্ধ মন্ত্র মৃগীপদং গতঃ ॥৪
তং তমুদ্যমমালক্ষ্য বিন্দ্যাধিপতিরচ্যুতম্।
অহন্যমানো ভগবান্ হন্তুকামমরিন্দম ॥৫
তাভ্যাং গদাভ্যাং সংক্রুদ্ধো ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
তদ্ধাতুগদমুদ্যম্য বিন্দ্যাধিপতিরচ্যুতম্।
দক্ষিণপার্শ্বকং তস্য বাহুং বেদেব তদা ॥৬

অন্বয়মুখ

শ্রীশুক উবাচ। দুর্মতিঃ দুষ্টধীঃ বিন্দুসারস্য শাবস্য, পৌণ্ড্রকস্য অপি পরলোকগতানাং মৃতানাং সুহৃদাং পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ (পরোক্ষে কৃতং সৌহৃদ প্রদর্শনম্) স্মৃত্বা স্মৃত্বা; দুর্মতিঃ দুষ্টধীঃ ॥১॥

একঃ অসহায়ঃ সংক্রুদ্ধঃ মহাসত্ত্বঃ বলোপেতঃ পদাতিঃ পদাভ্যাং ইমাং ভূমিং প্রকম্পয়ন্ (ভূমিং কম্পয়ন্ সন্) মহারাজ! ব্যকম্পত ॥২॥

তং তথাবিধম্ তথা (পূর্বোক্তেন প্রকারেণ) আত্মনং হন্তুকামং আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ কৃষ্ণঃ বেলা সমুদ্রঃ ইব অবপ্লুত্য (ঝটিতি) রথাৎ ভূমৌ অবতীর্য সূক্ষ্মং (ক্ষিপ্রং) প্রত্যধাৎ (প্রতিজগ্রাহ) ॥৩॥

হে মহারাজ! তদা (পূর্বোক্তেন প্রকারেণ) গদাম্ উদ্যম্য (উদ্যতাং কৃত্বা) তারক্ষ্যে (গরুড়ে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অন্যং (কৃষ্ণং) প্রহারয়ৎ (প্রহারং কৃতবান্) ॥৪॥

হে অরিন্দম! তং তমুদ্যমং (তং তং প্রহারোদ্যমং) আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) বিন্দ্যাধিপতিঃ (বিন্দ্যদেশাধিপতিঃ) অহন্যমানঃ (অহন্যমানং কৃষ্ণং) হন্তুকামং (হন্তুমিচ্ছুং) ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ (কৃষ্ণঃ) তাভ্যাং গদাভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ (সন্) তদা (তস্মিন্ কালে) তস্য (বিন্দ্যাধিপতেঃ) দক্ষিণপার্শ্বকং (দক্ষিণপার্শ্বস্থিতং) বাহুং (হস্তং) বেদেব (বেদ্যা ইব) তদা (তস্মিন্ কালে) গদাম্ উদ্যম্য (উদ্যতাং কৃত্বা) তারক্ষ্যে (গরুড়ে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অন্যং (কৃষ্ণং) প্রহারয়ৎ (প্রহারং কৃতবান্) ॥৪॥

হে অরিন্দম! তং তমুদ্যমং (তং তং প্রহারোদ্যমং) আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) বিন্দ্যাধিপতিঃ (বিন্দ্যদেশাধিপতিঃ) অহন্যমানঃ (অহন্যমানং কৃষ্ণং) হন্তুকামং (হন্তুমিচ্ছুং) ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ (কৃষ্ণঃ) তাভ্যাং গদাভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ (সন্) তদা (তস্মিন্ কালে) তস্য (বিন্দ্যাধিপতেঃ) দক্ষিণপার্শ্বকং (দক্ষিণপার্শ্বস্থিতং) বাহুং (হস্তং) বেদেব (বেদ্যা ইব) তদা (তস্মিন্ কালে) গদাম্ উদ্যম্য (উদ্যতাং কৃত্বা) তারক্ষ্যে (গরুড়ে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অন্যং (কৃষ্ণং) প্রহারয়ৎ (প্রহারং কৃতবান্) ॥৪॥

অনুবাদ

শ্রীশুক কহিলেন—দুর্মতি বিন্দুসার, শাব, পৌণ্ড্রক অপি পরলোকগতানাং মৃতানাং সুহৃদাং পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ (পরোক্ষে কৃতং সৌহৃদ প্রদর্শনম্) স্মৃত্বা স্মৃত্বা; দুর্মতিঃ দুষ্টধীঃ ॥১॥

একা অসহায়ঃ সংক্রুদ্ধঃ মহাসত্ত্বঃ বলোপেতঃ পদাতিঃ পদাভ্যাং ইমাং ভূমিং প্রকম্পয়ন্ (ভূমিং কম্পয়ন্ সন্) মহারাজ! ব্যকম্পত ॥২॥

হে মহারাজ! তদা (পূর্বোক্তেন প্রকারেণ) আত্মনং হন্তুকামং আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ কৃষ্ণঃ বেলা সমুদ্রঃ ইব অবপ্লুত্য (ঝটিতি) রথাৎ ভূমৌ অবতীর্য সূক্ষ্মং (ক্ষিপ্রং) প্রত্যধাৎ (প্রতিজগ্রাহ) ॥৩॥

হে মহারাজ! তদা (পূর্বোক্তেন প্রকারেণ) গদাম্ উদ্যম্য (উদ্যতাং কৃত্বা) তারক্ষ্যে (গরুড়ে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অন্যং (কৃষ্ণং) প্রহারয়ৎ (প্রহারং কৃতবান্) ॥৪॥

হে অরিন্দম! তং তমুদ্যমং (তং তং প্রহারোদ্যমং) আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) বিন্দ্যাধিপতিঃ (বিন্দ্যদেশাধিপতিঃ) অহন্যমানঃ (অহন্যমানং কৃষ্ণং) হন্তুকামং (হন্তুমিচ্ছুং) ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ (কৃষ্ণঃ) তাভ্যাং গদাভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ (সন্) তদা (তস্মিন্ কালে) তস্য (বিন্দ্যাধিপতেঃ) দক্ষিণপার্শ্বকং (দক্ষিণপার্শ্বস্থিতং) বাহুং (হস্তং) বেদেব (বেদ্যা ইব) তদা (তস্মিন্ কালে) গদাম্ উদ্যম্য (উদ্যতাং কৃত্বা) তারক্ষ্যে (গরুড়ে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অন্যং (কৃষ্ণং) প্রহারয়ৎ (প্রহারং কৃতবান্) ॥৪॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বন্ধুবধ ও বিন্দুসর বধ এবং বলরাম কর্তৃক ব্যাপ্তিসর সূত রোমহর্ষণের বিনাশ।]

মহারাজ শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এই প্রকারে যেহিনীপতি বিন্দুসার, শাব এবং পৌণ্ড্রকাদি আত্মীয়-বর্গের শ্রীকৃষ্ণ পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিলে, ইহাদের সহিত সৌহার্দ্দের পরিচয়ে তাহাদের মরণ-কামনায় বিপুল-বলধর দুর্মতি বন্ধুবক্র বিশেষ ক্রোধের প্রকাশে একটী বড় রথে লইয়া, পদভরে বসুধাকে প্রকম্পিত করত মহাপ্রাণে একাকী শত্রুকে চলিয়া আসিল ॥১-২

বলবদ্বির বন্ধুবক্রকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার রথ হইতে সত্বর অবতরণ করিলেন এবং বেলাভূমি যেমন অবাধ জলধিকে নিজ বেষ্টনে নীরবে রুদ্ধ করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধীর প্রয়াসে বন্ধুবক্রকে বেগ সম্বরণ করিয়া আনিলেন ॥৩

তখন বন্ধুবক্র-বেগবতী গুর্বর বন্ধুবক্র একটী প্রচণ্ড গদা উত্তোলন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত বলিল, অয়ে! কি সৌভাগ্য-বলে অদ্য তুমি আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছ ॥৪

হে কৃষ্ণ! তুমি যখন আমার বান্ধবগণকে, তখন তোমার সহিত বিরোধ করা আমার পক্ষে কোন

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে রুক্মিণ্যা দেবকীসুতঃ।
প্রহস্য ভারতশ্রেষ্ঠ ন্যমিমষ্ট যথা নরঃ ॥৭
তমনাদৃত্য বৈদর্ভ্যুবাচাপ্রতিমাননঃ।
কৃষ্ণোঽপি তমমর্ষণ্যা ক্ষোভয়ন্ত্যা তদান্তরে ॥৮
আদায় তিগ্মমুরসা পদাভিহত্যারুরোচ।
প্রলয়ার্ক ইবোদ্যন্ত্যং ক্রুদ্ধঃ দুষ্টাং যথা ॥৯

ততঃ সুকৃতবাং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতম্।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং যথা চৈদ্যমুখং নৃপ ॥১০
বিদুষশ্চ তদাত্মানো ব্রাহ্মণোঽলক্ষিতো বিশৎ।
আসন্নমৃত্যুর্যদ্বাক্যমকরোদ্ভগবদ্ভিয়া ॥১১
ততশ্চ চাপমাদায় কৃষ্ণশ্চক্রেণ তূর্ণবেধিনা।
শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ॥১২

৮ ন্যমিমষ্ট : ন্যমীলয়ৎ। অনুপলব্ধিতঃ বিশেষ বলম্ ইব এবং ভাবঃ পরমেষ্ট ব্যাপ্তম্ ব্রহ্ম কৃষ্ণম্ বাসুদেবম্ দৃষ্টি, যথা অন্যান্যেরা করে। শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যান ॥ ৭

অমৃষ্যঃ (অমৃষ্ ঈর্ষাতি ইতি) ক্রুদ্ধ আলো দুষ্ট এবং অধিকতঃ অপি ন ভয়াৎ. কিন্তু ক্রুদ্ধাঃ ক্ষোভয়ন্ত্যা ক্ষুব্ধা তয়া অপি ক্রুদ্ধয়া রুক্মিণ্যা অন্যা ॥ ৮

এবং ব্রুবতঃ গোবিন্দে রুক্মিণ্যা দেবকীসুতঃ প্রহস্য ভারতশ্রেষ্ঠ ন্যমিমষ্ট যথা নরঃ ; বিবেচকতঃ কেশবঃ পরমেষ্ট ব্রহ্মাদ্যা ব্রহ্মণঃ ইবাসন্ ॥ ৭

৯ প্রলয়ার্কঃ। ক্রুদ্ধঃ দুষ্টবৎ (দুষ্টস্য ইব) ক্রোধঃ যথা স্যাৎ) ক্রোধ ভাবেন আবেশঃ তত বিদুষশ্চ পরিতোষ সকুণ্ডলম্ শিরঃ জহার ছিন্নবান্ ॥১১

১০ সুকৃতবাং। ক্রুদ্ধঃ দুষ্টবৎ (দুষ্টস্য ইব ক্রোধঃ যথা স্যাৎ) ক্রোধ ভাবেন আবেশঃ তত বিদুষশ্চ পরিতোষ সকুণ্ডলম্ শিরঃ জহার ছিন্নবান্ ॥১১

মরণই সঙ্গত নহে ; কিন্তু কি করিব ? তোমার চরিত্র একেবারেই দূষিত। তুমি আমাদের বধন বন্ধুবর্গের প্রাণ-সংহার করিয়াছ। আবার আমারও জীবন নাশে উদ্যত হইয়াছ ; সুতরাং তোমারও প্রাণসংহারে কোন অন্যায় কল্পনা করা হইবে না। অতএব যে দুষ্টতে ! এস ; এই মুহূর্তে তোমার দুরভিসন্ধি একেবারেই নির্মূল করিতেছি ॥৪

আমি তোমার ন্যায় স্ত্রিজোহী নহি। আমি ক্ষমাশীল। অতএব তোমার ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিদ্বেষিত করিতে পারিলেই যেমন সুখ হওয়া যায়, সেইরূপ তোমার ন্যায় কুলাঙ্গার বন্ধুহন্তী শত্রুকে সমূলে উন্মূল করিয়া অদ্য স্ত্রিজোহের কল হইতে আমি নিষ্কৃতি লাভ করিব ॥৬

অহো ! অনুপায়ীকে অজ্ঞাতে যেমন উপেক্ষিত করা হয়, সেইরূপ আমি ক্ষণ পূর্বমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষিত করিয়া বন্ধুবধ বধার ধারা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে আঘাত করিল এবং কেশরীর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল ॥৭

কিন্তু পরার জীবন আঘাতের বহুপরি শ্রীকৃষ্ণ বিষুণ্ণ বিচলিত হইলেন না ; ইন্দ্র-প্রহারে অচল এবং অটলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, একটী হুঙ্কারে গদার ধারা বন্ধুবধের জন্যস্থলের অন্তর হইতে জীবন আঘাত করিলেন ॥৮

সেই গদার আঘাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, মুখ দিয়া অবিরল-স্রোতে রুধির বমন করত বন্ধুবধ প্রাণত্যাগ করিল এবং কেশরাজ, বাহুবল ও পরাক্রম প্রদর্শিত করত ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল ॥৯

পূর্বে ত্রৈলোক্যধ্বংসকালে শিশুপালের জীবন-জ্যোতি যেমন কৃষ্ণ-শরীরে সম্মিলিত হইয়াছিল, সেইরূপ অন্য সকলের সমক্ষে বন্ধুবধের মুখ জীব-জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল ॥১০

বন্ধুবধের মাত্র বিদুরথ ব্রাহ্মণাকে একান্ত বিহ্বল হইল এবং কৃষ্ণকে বধ করিবার বাসনে

এবং লৌহং চ শাদ্বং চ সন্তরন্ত: মহামুনয়:।
ততো দুর্বিষহানন্যৈরৌচিত: ঘোর-মানবৈ: ॥১৩
দুর্বিদিত লিঙ্গ-সন্ধর্বৈবিদ্যাধর-মহোরগৈ:।
অপ্সরোভি: পিতৃদেবৈশ্চ: কিন্নর-চারণৈ: ॥১৪
উপগীয়মানবিক্রম: দুষ্টবৈরক্রিয়াবিত:।
দুরন্ত দুষ্কিয়ারৈক্রিবেগালক্ষয়া: পুরীম্ ॥১৫
এবং ঘোষেষয়: দুষ্টো ভবেদ্ভূতপতৌ:।
ঈক্ষতে পত্নতৃতীয়া: বিধিহতো ভবতীতি স: ॥১৬

ক্রত্বা মুত্রোৎসর্গং যাবৎ কৃত্বা: স্ব পাণ্ডবৈ:।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মহাত্ম: প্রকটো কিল ॥১৭
প্রায়া প্রজনে সন্তর্পা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবান্।
সরস্বতী: প্রতিস্রোতং অগৌ ব্রাহ্মণসংবৃত: ॥১৮
পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকূপং উশনসম্।
বিশালং ব্রহ্মতীর্থং চ চক্রং প্রাচী: সরোদকীম্ ॥১৯
যমুনামনু যাত্বেব পলাসনু চ জাহ্নবীম্।
প্রয়াগ মৈত্রিক: যত্র ব্রহ্ম: সমুদ্যাজহে ॥২০

অনেন দুর্বিষহান্ দেশান্ অনন্তরং পাঞ্চালান্ এবং বহু কুরুদেশান্ দুর্বিদিত: বিজ্ঞাতব্যরূপান্ অনন্যাভি: লিঙ্গাদীন্ চ ঔচিত: বিজ্ঞ-চারণৈ: ঔপগীয়মানবিক্রম:. দুষ্টৈ: অবিদ্বদ্ভি: আচরিত:, অত: দুষ্কিয়ারৈ: দুষ্ট: ভক্ত: অনুযান্ত: দুষ্টা: ধারণং বিনশ্য ॥৯-১৫

এবম্ ঘোষেষয়: ভবতীত্যর: অবশ্যং স: দুষ্ট: ধর্মিত্ব অর্থাৎ ঘদি তথাপি পত্নতৃতীয়া ঈক্ষা বিধিহত: ইতি অবীয়তে ॥১৬

কুরুদেশ পাঞ্চালৈ: সহ দুর্যোধনাদি পক্ষ এব: তীর্থোদ্দিষ্টেন-

উল্লিখিত হইয়া, অথবা এবং চক্র ধারণের মুখ্যার্থ অবলম্বন হইল ॥১৫

হে মহারাজ! বিদুর ঐরূপের সমীপে উপস্থিত হইতে না হইতে, যোগমায়া চক্রেশ্বর দ্বারা ঐরূপ তাহার নিজাই ও কৃতসাদি দোষের সমস্তই অকপটভাবে জ্ঞেন করিয়া দিলেন ॥১৬

অতঃপর দুর্বিসহ ঔরণপাত্রক লৌহপতি শাল্ব, লৌহযান এবং অন্য ম্লেচ্ছগণ সহ সমুদ্রকে বিলুপ্ত করিলে দেবতা, মানব, দুর্বিদিত, লিঙ্গ-সন্ধর্ব-বিদ্যাধর, মহোরগগণ, অপ্সরাগণ, পিতৃলোক, যক্ষ, কিন্নর এবং চারণগণ সকলে সর্ব-পূজিত জগদ্গুরু পাদপদ্মে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥১৪-১৩

চতুর্দিকে সকলে তাঁহার স্তব ঘোষণা করত পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কি-

---

ঘটনার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণে পরিবৃত হইয়া, অনন্তর দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥১৭

অহো! জগৎপতি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে অনন্ত মহাবল অসুরের নিধন করিলেও, জরাসন্ধাদি ক্ষত্রিয়কুলের নিকট যে কখনও পরাস্ত হইয়াছিলেন, ক্রূরবুদ্ধি পশুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রকাশে কেবল তাহাই কখনও ঘোষণা করিয়া থাকে ॥১৪

কুরুক্ষেত্রের সহিত পাণ্ডবকুলের যুদ্ধোদ্যোগ হইতেছে শ্রবণ করিয়া, মহামতি বলরাম সম্প্রতি কোন পক্ষকে অবলম্বন না করিয়া মধ্যস্থভাবে তীর্থযাত্রার প্রত্যাশায় কালাতিপাতার্থ তীর্থ-যাত্রার প্রসঙ্গে অকস্মাৎ গমন করিলেন ॥১৭

প্রথম প্রয়াগ-তীর্থে উপনীত হইয়া, তিনি সেই পবিত্র জলে স্নানাদি সমাপন করত, পূজা, হোম, যজ্ঞা

তত্রাগতমভিপ্রেত্য দূরতঃ সৌরদর্শিনঃ।
অর্চিত্বা যথান্যায়ং প্রশ্রয়োদ্যমভাষত ॥১১
সোহতিথিঃ পদবীমাত্রঃ কৃতাহ্নিকপরিগ্রহঃ।
যোজয়ন্নাত্মনাত্মানং মন্ত্রৈঃ সিদ্ধৈকমীশ্বরে ॥১২
অন্তর্জলাশ্রিতঃ সূক্তমভ্যসদ্ঘমর্ষণম্।
অঘাপীহ চ তত্রাপ্তং বিপ্রাংস্তূষ্ণীমুপাবিশৎ ॥১৩

কন্যাসহস্রবিধবাস্তাদ্ বরমাশ্চ দুর্লভাঃ ॥১৪
অন্যেদ্যুরুদিতে সূর্যে সিন্ধোরুদ্যত্যুপাবৃতি।
সেতিহাস-পুরাণানি বন্দিভিঃ সমবর্ধত ॥১৫
অন্তঃপুরাদ্বিনির্যাতঃ কৃত্বা পৌরোহিত্যমাত্মনঃ।
ন তুষ্টাব তমদ্রিং স বন্দিত্বাজিতমাত্মনঃ ॥১৬

ঋষি বলিলেন—হে সৌরদর্শিন্ (সূর্যের ন্যায় তেজস্বী), তুমি অতিথি (যে তিথিতে আসিবে বলিয়া কথা ছিল সেই তিথিতে আসিয়াছ বলিয়া তুমি অতিথি) বলিয়া তোমাকে যথাবিধি আসন দিতেছি ॥১১

পথশ্রান্ত যে সায়ংবিধিপরিচিহ্নিত অতিথি (যে সায়ংসন্ধ্যাবন্দনা করিয়াছে) বলিয়া মনে হইতেছে, সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা তুমি নিজেকে ঈশ্বরে যোজনা কর ॥১২

তুমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঋগ্বেদের অঘমর্ষণ সূক্ত জপ কর, এখানে যে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছেন তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন ॥১৩

কন্যাসহস্রবিধবাস্তাদ্ বরমাশ্চ দুর্লভাঃ ॥১৪
অন্যেদ্যুরুদিতে সূর্যে সিন্ধোরুদ্যত্যুপাবৃতি।
সেতিহাস-পুরাণানি বন্দিভিঃ সমবর্ধত ॥১৫
অন্তঃপুরাদ্বিনির্যাতঃ কৃত্বা পৌরোহিত্যমাত্মনঃ।
ন তুষ্টাব তমদ্রিং স বন্দিত্বাজিতমাত্মনঃ ॥১৬

কন্যা অনেক প্রতিলোমজঃ যদি বৈশ্য পর্যন্ত বিবাহ করে তাহা অধম ও অন্যায় (বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত আসনে বসিবার নহে), যদি অন্য কাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে কথা নাই, সে নিশ্চয় নরকে যাইবে ॥১৪

তখন সেখানে সূর্য উদিত হইলে (যেখানে সিন্ধুনদ পশ্চিমে উত্তরবাহিনী) তখন সে ব্যক্তি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত ইতিহাস-পুরাণাদি বন্দিগণের স্তুতি শুনিতে লাগিল ॥১৫

তখন তিনি পৌরোহিত্য করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু যে অজিত ভগবানের স্তুতি করিতে বন্দিগণ নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার স্তুতি করিলেন না ॥১৬

ঋষি বলিলেন—হে সৌরদর্শিন্ (সূর্যের ন্যায় তেজস্বী), তুমি অতিথি (যে তিথিতে আসিবে বলিয়া কথা ছিল সেই তিথিতে আসিয়াছ বলিয়া তুমি অতিথি) বলিয়া তোমাকে যথাবিধি আসন দিতেছি ॥১১

পথশ্রান্ত যে সায়ংবিধিপরিচিহ্নিত অতিথি (যে সায়ংসন্ধ্যাবন্দনা করিয়াছে) বলিয়া মনে হইতেছে, সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা তুমি নিজেকে ঈশ্বরে যোজনা কর ॥১২

তুমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঋগ্বেদের অঘমর্ষণ সূক্ত জপ কর, এখানে যে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছেন তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন ॥১৩

এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
যথা যে বর্ধয়িষ্যন্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ ॥২৭
এবমুক্ত্বা তথাস্তু ত্রিদেবেভ্যস্তথাবিধি।
তত্রৈবান্তর্দধে বিষ্ণুঃ সর্বেষাং পশ্যতাং প্রভুঃ ॥২৮
হাহেতি বাদিনঃ সর্বে মুনয়ঃ বিস্ময়ান্বিতাঃ।
ঊচুঃ সর্বগতং দেবমেবমেতন্ন কৃত্রচিৎ ॥২৯

অস্ত ব্রহ্মাদয়ঃ স্তম্ভমাবির্ভূতমদ্ভুতম্।
আলুঙ্ক্যালুঙ্ক্য তাবন্তং যাবৎ পশ্যন্তি সর্বতঃ ॥৩০
অজানন্তোঽচিরোদ্ভূতা ব্রহ্মণ্যা যথা।
যোগেশ্বরস্য তস্যেতা মায়াস্যোপি বিমায়কঃ ॥৩১
ন তেষাং ব্রহ্মবাদ্যানাং পরমঃ লোকপাবনঃ।
চরিষ্ণুরি ভীক্ষ্ণোক্ষণঃ প্রাদেশনভ্যোচিতঃ ॥৩২

কৃতা পতিব্রতাস্বিন্ন অনিন্দীয়ত্ব তথা অনিন্দ্যাস্তন অনসূয়াত্বকেবলম্ ঐতা। ইব (অর্থাৎ সাধারণতঃ তথা পতি-প্রত্যাখ্যানে প্রবৃত্তিতা অপি লোকেষ্বতঃ তাদৃগনুসূয়াবিষয়তায়া ন তথাপি তথা) অনন্তর অনিন্দ্যেন্দ্রিয় তথা অনিন্দ্যাত্মাদি তথা ন তথাপি ॥২৬

এবমেতা ঐশ্বরাঃ এবমি অনিন্দ্য লোকে তথা অনন্যথা ইত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মাদয়ঃ (ঈশ্বরেশ্বরস্যেব বৈষ্ণবেশ্বরস্যেব বৈষ্ণবেশ্বরস্য-সম্বন্ধে তথা বক্তুঃ তথা-ব্যাপ্তেশ্বরস্য-বক্তারঃ) যে তথা তথাঃ হি যথার্থ যে অনিন্দ্যাঃ পরমহিতাঃ অর্থাৎ লোকেষ্বতঃ তথাস্ত তথা পালন তুষ্টি যেন তথাস্ত তথাস্ত পরমহিতাঃ। তথাবিধি তথাবিধঃ তথা তুষ্টিতঃ; অতঃ তথাবিধি তথাবিধঃ তথাস্ত পালয়তি ইতি তেষাং পালয়িতৃত্বম্ ॥২৭

তথাস্তু তথা বিষ্ণুঃ অনি তথা তুষ্টঃ তথাস্ত তথা

পক্ষে প্রাণবধই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত ॥২৪

যদিও বেশ্যাগমের দিন হইয়া, এই ব্যক্তি ইতিহাস-পুরাণাদি অধ্যয়ন করাইলে অধ্যয়নই প্রভৃতি পরিমাণে অধিকারে হইবে।—১২৫

কিন্তু ফলে তোমা উপকারই তাহার হয় নাই। ঐশ্বরলিঙ্গ যত যেমন পরের নিন্দা প্রকাশ ঐশ্বর্যের বিকাশ করিবে লক্ষ্য হইলেও, সেই সমস্ত ঐশ্বর্যে যেমন তাহার তোমরূপ নিজের দোষ-দুর্ঘটনা ঘটে না, সেইরূপ অনিন্দ্যেন্দ্রিয় পতিব্রতাস্ত্রীগণী এই অনিন্দ্যের দোষদর্শনের যাবতীয় পুরাণাদি পাঠের বিদ্যার তোমরূপ ফলের উৎপাদন করে নাই ॥২৬

ছুটের যখন ও নিজের পালনার্থই যখন আদি যেন পরিত্রাণে অবতীর্ণ হইয়াছি, তখন এবাবৃত্ত

এবাবৃত্তস্থ অনিন্দ্যাঃ (অনিন্দ্যাস্ত তেনাপি অপরিত্যক্তাস্ত) তথ তোমরূপ তথাস্ত তথাস্ত তথাস্ত ॥২৮

তথা বাহ্যিকেন্দ্রিয়ঃ বিস্তারেণ সাধী তথাস্ত পর্যন্ত উচুঃ—তথা তে ঐশ্বরাঃ তে যত তথা তথাঃ ॥২৯

তথাবিধেন এবং তথা তথা সমাপ্তে, তথাস্ত তথাস্ত তথা তোমরূপ তথাস্ত তথাস্ত (তথাস্ত তথাস্ত ন তথাস্ত তথা তথাস্ত তথাস্ত। তথা ॥ তথাস্ত তথাস্ত এবং তথাস্ত ॥৩০

অজানন্তঃ এব তথা তে তথাস্ত তথাস্ত তথাস্ত। তোমরূপ তথাস্ত তথাস্ত তথাস্ত

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ষিষ্যে মধ্যহিবেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
বিলয়ং প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্ ॥৩৩

দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষ নম্বহিস্ত্রিয়তেন চ।
আসানিকং বহন্ কর্ম তাবদে লোকবাধয়া ॥৩৪

শ্রীধরস্বামী টীকা। লোকানুগ্রহকাম্যয়া লোকানুগ্রহেচ্ছয়া অহম্ এতম্ বলম্ বিশিষ্যে আকর্ষিষ্যে করিষ্যামি, যথা এষোঽয়ং বলঃ মূষলং সহ যাবান্ বিলয়ঃ স তু বিধীয়তাম্ ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৩

এতচ্চ রোহিণীসুতস্য দীর্ঘং বাহুং, চক্ষুশ্চ বলম্, ইত্যেতয়োঃ ইন্দ্রিয়য়োঃ চ যৎ তদ্বিশিষ্টং আসানিকং, আসঞ্জিকং, তৎ সর্বং ইতি, যথা লোকানাং অবিবাদকরং তথা মর্যাদা সংস্থাপনায়

ভগবান্ বলরাম দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট এবং বৃষ্ণিবংশের রক্ষা-রোহিণীসুতে আরোপ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! সেই মূষলাঘাতেই রোহিণীসুতের প্রাণবিয়োগ হইল।৩৪

এইরূপে বলদেব দুর্বিনয় বিনাশ করিয়া, হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সময়োচিত কার্য্যের পূর্ব্বেই বলিলেন, হে প্রভো! অথবা আপনি অবশ্য কার্য্য করিয়াছেন।৩৫

হে মহাবল! যে পর্য্যন্ত আমাদের এই দীর্ঘ কালব্যাপী যজ্ঞের সমাপন না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত পুরাণ কথার দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার অভিলাষে আমরা এই যাজ্ঞিক পরিঘবাহুরূপ উপযুক্ত বাহু ও প্রশাসন প্রদানে পুরাণ-বক্তা রূপে স্থিতি করিয়াছি। অতএব অবশ্য বিদ্বেষ হইলেও, আমাদের প্রভাবে তুমি আপনাকে রক্ষা।৩৬

আপনি দ্বারা না জানিয়া, ইহাকে বধ করত ব্রাহ্মণ-বধের কার্য্য করিয়াছেন। অবশ্য আপনার

অথ উচুঃ।

অস্মত্ত্রত ত্বয়া যোগ্যং কৃতমেতদ্ধ্যমোঘবৎ চ।
যথা তরেম্ ত্বয়া পন্নাঃ তথা যত্ন বিধীয়তাম্ ॥৩৭

শ্রীভগবানুবাচ।

অদ্ধা বৈ পূত উৎপন্ন ইতি যোগেশ্বরো মম।
তদ্ব্যাহরত তৎ পন্থা আত্মবিদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ ॥৩৮

সম্ভারবিধিমি ॥৩৭

অথ উচুঃ। হে রাম! তব অয়ম্ উৎপন্নেশ্বরূপস্য বয়ং বৈষ্ণবং প্রভাবং, তুষ্ণীং অথ অজানন্তঃ। যথা তরেম অমুম্, তথা বিধীয়তাম্ ॥৩৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মুনয়ঃ! পূতঃ যাহা এই উৎপন্ন হইয়াছে অথবা অয়ং যোগেশ্বরঃ উৎপন্নঃ পূতঃ আত্মবিদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ পুরাণজ্ঞৈঃ কৃতঃ তৎ ব্যাহরত বক্তা ভবেৎ ॥৩৮

কার্য্য যোগেশ্বরের পক্ষে কোথাও কোন বিধি নিষেধ নাই সত্য ॥৩৭

হে লোকপাবন! তথাপি আপনি যদি এই ব্রহ্মহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকও আপনার অনুসরণে পাপ-মোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্তে অগ্রসর হইবে।৩৭

ভগবান্ বলরাম বলিলেন,—হে মুনিগণ! লোকোপকার মানসে আমি ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করিব। অতএব মুখ্যরূপে ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি? আপনারা তাহার বিধান করুন ॥৩৮

হে মুনিগণ! এই ব্যক্তির দীর্ঘ পরিঘবাহু, বল, পটুতা এবং অন্য যে কিছু ইহাকে আপনারা প্রদান করিয়াছিলেন, বলুন। আমি যোগমায়ার দ্বারা তাহা সকলই ইহাকে প্রদান করিব ॥৩৯

মুনিগণ বলিলেন,—হে রাম! এই দেহের আপনার বিক্রম ও প্রেরিত অস্ত্রের, সুতরাং ব্রহ্মহত্যা সমতা এবং আমাদের বাক্যেরও সমতা যাহাতে রক্ষিত হয়, তাদৃশ ব্যবস্থা আপনি করুন ॥৪০

কিং তে কামো দুর্দিমেষ্ঠা ক্রমন্তি কৃতাগমাঃ।
অজানতস্ত্বপচিতিং যথা মে বিদধাত্যজ মৃধাঃ ॥৩৭
তবয় উচুঃ।
ইক্ষ্বাকস্ত সুতো যোগো বিকুক্ষিনাম নামতঃ।
স বৃদ্ধশ্রবসং পুত্রমেত্য পর্বণি পর্বণি ;৩৮
তব পাপং তমি লোপাং তবঃ শুদ্ধমবাপ্স্যসি।
পূয়-শোণিত-বিণ্মূত্র-সুরা-মাংসাস্থিসন্নিভম্ ॥৩৯

তত্তশ্চ তবয়ঃ সর্বে পরীত্য মুনয়াদিতঃ।
দর্শয়ন্তো তাদৃশং ধাম্নাং শ্রীমন্তমবিস্মিতাঃ ॥৪০
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮

যে দুর্নিমেষ্ঠা। যে দুরাত্মনঃ কিং বিবক্ষবঃ কথয়ন্তঃ সন্তঃ ক্রমন্তি যাচন্তে ত্বং। কৃতাগমাঃ কৃতাপরাধাঃ। অজানতস্ত্বপচিতিং (পূজাবমাননাকারি-ফলম্) অজানতঃ যে মধ্যমা প্রাণাধিকাঃ বিদধাতু কিমিতি প্রবাদঃ ॥৩৭

তবয় ঊচুঃ। ইক্ষ্বাকস্ত ইত্যাদি। যোগো যোগবান্ পর্বণি পর্বণি প্রতি পর্বণি। যা পর্বণি পর্বণি ইতি অনেন যা অমাবস্যা তত্র সংসর্জনেন তদা দুষ্যতি ॥৩৮

তব পাপং। পূয়-শোণিত-বিণ্মূত্র-সুরা-মাংসাস্থিসন্নিভং তব পাপং ত্বয়ি। তব বংশজে এব যে অমাবস্যা পর্বণি উপবাসং সেবন্তে ॥৩৯

তবয়ঃ। অনন্তরং তে সর্বেঽপি তবয়ঃ তত্র যজ্ঞে তথা তস্মিন্ যজ্ঞে শ্রীমন্তং শ্রীযুক্তং বিস্মিতাঃ ॥৪০

ইতি বঙ্গানুবাদে শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভগবান্ বলিলেন,—আপনাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন, সেইরূপ বেদে প্রতিপাদিত আছে। অতএব উপযুক্তরূপ আমি, উক্তিপ্রত্যুক্তি ও বল আছে বৈরাগ্য পুত্র উৎপন্নের আপনাদের বক্তা হইবেন ॥৩৬

যে দুর্নিমেষ্ঠাগণ। আপনাদের যথেষ্ট স্তুতি করিয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণে আমার কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। পরে অজ্ঞানতা-নিবন্ধন যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আপনারাই করুন ॥৩৭

ঋষিরা বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি নামে একজন ভগবদ্ভক্ত রাজা আছেন। ঐ রাজা প্রতি পূর্ণিমাদি পর্বোপলক্ষে উপবিষ্ট হইয়া আপনার যজ্ঞের যাবতীয় সম্ভার করিবেন ॥৩৮

পূয়, শোণিত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা এবং মাংসাস্থির বিকল্পরূপ ঐ রাজার আমাদিগকে একান্ত বিরক্ত করে। অতএব ঐ পাপিষ্ঠের বংশ-মাত্রের অমিলেই আমাদের যথেষ্ট ইষ্ট সাধন করা হয় ॥৩৯

এই কার্য করিবার পর সমাধিস্থলিতে সমস্ত ভারতভূমি পর্যটন করত যাবৎ মাস বিশেষ ক্ষুদ্র-সাধ্য ক্রতুর অনুষ্ঠানে তীর্থস্নায়ী হইবেন, আপনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন ॥৪০

শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যাপ্রণেতা পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথসাংখ্যবারি-কৃত অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[বলরামের বলদ্বারা বধ, মুষলব্যতিরিক্তলোহবর্জিত বলরামের ঊর্ধ্বে গমন, ব্রহ্মলোকাগমনাদি।]

শ্রীশুক উবাচ।

ততঃ পর্যুপাসাদ্য প্রভাসং সাগরোর্মিমৎ।
ত্রীন্যো বাহূনুদ্যতান্ সুদন্তক্ত সংযতঃ ॥১
অন্বোধমেবাত্মভূঃ যদুনেব বিনির্বৃতম্।
অন্তরং বজ্রনাভানাং লোকস্যানুকৃতং মুনিঃ ॥২

তং নিশাম্য মৃধোদ্যোগং বিমানশতসঙ্কুলম্।
যদুকৃষ্ণরণাভাসং সংস্থাপ্যাত্মক্ষয়ং যযৌ ॥৩
সমায় মূলং রাজঃ পরমেষ্ঠিবিলক্ষণম্।
হত্বা চ মৈত্রেয়কং যে দুর্মদাস্তমনুব্রতাঃ ॥৪
তমাকৃষ্য বলাগ্রেণ যদুবংশং যদূত্তমঃ।
মুষলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো দুষ্টি ত্রৈকক্ষমন্ত্রয়া ॥৫

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। ততঃ পর্যুপাসাদ্য প্রভাসং সাগরোর্মিমৎ (সাগরস্য ঊর্মিমৎ তীরং) সংযতঃ (সংযমী) ত্রীন্যো বাহূনুদ্যতান্ (ত্রীণি ঊর্ধ্বং উদ্যতানি বাহূন্ যস্য সঃ) সুদন্তক্ত (সুদন্তঃ) [সন্] অন্বোধমেব (সমুদ্রমেব) আত্মভূঃ (আত্মযোনিঃ) যদুনেব (যদুভিরিব) বিনির্বৃতম্ (বিনির্বৃতং) বজ্রনাভানাং (বজ্রনাভবংশীয়ানাং) লোকস্য অনুকৃতং (অনুকরণং) মুনিঃ (মুনিঃ) ॥২

তং (তং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) মৃধোদ্যোগং (মৃধে যুদ্ধে উদ্যোগঃ যস্য তং) বিমানশতসঙ্কুলম্ (বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং) যদুকৃষ্ণরণাভাসং (যদুকৃষ্ণয়োঃ রণাভাসঃ যস্য তং) সংস্থাপ্য (সংস্থাপনং কৃত্বা) আত্মক্ষয়ং (আত্মনঃ ক্ষয়ং) যযৌ ॥৩

সমায় (সমাগত্য) মূলং (মূলং) রাজঃ (রাজ্ঞঃ) পরমেষ্ঠিবিলক্ষণম্ (পরমেষ্ঠিনা বিলক্ষণং তথাবিধং) হত্বা (হত্বা) চ মৈত্রেয়কং (মৈত্রেয়েণ তথাবিধং) যে দুর্মদাঃ তমনুব্রতাঃ (তমনুগতাঃ) ॥৪

তমাকৃষ্য (তং তথাবিধং) বলাগ্রেণ (বলরামেণ) যদুবংশং যদূত্তমঃ (যদুবংশীয়ঃ) ক্রুদ্ধঃ (ক্রুদ্ধঃ) দুষ্টি (দুষ্টিং) ত্রৈকক্ষমন্ত্রয়া (ত্রৈকক্ষমন্ত্রেণ) মুষলেন (মুষলেন) অহনৎ (জঘান) ॥৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[বলরাম কর্তৃক বধলাভের বধ, মুষলব্যতিরিক্ত লোহ বর্জনের জন্য বলরামের ঊর্ধ্বগমন এবং ব্রহ্মলোক আগমন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সেই সময়ে পর্ব-দিবস উপস্থিত হইলে, অকস্মাৎ যজ্ঞ-ক্ষেত্রের চতুর্দিক হইতে পূর্বাদি দুর্মদবিশিষ্ট প্রভাস বাসীরা-বাহু পাণ্ডে বর্ষণ করত ভয়ানক বেগে প্রধাবিত হইতে আরম্ভ হইল।১

কিয়ৎকাল পরেই যজ্ঞশালার মধ্যে বলদ বিবিধ বিদ্যা ও পূর্বাদি অবধ্য প্রজাসমূহের পক্ষিত হইতে লাগিল এবং তাহার পরক্ষণেই মূল-রক্ষে বলরাম উপস্থিত হইয়া বলরামের বধনপক্ষে বিনষ্টিত হইল।২

অনন্তরাগত মূল্য ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ, ভক্ত-ভয়ঙ্কর বিদ্যা ও পক্ষবিশিষ্ট, ঐরাবতাদি, ঊর্ধ্বপুচ্ছ-মুষ্টিক-মুখ, মৃত্যুসদৃশের সেই বলদকে অবলোকন করিয়া।৩

বলরাম পক্ষ-সৈন্য বিনাশকারী মূলদ এবং মৈত্রেয়ক হলকে গ্রাস করিলেন। বলদেবের বধন করা মাত্রেই উক্ত হল এবং মূলদ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।৪

তখন আক্রমণকারী সেই বলদকে বলরাম বাহুর আকর্ষণ করত, ক্রোধ-বিকারিত-লোচনে মুষলের দ্বারা সেই যাদবকুলদ্রোহী বলদের মস্তকে অনবরত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।৫

সোঽপশ্যৎ ভুবি নির্ভিন্নললাটোদ্ধৃতং সদা।
দুঃখার্তস্বরং সৈন্যং যথা যন্ত্রণতোয়জম্ ॥৬
সংস্তভ্য তুমুলে যাদঃ প্রমুখ্যানিতরাংশ্চিরঃ।
অন্তর্বিজম্ মহাভাগ দৃষ্ট্বা বিস্মিত যথা ॥৭
বৈজয়ন্ত্যাঃ সুপর্ণাগ্র্যঃ শ্রীবামাবানপদ্মজাম্।
মালাম্ বাসসী দিব্যে দিব্যাভরণানি চ ॥৮
অথ বৈজয়ন্তমুজ্জহ্রুঃ কৌশিকীমেত্য রাজতৈঃ।
স্নাত্বা সরোবরবরাদ্ ধৃতঃ সরমুরাপ্লবৎ ॥৯

অনুস্রোতেন সরযূ প্রয়াগমুপগম্য চ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাংশ্চ জপ্ত্বা পুলহাশ্রমম্ ॥১০

গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আয়যৌ।
গয়াং গত্বা পিতৃন্ বিষ্ণুং গদাসাগরসঙ্গমে ॥১১

উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপে চ।
সপ্তগোদাবরীং বেণ্যাং পম্পাং তীর্থবরাং তথা ॥১২

(বৈহিরণ্যবিন্দিঃ) অথাসঃ সৈন্যঃ যাদবঃ সন্ যথা পশ্যতি তথা বিস্মিত-পশ্যতঃ (বিস্মিত পশ্যতি যস্য সঃ) অস্মাৎ অন্যান্ ভবিষ্যৎ মহাপুরুষম্ বৈষ্ণবম্ আবেষ্টয়ঃ ৬ মুখম্ মুখি যস্যাঃ ৭৮

(এবং তত্রস্থান্ সন্তর্প্য) মুনয়ঃ যাদবাঃ সরিদ্বরাঃ তথাপি আশিষঃ প্রযুঞ্জতঃ বিস্ময়ম্ যৈঃ বিদ্বাংসঃ বেণ্যাঃ যথা অন্তর্বিজম্ যথা মহাভাগাঃ যাদবম্ অতিবিজম্ জানন্তঃ ১৭

শ্রীবামাবানপদ্মজাঃ (শ্রিয়ঃ লোকাঃ বামনি অক্ষরাদি পদ্মানি যস্যাঃ তাম্) বৈজয়ন্তীং বহুরত্ন-পুষ্পবিচিত্রাং মালাম্ বিষ্ণু বাসসী বস্ত্রে দিব্যানি অক্ষয়াণি চ বাসাংসি চ ৮

অথ যদুবংশাবতংসা তৈঃ মুনিভিঃ অভ্যনুজ্ঞাতা যাদবঃ রাজতৈঃ সহ কৌশিকীম্ এত্য অবতীর্য তত্র ধৃতঃ সরোবরম্ অবাপ্য ততঃ সরযূম্ আপ্লবন্ত ইবাপ্লবন্ ৯

যঃ বরঃ সরযূ, অনুস্রোতেন অনুস্রোতেন প্রয়াগম্ উপগম্য অত্র স্নাত্বা দেবান্ সন্তর্প্য পুলহাশ্রমে পাদ্মপ্রভবক্ষেত্রে জপ্ত্বা ১০

তত্র গোমতীং গণ্ডকীং বিপাশাং শোণম্ চ পরং গত্বা বিষ্ণুম্ চ গয়াং তত্রত্যান্ পিতৃন্ গদাসাগরসঙ্গমে উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপে চ সপ্তগোদাবরীং বেণ্যাং পম্পাং তীর্থবরাং তথা ততঃ যথা দৃষ্টং বিশেষেণ তৎ তথা ১১-১২

যখন বৈহিরণ্যবি হতে অন্তর্বত্নী সৈন্য-পৃষ্ঠ যেমন আঘাত হইয়া ভীষণরবে ভূতলে নিপতিত হয়, অন্ত বলরামের মুখলাঘাতে বিদীর্ণ মস্তক হইতে রক্তাক্ত-জলের যখন প্রচুর রক্ত বমন করত, মদমত্তিত যেমনার নিকটস্থ বনভূমি নিপতিত হইল ১৬

যদুদের নিধনে মুনিগণ দগ্ধ হইয়া, বলরামকে মাত্র প্রকারে আশীর্বাদ করত বিশেষ প্রসন্ন করিলেন এবং কৃষ্ণপুত্রের নিধনে অবমাননা হইয়াছে, সেই মহাভাগ মুনিগণও বলরামকে সেইরূপ সম্মান এবং বিশিষ্ট হইয়া অভিবিজিত করিলেন ১৭

পরে তথায় অমল আয়ত-বক্ষল প্রফুল্ল কমল-বিনিষ্ট নানা-পুষ্প-গ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা, অপূর্ব বস্ত্রদ্বয় এবং দিব্য আভরণসমূহ বলরামকে তাঁহারা প্রদান করিলেন ১৮

মুনিগণের অনুমতিক্রমে পূর্ব হইতে বলদেব তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহাদের অনুমতি লইয়া, ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে কৌশিকী তীরে গমন করিলেন। তথায় যথাবিধি স্নানাদি সমাপন করত, যে সরোবর হইতে সরযূ নদী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সরোবরে গমন করিলেন ১৯

পরে তাহা হইতে সরযূর স্রোত অনুসরণে অগ্রসর হইয়া প্রয়াগে উপনীত হইলেন। তথায় স্নান, দান, পূজা এবং দেবতাদিগকে তোষাদি পূজা তর্পণ সমাপন করিয়া, হৃদয়ের পুলহাশ্রমে গমন করিলেন ১০

তৎপরে ক্রমশঃ গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা এবং শোণে অবগাহন ও স্নানাদি করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় পিতৃলোকের উদ্দেশে পাত্র ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করাইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন ১১

তদা দৃষ্ট্বা তথা রাজঃ শ্রীশৈলং বিষ্ণুবালয়ম্।
ত্রিবিক্রমং তথাপূর্ণাং দৃষ্ট্বাত্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥১৩
কাঞ্চকোষ্ঠং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীং চ সরিদ্বরাম্।
শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥১৪
তত্রত্রিঃ হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা।
সাষ্টাঙ্গং নেত্রজলয়ত্বাপারক্তনাশনম্ ॥১৫
উত্থায়ভূতথাম্ বেদমূর্ত্তিমন্তোত্রা হলায়ুধঃ।
কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ং চ কুলাচলম্ ॥১৬

তদাবস্থাং মহালীলং নবস্থাপ্যবিস্মিতঃ চ।
যোজিহ্বস্তেন চাশ্চর্য্যমনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম্।
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যং দুর্গাং দেবীং নমস্য সঃ ॥১৭
ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্।
বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বাপশ্যৎ প্রভাসকম্ ॥১৮
তত্রোপস্পৃশ্য বিপ্রেভ্যো ভগবান্ কেশবাদ্ভুতম্।
সোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র মূর্ত্তিমৎ ॥১৯

তথা মহাপুণ্যং বেণীম্ অগ্নিং ত্রিবিক্রমং দৃষ্ট্বা প্রভুঃ হরঃ কাঞ্চকোষ্ঠং চ তথা পুরীং সন্নিহিতাং কাবেরীং। তথা মহাপুণ্যং শ্রীরঙ্গাখ্যং ক্ষেত্রং যত্র—যস্মিন্ হরিঃ সন্নিহিতঃ। তথা হরেঃ ক্ষেত্রম্ অবস্থিতং তথা দক্ষিণাং মথুরাং। তত্র মহাপাতকনাশনং সাষ্টাঙ্গং নেত্রজলং অবহৎ। তত উত্থায় পুনঃ প্রণম্যেতি। তথা রামায়ণী কথাং, কৃতমালাং তথা তত্র চ মহাবটং অবস্থিতা অক্ষয়বটং ক্ষেত্রং অনন্তশয়নং চ হরিক্ষেত্রম্ অবস্থিতং ক্ষেত্রং অনন্তশয়নং। তথা তাম্রপর্ণীং তথা, কুলাচলং তথা তত্র চ মহাবটং অবস্থিতা অক্ষয়বটং ক্ষেত্রং অনন্তশয়নং ক্ষেত্রং অবস্থিতং চ হরিক্ষেত্রম্

তদাবস্থাং মহালীলং নবস্থাপ্যবিস্মিতঃ চ।
যোজিহ্বস্তেন চাশ্চর্য্যমনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম্।
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যং দুর্গাং দেবীং নমস্য সঃ ॥১৭
ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্।
বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বাপশ্যৎ প্রভাসকম্ ॥১৮
তত্রোপস্পৃশ্য বিপ্রেভ্যো ভগবান্ কেশবাদ্ভুতম্।
সোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র মূর্ত্তিমৎ ॥১৯

অর্থং নমস্য সঃ। ততঃ কন্যাখ্যং তথা দেবীং সঃ নমস্য ॥১৬-১৭

ততঃ ফাল্গুনম্ অবস্থাতুং, ১মং পঞ্চাপ্সরসং চ আসাদ্য তত্র স্নাত্বা যদম্ অদ্ভুতং অপশ্যৎ প্রভাসকং অপশ্যৎ ॥১৮

ততঃ তদনন্তং স্নাত্বা কেশবান্ বিপ্রেভ্যঃ তেভ্যঃ অভিপ্রেত্য তত্র মূর্ত্তিমৎ সান্নিধ্যং অস্তি, তং সোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং অবসৎ ॥১৯

রাজপদকে দান করিয়াছিলেন।

তৎপরে হলায়ুধ ক্রমান্বয়ে কৃতমালা, তাম্রপর্ণী অমর করত মলয়পর্ব্বতে উপনীত হইলেন; তথায় মহালীলা মহামুনি অগস্ত্যকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত অভিবাদন করিলেন।

অগস্ত্য তাঁহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করত অনুমতি করিলে, বলরাম অভিপ্রায়ানুসারে যাত্রা করিলেন এবং তথায় কন্যানাম্নী দুর্গাদেবী দর্শন করিলেন।১৬-১৭

তথা হইতে অনন্তপুরে গমন করিলেন, তথায় বিষ্ণুর নিত্য বিরাজ করিবার ভূমি পঞ্চাপ্সর নামক উত্তম তীর্থে উপনীত হইয়া অদ্ভুত স্নেহ প্রাপ্তি-প্রকাশ দান করিলেন।১৮

অনন্তর সেই অর্ণব সেতুর এবং নিত্যবাস দেবগণের অভিপ্রায় করিয়া সোকর্ণ নামক শিবক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে ভগবান্ শূলী নিত্য বিরাজ করিতেছেন।১৯

আর্জ্জুনিঃ বৈশাখীং দৃষ্ট্বা পূর্ণাবিকবলাং বলঃ।
তার্ক্ষ্যং পরাক্ষীং নির্ব্বিভ্যাদুপলভ্যাব্রবীদ্বচঃ ॥২০
এষিষ্ণু বেগবন্তং বয়ং বাহিনীং পুরী।
অনুভীর্যমুপস্পৃশ্য প্রভাতং পুনরাগমৎ ॥২১
প্রেক্ষ্য বিরাজং কথয়ামাস কুরুপাণ্ডবসংযুগে।
সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞবিদং তাত যেন হন্যাৎ ক্ষুধং ॥২২

ন তীব্র-সূর্য্যোদয়রোগশক্যাং মুহূর্ত্তমার্চ্ছৎ।
যাবদ্বিভুং বিশ্বসহং জনায় মহাবলঃ ॥২৩
যুধিষ্ঠিরস্য তং দৃষ্ট্বা মনো কৃষ্ণার্জ্জুনাবপি।
অর্জ্জয়াজ্ঞাকরস্তুষ্টো কিংবিধেয়ুর্ব্বিযোগয়ঃ ॥২৪
আপাণ্ডবী ঐরবী দৃষ্ট্বা সংবৃতৌ বিজয়ৈষিণৌ।
মহদ্ভাগি বিচিত্রাণি চেষ্টাস্যিত্বরবীৎ ॥২৫

ভৈরবীম্ (ভীষণ অথবা ভয়ানক) আমার ভেরীর দৃষ্টি। পূর্ণবিকবলাং (পূর্ণ ভক্ষণ করিয়াছে) বলং আমার। তার্ক্ষ্যং (অশ্বের) পরাক্ষীং নির্ব্বিভ্যাদুপস্পৃশ্য (ভয় পাইয়া) প্রবিষ্ট বেগে আমার বাহিনী পুরী প্রবেশ করিয়াছে। তাহা অনুভীর্য্য উপস্পৃশ্য পুনঃ প্রভাতে আসিয়া ইহা জানাইয়াছে ॥২০-২১

তার প্রত্যক্ষ বিরাট কথামাত্র কুরুপাণ্ডবসংযুগে সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞবিদং হইয়া কিরূপ ভাবে কথা কহিয়াছে তাহা যেন হন্যাৎ ক্ষুধং ইহা বলিয়াছে ॥২২

পরে তীব্র সিংহাদিনী অর্থাৎ ভেরীকে বর্জন করিয়া, বলরাম মুহূর্ত্তকাল ঈর্ষা করিলেন এবং যথাক্রমে তাপী, পয়োষ্ণী এবং নির্ব্বিন্ধ্যাকে অবগাহন এবং যথাবিধি সন্ধ্যা তর্পণাদি সমাপন করিয়া মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২০

মন্ত্রণাগৃহ হইতে বেগা (বলবা) তীরে উপনীত হইলেন। এই বলবাতীরেই বেগাবনে বাহিনীপুরী প্রবেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার মহাবীর্য্য আমাদি করিয়া পুনর্ব্বার তিনি প্রভাসে গমন করিলেন ॥২১

বলরাম প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, রাজাদিগের মুখে যখন শ্রবণ করিলেন যে, কুরু-পাণ্ডবদিগের ভীষণ সংগ্রামে সমবেত রাজন্যবর্গ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনি জনজিঘাংসায় কুরুপাণ্ডবসেনার পূর্ণ পুষ্টি বলিয়াই অবধারণ

করিলেন ॥২২

এদিকে কেবল ভীমসেন এবং দুর্য্যোধন সমানযুদ্ধ বিদ্যমান আছেন জানিয়া, যাঁহাদের উভয়কে নিরাকরণ অভিপ্রায়ে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন ॥২৩

তথায় মহাবলবান বলরামকে উপনীত অবলোকন করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল-সহদেব এবং কৃষ্ণার্জ্জুন সকলেই প্রণাম এবং অভিবাদনাদি করিলেন; কিন্তু কি বলিবার অভিপ্রায়ে বলরাম তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা জানিতে না পারায়, অথবা কেহ কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবেই অবস্থান করিলেন ॥২৪

এদিকে ভরতবংশের কাহারও সহায়তে উদ্যত ভীম এবং দুর্য্যোধন অবস্থানে উপস্থ হইয়া, পরস্পরে মল্লযুদ্ধাকারে বিহরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, হলায়ুধ উভয়কে সম্বোধন করত বলিলেন— ॥২৫

দুর্যোধনস্তব ও ভীষ্মবধ

দুর্যোঃ কুরুবলভী ভীরো যে যাস্যসি যে মুকোদর।
একং প্রাণাধিকং মুক্তে ভীষ্মেণ শিখণ্ডিনম্ ॥২৬
তস্যাহমেকরন্ধ্রেণ দুর্যোঃ সংযৌধয়োঃ।
ন লক্ষয়তে অরোহতো বা বিবরন্ধ্রমলো বলং ॥২৭
ন তদ্বাক্যং জগৃহুর্দুর্যোধনৈরো মৃগার্থিবৎ।
অনুস্মরন্তাস্তদ্বোক্যং দুঃশকং দুঃশকাদি চ ॥২৮

শিখণ্ডিঃ তদনুজাবো যামো যাবন্তরী যমী।
ঔত্তমৌজসি শ্রীরৌদ্রীতিতি: সমুপাগতঃ ॥২৯
যং পূর্বটৈত্তিকং প্রাগুদ্যমোদ্যোগজম্ মুধা।
ক্রমন্তং ক্রুদ্ধিঃ সর্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্ ॥৩০
স্মেরো বিস্তব্ধবজ্ঞানং তমবাদ্ যাবরম্ বিদুঃ।
মৈনেয়াস্ত্রফলো বিবরাত্মানং বিদম: বিদুঃ ॥৩১

যে যাস্যসি (যুধ্যসে)। যে মুকোদর ভীম! দুর্যো কুরুবলভী ভীরো। একং ভীষ্মং (মুখ্যযোদ্ধারং) প্রাণাধিকং। [আমার প্রাণের সমান অধিকার] হেতু ভীষ্ম একং মুখ্যযোদ্ধারং শিখণ্ডিনা (যদা দ্রুপদ্যা স্ত্রীস্বভাবেন-হৈতুকেন) সংযোধয়োঃ সংযুধ্যসে ॥২৭

তস্যাং সংযোধয়োঃ দুর্যোঃ। অবসরস্য হৈ দুর্যে তস্যাং সংযোধয়োঃ যা ঔদ্ধত্যাদ্ হৈতু ন লক্ষয়তে। অয়ং বিবরঃ অয়ং রন্ধ্রঃ দুর্যো বিবরন্ধ্রং ॥২৭

যে দুর্যো। যদ্যপি তব হৃদয়ং বজ্রসমং, তথাপি তুচ্ছিদ্রম্, যথাপি অস্ত্রাণাং ছেদকং তীক্ষ্ণং। অস্ত্রাণাঞ্চ তব; অহৈতুকী তব; ভীষ্মবধো যো ময়া ত্বদ্ভুজাভ্যাং ॥২৮

ঔত্তমৌজসি (ঔত্তমৌজসা) শ্রীরৌদ্রীতিতি: (শ্রীরুদ্রাখিলবিগ্রহঃ (শ্রীরুদ্রঃ অখিলা বিগ্রহঃ তনবঃ যস্যাঃ তাদৃশ্যঃ দেবতাঃ যস্য তাদৃশ) ভীষ্মঃ যং পূর্বং বৈত্তিকং প্রাগুদ্যমোদ্যোগজং (প্রাগুদ্যমঃ প্রাগুদ্যোগঃ তস্মাজ্জাতং) মুধা ক্রমন্তং ক্রুদ্ধিঃ সর্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্ ॥৩০

স্মেরো (ঔদ্ধত্যাদ্যাদিতি:) বিস্তব্ধবিগ্রহঃ (বিস্তব্ধা অখিলা বিগ্রহঃ তনবঃ যস্যাঃ তাদৃশ্যঃ দেবতাঃ যস্য তাদৃশ) তমবাদ্ যাবরম্ বিদুঃ মুধা হতেন শৈখণ্ডিনা ভীষ্মেণ ॥৩০

অহে যৌবন! তোমরা উভয়েই তুল্য বলী হইয়া মুধা কেন বিজয়ের প্রার্থনায় প্রভুর ভবিষ্যৎ এই যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছ! হে ভীমসেন! হে মুকোদর! তোমাদের উভয়ের মধ্যে মুকোদর যেমন বলে অধিক, দুর্যোধন সেরূপ বিদ্যায় অধিক। আমারই সর্বনাশে দুর্যোধন যেরূপ যথাযুক্ত বিদ্যা অধিগত করিয়াছেন, ভীষ্ম সেরূপ প্রয়োগ-প্রণালী না জানিলেও, বলে তদপেক্ষা অধিক বলবান্ বলিয়া আমি মনে করি। (বিশেষতঃ ভীমসেন আমার সম্পর্কে যেমন প্রাণাধিক, দুর্যোধন আমার নিধন বিষয়ে তেমন প্রাণাধিক)। অতএব তোমরা উভয়েই আমার নিকট তুল্যবলী ও তুল্য প্রিয় বলিয়া জ্ঞান হইতেছ ॥২৬

অতএব সমরার্থী উভয়ের মধ্যে এই যুদ্ধে কোন বিশিষ্ট বল লাভের সম্ভাবনা দেখি না। ইহাতে যে কেহ একজন যে, অন্যকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়া নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় কাহারও লক্ষ্য হয় না। সুতরাং উভয় বিষয়ে তব হইতে তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও, ইহাই আমার অভিলাষ ॥২৭

হে যাজ্ঞ! বলদেবের বাক্য বৃদ্ধিযুক্ত হইলেও, পরস্পরের অতি কুটিল অবলে এবং অন্যায়ের সঙ্গ করিয়া, ভীম এবং দুর্যোধন উভয়ের হৃদয় এমনই বাধিত হইয়াছিল এবং পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাবেশে পরস্পরে এমনই রুদ্ধ-সঙ্কল্প হইয়াছিল যে, বলদেবের বাণী তাঁহাদের হৃদয়ে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা পূর্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৮

এবম্বর্ণনে বলরাম বুঝিলেন যে, অদৃষ্টই ইহাদিগকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছে; ইহাদিগকে নিবারণের চেষ্টা বৃথা বুঝা গতশ্রম বোধ। এই ভাবিয়া তিনি আর কিছু না বলিয়া দ্বারবতীতে প্রস্থান করিলেন। তথায় উগ্রসেনাদি জ্ঞাতিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ বৃত্তিলাভে কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন ॥২৯

ভীষ্মবধের প্রসঙ্গে বহুকাল প্রবাসে থাকায়, বলদেবের হৃদয়ে কুরু-বলয়ের পরমাত্মীয় স্পর্শ অল্প

যশাস্ত্রাবস্থবস্ত্রাত্মো জাতিবন্ধুস্বরূপধৃক্।
যেন জন্মোৎসবেনেহ পূজ্যতে পুরুষোত্তমঃ ॥৯৯

ইত্যুক্ত্বিধানসংখ্যানি ফলঞ্চ তদশেষতঃ।
অবস্তস্যাগ্রমেয়স্য মায়াবর্তস্য সংস্থিতি ॥১০০

যোঽনুস্মরেত্ত যামস্থ ক্রমাণ্যনুক্রমেণ চ।
সমাং প্রাপ্তবন্ধুস্থ বিষ্ণোঃ স যাস্যতি ভবেৎ ॥১০১

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মহাপুরাণে পাদ্মসংহিতায়াং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং ব্রহ্মসংহিতে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

বিষ্ণু ভগবান্ তদবস্থায় তেজো ধরিবার বিষয় বিচার করেন, যে জন্মের আকৃতি কিরূপ, তথা বিষয় (বিষ শব্দটি যারা বিষ্ণু ইতি অনুসরণ করায়) ও যে কারণ বিষ্ণু পরিত্যাগ করেন ॥৯৭

তদনন্তর যেরূপে যে অবস্থানকালে ব্রহ্মাদেবগণ ভগবান্ পুরুষোত্তম জাতিবন্ধুস্বরূপ ধারণ করেন ॥৯৮

ইত্যুক্তবিধানে ইজ্যাদিকার্যে এবং তদনন্তর অবস্থানে যারা যেরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় তাহা বিষ্ণু বিশেষ করে ॥৯৯

অবস্থানের অবস্থানে যারা যেরূপফলপ্রাপ্তি হয় তাহা বিশেষ করে ॥১০০

অনুক্রমণে (অনুক্রমে যারা যেরূপে ক্রমাদি করে) অবস্থান যেরূপে হয়, তাহার ক্রমাদি যে পুরুষ যারা অনুস্মরণ করে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর সমান হয় ॥১০১

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মহাপুরাণে পাদ্মসংহিতায়াং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং ব্রহ্মসংহিতে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

নাই। সুতরাং বিষ্ণু বিষ্ণু ভূমে যান করিয়াই তিনি পুনরায় বৈষ্ণবিক্যে যাত্রা করিলেন। তখন ঋষিগণ সাকার ব্রহ্মবিদ্যারা অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন ॥৯০

ভগবান্ সর্বগত প্রভু হইয়া, বিষ্ণুর নির্দেশ জ্ঞান তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন; যে জন্মের প্রসাদে মুক্ত জীব বিজ্ঞানময় ব্রহ্মলোকে জন্ম-মরণ এবং ব্রহ্মলোকের ভগবান্ যাতে অনুস্মরণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥৯১

পরে ঋতীক-পত্নী সেবন্তীর সহ অবস্থান স্থান করিয়া, জাতি ও বন্ধুস্বরূপে পরিচয় এবং বন্ধুলাভাদি শ্রেণিত ভগবান্ বিষ্ণুর জোৎস্নাপ্লুত-মূর্তির পূর্ণ-অবয়বের প্রতি অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন ॥৯২

অবস্থানের লীলা-চতুরা-বিস্তার অনন্ত বলশালী নাগার অবস্থানকাল ভগবান্ বলদেবের প্রত্যক্ষ অনন্য লীলাভঙ্গি (অদ্যাপি প্রচারিত) আছে ॥৯৩

যে ব্যক্তি এই অনুক্রমণ ভগবান্ অবস্থানের বলদেবের লীলাভঙ্গি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যহ-সায়াহ্নে পাঠ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সিদ্ধলোক হন ॥৯৪

শ্রীবরাহবিষ্ণুব্যাসপ্রণীত পাদ্মসংহিতা অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবতবরাহপুরাণের ব্রহ্মসংহিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্তপ্রমথনাথশর্মাভি-কৃত একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

[পরমেশ্বরকর্তৃক ব্রহ্মার উপাখ্যান।]

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ বাধি চাত্মানি মুক্তশ্চরতি সর্বদা।
যৌগিনামপ্রতর্ক্যস্য যোগৈশ্বর্য্যস্য প্রভো ॥১
কো নু তদ্বেদনাদ্বন্ ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাত্মসংকথাঃ।
বিস্তরেণ বিশেষজ্ঞো বিদ্যঃ কারণকারণৈঃ ॥২

যা বাক্ যস্য তত্ত্ব গুণান্ গৃহীত

তয়ো চ তৎকর্মতয়ো ভবন্ত।

স্মরেম্ ভবন্তং শিরসন্নমেম্

শৃণোতি যৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥৩

অন্বয়ঃ

হন্ত পরমেষ্ঠিন্ ইতঃ। যে ভগবন্! অনন্তযৌগিন সর্বদা: প্রভো: মুক্তশ্চ যদি আত্মনি চরতি, যদি বোঃ তস্য বিজ্ঞানং ইত্যাদি ॥১

যে ব্রহ্মন্! বিস্তরেণ কারণকারণৈঃ (বিস্তরেণ অধিকারিভেদেন কারণৈঃ কর্মভিঃ সহ যাঃ যোগৈশ্বর্যয়োঃ কথাঃ) অনন্তঃ প্রাণায়ামেন সমাধিনা আত্মনঃ বিশেষেণ বিদ্যঃ বিজ্ঞাতুং ক্ষমাঃ স্যুঃ ইতি বিশেষজ্ঞঃ বিশেষেণ ন

অন্বয়ঃ

যোগৈশ্বর্যয়োঃ ॥২

যা বাক্ যস্য তত্ত্ব গুণান্ গৃহীত ভবতি, সা এব তস্য স্তবঃ ইতি। তত্ত্ব ভবতঃ তয়োঃ (ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিরূপয়োঃ তব মূর্ত্তয়োঃ ইতি যথাক্রমং) যানি এব কর্মাণি। বিষ্ণু ভবন্তম্ যে স্মরন্তি যদ্বা তত্ত্ব ভবন্তম্ এব যে নমন্তি আত্মনি এব নমন্তঃ, যদ্বা তত্ত্ব ভবতঃ পুণ্যকথাঃ যে শৃণোতি সা কর্ণঃ এব সফলঃ ভোঃ ॥৩

অশীতিতম অধ্যায়।

[পরম কারণরূপে পুরুষের উপাখ্যান।]

ব্রহ্মা পরমেষ্ঠি শ্রীবিষ্ণুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! অনন্তযৌগী প্রভু মুক্তিদাতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক যে সমস্ত যোগৈশ্বর্য্য পরিচালন লীলাব্যাপার জগতে বর্ত্তিত আছে, সেই সমস্ত জগতের তত্ত্ব আমার একান্ত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥১

হে ব্রহ্মন্! এই সংসারে অতীব কঠোর সাধনের প্রার্থনায় নিরন্তর পরিশ্রম করিলেও দৃঢ় পরিশ্রম ও গ্লানি স্বীকার করিয়াও কোন বিশেষ ফল যে লাভ করা যায় না, তাহা বিশেষজ্ঞগণ যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন, তাদৃশ বিজ্ঞগণ কোন ব্যক্তি ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল বিদ্যুদ্বৎ-ধারিণী লক্ষ্মী লীলাকথা বারংবার শ্রবণ না করিয়া, স্থির থাকিতে পারেন ॥২

অহো! এই চঞ্চলরাশি ধৈর্যবর্জ্জিত লোকে এরূপ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাহাতে ইহলোকের সার্থকতা ঘটে; যে বাণী ভগবানের লীলাগান করিতে পারে, সেই বাণীই সফলা; যে হস্ত তাঁহার পূজাদির অর্চনা-বিধিতে ব্যস্ত থাকে, তাহাই প্রকৃত হস্ত এবং যে মন ভাবনা-ভগবানের পদ-বিন্যাস অন্তর্যামিরূপে বিভাবন শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করে, সেই প্রকৃত মন এবং যে কর্ণ তাঁহার পবিত্র পুণ্য-কথা শ্রবণ করে, সেই কর্ণই প্রকৃত প্রস্তাবে সফল করিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥৩

পিতর অন্যোন্যদিদৃক্ষয়ানমে-
অক্ষং মৎ পঙ্কজি ওঘি চক্ষুঃ।
অথাপি বিপ্রোষিত তদ্ধনানাং
পাথেয়কং যদি তর্কয়তি বিত্তম্ ৪৪

সূত উবাচ।
বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নাক্ষোঽব্রবীৎ ৪৫

শ্রীশুক উবাচ।
কৃষ্ণভাগীং সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ৪৬
যদৃচ্ছোপপন্নেন বর্তমানো গৃহাশ্রমী।
তস্য ভার্যা কুচৈলস্য বুভুক্ষা চ তথাবিধা ৪৭
পতিব্রতা পতিং প্রাহ প্রায়স্তা কৃশমেব তা।
লক্ষ্মীর্যা লোকনাথস্য যা বেদানামধিশ্বরী চ ৪৮

ভক্ত উদ্ধবাদির প্রাণাধারত্ব নিজে পরীক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ এই নিজ সকলকে, তথা তাহাদের যে পঙ্কজি বা দ্বি চক্ষুঃ সকলকে। অথ বিপ্রোষিত মৃত তথাবিধ উপায়ের ও পাথেয়রূপ বিত্তম্ যদি তর্কয়তি, যদি অথাপি এরূপ সম্ভাবনা ।৪৪

সূত উবাচ। বিষ্ণুরাতের পরীক্ষিত্ সম্পৃষ্ট ভগবান্ বাদরায়ণি শুকঃ তদনন্তর ভগবতি বাসুদেবে শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নাক্ষ (নিমগ্ন আসক্ত হইল যে অক্ষি যাঁহার সে) হইলেন ।৪৫

শ্রীশুক উবাচ। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বিরক্তঃ, বিশেষরূপে জিতেন্দ্রিয়া প্রশান্তাত্মা (প্রশান্ত হইয়াছে অন্তঃ-করণ যাহা অর্থাৎ বিষয়-

ভোগ-বাসনা-রহিত) ব্রহ্মবিত্তমঃ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, অথচ ব্রাহ্মণ কুলের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ।৪৬

যদৃচ্ছা উপস্থিত প্রারব্ধানুরূপ আপনিই যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুচৈলস্য (কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে) তার ব্রাহ্মণের ও তথাবিধা বুভুক্ষা (ক্ষুধা আছে) ভার্যা ও আছে ।৪৭

এবম্ প্রায়ঃ ক্ষুধয়া অন্নের অভাবে যেমনটা হইয়া থাকে, লোকনাথস্য-লক্ষ্মীর-পতিব্রতা-শিরোমণি ও লক্ষ্মী না পতিব্রতা ভার্যার পরিচর্যা-পরিশ্রম করিয়া এরূপ ।৪৮

স্বাধ্যায়-অধ্যয়নে বিবিধ পরার্থে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের অনেক-জনে যে সকল এহুতকে প্রদানার্থ প্রস্তুত থাকে, তার কতকই প্রস্তুত সকল এবং যে চক্ষু এই উভয়ের অন্তরে ভগবদ্ভাব অনুলোকন করে, সেই প্রকৃষ্ট চক্ষুঃ। যে সকল অক্ষ শ্রীহরির চরণারুণ এবং ভগবদ্ভক্তের পাথেয়রূপ নিত্য স্বীকার করে, সেই সকল অক্ষী সংসারে অক্ষ বলিয়া পরিচিত ।৪৪

সূত উক্ত ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—হে ঋষিগণ। ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া, মনে মনে ভগবান্ বাসুদেবের পরীক্ষা করে চিত্ত সমাধান পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—।৪৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! বেদার্থ-পারদর্শী প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয় এবং বিষয়াসক্তিশূন্য শ্রীমান নামে একজন ব্রাহ্মণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একজন সখা ছিলেন ।৪৬

ঐ ব্রাহ্মণ দুরবস্থাতেও অবস্থান করিলেন, প্রারব্ধ-ফলে যদৃচ্ছালব্ধ অন্নাদির দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিতেন; প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অথবা নিকটস্থ না যাচ্ঞা হইতেন না। অতি হীন হীন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা গৃহাশ্রমযাত্রা নির্বাহ করিতেন। অর্থাভাবে অতি জীর্ণ ও মলিন বসন পরিধান করিয়াই তাঁহাকে কালাতিপাত করিতে হইত। তাঁহার পত্নীও একান্ত পতিব্রতা; অন্নাভাবে জীর্ণা শীর্ণা হইয়াও, স্বামীর চিত্তানুরূপে কখন প্রতিনিবৃত্তা হইতেন না।৭

কোন সময়ে অন্নাদির একান্ত অভাবে পত্নী অতীব দুঃখিনা হইলেন; এমন কি। ক্ষুধাতুর স্বামীকে ভোজনার্থ কিছু দিবেন, এমন কিছু সংস্থান করা যায়; অথচ স্বামীকে সে অবস্থায় প্রবাসেও বিদায় করিয়া এবং পরে স্বামীকে উদ্বেজিত করা হয়, এই ভয়ে তদ্বিষয়ে অবহেলা হইলেন। কিন্তু নিরুপায় দেখিয়া তদ্দর্শনে স্বামীর সমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন—।৮

বহু ব্রহ্মন্ ভবতঃ সদা সাক্ষাদ্বিষ্ণুঃ পতিঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ভবন্তম্ সাধুবৎসলঃ ॥৯
তমুপৈহি মহাভাগ সাধূনাং চ পরায়ণম্।
যাজয়তি ত্রিবিৎ ভূত্বা নীলয়ে যে কুটুম্বিনে ॥১০
আত্মেশ্বরো যাদবস্যাং যোগমূর্তিরকেবলঃ।
শরণ্যঃ পাদকমলযাজনমপি যজ্ঞতি।
কিং ধর্মকামান্ ভজতো নাত্যতীষ্টান্ ভবংস্তথা ॥১১

হে ব্রহ্মন্! ভবতঃ বৈদ্যাদিকুলস্য ত্বম সাক্ষাৎ বিষ্ণুঃ পতিঃ প্রভুঃ। ব্রহ্মণ্যশ্চ, শরণ্যশ্চ পরমেষ্ঠী সাক্ষাদাম ভক্তাধীন্ ভবন্ত পাদেন ভবন্তম্ বৈদ্যকুল ইতি যাবৎ ॥৯

অতঃ হে মহাভাগ! সাধূনাং পরমেষ্ঠী ত্বম্ এব ইতীদানি উপলব্ধ, সং সৌভাগ্যে 'ভগবান্' ইত্যাদৌ। কুটুম্বিনে পরিবারবর্তিনেবায়, যে কৃতজ্ঞ কৃষি বয় ত্রিবিৎ ত্রয়ো বেদা জানাতি ত্রৈবেদ্যকুলবেদজ্ঞঃ (ত্রৈবেদ্যাত্মা ভবতাত্মা ইতিবৎ পাঠঃ ন:) অতুল ভবেদ্যাত্মা যাজয়তি এব আছে।

পরমেষ্ঠং পরতঃ ত্বয় ভবান্, তং আত্মানম্ অপি ভজতি ভবানি, তাং ভবতঃ ভবন্ত কৃষ্ণে ভবান্ স এব জগদ্যো ত্রিত্রা বহুশঃ প্রার্থিতো যত্ন। অতঃ কি পরমো লাভ উত্তমশ্লোকদর্শনম্ ॥১২

ইতি সঞ্চিন্ত্য তত্রত্য কৃষ্ণায় মতিং দধে।
অন্যত্রাপ্তাদরঃ কিঞ্চিদ্ ভূয় কল্যাণি বীক্ষতাম্ ॥১৩

যাচিতা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্।
চৈলখণ্ডেন তান বদ্ধা প্রেম্ণা ভক্ত্যোপপাদয়ন্ ॥১৪

অতাতীষ্টান্ পরিপালিতবিশেষান্ ন অভিলষিতান্ অর্থকামান্ বিভক্তবান্ ভজতঃ ভজতে ইতি কিম্ বক্তব্যম্ ॥১০-১১

এবম ভগবতা সহ: সহকারেণ দৃঢ়: সাধারণ প্রার্থিতো যা বিপ্রঃ উত্তমশ্লোকদর্শনম্ ইতি আহ এব হি পরমো লাভো ইতি মনসা সঞ্চিন্ত্য মনসা মতিং দধে। তত্রত্য তস্মাৎ স্থান যদা। হে কল্যাণি। অপি যদি কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ উপাসন ভবতঃ সকাশাদাসম এব অতি, তদি বীক্ষতাম্। ইতি উক্তা তদিত্বা সা (চতুষ্টিম্ বহুবচনম্ ৬।৪: প্রতিবচনিকং) বিপ্রান্ যাচিতা চতুরো মুষ্টীন্ পৃথুকতণ্ডুলান্ প্রাবারিচিত্রম্ আদায় চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধা তত্রৈ উপায়ন প্রদায় ॥১০-১৪

হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখেই পূর্বে শুনিয়াছি যে, কমলাপতি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা; তিনি ব্রাহ্মণভক্ত এবং ভক্তজনের প্রতিপালক। শরণ লইবার উপযুক্ত পাত্র একমাত্র তিনিই; এবং আপনিও বৈদ্যকুলাদি অংশে শুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কৃত—॥৯

অতএব সাধু সজ্জনগণের সম্পূর্ণ আশ্রয়স্থল সেই পরমহিতৈষী যদুবংশের সহিত যদি আপনি উপস্থিত হন, তাহা হইলে আপনার আর সাংসারিক দুঃখ থাকে না। পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত থাকিয়া অর্থাভাবে আপনি কিরূপ ক্লেশ পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট গমন করিলে, আপনার সকল অভাব পূর্ণ হইবে; তিনি অযাচিত ভাবে আপনাকে প্রদান করিতে পারেন ॥১০

বিশেষতঃ তিনি সম্প্রতি অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে এই ক্ষোভ, দুঃখ ও অভাবাদি যদুবংশীয়গণের প্রতিপালনরূপে এই যাত্রাবস্থাতেই আছেন।

আহা! যাঁহার চরণ-কমল কেবল স্মরণ-মনিরে চিন্তা করিলেই, যিনি ভক্তকে আত্মসমান পর্যন্ত প্রদান করেন, তখন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ অযাচিতের ফল অর্থকামাদির প্রার্থনা করিলে সেই ভগবৎভক্ত তাহা যে পূরণ করিবেন—ইহাতে আর বলিবার কি আছে ॥১১

নানাপ্রকার অনুনয় ও বিনয় সহকারে সেই পত্নীকর্তৃক যাচমান প্রাপ্তির হইয়া, ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই উপলক্ষে উত্তমশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার একটী উত্তম

স তামাদায় বিপ্রাগ্র্যঃ প্রযযৌ স্বাবকাং বিভুঃ।
কৃষ্ণদর্শনজং তত্র কর্ষন্ ক্লান্তিং চিরন্তনম্ ॥১৪
ঔর্বীং তদ্রাজধানীঞ্চ বিভ্রৎ কঞ্জারুণেক্ষণঃ ন বিদুঃ।
বিপ্রোঽন্তঃপুরগঃ কৃষ্ণপত্নীনাং দুরবস্থানবিপাম্ ॥১৫
দূরাদ্ বীক্ষ্যাসনাগারাদ্ ঋষিবৎ সহসোত্থিতঃ।
বিবেশৈকতমং শ্রীমৎ প্রভাবেন্দ্রং গতো যথা ॥১৬

তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্যঙ্কমাস্থিতঃ।
সম্ভ্রমোত্থায় চাভীক্ষ্ণং তয়োঃ পর্যহরৎ মুদা ॥১৭
সদ্যঃ প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদাবভ্যর্চ্য সানুজম্।
প্রীতো বহুগুণবিভ্রম্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥১৯
অথোপবেশ্য পর্যঙ্কে স্বয়ং সম্ভ্রম্য সৎকৃতম্।
উপহৃত্যাববিদ্যাস্য পাদৌ পাদবতো মুদা ॥২০

স বিপ্রঃ তম্ আসাদ্য কৃষ্ণদর্শনম্ এব তস্য শ্রমং হরতি ইতি বিপ্রম্ বিশেষতঃ বিশ্রমং করোতি ॥১৫

তত্র ঔর্বীং তদাখ্যাং নগরীং ইত্যেবমাখ্যাং, তথা বিভ্রৎ তত্রত্য ঐশ্বর্যাণি চ ৷ অন্তঃপুরং অধিকৃত্য, ন তু বিশঃ অতঃ বিশ ৷ ঋষিবৎ ন তু বিশঃ অনুচিতবিধম্ ৷ অনুচিত এব তথা আসাদ্য যেন তেন ৷ অবস্থানেন দর্শনাভাবম্ অনুভবতঃ দুঃখিতস্য ৷ দূরাদ্ ইত্যাদি ॥১৬

ইতঃ পরমেবমাদয়ো বহিরঙ্গাঃ দূরাদ্ এব শ্রীমৎ একতমং দূরং বিবেশ ৷ তথা ৷ ন তু বিশঃ একতমং তথা তথা

ভাবিতি তথা বদন্ ॥১৭

বিপ্রাগ্র্যম্ (বিপ্রাণাং পশ্চাৎ গচ্ছতি) ব্রাহ্মণিঃ অনুগত ন ব্রাহ্মণ দূরাৎ এব বিলোক্য সম্ভ্রমেণ এব উত্থায় অভ্যর্চ্য সম্ভ্রমেণ তথা দূরাৎ এব পর্যঙ্কাৎ তং পর্যহরৎ আনিনিষতম্ ॥১৮

বিপ্রম্ সদ্যঃ বিধিবৎ অবনেজনিমিত্তং (অবনেজনস্য আনিমেষস্য অর্থং নিমিত্তং অবনিজে) প্রীতঃ প্রীতিযুক্তঃ পুষ্করেক্ষণঃ তদানীমেব দৃষ্টঃ নেত্রাভ্যাম্ অনিমেষম্ আলোকনিমিত্তম্ বহুগুণং ॥১৯

অবসর আমার উপস্থিত হইল। অন্য লাভের অপেক্ষা ওঁহার দর্শনই আমার পরম লাভ—সন্দেহ নাই। এই প্রকার বিবেচনা করত, ব্রাহ্মণ দ্বারাবতীতে যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন ॥১২

তখন তিনি সেই পতিব্রতা পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভদ্রে! সখাকে সন্দর্শন করিতে হইলে কিছু উপায়ন লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য! অতএব গৃহে কিছু যদি থাকে, আমাকে প্রদান কর। এই প্রকারে ব্রাহ্মণী কিছু লজ্জিতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের গৃহ হইতে চারি মুষ্টি চিপিটক ভিক্ষা করিয়া একখানি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া উপায়নার্থ স্বামীকে প্রদান করিলেন ॥১৩-১৪

ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণও সেই চিপিটকগুলি সঙ্গে লইয়া, যাত্রা করিলেন। কোন্ উপায়ে অদ্য আমার কৃষ্ণসন্দর্শন লাভ ঘটিবে, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥১৫

ক্রমশঃ তিনটী মেরোপরিবেশ-যুক্ত অতিক্রম করত পর পর তিনটী মহাপুরী অতিক্রম করিলেন; পরে অত্যন্তের একান্ত প্রিয়তম এবং বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ ও মুক্তিশ্রেণীভুক্তের দুর্ব্বিজ্ঞেয়তার বাসভবনমাত্র করিয়া ব্রাহ্মণগণের দারসেবা অতিক্রম করত—॥১৬

যখন শ্রীকৃষ্ণের যোড়শসহস্র মহিষীগণের বাসযোগ্য শোভা পাইতেছিল, তখন উপনীত হইলেন এবং তন্মধ্যে একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের আর আত্মজ্ঞান রহিল না। ব্রহ্মানন্দ লাভে জীব যেরূপ নির্বৃতি হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-মহিষীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণ তাদৃশ নির্বৃতি হইলেন ॥১৭

সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া পট্টমহিষী সহ পর্য্যঙ্কে সমাসীন ছিলেন; দূর হইতে ব্রাহ্মণকে উপনীত অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করত প্রীতিসহকারে নিজ সখীসদৃশ অগ্রসর হইলেন এবং স্নেহের পুলকে ব্রাহ্মণকে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন ॥১৮

সেই প্রিয় সখা ব্রাহ্মণের মলময়-ক্লান্তি আমার দেহে অতি নির্বৃতি হওয়ায়, পরমানন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের

অন্তর্হৃদিস্থা যজ্ঞম্ ধর্মলোকপ্রায়ণঃ।
যুক্তিশ্চৎ বিপ্রমুখের ঈশ্বরাত্মকমুদ্ভবঃ ।২১
দূর্বৈঃ দুর্বৃত্তিভির্নিত্যং প্রলোপাবলিভির্ভৃশং।
অচিরাদেব তাদৃশঃ যাং চ যাগেষ্বত্রবীৎ ।২২
কুটৈলং ধনিনং ক্ষাম্ভং দ্বিজং ধর্মবিলম্বকম্।
দেবী পর্যচরৎ সাক্ষাদ্ধারযজ্ঞেন বৈ ।২৩

অন্তঃপুরচরো দৃষ্ট্বা সুকেশাবলগৌরিমা।
বিস্মিতোঽকুণ্ঠিতশ্রীত্বা অবদৎ সভাজিতম্ ।২৪
কিমজ্ঞেন কৃতং পুণ্যমবদুষেব বিদুষা।
প্রিয়া যৌনেন লোকেঽস্মিন্ পরত্রেশাধনেন চ ।২৫
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীবিবাসেন সত্কৃতঃ।
পর্যচরদ্ধিয়ঃ দিব্যা পরিষ্বজ্যোরুবল্লভা ।২৬

অত্র ভগবতো উপদেশঃ সর্বাংশে মূলাবলম্বী হৈলেও আমাদের, যজ্ঞ এবং অন্য সমূহ পাপের ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্তের পরাকাষ্ঠাবলম্বী আছে।১৩

লোকপালৈঃ ভগবান্ বিষ্ণো অন্তর্যামী ঈশ্বরঃ। তথা যে চান্যে বিপ্রাভাস-দুর্বাসঃ ও যে বিষ্ণু ব্যক্তিগণ ।১১

দুর্বা দুর্বৃত্তিভিঃ দুষ্টৈঃ প্রলোপাবলিভিঃ ও বিষ্ণু অর্চিতা ভাবুকঃ যাং যেন ও আদেশ প্রদান যাজন্ আচার্য্যং পরম ।১২

কুটৈলং ধনিনং ক্ষাম্ভং ধর্মবিলম্বকম্ বিশেষতঃ ধনিক) যং দ্বিজং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সম্বন্ধে দেবী

অন্তঃপুরচরো দৃষ্ট্বা সুকেশাবলগৌরিমা। বিস্মিতোঽকুণ্ঠিতশ্রীত্বা অবদৎ সভাজিতম্ ।২৪
কিমজ্ঞেন কৃতং পুণ্যমবদুষেব বিদুষা। প্রিয়া যৌনেন লোকেঽস্মিন্ পরত্রেশাধনেন চ ।২৫
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীবিবাসেন সত্কৃতঃ। পর্যচরদ্ধিয়ঃ দিব্যা পরিষ্বজ্যোরুবল্লভা ।২৬

অন্তঃপুরচরো দৃষ্ট্বা সুকেশাবলগৌরিমা।
বিস্মিতোঽকুণ্ঠিতশ্রীত্বা অবদৎ সভাজিতম্ ।২৪
কিমজ্ঞেন কৃতং পুণ্যমবদুষেব বিদুষা।
প্রিয়া যৌনেন লোকেঽস্মিন্ পরত্রেশাধনেন চ ।২৫
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীবিবাসেন সত্কৃতঃ।
পর্যচরদ্ধিয়ঃ দিব্যা পরিষ্বজ্যোরুবল্লভা ।২৬

অন্তঃপুরচরো দৃষ্ট্বা সুকেশাবলগৌরিমা।
বিস্মিতোঽকুণ্ঠিতশ্রীত্বা অবদৎ সভাজিতম্ ।২৪
কিমজ্ঞেন কৃতং পুণ্যমবদুষেব বিদুষা।
প্রিয়া যৌনেন লোকেঽস্মিন্ পরত্রেশাধনেন চ ।২৫
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীবিবাসেন সত্কৃতঃ।
পর্যচরদ্ধিয়ঃ দিব্যা পরিষ্বজ্যোরুবল্লভা ।২৬

অন্তঃপুরচরো দৃষ্ট্বা সুকেশাবলগৌরিমা।
বিস্মিতোঽকুণ্ঠিতশ্রীত্বা অবদৎ সভাজিতম্ ।২৪
কিমজ্ঞেন কৃতং পুণ্যমবদুষেব বিদুষা।
প্রিয়া যৌনেন লোকেঽস্মিন্ পরত্রেশাধনেন চ ।২৫
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীবিবাসেন সত্কৃতঃ।
পর্যচরদ্ধিয়ঃ দিব্যা পরিষ্বজ্যোরুবল্লভা ।২৬

লোকত্রয় হইতে প্রভূত পরিমাণে আনেকাঙ্গ বিশিষ্ট হইতে লাগিল ।১৯

অবন্তী সখা ব্রাহ্মণকে ঘীঃ পর্যায়ে উপবেশন করাইয়া, অর্ঘ্য পাদ্যাদি পূজা দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। যে ব্রহ্মবাধ। দ্বারা ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করত সেই বারি, অবশেষিত অর্ঘ্যাদি মস্তকে ধারণ করিলেন।

পরে অপূর্ব পদ্ধ-দ্রব্য এবং অগুরু চন্দন ও পুষ্পমালার দ্বারা কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের অঙ্গ প্রসাধিত করিলেন; প্রদীপাবলি ও ধূপাদি ধূপের দ্বারা বিপ্রের অর্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাম্বূল ও দাক্ষী প্রভৃতি প্রদান করত কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ।২০—২২

অহহ, কি আশ্চর্য্য! অযোনিসম্ভবা কন্যা লক্ষ্মীদেবীও সবিনয়ে পরিচর্যা করিয়া যেই দ্বিজ-বিভূতির বশম্বদা, অন্যান্যের সৌভাগ্যের, বিদ্যা-ঘাত-ক্লেশ ও ধনিক-ক্লেশ ব্রাহ্মণকে চালনাদির দ্বারা

বীজন করিতে লাগিলেন ।২০

অবন্তীপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাদৃশ অযুত-ক্লেশধারী ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মান ও আদর করা দেখিয়া, অন্তঃপুরস্থ জনগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন।২৪

তাঁহারা সকলে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে,—আমি না। এই শ্রীহীন বিপ্রের পূর্বজন্মে কিরূপ সুকৃতিই সঞ্চয় করিয়াছেন। সংসারে ইহার ধন নাই; সুতরাং মানও নাই; সুতরাং কেহই ইহার সম্মান না করিলেও—।২৫

ত্রিলোকের জগদ্গুরু লোকপালসংসেব্য শ্রীপতি একবার যাঁর সেই শ্রীপতি জনার্দন পর্যন্তের পরিচর্যা করিয়া শ্রী পত্নী রুক্মিণীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের দ্বার এই ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিয়াছেন, তখন ইহার সঞ্চিত পুণ্যের আর কি পরিচয় দিব ।২৬

কথয়াত্মকুর্মাণাং পূর্বং গুরুকুলে সতাং।
আবয়ো র্মলিনা যাবদ্ যতৌ যুব পরন্তপৌ ৪৭
শ্রীভগবানুবাচ।
অপি স্মরসি তান্ ব্রহ্মন্ যদা পঞ্চবিংশকং।
পঞ্চত্বেন গতং তত্র তদ্যোগাদ্ পঞ্চধী র্যা ৪৮
প্রায়ো মৃত্যুর্ন যে চিত্তমকার্ষীদ্ বিকৃতং তথা।
নৈবাভিপ্রীয়সে বিদ্বন্ ধনেষু বিদিতঃ হি মে ৪৯

যেঽপি মূর্খতি কর্মাণি কাম্যেষ্বকুশলাঃ।
ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যান্তি লোকংস্তমঃ ৫০
তস্মিন্ গুরুকুলে বাসং স্মরন্ স্মরসি নৌ যদি।
দ্বিজো দ্বিজায় দ্বিজেন্দ্রঃ তমসঃ পারমন্ত্রুতে ৫১
স বৈ সৎকর্মণাং সাক্ষাদ্ দ্বিজাতের্জন্ম সত্রয়ং।
আচার্যো ব্রহ্মণস্তস্য যথাবদ্ আদৃতো গুরুঃ ৫২

যজ্ঞাত্মকে ব্রহ্মন্। শ্রীকৃষ্ণ-সান্দীপনি গুরুকুলে সতাং সর্বযজ্ঞানাং আত্মনো যাঃ মলিনাঃ মলরূপাঃ সত্যঃ তথাঃ তাঃ পরন্তপৌ তথা যুবাং কৃতবন্তৌ ইত্যর্থঃ ॥৭৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ব্রহ্মন্ যদা পঞ্চবিংশকং (পঞ্চ বিংশতি যেষাং তথাভূতং) গুরুপুত্রং গুরুকুলে পঞ্চত্বেন আপন্নং [মৃত্যুবশমাপন্নং] তত্র তদ্যোগাৎ তদ্রক্ষণার্থং যা পঞ্চধী পঞ্চবিধা বুদ্ধিঃ [পঞ্চবিধং সাধনং] অকার্ষীঃ কৃতবান্ অসি ॥৭৮

হে বিদ্বন্! তথা যে মম চিত্তং ন বিকৃতং অবিদ্যাবিমূঢ়ং ন কৃতং, যথা হে বিদ্বন্ অজ্ঞানবিমূঢ়ং [কাম্যেষু বিষয়েষু নিত্য আসক্তঃ] অপি [কিং তু হে ব্রহ্মন্ যথা বিদিতং জ্ঞানং ॥৭৯

যজ্ঞ কর্মণঃ অজ্ঞানতঃ; অপি যেঽপি দৈবীঃ দৈবপ্রধানাঃ

প্রকৃতীঃ আসুরীঃ বিপরীতাঃ ত্যক্ত্বা এব যথা অজ্ঞানবিমূঢ়ত্বং অপি লোকসংগ্রহার্থং কর্ম কুর্বাণি তথা যে আচরন্তঃ অপি তমসঃ মৃত্যুং ॥৮০

হে ব্রহ্মন্! যে আবয়োঃ গুরুকুলে বাসং স্মরসি ? যঃ গুরুপুত্রয়োঃ দ্বিজঃ দ্বিজেন্দ্রঃ ব্রহ্মণ্যো দ্বিজায় ব্রাহ্মণায় তমসঃ পারং মৃত্যুং ন্যক্ষেণ প্রাপ্নোতি ॥৮১

যে ব্রহ্মন্! যৎ সাক্ষাৎ যৎ সত্রয়ং ব্রহ্মণঃ ন দ্বিজা আচার্যঃ প্রাপ্তঃ। দ্বিজাতেঃ দ্বিজস্য পুনঃ সংস্কারত্রয়ং যত্র সত্রয়ং [উপনয়নে বেদারম্ভে। সা দ্বিজাতেঃ জন্ম। যত্র আচার্যঃ সংস্কারে, অপি তত্রাচার্যঃ ন তু সাক্ষাৎ তথা যথা তথা তেন গুরুঃ পূজ্যঃ ॥৮২

হে নরনাথ। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ পূর্বক একত্র উপবেশন করিলেন এবং বালকালে গুরুকুলে বাসোপলক্ষে যে সকল ঘটনায় ঘটিয়াছিল, সেই সকল মধুর বিষয়ের উপাখ্যান পরস্পরে অবগতকরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন, আপনি গুরুকুলে প্রথমে সমাগত হইয়া, দ্বিজাতিদিগের উপযুক্ত কার্য্য পরিশ্রম করিয়াছেন ॥৭৮

হে ব্রহ্মন্। আপনি দ্বিজ হইলেও, আপনার চিত্ত কখন বিষয়-চিন্তায় ব্যাকুল নহে। হে বিদ্বন্। ঐশ্বর্য্যের কামনা যে আপনি কখনও করেন না, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥৭৯

অনোদ্যম্য যেসকল আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও, অনেক লোকে যে সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সে কেবল লোক-শিক্ষার অভিপ্রায়ে মাত্র। আমি যেমন নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, মর্ত্যবাসী লোকের জন্য কর্ম করি, তাঁহারাও সেই প্রকার দৈবীপ্রকৃতি অনির্বচনীয় বিকাশ মাত্র যোগে তোমাকে উপেক্ষা করায়, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম-সমূহ নিরন্তর করিয়া থাকেন ॥৮০

হে ব্রহ্মন্। গুরুকুলে বাসের প্রসঙ্গ কি আপনার স্মরণ হয়? যেহেতু যে বা যাহা হইবে। তাহা গুরু-সন্নিধানেই জন্মত্রয়, জীবত্রয় এবং পরমাত্মত্রয় অবগত করিয়া ব্রাহ্মণ এই ত্রিত্ব সংসারকে অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥৮১

হে সখে। এই সংসারে প্রথম যাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা যায়, তিনিই আচার্য্য এবং পূজনীয়;

সর্বসংক্ষোভিনী ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতাস্বিহ।
যে যথা গুরুণা যাচা তবস্ত্যাজ্ঞো অমার্যবম্ ॥৩৩
ব্রহ্মবিদ্যা-প্রজাবিদ্যাং তপসোপাসনেন বা।
তুল্যেন সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥৩৪
অপি চ স্বর্গতে ব্রহ্মন্ হৃদং নিগদতাং গুরৌ।
গুরুদারৈস্তোষিতাবাবিজ্ঞানমনে কটিৎ ॥৩৫
প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্ণো সুমহৎ বিভ্র।
যাজন্যবন্ধুভীক্ষ্ণ নিষ্ঠুরা: সুমহিষ্ণু ন: ॥৩৬

হে ব্রহ্মন্! ঐহিকাদি যে যত প্রকারের বন্ধু, যাহা উপলক্ষ্যমাত্রেই অজ্ঞ ব্যক্তির, সংসারের তত্ত্বগুলি তাহার যে এক সর্বাত্মা ঈশ্বরে, আত্মবিদ্যার ও সত্য বর্ণাশ্রমোক্তির তপশ্চর্যার মূলকথা এই।৩৩

ইহা পরমব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা, প্রজাবিদ্যা প্রভৃতি অন্য ঐশ্বর্যের ও তাহার, ইহা প্রজাবিদ্যা, তাহা অমৃতবিদ্যা-ব্রহ্মবিদ্যার, ঐশ্বর্যের ঐহিকামুষ্ঠিকবিদ্যার ও সর্বভূতাত্মা যাহা তাহা ও তুল্যের দ্বৈত: ও হয়, যথা গুরুশুশ্রূষা তুল্যের।৩৪

হে ব্রহ্মন্! স্বর্গী গুরুদেবের নিকট হইতে তাহাদি যে তত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরীয় করিয়া ছেলেপুলের প্রথমে বেদের পদ প্রথম করিয়া দেন, যিনি আদিগুরু দ্বিতীয় গুরু এবং শ্রীভগবানের ন্যায় পূজ্য ও আরাধ্য।৩২

হে ব্রহ্মন্! আমারই প্রবিষ্টজনের জ্ঞানগুরু গুরুদেবের উপদেশবাক্যের আমার করিয়া যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, বর্ণাশ্রমবিধিষ্ট ব্যক্তিগণের অথবা সুমহৎ যেই সকল ব্যক্তিই এই ভীষণ ভব-জলধিকে অনায়াসে অতিক্রম করেন।৩৩

হেপ্রভু! আমি সর্বভূতের অন্তরাত্মা; আমার নিকট তাহাদের কোন ভাব অবিদিত নাই। কিন্তু আমি গুরুদেবাদ্বারা যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি এবং সন্তুষ্ট হই, তাদৃশ তৃপ্তি বা প্রীতি কেহ তখন গৃহস্থধর্ম যাগ যজ্ঞ, অন্যকাষ্ঠীয় ধর্ম তুল্যের দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।৩৪

হে ব্রহ্মন্! আমরা যখন গুরুগৃহে বাস করিতাম, তখন সেই সকল বিষয়ের আলোচনায় কি আপনার স্মরণ হয়? যে বিষয় গুরু পত্নীদেবীর আদেশে আমরা উঁহার ইন্ধনাহরণার্থ গমন করি, বিশেষতঃ সে বিষয় স্মরণ কি মনে পড়ে?৩৫

আমরাও তদুপলক্ষে মহারণ্যে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু সে সময় বর্ষা অতীত হইলেও, অকাল ঘোর ঘটা ও আসার আরম্ভ হইল।৩৬

এদিকে সূর্যদেবও ক্রমশঃ অস্তাচলে গমন করিলেন; দশদিক্ অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। প্রভু! তখন আমরা স্থান জলপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং উচ্চ নীচ ভূমিও আর পরিজ্ঞান হওয়া একান্ত অসম্ভব হইল।৩৭

হে ব্রহ্মন্! তখন তাহাদের বিষয়ের মধ্যে অন্যতম গুরুপত্নীদেবীর আদেশের কথা কি তাহা মনে আছে?৩৪

তখন আমরাও প্রবিষ্টজনে সকলে, আমরা আমাদের গুরুদেবের নিকট হইতে, প্রভু! প্রথমে যাঁহা যাহাদের, আমরা শিক্ষা করিয়াছি সেইরূপই বলি। অতএব।৩৩

আমরা পুনঃ ও বলা করি, তখন নিশ্চয় ও তখন আমরা সকলে গুরুদেব আমরা। আমরা নিজে বলি, তুমি ইহার ও কিরূপ আমি স্থানে ও আমাদের।৩৭

এতদ্ বিদিত্বা ইতিহাস পুরো দাক্ষায়ণির্ভবম্।
অধ্বরান্তে হ নিস্নাতাচার্য্যোঽপ্যশ্রূণ্যবর্জয়ৎ ॥৪৩
অহো যে পুত্রকা মূঢ়মদ্যসর্ব্বধিয়োঽসতাম্।
আত্মা যৈ প্রাণিনাং শ্রেষ্ঠস্তস্যৈবমনাদৃত্য যৎফলা ॥৪৪
এতস্মৈ হি মর্ত্যধৃগ্ভিঃ কর্ত্তব্যঃ শুক্লবিক্লবম্।
ন্যূনৈর্যৈ বিহিতস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মাত্মার্পণং গুরৌ ॥৪৫

অনুকল্পেন (অনুকল্প আদেশঃ প্রত্যয়ঃ যস্মিন্ তদ্যথা) তথা যথা দাক্ষায়ণির্ভবম্ (দক্ষস্যেদং দাক্ষং অস্থিঃ দাক্ষায়ণিঃ ৬) দক্ষম্, অন্যত্র শিবমন্যন্তঃ সাধীয়ন্তমন্যন্তঃ অতঃ শিবং অধিকৃত্য যথা বাধ্যতে বাধ্যতে ন্যূনঃ যথা অবয়বে পরস্পর পূর্ণাবয়বঃ যে ন্যূনঃ পরিবর্ত্তিনি ইতরে পরিবর্ত্তনে ভবতঃ ॥৮৮

এবং ইতিহাসমাহ অধ্বরান্তে বিদিত্বা আত্মানং তথা দাক্ষায়ণিং দক্ষং অধিকৃত্য অধ্বরান্তে আত্মানং হ অধ্বরং অন্তম্ ॥৮৯

অহো ! যে পুত্রকাঃ ! অধিকৃত্য আত্মা যৈ এব শ্রেষ্ঠঃ তম্ আত্মানম্ অনাদৃত্য অন্যত্র আত্মবাচকাঃ তম্ পুত্রম্,

---

তখন সেই যজ্ঞাগ্নে তার হাতে একান্ত অভিভূত এবং জলাকুলে দিক্ বিদিক্ পরিজ্ঞান হইতে বিরত অসমর্থ হইয়া, আমরা উভয়ে পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিরাম অবলম্বন করে উভয়তঃ পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম ॥৩৮

এদিকে আমাদের আচার্য্য শুক্র দাক্ষায়ণি যজ্ঞিকাদের মূলে কাটাচরণার্থ অগ্রসর আমাদের যজ্ঞ-প্রকাশের দ্বারা অবসন্ন হইয়া, বিরাম উপেক্ষিত হইলেন এবং অতি প্রত্যূষে স্নান হইতে আসিয়া আমাদের অন্বেষণার্থ মনে প্রবেশ করিলেন ; তিনি বিশেষ অন্বেষণের পর আমাদিগকে তাদৃশ কাতর অবস্থায় পতিত অবলোকন করিলেন ॥৩৯

তখনই আমাদিগকে সম্বোধন করত বলিলেন, —হে পুত্রগণ ! তোমরা আমার ভক্ত বলেই এত

দুষ্টোঽহং কো বিভদ্রাহং সভ্যাঃ সত্ত্ব অবোধয়াঃ।
ইত্যাংকথাবক্তায়ানি তর্হ্যেব পতত ৫ ৪২
ইতি বিধায়ভেকানি বদতাং গুরুবেদয়ন্।
তথোবসুপ্রয়োগেণ পুনান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে ॥৪৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।
ক্ষিপ্তমাত্মনিমুক্তিং যেনেদং ভবংগুরো।
তথা শপ্তাকামেন যোঃ যাগো তথাবদুৎ ॥৪৪

অধ্বরার্থং অভিভূতবিধাঃ অন্যাঃ ॥৮০

ইতিহাসঃ অথাঃ বিদুরঃ মৈত্রেয়াঃ এবমেব ইতিহাস কর্ত্তব্য যে বিদ্বজ্জনের কার্য্য সম্পাদনকালীন আত্মনঃ ভেদের ও অন্যে অধিক অন্যান্য বিবাদাদি ইতি ॥৮১

যে বিদ্বজ্জনাঃ অথা যঃ যেমন ইতি অথা দুর্বলঃ মনোবলঃ সন্তঃ সকলঃ সত্ত্ব ; দুষ্টোঽহি অহংকারি ভেদো যৈ সত্ত্ব ১ অথ সত্ত্বাদি অবধারণার্থে তথা ॥৮২

তদনন্তর তথাকথা অধ্বরান্তে বহি আত্মনাদি দুর্বলে নহি, আমি কি এর অবধেয় বহুকাল ; অথবা অধ্বরান্তে এর পুনঃ যৈ পূর্ণঃ পূর্ণতাঃ সন্ প্রশান্তয়ে তদন্ত ভক্তবিভুরয় দুষ্টায় তর্হি ॥৮৩

স্বীকার করিয়াছ ; কেন ? ঈশ্বর আত্মার অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ আর কিছুই নাই। কিন্তু তোমরা আমার সেবায় তত্ত্ব সেই আত্মাকেও উপেক্ষা করিয়া একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াছ ॥৪০

শুক্র প্রত্যাগমনার্থ সংক্ষিপ্তের এইটুকুই তাৎপর্য্য আছে ; অতি পবিত্র স্থানে শুক্রকে বরণাদি বর্জ্জন, এমন কি যে পর্য্যন্ত সমর্পণ করাই সাধু শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ ॥৪১

হে বিদ্বজ্জনেশ্বর ! আমি তোমাদের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি। তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক। আমার সর্ব্বাপেক্ষা অতীব এবং অনতীব যেমাদি শাস্ত্র-সমূহ ইহলোক বা পরলোকে চিরকালের জন্য তোমাদের বৃদ্ধি পাইতে থাকুক ॥৪২

যত্র ব্রহ্মবাদয়ঃ ব্রহ্ম দেহ আত্মপরং বিদুঃ।
যোগাঃ তত্ত্ব গুরুম্ যাতোঽত্যধিচ্ছন্ন ॥৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডকল্পে মহাপুরাণে পাদ্মবরাহ্যে সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০

ব্রহ্মবাদ ইতি। যে ব্রহ্মবাদঃ। সন্ন্যাসমন্ত্র ওঁতৎসদিতি ব্রহ্মণো নাম ত্রিধা স্মৃতম্। ইতি স্মরণাদি কিং ব্রহ্ম, অধিচ্ছন্ন, অন্বেষয়ন্, অগাৎ ॥৪৫

ইতি বিজয়ধ্বজতীর্থ-কৃতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-ব্যাখ্যায়াং একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০

গুরুকুলে অবস্থানকালে এই প্রকারের অনেক ঘটনা আমাদের দ্বারা ঘটিয়াছিল, একণে আপনার দ্বারা কিছু কি হইবে হয়? হে ব্রহ্মন্! গুরুর অনুগ্রহ হইলে, মানব জ্ঞানপূর্ণ হইয়া শান্তি লাভ করে ॥৪৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ক্ষেত্রের ঈশ্বরপুত্র! আপনি সন্ন্যাসের; আপনার সহিত আমরা যখন একত্রে গুরুগৃহে বাস করিয়াছি, তখন আমাদের আবার অজ্ঞান কি ॥৪৪

হে প্রভো! ব্রহ্মলোক যেরূপ এবং দেবলোক গুরুকুলের ক্ষেত্রই যখন আপনার ক্ষেত্র, তখন আপনার পক্ষে নিজের ঈশ্বরকে গুরুগৃহে বাস করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র ॥৪৫

শ্রীমৎবিজয়ধ্বজতীর্থ পাদবরাজী বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতামৃতপুরাণের নবম-স্কন্ধে পণ্ডিত-শ্রীমৎপ্রহ্লাদাচার্য্যাত্মি-কৃত একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[মূলাঃ বসুদেবঃ প্রত্যাগমনম্, তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ প্রস্তুতৈশ্বর্য্যঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণায়ে গুণান্বয়ম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

ন ইত্থং বিজ্ঞপুত্রাভ্যাং সহ সংকর্ষণো হরিঃ।
সর্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ স্বরাণাং উবাচ তম্ ॥১

ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা কৃপয়া প্রবরং গিরাম্।
প্রেম্না বিশ্রম্ভণেনৈব প্রেক্ষন্ বভূ সতাং পতিঃ ॥২

অন্বয়ঃ

সঃ হরিঃ ইত্থং আত্ম বিজ্ঞপুত্রাভ্যাং সহ সংকর্ষণম্ সর্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ [সন্] স্বরাণাং উবাচ তম্, ব্রহ্মণম্ ইত্যর্থঃ। কথং ভূতম্

অন্বয়ঃ

শ্রীকৃষ্ণঃ ব্রহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণভক্তঃ, অতঃ সতাং পতিঃ। সঃ প্রেম্না নির্বিশ্রম্ভণেন প্রেক্ষন্ [সন্]। কিং ভূতম্ ইত্যর্থঃ ॥২

একাশীতিতম অধ্যায়।

[মূলার্থ বসুদেবের প্রত্যাগমন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! বিজয়ের ঈশ্বর কর্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া, জীবমাত্রেরই অন্তরাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রামের সহিত ঈশ্বরকে সম্বোধন করত কহিতেছেন—১

কৃষ্ণ, হলধর, ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম যে দেহ, তত্ত্ব তত্ত্ব গুরু গাত্র অন্বেষণ করিয়াছিলেন, অন্ধকারবিনাশন, এগার ॥৪৫

ইতি বিজয়ধ্বজ শ্রীমৎপ্রহ্লাদাচার্য্য-কৃতায়াং একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০

শ্রীভগবানুবাচ ।

বিপ্রপাদোদকং মহ্যং তীর্থেভ্যোঽপি বিশিষ্যতে ।
অহং ব্রহ্মভবশ্রীভিরেধমানাপি যদ্ধরে ॥৩
ধারয়ন্ত্যুত্তমশ্লোকা মূর্ধ্নাঽঽদীশ্বরোঽপি যৎ ।
ন মে তথা ভাগবতো ভক্তিমান্ বিপুলাশয়ঃ ॥৪
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥৫

শ্রীভগবান্ উবাচ । যে ব্রহ্মন্ ! তবপাদোদকং যে ব্রহ্মন্ ! ঈশানাদপি [অধীশ্বরাৎ] ? যদ্ভক্তঃ যেন ভগবতা বর্দ্ধিতম্, অহং ব্রহ্ম অপি যে ভূতি এব তথাপি তথা অহঙ্কারং ন ভজতে ॥৩

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যঃ ভক্ত্যা যে মহ্যং প্রযচ্ছতি দদাতি, তৎ ভক্ত্যা উপহৃতং প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচেতসঃ নিত্যং আত্মবতঃ বা তস্য) ঈশ্বরস্য অশ্নামি অহং আদদে আমি ॥৫

ইতি উক্তঃ অপি স্ব বিপ্রং প্রীতিঃ সন্ যে ব্রাহ্মণ ! বিপ্রঃ পরম ঈশ্বর ইতি পুরুষাকারঃ হরিঃ ইতি ন প্রাকৃতঃ কিন্তু অবাঙ্মনঃ এব অবয়ব ॥৪

সর্বদেবাত্মকঃ সর্বেষাং দেবানাম্ আত্মকঃ স্বরূপং যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য বিপ্রস্য সকাশাৎ অন্তরঙ্গভক্তেভ্যঃ বিপ্রেভ্যঃ অতিশয়েন পূজ্যা ইত্যর্থঃ পূজ্যা ঈশ্বরঃ এব ন তু ন তথা ন ভজতে ॥৫

ঈশানাৎ ॥ অধিকারাৎ স্থানাৎ 'ঈশানাদীনাং এব সর্বা ইব প্রাপ্তঃ অতঃ অতীব ভক্তঃ ॥ [illegible]

শ্রীহরি-প্রভৃতিকে তাঁহার মুখস্বরূপেই নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন ; পরে সেই ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং সাধু সজ্জনগণের পরমগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য-বদনে প্রিয় ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করত বলিলেন— ॥১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! বহুকালের পর যাহা হইতে আসিবার সময় বিলম্বহেতু আশা তখনই যখন আপনার পক্ষে সম্ভব নহে, তখন আমার জন্য আপনি কি খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছেন।

আপনার আনীত বস্তু সামান্য বলিয়া মনে মনে কখনও দুঃখিত হইবেন না। কারণ, ভক্তজন প্রেম-পূর্বক যাহা আমায় দান প্রদান করিলেন, আমি তাহা প্রভূত বলিয়া জ্ঞান করি ; আমার ভক্তিপূত হইয়া যদি কেহ প্রভূত সামগ্রীও আমায় ইচ্ছাত প্রদান করে, তাহাতেও আমার বিভূষায় তৃপ্তিলাভ হয় না ॥৩

অধিক কি ! পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলও যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিপূর্বক প্রদান করে, সংযতচিত্ত ভক্তজনের সেই ভক্তিসহকারে অর্পিত সামান্য দ্রব্য আমি গ্রহণ করিয়া থাকি ॥৫

এই প্রকারে অভিহিত হইয়াও, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বিশেষ লক্ষিত হইয়া অত্যন্ত আনীত সেই ভেদবুদ্ধিপূর্ণ-চিত্তকে বিভূতির আর তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কেবল অধোবদনে চিন্তিতই রহিলেন ॥৪

সর্বান্তর্যামী শ্রীহরি তখনই মনে মনে তাঁহার আসিবার কারণ অবধারণ পূর্বক বিবেচনা করিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ পূর্বে কখন ঐশ্বর্য্যের ভাবনায় আমাকে আরাধনা করেন নাই ; সুতরাং ইহার তেমন প্রার্থনা না থাকায়, ইনি আমাকে কিছু প্রদান করিতেও সাহসী হইতেছেন না ॥৬

কেবল পতিব্রতা পত্নী ভিন্ন-সাধন মানসে আমার সমীপে উপনীত হইয়াছেন ; অতএব ঐশ্বর্য্যলাভের দুর্লভ সম্পত্তি সত্ত্ব আমি ইহাকে প্রদান করিব ॥৭

ইত্থং বিচিন্ত্য কমলাক্ষোঽবদ্যং বিজন্মনঃ।
যন্নঃ ত্বয়া বিনির্দিষ্টো পুংসকত্বপুনাঃ ॥৮
নমোঽস্ত্বনন্তশক্তয়ে যে পরঃক্ষেত্রজসংজ্ঞিতে।
অন্তর্হিতায় যঃ বিশ্বসৃষ্টেদং পুংসকত্বপুনাঃ ॥৯
ইতি মূর্ধ্নি সৃশন্ধস্তং বিপ্রোঽয় কৃতমাদরে।
আরুরোহ রথং তৎপদা পাদয়োর্নতঃ ॥১০

এবাবতাঃ বিধাতুন্ সর্বসংক্লেশহরয়ে।
অদ্যিত্রোকেঽথবামুষ্মিন্ পুংসকত্বোপকারণম্ ॥১১
ব্রাহ্মণায় তু রাজর্ষিরাত্মকর্মনিবেদে।
ভুক্ত্বা পীত্বা চ তৎ শেষে আত্মানং সর্বতঃ দদা ॥১২
সোঽপ্যুতে বিস্ময়ে বিপ্রো বহুধেত্যভিসংস্তবম্।
জগাম ধামনঃ তা চ পশ্যতো দ্বিজসংঘতঃ ॥১৩

ইত্থং বিচিন্ত্য কমলাক্ষঃ ব্রাহ্মণস্য বয়ং যং বিজন্মনঃ পুংসকত্বপুনাঃ বিং ইত্থং ইতি ইত্থং যথা তথা ॥৮

হে নমঃ। ইতি যঃ পরঃক্ষেত্রজসংজ্ঞিতে ঈশায়ৈতস্মৈ। অন্তর্হিতায় হে অন্ত। বিশ্বে বিশ্বস্যাপি যঃ কর্তৃত্বি ॥৯

ইতি ঈদৃশ যন্ত্র এবং মূর্ধ্নি অন্তঃ বিপ্রোঽয় মূর্ধ্নি অন্তঃ তৎ ব্রহ্ম আদরে, তথা যথোক্ত ব্রাহ্মণবিধিনা ঈশ্বর যন্ত্র পাদপদ্মাভ্যাং কৃতী সংস্তবঃ যস্য তেন অন্তঃ তথা তেন ॥১০

ঈশ্বরা যঃ যে বিশ্বস্য ঃ অদ্যিন্ লোকে যঃ অমুষ্মিন্ পরত্র যঃ পুংসঃ সকলসংক্লেশহরয়ে (সকলযাম সংসার সংক্লেশ) হরত্বেবতারায় যং লোকে যাবন্ এবাবতা এবমুপকারণম্ এব যথা ॥১১

ব্রাহ্মণায় তু অনুচরে যস্মৈ যস্য তুভ্যং দেয়ং। ঈশ্বর তাং রাজর্ষী রাজীম্ ঈশিনা আত্মানং সর্বতঃ সর্বপ্রকারেণ দদা তথা এব দত্তা ইতিশেষ ॥১২

হে ব্রাহ্ম ! তথা ঃ সোঽপি ঃ মুনো ঈশিনে ঋষি, বিস্ময়তে (বিঃ তাবদেতাবতি যেন) তত্ত্বতে আত্মনুভিন্না শ্রীব্রহ্মণ পরি পরত্রও অনুমন্য, বিধিবিধিনোক্তা ঋষিঃ অভিবিধিঃ ঃ বিঃ তাবতা যন্ত্র প্রতি তথা ॥১৩

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুসারে হইতে ত্রিপিটক-প্রবি ভাঙ্গিয়া লইয়া বলিলেন,—এই যে কি আমার জন্য আনিয়াছেন ?

হে ব্রহ্ম ! এই যে বিষ্ণু আমার জন্য আনয়ন করিয়াছেন, আমাতেই আমার যথেষ্ট তৃপ্তি হইল। হে ব্রহ্ম ! এই আমার ত্রিপিটকই তৃপ্তন-মোচনের যোগ আনয়ন করিয়াছে। আমি বিশ্বভরণ হইলেও ইহাতেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলাম ॥৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে এই প্রকার বলিয়া, এক মুষ্টি ত্রিপিটক ভোজন করিলেন এবং পুনরায় ভোজনার্থ দ্বিতীয় মুষ্টি যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময় পরিজন সহিত আসিয়া সাদরে হস্ত ধারণ করত ভোজনে নিষেধ করিয়া বলিলেন— ॥৫

হে ভগবন্ ! হে বিধাতন্ ! এই ত্রিপিটক ভোজনে আর আপনার প্রয়োজন নাই ; যাহা ভক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে ; আপনাকে পরিতুষ্ট করত ইহলোকে বা পরলোকে জীবের যে কোন প্রাপ্তব্য বস্তু আছে, হে ভগবন্ ! এই এক মুষ্টি ত্রিপিটক ভোজনের দ্বারাই সেই যাবতীয় সম্পৎ-প্রদানের তুষ্টি আপনার হৃদয়ে স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছে। আর অধিক নিবার কি বাকী আছে, যাহার জন্য বিভোর মুষ্টি-ভোজনে উদ্যত হইয়াছেন ? এই বলিয়া ব্রাহ্মণী যেমন তাঁহাকে বাধা করিলেন ॥১১

অনন্তর ব্রাহ্মণ অবশেষ অন্নাদি ভোজন এবং উদক পেয় পান করত পরিবারী অনুচরের দ্বারে পরম সুখে সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধেই অতিবাহিত করিলেন ॥১২

পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে, পরমানন্দমূর্তি বিশ্বাধার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পথপ্রদর্শক জানিয়া বিশেষ আদর প্রদর্শনে পথে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং বিশেষ

ন চাসন্তু। ইহ কৃপায়া তু আচিষ্টব্যং যদ্যৎ।
যদ্যুষ্মান্ ব্রাহ্মিতোঽন্যস্মাদবধর্মনিবর্তিতঃ ॥১৪
অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য কৃতা ব্রহ্মণ্যতা যয়া।
যদ্ যদ্বিপ্রতমা লক্ষ্মীমধিশ্রিতো বিভোরপি ॥১৫
ভাবদুঃখিতঃ পাপীয়ান্ ক নৃশঃ শ্রীবিকেতনম্।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্থানাদ্ যাচ্ঞায়া পরিবাধিতঃ ॥১৬

বিবাসিতঃ শ্রিয়াজুষ্টাৎ পর্যগ্নেরাত্মবো যথা।
অর্থিতা যাচিতঃ প্রাপ্তো ন দদাতীতি নিষ্ঠুরঃ ॥১৭
শুশ্রূষয়া পরয়া পাদসংবাহনাদিভিঃ।
পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবো দেবতঃ ॥১৮
অর্থাপবর্গবর্গেষাং পুংসাং বলাদ্যে দুষি লম্পটাম্।
নর্মাপ্যপি সিষ্ঠীনাং মৃষা তদ্ধরণার্ভকম্ ॥১৯

সা প্রাক্তনং ফলং ব্রহ্ম, অন্যত্র, যদি যত্র শ্রীস্তিষ্ঠতি পরিত্যজ্য এব ন অচিষ্টব্যং, কিন্তু ব্রহ্মবর্চসিনঃ (ব্রহ্মণঃ তপসঃ বর্চস্যং এব বিদ্যতে যেষাং এবংবিধাঃ এব) সন্তঃ যদ্যৎ যাচন্তে ॥১৪

ব্রহ্মণ্যদেবস্য (ব্রহ্মণ্যে সাধবে ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রহ্মণ্যাঃ হিতায় দেবায় দেবস্য কৃষ্ণস্য ইত্যর্থঃ) অহো! ব্রহ্মণ্যতা যয়া কৃতা। যয়া ভৈমি লক্ষ্মীং বিভ্রতি যদি যেন কারণেন অবশ্যং আশ্রিতঃ আশ্রিতঃ ॥১৫

ভবিষ্যঃ পাপীয়ান্ অয়ং ক? শ্রীবিকেতনঃ লক্ষ্মীগৃহঃ কৃষ্ণঃ ক ক? অয়ং অয়ং ব্রহ্মবন্ধুঃ ন ইতি যঃ যেন কারণেন

বিবাসিতঃ ত্যক্তঃ শ্রিয়া জুষ্টাৎ সেবিতাৎ পর্যগ্নেঃ আহবনীয়াৎ যথা অগ্নিহোত্রিণঃ আত্মবঃ আত্মানং ন দদাতীতি নিষ্ঠুরঃ ॥১৭

শুশ্রূষয়া পরয়া পাদসংবাহনাদিভিঃ (সেবয়া অত্যন্তং সেবয়া পাদসংবাহনাদিভিঃ) পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবো দেবতঃ (বিপ্রাঃ দেবাঃ পূজ্যাঃ যস্য সঃ বিপ্রদেবঃ) অয়ং দেবতয়া পূজিতঃ ॥১৮

অর্থাঃ ধনাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ, তেষু চ বলাদয়ঃ বিদ্যাদয়ঃ অবিদ্বাংসঃ পুংসঃ অর্থাপবর্গবর্গেষাং অর্থসমূহানাং চ তাদৃশে দুষি বিষয়ে তদ্বিদঃ ন ইত্যর্থঃ ॥১৯

অন্যে; আমার কাছ থেকে পালিয়ে এ দরিদ্র ব্যক্তি কোথায়; আর শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়! আমি যদি নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ হইতাম, তিনি যাচঞ্চা করে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিতেন করিয়াছেন ॥১৬

অধিক কি; তাই আমার কাছ আসার প্রতি লজ্জায় প্রদর্শনে পত্নীর পর্যন্ত আমাকে উপেক্ষণ করাইয়াছেন এবং আমার পদ-অঙ্গের মালিশ ইত্যাদি সেবাদ্বারা পত্নীর দ্বারা আমার পূজন করাইয়াছেন ॥১৭

অহো! ব্রাহ্মণদের দেবতাস্বরূপ সেই দেবদেব জনার্দন পাদ-সংবাহনাদি বিবিধ শুশ্রূষার দ্বারা দেবতার ন্যায় আমার অর্চনা করিয়াছেন ॥১৮

ধর্ম, অর্থ বা মোক্ষলাভের যাবতীয় সম্ভাবনাই অধিকে হইলে, অথবা অবিবাদি সর্বপ্রকার সিদ্ধিতে বিভূষিত হইতে হইলে, অধিক কি; যদি মুক্তিদাতেও অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে সেই ভগবানের চরণারবিন্দই একমাত্র উপায় ॥১৯

অবলোক্য ধনং প্রাপ্য মাতরং তৈশ্চ মাং সহ।
ইতি ভাবয়তো মূনঃ ধনং যেন দুর্বি নাগতং ॥২০
ইতি তর্কিতবস্তুনঃ প্রাপ্তেঃ বিশ্বমুদ্বাস্থিকম্।
সূর্য্যাস্তদর্শনোপায়ৈঃ নর্ত্তয়ো বৃত্তম্ ॥২১
বিচিত্রোপবনোপায়ৈঃ কৃত্রিমকুলাকুলৈঃ।
প্রোৎফুল্লকুসুমোদ্ভোগ-ভঙ্গুরোৎপলবাপিভিঃ ॥২২

ঘূর্ণৈঃ ঘনচ্ছটৈঃ সৃষ্টিঃ স্ত্রীকৃতিশ্চ ইবোদ্ভিতা।
কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তত্রেতি বিস্মিতা ॥২৩
এবং মীমাংসমানাং তাং এতা নার্য্যোঽবলোকয়ন্।
প্রত্যাগচ্ছন্ মহারাজঃ শ্রীহর্ষদেবঃ সুতয়া ॥২৪
পরিবারবতা সার্দ্ধং পরমর্দ্ধিসমন্বিতঃ।
বিস্ময়ায় মুহুর্ত্তং স্থগিতঃ শ্রীবিলোকনাৎ ॥২৫

অথ ভাবয়তঃ। অপি শ্রীকরঃ অথবা, অথবঃ ধনং প্রাপ্য ইতঃ মাতরং তৈঃ সহ মাং ন যাস্যতি ইতি ভাবয়তঃ অপি ধনং দূরং বিচিন্তিতং যে মম তদ্ধি দুর্বি ধনং ন আগতম্ ॥১০

তথা অনুভবতঃ ইতি এবং তং বিশ্বম্ তথাবিধস্য সম্পাদনৈঃ (তথাবিধ-সম্পাদনৈঃ তথাবিধ-সম্পাদনৈঃ) বিবিধৈঃ নর্ত্তয়ঃ নৃত্যঃ বিনোদয়ন্তিকা আগতঃ ॥১১

কৃত্রিম-কুলাকুলৈঃ (কৃত্রিমঃ বিবিধঃ নির্মিতঃ কৃত্রিমঃ চাসৌ কুলাকুলঃ চেতি তৈঃ আকুলৈঃ ব্যাপ্তৈঃ) বিচিত্রোপবনোপায়ৈঃ (বিচিত্রৈঃ উপবনৈঃ উদ্যানৈঃ চ যুক্তঃ) তথা প্রোৎফুল্লৈঃ উদ্ভুদ্ধৈঃ কুসুমোদ্ভোগৈঃ কুসুমসমূহৈঃ যে ভঙ্গুরাঃ নশ্বরাঃ উৎপলবাপিকাঃ তাভিঃ ॥১২

ঘূর্ণৈঃ ঘনচ্ছটৈঃ সৃষ্টিঃ স্ত্রীকৃতিশ্চ ইবোদ্ভিতা (ঘনিভূতৈঃ ইব অঙ্গীভূতৈঃ ইব আকৃতিঃ) স্ত্রীকৃতিঃ চ ঘূর্ণৈঃ ঘনৈঃ ঘনীভূতৈঃ ধূমৈঃ বিনির্মিতম্ ইব কিং? কস্য বা ইদং স্থানং? তথা ঘনং ধূমম্ ইতি এবং তত্র তথা ভবতু ॥১৩

এবং মীমাংসমানাং বিস্ময়ভরং তাং বিশ্বম্ অবলোকয়ন্তীঃ নার্যঃ নাগাঃ চ দূরতঃ শ্রীহর্ষদেবঃ তং বিস্ময়ং অবলুপ্তয়ন্ শ্রীহর্ষদেবঃ আগচ্ছৎ ॥১৪

পরিবারবতা আগতঃ সহ শ্রীহর্ষদেবেন (শ্রীহর্ষদেবস্য সর্বেণ অভিন্নহৃদয়ঃ বান্ধবজনঃ সহ সঃ) তস্য পত্নী আগতা তথাবিধাৎ ঘনিষ্ঠে তথাবিধেন শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ ইব পুরাণে দৃষ্টে বিস্ময়ায় ॥১৫

সেই নৈসর্গিক বিশ্বের সৃষ্টা করিয়াছেন যে, আমি সম্পূর্ণ বিশ্ব থাকি ; অকস্মাৎ প্রভূত ধন পাইলে পাছে আমি ইহলোকবাসী হইয়া ইহাকে স্মরণ না করি, এই বিচিত্র সেই পরম কারুণিক আমাকে প্রভূত ধন প্রদান করেন নাই ॥১০

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ নিজ বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথায় নিজ ঘর ও তাঁহার পর্ণকুটীরটী তিনি দেখিতে পাইলেন না। তথায় সূর্য্য, লতা এবং পাদপসমূহ দীপ্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রধনুরাজি-বিরাজিত অতি বিচিত্র অপূর্ব্ব একটী অট্টালিকা শ্রীমান ব্রাহ্মণ অবলোকন করিলেন ॥১১

তাহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ উপবন-সমূহ শোভা পাইতেছিল এবং অনিলকুলের গুঞ্জনে ও পক্ষিকুলের কাকলিতে উপবন-সমূহ বিনোদিত হইতেছিল। কুসুম, পদ্ম, উৎপল এবং উৎপল-মিশ্র প্রফুটিত হইয়া, তাহারা জলাবন-সমূহের অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥১২

বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত পুরুষ এবং রূপিণীগণের ন্যায় পরিশোভিত প্রাসাদসমূহ সেই অট্টালিকা অবলোকন করিয়া, ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই অট্টালিকা কোথা হইতে আসিল ; কাহারই বা ইহাতে অধিকার ? এবং আমার গৃহই বা কোথা গেল ॥১৩

মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অমর-সদৃশ অপূর্ব্ব-বর্ম্মি কতকগুলি নর এবং নারী প্রভূত ছত্র-চামর সহকারে সেই মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণের প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বিশেষ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন ॥১৪

এদিকে পতি প্রত্যাগমন করিয়াছেন জানিয়া

পরিক্রম্য পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাভ্রলোচনা।
মৌলিস্রাক্সমলংবৃত্তা জনকা পরিষস্বজে ॥২৬
পপ্রচ্ছ যোক্ত্র বিস্রম্ভাৎ কেবৈ বৈদেহিকীতিহ।
মাসীনাং বিনতাবীরং অথো তাস্তাং স বিস্মিতঃ ॥২৭
প্রীতঃ সহ তয়া সূক্তঃ প্রবিষ্টো বিনতাসুতম্।
ঋষিসঙ্ঘসমেতোঽসৌ অযোধ্যাধিপতির্বশী ॥২৮

পদ্মকেশরবিলাঃ সখ্যা সাকং কুলস্ত্রিয়ঃ।
পর্যাতা হেমকুম্ভানি চামরব্যজনানি চ ॥২৯
আসনানি চ চিত্রাণি চূতপল্লবকানি চ।
মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি প্রসর্জ্জ চ ॥৩০
অন্নপানীয়কল্পেষু সহায়ত্বকরেষু চ।
প্রহৃষ্টাঃ প্রাক্রমন্ত সর্ব্বাবয়বসুন্দরীঃ ॥৩১

পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা প্রেম্ণা উৎকণ্ঠয়া অশ্রূণি লোচনয়োঃ যস্যাঃ সা তথোক্তা (বহুব্রীহি অধিকী ঙীঃ চ) পতিব্রতা পত্নী পতিং দৃষ্ট্বা অথবা তথা সত্যেন পরিক্রম্য আদিক্ষিণীকৃত্য ॥২৬

প্রচ্ছ সখ্য বৈদেহিকীং বিষয়ে ইতি কথয়তু ইতি বা সম্বোধনং হে বৈদেহি ইতি বিশেষণং (বিশেষ্যে সম্বোধনে সম্বোধনং) সাসীনা সখ্যা তাভিঃ সহ আসনস্থা সত্যী সীতা বিস্মিতা অভূৎ ॥২৭

প্রীতঃ ঃ সন্ তয়া সত্যা সূক্তঃ, সখিভিঃ সহ প্রবিষ্টঃ প্রবিশতু-প্রবেশয়তু ইতি (সখীভিঃ প্রবেশ্যতে ইত্যর্থঃ (ণ্যন্তাৎ কর্ম্মণি লট্) তস্মাৎ তথোক্তঃ অযোধ্যাধিপতিঃ ইতি বিশেষণং প্রবিষ্টঃ ॥২৮

যত্র মন্দিরে সত্যা ঋষিপত্নীভিঃ পদ্মকেশরবিলাঃ পদ্মকেশরবৎ কুলস্ত্রিয়ঃ, সুন্দরাঃ পরিজনাঃ সত্যাঃ সন্তঃ তথা হেমকুম্ভানি (হেমময়াঃ কুম্ভাঃ হেম ভাবি) চামরব্যজনানি ইতি ॥২৯

মুক্তাদামবিলম্বীনি মুক্তা ইবাবলম্বিনি বৈদূর্য্যাদি হেম্নি ভাবি চিত্রাণি বর্ণবন্তি, আসনানি মুক্তাদামবিলম্বীনি (মুক্তালম্বন বিশেষাঃ) যেষু তানি তথোক্তানি চ বিতানানি চন্দ্রাতপাঃ ইতি ॥৩০

অন্নপানীয়কল্পেষু (অন্নঞ্চ পানীয়ঞ্চ ইতি অন্নপানীয়ে তে) সমর্থীকরণে চ। সহায়ত্বকরেষু (সহায়ানাং ভাবঃ সহায়ত্বং তৎ) সম্পাদয়ন্তি তাদৃশেষু চ ইতি ॥৩১

করিয়া, পরিক্রমা হাবভাবজ্ঞা আর আত্মজের পরিচর্য্যায় রহিল না; কলসের হইতে বহির্গতা মৃত্তিকাই কলসীর ভাব যেমন পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পত্নী সকল গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন ॥২৬

যাহির আশ্রমবাসে যখন পতিকে বর্ম্ম করিলেন, তখন সেই পরিচারিকা আর আত্মজের সীমা রহিল না। স্নেহের আবেগে নয়নযুগল বিগলিত হইতে লাগিল; নয়নবারি নিবারণার্থ চক্ষু মার্জ্জনা করত তিনি পতিকে প্রণাম করিলেন বটে, কিন্তু লোক-লজ্জায় তাঁহার আলিঙ্গনে অসমর্থা হইয়া, কেবল মনে মনেই স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৭

এদিকে রাজা তাদৃশ আলোকসামান্য জনবাসে তাদৃশ সুবর্ণ-পদ্মবাসিনী সাধ্বীগণের সহিত বিরাজমানা বিদ্যাধরাধিপ সাক্ষাৎ হেমলতা সদৃশ সোম-বিনির্গতা পত্নীকে অবলোকন করিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥২৭

পরে অনেকক্ষণে বিস্ময় প্রশমন হইয়া, পত্নী সহিত তাদৃশ আর সব ঋষিসঙ্ঘাসনোচিত অন্নপানাদি অনুভবানুরূপা যাঁহে তাদৃশ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥২৮

তথায় ঋষিসঙ্ঘনির্দ্দিষ্ট অর্ঘ্যপাদ্যাদির পর্য্যাপ্তি সুন্দরভাবে সমাধানসহ এবং বীজার্থ হেমময় চামরাদি প্রবিষ্টরূপে সোভা পাইতেছিল ॥২৯

কোমল আস্তরণবিশিষ্ট সুবর্ণখচিত আসনসমূহ বিস্তৃত করা ছিল এবং মুক্তাদাম-বিলম্বিত বৈদূর্য্য চন্দ্রাতপ সকল পরিচারকের অপূর্ব্ব সোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ॥৩০

মহাযাত্রকত বিধির অন্নপানীয়-বিধির সুবিধিত্বের সহায় সমূহ এবং সহায় সম্পাদনের প্রক্রিয়াটি সোভা পাইতেছিল ॥৩১

ত্রিলোক্য ত্রাসজনক দনুজৈঃ সর্বদা সঙ্কুলম্।
ভর্তুস্ত্রাসাদ বিমুক্তাঃ বসতি বিবরেষ্বেব দৈত্যাঃ ৫০২

মুক্তং ঘণ্টারবেণাস্য দুর্দমস্য
শত্রুস্ত্রীণাং সদা ত্রাসহেতুনা।
ব্রহ্মবিষ্ণুভবৈরলোক্যতোষকৃতো
নৈবোপদ্রবতে বৈরিকৃত ৫০৩

নষ্টজ্ঞানো বিমূঢ়ে সমরে
বাহিন্যে দুর্দমি দুর্বিমোক্ষে।
পর্জন্যবৎ বরদীক্ষমাণো
ন্যস্তাস্ত্রাদায়ুধঃ সদা যে ৫০৪

কিঞ্চিৎকরোত্যুর্বপি যৎ বলস্থঃ
স্বয়ংকৃতঃ কর্মপি দুর্নিবারী।
অন্যোপনীতাং পৃথুকৈকমুষ্টিং
প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিমুদ্বো যযাচ্ঞা ৫০৫

তত্র তত্রে এবম্ সর্বসম্পন্নঃ সন্নপি ত্রিলোক্য বিনাশে সাধনসম্পন্নঃ ব্রাহ্মণঃ অহং[কৃতঃ] আত্মনিষ্ঠঃ সন্ন। সন্নপি দুর্বাসাবৎ ৫০৪

পঞ্চবিংশতা (পঞ্চ অধিকঃ সপ্তদশ সংখ্যয়া) দুর্দমতা ভাসমানঃ, এবম্ (এবং ভূতো অহংকৃতি সন্ন) সন্নাহবন্তঃ সংবিধৃতঃ (সম্যক্ বিধৃতিঃ সন্নাহঃ যস্য অথবা সন্ন) সন্নদ্ধো) শ্রীকৃষ্ণস্য অন্তেবাসিনঃ [সন্নাহাৎ] অন্তর যে দূরে ন এব উপদ্রবে সমর্থায়ে ৫০৫

অন্য বাসনাবিনাশে, তথা: যোগঃ দুর্নিরোধঃ দুরতিক্রমো,

যে সন্ন সন্ন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং যান যন্ত্র যেন পর্যন্ত উপস্থিত এবং দূরে অপি বাহিনে অবস্থান নিমিত্ত বলছি ৫০৬

ঈদৃশ যে অপি বলস্থ যৎ ঐশ্বর্যাদি, যৎ কিঞ্চিৎ করোতি যদ্যপি যদ্য করছে। তথা সম্বন্ধেন [দুর্বা যেমনকে ছয় হাজার শিষ্যের ভোজন দ্বারা] তাহার দুর্নিবারী হয় বলেছি। অতঃ সংসারস্থা যদ্য ঈশনীতাং পৃথুকৈকমুষ্টিং শ্রীকৃষ্ণেন প্রত্যগ্রহীৎ প্রতিগৃহীতবান্ ৫০৭

যাবতীয় সম্পদের পূর্ণবিকাশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় সম্পদের অনুভবে ঈশদ্বিধি অবলোকন করিয়া, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রভাবে মনে মনে তদ্বিষয়ের আলোচনা করত বলিতেছেন— ৫০১

অহো! আমার ন্যায় হতভাগ্য পুরুষ এ সংসারে আর কেহ নাই; আমি সর্বাপেক্ষা দীন দুঃখী; আমার পক্ষে এতাদৃশ সম্পদের অকস্মাৎ আগমন সেই বহুপাপফলে শ্রীনাথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুতেই সম্ভবপর নহে ৫০২

ব্রাহ্মণীদেবীর দুরাপনেয় সেই ভগবদ্ভক্তা শ্রীকৃষ্ণ যাহি প্রভুর সম্পত্তির অধীশ্বর, সুতরাং তিনি যতই দান করেন, ঈদৃশরূপ ভেদ বলিয়া কখনই তিনি তাহা মনে করেন না; নিজের প্রদত্ত সামগ্রীকে

তিনি অতি অল্প ও সামান্য বলিয়াই জ্ঞান করেন; এইরূপ বিচার পূর্বে কিছু বলেন নাই, অথচ প্রভু যেমন কৃষকের অজ্ঞাতসারে রাত্রিকালে তুমি বর্ষণে তাহার ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া যেন, তিনিপরায়ী কৃষ্ণকেও সেইরূপ আমার অজ্ঞাতসারে নিজ নিজেরূপ লক্ষ্য করিয়াই, এই প্রভুর সম্পত্তি আমাকে প্রদান করিয়াছেন ৫৩

অহো! তিনি আমাকে প্রভু ভিন্ন, নিজে অতি সামান্য বলিয়াই তাহাকে মনে করিতেছেন; কিন্তু তত্ত্ব অতি সামান্য প্রদান করিলেও, তিনি আমাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করেন। সত্যই আমি অতি ক্ষুদ্র পৃথুকমুষ্টি যাত্র আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই সেই পরম পূজ্যপ্রবর হইয়া, কেন আমা যাত্র গ্রহণ করিলেন ৫৪

তবৈতদ্ যে মৌক্তিকস্বামিনৌ
লক্ষ্যং পুরস্থানি জন্মনি আত্মঃ।
আসুতরেণ গুণাদয়েন
বিসজ্জতঃ পুরুষপ্রসাদঃ ॥৬৬
তত্রাপি চিত্রা তনবাম্ হি সম্পদো
রাজ্যঃ বিভূতির্ন সমর্থয়ন্তি যাঃ।
অলীকমোহায় চিরস্য নৃণাং
পশ্যন্ বিনাশং ধিষণা যথেপ্সিতম্ ॥৬৭

ইত্যং ব্যবস্যিতো বুদ্ধ্যা তৎকালোচিত আত্মবান্।
বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ত্বা দৃষ্টশ্রুতনিষেবিতান্ ॥৬৮
তস্য বৈ দেবদেবস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ প্রভাবঃ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো নৈষ ন দেবা ইতি বিদ্মহে ॥৬৯
এবং স বিপ্রো ভগবৎসুভাজনঃ
দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরভিতঃ পরাভবম্।
স্বানাময়েনাদ্ভুতবীর্যদর্শন-
স্মিতেন সেহে ন তদীশহেলনম্ ॥৭০

তদনন্তরং ঐশ্বর্যাভিমানস্যাবসরে, যাবদ্ধনস্য প্রীতস্য এবং, যেষাঞ্চিত বিষয়ঃ বিশেষেণ সন্তঃ আত্মনঃ, তে তদীয়ে সৌক্ত-মণয়ো-মৌক্তিকা-রাজানঃ। তৈঃ তেষাং লোকে, সমন্তে বিদ্যন্তে যে বিষয়াঃ (তেষাং) তে তৈঃ সহ (তেষাং) যে আত্মনঃ সকাশাৎ [৬ষ্ঠ] পুরুষাদ্ ভগবান্ এবাঃ: সকাশ] ৬৫।৬৬

ধিষণা মনোবুদ্ধয়ঃ (তদনন্তরং ঐশ্বরং যদ্ভবতি) বিনাশং (আত্মনশ্চ) পশ্যন্ তথা বিনাশং প্রত্যক্ষেণ অনুভবন্ অনুমিনোতি তদ্বিষয়ং-বিনাশ-পূর্বং, তদনন্তরং অনীশ্বরাণাং অনিত্যবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞা যে

আদি জানিবার ; তিনিই বলা ; আমার সম্পত্তির আর প্রয়োজন নাই। ঐশ্বর্যাদি সর্বাপ্তণাসম্পন্ন সেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই অনুগ্রহ পূর্বক নিজে আমাকে দান প্রদান করিয়াছিলেন ; এক্ষণে সম্পত্তি প্রদানে বুঝি সেই জন্যে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন। এক্ষণে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যেন সেই ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি আমার প্রেম, সখ্যতা, মৈত্রী এবং তাঁহাদের ভক্তগণের সঙ্গ আমি অনবরতের লাভ করিতে পারি ॥৬৪

ভগবান্ যাকি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া প্রায়ই যে অনর্থকারী হন, তাহা সেই সর্বজ্ঞাতা ভগবান্ আমা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অধিকতর ভক্তকে কখন ঐশ্বর্যাদি বিষয় সম্পদ প্রদান করেন না। আমি অধিকতর ; আমার যেন কখনও মোহের উৎপত্তি কখন না ঘটে ॥৬৫

৩১২

ত্যক্তা ইতি ব্যবসিতঃ প্রতিপন্নঃ, তদনন্তরং যদ্যৎ তত্ত্বজ্ঞানং বিষয়ে আত্মনঃ 'বিজ্ঞানাদ্যদ্ভবতি, ব্যবসিতঃ আত্মনিশ্চয়ঃ এব আত্মা যস্য তাদৃশঃ সন্ ॥৬৮

দেবদেবস্য প্রভোঃ, যেনাস্মাকং ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানং বিনাশং ভক্তস্য বিষয়ে আত্মনঃ 'বিজ্ঞানাদ্যদ্ভবতি, ব্যবসিতঃ আত্মনিশ্চয়ঃ এব আত্মা যস্য তাদৃশঃ সন্ ॥৬৮

ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে এই প্রকার বিচার করত ভগবান্ তদনন্তরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। তিনি বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় করত ভগবান্ ভাবে পত্নীসহ তদবধৃত সম্পত্তিতে ক্ষোভ করিয়াছিলেন ॥৬৮

অহো ! তিনি প্রভাবি লোকপাল দেবতাগণেরও পূজ্য, ব্রহ্মাদি সংকল্পের একমাত্র আধার সর্বাশ্রয়ধারী শ্রীহরি, তাঁহার অধীন ব্রাহ্মণগণই আমার তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। ব্রাহ্মণের অপেক্ষা তাহাকেও তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না ॥৬৯

সেই ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় অবজ্ঞায় পর্যাপ্তোল্লাস বিশেষ অবধারণ করিলেন যে, যাঁহাকে কেহ কখন পরাজিত করিতে পারে না, সেই বলিক ভগবান্ কেবল স্বীয় ভক্ত ভৃত্যের বিনষ্টায় অংশীলা-

এতদ্ ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ।
লভতেঽশ্বমেধস্য ফলমব্যাহতং বিদুঃ ॥৫১

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পাদ্মসংজ্ঞে
সংহিতায়াং বৈষ্ণবিখ্যাং দশমখণ্ডে
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১

ভগবন্তমজং ভক্তবৎসলং সা বিভ্রাং (ধরেং) অধিকম্, অনি ভগবন্, এব মহাদেবঃ সর্বাত্মিকা বৈষ্ণবী মূর্তি তস্য। এব গরুড়ম্ ধ্রুবিষম্, ঈশানাত্মিকম্, আত্মনঃ তথা গরুড়ম্, অধিষ্ঠাত্রিকম্ তং ভগবন্তিকং সঃ অধিরূঢ়ঃ এব সন্ যথা যথিং প্রাপ্য, তথা ভগবতঃ পদং বৈকুণ্ঠাখ্যং স্থানং সেবে প্রপদ্যে ॥৮০

ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য এতৎ (শ্রীবৃহন্নারদীয়োক্তম্) ব্রহ্মণ্যতাং চ শ্রুত্বা মনুষ্যঃ সর্বপাপেভ্যঃ সংসারাৎ বিমুচ্যতে ॥৫১

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পাদ্মসংজ্ঞে
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার চিন্তায় তখন যিনি চিত্তকে সম্পূর্ণ অর্পিত করেন, অধিষ্ঠাতৃরূপকে অধিরূঢ় করিলেন এবং সাধু সজ্জনগণের প্রাপ্য স্থান ভগবানের বৈকুণ্ঠলোকে অনায়াসে গমন করিলেন ॥৮০

ব্রহ্মণ্যদেবের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে এই সম্পত্তি প্রদানের বিবরণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির ব্যাপার যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তিনিও কর্ম-বন্ধন-স্বরূপ এই সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করেন ॥৮১

শ্রীমদরবিন্দোদ্ধারপ্রভৃতি পাদ্মসংজ্ঞী সংহিতা শ্রীবৃহন্নারদীয়মহাপুরাণের
দশমখণ্ডে পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্নবিদ্যারত্নকৃত একাশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণপর্বণি স্নানার্থং কুরুক্ষেত্রং ব্রহ্মাদিদেবোপাবাসঃ চ বিষ্ণুনা।

শ্রীশুক উবাচ।

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রাম-কৃষ্ণয়োঃ।
সূর্যোপরাগঃ সুমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ॥১

তং জ্ঞাত্বা মুনয়ো রাজন্ পুরাণেষু পর্বজ্ঞঃ।
সমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ ক্ষেত্রবিবিৎসয়া ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীশুক উবাচ। অথ একদা দ্বারবত্যাং বসতোঃ রাম-কৃষ্ণয়োঃ এবং সমন্তপঞ্চকে কল্পক্ষয়ে যথা সুমহান্

অন্বয়ঃ

সর্বপ্রলয়কালে সূর্যগ্রহণং যথা ভবেৎ ॥১
হে রাজন্! তং সূর্যগ্রহণং জ্যোতির্বিদ্ভিঃ জ্ঞাপকং

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণপর্ব উপলক্ষে বহুসংখ্যক মহর্ষির সহিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং ব্রহ্মাদিদেবোপাবাসের মিলন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! রামকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করিতেছেন, এমন সময়ে যেন কল্পক্ষয়ের ন্যায় একবার একটী সূর্যগ্রহণ উপস্থিত হইল। তাহাতে সূর্যদেবের সর্বগ্রাসই ঘটে ॥১

নিষ্কর্ত্রিয়াঃ সহৈঃ পূর্বম্ যাতঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহ্রদম্ ॥৩
ইত্যেষ চ জগন্নাথঃ যত্রাস্তে ভৌতিপি কর্ণয়া।
লোকস্য গ্রাহরূপেণ ধর্মাত্মোঽঘাপমুত্তয়ে ॥৪
অধ্যাস্য তীর্থং যাত্রায়াং তত্রাগচ্ছন্ জগতীঃ প্রজাঃ।
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রূর-বসুদেবাদ্যকাদয়ঃ ॥৫
যদূনাঞ্চ তথা ক্ষেত্রং সর্বতঃ পরিকীর্তিতম্।
শুক্ল-প্রদ্যুম্ন-সাম্বাদ্যাঃ কৃতস্ত্র-শুক্ল-সাধবঃ ॥৬
অক্রূরোঽনিরুদ্ধো হকায়ঃ কৃতবর্মা চ যূথপঃ।
তে যত্তৈর্বৃষ্ণিভোজান্ধকৈশ্চৈব তরস্বিভিঃ ॥৭
শতৈর্বহুভিরাজগ্মুর্বিবিধায়ুধযোধিভিঃ।
যযৌ চতুর্থ মহাভোজাঃ পঞ্চ কাঞ্চনমালিনঃ ॥৮

দিব্য-ভ্রক্-বস্ত্র-সন্নাহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব।
তত্র স্নাত্বা মহারাজ উপোষ্য সুসমাহিতাঃ ॥৯
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্বেশ্মধান-ভ্রক্-বস্ত্রমালিনীঃ।
গাশ্চ রূপেণ বিবিধাঃ পুনরাত্মা বৃতাঃ ॥১০
ততঃ যযুঃ বিলাপ্রোক্তাঃ কুরুক্ষেত্রং তপস্বিভিঃ।
যত্র চ জগদুজ্ঞাতা বৃতাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ॥১১
কুরুক্ষেত্রপরিক্ষিপ্তঃ কাম্যঃ শিবসরাংস্যপি।
তত্রাগ্নয়ঃ সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যাশ্চ যূথপাঃ ॥১২
যত্রোশীনর-কৌরব্য-বিপ্রর্ষি-কুরু-সৃঞ্জয়াঃ।
আযোধ্য-রৈক্ষ্বাকাশ্চ মহাত্মানঃ কুরূনাবর্ত ভেজিরে ॥১৩

ত্রাত্ত পূজ্যাঃ যতঃ পূর্বতঃ এব ঋষিঃ সর্বলোকস্য মহতো ভোজাদিবিশেষণা পুণ্যাতিশয়েন সমস্ত-তত্ত্বং সাধু কুরুক্ষেত্রং বিদুঃ ॥

সন্নাহাঃ বর্মাণি; খেচরাঃ যথা বিমানৈঃ যথা বিমানৈঃ কুর্বন্ত্ব তথা কলত্রৈঃ রথিবিশেষৈঃ রথিবিশেষা বা আরূঢ়াঃ সন্তঃ ॥

কর্ণয়া দুঃখপ্রতীকারেণ যত্র অস্পৃষ্টে অপি তত্রত্যে যাত্রা যোগং লভন্তাম্ (আরভন্তি এব কুরুং ইতি বিবক্ষিতম্) অথবা সাধারণ্যেন, যত্র ইতঃ অপি যত্র ক্ষেত্রে ইতি, তং ক্ষেত্রং যযুঃ ॥

তত্র যত্র্যায়াং তীর্থযাত্রায়াং তাবতীঃ তাবতীঃ প্রজাঃ আত্মন্ আত্মনঃ ইতি বা অক্রূর-বসুদেবাদ্যকাদয়ঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণপ্রধানাঃ কৃষ্ণাঃ ॥ যদ্ যদ্যপি কুরুক্ষেত্রং সর্বতঃ এব তাবৎ (যাবতঃ) প্রজাঃ আত্মন্ আত্মনঃ; তথা প্রত্যেকং কৃষ্ণঃ যেষাং তে কৃষ্ণাঃ। তৈঃ বিলাপ্রোক্তাঃ যেষাং তপস্বিভিঃ ঋষিভিঃ (যতঃ; যত্র; যতঃ চ ঋষিঃ যেষাং তৈঃ) ঋষিভিঃ, তথা যত্র কুরুক্ষেত্রে অক্রূরাদিভিঃ বৃতাঃ; বিলাপ্রোক্তাঃ (বিলাপ্রোক্তাঃ ইব বৃতাঃ যেন তৈঃ) বৃতিঃ ॥ তন্ত্রেণ ॥

যে যযুঃ। এইপ্রকার প্রকরণের দ্বারা জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণের মুখে পূর্বেই অবগত হইয়া, যেন যেনস্থান হইতে যেই যাদবগণ স্বকীয় যেন্নো লাভের প্রত্যাশায় সমন্তপঞ্চক নামক কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম তীর্থে উপনীত হইলেন ॥২

এইস্থানে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পরশুরাম রাজাকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষত্রিয়দিগের রুধির-ধারায় যত্র যত্র মহাহ্রদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৩

জগতীর জ্ঞান এবং বিবেকসম্পন্ন পরশুরাম এই ক্ষত্রিয়-নিধনরূপ ভীষণ কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের ন্যায় তিনি পাপলিপ্ত হন নাই। কিন্তু তথাপি ইহজীবনে নিহিত পাপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে লোকে অগ্রসর না হয়, এই হেতু কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত তিনি নিজে পাপ-বিমোচনের উপলক্ষে যে যে ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই কুরুক্ষেত্রের তীর্থ সমূহে সকলে উপনীত হইলেন ॥৪

যে জগন্নাথ। সেই মহতী তীর্থযাত্রার উপলক্ষে সমস্ত ভারতবাসী প্রজাবর্গ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ, অক্রূর, বসুদেব এবং যাদবপ্রধান সকলে স্বকৃত পাপ-বিমোচনার্থ সেই কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন ॥৫

অন্যাংশ্চৈবানুপকৃতান্ পরাংশ্চ পরমো মৃদু।
নবনীতমিব ত্বক্ষো মোমম্
মোদীচ্যেতৎ কতিরাজ্ঞিকম্ ॥১৫

অন্যোন্যসম্ভাষণনির্বন্ধনেন
প্রোৎফুল্লহৃদ্যক্ত্রসরোরুহাস্যম্।
আপিত্ব যাতং নয়নৈঃ প্রহর্ষণা
হৃদস্তরা হৃদ্যবিদো বভূবুঃ ॥১৬

সহ বিবাহাৎ-পূর্ব্বকালীনঃ (বিবাহঃ প্রাক্ সম্বন্ধকালঃ, সগাই ইতরঃ, যেন কে) আত্মবন্ধুভিঃ আত্মবন্ধনৈঃ সহিতা সহিতা যেন তেন ইব বয়স্যাভিঃ। তত্র ঔর্দ্ধ্বং তথা নিম্নাস্থ হৃদয়স্থিতা নালাস্থাঃ যে স্নায়বঃ প্রত্যেকেষাং তথা তন্মধ্যবর্ত্তিনঃ যেন্দ্রাঃ।

তত্রঃ পরং তথাস্থানম্ মুখং বিবিধং বাসুতা যাতে যে মুখাঃ মুখে ন অথ বা তথিতঃ অথ ইতি সম্বোধনং বিধায়িতঃ যাতং স্যাঃ।

মুখমেবাহঃ ধ্বনঃ এব যেন্দ্রা যেষাং যে মুখাঃ তৈঃ মুখৈঃ অনুকাতঃ যথা। ধ্বনঃ যথেষ্ট মুখঃ বিবাহাদিনি-মাদিনি (বিবাহঃ সাধারণঃ নীতিসঃ ধ্বনঃ যেষাং তথাবিধানাম্ অন্তিমানাং মুখানাং মধ্যে অন্তিমঃ মুখঃ) তৎবিবিধঃ।

যে মুখাঃ তত্র মুখমেবাহঃ পরাংশ্চ অন্যান্ মুখান্ সহিতঃ মৃদুনম্ তথা নবনীতমিব মোমম্ ত্বক্ষো ত্বচঃ মোদীচ্যেতৎ কতিরাজ্ঞিকম্ ॥

তাবান্-তৈবেত্য-মহ-মুখীম্ আবহ-কেলম্ তথা অন্যম্ আবহন্তীম্ পরাম্ অন্যকীম্। মৃদুম্, নবনীতম্ যথা মোমম্ তথা ত্বিম্ ত্বিবত্তীতাঃ মোদীঃ ॥ মৃদুঃ ৮০১৩

আহারের সম্বন্ধের যে যেই তত্র যাহারা যেমন, মোদমুদ্রাদি মুখমুদ্রা এবং সম্বোধনাদি ত্বিঃ ত্বিঃ মোদ যেমন যে। তথা মতৈঃ প্রাপ্তি তথাদি যেমন যে, তথা মুখমুদ্রা ত্বিমিত্ত-মোদাদি মুখঃ যেমন যে, তাদৃশ তথা মুখমুদ্রা বিনা যেমন যে তথা মুখ তথা তথা আমিয়া আপিয়া মুখ মুঃ ১১৪

হইলেন, তাহার এবং সাধারণ সকলেই গমন করিয়াছিলেন; কেবল মুখ্য, তত্ত্ব ও সাধন নয় অভিজ্ঞ বাহকের তোরণেই নিযুক্ত ছিলেন এবং কুলবধূ তথায় প্রেরণ হইলেন।

বাহকাবাসী তত্রত্য প্রেরিতের-সমূহ হয়ে, উত্তমরূপে পরিচ্ছিন্ন আর এবং নিযুক্ত মনোমুগ্ধ সজ্জাকারী হয়ে আরোহণ করত, বিবাহের মূল্য অপূর্ব্ব গৌড়িয়ানী অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, মুখমেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

কাঞ্চনমালাধারী সেই মহাভেজা ব্যক্তিগণ বিবা মুখমাল্য, যজ্ঞ, মুখ এবং তথাদি বাহনে বসিয়া নব পথে গমনকালে পর্ব্বতবাসী অমরবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সেই সমতলক্ষ ঔর্দ্ধে উঠিয়া হইয়া, তথায় অবস্থানের পূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং নগরাহিত-স্থিত উপবাসী থাকিয়া, সন্ধ্যালতা-শোভিত পর্ব্বমালাবিবিনিষ্ট বেণুমধুর রাজপথকে স্নান করিলেন।

মুখমন্ত্র মুক্তিগণ তথাবিধি হারমুখে পুনরায় স্নান করত বিবাহিতগণে পরমাদি যতবিধ তোজনদ্রব্য প্রদান করিলেন এবং "তথমান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ভক্তি হউন্।" এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

কৃষ্ণভক্ত মুক্তিগণ তাহার পর ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সকলে তৃপ্তির সহিত তোজন করিলেন এবং বিদ্যাদ্বারা তক-সমূহের মুখমেত্রে বিচার করিতে লাগিলেন।

মুখমেত্রে তাঁহারা উপনীত হইয়া মুখমেত্রেই বৃক্ষবিশেষ এবং মধ্য, উদীচ্য (অবন্তী), তৌলস্য, বিদর্ভ, মুক্ত, পঞ্চাল, তথমাল, তেকট, মধ্য, মুখী, আনর্ত্ত, তেরল এবং অন্যান্য দেশের আধীরাজ-গণের পালনীয় বৃক্ষবিশেষ, ও নব প্রভৃতি মুখ তোজন এবং তথের তত্ত্ব উৎসবিক-মুখমা তোজীয় উপস্থিত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া, সকলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন ॥১৬

স্ত্রিয়শ্চ সর্বাঃ কৃষ্ণায়াঃ স্নিগ্ধাঃ সিতসিতেক্ষণাঃ।
স্নিগ্ধবর্ণাঃ সুকেশান্তাঃ সুকেশ্যশ্চাভবংস্তদা ॥১৬
ততো জনাদ্ দ্রুপদস্তদ্ভুতং
নিত্যা দৌষ্ট্যং প্রপদ্যান্তলোমাঃ ॥১৬
অন্যোঽভিমান্ত তে দৃষ্ট্বা ধর্মবৈতৈর্বিবাদিতাঃ।
যাজসেনঃ কৃষ্ণাঃ পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা দ্বিজাঃ ॥১৭

পৃথা ভ্রাতৄন্ বনৌকা তৎপুত্রান্ পিতরাবপি।
ভ্রাতৄপত্নীশ্চ কৃষ্ণাং চ জয়ো লব্ধকথা ততঃ ॥১৮

কুন্ত্যুবাচ।

আর্যা ভ্রাতরঃ অত্র আত্মানমকৃতাস্মিয়ম্।
যন্ন আসাৎস্থ বহ্বর্তাঃ নানুস্মরথ নঃ কথাম্ ॥১৯
ধ্রুবমো ভ্রাতরঃ পৃথা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি।
নানুস্মরন্তি যদ্বয়ং যত্র যৈরকৃতস্মিয়ম্ ॥২০

তথা স্ত্রিয়শ্চ সর্বাঃ যদি সৌকুমার্যিবাদেনাগতকৃষ্ণা (অতিশয়েন স্নিগ্ধা বর্ণাদয়ঃ অবয়বাঃ যাসাং তাঃ) তথা সুকেশ্যঃ কৃষ্ণাঃ দৃষ্টাঃ যাসাং তাঃ) তদানীং ঔচিত্যেন সর্বাসাং সৌন্দর্যং যাদৃগাসীৎ। অনুভবসিদ্ধমিদম্ (অনুবাদঃ ৪৫) অতএব স্নিগ্ধা সর্বাঃ, স্নিগ্ধাঃ সৌম্যঃ অভিব্যক্তিরিত্যর্থে আদিকর্মণি ক্তপ্রত্যয়ঃ ॥১৬

তথা চ যে ভ্রাতরঃ যাজসেনস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্যেমে, অভিমানিনঃ। তত্র দৃষ্টান্তে অভিব্যক্তরূপান্ অভিমানে চ যাবন্তঃ

কৃষ্ণাঃ পৃষ্ট্বা স্নিগ্ধাঃ কৃষ্ণকথাঃ চক্রুঃ ॥১৭

তত্র পৃথা কুন্ত্যাখ্যা যদ্বৎ যদুঃ যদুপুত্রান্ স্নিগ্ধাঃ ভ্রাতৄপত্নীঃ দ্রুপদস্য চ দৌষ্ট্যং স্নিগ্ধাঃ কৃষ্ণকথাঃ স্নিগ্ধাঃ সংপ্রশ্নপূর্বকাঃ ততঃ তেনৈব ক্রমেণ ভ্রাতরঃ ॥১৮

কুন্ত্যুবাচ। হে আর্যাঃ হে ভ্রাতরঃ। যৎ যস্মাৎ বয়মিতি। যদি সুখে আসাম যদি বা দুঃখার্তাঃ যে আসন্নস্মৎ, অতঃ যত্র আত্মনাম অকৃতাস্মিয়ং অকৃতপুণ্যাঃ স্মঃ ॥১৯

পরস্পরের সকলের অভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকারে পরমানন্দে অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন। আনন্দে তাঁহাদের মুখপদ্ম বিকসিত হইল। নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করত অত্যন্ত আর্দ্র ও রোমাঞ্চিত কলেবরে সকলে পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১৫

এবং নারীগণও পরস্পরকে অবলোকন করিয়া, আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন; পরস্পরের প্রতি প্রেমাবলোকন পরস্পরের প্রীতি উৎপাদন করত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। গাঢ় আলিঙ্গনের অনুরোধে পরস্পরের কুন্তল-মণ্ডিত মুখ-মুকুল বিস্রস্তরূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহারা এই প্রকারে যাবতীয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করত বিহ্বল হইতে লাগিলেন ॥১৬

অনন্তর সেই যাবতীয় কুরুবীর বান্ধবগণ কৃষ্ণাকে অভিবাদন করিয়া এবং যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ অভিবাদিত হইয়া, পরস্পরের অবস্থানাদি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কৃষ্ণ-কথার আলোচনায় সকলেই নিমগ্ন-চিত্ত হইলেন ॥১৭

কুন্তীদেবী তথায় ভ্রাতা, ভগিনী, তাঁহাদিগের পুত্রগণ, পতি পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপত্নীগণ এবং সাক্ষাৎ দ্রুপদকে উপনীত সন্দর্শন করিয়া, পরম প্রীতি লাভ করিলেন; তাঁহাদিগের সহিত অযোপকথনে তাঁহাদের অদর্শন-জনিত দুঃখ যাবতীয় বিদূরিত হইল ॥১৮

কুন্তী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করত বলিলেন,—হে আর্য! হে ভ্রাতঃ! এই কারণে আমিই প্রধান অপরাধিনী; তাহার আপনারা সকলে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও, আমার বিপদ্‌কালে যে এতদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না এবং এতদবধিও আমার বিষয় স্মরণ করেন না, এতদপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্যের পরিচয় আর কি হইবে ॥১৯

বসুদেব উবাচ :

অয়ং মমানুজো বিষ্ণুর্দেবকীনন্দনঃ প্রভুঃ।
ঈশস্য হি বচঃ লোকঃ ন কুরুতে কার্যমেষ্বপি ॥২১
কংসপ্রহাপিতাঃ সর্বে বধায় যদবঃ গতাঃ বিশ্বং বিশ্বম্।
এতদ্বোষে পুনঃ আয়ুঃ দৈবেনাসাদিতাঃ যদঃ ॥২২

শ্রীশুক উবাচ।

বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং যদুভিঃ কৃষ্ণরামিতো যুধাঃ।
আনন্দ্যাত্মসমারম্ভৈরাশ্বাস্য পরিষস্বজে ॥২৩

ভীষ্মো দ্রোণোঽম্বিকা পুত্রৌ ধর্মরাজো বিদুরঃ তথা।
সত্যকঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সৌভদ্রো বিষ্ণুরঃ কৃপঃ ॥২৪
কুরুজোলো বিরাটশ্চ কৌরবো বভ্রুসৃঞ্জয়াঃ।
পুরুজিৎ কুন্তিঃ শব্দো দ্রুপদঃ শৈব্য এব চ ॥২৫
যুধামন্যুঃ সুশর্মা চ সহ পুত্রা মহারথাঃ।
মালবো যে চ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরমুপাশ্রিতাঃ।
শ্রীনিকেতং বপুঃ শৌরেঃ সমীক্ষ্য বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ ॥২৭

যত্র চৈব প্রযত্নঃ কৃতঃ, অবিদ্বান্ অবিদুষঃ তবতি তত্র কথম্ অয়ং দৃষ্টঃ আত্মনঃ পুত্রঃ যাদবঃ নিত্যঃ অপি ন প্রত্যেষ্যতি ॥১০

বসুদেবঃ উবাচ। যে অথ দেবকীনন্দনম্ বিষ্ণুং ঈশ্বরম্ অনুভবন্তি, অথবা ন অনুভবন্তি, কিং তত্র ঈশস্য অনুষ্ঠানবিধিঃ কথং লোকঃ তম্ দৃষ্টম্ তথা কুরুতে আচরতি ॥১১

যে যদবঃ কংসেন প্রহাপিতাঃ ক্ষেপিতাঃ সর্বে এব বিশ্বং বিশ্বং যাত্রাঃ গতাঃ ; এবম্ এব পুনঃ সঙ্গমঃ দৈবেন

পুনঃ প্রাপ্য আসাদিতাঃ প্রাপিতাঃ ॥১২

শ্রীশুকঃ উবাচ। যে সমাগতাঃ নৃপাঃ (কুরুক্ষেত্রস্থে) বসুদেবাগ্রসেনাভ্যাং যদুভিঃ অন্বিতাঃ সহ আগতাঃ শ্রীমতঃ সমস্তসৌন্দর্যসারভূতস্য বিগ্রহং আত্মনঃ ॥১৩

ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অম্বিকাপুত্রঃ ধৃতরাষ্ট্রঃ, তথা সত্যকী মাদ্রবতী, পঞ্চ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সহ পুত্রঃ বিষ্ণুঃ চ কৃপঃ। তথা ভূরিশ্রবাঃ তথা ভূরিশ্রবস্ সহিতঃ রাজন্যঃ চ সৌভদ্রঃ শ্রীনিকেতস্য সহিতং শ্রীনিকেতম্ সৌন্দর্যনিধানভূতং বপুঃ বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট্বা ॥১৪-১৭

আত্মা : যাহার দৈব প্রতিকূল, কেহই তাহার অনুকূল থাকে না ; এমন কি ; পুত্রপুত্র, ভ্রাতিবর্গ, অধিক কি ! নিজের পুত্র, ভ্রাতা এবং পিতা মাতা পর্যন্ত তাদৃশ দৈব-প্রতিহত ব্যক্তির সহায় হয়ে না ॥১০

এবম্প্রকারে বসুদেব বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ ! ইহাতে দুঃখিত হইয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কর্তব্য নহে। কারণ এই সংসারে মানব কেহ বিদুষী নহে। দেবতার হস্তে তাহারা ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। সেই পরমেশ্বর অধীনে অবস্থান পূর্বক জগৎ কার্য করে এবং অজ্ঞের ন্যায়ে প্রভু হয়ে ॥১১

আমরা কংসের দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত হইয়া, বহুকাল হইতে দেশ দেশান্তরে পলায়ন করত জীবন রক্ষা করিয়াছি ; যে হেতু। সম্প্রতি কেবল দৈবের অনুকূলতাই আমরা পুনরায় পূর্বস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি ॥১২

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ! ঈদৃশ রাজকবর্গ সমূহে বসুদেব এবং উগ্রসেনাদি যাদবগণ কর্তৃক বিশেষ সম্মান পূর্বক সাদর ও অভিত হইয়া, অত্যাশ্চর্য-সৌন্দর্য-রাশির পরাকাষ্ঠা পরম বিস্তৃতি লাভ করিলেন ॥১৩

ভীষ্ম, দ্রোণ, অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র, মদ্রপুত্র মাদ্রবতী, সত্যকি যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, কুন্তী, সুভদ্রা, বিষ্ণু, কৃপাচার্য— ॥১৪

ভূরিশ্রবাঃ, বিরাট, ভীষক, মহারথ শাল্বরাজ, দ্রুপদ, শৈব্য, পুরুজিৎ, কুন্তিরাজ— ॥১৫

ধৃষ্টকেতু, বিশালাক্ষ নিখিলাপতি মহারাজ, যুধামন্যু, সুশর্মা ও মালবের প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দ— ॥১৬

অথ তে রাম-কৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্চনাঃ।
প্রশস্যেমূর্তয়ো মুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্ ॥২৮
অহো যোগপতে পুংসঃ সত্যকামস্য তে বিভো।
যৎ পত্ন্যাদয়ঃ কৃষ্ণ ত্বাং দুর্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥২৯
ন্যুষিঞ্চন্ শ্রীনিকেতেন্দ্রং স্নপনৈস্তীর্থমৃত্তিভিঃ পুনাতি
স্বাসনেভ্যশ্চলয়ন্ত ঈক্ষয়া পুনাতি তীর্থং পুরুষোত্তমঃ স্বয়ম্।
তস্যাপি তে কিমবশিষ্যতে প্রভো লোকে ব্যবস্যন্তি যতোঽকৃতাশিষঃ ॥৩০
ততশ্চ তেষ্বনুপদমাত্মবন্ধুষু
স্বয়ং বিধায়াকৃতসৌহৃদঃ সতাম্।
বিবেশ কৃষ্ণো নিবহং যদৃনাং
ভবায় লোকস্য যশো বিতন্বন্ ॥৩১

অথ রাম-কৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্চনাঃ (প্রাপ্তে সমর্চনে আসন-বেশভূষাদিসমাদরে যৈস্তে যে) মুক্তা মুক্তাঃ কৃষ্ণপরিগ্রহান্ কৃষ্ণান্ প্রশস্যেমূর্তয়ঃ ॥২৮

অহো যোগপতে যে ইতি হরেরপি। বিভোরপি মুক্তা অথবা মুক্তা যস্যা এব তাদৃশ্যঃ সত্যকামস্য যা যস্যা যেনিমিত্তাৎ অপি দুর্দর্শং দুষ্প্রাপম্ ॥২৯

ন্যুষিঞ্চন্ মুক্তা যাদবা যং বিভোরপি ঈশিতুঃ ঈশ্বরস্য শ্রীনিকেতেন্দ্রং শ্রীনিকেতানাং শ্রীমদ্রূপাণামপি ইন্দ্রং স্নপনৈঃ তীর্থমৃত্তিভিঃ পুনাতি, যস্য বা এব পাদৌ তীর্থমৃত্তিভিঃ তীর্থরূপৈঃ

এবং যে সমবায়ে; যাহা দুর্বিষহের অসুরের অত্যাচারে যদুবংশ নরপতিগণ পরাভূত অথবা শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ঐশ্বর্যমহাসাগর সম্ভোগেরও দুষ্টি বর্ধনে বিমুখ-ভাবের বিষয় হইলেন ॥২৭

তাঁহারা সকলে রাম-কৃষ্ণ কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত ও অর্চিত হইয়া নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলেন; এবং হর্ষবিবশ হৃদয়ে কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীপ্রমুখকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন ॥২৮

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ভোজপতে! এই সংসারে আপনারাই প্রকৃত মহত্ত্ব-লাভে সমর্থ হইয়াছেন; অহো! যোগিজনের দুরারাধ্য কমলালয়ন শ্রীকৃষ্ণকে যখন বিবাহই প্রদান করিয়াছেন, তখন এতদপেক্ষা আপনাদের সৌভাগ্যের পরিচয় আর কি হইবে ?২৯

অহো! যাঁহার পবিত্র কীর্তিরাশি জনসমিতির পরিত্রাণ হইয়া সমস্ত বন্ধনকে পবিত্র করিতেছে; যাঁহার চরণবারি মন্দাকিনী নামে স্বর্গরাজ্যে, ; স্নপনৈঃ তীর্থমৃত্তিভিঃ তীর্থরূপৈঃ পুনাতি, যস্য বা এব পাদৌ তীর্থমৃত্তিভিঃ তীর্থরূপৈঃ পুনাতি ইতি পুনরাবৃত্তিঃ শক্তিং ব্যনক্তি স্ব স্বরূপতঃ সর্বো এব অন্যান্ অধিকান্ স্বর্গে নাস্তীতি ধ্বনিঃ ॥৩০

তত ইতি, সমবায়ে অনুপদং অনুপরি প্রথমং যেষাং, তান্ আত্মবন্ধূন্, আত্মনঃ তুল্যান্ যাদবান্ বিধায় কৃত্বা, অকৃতঃ সৌহৃদঃ যেন সঃ যদি, বিভোরপি তস্য বন্ধুত্বং যদ্যপি তস্য তুল্য-সর্বোৎকর্ষঃ (সর্বোৎকর্ষাভাবে বিভোরপি বিভুত্বং কথমেব ন স্যাৎ) বিভুঃ ব্যাপ্তঃ আত্মা আত্মীয়ো যেন তম্ ॥৩১

ঘনশ্যামে মর্তলোকে এবং ভোজবংশে পাতাল-পুরীকে পবিত্র করিতেছে, যাঁহার দুর্বিষহ বাহু বেদরূপ গাছে পরিণত হইয়া বিশ্বসংসারকে পরিত্র করিতেছে; এমন ভবান কাল-বশে দস্য-বহিষ্কৃত যদী সৌ কৃষ্ণাহরণী অসুরদের সুকোমল চরণারবিন্দের অল্প সংস্পর্শে সর্বশক্তিসমন্বিতা হইয়া আমাদের সর্ববিধ অভিলাষ পূরণ করিতেছেন।৩০

যাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারিলে, জীবের স্বর্গভোগের কথা দূরে থাকুক, অপবর্গ লাভেও যখন ত্রুটি ঘটে না, আপনারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাবতীয় ভৌতিক সংসার ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও, সেই ভবভয়হারীর সহিত বিবাহাদির ঔদ্বাহিক যৌন-সম্পর্কে এবং জাতির বিবিধ সম্পিণ্ড-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয়, স্পর্শ, সহশয়ন, তাঁহার সহিত সর্বদা আলাপন, একত্র ভ্রমণ, উপবেশন এবং ভোজনাদি করিতেছেন। অহো! যাঁহাদের অনুরোধে স্বয়ং বিভু মানব-মূর্তি

শ্রীশুক উবাচ।

নন্দস্তত্র যদূন্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্।
ওদ্রাবয়ন্ হতো যেনাসৌ নন্দঃ কাটৈর্দ্বিষৎক্ষয়াৎ ॥৩২
তং দৃষ্ট্বা কৃতসংকল্পাঃ প্রাপ্তমিত্যবধারিতাঃ।
পরিবব্রুরিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ ॥৩৩
বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সস্ত্রীকঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসঞ্চ গোকুলে ॥৩৪

কৃষ্ণ-রামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্না লাজ্রকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ ॥৩৫
আশ্বাস্যাশ্বাসয়ামাসুঃ পিতরৌ পরিষ্বজ্য চ।
মাতরং চ যশোদাং তে বিধিবত্তুষ্টুবুস্তয়া ॥৩৬
রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য স্নুষ্যেষয়ম্।
স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ ॥৩৭

শ্রীশুকঃ উবাচ। নন্দঃ তত্র কুরুক্ষেত্রে যদূন্ যাদবান্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা বিদিত্বা হতো যেন অসৌ নন্দঃ কাটৈঃ (কাষ্ঠনির্মিতৈঃ অস্ত্রবিশেষৈঃ) দ্বিষৎক্ষয়াৎ (অরিবধাৎ) অবধারিতা (অবশ্যং মরিষ্যতি, ধ্রুবমিতি) মত্বা এব তং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা ॥৩২

তং নন্দং দৃষ্ট্বা হেতোঃ কৃষ্ণঃ তত্র কংসবধানন্তরং প্রাপ্তং আগতং দৃষ্ট্বা তথা নিশ্চিত্য তৎকৃতং কংসকৃতং ক্লেশং, তথা যে নৈশিতাঃ তীক্ষ্ণাগ্রাঃ কিরণাস্তীক্ষ্ণাঃ (কিরণা বহুলাস্তীক্ষ্ণয়োরস্ত্রয়োঃ ইতি কোষাৎ) এব শাণাঃ তথা তত্র পরিষ্বজ্য ॥৩৩

বসুদেবঃ তু নন্দং পরিষ্বজ্য সস্ত্রীকঃ সন্ কংসেভ্যস্তং ক্লেশং তথা পুত্রস্যাঃ রাম-কৃষ্ণয়োঃ গোকুলে গমনং স্মরন্ ॥৩৪

সমাগমং নন্দকৃতং পুত্রয়োরাত্মনো মৈত্রীং চ স্মরন্ প্রেম্না বিহ্বলঃ বাষ্পকণ্ঠঃ বভূব ॥৩৫

যে কুরূদ্বহ! রোহিণ্যৌ তু পিতরৌ পরিষ্বজ্য অভিবাদ্য চ প্রেম্না লাজ্রকণ্ঠৌ সন্তৌ ন কিঞ্চন ঊচতুঃ ॥৩৫

আশ্বাস্যাশ্বাসয়ামাসুঃ পিতরৌ পরিষ্বজ্য চ। মাতরং চ যশোদাং তে বিধিবত্তুষ্টুবুস্তয়া ॥৩৬

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য স্নুষ্যেষয়ম্। স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ ॥৩৭

পরিশ্রমে যাঁহাদের মুখে অবসাদ হইয়াছিল, তখন সেই আপনারাই নন্দ-ব্রজ যাইব বলা প্রভৃতি প্রস্তাবে সার্থক হই ॥৩১

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন জানিয়া, প্রকাশ্যে নন্দ সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে তাঁহাদিগের অবস্থানে গমন করিলেন এবং যাইবার সময় তথায় একত্র বাস করিবার অভিপ্রায়েই অকটীন বেলাদি সঙ্গে লইয়া অনুচর গোপগণ সহ একাকী গমন করিলেন ॥৩২

তাঁহাকে উপনীত অবলোকন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের আর আনন্দের সীমা রহিল না; জীবনস্বরূপ মুখ্য প্রাণ লাভে ইন্দ্রিয়াদি দেহধর্ম যেমন সচেতন হইয়া উঠে, যাদবগণ তদীয় সন্দর্শনে স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক গাঢ় আলিঙ্গনে চির বিরহ সন্তাপ বিদূরিত করিলেন ॥৩৩

বসুদেব আলিঙ্গন করিয়া বহুদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না; কংসকৃত যাবতীয় ক্লেশ এবং তদীয় ভয়ে গোকুলে পুত্রদ্বয়ের রক্ষার আশায় তাঁহার সুবিস্তৃত আকুল হইল; তিনি প্রেমে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ॥৩৪

রাম-কৃষ্ণ উভয়ে পিতা যাতা এবং যশোদাকে বন্দনা করিলে পর যখন গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন প্রেমাশ্রু বিপ্লবে তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; রাম-কৃষ্ণ পিতামাতাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥৩৫

নন্দ যশোদা অমনি তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া, বাহুদ্বয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই সময় যেন পুত্রদ্বয়ের আলিঙ্গনে তাঁহাদের সকল দুঃখের বিদারণ হইল ॥৩৬

কা বিস্মরেত তব দৈত্যবিমর্দনাঙ্ঘ্রিং
ক্ষণ্যে প্রণম্যশিরসঃ স্বকৃতা নেহ প্রতিক্রিয়া ৪৮

এতাবদুক্তপিতরৌ সুতরাং ন পিত্রো
সম্প্রীণনায়রমণাপরপর্যায়ায়ি।
প্রাগ্যোদবদ্ধুমতি পক্ষ ইবাম্বুজাক্ষো-
র্যাচ্ঞাকৃতশ্চরণয়োর্ন পতেৎ পতঃ বঃ ৪৯

শ্রীশুক উবাচ।
মেপাঙ্গ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃতোকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ৪৯
তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা বিধিক উপলব্ধঃ।
আশিষামাত্মন্যুরীং পৃষ্টঃ প্রহসিতমব্রবীৎ ৪৯

---

৪৮ অন্বয়ঃ। যস্য কৃষ্ণস্য [সকাশাৎ] বৈরেণ অপি [বৈরেণাপি] ঈদৃশম্ [এবম্ভূতং] ফলং [লভ্যতে] (৪৮) [সকাশাদপি বিশিষ্যতে] সৎসঙ্গস্য কা বিস্মরেত ৪৮

হে অম্বিকে! অস্মাকং পিতরৌ বসুদেব দেবকৌ এতাবৎ-কৃষ্ণে সুতরাং পিত্রোঃ [তয়োঃ] কৃতম্ [এব] সম্প্রীণনায়-রমণাপতি-পরপর্যায়ায়ি [আত্মা অন্তরতমো যস্যেতি তস্যৈ তথাবিধৌ] ভবতি। অম্বাঃ [দেবকাঃ] যশসঃ পক্ষ ইব [যথা] কৃষ্ণে [এব] যাচ্ঞাকৃতঃ [যাচ্ঞাপূর্বকঃ] ন পতেৎ [তথা] বঃ [যুষ্মাকং] পতঃ [পতিঃ] ৪৯

অন্বয়ঃ। মে [মম] অপাঙ্গ [হে] কৃষ্ণম্ [কৃষ্ণং] উপলভ্য চিরাৎ [বহুকালেন] অভীষ্টং [প্রিয়ং] যৎ [যস্য] প্রেক্ষণে [দর্শনে] দৃশিষু [নেত্রেষু] পক্ষকৃতং [নিমেষং] শপন্তি। দৃগ্ভিঃ [নেত্রৈঃ] হৃতোকৃতমলং [হৃতং উকৃতং মলং যস্য তং] পরিরভ্য সর্বাঃ তদ্ভাবম্ [তস্য ভাবং] আপুঃ অপি [প্রাপ্তবত্যঃ] নিত্যযুজাং [নিত্যযোগিনাং] দুরাপম্ ৪৯

তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা [অবাস্তং অক্ষবাস্তু যয়া সা তথোক্তা] বিধিজ্ঞ উপলব্ধঃ। আশিষাম্ আত্মন্যুরীং [আত্মনি উরীং] পৃষ্টঃ প্রহসিতম্ অব্রবীৎ ৪৯

সোপাঙ্গ [হে] কৃষ্ণম্ [কৃষ্ণং] উপলভ্য চিরাৎ [বহুকালেন] অভীষ্টং [প্রিয়ং] যৎ [যস্য] প্রেক্ষণে [দর্শনে] দৃশিষু [নেত্রেষু] পক্ষকৃতং [নিমেষং] শপন্তি। দৃগ্ভির্হৃতোকৃতমলং [হৃতং উকৃতং মলং যস্য তং] পরিরভ্য সর্বা- তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ৪৯

তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা বিধিজ্ঞ উপলব্ধঃ। আশিষামাত্মন্যুরীং পৃষ্টঃ প্রহসিতমব্রবীৎ ৪৯

হৈতেয়ং বাহি ৪৮

শ্রীশুকঃ উবাচ। মেপাঙ্গ [হে] কৃষ্ণম্ [কৃষ্ণং] উপলভ্য [উপলক্ষ্য] বহুকালেন [বহুকালাৎ] অভীষ্টং [প্রিয়ং] যৎ [যস্য] প্রেক্ষণে [দর্শনে] দৃশিষু [নেত্রেষু] পক্ষকৃতং [নিমেষং] শপন্তি [নিন্দন্তি]। দৃগ্ভিঃ [নেত্রৈঃ] হৃতোকৃতমলং [হৃতং উকৃতং মলং যস্য তং] পরিরভ্য সর্বাঃ [গোপ্যঃ] তদ্ভাবম্ [তস্য ভাবং] আপুঃ [প্রাপ্তবত্যঃ] অপি [কিন্তু] নিত্যযুজাং [নিত্যযোগিনাং] দুরাপম্ [এব] ৪৯

তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা [অবাস্তং অক্ষবাস্তু যয়া সা তথোক্তা] বিধিজ্ঞ [বিধিজ্ঞা] উপলব্ধঃ [উপলব্ধবতী]। আশিষাম্ আত্মন্যুরীং [আত্মনি উরীং] পৃষ্টঃ [সন্] প্রহসিতম্ অব্রবীৎ [উবাচ] ৪৯

সোপাঙ্গ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃতোকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ৪৯
তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা বিধিক উপলব্ধঃ।
আশিষামাত্মন্যুরীং পৃষ্টঃ প্রহসিতমব্রবীৎ ৪৯

---

৪৮ অন্বয়ঃ। যস্য কৃষ্ণস্য [সকাশাৎ] বৈরেণ অপি [বৈরেণাপি] ঈদৃশম্ [এবম্ভূতং] ফলং [লভ্যতে] (৪৮) [সকাশাদপি বিশিষ্যতে] সৎসঙ্গস্য কা বিস্মরেত ৪৮

হে অম্বিকে! অস্মাকং পিতরৌ বসুদেব দেবকৌ এতাবৎ-কৃষ্ণে সুতরাং পিত্রোঃ [তয়োঃ] কৃতম্ [এব] সম্প্রীণনায়-রমণাপতি-পরপর্যায়ায়ি [আত্মা অন্তরতমো যস্যেতি তস্যৈ তথাবিধৌ] ভবতি। অম্বাঃ [দেবকাঃ] যশসঃ পক্ষ ইব [যথা] কৃষ্ণে [এব] যাচ্ঞাকৃতঃ [যাচ্ঞাপূর্বকঃ] ন পতেৎ [তথা] বঃ [যুষ্মাকং] পতঃ [পতিঃ] ৪৯

অম্বিকে! তোমরা আমাদের সহিত যেরূপ বিশুদ্ধভাবের পরিচয় দিয়াছ, এ সংসারে এমন কে আছে যে, তাহা বিস্মৃত হইবে। তোমাদের এই নৈসর্গিক কার্য্য জগতে চির বিদ্যমান থাকিবে। ইহাদ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রদানেও এ জীবনে তাহার পরিশোধ করা কখনই সম্ভবপর নহে ৪৮

অথবা এই পুত্রদ্বয় পূর্ব্বে জঠর-যন্ত্রণাতেই জন্মিয়াছে, তোমাদের হস্তেই তাহাদিগকে আমরা ন্যস্ত করিয়াছিলাম। তোমরা পিতা মাতা হইয়া যেরূপ তাহাদিগকে অন্যের সহিত লালন পালন ও

সোপাঙ্গ [হে] কৃষ্ণম্ [কৃষ্ণং] উপলভ্য চিরাৎ [বহুকালেন] অভীষ্টং [প্রিয়ং] যৎ [যস্য] প্রেক্ষণে [দর্শনে] দৃশিষু [নেত্রেষু] পক্ষকৃতং [নিমেষং] শপন্তি। দৃগ্ভির্হৃতোকৃতমলং [হৃতং উকৃতং মলং যস্য তং] পরিরভ্য সর্বা- তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ৪৯

তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা বিধিজ্ঞ উপলব্ধঃ। আশিষামাত্মন্যুরীং পৃষ্টঃ প্রহসিতমব্রবীৎ ৪৯

শ্রীশুকঃ উবাচ। মেপাঙ্গ [হে] কৃষ্ণম্ [কৃষ্ণং] উপলভ্য [উপলক্ষ্য] বহুকালেন [বহুকালাৎ] অভীষ্টং [প্রিয়ং] যৎ [যস্য] প্রেক্ষণে [দর্শনে] দৃশিষু [নেত্রেষু] পক্ষকৃতং [নিমেষং] শপন্তি [নিন্দন্তি]। দৃগ্ভিঃ [নেত্রৈঃ] হৃতোকৃতমলং [হৃতং উকৃতং মলং যস্য তং] পরিরভ্য সর্বাঃ [গোপ্যঃ] তদ্ভাবম্ [তস্য ভাবং] আপুঃ [প্রাপ্তবত্যঃ] অপি [কিন্তু] নিত্যযুজাং [নিত্যযোগিনাং] দুরাপম্ [এব] ৪৯

তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা [অবাস্তং অক্ষবাস্তু যয়া সা তথোক্তা] বিধিজ্ঞ [বিধিজ্ঞা] উপলব্ধঃ [উপলব্ধবতী]। আশিষাম্ আত্মন্যুরীং [আত্মনি উরীং] পৃষ্টঃ [সন্] প্রহসিতম্ অব্রবীৎ [উবাচ] ৪৯

সোপাঙ্গ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃতোকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ৪৯
তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা বিধিক উপলব্ধঃ।
আশিষামাত্মন্যুরীং পৃষ্টঃ প্রহসিতমব্রবীৎ ৪৯

সোপাঙ্গ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃতোকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ৪৯
তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা বিধিক উপলব্ধঃ।
আশিষামাত্মন্যুরীং পৃষ্টঃ প্রহসিতমব্রবীৎ ৪৯

---

৪৮ অন্বয়ঃ। যস্য কৃষ্ণস্য [সকাশাৎ] বৈরেণ অপি [বৈরেণাপি] ঈদৃশম্ [এবম্ভূতং] ফলং [লভ্যতে] (৪৮) [সকাশাদপি বিশিষ্যতে] সৎসঙ্গস্য কা বিস্মরেত ৪৮

হে অম্বিকে! অস্মাকং পিতরৌ বসুদেব দেবকৌ এতাবৎ-কৃষ্ণে সুতরাং পিত্রোঃ [তয়োঃ] কৃতম্ [এব] সম্প্রীণনায়-রমণাপতি-পরপর্যায়ায়ি [আত্মা অন্তরতমো যস্যেতি তস্যৈ তথাবিধৌ] ভবতি। অম্বাঃ [দেবকাঃ] যশসঃ পক্ষ ইব [যথা] কৃষ্ণে [এব] যাচ্ঞাকৃতঃ [যাচ্ঞাপূর্বকঃ] ন পতেৎ [তথা] বঃ [যুষ্মাকং] পতঃ [পতিঃ] ৪৯

সোপাঙ্গ [হে] কৃষ্ণম্ [কৃষ্ণং] উপলভ্য চিরাৎ [বহুকালেন] অভীষ্টং [প্রিয়ং] যৎ [যস্য] প্রেক্ষণে [দর্শনে] দৃশিষু [নেত্রেষু] পক্ষকৃতং [নিমেষং] শপন্তি। দৃগ্ভিঃ [নেত্রৈঃ] হৃতোকৃতমলং [হৃতং উকৃতং মলং যস্য তং] পরিরভ্য সর্বাঃ তদ্ভাবম্ [তস্য ভাবং] আপুঃ অপি [প্রাপ্তবত্যঃ] নিত্যযুজাং দুরাপম্ ৪৯

তমবাস্তাক্ষবাস্তুতা [অবাস্তং অক্ষবাস্তু যয়া সা তথোক্তা] বিধিজ্ঞ উপলব্ধঃ [উপলব্ধবতী]। আশিষাম্ আত্মন্যুরীং [আত্মনি উরীং] পৃষ্টঃ [সন্] প্রহসিতম্ অব্রবীৎ [উবাচ]

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ গোপাবর্ষচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতাংস্মাংস্তান্ কৃপণান্ নঃ সখা বত ॥৩২
অস্ত্যন্যেষ্বনুরাগায়াঃ বিদ্বন্কৃতজ্ঞোপেক্ষয়া।
যুবয়োঃ সৌহৃদায়োঃ ন্যূনতা নিরবদ্যয়োঃ ॥৩৩
যাবুর্ন্যা ন্যবাৎসীৎ ন্যূনং নূনং তদাদি ন।
সংযোজ্যাধিপতে কুল্যাঃ কুল্যাঃ কুল্যাঃ ॥৩৪

যদি ন্যস্তধিয়ো ন্যস্তা ন্যস্তাবাদ্যস্তয়া ন্যয়ে।
নিত্যা ন্যাসীন্যয়োস্নেহো ন্যস্তবীজং ন রোহতি ॥৩৫
ন্যস্তং হি সর্বকৃচ্ছ্রান্যাদিত্যোঽস্তং ন যাতি যৎ।
যৌক্তিকান্যং ন্যা ন্যং ন্যাস্তং ন্যাস্তাস্তাস্তাস্তয়া ॥৩৬
এবং ন্যেত্যাদি কুল্যাদি কুল্যায়াস্তয়া ন্যয়া।
উদ্ধবঃ ন্যস্য পদে পন্যস্তাস্তাস্তয়ন্যয়ে ॥৩৭

যে সখায়ঃ। যাদবঃ শিরোমণেঃ অর্থাধিকৌরীয়া (অথবা প্রেমাধিক্য কর্তৃবিষয়া) প্রকৃতং যদ্বয়ং চিরাচিরেণ বিশিষ্টেন, যতঃ পরমেশ-কৃপয়া-ঔচিত্যঃ (পরমেশ্বরস্যেব বিশেষেণ যোগঃ যোগো যাদৃ) তং যদ্বয়ং অপি কিং স্মরথ ॥১॥

আত্মজনে প্রেম ইতি বিশেষতো অপি কিং ন্যূনং অবশ্যমেব স্মরণীয়ং। কিন্তু নূনং নিশ্চিতং নঃ অস্মাকং, এবং কৃপণানি কৃপণে সংযোগার্হাণি, নিতান্তং বিশেষার্হাণি ॥২॥

যদ্যপীতঃ যোগমায়য়া প্রকৃষ্টকারুণ্যাদি ও যাদৃ যদা সংযোগে আবির্ভবতি, যদা চ কৃষ্ণস্য বিশেষেণ তদ্বশ্যং কৃপাদি সংযোগে) কৃপঃ তদি আবির্ভবতি ॥৩॥

ভগবান্ যোগীশ্বরো মানুষ ভাব অবলোকন করিয়া, তাঁহাদিগকে নির্জনে লইয়া আসিলেন এবং সাদরচিত্তে তাঁহাদিগকে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১॥

হে সখীগণ! বহুকালের পর তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; এক্ষণে সেই পূর্ববৎ সদ্ভাব কি তোমাদের আর স্মরণ আছে? দেখ! জনকাদি বহু রাজন্যের প্রয়োজন সাধনার্থে আমি বহুকাল অন্যত্র অবস্থান করিতেছি এবং তথায় নানাকার্যের নিমিত্ত-চিন্তায়েই আমাদের মন নিরন্তর ব্যাপৃত ছিল, তোমাদের বিষয় একবার চিন্তা করিবারও অবকাশ পাই নাই ॥২॥

অতএব আমার কার্যে তোমরা মনে মনে দুঃখিত হইলেও, অনুগত জিবেলায় আমাদিগকে অবজ্ঞা করা তোমাদিগের কর্তব্য নহে। কারণ উপেক্ষা করিয়া কেহ কখন কোন অন্যায় কর্ম করে না; সকলই বিধির চক্রে ঘটিয়া থাকে। সেই কৃতাবধি ভগবান্ জীব-সমূহকে একবার মিলিত করিতেছেন, আবার তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়নে দূরে বিক্ষেপ করিতেছেন ॥৩॥

অনিল যেমন মেঘসমূহ, তৃণরাশি, ধূলা বা ধূলিকণাকে কখন একত্র আবার কখন বিচ্ছিন্ন করিতেছে, সেইরূপ এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি-বিধায়কারী ভগবান্ শ্রীহরিই জীবসমূহকে কখন পরস্পরে যুক্ত আবদ্ধ, কখন বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতেছেন ॥৪॥

দেখ! আমার নিকটে বা দূরে থাকায় জন্য তোমাদের কোন অধিক বৃদ্ধি নাই। কারণ আমার প্রতি কেবল ভক্তি করিতে পারিলেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বহু জন্মজন্মেই আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম জন্মিয়াছে, তাহার বর্ধিত অনুকূলতায়; সেই প্রেমের ফলে তোমরা আমার পরম সাক্ষাৎকারের সমর্থা হইবে ॥৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

অথাত্মনিষ্ঠা যোগা এব কৃৎস্নেন নিগদ্যন্তে।

তমুত্তরশ্লোকতন্ত্রীকোপাত্তেনাহ ॥৫৮

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥৫৯

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২

এবং হি এতানি চতুর্বিংশ-পঞ্চবিংশানি তুরীয়ানি পঞ্চানি, তথা আত্মা তাবান্ চ আত্মন এতেষ্বেবান্তর্ভাবঃ তেন তথা গীতম্ পরীক্ষিতা, এষ উত্তরম্ যদি তত্ত্বজ্ঞানমাত্রতঃ তদন্ত পরে সর্বাত্মনমুক্তে, অন্যত্র প্রকৃতি-বিকার-বর্গেষু যদি আত্মবুদ্ধ্যা প্রবর্তিষ্যে ॥৫৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। অথাত্মনিষ্ঠা আত্মন্যেবাত্মজ্ঞানস্য এব ফলত্বে বিবিক্ষিতঃ যোগঃ তত্র সাধনত্বেন; আত্মজ্ঞানস্য তত্ত্বতঃ জীবত্বেন ভ্রান্তস্য তদাবিদ্যিকঃ তত্র যঃ সর্বাত্মত্বেন তত্ত্বজ্ঞানম্ তদর্থম্ প্রাহ্যঃ তমুত্তরশ্লোকতন্ত্রীতি ॥৫৮

আহুঃ চ তত্ত্বে তে নলিননাভ! (নলিনং ভ্রমরাণামিব সমস্ত ভাবানাং যত্র তৎ সম্বোধনে) অগাধবোধৈঃ (অগাধো অনন্তো বোধো জ্ঞানং যেষাং তৈঃ) যোগেশ্বরৈঃ হৃদি বিচিন্ত্যম্ সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং তে তব পাদারবিন্দং গেহং জুষাম্ যদি বা অস্মাকম্ হৃদি ইতি ঈহিতং আবির্ভবেৎ ॥৫৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

হে অনন্তাসন! আমি সর্বব্যাপী ভগবান্। কৃষ্ণরূপেই আমি তারকরূপে এবং সত্য অবতারের রূপরূপে আমিই বিরাজমান রহিয়াছি। তৌরিক পদার্থমাত্রেই সার এবং সর্বশরীরে যেমন আত্মারূপি পক্ষ মহাভূত প্রতীয় হইতেছে, আমিও সেইরূপ দেহী দেহরূপে থাকিয়ে এবং অন্তর্যামিরূপে অন্তরে নিয়ত বিরাজ করিতেছি ॥৫৬

এই সমস্ত ভূত-নিচয় পক্ষ মহাভূতে বিরাজমান রহিয়াছে; কিন্তু আত্মা জীব রোগরূপে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া, জীবত্বের সাধন করিতেছে; এই উভয় অন্ত এবং রোগভাব এক আত্মা হইতেই উৎপন্ন এবং আত্মাতেই বিরাজ করিতেছে; কিন্তু আমি অন্তর ও অন্তরূপে নিত্য সর্বত্র অবস্থান করিয়া থাকি ॥৫৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সনাথ! এই প্রকার অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশে যোগীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানের অবলম্বনরূপে জীবের রোগস্বরূপ মূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহে উপাধিত্রয়ের নিরসনে তাহার সহায় করিতে লাগিলেন ॥৫৮

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত বলিলেন,—হে পদ্মনাভ! অগাধ জ্ঞান-সম্পন্ন যোগেশ্বরগণের অন্তঃকরণে কেবল আত্মারামী ভগবান্ চরণারবিন্দই এই জীবন সংসার-কূপে পতিত জনগণের পক্ষে বিত্তারের একমাত্র উপায়। হে পতিত-জন-পাবন! আমরা গৃহাশ্রমে বাস করা বিধায়ই পতিত হইয়াছি; এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ভগবান্ চরণারবিন্দ যেন নিয়ত আমাদের হৃদয়ে আসক্ত থাকে ॥৫৯

শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যাপ্রতীক পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশম-স্কন্ধে পণ্ডিত-শ্রীকৃষ্ণকুমারাত্মজ-কৃত ত্র্যশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদীসমীপে শ্রীকৃষ্ণপত্নীনাং স্ব-স্বোদ্বাহবর্ণনম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

ওবাদমুজ্য ভগবান্ দ্রৌপদীং স গুরুর্নৃপ।
যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্বাংশ্চ সুহৃদোঽন্বয়ান্ ॥১
ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাশয়াঃ ॥২
মুকোঽন্ধিক ইবোন্মাদী বধিরো ন শৃণোতি যঃ।
ন ব্রবীতি হৃষীকেশং কো নু সন্তপ্যতে ততঃ।

শিবায়ি যে কর্মপুটৈরবঃ প্রভো
যেহং কৃতাঃ যেহকৃতকৃত্তিভিঃ ক্রিয়ম্ ॥৩
বিভাত্যলং সর্ববিদুত্তমদ্রুমস্ত-
যানস্তরাবরণমাত্মভূষণম্।
কালোপসৃষ্টনিজরূপ আত্মযোগ-
মায়াকৃতিং পরমবেদ্মহং নরাণাং স্ম ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে নৃপ, ভগবান্ সঃ গুরুঃ দ্রৌপদীং উদ্বাহ্য (উদ্বাহকালোচিতং বেশং কারয়িত্বা) তথা অন্যান্ চ সুহৃদঃ অন্বয়ান্ (জ্ঞাতীন্) সর্বান্ যুধিষ্ঠিরং অথ অপৃচ্ছৎ (পৃষ্টবান্)। ১। তে এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ (উত্তমরূপং সম্মানিতাঃ) তৎপাদেক্ষাহতাশয়াঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষয়া কৃপাদৃষ্ট্যা হতঃ আশয়ঃ যেষাং তে) সন্তঃ হৃষ্টমনসঃ (হৃষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ) প্রত্যূচুঃ (উত্তরং দত্তবন্তঃ)।

যে মুকঃ (বাক্শক্তিরহিতঃ) অন্ধিকঃ (ঈক্ষণশক্তিরহিতঃ) ইব উন্মাদী (উন্মত্তঃ) বধিরঃ (শ্রবণশক্তিরহিতঃ) ন শৃণোতি, যঃ হৃষীকেশং ন ব্রবীতি (ন স্তৌতি), ততঃ কো নু সন্তপ্যতে (কঃ বা দুঃখং প্রাপ্নোতি)।

যে প্রভো! যেন পুরুষেণ যেষাগ্নিনা যেন প্রকারেণ বা অগ্নিঃ (হোমাগ্নিঃ) যেন কর্মণা (যজ্ঞেন) বা ত্বং হরিঃ (যজ্ঞপুরুষঃ) যজ্ঞাত্মা (যজ্ঞস্বরূপঃ) ইতি বিদ্বদ্ভিঃ (ত্বত্তত্ত্বজ্ঞৈঃ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞকর্মভিঃ) ত্বং যজ্ঞতে (পূজ্যসে) তৈঃ তৈঃ (সর্বৈঃ) এব ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) যে কর্মপুটৈঃ (কর্মসমূহৈঃ) অবঃ (রক্ষণং) প্রভো (হে ঈশ) যে কৃতাঃ (ত্বয়া কৃতাঃ) যে অকৃতকৃত্তিভিঃ (অকৃতপূর্বৈঃ নবীনৈঃ) ক্রিয়ম্ (ক্রিয়াভিঃ) বিভাতি (শোভতে) অলং (অতিশয়েন) সর্ববিদুত্তমদ্রুমস্তযানস্তরাবরণমাত্মভূষণম্ (সর্বজ্ঞানাং উত্তমঃ দ্রুমস্তঃ ব্রহ্মা তস্য যানং বাহনং হংসঃ তস্য স্তরঃ আস্তরণং তৃণং তস্য আবরণং আচ্ছাদনং পত্রং তদেব আত্মভূষণং যস্য তৎ) কালোপসৃষ্টনিজরূপঃ (কালেন উপসৃষ্টং নিজরূপং যস্য সঃ) আত্মযোগমায়াকৃতিং (আত্মযোগমায়া স্বরূপশক্তিঃ তয়া কৃতিঃ রচনা যস্য তং) নরাণাং স্ম পরমবেদ্মহং (পরমং বেদ্মি অহং)।

ত্রাশীতিতম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের নিজ নিজ বিবাহ বর্ণন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নরনাথ! দ্রৌপদীদেবীর আত্মতত্ত্বোপদেশ-বিষয়ক শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার পর, যুধিষ্ঠিরাদি অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গের নিকট উপনীত হইয়া, তাঁহাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ভগবানের শ্রীনারদদেবের প্রতি যুগ্ম নিমন্ত্রণ হওয়াতেই, যুধিষ্ঠিরাদি সমবয়স্ক আত্মীয়বর্গের যাবতীয় দুঃখের উপশম হইয়াছিল। তাঁহারা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাদৃশ কুশল প্রশ্নের উপলক্ষে অভিহিত এবং সম্মানিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সন্তোষের পূর্বক বলিলেন—।২

যে প্রভো! যেহেতু যাঁহার, যজ্ঞ ও যুগ্মবিধান অবতারের অভিপ্রায়ে আপনি স্বীয় যুগ্মীয় অবস্থার নিত্য অবস্থান করিতেছেন। আপনার অজ্ঞানান্ধকারের সীমা নাই। অতএব এবং অজ্ঞানিজন আপনি চির বিরাজ করিতেছেন। তাহাদের যেহেতুমূল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের পুনঃ পুনঃ আপনার স্বকীয় যোগমায়াবলে বিভ্রম-

ঋষিরুবাচ।
ইত্যুক্তবন্তমভিপূজ্য মুনে-
র্বচোঽমৃতং বিমলয়া মুদিতঃ কুরূণাম্।
সভাজয়ন্ প্রমুখতঃ প্রতিনন্দ্য যোগ-
ত্রিলোকপীতাঃ শৃণু বর্ণয়তো মে ॥৫

শ্রৌণ্যুবাচ।
যে ত্বৈকপুত্রমনু যেঽন্বয়িনো নৃপাশ্চ
যে ত্বামনুব্রতধিয়ঃ পরিবার্য্য শেষে।
যে ত্বাং সুতত্বমগুণং বিদুরাত্মবন্ধুং

সত্যভামোবাচ।

যো যে সমাভিমতগুরুলা ভবেন
পিত্রাভিপাদনমার্গে মুপাদধায়।
কিন্বর্হতেব মহমাৎ স মেন
ভীক্ষ পিতাপিতর মাং প্রভবেদপি স্বস্তাম্ ॥৯

সত্যভামা কহিলেন। যে যে সমাভিমত গুরুলা ভবেন পিত্রাভিপাদনমার্গে মুপাদধায়। কিন্বর্হতেব মহমাৎ স মেন ভীক্ষ পিতাপিতর মাং প্রভবেদপি স্বস্তাম্ ॥৯

যে যে সমাভিমতগুরুলা ভবেন] যে যে সমাভিমত গুরুলা ভবেন, যে যে সমাভিমত গুরুলা ভবেন, যে যে সমাভিমত গুরুলা ভবেন,

কালিন্দ্যুবাচ।

তপশ্চরন্ত্যা ভবনায় বেশসা-
মন্যাপ্যভূত্যা প্রণয়াৎ পতিং মে ভবান্।
স্বপাদপদ্মাশ্রয়তোঽন্যথা ভিদা
দুরত্যয়া মেঽনুযুধাং ক্ষমী ॥১১

মিত্রবিন্দোবাচ।

যো মাং স্বয়ংবর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্
নির্মথ্য বন্ধুপরিষদ্ধুরি বীর্যশুল্কাম্।
প্রাপ্তঃ পরং মেঽনুভবঃ পুনঃ শ্রিয়ো-
ঽস্ত্বাদ্যে মেঽনুভবয়ন্ ভবনেন্দ্রমৌলেঃ ॥১২

সত্যোবাচ।

সপ্তোক্ষণোঽতিবলবীর্যসুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্
পিত্রা কৃতান্ বিটপিনো বীর্যপরীক্ষণায়।
যান্ বীরদুর্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য
প্রীতঃ বহ ই বধা পিতৃযোঽস্তুতোষাৎ ॥১৩

য ইত্থং বীর্যশুল্কায়াঃ মহ্যং সারথিনাদৃতঃ।
পন্থা নির্বিঘ্ন আস্তাং মে মুকুন্দচরণেক্ষয়া ॥১৪

কালিন্দী বলিলেন।—তপশ্চরণপূর্বক (যত্ন সহকারে আরাধনাপূর্বক) পরমেশ্বরকে পরিতোষিত করিয়া তাঁহার দাসী হইবার নিমিত্ত আমার মনে অভিলাষ হইয়াছিল। (অন্যান্য রাজ্ঞী) যে সকল শাস্তি, অত্যুগ্র, আমার উক্ত মনোরথ বিনষ্ট করিতে সমর্থা হইয়াছিল ॥১১

মিত্রবিন্দা বলিলেন।—আমার বিবাহার্থ পিতা যজ্ঞের সভায় স্বয়ংবর করিলে, বিজিত রাজগণ হইতে মহাবলিষ্ঠ ইনিই আমাকে হরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সভায় উপস্থিত হইলে, আমার ভ্রাতৃগণের কোনরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুরন্ত-বলের মধ্য হইতে পতাকা সিংহ যেমন নিজের আহার গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ইনিই আমাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভবনেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার যেন জন্মে জন্মে এই পতি হয় ॥১২

সত্যা বলিলেন।—পিতৃপরিষদের বীর্য পরীক্ষা পূর্বক কন্যার উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে আমার পিতা প্রবল বীর্যশালী তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সপ্তবৃষভ দ্বারা যজ্ঞ-স্থল করিয়া রাখেন। তাহাদিগকে যিনি বলপূর্বক বন্ধন করিতে পারিবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন বীরপুরুষই সাহস করে তাহাদিগকে বন্ধন করিতে

কালিন্দী বলিলেন।—তপশ্চরণপূর্বক (যত্ন সহকারে আরাধনাপূর্বক) পরমেশ্বরকে পরিতোষিত করিয়া তাঁহার দাসী হইবার নিমিত্ত আমার মনে অভিলাষ হইয়াছিল। (অন্যান্য রাজ্ঞী) যে সকল শাস্তি, অত্যুগ্র, আমার উক্ত মনোরথ বিনষ্ট করিতে সমর্থা হইয়াছিল ॥১১

মিত্রবিন্দা বলিলেন।—আমার বিবাহার্থ পিতা যজ্ঞের সভায় স্বয়ংবর করিলে, বিজিত রাজগণ হইতে মহাবলিষ্ঠ ইনিই আমাকে হরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সভায় উপস্থিত হইলে, আমার ভ্রাতৃগণের কোনরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুরন্ত-বলের মধ্য হইতে পতাকা সিংহ যেমন নিজের আহার গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ইনিই আমাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভবনেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার যেন জন্মে জন্মে এই পতি হয় ॥১২

সত্যা বলিলেন।—পিতৃপরিষদের বীর্য পরীক্ষা পূর্বক কন্যার উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে আমার পিতা প্রবল বীর্যশালী তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সপ্তবৃষভ দ্বারা যজ্ঞ-স্থল করিয়া রাখেন। তাহাদিগকে যিনি বলপূর্বক বন্ধন করিতে পারিবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন বীরপুরুষই সাহস করে তাহাদিগকে বন্ধন করিতে

অন্বয়োবাচ।

পিতা যে মাতুলেয়ায় বয়মাত্মুষ এব চ।
কৃষ্ণে কৃষ্ণায় তদ্ধিতাবৈদৃগ্ধ্যা নবীনয়োঃ ॥১৪
অন্ত যে পাদসংস্পর্শো জবেণাক্রূরমি ন্যমি।
কর্হিচিন্মহ্যমাযাস্যা যেন হন্যা ন আত্মনঃ ॥১৫

লক্ষ্মণোবাচ।

যদ্যপি রাজ্ঞাহনুজ্ঞপ্তঃ
প্রমদা দুর্দ্দর্শনীতবাদ বৃ।

ঠিক: মুকুন্দে কিল পাঞ্চজন্যা
দৃক: দুষ্কৃত বিধায় লোকপাম্ ॥১৭
আত্মা হয় যক্ষ: সাক্ষি পিতা দুহিতৃবৎসল:।
বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্ত্রোপায়শ্চৌকীয়ৎ ॥১৮
যথা যদুবরে সাক্ষি যৎক: পার্থেপিতা কৃতজ্ঞ।
আত্মজ্ঞ ঔহিণাদয়ো দৃক্ষতে ন জলে পরম্ ॥১৯

ঠিক: মুকুন্দে কিল পাঞ্চজন্যা

হে সাক্ষি। যদ্যপি অভিপ্রায়: আত্মা মুকুন্দস্য ইতি খ্যাত: যশ দুহিতৃবৎসল: পিতা বৃহৎ ইতিকথাতো ভবান্ যথাতথং কথয়েৎ ॥১৮

হে সাক্ষি: যথা যশ যদুবরে পার্থেপিতা অর্জুনপ্রাতীক্ষ্যা ভবিষ্যা মনস: দৃক: দুষ্কৃত বিধায় ভবতু দৃক:। আত্মজ্ঞ ঔহিণাদয়: (আত্মজ্ঞ নিহিতে) সন্তান (মনসমনে) পরম্ যেন্দ্রে মুকুন্দে ॥১৯

পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন অবলীলাক্রমে তাঁহাদের নবীন অশ্বসকল হইতে এবং বাসক হইতে রাধা-বিহীনে অনায়াসে বন্ধন করে, তিনিও সেইরূপ মুকুন্দের বিনয় করত অনায়াসে তাঁহাদিগকে বন্ধন করিলেন ॥১৩

পিতা তাঁহার বীর্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা এবং দাসীগণে পরিবৃত করাইয়া আমাকে কৃষ্ণকরে অর্পণ করিলেন। কিন্তু পথে যাইবার সময় অনেক রাজা তাঁহার প্রতিবন্ধক হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহাদের সকলকে পরাজিত করিয়া আমাকে নিজ মন্দিরে লইয়া যান। অহো! আমি যেন চিরকাল তাঁহার দাসী থাকিতে পাই ॥১৪

লক্ষ্মণা বলিলেন,—হে সৌম্যে! আমি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি বিবেচনা করিয়া, মহীয় পিতা তাঁহার মাতুলসম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ আমার করার এক অনৌচিত্য দেখা এবং সখী জন সহ আমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করেন ॥১৫

আমি কখনোই এই সংসার-ক্ষেত্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি; এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন জন-জনান্তরে তাঁহার চরণ-সংস্পর্শ আমার ঘটে; কারণ ইহা অপেক্ষা জীবের আর অন্য মোক্ষসাধন কিছুই নাই ॥১৬

লক্ষ্মণা বলিলেন,—হে রাজি! যেমন মানবের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্মের বিষয় বারম্বার শ্রবণ করিয়া এবং স্বয়ং পরাভব করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, আমার চিত্ত সেই লোকপালসকলকে উপেক্ষা করত, মুকুন্দের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল ॥১৭

হে সাক্ষি! আমার পিতা বৃহৎসেন মহীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥১৮

তমেবৈতং সর্বজ্ঞো কৃষ্ণ আত্মমূর্ধ্যধিষ্ঠিতং পুমান্।
সর্বযজ্ঞক্রতুরাজাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহত্বিজঃ ॥২০
পিতা সম্ভূষিতো মূর্ধ্নি কৃতাবভৃথমজ্জনঃ।
আত্মজান্ ঋত্বিজঃ স্নাপ্য বেদ্যগ্নি সমিধং দধৌ ॥২১

আত্মানং যাজয়ন্ দেবঃ সহ্যং কর্তুমনীশ্বরঃ।
আকোশন্ ভ্রাতৃসন্দৃষ্টং পেতুর্যেষু নৃপদ্বিষঃ ॥২২
সহসা কৃতা পত্নীং তাং মাগধাস্তাঃ প্রসাদিতাঃ।
ঔত্তমে দুর্যোধনঃ অর্ণো নাবিস্কংস্তমবিন্দিত্ ॥২৩

এবম্ সমাধায়-বিশিষ্ট ঃ তা সর্বজ্ঞঃ কৃষ্ণঃ সোপাধ্যায়াঃ সহত্বিজঃ কৃষ্ণঃ সর্বঃ: পিতৃঃ: কপিলঃ পুমান্, আত্মা ॥২০

তেন হেতুনা মম পিতা ধর্মা যৌঃ ধর্মা যঃ: পূর্তিয়া সহ বর্তিত (যদি এব যৌঃ যেমন তে) সর্বৈঃ সমাধায়, যজ্ঞঃ ক্রতুঃ রাজসূয়ঃ, আত্মা ॥২১

অয়ম্ ঋত্বিজঃ যজ্ঞঃ আত্মানং যাজয়ন্ কর্তুম্, অনীশ্বরঃ: অসমর্থঃ সন্ এব যাজয়ন্ তমাত্মানম্। এতেন যৃ আত্মনঃ অয়ং সম্বন্ধঃ (সাম্বর্ণাজ্ঞায়ম্ ব্যেন বিদুষঃ) অধুনা দৃষ্টা ধর্মা: ॥২২

পত্নী মাগধসম্রাট্-বিশিষ্টঃ (অথবা: অধীনেন্দ্রাধিপঃ, ঔত্তমি বিশেষণম্) যৌঃ সর্বাঃ ধর্মা ঔত্তমঃ দুর্যোধনঃ ধর্মা ন ধর্মা সম্ভূষ্য ধর্মা ধর্মাধিঃ ন অবিন্দৎ ॥২৩

যে রাজি! উহাদিগকে আমার নিমিত্ত অন্যান্য সভার অনুষ্ঠান করা হইল এবং যে রাজি! অর্জুন-লাভের প্রত্যাশায় আপনার পিতা যেরূপ অন্তরীক্ষে মৎস্য দেখিবার পর দ্বিজ করিয়াছিলেন, আমার পিতাও সেই কৃষ্ণকে আমাদিগের পাইবার প্রত্যাশায়, ঐরূপ সমস্তদেখিবার ব্যবস্থা করিলেন. কিন্তু আপনার স্বয়ংবরকালে যে লক্ষ্য স্থির সংস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টিই সর্বতোভাবে আয়ত্ত ছিল; কেবল নিম্নভাগ অনাবৃত থাকায়, প্রতিবিম্বের উর্ধ্ব দৃষ্টি দ্বারা ঐ মৎস্য লক্ষিত হইত; কিন্তু আমার স্বয়ংবরকালে ঐ মৎস্যের উর্ধ্ব অবলোকন করিলে লক্ষিত হইত না, তবে যে স্তম্ভের উপরিভাগে ঐ মৎস্য লম্বান ছিল, সেই স্তম্ভের মূলদেশে রক্ষিত জলপূর্ণ কূপে ঐ মৎস্যের প্রতিবিম্ব দ্বারা লক্ষিত ছিল। সুতরাং এরূপে দ্বিজ দৃষ্টি করত উর্ধ্বে দ্বিজ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা ঔদ্ধত্য ধনুর্ধর অর্জুন ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভবপর নহে বলিয়াই ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল ॥১৯

এদিকে আমার স্বয়ংবরের বার্তা শ্রবণ করিয়া, দিগ্ বিদিগ হইতে সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পরাক্রমী সহস্র সহস্র নৃপতিবৃন্দ, পুরোহিত এবং আচার্যাদি সঙ্গে লইয়া, মহীর পিতার নগরীতে উপনীত হইলেন ॥২০

আমার পিতা যাঁহাদের যৌতুক এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সকলকে যথোচিত সম্মানাদি করিলেন এবং যাঁহারা তখন আমাকে লাভ করিবার প্রত্যাশায় পণ স্বরূপ ঠিক লক্ষ্য বেধনার্থ নির্দিষ্ট ধনুকের গুণ একে একে সজ্জিত করিতে প্রবেশ করিলেন ॥২১

কিন্তু দুঃখের বিষয় তখনো কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, কারণ সেই বিপুল ধনুকে টঙ্কারের পূর্বেই তাহাতে গুণ যোজনা করিতেও অসমর্থ হইয়া একে একে সকলেই ধনু পরিত্যাগ করিলেন; কেহ বা ধনুকের কোটি পর্যন্ত গুণ আকর্ষণ করিয়াও তাহার অভাবে আর তাহার যোজনা করিতে পারিলেন না; বরং তাহারই আঘাতে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলেন ॥২২

অনন্তর, অবশেষে এবং ভেদিবার নিতান্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান যৌতুকদাতা এবং ঔত্তম, দুর্যোধন এবং কর্ণাদি যেই যোদ্ধাগণ ধনুকে গুণ রোপণ করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যের অবস্থিতি অবধারণ করিতে না পারিয়া, ব ব আসনে প্রত্যাগমন করিলেন ॥২৩

অংসাভ্যাং তনে বীক্ষ্য জ্যাং চ তস্যবিনিষ্কৃতাম্।
পার্শ্বে তস্যোঃ সুতং বাণং নাদ্বিনং পশ্যুপে
পশ্যন্ ॥২৪

তাভ্যাং বিসৃষ্টেন্ তস্যাভ্যাং মার্গিং।
তস্যবান্ বন্ধুবাত্মায় সজ্যং কৃত্বা দৃঢ়ং শনৈঃ ॥২৫
তস্মিন্ সন্ধায় বিশিখং সংস্থং বীক্ষ্য গুরুজনে।
হিংসেদ্ধুপাকরং তং দূরে ত্বাক্তিভিরি বিরে ॥২৬
বিধি দুষ্প্রয়ো মেরুর্নাপযুক্তা ধুবি।
দেবাশ্চ দুষ্প্রযাত্মায়ং মুহূর্তং বিস্ময়ো: ॥২৭

তস্ মুহূর্তবিশ্রান্তং কলমূপুরাজ্যাং
পাদ্যাং প্রসৃত্য তনকোমলয়ত্নলাম্।
মুদ্রে নিধীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্রে
শ্রীকৃষ্ণাসংবৃতা তমধীরুত্তম্ ॥২৮

তৈলীয় বস্ত্রমুক্তমুত্তল-মুণ্ডপত্রিম্
গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষযোগৈঃ।
যাত্রো নিধীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারে-
রংসেমুরক্তকলয়া বিদধে যথালাম্ ॥২৯

পার্শ্বঃ অর্থাৎ তু মহারাজস্য মহাপ্রতিবিধিং তনে বীক্ষ্য তস্য রাজস্য অবধিবিদ্ধ অন্তঃপ্রদেশে জ্যাং অবলোক্য, তস্য বাণম্ সহ বাণে, অন্তরং দূরত্বং, পশ্যন্ ॥ মহারাজ ও অধিকন্তু সজ্যং যেমন পশ্যুপে পশ্যন্ ॥২৪

তাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং বিসৃষ্টেন্ ইতঃ তস্যবাভ্যাং অবধিবিদ্ধেন্ সন্ত্র পরে ॥ (পার্শ্বাভ্যাং) অভিব্যক্তি দূরত্বে স্থিত যথা হয়ের তস্যবান্ ঐরকে বাণঃ আনার অন্য পরিধা অন্যায়ের এব সজ্যং কৃত্বা ॥২৫

তস্মিন্ পার্শ্বে বিশিখং বাণং সজ্যং সজ্যং এব তনে সংস্থং বীক্ষ্য [বীক্ষ্য ইত্যা স্থিত তস্য সংস্থায়, অপাদানে ॥৩৬

তস্যবাভ্যাং দূরাং বিধি দুর্বে তথা দেবাশ্চ দুষ্প্রযাত্মায় দুষ্প্রযাত্মায়ং মুহূর্তং ॥২৭

তস্ তথা দূরে মহীয়ে কৌশিকাগ্রে ঐরকোত্তরীয়ে বিধীয় প্রাপ্য) পরিধায় চ শ্রীকৃষ্ণাঃ রাধা ধরিত্রী তং তথা তমধীরুত্তম্ দূরাং যথা তথা তথা ত

তাবদ্ দুন্দুভি-পটহাঃ শঙ্খ-ভেরীনিনাদকাঃ।
নিনদুর্দিবি-মর্ত্যেষ্বা মধুসূদনহর্ষদাঃ ॥৩০
এবং স্তুতে তদা তস্মিন্ মহেন্দ্রে দৃঢ়বিক্রমে।
ন চেষিরে বাসবেন স্পর্দ্ধিতুং তস্য মানুষাঃ ॥৩১
তং তাদৃশং মহাবীর্য্যং হরিমক্লিষ্টকারিণম্।
স্পর্দ্ধমানস্য সমরে তস্যাবাসো ন চক্ষুষঃ ॥৩২

হরিকণ্ঠোদরাভাসো ভাস্করোপমবর্চসঃ।
বিবভ্রাজ ভুজৌ রাজ্ঞো বাসবস্য দুরাসদৌ ॥৩৩
তেনাবলম্ব্য রাজেন্দ্রো বিবেশ পুরি কেশবঃ।
সংবৃতো বৃষ্ণিভোজান্ধ-প্রবীরৈর্যুধি দুর্জয়ৈঃ ॥৩৪
তে স্পর্দ্ধমানাবৌদ্ধত্যে কৃতাস্ত্রৌ দৃঢ়বিক্রমৌ।
বিপেতুঃ প্রথমে কৌরিসেকে সপ্তাহ্ন ভূতলম্ ॥৩৫

অথ দুন্দুভি (কৃষ্ণ অবতারত্ব, অবতারে কৃষ্ণঃ যদা যা যদা) ইন্দ্রভুজস্তম্ভবিষ্টিপ্রতাপঃ (ইন্দ্রঃ মুকুন্দঃ যস্মিন্ তৎ তথা কৃষ্ণস্যেতি ভিন্নঃ ইন্দ্রঃ যে প্রকারে যস্মিন্ তৎ চ) তস্য প্রভুত্ব ঈশ্বর নিশিতপ্রাসবীর্য্যবত্তৈঃ (নিশিত-প্রাসা প্রহরণবিশেষা যেষাং তৈঃ তীক্ষ্ণবেগৈঃ অব্যর্থবীর্য্যৈশ্চ) পক্ষীয়ৈঃ পরিতঃ বিহার বাস; রাজ্ঞঃ ক্ষিতৌ) মুরারেঃ ঐশ্বরস্য আসনে যত্র যদাসঃ বিবেশ বিষ্টিরশ্রবা পরি ॥৩৬

তাবদ্ তদা মৃদঙ্গাশ্চ ভেরঃ; পটাশ্চ মর্দ্দলাঃ; গাবশ্চ ধন্তঃ। হে বাজসনি! যদা তদাবধি সর্বৈরেবাসুরৈ ঈশ্বর এষ কৃষ্ণ নহি স্পর্দ্ধতে স্পর্দ্ধয়তে বেঃ প্রজাপতেঃ (প্রজাসৃষ্টে প্রতিষিদ্ধকারণে অনুজাঃ বিদ্ধাঃ) মুরারয়ঃ তং ন চেষিরে ॥৩৭-৩৯

অথ হরিমন্দুরৈঃ (বিবস্বানাম, অশ্বারোহা মন্দুরৈঃ গৃহৈঃ যস্মিন্ তৎ) যদা যং আবাসঃ নিবাস, সততং অবরুদ্ধ মন্দুরৈঃ গৃহৈঃ পরিতঃ, ইত্যর্থঃ আসৌ মুরঃ অসুরঃ ॥৪০

বাজসনি! বাসবিঃ তাদৃশবীর্যবত্ত্বং (বাজসনি ঔপগবো যস্মিন্ তৎ) তথা তোষয়ন্ ন। তদা যে মানুষাঃ। মুরারয়ে মুরবৈরী নিত্যঃ ইব বিবেশ পরমেশ্বরে মুরারয়ে মুরবৈরিণি বাসবস্য বাসনে বিবেশ ॥৪১

প্রজাসিষাঃ যাবৎকাল যদি নিত্যঃ বিবেশুঃ প্রবর্তন্তে, তথা সংবৎসর প্রজাপতয়ঃ ইত্যেতাসাং ইত্যুক্তাসু তাঃ যে কেচন বাসনাঃ যদি বিবেশুঃ পরি সর্বে অবশ্যন্তে পুরঃ অবশাঃ ॥৪২

পার্শ্বস্থাঃ দূতৈঃ বাগ্মীভিঃ বাগ্মভিঃ ভরতর্ষভৈঃ (ভরতঃ ভিন্না বাজসনঃ যেষাং তথাভূতাঃ) যে কেচিৎ প্রথমে যুদ্ধকালে বিপেতুঃ তথা প্রথমে সপ্তাহে ভূতলম্ ॥৪৩

এবে এবে বিরীচন অধিক অসুরকুলকে আমি মুরারির অনুরোধে বীর বধন-বালা প্রথমে করিলাম ॥৩৯

তখন দুন্দুভি, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গাদি প্রভৃতির ধ্বনি হইতে লাগিল; মরু ও মর্ত্যবাসিগণ হৃষ্ট হইতে লাগিল এবং দেবকগণ গান করিতে লাগিল ॥৩০

আমি এই প্রকারে সর্বলোক-সমক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিলে, ঈদৃশ রাজকুলবীর্যের বিরুদ্ধে তাহা সহ্য হইল না। হে বাজসনি! আমাকে প্রাপ্তির কামনায় অধিক-গুরু ঐ নৃপতিকুল শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমরে পুরুষ স্পর্দ্ধায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৩১

ইতিমধ্যে সেই চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের অস্ত্রচতুষ্টয়ের সংযোজিত সমূহ ভাবে আমাকে উত্তোলন পূর্বক ধরা বর্ম পরিধানে ও পার্শ্বস্থপ্রহরণে সুসজ্জিত ভাবে আরোহণ করিলেন ॥৩২

হে রাজি! যাদব বাসবিও তৎকালে সেই তাদৃশ-বীর্য রথে চালিত করিলেন এবং কৃষ্ণসেনা সমূহ হইতে কেশবীয় তার সমগ্র রাজকুলের সমক্ষেই তিনি প্রস্থান করিলেন ॥৩৩

পথে যাইবার সময় বৃষ্ণিগণ সুসজ্জ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল এবং কেশবীয় চতুর্দিকে প্রবলবীর বৃষ্ণিগণ যেরূপ তাঁহাকে বেষ্টন করত সমস্তদিকে যেরূপ দূর হইতেই লক্ষ করে যায়, সেইরূপ বৃষ্ণ্যন্ধ উত্তোলন পূর্বক অনেক যোদ্ধা যেরূপ

তত্রঃ পুরীং বহুপতিবহালঙ্কৃতাং
ভক্তিপ্রকল্পপটচিত্রযোবনাম্।
সুদর্শনাং দিবি ভূবি চাকিসংজ্ঞাং
সমাবিশৎ তত্রবিধির স্বকেতনম্ ॥৩৯
শিতা যে পুরুষাদাস ভূতং-সম্বন্ধি-বাহনাম্।
অন্যৈশ্চাদ্ভুতসঙ্কাশৈঃ সম্যক্-পরিবৃতৈঃ ॥৩৭
লোকৈঃ সর্বলক্ষ্মিসংঘটৈক-ধর্ম-বাঞ্ছিতৈঃ।
আত্মযানি যথার্হাণি সর্বে পূর্বে তু কল্পিতঃ ॥৩৮

আত্মযানস্য তুল্যেষু যত্র বৈ সুখসিদ্ধয়ঃ।
সর্বলক্ষ্মিসমৃদ্ধাত্মা তপসা চ বহুবিধ ॥৩৯
ঋষিস্ত উচুঃ।
তৌমং বিহন্য সমরে যুধি যেন রুদ্ধা
আত্মান মা বিমিতয়ে ত্রিদশাধিকরাজ্ঞঃ।
বিষ্ণুং) সংস্কৃতিমোক্ষযুক্তমাত্মাঃ
পাদাবুজং পরিণিধায় চ আত্মযানং ॥৪০

তত্র। তদনি বিমানেন যথা তত্রেশ্বরম্, অন্যান্য প্রকৃতিভি যথা যথাদি: শ্রীমন্ত: বলিষ্ঠ-যান-পরিচয়-তোমর (যদি হাতেরীতি বলিষ্ঠাদি: আত্মযানি: যথা তিনটি তোমরি যথা যান) তিনি যুধি ও অভিমতরূপ অন্যান্যযান সুদর্শনাং পুরীং প্রবিশেৎ ॥৩৬

যথাযোগ: প্রকৃতিভি: তত্রস্থানে সুসজ্জায়। তত্রস্থ এই বিমান যথাদি: অন্যৈশ্চ: বহুবিধি: সম্যগ্ভেদপরিবৃতৈ: পুরুষ-সম্বন্ধি-বাহনম্, পুরুষাদের ॥৩৭

সর্বলক্ষ্মি: সকলৈশ্চ: ঐশ্বর্যাদিভি: সমস্তাদিভিশ্চ ঐক্য: যাদৃশি লোকৈ: অন্যান্য পুরুষ সকলৈ: তাদৃশৈ

ঐশ্বর্য সমূহের অধিষ্ঠাতৃত্বের এই (৯২) ঐশ্বর্যের সাধিনের মাত্র ॥৩৮

অনন্তর কৃষ্ণকর্দিত সাত বহু-বিশিষ্ট অন্তঃপুরের দ্বারা বিহরাজ, বিহারাদ্রি এবং বিলম্বক অথবা বীরপুরুষ সমর-সজ্জায় সজ্জন করিলেন; কেন না রণ-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করা ইন্দ্রজিৎ পলায়ন করিলেন ॥৩৯

অনন্তর এই প্রকারে সেই বিপক্ষ বীরসমূহ পরাজিত করিয়া মহাবলি শ্রীমান বিভীষণের আত্মযানস্থল অন্যান্য স্থান, সর্বশ্রী অন্যান্যযুক্ত সর্বলক্ষ্মি ও সর্বপ্রকারের বাঞ্ছনীয় সুদর্শনী পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিভিন্ন তোরণ-বিশিষ্ট সেই পুরীতে অন্যান্য যান ও পরাকাষ্ঠার সমাবেশ যেন মূর্তিমতীরূপে বিরাজ বিমানের অনুরূপ হইত ॥৩৭

ঋষিগণ কহিলেন।

তৌম বিহন্য সমরে যুধি যেন রুদ্ধা
আত্মান মা বিমিতয়ে ত্রিদশাধিকরাজ্ঞঃ।
বিষ্ণুং) সংস্কৃতিমোক্ষযুক্তমাত্মাঃ
পাদাবুজং পরিণিধায় চ আত্মযানং ॥৪০

তত্রেশ্বরম্ ॥৩৮

ইন্দ্রজিৎ বলিয়াছেন। আমি এবং অন্যান্যেরা সর্বলক্ষ্মিসমৃদ্ধা বৈজয়ন্তের তপস্যা ও যোগবলে তত্র আত্মযানের তুল্যরূপ আত্ম সাধারণ সুখসিদ্ধির বহুবিধ ॥৩৯

ঋষিগণ কহিলেন। সমরে সংগ্রামে তৌম অথবা বিহন্য বিভিন্নরূপ যুধি বিমানস্থলে (বিমানের তোরণ তলায়) তৌম তথা ইন্দ্র যে অন্যান্য আত্মা অর্থ বিষ্ণুং) তোমরি যে আত্মযানে সংস্কৃতি-বিমোক্ষে (সংসারের বিনাশের কারণ ভূত) পাদাবুজ, অন্তরঙ্গেরা অন্যান্য, পরিণিধায় ইন্দ্রজিৎ ॥৩৭

অনন্তর আমার পিতা মহাত্মা রাবণ, অন্যান্য, সবল আসন এবং পরিচ্ছদাদি প্রদানে সুরক্ষ, সম্পত্তি ও বাহনসমূহের যথাযোগ্য অলঙ্কারাদি করিলেন ॥৩৭

বিবিধ অলঙ্কারাদির সজ্জিত যাত্রীগণ এবং গজবাহিনীবিশিষ্ট সৈন্যগণ ও ইন্দ্রজিৎ আত্মসমূহ পূর্বাপেক্ষা-মহান ঐশ্বর্যযুক্ত অভিমানে প্রধান করিলেন ॥৩৮

এই অভিমানাদি আমরা অষ্টমহিষী অন্যান্যের মধ্য বৈরাগ্য এবং তপস্যার বলে এই রূপে এই আত্মযান ঐশ্বর্যসমূহের তুল্যরূপী হইতে সমর্থ হইয়াছি ॥৩৯

অন্যান্য যোগসম্পন্ন ঋষিগণ বলিলেন,—হে নাথ! কল্পনালোকে শ্রীমান বৈজয়ন্তের মধ্য ভূমি-পুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া দেখিলেন যে, বিভিন্ন-প্রকারে ঐ নরকাসুর পরাজিত ঐশ্বর্যসমূহের ঐশ্বর্যসমূহকে আত্মসাৎ রাখিয়াছে। তখন তিনি

ন বয়ং লাঞ্ছি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং আনস্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ৪১

কামরাজ্য এতস্য শ্রীবৎসাঙ্কস্য ত্রিনঃ।
মুহুর্মুহুর্মহারাজ্য মূর্ধ্না বোঢ়ুং পদাম্বুজম্ ৪২

ত্রয়স্ত্রিংশো যদূন্মি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবস্তাবদ্বয়ো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ৮০

যে নাভি। বয়ং সার্বভৌমং পদং, স্বারাজ্যং, ভৌজ্যং, স্বর্গং বিনা অন্যৎ স্বারাজ্যং ন নাভিলষামঃ; অধিকন্তু বৈরাজ্য-রূপং ব্রহ্মলোকং, পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদং, আনন্ত্যং বা হরেঃ পদং ন নাভিলষামঃ ৪১

কামরাজ্য ইতি। কামরাজ্যে স্বেচ্ছাধীনে, অস্য শ্রীবৎসাঙ্কস্য ত্রিনঃ তবাস্মাকং পদাম্বুজং মুহুর্মুহুঃ পুনঃ পুনঃ মূর্ধ্না বোঢ়ুং ধারয়িতুং ইচ্ছা ন নাভিলষামঃ ৪২

ত্রয়স্ত্রিংশ ইতি। যদূন্মি যদুবংশে তাবন্তঃ তাবন্তো গাবস্তাবদ্বয়ো গোপাঃ তৃণবীরুধঃ পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ তৃণবীরুধ ইব তুচ্ছা ইত্যর্থঃ মহাত্মনঃ তব পাদস্পর্শং পাদরজঃ বয়ং যদি বাঞ্ছামঃ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ৮০

সেই কন্যাদানকে স্বারাজ্যরূপ করিলেন এবং তাহার ভবনস্থের নিবাসকারী পাঞ্চজনের কিঙ্কর এতকাল আমরা কালাতিপাত করিতেছি দেখিয়া, সেই পূর্ণকাম ভগবান্ আমাদের সকলের পাবিত্রতা করিলেন ৪০

যে নাভি। আমরা সার্বভৌম পদ, স্বারাজ্য-ভোজ্য, স্বর্গ বিনা অন্য স্বারাজ্য ভোগ, অধিকাদি সর্বপ্রকার সিদ্ধি; ব্রহ্মলোক বৈকল্য-রূপ মুক্তি অথবা ভগবানের সাযুজ্য পর্যন্ত কোনরূপ প্রত্যাশা করি না; কেবল তাহার পুনঃপুনঃ-গতিযুক্ত সর্বোপরি এতবার আশ্রয়-স্থল এই পদাম্বুজই চরমতম স্ব-স্ব মস্তকে ধারণ করিতে প্রার্থনা করি মাত্র ৪১-৪২

অয়ো; সেই বৈরাগ্যেতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করাইতেন, তখন গোপগণ এই চরণ-ধূলিরই প্রার্থনা করিয়াছিল; গোপবধূ, ব্রজাঙ্গনা, পুলিন্দ কাননীগণ, অধিক কি; বৃন্দাবনের তৃণ-বীরুধ পর্যন্ত এ যাবৎ যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, আমরা তাহারই প্রার্থনা করিতেছি ৪৩

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্তস্বামিপ্রভুপাদ-কৃত পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিবাগীশাহি-কৃত অশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[বর্ণিতঃ শ্রীভগবতঃ দ্বারকা, বসুদেবযজ্ঞোৎসবঃ, যদূনাং প্রত্যাগমনাদিকঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

প্রত্যুদ্যাতা সুবলপুত্র্যা যাজ্ঞসেনী
মাধব্যাদ্যা হরিদাসস্ত্রিয় ইত্য যথোপাঃ।
কৃষ্ণোঽথিলাত্মনি হরৌ প্রবলানুরক্তঃ
সর্ব্বা বিসিস্মুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ ॥১

ইতি সম্ভাষণাশ্লেষ প্রশ্নহাস্যাবলোকদৈঃ।
আবয়ুর্মিলনস্তাসাং কৃষ্ণরাকেন্দুবক্ত্রয়া ॥২

বৈদর্ভীরো নাগ্নজিত্যা ভদ্রা মদ্রাঽথ কৈকেয়ী।
বিরাজিতঃ পজাদ্যাশ্চা হরেরাসন্নভিত্তঃ ॥৩
যাঃ হ্যবিন্দিন্ন ভগবান্ ইক্ষিতেন গদাগ্রজঃ।
পুলস্ত্যা কন্যকাশ্চাত্রিস্ত্রি মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডজি ॥৪
বিতর্ত্তবহ্নিকৃতঃ ক্রতুপুরাস্তর্যাদিয়া।
অগস্ত্যো যাজয়ন্ত্যাদ্যং যাজয়াংচক্রে উৎসবে ॥৫
তাম্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা মৃণালয়া।
পাতয়াঃ কৃষ্ণ-রামৌ চ প্রেম্ণোদ্বিবর্ষমন্বিতাম্ ॥৬

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং প্রতিসংবৎসরং অধিবসতাং যদূনাং তত্রত্যসমাগমোৎসবে চক্রে প্রত্যুদ্যাতা প্রেমভরেণ গুরুন্ প্রত্যুদ্গতা সুবলপুত্র্যা গান্ধার্যা, যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী, মাধবী, লক্ষ্মণা, অন্যাশ্চ হরিদাসস্ত্রিয়ঃ এবং কৃষ্ণরক্ত যোগীজন সমূহে বিবিধা হইলেন। হরির ঐকান্তিক উল্লাসে তাঁহাদের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।১

এই প্রকারে নারীগণ নারীগণের সহিত এবং

অন্বয়ঃ

পুরুষবর পুরুষবরের সহিত পরস্পরে সম্ভাষণাদি করিতেছেন, এমন সময় রাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে চতুর্দ্দিক হইতে মুনিগণ তথায় উপনীত হইলেন।২

তন্মধ্যে ব্যাস, নারদ, তাবল, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গোতম, রাম, শিষ্যগণ সহ ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, জমদগ্নি, পুলস্ত্য, ক্রতু, পুলহ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি।৩-৪

বিশ্ব, বিভাণ্ড এবং নারদ প্রভৃতিগণ, অগ্নি, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য এবং যাজ্ঞবাদি ঋষিগণ যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা আসনপরিগ্রহ

অবনার্কুর্বো সূর্যে সহাসোঽনুরোঽর্ঘকং।
আসনার্ঘপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ ৭৭
উষাঃ সুষেণাদীন্ সবান্ বর্ষপতীনৃষিঃ।
সলতক্ত অহতো দত্তবাতোঽনুবৃত্তয়ঃ ৮৮

শ্রীভগবানুবাচ।
অহো যূয়ং অকৃতযো মহৎ কার্যমিদং কৃতম্।
যেনাবমানিতং ভূয়াংসং যজ্ঞেশং কর্তমখম্ ৯৯

বিশ্বাত্মরূপিণাং নৃণামর্কাদীং দেবরূপিণাম্।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বণার্চনাদিকম্ ১০০
মদ্ভক্তজনি ভীর্থানি ন তথা তুষ্টিদানাদরাঃ।
যে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ১১১
নাস্মিন্ সূর্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং বা পবনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্তসেবয়া ১১২

তস্মৎ যথা যাজ্ঞবল্ক্যপ্রমুখ ঋষিগণ, যথা ব্রহ্মদেব প্রমুখ দেবগণ পূজিত হইয়াছেন। ৭৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সখে! সত্রাজিৎ-কন্যা সত্যভামা সহিত শ্রীমান্ বাসুদেব (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) উষা ও সুষেণ প্রভৃতি সবান্ ঋষিগণের পূজা করিয়াছিলেন। ৮৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন। অহো! আপনারা বড় অকৃতজ্ঞ; মহৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও, যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করেন নাই। ৯৯

যজ্ঞ করিয়া সূর্যের যেরূপ হয়; অর্চনাদি প্রতিমাদিতে এবং দেবতাসমূহের (ব্রাহ্মণাদি দেবতাবিশিষ্ট দেহে দেবতা) পূজায়,

---

আসনাবাহন পাদ্য অর্ঘ্য মাল্য ধূপ অনুলেপনাদি সহকারে ঋষিগণের অর্চনা করিয়াছিলেন, তার পর কৃতজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাদিগের অর্চনা করিয়াছিলেন। ৭৭

ঋষিগণ সকলে আসনপরিগ্রহে উপবেশন করিলেন, সেই সময়ে সখা বিনতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎ সকলের সম্মুখে ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ৮৮

হে যোগেশ্বরগণ! দেবতাজ্ঞানে, মূর্তাদি

আসনাবাহনের ন্যায় যোগেশ্বরগণের মূর্তি দর্শনে—তাহার মন্ত্রপূজার ধারণের প্রকৃত ফল অন্য আধারের নহে হইল। ৯৯

প্রতিমাদিতেই দেব-বুদ্ধি-বিশিষ্ট অল্পপুণ্য জনসাধারণ মানবরূপধারী আমাকেই যোগেশ্বর সনাতন, তাঁহাদিগের চরণ স্পর্শ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রণাম এবং পাদ-সংবাহনাদি কর্ম কি করিয়া মহত্তর হইতে পারে। ১০০

সাধুসঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া, পবিত্রতাকে তীর্থ বা মৃত্তিকাদির সেবায় সেবা করিবার কিছুর প্রয়োজন নাই; কারণ তীর্থ বা দেবপ্রতিমূর্তিসমূহের বহুকাল সেবা করিলে পবিত্র হওয়া যায়; কিন্তু সাধুগণের দর্শন প্রাপ্তে তীর্থ ভক্তি প্রভৃতির উপরেও অতি পবিত্রতা লাভ করে। ১১১

যজ্ঞাদ্বুদ্ধিঃ কৃতমলং ত্রিবৃদ্ধুকে
যযৌ ফলত্রাণিমৃ কৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তার্ষভৃদ্ধি মলিলেন কর্হিচি-
দ্ভূমেরভিক্তেমৃ ন এব লোকধৃক্ ॥১৩
শ্রীশুক উবাচ।
বিষ্ণুযশঃ তনয়ঃ কৃতকাদ্ধুমেবসঃ।
তস্য ধ্রুবস্য বিপ্রাদ্ধ কৌষাদ্ধ ভ্রমন্তিঃ ॥১৪

চিত্তং বিশুদ্ধ ধুবয়া ঈশ্বরস্যোপবৃংহিতম্।
জনশব্দস্য ঈহান্তঃ স্বয়ংস্তঃ জনমেজয়ম্ ॥১৫
ধুবয়া উচুঃ।
ধন্যায়া স্তব বিপ্রর্ষে যয়ঃ
বিমোহিতা বিষয়ভাজনাত্মনঃ।
ন্যাসিতমস্যাভি পুঃ ঈশ্বরা
অহো বিচিত্রং তনয়ন্তিচেষ্টিতম্ ॥১৬

যত্র ত্রিবৃদ্ধুকে (যজ্ঞ-দ্বিতীয়-প্রকারে) ফলত্রাণিমৃ (ফলপ্রাপ্তিঃ) কৌম ইজ্যধীঃ (কুমার-সম্বন্ধিনী পূজা-বুদ্ধিঃ) যযৌ (প্রাপ্তা)। কৃতমলং (অতীব) যত্তার্ষভৃদ্ধি (পাত্র-বিশেষকরণা) মলিলেন (জলেন) কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) ভূমেঃ অভিক্তেমৃ (অভিষেকং) ন এব লোকধৃক্ (ধরা ধারয়তি) ॥১৩

শ্রীশুকঃ উবাচ। বিষ্ণুযশঃ (ধ্রুবস্য অতিপ্রসিদ্ধঃ যেন ধ্রুব ইতি) তনয়ঃ কৃতকাদ্ধুমেবসঃ (ধ্রুবস্য) তস্য ধ্রুবস্য বিপ্রাদ্ধ কৌষাদ্ধ (ইলায়াঃ) ভ্রমন্তিঃ (ভ্রমণশীলা) চিত্তং (মনঃ) বিশুদ্ধ (রজস্তমোমলরহিতং) ধুবয়া (নিশ্চলয়া) ঈশ্বরস্য (ভগবতঃ) উপবৃংহিতম্ (বৃদ্ধিং প্রাপ্তং) ॥১৪

জনশব্দস্য ঈহান্তঃ (জনমেজয়স্য মুনিসংবাদার্থং আগমনে এব মূলং ইতি ইচ্ছাতিশয়ঃ) স্বয়ংস্তঃ (তং বিষ্ণু বিনয়ং) জনমেজয়ং (তন্নামকং রাজানং) ধুবয়া (নিশ্চলয়া) উচুঃ ॥১৫

ধুবয়া উচুঃ। বিষয়ভাজনাত্মনঃ (ধন-ধরণাদি-প্রধানপরীরায়াং) যদি অযোধনা (অযোধনায়াং) তাদাত্ম্যেন বিমোহিতা) তস্য ঈশ্বরা (ঈশ্বরস্য) পুঃ (পুরুষস্য) যঃ ঈশ্বিতবাংশ্চি (চেষ্টিতবান্) তত্র তনয়ঃ (তস্য) অহো বিচিত্রং (আশ্চর্যং) বিচিত্রম্ অভিধত্তে (ধরা) ॥১৬

অধিক কি! অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ুদেব, পৃথিবী, জল, পবন, বাক্য ও মন প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতা-বিগ্রহকে যজ্ঞকাল বিশেষ যত্নের সহিত আরাধনা করিলেও, অহংমমাদি দোষজনক বিষিষ্ট মানবের পাপ-মূলক অজ্ঞান কিছুতেই বিনিবৃত্ত হয় না; কিন্তু যারা এবং যোগাগ্নি নিবন্ধন দোষ-জালের অতীত আপনাদের ন্যায় জ্ঞানবান্ বিবেকী সাধুগণের সঙ্গ মুহূর্তকালের জন্য প্রাপ্ত হইতে পারিলেও, অনায়াসেই পাপ-নির্মুক্ত হওয়া যায় ॥১২

অহো! যাদু, পিতৃ ও স্নেহ নামক বাদুগণের বিষয়ে এই জড় দেহের ধরণা হইয়া থাকে। সুতরাং এই অজ্ঞানময় জড় কলেবরকে পরম স্নেহের আস্পদ বলিয়া যাহারা মনে করে, পুত্র কলত্রাদিকে আপনার স্নেহের এবং পার্থিব প্রতিষ্ঠাদিকে দেবতা-বুদ্ধিতে যাহারা সম্মান করে, অথচ তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট বিবেকী সাধুগণের প্রতি ভক্তি না করে, তাহারা সংসারে মোক্ষ-সাধনে তাদৃশ সাধক বলিয়াই পরিচিত ॥১৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! অনুচরেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অনুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিপ্রগণ হতবুদ্ধির ন্যায় কিয়ৎকাল বিস্ময়ভরে অবস্থান করিয়া রহিলেন ॥১৪

পরে মুনিগণ মহাজন বিশেষ বিবেচনায় পরে অবধারণ করিলেন যে, ভূভারহরণ পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল মানবকুলকে সাধুগণের বিষয় মাত্রেই নয়, এই প্রকারে মুনিদিগের সেবা করিয়াছেন; তখন তাঁহারা সভাতলবর্তী জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥১৫

হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা ধন-ধরণাদি প্রধান-পরিপোষণোপযোগি প্রধান কর্মের প্রবর্তক এবং যজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী মহাজন হইলেও, তদধীন

অতীব এতদ্ অনুষ্ঠেয়ং যাজ্ঞয়া
সজ্জায়তাম্‌রুচি ন ব্যয়তে যথা।
তৌষৈর্যি তৃপ্তির্বহুনামরূপিণী
অতো বিভূত্বপ্রকৃতিং বিভাবয়ন্ ॥১৭
অথাপি তাপে মজ্জনাভিধত্তরে
বিধির্যি সদ্ধঃ পলনিষ্প্রয়ায় চ।

অতীব (ইতি ইহ যোগার্থকিঃ অর্হতিঃ) অপি যদ্ এতদ্ অপি যা অস্মদ্ (উপলাল-মুকুন্দ দাস-মুকুন্দ) এতদ্ যদ্ যজ্ঞং যজতি, অর্থাৎ করোতি, অতি সংবন্ধে চ, তথাপি ন ব্যয়তে (তদ্ধং কথনা অতিশয়ায় চ ভৌবাদিকস্য প্রয়োগাৎ) যথা তৌষৈঃ যবতণ্ডুলৈঃ তৃপ্তিঃ যথা বহুনাম্ অতিথীনাং ভবতি, তথা বিভূঃ সাধকস্য ইদং মদ্ভক্তবাৎসল্যাদেঃ ব্রহ্ম-সম্বন্ধনাধিক্যম্ (বিভূত্বম্ অতো)। বিভাবয় অনুভবেৎ যজ্ঞম্ ॥১৭

যদ্যপি তথাম্ তদ্ঃ মুকুন্দঃ মুকুন্দেতরঃ (তথাবিধস্যাপি তব তথাপি ন সন্তুষ্টি), তথাপি যজমানং যজ্ঞস্থানে অভিষেকায় পরিত্যাগায়, তথা যজ্ঞাঙ্গ তৃপ্তয়ায় বিপ্রায় চ দানায় তত্ত্বজ্ঞায়ে, তদ্ধং পলনিষ্প্রয়ায় বস্তু বিধির্, তথা

যাজ্ঞয়া বিশোধিত ইতিহি; তাপনি প্রজ্ঞাস্থানে অবস্থান মূর্খত্ব মহত্বং আচরণে যাবাজ্ঞ সেবকের ন্যায় ব্যবহার তার কোন্ অভিপ্রায়ে তখন কি যে করিয়েছেন, আমরা আপনার গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে পারিনেযি না ॥১৬

যোগার্থ আপনার কোনরূপ আবশ্যক নাই; অথচ আপনি যজ্ঞ এজাতী আয়তনরূপে ঈশানাদি ও বিশিষ্টরূপে এই জগৎ সংসারকে বিভিন্নভাবে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন; অথচ সেই কার্যতীর ফলে আপনার কোনরূপ অভিমান বা থাকায়, জীবের ন্যায় সংসারে জড়িত হন না। যে তদবৎ! যদি, পটি এবং তুলাদির উৎপাদনে এত পৃথিবী যেমন বহু ভাবে ও রূপে অভিব্যক্ত হয়, যে মহাবিভূতির্বৎ। আপনিও সেইরূপ নিজে এই বিশ্ব সংসাররূপে

বলীয়সা যেন্দ্রঃ সন্ত্রাসনং
বর্ষাস্ত্রধারা মুসলঃ পরো ভবান্ ॥১৮
ত্রয়ো যে ভবঃ তপঃ-বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
অবোপলব্ধঃ সন্ যজ্ঞবরাকৃতি স্ত্রয়ঃ পরম্ ॥১৯
তস্মাদ্ মুকুন্দঃ ত্রয়ম্ পাত্রযোনেরুদাহৃতঃ।
সজাতরূপি সন্তাব তম্ ত্রয়াণাং হরীশ্বরম্ ॥২০

বর্ষাস্ত্রধারা ধারাবাহিকাদি সন্ বলীয়সা মহতেন প্রবাহেন যেন্দ্রঃ ও বিধির্ (যোগার্থ-কর্তরি মহ্‌ধাতুরি) ॥১৮

ত্রিয়ত যে ত্রয়ঃ ভবঃ তপঃ-বাধ্যায়, সংযম, সন্ সন্তোষাৎ, তথা ধ্যান-ভাবনাভ্যঃ পরং যে ত্রয়ং তথা ত্রয়াণাং-সংযমঃ (ধারণা ধ্যানমাধি, সংযমঃ যোগাঙ্গম, সাধনঃ ক্রিয়াবিশেষঃ ইতি)। উপলব্ধ অবিদ, যং ত্রয়ম্‌কৃতি যজ্ঞং যে যত্ন তথা সাধনম্ ॥১৯

তথাং যে ত্রয়ং সাধনাদেঃ (পাত্র যোগ এব যোগি প্রতিনিধিত্বেন বলি- ভূত) আধারঃ যত্ন যত্ন সন্তোষ উপলব্ধি যজ্ঞ, প্রকৃতঃ যং সংসারাদি সাধুত্বেন, তং তথা ত্রয়াণাং-তথাং মুকুন্দেতরং যজ্ঞং মুকুন্দেতরং যজ্ঞং ॥২০

পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও, মায়াবশতঃ প্রতি সংসার-প্রবর্তনরূপ আপনার ভবাব, কেবল বিভূত্বং বলিয়াই আমাদের মনীষণে ইহা প্রতীত হইতেছে ॥১৭

আপনি প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষ; সুতরাং কর্মজনিত জীবত্বং ভবাদৃশ প্রাপ্তি আপনার ঘটে না; কিন্তু তথাপি সাধু ভক্তগণের পরিত্রাণ এবং দলপ্রকৃতি অসাধুজনের বিনাশার্থ যথাকালে বিভূত সংসারক যেন পরিগ্রহে এবং বর্ণাশ্রমধর্ম ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে আপনি সর্বাত্মন যেরূপভাবেই প্রবর্তন করিতেছেন ॥১৮

যে ত্রয়ত্বাদেব। কার্যকরণ যজ্ঞ, কারণরূপ অব্যক্ত এবং এতদুভয়ের অতীত-ব্যাপক সংবন্ধরূপ তাত্ত্বিকের অতীত বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্মস্বরূপ কেবল বাক্যানুসারেই অনুমানাদি প্রমাণ, যেরূপ্যাদিরূপ বাধ্যায়

অস্ত নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো বৃধঃ।
যুষা সঙ্গম্য সন্তর্ত্যা যন্তঃ ক্ষেমায় গন্থ নঃ ॥২১

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যথোপযায়ারাজন্যর্ষিয়ে পরমাত্মনে ॥২২

ন যং বিদন্ত্যসৌ কৃপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
আত্মাত্মজমতিং কৃষ্ণমমুমানং কথং বয়ম্ ॥২৩
যথা গজাঃ কূলমদং বনেষু বনরাজয়ঃ।
মায়াবন্তেন্দ্রিয়াভাসং ন বেদ্মবিষয়ং পরম্ ॥২৪
এষা ঘা মায়াবন্তেন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়েশ্বরা।
আত্মনা বিহিতেষ্টেষু ন বেদ কৃতমন্যতঃ ॥২৫

সফলতা তথা সার্থক্য লাভ করিয়া এই ব্রাহ্মণগণ আমাদের জন্মের সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহাদের তপস্যা ও বিদ্যা সফল হইয়াছে। ইহারা সকলে একত্র হইয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে ক্ষেমের পথে লইয়া চলুন ॥২১

হে ভগবন্! আপনার মহিমা অনন্ত। আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি বসুদেবের পুত্র বলিয়া আপনাকে বাসুদেব বলা হয়। আপনি পরমাত্মা। আপনাকে নমস্কার করি ॥২২

আপনার মায়া-যবনিকা দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, আপনি সর্বান্তর্যামী ঈশ্বর। সর্বনিয়ন্তা কালরূপে সৃষ্টাদি সকল কার্যই সাধিত করিতেছেন। আপনাকে কেহই অবধারণ করিতে পারে না। হে শ্রীকৃষ্ণ! উপস্থিত ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা আপনার সহিত একত্র শয়ন, ভোজন, পান এবং বিহারাদি করিয়া থাকেন, সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণও আপনার মহিমা অবগত হইতে পারেন না ॥২৩

বিভিন্ন ব্যক্তি যখন যার দর্শন করে, তখন সে ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ অধিক আধিক নিজে যাহাকে পদার্থকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, অর্থাৎ নিজেই সেই

৫ম বিভূতি ১৩৩

তথা পরাত্মা যদ্ভক্ত পরমঃ, অতঃ অকুণ্ঠমেধসে (অক্ষুণ্ণ ধারণা-বিশিষ্টায় তুভ্যম্) পুনঃ নমস্কারোক্তিঃ (নমস্যায়ম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ মনসা আত্মনা বা গৃহ্যমাণস্য স্বপ্রকাশত্বাৎ। আত্মনা যেন, অপি বা অনন্যাপেক্ষিত্বে সতি তথা ভিন্ন যেনেত্যাদিভিন্ন এ যেন ॥২২

যে ভক্তাঃ এবং নারায়ণেন্দ্রিয়েষ্বা (নারায়ণেষু ভগবদ্বিগ্রহেষু ইন্দ্রিয়ৈঃ যা ঈক্ষা ভক্তিঃ তয়া) মায়া বিষয়েষ্টেষু অন্য তথা বৃষ্ণয়ঃ (পুনঃ ঈশ্বরত্বে মনসা তথায়) যা তয়া ন বেদ ॥২৪

এবং ইন্দ্রিয়-বিভ্রমরূপ কারণের দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকেন, সুতরাং সেই ব্রাহ্মণকুলই আপনার অনুগ্রহ এবং পবিত্র হৃদয় বলিয়া পরিজ্ঞাত ॥২৩

হে ব্রহ্মন্! এই জন্যই আপনার ভক্তগণ প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়াই আপনি মায়াযোনি নামে অভিহিত এবং যেকারণ মায়াও মোহিত আপনা হইতে উপলব্ধ হয়; আপনার স্বরূপ কেবল ব্রাহ্মণকুলেই উপলব্ধ হয়; সুতরাং ব্রাহ্মণকুলের সম্মান আপনিই করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মণ্যগণের মধ্যে আপনিই অগ্রগণনীয় বলেই বলুন ॥২৪

সাধু ভক্তগণের অনন্যগতি-স্বরূপ ভবদীয় দর্শন লাভে আজ আমাদের জন্ম সফল হইল; আমাদের বিদ্যা ও তপস্যা আজ সার্থক হইল এবং নয়নও চরিতার্থ হইল। কারণ, আপনার সন্দর্শনেই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির চরম ফল ॥২১

আপনার সর্বজ্ঞতাশক্তির সীমা নাই। আপনি স্বকীয় অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে আত্মসংগোপন করত, এই কুরুবিগ্রহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। আপনাকে প্রণাম করি ॥২২

মায়া-যবনিকা দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, আপনি সর্বান্তর্যামী ঈশ্বর। সর্বনিয়ন্তা কালরূপে সৃষ্টাদি সকল কার্যই সাধিত করিতেছেন। আপনাকে কেহই অবধারণ করিতে পারে না। হে শ্রীকৃষ্ণ! উপস্থিত ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা আপনার সহিত একত্র শয়ন, ভোজন, পান এবং বিহারাদি করিয়া থাকেন, সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণও আপনার মহিমা অবগত হইতে পারেন না ॥২৩

বিভিন্ন ব্যক্তি যখন যার দর্শন করে, তখন সে ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ অধিক আধিক নিজে যাহাকে পদার্থকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, অর্থাৎ নিজেই সেই

তত্রাহ বৈ দেবর্ষিরাত্মসংরোধমর্ম-
ভীর্বিস্রাবং হৃচ্ছিরঃ কৃত্তিলম্বোষ্ঠে।
উৎসিস্নন্তং দৃশবাসসাঽঽত্মগোপং
আপূর্ণমম্ভস্ত্বিষাঽঽত্মনাঽঽত্মানম্ ॥২৬
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যনুজ্ঞাপ্য রাজানং ধৃত্বা হৃদ্যুরুং মুনিঃ।
রাজর্ষে যাজয়ন্ যজ্ঞং দৃষ্ট্বা যযৌ দিবং সহ ॥২৭

দেবর্ষিরাত্মসংরোধমর্মভীর্বিস্রাবং হৃচ্ছিরঃ কৃত্তিলম্বোষ্ঠে (আত্মসংরোধ পাশসমূহ যার মর্ম ভীতি যাহার এবং যার হৃদয় ছিন্ন হইয়াছে) যে তার অধিষ্ঠান যার যার দেবর্ষি দৃষ্টিতে। অতঃ উৎসিস্নন্তং-দৃশবাসসাঽঽত্মগোপং (যার চক্ষুর উৎসিক্ততা দূরীভূত হওয়ায় বিশুদ্ধ আত্মা আত্মস্বরূপতা প্রাপ্তিতে) তত্ত্বাবধিতে তত্ত্বস্বরূপে অবস্থা হয়। আপূর্ণমম্ভস্ত্বিষাঽঽত্মনাঽঽত্মানম্ তত্ত্বাৎ আত্মার তত্ত্বম্ দ্বারা আত্মস্বরূপে ॥২৬

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবম্ রাজানম্ রাজাকে, দৃষ্ট্বা দৃষ্টিতে ও অনুজ্ঞাপ্য প্রস্থানার্থে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া, হে রাজর্ষে।

ঋষীণাম্ তাপসত্তম্য বসুদেবো মহামনাঃ।
প্রশস্য তোষয়ামাস বচোভিঃ প্রাকৃতৈরিব ॥২৮
বসুদেব উবাচ।
অহো বত মহদ্যেত্য কৃচ্ছ্রঃ সংসারসঙ্কটঃ।
ভবতা দর্শনাদেব যথা নাস্যমনুক্রমাৎ ॥২৯
মাদৃশ্চিত্তক্রিয়ৈর্বিদ্বা বদ্ধেরো মুহুর্মুহুঃ।
কৃচ্ছ্রং মহদ্ভয়ং যস্মাৎ পুরুষন্তি হ্যতো ভবান্ ॥৩০

ঋষীণাম্ তাপসত্তম্য বসুদেবো মহামনাঃ। প্রশস্য তোষয়ামাস বচোভিঃ প্রাকৃতৈরিব ॥২৮

বসুদেব উবাচ।

অহো বত মহদ্যেত্য কৃচ্ছ্রঃ সংসারসঙ্কটঃ। ভবতা দর্শনাদেব যথা নাস্যমনুক্রমাৎ ॥২৯

মাদৃশ্চিত্তক্রিয়ৈর্বিদ্বা বদ্ধেরো মুহুর্মুহুঃ। কৃচ্ছ্রং মহদ্ভয়ং যস্মাৎ পুরুষন্তি হ্যতো ভবান্ ॥৩০

ঋষীণাম্ তাপসত্তম্য (ঋষিদের তাপসশ্রেষ্ঠ) মহামনাঃ (মহাত্মা) বসুদেবঃ তাম্ বসুদেব) প্রশস্য (প্রশংসা করিয়া) তোষয়ামাস (সন্তুষ্ট করিলেন), প্রাকৃতৈঃ (সাধারণ) বচোভিঃ (বাক্যে) ইব (যেন) ॥২৮

বসুদেবঃ উবাচ। অহো (সখেদে) বত (হে খেদে) মহৎ (মহৎ) যে (যে) কৃচ্ছ্রঃ (কষ্ট) সংসারসঙ্কটঃ (সংসার সঙ্কট) ভবতা (আপনার) দর্শনাৎ (দর্শন) এব (হইতে) যথা (যেমন) ন (না) অস্য (ইহার) অনুক্রমাৎ (ক্রমশঃ) ॥২৯

মাদৃশ্চিত্তক্রিয়ৈর্বিদ্বা (আমার মতো চিত্ত ও ক্রিয়াতে বিদ্ধ) বদ্ধেরো (বদ্ধ) মুহুর্মুহুঃ (বারংবার) কৃচ্ছ্রং (কষ্ট) মহদ্ভয়ং (মহাভয়) যস্মাৎ (যাহা হইতে) পুরুষন্তি (পূর্ণ করে) হি (নিশ্চয়) অতঃ (এই হেতু) ভবান্ (আপনি) ॥৩০

পরিবর্তো হি ভূতানামায়ন্মাপ্যয়ৌ প্রভুঃ।
গাদ্য হিত্বা যথাকালং তনুভো যাতি শুদ্ধয়ে ॥৩১
ব্রহ্মাদয়স্তনুং ভক্তাং যাং যামেবোপাসতে প্রভো।
অতোঽবতারা হ্যেতে ন হ্রাসস্তব কিং প্রিয়ম্ ॥৩২

যঃ কেনকর্মনিগমাক্ষতপ্রবাহৈ-
র্ব্রহ্মাহতানুভবনীরসবিগ্রহায়।
প্রাণায়িভিঃ মতিভিরেত্য হৃদীক্ষতেঽন্ত-
র্ভক্তায় সূর্যমিব তেমিরনোদনায়ৈ ॥৩৩

আয়ুঃ যশ ও শ্রিয়ার বৃদ্ধিসাধন আবশ্যক হয় তোমা দুজনের তেজোদ্বারা তেজস্বী হইয়া তুমি এই পৃথিবী ও এখানে যে অধিবাসিগণ আছে ॥৩০

যে কারণ পরিণামে বিনষ্ট হইবে, এই মর্ত্যাদেহ আমাদের-কারণ (আমাদের অধিষ্ঠানের কারণ) তথাপি তুমি ভক্তদের প্রার্থনায় তাহাদের জন্য তাহার অবতার বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাক। আমাদের বিশ্বাস তোমার অবতীর্ণ হওয়ার প্রতি নাই ॥৩১

তাহাদের ব্রহ্মাদিকারণের জন্য বিবিধ শরীরোপযোগিনী যজ্ঞ বিস্তারিবে, তাহাদের মূলশরীর ধারণ করিয়া

তদনুরূপিকারা ব্রহ্মাদয়ঃ যাং যাং তনুং মূর্তয়ঃ আশ্রয় মূর্তয় ও যদি ন বর্তিষ্যন্তি ন স্যাদ্বি ॥৩২

যঃ ক্রেন-কর্ম-নিগমাক্ষ-ক্ষ-প্রবাহৈঃ (ক্রেনা অনাদয়ঃ-তদনুষ্ঠানানি কর্মাণি, তৎপ্রতিপাদক প্রবন্ধাঃ, তেষাং সততত্বা ক্রেনা প্রবাহঃ। তৈঃ) ব্রহ্মণাহতানুভবম্ অবিদ্যোচ্ছিন্ন ব্রহ্ম ইত্যনুভবঃ তত্ত্ব এব নীরসবিগ্রহায়ৈঃ অত-দুঃখ-সাধনত্বাদি শূন্য সুখম্ ইব বিগ্রহঃ যস্য তস্মৈ তথাভূতায়ৈ তব প্রাণায়িভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণায়িভিঃ মতিভিঃ অন্তঃ-করণৈঃ ভক্তায় ভক্তায় অন্তর্ভূতায়ৈ ॥৩৩

থাকে ॥৩১

অনেক স্থানে দেখা যায়, অনেক বস্তু ক্ষয় পাইয়া যায়। কর্পূর, ঔষধ, ঘৃত প্রভৃতি কত স্থানান্তরে আপনিই নষ্ট হইয়া যায়; শস্য এবং ঔষধির বিনাশানুসারে প্রজাদেরও লয় হইতেছে; বিদ্যুৎ প্রভৃতি বহু ক্ষণ-প্রভায় বিলয়ে বিলীন হইয়া যায়; একের খাদ্য অন্যের ক্ষয় করিয়া থাকে এবং ওষধের পরিণাম বলতঃ দেহাদির অনেক পদার্থের বিনাশ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত কোন কারণ দ্বারাই এই জগতের অনুভূতিস্বরূপ স্বভাব বিলুপ্ত হয় না ॥৩২

অধিষ্ঠা, অধিষ্ঠিত, প্রাণ, দেব এবং অধিভিদেব নামক পঞ্চবিধ ক্লেশ, পাপ এবং পুণ্যোৎপাদক কর্ম, অবিদ্যা, দুঃখ, দুঃখ এবং সমাধি ওতপ্রোতের প্রবাহে যাঁহার সর্বজ্ঞতাদি অনুভব-শক্তির কখন বিনাশ হয় না; যিনি অধিষ্ঠাতা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্ত আত্মস্বরূপে মনুষ্যদের প্রাণাদি ক্লেশের আবরণে স্বয়ং আবৃতের ন্যায় প্রকাশ হইতেছেন। দিবাকর যেমন মেঘ, ধূমাদি ও রাহুর

অথোর্দ্ধমুদ্বহো রাজন্নাসনাবরণদ্বয়ম্।
সর্বেষাং পূজয়া রাজন্ তথৈবাস্ত্রায়-বাহয়োঃ ॥৩৩
কর্ণিকা কর্ণিকায়াং তু ধাম্নি নিরূপিতঃ।
অনুক্তয়া তনুং বিষ্ণুঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥৩৪
বিন্যাসোপাসনাযুক্তং যৈ কর্ণিকি পাঞ্চরাত্রকম্।
বলিষ্ঠা দ্রুমতো যোগো বর্ণাশ্রমানুলাপহঃ ॥৩৫

অস্ত্রং বজ্রায়ুধং পদ্মা বিনায়েত্যুদ্বহেদিমম্।
বজ্রদ্রাবণিকেনৈব ওঁ ফট্ পূজয়েৎ ॥৩৭
বিঘ্নেশাঃ যজ্ঞনাশেষু হৈর্যোদ্বহুবৈনসাম্।
আত্মলোকৈকনাঃ সেব কালেন বিনয়েষু বুধঃ ॥৩৮
ঘণ্টোদ্ভিন্নিভিন্নো জাতো দেবেশি ঘণ্টাং প্রভো।
বজ্রাস্ত্রায়-পূর্বৈস্তাভির্নিত্যৈর্যজেৎ পূজেৎ ॥৩৯

অথ যে রাজন্! অর্চয়েয়া রাজন্ পূজয়া সহয় তথা বাম-দক্ষিণয়ো পূজয়ো অস্ত্রঃ আবরণপূজিম্ আসনে সমর্চয়েৎ, পরাবরণ পূজা ইতি ॥৩৩

যং প্রথমা ঈশঃ ঈশঃ সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ইতি আবাহয়েৎ ইতি এবং অথবা কর্ণিকায়াং কর্ণিকায়ুক্তায়াং ধাম্নি ধাম্নি অথবা বিন্যস্তিঃ ॥৩৪

অথ তথা যৈ আবাহনাদয়ঃ (আদয়ঃ অনুক্তয়েত্যত্র পূজা ইত্যন্ত আবর্তিতঃ), ভিন্ন ঈশ্বর; পাঞ্চরাত্রকম্ (পাঞ্চরাত্র এব তন্ত্রঃ যেন) কর্ণিকি; বিনয়েষু ধ্বনয়ে ধ্বনয়ে; যোগঃ ঈশ্বরঃ; ইতি সর্বত্র ॥৩৬

দ্রুমতো দ্রুমাদিনঃ; বিনয়েষু ইত্যনেনৈব পরাবরণ

প্রয়োগে প্রত্যহের দ্বারে সময়ে সময়ে প্রতীয় হয়, অস্ত্র পূজাবরণ শ্রীকৃষ্ণও মাতৃদের নিকট সেইরূপ বলিয়াছেন ॥৩৩

যে রাজন্! তখন ঈশানির বলনিকুম্ভ এবং ঘাঁস-কুম্ভের সমক্ষে আবরণপূর্তি বলুদেবকে সম্যকের পূর্বক বুঝিবন বলিলেন— ॥৩৪

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিঘ্নের জন্য পূর্বে সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনাই করা উচিত। ইহাকে বিঘ্নকি-নাশের অমোঘ উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥৩৫

ইহাই যোগাভ্যাসের মূলীভূত উপায়স্বরূপ নিশ্চয়ই বর্ণ; ইহার প্রভাবে বিঘ্নের উপশম হইয়া পরমাত্মক যে লাভ হইয়া থাকে, তাহা মনীষিগণ আত্মদৃষ্টির দ্বারা বিলক্ষণ অবধারণ করিয়াছেন ॥৩৬

বিঘ্নের সংহারে অর্চিত অমোঘ বিঘ্নের দ্বারা একান্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে যেই পরম পুরুষের আরাধনারূপ কর্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা দূরাত্মারী বিভাবিদ্যের পক্ষে অন্য অন্যাপকর পথ আর কিছুই নাই ॥৩৭

যজ্ঞ এবং মন্ত্রের দ্বারা বিভাশক্তি বিনষ্ট করিতে হয়; দুরাত্মিক যোগের দ্বারা দুষ্ট-কলুষের সমতা পরিহার করা বিধেয়। কালক্রমে দেবতা-গণেরও যে নাশ হইয়া থাকে, অধিকারের বিনাশ অনুসন্ধান করত পণ্ডিতগণ দেবতাকে অর্থাদি দুরাত্মা লোকে অন্যের আত্মাজ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥৩৮

গ্রামে যদি কখন প্রাণবলীর আচরণাদিতে যখন বিঘ্নকি আসে, তখনই ধীর ব্যক্তিগণ অনায়াসে

তং তত্র পূর্ব্বোপচিতাঃ বৈ কর্ম্মিণোঽর্থাদয়ো যথা।
যত্রোপযেমে ভগবান্ দেবকী পরমেষ্ঠিনা ॥৮৭
যত্রেমে কবয়ো নিত্যং বিদ্যা তপঃ সমাধিভিঃ।
গৃণন্তি স্ম মহাপুরুষং তং যজ্ঞৈর্যজ্ঞপূরুষম্ ॥৮৮
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি তদ্ বচনাৎ তাত্রা বসুদেবো মহামনাঃ।
তাবুবীদৃষিভো যত্তে পূর্ত্তমিষ্টা প্রপাস্য চ ॥৮৯
ত এবমুক্তা যাজ্ঞন্ কৃত্বা কর্ম্মেণ তদ্ধিতম্।
তস্মিন্নবসন্ দেবে যদেকরবরুদ্ধকৈঃ ॥৯০

তত্রাহিরুদ্ধ মুদিতা নিরুদ্ধঃ সুরাসনম্।
গীর্ভিঃ সভায়ামুপাজন্ বাগ্মিনো বহুমানয়া ॥৯৫
নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি গন্ধর্ব্যপ্সরসাং গণাঃ।
ননৃতুর্মুমুদুর্দেবা বাদিত্রা বাদ্যপাণয়ঃ।
ততঃ সুকৃষ্ণো ভগবান্ সাম্বঃ সহবলঃ কৃতী ॥৯৬

যে মহারাজ! রাজন্, ঋষিদিগের বরপ্রভাবে ও তাঁহাদের কৃপায় পূর্ব্বে যাহা যাহা হইয়াছিল, সে সমস্ত বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥৮৫

যে মহারাজ! যেখানে ভগবান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে কবিগণ বিদ্যা, তপস্যা ও সমাধিযোগে যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তমের স্তব করিয়াছিলেন ॥৮৭-৮৮

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! দেবর্ষি নারদের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনা বসুদেব একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমবেত ঋষিগণকে অভিবাদন প্রদান ও তাঁহাদের স্তব-স্তুতি পূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন এবং যজ্ঞের সম্পাদনার্থ তাঁহাদিগকেই ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিলেন ॥৮৯-৯০

অনন্তর ঋষিগণ যথাবিধি ঋত্বিক্‌রূপে বৃত হইয়া, সেই পবিত্র অনন্তক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে যজ্ঞের দ্বারা বাসিতবর বসুদেবকে দীক্ষিত করিলেন ॥৯৩

বসুদেবের দীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইলে, যাদবগণ দেব উপনীত যজ্ঞকর্ম্ম সকলে স্নানাদি সম্পাদনপূর্ব্বক

হে রাজন্। এবং যজ্ঞের যথাবিধি সমাপ্তি হইলে যে সময় অগ্নি ক্ষেত্রে উপস্থিত হন—তখন ঋত্বিগ্‌গণকে তাঁহার যথাযোগ্য দক্ষিণা, এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজন করাইয়া ॥৯৭

হে রাজন্! ঋত্বিগ্‌গণ, যজ্ঞমান বসুদেব ও তাঁহার পত্নীগণ সকলে অবভৃথ স্নানার্থ সুরাসনে গমন করিলেন, তখন বাদ্যকর, বেশ্যা, নর্ত্তকী ও বিদূষক সুরাসনে (মদ্যপাত্রে) আসিয়া নৃত্য, বাদ্য, বিবিধ গীত ও সুরাপানে মত্ত হইয়া উঠিল ॥৯৪-৯৫

দুন্দুভি বাজিতে লাগিল, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আনন্দিত হইল। সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল ॥৯৬

পরম ভক্তি-সহকারে। সেই পরমাত্মা শ্রীহরির যে প্রকৃত আরাধনা করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৯২

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! দেবর্ষি নারদের ঐরূপ বাক্য শ্রবণে মহামনা বসুদেব একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমবেত ঋষিগণকে অভিবাদন প্রদান ও তাঁহাদের স্তব-স্তুতি পূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন এবং যজ্ঞের সম্পাদনার্থ তাঁহাদিগকেই ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিলেন ॥৯৩

অনন্তর ঋষিগণ যথাবিধি ঋত্বিক্‌রূপে বৃত হইয়া, সেই পবিত্র অনন্তক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে যজ্ঞের দ্বারা বাসিতবর বসুদেবকে দীক্ষিত করিলেন ॥৯৪

বসুদেবের দীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইলে, যাদবগণ দেব উপনীত যজ্ঞকর্ম্ম সকলে স্নানাদি সম্পাদনপূর্ব্বক

অন্তরিক্ষম্ বিবিধরত্নমালাকুসুমিতঃ।
পাদৌ বিতীর্ণৌ দর্ভৈঃ সোমরাজস্থিরেচ্ছয়া ॥৪৭
আত্মা তু কুশ-কলসৈর্যাব-মুদুর-কুণ্ডলৈঃ।
বলাহকাভিবিষ্টো দীক্ষিতোঽভিনবদ্যুতঃ ॥৪৮
তত্রস্থিতো জ্বালাবান্ যজ্ঞকৌপেয়বাসসঃ।
সমন্তাদ্ বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোঽম্বরে ॥৪৯

তথা গায়ন্ত কুরুতে বৈঃ বৈর্বন্দিভিরিতৌ।
বেদজ্ঞঃ যজুষৈর্যোগৈরেতৈরেষ ঋষিভূরিভিঃ ॥৫০
ঐন্দ্রেণ সুবজ্রঃ বিবিধা অস্মিন্নো ব্রাহ্মিকর্মণি।
প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্ঋগ্ভির্যজ্ঞ-জ্ঞান-ক্রিয়েশ্বরম্ ॥৫১
অথর্বভিস্তোমলাভং কালে যথোক্তং স ঋত্বিগ্ভাঃ।
বলাহকেভ্যোঽলভত্ত যো-ভূ-কন্যা মহাধনাঃ ॥৫২

উদ্ধৃতি সকলেরা অধিকা সোমরাজঃ ইতি যথা পূর্বম্ অন্যাধিষ্ঠম্, তথা ঋত্বিগ্ভাঃ পাদৌঃ অধিকম্ অন্তম্ (সোমরাজ অন্তরম্)। অন্যান্তম্ (সর্বাংশম্ অন্যাংশম্ ভিন্ন) অন্য পরস্তরম্ অধিকা বিবিধম্ অন্যাধিকম্ ॥৭॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ যাবতুরুদ্ধ্যুঃ যাবতুরুদ্ধ্যুঃ যাবতুরুদ্ধ্যুঃ। অন্য যৌক্তিকঃ সঃ যজ্ঞস্য অধিকম্ তৃতীয়ঃ অন্তম্। বিবিধা বিভাগ ॥৮॥

যে অন্যাংশঃ। সমন্তাঃ সর্বেঃ সর্বিতাঃ (সৈঃ) তন্ত্রকৌপেয়বস্ত্রেণ অন্যান্তঃ তত্র যজ্ঞস্য অধিকম্, তৃতীয়ঃ তৃতীয়স্তরম্বস্তরম্, ইতি অন্যত্র ব্যক্ত, তত্র অধিকম্ যথা বিরেজুঃ- তথা বিরেজুঃ ॥৯॥

তথা গৈঃ ইতি যজুষি ঋত্বিগ্ভিঃ যজ্ঞেঃ যাজ্ঞিকৈঃ

তৃতীয়ঃ অধিকা সোমরাজঃ ইতি যথা যাজ্ঞিক-তৃতীয়ঃ ॥৫০

তথা যাজ্ঞিকৈঃ (যাজ্ঞিকস্তরীয়ঃ যাজ্ঞিকাঃ তৈঃ। তৈঃ (সৌমরাজঃ তৈঃ) সর্বৈঃ এব অধিকারাধিকারৈঃ অধিকারাধিকারৈঃ তথা-অন্তরিক্ষিতেঃ (তৃতীয়-তন্ত্রেণ্ডিয়-তন্ত্র-তন্ত্রিয়তন্ত্র-বিশিষ্টতন্ত্রঃ) তন্ত্রস্তঃ বিবিধা অন্যান্তঃ অধিকম্ ইতি ইতরম্ ॥১০॥

অথ অন্যান্তঃ যজ্ঞস্য তন্ত্রে তন্ত্রস্তরাণ অন্যান্তেন্ত্রা ঋত্বিগ্ভিঃ তথা অন্যান্তঃ তথা অন্যান্তেন্ত্রা তন্ত্রঃ তথা তন্ত্রঃ সোমরাজঃ ॥ সর্বে ॥১১॥

উদ্ধৃতি হইয়া এবং বেদজ্ঞগণকে অর্চনা করিলেন এবং যাঁহাদের সহায়তায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম-পথকাহিনে সুসজ্জিতা হইলেন। যাঁহারা চন্দনাদির প্রলিপ্ত হইয়া বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া এবং প্রফুল্ল-অন্তরে সকলেই যজ্ঞশালায় উপনীত হইলেন ॥৪৫

চতুর্ধিক্ হইতে মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও আনকাদি বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল; নট ও নর্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল; সূত এবং মাগধগণ স্তব করিতে লাগিল; সূতেরা যজমানের স্ব স্ব পরিচয় পত্নির সহিত মধুর গান করিতে লাগিল ॥৪৬

তখন ঋত্বিগ্গণ ভারতাকাশে পরিবেষ্টিত সোমরাজ চন্দ্রের ন্যায়, অষ্টাবক্র পক্ষীর পরিবেষ্টিত যজুর্বেদকে যথাবিধি সোমযজ্ঞে অন্তর্বাহির প্রয়োগে এবং ঋগ্বেদ মন্ত্রসমূহাদি প্রয়োগে বেদবিধানানুসারে অভিষিক্ত করিলেন ॥৪৭

এই প্রকারে দীক্ষিত যজমান যথাসময়ে সুসজ্জিত হইয়া, উপাদেয় বস্ত্র, বসন, হার, কুণ্ডল এবং মুদুরাদি বিবিধ অলঙ্কারে সুশোভিতা ঋত্বিগ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন ॥৪৮

যজ্ঞানুষ্ঠানের পর দ্বিতীয়ের রবীর ঋত্বিগ্গণের ন্যায়, উপস্থিত যজমানের যজ্ঞে ঋত্বিগ্গণ এবং সভাসদ সকলেই পীতকৌষেয় বসন পরিধানে যজ্ঞস্থলের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥৪৯

তৎকালে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণও স্ব স্ব যজুর্বেদ পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। অহো! গোবৎসেরই বিরহে সেই রাম-কৃষ্ণ পিতার যজ্ঞোপলক্ষে উপস্থিত পীত কৌষেয় ধরি এবং মকর কুণ্ডলাদি বিভূষিত হইয়া এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫০

এদিকে যজুর্বেদ অধিষ্ঠোত্রাদি নানক সর্বপ্রকার

পত্নীসংযাজযজ্ঞৈশ্চ দক্ষিণাভিশ্চ তে দ্বিজাঃ।
নন্দং যাজয়তে বিপ্রা বরুণস্যানুবর্ত্মনা ॥৪৩
রাজোপনন্দনন্দাদীংশ্চ গোপমুখ্যানপোষয়ৎ।
ততঃ বলমুখো বর্ষীয়াংস্তোষয়ন্নেব সূনৃতৈঃ ॥৪৪
বন্ধূন্ সলাল্যান্ সম্ভাষ্য পারিবর্হেণ ভূষণৈঃ।
বিবর্হ-কোমল-দুকূল-কাঞ্চি-কেয়ূর-হারিণঃ ॥৪৫

সর্বর্তুভিঃ সুখস্পর্শান্ দ্রুম-গুল্ম-লতা-যুতান্।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনং নাম সসর্জ যমুনাতটে ॥৪৬
দ্বৌ মাসৌ তত্র মধুভিঃ মাধবঃ সর্বসাত্ত্বতঃ।
রামশ্চাবিবিশে রাত্র্যা শরৎ-পুল্লমল্লিকা ॥৪৭
বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য বনং সৌভাগ্যং প্রিয়চেষ্টয়া।
যমুনানিলধূতেন তদীয়োদকশীকরৈঃ ॥৪৮

পত্নীসংযাজযজ্ঞৈঃ পত্নীসংযাজৈঃ আখ্যয়োঃ। যাজ্ঞিকৈঃ করিয়া যাহা অথবা যে যাগঃ তাহাতে যজমানপত্নীরা যেরূপ যে ক্রিয়া করেন তাহাকে পত্নীসংযাজ বলে। তাহা দ্বারা ॥৪৩

রাজা উগ্রসেনঃ তং নন্দং বন্ধুত্বেন বরিতবান্ তস্মাৎ রাজোপনন্দনন্দাদীন্ গোপমুখ্যান্ তথা ন্যমন্ত্রয়ৎ ইত্যর্থঃ। ততঃ তদনন্তরং বয়োবৃদ্ধঃ তম্ অভিপ্রায়ং সর্বান্ এব বর্ষম্ অতিক্রম্য অনুভবন্ ॥৪৪

সলাল্যান্ সমুচিতান্ বন্ধূন্ তথা বিবর্হ-কোমল-দুকূল-কাঞ্চি-কেয়ূর-হারিণঃ তত্তদুচিত-বস্ত্রালঙ্কারাদিনঃ কৃত্বা পারিবর্হেণ যৌতুকেন অপূজয়ৎ ॥৪৫

তথা তদনন্তরম্ সুখস্পর্শান্ দ্রুম-গুল্ম-লতা-যুতান্ অনুভবন্ তত্রত্যঃ যে সকল শ্রীমদ্বৃন্দাবন-নামধেয়ো শ্রীমান্ সমৃদ্ধো বৃন্দাবন তত্তদ্বন, তদবন্ধ ও প্রদেশসমূহ যাহাকে বলে ॥৪৬

তত্র [তদনন্তরং]: অত্রত্যঃ বিহারঃ। মাধবঃ দুর্বিজ্ঞেয়লীলাশক্তিমান্ যদুকুলসর্বস্বভূতঃ, পুষ্প বৃষ্টি, তীব্র গোপ সমূহ বিহারি-লক্ষ্মীঃ লক্ষ্মী-সমূহাধারঃ রাধায়াঃ গোপিকা, রাধাং- তদবন্ধ যাহা ॥৪৭

সৌভাগ্যপ্রিয়চেষ্টয়া: [সৌভাগ্যস্য যোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগা যে] বন্ধূন্ স্বয়ং পরিবহং বিবাহকর্মণি যৌতুকম্ তথা অপূজয়ৎ অর্চিত বান্ ॥৪৮

প্রাকৃত ও বৈদিক মন্ত্রের যথাবিধি অনুষ্ঠানের দ্বারা, স্নান ও ক্রিয়ার অবীশ্বর যজ্ঞপতি ভগবান্‌কেই আরাধনা করিলেন ॥৪১

তারপর বসুদেব যথা যথাকালে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ঋত্বিগ্‌গণকে পুনরায় অলঙ্কৃত করিয়া বাক্যবাক্যানুসারে প্রচুর দক্ষিণা এবং অত্যুত্তম অলঙ্কার বস্ত্র গো, ভূমি ও কন্যা দান করিলেন ॥৪২

অনন্তর মহর্ষিগণ পত্নীসংযাজ এবং আধানাদি যজ্ঞ-কর্মের সমাপনান্তে যজমান বসুদেবকে সঙ্গে লইয়া, পরভাগ-বিধির দ্বারে যাইয়া অবভৃথে স্নান করিলেন ॥৪৩

স্নানান্তে বসুদেব বস্ত্রাদি পরিধান পূর্বক ঋত্বিগ্‌গণকে নানাপ্রকার বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিলেন; বসুদেবের পত্নীগণও তথাবিধ বস্ত্রাদি প্রদানে ঋত্বিগ্‌গণকে পরিতুষ্ট করিলেন। বন্ধুবর্গ যজ্ঞসমাপনান্তে অন্নাদি দানের দ্বারা আপামর সকল বর্গ, এমন কি, অতি নীচ চণ্ডাল পর্যন্ত ভোজনেরও তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু সকলকেই অন্নাদি প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥৪৪

পুত্র কলত্রাদি সহ বন্ধুবর্গকে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্যসামগ্রী প্রদান করিলেন। বিবর্হ, কোমল, দুকূল, কাঞ্চি, কেয়ূর এবং হারপ্রভৃতিকে ভূরি পরিমাণে উপহার প্রদানে তিনি সকলের অর্চনা করিলেন ॥৪৫

সকল, ঋতুসমূহ, সেবকগণ, বনলোক, দ্রুমলোক, লতালোক, পিতৃগণ এবং রাজগণসমূহকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে শ্রীপতি বাসুদেবের অনুমতি গ্রহণে তদীয় অর্চনা গ্রহণ করিতে করিতে সভা স্থ স্থ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥৪৬

অথাত্ত সহ গোপালৈর্নন্দস্তা পূজয়ার্ত্বিজঃ।
কৃষ্ণায়োগ্রসেনাদ্যৈর্ব্যধাৎসর্বং সমৃদ্ধবৎসলঃ ॥১৯
বসুদেবোঽথসোত্তীর্ণো অনোরথমহার্ণবম্।
দুস্তরং শ্রীকৃষ্ণা লব্ধবান্ কবে স্পৃশম ॥১০

বসুদেব উবাচ।

ভ্রাতর্বীশকৃতঃ পাশো দুশ্ছেদ্যো যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ।
অ কৃষ্ণাস্মাকং অস্তে পুরাণার্ষিণ যোগিনাম্ ॥১১

অস্মাকং প্রতিকল্পায়ং হং কৃষ্ণাজ্ঞেন সরতৈঃ
মৈত্র্যর্পিতাত্মনা ঽপি ন বিস্মর্ত্তব্য কর্হিচিৎ ॥১২

প্রাগকল্পাদ্ধ মুনয়ঃ আত্মবো মাচয়ন্ বি।
অধুনা শ্রীমদন্ধাক্ষা এ পন্থানঃ পুরা নয়ঃ ॥১৩

যা যাস্যশ্রীমুখং পুংসঃ স্নেহস্যাপ্তস্য মানদ।
অনুধাবতু হৃদয় ন এ পঙ্কতি বন্ধনম্ ॥১৪

[কৃষ্ণার্পিতা] অনয়া পূজয়া অর্চিতঃ সন্তুষ্টঃ. গোপালৈঃ সহ বসুদেবঃ অপি তং কৃষ্ণায়োগ্রসেনাদ্যৈঃ সহ যেষাং প্রাণাধীনঃ কৃষ্ণায়ৈব ॥৯

বসুদেবঃ ঃ ভ্রাতরৌ-সম্বোধনে (যদ্বিষয়কস্নেহবন্ধনঃ এব দুর্ভেদ্যঃ অস্ত) অস্মাকং অনাদিকালাৎ বৈরিণো প্রাণাধিকাঃ পুত্রাঃ সন্তু অতঃ তেষাং স্নেহ এব ॥১০

বসুদেব উবাচ। যে মাধবঃ কৃষ্ণ যেষাংস্নেহসংজ্ঞিতঃ যঃ ঈশকৃতঃ পাশঃ যঃ দুশ্ছেদ্যঃ (কালেন) দুর্ভিদ্যঃ (জ্ঞানেনাপি) কৃষ্ণায়ৈব অস্তে ॥১১

হে ভ্রাতঃ বসুদেব (কৃষ্ণ ঈশ্বরাজ্ঞা অনুসারেণ অপি) অস্মাকং সততৈঃ অনাদি অকাল ঈশ্বর পুরুষার্থাদি-

স্নেহেনাপি মৈত্রী অর্পিতঃ সমর্পিতঃ আত্মা যেষাং তৈঃ। কৃষ্ণায়ৈব ॥১২

হে ভ্রাতঃ বসুদেব অস্মাকং পুত্রাঃ প্রাগকল্পাদ্ধ প্রাক্তনে কল্পে ঈশ্বরেণ মাচয়ন্ যাচিতাঃ বি ইতি প্রসিদ্ধম্। অধুনা তু ঈশ্বরাজ্ঞয়া ঈশ্বরস্য অন্ধে অঙ্কে (ক্রোড়ে) যে পুরাঃ সন্তি তেষাং পুত্রাণাং যে পন্থানঃ ॥১৩

হে মানদ যেষাংস্নেহস্য পুত্রস্নেহস্য ঈশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ যঃ স যস্য মুখং যে পিতা অনুধাবতু পুত্রস্নেহেন পুত্রাণাং পুরতঃ ধাবতু] অনুধাবতু ইতি বহুবচনং ঈশ্বরস্য ॥১৪

উৎসবের কৃতার্থ, ঈদৃশ অদ্ভুত বিহার, দুর্বিষহ, ভীষণ এবং অর্জুনাদি কুরুশ্রেষ্ঠগণের, ভীষ, দ্রোণ, বাহ্লীক প্রভৃতির এবং অন্যান্য সমস্ত বান্ধবগণের— ॥৭

সকলেই বসুদেব বসুদেবকে আলিঙ্গন করত, স্নেহাদ্রা প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হইয়া, অতি কষ্টে ঔদ্ধত্যাদিকে পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিলেন ॥৮

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বহুজন অযত্নে ঈশ্বরাধীনে বসুদেবের মন্ত্রণাদের বিশেষ সম্মান করিলেন; তিনি তাঁর কৃষ্ণ এবং ঈশ্বরেচ্ছাদির শ্রীতিবর্দ্ধনার্থ কিছুকাল সেই স্থানেই গোপগণ সহ অবস্থান করিলেন ॥৯

বসুদেব তখন মহানদ্ভুত-সমূহ বিপুল যজ্ঞমহোৎসব সম্পাদনের অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পুত্রবধূদের পরিবৃত হইয়া, অকূল ভব বারিধি পারগত ব্যক্তির ন্যায় আনন্দ পূর্ণচিত্তে বলিলেন— ॥১০

বসুদেব বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ! বান্ধবগণের জন্য যে স্নেহবন্ধন অবলোকন করিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই অবশীশ্বরের কৃত, সন্দেহ নাই। তাহা অপরের দ্বারা দূর হইবার নহে। তাহাতে এমন কোন বলবান্ বা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দেখা যায় না, যিনি পরাক্রমের পরিচয়ে বা জ্ঞানযোগের প্রভাবে সেই স্নেহপাশকে অতিক্রম করিতে পারেন ॥১১

আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, আমরা তাহার ঋণ না জানিলেও, তাহাতে আমার ভুলিবার নাই। অহো! আমরা তাহার কিছুমাত্র প্রত্যুপকারে সমর্থ না হইলেও, আপনারা কিন্তু এখনও উপকার করিতে বিমুখ নহেন ॥১২

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সৌভপতিং কৃষ্ণ আবন্ত্যং দূষয়ন্ পুরীম্।
ভূতেশো ভগবান্ কৃষ্ণো দৈত্যৈঃ সমরতর্পিতৈঃ ॥৫৪
নৈবাস্য সন্দধুঃ প্রিয়ং প্রেষা মেষিব-যাদবোঃ।
অস্ত্র যে ইতি যদ্যাস্ত্রৈঃ বহুধিঃ নিরিতোদ্যমম্ ॥৫৫
তদ্বঃ ভাতৈঃ পূর্ণযামঃ সত্রতঃ সহযাদবঃ।
পরার্দ্ধ্যাভরণক্ষৌম-মাল্যানর্ঘপরিচ্ছদৈঃ ॥৫৬

বসুদেবাগ্রজোন্যাস্য কৃষ্ণোদ্বহ-মহোৎসবে।
বভ্রাজাস্য পারিবর্হং যাপিতো বহুবিত্তদৌ ॥৫৭

রুক্মী যোগাদ্ভ যোগাদ্ভ যোগিত্বাৎপ্রাগ্ভুবো বসু।
অত্ত কিঞ্চিৎ পুনর্হৃত্বা যযৌ যাদবসেবিতঃ ॥৫৮

বভূবুঃ প্রীতিযজ্ঞেষু ভূতয়ঃ কৃষ্ণচেতসাম্।
তীব্রা প্রাক্তনসম্বন্ধাদ্ বহুবিদ্বেষকারিণাম্ পুনঃ ॥৫৯

এবং সৌভপতেঃ দৈত্যৈঃ (তিনি) যত্ন সহ সমরে আবন্ত্যং (অবন্তি বিদেশসম্বন্ধীয় যত্ন সহ) আবন্ত্যং দূষয়ন্ পুরীম্ (অবন্তি দেশস্থিত পুরীসমূহ বিনষ্টকারী) ভূতেশো ভগবান্ কৃষ্ণো (ভূতেশ ভগবান্ কৃষ্ণ) ॥৫৪

নৈব (নহে) অস্য (ইহার) প্রিয়ং (প্রিয়) সন্দধুঃ (সাধন করিতে) প্রেষা (প্রেরিত) মেষিব-যাদবোঃ (মেষিব ও যাদবগণ) অস্ত্র যে ইতি (অস্ত্র যে ইহা) যদ্যাস্ত্রৈঃ (যদি অস্ত্রসমূহ) বহুধিঃ (বহুবিধ) নিরিতোদ্যমম্ (নিরিত উদ্যম) ॥৫৫

তদ্বঃ (তাহা) ভাতৈঃ (ভাতৃগণ) পূর্ণযামঃ (পূর্ণ করিয়াছিলেন) সত্রতঃ (সত্রত) সহযাদবঃ (যাদবগণ সহ) পরার্দ্ধ্য-আভরণ-ক্ষৌম-মাল্য-অনর্ঘ-পরিচ্ছদৈঃ (পরার্দ্ধ্য আভরণ, ক্ষৌম, মাল্য, অনর্ঘ পরিচ্ছদ) ॥৫৬

বসুদেবাগ্রজোন্যাস্য (বসুদেবের অগ্রজ ন্যাস করিয়া) কৃষ্ণোদ্বহ-মহোৎসবে (কৃষ্ণের বিবাহ মহোৎসবে) বভ্রাজ (শোভা পাইয়াছিল) অস্য (ইহার) পারিবর্হং (পারিবর্হ) যাপিতো (যাপিত) বহুবিত্তদৌ (বহুবিত্তদ) ॥৫৭

রুক্মী (রুক্মী) যোগাদ্ভ যোগাদ্ভ (যোগ হইতে যোগ) যোগিত্বাৎ (যোগিত্ব হেতু) প্রাগ্ভুবো (পূর্বে) বসু (ধন) অত্ত কিঞ্চিৎ (কিঞ্চিৎ) পুনর্হৃত্বা (পুনঃ হরণ করিয়া) যযৌ (গমন করিয়াছিল) যাদবসেবিতঃ (যাদবগণ কর্তৃক সেবিত) ॥৫৮

বভূবুঃ (হইয়াছিল) প্রীতিযজ্ঞেষু (প্রীতিযজ্ঞে) ভূতয়ঃ (ভূতিসমূহ) কৃষ্ণচেতসাম্ (কৃষ্ণচিত্ত) তীব্রা (তীব্র) প্রাক্তনসম্বন্ধাদ্ (পূর্বসম্বন্ধ হেতু) বহুবিদ্বেষকারিণাম্ (বহু বিদ্বেষকারী) পুনঃ (পুনঃ) ॥৫৯

যে রাজন্! পূর্বে যাহা বলিয়াছি, আপনার উপকারে অবশ্য ছিলাম; এক্ষণে শ্রীমুখে এই সব ইতিবৃত্ত শুনি, আপনার মনে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব থাকিলেও তাহা বলে; আমি বুঝিতে পারিতেছি না ॥৫৩

হে রাজন্! যাঁহারা পুরুষার্থবিরত পরম মোক্ষোপায়ের আশ্রয় করেন, তাঁহারা যেন ভাইয়েরাদি ঐ দ্বারা কখন পরিবেষ্টিত না হন। কারণ শ্রীমুখে যাদব এরূপ অর্থ হয় যে, প্রকৃত ঈশ্বরাধী যাঁর কখন বন্ধু বান্ধবের প্রতিও তাহাদের বৃদ্ধি কখন বিনষ্ট হয় না ॥৫৪

এই প্রকার মৈত্রাদি ও প্রেমে আবৃত্তিত যদুদের সঙ্গে অমোঘাস্ত্র পুত্র-পালনাদি ঐশ্বরীয় কথা শ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে রোমহর্ষ করিলেন ॥৫৫

যদুবংশীয় ভিন্নজাতীয় সকল যাদব কৃষ্ণের প্রেমে একান্তই বদ্ধ; তাহাতে যাদবে যদুবংশ

পারিবর্হাদিকে অবশ্য বলিয়া (হয়, অবশ্য) আপত্তি) বলে (ইতি ব্যাখ্যেয়) ॥৫৮

অস্য (যোগাদ্ভ যোগাদ্ভ) ও যোগিত্বকে (কৃষ্ণকে) কিঞ্চিৎ নিজিত করে পুনঃ হরণ করিয়া অবশ্যই এই বসুদেব যদু ॥৫৯

এবং বন্ধু সকল প্রতিবাদে প্রতিবাদে কৃষ্ণচেতা (কৃষ্ণে এই প্রেমে যেন যে ভাবে আছে) বহুবিধ আনন্দে পূর্ণচিত্তা হইল, আর পুনঃ পুনঃ হইল ॥৬০

সর্বথাই তাঁহার বিশেষ যত্ন করিলেন; সুতরাং আর কাল করিয়া, তিনি সেখানে তিনরাত্র কাল অবস্থান করিলেন ॥৬৬

পরে বসুদেব আহুক ও যদু পরিচ্ছদাদি সর্বপ্রকারে অভিনবিত যত্ন সাবধানে পূর্ণ-মনোরথ হইলেন ॥৬৭

এবং বসুদেব, উগ্রসেন, বলরাম কৃষ্ণ ও উদ্ধব কর্তৃক প্রথম পাদিবেদিক যত্ন প্রহণে এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ বহুল তাঁহার সমর্চিতাকারে অবশ্য করিলে, অন্যান্য প্রজাবর্গী অবশ্য ও যাদবগণের সহিত প্রেমে প্রস্থান করিলেন ॥৬৮

রুক্মিণী বলে, যোগবল এবং যোগীত্বের একান্ত প্রেমের সহিতই তথা হইতে বসুধন হরণ করিলেন; কারণ যোগিত্বের তেজঃশক্তিকে সমর্পিত হয় আর তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই ॥৬৯

অনেন: কথমাকূর্ণকুণ্ডলত্বমুদাহৃতম্।
ব্যাসাৎ ঔর্ধ্বরাজ্ঞাঃ শ্রুতসেনপর্বণাধিকম্ ॥৭১॥
য ইদং কীর্তয়েন্নিত্যং পুণ্যং মম চ জন্ম চ।
ত্যক্তান্যবিলমূর্তেরো মোক্ষিতস্য প্রিয়ো ভবেৎ ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
উত্তরার্দ্ধে ত্রয়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩

ঔর্ধ্বরাজস্য বৃহদ্রথস্য ব্যাসাদেব সকাশাৎ শ্রুতসেনপর্ব শ্রুতং তস্মাদধিকং ভারতাদিভ্যো ভবতীতি ॥৭১॥

য ইদং ইতি নিত্যং অনিত্যঃ কীর্তয়েৎ তস্য চ পুণ্যং,

ত্যক্তান্যবিলমূর্তেঃ স্ব মোক্ষিতস্য প্রিয়ো ভবেৎ ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
উত্তরার্দ্ধে ত্রয়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

বহুক্ষণ স্তবের পর তাঁহারা পুনরায় প্রণাম করিলে, কৃষ্ণপ্রাণ বৃষ্ণিবংশ বর্গাকালে উপস্থিত অবলোকন করিয়া, সকলেই স্বাস্থ্যবর্দ্ধনেই পুনরায় প্রণাম করিলেন ॥৭০॥

তাঁহারা সকলে পুরে যাইয়া, ঔর্ধ্বরাজের বিষয় এবং ঔর্ধ্বদেহ বসুদেবের যজ্ঞমহোৎসবের বৃত্তান্ত ব্যাসের এবং তথায় শ্রুতসেন-পর্ব্বাদির বার্ত্তা বাসগৃহে জনসমূহের পরিচয়ার জানাইলেন ॥৭১॥

যে ব্যক্তি এই বিষয়টি নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তিনি ইক্ষ্বাকু হইতে মুকুন্দলাভে তদবধির প্রিয়তম হন ॥৭২॥

শ্রীমদ্ভাগবতবিবেকযাননামক টীকা সহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীকমলাকান্তবিদ্যারত্ন-কৃত চতুরশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকথনম্, তদবধি দেবকীপ্রার্থনয়া ঔর্ধ্বদেহপুরাণশ্রবণঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।
অথৈকদাসুতৌ প্রাপ্তৌ কৃষ্ণরামাভিবন্দনৌ।
বসুদেবোঽভিনন্দ্যাহ শ্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ ॥১॥

তূষ্ণীমাস স ষড়ঃ প্রশ্নঃ পুত্রয়োর্দীনমূচতুঃ।
ঔর্ধ্বদৈহিকমস্মাকং পরিত্রাণায়ত্যয়ে ॥২॥

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ ইতি। অথ একদা তাবুভৌ বসুদেবং প্রণতৌ [সন্তৌ] কৃষ্ণরামাভিধেয়ৌ (সন্তৌ পাদাভিবন্দনং চক্রতুঃ)

অন্বয়ঃ

(তৌ) আয়ুষ্মন্তৌ সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ পাদয়োঃ পতিতৌ সন্তৌ প্রণাম চক্রতুঃ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকথন এবং শ্রীকৃষ্ণবাক্যে তাঁহার ঔর্ধ্বদেহবর্ণন প্রার্থনায় তাঁহার ঐ পুরাণকথন আরম্ভ।]

শুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর একদিবস শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম পিতা বসুদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পাদাভিবাদন করিলে, বসুদেব শ্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন ॥১॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সর্বাত্মন সনাতন।
জ্ঞানে মামস্ত যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ ৫৩
যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা নৃপ।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ৫৪

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিকল্পিতঃ ৫৫
প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্ যৈবাসংস্কাদ্যোস্তেষাঞ্চ ত্বমীশিষে ৫৬

পুরুষঃ যদ্যপরঃ পরমেশ্বরস্তস্যাপি ত্বং ব্রহ্ম তথা অন্যো বা কৌত্স (মোক্ষধর্মেষ্বভিধিৎসিঃ) আত্মবিজ্ঞানং যা পরমাত্মঃ পরিজ্ঞানং তৌ সাধ্যো যস্তবাস্তে ॥৫৩

হে কৃষ্ণ। মহাযোগিন্ কৃষ্ণ! হে সর্বাত্মন সনাতন। যত্র বিষয়ে যৎ যৌ সাধ্যৌ তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ যা মুখ্যৌ স্যাতাং ভবেতাং ॥৫৪

যত্র যস্মিন্ অধিকরণে, যেন করণেন, যতঃ যস্মাদপাদানাৎ, যস্য সম্বন্ধিনঃ, যস্মৈ যস্য বা সম্প্রদানাৎ, যদ্ যৎ বিজ্ঞাতব্যং, যথা যেন বিধিনা, হে নৃপ! যদি তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যৌ ইতি তত্ত্বজ্ঞানস্যাঙ্গভূতৌ যৌ তৌ ইতি তাবেতৌ পুরুষৌ সাক্ষাৎ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (প্রধানং ক্ষেত্রং পুরুষঃ ক্ষেত্রী তয়োঃ

তাদৃশ কৃষ্ণকে মহাযোগে তথায় ঈশ্বরীয় ভূমিস্থের প্রভাবে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের-ব্যতীত যে সকল কথা আমি জিজ্ঞাসিয়াছিলাম এবং পুরুষের ক্ষেত্রজ্ঞত্বাদি ও তাহাদিগের দ্বারা তত্ত্বপুরুষ যাহাতে যেরূপ পরাধীন হইয়াছিল, ইত্যাদি বসুদেবের তাহাতে পুরুষের প্রতি পরমেশ্বর তাবেরই বিশেষ প্রতীতি জন্মিয়াছিল, সুতরাং তিনি মহাত্মার সমক্ষে বালকত্বকে অযোগ্য বুঝিয়া বলিলেন—॥২

হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্ শ্রীকৃষ্ণ! হে সনাতন ভগবান্! এই বিষয়সমূহের জ্ঞেয় তত্ত্ব-স্বামীর সমক্ষে পুরুষ পরমেশ্বর যে তোমরাই হইতেছ, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি ॥৩

যে অধিকরণে, যৎকর্তৃক, যে উপাদান হইতে, যাঁহার অধিকারে, যাঁহাকে প্রদানার্থ, যে বিষয়ে যাহা এই বিশ্বসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যে কর্ম যে প্রকারে প্রবর্তিত হইতেছে এবং যে কাল

অনুসারে যেই পরিবর্তিত ঘটিতেছে, সেই সর্বস্বরূপে এক সর্বাত্মক ভগবদ্রূপে তোমরাই বিরাজ করিতেছ। অধিক কি! তোমা প্রকৃতি এবং তোক্তা পুরুষ বলিয়া যে দুইটী তত্ত্বের পরিচয় জগতে আছে, এতদুভয়ের নিয়ন্তারূপে এক তোমরাই বিরাজ করিতেছ ॥৪

হে অধোক্ষজাতীত! তোমরা স্বীয় আত্মস্বরূপে এবং স্বীয় মায়ার দ্বারা সৃষ্টি কর, কিন্তু ও মহদাদি মায়াবরূপে রচিত এই বিশ্বসমূহের অন্তরাত্মারূপে আপনিই প্রবিষ্ট হইয়া আছ। হে অধোক্ষজ! তোমার তত্ত্বাদি মহদাদির বিকার না থাকিলেও, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা পুরুষ অর্থাৎ জীবরূপে এই সমস্ত প্রকারের বাহ্য এবং দেহ আদির নির্মাণ করিতেছ ॥৫

সমষ্টি প্রাণবায়ুর সমাধান, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমবায়ে এই সংসার রচিত হইয়াছে, এই সকলের যে শক্তি,

কাঠিন্যেঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রার্কবিদ্যুতাম্।
ধৈর্য্যঃ কৃত্স্নতাঃ তুষ্যে তির্যগোর্ধ্বং তথা ভবম্ ॥৭
তর্পণং প্রাণসংজ্ঞায়াং ক্ষুধি তৃপ্তিঃ তথোচ্যতে।
তৃষ্ণা সংহরণং তেষাং চেষ্টা সর্বত্রগোদ্ভবেষু চ ॥৮
দিশাং স্থবকাশোঽসি দিশঃ খং ক্ষোটি আত্মনঃ।
নামো বর্ণস্তমোভায় আকৃতীনাং পৃথক্ক্রিয়া ॥৯

ইন্দ্রিয়ং বিদ্যুতাশ্চাঃ যৎ যেষাঞ্চ তদুদ্ভবঃ।
অবরোধো ভবাদ্ বুদ্ধেরৈশ্বর্যমনুপূর্বশঃ সতী ॥১০
কৃত্স্নাবাপ্তিঃ কৃতার্থিত্বিন্দ্রিয়াণাং চ তৈরপি
বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুপাতিনাম্ ॥১১
নবত্বেষিং ভবেদ্ তস্মিন্ তস্মবন্ধম্।
যথা ত্রয়ঃবিকারেষু ত্রয়াণামঃ বিশ্ব পঞ্চম্ ॥১২

প্রকৃত কাঠিন্য অর্থাৎ যেমন, অবয়ব প্রকৃত প্রভৃতি, অবয়বের বিস্তারঃ ও সত্তা, কৃত্স্নতাঃ পরমাণুসমূহ যে ধৈর্য্য, কৃত্স্নতাঃ তুষ্যে তুষ্টি অর্থাৎ সর্বত্র পরমাণুর অবস্থান, তথা ও তির্যক্ ঊর্ধ্ব ও অধঃ পরমাণুর অবস্থান ॥৭

তর্পণং প্রাণসংজ্ঞায়াং তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিকরত্ব, প্রাণের তৃপ্তিকরত্বই, ক্ষুধি তৃপ্তিঃ ক্ষুধার নিবৃত্তি, তথা তৃষ্ণা যে তৃষ্ণা নিবৃত্তি, তথা তৃষ্ণা যে তৃষ্ণা। তথা তৃষ্ণা তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়সমূহের, তথা অন্তঃকরণ-সমূহের, তথা পঞ্চভূতসমূহের চেষ্টা পরিস্পন্দনরূপ; যদিও ঐ চেষ্টাসমূহের পরস্পর ভেদ আছে, তথাপি ঐ সমস্ত চেষ্টা সাধারণ্যে এক শক্তি ॥৮

আছে তোমাতেই অধীন; বিশেষতঃ সম্পূর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্র ও অক্ষেত্রস্বরূপ শক্তিসমূহ পরম ঈশ্বর পরমেশ্বর তোমাতেই অধীন; প্রাণ ও ঐশ্বর্য ক্ষেত্রী তোমাতেই দ্বারাই সাধিত হইয়াছে ॥৬

অর্থাৎ। প্রকৃত কাঠি, প্রকাশনের ক্ষেত্র, বিষয়ত্বের প্রকৃত, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহের সত্তা, কৃত্স্নতাঃ ধৈর্য্য, সর্বাবয়বরূপে বর্তমান বিস্তৃতানন্তা ও অধীন ভাব গন্ধ প্রভৃতি যে কোন ভাব জন্মতে পরিলক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত প্রকৃত প্রভাবে এক আপনি মাত্র ॥৭

ক্ষুধিনাম তৃপ্তিজনকত্ব, জীবন-হেতুত্ব এবং পরিস্পন্দাত্মকত্ব যে কোন ভাব আছে, তৎসমুদায় এবং সেই জলের যে রস আছে তৎসমস্ত এক আপনি মাত্র। যে জলাধীনত্ব। ইন্দ্রিয়সামর্থ্য তথা, অন্তঃকরণ-সামর্থ্য নয়, শরীর-সামর্থ্য বল, শরীর-ব্যাপার চেষ্টা এবং ক্ষেত্র ও অক্ষেত্র সাধারণে যদি যা বল-শক্তিরূপে বায়ুর যে ক্রিয়া প্রভাব হয়, যে পরমেশ্বর। সে সমস্ত আপনারই শক্তি ॥৮

দিশাং ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রাকাশপ্রদেশানাং অবকাশঃ স্থান দিশা ও তথা যে দিগাকাশাদি, তথাপি: ক্ষোটি: শব্দগুণক, পরমাণু বায়ু, নাম: শব্দাদি, তথাপি: বর্ণ ও, তথা আকৃতীনাং পরমাণুর পৃথক্ক্রিয়া: পৃথক্করণ, অর্থাৎ তথাপি বর্ণ-পরমাণুরাদিকা: বৈকারি ও হয় এবং ॥৯

ইন্দ্রিয়াণাং অপি ইন্দ্রিয়: বিষয়করণের-শক্তি: ও যেন: ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা:, তদুদ্ভব: তাহার অধিষ্ঠান-শক্তি: ও হয়, এবং ও কৃত্স্না অবরোধ: পরমাণুরাদিকা শক্তি: ঐশ্বর্য সর্বা অর্থাৎ পরমাণু: আত্মস্বরূপাত: ও অবস্থান এবং ॥১০

বিষয়সমূহের আধারের নিত্যি ভাবসমূহ, অবকাশ, আকাশ আকাশ, তাহার আশ্রয়স্বরূপ ক্ষোটিরূপ শব্দ, শব্দগুণের, তাহার পরাবস্থা নাম, তাহার বর্ণ এবং তাহা হইতে সমুদায় পরমাণুসমূহের পৃথক্ পৃথক্ কৃতি অর্থাৎ নাম এবং বর্ণ হইতে সমুদায় পরপ্রধান বৈকারী কৃতি, এই সমস্তই এক তুমি মাত্র ॥৯

যে শক্তিবলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহকে প্রকাশিত করিতেছে, যে দেবতাগণ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান পূর্বক ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করিতেছেন, সে সমস্তই তুমি। অধিক কি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অবরোধ-শক্তি এবং জীবের অনুসন্ধানাত্মিকা অনুমতি অর্থাৎ অনুসন্ধান ব্যাপারও এক আপনি মাত্র ॥১০

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের কারণস্বরূপের তাহার অনন্ত আপনি এবং ইন্দ্রিয়বর্গের কারণস্বরূপ তৈজস অর্থাৎ তাহার অনন্তরও আপনি।

এবং বিবিধভাবে ভূতের দেবতা ও মনের কারণ-স্বরূপ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কারও

সহ্ব রজস্তম ইতি গুণাস্তদুদ্ভবাশ্চ যে।
ব্যবস্থা জন্মদি সতে কর্তৃত্বা যোগমায়য়া ॥১০
তস্যাম সত্ত্বাদ্ধী জাতা যাস্তি ঋষি বিকল্পিতাঃ।
ষড়ধাসু বিকল্পেষু ভূতলব্যাবহারিকঃ ॥১৪

গুণপ্রবাহ এবৈষ যুক্তাযুক্তবিচারতঃ।
ন তত্ত্বং সূক্ষ্মদর্শেন সাংখ্যকৃদ্ভি কথ্যতে ॥১৫
মূলতো মূলতঃ প্রাপ্য তত্ত্বতঃ সহ দুর্লভম্।
যাবৎ প্রযত্নতঃ যত্নো নরঃ তত্ত্বাবেষয় ॥১৬

মূলাধার আজ্ঞাচক্রৌ ব্রহ্মরন্ধ্র মূলাধি আজ্ঞাচক্র অন্ত অধি। ঈশ্বরাংশ ব্রহ্মরন্ধ্র ঈশ্বরাংশ আজ্ঞাচক্র অন্ত অধি। বিকল্পাঃ [বিবিধ অন্তরন্ত এতি: যে বিকল্পাঃ যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যেন] ব্রহ্মরন্ধ্র ঈশ্বরাংশে সহিত আজ্ঞাচক্র অন্ত অধি। ব্রহ্মরন্ধ্রাদিনা ব্রহ্মরন্ধ্র-পর-আজ্ঞা-চক্র-ব্রহ্মরন্ধ্রাদিনা ঈশ্বরাংশে সাংখ্যকারাণা প্রাপ্তে প্রকৃতিক ভূমন ॥১১

ইহ প্রকৃতে সত্ত্বেষু পদার্থেষু যে ত্রয় পরমার্থভূতম্ অন্তরন্ত অন্ত অন্ত অধি। তথা প্রথম মূলতত্ত্বাংশে বিকল্পেষু ষট্ত্বেষু পদার্থেষু অধি এবংরূপা: মূলতত্ত্বাংশিক ব্রহ্মাণ্ড: অন্তরন্ত বিকল্পিত: ভবন্তি ॥১২

সহ্ব রজ: তম: ইতি প্রত্যক্ষ: তথা তদুদ্ভবাশ্চ: যে ত্রিগুণাত্মকত্বেন: যে কেন চিৎ মূলত: মূলতত্ত্বাংশেন ব্রহ্মাণ্ড যে যোগমায়য়া আজ্ঞাচক্রের অন্ত: সাংখ্যে পরে ঋষি

যদি ব্রহ্মাণ্ড: ॥১৩

যদি সত্ত্বাং যদি কল্পিতা এব তথাং অধী আপত্ত মূল-মূলতত্ত্বাংশিকাণা: যদি ন সন্তি। তদা অন্ত অধীন্ বিকল্পেষু [বিষয়ে], তত্ত্বেন যদি প্রকৃতিক-তথা ব্রহ্মাণ্ডাদিনা-প্রকৃতাণ্ড অবস্থাবিত, সত্ত: এব প্রকৃতিক ॥১৪

তথাপরাং সত্ত্বাংশিকতত্ত্বানুরূপ এবৈষ্ম্ যেনেনী, অধিলাত্মক তত্ত্ব মূলতা মূলতত্ত্বাং যদি সত্ত্বিকাত্মকত্বেন প্রকৃত অনুসা আজ্ঞাচক্র, অন্তরন্ত আজ্ঞাচক্রের মূলতত্ত্বাংশেন ঈশ্বরাংশে ভবতি: তথাতি: ইহ সংসারে সাংখ্যকৃদ্ভি মূলতত্ত্বাধিষ্ঠানাদিযোগি প্রাপ্তুং ॥১৫

এ ঈশ্বর। ইহসংসারে অধিকাং মূলতত্ত্ব মূলতত্ত্বাংশেন সম্বন্ধে মূলত: সাংখ্যে প্রাপ্য অধি তথাপি যাবৎ যত্নবানেন তত্ত্বজ্ঞানেন তত্ত্বতঃ এবম্ভূত অবশ্যিকত্ব মন্ত্র যত: আত্ম: দুর্লভ ॥১৬

আপনি এবং অনুসন্ধানকারীরা-তত্ত্ব-জ্ঞানের বিনিই জীবনের সংসার-কারণ মূলা প্রকৃতিক আপনি যায় ॥১১

এই প্রকৃত সত্ত্ব পদার্থসমূহের অন্তরে যিনি অন্তর্যামী অন্তরতমরূপে বিরাজ বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই আপনি; মূলমূলবর্তিনি বিকারে সমূহের ত্রিগুণাত্মক পদার্থে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণ যেমন বিরাজ বিরাজমান থাকে, তদ্রূপ সৌম্যরূপ অন্তর সংসারের অন্তরে বিরাজ বিরাজমান রহিয়াছ ॥১২

প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব, রজ: এবং তম: এবং এই গুণত্রয়ের সংমিশ্রণে সমুদয় জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি, তাহাদিগের বৃদ্ধি, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়াদি, এই সমস্ত পদার্থই কেবল আত্মারামতা যোগমায়ার দ্বারা পরমেশ্বরূপ এক আপনাতেই কল্পিত হইয়াছে ॥১৩

হে কৃষ্ণ। এই সমস্ত সুখ দুঃখাদি ভাবসমূহ যখন আপনাতে কল্পিত হইয়াছে, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আপনার স্বরূপ নাই; আপনি যখন সেই সত্ত্বের অবস্থান করেন, তখনই তাহারা প্রকৃতির হয়; সমুদয় ভূতের পূর্ণাবস্থার ন্যায় তখনতাহেই আপনি বিরাজ প্রকৃতির হয় ॥১৪

মহর্ষি ভগবানের তাদৃশ এই অলৌকিক ভূতেশ্বরি মহিমাবলম্বনে তুমি যে বিস্ময় বিরাজ করিতেছ, অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহা অবধারণ করিতে পারে না; সুতরাং আত্মজ্ঞানের অনন্যভক্তি-বিবর্জন যোগিগণই তাহাদের ঈশ্বর, তুমি পাপ-পুণ্যাদির অতীত জ্ঞান যেন, মহত্ত্ব এবং ত্রিগুণাদি বিভিন্ন যোনি সমূহে তাহারা এই সংসারে বিস্ময় পরিভ্রমণ করিতেছে ॥১৫

যে জগদীশ্বর। এই সংসারে দুর্লভ অমর মূলমূলার্থ-সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী অমূল্য মনুষ্য

অস্যাস্তা মৈত্রেয়কে স্নেহ দাক্ষায়ণীস্থিতৌ।
স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি তমাত্মা সর্বতঃ কৃতম্ ॥১৭
যুবাং ন নো যুতৌ দাক্ষাৎ প্রজাবন্তূদ্বহেষ্টতৌ।
তুল্যাভ্যাং বয়সা শীলৌদার্যরূপগুণশ্রুতৈঃ ॥১৮
উৎ তে অগ্নেঽগ্নয়ঃ পাবকেতি পাবকাভিধ-
মন্ত্রপ্রকাশিতস্বাহাসহায়ার্হত্বতঃ।

এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন
মর্ত্যাত্মদৃক্ ক্ষয় উপরি বলক্ষয়ানুধিঃ ॥১৯
সূনৃতায়ৈ নমু তনয়ে তবাস্তরো যৌ
সাক্ষাদ্ধরেরবতরতো ভুবো ভরায়।
মাবাদ্যমূর্তিমবধূয় বিবেকধাম্নি
কো বেদ কূপ ইব পূরুষ বিশ্বসৃষ্টিম্ ॥২০

স্নেহ অর্থাৎ অন্তর অন্য অবয়বাদি দৃষ্টবন্তাদি। ৪ অর্থ এই এখন ইতি স্নেহাদি নাশে। অন্য, অন্য [এর অন্য বিশেষণ] ॥১৭

যুবাং ন যা অন্যান্য যুবা ই অন্যত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রজাবন্তৌ পুত্রবন্তৌ। পুত্রাদিকে [পুত্রাদিরূপে] উদ্বহেষ্টতৌ বিবাহ অন্যত্র। ইতি অন্য এবং যুবা, আর ও [বিশেষে] অর্থে ॥১৮

তমাত্ম [তমাত্মা]-সে আত্মাকে। অন্য অন্যান্য-সাধারণ-অন্যান্য [আত্মাকে পরম আত্মারূপে সাধারণভাবে অন্যান্য] অন্য যে স্নেহাদিক অন্য পরম অন্য অন্যে; যে যেন ইন্দ্রিয়লালসের [যেন অন্যে সকলে আত্মাকে

প্রাপ্ত হইয়াও, মোহের মায়ায় এরূপ বিমোহিত হইয়াছি যে, ভক্তি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে তদনীয় তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা অতীত পুরুষার্থ-লাভের সমাক্ উপায়ীভূত তোমার জীবনের প্রভূত পরমায়ু আমি বৃথায় অতিবাহিত করিয়াছি ॥১৬

এই দেহই আমি এবং এই সমস্তই পুত্রকলত্রাদি অন্যবর্গকে আমার বলিয়া যে জ্ঞান হয়, এই স্নেহ-পাশে আপনি বিশ্ব সংসারকে আবদ্ধ করিয়াছেন ॥১৭

তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের পুত্র নহ। তোমরা ভগবদ্বল প্রকৃতিপুরুষের মিলিত পরম পুরুষই তোমরা। যজ্ঞীয় তাদৃশ দুই অগ্নিদেবের বিবাহার্থ সমাজে যে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা যে ঠিক। তুমি নিজমুখেই পূর্বে আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছ ॥১৮

জীবনের উদ্দেশ্য সমস্ত যখন আমার বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে, তখন যে কাজ-জন-

---

ভাবাদি; আর যদি পরে পরবর্তের অন্য বৃদ্ধি। অন্যান্য এর অন্য অন্য পরম ইতি ॥১৯

সূনৃতায়ৈ নমু তনয়ে তবাস্তরো যৌ সাক্ষাদ্ধরেরবতরতো ভুবো ভরায়। অন্য, তুমি [তোমার] অন্তরে [অন্তরে] যে দুই, সাক্ষাৎ হরির অবতার ভূমির ভারের জন্য অবতরণ করিতেছেন। ইতি অন্য পূর্বিকাদের যে আমার প্রতি অন্য। অন্য অন্যান্য [অন্যের অন্য অন্য-সাধারণ-সাধারণ-সাধারণ বিশেষ বিশেষণের দ্বারা সাধারণের বিশেষভাবে অন্যান্য বিশেষণের দ্বারা] সাধারণ বিশেষ বিশেষণ যুক্ত করা হয়, অন্য যে বিশেষে [যেন পাঠান্তরে ইতি]। মূল অন্যান্য এর বিশেষণে অন্য ॥২০

শ্রীশুক উবাচ।

আকর্ণ্যেত্থং পিতৃগীতাং ভগবান্ দাশুরথিঃ।
প্রত্যাহ প্রশ্রয়াবনতঃ প্রণম্য শিরসা পিতা ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ।

অহো বঃ পিতরোবার্ধ যাহৈরহমুপাস্মহে।
যস্য পুত্রাদ্ ইচ্ছেৎ পরাজয় উমাপতেঃ ॥২২

অহং পুরুষাধার্য ইতি চ ভাষতৌকসঃ।
সর্বেষ্বাত্মন্যাত্মা হ্যধিষ্ণ্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ॥২৩
আত্মা হেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নিগুর্ণো গুণৈঃ।
আত্মমায়াভিরুদ্যায়ন্ বহ্বীরিবাধীয়তে ॥২৪
যং বায়ুর্যোগিনঃ প্রাণো বৃক্ষংক্ষুভ্যন্ ইবাম্ভসঃ।
আবিভির্যোঽয়মুর্যেকো নানায়ঃ বাত্যয়ার্চিষি ॥২৫

শ্রীশুকঃ উবাচ : ভগবতঃ তত্ত্বজ্ঞস্য ভগবান্ হরিঃ পিতৃঃ পরম পিতা আত্মনঃ প্রত্যক্ষে বিষ্ণোঃ আত্মা প্রত্যক্ষে বিষ্ণুঃ যা প্রত্যাহ ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ : হে তাত! যম যেন কারণেন বঃ যুষ্মান্ উদ্দিশ্য বিশেষেণ ভবন্তঃ ভবন্তঃ সমাধি বিশেষেণ যং প্রসিদ্ধং বা সমাধেরপি সমাধিং ঈশ্বরং ঈশ্বরস্য উপাস্মহে ॥২॥

যে পুরুষাঃ (যে দেবাদয়ঃ, আত্মনোঽন্যে ইতি পূর্বঃ অন্বয়ঃ কিন্তু) অহং মম অংশা আত্মনঃ বপুষঃ, ইতি চ সর্বে ব্রহ্মাদয়ঃ ভবন্তঃ, সর্বেষাং সর্বে অপি এব পরমাত্মাত্মকত্বম্ এব বিবৃণোতি বিবৃণ্বতি বিশেষয়ন্তি ॥৩॥

অহং পুরুষাধার্য ইতি চ ভাষতে ঔকসঃ স্থানস্য স্থানাধার স্থানাত্মনঃ, অধিষ্ণ্যমধিষ্ঠানমাত্মা অপি আত্মনঃ ঔপাধিকস্য জীবস্য স্বরূপভূতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বোপাধিষু ক্ষেত্রেষু জানাতি, বিত্তে ধনীবাধিষ্ঠাতা) অতঃ অপি বিশেষণং অপি এবং অধিষ্ঠাতা অপি এবং ইত্যর্থ এবকারঃ। তত্র দৃষ্টান্তো অধিষ্ঠাতাং, দৃষ্টান্তো বিশেষণাং, তদ্যথা আত্মা একঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ইত্যাদি যথা তথা এবকারেণ এবমেবেতি যোজনা ॥৪-১৫

হে সর্বেশ্বর! আপনি জগতের নিয়ন্তা প্রয়োজন বশ বিচিত্র বেশ ধারণ করেন এবং পুরুষরূপে পরিত্রাণ করেন বটে, কিন্তু অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বাত্মক ভাবের দ্বারায় কখন আপনারে ছাড়ে না; সর্বভাবে এবং সর্বস্থলে আপনিই সর্বত্র পরিভৌতিত হইতেছেন। কিন্তু সর্বব্যাপক আপনার বিভূতিবিকল্প মায়ার ভাব কে অবধারণ করিতে পারে ॥২১

ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ভক্ত-বৎসল ভগবান্ শ্রীহরি পিতা মনুজদেবের ভাবুক বিচার-সঙ্কল্প দ্বারা গ্রহণ করিয়া, বিশেষ বিনয় ও শ্রদ্ধা সহকারে এবং মৃদু বচনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক সন্তাষ বচনে বলিতে লাগিলেন—॥২১

ভগবান্ শ্রীহরি বলিলেন,—হে পিতঃ! যে সকল বরপ্রয়োগে আমাদের ভাব পূজনে লক্ষ্য করিয়া আপনি ভগবদ্ধ প্রকাশ করিলেন, সেই সকল আপনার কথা অতি যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমি মনে করি ॥২২

যে মহাত্মন্! কেবল আমাদের প্রতি এইরূপ দৃষ্টি করিতে হইবে এমত নহে; আমি, আপনারা, এই অন্যান্য সকলেই, এই বাসুদেবাদী জগতের, অধিক কি! স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন এবং ইহাদের অন্তরে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাহা বিচারপূর্বক নির্ণয় করা আপনার কর্তব্য ॥২৩

যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই মূলপঞ্চক উপাদান ঘটাদি যাবতীয় পদার্থের অন্তরে কখন আবির্ভূত এবং কখন তিরোহিত বলিয়া প্রতীত হয়, সেইপ্রকার এক পরমাত্মাও আত্মস্থ জগতের পালনার্থে সেই মহদাদি উপাধিতে বিশিষ্ট হেন, মনুষ্য এবং তির্যগাদি দেহের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিভা বিলোপক এবং অধিষ্ঠাতা হইয়াও বহু প্রকারে প্রতীত হইতেছেন।

শ্রীশুক উবাচ।

এবং তমবতা রাজন্ বসুদেব উদারধীঃ।
প্রগৃহ বিধিবদ্বাণীং কৃষ্ণো শ্রীতমনা অব্রুৎ ॥২৩
অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্বদেবতা।
প্রজাবতীকে গুণতঃ পুত্রযাচ্ঞামভাষত হ্রিয়ান্বিতা ॥২৪
কৃষ্ণ-রামৌ সমাসাদ্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্।
স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাচ্ছোকলালসা ॥২৫

দেবক্যুবাচ।

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
বেদাহং বাং বিশ্বসৃজাময়োরপি পুরুষৌ ॥২৬
কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজ্ঞামুৎপথবর্তিনাম্।
ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য মে ॥২৭
যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাহং গতিমীমহি ॥২৮

অন্বিতঃ, লোকরক্ষার্থম্ ইতি শ্রীধরঃ ॥২৩। গাঁ ইতি বিশেষণং প্রজাবতীমিতি ব্যক্তিপূর্বকং ভাবে-ক্তান্ত-প্রত্যয়-ঘটিতং ইতি অন্যে যেন বেদি ॥২৪

ত্রিভাগবর্তিনঃ পাপভারাক্রান্তিনিমিত্তং, অতএব ভূমের্ভারায়মাণান্ অতঃ কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং (কাল-বিধ্বস্ত-সত্ত্ব বৈদান্তিকেরা অবিদ্যা বলেন) রাজ্ঞাং কংসাদি যে ঘাঁরা কিল অদ্য অবতীর্ণৌ ॥২৭

যস্য অংশঃ পুরুষ, তস্য অংশাংশঃ প্রকৃতিঃ, তস্যা অংশাঃ ব্রহ্মা, তোমা বিরাটের বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়কর্তৃত্ব। হে বিশ্বাত্মন্! তা ত্বাং অহং অদ্য গতিং শরণং করা আমি ॥২৮

একদা বিধির বরে তাঁহার যে দুইটী পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছিল; রামের বিষয় স্মরণ করিয়া, দেবকী বিহ্বলা হইয়া এবং অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রাম-কৃষ্ণকে সম্বোধন করে করুণ স্বরে যাচ্ঞা জানাইয়া বলিলেন—২৫

দেবকীদেবী বলিলেন,—হে রাম! হে অপ্রমেয়াত্মন্ রাম! হে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! তোমরা যে বিশ্বসৃষ্টা ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর অনাদি পরম পুরুষ, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি ॥২৬

অহো! দুষ্টদল কালপ্রভাবে বিনষ্টসত্ত্ব যে সমস্ত রাজন্যবর্গ বেদাদি শাস্ত্রবিহিত সনাতন ধর্মমার্গকে অতিক্রম করত অধর্মাচরণে ধরণীর পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়াছে, কেবল তাহাদের বধের জন্যই তোমরা আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করত অবতীর্ণ হইয়াছ ॥২৭

চিরাৎ কৃতঘ্নতামেব গুরুণা কিল তোষিতৌ।
আবিরস্তু পিতৃস্থানাদ্ গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥৩২

তদা যে কুরুতং কাম্যং মুদাং মোক্ষেষ্টদেবতৌ।
তোজরাজকরাম্ পুত্রাম্ কাময়ে ত্রাতুমাত্মজান্ ॥৩৩

কবিরুবাচ।

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রাজ্ঞা কৃষ্ণশ্চ রাজত।
কৃষ্ণঃ সংবিবিদে পূর্ব্বোপলব্ধাদ্ভুতাকৃতিঃ ॥৩৪

চিরাৎ কৃতঘ্নতামেব গুরুণা কিল তোষিতৌ।
আবিরস্তু পিতৃস্থানাদ্ গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥৩২

তদা যে কুরুতং কাম্যং মুদাং মোক্ষেষ্টদেবতৌ।
তোজরাজকরাম্ পুত্রাম্ কাময়ে ত্রাতুমাত্মজান্ ॥৩৩

কবিরুবাচ।

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রাজ্ঞা কৃষ্ণশ্চ রাজত।
কৃষ্ণঃ সংবিবিদে পূর্ব্বোপলব্ধাদ্ভুতাকৃতিঃ ॥৩৪

চিরাৎ কৃতঘ্নতাম্ এব—দীর্ঘকাল কৃতঘ্নতার জন্য। তোষিতৌ—সন্তুষ্ট করিয়াছ। আবিরস্তু—প্রকাশ করিবে। পিতৃস্থানাদ্—পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইতে। গুরবে—গুরুর জন্য। গুরুদক্ষিণাম্—গুরুদক্ষিণা ॥৩২

তদা—তখন। কুরুতং—করিবে। কাম্যং—অভীষ্ট। মুদাং—আনন্দের। মোক্ষেষ্টদেবতৌ—মোক্ষদেবতা। তোজরাজকরাম্—তোজরাজের কন্যা। পুত্রাম্—পুত্রকে। কাময়ে—ইচ্ছা করি। ত্রাতুম্—রক্ষা করিতে। আত্মজান্—নিজ সন্তানদিগকে ॥৩৩

এবম্—এইরূপ। সঞ্চোদিতৌ—অনুরুদ্ধ। মাত্রা—মাতার দ্বারা। রাজ্ঞা—রাজার দ্বারা। কৃষ্ণশ্চ—কৃষ্ণও। রাজত—শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ। সংবিবিদে—স্মরণ করিলেন। পূর্ব্বোপলব্ধাদ্ভুতাকৃতিঃ—পূর্ব্বে উপলব্ধ অদ্ভুত আকৃতি ॥৩৪

যাঁহার অলৌকিক পুরুষের অংশ-স্বরূপা প্রকৃতির অংশরূপ গুণত্রয়ের বিষম বিভাগের দ্বারা এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়াদি সকল কার্য্যই সাধিত হইতেছে, হে বিশ্বাত্মন্! আপনি আমার স্বামী হইবার যোগ্য ॥৩১

মহারাজ পূর্ব্বে যে পুত্রকে আনয়নার্থ আমাকে বার বার সাধ্যসাধনা অনুরোধ করিলেন, মোহময় পিতৃস্থান হইতে এখন তিনি সেই গুরুপুত্রকে আনয়ন করিয়া দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥৩২

হে মোক্ষদেবতাগণ! পূর্ব্বে যেমন গুরুদেবের মনোরথ পূরণ করিয়াছিলে, আজ আমার মনোভীষ্ট মোচন করিয়া পূরণ কর। তোজরাজ কংস আমার ভগ্নী পৃথার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। হে জগদ্বন্ধুগণ! তুমি পুত্রগণকে জীবিত করিয়া আমাকে দাও। এই আমার সকাতরে প্রার্থনা ॥৩৩

শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—হে জগদ্বন্ধুগণ! পরিচিত। জননীর প্রার্থনায় রাম-কৃষ্ণ ভগ্নীর অভিলাষপূর্ত্তি যোগমায়াকে তৎক্ষণাৎ সরণ করায়, তৎপ্রভাবে সুতলে প্রবেশ করিলেন ॥৩৪

তখন দৈত্যেশ্বর বলিরাজ বিষ্ণুমায়ায় পরমবৈষ্ণব ভগবান্ অজাতশত্রুর রাম-কৃষ্ণ ভগ্নীর ঈদৃশীয় অবলোকন করিয়া অপার আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। তিনি পুত্রকন্যাদিগের আসন হইতে গাত্রোত্থান করত অতিশয় ভক্তিভরে বিনয়ের প্রণাম করিলেন ॥৩৫

সর্বসিদ্ধাসনং ন ত্যজেৎ বিভূতিভি-
র্ধ্যানযুক্তাঙ্গপাদুলেপনৈঃ।
ভাস্বদ্দুকূলাবৃতকল্পপাদিভি-
র্ভূষোত্তম-বিভাস্বরদর্শনেন চ ॥৩৭

ন ত্রৈলোক্যো ভবৎপাদমূল
বিমুখস্তুয়া যেনেদৃগ্বিভূতির্বিভা।

ইত্যাহ ধ্যানযজ্ঞানুলেপনঃ
প্রহৃষ্টরোমা নৃপ গদ্গদাক্ষরম্ ॥৩৮
বলিরুবাচ।
অহোঽতিধন্যা মম দেব পত্নী কৃপায় যেনে।
লোকত্রয়বিভাবায় ক্রতবে পরমাত্মনে ॥৩৯
বর্ষদ্ভ্যাং যাং দ্বি কৃতাবাং দুষ্প্রাপামাত্মভূর্লভম্।
হস্তভ্যাং ভগবাধানাং যজ্ঞঃ প্রাপ্তো অদ্ভুতম্ ॥৪০

আইতি ত্রৈলোঃ পাদাবনেজনেন বিভূতিভিঃ ভাস্বৎপাদিভি ভাস্বদ্দুকূলাবৃতকল্পপাদিভিঃ ভগবদ্বিভূতিভূতৈর্দর্শনেন চ যুক্তঃ ত্রৈলোক্যো ন ত্যজেৎ সর্বসিদ্ধাসনং। অনুলেপনঃ ১৭৯৫। ভগবদ্ভাবঃ পুরুষৌত্তমত্বাদি, বিভূ ব্যাপ্ত, আত্মা দেহঃ ॥৩৭

ভবৎ ন ইত্যেতস্য বলিঃ, ত্রৈলোক্যো বিভা বিভূতিঃ ভবৎপাদমূল মুখঃ বিমুখ ভবেৎ, আবশ্যকত্বাদুলেপনঃ (আবশ্যকত্বং ভবতা অত্রাগতি আত্মনঃ ধ্যানে উপযোগ অধিকারী হত ন) প্রহৃষ্টরোমা ইত্যাদিনা লোকাদি ন ভবতীতি ন ভবতীতি ন ত্রৈ নৃপ। ভগবদ্ভাবঃ ভূ ইত্যাত ॥৩৮

ইন্দ্রসেনার্থং ইত্যেই আসন তাঁহাকিগকে প্রদান করিলেন; পরে সেই মহাত্মাদের আসনে উপবেশন করিলে, বলিরাজ শ্রীচরণের চরণ যৌত করত সপরিবারে সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। অহো! যে চরণ-রাজির স্পর্শে ব্রহ্মলোকাদি চতুর্দশ ভুবন পবিত্র হয়, বলিরাজের পক্ষে সে জল মস্তকে ধারণ করার আর বিশেষ বিধির কি ॥৩৬

তদনন্তর তিনি অত্যুৎকৃষ্ট বসন, ভূষণ, চন্দনাদি অনুলেপন, পুষ্পমালা, ধূপ, দীপ, অনুরূপ সুমধুর ভোজন সামগ্রী এবং তাম্বূলাদি মহাবিভূতি প্রদানে তাঁহাদের অর্চনা করিলেন; পরে তিনি স্বীয় পুত্র-পৌত্রাদি বন্ধুবর্গ ও স্বজন, সমস্ত ধন এবং স্বীয় দেহ পর্যন্ত ভগবানে সমর্পণ পূর্বক আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান করিলেন ॥৩৭

হে নরনাথ। ত্রৈলোক্যের বলি প্রেমে পুলকিত হইয়া, ভগবৎ-পদারবিন্দ ধারণের মস্তকে ধারণ

বলি ইত্যাদি। অনন্তর সেবার, প্রেমে ভগবৎপাদপদ্ম বিকাশবান্, বেদের তত্ত্বদর্শিতার, সাধুযোগবিভাবার (সাধুযোগ ভক্তিযোগ, যেমন ভগবদ্ভক্ত, ভক্তিযোগের আশ্রয়ভূত ভগবৎ বিভাবার প্রকাশের) ভগবৎ যোগ-প্রতিপাদার, পরমাত্মন মূর্তিপ্রতিপাদার, ক্রতবে যজ্ঞ নয় ॥৩৯

যাং যজ্ঞ দ্বারা যে আমাদের ভগবদ্ভাবনায় অধিক মুক্তির প্রাপ্ত বিষয় ভবৎ প্রাপ্তো যজ্ঞো। ভবো যাং দুষ্প্রাপ্য লক্ষণ যি কৃতাবাং (পরমাত্মন) ভগবান্ অধিক ভূর্লভ ॥৪০

ভবন আসনাদি বিসর্জন করিতে লাগিলেন; পুলকে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিনি গদ্গদাক্ষরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥৩৮

বলিরাজ বলিলেন,—হে ভগবদ্দেব ঈক্ষক! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি পরম মহান্! ভগবদ্ভাবের ভবনীয় কর্মকলাপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে; আপনিই এই সংসারের সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধুযোগের জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি ও ধ্যানযোগের ব্যবস্থা করত বেদমার্গের প্রতি-পাদ্য পরম ব্রহ্মরূপে এবং সৃষ্টি-প্রতিপাদ্য পরমাত্ম-মূর্তিতে আপনিই বিরাজ করিতেছেন ॥৩৯

আপনাদের সাক্ষাৎকার লাভ জীবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ও ভগবদ্বিগ্রহ হইয়াও আমি বিনা চেষ্টায়, না জানি কি সৌভাগ্যবলে; অদ্য আপনাদের দর্শন লাভ করিলাম ॥৪০

দৈত্য-দানব-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধর-চারণাঃ।
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচাশ্চ ভূত-প্রমথ-নায়কাঃ ॥৪১

বিস্তব্ধাস্তব্ধবাচ্যস্তা যদি শাস্ত্রপরীক্ষিণি।
বিদ্যাং বিনয়যোগেন যতমানে চ তাদৃশম্ ॥৪২

ক্ষেত্রযোন্যুদ্ভবৌচিত্যে জন্তবো ক্ষেত্রিণ স্মৃতাঃ।
ন তথা সন্তবন্ত্যস্তা দর্শিকৃতাঃ প্রজাস্তু তাঃ ॥৪৩

ইত্যভিধায়িতি প্রাহ্যস্তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন বিদ্মস্তাপি যোগেন্দ্রা যোগমায়াঃ কুতো বয়ম্ ॥৪৪

তত্ত্বঃ প্রসীদ নিরূপেক্ষবিচক্ষণানুং
পালয়ন্বিশ্ববিনেতাক্রমুদ্যতাঙ্কুপাৎ।
নিক্রম্য বিবশবগাঢ় ঘুণালবৃত্তিঃ
শাস্ত্রো যথৈব ভিত্ত সর্বসংক্লেশরাশি ॥৪৫
শাস্ত্রাস্থানীশিষ্যযোগেন নিশাপায় কুরু মা প্রমেয়ে।
পুমান্ কথুক্তাক্তিঃক্ষোদলাভা বিকুরুতে ॥৪৬
শ্রীভগবানুবাচ।
আদন্ মরীচেঃ যট্ পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেঽন্তরে।
দেবাঃ তং জহসুর্বীক্ষ্য প্রভাং ব্রহ্মতুমুদ্যতম্ ॥৪৭

দৈত্যপ্রাদেবগন্ধর্বাঃ যে যথা যে বিদ্যাধরাদি শাস্ত্রপরীক্ষিণি যদি বিদ্যাং বিনয়ং তৈঃ যে তথা অন্যে চ তাদৃশাঃ প্রাণিনঃ তত্রাপি যদি বিস্তব্ধবাচঃ তত্ত্ব হেতুঃ ঔচিত্যেতি, ক্ষেত্রস্য ভূম্যাঃ, ক্ষেত্রং ভূমিঃ তথা যা যাদৃশীস্তাঃ প্রজাস্তাদৃশ্যো ভবন্তীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—যাদৃশং ক্রিয়তে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে ইতি। তাঃ প্রজাঃ ন তথা সন্তবন্তি ন তাদৃশ্যো ভবন্তি, কিন্তু তাসাং কর্মানুরূপমেব জন্ম ভবতীত্যর্থঃ ॥৪৩

হে যোগেশ্বরেশ্বর! যোগেন্দ্রাঃ অপি ত্বৎপ্রসাদাৎ ইত্থং ইতি প্রকারেণ বয়ং ন বিদ্মঃ, জ্ঞাতুং ন শক্নুমঃ, তত্র কথা তেষাং পুত্রাঃ বিদুঃ ইতি ॥৪৪

বিনয়ন্তীতি: আত্মবশীকৃতাঃ অপি বিনয়ং ন মুঞ্চন্তি, পালয়ন্তি ইতি বিনয়ং আচারং তত্রাপি অত্যন্ত মা ত্যাক্ষীঃ ইত্যর্থঃ, বিনয়ং পালয়ন্ত্যেব ইত্যর্থঃ। বিনয়ং পালয়ন্ত: কথমিত্যত্র হেতুমাহ বিনেতেতি। (তত্ত্বঃ এব বিনেতঃ তৎসম্বোধনং) বিনেতা আচার্য ইতি

তাহার নিরূপণ করিতে যখন পারেন না, তখন আমার ন্যায় ইতরজনেরা কি প্রকারে তাহা অবধারণ করিবে ॥৪১

হে প্রভো! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আহা! বিবিধজন সাধু ব্যক্তিগণের একান্ত আরাধনীয় চরণারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক আমি যেন এই ঘোর অন্ধকূপ-সদৃশ ভীষণ গৃহাশ্রম হইতে অবসর লইয়া, বিষয়রসাস্বাদের ঔদাসিন্যপ্রযুক্ত মূলসমূহ বলবান করত, তদ্বলিত অনেই ঔদাসিন্য [illegible] করিতে পারি এবং অনন্যগতি পরিত্যাগ পূর্বক একাকী শান্তভাবে জীব-মাত্রেরই হিতকারী অর্থাৎ

কেশাদ্গৌরম্ যোনিমনাবরুরুক্ষতঃ।
হিরণ্যকশিপোর্ভার্যা নীয়মানে যমালয়ম্ ॥৪৮
দেবর্ষ্যা উদরে জাতা যাজম্ তৎপরিহিংসিতাঃ।
সা তাম্ পোচত্যাত্মজাম্
যাতে হরেরন্যাস্তদ্ধিকে ॥৪৯
ইত্থ এতাম্ প্রলোভ্যাথো যাতুধানাপসদ্যয়ে।
তস্যৈ স্বাপাম্ বিনির্ধূয় লোকম্ যাস্যতি বিজ্বরঃ ॥৫০

যত্র, উদীচ্যাঃ, পরিষদঃ, পতন্তঃ, ভূতভৃৎ, ঘৃণি ইতি ইমে ষট্ সূত্রাঃ যথাক্রমেণ সূত্র সম্বন্ধিনঃ সন্তি ॥৭৭

ইত্যুক্ত্বা তাম্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ।
পুনর্দ্বারবতীমেত্য যাতুঃ পুত্রানবস্থিতাম্ ॥৭৮

তাম্ দৃষ্ট্বা বালকাম্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্ধ্ন্যজিঘ্রদভীক্ষ্ণশঃ ॥৭৯

যাতে, হরেঃ, যাস্যতঃ, অধিকে ॥৪৯

ইত্থ, এতাম্, প্রলোভ্য, অথো, যাতুধানাপসদ্যয়ে, তস্যৈ, স্বাপাম্, বিনির্ধূয়, লোকম্, যাস্যতি, বিজ্বরঃ ॥৫০

ভগবন্নামকীর্ত্তনের সহিত নির্জ্জনে বিচরণ করিতে পারি, তাদৃশ অনুগ্রহ আমার প্রতি প্রকাশ করুন ॥৭৭

হে সর্ব্বেশ্বর! আমাদিগকে সহস্রজন্ম প্রদানে বিপাশ করুন। হে প্রভো! যাঁহারা প্রকৃত ভক্তাদরকারে ভবদীয় অনুগ্রহলাভের প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগকে বিধি-নিষেধযুক্ত কর্ম্মের অধীনে আর কখন থাকিতে হয় না। তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ॥৭৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—উশীরাবতী পত্নীর গর্ভে প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দেবকী পুত্র রূপে। কোন সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞীয় কার্য্য সম্পাদনের মনন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন দেখিয়া, এই মরীচির পুত্রগণ তাঁহাকে উপহাস করেন ॥৭৯

তাদৃশ উপহাসজন্য ইন্দ্রিয়ীয় কর্ম্মের ফলে, পুত্রগণ আসুরী যোনি লাভে হিরণ্যকশিপুর ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু দৈব-চক্রে তাঁহারা মহামায়ার প্রভাবে তথা হইতে আকৃষ্ট হইয়া, দেবকীর গর্ভে পরিচালিত হন এবং পরে তাঁহা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। সম্প্রতি দেবী দেবকী সেই পুত্রগণকে নিজের পাঠাইয়া সন্তান বিয়োগজনিত শোক করিতেছেন। হে বসিষ্ঠাদি! ঠিক পুত্রগণ সম্প্রতি আপনার এই পুত্রদেহে অবস্থান করিতেছেন ॥৮০-৮১

এক্ষণে জননী দেবকীর শোকাপনোদনার্থ আমি তাঁহাদিগকে এখান হইতে লইয়া যাইব। তদনন্তর তাঁহারা শাপ-বিমুক্ত হইয়া, ভূতলের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভে দেবলোকে গমন করিবেন ॥৮২

অত্র, উশীর, পরিষদ, পতন্ত, ভূতভৃৎ এবং ঘৃণি প্রভৃতি উক্ত ছয়টী মরীচিনন্দন কেবল আমার অনুগ্রহেই সদ্গতি লাভ করিবেন ॥৮১

ভগবান্ এইরূপ বলিলে, বলিরাজ রাম-কৃষ্ণকে তথাস্তু বলিয়া বিশেষ আদর প্রকাশে তথাস্তু স্বীকার করিলেন এবং রামকৃষ্ণও উক্ত পুত্র দুইটীকে লইয়া, পুনরায় দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইয়া, জননীকে সব

অপায়য়ৎ স্তনং প্রীত্যা তৎস্পর্শপরিহৃতম্।
মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥৪৪

পীতাবশেষং পয়সস্তয়া পীতমশেষতঃ।
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ॥৪৫

তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্।
নিবৃত্তাঃ পর্ব্বভূতায়া মুদ্রায়া বিবুধোত্তমাঃ ॥৪৬

ওং তৃষ্ট্বা দেবকী দেবী সুতাপহরণিস্মিতম্।
যেনে তৃপ্তিমতী মায়াং তৎকৃতঞ্চ ব্যচিন্তয়ৎ নৃপ ॥৪৭

এবং বিমোহয়ন্নিজয়া তনুজন্মবিলম্বয়া।
যৌত্থাপনব্রতযৌত্থ্যং সত্যব্রতানি আরত ॥৪৮

সূত উবাচ।
য ইদমনুশৃণোতি আবয়েদ্ যা পুনরুদ্ধরিতমনুকৃতবতঃ কৌর্ত্তেরর্পিতং যাদবপুঙ্গবৈঃ।

যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে, তয়া বিষ্ণোঃ মায়য়া মোহিতা দেবকী প্রীত্যা সতী স্তনস্তন্যপরিমুক্তং (স্তনস্থ স্তন্যেন পরিমুক্তম্ অতএব) স্তনং, অপায়য়ৎ ॥৪৪

তয়া তয়া: স্তনস্থ: পীতস্তন্য: তস্যা দেবক্যা: অবশেষ, অনুক্তম্, অনুক্তমেব পয়: পীত্বা তথা নারায়ণস্য-সংস্পর্শ-প্রতিলব্ধাত্ম-দর্শনা: (নারায়ণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গসংগ: প্রতিলব্ধম্ আত্মদর্শনম্ যৈস্তে তথোক্তা: সন্তো) ॥৪৫

মোহিতা, দেবকীং, পিতরং বসুদেবং, বলং সঙ্কর্ষণং চ প্রণম্য বিবুধা দেবতা: সর্ব্বভূতানাং সন্তা: বিমোহয়া বিষ্ণোর্মায়া নাম স্তুত্বা ॥৪৬

পুত্র সমর্পণ করিলেন ॥৪৩

বালকগণকে দেখিয়া মায় দেবকীর আনন্দের আর সীমা রহিল না; পুত্রস্নেহে তাঁহার পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল; তিনি পুত্রগণকে অঙ্কে লইয়া বারম্বার তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ॥৪৪

অহো! বালকগণের সংস্পর্শে যতই কল্যাণময়ী দেবকী তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে স্তন্য পান করাইলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর জগৎ-প্রসবিনী মায়ায় দেবী দেবকী সম্পূর্ণ বিমোহিত হইয়াছিলেন ॥৪৫

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট অমৃতোপম দেবকীর স্তন পান করিয়া এবং সাক্ষাৎ নারায়ণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, উক্ত পুত্র ছয়টির পাপ তাপ সমস্ত দূরে গেল; তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন ॥৪৬

ওং পুত্রাণাং পুনর্দানাৎ, আত্মনঃ-পুত্রান্ বিবৃত্তে দৃষ্ট্বা দেবী দেবকী যে তৃপ্তা। তেন তৃপ্তিমতী (তৃপ্তিযুক্তা) মায়াং, এবং সর্ব্বং মেনে ॥৪৭

যে কারণে! অবতীর্ণস্য পরমপুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য এবম্ এবংবিধানি অলৌকিকানি বীর্য্যাণি পরাক্রমাঃ সন্তি ॥৪৮

অনুকীর্ত্তয়ঃ (অনুগতং জন্মকর্ম্মাদি-রূপং বিবিধং কীর্ত্তনং করোতি যঃ তথা তং) পুনাতি: যো ব্যক্তিঃ শ্রবণপূতং করোতি, (অথবা শ্রবণকীর্ত্তনাভ্যাং অবশ্যং পাপাৎ নিষ্কৃতিং যাতি ইতি) তথা তথা তত্তজ্জন্মকর্ম্মপূতং (অতএবাহং সর্ব্বাঃ যুষ্মাকং পূর্ব্বজন্ম

অনন্তরে সেই ষষ্ঠীতিথি-সমন্বিত ভগবান্ গোবিন্দ, দেবকী দেবী, পিতা বসুদেব এবং বলদেবকে প্রণাম করত, অন্যান্য সকলের সমক্ষে আকাশ-পথে আরোহণ করত আপনাদের নিদিষ্ট দেবলোকে প্রস্থান করিলেন ॥৪৯

তখন দেবকী মৃত পুত্রগণের আশু পুনরাগমন এবং প্রস্থানের ব্যাপার অবলোকন করিয়া, একান্ত বিস্মিতা হইলেন এবং যে ভাবিতে লাগিলেন। এই সমস্ত এক শ্রীকৃষ্ণেরই অপূর্ব্ব মায়ায় ঘটনা বলিয়া তিনি অবধারণ করিলেন ॥৫১

হে ভরতবংশাবতংস! অবতীর্ণ পরমপুরুষ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অদ্ভুত অলৌকিক-বীর্য্য-প্রকাশক কার্য্যের কথাই পরিচয় পাবে ॥৫২

অহো! যাঁহার পীতাবশেষ অমৃতোপম স্তন্য

অমরবন্দিতঃ অন্তকসংকর্ষণপুরঃ
ভগবতি কৃষ্ণচিত্তো যাতি তৎকেশবাম ॥৪১

ইতি শ্রীমহাদেবে ব্রহ্মপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৫

অমরবন্দিতঃ) দেবিত ত্বা অন্তকসংকর্ষণপুরঃ অ, ত্বা ভগবতি কৃষ্ণচিত্তঃ (কৃষ্ণ বিষ্ণুতুল্য চিত্ত যেন তথাভূতঃ সন্) যত যেন যাম বাসুদেব-ভগবদ্বিত্ত যেন।

যাতি ৪১।

। ইতি দশমে মূল শ্রীমদ্ভাগবতপারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অমল অন্তিমে, জীবের জন্ম-মরণাদি-জনিত অবসাদের বিনাশক হয়, সেই ভগবান্ মুরারির এই পবিত্র সর্বপাপ-প্রণাশন চরিতের শ্রবণকীর্তনদ্বারা সাক্ষাৎ ব্যাস-অবতারের মুখারবিন্দ-বিনির্গত এই লীলা-কথা শ্রবণ করেন বা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি ভগবানে বিশ্রান্তচিত্ত হইয়া বাসুদেবসংজ্ঞক তদীয় স্বরূপমধ্যে গমন করেন, ॥১

শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে
পণ্ডিত শ্রীমদ্রামনারায়ণবিদ্যারত্ন-কৃত পঞ্চাশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[সুভদ্রাহরণম্, শ্রীকৃষ্ণস্য মিথিলাগমনম্, তত্র বহুলাশ্ব-সংবাদেন ধর্মনি প্রবেশশ্চ।]

রাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ যেশ্বরমিশ্রাণাং ব্যবহারং রামকৃষ্ণয়োঃ।
স্বযোগমায়য়া বিষ্ণো র্ন মহ্যাং শ্রদ্ধাতি হী ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

অর্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্যটন্নবনীং প্রভুঃ।
গতঃ প্রভাসমুপোদ্বাহমৈক্ষেষ্ট স আত্মনঃ ॥২

অন্বয়ঃ

রাজা পরিক্ষীৎ উবাচ। হে ব্রহ্মন্! যে মম পিতামহী আসীৎ তস্য রাম-কৃষ্ণয়োঃ ঈশ্বরয়োঃ ভগবতোঃ বিষ্ণোঃ অর্জুনস্য তথা যেন প্রকারেণ উদ্বাহঃ বিবাহঃ তৎ বিবাহপ্রকারং যোগমায়য়া মহ্যং ন শ্রদ্ধাতি ন বিশ্বসিতি ॥১

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। প্রভুঃ অর্জুনঃ তীর্থযাত্রায়াং, অবনীং পৃথ্বীং পর্যটন্ এতদাখ্যং নগরং তীর্থং গতঃ। তত্র স আত্মনঃ মাতুলপুত্র্যাঃ সুভদ্রায়াঃ উদ্বাহং বিবাহম্ ঐক্ষেষ্ট (তদনন্তরমেব নগরাৎ) অযাৎ ॥২

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[সুভদ্রাহরণ, শ্রীকৃষ্ণের মিথিলাযাত্রা এবং
সেখানে বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের
গৃহে প্রবেশ।]

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যিনি আমার পিতামহী ছিলেন সেই রাম কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে গৌরবেশী অর্জুন যে প্রকারে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাহা বর্ণন করুন।১

এতচ্ছ্রবণে শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ঐশ্বর্যশালিনী গৌরবেশী অর্জুন তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গে সমগ্রা বসুধা পর্যটন করত, সর্বপ্রথমে প্রভাস-তীর্থে উপনীত হইলেন এবং তথায় তদীয় মাতুলকন্যা সুভদ্রার সম্বন্ধে শুনিলা তাঁহার কর্ণগোচর হইল।২

মুর্ব্যাহবোধ রাজন্যা লাজতৌহি ন চাপরে।
অন্নিপক্বঃ স বভিবুর্যা ত্রিপতী যাবকাদ্যাৎ ॥৩
তত্র বৈ যাবিকাম্ আদানবাংশ্চৌৎ যার্ষদাবকঃ।
পৌরৈঃ সন্ত্রাজিতোঽশৌক্ষং যাবোলাবরা চ সঃ ॥৪
একদা মৃগয়ায়ান্ত আদিত্যেন নিমন্ত্রিতঃ।
জগ্মরাপঙ্কং তৈস্তত্র অন্নেন মৃগয়ে ক্ষিপ্ত ॥৫

সোঽপশ্যৎ তত্র অন্নতাং কন্যাং যাবকমোহয়াম্।
প্রীত্যৎকুল্লকপক্ষজাং ভাবজ্ঞঃ মনো দধে ॥৬
সাপি তং চক্রমে ধীমা বাহীনাং কুলনন্দনম্।
হসন্তী ভ্রূবিভঙ্গাপাঙ্গী স্মরাকুলকলেবরা ॥৭
তাং পরং সম্মুখায়ন্তং প্রেক্ষ্য ধর্ম্মজ্ঞ।
ন লেভে পং ভ্রমচিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা ॥৮

অথ রাজা তত্র মৃগয়ায়ৈ গচ্ছতি, অপরে বন্ধুবান্ধবা অথ সন্মুখং ইত্যেবং ইতি লক্ষ করিতঃ অথ মৃগয়ায়াং নির্গতঃ, অন্নমুং মিত্রাণী ঋষিঃ মৃগয়া ঋষিকায়, অপরং ॥৭

তত্র মৃগয়ায়াং গৌরী অথ অন্নবন্ধা প্রবেশ ॥ অন্নীয়ং সংমুখঃ সম্মানিতঃ, যার্ষদাবকঃ (ঋষি অন্নয় অথ সম্মানি অন্নমুখঃ) সঃ অন্নমুং যার্ষিকাম্, আদানবাংশ্চৌৎ-পরাজয়ং ঋষিঃ যাবম্ অন্নবাংশ্চৌৎ ॥৪

একদা তম্, অন্নিপক্বঃ নিমন্ত্রিঃ মৃগয়, আদীৎ, অন্নেন ভগবানেন প্রথমা ঈশ্বরঃ প্রেক্ষয়, অথ তৈস্তত্র ক্ষিপ্ত অন্নমুং মুক্তম ॥৫

সঃ অন্নমুংতত্র মৃগয়ে সাধী অথ অন্নবন্ধা যৌবনা বালাপিতা-পরাধীনা যৌবনে সঃ অন্নবন্ধা অন্নয়, অন্নয়ং ॥৬

তিনি শুনিলেন যে, ভগবান্ বলরাম যৌবনী ভগ্নী সুভদ্রাকে দুর্য্যোধনের করে সমর্পণ করিবার বাসনা করিয়া করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জনক জননী দেবকী বসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি নাই। তখন অর্জ্জুন স্থির করিলেন যে সেই কন্যাকে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, ত্রিদণ্ডীর বেশ ধারণ ও যষ্টিদণ্ড গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥৩

তথায় তিনি বার্ষ-সাধনের অতিথিরূপে সাদরাদি আশ্রমে পর্য্যন্ত মাস-দুইটি অবস্থান করিলেন। তাঁহার বেশ দর্শনে বলরাম বা সুভদ্রাদেবী প্রভৃতি কেহ তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া চিনিতে না পারায়, যথিবেশে সকলেই বিশেষ যত্ন ও সমাদর করিতে লাগিলেন ॥৪

এমন কি। এক দিবস বলরাম তাঁহাকে মৃগয়ে নিমন্ত্রণ করেন, বিবিধ প্রকারে তাঁহার আতিথ্য-

---

তথা শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতয়া (শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি বিভক্তির ইকারে যত্ন) তথা তথায়াং কাম্যমানা (অন্যের অভিপ্রায়ের মূলে মুগ্ধচিত্তঃ) সতী মনঃ ॥৬

প্রীতিযুক্তা প্রীত্যাপ্লুতা অথবা প্রেমাবেশে ভরা যে ঘটিত এবং প্রফুল্লকমল (প্রফুল্ল কমল ইত্যাদি ও সমাস) সা চাসৌ মুখরূপ কমলের মনোহর শোভা তদ্ অর্জ্জুন ॥৬তে পরিচয়ের কারিয়াছে ॥৭

পরে তেমন তার তথায়, এই ভাবে অন্তরে ইচ্ছুক অবস্থায় প্রেমে প্রাপ্ত হইয়া, অতি বলবতী কামের দ্বারা অভিভূত হয় সে অর্জ্জুন সে (বলবদ্ভিঃ-সমর্থবিষয়ে-প্রবৃত্তিরূপ) ধৈর্য্য ॥৮

সৎকার করিলেন। বলরাম তথা বিশেষ অন্যান্য সকলকে ভোজন করাইয়া পরিবেশন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে ভোজন করাইলেন ॥৫

সেই সময়ে তিনি সেই ঐশ্বর্য্যশালী বীর এবং যৌবনোচিত মনোহারিণী প্রাণবল্লভা সুভদ্রাকে অবলোকন করিয়া বিমোহিত প্রীত হইলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার চিত্ত একান্তই আসক্ত হইল ॥৬

এদিকে ললনাকুলের অনঙ্গপ্রায়ী অপূর্ব্বশ্রী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সুভদ্রাও মনে মনে তাঁহাকে পতিরূপে প্রার্থনা করত চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক লজ্জাবনত মুখে হাস্য করিলেন ॥৭

সুভদ্রাকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অবসরের অন্বেষণে অর্জ্জুনের আকাঙ্ক্ষা অতীব বলবতী হইয়া উঠিল ; ফলতঃ তাঁহার চিত্ত এরূপ চঞ্চল হইল যে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য আকুল মনে বা সমাধির তাঁহার

অন্যাং দেবমায়াঞ্চ মায়য়া দুর্নিবর্ত্তয়ন্।
অন্যায়ানুবধ্য পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহাবলঃ ॥৯

মন্যমো বসুদেবায় পূজাংশ্চাস্মদ্ভয়াত্ততঃ।
বিস্রাব্য রোষজাং মায়াং বলাদ্ বলবতাড়িত ॥১০

অন্তর্দধে ততিস্তো দ্বাঃ পর্ব্বণীব মহার্ণবঃ।
দুরীক্ষণাঃ কৃষ্ণেন দুর্দ্ধর্ষস্তাবপাস্যত ॥১১

প্রাদিশোৎ পার্থিবর্ষভি বর-মন্ত্রোষধীর্বলঃ।
অন্তর্ধানোপপন্নেন-মন্যমান-মহাবলঃ ॥১২

শ্রীশুক উবাচ।

কৃষ্ণস্যাদীদ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রভবেন ইতি শ্রুতম্।
দুষ্টৈকলব্ধ্যা পূর্ব্বার্দ্ধঃ পাতু বঃ কবিবন্দিতঃ ॥১৩

ন ত্বৈবাস বিদেবেষু বিদিতাস্যা মৃষাত্মনঃ।
অবীরাপরমাহার্ষ্য-নির্ব্বৃতিঃ বিস্মিতাভবৎ ॥১৪

পিত্রোঃ দেবকীবসুদেবয়োঃ। কৃষ্ণস্য চ। অনুবধ্য অনুসৃত্য। মহাবলঃ মায়য়া দেবমায়াং দুর্নিবর্ত্তয়ন্ (দুর্নিবর্ত্তয়তি নিবর্ত্তয়তি) বিস্তারয়ন্ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণয়া মায়য়া ॥৯

মন্যমো নিত্যং মন্যমানঃ বর্ত্তিষ্ণু। মহাং মহান্তং পূজাং সৎকারং ত্বাং পুত্রান্ ততঃ বিস্রাব্য নিষ্কাশ্য বলাদ্ বলবতা ইতি পূর্ব্ববৎ ॥১০

তং তথা প্রভাবং প্রথমং পর্ব্বণি অমাবস্যায়াং যৎ মহার্ণবঃ ইব দুরীক্ষ্যঃ দুরুঃ পরুঃ। তথা তাদৃশঃ বর্ত্তমানঃ ত দুরীক্ষ্যাঃ (দুরীক্ষ্যা পাঠে তত্র নঃ) অত্র অন্তর্ধানে পাতু রক্ষতু ॥১১

তথা দুষ্টা দুরুঃ তত্র পার্থিবর্ষভি শ্রীমান্ বলোপি, তথা অন্তর্ধানোপপন্নেন মায়য়া মন্যমানঃ বিস্তারয়ন্ বিস্তারয়তি যেন তথাভূতঃ সন্ বিস্তারয়ন্ বিস্তারয়তি বিদেবেষু বিদেবকন্যাবরেষু বিদিতাস্যা ঐবাস ॥১৩

হরণে বিস্মৃতমাত্র যা দুঃখের হেতুক ছিল না; দুরন্তালাভের আশায় তিনি নিত্য-হাসিনী অন্তর্ধান-মায়াই অভিব্যক্তি করিতে লাগিলেন ॥৮

এদিকে বসুদেব, দেবকী এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ বহির্দেবমায়ী অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া, বলরামের অন্তর্ধানমায়ায় তাঁহারই অন্য পুত্রগণকে সমর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে এক দিবস দেবদর্শনের মহোৎসব উপলক্ষে পুত্রগণ মহারোহণ পূর্ব্বক নগর দুর্গপ্রাকারের বাহিরে দেবদর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন, মহাবল অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে সেই সময়ে হরণ করিলেন ॥৯

প্রবল-পরাক্রম সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক পুত্রগণকে রক্ষা করিলেও, মহাবল অর্জ্জুন পার্থিব হস্তে মহারোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সকলকে বিদ্রুত করিলেন এবং কেবল যেমন দুগ্ধসমুদ্রের মধ্য হইতে ক্ষীর ভাগ গ্রহণ করিলে, ক্ষীরোদসাগর মহাবল অর্জ্জুনও সেই প্রকারে কৃষ্ণ মহাবীরত্বের মধ্য হইতে পুত্রগণকে হরণ করার প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১০

অর্জ্জুনের তাদৃশ আচরণ শ্রবণ করিয়া, বিপুল-বিক্রম বলরাম অমাবস্যাদি পর্ব্বোপলক্ষে উদ্বেলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় ক্রোধে বিকল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান পুরুষরূপে বিলীন হইয়া, বলরামের সমীপে গমন করত, তাঁহার হস্ত ধারণে তাঁহাকে শান্ত করিলেন ॥১১

শ্রীকৃষ্ণের মধুর প্রবোধ-বাক্যে বলরামের ক্রোধ দূরে গেল; তিনি তখন প্রসন্ন হইয়া ঔপলৌকন-হরণ বর-বধূর অনুসন্ধানার্থ অর্জ্জুনকারে বিদুষিত

যাজ্ঞবাক্যঃ স্বয়ংবৈবাহ্মণমন্বগাৎ ।
নাধিকং রাজতো লুব্ধঃ ক্রিয়াকাণ্ডেষু কোবিদঃ ॥১৩
তথা বহুলয়া ট্টপালোঽহ বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ।
তৈথিলো নিমিবংশীয় উভাবপ্যাচ্যুতপ্রিয়ৌ ॥১৪
তয়োঃ প্রশ্নয়তো যত্নাৎ সাকমেতাবতঃ যমৎ ।
আহৃয় সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রত্যবোধয়ৎ ॥১৫

নারদো বামদেবোঽত্রিঃ কৃষ্ণো রামোঽসিতোঽরুণিঃ ।
অহং কৃষ্ণস্তথৈঃ করো মৈত্রেয়ত্যবসায়নঃ ॥১৬
ওম তত্ত তথাষাঢ়ঃ পৌরা জানপদা নৃপ ।
উপজগ্মুঃ সায়াহ্নং নৃষৈঃ সূর্যমিবোদিতম্ ॥১৭
আনর্ত-ধন্ব-কুরু-জাঙ্গল-কঙ্ক-মৎস্য-
পাঞ্চাল-কুন্তি-মধু-কেকয়-কোশলার্ণাঃ ।

যাজ্ঞবাক্যঃ মহর্ষিঃ-বিদেহ-রাজঃ । তোমর বৈবাহ্ম প্রাপ্তবান্ বহুলঃ প্রজাপতিম্, উভয়োঃ তে অপি আচার্যতি. উভৌ অধিকা বু প্রাপ্তবন্তৌ । স্ব ১ তাবতা অবশ্যকর্তব্যে এব দৃষ্টঃ স্ব ব্যবহিতঃ ক্রিয়াঃ ৫।৩ ।১৩

যে অত্র । তত্রাত্রাপ্তঃ তাবন্মাত্রেণ বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ অত্র প্রসিদ্ধঃ তৈথিলঃ তথৈব প্রসিদ্ধঃ নিমিবংশ্যঃ আসীৎ । তৈথো যো জনকো বহুলাশ্বে অপি অনুগত ছিলো ।।১৪

তথা প্রশ্নয়তো স্ব প্রশ্নং তথৈব ঈক্ষয়া বাসনয়া সাধনিয়া আকৃষ্য আনীয়া স্বয় আত্মা মুনিভিঃ সাকং বিদেহান্ প্রত্যবোধয়ৎ ।।১৫

অত্র মুনীন্ আহ নারদ ইতি । প্রাক্ত বৈশ্যায়ন. ব্যাস আগত. অথা তত্র ইতি । পৌরা পুরবাসিনঃ, জানপদাঃ দেশবাসিনঃ, সায়াহ্নং (সায়ং: সন্ধ্যা: বেলা) অবধিত্বা সন্ধ্যা তত্র তত্র বর্তমা দৃষ্টঃ তত্র-তত্রাগতিঃ. সূর্য ইবোদিতম্ যথা তৈরিব পরম্ তৈব আগমন তত্র তত্রস্থৈঃ তৈরপ্যুঃ সূর্যমিবতঃ ।।১৬-১৯

ভক্তী, অধ, ঘৃত, লাজ লাজী প্রভৃতি এবং বহুমূল্য বস্ত্র ও রত্নসমূহ প্রদান করিলেন ।১৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! জনকের নামে একজন মুনিবোধ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি করিয়া তিনি আর কোন অভাবই উপলব্ধি করিতেন না; তিনি পরম বিদ্বান্, সুতরাং বিষয়াসক্তিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করত, অতি শান্তভাবেই কালাতিপাত করিতেন ।১৩

তিনি মিথিলাপুরীর সন্নিধানে বিদেহ-রাজ্যের পল্লীতে গৃহাশ্রমীরূপে বসতি করিতেন এবং বিনা চেষ্টায় সহজেই যাহা লাভ করিতেন, তাহাতেই পরম সন্তোষ অনুভব করিতেন ও তদ্দ্বারাই তদ্দিনের আহারাদি ও পরিচর্যাদি কার্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন ।১৪

এদিকে দৈবযোগে প্রত্যহই বিনের ও পরিবার-বর্গের যেরূপভাবে সুখসেবা পূর্বক নির্বাহ হইতে পারে, এইরূপ জীবিকা তাঁহার সমুপস্থিত হইত; অধিক আর কিছুতেই হইত না। কিন্তু তিনি তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিয়া, তদ্দ্বারাই যথোচিত অতিথিসৎকারাদি কার্য সম্পাদনে অতি পবিত্র সহিত কালাতিপাত করিতেন ।১৫

তৎকালে জনকবংশ-সম্ভূত নিমিবংশী অন্যান্য মুনিগণ যাগ যজ্ঞাদি নিমিত্ত মিথিলা দেশের অধিপতি ছিলেন। উক্ত জনকদিগের প্রায়, তিনিও একজন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন ।১৬

শ্রীকৃষ্ণ এতদ্ভক্তের প্রতি একান্ত প্রসন্ন ছিলেন। তিনি উহার মহত্ত্ব এবং ভক্ত ব্রাহ্মণ জনকদেবের তৃপ্তির নিমিত্ত নারদ-নামা মহর্ষি কর্তৃক আহূত হইয়া সাদরে সহচিত্যাগমনে বিদেহনগরে গমন করিলেন ।১৭

তাঁহার সঙ্গে বেদবি ব্যাস, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃতবন্দন রাম, অসিত, অরুণি, আদি জনদেব, বৃহস্পতি, মৈত্রেয় এবং চ্যবনাদি অন্যান্য এতদ্ভক্ত গমন করিয়াছিলেন ।১৮

ভক্ত-ভক্তাদি এতদ্গমনে পরিবেষ্টিত দিবাকরের ন্যায় শোভাসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই প্রকারে

অথ চ তমুদ্বহন্তোয়ধরাস-
স্নিগ্ধেক্ষণঃ নৃপ পপুর্নিসর্গবাদ্যঃ ॥২০
তেজঃ যশঃ শ্রিয়মনিন্দিতমাত্মযুক্তঃ
তেষাং বিলোকয়তি কর্ম নৃপশ্চ যত্র।
নৃত্যন্ বিনত্তবলয়ঃ যদপাঙ্গতন্ত্রঃ
শৌরঃ তরৈর্ণিরনাদ্যনবৈর্বিবেদ্যাম্ ॥২১

যে রূপে প্রাতুরাবর্তা পৌরা জানপদা নৃপ।
অভীষ্টুর্নিতাবেগে বৃষ্টাত্মানোপাগতঃ ॥২২
দৃষ্ট্বা ত উত্তমশ্লোকং শ্রীমদ্বৃন্দাবনাশ্রয়াঃ।
হৈর্ণ্যাঙ্গলিভির্নেত্রঃ প্রস্তুপূর্ণাতুরা মুহুঃ ॥২৩
বাসুদেবায় সন্ত্রাতুঃ মধানৌ তং জনংগুরুম্।
হৈষিরা প্রস্তুবেশ্চ পাদয়োঃ পেতুরুৎ প্রেমা ॥২৪

যে রূপে। অনন্তরিত্রপর্যন্তং অন্বয়ঃ তথা অন্তে চ অন্বয়ঃ। নিসর্গবাদ্যঃ (নিসর্গেণ: নিত্যে উৎপন্ন চ যদিত্যর্থঃ) তং তত্র তত্রত্যঃ মুনয়োগণঃ মুনিভিঃ সহিতঃ পপুরিত্যন্বয়ঃ।

নিসর্গবাদ্যঃ। নিসর্গেণ যে জৈমিনী আদি মুনয়ঃ) শ্রীকৃষ্ণ মহীমণ্ডলবিনির্মাণকর্তৃত্বেন ' ব্রহ্মণোহপি নিত্যে কর্তারং ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং ' ইত্যাদি প্রমাণাৎ। নৃপঃ যেষাং তেষাং; অন্বয়ঃ।) আত্মযুক্তঃ আত্মনি ভক্তিযুক্তঃ, তত্রত্যানাং তেষাং তেজঃ ও যশঃ শ্রিয়ঞ্চ ও বিলোকয়তি, তথা তেষাং নৃপঃ তত্রত্যানাং কর্ম বিলোকয়তি, তত্রত্যান তেষাং দৃষ্টিঃ ও যত্র, অনন্তরং সর্বলোকবিস্ময়কঃ যশঃ নৃত্যন্ সন্নেব বিনত্তবলয়ঃ ভগ্নকঙ্কণঃ সন্ শৌরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তরৈঃ তরুণীভিঃ সহিতঃ সন্ তাসাং গোপীনাং বিবেদ্যাম্ বিবেদ লেভে।

যে রূপে। যে যেরূপে তত্রত্যাঃ পৌরাঃ জানপদাঃ ও আত্মনি আত্মবর্গে পরা ভক্তিঃ তয়া যুক্তাঃ সন্তঃ উপাগতাঃ আগতবন্তঃ ও যেন যে বিধেনাগতাঃ তথা তুষ্টাবেত্যর্থঃ (তুষ্টাব যথা তচ্ছ্রুণু যেন যৈঃ) তৈঃ নিরূপিতং তথা যেন যুঃ ॥০

বাসুদেবায় যঃ তত্রত্যঃ শ্রীকৃষ্ণ সন্নাতঃ যথানৌ যৈষিরা স্ত্রীভিঃ জনৈস্তত্রত্যঃ ও জনংগুরুং সর্বেষাং পূজ্যং পাদয়োঃ পেতুঃ ॥১

হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অক্রূর যাদবপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন জানিয়া, মিথিলার পুরবাসী ও জানপদবাসিগণ সকলে পূজার দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া, নিজের আনন্দ-সহকারে তদনন্তরে উপস্থিত হইল ॥২২

এবং উত্তমশ্লোক ভগবান্‌কে বন্দনাভাব করিয়া, তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না; প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে এবং প্রফুল্লবদনে তদনন্তরে অগ্রসর হইয়া, অঞ্জলি-সকল-যুক্তে কৃতাঞ্জলিপুটে হইয়া সেই অখিলগণ সহ তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা সকলে প্রণাম করিল ॥২৩

এদিকে মিথিলাধিপতি যজ্ঞনাথ এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উদ্দেশেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্রত্যগমনের নিমন্ত্রণের কল বিবেচনায়, তদনন্তরে

ভগবন্নেত্রজাঃ লাজাবর্ষাভিষেচনম্ সহ বিপ্রৈঃ।
বৈদিক্যা প্রহরন্তেষ্ট মুদিতাঃ পুরবাসিনী ॥২৩
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়াঃ প্রেমোৎকলী রোমভিরুদ্গতাঃ।
উচ্চৈরুদশ্রুত্যমুখা ন চোচিরে সংরম্ভগদ্গদ্যা কুরূদ্বহাঃ ॥২৪
আশাসিতাশ্চাশিষ আদৃতাদৃতা যথা বয়ং নন্দ তথা পুরেশ্বরাঃ।
আত্মন্যমুষ্মিন্ননপায়িনীঃ শিবাঃ পুষ্টীঃ শ্রিয়ো ভূত্যবলায়ুষাং নৃপ ॥২৫
প্রত্যুদ্গতস্তৈর্বিধিবন্মহাত্মভির্মহানুভাবো মহিমানমাবহন্।
সূতো মাগধবন্দিভির্নতঃ স্তুতঃ কবীড়রাজশ্রিয়মাবিবেশ হ ॥২৬

সঙ্কর্ষণশ্চ বসুদেবসুতোঽতিশুক্লঃ কৃষ্ণস্তমালনবকশ্যামলকোমলাঙ্গঃ।
পীতাম্বরো বনরুহায়তবিশ্বনেত্রো নীলোৎপলস্রগতিশোভিতকম্বুকণ্ঠঃ ॥২৭
শ্রীবৎসপীতবরকৌস্তুভরত্নহার-কেয়ূরকঙ্কণকিরীটমহার্হবাসাঃ।
কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয়াঙ্ঘ্রিমণিপ্রবেক-নূপুরোল্লসদুরুদ্বিপবিক্রমাঢ্যঃ ॥২৮
বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিবিলান্ পুরৌকসো নরনার্যভিধানয়া।
পাণিস্পর্শেন চ বিদ্বিষো নৃপান্ সংস্পৃশন্ পদৈর্মৃগয়ামটন্ ব্যধাৎ ॥৩০

রাজোবাচ।

ভগবান্ হি সর্বভূতানামাত্মা সাক্ষী বসুদেব বিভো।
অথ নরবৎপদাম্ভোজ স্তরতাং কর্মনিয়ং গতঃ ॥৩১

সন্ধ্যাবলী (সন্ধ্যেতি সায়ংক্রিয়েতি বল্লালী ব্যাখ্যা তৎ) বৈদিক-লক্ষণয়েতি বিপ্রৈঃ সহিতং সংস্কারং কৃত্বা অভিষেকায় পূজার্থং দুকূল ওদনমিত্যর্থঃ ॥২৩

তং তথাঃ নিয়ন্ত্রণ অভিপ্রায়ঃ অতঃ ত্বং, তথাঃ তিষ্ঠ বসুদেবং ইত্যত্র বক্তব্যে অতঃ এব তথাত্বম্ ইত্যর্থঃ অপি বোধ্য অভিধেয় ॥২৪

অনন্তর প্রত্যাগমনে সোঽপি অপি দৃষ্ট্বা তদনন্তরিত অপি অভিধেয়ে যোগ্য সন্ধ্যাবন্দি ইত্যর্থঃ] তাং বন্দ্যাবন্দ্যে অথ আশীর্বাদ নিবেদিতেষু আশীর্বাদেষু আশীর্বাদোক্তি প্রতি তথা ত্বং তথা আশীর্বাদ ত্বাং প্রত্যুত তথা ইত্যেবং ইত্যেবমর্থঃ তুল্য তথা তথা আশীর্বাদ আশীর্বাদিনি আশিষ পাত্রে ইত্যর্থ ॥২৫

সন্তুষ্টো বসু দুষ্টু পুরবাসিনঃ ঈশ্বরান্।
বস্ত্র-মাল্যান্নবাভরণ-নৃপ-চৌপাধ্য-গোবৃষৈঃ ॥২৯

বাচা মধুরয়া প্রীণয়িত্বা আত্মবিদ্যাধারেণ তর্পিতান্।
পাণিস্পর্শেন চ দ্বিষো নৃপান্ সংস্পৃশন্ পদৈর্মৃগয়া ॥৩০

রাজোবাচ।

ভগবান্ হি সর্বভূতানামাত্মা সাক্ষী বসুদেব বিভো।
অথ নরবৎপদাম্ভোজ স্তরতাং কর্মনিয়ং গতঃ ॥৩১

ত্বং ন্যায়তঃ ইতি বা। ৪ ব্যাখ্যা: ঈশ্বরচিত্তঃ তথাঃ তাং, যথা তেষাং, যথা তৎ বসুদেবং, প্রত্যুত, ইত্যর্থঃ, তথা তথা তথা

যৎকন্যয়া সহ ভর্তুঃ সমবস্থানমুচ্যতে সোচিতো ভবান্।
ন্যাসৈকারক্তকায়েন রামভদ্র শ্রীরক্ষঃ প্রিয়া ॥৩৯
তো যু তত্কালমাত্রোদ্বেগবিধিং বিস্মৃতেব পুত্রম্।
বিক্লিন্নাবাং সাক্ষাদার্যাং মূর্ধ্নীবং বন্দমানঃ ॥৩৯
মোহস্তস্যৈব অলৌকিকে মৃগাং সংসর্গাস্থিতি।
স্বস্য বিক্লবেন তস্যাস্তৈ তৈলোক্যস্যুক্তিপাপত্ম্ ॥৩৯

মমস্তস্যাং তমসতে কৃতাবাস্তুষ্টবেদসে।
নাবাসায় তদ্বয়ে পুণ্যাং তপ ইত্যে ॥৩৯
বিস্মাসি কতিচিদ্বৃত্তং স্মৃত্বা যে' মিলন বিধেঃ।
সমেতঃ পাণ্ডবকলা পূর্বাহ্নে নিজে ভূলম্ ॥৩৯
ইত্যুপার্যন্তিতো রাজা তদবাদ্ লোকভদ্রতঃ।
উবাস মূর্ধ্বম্ কলাপা বিধিলাবয়োধিতাম্ ॥৩৯

এবাহস্তদ্বয়ং অমৃতকরোপমস্তিস্কারং অমং, অমস্য সম্বন্ধিনং পক্ষ যদি শ্রী লক্ষ্মী তাদৃশ যদি অমং ত্রয়ং পুত্রং যদি ত্রয় ও ত্রিয়ং ইতি যং অমং করিষ্যতে, তং তথাঃ ত্রয়ং ত্রয়ং কর্তৃং অমং অমাদেন পুনর্মোদঃ মোদিষ্যতি; তাদৃশ ইত্যঃ ॥৩৯

অমং বিক্লিন্নাবাং সর্বতো বিকারাদ্যং, সাক্ষাদেব বাসাদি-রহিতাবাং মূর্ধ্নীবং মমবন্দনাবাং যং অমং আত্মানং এবাস্তিং যং পুত্রম্ এব মিলনত্বাদ্ বিশেষং পরিত্যজেন ॥৩৯

ইতি সমাসে, মমবন্দনাং মোহিতং,ত্বয়ত্বাস্তিমাত্রিণ্যাং তাদৃশম্ অমবন্দনাং পুনঃ প্রাপ্তিকালে, তদ্বাদ্ যত্র যং অমং তাদৃশে অমবন্দনাং তৈলোক্যং ত্রিভুবনং যথা বিস্মৃতে, তত্র তং অমবন্দনাং তা পুত্রম্ বিস্মৃতে ॥৩৯

অমস্তস্যাং অমবিস্মিতকালে, মাং কর্তৃং অমং [মমবন্দনাবিস্মিতাং মাং বিস্মিতবন্দনাং মোহিতবন্দনাং অমবন্দনাং আপ মাং] ত্বং মাং মমবন্দনাং মমবন্দনাং, অমং মোহাদ্, নাম্বাং বিস্মিতবন্দনাং, তাদৃশ অমবন্দনাং, তাদৃশ অমবন্দনে, তুচ্ছ অমবন্দনে ইত্যঃ ॥৩৯

যে তুমং। বিক্লিন্নাবিস্মিতং মোহিতং যং যং অমাদ্ অমাদ্ অমাদ্ অমাদ্ বিস্মিতং বিস্মিতং পাণ্ডবকলা তাং বিস্মিতং তুলং পূর্বাহ্নে পরিত্যজেন ॥৩৯

রাজা অমবন্দনে ইতি এবং, তৈলোক্যিতং মাং মাং মোহিতবন্দনাং মোহিতবন্দনাং; অমবন্দনাং শ্রীরক্ষঃ বিধিলা-মমবোধিতা কলাপা তুমং-তত্ত্ব উবাস ॥৩৯

রাজা মহলাপ বলিলেন,—হে প্রিয়া! আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী; ঔর মাত্রেই অত্যন্ত অন্তরাত্মা সাক্ষিরূপে এক আপনিই বিরাজ করিতেছেন। অহো! ঈশ্বরের পালনের প্রভাবে কেবল স্মরণ করিয়াই আসিতেছি, অদ্য সৌভাগ্যবলে সেই পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ লাভে মমবন্দনার করিলাম ॥৩১

হে ভগবন্! আপনি বলিয়াছেন যে, "আমার প্রত্যক্ষ ভক্ত ব্যক্তির অপেক্ষা সাক্ষাৎ মহাত্মজন অমবন্দনের ভার্যা লক্ষ্মী এবং পুত্র ব্রহ্মও প্রিয় নহে"—এই উক্তিটিকে সত্য করিবার জন্য বাস্তবিই আপনি আমার মমবন্দনার হইয়াছেন ॥৩২

যাঁহারা সংসারে সকল প্রকার বিষয় সংস্কার পরিত্যাগ পূর্বক বিষয়াসক্তি বিসর্জনে নিরন্তর আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাদৃশ রাগ-দ্বেষাদিশূন্য মমবন্দীন মুনিগণের পক্ষে আপনাই যে আত্মস্বরূপ, তাহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি অজ্ঞানী? ভগবন্ পরিহাসের কারণ কি? ॥৩৩

এই অমন্ত সংসারে ভৌম, দিব্যম্ ও অন্তরীক্ষ বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ কালে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকাদি যে সকল ঘোর যাতনা জীবকে নিরন্তর ভোগ করিতে হয়, হে ভগবন্! সেই সাংসারিক জীবের সংসার-দুঃখ বিনাশকারী এই পবিত্র মন্ত্রবলে অবতীর্ণ হইয়া, ত্রিলোকের দুঃখ বিনাশকারী যম জয়ন্ত বিস্তার করিতেছেন; হে প্রভো! আপনার চরণ-কমল কে বিস্মৃত হইতে পারে ॥৩৪

আপনার জ্ঞানৈশ্বর্য্যের সীমা নাই। জীবগণের মঙ্গল-কামনায় ধর্মরাজরূপে মমবন্দনাকল সৃষ্টিতে প্রভূত উপকার করত, জীবের উদ্ধারের পথ নির্দেশ করিয়াছেন; আপনি ঔর মাত্রেই আত্মস্বরূপ,

তমব্রবেদ্যোঽঙ্গ: প্রাহ: পরমধর্মবিৎ ঋষিকো বাক্যম্।
মহা দুর্লভ ইদমতীব দুষ্করং বালো নরর্ষে হ ত্বমীদৃশঃ ॥৪৮

তৃপশ্চিত্রমুবাচেদং বালানীতেতুপলক্ষিতম্ শ্লক্ষ্ণম্।
বাক্যজ্ঞোঽভিসম্পন্নো বাগ্মী সন্নার্যোঽবমন্যতে মুনিঃ ॥৪৯

তস্যৈতদ্ধচনং শ্রুত্বা সর্বধর্মবিদাং বরম্।
প্রশশংসুর্মহাত্মানং সর্বে তে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৫০

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫১

তে তমূচুর্মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫২

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৩

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৪

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৫

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৬

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৭

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৮

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৯

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৬০

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৬১

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্।
ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৬২

ততঃ তথা তমব্রবেদ্যঃ অঙ্গি তথা পরমধর্মবিৎ ঋষিকো বাক্যম্ উবাচ। মহা দুর্লভ ইদমতীব দুষ্করং বালো নরর্ষে হ ত্বমীদৃশঃ ॥৪৮

তৃপশ্চিত্রমুবাচেদং বালানীতেতুপলক্ষিতম্ শ্লক্ষ্ণম্। বাক্যজ্ঞোঽভিসম্পন্নো বাগ্মী সন্নার্যোঽবমন্যতে মুনিঃ ॥৪৯

তস্যৈতদ্ধচনং শ্রুত্বা সর্বধর্মবিদাং বরম্। প্রশশংসুর্মহাত্মানং সর্বে তে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৫০

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫১

তে তমূচুর্মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫২

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৩

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৪

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৫

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৬

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৭

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৮

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৫৯

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৬০

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৬১

ততঃ সর্বে মহাত্মানো বালমেবাভিপূজয়ন্। ঋষয়ো নিয়তাহারা বভূবুস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৬২

দেবের স্ত্রী এবং বিশিষ্টার-স্বরূপ; আপনাকে প্রণাম করি ॥৪৪

হে সর্ববাগ্মিন্! এই সকল বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া যখন এখানে উপনীত হইয়াছেন, তখন অনুগ্রহ প্রকাশে অনেক দিবস এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার পাদরজঃ স্পর্শে এই বিদিতাশ্রম পূত হউক ॥৪৫

বিদিতাশ্বপতি রাজা বৃহদশ্ব কর্তৃক এই প্রকারে অভ্যর্থিত হইয়া, লোক-পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদিতাশ্রমী মহর্ষিগণের তত্ত্বাবধান-কামনায় অনেক দিবস তথায় অবস্থান করিলেন ॥৪৬

এদিকে মহর্ষিগণের সহিত একত্রে ব্রাহ্মণও বীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে মুনিগণকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দচিত্তে বীর পুত্রকে মস্তকোপরি বহু পরিক্রমণ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৪৭

তিনি তৃণাদি নির্মিত বিচিত্র আসনসমূহ সকলকে প্রদান করিলে, শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ ঋষিগণ সকলে যথাযথানে উপবেশন করিলেন; অনন্তর তাঁহার আনন্দ সহকারে যথা বীতিতে সকলের আতিথ্য করিলেন এবং স্বয়ং বসিয়া সর্ব বিষয়ে আনন্দ-সহকারে তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রসঙ্গাদি করাইলেন ॥৪৮

এবং মহর্ষিগণ যথোচিত সিদ্ধ হইলে যেরূপ তৃপ্তি লাভ হয়, সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণের তাদৃশ পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগের অনুমতিতে যথা আশ্রমকে ও সকল পরিবারবর্গকে প্রাপ্ত করাইলেন ॥৪৯

পুরোডাশোপম ফল, মূল, মধু, পুষ্প, ফল, বীজ এবং নানাবিধ পুরাণি বৃক্ষবিশেষের মূল দ্বারা

মুনয়িস্তাম্ কৃতাতিথ্যান্ প্রত্যুবাচ উপাহিতঃ।
সদস্যর্ত্বিগ্যজমানপত্ন্যাচার্যপুরস্কৃতঃ ॥৪৩

প্রহসন্নিব উবাচ।

অহো নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পারমপুরুষঃ।
বর্ষদ্ভিঃ পঞ্চভিঃ সদ্ভিঃ প্রদিষ্টো হ্যাত্মদস্তয়া ॥৪৪

যদা পরাঃ পুরুষো মধ্বৈধো দুরাশয়া।
সৃষ্ট্বা লোকং পরং যাতমনুবিদ্ধাবলাদতে ॥৪৫

সুখায় দুঃখতাঃ পশ্যন্ত্রার্তায় বাভিলাষিতাম্।
নৃণাং সংসৃতিবন্ধায়ন্তর্হি প্রকৃতিলাম্বনাৎ ॥৪৬

সত্রাসীনস্য (যজ্ঞায় উপবিষ্টস্য; যজ্ঞস্য আরম্ভাদি ৪ দৈত্য দর্শিতম্) ঋত্বিগাদিভিঃ (ঋত্বিক্ আদিভিঃ পূজারি যেন তান্) পরিবৃতস্য, ঋত্বিগাদীনাম্ (ঋত্বিক্ পূজারি যেন তান্) পরিবৃতস্য, ঋত্বিগাদীনাম্ (ঋত্বিক্ পূজারি যেন তান্) সমীপে উপবিষ্টস্য, প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) অত্রি উপস্থিতা সমীপে উপবিষ্টস্য প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ) অত্রিপ্রভৃতি সর্বর্ষিভ্যোঽতি অত্রিপ্রভৃতিভ্যঃ ঋষিভ্যঃ। ৪৩

প্রহসন্নিব উবাচ। পরমপুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ ভগবান্ যঃ ভগবান্ স্বয়ং এব প্রাপ্তঃ ইতি ন, কিন্তু যদি অপরিচিতঃ ইব বিদ্ধ হয়ে আমাদের অনুগ্রহার্থং, তাঁহার প্রাপ্তঃ প্রতি দ্বা দান করেছেন্ তাঁহার প্রাপ্তঃ। ৪৪

আত্মনা তব মায়য়া মোহিতেন যদা যখন একা এবং পরাঃ পুরুষঃ পরম্ ভগবান্ তাঁহাকেও বিস্মৃতে যাঁহার লোকঃ দেবর্ষিতৃ-মনুষ্যাদি-দেবতাঃ সৃষ্ট যখন সৃষ্টির দ্বারা অবতারান্তে, তখন যখন অবতারান্তে। ৪৫

কিন্তু পরম বিস্তৃত পুরুষঃ ঘটতেন (ঘটনা দ্বারা প্রকাশঃ পুরুষঃ) অতএব অবিদ্যমান তখন ইহা দ্বারা সব সম্বন্ধযুক্ত তখন ইহা পুরুষ অন্তর্যামি ঈশ্বর যে আছেন। (৪৫) মোহ-মোহাবেশে। ৪৬

পূর্ণাহুতি করিয়া ঋত্বিক্ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ পানীয় জল, কন্যা, তুলসী, ফুল, ফল এবং দক্ষিণা-বস্তুক যজ্ঞ ও যথাসংস্থানীয় পূজা প্রভৃতি দ্বারা বিধি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান এবং শ্রীকৃষ্ণের যথোক্তি আরাধনা করিলেন। ৪১

এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে পরমাত্মা হৃষীকেশ নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন, সেই মুনিগণ ব্রাহ্মণগণ এবং যাঁহার পাদপদ্ম হইতে সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা উৎপন্না হইয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে আমার গৃহে যোগ অনুরূপ-সদৃশ সাধারণ-সুরে নিত্য বাসিত অবস্থায় কি প্রকারে ক্ষমতার হইল ৪২

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আহিতা গ্রহণে আসনে সুখাসীন হইলে, নিজেই ভগবান্ স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারবর্গ সহ উপবেশন উপনীত হইলেন এবং তাঁহার পাদ-সংবাহন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত বলিলেন— ৪৩

প্রহসন্নিব বলিলেন—হে পরাৎপর পরমপুরুষ! আপনি সর্ববিদ্য! আপনার অজ্ঞাত কোথাও নাই; সন্ধ্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া, আপনি স্বয়ংরূপে সকলের অন্তরে নিজেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু কেহ আপনাকে এযাবৎ সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারেন নাই; অথচ কেবল আপনি আমাদের অভিপ্রায়ের জ্ঞাতা—এরূপ আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ৪৪

মানব যখন অন্ধ হয়, তখন তাহার যাবতীয় দোষিত হইয়া, তখন মনে মনে ভাগ্যদোষাভিভূত অন্ধ-মনুষ্য দেব, ঋষি ও মনুষ্যাদি দেহ-সমূহের সৃজনে তন্মধ্যে আহারাদির ন্যায় যথাস্থানে অবস্থানপূর্বক যেমন নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব করে না; সেইরূপ সর্বপ্রাণী আপনিও সৃষ্টির অন্তরে পৃথক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হন না ৪৫

কিন্তু হে ভগবন্! যাঁহারা নিরন্তর আপনার গুণগ্রাম শ্রবণ করেন, আপনার অনুগ্রহের মহিমা ঋষিদের আলাপ করেন, আপনার বর্ণনা এবং অভিবাদনাদি করেন এবং আপনার প্রতি কায়মনোবাক্যে নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন, তাদৃশ

কৃপিণোঽপ্যধিমূঢ়স্য কর্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মপক্ষিভিরাহোস্বিৎপাত্রপক্ষতপাত্মনাম্ ॥৪৭
ন্যূনোঽয়ং ভেদযাত্মবিদাং পাত্রমনে
অনাত্মনে বাত্মবিদ্ভক্তয়তে।
দত্তাপোত্তারণশিলয়োর্যুবে
যদ্যদ্বাদ দৃতক্রতুং ঋষে ॥৪৮

কর্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্ (কর্মভিঃ লৌকিক বৈদিক-ব্যবহারৈঃ বিক্ষিপ্তং চেতঃ যেষাং তেষাম্) কৃপিণঃ অপি কৃপণঃ ; যতঃ আত্মপক্ষিভিঃ আত্মরূপাভিঃ অজ্ঞানৈঃ ব্যাপ্তিঃ, অতঃ কৃপণঃ কিন্তু ঈশ্বরকৃপাপাত্রম্ (ঈশ্বরকৃপা প্রাপ্ত-প্রেম-ভক্তাদি-সম্পদাঃ যতো অজ্ঞানতমঃ যেষাং যেষাং ন) অতঃ ন্যূনোঽয়ং অপাত্রমিতঃ এব ন ভবতি ॥৭

অনাত্মবিদাং ভূতভৌতিক-পঞ্চতত্ত্ব-বিলক্ষণ-তত্ত্বজ্ঞানাভাব-পরমাত্মনঃ পরমাত্মরূপ প্রকাশাভাবম্ (অজ্ঞানতঃ, অনাত্মনে দেহাত্মবাদিনে ভক্তায়) ন ভবতি (যাং পরমাত্মরূপ প্রকাশাভাবাৎ কৃতঃ ঈশ্বরোপ বিমুখঃ ; অতঃ কৃপণঃ কৃপাঃ কৃপাপাত্রমিতঃ পাত্রমনে যেন ভবতি) অজ্ঞানতমঃ-ব্যাপ্তিঃ (অজ্ঞানং ব্যাপ্তিরূপম্, অজ্ঞানং প্রকৃতিঃ,

বিষ্ণুচিত্ত মানবদেহের অস্থায়িত্বে আপনি সর্বদা বিষাদ করেন বটে ; কিন্তু যাহার মহত্ত্বলাভের ইচ্ছা অথবা বিষাদ করিতেছেন ॥৬

লৌকিক এবং বৈদিক কর্মকলাপে সকল বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের হৃদয়ে যাহা রহিয়াছে, আপনি নিতান্ত মূর্খদিগের ন্যায় প্রতীত হন ; কিন্তু যাহারা আত্মা এবং জীবনাদি বিভিন্ন বস্তুসমূহ জানিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও আপনি যীয় ঐশ্বর্যাদি শক্তিতে সমধিকশালি হইলেও, একান্ত বিকটবর্তীর ন্যায় প্রতীত হন ॥৭

দেহাদিতে আত্মাভিমানের নিবারণে যাঁহাদের হৃদয়ে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপের উদয় হইয়াছে, হে ব্রহ্মন্। পরমাত্মরূপের প্রকাশে আপনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানে মুক্ত করিয়া থাকেন।

ন হ্যন্যৎ যদ্বয়াৎ যঃ কিং বেদ ভবযান্ বে।
এতদন্তো নৃণাং বেদো যদ্বানবগোচর ॥৪৯

শ্রীশুক উবাচ।
গুরুকৃষ্ণানুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রপিতামহো।
স্মৃত্বা পাণিনা পাণিং প্রহসন্নত্যুবাচ হ ॥৫০

ভক্তজনা বিদন্তি, উপাসতে,) উদ্ধব বিনোদনায় আগতঃ, অতএব ভগবান্ ভক্তজনায় তথা অবিদিতা দৃষ্টি আদি বেদ ঘটে যে অথঃ কৃপার ন্যায় ॥৪৮

ন হ্যন্যৎ যদ্বয়াৎ যঃ অথবা যদ্বয়াৎ পাণি আত্মাপর, যে বেদ ; তত্ত্বাই বাস্ত কিং ভবযান্ ; যং অন্যৎ ভবান্ অবিদিতঃ ভবেৎ, এতদন্তঃ ভবন্তাবধি এব নৃণাং বেদঃ ন তিষ্ঠতি প্রবর্ততে ॥৯

শ্রীশুক উবাচ। ইতি এবং ভক্তজনপ্রসাদম্ উপাসনা প্রভাবং ভগবান্ প্রপিতামহঃ ব্রহ্মাপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্মৃত্বা পাণিং পাণিনা গৃহীত্বা হ ইতি তথেন প্রসন্ন ভূত্বা উবাচ ॥১০

কিন্তু যাহারা দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ জীবনেরই প্রতি বদ্ধ আছে, আপনি তাহাদিগকে পরমাত্মস্বরূপের সম্পূর্ণ বিপরীত জনন-মরণরূপ সংসারই প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি মহাদেবী ভার্যা এবং তাহাদের জ্ঞান-বলাদি যে মূলা প্রকৃতি, এবম্ভূতকে উপাধিরূপে স্বীকার করিলেও, আপনার জ্ঞান-শক্তির কোনরূপ বৈপরীত্য ঘটে না ; কিন্তু তদধীন যাহারা মনোহারিত হইয়া, জীবের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং আপনি সর্ববিদ্যা। আপনাকে প্রণাম করি ॥৮

আপনি পরমপূজ্য পরমেশ্বর। আমরা আপনার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ; যে দেব। অনুমতি করুন। আপনার কি অভিলাষ আমাদিগকে পূরণ করিতে হইবে। আপনার সমীপে কিন্তু আমাদের কিছুই প্রার্থনীয় নাই ॥৯

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মণ্যেষ্বনুরক্তার্থং সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধ্যনুব্রতান্।
সকৃদ্যদ্ধি গতা লোকান্ পুনন্তঃ পাদরেণবঃ ৪১
যেষাং ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দৃশ্যস্পর্শার্চকৈঃ।
সদ্যঃ পুনন্তি কালেন তত্রস্থাংস্তেষ্বপেক্ষয়া ৪২
ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
তপসঃ বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ ৪৩

ন ব্রাহ্মণৈঃ সদৃশঃ ক্ষেত্রপবচ্চরাচরম্।
পশ্যামো বিশ্বতঃ পাত্রং তদ্ধ্যেষামন্নমাদৃতম্ ৪৪
তৎপূজয়া অধিযজ্ঞেশমারাধ্যোপাসিতাস্মৃতঃ।
তুষ্যেৎ যা বিপ্রমাত্রাণাং মহাপুরুষপূজয়া ৪৫
চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাত্র হেতবঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রাদিভি ক্ষেত্রস্তস্মাদ্বিপ্রা মমাঃ সুরাঃ ৪৬

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ব্রহ্মন্! অধিকন্তু যদি তে পাদরেণবঃ লোকান্ পুনন্তঃ এব সন্তি তান্, অনুব্রতান্ মুনীন্, মে তব অনুগ্রহার্থায় সম্প্রাপ্তান্, বিদ্ধি ৪১

যেষাং ক্ষেত্রাণি—ক্ষেত্রাণি আশ্রমাদয়ঃ তীর্থানি সরাংসি, দৃশ্যস্পর্শার্চকৈঃ দর্শন স্পর্শন পূজাদিভিঃ, সদ্যঃ তৎক্ষণাৎ কালেন তত্র তত্রস্থান্ পুনন্তি তত্তৎস্থ পবিত্রয়ন্তি (তত্তৎস্থানাং প্রাধান্যেন ঈশ্বরত্বং ন তু স্বতন্ত্রত্বম্) ৪২

ইহ সংসারে সর্বেষাং প্রাণিনাং মধ্যে ব্রহ্মণঃ জন্মনা শ্রেয়ান্, উত্তমঃ বিদ্যা, তুষ্ট্যা তথা তপসা (যদ্বা তপসা বিদ্যয়া ঈশ্বরারাধনেন তুষ্ট্যা) যুতঃ ব্রাহ্মণঃ শ্রেয়ান্, ইতি কিমু বক্তব্যম্ ৪৩

ব্রাহ্মণানাং যে মম চতুর্মুখাদয়ঃ তৈঃ অধিকং বিদ্বান্, যদ্বা বিদ্বাংসঃ সর্বশ্রেষ্ঠাঃ তথা আত্মা হি সর্বশ্রেষ্ঠঃ (তথাপ্যাহ ব্রহ্মক্ষত্রাদিভিঃ) ৪৪

এবং পূর্বোক্তেন মম সমস্ত অধিকারিণঃ এব অনুগ্রহায় অস্মৎ সেবাবিরহকথাযাং, তদ্বারা অন্যত্র অন্যত্রাপি শ্রদ্ধাবতাং ঈশ্বরাণাং পূজাকর্তৃণাং যে ফলং সেবোপকরিষ্যমাণানাম্, অন্যেষাং তু মদ্ভক্তানাং বিদুষাং অকর্তৃণাং ৪৫

চরাচরং যদ্ভাবাদ্যাঃ, বিদ্বাংসঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ, ইদং বিদ্বাং তথা অন্যে বিদ্বাংসঃ যে তথাঃ সর্বশ্রেষ্ঠাঃ তৈঃ সর্বাণি ব্রহ্মক্ষত্রাদি ইতি যেষাং নামভিঃ ৪৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রবল-ভক্তানুরাগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৌবরাজ্য অভিষেকের ভাবণ বিরহোক্তি শ্রবণ করিয়া, বীর কমলদলে অভিষেকের উপযোগী পূর্বক মহাঘ-বসনে তাঁহাকে সংবাধনপূর্বক বলিলেন— ৪০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! চরণধূলি প্রদানে এই সমস্ত লোকদিগকে পবিত্র করিবার অভিপ্রায়েই এই মুনিগণ আমার নিকট সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন; বিশেষ মহত্ত্বের প্রকাশেই কেবল ইঁহারা অল্প আপনার আশ্রয়ে সন্তুষ্টি উপলব্ধি হইলেন ৪১

সেবাপ্রতিমা, অযোধ্যা মথুরাদি পবিত্র ক্ষেত্রসমূহ এবং গয়াদি তীর্থসমূহ দর্শন এবং স্পর্শনপূজাদির বলে জীবকে ক্রমশঃ বহুকালে পবিত্র করে; কেই ব্রাহ্মণগণ কিন্তু কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধেরই বলেই জীবকে অবিলম্বে পবিত্র করিয়া থাকেন ৪২

সকল প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণগণ জন্মতই শ্রেষ্ঠ, তদুপরি যাঁহারা আবার তপস্যা বেদাধ্যয়নজন্য বিদ্যা, তুষ্টি এবং মদীয় আরাধনারূপ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ৪৩

দেখুন! ব্রাহ্মণের অপেক্ষা আমার প্রিয় বস্তু আর সংসারে কিছুই নাই; অধিক কি? এই আমার চতুর্মুখ মূর্তিও ব্রাহ্মণের অপেক্ষা প্রিয় নহে। কারণ বিপ্র সর্বদেবময় এবং আমি দেবপ্রতিনিধিকে সমস্ত দেবতারই স্বরূপ; সুতরাং মনুষ্যকুলের প্রতিপালনার্থ ব্রাহ্মণই একমাত্র হেতু ৪৪

আমার এই অভিপ্রায় অবগত না হইয়াই,

তমাহ ভগবানেতান্ ব্রহ্মন্ অনুগৃহ্যতাম্।
এবমেবাস্মিতোঽস্মাভি: সাধ্যা দুর্বিগৃহ্যতাম্ ॥৫৭

শ্রীশুক উবাচ।

ন ইত্থং প্রভুণাদিষ্টা: সহকৃষ্ণা দ্বিজোত্তমা:।
আত্মাবৈকাত্মভাবেন বৈদিকেনাপ সম্বদন্ ॥৫৮

এবং ব্রহ্মকরো রাজন্ তমসাং তমসক্রিয়াম্।
উদিতায়ন্তি সন্দার্য: পুরুষাবিরতোঽভবৎ ॥৫৯

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পাদ্মসংজ্ঞায়াং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়: ॥১৩

তমসাং যে ব্রহ্মন্। এবমেব, ত্রয়ীনাশ, অন্যথা (যদি যা ব্রহ্ম আছে তাহা) আছে। এবং [ভা. ৭।৫।৩১] অর্থাদিনি, অন্যা নাস্তি, আছে তাহা অস্তিত্ব আছি। অন্যথা দুর্বিগৃহ্যতাম্ অন্যথা অস্তিত্ব নৈব তর্কিতব্যানি ॥৫৭

শ্রীশুক: উবাচ। প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন ইত্থম্, আদিষ্টা: সা ব্রহ্মকন্যা:, বৈদিকি: অন্যথা ব্রহ্মন অবিচিন্ত্য, বিজাতীয়ভাবে, ঐক্যাত্মভাবেন অন্তর্যামী আত্মনা তমসি তিরোধানে ॥৫৮

এ ব্রহ্মন্। তমসক্রিয়ায়াম্, অন্ধকারস্য যা তমসা, শ্রীকৃষ্ণে এবং অন্তর্ধানে সংসেবনরূপা যা: শ্রীমার্গে, উদিতা তিরা তয় অন্যায় সন্দার্য সন্ধ্যা নাম স্বর্গস্থিতোপাসনা কোকস্থিতিকরণায়, অতিক্রম পুনঃ প্রাদুর্ভূতা, অভবৎ ॥৫৯

॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়: ॥

দুর্বিনীত যাহিনগণ প্রকৃত তত্ত্বের উপর কোনের আবেগে ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে থাকে। সুতরাং দেবপ্রতিমাদি আরাধনাতেই যেমন কার্যোদ্ধারে বেলেক বিরোধাভাসের সাক্ষাৎ উপলব্ধি শুকদাসীর ব্রাহ্মণকে অপমানিত করায়, তদ্রূপ আমারই অবমান করিয়া থাকে ॥৫৫

অহো! এই চরাচরাত্মক বিশ্ব নারায়ণের আবরণীয় ভাবের হেতু যে আমি এবং আমিই যে এই সকলভাবে বিরাজ করিতেছি, তাহা কেবল এক ব্রাহ্মণই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন এবং সর্বভাবে ও সকলরূপে তাঁহারা কেবল আমাকেই অবলোকন করিয়া থাকেন ॥৫৬

অতএব হে ব্রহ্মন্। বিশেষ আদর এবং শ্রদ্ধা সহকারে এই ব্রাহ্মণদিগের সেবা করা কর্তব্য। তাহাতেই আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিব। নতুবা দুষ্টি বস্তু প্রদানে আমার পূজাদি করিলেও, তোমার কোনরূপই ফল লাভ হইবে না ॥৫৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন, ভগবানের আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ কন্যাগণ এবং বিদিতাবিদিত সহকারে উভয়েই পৃথক্ ভাবে যথাযথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা ব্রহ্মবিদ্যের তুল্য আরাধনায় ভগবদ্ধাম লাভ করিলেন ॥৫৮

হে নারায়ণ! ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইলে পুনরায় বিষ্ণুধাম অন্তর্ধান পূর্বক তাঁহাদিগকে সাযুজ্যমোক্ষের মুক্তির উপায় প্রদর্শনে পুনরায় ব্রাহ্মণীতে প্রত্যাগমন করিলেন ॥৫৯

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতপ্রণীত পাদ্মসংহিতা মহিমায় শ্রীমদ্ভাগবতকথাপ্রসঙ্গে
ভগবদ্ভক্ত পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-কৃত দ্বাদশস্কন্ধের
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[মোক্ষধর্ম্ম।]

পরীক্ষিদুবাচ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবত্তম।
কথং চরন্তি প্রুষাঃ সাক্ষাৎ সনাতনং পদং ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনোবাসাদুপাশ্রিতান্।
আত্মগত্যা বিনিয়চ্ছেদ্বিদ্বান্ তদ্বিষয়গ্রহাৎ ॥২

তৈলা হ্যপনিষদ্ ব্রাহ্মী পুরুষেণ পুরাঽঽত্মনে।
অন্বীক্ষ্য মুনয়ো বিদ্বান্ সেকুরঞ্জসমন্তকম্ ॥৩
অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥৪
একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥৫

অন্বয়।

বিদ্বান্ [পণ্ডিতঃ] তৈলা। যে ব্রহ্মন্। অনির্দ্দেশ্যে অনির্দ্দিষ্টধর্ম্মে, নির্গুণে সত্ত্বাদিগুণরহিতে পরে পরস্মিন্, অথবা সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ ঊর্দ্ধে বর্ত্তমানে ব্রহ্মণি [ব্রহ্মবিষয়ে] ত্বং [ত্বয়া] কথং [কথম্] [কিপ্রকারেণ] চরন্তি [চর্য্যা ক্রিয়তে] ॥১

ঋষিঃ শ্রীশুকঃ তৈলং [প্রতি] প্রুষঃ [পরমেশ্বরঃ] তস্মৈ [তৈলায়] আত্মনে [আত্মবিষয়ায়] যাং [যস্যাং] ব্রাহ্মীং [ব্রহ্মবিষয়িণীং] উপনিষদং [রহস্যং] পুরা [পূর্ব্বং] উবাচ [কথিতবান্] তাং [তাদৃশীং] বিদ্বান্ [জ্ঞানবান্] মুনিঃ [মননশীলঃ] অন্বীক্ষ্য [বিচার্য্য] সেকুঃ [সিষেবিরে] অঞ্জসমন্তকম্ [অনায়াসেন মোক্ষপর্য্যন্তম্] ॥৩

অত্র [অস্মিন্ বিষয়ে] তে [তুভ্যং] নারায়ণান্বিতাং [নারায়ণসম্বন্ধিনীং] গাথাং [ইতিহাসং] বর্ণয়িষ্যামি [কথয়িষ্যামি] নারদস্য চ ঋষেঃ নারায়ণস্য চ সংবাদরূপেণোপাখ্যানং চ ॥৪

একদা [কস্মিংশ্চিৎ কালে] ভগবৎপ্রিয়ঃ [ভগবদ্ভক্তঃ] নারদো মুনিঃ লোকান্ পর্য্যটন্ [ভ্রমন্] সনাতনং [নিত্যং] ঋষিং [নরং] দ্রষ্টুং [সাক্ষাৎকর্ত্তুং] নারায়ণাশ্রমং যযৌ [জগাম] ॥৫

অন্বয়।

যাং [যস্যাং] ব্রাহ্মীং [ব্রহ্মবিষয়িণীং] উপনিষদং [রহস্যং] পুরা [পূর্ব্বং] পুরুষঃ [পরমেশ্বরঃ] তৈলায় [তৈলং প্রতি] উবাচ [কথিতবান্] তাং [তাদৃশীং] বিদ্বান্ [জ্ঞানবান্] মুনিঃ [মননশীলঃ] অন্বীক্ষ্য [বিচার্য্য] সেকুঃ [সিষেবিরে] অঞ্জসমন্তকম্ [অনায়াসেন মোক্ষপর্য্যন্তম্] ॥৩

অত্র [অস্মিন্ বিষয়ে] তে [তুভ্যং] নারায়ণান্বিতাং [নারায়ণসম্বন্ধিনীং] গাথাং [ইতিহাসং] বর্ণয়িষ্যামি [কথয়িষ্যামি] নারদস্য চ ঋষেঃ নারায়ণস্য চ সংবাদরূপেণোপাখ্যানং চ ॥৪

একদা [কস্মিংশ্চিৎ কালে] ভগবৎপ্রিয়ঃ [ভগবদ্ভক্তঃ] নারদো মুনিঃ লোকান্ পর্য্যটন্ [ভ্রমন্] সনাতনং [নিত্যং] ঋষিং [নরং] দ্রষ্টুং [সাক্ষাৎকর্ত্তুং] নারায়ণাশ্রমং যযৌ [জগাম] ॥৫

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[মোক্ষধর্ম্ম।]

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কার্য্য-কারণের সম্পূর্ণ অতীত নির্গুণ অবাঙ্মনসগোচর সাক্ষাৎ পরব্রহ্মকে সকল ঋষিরাই লাভের জন্য কি প্রকারে প্রতিপালন করিলেন ?১

ঋষিবর শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সর্ব্বজনপূজ্যবর পরম-পূজ্য পরমেশ্বরের ঔপনিষদি বিষয়গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বাচিক, চাক্ষুষিক এবং ঘ্রাণিক অর্থের দ্বারা পূজ্য পূজ্য জন, উপাদানাদি ইন্দ্রিয় অর্থের মূলে অর্থাদি শ্রোত্র এবং পুরুষের দেব বিগ্রহ ও বহুপ্রাদি বিচিত্র দেহ-রচনা হইতে নিবৃত্তি-লাভের দ্বারা মুক্তি-প্রাপ্তির জন্য, প্রাণিবর্গের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণের রচনা করিয়াছেন ॥২

এই মনোরূপায়-বিশিষ্ট পরমব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহ ঋষি প্রাচীন সনন্দাদি ঋষিগণ আত্মের সহিত অবধারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি যে বাক্তি বিশেষ আত্মাভিমুখে তাদৃশ শ্রুতিকে হৃদয়ে অবধারণ করেন, তিনি যেকোনি আবর্ত্তীয় উপাধি হইতে বিমুক্তাভিমান হইয়া, পরম মঙ্গলময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥৩

এবং বিষয়ে আপনার সন্দেহনিরাসার্থ নারায়ণ কর্ত্তৃক শ্রুতিমুখ-বাচক অপূর্ব্ব গাথা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ করুন। একদা কোনও

যো বৈ ভগবতস্তস্মিন্ কেবলে বাসুদেবে নৃণাম্।
ধর্মজ্ঞানসমাপেতনাকল্পাদিভিরঞ্জসা ॥৬
তন্মোপযিষ্টবানৃষির্যৎ কলাপগ্রামবর্ষিভিঃ।
পরীক্ষিতায় পৃচ্ছতে বিষ্ণুরাতেন সাদরম্ ॥৭
তস্যৈব হ্যপমন্ত্রয়ামূষীণাং পূর্বজাসিনম্।
যো ব্রহ্মবাদ পূর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥৮

শ্রীভগবানুবাচ।

বাদরায়ণ ব্রহ্মর্ষে ঈদৃগেবৈতদীপ্সিতম্।
ত্রয়্যারুণেয়কাদীনাং মুনীনামুডুরাজবৎ ॥৯

যে বৈ ভগবতস্তস্মিন্ কেবলে বাসুদেবে নৃণাম্ ধর্মজ্ঞানসমাপেতনাকল্পাদিভিঃ অঞ্জসা তন্মোপযিষ্টবান্ ঋষির্যৎ কলাপগ্রামবর্ষিভিঃ পরীক্ষিতায় পৃচ্ছতে বিষ্ণুরাতেন সাদরম্ তস্যৈব হ্যপমন্ত্রয়ামূষীণাং পূর্বজাসিনম্ যো ব্রহ্মবাদ পূর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥৬-৮

শ্রীভগবানুবাচ।

বাদরায়ণ ব্রহ্মর্ষে ঈদৃগেবৈতদীপ্সিতম্ ত্রয়্যারুণেয়কাদীনাং মুনীনামুডুরাজবৎ ॥৯

যিনি ভগবান্ বাসুদেবের সম্বন্ধে মানবগণের সনোবন্ধন-নিবৃত্তি পূর্বক পরমানন্দলাভ পক্ষে সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য, যিনি ধর্মজ্ঞানযোগাদি ধর্মকর্ম, আত্মতত্ত্বের অনুভূতি সাধন পরম জ্ঞান এবং বিষয়-বৈরাগ্যের অনুশীলনে মনুষ্যকাল পর্যন্ত উপযোগী হইবার সম্বন্ধে যাঁহা সাক্ষাৎ করিতে-ছিলেন ॥৬

যে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐক বহ্বাদুনি কলাপগ্রামবাসী

পেতরীপঃ পরমর্ষি প্রষ্টুঃ সমীয়ুষম্।
ব্রহ্মবাদ ইতস্তাবৎ প্রশ্নো যত্র নেয়তে।
তত্র যাবদ্বুধং প্রশ্নং যাং যমনুপৃচ্ছসি ॥১০

ফুল্লারবিন্দনয়নাদীনাস্তন্যবীরাধিরাজয়োঃ।
ঋষিঃ উবাচ প্রশ্নমেবং তত্ত্বজ্ঞসম্মতম্ ॥১১

সনৎকুমার উবাচ।

বসুদেবসুতাদীনাং সম্মানং সহ শক্তিভিঃ।
তনুতে যোগরাজ্ঞস্তু স্মরতঃ পরম্ ॥১২

যিনি ভগবান্ বাসুদেবের সম্বন্ধে মানবগণের সনোবন্ধন-নিবৃত্তি পূর্বক পরমানন্দলাভ পক্ষে সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য, যিনি ধর্মজ্ঞানযোগাদি ধর্মকর্ম, আত্মতত্ত্বের অনুভূতি সাধন পরম জ্ঞান এবং বিষয়-বৈরাগ্যের অনুশীলনে মনুষ্যকাল পর্যন্ত উপযোগী হইবার সম্বন্ধে যাঁহা সাক্ষাৎ করিতে-ছিলেন, যে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐক বহ্বাদুনি (বহুসংখ্যক মুনি) কলাপগ্রামবাসী পেতরীপ পরমর্ষি প্রষ্টুর সমীপে আগমন করিলে, তাঁহারা যাবৎ প্রশ্ন করেন, তাবৎ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে ঋষি কুণ্ঠিত হয়েন না, যে ঋষি ফুল্লারবিন্দনয়ন তন্যবীরাধিরাজ ঋষিকে তত্ত্বজ্ঞসম্মত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি বসুদেবসুতাদীনাং সম্মানং সহ শক্তিভিঃ তনুতে যোগরাজ্ঞস্তু স্মরতঃ পরম্ ॥১০-১২

নারায়ণ সহিত বহ্বৃচগণ ভগবান্ ঋষির যে সকল সংবাদ শুনিয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিব ॥৫

একদিবস ভগবদ্ভক্ত নারদ ঐকান্তিক লোকসমূহে পর্যটন করত, প্রাচীন ঋষি নারায়ণকে বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন ॥৬

এই নারায়ণ ঋষি ভারতবর্ষে মানবগণের সনোবন্ধন-নিবৃত্তি পূর্বক পরমানন্দলাভ পক্ষে সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য, যিনি ধর্মজ্ঞানযোগাদি ধর্মকর্ম, আত্মতত্ত্বের অনুভূতি সাধন পরম জ্ঞান এবং বিষয়-বৈরাগ্যের অনুশীলনে মনুষ্যকাল পর্যন্ত উপযোগী হইবার সম্বন্ধে তাঁহা সাক্ষাৎ করিতে-ছিলেন ॥৬

যে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐক বহ্বাদুনি কলাপগ্রামবাসী

নারায়ণ সহিত বহ্বৃচগণ ভগবান্ ঋষির যে সকল সংবাদ শুনিয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিব ॥৫

একদিবস ভগবদ্ভক্ত নারদ ঐকান্তিক লোকসমূহে পর্যটন করত, প্রাচীন ঋষি নারায়ণকে বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন ॥৬

ভগবান্ নারায়ণ ঋষির সনকের ঋষিগণের সহিত দেবর্ষি নারদকে সম্ভাষণ পূর্বক, ব্রহ্মলোক-বাসী প্রাচীন সনকাদি ঋষিগণের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধে যেরূপ মীমাংসা হইয়াছিল, আনুপূর্বিক তাহাই বর্ণন করিলেন ॥৮

তিনি দেবর্ষিকে সম্ভাষণ পূর্বক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্বকালে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণপুত্র উর্ধ্বরেতা নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ একটী ব্রহ্মসত্রের অনুষ্ঠান করেন ॥৯

যথা পরান্ন গ্রাহ্যং ধর্ম্মিষ্ঠমুৎপথগ্রাহিণে।
প্রভূতেরুক্তেত্যা পুরোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুবোধিতং ॥১০

ক্রতুরুবাচ।

অয়ং অয় মহাভাগ ভোগবতীতলাৎ
ঘর্ষসি ভাস্বতা সদৃশরূপসমন্বিতঃ।

অবরুদ্ধস্তথাত্মানং বিলপন্তমধোমুখং ত্বে
ঋষিবরাত্মজা ত ঋষেরাত্মভবেষিতং ॥১৪

ইত্যুপলম্ভমকরন্ত্যজ্যেশবরা
যত ঈরাত্মজো বিকৃতেন্দ্রিয়ং যাধিক্ষিপৎ।
অত ঋষয়ো বদন্তি অনাবৃতনাচরিতং
ভবভবনা অবন্তি মুখি সন্তপরাধি মুনাম্ ॥১৫

মূলং-প্রভ-তপসীনা (মূলাদি প্রভাবি অবয়বসৌষ্ঠবি তপাদি বিশেষিতবতীতি, বীপাদি প্রভাবা: ৪ যেষাং তে) মূলাদীপ্রবিষয়া। (মূলা: বীজা: বিদাদি অন্ন: পত্রং বল্কলা: ত্বিশীলা: যেষাং তে) সর্ব্বে ঋষিবিশেষাস্তে এব সকলা প্রাসাদ প্রকারা: তান্, অন্যে সমস্তাস্ত: তপস: বহুন ॥১১

অবরুদ্ধ ইতি। যেন পথা ইলা বিদ্ বাসীৎ সঞ্চরতা, পরিচিতা সম্ভাবয়তা-পাদিভি: প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বাদিভি: সহ পরান্ন বিদ্যান্ ইব বহুমান্য পরং পরমেশ্বরং তথাভূত তত্ত্বজ্ঞ প্রসাদাৎ, প্রকৃত: পরিচিতৈ: সংপ্রতিপাদৈ: গৌরব যোগমন্ত্রু: প্রাপয়ামাস: ॥১২

পরান্ন বিদ্যান্, পরাক্ষ ব্রহ্মবিদ্, প্রকৃতান্ প্রাকৃতজ্ঞান, অন্যান্ বা পরান্, বহুমানিন: আদৌ-গৌরিতান্, ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মবন্ত: যে ঋষয়ৈ: (পোক্তম: প্রোক্ত: তীর্থ: যেন তেন

ঈশা:) পরাক্রান্তৈ: পরাক্রম-অতিশয়-যুক্তৈ: যথা যেষাং তথা তথা: যোগবতি ॥১৩

হে অধিপ! অয় অয় যোগবতীতলাৎ অধিভূত। হে অধিপতাকারাবে! (অধিপতাকা: তীরেষা যস্ত এব মহাপ্রভাবিতা সর্ব্বাধিপত্যং ইন্দ্রিয়াত্মকত্বাদিভি:তীরং সর্ব্বাধিপত্যবান্ ইত্যর্থ:) যা ত্বং যা আত্মা স্বরূপেণ এব সমস্তকল্যাণ-গুণ: সম্পন্নত্বাদিভি: বিশিষ্ট: অসি, অয়া: ঈদৃশ ত্বমসি ভবসি তীরেষা সকাশে ত্বয়া পরাক্ত: ত্বয়া: ১৯৫ তীরেক, তথা আত্মনা স্বরূপেণ ব্রহ্মবান্ ত্বং বিদ্যে: যোগমুখা অন্যান্ তাপিতান্ত্বয়ং। অয়া: অবরুদ্ধোত্তরত: (অবধি পাতালাদি অবধি অধ্যাদি পর্যন্তানি পর্যন্তানি যেষাং তীরাণাং তেষাং) যোগমুখীতলাৎ (যোগস্য অবরুদ্ধত্বেনাদ্যা পুরীতা: মুখীতা: তলা: সমূহা: যস্ত তস্য, অয়স্য অধিপ: তত্ত্বি সম্বোধনং ॥১৪

তৎকালে মুনি যোগবীর্য্য তপবান্ অধিরাজের বিনাশ নির্মাণার্থ তথায় সত্বর উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুনি অন্য অন্যকালে যে গ্রন্থ উপাপন করিয়াছ, পূর্ব্বে ঈদৃশ প্রকারে এই গ্রন্থেরই উপাপন হইয়াছিল ॥১০

তথায় সমবেত ঋষিগণের মধ্যে কেহ কোন অংশে ন্যূন নহেন; বিদ্যা অংশেতে বিশেষিতরা ও সকলেরই সকলেই তুল্য এবং নিত্য উদাসীন এবং অধিক প্রতি মন ব্যবহারে কেহ কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন; তথাপি তাঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে বক্তাভাবে নির্দ্দিষ্ট করত, সকলে তন্মনস্ক হইয়া, এই বিষয়ের উপাপন করিলেন ॥১১

সকলে বলিলেন,—হে ঋষিসত্তম! নিজপুত্র এই বিশ্ব সংসারকে আপনারই উপাসনার পূর্ব্বক প্রকৃতি, পুরুষ এবং তাহাদি সমস্ত শক্তি সমূহকে বিশিষ্টের ন্যায় সমান পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে অভিন্নমূর্ত্তি সৃষ্টি-প্রতিপাদক স্তবের দ্বারা তৃপ্তিসাধিত করিয়াছিলেন ॥১২

অহো! বিধির রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের নিকট প্রভুত্বে অনুভবি ভাবকলা উপনীত হইয়া, সুন্দর বচনে তথায় পরাক্রমের তীর্থনে যেমন রাজরাজেশ্বরকে প্রবোধিত করে, অভিন্নমূর্ত্তি সেইরূপ প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টি। তত্ত্ব তথায় তীর্থির উপদেশে তথায়কে তত্ত্ব করিয়া থাকেন ॥১৩

অভিন্নমূর্ত্তি বলিলেন,—হে অধিপ! সর্ব্বত্র আপনারই জয়: আপনি যোগ তীর্থের প্রকাশ

ইতি তব মুখরশ্মিসম্ভবেঽবিলমোক্ষফল-
প্রসবকথামৃতঃ কিমবমাদ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥১৬

দৃশ্য ইব স্বসন্ত্যুদয়তো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽবয়বাদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্যবশেষমৃতম্ ॥১৭

হে মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ) অবিলমোক্ষফল-প্রসবকথামৃতঃ (অবিলমোক্ষফলপ্রসবকথামৃতঃ) কিমবমাদ্য (কিমবমাদ্য) তপাংসি জহুঃ (তপাংসি জহুঃ)। কিমুত পুনঃ (কিমুত পুনঃ) স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ (স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ) পরম (পরম) ভজন্তি (ভজন্তি) যে (যে) পদমজস্রসুখানুভবম্ (পদমজস্রসুখানুভবম্) ॥১৬

হে মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ) দৃশ্যঃ (দৃশ্যঃ) ইব (ইব) স্বসন্ত্যুদয়তঃ (স্বসন্ত্যুদয়তঃ) যদি (যদি) তে (তে) অনুবিধা (অনুবিধা) মহদহমাদয়ঃ (মহদহমাদয়ঃ) অণ্ডম্ (অণ্ডম্) অসৃজন্ (অসৃজন্) যদনুগ্রহতঃ (যদনুগ্রহতঃ)। পুরুষবিধঃ (পুরুষবিধঃ) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ) অত্র (অত্র) চরমঃ (চরমঃ) অবয়বাদিষু (অবয়বাদিষু) যঃ (যঃ) সদসতঃ (সদসতঃ) পরম্ (পরম্) ত্বম্ (ত্বম্) অথ (অথ) যদেষি (যদেষি) অবশেষম্ (অবশেষম্) ঋতম্ (ঋতম্) ॥১৭

হে মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ) অবিলমোক্ষফল-প্রসবকথামৃতঃ (অবিলমোক্ষফলপ্রসবকথামৃতঃ) কিমবমাদ্য (কিমবমাদ্য) তপাংসি জহুঃ (তপাংসি জহুঃ) ইতি (ইতি) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ)। কিমুত পুনঃ (কিমুত পুনঃ) স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ (স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ) পরম (পরম) ভজন্তি (ভজন্তি) যে (যে) পদমজস্রসুখানুভবম্ (পদমজস্রসুখানুভবম্) ইতি (ইতি) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ)। তথা হে পরম পুরুষেক্ষণ! (হে পরম পুরুষেক্ষণ!) যে (যে) মুখ-বিধুবাস-কালগুণাঃ (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ অবিলমোক্ষফলপ্রসবকথামৃতঃ কিমবমাদ্য তপাংসি জহুঃ কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ইতি অন্বয়ঃ) (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ অবিলমোক্ষফলপ্রসবকথামৃতঃ কিমবমাদ্য তপাংসি জহুঃ কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ইতি অন্বয়ঃ) তে (তে) অনুবিধাঃ (অনুবিধাঃ) অনুগ্রহতঃ (অনুগ্রহতঃ) ভবন্তঃ (ভবন্তঃ) ইব (ইব) দৃশ্যাঃ (দৃশ্যাঃ) স্বসন্তি (স্বসন্তি) উদয়তঃ (উদয়তঃ) যদি (যদি) মহদহমাদয়ঃ (মহদহমাদয়ঃ) অণ্ডম্ (অণ্ডম্) অসৃজন্ (অসৃজন্) যদনুগ্রহতঃ (যদনুগ্রহতঃ) ইতি (ইতি) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ)। তথা হে পরম পুরুষেক্ষণ! (হে পরম পুরুষেক্ষণ!) পুরুষবিধঃ (পুরুষবিধঃ) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ) অত্র (অত্র) চরমঃ (চরমঃ) অবয়বাদিষু (অবয়বাদিষু) যঃ (যঃ) সদসতঃ (সদসতঃ) পরম্ (পরম্) ত্বম্ (ত্বম্) অথ (অথ) যদেষি (যদেষি) অবশেষম্ (অবশেষম্) ঋতম্ (ঋতম্) ইতি (ইতি) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ)।

হে মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ) অবিলমোক্ষফল-প্রসবকথামৃতঃ (অবিলমোক্ষফলপ্রসবকথামৃতঃ) কিমবমাদ্য (কিমবমাদ্য) তপাংসি জহুঃ (তপাংসি জহুঃ) ইতি (ইতি) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ)। কিমুত পুনঃ (কিমুত পুনঃ) স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ (স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ) পরম (পরম) ভজন্তি (ভজন্তি) যে (যে) পদমজস্রসুখানুভবম্ (পদমজস্রসুখানুভবম্) ইতি (ইতি) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ)। তথা হে পরম পুরুষেক্ষণ! (হে পরম পুরুষেক্ষণ!) যে (যে) মুখ-বিধুবাস-কালগুণাঃ (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ অবিলমোক্ষফলপ্রসবকথামৃতঃ কিমবমাদ্য তপাংসি জহুঃ কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ইতি অন্বয়ঃ) (মুখরশ্মি-সম্ভবেঃ অবিলমোক্ষফলপ্রসবকথামৃতঃ কিমবমাদ্য তপাংসি জহুঃ কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ইতি অন্বয়ঃ) তে (তে) অনুবিধাঃ (অনুবিধাঃ) অনুগ্রহতঃ (অনুগ্রহতঃ) ভবন্তঃ (ভবন্তঃ) ইব (ইব) দৃশ্যাঃ (দৃশ্যাঃ) স্বসন্তি (স্বসন্তি) উদয়তঃ (উদয়তঃ) যদি (যদি) মহদহমাদয়ঃ (মহদহমাদয়ঃ) অণ্ডম্ (অণ্ডম্) অসৃজন্ (অসৃজন্) যদনুগ্রহতঃ (যদনুগ্রহতঃ) ইতি (ইতি) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ)। তথা হে পরম পুরুষেক্ষণ! (হে পরম পুরুষেক্ষণ!) পুরুষবিধঃ (পুরুষবিধঃ) অন্বয়ঃ (অন্বয়ঃ) অত্র (অত্র) চরমঃ (চরমঃ) অবয়বাদিষু (অবয়বাদিষু) যঃ (যঃ) সদসতঃ (সদসতঃ) পরম্ (পরম্) ত্বম্ (ত্বম্) অথ (অথ) যদেষি (যদেষি) অবশেষম্ (অবশেষম্) ঋতম্ (ঋতম্) ইতি (ইতি) বিশ্বনাথঃ (বিশ্বনাথঃ) ॥১৭

ঔরসপুত্রাদতে ন ক্ষেত্রিণস্তু কুপুত্রিণঃ
পরিবেত্তুর্ভবতি যাজকো দেবলস্তথা ॥৮৮

অন্বয়ঃ—ঔরসপুত্রাৎ (ঔরসপুত্রাদপি যোগ্যাৎ) তু (ন তু অযোগ্যাৎ) ক্ষেত্রিণঃ (ক্ষেত্রস্বামিনঃ) ন (ন ভবতি) কুপুত্রিণঃ (কুপুত্রবতঃ) পরিবেত্তুঃ (পরিবেত্তা যঃ পূর্বং পরিণীতায়া ভ্রাতুঃ অবিবাহিতায়া ভগিন্যাঃ ভর্তা তস্য) যাজকঃ দেবলঃ তথা ভবতি ॥

ব্যাখ্যা—ঔরসপুত্রাৎ (ঔরসাৎ নিজাৎ ঔরসপুত্রাৎ) ন (ন তু) ক্ষেত্রিণঃ (ক্ষেত্রস্বামিনঃ) কুপুত্রিণঃ (কুপুত্রবতঃ) পরিবেত্তুঃ (পরিবেত্তা যঃ পূর্বং পরিণীতায়া ভ্রাতুঃ অবিবাহিতায়া ভগিন্যাঃ ভর্তা তস্য) যাজকঃ দেবলঃ তথা ভবতি ॥

ক্ষেত্রিণঃ (ক্ষেত্রস্বামিনঃ) যে কুপুত্রিণঃ (কুপুত্রবন্তঃ ন ভবন্তি) তে ক্ষেত্রিণঃ (ক্ষেত্রস্বামিনঃ) ন ভবন্তি ইতি যে ঔরসাৎ নিজাৎ ঔরসপুত্রাৎ ন ভবতি তস্য যাজকঃ দেবলঃ তথা ভবতি ॥৮৮

পরিবিত্তি থাকিলেও, তাঁহারা আপনারই প্রকাশ ভাবের পরিচয় বলিয়াই সে সমস্ত গ্রহণ করেন। যে পরমাত্মন্! তুমি যে ভাবেই বিকাশমানের নাম-রূপাদির উল্লেখ করনা কেন, তুমি নামরূপাদি জীবনব্যাপি যে কোন পদার্থের উপরই পারমার্থিক কেন, সে সমস্ত যেমন ধরণীমাত্র, লৌকিক অবাস্তবভাবে দর্শনাবলম্বন পরমার্থকে আপনাকেই তাঁহারা তত্ত্বতঃ প্রতিপাদন করিতেছেন, ভাবনায় আই ॥৮৭

যে ঋষিপত্নিকা-ব্যাখ্যাকারীরা : আপনি সর্বব্যাপক-ভাবে বলিয়া পরমার্থঃ জ্ঞানময়-জ্ঞানে বিশেষী পরিচয়ের অধিল জনমনের সর্বপাপ-প্রকাশক জগতীয় কথাদের অন্তঃ-বিন্দুতে অবস্থানের পূর্বক আত্মাধিক, আধিদৈবিক এবং অধিভৌতিক বাসক বিবিধ ভাবের মধ্য হইতে অন্যান্যটি লাভ করিয়াছেন। যে পুরুষোত্তম! তত্ত্বতীয় ওপপাদ্য প্রমথ ও ঔর্ধ্বদাহিক যদি এরূপ ফল প্রদ, তবে যাঁহারা জগতীয় পরম-সাক্ষাৎকারের ফলে অন্তঃকরণ-

তত্ত্ব ঔরসাদন্যত্র তব ধাম বিদুঃ পরম্
পূর্বহিং যং ন্যসেয়ুর্বা ন পঠন্তি কুতাস্তমুখে ॥৮৮

অন্বয়ঃ—যং বা তং ন্যসেয়ুঃ (ন্যাসং কুর্যুঃ) যে ক্ষেত্রিণঃ (ক্ষেত্রস্বামিনঃ) তে (ক্ষেত্রিণঃ পরিবেত্তারঃ) ন (ন ভবন্তি) ইতি যে (যে ঔরসাৎ নিজাৎ ঔরসপুত্রাৎ ন ভবতি) ঔরসাৎ অন্যত্র ইতি ঔরসাদন্যত্র (যে ঔরসাৎ ব্যতিরেকেণ অন্যত্র ঔরসাদন্যত্র ধামনি) তব ধাম বিদুঃ (জানন্তি) ॥ আত্মনঃ (স্বস্য পুত্রঃ) যং পরিবেত্তারং (পরিবেত্তা যঃ পূর্বং প্রজ্বলিতে ইতি পরিবেত্তুঃ ভ্রাতুঃ ভার্যায় পত্নিং যাতি প্রজনয়তি) বা (অথবা) ন ন্যসেয়ুঃ (ন ন্যাসং কুর্যুঃ) তে (তে পরিবেত্তারঃ) ন পঠন্তি (ন প্রাপ্নুবন্তি) কৃতান্তমুখে (কৃতান্তস্য যমস্য মুখে) ॥৮৮

ধর্ম যাগ যোগাদি, কামনার ভরা বাসনাদি, ভোগবর্ধ কৃষ্ণবাদি, প্রাণময় অংশিপ্রাণাদি এবং ইন্দ্রিয়বর্ধ ভরণপুষ্টাদির উপর লক্ষ্য পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদের বিজ্ঞানাত্মক প্রতিষ্ঠানকল্পে সবল ব্রহ্মসত্তাই তাহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে আপনাকেই অধিকৃত করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি ॥৮৬

যে পরমেশ! সত্তাই এবং আত্মাভাবাদি তাঁহার অনুপ্রাণ লাভের অর্থাৎ তাঁহার অনুগত ভাব লাভে সার্থকবিনিয়ো হইয়া, সমষ্টিব্যষ্টি যেরূপ এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছে, প্রাণিময় যদি সেই আপনার ভাব পরম ভেদের অনুগত হত হয়, তবেই তাহাদের জীবন সার্থক; নতুবা অগ্নি-আলয়-কার্যের সাধনভূত চর্ম-বিশিষ্ট ভস্ত্রাবৎ কেবল শ্বাসের উপযোগী বিশিষ্টই তাহারা জীবন ধারণ করে মাত্র। আপনি পুরুষোত্তমই আকারে রাজন বিরাজ করিতেছেন; কারণ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় প্রভৃতি উত্তরোত্তর আত্মার-আত্মারী ভাবে বিদ্যমান কোষসমূহে প্রবিষ্ট

যকৃদ্বিচিত্রযোনিষু বিশেষ যেষু চ ত্রয়া
তবাবয়বসংস্কারানুভবনাৎ যকৃত্যাযুক্তিঃ।
অথ বিভবাবয়ুর্বিভবং তব যাম নমঃ
বিভবিতোঽনুবন্ধাস্ত্রিবিপাকায় একবন্ধ্।১১

যকৃতপুরোযদ্বিভবেষনঃসবনং
তব পুরুষঃ যজ্ঞাখিলসংকৃতোঽংশহরম্।
ইতি বৃত্তিং বিভ্রতি কবয়ো বিদ্বাংসস্তনয়
তব উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ত্রয়ি বিষজ্জিতা ।১২

যেষের ন্যায় বিভিন্ন বৈচিত্র্য-সম্পন্ন যোনিষু যেষেষ্বিষু সংসরতি যেষু যেষেষু। (এখানে বিভক্তিগুলির তৃতীয়ার্থে প্রয়োগ) কিন্তু ত্রৈ সংজ্ঞায়াং অনয়ং। (অর্থাৎ ত্রয়ীবাচক শব্দের অগ্নি কার্যকারণে শৌনকাদি-মতে ত্রয়া ও ত্রয়ী হয়) যকৃত্যাযুক্তিঃ (যকৃত্যাঃ যোনেঃ যকৃত্যাযুক্তিঃ) যে যকৃতঃ উৎপত্তিস্থানের, ঠনাদির অবয়বের। অথ অতএব, বিভবায় উৎপত্তির যজ্ঞাধিকারায়ই অথবা যোনিষু অধিকৃত্য সর্গ-বিকাশ-অধিকৃত্য অথ যাম যজ্ঞাঃ। নমঃ নমস্কার একবন্ধ্ একত্রিত, তব যাম যজ্ঞাঃ বিভবিতঃ বিশেষেণ, যঃ অভিপ্রায়ঃ (অভিজ্ঞা বিভবনায়াঃ ঐহিকামুষ্মিক ফল-কামনাবিরহাঃ তস্যাঃ) অনুবন্ধি ফলানি।১১

হইয়া, পুরুষাকারে প্রকাশ হন; অথচ সকলের অন্তঃ চরম লাভের অবধির আনন্দময় কোষে সকল কোষ হইতে পৃথক্‌ভাবে সকলের সাক্ষীরূপ চিদানন্দভাবে অবস্থান করিতেছেন। সকলের অনুমোদন হইলেও, আপনার অভাব হয় না; আপনি পরমার্থস্বরূপ সত্য বস্তুরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।১১

হে ভগবন্! আপনার উপাসনার পদ্ধতি অতীব দুরবগাহ। কবিগণের সম্প্রদায়ভেদে উপাসনারও ভেদ হয়ে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে: কারণ যাঁহারা ত্রয়ী বা যাঁহারা কিছু অধিক-দৃষ্টি, যাঁহারা বীর বলেশ্বরের ভাবে উপরে অবলম্বন পূর্বক ত্রিবিপুরত্ব ক্রিয়াশক্তিভাবেই ভজনভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন; এই উপাসনাকে মার্গভাষা বলা যায়। অন্য সম্প্রদায় আবার পরিদর-পদ্ধতি অর্থাৎ মাতৃ-সম্বন্ধের উপলব্ধিতে অবলম্বন পূর্বক ভবত্ব পুত্র ভাবের মননাদি করিয়ার দৃষ্টির আশ্রয়ে ভক্তরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। যে অনন্ত! সেই ভাব হইতে ভবতীর উপলব্ধি-স্থান দুর্দ্ধানাবক যেই জ্যোতির্ময় মূর্তির প্রতি ক্রমান্বয়ে চিত্তকে অগ্রসর করাইয়া থাকেন। অর্থাৎ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রতি অগ্রসর হইয়া ত্রিবিধ ভাবেই উপলব্ধিতে তাঁহারা নিবৃত্তি লাভ করেন। অর্থাৎ; এই পদ্ধতি অনুসারে ক্রমান্বয়ে মূল হইতে অন্তীব পূর্ণভাব পর্য্যন্ত ভাবসমূহে সমাহিত হইয়া, তাঁহাদের চিত্ত সবশেষে চৈতন্যরূপে সমাহিত হয়, তাঁহাদিগের আর মোহ সংসারে পতিত হইয়া যাতনা সহ্য করিতে হয় না।১২

হে সর্বেশ্বর! আপনি স্বকীয় যোগমায়া-বলে দেব, তির্য্যক্ এবং মনুষ্যাদি উচ্চাবচ যোনি সমূহে বিচিত্র যোনির যখন সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন মনুষ্যযোনিতে সকলের মধ্যে ভাগবতভাবে আপনিই বিরাজ করিতেছেন; অথচ প্রতিবিম্বাকারে সকলের অন্তরে যেন প্রবিষ্টের ন্যায় পরিলক্ষিত হন এবং স্বরূপতঃ ভাবময়-হীন অসঙ্গ যেমন আত্মিক ভাবের পরিমাণ অনুসারে দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত হন, আপনিও সেইরূপ আত্মস্বরূপীয় যোনির অনুকরণে বিভিন্নভাবে অবতারিত হইতেছেন। অতএব উপলব্ধি নামা বিভাব-বিশিষ্ট এই সকল দেহের অন্তরে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে নিত্যকাল একরূপ ভবতীয় স্বরূপকে ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরক্ত নির্মলমতি সাধু মানবগণ নিয়ত অবলোকন করিয়া থাকেন।১৩

ন্যস্তেক্ষণমন্যতমাঙ্ঘ্রিনখমণিচন্দ্রিকানিরস্তাতিকাতরতয়া।
ন পরিলক্ষয়তি কেচিদহমমুষ্যেতি বদ্ধমূলয়া মমতয়া দুরন্তয়া ॥২১॥

স্বজনমনুপতিতং কুলাভিমানাদুত ন বিষহতে ক্ষিতিপতিঃ প্রিয়ং তে।
ন খলু তব তদা যদাসনং তে ত্বমনুপথং কুলবীরসূনুসূত্রম্ ॥২২॥

যদ্বৎ, যথা-যোগাদিতে। অথাৎ, সুস্থম্ যেন-তেন-প্রকারেণ (যোগমার্গে বহুধা। সুস্থং ধীরং অবিচল-পরিমিতং বর্তমানকালের সুস্থিরম্ তব অবিবেকনাশকং (ধীরঃ অবিচল্ অচলম্ তাদৃশম্ অনাদৃত্য) অপহরন্ অবশ্যম্ প্রকাশ করিছে। ইতি এবম্ সুস্থিরে ধীরে যত্র বিধিঃ বিশিষ্ট-বুদ্ধি বর্তমানা তথা বিবেকিনি বিশিষ্টায়াঃ বিশেষবুদ্ধায়া সত্তা বিদ্যমানতা। (বিশেষোক্তকরণম্ অপেক্ষম্ আসন্নতর উপায়ে অধিক ইতি অবশ্যম্ তেষাং সর্বকরণাদি-বিরোধে) অথবা অন্যত্র অন্ত-মন্তি-শালা-কুল-বিরহিতে অথবা অধিষ্ঠু উপায়ে অন্তর-বহিঃস্থিতে তেষাং ॥২০॥

হে অধিদেবতা! অন্যান্য সাধারণ দেহাদি দেহ-সমূহের মধ্যে দেহীস্বরূপে বিদ্যমান জীব আপনারই অংশ বলিয়া অতি গোপন করিয়া থাকেন। কারণ সর্বশক্তির আধার পূর্ণ ঐশ্বর্যের হইয়াও আপনার মূল এবং আদি স্বরূপ স্বয়ং সৃষ্ট পদার্থে যেমন আপনি তখন সংমিলিত হন না, জীবও সেইরূপ সম্পূর্ণ অসঙ্গ এবং নির্লিপ্তভাবেই দেহ-মধ্যের অবস্থান করিতেছে। অথবা: জীবের এতাদৃশ ভাবের পরিচিন্তনে নিষ্কলঙ্কচিত্ত বিবেকী ব্যক্তিগণ ঐকান্তিকী ভক্তি এবং বিশ্বাস সহকারে নিজদেহে যাবতীয় কর্মফলাদির ভোগের সমর্পণ-মূল এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ আপনা-হইতে বিমুক্তি-কারক তদীয় চরণ-যুগলেরই উপাসনা সদা করিয়া থাকেন ॥২০॥

হে ভগবান্! আপনার পরম ভক্তের নিরন্তর ভক্ত জীবের পক্ষে একান্ত অসহ্য হওয়ায়, আপনি ভোগরাজ্যে বিগ্রহপরিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্যের লীলার পরিচয় দিয়াছেন, তদ্রূপ তাদৃশ লীলাদেহের অন্তর

হে ঈশ! হৃদয়ের গ্রন্থিরূপ, যে আত্মজ ভাব তাহা তাহার বিষয়ের আসক্তিতে আচ্ছাদিত অন্তরমুখী এবং চঞ্চল্ এবং অন্যান্য অবিদ্যা-বিবেক অবস্থায় ভেদ পরিচয়ের (পরি অর্থ সর্বতঃ, ভেদ হেতু বস্তুসমূহ ইহাদের। তথা পরিবর্তী আত্মেতর এবং পরিচয়ের ভেদ-পরিজ্ঞান) তথা যে এই ভেদ-জ্ঞানের হেতু ইহ সংসারে যে তাহার ভোগে কুশল এবং ভোগ-বস্তুর ভক্ত-সমূহ-কর্তৃক সম্পূর্ণ ভেদ বিশেষ ভাবে পুনঃ পুনঃ [যে] অবস্থান ভোগের আবর্তে ভোগের, অথবা এ পরিবর্তির ইতি হইতে ॥২১॥

অনুপথং অনুযায়ী ভোগোপযোগের, ইহা কুলের অনুকূলে অবস্থানের পূর্বক নিরন্তর আলোচিত হইবার পরিচয়ের জীবনের প্রধান এই বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছেন এবং একত্র দর্শন ও প্রবণাদির পরিচয় পরিবার পূর্বক, অতীত ভোগ-ভাবনার ক্রিয়ার প্রবর্তীন ভাবনাদের একান্ত ভক্ত-কুলের সংসর্গে আপনার কথা-শ্রবণ ও লীলাকীর্তনরূপ অনুপম ব্যাপারের নিরন্তর আলোচনায় গৃহ-ক্ষেত্রাদির বিসর্জনে এই অনুপম আনন্দ-রসের অনুভব করেন যে, লীলাদেহের আবাহন পরিত্যাগে অনন্তর্ধানরূপ মুক্তি লাভের যাঁহারা কখন বাসনা করেন না ॥২২॥

হে পরমবন্ধু! পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন এই দেহ মৃত্তিকাতেই বিলীন হইয়া যাইবে; সুতরাং পক্ষিমাতৃক পরিবর্ধিত হইলে যেমন নীড়ের প্রতি আর লক্ষ্য করে না, সেইরূপ তদবধি উপাসনার উপযুক্ত আত্মস্বরূপ এই দেহ নাশ করত আবার উহাতে প্রীতি লক্ষ্য না করিয়া, জীব এই দেহকেই আত্মা স্বরূপ এবং প্রিয়জ্ঞানে নিরন্তর উহারই সেবা

বিশ্বং ভবৎপ্রিয়তমোঽনুযোগমূলো ন্যস্তি ব-
ন্ধুষ্বয় উপাশ্রিত ভবদ্যতোঽপি বন্ধুঃ স্বজনাৎ।
ত্বিয় উদ্যতেঽক্ষরলোকপতুরজস্রবিবর্ধিনো
যদ্যপি তে সমাঃ সমদৃশোঽস্ত্যিনুরোজসুষাঃ ॥২৩

(তো পূর্ববৎ গীয়তে ইতি অন্বয়ঃ গীয়তাম্ পরীতঃ) আত্মা হ্যেষ প্রিয়তম ইতি। অথাপি তে সমাঃ তথৈব ঈশ্বরে ভবতি। তথাপি ত্বয়ি যে ন ভবন্তি তান্ ন ভজতি, তে অনাদরণীয়া (অনাদরে হেতুমাহ আশ্রিতা ইতি। তেষাং বিষয়াণাং ঈশ্বরেণা আশ্রয়ণীয়া) আত্মবন্ধুঃ এব। তদনুসারাৎ (তস্মাৎ ঈশ্বরস্যাপি অনুসারাৎ কারণাৎ যেষাং তে) কৃপণীয়তঃ অনুকম্পনীয়তঃ পরিহরতঃ সন্তঃ ঈশ্বরেণ সমানাঃ, ন ভবন্তি পরিহরন্তে ॥১১

যদ্যপি প্রায়ঃ সর্বে অজ্ঞানিনি ইন্দ্রিয়াদি ও বিষয়াদি করিয়া থাকে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, যে প্রকৃত হিতকারী পরম প্রিয় পরমাত্মস্বরূপ আপনি তাহাদের সংসার দুঃখের নিবারণার্থ উদ্যত থাকিলেও, তাহারা আপনার সমাদর করে না এবং আপনার প্রায় অন্য স্বামীর আরাধনা করে না; অতি ক্ষুদ্র অতিস্বল্পস্থায়ী অনর্থক ও দোষপ্রচুরাদি বিষয়-সমূহের সেবায় একান্ত আসক্ত থাকিয়া কেবল নিজেরই অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। কারণ যে সকল অতিতুচ্ছের ভোগের লালসায় মানব বিভ্রান্ত হয়, পরিণামে সেই সকল কামনার বশবর্তী হইয়া, ভগবদ্ভোগপ্রবাহী পুণ্যময় সুখরাশি অতি বিরলই ভোগি লাভে সেই আত্মঘাতিগণ চিরন্তন দুঃখ-সমূহ এই সংসার-ক্ষেত্রেই নিয়তই অনুভব করিতে থাকে ॥২২

অহো! আপনার মহিমা অনুপমনীয়। কারণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের সম্যগ্‌রূপে সুচারু ভোগের অনুষ্ঠান পূর্বক যুগিগণ যে অমৃত অনুশীলন করিয়া থাকেন, তদাদি অতিতুচ্ছ কেবল আপনার জ্ঞান-চিন্তনেই সেই ভোগিলভ্য সুখরাশি তাঁহারা অনায়াসে অনুভব-পথিকে পাইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অধিক কি। পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি ভোগ-কামিনীগণ কালের

ক ইহ বা বেদ ভবতাবনুযোগমন্তরেণ
পর উপাসিতৃবিষয়ান্ ভবদাদৃতো ভবতি।
অথি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত সদা ॥২৪

অবিজ্ঞাতাদি, ইহ কে বা কে ভবতা ভবদ্ভিঃ ভবদ্ভক্তৈঃ অনুযোগমন্তরেণ ভবদ্ভক্তি-প্রকাশমন্তরেণ পরঃ ভবতঃ অন্যঃ ভক্তি উপাসিতৃবিষয়ান্ উপাসকান্ আদৃতঃ সমাদৃতঃ ভবতি। অথাপি ভবদ্ভক্তানাং মহিমা ভবতি এব। তথাপি ভবদ্ভক্তানাং মহিমা কিমর্থং ইত্যাহ ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ ইতি। অথি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ

অবিকলঃ সদ্যো মৃত্যুস্তাবদি যে চ ত্রিদাঃ
বিপক্ষরূঃ শরস্ত্রাসবিপত্তি ত আকর্ণিতৈঃ।
ত্রিনয়না পুনানিতি ত্রিদা বদযোরুকৃতা
যদি ন ভবঃ পরত্র ন ভবেদবোধবসে ॥২৫

(ত্রিভুবনং) ইত ইতি অনার্থে যে যদি আবদি ত্রিদাঃ দেবা যদি, তেষাং আকর্ণিতৈঃ এব উপলক্ষিতৈঃ। ত্রিনয়না পুনান্ ইতি ত্বয়া ত্রিদা আত্মবধবাসনাঃ অবাধয়ন্তা আত্মবধবাঞ্ছিতা ইতি। তথা যে চ বিপক্ষ অত্মদ্বিপক্ষভূতা অসুরাঃ তেষাং যদি আকর্ণিতৈঃ এব যদি। এবং চ ত্রিপুরা সদ্যঃ সহ তবঃ পরত্র অবধবাসনে অবধবাসনে অবৈধবাসনে যদি ন ভবেৎ ॥২৫

অন্বয়ঃ। বিবৃতঃ সদ্যুদ্ধে তাবতে সমর্থা যে ত্রিদাঃ দেবাঃ ত্রিভুবনস্য (ত্রিভুবনস্য) ঈশ ইতি ঈশ্বরঃ বিরিঞ্চিনারায়ণপ্রমুখাঃ যে চ বিপক্ষরূঃ শত্রুভূতাঃ অসুরাঃ তেষাং শরস্ত্রাসবিপত্তি শরাণাং ত্রাসঃ ভয়ং তস্য বিপত্তি বিনাশঃ তয়া আকর্ণিতৈঃ এব উপলক্ষিতৈঃ। ত্রিনয়না ত্রিলোচনা পুনান্ ইতি ত্বয়া ত্রিদা দেবাঃ আত্মবধবাসনাঃ অবাধয়ন্তা আত্মবধবাঞ্ছিতা ইতি। তথা যে চ বিপক্ষ অত্মদ্বিপক্ষভূতা অসুরাঃ তেষাং যদি আকর্ণিতৈঃ এব যদি। এবং চ ত্রিপুরা সদ্যঃ সহ তবঃ পরত্র অবধবাসনে অবধবাসনে অবৈধবাসনে যদি ন ভবেৎ ॥২৫

অভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব তাদৃশ ভাবের অবধারণ করিতে হইলে, আপনার অনুগ্রহই একমাত্র অবলম্বন; সুতরাং ভক্তিই প্রয়োজন এবং তাহাই সুলভ বলিয়া বিবেচিত হয়।২৪

কেহ বলেন যে, অন্তঃকরণ হইতে এই সংপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কেহ বলেন যে, সত্ত্বগুণের বিনাশ হইয়া থাকে; কোন যোগী আবার কেহ বলেন সুখের বহু স্বীকার করেন; কেহ বা বৈদান্তিকগণ সুখকে নিত্যসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মাকার-নিষ্ঠ আবার কেহ অবধারণ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন কর্মই প্রধান; কর্মবলের ভেদানুসারেই ভোগ, ভোগ্য এবং ভোক্তার ভেদ হইয়া থাকে; পরমার্থতঃ ঈশ্বরের বিষয় প্রয়োজন নাই। হে ভগবন্! এই যাবতীয় মতভেদ কেবল অজ্ঞানবিজৃম্ভণ হইতেই হইয়া থাকে। অদ্বৈতবিদ্বেষ আবরণযুক্ত জগতীয় মানবগণ এই সমস্ত মতের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।২৫

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র কীটের মনোবাক্য বিকৃতির এই ত্রিগুণাত্মক পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ কখনও অসৎ বা মিথ্যা হইলেও কেবল সংস্বরূপ জগতীয় অবিদ্বানের আত্মার সংস্বরূপেই অবস্থানিত হইতেছে এবং আত্মজ্ঞানী বিবেকী পণ্ডিতগণ ভোগ্য এবং ভোক্তৃস্বরূপ এই বিশ্ব সংসারকে আত্মারই বিবর্তনই সৎ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন। সুবর্ণ কুণ্ডলাদির আকারে বিকৃত হইলেও তাহার সারস্বরূপে তাহার অন্তরে সুবর্ণই বিরাজিত। সুতরাং সুবর্ণার্থী ব্যক্তি কখন বিকার ভোগে কুণ্ডলাদি যেমন পরিত্যাগ করে না, হে পরমাত্মন্! সেইরূপ আপনা হইতে এই সংসার প্রপঞ্চ রচিত; আপনিই ইহার মূল অধিষ্ঠান এবং আপনি ইহার অন্তরে প্রবিষ্ট সুতরাং আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া সংসার অবলম্বনে বিবেকী আপনাতেই লক্ষ্য করেন।২৬

তব পরি যে ঽবস্তাবিলম্বনিকেঽবয়া
ত ইত পদাম্বুজদ্বিতয়ম্ব স্থিরা বিদুঃ।
পরিবয়সে পশূনিব বিদা বিভূমাংপি তা-
ন্ধুরি কৃতঔচিতঃ খলু পুরুষ্টি ন যে বিভূমাঃ ॥২৭
ত্বদবরণ ত্বয়াকৃবিলকামবর্ষকর্ষিতব-
ত্তব হরিসুখবার্তা সদস্ত্যজরাদিবিদাঃ।

বর্ষভুজোঽবিলর্দ্ধিপতয়োবিব বিদস্তবো
বিবধতি যত্র যে হরিকৃতা ক্রতবস্তদ্বিদাঃ ॥২৮
স্থিরচরজাতয়ঃ স্ত্রবরয়োবধিবিভবুজো
বিবর ইবাদয়ো বতি পরম্ব বিভূক্ত তত্ত্ব।
নহি পরবস্ত কশ্চিদপরো ন পরম্ব ভবেদ্-
বিবর ইবাপদস্ত তব পূরুষুসাং ধরজা ॥২৯

বিভূতিঃ কৃতপদ্ধিকা ভাবভক্তা ভবভাবিতা ভবভাবিতা যথা ন ভবতি, অতঃ ভবন্তম্ ইব বিদুঃ আত্মবিদঃ পুরুষা ন আত্মভূতা এবম্ অবিদুঃ বিশিষ্যন্তে, এবম্ভূতা

অবিদ-বিশেষভূতা [অবিদন্তি লভন্তি বিশেষতো বিশেষস্বরূপং যত্র তথা তত্র তত্র ভবন্তং লভন্তে ইত্যর্থঃ] যে ত্বদবরণ পরিবর্তি তেষাং যে এব অবিবরণে বিদ্যন্তে বিদ্যন্তে ইত্যর্থঃ তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ। তুল্যার্থং পদম্ অন্যত্রাপি আত্মবিদি (পুরুষ ভবতি ইতি)। যদি পশ্যতোঽনঃ (৪র্থ স্কন্ধে ধ্রুবং প্রতি যে) ঘং বিদিত্বেব ভবান্ অতি মৃত্যুং বিমৃত্যি-মেবমেব কুরুতে। যে তু যদি বিদুঃ তদা ত্বদবরবিমুক্তম্ বিদুরা বেদনেনৈব অতি মৃত্যুং বৈ ন বিদুঃ বেদনেনা বাপি পরিহারে ত্বদ্ব কথাকোটিঃ যে বা কি ॥২৭

অবিদ্যাংশে প্রকৃতির যাবে পরমাত্মনি ইত্যাদি বেদাং

নিখিল জীবকলহে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞানের সর্ব্বত্রসমচারী ভাব যাঁহারা অবলোকন করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই আপনার আরাধনা করিতেছেন; তাঁহারা সাধারণ ভাবাকেও প্রাপ্ত হন না। অধিক কি, মানবের জন্মের বহুকেও পরাপর পূর্ব্বক তাঁহারা বিলয় করিয়া থাকেন। মৃত্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহারা অন্য সাধারণকের মধ্যে পতিত হন, তখন বিদ্বেষ যে পতিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। কিন্তু হে ভগবন্! যাহারা ভগবীয় ভজনে পরাঙ্মুখ, তাহারা বেদার্থ জ্ঞান-সম্পন্ন বেদবাদুলা পরাক্রম-বিশিষ্ট হইলেও পশুর মধ্যে গণনীয়; তাহাদিগকেই আপনি বেদরূপা স্বকীয় বাণীর দ্বারা বিচিত্র কর্ম্মাদি-

---

পক্ষীয় বাসনাদি প্রকৃতির ইতি অবিদ্যাকল্পিতা যদ্ ভগবন্ত প্রাকৃত-রূপেণ্দ্রিয়াদি-রহিত: তথা (ভগবদ্ভাবাদি পরিচ্ছিন্ন ভজনে ইতি এব)। যথা বাসুদেব ভগবতঃ-পরমা, ভগবদ্ভক্ত ভবাদিতম্ ইত্যাদি ভবন্ত ভবন্তা যারা মোহিতা বিবশাঃ ভবন্তম্ অবিদিত্বা ইত্যর্থঃ বেদবাদাস্ত, যেহেতু তথা যে ভূ যে কালে অবিদুঃ বিদুঃ যে ভবন্ত ইতিহাঃ তাঁহাঃ সকঃ প্রকৃতস্বরূপে সন্তি ভবন্তি, তথা তত্র তাঁহাঃ বিবন্তি কুরুতি ॥২৮

যে বিদুঃ। অথবাঃ তথাবাঃ পরম্ব ভূত পর্যন্তাদ্ব ভবন্ত ভব তথা অবস্থা যারা যে ঈশ্বরেণ ঈশ্বরেণ ঈশ্বরেণ বিবঃ বিদাঃ তাঁহা ভবন্তি, তথা বিবাদবন্তঃ (বিবাদ প্রাপ্ত ভবন্তঃ তেষাং যেষাং যে) ঈশ্বরবিদুঃ (ঈশ্বরা এব ঈশ্বরাদি বিবিধাদি ভবন্তি ভবন্তোদি বিদন্তীবাদি

ভাবে ভজন করিয়া থাকেন ॥২৯

হে দেব! আপনি প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদি ভেদ-ধর্ম্মের অতীত এবং স্বপ্রকাশস্বরূপ! আপনিই নিখিল প্রাণিকুলের ইন্দ্রিয় শক্তির বিধান করিতেছেন। ধন-ভজনের অধিপতিগণ যেমন স্ব স্ব প্রজাবর্গ ঈশ্বরাদিকে প্রাপ্ত করত, অধিলাধিপতি মহাভজনেরও সাধনে প্রধান করেন, সেইরূপ ভবদীয় মহামায়ার বিমোহিত প্রজাদি বিশ্বস্রষ্টৃগণ, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং সমস্ত দেবতাগণ ভবদীয় কার্য্য-সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া, সর্ব্বাধিপতিত্ব যাগ-যজ্ঞাদির ঈশ্বরকে প্রধানরূপে ঈশ্বরাদি আপনাকে প্রধানরূপেই তাঁহারা নিজের লক্ষ্য করেন বলে এবং যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি ঈশ্বর বলি প্রভৃতি হন, অধিলমূল দেবেশরূপ প্রধানার্থের সেই সমস্ত ঈশ্বরাসনে আপনারই

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥৩০

ন চৈতে মূলতত্ত্বে ইতি যৌক্তং যদ্যপি। যদ্যপি মূলতত্ত্বস্য মূলস্যাপি মূলম্ ইত্যাদি শ্রুতেঃ মূলাদপি মূলাত্তরত্বাৎ, নিত্যত্বাচ্চ মূলতত্ত্বানি ত্বং তানি তদ্বদেব ধ্রুবাণি; তথাপি তেষাং সর্বগতত্বে তু তস্যাপি তথাত্বাপত্তেঃ, ন তথা ইতি ন তেষু মূলত্বম্। তথাত্বে তু অবিনাভাবাদ্ যৌগপদ্যেন তত্তদ্ভাবে তত্তদ্ভাবস্যেতি ক্রমবত্ত্বাদ্ ঘটিতুং ন শক্নুয়াৎ। ইত্যাদিনা পরিহারে তু তত্ত্ব পরিহারস্য নিয়ন্তৃ বিনাশঃ স্যাৎ; তস্মাৎ, অনুপপন্নমেব (তত্তদ্ভাবস্য

ন ঘটেত ইত্যর্থঃ। প্রকৃতি-পুরুষয়োরকরো-
ঽকমূলা তত্তদাত্মতয়া কলমুদ্ভবেৎ।
যদি ত্ব ইহে তত্তো বিবিধবাদভটৈঃ পথে
সবিত্র ইবার্ণবে ময়ি নিধায়তেক্ষেবলাঃ ॥৩১

দি) তত্ত্ব ধ্রুবাণি এব ইতি সমাধেয়ম্ (তত্ত্ব সাধারণ্যনিবিত্তস্য ধ্রুবত্বস্য ধ্রুবত্বাৎ) তস্মাৎ অবশ্যতে, অবিনাভাবাদ্ তথা চ ক্রমবত্ত্বাৎ ইতি তস্মাৎ তাদৃশত্বাৎ, এবমুক্তং বিবিধি তত্ত্ব সর্বগতত্বাৎ, এব ধ্রুব নিত্যত্বাৎ তথা ॥৩০

অতঃ প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিধিতঃ, প্রকৃতিপুরুষয়োঃ, উভয়ত উৎপত্তিঃ ন যুজ্যতে। তস্মাদুভয়ং (উভয়তঃ প্রকালিতত্ত্বাদ্ বিশিষ্টত্বাদ্বা তথা তস্মাদুভয়ং তথাত্বি তথা) উভয়তঃ। উভয়-যোগে প্রকৃতিপুরুষয়োর অকরূপঃ প্রাধান্যাভাবঃ তথাত্বি তথাত্ত্ব, তথা তথাত্ব সমুদ্রে সবিত্রঃ যথা উভে যদ্বি অথবা তথা তত্ত্বঃ যে তথাত্বিবিধবাদৈঃ তথাত্ব-তথাত্বাপত্তিঃ তথা তথাত্ব যদি নিত্যঃ তথাত্বঃ বক্তুং ॥৩১

থাকে) অবাধে করিতেছেন ॥২৮

হে বিজ্ঞানময় ভগবন্! আপনি আমার অন্তরে সম্পূর্ণ বিলীন হইলেও, কেবল উপলব্ধিমাত্রেই যখন আমার অহিত আপনার বিচার ঘটিয়া থাকে, তখনই বিভিন্ন দেবদিগিই প্রাধিকারের নিমিত্তভূত অর্থের উপলব্ধির নিমিত্তীভূত সংযোগ তাহাদের আছে এবং তাহাদের পরিবর্তি আছে। যথাযথরূপে বিলীন, সুতরাং আপনি বাধ্য এবং অন্যের অযোগ্য। অতএব কেহ আপনার আত্মীয় বা পর হইতে সমর্থ নহে ॥২৯

হে সর্বাত্মন্! এই সমস্ত জীবনিচয় যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বগত ও নিত্যবর্তমান হয়, তাহা হইলে যেসকল জীবগণ আপনার শাসনাধীন বলিয়া শাস্ত্রে যে নিয়ম আছে, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু জীবকে যদি বিভু বলিয়া স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত শাস্ত্র-নিয়ম অসম্ভব না হইতে পারে; যেহেতু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্র-ভাবে জীবের ভক্ত হয়, কারণরূপে আপনি সেই কার্যের মধ্যে নিয়ন্তৃরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যিনি জীবাত্মাকে অনাদি অবস্থান করিয়াছেন বলেন, তিনি তাহাকে অবস্থান করিতে পারেন নাই; অথচ যিনি বলেন যে, "আমি তাহাকে অবস্থান করিতে পারিলাম না; তিনিই প্রকৃত অবস্থান করিয়াছেন। এই প্রকারে সর্বাত্মকের সঙ্গে তুল্য বিভুরূপে সর্বকারণকারণ পুরুষও একমাত্র আপনিই সর্বত্র সমভাবে নিয়ন্তৃত্ব বিধান করিতেছেন ॥৩০

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সুতরাং অভিনব যোগ একতরের উৎপত্তির কখন স্বীকার্য নহে; তবে যেমন বায়ু ও জলের একত্র সমাবেশে জল-বুদ্বুদের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষের পরস্পর মিলনে জীবন-বিশিষ্ট জীবের আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নব নব প্রকৃতি যাবতীয় জলরাশি এক সমুদ্রে এবং বিবিধ

মৃদু তব মায়া প্রভবতীহবলে। বৃথা
ধৃতি ধৃতিরোধনে ধরতি তাবদমু প্রহরম্।
ভবদনুসরণাৎ ভবতঃ তব যদ্ভ্রুটীঃ
স্ফুটতি মৃদুস্মিতেষ্বিহ তদাননেষু ভয়ম্ ॥৩৯
বিজিতজগতীকমাকুলিতলোচনং
ন হৃদি বসতি যস্য তে বদনপঙ্কজং নির্ভয়ম্।

ধ্যানলগ্নাধিষ্ঠাঃ সবধূরা গুরোশ্চরণং
বন্দিত ইবাস্ত সন্তাকৃতকর্ণধরা ভবন্তী ॥৪০
যজনগুহাঙ্গনাবনবনাশ্রমরাগুরুষে-
ধৃতি মতি কিং বৃথাং প্রহৃত আত্মনি সর্বজনে।
ইতি সকলনিত্যয়া বিমৃজতো হৃদয়ে চরতাং
সুখয়তি কো বিধ বিধিতে ধনিষত্তরণে ভয়ম্ ॥৪১

আমৃদু এব কোমল এব ভবতী হবলে, হবা সেহোপাধি-বিশেষ-রহিতে অবলে) আমা, বৃথিঃ বিবেকিনঃ অন্তঃকরণস্য, (অনুকূলং বর্তমানে) আমা (প্রেম-ভাজনতায়া অসাধিষ্ঠিতে) অবলে অন্তঃকরণাদি-সকল-ব্যবহারেষু যদি বিলসতি। যে তথা অন্তঃকরণম্ (তথা চ সতি যেন যেন) এব তব ভ্রুটীঃ ভ্রুকুটয়ঃ বিলসতি বিলসে যেন ঈদৃশ অবলম্বনাং ভবতীতি; তাবৎ যত্র যত্র যে সংসারাভাবা ভবন্তি, তত্র তত্রৈবাদিকমপি দুঃখ ভবতি কারণতি; অতঃ অন্তঃকরণম্, অন্তঃকরণাভাবে যাম্, এব সকল ভবতঃ ভবতীতে ভবেরেতে তথা তাবৎ ভবতীতি ইতি।৩৯।

যে অত্র। বিজিতজগতীকমাকুলিতঃ (বিজিতানি জগতীকানি ইন্দ্রিয়াণি যাভ্যাং তে তৈঃ তৈঃ যেষিতিঃ) অনি অবলোক্য, অবলিতঃ ব্যবহারম্, অনন্তং, অভিলাষম্, অভিলক্ষ্য, যদা এব কুলম ভবেন চলন সবধূরা অবলিতা, যে তথা তে তথা যত্র ব্যবহারে, যতি ভবতঃ, যে ঈদৃশাধিকে ধ্যানলগ্নাধিষ্ঠাঃ সবধূরা গুরোশ্চরণং
বন্দিত ইবাস্ত সন্তাকৃতকর্ণধরা ভবন্তী ॥৪০
যজনগুহাঙ্গনাবনবনাশ্রমরাগুরুষে-
ধৃতি মতি কিং বৃথাং প্রহৃত আত্মনি সর্বজনে।
ইতি সকলনিত্যয়া বিমৃজতো হৃদয়ে চরতাং
সুখয়তি কো বিধ বিধিতে ধনিষত্তরণে ভয়ম্ ॥৪১

(ঈদৃশমনু বিলসতে বিলসতি ইতি) বলবদনাধিষ্ঠাঃ আত্মনা কৃতাঃ (সন্তঃ অন্তঃকরণাদিতঃ অধীনতামাধিষ্ঠা বর্তিতা যথা তথা) সন্তঃ সন্তুষ্ট বিধাতা ভবতি তথা যে ইহ সংসার-সন্তুষ্ট মতি জনাঃ-মুখে বিধাতা ভবতি।৪০

সর্বজনে (সর্বে তথা আত্মনা বা ভবিষ্যে) আত্মনি পরমাত্মনি যতি প্রহৃতঃ যে সেবাভাবে সুখং সুখমাধিষ্ঠিতে কিং (ফলবান্ ভূয়াং আত্মা সেবা, বাং সুখং, তাবান্ বাধিষ্ঠিতে, তাবান্ সর্বজনাধিকারঃ, বা সুখং, তাবান্ পরিতোষাদি, তথা ব্যবহারেষু চ ভবতি;) কিং বা উপায়ঃ উপকারঃ; ইতি এবং যে সংসারাবেশাঃ সুখবশাৎ, তান্, অন্তঃকরণান্, অন্তরেণ বিধুনন্তি বিধুনীতঃ, তথা বর্তিতুমান্, তথা (সুখম্ বর্তমানেষু) সুখম্ সুখ ইতি ইহ সংসারে ধনিষতঃ পরঃ এব সন্তঃ, ধনিষত্তরণঃ (পরঃ এব বিধাতঃ ধনিষত্তরণে তথা পরে বা) ধনিষত্তরণঃ, তঃ তু সুখতি আনন্দতি ? ন কোপি ইত্যর্থঃ।৪১

পুনরপি এক মুহূর্তের এবং বিচিত্র মহাস্বপ্ন এক মুহূর্তেরে যেমন বিলীন হয়, সেইপ্রকার এই নাম এবং রূপাত্মক বিচিত্র জগৎ সমগ্র চরাচর সহ একদা আপনার পরমস্বরূপেই বিলীন হইয়া যাবে।৩৯

জগতীর দুরন্ত মায়ার প্রভাবেই জীবসৃষ্টিমাত্রেই এই দুর্ভিক্ষমতীর অবশ্য উদয় হওয়ায়, যেহ যেহাদিতে জীবের অন্ধেষা অভিমান জন্মে; ইহা বিশেষরূপে বিরূপ করত, বিবেকী পণ্ডিতগণ শ্রবণ কীর্তনাদির সাহায্যে অনুক্ষণ আপনাতেই মন প্রাণ সমর্পণ পূর্বক নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি জগৎ অতীত; সুতরাং আপনাতে সমর্পিত-চিত্ত তাদৃশ বিবেকিগণের আর জগৎজনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে জগজ্জীব যাহারা এই ভীষণ সংসার-ক্ষেত্রে আপনার স্মরণ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়; হিংস, ক্রোধ ও মহাঅজ্ঞান হিংসিত অবস্থের বিপিষ্ট জগতীর ভ্রূভঙ্গিরূপ কাল সংসারক্ষয়ের পরিবর্তে তাহাদেরই সমীপে জগৎস্বরূপ ভীম সংসারক্ষয়ের বারম্বার উৎপত্তি করিয়া থাকেন।৪০

যে অত্র। জগজ্জন আপনার চরণারবিন্দের একান্ত শরণাগত না হইয়া, যাহারা কেবল প্রাণপণে বলে ইন্দ্রিয়বর্গের সংযমন পূর্বক দুর্ধর্ষ দুরন্তস্বরূপ অতীব চঞ্চল এবং প্রবল মনকে জয় করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত;

ভূমি পুরুপুণ্যতীর্থজলান্যুদয়ো বিভা-
ত উচ্চ ভবৎপলাশুজফলোদ্ভবভিক্ষিণঃ শুভাঃ।
যদ্ভক্তি পঙ্কজলব্ধি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনর্ভবায় ভবতে পুরুসারবরাবধিবাদ্ ॥৩৮

ভবে ইহমুষ্মিন্ পুংসি তেষু তেষু তৎতৎ
ব্যক্তিরূপি ক ৫ ক ৫ ভূমা ন তথোভয়ত্র।
তত্তত্তত্র বিকল্প ইতিহাসউপপত্তয়া
শ্রুতয়ঃ ভাবতী ত উরুবৃত্তিবিরুদ্ধকৃত্যাঃ ॥৩৯

বিভা বিভবন্তি, ঈশ তত্তৎপলাশুজফলা (যদ্যপি তৎপলাশুজ ফলাদ্যা) অবজন অবভিক্ষিণঃ (অব ভিক্ষতি ইতি অবভিক্ষি অভিক্ষণ যেষাং তে) ঈশ অপি যে অবজ তে ভূমি পুরুপুণ্যতীর্থজলানি (পুরবি বহূনি পুণ্যানি তীর্থানি তেষাং জলানি চ ভবতি) এব ঈশানত্বে যেষাং। বিভূমুখে পরমাত্মনি যাং যে ভক্তং ভক্তং তৎপরিত্যাগে, তে পুনঃ পুরুসারবরাবধিবাদ্ (পুরুষসার যাং যোগেশ্বরাণাং ইতি ভাগবতাং যে অবধয়ঃ মুখাঃ তস্মাৎ) ন ঈশানত্বে যেষাং ॥৩৮

ভবে ইহ, আত্মনি প্রকৃতৌ ভবে, তত্তৎ ব্যক্তিরূপি, তত্তৎ ব্যক্তিরূপেষু ক ৫ ক ৫ ভূমা (ঈশ্বরঃ) সং ন্যূনি তেষু ন; তথা ইহ, অন্যত্র তাদৃশ বিগ্রহে তত্তৎ ব্যক্তিরূপে

ঈশ্বরে।) (তথা ঈশঃ সহস্রশীর্ষাদ্যুঃ) ব্যক্তিরূপি) তথা সহস্রশীর্ষাদি ক ৫ ক ৫ রূপি ভূমা বিরাট ভবতি। (তথা অনন্তশীর্ষাদিরূপ ভবিত্বং ন ভবতি ন চ তত্তদ্রূপতা সহ ভবিষ্যিতব্যতয়া প্রতিজ্ঞায়ং তত্ত ভবিত্বং ঈশ্বরস্যৈব ভবতিরিক্তং, ভবিত্বা তেন রূপেণ তত্ত ভবিত্বাৎ, ঈশ্বরস্যৈব।) তথা ঈশস্য (ঈশত্বাৎ, ঈশ্বরস্যৈবিক-ভাবস্যৈব তথা বৃত্তিঃ ভবতঃ) তথা ন সহস্র ভবতি। তত্তদ্রূপ ভবিত্বেন বিরোধ বিশেষ) অন্যত্রাপি অন্যত্র সহ অন্যত্রবৎ ব্যবস্থায়, বিরোধাভাবাদ্বিরোধে তথা ভবিত্বাভাবস্য তথা ইতিহাস দৃষ্টেঃ। যে যত্র ভবন্তি যেষাং তথা যাদৃশী ঈশ্বরবৃত্তিঃ (ঈশ্বরস্য বস্তুনি যৌগপদ্যেনাপি ভবিত্বং ভবিত্বাৎ ঈশ্বরস্যৈব তথা-ভাবাদ্বিরোধাভাবাৎ তথৈব ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥৩৯

কারণ প্রকৃত ঈশ্বরের অনুভব করা তাঁহাদের ইচ্ছা নয়। ভবসাগর-পার হইবার আয়োজন পূর্ব্বক ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যই প্রকৃত ব্রহ্মিষ্ঠের অনুষ্ঠান যেমন সহজসাধ্য হইয়াই ওঠে, যে সকলের। ভবরোগ ভাবিয়ীন জানী বা যোগিপ্রবর যেরূপ অনন্ত দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া, এই ভীষণ সংসার জলধিতেই বিপাতিত হন ৩৮।

অহো। সর্ব্ববিধ আনন্দের একমাত্র আকরস্বরূপ ভবরোগ পরমাত্মস্বরূপ ভবরীয় চরণপদ্মে যিনি আত্মা প্রদান করিতে পারেন, তাঁহাকে ভোগে পরিতৃপ্ত হইবার প্রত্যাশায় অন্ন, সূপ, ফলমূল, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, ক্ষীর, ইক্ষু, বিত্ত, শারীরিক বল এবং ইন্দ্রিয়, অথবা যে কোন প্রকার প্রাকৃতিক ভোগ্য বস্তুর আশায় প্রদান করিতে হয় না। এক আপনার আশ্রয়েই তাঁহার সকল সাধ পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা পরমার্থসত্যস্বরূপ ভবরীয় চরণপদ্মের নিকট ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অঞ্জলি ভরা ভক্তি-সহিত ভবরীয় চরণপদ্মের নিরন্তর ভিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভব-রোগ যদি স্পর্শ করিলেও সকল পাপ বিনষ্ট হয়। অহো। ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ভোগসুখ পরিহার পূর্ব্বক পবিত্র তীর্থ-সমূহ এবং পুণ্যপ্রদ ক্ষেত্রেই বিচরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা একবার নিত্য-সুখময় ভবরীয় পরমাত্মভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর পুনরায় বিবেক-বৈরাগ্যাদি পুরুষের সর্বসারবরাবী অনুরূপ সহস্র মুক্ত-

ন হবিষ্যন্ন আদ ন হবিষ্যতো নিরন্ন-
মুদ্দিশ্যযজ্ঞা যদি বিদ্যতি ভূরিকালে।
অন্ত উপযাচিতে দ্রবিণজাতিবিকল্পনীয়ে-
র্বিতন্বয়নোবিলাসকৃতবিত্তবয়স্তাবুষাঃ ৪৩৭

স কলত্রা ক্ষুধাকুলপরাং তপাংস্তে ঘুণন্
ভজতি নক্তপাঃ তমনু বৃত্রাসপেতরক্ষঃ।
ঘুণত ধ্বসনি তাবহিরিব ক্ষণাত্তরসো
মসি মহীভৃদেঃউচিতবেশপরিবেত্রকা ৪৩৮

ন হবিষ্যন্ন আদ ন হবিষ্যতো নিরন্নম্ উদ্দিশ্য যজ্ঞা যদি বিদ্যতি ভূরিকালে। অন্ত উপযাচিতে দ্রবিণজাতিবিকল্পনীয়েঃ বিতন্বয়নো বিলাসকৃতবিত্তবয়স্তাবুষাঃ ৪৩৭

যে ব্যক্তির ইন্দ্র-বরুণাদিদেবতা, আজ পাকা পূর্ণ ও আজ ও আসিবে, ও ও বিষয়ে সদা অবস্থান করিয়া অতিথি অন্ন প্রদানের অন্য কোন যদি কালান্তরে কৌতুকবশে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত, এরূ বিশ্বাসে ইতি অতিথিং অন্ন ও দুগ্ধাদি-বিক্রয় করেন। (অতিথিসেবা অতিপ্রয়োজনীয় বে বিষয়ে দৃঢ় বোধ করেন বলিয়া তিনি উপযাচক অনুপস্থিত বিক্রয়ার্থে। অথবা অন্নাভিলাষে (অথবা যাচিয়া ভূরিকাল বিলম্বে দুগ্ধ-দধি-ঘৃতাদি, অথবা প্রদান) ইতি যে অবস্থিতি করেন, যে অনুরূপ অন্নাদি এবং

যে ব্যক্তির ঈদৃশ প্রকার অন্নাদি সেবিকা, অতএব যে অন্নের প্রত্যাশা-পরিত্যাগিনী, যে-অন্নাদি-পূর্ণা, অন্নদাতার আবির্ভাবে বিলম্বী, অন্ন অপেক্ষমাণা অতিথি (যে-অন্নের আধিক্যের অভাবে) অন্ন আশু পরাবৃত্ত বিমুখ হইয়া যেরূপ আপনাকে নিরোধিকাশ্রমের-অন্নবিক্রয়ে অনুদ্যুক্ত দেখিয়া অতিথি প্রত্যাবৃত্ত। অতএব বিলম্ব, আশা-ভঙ্গাদি ঘটে, অতিথির অবিলম্বে-বিমুখি যদি যদি পরাবৃত্তিকালে ঘটে যে, অতি ঘটে, ইত্যাদি আশা, অন্নের আশা ও পরাবৃত্তি। অন্ন যাচিয়া যেরূপ।

অন্নাদি-বিক্রিয়ে দুগ্ধে আবদ্ধ হন না।৫৫

আবহমান অন্নদাতৃগণ অন্নাদি অতএব এবং দুগ্ধ-ঘৃতাদি ব্যাপারকে অন্নদান বলিয়া জ্ঞানকরণে গ্রহণ করা বিহিত নহে। কারণ সংযমন হইতে উৎপন্ন হইলেই যে সব হইবে, এ অনুমান তর্কে সুরক্ষিত হয় না। কারণ প্রাকৃতিক জগতে অনেক স্থানে তাহার বৈপরীত্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা প্রকৃত অন্নযজ্ঞরূপে প্রতীত দুগ্ধাদি উৎপন্ন বলিয়া গৃহীত সর্বত্রই পরমার্থতঃ তখন সত্য হয় না। অতএব এস্থলে অর্থাৎ সর্বত্র উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহার উপাদানভূত দ্রব্য অপেক্ষা তদাধারিত্ব যদি অধিকা না অন্নকে উৎপত্তির কারণরূপে গণনা করা হয়, তাহা হইলে অতিপ্রাকৃত আধারকে অন্নদাতার উপাদানরূপে গণনার করার কোন বাধা হয় না। সুতরাং উপাদান এবং বিনিময় এই উভয় কারণে অন্নদাতার উৎপন্ন গণনার করা হয়, তাহাতেও তাহার সত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। অনাদিকাল হইতে সাধারণের দ্বারা প্রবাহিত আসিয়া, অন্নের আধারের অন্নদাতার অন্নের সমানের ন্যায়, বিনা বিচারে স্নেহ-স্নিগ্ধাদির অন্ন ও তদাধারিত সম্বন্ধেরূপে গ্রহণ করিয়াই হইতেছে এবং তাহাতে কোনরূপ বাধা বা দৌষ এবং দুগ্ধাদানে অর্থ-গ্রহণরূপ তদ্বস্তুতি আধার-অন্নদাতা বিধি-নিষেধরূপ বিষয় সমূহে আবদ্ধ করত সাধারণ-চক্ষে তদন্ন করাইতেছেন।৫৬

যে তদ্বয়ং! পূর্বে এই প্রত্যক্ষতঃ প্রতীয়মান বিচিত্র সংসার যেমন ছিল না, ইহাতে আধিক আধার বলিয়া তাদৃশ কোনরূপ অভিব্যক্তাধিক ছিল না; এবং প্রলয় প্রলয়ের পর অবিলম্বে যেমন কোন পদার্থ থাকিবে না, তাদৃশ কোন বস্তুর অভিধানের বন্ধনও থাকিবে না অতএব ব্যবহারে তদবীয় পদার্থ ভোগ-সম্পদের এই বিস্তারের অন্ন সম্বন্ধে অনুভূতি হইতেছে যায়। সুতরাং অভিধানে যেমন অন্নের অন্ন হয়, সেইরূপ তদবীয় অন্নের অধিষ্ঠাতি বিষয়-সম্বন্ধের অন্ন-প্রতীতি হইতেছে যায়। অতএব অন্নদাতির প্রতি-পূর্ণ দুগ্ধাদানির ব্যাপারকে আধারূপে ব্যবহার লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা প্রকৃত অনভিজ্ঞরূপে

যদি ন সন্ত্যজন্তি যমরা ভবি কামমাত্রা
দুঃখোদয়াস্তমুপযন্ত্যনিবৃত্তত্বর্ষাঃ।
অন্যত্র তৎপরিসরাদ্ভয়শোকমোহ-
রাগাদয়ঃ ক্ষপয়ন্তীহ ভয়ং কুতঃ স্যাৎ ॥৫৯

হে ভগবন্! যদিও যম-নিয়মাদি-অভ্যাসকারীরা যদি যদি ঐহিক বিষয়-ভোগে একান্ত আসক্তি ও অনুরক্তি ও ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা হইলেও তাহারা অবিদ্যা-কল্পিত ঐহিক-সুখলাভ-আশায় যম-নিয়মাদি অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ঐহিক বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া যায়। হে ভগবন্! অবিদ্যাকল্পিত (অবিদ্যাজন্য অজ্ঞান-সম্ভূত ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত বা মিথ্যা ভাবনা-প্রসূত) ভোগ্য বিষয় অনন্তকালস্থায়ী অবিনশ্বর সুখের নিদান নহে বলিয়া অভ্যাসকারীরা অবিলম্বে বুঝিতে পারে, ইহাতে অনন্ত দুঃখই উপস্থিত হইবে। ৫৯

যম-নিয়মাদি অভ্যাসকারী সাধক যেহেতু ঐহিক বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া ক্রমশঃ পরিণামসুখ বোধ-সহকারে ঐহিক-বিষয়-ভোগে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং মোক্ষসুখলাভের আশা পোষণ করে। সুতরাং তখন মোক্ষোপযোগী অনাসক্তিবিষয়ক সদ্বোধের জন্যেই ঐশ্বর্য্যাদি অনন্ত বিভূতিতে বিরক্তি হইয়া অনন্ত-সুখস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়। হে ভগবন্! আপনি কিন্তু অবিদ্যাজন্য ঐহিক বিভূতি-বিশিষ্ট অনন্ত পরমানন্দস্বরূপে নিত্য সর্ব্বদেহে সাক্ষ বিরাজ করিতেছেন; অনন্ত অবিনাশ পরিত্যাগ করা অসম্ভব। বিষয় সর্ব্ব যেরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরাগ করে, সর্ব্বজ্ঞ আপনিও সেইরূপ সাধকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমানন্দ-স্বরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। ৫৯

হে ভগবন্! যাহারা ইন্দ্রিয়াদির অসংযম পূর্ব্বক অসংযমীর ন যে সকল অবিবেক জনক-কলত্র হইতে কাম-বাসনাকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা কপটি। কপটেরা বাহির বিষয় বিষয় ভাবে ভোগ করে, কাম-

(হে ভগবন্! যদি) ন (না) যমিনঃ (যমী) অপি (ও) অসংযতেন্দ্রিয়াঃ (অসংযতেন্দ্রিয়) কামমাত্রাঃ (কামমাত্র) অবিবেকজনকলত্রাদিষু (অবিবেকজনক-কলত্রাদিতে) ন সন্ত্যজন্তি (সম্যক্ ত্যাগ করে না) তর্হি (তাহা হইলে) কপটচরাঃ (কপটাচারী) [তে] (তাহারা) অবিদ্যাকল্পিতয়োঃ (অবিদ্যাকল্পিত) ঐহিকামুষ্মিকয়োঃ (ঐহিক-পারত্রিক) বিষয়য়োঃ (বিষয়ে) অন্তবৎফলয়োঃ (অন্তবৎফলপ্রদ) অসদুপাসনয়া (অসদুপাসনা দ্বারা) কিয়ৎ (কিয়ৎ) কালং (কাল) [তে] (তাহা) ক্ষপয়ন্তি (ক্ষয় করে) ॥৫৯

ঐহিক বিষয়-ভোগে একান্ত আসক্তি ও অনুরক্তি ত্যাগ করিতে না পারিলেও যম-নিয়মাদি অভ্যাসকারী সাধক যেহেতু ঐহিক বিষয়-ভোগে বিরক্ত হয়, সেহেতু ক্রমশঃ পরিণামসুখ বোধ-সহকারে ঐহিক-বিষয়-ভোগে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং মোক্ষসুখলাভের আশা পোষণ করে। সুতরাং তখন মোক্ষোপযোগী অনাসক্তিবিষয়ক সদ্বোধের জন্যেই ঐশ্বর্য্যাদি অনন্ত বিভূতিতে বিরক্তি হইয়া অনন্ত-সুখস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়। হে ভগবন্! আপনি কিন্তু অবিদ্যাজন্য ঐহিক বিভূতি-বিশিষ্ট অনন্ত পরমানন্দস্বরূপে নিত্য সর্ব্বদেহে সাক্ষ বিরাজ করিতেছেন; অনন্ত অবিনাশ পরিত্যাগ করা অসম্ভব। বিষয় সর্ব্ব যেরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরাগ করে, সর্ব্বজ্ঞ আপনিও সেইরূপ সাধকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমানন্দ-স্বরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। ৫৯

হে ভগবন্! যাহারা ইন্দ্রিয়াদির অসংযম পূর্ব্বক অসংযমীর ন যে সকল অবিবেক জনক-কলত্র হইতে কাম-বাসনাকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা কপটি। কপটেরা বাহির বিষয় বিষয় ভাবে ভোগ করে, কাম-

তবসমো ন হি বেদ্মি কুতোঽন্যতস্তব
ঔৎপত্তিকায়মনবাপ্তসমস্তকামঃ।
অস্বপ্নমব্যবধমক্ষতসর্ব্বতন্ত্র-
মাত্মানমাত্মকৃপয়া পরিপূর্ণমীড়ে ॥৬০

(হে ভগবন্!) ভবসমঃ (ভবী) ন হি বেদ্মি (ন জানি) কুতঃ অন্যতঃ (কোথায় অন্যত্র) তব ঔৎপত্তিকায়ং (তোমার স্বাভাবিক) অনবাপ্তসমস্তকামঃ (অনবাপ্তসমস্তকামত্ব) [ন বেদ্মি] (জানি না) অস্বপ্নং (স্বপ্নরহিত) অব্যবধং (ব্যবধানরহিত) অক্ষতসর্ব্বতন্ত্রং (অক্ষতসর্ব্বতন্ত্রত্ব) [ন বেদ্মি] (জানি না) আত্মানং (আত্মা) আত্মকৃপয়া (আত্মকৃপা দ্বারা) পরিপূর্ণং (পরিপূর্ণ) ঈড়ে (স্তব করি) ॥৬০

ভোগ্য বিষয়-বিষয়ক অবিবেকজনক-কলত্রাদিতে অনুরক্তিদ্বারা জাগ্রৎ অবস্থায় ঐহিক-বিষয়-ভোগে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন না। ৬০

হে ভগবন্! যিনি তোমার পরমার্থ-স্বরূপের অবধারণ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানের প্রভাবে প্রাতিভ-বিষয়ক ঈষণীয় সুখদুঃখাদি হেয় বলে তখন অভিভূত হন না এবং মোহনিদ্রাবশী ব্যক্তিদের সুখে তখন অনুরাগই বিবিদিষেরহিত ব্রহ্মবাদীর নিকটে তখন তাঁহাকিকে ব্যাকুল হইতে হয় না, বা লোকবিদ্যা ও প্রমাণের সম্পর্ক রাখিতে হয় না। তাহার প্রতিবন্ধে নিজ বুদ্ধির অবতীর্ণ হইয়া আপনি তাঁহাদের অভিপ্রায়ে যে সকল উপদেশ-সহায়ী প্রদান করিয়াছেন, গুরু-পরম্পরায় সেই সকল উপদেশ-বাক্য জেই মানবগণের মুখে শ্রবণ পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণা করত, অপরোক্ষজ্ঞান তত্ত্বীয় ভাবকে তিনি অবধারণ করিয়াছেন; আপনিই তাদৃশ ব্যক্তিগণকে মোক্ষ প্রদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ৬০

ন্যূনতয়া এব যে ন বয়ংরূপত্বেনতয়া
স্বয়মপি তত্তদবতারিতয়া বস্তু সাবরণাঃ।
ন চৈষ ব্রহ্মাদিষু বাচ্যো বক্তা সহ শ্রোতৃষু
ধৃষ্টমি বি জনয়ত্যবিমৃশ্যেনেন তদবিদ্বাংসঃ ॥৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্।
সনন্দনমুখাস্তর্কুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্ ॥৪২

ইত্যুক্তপ্রকারান্নারায়ণপুরাণোপনিবন্ধনঃ।
সমুদ্ভূতঃ পূর্বজাতৈর্বেদ্যোঽয়মিতরৈর্দুরাকৃতিঃ ॥৪৩
ঘটকৈরস্ত ব্রহ্মণায়ং অবতারানুশাসনম্।
যাবদ্ধ্রুবস্য গাং কামং তাবন্নারং তদর্চনং নৃণাম্ ॥৪৪

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স ঋষিভিঃ পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
পূজয়িত্বা কথয়াং চক্র ওঁনমস্কৃত্য মুনীন্ ॥৪৫

ইত্যুক্তপ্রকারাৎ নারায়ণপুরাণাৎ উপনিবন্ধনং যস্য সঃ। সমুদ্ভূতঃ পূর্বজাতৈঃ পূর্বকল্পীয়ৈঃ ঋষিভিঃ। ইতরৈঃ অর্বাচীনৈঃ দুরাকৃতিঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ। অয়ং ব্রহ্মণায়ং ব্রহ্মণঃ ইমে ব্রহ্মণায়াঃ তেষাং ঘটকৈঃ সম্বন্ধকর্তৃভিঃ অবতারানুশাসনং অবতারাণাং নামরূপাদিনিরূপণং যস্মিন্ তৎ। অস্য ব্রহ্মণঃ ধ্রুবস্য গাং কামং যাবৎ তাবৎ নৃণাং নারং নরসম্বন্ধি তদর্চনং ভগবদর্চনং ভবতি ॥৪৩-৪৪

শ্রীভগবান্ নারায়ণঃ। ঋষিঃ নিত্যঃ। এবং পূর্বোক্তপ্রকারং ব্রহ্মণঃ পুত্রাণাং সনন্দনাদীনাং আত্মানুশাসনং (আত্মনঃ অপি শিক্ষণং যেন তৎ) শ্রুত্বা আকর্ণ্য তদ্বারা আত্মনঃ গতিং স্বস্য অবস্থানং জ্ঞাত্বা সিদ্ধাঃ সন্তঃ তর্কুঃ পূজয়ামাসুঃ ॥৪১

হে পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মাদি সর্ব লোকপালগণের পক্ষে দুরবগাহ ভগবানের অন্ত পাইবার কথা দূরে থাকুক্। হে অম্বজ! অনন্তস্বরূপিণী আপনি নিজেই নীয় মহিমার অন্ত অবগত হইতে পারেন না। অথো। ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে অসীম এবং অবর্ণ্য রজোগুণাদি যেমন বায়ুর সঞ্চালনে ইতস্ততঃ বাহিত হইতে থাকে, আপনার অন্তরে সেইরূপ পৃথিব্যাদি ঐশ্বর্যের সমস্ত সম্ভারসহ পরিদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়ও প্রচণ্ড কালবেগে পরিচালিত হইতেছে। সৃষ্টিকালে মূল বিষয়বর্গের আলোচনায় যে সকল শ্রুতি-বাক্য সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রলয়কালে তাহাদেরও আপনাতেই তাঁহাদের পর্যবসান হইয়া থাকে ॥১)

ভগবান্ নারায়ণ ঋষি বলিলেন,—হে নারদ। ব্রহ্মপুত্র সনকাদি ঋষিগণ বেদসম্মিত শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে আত্ম-তত্ত্বের আলোচনায় পারদর্শী হইয়া কৃতার্থ হইলেন। তখন তাঁহারা বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মপুত্র পুলহ ও অভিবাদন করিলেন ॥২

তখন বেদের পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ উপনিষদের তাৎপর্য অর্থসমূহ অতি দৃঢ় নিশ্চয়ে বিশারদী যথাযথ সনকাদি ঋষিগণ এই প্রকারই নিরূপণ করিয়াছেন ॥৩

হে ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষে নারদ! দুর্বিজ্ঞ মানবগণের ভগবৎ বৃত্তিবিশেষের বিশেষে নির্দেশকারী এই

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রহ্মণ্যৈষ ব্রতবরঃ ত্বয়া সম্যগুদাহৃতঃ।
যো বৈ সর্বমৃতানামবিহিংসাবিধিঃ পরঃ ॥৪৬
ইত্যাত্মবিদ্যাবিদ্যায় তন্ত্রিজাংশ্চ ব্রহ্মন্।
অতোঽধোক্ষজমাজ্ঞানং পিতুর্মে পাতনস্য চ ॥৪৭
সঙ্গমিতো ভবদ্ভির্মে দুরাপমপি দুর্মতেঃ।
তস্যৈষ ঋণমার্যায় নাধারমনুধাম্যহম্ ॥৪৮

ইত্যুক্তস্তং দ্বিজবরং রাজা প্রশ্রয়ঃ কৃতঃ।
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মর্ষিদেবেন্দ্রং বিস্ময়োঽপি সমজনি ॥৪৯

যোঽসৌ দুরত্যয়ো মৃত্যুর্যং ন কশ্চিদতিবর্ততে।
যো ন সৌম্যানুগৃহ্ণাতি ঘোরো ঘোরাত্মনাং প্রভুঃ
ব্রহ্মতেজোবলং দৃষ্ট্বা তস্যাপি ভগবান্ ভবঃ
পুনঃ শান্তি ন্যা।

শ্রীরাজা উবাচ। সাধু ব্রহ্মন্ সাধুবিদ্যে কৃতস্ত্বয়া ভগবতো ভাগবতানামবিহিংসায়া ঔৎসর্গিকধর্মস্য বর্ণনয়া তদ্বিষয়ায়াঃ ভগবদ্ভক্তেঃ সর্বাতিশায়িত্বং দর্শিতম্ (ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য-বিবক্ষয়া কৃতমিদং বচঃ) তদেবং ভক্তিং প্রশ্নয়ন্ রাজা তদ্ভক্তাংশ্চ প্রশংসতি ॥৪৬

আত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞানং হৈতি এবং আত্মন্ বৃদ্ধৌ তয়া তন্ত্রিজান্ বিষ্ণুভক্তান্ চ আত্মেব্য তত্ত্বতঃ স্বাত্মানং যে ন পশ্যন্তি বিষ্ণুং বৈষ্ণবাংশ্চ যাবত্ত আত্মানম্ আত্মীয়ং ন পশ্যন্তি ॥৪৭

তদেবং যাবতঃ সঙ্গমিতঃ সম্যগ্যুক্তঃ অতঃ প্রত্যাদেশ-

পরিত্রাণাৎ। ভবঃ আত্মনো পরিত্রাণায় যৌবনং যে ন যা) যাবত্ত ঘটৈ বৈষ্ণবাংশ্চ আত্মেব্যুক্তং তেষাং তং প্রতিষ্ঠিতং বর্ণয়ামাস ॥৪৮

যে যাজ্ঞা। এং ভগবান্ যদি তং অধিকৃত্য বিষ্ণবিং প্রবৃত্তি প্রশ্নং তথা ঘটতি ইতি যে প্রশ্নং তং; তত্ত্বতত্ত্বতা তথা অধিকৃত্য প্রবৃত্তি যং চ্যবং তথা ইতি এবং প্রতিজ্ঞাতা তথা বর্ণিতম্ ॥৪৯

যঃ অত্র বিষয়ে ঔৎপ্রেক্ষতঃ (ঔৎপ্রেক্ষা সম্ভব-যুক্তার্থ-

আত্মানুযায়ীকে অতঃ এবং বিধানে সহকারে ভগবান্ ভবানীপতি পূর্বক সংসারে যথেচ্ছ বিহার করুন ॥৪৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! বৈষ্ণব ব্রতের অনুষ্ঠানে ভিন্নবিধ এবং আত্মসাক্ষাৎকারের কৃপার্থচিত্ত প্রভৃতি যাহা লোকগুরু শ্রীনারায়ণ ঋষির মুখে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথ ভাবে সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন এবং একান্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে নমস্কারের পূর্বক বলিলেন—॥৪৫

যে ব্রহ্মর্ষিবর ভগবান্ নিখিল জীবগণের সংসার-মুক্তির নিমিত্তার্থ ভগবদীয় বিজ্ঞান-সমূহ যাহার আবির্ভূত হয়, সেই পবিত্রকীর্তি ভগবান্ শ্রীশুককে আমি প্রণাম করি ॥৪৬

মহারাজ যেবমি নারদ এই প্রকারে আদি ঋষি ভগবান্ শ্রীনারায়ণ এবং তদীয় নিত্যপার্ষদ প্রণাম করত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং তদীয় ভবন ভগবান্ কৃষ্ণ-দৈপায়নের আশ্রমে উপনীত হইলেন ॥৪৭

যেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া ব্যাসদেব বিশেষ আদরাতিশয়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করত উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন; তখন নারদ আসনপরিগ্রহে উপবিষ্ট হইয়া নারায়ণ ঋষির মুখে শ্রুত সমস্ত বেদস্মৃতি ভগবদ্গণের আনুপূর্বিক কীর্তন করিলেন ॥৪৮

হে রাজন্! অমিতেজা বিভু ভগবদ্গণের প্রতিপালন ব্যাপারে ভক্তিমূল কি প্রকারে সমর্থ হয় বলিয়া আপনি আমার নিকট যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তদুত্তরার্থ যত যেরূপ ভগবদ্গণের প্রতিপালন করিতে পারে, তাহা আমি আনুপূর্বিক প্রতিপাদন দ্বারা বর্ণন করিলাম ॥৪৯

অহো! এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্যে যিনি একমাত্র প্রয়োজক থাকিয়া জীবগণের সম্বন্ধে যাবতীয় পুরুষার্থের সংসিদ্ধি করিতেছেন; যিনি সৃষ্টি এবং জীবরূপ পুরুষগণ

ইতি শ্রীমহাভারতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দেবাসুরে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ৮৭

নিয়ত ইন্দ্র পরীক্ষিতিকল্পাদি প্রা-ইন্দ্রিয়াদি আলম্বন) তথা অন্য অগ্নি-অন্ন-বিষয়ে (অগ্নিঃ অন্ন, ইহার পাশক, বিষয় অন্ন এজন্য তথা) ও অন্যত্রাপেক্ষয়া ইহাতে, যে ইন্দ্র প্রভৃতি পক্ষী অগ্নি বিষয়ে অন্নপ্রাপ্তির দ্বারা পরীক্ষাদি ভীষণে ভোগাধর্মাদি হয় ; তথা ও তাঁহা দ্বারা (তেমন ভোগাদ্বারা পরিপালনাদি) তথা যে সকল

প্রাণা অন্নাদী (অন্নাদের তথা না ভীত) অন্য অন্নাদের সকলে প্রকৃতি অগ্নি পরিপালনাদি তথা তথা দ্বারা অন্ন যে ব্রহ্মণ পরীক্ষা ও পক্ষি, তথা ঐশ্বর্যের নিজে বিষয়ের ভোগি তথা তেন অন্ন অন্নাদ ইহি, অন্নাদ ব্যাপ্ত ৪০

ইতি বলবে অন্ন শ্রীমৎপ্রমাণপারিপ্রমাণে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভেদা এবং তিনি অন্নব্যাপিত্বে ভীষণ অন্নে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে পক্ষ হইয়া পরিচর্য্যায় অন্নে প্রবিষ্ট হইয়া, ভীষণ ভোগাদ্বারা ভোগাদ্বারা ভেদের ইচ্ছা করিতেছেন এবং ভোগ প্রদানে সেই ভোগাদ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন ও ভোগপূর্বে অন্নাদ ভীষণ ধারণে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিত থাকি ভেদের অন্ন-

অন্নের অন্নপরিচয় ভীষণ ভেদের ভোগ অন্নভোগ করেন না, সেইরূপ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক পদার্থকে পরিহার করিয়া থাকেন, সেই মায়াতীত অন্নব্যাপী ঐশ্বরিক ভাবসমূহ ঐশ্বরিক অন্নবোধক ইচ্ছা ভীষণাদেরই অন্ন অর্থ।৪০

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
প্রথমস্কন্ধে পণ্ডিত-শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশ-কৃত সপ্তাশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

[হরি-স্মরণের মহাত্ম্যবর্ণন, বৃত্রাসুরবৃত্তান্ত, ঘৃতরূপেণ বিষ্ণুনা সত্ত্বোর্ত্তাসুরবধাদ্ ব্রহ্মহত্যা চ।]

রাজোবাচ।

যেঽন্যত্রেহমনুষ্যেষু যে চাস্মত্প্রতিমা বিদুঃ।

অন্বয়ঃ

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন। যেঽন্যত্র-অন্যেষু অন্যে যে অন্যে অন্যত্র (অষ্টাদশভুবনাদি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) বিদুঃ

প্রাণাদে অন্নাদী যে ভোগা ন চ সন্ত্যাঃ পরিহৃত্য।

অন্বয়ঃ

অন্যত্র, যে প্রাণাদে অন্নাদ ভোগা ভোগিনঃ চ অন্নাদি। যেষু সন্ত্যাঃ পরিহৃত্য সম্পত্তয়ঃ পরিহৃত্য, যে অন্নাদি

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[হরি-স্মরণের মহাত্ম্য বর্ণন, বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত এবং ঘৃতরূপধারী বিষ্ণু কর্তৃক অসুরে বৃত্রাসুরের বধ হইতে ব্রহ্মহত্যা।]

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—যে ব্রহ্মন্! যেসব

অসুর এবং মানবজন্মের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অষ্টাদশ-পরিমিত ব্রহ্মলোক-পরিবেষ্টিত শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই ধনী এবং ভোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। অথচ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন সাধারণ শ্রীপতি জনার্দ্দনকে যাঁহারা আরাধনা

একস্ত্বেষামুপাদায় প্রাদাদ্যোগমথাত্মনি ॥ ৯
বিষ্ণুঃ প্রসন্নো ভগবানেতচ্ছুত্বা তথাস্ত্বিতি ॥ ১০

শ্রীশুক উবাচ।

পিতর্যুপরতে সোঽপি ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহাস্ত্রিধা ॥ ১১

তথা চ তথৈব, অপি চ ধ্রুবিণাঃ তথৈব ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ঃ (বিষ্ণুঃ প্রিয়ো যস্যাঃ যস্যাঃ বা) যো হরিস্তস্যাঃ তথাত্বং বিষ্ণুঃ খলু বিষ্ণুঃ তথৈব ইতি এবং বৈশব্দীয়াভিপ্রায়েণ যোজ্যম্। যদ্বা অত্র বৈশব্দীয়োক্তেঃ এব তথাত্বং স্বয়ং ব্যাখ্যেয়ঃ বোধ্যঃ ॥

শ্রীশুক উবাচ। পরং বিষ্ণুপ্রধানত্বাৎ পুরুষে এব বিষ্ণুশব্দঃ প্রযুজ্যতে ইতি, অতঃ বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ, তৈজসঃ রাজসঃ, তামসঃ ৩ ইতি অহমেব বিষ্ণুঃ তথাপি তদনিচ্ছাদি কৃতবান্ ॥

তত্র তাবৎসর্গে বৈকারিকস্য যতঃ, বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকাদি-ভাবস্য পক্ষে স্বাভাবিকি ইত্যেষ যোগঃ বিভাগঃ তথৈব।

করেন, ঔত্তানপদিকে প্রায় নিত্য ধ্রুবিত্ব হইতেই দেখা যায় ॥

অতএব সম্পূর্ণ বিষ্ণু স্বভাব-বিশিষ্ট ধ্রুবিত্বের আরাধনায় এরূপ বিপরীত ফলের প্রাপ্তিকাল আধিক আমার এরূপ বাসনা হইতেছে। তাহার ঐশ্বর্যবান্ শ্রীহরি সাধককে অধিক করেন এবং ঐশ্বর্যহীন ভিখারী পক্ষে সম্পদ্‌শালী করেন, এই বিপরীত ব্যবহারে আমাদের মনে বিশেষ সন্দেহেরই উদয় হইতেছে ॥

এমন সময়ে শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ ত্রিলোকের নিয়ন্তা পরমপুরুষ। প্রকৃতি-যোগী পুরুষের সম্বন্ধে প্রাকৃতিক গুণের সাহায্যে তিনি ভগবানের ন্যায় রূপ ধারণ করেন। সুতরাং তাঁহার সত্ত্বগুণ প্রকৃতি হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামস ভেদে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥

তত্রো বিকারা ঋতবস্ত্বেকাদশেষু কল্পনা।
উপাস্যাস্তু বিদুষ্টীনাং সর্বোপাসনমূহতে পতিম্ ॥ ১৪
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥ ১৫
বিষ্ণোর্ভগবতো রাজন্ যজ্ঞাদেস্ত্রয়ীময়স্য হ।
পুংসঃ ভগবতো ধর্মানপুরুষ্যন্ত্রুবস্ত্বয়ম্ ॥ ১৬

তত্রঃ তত্রৈব সাত্ত্বিকাদিভাবেষু বিকারাদি-প্রকৃতেরেবেতি-যোগাভিপ্রায়েণ বিভাগঃ। প্রকাশাদিষু যথা বিষ্ণু তথাত্বমিত্যত্র অধিষ্ঠেয়ম্ উপাস্যাত্ম তথা, পুনঃ সর্বোপায় বিষ্ণুরিতি যথা পতিঃ (তেন অধিষ্ঠেয়েন সাকং পতস্য ঐক্যাধিক্যম্) অনুরূপ আরোপিতঃ ॥

হরির্হি নির্গুণঃ, যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ অধিষ্ঠাতা, সর্বদৃক্ সর্বজ্ঞঃ, উপদ্রষ্টা সাক্ষিরূপঃ, সঃ তং তথা পুরুষঃ নির্গুণো ভবেৎ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুঃ যতঃ পুরুষোত্তমঃ যজ্ঞো মূর্তিরিতি, তথাত্বং প্রকৃতি-সম্বন্ধাৎ তথা পুমান্ ধর্মঃ, অপুমান্ এব ইতি ধর্মপুংস্ত্বে এব তথাত্বং ॥

সাত্ত্বিক অবস্থার হইতে মন, রাজস অবস্থার হইতে দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং তামস অবস্থার হইতে পঞ্চ মহাভূত, এই ষোড়শ বিকারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অবস্থাত্রয়াধীন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু, ব্রহ্ম, অর্ক, অগ্নি, শিব, ইন্দ্র, প্রজেশ, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্রেশ এবং যমাদি প্রজাপতিগণের মধ্যে যে কোন দেবতার অর্চনা করিলে, মানব যাবতীয় বিভূতির অধিপতি লাভ করিতে পারেন। কারণ সকল দেবতাগণ একমাত্র ঐশ্বর্য প্রদানে যথেষ্ট অধিকারী ॥

তথাপি শ্রীহরি ভিন্ন অন্যের অধীন; সুতরাং তাদৃশ নির্গুণ পরম পুরুষের আরাধনা করায় সাধক স্বাধীন হইয়া থাকেন ॥

অনন্তর ধ্রুবের অন্তর্ধানান্তে তদধীন পিতামহ রাজা মৃত্যুদেবীর সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেব নারদের নিকট ধ্রুববিবরণ শ্রবণ করিয়া, আপনার জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নেরই কথা তাঁহারই নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন ॥

স আহ ভগবাংস্তত্র শ্রীমৎ গুরুকুলে প্রভুঃ।
মৃগাঃ দ্বিজেরুদ্ধসার্থায় যোগেশ্বরীশো ভগবান্ কুলে ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ।
বন্ধায়ন্নুগ্রহায়াপি হরিষ্যে তদনঃ শনৈঃ।
তাবদ্যোগবনং তাবন্ধাস্ত যদহং দুরন্তধিয়ম্ ৪৮

স যদা বিত্তবন্ধুদারেষু নির্বিদ্যঃ ত্যক্তসংশয়ঃ।
ময্যাবেশ্য কৃতৈমৈত্রঃ করিষ্যে মদনুগ্রহম্ ৪৯

তত্র ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মং চিমাত্রং সর্বতঃ।
বিজ্ঞায়াদ্বয়তা বীর্য সংসরাৎ পরিমুচ্যতে ৫০
অন্তো মাং মৃগয়ারাধ্যং বিদিত্বাত্মন্ গতেঽন্তিকম্।
তক্ষণ আত্মতোয়েভ্যো গতসত্ত্বমিবোদকম্।
ময়ঃ প্রবয়া বলম্ বিশ্বস্ত্যস্যাজনে ৫১

শ্রীশুক উবাচ।
শাপ-প্রসাদয়োরীশা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
নহ্যঃ শাপ প্রসাদেষু স্থিরো ব্রহ্মা ন চাদৃতঃ ৫২

কুলে দ্বিজেরুদ্ধসার্থায় যঃ প্রভুঃ ভগবান্ ময়ঃ কুলে অবতীর্ণঃ সন্ শ্রীমৎ শ্রীমঃ সন্ গুরুকুলে যঃ মুনিঃশায় আহ ৭৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। যে পর্যন্তম্ ধন যে যে আমার, অনুগ্রাহি, তত্ত্ব ধন শনৈঃ ধীরে ধীরে; যথা: তাবদ্ধিয়ম্ এব। তাবদ্ আর তাবৎ: তত: এব তাবদি ৪৮

যদা যঃ বিত্তবন্ধুদারেষু ধনবন্ধুস্ত্রীপুত্রাদিষু নির্বিদ্যঃ বিরক্তঃ ত্যক্তসংশয়ঃ ত্যক্তসংশয়ঃ সন্ মৈত্রঃ (সখা মৈত্রো যেন তত্ত্ব) সন্ময়ি করিষ্যে অনুগ্রহম্ ৪৯

তত্র পরম্ ব্রহ্ম চিমাত্রং সৎ অবয়তত্ত্বং ব্রহ্ম তৎ আত্মতয়া

বিজ্ঞায় বীর্য সন্ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ৫০

অন্তঃ মুগয়ারাধ্যং মাং বিদিত্বা ধনম্ আত্মন্ যেন্ তত্ত্বতঃ। তত: তদনন্তর আত্মতোয়েভ্যঃ (আত্ম বুদ্ধাদীনি আত্মনোপি যেভ্যঃ) গতসত্ত্বম্: গতঃ গচ্ছন্ সত্ত্বঃ যে তিষ্ঠা সত্তা যস্য তত্ত্ব ইব যথা: ময়িষ্যন্তঃ প্রবয়া: অবশ্যম্, অবশ্যিষ্যন্তঃ ৭ সন্ত: তত্ত্ব বলম্ যেন্ বিশ্বস্তি অবলম্বন্তে অবজ্ঞা মুঞ্চন্তি ৫১

শ্রীশুক উবাচ। যে যত: শাপ-প্রসাদয়ো: ঈশা সমর্থা প্রভবঃ: এব তত্ত্ব সন্তঃ এব শাপ: প্রসাদ: চ যস্য তাদৃশঃ শিবঃ ব্রহ্মা চ। অতঃ তু ন: এবম্বিধ: কিন্তু অন্যাদৃশ এবেতার্থঃ ৫২

অহো! যিনি মানবদেহের মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শনার্থ পরিত্র মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি অবশেষে তাঁহার পিতামহের গৃহে প্রবেশ করিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি সমস্ত বলিতেছি—আপনি শ্রবণ করুন।৭

ভগবান্ শ্রীহরি বলিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ! যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার ধন আমি হরণ করিয়া থাকি এবং তাদৃশ নির্ধন দুঃখ-সন্তপ্ত ব্যক্তিকে তাহার আত্মজনগণও নির্ধন দেখিয়া ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করিয়া থাকে।৮

এই প্রকারে ক্রমশঃ যখন তাহার ধনাদি সম্বন্ধের ইচ্ছা বিদূরিত হইয়া মনোমধ্যের উহার পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ হয়, তখন আমার প্রতি সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া, পূর্ববাক্যের তাৎপর্যের দৃঢ় এবং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের সহিত বিরক্তির বলবৎ ঘটে, তখনই আমি তাহার প্রতি প্রকৃত অনুগ্রহ করিয়া থাকি।৯

সেই অনুগ্রহের ফলে তত্ত্ব চিন্তায় পরম সুখ সংবেদন অনন্ত অদ্বয়ভাব আত্মস্বরূপে অবস্থান করত শান্ত হইয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।১০

অতএব একান্ত মুমুক্ষায় বিবেকদ্বারা আমার আরাধনা পরিহার পূর্বক অন্যান্য অন্য পরিত্যক্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণের আরাধনা করত বিমূঢ় ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া, বস্তুতঃ একই অভিজ্ঞ, পণ্ডিত এবং উচিত হয় যে, যাঁহাদের প্রসাদে সেই সমস্ত ধনাদির প্রাপ্তি ঘটে, পরিণামে সেই আরাধ্য দেবতাগণেরই অবশ্যই ধনাদিরূপে হরিয়া থাকে।১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্ম! আত্মজ্ঞান

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
কৃতাদ্যাসু বিধিনো বধং স্মাপ সঙ্কটম্ ॥১৩
কৃচ্ছ্রে ব্যবসায়ঃ পুমঃ শঙ্কনে পথি বাহনম্।
দৃষ্ট্বা তদ্ভোকঃ পদ্মজ দেবেষু ত্রিষু দুর্মতিঃ ॥১৪
ন অত্র দেবঃ বিধিস্তনুপাধাবাপ্ত বিধসি।
যোহন্যাত্মা গুণলেলাত্মাবাপ্ত কুমতি বুপ্যতি ॥১৫
যস্যাক্ষবাপরোক্ষঃ কুরু মায়াপিশাচবদ্
এধর্যাদ্ধুনঃ সদা ভক্ত আপ তমসঙ্কটম্ ॥১৬

ইত্যাদিউদ্ধবস্য উপাখ্যানং সমাপ্তম্।
দেবাস আত্মকল্পেন কুলাবোঽবিমুক্তং বধম্ ॥১৭
দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্বেদাৎ পদমেঽধি।
বিশ্বোঽকৃতং দুর্বিষহা তত্তীর্থমিদমূত্তমম্ ॥১৮
তথা অযাকাঙ্ক্ষিকঃ স দুর্মতি-
র্যথা যতঃপ্রিয়ো বিশ্বোঽবিমোক্ষণাৎ।
বিমুহ্য মোক্ষাৎ কুরুবোর্যথাবধৎ
তৎস্পর্ধয়া কুরু উপকুরাকৃতিঃ ॥১৯

অত্র পাদ্মপুরাণে একদিনং ব্রহ্মণ ব্রিয়তে ত্রিলোকী তদা কৃতাদ্যাসু যুগ সপ্তসু বিধিনো সঙ্কটম্ আপ আপ্তবান্ ॥১৩

এতদা পঙ্কনে পুমঃ সা কৃতিঃ কৃতঃ যানাদ্যঃ পথি যানম্ দৃষ্ট্বা ত্রিষু দেবেষু মধ্যে আত্মনোঽপি পদ্মা বঃ কৃতবি ইতি) জাতম্ ॥১৪

ন অত্র।—হেতে বিধিনা বিধিত ঈশ্বরঃ, অহি আত্ম বিধসি। যতঃ সঃ বিধিঃ অন্যাত্মা এব তদ্গুণলেলাত্মা আপ্ত কুমতিঃ, দুর্মতিঃ ॥১৫

যস্যেতি। ইহ জগতো স্বপ্নং-প্রায়তা (স্বপ্নাত্ম প্রায়ঃ) দৃষ্ট্বা বিদ্বাং অন্যঃ অক্ষুদ্র ঈশ্বরঃ সঃ হরিঃ আত্মনঃ প্রত্যক্ষঃ আপ। (অত্র প্রমাণে বিদ্বাং ঈশ্বরোপাসনাপ্রকার দৃষ্ট্বা, অথবা যু মুক্তাত্মানাং হরিঃ বিনা বধ করে বি ॥১৬

ইতি এই প্রকারে আখ্যান করিয়া সেই ব্রহ্মা কৃতাদ্যাসু সপ্তযুগে ব্রহ্মাকে সঙ্কটাপন্ন [আপন্ন] করেন বলিয়া এই ব্রহ্মাকে দেবগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥১৭

এই প্রকারে ব্রহ্মাও যদি দেবগণ হইতে বিষ্ণু ঈশ্বরের আরাধনা নিষ্কাম ভাবে করিতে পারেন নাই, তবে [হেতেরও অতীত ব্রহ্মাদি দেবগণের কথা কি ?] তাঁহারা কি প্রকারে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করিবে ॥১৮

এবং প্রকারে ব্রহ্মাও যদি দেবগণ হইতে বিষ্ণু ঈশ্বরের আরাধনা নিষ্কাম ভাবে করিতে পারেন নাই, তবে [হেতেরও অতীত ব্রহ্মাদি দেবগণের কথা কি ?] তাঁহারা কি প্রকারে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করিবে ॥১৮

তথা যা প্রথম হইয়া বর-প্রদান করিবার কর্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব তিন জনেই বটে ; কিন্তু অতএব দুষ্ট হইয়া বরদান করিতে যা ভ্রষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করিতে বিলোচন এবং ব্রহ্মা যেমন ঈশ্বরোপী, তদ্রূপ বিষ্ণু যেরূপ করুণ হয়েন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবতা তাঁহার অনুরূপ নহেন ॥১২

এই শাপ-প্রদানের সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইতিহাস-বেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখে বর্ণন করিয়া থাকেন যে, বৃকাসুরকে বর প্রদান করিয়া শঙ্কর একবার বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন ॥১৩

এক দিবস শকুনির পুত্র দুর্মতি বৃকাসুর অসুর পুরে দেবর্ষি নারদকে অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব এই দেবত্রয়ের মধ্যে কোন দেবতা অতি অল্প পরিতুষ্ট হন ॥১৪

তদুত্তরে দেবর্ষি বলিলেন, দেবদেব ত্রিনেত্রের আরাধনা কর। অল্প সিদ্ধিলাভ করিবে। সেই দেব অতি অল্প ক্ষণ সেবিলে বা অল্প তোষ পাইলেই তুষ্ট বা ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন ॥১৫

বৃকাসুর নারদ এবং বাণ রাজার মন্ত্রীপতি কণীর ন্যায় কেবল ভক্ত মাত্র ছিলেন, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এই ভক্তদ্বয়কে প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাদৃশ উদারতা করিয়াও শঙ্করকে বারম্বার সঙ্কটে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। মহাদেবের বরে বলির ধনুর্দ্ধর বাণ মহাদেবের বাসস্থান কৈলাস পর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়াছিল

তমাহ চাত্মালমতঃ কৃতীয় যে
যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্।
প্রীয়েয় যোহনে কৃপয়াত্মশক্তিভি-
র্মহো মহাভা কৃপণার্থবাদয়ো ॥২০

তমুবাচ হৃষীকেশং দেবকী দেবরূপিণম্।
পতিং প্রজাপতেরস্য কংসাদুদ্বিজমানসা ॥২১
ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহপ্রকৃতিস্থকঃ ॥২২

তথা তম্ আত্মালম্ আত্মা এব অলং যস্য তম্। বিতরামি দাস্যামি। তে তুভ্যম্। যথাভিকামং যথাভিলষিতম্। যে যস্মাৎ। প্রীয়েয় প্রীতো ভবেয়ম্। যস্মাৎ যে তুভ্যং বিতরামি ইতি। তস্মাৎ তুভ্যং প্রীতো ভবেয়ম্। তত্র হেতুঃ। যোহনে যস্মাৎ। কৃপয়া আত্মশক্তিভিঃ স্বীয়ৈঃ কৃপাদিভিঃ। মহো মহাভা মহাভাগা। কৃপণার্থবাদয়ো কৃপণেষু অর্থবাদয়ো ॥২০

এবং যাচ্ঞা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন ॥১৯

মাতৃদেবী তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবনীয় হইয়া স্বীয় পতির হইতে সাতিশয় ভয় করিতে আরম্ভ করিলে পূর্বক মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করিল ॥১৭

এই প্রকারে ছয় শিশু স্বাভাবিক প্রকারের বিনোদনের সাক্ষাৎকার লাভ হইল না দেখিয়া কৃতানুজের হৃদয়ে একান্ত বৈরাগ্যের উদয় হইল; তখন সেই অনুজ বলরাম-কৃষ্ণ অবতারে তখন আই কেশসহ স্বীয় মস্তক মহাদেবকে অর্পণ করিয়া মানসে যখন স্বীকারের ফলের ন্যায় দেখন করিতে উদ্যোগ করিল ॥১৮

তখনই স্বাভাবিক তখবান্ বিনোদন যৌগপদ্যাম মহাদেবের ন্যায় বিভূতিসহিতে তাহার সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং তোর এক স্বাভিকে প্রণত্যাগ করিতে প্রস্তুত দেখিয়া, আমরা যেমন ইচ্ছানুসারে তাহাকে বিবাহ করি, বিশুদ্ধাদিক সৌজন্য স্বীয় কৃপাদের দ্বারা কৃতানুজের মাহাত্ম্য দান পূর্বক তাহার মস্তকচ্ছেদন ব্যাপার হইতে তাহাকে নিবারণ করিলেন। বিনোদনের অনুগ্রহে কৃতানুজের দেহ পবিত্র হইল এবং তখনই

এবমুক্তা চ সা পাশীয়ান্ রোষং হৃদয়েন তম্ যত্ত নিহতি মূর্তি, তত্র তত্র যাতে. মং হিংসান্ ইতি কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুত্যে ॥১৯

এ তাবৎ। তত্র তত্র পদম্ পদে পদে তত্রাপি তত্র ইত্যর্থঃ। ন তথা যত্র ইতি তত্রঃ স্পষ্ট অনুক্ত তথা তথা তত্র তত্র যাতে তত্রে ॥১১

বিবাহের ন্যায় পূর্বাপর লাভ হইল ॥১৩

মুরলাপি তখন তাহাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—হে সোদর! তোমাই হইয়াছে; আর তোমার বস্তুতঃচ্ছেদন করিতে হইবে না। যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। হে অনুজ! মানবগণ অবশ্যই হইয়া তাহাদের নানাবিধ ধন মাত্র আমাকে অর্পণ করিলেই তখন আমি পরিতুষ্ট হই, তখন তোমার এরূপ ক্লেশ দিবার কি প্রয়োজন আছে ?২০

ঐ পাপিষ্ঠ তখন মহাদেবের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, লোকমাত্রেরই ভয়প্রদ হয় প্রার্থনা করিয়া বলিল যে, হে প্রভো! আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, তৎক্ষণাৎ তাহার যেন মৃত্যু হয়, আপনার নিকট এই বরই আমার প্রার্থনীয় ?১১

হে তাবৎ! কৃতানুজের প্রার্থনায় পরমপিতা চিন্তাকুল হইলেন; কিন্তু পাছে প্রতিজ্ঞার বিপরীত উচ্চারণ করা হয়, এই আশঙ্কায় যাহা করিয়া তাহার প্রার্থনা স্বীকার করিলেন এবং বিনয়ন কৃতানুজকে হস্ত প্রদানের ন্যায় সেই বর-প্রার্থী কৃতানুজকে তাহার প্রার্থনানুরূপ সেই মুক্তস্তাবহ বর প্রদান করিলেন ?২২

ইত্যুক্ত্বা সোঽন্তরাৎ মুক্তঃ সৌরীরবলালসঃ।
ন তস্মুবসরীকার্থং শক্রাদ্মুক্তি কিলাসুরা।
অবজ্ঞয় বাসুদেবেন সোঽবিত্রাং বজ্রতাড়িতঃ ॥২৩
ত্রৈলোক্যশক্তঃ সন্ত্রস্তা পরাধাবং সবেপথুঃ।
বাসবস্তং দিবো ভূমৌ কাঙ্ক্ষমাণমুপাদ্রবৎ ॥২৪
অজানন্তঃ প্রবিষ্টিং কৃষ্ণমাসন্ন সুরেশ্বরাঃ।
ওজো বৈকুণ্ঠসম্ভূতং তেজসঃ পরম্ ॥২৫

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং পরমা গতিঃ।
সাক্ষাদ্যঃ ভগবানাদ্যো নারসিংহে বপুঃ ॥২৬
তং তথাবসরং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃত্তিবাসসঃ।
দূরাৎ প্রত্যুদ্বিজাতুষ্টা বভূবো যোগমায়য়া ॥২৭
যেনাজিনেন প্রাবৈষ্ণেরেণাদিত্যস্য তেজসা।
অভিত্রাণায় চ তং কৃষ্ণপার্শ্বিনীতবং ॥২৮

ইতি বিষ্ণোঃ উক্তং যা অস্তঃ যৌবীরবলালসঃ সন্ তস্য তস্য শক্রাদ্যা বিস্তারং শক্রঃ ইতি, এব যাবৎ বাসুদেব, আসন্নত। সং চ বিষ্ণু ভগবান্ যেন এবং অবিত্রাং ॥২৩

অতঃ তেন অসুরেণ ত্রৈলোক্যঃ অজয়ত্বাৎ, শক্রঃ অবজ্ঞয় অবেলয়ন্ সন্ বিষ্ণু বিষ্ণু কৃষ্ণ চ যাবৎ অতঃ তাবৎ পরাধাবৎ। তত্র তত্র তাবৎ বিষ্ণু, বিষ্ণু ত্রৈলোক্যঃ ইত্যর্থঃ ॥২৪

ত্রৈলোক্যঃ ত্রৈলোক্যঃ চ তত্র প্রবিষ্টিং তত্রোপায়ন্ অজানন্তঃ অবিজ্ঞায়ন্তঃ তাবৎ প্রবিষ্টং বৈকুণ্ঠ ওজঃ তেজসঃ পরম্ ॥২৫

যত্র যস্মিন্ নারায়ণঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং পরমা গতিঃ, সাক্ষাদ্যঃ ভগবান্ আদ্যো নারসিংহে বপুঃ, নরসিংহ মূর্তিঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং গতিঃ, তথা যঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ আদ্যো নারসিংহে বপুঃ ॥২৬

তং তথাবসরং দৃষ্ট্বা তথা তাদৃশং দৃষ্ট্বা কৃত্তিবাসসঃ ভগবান্, তথাবসরং যোগমায়য়া বভূবো ত্রৈলোক্যাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ বৈকুণ্ঠতেজসঃ, তেজসা অগ্নিঃ তং অস্ত্রং বৈষ্ণবং কৃষ্ণপার্শ্বিনীতবং, তথা বিষ্ণোঃ যং অগ্নিতেজসং ॥২৭-২৮

বিষ্ণু তাদৃশ এইরূপ ভক্ত হইয়া সেই অসুর সৌরীরবলালসকে হনন করিবার অভিলাষী হইল। অসুর ঐ অসুর মহাদেবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া তাহার সন্মানরক্ষার্থ সহসা যুদ্ধেই এক প্রকারে উদ্যোগী হইল। মহাদেব তখন নিজের প্রদত্ত বরে নিজেই বাধিত হইলেন।২৩

তিনি ভয়াতুরের ন্যায় ভীত হইয়া, ত্রস্তিত-হৃদয়ের হইলেন এবং ভীষণ চমৎকার ঘর্ম, ঘর্ম ও ভয়াতুরের সর্বত্র পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াও অসুরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। ভয়াতুর সর্বত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাদেব সকল দিক্ পরিত্যাগ পূর্বক একান্তে উত্তরাভিমুখেই ধাবিত হইলেন।২৪

মহাদেবের তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে এবং ভোলানাথ

অবধার ॥২৫

যত্র যস্মিন্ নারায়ণঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং পরমা গতিঃ, সাক্ষাদ্যঃ ভগবান্ আদ্যো নারসিংহে বপুঃ, নরসিংহ মূর্তিঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং গতিঃ, তথা যঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ আদ্যো নারসিংহে বপুঃ ॥২৬

তং তথাবসরং দৃষ্ট্বা তথা তাদৃশং দৃষ্ট্বা কৃত্তিবাসসঃ ভগবান্, তথাবসরং যোগমায়য়া বভূবো ত্রৈলোক্যাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ বৈকুণ্ঠতেজসঃ, তেজসা অগ্নিঃ তং অস্ত্রং বৈষ্ণবং কৃষ্ণপার্শ্বিনীতবং, তথা বিষ্ণোঃ যং অগ্নিতেজসং ॥২৭-২৮

শ্রীভগবানুবাচ।

শাস্ত্রমেতৎ ত্বয়া প্রোক্তং কিং ভূয়শ্চাপরং।
কথং বিজ্ঞায়তাং পুংসা আত্মায়ং সর্বকামধুক্ ॥২৯
যদি বা ব্রহ্মণাস্যেয়ং মুহ্যন্ত্যত্রাদিতঃ দ্বিজাঃ।
তস্যাতঃ প্রোচ্যতাং পুত্রি ইতঃ পার্থাং সমীহতে ॥৩০

শ্রীশুক উবাচ।

এবং তদ্বচনং পুত্রো নিশম্যাহ তমব্রবীৎ।
পরব্রহ্মোদ্ভবঃ সাক্ষাৎ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং চেৎ তর্হি তদ্ব্যাসং ন বয়ং ব্রহ্মবাদিনি।
যো ব্রহ্মণাস্যেৎ পৈশাচং
প্রাপ্তা প্রেতপিশাচতাং ॥৩২
যদি বস্তুয় বিজ্ঞেয়ো বাদস্তত্র মহত্তরৈঃ।
তর্ত্যতাং যদিবাসি ইহ তত্র প্রতীয়তাম্ ॥৩৩
বয়মত্র স্থিতা ব্রহ্মন্ ব্যক্তিমানবর্জিতে।
ত্বমৈবং ব্রহ্মসদ্ভাবং ন যদ্বক্তাদৃতঃ পুনঃ ॥৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে শাস্ত্রজ্ঞ! ত্বয়া ইদং [বিশিষ্টং] ভবদ্ ভাষ্যং এবং, কিং ভিন্নং ভূয়ঃ, আপরং? অতঃ কথং বিজ্ঞায়তাং, যতঃ অয়ং আত্মা বেদঃ পুংসঃ সর্বকামধুক্ সর্বপুরুষার্থদঃ [অতঃ ন শাস্ত্রং] ॥২৯

মুহ্যন্ত্যত্রাদিতঃ মুহ্যন্তি [বিশিষ্টা ভবন্ত] যদি বা অস্মাকং ভবতাং ভ্রমো বেদেন, যদি বা প্রাক্তনং পুণ্যবলেন; তদাহং তদ্ভ্রমং ভঞ্জয়ামি ॥৩০

শ্রীশুক ইতি। এবং ভগবতা পুত্রেণ তদ্বচনং [ব্যাসস্য] নিশম্য তং পুত্রং ব্যাসং যে পুত্রত্বেন অবতীর্ণং [ব্রহ্মণঃ] তমেব ইদং অব্রবীৎ ॥৩১

শ্রীভগবান্ উবাচ। অয়ং যঃ প্রেতপিশাচতাং প্রাপ্তঃ পক্ষপাতাৎ পৈশাচং ব্রাহ্মং, এবং চেৎ এবমুক্তং যদ্যপি ন বয়ং প্রতীমহি ॥৩২

হে বাদস্তত্র! অথবা যঃ মুহ্যন্তঃ যদি বয়ং ভবদ্ভ্রমং বিজ্ঞেয়ঃ বিদ্মঃ ভবতি, যদি অত্র বর্ত্মনি ইহ তত্র প্রতীয়তাং তদ্বাদং পরীক্ষ্যতাম্ ॥৩৩

যদি বয়ং তত্র তর্ত্যতাং অবতীর্যতাং অন্যতঃ স্থানং, অথ হে ব্রাহ্মণ! অত্রৈবাহং এবং স্থিতং ত্বাং বেদ। যতঃ পুনঃ ন অন্যথা ন বক্তা ন সম্ভাবি ॥৩৪

ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া, তাঁহার চরণারবিন্দে বিনম্রভাবে প্রণত হইল। তিনি মুনি হইতে মুনিপুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বিশেষ আদর সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক বলিলেন—২৭-২৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহামুনি-নন্দন! আপনাকে দেখিয়া আমি এখানে আসিয়াই অনুমান করিতেছি: কি কারণে আপনি এতদূর আগমন করিয়াছেন? প্রথমে তাহাই বিজ্ঞাপন করুন। দেখুন। এই বেদের দ্বারাই জীবের সর্বপ্রকার পুরুষার্থলাভ হইয়া থাকে; সুতরাং এই প্রকারে তাদৃশ বেদের নিন্দা করা আপনার কোনমতে কর্তব্য নহে ।২৯

হে ব্রহ্মন্! আমার নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশের যদি কোন বাধার না থাকে, অনুগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করুন; আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিকারে যত্ন করিব ।৩০

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নরনাথ! ভগবানের তাদৃশ অনুকম্পাময়ী বাণী শ্রবণে কৃষ্ণানুজের সকল পরিশ্রমের ঘোর বিনাশ হইল। তিনি মুখ হইয়া নিজের অনুষ্ঠিত সংকল্প তাঁহার নিকট আনুপূর্বিক বর্ণন করিলেন ।৩১

তাহার উত্তরে ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন, অয়ি! ব্রহ্মপ্রকাশকের অভিশাপে পিশাচত্ব লাভে যে ব্যক্তি এখনও প্রেতপিশাচত্বের পতি হইয়া আছে, তাহার বাক্যে বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে ।৩২

হে বাদস্তত্র! আপনারা যদি তদ্বিষয়ক বিবেচনার ভারটি আমার উপর বিন্যাস করেন, তবে এখনই নিজের বক্তব্য কথা প্রমাণে তাহার সন্দেহভঞ্জ-

ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ।
জিগীর্ষাবিগমস্তীক্ষ্ণঃ শ্লথঃ কৃষ্ণবধোদ্যমঃ ৪০।
অথোপস্পৃশ্য সলিলং পরাসুংস্তত্যজে হরিঃ।
তদা নিনেদুর্মুনয়ো দেবাশ্চানকদুন্দুভয়ঃ ৪১।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে।
দেবর্ষি-পিতৃ-গন্ধর্বা মোচিতঃ সঙ্কটাদ্বিভুঃ ৪২।

মুকুন্দং বিগতব্যাজং ভগবান্ পুরুষোত্তমম্।
অহো দেব জগদ্দেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা ৪৩।
হতঃ কো নু মহৎস্বাধং তস্মাদ্বৈ তং প্রসাদয়।
কেবলী ভবাংস্তস্য বিদ্বেষে কৃতাগসো জগদ্গুরো ৪৪।
ন হ্যেবমাদ্ভুতং ত্বত্তো ভূয়ো ভূমন্ ভবিষ্যতি।
যদ্ভবান্ ভক্তবাত্সল্যাদাপন্নার্তিহরো হরে ৪৫।

পরমং সাক্ষাৎ পরমাত্মানো হরেঃ।

এবমুক্তা গিরঃ প্রাহেঃ সুরেশৈঃ অর্চিতোহরিঃ ভগবান্ পরাত্মনি নিত্যে নারায়ণে বীর্য অনন্তে বিষ্ণুঃ ন মুনিঃ মন্ত্রদ্রষ্টা বীর্য বাক্যে বিষ্ণুবান্ ১৮।

অথ ভগবানপ্রতিহতপ্রভাবঃ ভগবতঃ ঈশ্বর বিষ্ণোর্বিশ্বং ন অপাহরৎ। তদা চ বিধি প্রজাপতিঃ ব্রহ্মণঃ সাধুলোকঃ চ অভবৎ ১৯।

পাপেন বৃকাসুরেণ হতে সতি দেবর্ষি-পিতৃ-গন্ধর্বাঃ পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ। সঙ্কটাৎ বিশ্বং মোচিতং। তদা পুরুষোত্তমঃ ভগবান্

সমস্তের পরিচয় প্রদান করুন ।৪৩

যদি মহৎ ব্যক্তির কোন প্রকারে বিদ্বেষ হয়, তাহা হইলে যে অমঙ্গল হয়, ঐ বিদ্বেষভাবকে এখনই বিনাশ করুন। যেন ঐ ব্যক্তি পুনরায় এরূপ বিদ্বেষ ভাবের দ্বারা আর কাহারও কখন অপরাধ করিতে না পারে ।৪৪

ভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহপূর্ণ অনুরাগের ভাবে অসুরের বুদ্ধি বিচলিত হইয়া গেল; ঐ দুর্বুদ্ধি বিশিষ্টের ন্যায় নিজ মস্তকেই বীয় কর স্থাপন করিল ।৪৫

অহো! বৃকাসুর নিজের মস্তকে যেমন কর স্থাপন করিল, অমনিই বজ্রাঘাতের ন্যায় বিনষ্টমস্তক হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। তখন স্বর্গে দুন্দুভি হইতে লাগিল, মহর্ষিগণ ও সাধুগণ অমরগণের মুখে

করিতে লাগিল ।৪৬

পাপাত্মা বৃকাসুর নিহত হওয়ায়, সমস্ত বিশ্বের সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন জানিয়া দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্বগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু বিগতভয় বিষ্ণুভক্ত নারদকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—হে দেবর্ষে! ভবাদৃশ মহাত্মগণ ভগবানের প্রতি অপরাধাচরণ করিলে যখন কেহই নিষ্কৃতি পান না, তখন জগৎগুরু বিশ্ব-কল্যাণের সাক্ষাৎ ভগবান আপনার বিদ্বেষাচরণ করিলে, কেহই যে অব্যাহতি পাইবে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি ।৪৭-৪৯

এতদ্ভিন্ন অতীত অথবা ভবিষ্যদ্বর্তী অন্যান্য জগদ্বিষয়ক, পরাৎপর, পরমেশ, ভগবান্ শ্রীহরির নিরপেক্ষস্বরূপ অনুভব করিবার বিষয় যিনি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন বা অন্যকে শ্রবণ করান

ত্রিবিক্রমোক্তং তত্ত্বমেতদ্‌গোপি বা
বিষ্ণুমন্ত্রে সংসিদ্ধিরিতুদ্ধবাদিভিঃ ॥৮০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৮

পিতামাতাকে ত্রিবিক্রম যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, যা সংসিদ্ধির কথা বলিয়াছেন বিষ্ণুমন্ত্রে ॥৮০

ইতি দশম স্কন্ধে ভাষাসমেতে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

তাঁহার আর সন্দেহ থাকে না ; তিনি নন্দাদি-বন্ধন হইতে অবলীলাক্রমে মুক্তিলাভ করেন ॥৮০

শ্রীমদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশম-স্কন্ধে পণ্ডিত-শ্রীযোগেন্দ্রনাথপাত্রি-কৃত অষ্টাশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোননবতিতমঃ অধ্যায়ঃ ।

[কৃষ্ণের ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বকথন, বিষ্ণোঃ জ্যৈষ্ঠ্যবর্ণনম্, পার্থেন সহ বহুকালপুরঃ সরা ভগবতা ব্রাহ্মণস্য মৃতপুত্রানায়নঞ্চ ।]

শ্রীশুক উবাচ ।

সবলস্ত্বানকদুন্দুভেঃ সুতঃ সমবাক্যে ।
ত্রিবর্গদৃগ্‌ভিঃ স্বসুঃ শ্রিয়ঃপতিঃ কো ন্বাদ্য ॥১

তত্র জিজ্ঞাস্যতা যে বৈ কৃতঃ ব্রহ্মসুতাঃ পুরা ।
তদ্ব্রূহ্যাশু নো শ্রোতৃণাং সোহন্যথায়াদ্ ভ্রমঃ
সতাম্ ॥২

ন হ্যেষ প্রশ্নঃ ক্ষোদ্রঃ চক্রে সরস্বতীপতিম্ ।
তস্মৈ মুকুন্দো ভগবান্ প্রত্যগক্ষ্যেব দর্শয়ন্ ॥৩

স আত্মযোনিধিষণঃ মনসাদৃক্‌প্রসর্জনঃ প্রভুঃ ।
অশীশমদ্ যথা বহ্নিং যথোক্তা যাস্যিনাজুহুঃ ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ : হে রাজন্ ! সবলস্য নন্দস্য সুতে কৃষ্ণে সমবায়ে সমবেতে, তদা বিষ্ণু অবৈমম্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরেষু মধ্যে কঃ ন্বাদ্য ইতি বিবর্গদৃগ্‌ভিঃ ত্রিগুণাঃ ঈক্ষিতঃ ॥১॥

তত্র অত্রত্য জিজ্ঞাস্যতা যে কৃতঃ তত্র হেতৌ তৃতীয়া, জিজ্ঞাস্যতে যৈ কৃতঃ যেনোদ্দেশেন তে কৃতাঃ পুরা ৮ কৃতঃ

অনুবাদ

হে রাজন্ ! সবলসহ নন্দ ভবনে এসে কৃষ্ণ সমবায়ে উপবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবের মধ্যে কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ ?১

পূর্বে এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র কৃষ্ণকে অবধারণার্থ প্রেরণ করেন। মহামুনি শুকদেব ইহার অবতারিকা নিমিত্ত পরীক্ষিৎ রাজার সভায় উপনীত হইলেন ।২

একোননবতিতম অধ্যায়।

[কৃষ্ণ কর্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পরীক্ষা, বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন এবং অর্জুনের সহিত মহাকালের পুরে গমন করিয়া ভগবান্ কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রগণকে আনয়ন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ! সবলসহ নন্দের ভবনে অধিবেশন সময়ে নিযুক্ত ছিলেন ; ইতিমধ্যে

তাঁহাদের মনোমধ্যে একটী বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবের মধ্যে কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ ?১

পূর্বে এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র কৃষ্ণকে অবধারণার্থ প্রেরণ করেন। মহামুনি শুকদেব ইহার অবতারিকা নিমিত্ত পরীক্ষিৎ রাজার সভায় উপনীত হইলেন ।২

তত্র কৈলাসশিখরং স দৃষ্টঃ দেবো মহেশ্বরঃ।
পরিষদ্ভিঃ সমাকীর্ণ উমায়া সহিতঃ প্রভুঃ ॥৫
নৈজৈঃ গণৈরুপস্থায়ৈঃ ইতি সেবন্ত্রিলোচনঃ ॥
পূর্ণমুখ্যৈ তং ব্রহ্মর্ষিভিঃ ত্রিষ্বলোচনঃ ॥৬
প্রণিপত্য পাদয়োর্দেবী সাম্বয়ামাস তং গিরা।
অথো তমাহ বৈকুণ্ঠং তত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥৭

শয়ানং ক্ষীর উৎসঙ্গে সর্বা বন্ধনমোচনং।
তত্র উমায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা সহায়বান্ ॥
যত্তন্নাভসরস্যাথ বসাহ শিরসা মুনিম্ ॥৮

আহ তে ভাষতঃ ব্রহ্মন্ নিবোধাত্রানসূয়য়া।
অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ বং প্রভো ॥৯

তত্র ঃ সা ব্রহ্মা আগতবতী তত্রাহং, আগত্য সমীপে উপবিষ্টা সতী [উপবিষ্টা সতী ইতি পাঠান্তরম্] অথবা পূজা সম্পন্না সতী ঃ সমাপ্তে উপবিষ্টা বভূব [উপবিষ্টা বভূবেতি পাঠান্তরম্] তদা তাম্ ঃ ব্রহ্মা মুনীন্ প্রতি ইদং বক্ষ্যমাণং বচনং ব্যাহরৎ ॥৫

তত্র ঃ তত্র কৈলাসশিখরে। তত্র সঃ দেবঃ মহেশ্বরঃ উমায় সহিতঃ তথা সর্বৈঃ তৈঃ তৈঃ মুখ্যৈঃ পরিষদ্ভিঃ আদিত্যৈশ্চ সমাকীর্ণঃ ॥৫

সাঃ তৎ তত্র তং ত্রিলোচনধারিণী দৈবতৈঃ অপি ইতি প্রভুঃ ঈশ্বরশিরোমণিঃ স ঈশ্বরঃ। তদা ত্রিলোচনঃ সমাধিস্থঃ তদা সূর্যং উদয়ে তং তত্র বভূব, আসীৎ ॥৬

এবং ঈশ্বরের মহত্ত্বের পরীক্ষার্থে, তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়াও প্রণাম বা অভিবাদনাদি কিছুই করিলেন না। এদিকে কমলাসন ব্রহ্মা সূত্রের তাদৃশ দৃষ্টতা দর্শনে মনে মনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; ক্রোধে যেন তিনি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥৩

সূত্রের প্রতি তাদৃশ বিরক্ত হইলেও, বাহিরে কিন্তু তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না; বাহির সলিলের বহ্নি যেমন আপনাতে উপলব্ধি হয়, কমলাসনও সেইরূপ স্বীয় বিবেক-বলে নিতান্তরিত ক্রোধকে স্বীয় চিত্তমধ্যেই অবরুদ্ধ করিলেন ॥৪

অনন্তর যখন তিনি ব্রহ্মার তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করত, তাঁহাকে আর কিছুই না বলিয়া তথায় যেমনের ত্রিলোচন অবস্থান করিতেছেন, সেই কৈলাসে গমন করিলেন। মহাদেব মহর্ষিকে অকস্মাৎ উপস্থিত অবলোকন করিয়াই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সহাস্যবদনে তাঁহার তুল্যকে আলিঙ্গন করিয়া বিধিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন ॥৫

তিনি দেবী অম্বিকা নিকট পার্শ্বদেহে পতিতা ছিলা তত্রাম্বিকাপি তং শিবং সান্ত্বয়ামাস। অথ অনন্তর তৃতীয় যত্র যেন জনার্দ্দনঃ আহ, তং বৈকুণ্ঠং তথায় ॥৭

তথা তিনি ঈশ্বরের পার্শ্বে জনার্দ্দন বক্ষঃস্থলে শয়ান আছেন। তত্রঃ সমাধি বহিঃ তদনন্তর পদ্মজ এই ঈশ্বর, তাঁহার অবস্থা নিকট মুনিগণ আছ বলিয়া ॥৮

আহ ঃ যে ব্রহ্মন্! যে তথা আপনারা। অত্র আপনার তথা নিকট ইতিপূর্বে। যে প্রভো! ঃ হে আপনারা আগতবান্ আগমনকারী ঃ আপনারা, আপনাদের ক্ষন্তুং ক্ষমা করিতে ॥৯

কিন্তু তৃতীয় তাঁহার আলিঙ্গনকে উপেক্ষা করত বলিলেন যে,—তুমি যজ্ঞেশ্বরাধীন! আমি তোমাকে স্পর্শ করিব না; এবং তাহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে আত্মস্বরূপেই হইয়া ত্রিশূল উদ্যমন পূর্বক তৃতীয়কে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দেবী অম্বিকা ত্রিলোচনের পদতলে পতিতা হইয়া, অতীব মধুর বচনে তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় ভগবান্ বিষ্ণু যে স্থানে আছেন, সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তথায় ভগবান্ বিষ্ণু তখন তমালের ক্রোড়ে বিরাজিত রহিয়াছেন দেখিয়া, মহর্ষি তৃতীয় তাঁহার সঙ্গে অকস্মাৎ পলায়ন করিলেন।

অহো! সাধুজনের পরম আত্মার যোগমূর্তি ভগবান্ জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহা তমালসহ শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন এবং অতিভক্তে ও অবনত মস্তকে উঠিয়া সেই ঋষিকে প্রণাম করিলেন ॥৮-৮

অতীব কোমলৌ তাত চরণৌ তে মহাত্মনে।
মন্নস্কর্কশসূচীভিঃ কর্পশৈর্পরিদীয়তে ॥
ইত্যুক্তঃ বিপ্রচরণৌ ধর্মজ্ঞ মম ধর্ষিণা ॥১০
পুনর্হি লোকান্ মা লোকপালাংশ্চ তপসাদহ।
পাদোদকেন তীর্থানাং তীর্থিকাং কুরু ॥১১
অহাং তপসো লক্ষ্মা আত্মবেদাত্মনাত্মনি।
ইত্যুক্তস্তানি মে মূর্ত্তির্ধর্মপাদস্তথাদদে ॥১২

শ্রীশুক উবাচ।
এবং ব্রুবাণে বৈকুণ্ঠে কৃতাঞ্জলিরভাষত।
নির্ব্বৃতস্তর্পিতস্তস্য ভক্তেরেকান্তিনোঽনঘে ॥১৩
পুনশ্চ সত্রমাসাদ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
আস্থিতো যাজমানেন রাজ্ঞা বৃত্তবধেন হ ॥১৪
তমিদমাহ মুনয়ো বিদ্বিষ্টা যুক্তসম্মতা।
মুমূর্ষোঃ ক্রমমূর্ব্বীশ যতঃ সাত্বতমোঽভবৎ ॥১৫

হে তাত! হে মহাত্মন্! হে রাজন্! অতীব কোমলৌ তোমার চরণযুগল—যাহা আমার কর্কশ-স্বভাব-হেতু পরিপীড়িত হইয়াছে—তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।১০

হে তাত মহাত্মন্! তপস্যার চরম-ফল তপস্যা হইতেও সুকোমল! না জানি, বহু-সহস্র রাজন্য-কর্তৃক যজ্ঞীয় পশুজ্ঞানে স্পর্শে আপনার পাদতলে কতই বেদনা বোধ হইয়া থাকিবে! এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ নিজ হস্তে বিপ্রের চরণতল সংবাহন করিতে লাগিলেন।১০

হে ভগবন্! আপনাদের পাদস্পর্শে পরমাদি তীর্থসমূহের তীর্থত্বের পরিচয় যখন হয়, তখন ঐ চরণরাজির প্রভাবে যজ্ঞীয় বৈকুণ্ঠধাম এবং আমার লোকপালগণ সহ আমাকে পবিত্র করুন।১১

হে রাজন্! ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের তাদৃশ অত্যদ্ভুত বিনয় সন্দর্শন করিয়া, মহর্ষি কৃত সম্পূর্ণ নির্বৃত হইলেন; অধিক আবেশে তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে প্রেমধারা বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইয়া ভূপতিরাজ অম্বরীষকে আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।১০

হে রাজন্! অনন্তর মহর্ষি কৃত সেই ভগবদ্ধর্মী অম্বরীষের যজ্ঞসত্রের প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক ব্রহ্ম; বিষ্ণু এবং ভগবদ্ভক্ত সভাসীন ঋষিগণ তাঁহার অদ্ভুত ব্যাপার

হে ভগবন্! হে মহাত্মন্! হে রাজন্! অতীব কোমলৌ তোমার চরণযুগল—যাহা আমার কর্কশ-স্বভাব-হেতু পরিপীড়িত হইয়াছে—তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।১০

হে ভগবন্! তীর্থানাং স্বয়ং তীর্থং যদি তীর্থত্বকারিণী পাবিত্র্যকারিণী যস্য তব পাদরজসো মহিমানং (লোকেষু বৈকুণ্ঠেষু পবিত্রং) ন বেদ ন জানাতি, তস্মাৎ লোকপালৈঃ সহ মাং পুনীহি।১১

হে ভগবন্! যস্য তব পাদস্য একান্তভক্তা বিরক্তাস্তে আত্মন্। যতঃ তত্তেপাদরজসঃ (ভগবৎপাদস্পর্শেন যস্য কস্যাপি পাদস্য যদ্ রজঃ) যে যে কেচিৎ ত্রিষু লোকেষু পুণ্যাঃ পবিত্রাঃ ইতি যাবৎ তানি।১২

ত্রৈলোক্যস্য।১৩। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণৌ এবং ব্রুবাণি সতি তস্য

এবং বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার মহিমাতীত লক্ষণ যা! এই আসনে অবস্থান বিরাজ করুন। হে প্রভো! আপনি যে প্রকার এখানে আপনার মহিমাসহ, যারা আদি জানিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।১১

হে তাত মহাত্মন্! তপস্যার চরম-ফল চরণ হইতেও সুকোমল! না জানি, বহু-সহস্র রাজন্য কর্তৃক যজ্ঞীয় পশুজ্ঞানে স্পর্শে আপনার পাদতলে কতই বেদনা বোধ হইয়া থাকিবে! এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ নিজ হস্তে বিপ্রের চরণতল সংবাহন করিতে বলিলেন।১০

হে ভগবন্! আপনাদের পাদস্পর্শে পরমাদি তীর্থসমূহের তীর্থত্বের পরিচয় যখন হয়, তখন ঐ চরণরাজির প্রভাবে যজ্ঞীয় বৈকুণ্ঠধাম এবং আমার লোকপালগণ সহ আমাকে পবিত্র করুন।১১

হে ভগবন্! তীর্থানাং স্বয়ং তীর্থং যদি তীর্থত্বকারিণী পাবিত্র্যকারিণী যস্য তব পাদরজসো মহিমানং (লোকেষু বৈকুণ্ঠেষু পবিত্রং) ন বেদ ন জানাতি, তস্মাৎ লোকপালৈঃ সহ মাং পুনীহি।১১

হে ভগবন্! যস্য তব পাদস্য একান্তভক্তা বিরক্তাস্তে আত্মন্। যতঃ তত্তেপাদরজসঃ (ভগবৎপাদস্পর্শেন যস্য কস্যাপি পাদস্য যদ্ রজঃ) যে যে কেচিৎ ত্রিষু লোকেষু পুণ্যাঃ পবিত্রাঃ ইতি যাবৎ তানি।১২

ত্রৈলোক্যস্য।১৩। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণৌ এবং ব্রুবাণি সতি তস্য ভক্তস্য অম্বরীষস্য বিনয়ে বিশেষে নির্বৃতঃ সুখিতঃ অতঃ তর্পিতঃ তৃপ্তঃ সন্ অতএব তেনাম্বরীষেণ যত্ত যা কৃতা পূজা তাং ন স্বীকৃতবান্।১৩

(কৃতঃ বলিতঃ) তত্র বিষয়ে পুনঃ, অথ অনন্তরং বিশিষ্টায়াং অনেকান্তিকঃ কৃষ্ণপরায়াঃ (যাতে সম্পন্নবিদ্যাঃ) মুনয়ঃ বিষ্ণুং এবং মুনীনাং সত্রস্য সত্রাবসানে ইত্যর্থঃ বিশিষ্টবন্তঃ। যতঃ যস্মিন্ সতি লোকসংজ্ঞাবিশিষ্টঃ, যতঃ সোঽম্বরীষো ভগবদ্ভক্তঃ, অতঃ সংসারতঃ-বিমুক্তিকারণং মুক্তিঃ ভবতি।১৫

অতএব। অতএব আমি সম্প্রতি প্রকৃত নির্গম স্থানের উপযুক্ত আশ্রয় হইলাম; প্রার্থনা করি! আপনার পাদপদ্মে যেমন আমার বিশ্বাস যেন হইল, সর্ব্বেশ্বরূপে তথায় চরণ-চিহ্ন যেন আমার বক্ষোপরি নিত্যই সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে।১২

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের তাদৃশ অত্যদ্ভুত বিনয় সন্দর্শন করিয়া, মহর্ষি কৃত সম্পূর্ণ নির্বৃত হইলেন; অধিক আবেশে তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে প্রেমধারা বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইয়া ভূপতিরাজ অম্বরীষকে আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।১৩

হে রাজন্! অনন্তর মহর্ষি কৃত সেই ভগবদ্ধর্মী অম্বরীষের যজ্ঞসত্রের প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক ব্রহ্ম; বিষ্ণু এবং ভগবদ্ভক্ত সভাসীন ঋষিগণ তাঁহার অদ্ভুত ব্যাপার

ধর্ম্মঃ সত্যম্ দয়া ক্ষান্তিঃ ত্যাগঃ শমো দমস্তপঃ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা ব্রহ্মন্ ভগশব্দার্থলক্ষণম্ ॥১৬
তুরীয়ায় নমস্তুভ্যং সাক্ষায়ায় স্বদৃষ্টয়ে।
অকিঞ্চনায় শান্তায় ব্রহ্মণে পরমায় চ ॥১৭
নমঃ ব্রহ্ম প্রিয়ে মূর্ত্তির্ব্রাহ্মণায়াস্তু দেবতাঃ।
ব্রহ্মত্বঞ্চাপি যস্যা যং ন বা বিষ্ণুস্বরূপতঃ ॥১৮
ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য ব্রাহ্মণা ভগবাঃ সুরাঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা সৃষ্টিঃ সহ তৈঃ তৈর্গুণাশ্রয়ম্ ॥১৯

শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যং সারবতা বিপ্রা নৃণাং সংসরতামুরঃ।
পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদলম্ভবম্ ॥২০

সূত উবাচ।
ইত্যেতন্মুনিভির্গীতমাত্মযোগমহত্তমম্।
শ্রুত্বা রাজর্ষিরাচেদং পরমং পুরুষং পুমান্।
মুক্তোঽক্ষরশ্রবস্তুষ্টৈঃ পিবন্ত্যাত্মবিদঃ কথাম্ ॥২১

ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি, ব্রহ্মণ্য ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য এবং ভগ-শব্দের অর্থ-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য ও ভগ ইত্যাদি ॥১৬

তুরীয়ায় ইত্যাদি—তুরীয় অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত, সাক্ষায়, স্বদৃষ্টয়ে—স্বয়ং প্রকাশ, অকিঞ্চনায়—সর্ব্বত্যাগী, শান্তায়—সমস্ত বিষয়ভোগ-বাসনায় যে পরম বিরক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করি ॥১৭

নমঃ ব্রহ্ম ইত্যাদি—ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিণী বিদ্যা ও ধেনু প্রভৃতি যাহার দেবতা, যিনি ব্রহ্মত্ব ও বিষ্ণুস্বরূপ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করি ॥১৮

ত্রিবিধাকৃতয়ঃ ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ, দেবতা, ধেনু ও বৈষ্ণবী তুষ্টি পুষ্টি ও সৃষ্টি এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের সত্ত্বাদি গুণের সহিত সম্বন্ধ ॥১৯

শ্রীশুক উবাচ—হে বিপ্রগণ! এই প্রকারে ভগবান্ পুরুষোত্তমের পাদপদ্ম-সেবা দ্বারা সংসারী মনুষ্যদিগের যে মহৎ লাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করিলাম ॥২০

সূত উবাচ—মুক্ত ও অক্ষর-স্বরূপ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা যে কথা পান করিয়া থাকেন, রাজর্ষি পরীক্ষিৎ পরম পুরুষ শুকদেবকে সেই আত্মযোগ-বিষয়ক মহত্তম কথা শ্রবণ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন ॥২১

শ্রীশুক উবাচ।

একদা বাসুদেবস্য বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥২২
বিপ্রো মৃতীয় দুঃখার্তঃ রাজদ্বার্যুপাধায় সঃ।
ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ ॥২৩
ব্রহ্মঘ্নঃ স্বর্থিনো দুষ্টস্য বিষয়াত্মনঃ।
ভূতধ্রুহো লুব্ধস্য ক্লীবস্য গৃহমেধিনঃ ॥২৪

হিংসাবিহারস্য মৃষাত্মনঃ দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্।
প্রজা ভজন্ত্যাঃ সীদন্তি প্রতিহ্যা নিরয়ং প্রভো ॥২৫
এবং বিলপ্য বিপ্রর্ষিঃ তং নিধায় সুতং ক্ষিতৌ।
বিপ্রয়ো ন মৃষাধীঃ স্যাৎ ধ্যায়ন্ পরমপূরুষম্ ॥২৬
তামর্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥২৭

মৃতঃ ইত্যাদি। দুঃখবশত দুঃখ ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান, ব্রাহ্মণকে মৃতবালক ভার বহা; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মৃতবালক বহন করিয়া (ভারবাহকের ন্যায়) ইতি এই পূর্ব-বর্ণিত, এবং পরে পুনঃ বিলাপ: দুঃখাদ্য প্রলাপবাক্যম্ যে পরঃ (মহাভারতে পরম্ পূর্বম্) ভবপূর্বঃ অতীতঃ পুনঃ পুনঃ বিলাপ, সঃ অজ্ঞতাপরিত্যক্তঃ (অজ্ঞতাদি সংসারপরিবর্তন-কর্তৃত্ব-ভাব-হেতু) আত্মা পরিত্যক্তঃ যেন ॥১১

শ্রীশুক: উবাচ। যে ভারত যোগেশ্বরাঃ চ একদা বিপ্রস্য ব্রাহ্মণস্য: দুঃখদঃ পুত্রঃ মৃতঃ সূতী জাতঃ ॥১২

দুঃখদাতুঃ দীনস্য: [দীনঃ চ বিপ্রঃ তস্মাৎ দীন সঃ] আতুরঃ ব্যাকুলচিত্তঃ সঃ বিপ্রঃ মৃতঃ পুত্রঃ মৃতঃ পুত্রী রাজদ্বারি

হেতুবেহী তাঁহার নিত্য মূর্তি; কিন্তু এই নিত্যত্বের মধ্যে তাঁহার সদ্য-সৃষ্টিই পুরুষার্থের হেতুভূত ঘোর স্বাধীন ॥১১

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! এই প্রকারে সেই দ্বারকাপুরীবাসী ব্রাহ্মণগণ যোগেশ্বরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সহদেব নামক অর্জুনের সমীপে পরমপুরুষ ভগবানের পাদপদ্ম আরাধনার ফলেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন ॥১০

সূত বলিলেন,—মহারাজ শ্যামদেবের পুত্র-মুখারবিন্দ হইতে বিনিঃসৃত ভবভয়-বিনাশকর পীযূষোপম পরিত্র পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রলাপযোগ্য লীলা-কথা যে ব্যক্তি কেবল নিরন্তর শ্রবণমুখলের দ্বারা পান করেন, তাঁহাকে আর এই জন্ম-মরণাদি-সঙ্কুল সংসার-পথে কখন ভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না ॥১১

ব্রাহ্মণায় বিলপন্ ইদং প্রোবাচ ॥১৩

ব্রহ্মঘ্নঃ (ব্রহ্মহত্যা যেই ও তথা তত) স্বর্থিনঃ অসতঃ, দুষ্টস্য বিষয়াত্মনঃ (বিষয়ে আত্মা যস্যেতি তস্য তস্য) ভূতধ্রুহঃ প্রাণিমাত্রের অনিষ্ট যারা; তথাভূতস্য যে মম আত্মজা পুত্র পঞ্চত্ব যাত: যাবৎ প্রাপ্ত ॥১৪

হিংসাবিহারস্য (এই ও তথা তত) দুঃশীলস্য অজিতেন্দ্রিয়স্য, অজিতেন্দ্রিয়ত্বাৎ দুঃশীলত্বাৎ দুঃখদাতুঃ মৃষাত্মনঃ মিথ্যাভূতস্য (মিথ্যা আত্মা যস্যেতি তস্য তস্য) ভজন্ত্যাঃ ব্রহ্মিষ্ঠায়ত্ত যার যাবৎ; তথাভূতায়াঃ যে মম আত্মজা পুত্র পঞ্চত্ব যাত: যাবৎ প্রাপ্ত ॥১৫

বিপ্রয়ো ন মৃষাধীঃ স্যাৎ ধ্যায়ন্ পরমপূরুষম্ ॥২৬

তামর্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥২৭

ব্রাহ্মণবর শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! এক সময়ে দ্বারকাপুরীতে এক ব্রাহ্মণ-পত্নী একটী সন্তান প্রসব করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়! ঐ পুত্রটী ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মরিয়া গেল ॥১২

আতুরের দুঃখাতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং রাজ-দ্বারে বিলাপ করত সেই মৃত পুত্রটী লইয়া রাজদ্বারে উপনীত হইলেন এবং একান্ত খেদ করত বলিলেন—১৩

অহো! ব্রাহ্মণ-দ্রোহী বিষয়-লোলুপ রাজারূপ লোভী ব্যক্তি নিষ্ঠুর কর্মের দ্বারায় ভগবানেরই কেবল আমার এই পুত্রটী অকালে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে ॥১৪

অহো! দুঃশীল অজিতেন্দ্রিয় এবং হিংসাপ্রোদ-বিলাসী মৃগয়ার পরমাপর প্রলাপশীল নিতান্ত বর্জিত হইয়া, চিরকাল সমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥১৫

নবজলধর বিদ্যুদ্বৌ ধৃতী প্রসরৌ
কনকবসনশ্রী চারুচন্দ্রাবতংসৌ।
অলক মিলিত তমৌ কেশ বেশ প্রচুরৌ
তব তনয় অরণ্যে রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রৌ॥

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে!
হে কংসান্তক! হে অনন্তশয়নাসীন! হে মাধব।
হে রাধাপ্রিয়! হে জয়ন্তজনকো! হে পূতনারাতে মাং।
হে গোপীজননাথ! পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥

কস্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥

যাবঃ যাবঃ নবযৌবনং সরসসৌন্দর্যসাবং
ভাবং ভাবং ভ্রূবিলাসমুখে চেষ্টিতং তদ্বভাবেঃ।
পাদং পাদং ধরিতলগতা সংপদন্যাসভেদং
কুর্বন্ কুর্বন্ বহুবিধমহো রাধয়ৈষ ব্যধত্ত॥

---

4 MAR 1968

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা

সর্ব্বাণি নামানি যি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থসিদ্ধৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদ্ অবেক্ষ্য খলু কৃষ্ণনাম
সর্ব্বেষু কালেষু জপেত ভক্ত্যা ॥১

মহাত্মাক সর্ব্বেষা মাতাস্ত্রোস্ত্র অবধপি।
কৃষ্ণস্যৈবাবতারস্য বিশেষঃ কোঽপি অস্তিৎ ॥২

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রে—

সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৩

বিষ্ণুধর্মে কৃষ্ণযমলার্জুনভঞ্জনস্তোত্রে—

ইমং স্তবং তে সংকল্প্য যঃ পঠেন্নরপুঙ্গবঃ।
একস্য প্রাপ্নুয়াঃ সম্যক্ কৃষ্ণঃ সাযুজ্যমব্যয়ম্ ॥৪

কিংবা বহূক্তাপেন্ন মানুষাণাংকৃতির্ণরঃ।
ব্রহ্মাদ্যস্তম্বপর্য্যন্তে কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫

(১) অনুবাদ : শ্রীভগবানের সমস্ত নামই পুরুষের সর্ব্বার্থ সিদ্ধিত হয়; অতএব সর্ব্বকালে ভক্তি সহকারে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা উচিত ॥১

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার নামসমূহের মাহাত্ম্য সমান হইলেও কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণনাম বিশেষ ॥২

পবিত্র সহস্র-নাম তিনবার আবৃত্তির যে ফল, একবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণে সেই ফল লাভ হয় ॥৩

এই কৃষ্ণনাম উচ্চারণে ফল করিয়া অর্জ্জুন ভগবান্ পরমের পুরিয়ে মুক্ত হইয়া পাঞ্চপত-অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণের প্রাণসম হইয়া কৃষ্ণকে লাভরূপে প্রাপ্ত হন ॥৪

অধিক কি বলিব, অনিচ্ছায় মানুষমাত্র নাম ও মন্ত্রোচ্চারণ মাত্র করিয়া অন্যে কৃষ্ণ-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥৫

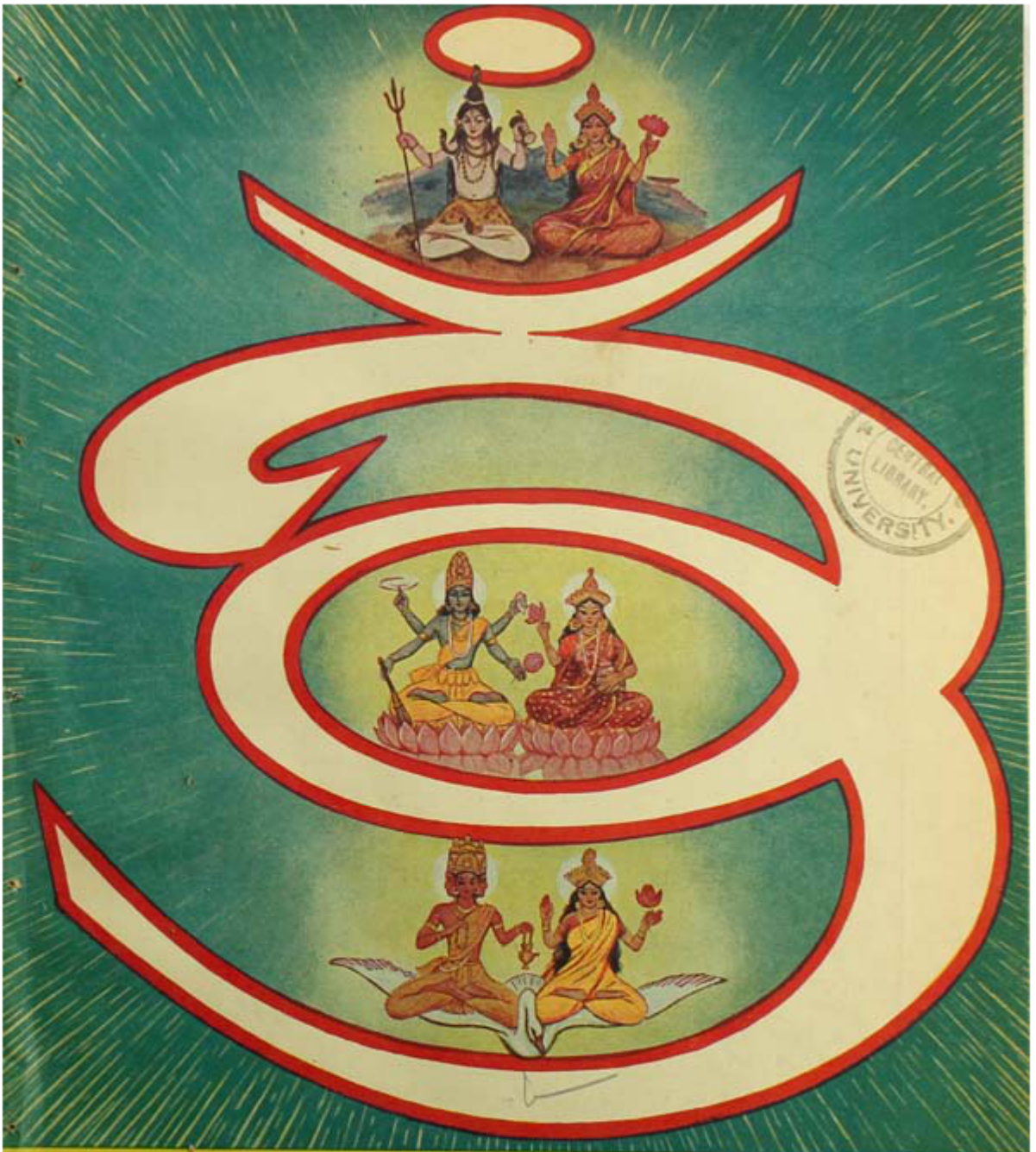

CENTRAL LIBRARY, UNIVERSITY.

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

বারাহে চ মথুরামাহাত্ম্যে—

তত্র স্নাতাশ্চ মনুজা অবিমুক্তি মম প্রিয়ে।
পূতাশ্চাপি চ পবিত্রাশ্চি সংসারক্লেশবাশি চ ॥৫

স্কান্দে প্রভাসমাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলিসংবাদে—

অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাংশ্চতুর্দশ।
নরস্যাস্যাদরাদ্ যস্মাৎ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ ॥৬

বারাহে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যদা যাতি মৃতঃ পুমান্।
যো যদ্ভূমি গতো বিপ্রাঃ কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ ॥৭

হরিবংশে—

এবং ব্রুবন্তি যে মর্ত্যাঃ কীর্ত্তয়ন্তো মমাপি হি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তেষাং মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥৮

বিষ্ণুধর্ম্মে—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥৯

হে প্রিয়ে! তাহাদের আত্মা নির্ম্মল, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধ, সংসারপাশক্লেশনাশী মানবগণ সকলের পোষণীয় হইবে ॥৫

কলিযুগে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে মানব অতীত সপ্ত পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষগণকে ত্রাণ করে ॥৬

কলিযুগে যে নর ঘুমাইতে ঘুমাইতে, জাগ্রৎ অবস্থায়, মরণ কালে বিবা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কৃষ্ণস্বরূপই হন ॥৭

মানব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা অথবা মেদ্যার মদ্যপান করত অহোরাত্র "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই নাম সংকীর্ত্তন করিলে বিমুক্ত হয় ॥৮

হে রাজেন্দ্র! যাঁহার মুখে "কৃষ্ণ" এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারিত হয়, তাঁহার কোটী মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥৯

[ষষ্ঠবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৭৪] [নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক ব্যাপার
উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে সরকারকর্তৃক
অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণানুকূল্যে কেবল সম্ভব হইয়াছে

• • •

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যান্বয়তীর্থ।

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা
(ভারতী সন্ধ্যবাস)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরাধাশরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ভারাচার্য্য
শ্রীসুরেশ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীললিতসুন্দর মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রাকরগণ :—
বিমল বিদ্যালঙ্কার।
ও শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্-ডি. পি. এইচ্., ডি. ই. এম্. এস্ এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৬২, পি. ত্রিপ্রীট, ডি. রোড, কলিকাতা—৫৫ হইতে প্রকাশিত ও ৮৫, হরি ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ আদেলফাস্ত্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাঙ্কিত। ১৪ই মাঘ, ১৩৭৪।

কার্য্যালয় :—
৬৫সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৩৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যাশাস্ত্র সংস্কৃতের মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা বৈশাখ ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে বৈশাখ পর্যন্ত।

২। এই মাসিকপত্রে সমাধি বিশ্লেষিকা-বিদ্যা, প্রজ্ঞাপারমিতা-বুদ্ধিপ্রস্থান বজ্র ভূমিক বুদ্ধিপ্রস্থ, বাসনাভাষ্য-ভাষ্যাবলম্ব ও বিবিধপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমানে ঐতিহাসিক প্রকাশিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক ইত্যাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বৈশাখ অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ হিসাবে মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৈশাখ একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে কোন সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে অফিসকে কার্যালয়কে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার ফরম ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে কলিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকঘোগে যাতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২১, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র

'আর্য্যমাত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তিত হওয়া প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১। প্রকাশনস্থান—	৭১২, পি, কর্ণওয়ালিস, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
২। প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
৩। মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭১২, পি, কর্ণওয়ালিস, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৪। প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭১২, পি, কর্ণওয়ালিস, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৫। মুখ্য সম্পাদকের নাম—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদতর্কাচার্য্য
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা:—	সাহিত্যসভা, পো: ত্রিবেণী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
	শ্রীহরিপদভট্টাচার্য্যকাব্যতীর্থ
	ভারতীয়
	ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬। অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ।	—শ্রীসাহিত্যপ্রচার সঙ্ঘ (অরক্ষিত সম্প্রদায়) ৭১২, পি, কর্ণওয়ালিস, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আমি শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

১লা—

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যমাত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত

সম্পাদক—আর্য্যমাত্র

কিমিদং ব্রহ্মকুলিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্ধরঃ।
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্র আসতে ॥২৮
ধনমায়ুশ্চলাপূর্ণং যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
যে বৈ রাজন্যযজ্ঞেন নেষ্টা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ ॥২৯
অথঃ প্রজা যাং কৃপণং ধর্মিষ্ঠে ধীরমোষিণি।
অবিস্তীর্যপ্রতিজ্ঞোঽর্থৈঃ প্রেত্যেহ ন ভবেদ্যথা ॥৩০

ব্রাহ্মণ উবাচ।
সর্বধর্মো বাসুদেবঃ প্রহ্লাদো বলিরাদয়ঃ।
অনিলয়োঽপ্রতিবলো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি বৈ ॥৩১
তৎ কথং নু তবাদ্য তস্য কৃপণং রুদতীগৃহে।
যঃ ত্রিকৃত্বো যাচিতাংস্তে তত্র প্রত্যুদ্যতো বরম্ ॥৩২

(যে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে দক্ষিণা লইয়া যজ্ঞ করিয়া দেন) তাঁহারা ধর্মিষ্ঠ রাজা ও ধীর ব্যক্তির নিকট হইতে ধন লইয়া ইহলোক ও পরলোকে কষ্ট পান ॥২৭

হে ব্রহ্মন্! কিমিদং কিমর্থং ইদং বিবক্ষসি? ব্রহ্মকুলিবাসে ব্রহ্মকুলং ব্রাহ্মণকুলং তস্য নিবাসে তত্র ধনুর্ধরঃ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি। এষে ব্রাহ্মণাঃ বৈ ইব রাজন্যবন্ধুরূপাঃ সন্তঃ সত্রে আসতে নিবসন্তি ॥২৮

যত্র যেষু ব্রাহ্মণেষু সৎসু ধনমায়ুশ্চলাপূর্ণং বিনাশাঃ ব্রাহ্মণা শোচন্তি, যে বৈ এব রাজন্যযজ্ঞেন নেষ্টাঃ বৈ অবশ্যকং রাজন্যযজ্ঞেন যাজনেন জীবন্তি ॥২৯

হে ব্রহ্মন্! বৈ ত্বিয়া যৎ যাং বৈশ্যং; যং ধনমিত্যর্থঃ প্রজাঃ অধিষ্ঠাতা পুত্রে বর্তিতে। যদি অবিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ

এই প্রকারে বিনয় ও প্রতীকারের উপায় স্থানেই ব্রহ্মকুমার পুত্রের মৃত্যু হইলে, উক্ত ব্রাহ্মণ পুত্রবধূ মৃতপুত্রকে লইয়া দ্বারকায় গমন করিয়া অনেকপ্রকার প্রলাপ করিলেন ॥২৬

অন্বয়: এই প্রকারে ব্রাহ্মণের নবমী পুত্রের মৃত্যু হইলে, এক বিলম্ব ঐশ্বর্যের মহীপতি উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের দারুণ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত দুঃখ হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ॥২৭

হে ব্রহ্মন্! আপনাদের আবাস-নিবাসে কি এমন কোন ধনুর্ধারী বীর পুরুষ নাই যে, তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মণ-পুত্র রক্ষিত হয়! ইহারা কি কেবল রাজন্যবর্গের অধিক। কারণ বীর ক্ষত্রিয়গণ বলাভাবে নিন্দিত, এবং বুঝি ব্রাহ্মণগণের নিকট সম্মানেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত থাকেন ॥২৮

অন্বয়: যে সকল রাজন্যবর্গের প্রতিপাল্য

(যে নিষ্ঠুরেরা যজ্ঞে দক্ষিণা লইয়া প্রজা রক্ষা করে না) তেন অন্যং ধনং, তদা অধিং প্রজাঃ: তেন ধনমধ্যং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-অবিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ ভবেৎ ॥৩০

ব্রাহ্মণ উবাচ। সর্বধর্মঃ সর্বজ্ঞঃ, বাসুদেবঃ, অনিলয়ঃ অনাধারঃ অপ্রতিবলঃ অনিবার্যঃ ত্রাতুং রক্ষিতুং ন শক্নুবন্তি ॥৩১

তৎ তস্মাৎকারণাৎ যদি তব দুঃখং তদপনয়নায়াস্মাভিঃ কৃতং তদা কথং তব তস্য দুঃখং ভবিষ্যতি; তত্র হেতুমাহ যঃ ত্রিকৃত্বো যদি ॥৩২

ব্রাহ্মণগণের পুত্র বিনষ্ট ও কলেবরাদি বিলুপ্ত হইয়া নিরন্তর শোকসাগরে নিমগ্ন হন, তাদৃশ আর্তনাদ আপনারা শ্রবণ করেন নাই ;কেবল নরাধিপেরা রাজ্যের বিনাশ করেন মাত্র ॥২৯

অন্বয়: আপনারা যাঁহাদের পুত্র-ধন-বিষয়ক কষ্ট দূর পারিতেছেন? সে কাহারা হউন্। আমি আপনাদের সন্তাপের ভার গ্রহণ করিব। যদি তাহাতে সমর্থ হই, তাহা হইলে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব ॥৩০

ব্রাহ্মণ বলিলেন—বাসুদেব, সর্বজ্ঞ, সর্বাধারশূন্য প্রহ্লাদ এবং অধিবীর বোধ্য সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধ যাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই ॥৩১

তাদৃশ ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিদেরও ক্ষমতা খর্ব করিতে আপনি কি প্রকারে সাহসী হইতেছেন? আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, নিতান্ত দুর্বুদ্ধি

অর্জুন উবাচ।

মাং সর্বলোকা জানন্তু ন কৃষ্ণঃ কাঙ্ক্ষিষ্যতে চ।
অহং বা অর্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ ৫৫৩
ন্যবধয়ং যম জানন্ বীর্যং ত্র্যম্বকতোষণম্।
মৃত্যুং বিজিত্য সমরে আনেষ্যে তে প্রজাঃ
প্রভো ৫৫৪

এবং বিজল্পিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরন্তপ।
জগাম যত্রঃ শ্রীমঃ পার্থযোঃ বিনাশনম্। ৫৫

অর্জুন উবাচ। হে ব্রহ্মন্! আমং সর্বলোকঃ জানুক বা কাঙ্ক্ষিতা এবং ন হয়, অপি চ অর্জুনঃ এবং নাম যস্য গাণ্ডিব ধনুঃ অতি ৫৫৩

যং ব্রহ্মন্! ত্র্যম্বকতোষণং যং বীর্যং তং ন অবধয়ং অবজানামি তং গাণ্ডীবং। হে প্রভো! মৃত্যুং সমরে সংগ্রামে বিজিত্য তে প্রজাঃ অনেষ্যে ৫৫৪

হে পরন্তপ! ফাল্গুনেন এবং বিজল্পিতঃ বিপ্রঃ আগতঃ সঃ বিপ্রঃ শ্রীমঃ সন্ যত্র পার্থৌ বীরৌ বিনাশনম্ প্রদেশম্ যযৌ ৫৫৫

অর্থাৎঃ প্রসূতিকালম আসন্নে আসন্নে, সতি আকুলঃ ব্যাকুলঃ সঃ বিপ্রোবরঃ কুমারাঃ সকাশাৎ হে প্রভো পার্থি

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্যায়া বিপ্রসত্তম।
পার্থি পার্থি প্রজাঃ কৃষ্ণাশ্চিত্যাবার্জুনমব্রুবন্ ৫৫৬
ন উপস্পৃশ্য শুচয়ো নয়ন্তু ত্বা অমেধসম্।
বিপ্রাণ্ডজ্ঞাপি সংস্কৃত্য সজ্যঃ গাণ্ডীবমাদদে ৫৫৭
ফল্গুনং সূতিকাগারং শরৈর্নানাবিধৈর্বৃতম্।
ত্রিঃপ্রদক্ষিণয়ঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্ ৫৫৮
ততঃ কুমারাঃ সঞ্জাতে বিপ্রপত্ন্যা ভয়ং মুহুঃ।
সূতোঽপর্ণবিনাশেন দশার্ণেষু বিহায়সা ৫৫৯

পার্থি ইতি অর্জুনম্ আহ ।৫৬

নঃ অর্জুনঃ শুচি সন্ অতঃ অন্যম্ উপস্পৃশ্য আচম্য, আমেধম্ অমন্ত্রম্ বিনাপি অন্যাপি অন্যম্ নয়ন্তু নেতুং সজ্জীকৃত্য গাণ্ডীবম্ আদদে ৫৫৭

অতঃ শরপঞ্জরঃ ইতঃ ততোঽপি ততঃ ইতিক্রমেণ ত্রয়া কৃতম্ ফাল্গুনম্, তং বিপ্রম্ উচৈঃ অধঃ চ আবরণেন পার্থঃ তত্র শরপঞ্জরং চকার ।৫৮

ততঃ চ বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারাঃ সকাশাৎ; সঃ চ মৃতঃ অন্য অপি সন্তঃ কুমারাঃ এব বিহায়সা আকাশমার্গেণ অপর্ণম্ আনয়ন ।৫৯

বিপ্রবরই আপনি এরূপ ভয় করিবেন উচিত হইয়াছে! সুতরাং আপনার যাহা আমার তাদৃশ প্রত্যয় হইতেছে না।৫৫২

অর্জুন বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি যদু শ্রীকৃষ্ণ, সমর বা যুদ্ধস্থলে যাঁহার সৌহৃদ লাভি করি। আমি অর্জুন। গাণ্ডীব ধনুই আমার একমাত্র বীর্য।৫৫৩

আমার বীর্যের প্রতি আপনি কদাচ অবজ্ঞা করিবেন না। আমি সংগ্রামে সাক্ষাৎ ত্রিলোচনকেও পরিতুষ্ট করিয়াছি! আমি সমরে মৃত্যুরাজকেও পরাজিত করিয়া যে আনিব। আপনার সন্তানগণকে আনয়ন করিব।৫৫৪

শত্রু-নিসূদন মহাবীর অর্জুনের সান্ত্বনাবাক্যে ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত এবং প্রীত হইয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রাহ্মণীর সমীপে অর্জুনের বীর্য কীর্তির পরিচয় দিয়া তাঁহাকে অবহিত করিলেন।৫৫৫

কিছুদিন পরে পত্নীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ বিব্রত হইয়া, অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'মৃত্যুর মুখ হইতে আমার আসন্ন-প্রসব সন্তানকে রক্ষা করুন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিলেন।৫৫৬

এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র মহাবীর অর্জুন পবিত্র জলের দ্বারা হস্ত পদাদি ধৌত করত যথাবিধি আচমন করিলেন এবং দেবদেব মহাদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করত অলৌকিক অস্ত্র সম্ভারে মহামূল্যবান গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করত টঙ্কার করিলেন এবং

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিবৃত্য কৃতক্রিয়ঃ।
যৌবাং পক্ষত যে যোদ্ধাঃ প্রথমে প্রীতমন্তদা ॥৪০

ন প্রদ্যুম্নো নাবিরুদ্ধো ন ভানো ন চ কেশবঃ।
যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদ্বিদ্ধ্যতেশ্বরঃ ॥৪১

বিসর্জয়ন্ দ্বারবাসং বিপ্রান্ত্বাদিনো বসুঃ।
হৈরোপাখ্যং যে যোদ্ধারস্তানীমানি দুর্জয়ঃ ॥৪২

এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিস্ময়াপন্ন জানুনঃ।
যদৌ সংবর্ধনীয়ান্ত বভ্রাম্নে ভগবান্ যদঃ ॥৪৩
বিপ্রাশাস্ত্রাক্ষকাপন্ন ঐন্দ্রীবনাৎ পুরীম্।
আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমপি।
ভগাভলং আরুহ্য বিদ্যাভন্ত্রানুভাবতঃ ॥৪৪
অন্তোঽন্তর্বিহরন্তো হ্যবিন্দীর্ণপ্রতিশ্রুতম্।
অন্ধিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যাক্তঃ প্রস্থিতেরা ॥৪৫

তদা সা বিদ্যাঃ কৃষ্ণসহিতো বিজয়ং অর্জুনঃ বিজিত্য বাহ্য ন্যস্ত আত্মা প্রীতঃ তদা অর্জুনঃ তদাদ্য তথা অন্তর্ভবনাদ্য প্রথমে বিজিতবন্, তত্র যৌত্যঃ যৌধিষ্ঠ পক্ষত ॥৩৯

ন ন্য অন্যত্র প্রদ্যুম্নঃ ন অনিরুদ্ধঃ ন ভানুঃ ন সাম্বঃ তদাহঃ, তত্র অন্যঃ কঃ যঃ ঈদৃশঃ দুর্জয়ঃ অস্তি তস্য তদ্বিদ্ধ্যতেশ্বরঃ অন্যঃ ॥৪১

অথঃ দুর্জয়ান্ অনুচরকারান্ অর্জুনঃ বিসৃজ্য আত্মানমিতি আত্মানমিত্যত্র আত্মীয়ান্ অপি বিসৃজ্য ন ত্বদীয়ঃ অর্জুনঃ হৈরেব ঈদৃশান ঈদৃশান্ অন্তরে ধীমান্, তদাহঃ হৈরেব আখ্যায়তীতি অন্যেষু ঈদৃশি ॥৪২

বিপ্রর্ষৌ এবং শপতি সতি তদানুঃ অর্জুনঃ বিস্ময়াপন্ন জানুনঃ যাতাব বভ্রুকে তা রোপণ করত প্রভুর হইলেন ॥৩৭

অনন্তর নানাপ্রকারে অন্যের সাহায্যে সমিতিঞ্জয়ের প্রয়োগে পুরিকাপাশটি সম্পূর্ণ নষ্টপ্রায়ের করিয়া ফেলিলেন। যে রাজন্! পুরিকাস্থানের কথঞ্চিৎ অংশের দ্বারা পিঞ্জরাকৃতি করিয়া রাখিলেন ॥৩৮

ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ একটি পুত্র প্রসবরূপ করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবারে ভূমিষ্ঠ হইবার পর পুত্রটী মুহূর্তকাল মাত্র রোদন করিয়াই আকাশ-পথে অদৃশ্য হইয়া গেল; পুত্রের কলেবরও আর পরিলক্ষিত হইল না ॥৩৯

তখন সেই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই অর্জুনকে বিদ্রূপচ্ছলে নিন্দা করত বলিলেন, অহো! আমি কি মূর্খ। ক্লীবত্ব নিরর্থকারী অভিমানী ব্যক্তির মতো আমি এরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলাম ॥৪০

ভগবান্ বাসুদেব, সত্যক, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ আহার যত্ন ভগবান্ তথা আছে, তারা সমবর্তীং পুরীম্ যাত তথৈ ॥৪০

তত্র বিপ্রাশাস্ত্রম্ যত্নভাগঃ ভগবান্, তথা ঐন্দ্রীং পুরীম্ অযাত। তথা পর্যায়েণ আগ্নেয়ীং, নৈর্ঋতীং, সৌম্যাং, বায়ব্যাং, বারুণীং পুরীং তথা চ ভগাভলং ভগবন্তম্, অন্যানি বিস্তারিত চ ঈদৃশানুভাবঃ এব তথৈ ॥৪৪

তথা তথায় এব সর্বাংশেষেণ অপি অন্তর্বিহরন্তো (ন পক্ষে বিহরন্তঃ যেন সঃ) অবিন্দীর্ণপ্রতিশ্রুতম্ (ন বিদীর্ণা বিস্মৃতিঃ প্রতিশ্রুতিঃ যেন সঃ) অন্ধিং যা অন্ধিং বিবিক্ষুঃ প্রবেষ্টুং ইচ্ছা ৭৪৫, তদা প্রতিজ্ঞাতা বিধাতা কৃষ্ণেন প্রত্যাক্তঃ বিধাবিতঃ ॥৪৫

যে দুঃখার্ত তথৈ ভগবান্ কৃষ্ণকে ধরিতে সাহস করেন না, তাহাদ অন্যান্য তত্র সম্ভাষণ করিতে অন্য কে এই জগতে সমর্থ হইতে পারে ॥৪১

এতাদৃশ বিদ্যাধারী অর্জুনকে ধিক্! এবং তাহার যাতাব বভ্রুকেও ধিক্! অহো! আত্মাধারী তাহার শৌর্যের একমাত্র পরিচয়! কারণ এ ব্যক্তি এতই মূর্খ যে, দৈবের অন্যায় বিষয়কেও সে অবলীলাক্রমে নিজের অধিকারে আনয়নার্থ বাসনা করিয়াছে ॥৪২

ব্রাহ্মণ এই প্রকারে রোষারোপ পূর্বক নিন্দা করিলে, বীরকেশরী অর্জুন যে স্থানে সর্ব-আত্মা-ধারী ভগবান্ স্বয় অবস্থান করিতেছেন, সেই সমবর্তীপুরে গমন করিলেন ॥৪৩

কিন্তু দুঃখের বিষয়। তথায় বিপ্রপুত্রকেও অন্বেষণ না করিয়া, তাহাদের অন্বেষণে ভগবান্

সর্বত্রে বিজয়ন্তাং তে যশসা সহ মাধব।
যে যে চ কৌরবাঃ পিত্রোঃ মদ্ভক্তাঃ পাণ্ডবাদয়ঃ ৪৩

ইতি সন্ত্রাস্য ভগবান্ ধর্মজেন সহেশ্বরঃ।
নিত্যং যদুবরস্ত্রীণাং প্রতীচীং দিশমাবিশৎ ৪৪

সপ্ত দ্বীপান্ সপ্তসিন্ধূংশ্চ সপ্তসপ্তগিরীনপি।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ তমসাবৃতম্ ৪৫

তত্রাদ্ধা: শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকাঃ।
তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ ৪৬

তান্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ।
সহরাদিভিরস্মাভিঃ রথচক্রং প্রবিবেশ হ ৪৭

তস্য নেমিধ্বনেঃ খস্থং কৃতঃ মনঃ
দিগবস্তুবিভেদেন যোগিনঃ।
অনোকসঃ নির্বিবিশে সুদর্শনং
গুণচ্ছয়ো বাসনয়া ময়া সহ ৪৮

আহ্বান এবং আকর্ষণ করিয়া না, অবলীলাক্রমে যে কুরুকুল রক্ষা করিয়াছ, যে নিমিত্তই, যে এবং যতগুলি যে পাণ্ডবাদি বিশ্বে কীর্তি স্থাপন করিয়াছ ৪৩

ভগবান্ ঈশ্বর কৃষ্ণ ইতি বিধ সকলকে অনুজ্ঞা দান করিয়া ধর্মরাজ সহিত প্রতীচী দিশা অভিমুখে প্রস্থান করেন ৪৪

সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্ত সপ্ত গিরি, লোকালোক পর্বত অতিক্রম করিয়া তমোবৃত প্রদেশে প্রবেশ করিলেন ৪৫

ভরতর্ষভ! তথায় শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয়ের গতি ভ্রষ্ট হইল ৪৬

তখন তাহাদিগকে দৃষ্টি করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বরেশ্বর, সহরাদি আমাদিগের সহিত রথচক্র প্রবিষ্ট করিলেন ৪৭

তখন সুদর্শন, যাহা ভগবান্ কৃষ্ণের মনঃ কর্তৃক দিগবস্তু বিভেদে যোগিদিগের অনোকস নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ, গুণচ্ছয়ী বাসনার সহিত আমার সহিত প্রবেশ করিল ৪৮

অর্জুন দ্বারকাপুরী, যদুগণের আবেষ্টনী, রৈবতকী, সোভা, বাহ্লীকী, বাহ্লবী এবং বলাহক, ধর্ম এবং অন্যান্য স্থানসমূহ যেরূপ বিভব করিলেন ৪৪

যখন ভোজরাজ আর ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না, যখন প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, আপনাকে একান্ত হেয় বলিয়া মনে করিলেন এবং সেই লজ্জানিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিমধ্যে নিজদেহের প্রাণ পরিত্যাগে প্রস্তুত হইলেন ৪৪

অনন্তর অর্জুনকে তথায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত দেখিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করত বলিলেন,—হে অর্জুন! তুমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করিও না। আমি তোমাকে সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে প্রদর্শন করাইব। তুমি তাহাদিগকে আনয়ন করিলে, যাহারা তোমার নিন্দা করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিই তখনে আবার আমাদের অবতারণা এবং বিজয় যশ স্থাপন করিবে ৪৬

এই বলিয়া ভগবান্ হৃষীকেশ অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া, অতীব বিস্ময়ের আয়োজন করিলেন এবং বিমল দন্তিমাণিক্যপুরী হইয়া যখন করিতে লাগিলেন ৪৭

পরে ক্রমশ সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র এবং সপ্ত সীমা-পর্বত অতিক্রম করত লোকালোক পর্বতকেও অতিক্রম করিলেন; পরে অতি ভয়াবহ অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ৪৮

সেই ভীষণ অন্ধতমসের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক শ্রীকৃষ্ণের দৈবদত্ত অশ্বচতুষ্টয় আর অগ্রসর হইতে পারিল না; প্রভি পদে তাহাদের স্খলিতপাদ হইতে লাগিল ৪৯

তখন অন্ধতমসের ঘনত্ব দৃষ্টিরুদ্ধ অবলোকন

ঘনেন চক্রানুসৃষ্টেন তততঃ-
পরঃ পদং জ্যোতিরনন্তমব্যয়ম্।
সমন্ততঃ প্রসৃতা কাঞ্চনী
প্রভাতিতাকোঽপি সমন্ততঃ ইতে ॥৫২
ততঃ প্রবিষ্টো সলিলং মহত্তরা
বলীয়সৈকত্বমবাপ্তমূর্তিভিঃ।
ততাদ্ভুতং যৈ তমসঃ ক্ষয়ক্ষমং
ত্রাজন্নিশুম্ভমহদ্ভ্রমোদ্ভিতম্ ॥৫৩

ঘনেন (ঘনাকারেণ) চক্রানুসৃষ্টেন (চক্রেণ অনুসৃষ্টেন অনুগতেন) ততঃ (তস্মাৎ) পরং (পরস্তাৎ) পদং (স্থানং) জ্যোতিঃ (পরমব্রহ্মাত্মকং তেজঃ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) অব্যয়ং (অক্ষয়ং) [অস্তি] (বর্ত্ততে) ইতে (অস্মিন্ পক্ষিণি স্থিত ইব) ॥৫২

ততঃ (তদনন্তরং) সলিলং (জলরূপং) মহত্তরা (মহত্তত্ত্বং) বলীয়সা (প্রবলেন) একত্বং (ঐক্যং) আপ্তমূর্তিভিঃ (প্রাপ্তস্বরূপৈঃ) প্রবিষ্টঃ (অনুপ্রবিষ্টঃ) [অস্তি] (বর্ত্ততে) [যঃ] (যেন) তমসঃ (অজ্ঞানস্য) ক্ষয়ক্ষমং (নাশসমর্থং) যৈ (যস্মাৎ) তমঃ (অজ্ঞানং) তদ্ভুতং (তস্মাৎ) ত্রাজন্নিশুম্ভমহদ্ভ্রমোদ্ভিতং (ত্রাজন্ নিশুম্ভঃ মহদ্ভ্রমঃ তেন উদ্ভিতং উৎপন্নং) ॥৫৩

তদনন্তরং চক্রানুসৃষ্টেন (ঘনাকারেণ) তস্মাৎ (তস্মাৎ) পরং (পরস্তাৎ) পদং (স্থানং) জ্যোতিঃ (পরমব্রহ্মাত্মকং তেজঃ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) অব্যয়ং (অক্ষয়ং) [অস্তি] (বর্ত্ততে) ইতে (অস্মিন্ পক্ষিণি স্থিত ইব) ॥৫২

ততঃ (তদনন্তরং) সলিলং (জলরূপং) মহত্তরা (মহত্তত্ত্বং) বলীয়সা (প্রবলেন) একত্বং (ঐক্যং) আপ্তমূর্তিভিঃ (প্রাপ্তস্বরূপৈঃ) প্রবিষ্টঃ (অনুপ্রবিষ্টঃ) [অস্তি] (বর্ত্ততে) [যঃ] (যেন) তমসঃ (অজ্ঞানস্য) ক্ষয়ক্ষমং (নাশসমর্থং) যৈ (যস্মাৎ) তমঃ (অজ্ঞানং) তদ্ভুতং (তস্মাৎ) ত্রাজন্নিশুম্ভমহদ্ভ্রমোদ্ভিতং (ত্রাজন্ নিশুম্ভঃ মহদ্ভ্রমঃ তেন উদ্ভিতং উৎপন্নং) ॥৫৩

তদনন্তর ঘনাকার চক্রানুসৃষ্ট সেই পক্ষী হইতে পরে পরম জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মক তেজঃ অবস্থিত আছে। এই পক্ষী যেন সেই জ্যোতিঃ অভিমুখে গমন করিতেছে ॥৫২

তদনন্তর সলিল মহত্তত্ত্ব প্রবল একত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সেই পক্ষী হইতে অবস্থিত আছে। সলিল মহত্তত্ত্বের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান নাশে সমর্থ হইয়াছে। সেই সলিল হইতে অজ্ঞান নাশ হইয়াছে। ত্রাজন্ নিশুম্ভ মহদ্ভ্রম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৫৩

তস্মিন্ মহাভোগবরস্থমুত্তমং
সহস্রমূর্ত্তেরুদকার্ণবস্থিতম্।
বিরাজমানং বিবুধোত্তমোত্তমং
সিতাচলাভং সিতকুঞ্জিতাম্বরম্ ॥৫৪
ধৃতং ফণাগ্রেষ্বনলপ্রভং বিভুং
অনন্তরূপং পুরুষোত্তমোত্তমম্।
সাক্ষাদ্ধুরাভং ত্রিদশৈরবাসনং
প্রসন্নবক্ত্রং ত্রিদিবাত্তভূষণম্ ॥৫৫

তস্মিন্ (তাদৃশে) মহাভোগবরস্থং (মহাভোগবরস্থং) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) সহস্রমূর্ত্তেঃ (সহস্রমূর্ত্তিকস্য) উদকার্ণবস্থিতং (জলার্ণবস্থিতং) বিরাজমানং (বিশেষেণ শোভমানং) বিবুধোত্তমোত্তমং (বিবুধেভ্যঃ দেবেভ্যঃ উত্তমঃ উত্তমঃ তং) সিতাচলাভং (সিতাচলস্য শ্বেতপর্ব্বতস্য আভা ইব আভা যস্য তং) সিতকুঞ্জিতাম্বরং (সিতং শ্বেতং কুঞ্জিতং কুটিলং অম্বরং যস্য তং) ॥৫৪

ধৃতং (ধারিতং) ফণাগ্রেষু (ফণানাং অগ্রেষু) অনলপ্রভং (অগ্নিতুল্যং) বিভুং (সর্ব্বব্যাপকং) অনন্তরূপং (অনন্তমূর্ত্তিং) পুরুষোত্তমোত্তমং (পুরুষোত্তমেভ্যঃ উত্তমঃ উত্তমঃ তং) সাক্ষাদ্ধুরাভং (সাক্ষাৎ ধুরা ইব আভা যস্য তং) ত্রিদশৈঃ অবাসনং (ত্রিদশৈঃ দেবৈঃ অবাসনং পরিত্যক্তং) প্রসন্নবক্ত্রং (প্রসন্নং বক্ত্রং যস্য তং) ত্রিদিবাত্তভূষণং (ত্রিদিবাত্তানি ত্রিদিবস্থানি ভূষণানি যেন তং) ॥৫৫

তস্মিন্ (তাদৃশে) মহাভোগবরস্থং (মহাভোগবরস্থং) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) সহস্রমূর্ত্তেঃ (সহস্রমূর্ত্তিকস্য) উদকার্ণবস্থিতং (জলার্ণবস্থিতং) বিরাজমানং (বিশেষেণ শোভমানং) বিবুধোত্তমোত্তমং (বিবুধেভ্যঃ দেবেভ্যঃ উত্তমঃ উত্তমঃ তং) সিতাচলাভং (সিতাচলস্য শ্বেতপর্ব্বতস্য আভা ইব আভা যস্য তং) সিতকুঞ্জিতাম্বরং (সিতং শ্বেতং কুঞ্জিতং কুটিলং অম্বরং যস্য তং) ॥৫৪

ধৃতং (ধারিতং) ফণাগ্রেষু (ফণানাং অগ্রেষু) অনলপ্রভং (অগ্নিতুল্যং) বিভুং (সর্ব্বব্যাপকং) অনন্তরূপং (অনন্তমূর্ত্তিং) পুরুষোত্তমোত্তমং (পুরুষোত্তমেভ্যঃ উত্তমঃ উত্তমঃ তং) সাক্ষাদ্ধুরাভং (সাক্ষাৎ ধুরা ইব আভা যস্য তং) ত্রিদশৈঃ অবাসনং (ত্রিদশৈঃ দেবৈঃ অবাসনং পরিত্যক্তং) প্রসন্নবক্ত্রং (প্রসন্নং বক্ত্রং যস্য তং) ত্রিদিবাত্তভূষণং (ত্রিদিবাত্তানি ত্রিদিবস্থানি ভূষণানি যেন তং) ॥৫৫

তিনি সেই মহাভোগবর-স্থিত উত্তম সহস্রমূর্ত্তি উদকার্ণবে বিরাজমান, দেবোত্তমোত্তম, শ্বেতপর্ব্বতের ন্যায় শ্বেত ও কুটিল বস্ত্রধারী ছিলেন ॥৫৪

তিনি ফণাগ্রে অনলতুল্য, সর্ব্বব্যাপক, অনন্তমূর্ত্তি, পুরুষোত্তমোত্তম, সাক্ষাৎ ধুরার ন্যায় দেবগণ কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত, প্রসন্নবদন, ত্রিদিবস্থ ভূষণে ভূষিত ছিলেন ॥৫৫

হরিবংশম্ ২৪৭১

ঘনেন চক্রানুসৃষ্টেন ততঃ-
পরং পদং জ্যোতিরনন্তমব্যয়ম্।
সমন্ততঃ প্রসৃতা কাঞ্চনী
প্রভাতিতাকোঽপি সমন্ততঃ ইতে ॥৫২
ততঃ প্রবিষ্টো সলিলং মহত্তরা
বলীয়সৈকত্বমবাপ্তমূর্তিভিঃ।
ততাদ্ভুতং যৈ তমসঃ ক্ষয়ক্ষমং
ত্রাজন্নিশুম্ভমহদ্ভ্রমোদ্ভিতম্ ॥৫৩

ঘনেন (ঘনাকারেণ) চক্রানুসৃষ্টেন (চক্রেণ অনুসৃষ্টেন অনুগতেন) ততঃ (তস্মাৎ) পরং (পরস্তাৎ) পদং (স্থানং) জ্যোতিঃ (পরমব্রহ্মাত্মকং তেজঃ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) অব্যয়ং (অক্ষয়ং) [অস্তি] (বর্ত্ততে) ইতে (অস্মিন্ পক্ষিণি স্থিত ইব) ॥৫২

ততঃ (তদনন্তরং) সলিলং (জলরূপং) মহত্তরা (মহত্তত্ত্বং) বলীয়সা (প্রবলেন) একত্বং (ঐক্যং) আপ্তমূর্তিভিঃ (প্রাপ্তস্বরূপৈঃ) প্রবিষ্টঃ (অনুপ্রবিষ্টঃ) [অস্তি] (বর্ত্ততে) [যঃ] (যেন) তমসঃ (অজ্ঞানস্য) ক্ষয়ক্ষমং (নাশসমর্থং) যৈ (যস্মাৎ) তমঃ (অজ্ঞানং) তদ্ভুতং (তস্মাৎ) ত্রাজন্নিশুম্ভমহদ্ভ্রমোদ্ভিতং (ত্রাজন্ নিশুম্ভঃ মহদ্ভ্রমঃ তেন উদ্ভিতং উৎপন্নং) ॥৫৩

তদনন্তর ঘনাকার চক্রানুসৃষ্ট সেই পক্ষী হইতে পরে পরম জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মক তেজঃ অবস্থিত আছে। এই পক্ষী যেন সেই জ্যোতিঃ অভিমুখে গমন করিতেছে ॥৫২

তদনন্তর সলিল মহত্তত্ত্ব প্রবল একত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সেই পক্ষী হইতে অবস্থিত আছে। সলিল মহত্তত্ত্বের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান নাশে সমর্থ হইয়াছে। সেই সলিল হইতে অজ্ঞান নাশ হইয়াছে। ত্রাজন্ নিশুম্ভ মহদ্ভ্রম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৫৩

তস্মিন্ মহাভোগবরস্থমুত্তমং
সহস্রমূর্ত্তেরুদকার্ণবস্থিতম্।
বিরাজমানং বিবুধোত্তমোত্তমং
সিতাচলাভং সিতকুঞ্জিতাম্বরম্ ॥৫৪
ধৃতং ফণাগ্রেষ্বনলপ্রভং বিভুং
অনন্তরূপং পুরুষোত্তমোত্তমম্।
সাক্ষাদ্ধুরাভং ত্রিদশৈরবাসনং
প্রসন্নবক্ত্রং ত্রিদিবাত্তভূষণম্ ॥৫৫

তস্মিন্ (তাদৃশে) মহাভোগবরস্থং (মহাভোগবরস্থং) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) সহস্রমূর্ত্তেঃ (সহস্রমূর্ত্তিকস্য) উদকার্ণবস্থিতং (জলার্ণবস্থিতং) বিরাজমানং (বিশেষেণ শোভমানং) বিবুধোত্তমোত্তমং (বিবুধেভ্যঃ দেবেভ্যঃ উত্তমঃ উত্তমঃ তং) সিতাচলাভং (সিতাচলস্য শ্বেতপর্ব্বতস্য আভা ইব আভা যস্য তং) সিতকুঞ্জিতাম্বরং (সিতং শ্বেতং কুঞ্জিতং কুটিলং অম্বরং যস্য তং) ॥৫৪

ধৃতং (ধারিতং) ফণাগ্রেষু (ফণানাং অগ্রেষু) অনলপ্রভং (অগ্নিতুল্যং) বিভুং (সর্ব্বব্যাপকং) অনন্তরূপং (অনন্তমূর্ত্তিং) পুরুষোত্তমোত্তমং (পুরুষোত্তমেভ্যঃ উত্তমঃ উত্তমঃ তং) সাক্ষাদ্ধুরাভং (সাক্ষাৎ ধুরা ইব আভা যস্য তং) ত্রিদশৈঃ অবাসনং (ত্রিদশৈঃ দেবৈঃ অবাসনং পরিত্যক্তং) প্রসন্নবক্ত্রং (প্রসন্নং বক্ত্রং যস্য তং) ত্রিদিবাত্তভূষণং (ত্রিদিবাত্তানি ত্রিদিবস্থানি ভূষণানি যেন তং) ॥৫৫

তিনি সেই মহাভোগবর-স্থিত উত্তম সহস্রমূর্ত্তি উদকার্ণবে বিরাজমান, দেবোত্তমোত্তম, শ্বেতপর্ব্বতের ন্যায় শ্বেত ও কুটিল বস্ত্রধারী ছিলেন ॥৫৪

তিনি ফণাগ্রে অনলতুল্য, সর্ব্বব্যাপক, অনন্তমূর্ত্তি, পুরুষোত্তমোত্তম, সাক্ষাৎ ধুরার ন্যায় দেবগণ কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত, প্রসন্নবদন, ত্রিদিবস্থ ভূষণে ভূষিত ছিলেন ॥৫৫

করিয়া, ঘনাকারের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহস্র মূর্ত্তির মূলস্থ উদকতলীন প্রজাপতি অনুপম প্রভাবিশিষ্ট বলীয় মূর্ত্তিমান্ ভবাকে প্রত্যক্ষ করিলেন ॥৫০

অহো! ভাবিবিদ্যুক্ত শ্রীমানের সব অবয়বের সেনামুখের মধ্যে যেমন প্রবেশ করিয়াছিল, অনেকের মূর্ত্তিমান্ সেইরূপ প্রভু হইতে বিমূর্ত্তিত হইয়া, সেই অজামক নিত্য অপায় অন্ধকারকে যেন ক্ষয় প্রবেশ করিয়া চলিলেন ॥৫১

অজামুখের পথের অনুসরণে বলীয় অন্ধকারের অবস্থিতিতে যাবমান এবং অনন্তপার অন্ধকারকে যেন সমন্বয় আলোক-জ্যোতিতে ব্যাপ্ত করত বিরমান পরম প্রকাশবন্ত মূর্ত্তিমান চক্রকে পুরোভাগে প্রতীয়মান করত, অজ্ঞানের লোকবন্ধ সময়ে সময়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তিনি যখন

অহো! ভাবিবিদ্যুক্ত শ্রীমানের সব অবয়বের সেনামুখের মধ্যে যেমন প্রবেশ করিয়াছিল, অনেকের মূর্ত্তিমান্ সেইরূপ প্রভু হইতে বিমূর্ত্তিত হইয়া, সেই অজামক নিত্য অপায় অন্ধকারকে যেন ক্ষয় প্রবেশ করিয়া চলিলেন ॥৫১

অজামুখের পথের অনুসরণে বলীয় অন্ধকারের অবস্থিতিতে যাবমান এবং অনন্তপার অন্ধকারকে যেন সমন্বয় আলোক-জ্যোতিতে ব্যাপ্ত করত বিরমান পরম প্রকাশবন্ত মূর্ত্তিমান চক্রকে পুরোভাগে প্রতীয়মান করত, অজ্ঞানের লোকবন্ধ সময়ে সময়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তিনি যখন

এই প্রকারে ক্রমশঃ সেই বাদশ অন্ধকারকে অতিক্রম করত, তাঁহারা শুদ্ধ বায়ুবেগে সম্পূর্ণ বিশাল এবং বিপুল জলে আলোড়িত সলিলের অন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং সলিলের নিম্ন অঞ্চলে উত্তরে অবস্থান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব দ্যুতি-বিশিষ্ট রবির ন্যায় অনন্তমূর্ত্তি পরিশোভিত তালপুর নামক এক মহান্ ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥৫৬

সেই ভবনের মধ্যে সহস্র মস্তক-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড-দেহ এক মহান্ সর্প তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। ঐ সর্পের সহস্র ফণায় চৈনিষ্ঠ অপূর্ব্ব মণি-সমূহের জ্যোতিতে ঐ ভবনের ত্রিসীমা প্রভাতি হইয়াছিল। উক্ত সহস্র ফণায় দৃষ্টি তাঁহারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সহসা পরিলক্ষিত হইয়াছিল; সর্পের বপু কৈলাস-পর্ব্বতের

মহার্হমণিরাজকিরীটকুণ্ডল-
প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্।
প্রলম্বকার্মুকভুজং সকৌস্তুভং
শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতম্ ।৫৬
সুবর্ণ-বজ্রপ্রমুখৈঃ মহাধনৈ-
শ্চতুর্ভিরিন্দ্রার্কিসমৈর্বিভাষ্বরৈঃ।
পূজ্যা শ্রিয়া কীর্তিজয়াখিলদ্যুতি-
শ্রিয়েক্ষণাভ্যাং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্ ।৫৭

যাহা অবিনাশী (যে কোন কিরীটকুণ্ডলাদি যা এখন ধারণ করিয়াছেন তাহা অনুক্ষণ পরিবর্তনশীল, অথবা দেহের সহিত যাহা ধ্বংস হইবে তাহা নহে), কিন্তু অর্জুনের ন্যায় ধারণ করিয়াছেন। কৌস্তুভ-মণিতে শ্রীবৎসচিহ্নে শ্রীবৎসলক্ষ্মা লক্ষ্মীর চিহ্ন যাহার তিনি বা শ্রীবৎস লক্ষ্মা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মা যাহার তিনি। অথবা দ্বিতীয় ।৫৬

সুবর্ণাদিভিঃ ধনবদ্ভিঃ তথা ইন্দ্রার্কিসমৈঃ ইন্দ্রার্কিঃ, চন্দ্রার্কিভিঃ বিভাষ্বরৈঃ, তথা দ্যুতিশ্রীভিঃ দ্যুতিশ্রীঃ, চন্দ্রার্কিভিঃ দীপ্তিভিঃ চ বিশেষণাভ্যাং পরমেষ্ঠিনাং ব্রহ্মণোঽপি পতিত্বং লক্ষ্যতে। কীর্তিজয়া (কীর্তি শব্দেরও অন্যত্র প্রয়োগ) অখিলদ্যুতিঃ অখিলদীপ্তিস্বরূপিণীঃ ।৫৭

যখন আত্মাবরণস্বরূপের
কিরীণ্ড তৎকর্ণবিলাতসাধনঃ।
আদায় তূণং পরমেষ্ঠিনাং প্রভু-
র্বভঞ্জমধ্যে দশিতমর্ত্যলিপ্সয়া ।৫৮
বিভাস্বরা যে দ্যুতয়োঽস্ত্রিমূর্তয়ো
অরোপয়ীতা ভুবি বর্ণভেদতঃ।
তদাবতীর্যাস্যনমেধ্যমাত্মভূ-
র্হরেঃ পুরস্তাদবদদ্ যদুদ্যতঃ ।৫৯

যখন আত্মাবরণস্বরূপের (অর্জুনের) কিরীট তৎকর্ণবিলাতসাধন (তাঁহার কর্ণে ভূষণরূপে ধারণ করিবার জন্য) হইল। তখন তিনি ভগবান্ পরমেষ্ঠীদিগের প্রভু (ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মর্ত্যলিপ্সা প্রকাশ করিয়া তূণ গ্রহণ করিয়া ভঞ্জন করিলেন ।৫৮

বিভাস্বরা (বিভা বা তেজোময়) যে ত্রিমূর্তি দ্যুতিসমূহ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ) ভূমিতে বর্ণভেদে অরোপয়ীতা (যজ্ঞোপবীত ধারণ করান নাই) তাঁহারা তদাবতীর্য (তখন অবতীর্ণ হইয়া) আত্মভূ (ব্রহ্মা) হরের পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অনমেধ্যম্ (অযজ্ঞীয় পশু) যদুদ্যতঃ (যে জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন) তাহা অবদৎ (বলিলেন) ।৫৯

ব্যাস অর্জুন ঈক্ষণ এবং তাঁহার কর্ণভূষণ ও বিভাসমূহ সম্পূর্ণ দীপ্তিমান্ ।৫৪

সেই অবসর বুঝিয়া ব্রহ্মেন্দ্রকে সুবাসনরূপে দীপ্তিমান করত, ত্রিলোক-গুরু মহাপুরুষ প্রসন্নবদন ভগবান্ পুরুষোত্তম পীতকৌশেয় বস্ত্র পরিধান পূর্বক, আকর্ণবিস্তৃত লোচনদ্বয়ের বিকাশে বিরাজ করিতেছিলেন ।৫৫

তাঁহার মস্তকে মহামণি-সমূহে খচিত অপূর্ব কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তক কুণ্ডলে পরিশোভিত সুবর্ণকুন্তলের কি অপূর্ব শোভারই পরিচয় হইতেছিল। আজানুলম্বিত বাহু যার, গলদেশে কৌস্তুভ মণি, বক্ষস্থলে শ্রীবৎসলক্ষ্মার চিহ্ন এবং বনমালায় ভগবান্ অনন্তদেব অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ।৫৬

তাঁহার চতুর্ভিতে সুবর্ণ ও বজ্রাদি পার্থিবগণ, ইন্দ্রিয়বান্ সুবর্ণাদি বীর আয়ুধসমূহ এবং দ্যুতি, শ্রী, কীর্তি এবং অঙ্গ প্রকৃতিরোধী নিখিল বিভূতি সহ পরিশোভিত পূর্বক সেই পরমেষ্ঠী ভগবানের সেবা করিতেছিলেন ।৫৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাবীর অর্জুন তাঁহাকে দর্শন করিয়া মাত্র দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিলেন। তাদৃশ ভগবৎস্বরূপের সন্দর্শনে অর্জুনের হৃদয়ে একটী অপূর্ব মহাভাবের উদয় হইল। কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলে, মহাপুরুষ ভগবান্ অনন্তদেব অতীব গম্ভীর স্বরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন— ।৫৮

আপনারা উভয়ে কেবল ধর্মের সংস্থাপনার্থ আমারই আদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি কেবল আপনাদের উভয়কে দেখিবার জন্যই উক্ত ভাবেরও

পূর্বজাবর্ষিণ দুরাং নর-নারায়ণাবৃষী।
বর্হিষ্যাসনমা বিষ্টৌ দক্ষেণ লোকমাবহন্ ॥৬০

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃতৌ পরমর্ষিণা।
প্রতিপূজ্যানয়া পূজাং বিরজামাবকাম্ ॥৬১

অন্তর্হিতায় ধকং বাম সম্প্রহর্ষৌ যথাকৃতম্।
বিশ্রায় মনবে পুত্রাম্ যথারূপং যথাবয়ঃ ॥৬২

বিশ্বায় বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিদ্ধি হঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং যেন
কৃপানুকম্পিতম্ ॥৬৩

ইতীদৃশানেকগুণঃ স বীর্য্যবান্ প্রজাপতিঃ।
পুত্রত্বে বিশ্বাম্ আত্মানমীশে ব্রহ্মণ্যধীশ্বরে ॥৬৪

প্রবর্ষয়ন্ বিরজাম্ কাম্যাম্ প্রজায় আত্মনাত্মনি।
যজ্ঞাকাঃ ঔত্তমেয়ো ভগবান্ হৈরণ্যবাহিঃ ॥৬৫

ধকং ধাম ধ্রুবং নিত্যং যত্র পূর্ণোঽসৌ ঋষি বিষ্ণো ভগবান্ পরমাত্মা লোক-নমস্কৃতঃ তৎ ধামেত্যাদি ॥৬০

পরমর্ষিণা ভগবতা ইতি এবম্ আদিষ্টৌ তৌ কৃতৌ ইত্যনুষ্ঠিতৌ অপি, ইতি তদাজ্ঞয়া অথো[৪৬] তং পুরুষম্ ধাবয়া বিরজয়া ধাবয়া ॥৬১

অথ ধাম প্রবর্তনায় তথা সংপ্রহর্ষৌ তৌ ধাবয়ম্ এব ধাবেতি যথাবয়া পুত্রম্ বিশ্বায় ইত্যুক্তঃ ॥৬২

বৈষ্ণবং ধাম বিশ্বায় ইতি, পরমবিদ্ধিঃ পার্থ অবধৃতং পুংসাং যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং প্রকাশং, তৎ সর্বং কৃপানুকম্পিতম্ এব ইতি যেন ॥৬৩

ইতি এবম্, ঈদৃশানি অনেকানি বীর্যাণি অভিব্যক্তয়ঃ যস্যেতি তথোক্তঃ ঈশে পূর্ণত্বেন প্রভবতি ব্রহ্মণ্যঃ ব্রহ্মণ্যান্ বিশ্বম্ পুত্রত্বে ; তথা ঈশিতৃত্বেন পুত্রং ব্রহ্মণ্যত্বেন ব্রহ্মণ্যান্ ঈশে আত্মনাত্মানম্ ॥৬৪

প্রবর্ষয়ন্ বর্ধয়ন্, আত্মিঃ ভগবান্ ঔত্তমঃ ইতঃ যো ভগ আত্মনাত্মনি প্রজায় অবিদ্যায় কাম্যঃ যজ্ঞাকাঃ প্রবর্ষ সম্পাদয়ামাস ॥৬৫

মহাত্মন্তর্লক্ষণে এখানে আমরা বর্ণন করিয়াছি। অতএব যাহারা ভাগবত মনুষ্যগণকে [২১২ ৩য়ত, আপনারা সময় মতীর সমীপে আগমন করুন ॥৫৯

আপনারা ঈশ্বরার্থে বিশ্ব সমর্পিত, পূর্ণকাম ঋষি। তথাপি কেবল লোকশিক্ষার্থ বেদবিহিত ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানে অন্যকে আপনারা সমাদরের প্রতিষ্ঠা ও ইচ্ছা করুন ॥৬০

পরমর্ষি ভগবানের কর্তৃক এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া, কৃতকর্তৃক উভয়েই তথায় বসিয়া স্বীকার করত, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ব্রাহ্মণের পূজাদানে সন্তুষ্ট করত তথা হইতে বিরজ ধামে প্রস্থানও হইলেন। অনন্তর তথায় অতীব হর্ষ-সহকারে ব্রাহ্মণকে আহ্বান করত, তাঁহার যেরূপ পুত্রগণ ছিল এবং যাহার যেরূপ বয়ঃক্রম হওয়া উচিত, তদনুরূপ সেই পুত্রগুলি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন ॥৬১-৬২

অনন্তর বৈষ্ণবধাম অবলোকন করিয়া, অর্জুনের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অহো! পুরুষের যে কোনরূপ প্রভাবের দর্শনই পরিচয় হউক না, সমস্তই যে এক ঈশ্বরের প্রসাদে ঘটে এবং তাঁহার আশ্রয়েই হইল, তাহাই তিনি মনে মনে বিচার করিলেন ॥৬৩

এই প্রকারে বিবিধ অসাধারণ পরাক্রমের পরিচয় প্রদান পূর্বক, ভগবান্ ঔত্তম এই মন্বন্তরে প্রাপ্য বিষয়-সুখ নানাপ্রকারে সম্ভোগ করিয়াছিলেন এবং প্রচুর দক্ষিণাদানে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন ॥৬৪

তিনি সকলের উপর শ্রেষ্ঠের প্রতিপালনে মন্বন্তরে অন্যতমের ন্যায় আত্মাদি প্রজাবর্গের বিবিধ অভিলাষের পূরণ যথাকালে সকলের তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন ॥৬৫

ইত্থা নৃপাবর্ষিষ্ঠাভ্যাং ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সহরামো বৃষ্ণিবরৈঃ পূজিতঃ প্রশশংস হ ॥৬৬

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

অবর্ষিষ্ঠাভ্যাং অতিশয়েন বৃদ্ধাভ্যাং। ইত্থা অনেন প্রকারেণ। নৃপাবর্ষিষ্ঠাভ্যাং অতিশয়েন বৃদ্ধাভ্যাং নৃপতিভ্যাং। সহরামঃ সবলঃ। বৃষ্ণিবরৈঃ যদুশ্রেষ্ঠৈঃ। পূজিতঃ সৎকৃতঃ। প্রশশংস স্তুতবান্ ॥৬৬

ইতি দশমে অন্তে শ্রীমদ্ভাগবতপরমহংসসংহিতায়াং একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

উগ্রসেনাদয়ো যদ্যপি কৃতিরাজ্যেন তথা কৃতকৃত্যাস্তথাপি তেষাং হিতো ভগবতা ক্রিয়তে এবা ভগবদ্ভক্তিঃ ॥৬৬

অবর্ষিষ্ঠাভ্যাং বিদ্বদ্ভ্যাং তাভ্যাং পূর্বমুক্ত যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো যথা তথা পথ প্রবর্তয়তীত্যর্থঃ ॥৬৬

শ্রীমদ্ভাগবতপরমহংসপ্রকটিত পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদ্বংশীধরস্বামি-কৃত একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ পূর্বপ্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণমহিষীণাং বিবাহে মহারাজাদিকৃতকথনম্, নরকশিরাসংমোহয়োঃ প্রতিপাদনঞ্চ।

শ্রীশুক উবাচ।

নৃপং বৃদ্ধমনুজ্ঞাপ্য যাদবৈঃ পরিবারিতঃ।
সর্বসম্পৎসমৃদ্ধায়াং দ্বারবত্যাং বসন্ কিল ॥১

স্ত্রীভিশ্চোদ্বহমানাভির্বিদর্ভনৃগজাদিভিঃ।
অনুকাম্যৈঃ কৃতাকল্পৈঃ কৃতদারোঽপি তৎপরঃ ॥২

বিহায় সকলমাপাত্তং কল্পিতৈর্বসনাদিভিঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া তদৈবেষ্টং ববৃধেঽনুক্ষণোৎসবৈঃ ॥৩

উদ্যানোপবনাপীনাং পুণ্যশ্রীকাননশ্রিয়ম্।
বিবিশদ্ মুক্তবিহরৈর্নানাপক্ষিমৃগাকুলাম্ ॥৪

রেমে ষোড়শসাহস্রনারীণামেকবল্লভঃ।
তাবদ্ বিচিত্রভোগৈঃ প্রতিবেশ্ম তদর্ভকম্ ॥৫

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং সর্বাভিঃ সম্পদ্ভিঃ সমৃদ্ধায়াং দ্বারবত্যাং বসন্ কিল, যদ্বাঞ্ছয়া (যাসাং বাঞ্ছয়া যাসাং কৃতে ইত্যর্থঃ) তদৈব ইষ্টং (তস্মিন্ ক্ষণে এব যৎ যৎ ইষ্টং যাসাং তাসাং) ববৃধে (তত্তদ্ভোগসম্পাদনেন তাসাং প্রীতিমুদ্বহতি স্ম) ॥১-৩

যৌবনাদিভিঃ (নবযৌবনেন কান্তিঃ যাসাং তাসাং) ঈক্ষণেন ইতি: দৃষ্ট্যা বেধিয়া, অনুক্ষণং সমক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে উৎসবো যেষাং তৈঃ ॥ বিবিশৎ সমুপা

নবতিতম অধ্যায়।

[সংক্ষেপতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে পূর্বপ্রসঙ্গ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের পাণিগ্রহণে মহারাজাদিকৃত কথন এবং নরকাসুর ও শিরাসুরের মোহপ্রতিপাদন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে অতুলের মনোহর শোভা এবং ঐশ্বর্য

এমন সময়ের ছিল। যিনি যৌবনবতী তার নবীন যৌবন-কান্তিকে অপূর্ব বেশ-ভূষাদিতে সমধিক পরিবর্দ্ধিত, নবীন মধুকর-কামিনীগণ আহ্লাদিত উপবনাদিতে মধুকর-ক্রীড়াকালে যেমন অন্যান্য অন্যান্য বিচিত্র ভোগ সহিত নবীন অপূর্ব শোভা

প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লার-কুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ।
বাদিত্রগীতনৃত্যাদ্যৈঃ কূজদ্বিহগনূপুরৈঃ ৫ ॥১
বিজহার বিগাহ্যাম্ভো গজিনীষু করেণুকঃ।
কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিষ্বক্ত ইভীভিঃ ৫৭
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্মুষ্ণদ্ভির্যশ আত্মনঃ।
মাল্যস্রিন্মুখতো বীণাং সূক্ত-কামস্ব-বর্ষিভিঃ ৫৮

নিশামারোহ্য হুয়ন্তীর্নর্তকীভিঃ পরেচরৈঃ।
প্রতিলিহ্যন্ বিচিত্রাসু দন্তীভির্দন্তবাড়িষু ৫৯
তাং শ্রিয়ঞ্চাধিরূঢ়োঽন্যৈঃ কুঞ্জরৈঃ কুঞ্জরেশ্বরঃ।
সিষেবে উত্তমশ্লোকো মৃষ্টকাননিঝরাম্ ॥
কাম্যঃ সর্বেভকলভৈরাপক্কফলবীরুধম্।
আক্রীড়ং বিবিশুর্যত্র সরসঃ সলিলং হিমম্ ৬০

অন্বয়ঃ মার্গী। অন্য অধ্যায়।) উৎফুল্লোৎপলকহ্লারাণাং (উৎফুল্ল পদ্মকহ্লার, উৎপল ও শতদলের) কুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ (কুমুদ ও শতদলের রেণুসমূহ) বাদিত্রগীতনৃত্যাদ্যৈঃ (বাদ্য, গীত ও নৃত্যাদি) বিহগনূপুরৈঃ (পক্ষিরূপ নূপুর) কূজদ্ভিঃ (শব্দায়মান) করেণুকঃ (করিণীসমূহ) ইভীভিঃ (করিণীগণ কর্তৃক) পরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিত) কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ (করিণীদের কুচকুঙ্কুমে লিপ্তাঙ্গ) গজিনীষু (করিণীসমূহের মধ্যে) অম্ভঃ বিগাহ্য (জলে প্রবেশ করিয়া) বিজহার (বিহার করিতে লাগিলেন)।

উপগীয়মানঃ (স্তূয়মান) গন্ধর্বৈঃ (গন্ধর্বগণ কর্তৃক) মুষ্ণদ্ভিঃ (হরণকারী) আত্মনঃ যশঃ (নিজের যশ) মাল্যস্রিন্মুখতঃ (মালার মুখ হইতে) বীণাং সূক্ত-কামস্ব-বর্ষিভিঃ (বীণার সূক্ত, কাম ও বর্ষিভিঃ নামক তিনটি গ্রাম হইতে) নিশাম্ (নিশা) আরোহ্য (আরম্ভ করিয়া) হুয়ন্তীঃ (আহ্বানকারী) নর্তকীভিঃ (নর্তকীগণ) পরেচরৈঃ (অনুচরগণ) বিচিত্রাসু (বিচিত্র) দন্তীভিঃ (করিণীগণ) দন্তবাড়িষু (দন্তাঘাত) প্রতিলিহ্যন্ (প্রতিলেহন করিতে করিতে)।

তাং (সেই) শ্রিয়ম্ (শোভা) অধিরূঢ়ঃ (আরূঢ়) অন্যৈঃ (অন্য) কুঞ্জরৈঃ (হস্তিগণ) কুঞ্জরেশ্বরঃ (হস্তিরাজ) সিষেবে (সেবা করিতে লাগিলেন)। উত্তমশ্লোকঃ (ভগবান) মৃষ্টকাননিঝরাম্ (সুন্দর কানন ও নির্ঝরযুক্ত) কাম্যঃ (মনোহর) সর্বেভকলভৈঃ (সমস্ত করিণীগণ কর্তৃক) আপক্কফলবীরুধম্ (ফলবতী লতাযুক্ত) আক্রীড়ম্ (ক্রীড়াস্থান) সরসঃ (সরোবরের) হিমম্ (শীতল) সলিলম্ (জল) বিবিশুঃ (প্রবেশ করিলেন)।

সম্পাদন করিলেন। করিণীগণ মত্তগজেন্দ্রের সৌরভে এবং গজেন্দ্রগণ করিণীদের সৌরভে বিভোর আনন্দ-চিত্তেই পরিচর্যা দিলেন। বিচিত্রাকারের সুবর্ণের বিপুল-বিক্রম গজরাজী যাবতীয় পরাক্রম, পরাক্রান্ত, অধারোহী এবং কলকের ন্যায় ঐরাবতাদিগণ সমস্বরে রাজর্ষি বিদুরকে সমাজের আকৃতি। অন্যান্য উদ্যান এবং উপবনস্থ ফলভারাবনত পাদপসমূহ ফল-পুষ্পোপহারাদির দ্বারা, যাবতীয় ঋতুর ন্যায় সেবা সম্পাদন করিয়াছিল। মধুকণ্ঠ চৈত্র অলিকুলের গুঞ্জনে এবং বিহগকুলের কাকলিতে বন এবং উপবনসমূহ নিয়ত মুখরিত হইতেছিল। এই বিপদ শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ যাদব অনাথের দ্বারকাপুরে অবস্থান করত ষোড়শসহস্র মহিষীর ষোড়শসহস্র গৃহে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শসহস্র মূর্তিধারণে সুখক্রীড়া করিয়াছিলেন।১-৩

স্বচ্ছ-সলিল সরোবরাদিতে বিকসিত উৎপল,

কুমুদ বিলাসে পরিপূর্ণ যে যে সময়ে তথা তদ্রিসীমে অম্ভঃ বিগাহ্য অবগাহনঃ (স্নানঃ ইতঃ দ্বিতীয় ষষ্ঠ পদ) শ্রীকৃষ্ণ যোষিতাং যোষিতঃ পরিষ্বক্তঃ আলিঙ্গিতঃ, তখনই কুচকুঙ্কুম-লিপ্তাঙ্গঃ। কুচকুঙ্কুমের বিলাসঃ। এই বিলাসে সময়

কুচকুঙ্কুমলেপেন শোভা ঃ যোষিতাং যত্রতত্র তথা সর্বত্রসংক্রান্তিঃ ঃ ইত্যমরঃ। তথা তত্রতত্রঃ তাসাং যোষিতাং সাদৃশ্যাৎ, বিলাসাৎ তথা তথা, অপি তথা অবিশেষেণ সমূহঃ হরেঃ তাসাং যা যা মূর্তয়ঃ তাসু তাসু মূর্তিষু তথা তথা ইব বিচিত্রাসু বিচিত্রিতাসু। ৪-৬

তমাল, কুমুদ এবং সহকারের মধুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইলেও মধুকণ্ঠ কুসুম মধু তথায় আস্বাদ করিতেছিল। পরিণীত পরাক্রমশালী সুবর্ণাদির পরিত্র দলিলা (স্রোতস্বতী নদী) সমূহের অল্প দলিলে অবগাহন পূর্বক তথায় শ্রীকৃষ্ণ বনিতাগণের শ্রেয়ালিঙ্গনে কুচকুঙ্কুম লিপ্তাঙ্গ হইয়া, মহাপ্রেমিকের ন্যায় পরমানন্দে বিহার করিতেছিলেন।৪-৭

মৃদঙ্গ, পণব, আনক এবং গোমুখাদি বাদ্যের সহকারিগণ এবং স্তুতি-পাঠকাদির দ্বারা সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ তথায়ের যশঃ যশোরাশির কীর্তন করিতেছিলেন।৮

কামিনীগণ হাস্য কৌতুকাদি সহকারে যেরূপ ও যে বিলাস পাত্রের দ্বারা কুকাণ্ডে জল-সিঞ্চন করত প্রেমের পরিচয় দিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের পাত্রে তাদৃশ জল-সিঞ্চন পূর্বক পরীক্ষণে পরিচয় প্রদানে সুরেরের ন্যায় জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৯

কুসুম তৎক্ষণবিনির্ভিন্নকুন্দ মুকুল
ক্রীড়াবিলম্বুকুসুমস্তনকন্দলন্তঃ।
নিকন্ মুহুর্মুহুরিতস্ততি প্রতিভ্রাময়ো
ন্মেষে তরলয়তি বিভ্রমকেলিঃ পতীত্ত ॥১১
ক্রীড়ানাং বর্তকীনাং ত্রিভবনজোপজীবিনাম্।
ক্রীড়ালতাবনানাং কুর্কোদ্যানং তত্র চ ত্রিয়ঃ১২
কুসুমৈস্তং বিনতে পত্রালালেখিতৈশ্চিত্রৈঃ।
নর্তকৈ লিপরিষ্বঙ্গৈঃ ক্রীড়ন্তি কিল চতুরা বিদ্বঃ ॥১৩

ক্রীড়ন্তি নিকটবি বহুবি ঘনা ঘনা ঘনা ঘনা বিদ্বঃ উদ্ভূতপ্রবন্ধা ঘনা ঘা (বিদ্বঃ-কুসুম-তরুণ-প্রসূন (বিদ্বঃ-বিদ্বঃ কুসুমতরুণঃ প্রসূনানি যানি তানি) অবতংস যেন-সাধন বিদ্বঃ প্রবেশ্য তং কৃত্বা, উপস্থ আশ্রিত্য, যেন তত্ত্বাবাসে তং উপবেশ্য উপবিষ্ট যাঃ যেন বহুবি বহুবি যেন ঘনা ঘা বিদ্বঃ এব বিদ্বঃ ॥৩

কুসুম কুসুমানি তরুণ। বি-ভিন্ন কুসুমবৎ যত্র সঃ ক্রীড়ায়াং অভিনিবেশন মুহুঃ কম্পিতঃ কুসুমস্তনঃ যত্র সঃ যত্র মুহুঃ মুহুঃ নিকন্ (শব্দায়িতঃ) প্রতিবিম্বায়মান তারকাঃ পতীত্তঃ পরিমুহুঃ ইতস্ততঃ যত্তাঃ ইব যেষে ॥১১

ক্রীড়ন্তি যানি যত্র কুসুমানি অবতংসনেপথ্যানি যানি ত্রিভবনজোপজীবিনাং ত্রয়ীলোকজীবিনাং ক্রীড়ানাং বেশ্যানাং তাসাং যে তত্র কুসুম ॥১২

বর্ণিত ঊরু।

কুসুমি বিলম্বসি যং যৌবনিদ্রা ন শেষে
বর্ণিতি তর্কয়তি যাত্রাজীবরো গুরুযেষ্য।
যত্নমিব সখি কর্তুমস্যা বিধিরুদ্যতো
নবনবরূপোপাদানলালসেঽন্তরেন ॥১৩

ক্রীড়ন্তি যানি যত্র কুসুমানি অবতংসনেপথ্যানি যানি ত্রিভবনজোপজীবিনাং ত্রয়ীলোকজীবিনাং ক্রীড়ানাং বেশ্যানাং তাসাং যে তত্র কুসুম। অবি ক্রীড়ন্তি বিদ্বঃ ॥৩

এবং বিধেয়ঃ কুসুম যত্রাবাসনবিধিবিধেয়ঃ বসন্তকুসুম-পরিবেষঃ ক্রীড়ন্তি বিদ্বঃ কিল চতুরা ॥১০

মুহুর্মুহুরিতস্ততি মুহুঃ মুহুঃ এতস্ততি যাঃ) মুহুঃ মুহুর্মুহুঃ পরঃ প্রতিবিম্বায়মান তারকাঃ অস্মিন্, তত্র কুসুমানীব স্তনৌ যস্যাঃ সা তত্র কুসুমস্তনঃ, তত্র ঈদৃশে তরুণে, অবতংসিতঃ যত্র তত্র তত্র যানি তানি নেপথ্যানি ঊরূ, যানি যত্র কুসুমানি তত্রস্থঃ যে যত্র মুহুঃ ॥৪

বর্ণিতঃ ঊরুঃ। হে কুসুমি! অবি- তরুণি যৌবনং

জলক্রীড়ার উপলক্ষে কামিনীগণের পরিধেয় বসন আর্দ্র হওয়ায় তাঁহাদের গুপ্ত নিবন্ধভাব ও স্তনোরুর পরোধরযুগল সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছিল। কুসুম বসনের ন্যায় তাহা অনায়াসলভ্য বলিয়া তাঁহাদের মুখ অপেক্ষা প্রফুল্ল-বালা অধিক হইতে লাগিল। ক্রীড়াকালে স্ত্রীরত্ন যখন কামিনীগণের জল-সিক্ত-পায় হস্ত অর্পিতেন বা বনিতাগণ তাঁহার সিক্ত-পায় হস্ত অর্পিতেন, তখন পরস্পরের আলিঙ্গনোপলক্ষে কামোদ্দীপিতা কামিনীগণ যাচ্ঞাসহ প্রফুল্ল যৌবন-কমলের বিকাশে কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিলেন ॥১০

এদিকে স্ত্রীরত্ন বনিতাগণের অধিক ক্রীড়ায় আসক্ত হওয়ায়, তাঁহার মনোযোগ পাইয়া কামিনীগণ

পদের কুসুমকুমার আবরণবর্ণ ধারণ করিল; আলিঙ্গনের আক্রমে তাঁহার কুসুম-বন্ধন শিথিল হইয়া নিম্নস্থ হইয়া পড়িল; পরস্পরের গাত্রে জল-সিঞ্চনের উপযোগিতায় অবেণীকৃত পরিচ্ছন্ন অঙ্গবাসের ন্যায় মুখরীগণের পরিধেয়ই অধিকতর শোভা ধারণ করিল ॥১১

তারুণ্য ক্রীড়ার উপলক্ষে স্ত্রীরত্ন এবং তদীয় বনিতাগণ যে সকল বহুমূল্য বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেন, জলক্রীড়ার অন্তে সেই সমস্ত তাঁহারা ত্রিভবনোপজীবী নর্তকী ও নটগণকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন ॥১২

এই প্রকার পরি আলাপ, হাস্য, উৎসব, ক্রীড়ন্ত ও আলিঙ্গনাদির পরিচয়ে নারীগণের সহিত

নেত্রে ন বীক্ষসি বক্ত্রমুদীক্ষমাণ-
স্তং বোধয়ন্তি করজাঃ কিল চক্রবাকি।
নাস্তং গতা রহসি বান্ধবসাধ্বসেন
কিং বা প্রভুঃ স্পৃহয়তে কবয়েন্ন মোহম্ ॥১৬

যো নেঃ সদা বিতরসে উদয়-
মস্তং বিয়োগ্যবিষয়ং প্রসমস্য।
কিংবা মৃদুস্বপনরাজ্ঞলাঞ্জনঃ
প্রাপ্তাং দশাং ন হি সহে সুহৃদোয়াম্ ॥১৭

ইতরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ (তদ্বঃ পরিবিস্তরং আত্মীয়ান্ত্রা মোহ আসন্ন তত্ত্বাহুঃ নেত্রে ; ঘর্ণিনি ন তু বীক্ষসি বিলক্ষিত্বা সতী বিলপসি তদিত্যেতদ্ব কুশলী আহোস্বিদি। অতঃ হে সখি। অয়ং ইব অস্মিন্-সময়ে ত্বমপি কিং মোহং ন প্রাপ্তা ইতি ব্যাখ্যা। তত্র হেতুঃ বিবিধৈঃ বিবিধৈঃ ভোগ্য-বস্তুভিঃ ত্বয়া সহ ক্রীড়িতং ইতি ভাবঃ ॥১৫

হে চক্রবাকি ! বক্ত্রং মুখং তং ভোগ্যং ন বীক্ষসি ন অবলোকয়সি। করজাঃ নখাঃ ত্বাং বোধয়ন্তি। ন হি কিল, সম্ভোগ্যং সম্ভোগায়

ক্রীড়া করায়, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহাদিগের চিত্ত সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হইয়াছিল ॥১৩

এই প্রকারে এতদিবস রমিতাগণ যখন কৃষ্ণ-প্রেমে সম্পূর্ণ বিমোহিতা হইয়াছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহারা গোপে অন্তর্ধান করিলেন। পরে পরস্পরালোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় অন্যান্যভিন্নভাবে যে সকল উক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥১৪

কোন গোপী সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে তুলসি! তোমার ত চিন্তা নাই। তুমি সতত শ্রীহরির বক্ষে থাকিয়া বিলাস করিতে এত বিলাপ করিতেছ কেন? তোমার বিলাপ-কারিণী বিরহিণী গোপীকুল অন্তর্যামি-রূপে যে বিভু তত্ত্ব হইবে, তাহা কি তুমি জান না। সখি রে! আমাদের ন্যায় তোমারও কি চিত্ত সেই পরম-লাবণ্যলোভন শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস এবং উদার অবলোকনে তন্ময়ীভূত এবং বিভু বিভু হইয়াছে। সেই নিমিত্তই কি আমাদের ন্যায় তুমিও বিভুরূপে বন্দিত হইয়া কায়ব্যূহে যোগদান

ত্বং বদি। কিংবা সহিত সাধ্বস সতী সতী অনুভবন প্রভু ভূতঃ প্রভুঃ কথনং যোগ্যং ন ভবতি ? স্পৃহয়তে ? (আমরা গোপীগণেরি) ॥১৬

যো যো ইতরঃ নমু ! ও স্বগণিতঃ বনিতাসমূহানাং প্রাণপ্রভাবতা তং সদা বিহরণ বলং তত্ত্বাহুঃ। তং বিভু, অন্যান্যো প্রাণতং ভ্রমতায়, অনিবর্ত্যং সদাং ভোগকালং ত্বং অনি অন্তর্যামি। যতঃ তং সদা অন্তর্যামিন মৃদুস্বপনরাজ্ঞলাঞ্জনঃ মৃদুস্বপনিদ্রাজ্ঞলাঞ্জনঃ তথা ত্বং, অনি মৃদুস্বপন-ঈক্ষণাবিশেষঃ সন্ত্রমঃ ভবতি ॥১৭

করিতেছ ॥১৫

হে চক্রবাকি! যামিনে কি তুমি একবারও চক্ষু মুদ্রিত কর না? কখনও এত রোদন করিতেছ কেন? তুমি কি নাগীকুলের পাদবন্ধু পতিদেব বঞ্চিত হইয়াছ? কিংবা আমাদের ন্যায় অন্তরঙ্গজন পতির চরণে প্রাণসমর্পণে দাসী হইয়া তাঁহার চরণ-লেহিত মালায় স্থান করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছ? বোধ হয়, এই জন্যই তুমি আমাদের ন্যায় ব্যাকুলচিত্তা হইয়া এই প্রকার রোদন করিতেছ ॥১৬

ওহে চক্রবাক! তুমি এই প্রকারে নিশি-যামিনী বিলাপপূর্ণ হইয়া এমন বিহ্বল নয়ন করিতেছ কেন? তুমিও কি আমাদের ন্যায় দারুণ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হইয়া বিষম বিপদে পতিত হইয়াছ। অহো! বুঝিলাম, আমরা যেমন মুকুন্দের সহিত সম্ভোগ করিতে বিভু, মুকুন্দলাভেচ্ছায় অধীর উন্মত্ত চিত্তবৃত্তি ধারণ করিয়াছি, তুমিও বুঝি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করিতে বিভু। সম্ভবতঃ তুমি ও শ্রী ও কৌস্তুভাদি অপূর্ব্ব রত্নসমূহে ভূষিত হইয়াছ ॥১৭

হে বন্ধুরা বনবাসী দুষীত ইলো
কৌশল্যো ন বিজানীবিকিঃ কিংপোষি
কর্ত্তিমুকুলকর্ণিকানি যথা যদং ক্ষ
বিস্তৃতা ভোঃ খণ্ডিতগীতলালসমনে ক্ষ ৫১৮

কিং ক্ষরিতকরাক্তির্বলয়ানিল হে(প্রিয়ম্)।
হেবিস্মাপাদবিবিধে হলৌহসি ক্ষ স্বয়ম্ ৫১৯

হে ইলো। ক হেলো বনবাসী দুষীত, অন্যত্র ভাষা: ন্ বিজানীবিকিঃ বনবাসিনঃ ভবং অন্তরাল ন কিংপোষি ন বিজানীবি; কর্ত্তিম বিনা বনে তথা কর্ণিকানি মুকুলকর্ণিকানি বনবাসে বিস্তৃতা তাদৃশবিস্তৃতা খণ্ডিতগীতে তথাবাদ্ বিস্তৃতগীতি এ: অন্যাঃ: ইলোহন্তরে ॥৮

হে বনবাসিনঃ অন্যাঃ; হে অন্য কিং এ: অন্তিম্ আনিম্ব্ ক্ষ: ন হেলোকে অন্যাঃ বিস্তৃত কিং ক্ষ অন্যাঃ: ক্ষি ক্ষরে সহ: ক্ষরম্, ইত্যপি হেলোকি ॥৯

হে হেম। (আকাশবনে-প্রাণবাসিনাথাং) ক ক্ষুদ্র

হে বিদ্যানাথ! তুমি চীৎকার করায়েছে আকাশ হওয়ায় একটি দুর্বল হইয়াছে; সুতরাং বীর জাতির দ্বারা বিনাশেও তার অন্তরাত্মাকে আর বিদূরিত করিতে পারিবেন না। কিংবা বোধ হয়, তুমিও আমাদের ন্যায় মুকুলের মতন কোমল ছিলে হইয়া অরণ্যবিহার নির্ব্বাহ্ হইয়া পড়িয়াছ। এই প্রকারই আমাদের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে ॥৮

হে কলহংসম! বল দেখি। আমরা তোমার প্রশ্ন কি অনিষ্টাচরণ করিয়াছি যে, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে সম্পূর্ণ বিরহী এই আমাদের অন্তঃ-বাহিরে তুমি আসিয়া মুক্ত করিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রবোধ করিতেছ? কিন্তু আমাদের এই ক্ষিপ্ত অন্তরে পুনরায় ক্ষেপ করা, তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥৯

হে শ্রীরামচন্দ্রের পরিত্যক্ত বাসন্তীলতার মূল!
শ্রীরামচন্দ্রং বর্জ্জিত ভবান্ যাতি হেবনম্।
অনুযাতঃ পরমাত্মানোঽনুযিতো বাসন্তীবাঃ
মূলা মূলা বিহরসি মুহুর্মুহুরেবমুক্ত প্রলয়া ॥১০
শ্রিয়মাবসসানি ভাবনে

মূলস্থীবিকারাম্ব মিত্রা।
ভবসাধি কিমত ৫৬ শ্রিয়ম্
ক হে বল্লিমূলক (কালিদাস ॥২১

বিনিময় বনবাসের ক্ষমা করিয়া মিত্র আমি। ভবা এই বাস্ ইব (ভব) হেলে বাঃ সহ ভবান্ আমি ক্ষম্ এই শ্রীরামচন্দ্র বর্জ্জিত। হে: অন্যাঃ: বর্জ্জিত অনুযাতঃ ভবনবাসমনুযাতঃ, পরমাত্মনঃ (পরমে বৈরাগি সাধারণে ক্ষমা অন্যাঃ: হে ভবানুযাতঃ ক্ষ, আমি) ক ক্ষুদ্র ক্ষমা বাসন্তীবাঃ মূলা বিহরসি বিমুক্তি; (মুহুর্মুহুঃ ভবঃ) ভব প্রলয়া (বিনাশকালে মূলম্ আমি সাধারণে) মুক্তঃ ইতি ॥১০

হে পরিত্যক্ত! বল্লীমূলক! কোকিল! শ্রিয়মাবস শ্রীরামচন্দ্র পরমাত্মি ইব পরমাত্মা পরম্ ক্ষ ভাবন। অন্যঃ অনুযাতীবিকারা ভবসা মিত্রা ক হে বল বল্লি, অন্য হে ভব কিং মিত্রং ভবসাধি ইতি ॥১

হে মেঘ। আলোকময় ভাব এবং কৃষ্ণবর্ণের সাদৃশ্যে তোমাকেও রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের একজন সখা বলিয়াই আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে। অতএব। আমাদের ন্যায় তুমিও কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া, সেই শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত ভগবানের অন্বেষণে ভূমির স্থান করিতেছ; অতএব ঈদৃশাবিধরূপ তোমাকেও বিরাগ বিজড়িত বলিয়া আমাদের অনুমান হইতেছে; কারণ, আমরা যেমন কান্ত-বিরহে ক্রন্দন করিয়াই দিবাতিপাত করিতেছি, তুমিও যেন সেইরূপ কৃষ্ণ-সঙ্গ পাইবার উৎকণ্ঠায় গগনে গর্জন করিয়া স্থলে বাসস্থানেই বিরহের বিজড়িত করিতেছ। অথবা; তুমিনাথ। উদাসীনের পক্ষে কৃষ্ণকথা আনন্দপ্রদ হইলেও, গৃহীর পক্ষে যে দেশ-সম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥২০

ন চৈবমি ন বঞ্চনামনুতে
ত্রিদিবস্থিত চিত্তরসে আত্মবিদ্।
অপি বত মধুদ্বিষো বয়ং
ন বিবিধ কামরসে গুণৈর্বিভূম্ ॥২২
তদলমু তব নির্বিবেকতা বত নিষ্ঠুরতা
সমুচিতমাত্মতল্পসিদ্ধয়ে ইতরজনঃ।
ভবতু হরি রনাদৃতো যদি বয়ং
ন তু বিমুখাঃ ক্ষণভঙ্গুরাত্মভিঃ
ধৃতমপি ন বিদুঃ প্রসহ্য মারঃ
কিমুত হরন্ত্যভিধেয়মাত্মলব্ধম্ ॥২৩

হংসৈ রাবরজাতয়ঃ পিব পদ্মে
তব গৌরিমাণমাতনোতি।
মুহু রাস্য বিধায় কঙ্কিলক্ষ্যং
বয়মন্তে ইহ পুনাঃ।
কিমিহ বনজলৌকসঃ স্বয়ং ত্বং
বনমালাবলয়ং বিভর্ষি যস্মাৎ
কৃপণজনসখো ন চেদ্ভবেথা
বয়মিহ তে চরণাম্বুজাশ্রিতাঃ ॥২৪

(হে মধুরকণ্ঠ কোকিল! তুমি বাসন্ত অনুরোধের জীবনপ্রদ সুললিত স্বরে আমাদের বিরহদুঃখ যেন সম্পূর্ণ উপশমিত করিয়া তত সুললিত স্বরেই প্রয়োগ করিতেছ। অহো মধু আর একবার বল দেখি। তোমার কি উদ্দেশ্য আমাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। আমরা তাহাই করিব ॥২১)

পর্বতের প্রতি প্রেমোন্মাদের পূর্বক তোষ বলিয়া বলিলেন,—অহে বলীবর! তোমার তায় স্থিরবুদ্ধি আর কাহাকেও আমাদের নয়নগোচর হইতেছে না। তুমি যখন তোর কথা বলিতেছ না এবং তোমাকে যখনযাচন করিতেছ না, তখন আমাদের নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, তোর একটী অসমঞ্জস বিষয়ের চিন্তনেই তুমি সম্পূর্ণ নিমগ্ন রহিয়াছ। তুমি এরূপ কেবল উচ্চেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছ কেন? তুমি কি আমাদের তায় বনুদেব-হংস! যে তাহাকে। অথবা আমাদের তায় পদ্মে তোর কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কি সেইরূপ প্রকৃত প্রেমের আস্বাদনে প্রাণপতি শিল্পুর সেবাদ্বারা অনুভবনীয় অভাবে ইহলোক বীতাস্পৃহায় বিলম্বিত হইতেছ। আহা! আমাদের তায় তোমারও অকোপরি বিরহ-বলিতীয় তাদৃশ সৌন্দর্য্য আর পরিলক্ষিত হইতেছে না ॥২০

হংসকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—হে হংস! তোমার মঙ্গল ত? এখানে আসিয়ে তোর

(হে হংস! যে যাদবেন্দ্র! অন্য আমাদের উপরিভাগে পরম শীতল নিবিড় অন্ধ! শৈলের একান্ত একান্ত বাসিনী হইয়া তুমি কিরূপ অন্ধ! তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে কি তুমি আমাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের সঙ্গলাভে ইচ্ছুক হইয়াছ? তাহা হইলে তোমার এই ইচ্ছা সফল হউক। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের ন্যায় বিমুখ হইবে না। কারণ, ক্ষণভঙ্গুর দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের ধৃত বস্তুও মৃত্যু হরণ করিয়া লয়। কিন্তু আমরা বিশ্ব-বন্দিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমাদের কি ভয়? আমাদের কি হরণ করিবে? ইহা দ্বারা আমাদের অতি সুন্দর সূচনা হইল। হে হংস! এইরূপ বল। তোমার [তোমার বধূ এবং অনুচরগণের মত কর। অতএব অবশ্যই আমাদের ন্যায় তোমার উদ্ধার হইবে ॥২২

হে হংস! তোমার মঙ্গল ত? এখানে আসিয়ে তোর

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুদ্ধবেন সন্দেশৈঃ কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
নিঃস্বাধনে মনো যোক্তুং পরমায়াং দধদ্ যযৌ ॥২৫

প্রস্থানমাত্রেণ হরেঃ স্ত্রীণাং প্রজ্ঞাকর্ষিণে নৃপ।
উদ্ধবারোপিতো যা পঙ্গুস্তীনাং কিং পুনঃ ॥২৬

যাঃ সম্পর্কিতয়া প্রেম্না পাণ্ডবান্বাদিকিঃ।
কৃষ্ণস্তত্র তৎ বুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণয়তে তপঃ ॥২৭
এবং যোগাদিভিঃ কর্ম্মক্ষপয়ন্তুর্ভিরন্ সদা।
কৃষ্ণে ভাগবতাখ্যানাং মুহূর্তাদর্ধশং পরম্ ॥২৮
আবিরাসীৎ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণস্ত মুখমেবিনাম্।
আসন্ ষোড়শসাহস্রং যদ্বিরুদ্ধ পতাধিপম্ ॥২৯

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবং যোগেশ্বরেশ্বরে ভাবে নিঃস্বাধনে ঐকান্তিকে কৃষ্ণে মনো যোক্তুং দধৎ ধারয়ন্ যযৌ। [তস্য] প্রস্থানমাত্রেণ হরেঃ স্ত্রীণাং প্রজ্ঞাকর্ষিণে [সতি] উদ্ধবারোপিতো যা পঙ্গুস্তীনাং [তস্য] কিং পুনঃ [বক্তব্যম্] ॥২৬

যাঃ [গোপ্যঃ] সম্পর্কিতয়া [সম্বন্ধিতয়া] প্রেম্না পাণ্ডবান্ বাদিকিঃ [প্রেম্না সম্পর্কবন্ সেবিতবত্যঃ, তাসাং তপঃ কিং বর্ণয়তে ॥২৭

সততং গতিঃ [ভূতঃ এবং যোগেশ্বরে কর্ম্ম ক্ষপয়ন্ ক্ষয়ং কুর্বন্ যোগীব। পরং ব্রহ্ম আবিরাসীৎ অপ্রকটীকৃতবান্। কৃষ্ণস্ত মুখমেবিনাং [মুখং পশ্যতাং] ষোড়শসাহস্রং [গোপীনাং] মধ্যে আসন্ [বভূবুঃ] ॥২৮-২৯

ভোগ ও হয় নাই; এস; এস! ইত্যাদিরূপ করা। এই দুই পদ হয়: যে তোমার। সেই পূর্ব্বপ্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ আনয়নের প্রসঙ্গ কর। কেন। আমরা তোমাকে আমাদের নিজ অন্তরঙ্গ পরম আত্মীয় কৃষ্ণসখ বলিয়াই জানিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ আর আমাদের ত? অন্যে কোন প্রেমিকার প্রেমে বশীভূত থাকিয়া যদিই আমাদেরে তিনি কালাদিনার করিয়াছেন। আমাদের বিরহ-ব্যথায় তাঁহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কারণ, তাহা হইলে পূর্ণকাম বলিয়া তাঁহার আমাদের নিকট আসাই উপস্থিত হইতেন; আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আর তোমাকে কখন প্রেরণ করিতেন না। তুমি তাঁহাকে জানাইও যে, কেবল তোমার কথায় আমরা তাঁহাকে ভুলিতে আর যাইব না। হলে যে। অবে ভগিনী না যে শ্রীই কেবল তাঁহার পতিব্রতা পত্নী; আমরাও তাঁহার একনিষ্ঠা পতিপরায়ণা নারী। তবে তাঁহার প্রায় কেবল মুখে আলাপকারী, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় আমীর অনুরাগ তথা আমাদের প্রায় পত্নীর পক্ষে সকল নহে। আমরা আমীর আমরা প্রার্থনা করি: শ্রীঃ ৫:১

আমাদেরকাছে তাঁহার কথনা করিতে আসিও না! আমরা মানিনী! যাহাই হউক, একবার সেই জীবন-সর্ব্বস্বকে এখানে আসিবার অনুরোধ করিবে; তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমাদের জীবনরক্ষা করিব ॥২৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নরনাথ! ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরেশ্বর যোগবলসহায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এই প্রকার ভাবের বিনিময়ে সেই যাবতীয় যোগবলের বৈকল্যগতি লাভ করিয়াছিলেন ॥২৫

যে উদ্ধবের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ দান করিল, নারীগণের কিন্তু কথা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, বলো! তাঁহাকে প্রত্যক্ষে অবলোকন করিলে, তাঁহার প্রতি তাহাদের চিত্ত যে আকৃষ্ট হইবে—তাহাতে আর বক্তব্য কি ॥২৬

তাহাদের আমার বিশেষ প্রেম ও আত্মীয়তার ভাবনায় যে সকল কামিনী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহনাদির দ্বারা অতি পবিত্রতা করিয়াছেন, তাঁহাদের তপস্যার বিষয় আর কি বর্ণন করিব ॥২৭

সাধুদের পরম আশ্রয় ভগবান্ বাসুদেব এই প্রকারে যোগবলের দ্বারা-কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠানে

তাসাং স্ত্রীরত্নভূতানামষ্টৌ যাঃ প্রাণতাধিকাঃ।
রুক্মিণীপ্রমুখা রাজংস্তাসাংপুত্রাংস্তু মে শৃণু ॥৯০
একৈকস্যাং তু তাসাং তু দশকোঽজীজনদ্বিভূন্।
যাবত্যো যাদবো ভার্য্যা অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনীষয়া ॥৯১
তেষামুদারবীর্য্যাণামষ্টাদশ মহারথাঃ।
আক্রূরাহবসঙ্কাশাঃ যাদবানি যে শৃণু ॥৯২
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ ভীরুমান্ ঝল্লমেব চ।
সাম্বো মুনির্সুহাপুষ্পিকচক্রপুষ্পকোবলঃ ॥৯৩

পৃথুবো বিশ্বযাহুশ্চ প্রযতঃ প্রবরঃ।
চিত্রযাহুবিরূপশ্চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ ॥৯৪
এতেষামপি রাজেন্দ্র তনূজানাং মহাত্মনাম্।
প্রদ্যুম্ন আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবদ্ রুক্মিণীসুতঃ ॥৯৫
স রুক্মিণো রুক্মিবরূপসেন মহাবলঃ।
তস্যাং জজ্ঞেঽনিরুদ্ধোঽসৌ নাম্নাদ্ভুতবলাধিকঃ ॥৯৬
ন চাপি রুক্মিণঃ পৌত্রাৎ কৌরব্যো জনয়ে তথা।
যদ্ভূতমাভবদ্ যত্র যৌদনাদ্যর্দ্ধবৈরতঃ ॥৯৭

অথাত্র অথ পরিগীয়ন্তে যাঃ অষ্টৌ প্রাণতাধিকাঃ পূর্ব্বপরিগতা স্যাঃ তাসাং পুত্রাঃ ৬ অনুপূর্ব্বেণ বিশেষতঃ কথিতাঃ ॥৮৮

অন্যান্যস্পর্দ্ধিনঃ পরস্পরস্য ঈর্ষয়া বীরাণাং যাদবানাং তাসাং ভার্য্যা একৈকস্যাং দশ দশ পুত্রান্ অজীজনৎ (তথা হৈমকল্পকর্ণিকাস্থকৈরবকোরকসংখ্যানি পুত্রা আসন্) ॥৯১

তেষাং পুত্রাণাং মধ্যে যে মহারথাঃ মহাবলাঃ, অথচ ঈদৃশবলাঃ বিষ্ণুতোঽপি আসন্। তেষাং মধ্যেঽপি যে মহান্ পুত্র ॥৯৭

বৃহত্তেই হয়, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফলসমূহের অনুপম আশ্রয়স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।৮৮

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত অথবা পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপরাজিত স্বাভাবিক যোড়শ সহস্র পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন।৮৯

তন্মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি কামিনীকুলের শ্রেষ্ঠভূতা যে আট সর্ব্বাগ্রে পরিণীতা আর আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, হে রাজন্! সেই আট মহিষীর পুত্রগণের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।৯০

অন্যান্যস্পর্দ্ধি পরস্পরের সহিতের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ের অন্তর্গতা পত্নী ছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে তিনি দশটি করিয়া পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।৯১

সেই সমস্ত প্রবল পরাক্রম আকৃতিগণের মধ্যে যে আঠার জন বিপুল কীর্ত্তিশালী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।৯২

প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভীরুমান্, ঝল্ল, সাম্ব, মুনি, সুহোত্র, পুষ্পিক, চক্রপুষ্প, কপোবল, পৃথু, বিশ্বযাহু, প্রযত, প্রবর, চিত্রযাহু, বিরূপ, কবি এবং ন্যগ্রোধ।৯৩-৯৪

হে রাজেন্দ্র! মহাত্মাদের এই অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে, যেষ্ঠা মহিষী রুক্মিণীর পুত্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রদ্যুম্নই পিতার ন্যায় গুণসম্পন্ন হইয়া ছিলেন।৯৫

উক্ত মহাবল বীর মাতুল রুক্মির কন্যাতেই পাণিগ্রহণ করেন; এই পাণিতে তাঁহার অনিরুদ্ধ নামে যে পুত্র জন্মে, তাঁহার বল অদ্ভুতরূপেই সমধিক।৯৬

এই অনিরুদ্ধ কন্যার ঔরসে জন্মিয়া, আবার কন্যার পৌত্রীরই পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার

প্রতিব্যূহরথঃ তস্যাৎ সুবাহুরভবৎ চাত্মজঃ।
সুবাহোঃ শান্তসেনোঽভূৎ সেনজিৎ তৎসুতঃ স্মৃতঃ ৫৮
ন ক্ষেমধর্মিণঃ সূনো রাজা অন্যে নৃপা ইমে।
ব্রহ্মবন্ধুব্রতা বীর্যান্নাশ্চ ব্রহ্মকুলাশ্চ হি ৫৯
ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্মণাম্।
সংস্থা ন পরতো ভর্তর্যপি বর্ষাযুতৈর্নৃপ ৬০
বিপ্রাঃ ক্ষৌণীঃ ক্ষত্রিয়াশ্চাবতীর্তিপরায়ণাঃ চ।
আসন্ বহুবলাস্তস্যাঃ কুরুরাট্পরিতঃ প্রজাঃ ৬১

সংস্থানং রাজন্যানাং কঃ করিষ্যতি অতঃপরম্।
ব্রহ্মভূতা রাজকুলে ভোক্ষ্যন্তি চ মহীং ৬২
ভোগপ্রধানস্তত্রা বৈ ভবিতা যে নৃপাদনাঃ।
তে চোৎপন্না মনুবংশে প্রজা ভূপা ভবিষ্যন্তি ৬৩
অধিসীমকৃষ্ণং যত্র প্রোক্ষ্য ভোগ্যা ভুবং নৃপাঃ।
অবতীর্ণাঃ কুলশতং ভোক্ষ্যন্তে কোটিকং ভূবম্ ৬৪
ভোগ্যং প্রমাণং তদ্বদ্ধ্ প্রভূতেনাত্মবর্ষিণাম্।
যে চানুবর্তিনস্তস্য বহবঃ সর্বতোদ্যতাঃ ৬৫

তথা প্রতিব্যূহঃ তথা ভানুঃ, তথা সুবাহুঃ, তস্য পুত্র শান্তসেন, তস্য সেনজিৎ ৫৮

এতস্মিন্ কুলে অন্যে ব্রহ্মবন্ধবঃ ব্রহ্মবন্ধুব্রতাঃ ব্রহ্মবন্ধুবৎ আচরণাঃ। ৫৯ ৬০ অধিকং ৬১

ব্রহ্মক্ষত্র-প্রসূতানাং বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং পুংসাং সন্তানে বহুনি বর্ষাণি অধি ৬০ পরতঃ ৬১

অবতীর্ণিষ্যন্তে ভোক্ষ্যন্তি ভোগ্যাঃ ভোগ্যং ক্ষৌণীং পরিতঃ ভোক্ষ্যন্তি ৬২ ৬৩

যে ভোক্ষ্যন্তি ভোগপ্রধানাঃ ভোগ্যাঃ ভোগ্যং ভোগ্যবস্তু ভূপাঃ ভূপতয়ঃ ৬৪

ভোগ্যং ভোগ্যবস্তু ভূপাঃ ভূপতয়ঃ ৬৫

ক্ষত্র অনিরুদ্ধের যে পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম বজ্র; যৌবন-সুখে ইনিই রাজা অবন্তির ছিলেন।৫৭

বজ্রের পুত্র প্রতিব্যূহ, প্রতিব্যূহের পুত্র সুবাহু; সুবাহু হইতে শান্তসেন এবং শান্তসেন হইতে পরমেন্দ্র নামক পুত্র উৎপন্ন হবেন।৫৮

হে রাজেন্দ্র! এই বহুকুলে কেহ নির্ধর্মি, অন্যায়-আচারী এবং অবন্ধুপুত্র অথবা কেহ ব্রাহ্মণের অভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।৫৯

ব্রহ্মবলসম্ভূত বিখ্যাত-কর্মা পুরুষগণের সংখ্যা করিতে শতবৎসরেও কেহ কখন সমর্থ হইবেন না।৬০

আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, বহুকুল-সম্ভূত ভূপালগণের উপভোগার্থ তিন কোটি অষ্টসহস্র আচার্য বিযুক্ত হইয়াছিলেন।৬১

অতএব অন্যান্য রাজবংশীয়গণের সংখ্যা কাহা হইতে থাকিবে? সেই বংশের কেবল একজন ইক্ষ্বাকুর সর্বত্র অযুত লক্ষ পরিবারে পরিবৃত থাকিতেন।৬২

অযুত-সংখ্যের উপলক্ষে যেখানে ভূত-সংখ্যা হয়, সেই সংখ্যানে যে সকল ভূপাল অতি ভক্তি-প্রভৃতি অযুত-অযুত বিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বহুতরূপে বিভক্ত ও অনাদরাধিক্যে অল্প পরিমাণ হয়, ঈদৃশ ধর্মের পরিবারে প্রজাবর্গের উৎপত্তি হইয়াছিল।৬৩

উক্ত প্রকার অযুতসংখ্যের বিনাশের বিবিধ প্রকারের অনুসারে দেবতাগণ বহুকুলে সমুৎপন্ন হন; এবং হে রাজেন্দ্র! উঁহাদের ইইতেই ভূমি, অন্তক এবং ধনাধিপতি একাধিক শতকুলের নাম প্রবর্তিত হইয়াছে।৬৪

শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়া-স্নানাশনাদিষু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥৪৬
ঔর্ব্বং ব্রজে ক্ষপায়াং বসতি বনচরী সর্ব্বতোঽন্ধে তমিস্রে
দীপার্চিষ্মন্তমেবোপনয়তি শয়নে যা তু তল্পে সখীনাম্।
সংবিদ্ধ্যুদ্যানপালৌ ব্রজপশুষু পটী তদ্বিধানেষু সাক্ষাৎ
ধীরেষা তস্য ভার্য্যা ভবতি হরিরিতি স্ত্রীষ্বয়ং নার্থশব্দঃ।

ভাষাবলম্বনঃ প্রকাশ্য পূর্ণিমঃ
সংকৃতো গোপবর্য্যা
কৃষ্ণস্যৈবাস্য চিত্রং বিলিখিতমহসঃ
কান্তকান্তাবুবন্ধ ॥৪৭
ওমিতি জনিবাসো দেবকীজন্মবাদো
মধুবনগমিতং যৈর্গোকুলাদ্গোকুলেশম্।

ইত্যাদয়ঃ ইত্যেবংপ্রকারাঃ কৃষ্ণঃ শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাশনাদিষু সন্তং বর্ত্তমানম্ আত্মানং স্বস্যৈব ন বিদুঃ (আত্মবিদুষো ন যযুঃ) ॥৪৬

যে তু। (ইহা পূর্ব্ব অন্বয়ের বর্ত্তমানী বলা এবং সর্ব্বত্র অধিক ঔর্ব্বত্ব আনিয়া) ঔর্ব্বং বং বসতি ব্রজে ঔর্ব্বং ক্ষপায়াং বর্ত্তমানে ব্রজপশু পালনৌ ঔর্ব্বং ঊর্দ্ধং তমিস্রে বসতি ব্রজে। যথা বং বত্র বিধিং ব্যাপারং, বিধিঃ সোপায়ো ন যত্নঃ সাধ্যত্ব প্রাপ্তঃ,

সেই রাসমণ্ডলে প্রভুর-বিরহে ভক্ত-স্বভাবী ভগবদ্ভক্ত অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছিল। অতএব শ্রীহরির অবতারেই রাসমণ্ডলের যেরূপের পরিচয়। রাসের রাসমণ্ডলের অন্য বিহার। তুরাবর ভগবানের আজ্ঞাপালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বন, বাস ও বনাদিতে প্রভুর পরিচর্য্যায় রহিয়াছিলেন ॥৪৫

বৃষ্ণিগণের হৃদয়ে সাংসারিক অন্য কোন প্রকার আসক্তির পরিচয় ছিল না। অধিক কি। শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, ভগবালাপে অথবা ক্রীড়া, স্নান বা ভোজনাদি ব্যাপারেও তাঁহারা কৃষ্ণৈকপ্রাণ হইয়া স্বীয় দেহসম্বন্ধের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন না ॥৪৬

যে রাত্রে। অহো। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে সর্ব্বত্রই ঔর্ব্বগামী ছিলেন তাই, কিন্তু রাসমণ্ডলে যাঁহার চরণ-রেণু পাইবে বলিয়া গোপীরা এত সাধনা করিয়াছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দ বহুরূপে রাস পরিচর্য্যা করায়, কৃষ্ণঔর্ব্বগতা

অর্থে বলা হইয়াছে। (অন্বয়ে ব্রজপশুষু স্থলে ব্রজে), না হয় অধিকন্তু ব্রজেরপশুষু বলিয়া ব্রজে ইতি। যে রাত্রে ব্রজে ব্রজপতি রাজন্ এবং অন্যত্র পরিচয় ঔর্ব্বগতির যা অন্বয়ের পূর্ব্বার্দ্ধাধিকরণে পাদন্ অধিক পাদক হয়। গোপেষু (গোপেষু ব্রজপুরিবাসেষু বর্ত্তে) বর্ত্তমানঃ (যেন প্রকারেণ বর্ত্তমে) তত্র রাসোৎসবাঢ্যং (রাসোৎসব সম্ভোগাত্মক-রাসক্রিয়াদি) ভজন্ প্রভুর, আত্মনঃ (নিজের) ব্রজস্ত্রিয়ো ব্রজবনিতা আত্মানং ন বর্ত্তে ॥৫

ঔর্ব্বই অন্ধকার সমান ঔর্ব্বে ঘোর সম্পাদন করিয়াছিল। যে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারে ব্রহ্মাদি বিশ্বপতিগণ এবং যোগিরাজি প্রেমিকাগণ ইচ্ছাই অবলীলা-ক্রমে সাধনা-মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অহো। যাঁহার কৃপাকণিকা পাইবার আশায় ব্রহ্মাদি লোক-পালগণও বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নের পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই ঐশ্বর্য্যবিগলনা যত্নঃ কমলা অবাধিক-ভাবে যাঁহার চরণ সেবার্থ নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গ-স্বভাবও এই 'কৃষ্ণ' বাণীটি মাত্র অবলম্বন করিলে, সকল পাপ বিমুক্তি হয়; এমন কি! যোগমায়ার মায়াও বিলীন হইয়া যায়, যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যমুনাদি তরিবন্ধে যেরীপ্রমাণ রহিয়াছে; তাদৃশ সর্ব্ব-সংহারকারী কালচক্রকেও দূরদর্শি চক্রের ধারণ করত বিরাজমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পৃথিবীর ভার হরণরূপ কার্য্য আর কি বিশেষ আশ্চর্য্য-জনক বা অসম্ভব হইতে পারে ॥৭

বিজয়ধ্বজিনঃ দৃষ্টিকৌমুদ্যেব
ব্রজ-পুরনিতাম্বাং বর্ত্মন্ ভাবয়েৎ ॥৪৮
ইথং পরত্র বিজয়ধ্বজিনাক্ত-
লীলাজনোত্তমমুরুপরিকল্পয়ন্তি।

কর্ম্মাণি কর্ম্মকরণানি মুকুন্দস্য
শ্রদ্ধাদমুক্তপরমোদমুদ্বহন্তি ভিক্ষবঃ ॥৪৯
সর্ব্বাত্মনাপুনরধৈরিতরা গৃহেষু
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিত্তহার্য্যি।

অহো! যিনি স্বয়ং ভগবান্ মহাবিষ্ণু বিশ্বাভিরক্ষার্থ দ্বারকায় ৪৭। অবতীর্ণ হইয়াও যেখানে যে ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; যাদব-শ্রেষ্ঠগণই যাঁহার সহায়; যিনি যাঁহার ভুজবলে অবলীলায় বিপক্ষকুল ধ্বংস করত অধিকারি—বিশেষের প্রতি দয়া না করিয়া, ফলবন্ত বৃক্ষ ওষধিকে এবং পক্ক পক্ষাদিকেও ভক্ষণ প্রদর্শনে সমান-দৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন, আবার ইন্দ্রবিনির্ম্মিত মহাস্ত্র ব্রহ্ম-ব্রহ্মদণ্ড যোগায় ব্রহ্মশিরোধর্ম, যোগীশ্বর, ভূভারাবতারণেশ্বর এবং ভক্তিই প্রভৃতি শ্রুতিগীতগুণের ভোগ এবং মোক্ষের প্রকটনে সর্ব্বব্যাপিত্বে সর্ব্বত্র বিরাজ করেন। সেই সর্ব্বজয়ধ্বজিবাদ ভগবান্ শ্রীহরিই সর্ব্বজীবাত্মার সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তিনি সকল জীবের অন্তর্যামী এবং অন্তে জীবমাত্রের আশ্রয়ী এক তিনিমাত্র ॥৪৮

এই প্রকারে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য (বর্ত্ম) ইত্যাদি ভক্তজনের নিত্য (সদা) বর্ত্তমানরূপে ধ্যানযোগ্যতাকে আছে; তাঁহার লীলাসমূহ যেন তত্ত্ব পরম সমাধানের মূলের ভগবৎ-বিগ্রহাদি সমুদায়ভাবাত্মক চৈতন্যস্বরূপী ভক্তজনাদি পাদাম্বুজ-কমলিনীরূপি, ইত্যাদি-প্রতিপাদনাদি ও কর্ম্মাদি মনুষ্য শব্দের অন্তর্নিহিত আবর্ত্তিত ইন্দ্র ও ভগবৎ পুরুষ ॥৪৯

সর্ব্ব মনুষ্য সমষ্টিরূপ যত্র পুরুষ-শ্রীমৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনচিত্ত (পুরুষ মূর্ত্তিরূপ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ ভগবান্ প্রবণকীর্ত্তন-স্মরণের নিত্য আধারস্থ) হৃদয়-ব্যাপকগণবর্গ (প্রভৃতি ও প্রভাবে ভগবৎ ভক্ত যেখানে তত্ত্ব অবস্থিতি বিশিষ্ট

যেখানেই ভক্তজনের নীলাময় পরিগ্রহে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই যাদব-চূড়ামণি পরাৎপর পরমেশ্বর-কৃত মানবলীলা। উপযুক্ত লীলা-সমূহ এবং পাপ-বিবর্জ্জন ও বিশ্বাভ্যুদয়ের প্রতিপাদক কর্ম্মসমূহ যিনি যেমন ভক্তির প্রার্থনায় শ্রবণ করেন ॥৪৯

সেই মর্ত্ত্য মানবের মুকুন্দের প্রতি ভক্তি ও প্রেমের উদয় হইয়া, তাঁহার লীলাকথায় শ্রবণ ও কীর্ত্তনে বিশেষ আসক্তি জন্মে; এই আসক্তির বলে মুকুন্দ কাল-গমনের প্রতীতি যেমে আর তাঁহাকে আলোড়িত হইতে হয় না। অহো! এই কালমধ্যে তাঁহার হইয়া থাকিতে কাহারও বাকি নাই। অন্যথা মরণের আবির্ভাব লাভে রাজরাজেশ্বর হইলেও পারি নাই। অহো! এই ভগবল্লীলাদি শ্রবণ এবং কীর্ত্তনাদির অভিপ্রায়ে রাজভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মহা-ঋষিমহাত্মা সব মানব অন্বেষণ করিয়াছেন এবং সেই সর্ব্বসঙ্গিবরূপ

উত্তম শ্লোকচরিতানুকথাপবর্গঃ
গ্রাম্যৈঃ সমং কিমুত মুক্তকুলোঽপি মর্ত্যঃ ৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে নবত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৩৯০

সমাং জনঃ) জনঃ তত্ত্ব তদবস্থা এব এতি প্রাপ্নোতি। অথবা কিমিতি মুক্তকুলোঽপি যদি গ্রাম্যৈঃ সমং তদা মর্ত্যঃ কিমুত প্রাপ্নোতি ইতি ৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যায়াং একাদশস্কন্ধব্যাখ্যা সমাপ্তা।

পরম মঙ্গলময় ভগবানের পদ্মিনী বাস লাভ করিয়াছেন ৪০

শ্রীমদ্ভগবদ্বিষয়ব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে
পণ্ডিত শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত নবত্রিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণঃ একাদশঃ সমাপ্তঃ

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথপ্রবর্তিতআর্য্যশাস্ত্র

[illegible]

[illegible]

[illegible]

একাদশঃ স্কন্ধঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

[যদুকুলধ্বংসায় ঋষীণাং শাপদানবর্ণনম্।]

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্ ॥১

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ-
র্দুর্দ্যূত-হেলন-কচগ্রহণাদিভিস্তান্।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ ॥২

কৃত্বাসুরাপহৃতয়া বপুষাপিনিত্যং
শুক্লাম্বরাদ্যমুপলক্ষণমাশ্রমেষু।
অন্তর্দধে মুনিকৃতাঽঽগসামভাবাদ্
যদ্ যাদবং কুলমহো বিবুধৈরজেয়ম্ ॥৩

অন্বয়মুখ

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। দৈত্যবধং (দৈত্যানাং বধং) কৃত্বা কৃষ্ণঃ সরামঃ (বলরামসহিতঃ) যদুভিঃ বৃতঃ (পরিবৃতঃ সন্) ভুবঃ ভারং অবতারয়ৎ (অপনয়তি স্ম) জবিষ্ঠং (অতিশয়েন বেগবন্তং) কলিং জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্)। ॥১

দুর্দ্যূতহেলন-কচগ্রহণাদিভিঃ (দ্যূতে কপটেন জয়ং কৃত্বা, হেলনং অবজ্ঞা, কচগ্রহণং কেশাকর্ষণং তৎপ্রভৃতিভিঃ) যে পাণ্ডুসুতাঃ (পাণ্ডবাঃ) সপত্নৈঃ (ধার্তরাষ্ট্রৈঃ) কোপিতাঃ (ক্রোধং প্রাপিতাঃ) সুবহু (অতিশয়েন) তান্ (পাণ্ডবান্) নিমিত্তং কৃত্বা ইতরেতরতঃ (পরস্পরেণ) সমেতান্ (মিলিতান্) নৃপান্ হত্বা ক্ষিতিভারং (পৃথিব্যাঃ ভারং) ঈশঃ নিরহরৎ ॥২

কৃত্বা অসুরাপহৃতয়া (অসুরৈঃ অপহৃতয়া) বপুষা (শরীরেণ) নিত্যং শুক্লাম্বরাদ্যং (শুক্লাম্বরঃ আদ্যঃ যস্য তৎ শুক্লাম্বরাদ্যং শুক্লবস্ত্রধারিণং) উপলক্ষণং (সেবাং) আশ্রমেষু (তপোবনেষু) মুনিকৃতাঽঽগসাম্ (মুনিভিঃ কৃতাপরাধানাং) অভাবাৎ (হেতোঃ) অন্তর্দধে (তিরোধানং প্রাপ) যৎ (যস্মাৎ) যাদবং কুলং (বংশঃ) বিবুধৈঃ (দেবৈঃ) অজেয়ং (অপরাজেয়ং) অহো (আশ্চর্যম্) ইতি অন্বয়ঃ ॥৩

প্রথম অধ্যায়।

[যদুকুলধ্বংসের জন্য ঋষিদিগের অভিশাপ বাদবর্ণন।]

ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব দ্বারা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এই প্রকারে পরস্পরের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় উৎপাদন পূর্ব্বক বহুসৈন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্য বলরামের সহিত একত্রে মিলিত থাকিয়া পুনরায়, কৃপাবশে ও জন্মাদিরহিত আবির্ভূত দৈত্যদলের বিনষ্টসাধন করিয়া পৃথিবীর ভার অপনোদিত করিয়াছিলেন ॥১

এদিকে কপট দ্যূতক্রীড়া, অবজ্ঞাপ্রদর্শন, সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বিষপ্রয়োগ ও জতুগৃহদাহাদিরূপ অন্যায় আচরণে দুর্য্যোধনপক্ষ যে সকল যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুতনয়গণকে বারংবার ক্রোধিত করিয়াছিল, এবং সেই পাণ্ডবগণকে উপলক্ষ করিয়া বিষম সমরানলে উভয় পক্ষেরই সমবেত রাজগণের সংহারের অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ ভার প্রায় নিঃশেষেই হরণ করিয়াছিলেন ॥২

কিন্তু স্বীয় বাহুবলে সুরক্ষিত যে সমস্ত যাদবগণের দ্বারা পরীক্ষিৎ ভারতবর্ষকে দৈত্যোপদ্রবশূন্য সুখময় বিষয় হয়, সেই যাদবকুলের বিষয় চিন্তা করিয়া অচিন্ত্যপ্রভাব ভগবান্ বাসুদেব মনে মনে ভাবিলেন, অহো! অনুপমিত দুর্জয় বহুল যে পর্য্যন্ত জগতে বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভার অপনোদিত হইবার সম্ভব নাই, ইহাই আমি মনে করিতেছি ॥৩

নৈষাতকঃ পরিজনোঽস্ত অবেৎ কথঞ্চি-
　　ৎসংসারচক্রকট বিরজোঽজবক্ত বিত্তম্।
অন্তঃ কলিং বহুলদত্ত বিহায় বেণু-
　　ক্বনক হরিষ্যতি সাধিমুপৈমি যাত ৪৪
এবং ব্যবস্থিতঃ যাদব সত্যসন্ধ ঈশ্বরঃ।
স্বপ্রত্যয়েন বিধ্রাণাং ধর্মসেতুং বহুলং বিভুঃ ৪৫
যদুর্ত্যা লোকমাবর্ণ্য মুক্ত্বা লোকং দৃশাম্।
ধীতিস্তাঃ স্বকৃতাঃ চিত্তং পদৈস্ত্রাক্ষীচ্চিরাং ক্রিয়াঃ ৪৬
আত্মিক কীর্তিং শুক্লোকাং বিতত্য ভবনা মু কৌ।
অবোধনয়া তমিষ্যন্তী যাস্যাৎ যং শান্তবোঽগ্নঃ ৪৭

যাজোবাচ।
ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূৎ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ৪৮
বদিষ্যন্তি ন বৈ শাপো ব্যাহৃতো বিজনত্রয়।
কস্যচেদ্ব্রাহ্মণব্যাজেন দৈব এতৎ সমর্থয়ৎ যে ৪৯

অন্বয়ঃ। (অবতার-সংহরণে যত্ন কর।) অতএব নিত্যং বিজয়ায়নঃ (নিত্যং শ্রীমৎসখ্যেন সহিতঃ) অজ ভগবন্ত্বেন অবধিতং অজতঃ পরিতঃ বৈব ভবেৎ। অন্তঃ বহুলদত্ত অজ মধ্যে কলিং কলয়ঃ বিহায়, পাদ্ধি (প্রাপ্য)। ততঃ যাদ বৈকুণ্ঠম্ ঐতমি ঐশ্বরোমি ॥৪

হে সাধব্। এবং ঈশ্বরত্বেন ব্যবস্থিতঃ সত্যসন্ধঃ (সত্যঃ সফলঃ সন্ধল্পঃ যস্য সঃ) ঈশ্বরঃ (সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সর্বঃ ঈশ্বরঃ) বিভুঃ (অজ্ঞানবিনাশকঃ সর্বত্র প্রাপ্তশ্চ ভূতঃ) বিপ্রাণাং শাপব্যাজেন (ব্রাহ্মণ-শাপছলেন-ব্রাহ্মণশাপমিষেণ) বহুলং ধর্মসেতুং বিধ্রাণিষ্যন্ ॥৫

লোকলাবণ্যনির্মুক্তা (লোকানাং প্রাণিনাং চ লাবণ্যেন চ লাবণ্যেন নির্মুক্তা ত্যক্তা সতী তয়া) যদুর্ত্যা। যদুনাং লোকানাং, (চ) ঈর্ত্যা তয়া সহজেন ব্যবহারেণ হিত্বা (চ) পদৈঃ ত্যক্তি (অধিষ্ঠায়ি আত্মিক কীর্তিং শুক্লোকাং বিতত্য ভবনা মু কৌ। অবোধনয়া তমিষ্যন্তী যাস্যাৎ যং শান্তবোঽগ্নঃ ॥৭

যাজোবাচ।
ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূৎ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ॥৮
বদিষ্যন্তি ন বৈ শাপো ব্যাহৃতো বিজনত্রয়।
কস্যচেদ্ব্রাহ্মণব্যাজেন দৈব এতৎ সমর্থয়ৎ যে ॥৯

আছেন) ইতি পদৈঃ ত্যক্তাঃ ক্রিয়াঃ। অতঃ ধর্মব্যবস্থিতা আছিয়া) ইতি পদৈঃ ত্যক্তাঃ ক্রিয়াঃ ॥৬

(ইতঃ ঈশ্বরি অবিদ্যমানকাং সাক্ষাৎকারার্থং যত্ন) যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ লোকের কীর্তি বিতত্য (বিস্তার) বিধায়, অথবা প্রজা-কীর্তি-সন্তানাদিবিস্তার কীর্তিং, অথবা সাধুজনসমূহের বৃদ্ধিবিধিং যত্ন (অধিকারপূর্বক সাধনং যত্ন) ত্বরিষ্যন্তি ইতি (অধিকারে) ঈশ্বরঃ ঐশ্বরং ধামাদ্ব্যং অবাপ্য ॥৭

ব্রহ্মণ্যানাং। (হে মুনিবর! ব্রহ্মণ্যানাং ব্রাহ্মণানাং বিপ্রং বৃদ্ধোপসেবিনাং বৃদ্ধানাং সেবিনাং লোকানাং বিশেষতঃ যদুবংশীয়ানাং) কৃষ্ণচেতসাং কৃষ্ণে চেতো যেষাং তেষাং ॥৮

হে বিজনত্রয়! বদিষ্যন্তি বক্ষ্যন্তি ন বৈ যে শাপো ব্যাহৃতো ব্যাহৃতবান্ (অনাদরেণ ঐশ্বরেণ প্রোক্তবান্) কেন কথং ব্রাহ্মণব্যাজেন ব্রাহ্মণছলেন যে এতৎ সর্বং সমর্থয়ৎ ॥৯

কারণ আমি যখন যাহাদের আশ্রয়, তাহারা যে বীর্য, ঐশ্বর্য ও বিদ্যাদির দ্বারা সর্বোপরি উৎকর্ষ লাভ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, ইহাদের কোথাও কোন প্রকারে পরাভবের সম্ভাবনা নাই। অতএব পরশ্বোঃ অদ্য কলহ উপলক্ষে নিমেষের এই মূলের অবলম্বন করিয়া বীর বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব ॥৪

হে সাধব্। সত্যসঙ্কল্প সর্বাধ্যক্ষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবে আমি এইরূপ স্থির করিয়া কেবল ব্রাহ্মণের বাক্যরক্ষার্থই বিপ্রশাপ উপলক্ষমাত্র করিয়া, বীর মূলের উপর অবস্থিতি করিয়াছিলেন ॥৫

শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্ধান মূর্তি প্রকাশে জগতের সাধারণ মলিন করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার সেই মূর্তি অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি জগতের অন্য কোন ভোগ্য-পদার্থে নিয়োজিত না হইয়া, তাঁহার প্রতিই আকৃষ্ট থাকিত। তাঁহার মধুর এবং সার্বজনীন বাক্যাবলীতে জীবমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইত এবং চরণাদ্বিত অবরোধি চিহ্নদর্শনে লোকে যাবতীয় কার্যকলাপ হইতে বিরত হইত ॥৬

অধিকন্তু মানবকুলের জন্মমূল উচ্ছেদ হইবার নিমিত্ত কেবল জ্ঞান, বীর্য ও ধনবাহিনি দ্বারাই জীব ঘোর অবিদ্যামূলক সংসার হইতে অনায়াসে নিস্তারলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য অবতারমূলক সনাতন বীর্যবিস্তার করিয়া স্বধামে গমন

শ্রীশুক উবাচ।

বিজ্ঞায়প্রভুঃ সকলমুখলব্ধিহেতোঃ
কর্ম্মাচরন্ দুরি সুখলব্ধয়াত্মকাম্য।
আবার্য্য তাম যদয়াৎ উপাত্তকীর্ত্তিঃ
গন্তুং তৈজত কুলং বিতরুত্তয়েসঃ ॥১০

কর্ম্মাণি পুণ্যনিবানি সুমঙ্গলানি
গায়ন্নরং ভগিনলোকপরায়ণানি কৃত্বা।
তাসাম্বুধা বিরলতা বহুযোগমায়ো
পিতামহং সমরয়ন্ দুরয়ো বিমৃষ্টাঃ ॥১১

বিশ্বাত্মিতোঽসিতঃ কণ্ঠো দুর্ব্বাসা কৃষ্ণজিষ্ণবঃ।
কক্ষপো বামদেবোঽত্রির্ভগিরো নারদাদয়ঃ ॥১২

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ ॥১৩

যে যেশ্বরিয়া স্ত্রীবেষৈঃ সাম্ব জাম্ববতীসুতম্।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বত্নী সমিক্ষণা ॥১৪

প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রব্রূতাম্বোঘকর্ম্মণাং।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকাম্যা কিংবিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি ॥১৫

শ্রীশুকঃ উবাচ। আত্মবতাং শ্রীমতঃ সকলমুখলব্ধিহেতোঃ (সকলানাং সুখলাভস্য হেতিহেতো বিধান্ যদ্বিষ্ণু তথাভূতঃ) বপুঃ বিজ্ঞায় বিদ্যায়ঃ দুরি (বহুধা) হরেকারণং যদ্য আত্মনঃ যদয়াৎ সুখলাভঃ তথাভূতং তদ্য আত্মনঃ উপাত্তকীর্ত্তিঃ (উপাত্তা সর্বসুলভার্থেন কীর্ত্তির্যস্য সঃ) বিতরুত্তয়েসঃ (বিতরুঃ ত্যক্তঃ তুচ্ছতয়া যেন সঃ) কুলং গন্তুং তৈজত ॥১০

সুকৃতৈঃ (সুকৃতস্য বহুলস্য ফলৈঃ) বিরলতা তাসাম্বুধা সংস্মরয়ন্তঃ (ক্রমেণ পূর্বং আনুয়াঃ তথাঃ) বিমৃষ্টাঃ প্রাপ্তাঃ দুরয়ঃ সাম্বস্য বলিনোপরাদি

ভবিলেন।৭

রাজা পরীক্ষিৎ তখন শ্রীশুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন্! বহুরূপ ব্রাহ্মণভক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যসন্ধ সকল সময়ে ভবিয়া থাকিবেন; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের চিত্ত নিয়তই নিয়ত থাকিত, অতএব এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের উপর অভিশাপ কিরূপে ঘটিল ?৮

যে বিশ্বামিত্র। তাদৃশ ঐকান্তিকতাসম্পন্ন মহাযোগেশ্বর যে যেসকলের অধিনায়ক হইল, আপনি তাহাদিগের তাহা বর্ণন করুন।৯

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ মোহন মূর্ত্তি প্রকাশে দ্বারকাধামে স্বীয় ধামে অবতীর্ণ হইয়া সর্বপুরুষার্থপ্রদ

(তাসাম্বুধা-বিরলতা সর্বপুরুষার্থহেতুত্বাদি) পূর্বসংস্কারাদি সুমঙ্গলানি কর্ম্মাণি চরন্ বিতারয়ন্ তীর্থং সমরয়ন্ ॥১১

যে ৬ বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, কৃষ্ণ, অঙ্গিরা, কক্ষপ, বামদেব, অত্রি, ভৃগু ও নারদাদি ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত ভজিলেন ॥১২

(তত্র বিতারয়ন্তীর্থং) ক্রীড়ন্তঃ বহুলতয়া যে কুমারাঃ জাম্ববতীসুতং সাম্ব স্ত্রীবেষৈঃ মহাভরণাদিভিঃ যেযেষিৎ (স্ত্রীবেষে বিদ্যে) তম্ এষা দুরিং (বহুধা) মৈথুনতঃ সঞ্জাতং এষা অন্বিতীয়া ইত্যঃ অপি বিনীতবৎ সহসা উপসংগৃহ্য গাঢ়মুপ গত্বা ॥১৩-১৫

যে অম্বোঘকর্ম্মাণঃ বিপ্রাঃ। অন্তর্বত্নী মহিষী (সাম্বস্য)

শুক শ্রীকৃষ্ণের বিদায় অভিবাদিলেন এবং বহুবিধ বিবিধ ভাব হরণ করিয়া অবশিষ্ট বহুজনের ভাব হরণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন।১০

তিনি সাক্ষাৎ কন্দর্পমূর্ত্তিপরিগ্রহে যদুদেবের গৃহে অবস্থিতি পূর্বক বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, কৃষ্ণ, অঙ্গিরা, কক্ষপ, বামদেব, অত্রি, ভৃগু ও নারদাদি ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত ভজিলেন এবং যাবতীয় পুরুষার্থের হেতুভূত শুভপ্রদ ক্রিয়াকলাপ তাঁহাদের দ্বারা সমাপন করাইয়া, পিতামহ তীর্থে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।১১-১২

এই পিতামহ তীর্থের প্রভাবে যদুকুলীয় বালকগণ একদিন ক্রীড়া করিতেছিল; তাহারা অম্বিকাকে অবলোকন করিয়া জাম্ববতীসুতের নিমিত্ত মায়ার দ্বারা পরিচয় পাঠাইয়া উক্ত ব্রাহ্মণগণের

এবং প্রলপতা মুনেরন্তরাত্মনা কৃপিতা নৃপ।
অনপিক্ষিতি যো মমা মুনেঃ কুণপাশনম্ ॥১৬
অনুযুঙ্ক্ষ্ব তেজিনস্ত্বমিত্যুত সংলোভয়ন্।
শমমস্য মনুস্মরন্নিব মুনেঃ অবয়ন্নয়ম্ ॥১৭
কিং কৃষ্ণঃ কথকাগৈর্নঃ কিং বর্ষিষ্ঠৈঃ মো জনাঃ।
ইতি বিপ্রকৃতো মেনানাদাৎ মুনেঃ ন্যধাৎ ॥১৮

তত্ত্বোপাসীন সদসি পরীক্ষানবুধক্রিয়ঃ।
রাজ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্বমাত্মাপরাধিতম্ ॥১৯
প্রত্যাহোষ বিপ্রশাপং বৃষ্ণে। ন মুনয়ে নৃপ।
বিস্মিতা অন্তসন্তপ্তা বভূবুর্বিব্রৌকসঃ ॥২০
অন্তর্গৃহগতঃ মুনেঃ বহ্বাভঃ ন আত্মভূঃ।
সমুদ্রমেখলে আজ্ঞাহোদ্যোগাত্মাবশেষিতম্ ॥২১

সাক্ষাৎ যে মুনয়ঃ প্রভূং বিশ্বেশং বা অবিজ্ঞায় দুর্বীক্ষ্যকীলা (অন্তর্মুখেন) পুরুষং প্রধানাদীনাং আত্মভূতং মুনয়ো বা কিং কিং (প্রতি) অবজিহীর্ষতি (দুরং অবজানাতি)।১৪

যে মূঢ়া। এষ প্রলপ্তা উপলক্ষিতঃ অবয়ব মূর্তিঃ মুনেঃ তম্ ঈক্ষুঃ—যে বক্ষ্যঃ অবজানন্তঃ। ৫ (মূঢ়া) মুনেঃ কুণপ ধারণং) মুনেঃ (অস্য) অবজিহীর্ষতি।১৫

অয় মুনিরিতি জ্ঞাত্বা যে ন প্রত্যুত্থানাদি দদুঃ সন্তঃ সমা অপি সাধব ঈশ্বরে বিদুঃ ঈশ্বরাঃ যদ্বিং অবজানন্তি মৌঢ্যেন মুনেঃ ন্যধাৎ (বিদধে) সন্তঃ।১৭

(তত্ত্ব) তত্ত্বজ্ঞানেন যঃ অজ্ঞানিনঃ কিং (এবং প্রকারং বক্ষ্যতে) কৃষ্ণ যে অন্যায় ধর্মে বক্তারঃ কিং বর্ষিষ্ঠৈঃ ইতি

সমীপে উপস্থিত হইল এবং ঈশ্বরভাবে যোগদ্বারা বিরাজ বিনীতভাবে রাজাদিগকে অন্যায় পূর্বক বলিল—

হে সর্বদর্শিন্ ব্রাহ্মণগণ! আমাদের এই বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি মুক্তপ্রার্থিনী; কিন্তু ইনি আপনাদিগকে বলিতে লজ্জিতা হইয়া আমাদের দ্বারা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ইহার স্বামী কি সন্তান উৎপন্ন হইবে।১৪-১৫

হে মহাশয়। ব্রাহ্মণগণ মহামুনিগণের এতাদৃশ বিদ্রূপাদির দ্বারা উপহসিত হইয়া ক্রোধিত হইলেন এবং ক্রোধাকুলিতলোচনে বলিতে লাগিলেন, ওরে দুর্বিনয়। তোমাদের মূলধারণ মূলই ইনি প্রদান করিবেন।১৬

মুনিগণের বাক্য শ্রবণে বালকগণ বিরাজ

ভীত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সাম্বের উদরস্থ উপাধান করিয়া তদ্রূপ একটি লৌহময় মুষল নির্মাণ করিল।১৭

বালকগণ তখন, "আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণগণের সহিত কপটতা করিয়া কি সর্বনাশই করিলাম। আমাদের কার্যদোষে লোকে আমাদিগকে কি বলিবে"! এই বলিয়া তাহারা বিরাজ চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল।১৮

পরে তাহারা সেই মুষলটী লইয়া সভা-মধ্যে রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং সমস্ত যদুবংশীয়দের সমক্ষে রাজা উগ্রসেনকে মুষল প্রদর্শন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।১৯

হে রাজন্! দ্বারকাবাসিগণ অত্যন্ত ভয়পাল তাহা এবং মুষলটী দেখিয়া বিস্মিত এবং ভয়-বিহ্বল হইলেন।২০

কল্পিতবংশোঽসৌয়ান্নাং দূর্বামি তবৈলক্ষ্য।
ইত্যুক্তাবামি বেলায়াং নদ্যাস্তীরম্ কিলৈষ্যকাঃ ॥২২
অংশো দূর্বাময়ো যংস্তৈর্ভাসেনাষ্টৌ সমার্পিতে।
তত্তোঽবতরতঃ লোহং স শল্যো মূলকারণ-
মবোৎ ॥২৩

তদবান্ জাতসর্বার্থ ইত্যুক্তোঽপি তদক্ষণা।
কর্তুং নৈচ্ছদ্ বিপ্রশাপঃ কালরূপ্যত্বয়েতক ॥২৪
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাশীতমঃ
অধ্যায়ঃ ॥ ৪

তথা (তিন মহুরে বিভিন্ন বন অধ্যাপিত) লোহা তব কল্পিত বংশঃ অর্থাৎ বিশিষ্টবন্ দূর্বামি, তু তথৈব তথৈব ইত্যুক্তাবামি বেলায়াং নদ্যাস্তীরম্ স্থানি নদি এবংরা দূর্বাবিশেষা ভিন আসন্ ॥১॥

অর্থাৎ কল্পিত্ মহুরে তথৈব তথৈবা: সব (লোহানি) তথা তথৈবাঃ বাণৈরা তথৈব দূর্বাঃ। তত তৈরবতা লোহা

(কল্পিত মুখরা বাসা সকলে) তঃ ॥ তা শল্যা আগতঃ (শলাত্ব) আসন্ ॥২৩

জাতসর্বার্থী জাতেনার্থাঃ (প্রয়োজনসমূহরা) তদবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি এবং কর্তুং সম্পাদিতুমি বিপ্রশাপান্ আচরিতুং ॥ ৪ ঐচ্ছা অনি তু অকারক ॥২৪

ইতিকারণে সব শ্রীমদ্ভাগবতপারমহংস্যাসংহিতায়াং একাশীতমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বহুরাজ আরক সেই মুষল চূর্ণ করাইলেন এবং চূর্ণাবশিষ্ট লৌহখণ্ড সহ সেই যাবতীয় চূর্ণ সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করাইলেন ॥২১

কিন্তু মহুরে নিক্ষিপ্ত ঐ মুষলাবশিষ্ট লৌহখণ্ড এক মৎস্য গ্রাস করিল এবং চূর্ণমিশ্রিত জলকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হইল এবং সেই চূর্ণরাশি হইতে নানা একজাতীয় তৃণের জন্ম হইল ॥২২

এদিকে যে মৎস্য সেই লৌহখণ্ডকে গ্রাস করিয়াছিল, জেলে তাহাকে মৎস্যের সহিত জন্ম-জীবীর জালে বদ্ধ হইয়া তীরে আনীত হয়। তাহার উদর হইতে ঐ লৌহ নির্গত হইলে, এক ব্যাধ তাহা লইয়া নিজ শরের অগ্রভাগে সজাতরূপে নিহিত করিল ॥২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতদ্বারা যদুবংশ নাশিলেও যাদবকুলের সংহার পূর্বেই সমস্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার প্রতীকারে যত্ন না করিয়া তিনি ব্রহ্মশাপের অনুমোদনই করিলেন ॥২৪

শ্রীমদ্ভাগবতপারমহংস্যসংহিতা বৈয়াসিকী মহিমা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

[বিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রমুদ্দিশ্য বসুদেবায় নারদস্যোপদেশঃ।]

শ্রীশুক উবাচ।

গোবিন্দভূজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ ॥১

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥২

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্।
অর্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥৩

বসুদেব উবাচ।

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥৪

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥৫

ব্রহ্মন্ হি যে যথা যেষাং যো বা যদুত যদ্বিভুঃ।
তথৈব তে বিপর্যেতি খল্বপি তদ্বিধম্ ॥৬

ন্যাসো যঃ কর্মণামিহ সাধবো ধীরবৎসলাঃ ॥৭

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে কুরূদ্বহ। গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং (গোবিন্দস্য কৃষ্ণস্য ভুজাভ্যাং গুপ্তায়াং রক্ষিতায়াং) দ্বারবত্যাং (দ্বারকায়াং) কৃষ্ণোপাসনলালসঃ (কৃষ্ণস্যোপাসনে লালসা যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) নারদঃ অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) অবাৎসীৎ (বসতিং চকার) ॥১

হে রাজন্! অমরোত্তমৈঃ (অমরান্ দেবান্ অতিশেতে অমরোত্তমঃ তৈঃ) উপাস্যং মুকুন্দচরণাম্বুজং (মুকুন্দস্য মুক্তিদাতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাম্বুজং চরণকমলং) সর্বতোমৃত্যুঃ (সর্বেষাং সর্বেষু বিষয়েষু মৃত্যুঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) ইন্দ্রিয়বান্ (ইন্দ্রিয়াণি অন্তঃকরণানি বিদ্যন্তে যস্য সঃ তাদৃশঃ) কঃ নু (বিদ্বান্) ন ভজেৎ ॥২

একদা তু সুখাসীনং পূজিতং প্রণতং দৃঢ়ং বসুদেবো দৈবং অভিবাদ্য ইদং অব্রবীৎ ॥৩

বসুদেব উবাচ। হে ভগবন্! পিতোঃ যথা (আত্মজস্য

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[বিধি ও মন্ত্র যোগীন্দ্র নারদ হইতে লাভ করিয়া বসুদেবকে শ্রীনারদের উপদেশ প্রদান।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কুরুনন্দন রাজেন্দ্র! দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিবার মানসে গোবিন্দবাহুর শ্রীকরতলের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে সর্বদাই বাস করিতেন ॥১

হে নরনাথ! অমরশ্রেষ্ঠগণের উপাস্য

মুক্তিদাতা শ্রীনারায়ণের তাপত্রয়হারী চরণারবিন্দ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াভিমানিনী দেবতাগণ ভোগ্য পুরুষ লাভ করিয়া পরাজুখ হয়॥২

একদিন দেবর্ষি নারদ যথেষ্ট বিশ্রাম করিয়া করিয়া বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে পাদ অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথেষ্ট অর্চনা ও অভিবাদন পূর্বক আসনে উপবেশন করাইয়া বলিলেন—॥৩

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥৭

অহং কিল পুরানন্তঃ প্রজার্থো বৃষ্টি বৃষ্ণিষু।
অসুরজ্ঞ্যা ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥৮

যথা বিচিত্রবাসাংসি নটো বেষবিপর্যয়ম্।
কৃত্বাভিযাত্যপৈত্যেবং নরঃ পারি সুব্রত ॥৯

শ্রীশুক উবাচ।

রাজ্ঞোক্তঃ স তদা প্রশ্নো বসুদেবেন যোগিনা।
প্রীতস্তমাহ দেবর্ষিঃ সংস্মরন্নিতি তে ঋষেঃ ॥১০

যে ব্রহ্মন্। তথাপি তব তদনুজ্ঞয়া যথা পৃচ্ছামঃ তথা যান্ ধর্মান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যঃ (মনুষ্যঃ প্রাণিনঃ) সর্বতো ভয়াৎ মুচ্যতে ॥৭

অহং কিল নিশ্চয়ে পুরা পুরাণর্ষিঃ প্রজার্থঃ পুত্রকাম-প্রয়োজনঃ সন্ বৃষ্টি বৃষ্ণিষু, অবতরন্ অসুরজ্ঞ্যা, দেবমায়য়া মোহিতঃ সন্ মোক্ষায় ন (অসুরজ্ঞ্যা) ॥৮

অথঃ যে ব্রহ্মন্! যথা কশ্চিৎ প্রচ্ছন্নঃ বিচিত্রবাসাংসি

(বিচিত্রাণি বাসাংসি ছদ্মানি বসিত্বা, তথা অন্যান্য) বিপরীতান্ আকারান্ ধৃত্বা নটঃ নানারূপ ধারী তথা অন্য স্থানে যাতি, অপৈতি চ অন্যত্র, পারি শিক্ষয় ॥৯

শ্রীশুক উবাচ। যে রাজন্! রাজ্ঞা নিমিনা বিসর্জিতঃ বসুদেবেন এবং ভগবন্তঃ বিজ্ঞাপিতঃ (দর্শিতঃ সন্) তদা তস্মিন্ ঋষেঃ সংস্মরন্ (স্মরন্) প্রীতঃ সন্ তং ঋষিবরম্ আহ প্রত্যুক্তবান্ ॥১০

হে ভগবন্! পিতামাতার পুত্রাধিক্যে যেমন পুত্রের মঙ্গলাধিক্য হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদের পুত্রাধিক্যেই মঙ্গল হইয়া থাকে ॥৫

দেবতাগণও স্বার্থ-প্রযুক্তি প্রণামাদি আচরণে লোককে বিশেষ সুখী করিতে পারেন না; তাঁহাদের আচরণে কখন সুখ, কখন দুঃখ উভয়ই জীব অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু অহৈতুক-প্রেমা আপনাদের ন্যায় সাধুপুরুষের আচরণ জীবের পক্ষে কেবল সুখেরই উৎপাদন করিয়া থাকে ॥৬

তাদৃশ দেবতাগণ কর্মের বাধ্য। মানবগণ যেরূপ ইষ্ট ও অন্যান্য প্রকারে কর্মের অনুষ্ঠানে দেবতাগণের আরাধনা করে, সেইরূপ পুরুষের দ্বারাই তাঁহারা কর্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুগণ কর্মবশ্য নহেন; তাঁহারা কোন উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া জীবের প্রকৃত উপকারই করিয়া থাকেন ॥৭

হে ব্রহ্মন্! আপনার অনুজ্ঞাক্রমেই আমি যদিও কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি আপনাদের ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি; অতএব আপনি যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মর্ত্যমানব এই বিবিধ ভয়সঙ্কুল দুস্তর হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়, আপনি তাহার বর্ণন করুন ॥৫

আমি কিন্তু পূর্বজন্মে কেবল পুত্রবান্ হইবার প্রত্যাশায় সেই পরিত্রাণের মোক্ষলাভ অবহেলাকে আরাধনা করিয়াছিলাম, ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া মোক্ষের জন্য একবারও প্রার্থনা করি নাই ॥৮

হে দেবর্ষে! পরের ক্রিয়ানুরোধেই যখন আপনাদের একবার জন্ম, তখন আপনার দ্বারা যাহাতে আমি এই দুঃখসঙ্কুল ভব-জলধি হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ের উপায় বিষয়ে আমাকে স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ প্রদান করুন ॥৯

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! যোগীন্দ্র বসুদেবের তাদৃশ ভগবদ্বিষয়ক প্রশ্নে রাজার নিকট ভগবদ্ধর্মের গুণরাশি যেন মূর্তিমান্ হইয়া রাজন্ আবির্ভূত হইয়া উঠিল; তিনি বসুদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রীত হৃদয়ে তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিলেন— ॥১০

ব্যাস উবাচ।

সনন্দনেন ব্যাখ্যাতং ঈশ্বরস্য মাহাত্ম্যকম্।
যৎপুত্রত্বে জগন্নাথাৎ ধর্মাত্মঃ বিষ্ণুতাং যযৌ ॥১১

প্রহ্লাদোদ্ধরণার্থায় যস্য আবির্ভবো বভূবোর্বিতঃ।
পরং পুরাণং সনন্দেন যেনেশ্বরস্তুতোঽপি বি ॥১২

তস্য পাদকনাথস্য পুণ্যাখ্যানকীর্তনম্।
স্মাহিতো ভগবানস্য যেনো নারায়ণো নমঃ ॥১৩

অত্রাপুলাহরন্তীমিতিহাসং পুরাতনম্
আর্ষভাণাক সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ ॥১৪
প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নীধ্রসুতো নাভির্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥১৫
ঋষভাদ্ভরতো জজ্ঞে বীরাদ্বীরাত্মজঃ সুতঃ।
অভবদ্ভারতো যস্য নাম্না বর্ষমিদং বিদুঃ ॥১৬
ভরতো ভূতকামস্তু ত্যক্তবান্ রাজ্যমাদৃতঃ
পুলহস্যাশ্রমং প্রাপ্য গণ্ডকীতীরমাশ্রিতঃ ॥১৭

অথেতি উবাচ। যে ব্যাসবাক্যে (ব্যাসস্য অনন্তরম্) যে চ বিষয়াঃ সমাপ্যন্তে তদ্বিষয়ম্ ব্যাসস্য এব এতৎ ভগবতঃ নারায়ণস্য বিশিষ্যতে ॥১১

যস্যেতি অন্বয়ঃ। যস্য (ভগবতঃ), অনুগ্রহঃ ব্যাসঃ (ব্যাসঃ নির্দিষ্টঃ), আত্মা (আত্মিকমূর্তা যোগিনঃ) অন্তর্যামিঃ (সর্বৈঃ বিষয়ৈঃ, ন তাভিঃ) দেবাদয়ঃ (দেবেন্দ্রঃ বিষ্ণোঃ চ যে ভক্তাঃ তেঽপি) অপি সন্তঃ তাদৃক্-ন-পুরুষি ॥১২

কিঞ্চ পরমকল্যাণঃ পরমাত্মকল্যাণঃ পুণ্যাখ্যানকীর্তনঃ (পুণ্যং পুণ্যাখ্যানং প্রথমং কীর্তনং চ যস্য সঃ) অতএব তথা সমাধিনা ঈক্ষিতঃ সমাধানঃ তথা যস্য সঃ (কিং যে ভগবান্) ॥১৩

অত্রাপি ইতিহাসং পুরাতনম্ পুরাণবৎ

যে ভক্তাগ্রগণ্য বলুবৎ! তোমার মুখে এরূপ সর্বপাপ-বিনাশন ভগবদ্ভক্তিবিবর্ধক গ্রন্থ অতি যুক্তিযুক্ত ও অবশ্যকর্তব্য বলিয়াই প্রতীত হইতেছে ॥১১

এই উৎকৃষ্ট ভাগবত গ্রন্থ যদি কেবল শ্রবণমুখে শ্রবণ, অনুশ্রবণ, মনে মনে চিন্তন, আত্মিকী বুদ্ধিতে আয়ত্ত, অধিত হি। অন্যকে এই গ্রন্থের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে তাহাকে উৎসাহপ্রদানও যে ব্যক্তি করে, সে যদি বিষয়লোলুপ, এমন কি। যদি দেবতাদ্বেষক বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলেও পবিত্র হইবে ॥১২

অহো। অদ্য আমার কি সৌভাগ্য। অদ্য তোমার দ্বারা সেই পরমাত্মকল্যাণ পুণ্যাখ্যানকীর্তন ভগবান্ দেব নারায়ণ আমার সুবিনয়ে নমস্কৃত হইলেন ॥১৩

এখনে তোমার মুখে এতাদৃশ নির্দোষ-সর্বপাপ প্রশমের উপায় প্রদানার্থ মহাত্মা বিদিরাজের সহিত ঋষভ-তনয় মহাত্মা ঋষভদেব নারায়ণাবতার সুপ্রাচীন ইতিহাস যাহা প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন, আমি তাহাই কীর্তন করিতেছি ; তুমি শ্রবণ কর ॥১৪

স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামেক পুত্র ছিল, সেই প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র ; আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি ; সেই নাভির পুত্র ঋষভ নামে পরিকীর্তিত হন ॥১৫

এই ঋষভদেবের মোক্ষধর্মপ্রবর্তনার্থ ভগবান্ বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ বলিয়া সকলে কীর্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার শতজ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥১৬

এই পুত্রশতের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভরত ; ইনি নারায়ণের একজন পরম ভক্ত। যে বর্ষ পূর্বে অজনাভ নামে আখ্যাত হইত, এখন হইতে সেই

স তু রাজকুলাদ্ রাজন্ নির্গত্যোপস্পৃশন্ জলম্।
উপাস্পৃশৎ স্মরন্ পক্ষৌ দেবৌ যৌ সমুপস্থিতৌ ॥১৮

তেষাং স এব নরদেবো হ্যভূন্ নারায়ণঃ প্রভুঃ।
কর্মক্ষয়প্রতীক্ষায় একান্তিত্বং গতো হি সঃ ॥১৯

নরাণাম্ নরশার্দূল মৃত্যোর্ অদর্শনং নিয়ঃ।
প্রভবশ্ চাপ্যয়শ্ চাত্মবিদ্যায়া নিগমস্য চ ॥২০

কবির্হরিরন্তরিক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥২১

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্ মহীম্ ॥২২

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-
গন্ধর্ব-যক্ষ-নর-কিন্নর-নাগলোকান্।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনি-চারণ-ভূতনাথ-
বিদ্যাধর-দ্বিজ-সবাং ভুবনানি কামম্ ॥২৩

তেষাং পরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে যেঽতঃ ঊর্ধ্বং নারায়ণ-পরায়ণঃ আসীৎ। (মুক্তং অন্যেভ্যঃ প্রাপ্তং বিদ্যতে) এবং অন্যে যোগা ভবন্তীতি অনুক্তং বিদ্যতে ॥১৭

মুক্তকোষাৎ (মুক্তঃ ত্যক্তঃ কোষঃ ধনং যস্য তস্মাৎ) রাজ্ঞঃ (পুরাৎ) নির্গতঃ সন্ তত্র তত্র ভূমৌ উপস্পৃশন্ তীর্থানি সেবমানঃ সন্ ভগবতঃ বিষ্ণোঃ তত্ত্বং যৌ দ্বৌ পক্ষৌ নরৌ তত্র তত্রৈব পূর্বং সমুপস্থিতৌ স্মরন্ সন্ তেষু ॥১৮

তেষাং (ভগবদ্ভক্তিযোগং প্রতিপদ্যমানানাং মধ্যে) যঃ [ভগবান্-ইন্দ্রদ্রুম-প্রবুদ্ধ-পিপ্ল-বে]-অন্তরীক্ষ-ঔদ্ভ্রমিল-চমস-করভাজনাখ্যঃ সঃ তত্রৈব যে নরদেবাঃ তত্ত্বজ্ঞা-নারায়ণ মুনয়ঃ তেষাং অধিকতঃ নরশ্রেষ্ঠঃ নরঃ। এবমীদৃশ-

---

যঃ ঈশ্বর তত্ত্বের মাহাত্ম্যানুসারে ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইল ॥১৭

তিনি রাজকোষাদিরূপ বৈষয়িক অবলম্বন মুক্ত হইতে নির্গত হন এবং তপস্যার দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তিন জন্মে অন্তে ভগবৎ-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১৮

অপর একোনসপ্তসংখ্যক পুত্রের মধ্যে নয় জন পুত্র কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট নামে ভারতের যে নব খণ্ড, তাহার অধিপতি হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট একাশীটি পুত্র কর্মকাণ্ডের প্রবর্তক ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন ॥১৯

অবশিষ্ট নয়টী পুত্র আত্মবিদ্যার অভ্যাসে বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মবিদ্যার পারদর্শী

ভূতাঃ কর্মক্ষয়প্রতীক্ষায়াঃ তপসার্থ-প্রবৃত্তয়ঃ বিদ্যন্তে ॥১৯

অবশিষ্টাঃ কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন ॥২১

তে এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং ব্রহ্মাত্মকং ইতি বং আত্মনো মুক্তাঃ অবিশিষ্টং পরমার্থনিরূপণতঃ আত্মবিদ্যালিঙ্গাদ্ ভূত্বাঃ (বাসনাত্যাগে তত্রৈব ভূতত্বাঃ) মুক্তাঃ বিচরন্তীত্যর্থঃ ॥২২-২৩

যে এতে মুক্তাঃ অব্যাহতেষ্ট-গতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য বিশ্বং আত্মনঃ ভগবতঃ অব্যতিরেকেণ ব্যাপ্তেন ভগবদ্রূপং পশ্যন্তঃ মহীং ব্যচরন্ ॥২২

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ [অব্যাহতা অপ্রতিহতা ইষ্টা অভিপ্রেতা

হইয়াছিলেন ও পরমার্থনিরূপণে এরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কোন পদার্থের প্রতিই তাঁহাদের আসক্তি ছিল না; তাঁহারা নিয়ত স্বেচ্ছায় সর্বত্র বিচরণ করিতেন ॥২০

তাঁহাদিগের নাম যথা কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন ॥২১

তাঁহারা মুক্তপুরুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন ভগবদ্রূপেই অবলোকন করত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন ॥২২

এই যোগেশ্বরগণ যথা ইচ্ছা সর্বত্র গমন করিতে পারিতেন। অথচ কোথাও তাঁহাদের আসক্তি ছিল না। তাঁহারা দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, নর, কিন্নর এবং নাগলোকসমূহ, এমনকি

ত একদা বিষ্ণোঃ সম্রূপচরণদ্বন্দ্বরজসা।
বিধায়ানবৃত্তিস্বনাথে স্বাশ্রমঃ ॥২৪

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্যসঙ্কাশান্ স্বাত্মাসবতান্ নৃপ।
স্বয়মনোঽয়ো বিধাঃ সর্ব এবোপতস্থিরে ॥২৫

বিধেয়ত্বানভিজ্ঞেত্র বাঢ়মিত্যপমন্ত্রণম্।
শ্রীত্যা সদপুরুষাক্ষ আসনস্থান্ যথাইতঃ ॥২৬

তম্ যোগমায়াম্ মরুতঃ ব্রহ্মপুত্রোপাম্ নব।
পপ্রচ্ছ পাবনীঃ প্রজ্ঞাবনতঃ নৃপঃ ॥২৭

বিধেয় উবাচ।

ব্রহ্মে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মুনিত।
বিজ্ঞাতুম্ভাবি লোকানাং পাবনায় চরন্তি যি ॥২৮

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥২৯

ধরি ঘোরা যে) মূলঃ (অপি অবধারণে) সন্ত্র পুরু-বিষ্ণু সাত-সপ্তমী-বহু-বচ বিধেয়-প্রথমান্তম্ (ক্রিয়া) মুনিভাবে মুনয়ঃ-বিধেয়ম্ বিধেয়ঃ মুনয়ঃ অপি ও আসন্ ক্রিয়ে সেতি ॥২৪

যে এবম্ অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমিতি: বিধেয়ম্ অনুষ্ঠিত-বন্ত মহাত্মঃ বিধেঃ সর্ব মুনয়ঃ (অধ্যায়ে) উপবন্ধু ॥২৫

যে মুনয়ঃ। পুণ্যকর্মাণম্ (মুনয়ঃ-বিধেয়ম্ বিশেষণম্) স্বাত্মাসবতান্ তম্ দৃষ্ট্বা ইত্যাদি: অন্যঃ বিধেয়ম্ সর্বে এব উপতস্থিরে অনুষ্ঠিতবন্ত ॥২৬

বিধেয় বিধি: তম্ মহাভাগবতান্ অভিজ্ঞত্বা অন্যে শ্রীত্যা স্ব আসনেভ্যঃ (ইতঃ। ন্যায়াঃ (জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত) পুরুষবদ্ধে ॥২৬

পবনীঃ প্রজ্ঞাবনতঃ (প্রজ্ঞয়া বিধেয়ে অবনতঃ সন্ত্র) মূলঃ বিধিঃ সন্ত্রঃ সন্ত্রায়ঃ। যোগমায়াম্, যোগমন্ত্রে, তাম্ ব্রহ্ম পদ্মম্ ॥২৭

বিধেয় উবাচ। যঃ ত্বয়ে মুনিঃ মনুষ্যেত্যাদিনা সাক্ষাৎ ভগবতঃ পার্ষদান্ বৈকুণ্ঠস্যেব পার্ষদত্বেনাহ। যি যত্ত: বিধেঃ মুনয়ঃ (সন্ত্রঃ) লোকানাং পাবনায় চরন্তি ॥২৮

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ (পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ, সোঽপি চ বহুজন্মসাধ্যঃ) ক্ষণভঙ্গুরঃ ক্ষণবিনাশী। অতঃ তত্রাপি মধ্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ (বৈকুণ্ঠঃ প্রিয়ঃ যেষাং বৈকুণ্ঠস্য প্রিয়া বা যে তেষাং ভগবদ্ভক্তানাং দর্শনম্) অহং মন্যে ॥২৯

মুনি, ব্রহ্মন্, মুনিবর্য, বিদ্বান্বর, দ্বিজ ও যোগমুদ্রার বিধাতাগণ যজ্ঞস্থানে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥২৩

এমতাবস্থায় তাঁহারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর চরণে প্রণত হইতে এই ভারতবর্ষ মধ্যে ঋষিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্যরূপ মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইতে লাগিল ॥২৪

হে রাজেন্দ্র! দিবাকরের ন্যায় অতুল তেজশালী তাদৃশ ভগবদ্ভক্ত নয়জন ঋষিকে অকস্মাৎ যজ্ঞস্থানে আগমন করিতে দেখিয়া যজমান, ঋত্বিগ্‌গণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই তাঁহাদের অভিবাদনার্থ সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন ॥২৫

নিমিরাজ ঋষিদিগকে দর্শন করিয়াই ভাগবতের প্রধান ভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইয়া, বিনীতভাবে অর্ঘ্যাদি প্রদানে পূজা করিলেন ॥২৬

এমন সময়ে সবকাদি ঋষিদের ন্যায় অতুল যোগমায়াশালী সেই নয় জন মুনির সমীপে প্রজ্ঞাদ্বারা অবনত হইয়া বিনীতবচনে বলিতে লাগিলেন ॥২৭

বিধেয় বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনাদিগকে দর্শন করিয়া আমার স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, আপনারা সেই মনুষ্যরূপধারী ভগবানের ভগবানের পার্ষদ ও বিশ্বের অনুগ্রহের পাত্র। আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্যই বিচরণ কেবল জগতের লোক-সমূহের পবিত্রতা-সাধনের জন্য মাত্র ॥২৮

মানবীয় দেহের মধ্যে ঈশ্বরের মানব-দেহই অতি দুর্লভ। কারণ এই দেহেই পুরুষার্থ লাভ

অত আত্যন্তিকঃ ক্ষেমঃ পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥৩০
ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥৩১

নারদ উবাচ।

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সদস্যর্ত্বিগ্‌নলায়নম্ ॥৩২

কবিরুবাচ।

মন্যেঽকুতশ্চিদ্‌ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র বিত্তম্।
উচ্চৈঃকুলোদ্দামজুগুপ্সিতাদ্যা-
বিদ্যাহুতা যত্র বিবর্গবর্গাঃ ॥৩৩
যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৩৪

যে অবস্থা। অতঃ (তৎপরতা হেতুবাদে) আত্যন্তিকঃ নিরতিশয়ঃ ক্ষেমঃ কল্যঃ ভবতঃ পৃচ্ছামঃ। অনিত্য সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালোঽপি সৎসঙ্গঃ (সজ্জনের অবস্থিতিও সঙ্গঃ) নৃণাং সেবধিঃ নিধিবৎ পরমপুরুষার্থ সাধনঃ ॥৩০

(ভবঃ) যৈঃ যৈঃ ধর্ম্মৈঃ প্রসন্নঃ সন্ অজঃ জন্মাদিবিকাররহিতঃ ভগবান্ প্রপন্নায় শরণাগতায় ভক্তায়, আত্মানং, অপি নাত্মনি স্বস্য ভক্তস্যেত্যর্থঃ, দাস্যতি স্বয়ং দর্শয়তি, তথাবিধো ভবতীত্যর্থঃ, তথা, তান্, ধর্ম্মান্, যদি নঃ অস্মাকং শ্রবণে শ্রবণায় ক্ষমং যোগ্যং তদা ব্রূত ॥৩১

নারদঃ উবাচ। হে বসুদেব! এবং নিমিনা পৃষ্টাঃ যে মহত্তমাঃ মুখ্যাঃ ভাগবতর্ষিণঃ (নবযোগীন্দ্রাঃ ধর্ম্মবক্তারঃ ৯ নব পরমভক্তাঃ) তান্ সর্ব্বান্ প্রতিপূজ্য সংপূজ্য প্রীত্যা সহর্ষং অব্রুবন্, প্রত্যুত্তরমূচুরিত্যর্থঃ ॥৩২

কবিরুবাচ।

মন্যেঽকুতশ্চিদ্‌ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র বিত্তম্।
উচ্চৈঃকুলোদ্দামজুগুপ্সিতাদ্যা-
বিদ্যাহুতা যত্র বিবর্গবর্গাঃ ॥৩৩
যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৩৪

অবিদ্বাং সুখতত্ত্বং অজানতাং আত্মজ্ঞানাং (অবিদ্যা গ্রন্থিভেদক বিবেকজ্ঞানরহিতানাং দেহেন্দ্রিয়াদৌ আত্মবুদ্ধিমতাং) নিত্যং সকাশং উচ্চৈঃকুলঃ (উচ্চৈঃ আত্মপ্রতিষ্ঠাবিধায়কং যৎ কুলং দুর্দ্ধর্ষত্ব প্রভৃতি) অনুত্তম (প্রকাশতঃ ভাবতঃ বলতঃ চ দুর্দ্ধর্ষতরং) পাদাম্বুজোপাসনম্ (পাদাম্বুজয়োঃ ঈশ্বরস্য ধ্যানপূজাস্তবাদিরিতি,করণম্ তৎ) অত্র (এতদ্‌ভূতানি ভাগবতধর্ম্মাচরণোপায়ত্বেন উক্তানি তৎ তথা তৎ) সর্ব্বতোভাবেন অত্যন্তং বিবর্গবর্গাঃ ত্রয়ঃ বর্গাঃ ধর্ম্মার্থকামাঃ, তৈরেব ফলৈঃ যুক্তা ইত্যর্থঃ, বিবর্গবর্গাঃ মোক্ষঃ তদ্রহিতাঃ বিবর্গবর্গাঃ ॥৩৩

অবিদ্বাংসঃ পুনঃ যত্র অবাপ্তাধিকারাঃ যাবদ্ধর্ম্মাচরণে যে বৈ ভগবতা উপায়াঃ ভক্তিযোগাঃ প্রোক্তাঃ, তান্, যে বিধিভক্ত তাবদ্ধর্ম্মান্, তথাবিধান্ বিদ্ধি ॥৩৪

ঘটে। কিন্তু সেই মানবদেহও অনিত্য। অতএব এই মনুষ্যজন্মে যদি বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণের ভক্তিলাভের অর্দ্ধ লাভ হয়, তবেই আর অধিক দুর্লভ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥২৯

অতএব তাদৃশ বিরক্তিসহ দুর্লভ সমাধানে বিরক্তিসহ ফলের কথাই জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। আমরা এই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহে আপনাদের ন্যায় ভক্ত সাধুগণের দর্শনলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই মনে করিতে হইবে; যেহেতু এই বিষয়েই পরমপুরুষার্থের সিদ্ধি ঘটে ॥৩০

হে পরিক্রমণকারী! যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া শরণাগত ভক্তজনকে আত্মসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, আপনারা ভগবানের সেই সমস্ত ধর্ম্মকথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন! যদি আমার শ্রবণে অধিকার থাকে ॥৩১

নারদ বলিলেন,—হে বসুদেব! বিনিমাদি এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সেই মহাত্মা মুনিগণ সকল ও ভবিষ্যৎ পরিচয় মহারাজ নিমিকে অগ্রে আদর করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩২

কবি বলিলেন,—হে মহারাজ! দেহ-দেবাদি যাবতীয় পদার্থই অনিত্য ও বিনাশশীল। সেই পদার্থকে আত্মীয়জ্ঞানে আসক্তভাবে ভাবনা করে, তাহাদের নিত্য কখনই শান্তি থাকে না। অতএব এরূপ স্থলে শ্রীভগবানের চরণারবিন্দের নিত্য চিন্তাই অভয়প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া

যাবান্ অর্থো নৃণাং তাত ন প্রমাণেন তর্কিতঃ।
যাবান্ বিবীত্য বা নেত্রে ন স্থানেন পতত্রিণঃ ॥৩৪

তাবান্ অমীষাং পুরুষো লোকসংস্থাবিভাগবান্।
মৃগ্যোঽন্তর্হৃদয়েঽপ্রাণো যথা খেঽনাবৃতঃ স্বদৃক্ ॥৩৫

অতোঽত্র কবয়ঃ পরমং পুরুষং পুরুষেষু
যাবানসাবিতি নির্দিশন্তি তত্ত্বং ॥৩৬

তত্ত্বঃ বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্বা-
নাপাদপেতভ্রমবিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্নাশনায়ো মুখ আত্মতন্ত্রং তং
উচ্চৈরনন্তং গুরুদেবতাত্মা ॥৩৭

অধিক্রমন্যোঽপ্যবধাতি হি ত্বরো
ধাতুর্বিধা যদ্য-মনোরথৌ যথা।
তং কর্মসন্ত্রবিতন্ত্রকং ত্বরো
মুখো নিরুন্ধ্যাদসতঃ তত: স্বয়ং ॥৩৮

যে যাবান্। তৎ তাবন্তম্ যথা আকার আদিতঃ অবিভিন্নম্ তথা বর্ণিতং ন প্রমাণেন বিতঃ ন বিবেকেন, কিন্তু নেত্রে বিতঃ যথা অপি ইতি এষু তাবন্তমেবার্থম্ ন অন্যম্ (প্রত্যক্ষাদেরন্যথাত্বে ন)পতত্রঃ ॥৩৪

তাবান্ (পরমাত্মা) যাঃ (তাদৃশঃ ন) তথা (সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ৈঃ (চর্মচক্ষুভিঃ) দৃশ্যঃ (বিষয়ভূতঃ) আত্মা বিভেদ (হৃদয়গ্রন্থিভিঃ) অন্তর্হৃদয়ত্বাৎ (অন্তর্হৃদয়ে আত্মা যঃ তাদৃশঃ, তস্যাব ভাবাৎ) হৃদয়াৎ তত্ত্বগ্রন্থিভিঃ যঃ যঃ বিবিক্তবিবিক্তং যা করোতি, যং সকলং পরমং পুরুষং পুরাণেষু প্রসিদ্ধং ॥৩৫

(যতঃ) উপাং তত্ত্বতঃ অন্যত্বেন বিমুখং এব অন্যথা (তত্ত্ব তত্ত্বতঃ যাথা) অনুবিঃ পরমবিদুষি, যতঃ বিতীয়ে (দেহাদ্যাত্মভিমানে তদ্ধি তত্ত্বং) বিতীয়াভিনিবেশতঃ (বিতীয়ে দেহাদিভাবে অভিনিবেশতঃ হেতোঃ) তত্ত্ব তদ্ধি। যতঃ দৃঃ বিপরীতা, তত্ত্বদেবতাত্মা তত্ত্বস্য এব তত্ত্ব সর্বাত্মকত্বেন, দেবতা আত্মানং, আত্মা যস্যাঃ তত্ত্ব তথাভূতঃ সন্) একং তত্ত্বমেব তত্ত্বাভিনিবিষ্টানাং, তত্ত্বমা যা (দেহস্য অভিমানো) তস্য নাশন এব উপায় ॥৩৭

যে যতঃ যঃ (যস্য প্রাণস্য) অধিক্রমন্যঃ অবধাতুঃ, অপি যাতুঃ দুষ্টস্য বিং যতঃ তত্ত্বমেবার্থো (তত্ত্বাভিনিবিষ্টস্য তত্ত্বার্থঃ) যং (যস্য) অবধাতি, যস্য যং তত্ত্বার্থ তত্ত্বাভিনিবিষ্টস্য (তত্ত্বাভি তত্ত্বাভিনিবেশস্য-তত্ত্বাভি-দেহাত্মাভি তত্ত্বাভিনিবিষ্টস্য বিতত্ত্বাভি যঃ তং যং যস্য দৃঃ বিপরীতা বিদ্যমানা, তত্ত্বাভিনিবেশতঃ তত্ত্বাভি ॥৩৮

আদি জানে করি; তাহার তত্ত্বস্বরূপাদিতে সর্বথা তাহারই বিস্মরণ হয় ॥৩৩

তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ আত্মতাত্ত্বিক তত্ত্ব যাহা যে সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন, যে সৌম্য।— অন্যান্য জীবের পক্ষে সেই সকল উপায়ই তাহাদের তত্ত্ব বলিয়া তুমি অবধারণ কর ॥৩৪

যে রাজেন্দ্র। এই সকল উপায় অনুসারে কার্য করিলে, সাধনা ও পরিশ্রম পথে চক্ষু মুদিত করিয়া একদিকে গমন করিলেও পথগমন বা পথশ্রম যেমন অনুভব করে না, সেইরূপ উক্ত উপায় অনুসারে কার্য করিলে মানব কখন সংসার পথে বিমোহিত হয় না ॥৩৫

তেজ, বায়ু, জল, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্ত, এবং কি। যাহা প্রত্যক্ষ বা অন্যান্য অনুমানের যে যে কর্ম সাধিত হয়, সমস্তই পরমাত্মার পরমেশ্বরে সমর্পণ করাই বিধেয় ॥৩৬

ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিই তত্ত্বাভিমানে মুগ্ধ হইয়া আত্মতত্ত্বে বিমুখ হয়, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি চিন্তিত সকল পদার্থে আসক্তিবশতঃ নানাপ্রকার মোহ-মোহান্ধিতে ভীত হয়। অতএব যাঁহার মায়ার এই অভিমানের জন্ম হয়, বিবেকী ব্যক্তিগণ সেই পরমেশ্বরকেই সাক্ষাৎ গুরু, দেবতা ও নিজের পরম-প্রেমের আস্পদ পরমাত্মজ্ঞানে অনন্য ভক্তি-সহকারেই সেবা করেন; তাহা হইলে আর

শৃণু তৎক্রমাদি যথাক্রমাৎ-
র্ঘ্রাণানি কর্ণাদি চ বাণি লোকে।
পীতাদি নাথাদি অধর্বকাদি
গায়ন্ বিলম্বেন বিরেচনানঃ ॥৩৯

এবংক্রমঃ খল্লিরেষাবকীর্ত্যা
জ্ঞাতামুরূপেণ ক্রমেণ ধীমান্।
ভূয়াদনন্তস্তু তাদি লোকযাত্রা ॥৪০

ধং ধাতুরিঃ সলিলং মহীশ
জ্যোতীংষি সন্ধানি দিশো ক্রমাদীন্।
সহিৎ-সমূহাংশ্চ হরেঃ শরীর-
ং কিঞ্চ কৃৎস্নঃ প্রণবেন্দ্রকল্পঃ ॥৪১

ভক্তিঃ স্বরূপানুরূপো বিভক্তি-
স্তত্ত্ব চৈব ত্রিক একবাস্ত।
প্রণবস্যেতত্ত্ব যথাক্রমঃ স্যা-
ত্তৃষ্টিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতয়োঽনুযাদম্ ॥৪২

ক্রমাদনাদ্য (ক্রমাৎ ১-৯ম পর্যন্ত যত ৩য় অক্ষর:) তৎক্রমাদি নবসংখ্যা-বিশিষ্টমুখ্যকৌমারপুরুষবাচি অর্ঘাদি অর্ঘাদি পুনঃ যানি লোকে ঔঘাদি ধ্রুবাদি ঊর্ধ্বাদি যাদি (যাদি চ , মন্ত্রে বিলম্ব: তথা তথা অনন্ত: অনাদয়ঃ এব বিলম্বে ॥৩৯

এবংক্রমঃ (এবং রূপ: পূর্ব যত ৩য় পূরণ) ঋষিরেষা-কীর্ত্যা (ঋষিরেষা তত্ত্বত: নামকীর্ত্যা) ও তানুরূপেণ: (তত্ত্ব: অনুরূপা যেন যত ৩য়) ক্রমেণ: ক্রমযুক্ত: সন্ ধীমান্ ঈশ্বর: ধ্রুবাদি (ধ্রুবাদিবিভাগক্রমেণ) যোগেন, (ঔপযুক্তাদি) যৌগি যোগেন, (ক্রমাদি দ্বারা) যাবতি তথা লোকযাত্রা (লোকব্যবহার: অনন্তত্ব) বহুত্বাৎ অনন্ত:) ইত্যেবং ভূয়াৎ ॥৪০

ধং ধাতুরিঃ ঋষির: সলিলং মহী: জ্যোতীংষি সন্ধানি ঋক্, দিশ: ক্রমাদীন্ ধং বিভক্তিরূপ ধ্রুবাদ্যবয়বরূপাংশ্চ, সহিৎ-সমূহাংশ্চ ঋক্ ৩ য়ং: শরীর যত্র অক্ষর: (ধ্রুবাদি অনুবৃত্তিমিত্ত বিভক্তি:) ক্রমেণ ॥৪১

কিঞ্চ কৃৎস্নঃ অখিল ওঁকার: (ওংকারোঽপি ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি, সন্ধানি ঋক্, দিশ: ক্রমাদীন্ ধং বিভক্তিরূপ ধ্রুবাদ্যবয়বরূপাংশ্চ, সহিৎ-সমূহাংশ্চ ঋক্ ৩ য়ং: শরীর যত্র অক্ষর: (ধ্রুবাদি অনুবৃত্তিমিত্ত বিভক্তি:) ক্রমেণ ॥৪১

ভক্তি: (ক্রমাদি ভক্তি:) স্বরূপানুরূপো বিভক্তি- (স্বরূপ: তত্ত্বত:) তত্ত্ব চৈব ত্রিক একবাস্ত: (তত্ত্ব: ওঁকারে ত্রিক: ত্রিসংখ্যক: একবাস্ত:) প্রণবস্যেতত্ত্ব যথাক্রমঃ স্যা- (প্রণবস্য ওঁকারস্য ইতত্ত্ব: এবং যথাক্রমঃ স্যাৎ) ত্তৃষ্টিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতয়োঽনুযাদম্ (তৃষ্টি: (তৃপ্তি:), পুষ্টি: (পোষ:), স্মৃতয়: স্মৃতিশ্চ- স্মৃতি: যথা তথা প্রণবস্যেতত্ত্ব: (ওংকারস্যেদমেতত্ত্ব: প্রকাশিতপূর্বাঃ: তথা) ভক্তি: (ভোগকর্তা পরোক্ষাত্মা: (পরোক্ষত্ব তথাত: আত্মনঃ স্বরূপত্বাৎ) অন্তঃ যদনুগ্রহপ্রাপ্তিভ্যাম্ যিনি: ধাতাদ্যৎ এবং ত্রিক: একবাস্ত: তথাবয়বরূপা এব প্রণবস্য ওঁকার ॥৪২

দোষ ও) ওঁকারে কোন সম্ভাবনা আছিয়ে না ॥৩৭

প্রকৃত প্রস্তাবে অনিত্য ও অবাস্তব হইলেও, মনের কল্পনা অনুসারে যখনই যেখানে যেমন ভাবপ্রকাশে যেরূপ প্রয়োজন হয়, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ জগৎ স্থূল বিষয় ও বহুপূর্ণ হইলেও বিষয়াসক্তপুরুষের মনের আসক্তি অনুসারে যথার্থ ও নিত্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। অতএব ভব-বন্ধনরূপ সংসারের ভেদাত্মক কর্মসমূহের যে সব সংস্কার ও বিকল্পের দ্বারা অবস্থান করে, সর্বাগ্রে তাহারই নিরোধ করা বিবেকী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য ; নতুবা জগৎ হইতে নিষ্কৃতিই অসম্ভাবিত থাকে ॥৩৮

ভক্তবাঞ্ছা শ্রীহরির সর্বপাপ-নাশন পুণ্যপ্রদ জন্ম, কর্ম ও অনুগ্রহোপযোগী যে সমস্ত নাম জগতে পরিকীর্তিত আছে, সাধু ভক্তজন তাহাদের প্রয়োজনকে প্রয়োজিত করিবার অভিপ্রায়েই বিষয়াসক্তি ও সাংসারিক সংস্কার কলাপাদি প্রধান পূর্বতন সেই সমস্ত নামাদি কীর্তন করত অনায়াসলভ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥৩৯

সর্বদা এইরূপ আচরণে যাঁর অতীষ্টদেব ভগবানের নামকীর্তনে প্রথমে যখন প্রকৃত প্রেমের উদয় হয়, তখন ভক্তের আর লোক-মর্যাদার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। তিনি স্বাভাবিক সংস্কার ও ভগবানে সমর্পণযুক্ত হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কখন উচ্চ হাস্য, কখনও রোদন

ইত্যনুকম্প্যোঽজতয়ানুগৃহ্ণন্
ভক্তির্বিতন্বন্ পরিতোষমীশ্বরম্ ।
ব্যধিত যৈ জন্মভিরস্ত সাত্বতঃ
ক্রুধঃ পরাং নির্বৃতমুপৈতি মামাৎ ৪৪০

ব্যাকোপাচ ।

অথ ভাগবতং ত্বত্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মণঃ ।
যদা চরতি যদ্ ব্রহ্মন্ যৈর্লিঙ্গৈর্ভক্তবৎসলে ৪৪১

শ্রীশুক উবাচ ।

সর্বমূলং হরের্রূপং ভগবদ্ধ্যানমঙ্গলম্ ।
মুক্তায়ি ভগবদ্যাত্রেব ভগবতোঽদ্ভুতম্ ৪৪২
ঈক্ষেত ভক্তিযোগেন মনসৈবেন্দ্রিয়েশ্বরে ।
শ্রেয়ঃ-নৈশ্রী-ভয়োপেক্ষা যং ভক্তোঽপি ন যাচতে ৪৪৩
অর্থাভাবেন হীনস্য পুংসঃ যঃ প্রার্থনাং বুধঃ ।
ন তদ্ভক্তেষু চাসক্তঃ স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ৪৪৪

যে ব্রাহ্মণ্য ইতি ঔপনিষদবাক্যে ব্রহ্মণ্যতয়া ভগবন্তম্, অনুগৃহ্ণন্ ভক্তান্ ভগবন্তম্ (যঃ ভক্তিঃ বিতনোতি ভগবৎ-প্রেমাণং যৈ (ভগবদ্ভিঃ) ভবতি, যতঃ (এব ভক্তাভিঃ) সাক্ষাৎ পরম্ সর্বতঃ নৈরপেক্ষ্যে সাধিনি, ভগবদ্ভক্ত-পরাধীনত্বাৎ মুক্তিম্, ঈশ্বরমি আদদাতি ।৪৩

ব্যাকোপাচ । (হে ব্রাহ্মণ্য ! অথ ভগবতঃ (ঈশ্বরস্য ভক্তস্য বিশেষ) অদ্ভুতঃ ভগবদ্ভাবঃ, পুনঃ যাবৎ যৎ ভবতি, যৎ ব্রহ্ম যৈঃ লিঙ্গৈঃ চিহ্নৈঃ (যঃ) ভগবৎপ্রিয়ঃ ভবতি, যঃ ভাগবতো ভগবদ্ভক্তঃ ব্রহ্ম বর্ততে ।৩৯

শ্রীশুকঃ উবাচ । আত্মনঃ আত্মভক্তস্য ব্রহ্মণ্যতয়া আত্মা যিঃ পরমো হরিরিতি) যদা সর্বত্রৈব ভগবদ্ভাবনাযুক্তেষু

ভগবদ্ভক্তেষু (বিষ্ণুভক্তেষু বৈষ্ণবেষু বিরক্তিপ্রৌঢ়ভক্তিষু, এব) যথা আবিঃ ভবতি ঈক্ষা চিন্তা-পূর্বং যদা এব মুক্তায়ি (যঃ সর্বতঃ, যঃ এব ভগবদ্ভাবঃ ।৪১

যঃ ঈশ্বরে যেন, ভগবদ্ভেষু ঈশ্বরভক্তেষু ভক্তেষু চৈত্যে, ব্রহ্মিষ্ঠেষু ব্রহ্মবিদ্যু ব্রহ্মে ভক্তেষু-প্রাধান্যেন, বিশেষু ভগবদ্ভাবনাবিশিষ্টেষু ঈশ্বরভক্তেষু, ঐশ্বরভক্তে ভবতি, যঃ ভাগবতঃ ।৪৩

যঃ ঈশ্বরে হরিরূপেণ ভগবতি, এব (সর্বত্র বিশ্বাত্মকতয়া, যত্র যত্র প্রতীয়তে তত্র) পূর্ণে ব্রহ্মে ঈক্ষতে ভবতি, যদ্ভক্তেষু ভগবৎ ভেদাভেদাদিষু ১ ম (পূর্ণে ব্রহ্মণি, যঃ প্রাকৃতঃ (ভক্তঃ) ভক্তঃ মৃতঃ ঈক্ষতে ।৪৭

এবং বিচারবারে ঈশ্বরের প্রকাশ ও অনুরোধ করত বৃত্তান্তের দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায় আচরণ করেন ।৪০

অর্থাৎ ভক্তের ভাব অপূর্ব ! তিনি আকাশ, বায়ু, অনল, জল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ, প্রাণিবর্গ এবং দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষ, নদী, সমুদ্র এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কোন পদার্থই বন্দনযোগ্য করেন, অধিক কি ! আপনার সদৃশ পর্যন্ত ভগবান্ শ্রীহরির স্বরূপবোধে প্রণাম করিয়া থাকেন ।৪১

যেমন জ্ঞানবলে প্রতিশ্বাসেই অনেক সৃষ্টি, স্থিতি ও সৃষ্টিবৃত্তি ক্রমশই হইয়া থাকে, সেইরূপ অনন্যমনে ভগবানে নির্বৃতি করত প্রত্যহি ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠানের ভক্তের শ্রেয়লক্ষণা ভক্তি, ভগবৎস্বরূপের ঈক্ষণ এবং ধনমুক্তফলাদি বিষয়ে বৈরাগ্য, এই তিনটীই ভক্তের ভগবানেই ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হইয়া পরিবর্ধিত হইয়া থাকে ।৪২

যে ব্রহ্মন্ ! ঈক্ষ ভক্তাধীনানুসারে ভগবৎ-পাদপদ্ম অবলম্বন করিলে যেমন ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটে, সেইরূপ অন্যে সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি বা অন্যান্য ক্ষেম-লক্ষণাও মুক্তিপাদও ভক্তের ভজিয়া থাকে ।৪৩

তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ্য ! আপনি এক্ষণে ভগবদ্ভক্তের অনুষ্ঠানকারী ভক্তের পরিচয় বলুন ; অর্থাৎ যাঁহারা যে ভাবীয় ধর্মের অনুষ্ঠানে ও বাসুদেব ভগবানের পরিচয়ে জন-সমাজে যেরূপ আচরণ করেন, যেরূপ ভাবের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া যে ভিন্ন তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, এই সমস্ত আপনি বিস্তারিত বর্ণন করুন ।৪৪

এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ শ্রীশুক বলিলেন,—যে

দৃষ্টীরাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন যেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিদ্যোর্যোগমিমং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫৮
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥৫৯

ন কাম-কর্ম-বীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৬০
ন যস্য জন্ম-কর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥৬১
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৬২

ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থান্ শব্দাদিবিষয়ান্ গৃহীতাঃ অপি (অজ্ঞানিভিঃ গৃহ্যমাণেষু) ইব (তত্ত্বতঃ অগৃহ্যমাণেষু ইব) যঃ ন বেষ্টি (দ্বেষ্টি) ন হৃষ্যতি (হৃষ্যতি চ) ন শোচতি (হৃষ্যতি চ) তথা, সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫৮

যঃ দেহঃ চ প্রাণঃ চ দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়ঃ তাসাং সম্বন্ধিনঃ জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ (জন্ম চ অপ্যয়শ্চ ক্ষুচ্চ ভয়ঞ্চ তর্ষশ্চ কৃচ্ছ্রঞ্চ তৈঃ) অবিমুহ্যমানঃ (অভিভূয়মানঃ) সঃ ভাগবত-প্রধানঃ উত্তমঃ ভাগবতঃ ভবেৎ ॥৫৯

যস্য চেতসি কামকর্মবীজানাং (কামঃ বিষয়ভোগাভিলাষঃ

যাহা কখনও উহার বৈষয়িক পরীক্ষাস্থলে যে সুখদায়ী সুখ-সাধনাদি ভোগ্য) সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ (ন ভবতি), বাসুদেবৈক-নিলয়ঃ (বাসুদেবঃ একঃ এব নিলয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্য সঃ) সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৬০

যস্য জন্মনি দেহে চ কর্মণি বর্ণাশ্রমাদিভিঃ অহংভাবঃ সঙ্গঃ, সঃ বৈ হরেঃ প্রিয়ঃ ॥৬১

যস্য বিত্তেষু আত্মনি চ স্বঃ পরঃ ইতি ভিদা ন সর্বভূত-ভেদঃ, সঃ সর্বভূতেষু একাত্মদর্শী, শান্তঃ ভিত্তেন্দ্রিয়ঃ সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৬২

ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের ফলস্বরূপ ভগবানের অনুগ্রহে সর্ব-পরিত্রাণকারী সর্বোপরি পরমাত্মা হরির প্রেমধন্য-পূর্ণ ভাব এবং সেই পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে ভাবনীয় পদার্থের স্বরূপে সন্দর্শনে সমর্থ হন, তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া পরিকীর্তিত ॥৫৮

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবৎ ভক্তের সহিত মিত্রতা, অবজ্ঞিত জনে কৃপা এবং ঈশ্বর ও ভক্তের বিদ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তাদৃশ উত্তমশ্রেণী ভক্ত সমাজ ভাগবত বলিয়া অভিহিত ॥৫৯

ভগবান্ সর্বব্যাপী ও অনন্ত হইলেও যে ব্যক্তি তাঁহা অবধারণে অসমর্থ হইয়া দানপ্রতিগ্রহাদি প্রক্রিয়াকে অবলম্বনপূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া থাকেন এবং ভগবদ্ভক্ত বা ভক্তদের অন্য পদার্থে ভগবদ্ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাকে ভক্তপর্যায়ের নিম্নে অল্প ভক্তসংজ্ঞায় গণনা করা হয় ॥৬০

যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পিত-চিত্ত যে পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ভোগ্য সকলপ্রকার বিষয়-চিত্তের উপভোগ করিয়াও বিষয়-নিষ্ঠ সুখ বা দুঃখে আবদ্ধিত বা বিগত হন না, যাবতীয় সুখদুঃখাদি ব্যাপারে এক বিষ্ণুর সাযুজ্যলাভে নিশ্চিন্ত ভাবের চিত্তের তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত ॥৬০

ভগবান্ নারায়ণকে স্বয়ং-বপুতে অবস্থিত সকল কারণ, যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে বিমোহিত হন না; অর্থাৎ দেহের জন্ম নাশ, ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রম জনিত অবসাদ, প্রাণের ক্ষুধাপিপাসা, মনঃ ক্ষোভ এবং বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে সাধারণেই বশ আনিয়া তাহাতে পরিলিপ্ত হন না, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥৬১

একমাত্র বাসুদেবে আত্মসমর্পিত হওয়ায় যাঁহার ভিন্ন কামনা, তজ্জনিত কর্ম এবং তদ্বিনিময়ে ভোগ প্রকার সংসারের মূলীভূত সংস্কার স্থান পায় না, তিনিই ভাগবতোত্তম বলিয়া কথিত হন ॥৬২

বিষ্ণুমন্ত্রবিভেদেষ্বেবংস্যাদ্ভূক্তি-
মুক্তিসিদ্ধাদ্যবাপ্তির্বিষ্ণুপ্রসাদাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
দবিচলিতার্থগুণ যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥৫৩
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥৫৪

বিষ্ণুমন্ত্রে ভেদাঃ ন স্যুঃ যস্য সাক্ষা-
দ্ভক্তিবশাদ্বিদিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

বিষ্ণুমন্ত্রবিভেদেষু বৈষ্ণবাভাসাপেক্ষয়া অপি অধিকাধিকফলপ্রাপ্তিঃ (অধিকে যত্নে এব আদরঃ চিহ্নং যেষাং ; অধিকঃ আদরঃ যত্নঃ যেষাংবিধি তে ইতঃ) ভূক্ত্যাদিসিদ্ধিঃ বিষ্ণুমন্ত্রে ভগবৎপদারবিন্দে ভগবান্ অপি যঃ ন চলতি ভজনে ন ত্যজতি, অতঃএবঃ অতঃ অবিচলিতঃ অতঃ অবিচলিতঃ অর্থঃ ভগবদ্ভক্তিঃ যস্য সঃ বৈষ্ণবাগ্র্যঃ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠঃ ভবতি ॥৫৩

ভগবতঃ উরুবিক্রমস্য শ্রীপাদপদ্মস্য নখমণিচন্দ্রিকয়া (উরুঃ বিক্রমঃ বিক্রান্তিঃ যস্যাঃ তয়া ; অত্যন্তং পাদপদ্মে যা পাদপদ্মস্য অনুলোমে যে নখাঃ তে এব নবাঃ মণিচন্দ্রাঃ তেষাং কান্তিরূপয়া, যেষাং চন্দ্রিকঃ দর্শনে সতি দ্রুতং নিজং বিস্মৃত্য ভক্তাঃ আত্মানং ভগবন্তং পশ্যন্তি ইতি ভাবঃ) নিরস্ততাপে (অতএব অজ্ঞানিনাং বৈষয়িকাণাং তাপে) অতিদূরে যাতে ঈদৃশেঽপি মম হৃদয়ে ন বিদ্যতে দুষ্টতা, যা ভাবনায়াঃ প্রভবে- সূর্যঃ উদিতঃ কথিতঃ ॥৪

ইতি একাদশে মূলে শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যায়াং [দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ]

বঙ্গভাষায়াং অনুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥৫

এই মন্ত্রের জপ করিয়া যাঁহার হৃদয়ে সংকল্পের জন্ম, পুণ্যোৎপাদক কর্ম, ইষ্টেই আস্থা, সেই আত্মার যা ঈশ্বরে নিশ্চিত অহঙ্কার-ভাবের উদয় না হয়, তিনিই শ্রীহরির একজন শ্রেষ্ঠভক্ত ॥১

বিষ্ণুমন্ত্রাদি সম্পত্তিতে, অধিক কি। যেই পর্যন্ত যাঁহার আত্মীয় বা পর বলিয়া ভেদ-জ্ঞান না থাকে, সকল জীবের প্রতি সমজ্ঞানে শান্তচিত্তে অবস্থিতি করিতে পারেন, তাঁহাকেই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥২

অধিক কি। বিষ্ণুমন্ত্রের সাধন পাইবার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপ্ত হইলেও যে ব্যক্তি ভগবৎ বিগলিত হন না, এমন কি। ভগবানের জন্ম জ্ঞেয়প্রকাশিত ভগবদ্ভক্তপ্রাধান্য হইতে অধিক-চিত্ত হন না, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন ॥৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

উরুবিক্রম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অনুলিম্পিত নবরশ্মি শীতল জ্যোতিতে যাঁহাদের চিত্ত-সন্তাপ অল্পকালের নিমিত্ত-তাপের ন্যায় নির্বাপিত হয়, তাদৃশ উপাসক অতীত হৃদয়ে সংসার-তাপ কি আর স্থান পাইতে পারে ॥৪

উপাসনার অজ্ঞানে যাঁহার চিত্ত একটী প্রকৃত হইয়াছে যে, অবশ্যম্ভাবে একবার স্মরণ করিবামাত্র সর্বপাপ-বিনাশন আকার ভক্তলোচন কৃষ্ণ যেন প্রণয়রজ্জুতে বদ্ধ-চরণ হইয়া যাঁহার হৃদয়মন্দির কখন পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন ॥৫

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীভগবদ্দত্তশর্মাত্মি-কৃত দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

[ধারণাধারয়োঃ নিত্যবশোপায়ানাঞ্চ বর্ণনম্, তথা ব্রহ্মকল্পাদিনিরূপণম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মানমব্যক্তগোচরম্।
সমাধেহি যেনাক্ষবিষয়ো ভগবাংস্তব ॥ ১
নামরূপক্রিয়াযোগৈ র্ভগবন্ ব্যবহার্যতে।
লক্ষণাবস্থাপরিণতৈ র্ঘটাদ্যৈরিব মৃন্ময়ঃ ॥ ২

পরাশর উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং ব্রহ্মন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
সমস্তজগতাধারে ন ত্বন্যা যুক্তিরত্র হি ॥ ৩
এবং প্রকৃতয়ঃ কৃৎস্নাঃ প্রবৃত্তেঃ কারণং পরম্।
এবমেবাস্য বিশ্বস্য বিষ্ণুঃ কৃৎস্নস্য কারণম্ ॥ ৪

অন্বয়।

যস্য বিষ্ণোঃ ঈশস্য। ঈশস্য সমস্তজগদ্ব্যাপিনঃ পরস্য সর্বজ্ঞাদ্বয়তত্ত্বস্য বিষ্ণোঃ। মহাবিষ্ণোরিত্যর্থঃ। অব্যক্তগোচরম্ অব্যক্তো গোচরো বিষয়ো যস্য তৎ (যেনপ্রকারেণ ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুরূপেণ বিষয়ীভবতি তৎ ত্বং মে ব্রূহি ইত্যর্থঃ)। মানম্ (তস্য) স্বরূপং সমাধেহি (ব্রূহি)। যেন (প্রকারেণ) ভগবান্ ব্রহ্মা। ত্বং। অক্ষবিষয়ঃ (ইন্দ্রিয়গোচরো ভবতি)।

অবতরণিকা। ভগবান্ ব্রহ্মা (সর্বজ্ঞাদ্বয়তত্ত্বো ব্রহ্মাপ্যেবং বিষ্ণুরূপেণ বিষয়ীভবতি) (অতএব ভগবান্ ব্রহ্মাপি ব্রহ্মাত্মকো বিষ্ণুরূপেণ বিষয়ীভবতি) ইতি ত্বং মে ব্রূহি ইতি মৈত্রেয়ঃ পরাশরং পৃচ্ছতি।

অন্বয়।

(ভগবান্, যদি ঈশ্বরাবতারত্বেন ব্রহ্মা ন ব্রহ্মতত্ত্বং ভিন্নঃ) তদাপি ব্রহ্মণো মনুষ্যাদিবৎ (ন্যূনত্বেন) বিষয়ত্বং (ন্যূনত্বেন ইন্দ্রিয়গোচরত্বং) কথং (ন ভবতি ইত্যর্থঃ)। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। নামরূপক্রিয়াযোগৈঃ (নামরূপক্রিয়াসম্বন্ধৈঃ) ব্যবহার্যতে (ব্যবহারবিষয়ীক্রিয়তে)। ঘটাদ্যৈঃ (ঘটশরাবাদিভিঃ) লক্ষণাবস্থাপরিণতৈঃ (লক্ষণা যা অবস্থা তস্যাঃ পরিণতৈঃ প্রাপ্তৈঃ) মৃন্ময়ঃ (মৃত্তিকা) ইব।

তৃতীয় অধ্যায়।

(ব্রহ্মা ও তাঁহা হইতে বিরাজের উৎপত্তি বর্ণন এবং ব্রহ্মকল্পাদি নিরূপণ।)

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! সর্বজ্ঞাদ্বয়তত্ত্বরূপ সর্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর যে অনির্বচনীয়স্বরূপতা বলা আছে, যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মাদি প্রধান ব্যক্তাবসান সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, আমি সেই ব্রহ্মার বিষয় অবগত হইতে বাসনা করি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন।১

যেহেতু, ইন্দ্রিয় সমূহাদি প্রাপ্ত হইয়াও আপনারা সমাধিযোগে আমি বিরাজই পরিজ্ঞাত হইয়াছি; সেই জন্য যেমন অপূর্ণ মনোবিনোদন হরিবার পূর্ণ ভগবান্ ঘটাদিতে মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ভগবান্ ব্রহ্মাও প্রকৃতিরূপে বৃদ্ধি হইতেছে না; যেহেতু ভগবান্ ব্রহ্মাদি, অবশ-লালসা তাঁহার ইচ্ছারূপা বৃদ্ধিই পাইতেছে।২

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু অনাদি ও অনন্ত; তাঁহার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তিনি অংশরূপে বহুধা জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে পরিচিত হইতেছেন। যাহা সংসারের তিনিই একমাত্র সার। তিনি ব্যাপক জীবনিচয়ের বিষয়াদরে তোষ এবং বিষয়বিচারে অসমর্থ প্রযুক্তই এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতাদির দ্বারা দেব, মনুষ্য ও তির্যগাদি উচ্চই ও অনুচ্চই জীবদেহ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।৩

এই প্রকারে পঞ্চভূতাদি-সৃষ্ট দেহের দ্বারা অন্তরাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ প্রথম ব্রহ্মা-

ততৈর্ভগাদ্ দ কুরুতে আত্মপ্রয়োগিতৈঃ প্রভুঃ।
সকলান ইহ সর্বাত্মাত্মনিষ্ঠ সম্ভবে ॥৫

কর্মাণি কর্মভিঃ কুর্বন্ সন্নিধিত্বানি যোজয়ৎ।
তত্তৎ কর্মফলং ভুঙ্ক্তে ভবতীহ সুখেতরম্ ॥৬

ইত্থং কর্মগতীর্গচ্ছন্ জন্তুরুচ্চাবচাঃ পুমান্।
আ কুরুক্ষয়াদ্ ধর্মপ্রলয়াদাত্মভূতেরকৃতঃ ॥৭

ধাতুপ্লবে আদ্যে যাতে ত্রয়স্তপাদকৃতম্।
অবাপিনিষ্ঠে কালে তু ব্যাকারোপকল্পিতি ॥৮
পঞ্চবর্ণা তদ্ব্যবৃষ্টির্বিস্তাদ্যবনা ভুবি।
তৎকালেপাধিরোজাকৌ লোকাশ্রীম্
প্রতপিষ্যতি ॥৯

পাতাল-তলবাসাত্তা সপ্তর্ষয়ুপরিগতঃ।
সহস্রকৃত্বঃ পিবন্ বিশ্বং বর্ষত্যে ধাতুরেধিতঃ ॥১০

তত্তৎ সা প্রভুঃ সেবিতারী ধীরঃ আত্মপ্রয়োগিতৈঃ (আত্মনা যেষাং উদ্দেশে প্রয়োগিতঃ তেষাংস্তৈঃ ধীরৈঃ তত্তদধিষ্ঠানভূতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ তত্তৎ সকলান্ বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ) ইহ ভোগায়তনে বিষয়ভোগে সতি আত্মনি ধারণে ইত্যর্থঃ ॥৫

ভোক্তৃত্বে (ভোক্তৃত্বিশিষ্টো ভূত্বা) তত্তদ্ভিঃ পূর্বপূর্ব-ভোগেষ্টিতত্তৎকর্মভিঃ সন্নিধিত্বানি ইন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠানানি যোজয়ৎ পূর্বং তত্তদ্ভোগায় তত্তদ্ভোগসাধনভূতানি তত্তৎ কর্মফলং সুখং দুঃখং বা ভুঙ্ক্তে ইতি সম্বন্ধঃ ॥৬

ইত্থং যথোক্তপ্রকারঃ (যুগি অবস্থাদি যদি প্রাপ্নোতি ইতি) তত্তদ্গতীঃ তত্তদ্যা কর্তৃতাঃ পশ্যঃ ভোগসাধনদেহেন্দ্রিয়-ভোগী জন্তুঃ আত্মভূতৈঃ তত্তদ্ভোগসাধনৈঃ সর্বপ্রলয়ে অব্যবহিতে কল্পান্তে

ধাতুপ্লবে (ধাতুনা পঞ্চমহাভূতানাম্ ঈশ্বরেণ বিনাশে) আদ্যে প্রথমে যদি অবাপিনিষ্ঠে প্রকৃতিলয়পর্যন্তে কালে ব্যাকারোপকল্পিতঃ ব্যাকৃতোপকরণঃ (প্রকৃতিঃ তদি ভোক্তৃ) অবতিষ্ঠতি ॥৮

(তদা) ভুবি ঈদৃশে ভূলোকে, পঞ্চবর্ণা পঞ্চবর্ণবিশিষ্টা অন্নবৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি। তৎকালোপাধিরোজাকৌ (তেষু কালেষু ঔপাধিকঃ ঔজসঃ ঔজঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) এষ লোকান্ প্রতপিষ্যতি ॥৯

ঔর্ধ্বলিঙ্গঃ ঔর্ধ্বরেতাঃ, সপ্তর্ষয়ুপরিগতঃ (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্য ঊর্ধ্বতঃ স্থানং) কৃতবান্ সপ্তর্ষিভিঃ ঔপরি স্থিতঃ সেবিতঃ, পাতাল-তলং যাবৎ) বিশ্বং সর্বং পিবন্ লিন্ন সন্ বর্ষতে ॥১০

শরীরের অধিষ্ঠানরূপে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক ও কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের অধিষ্ঠানরূপে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মা বিভিন্নপ্রকার জীবকে ভোগ করাইয়া থাকেন ॥৫

অনন্তর সেই জীব ঈশ্বরপ্রেরণ হেতুবশতঃ ভৌতিক-বিশিষ্ট প্রকৃতির শুভ-পরিণামোৎপন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা পরমাত্মা বিষয়ের ভোগ করায়, এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত জীবের আত্মজ্ঞান তখন ভোগে আসক্ত হইয়াছে ॥৬

ভোক্তাভাবী জীব পূর্ব পূর্ব ভোগাদির কর্মবাসনার দ্বারা উত্তরোত্তর ভোগোপযোগী পুণ্যপাপজনক নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করিয়া, সুখদুঃখরূপ ফলভোগ করিতে করিতে অনন্ত সংসারপথে ভ্রমণ করিতেছে ॥৭

এই প্রকারে বিবিধ সুখদুঃখপ্রদায়ক কর্মের ফলভূত ভোগ, মনুষ্য ও তির্যগাদি যোনি লাভ করিয়া, জীব কর্মক্ষয়ে অবশেষে তার ভূতসমূহের প্রলয়াবধি অবস্থানস্থানে আসিয়া হইতেছে ॥৭

পঞ্চমহাভূতের বিনাশ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইবার উপক্রম হইলে, প্রথমে বিনাশশূন্য অথচ বর্তমান কাল প্রযন্ত্রসাধন সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম ব্যক্ত প্রপঞ্চকে অব্যক্ত প্রকৃতিতে পরিণত করিবার জন্য আবর্তন করে ॥৮

সেই সময়ে প্রথমে, ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চবর্ণযুক্তা ওষধির অনাবৃষ্টি আরম্ভ হয়; সেই অনাবৃষ্টিতে মানবের প্রাণশক্তিসকল বিলুপ্ত পরিণত হইতে থাকে ॥৯

তৎকালে সমস্তলোক দুঃখ-নিবারক প্রলয়কাল প্রতপ্তপ্রায় হইয়া বিনাশকাল উপস্থিত

সংবর্ত্তকো বেদবপো বর্ষিষ্ঠে নভসি ত্রয়ঃ।
বায়োর্জিহ্বিষ্যতিনীয়তে শশিনঃ বিরাট্ ॥১১

অতো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥১২

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥১৩

হৃতরূপন্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ॥১৪
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥১৫
এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৬

সংবর্ত্তকঃ নাম প্রলয়কৃৎ বেদবপুঃ ঋগ্বিগ্রহবান্ যজুরক্ষিঃ সামাত্মা ত্রয়ীমূর্তিঃ বায়োঃ সকাশাৎ সকলং বর্ষতঃ বর্ষিষ্ঠে। উদকে বিরাট্ প্রবাহরূপে শশিনে শীয়তে যা (ইতি বিশেষার্থে)।১১

হে নৃপ! ততঃ হিরণ্যঃ পুরুষঃ সর্বজীবানাং বিরাজম্ উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা, নিরিন্ধনঃ নির্গতাঃ ইন্ধনাৎ যস্মাৎ অগ্নিঃ ইব সন্ অব্যক্তং আত্মনঃ বিশতে প্রবিশতি।১২

(সংবর্ত্তকেন) বায়ুনা হৃতগন্ধা (হৃতঃ গন্ধঃ যস্যাঃ সা) ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে সলিলে শীয়তে তদ্ধৃতরসং (তেন বায়ুনা হৃতরসং) সলিলং জ্যোতিষ্ট্বায় (জ্যোতিষি স্বভাবায়ে) উপকল্পতে শীয়তে।১৩

(সংবর্ত্তকেন) হৃতরূপা হৃতরূপং জ্যোতিঃ (যস্যাঃ গন্ধঃ হৃতঃ সা) বায়ৌ প্রলীয়তে, অবকাশেন হৃতস্পর্শঃ (হৃতঃ স্পর্শঃ যস্য সঃ) আকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে।১৪

কালাত্মনা হৃতগুণং নভঃ আত্মনি লীয়তে। হে নৃপ! ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈঃ দেবৈঃ সহ যথা স্বকারণেষু প্রবিশন্তি। এবং স্বগুণৈঃ নিজৈঃ গুণৈঃ সহ যথা স্বকারণং আত্মনি প্রবিশতি লীয়তে; তথা আত্মনঃ সা ত্রিবর্ণা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ভবতি।১৫-১৬

সংবর্ত্তক অন্তকালে জ্যোতিঃ প্রলয়ং আপ্নোতি হৃতরূপা হইলে, জ্যোতি বায়ুতে বিলীন হইবে এবং অবকাশ কর্ত্তৃক বায়ুর স্পর্শ গুণ সংহৃত হইলে বায়ুও আকাশে পরিণত হইবে।১৪

কালরূপে ভগবানের ঈক্ষায় আকাশগুণ শব্দ অন্তর্হিত হইলে, আকাশও তামস অহঙ্কারে অনুপ্রবেশ করিবে; এইরূপে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজস অহঙ্কারে, মন ও দেবতাগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কারে এবং এই ত্রিবিধ কার্য্য সহ মূল অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব মূলা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাবে।১৫

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণান্বিতা ভগবৎশক্তি মায়ার বিষয় আমরা আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কোন্ বিষয় শ্রবণার্থ আপনার কৌতূহল হইতেছে, তাহা নিবেদন করুন।১৬

ব্রাহ্মণোবাচ।

যদ্যেষাবৈষ্ণবী শক্তিঃ সর্বকামফলপ্রদা।
তদস্যাঃ মূলবিদ্যায়া মন্ত্রং ব্রূহীহ মে প্রভো ॥১৭

প্রভুরুবাচ।

কর্মাণ্যারভমাণায়াঃ মুনয়ো যত্র যত্র বৈ।
পদন্যাসং পাদবিন্যাসং বিষ্ণুনীচারিণায় তৃণাম্ ॥১৮
নিত্যাদিভিশ্চ বিপ্রেন্দ্র সর্বকৃত্যান্তরাত্মনা।
মূলাদ্যাত্মশক্তিঃ সা প্রীতিঃ সাদিষ্টমন্ত্রৈঃ ॥১৯

এবং লোকঃ পরং বিদ্যামবাপ্য কর্মনির্মিতম্।
সমুল্লাসিতমন্ত্রেণ যথা যত্নবতা নরঃ ॥২০

তস্মাৎ ত্বয়ং প্রশস্যেত্র জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাস্ত্রে পরে চ নিষ্ণাতঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২১

তত্র তাবদ্বরান্ বর্ণান্ বিপ্রেন্দ্র গুরুরাত্মবৈষ্ণবঃ।
অনায়াসানুরক্তা যৈরক্লেশাদ্যাত্মতো হরিঃ ॥২২

ব্রহ্মা উবাচ। হে মহর্ষে! অতঃপরমিতঃ তস্মাৎ এবম্ বৈষ্ণবী শক্তিঃ মূলবিদ্যা যথা যত্নবতা নরেণ লভ্যতে, তথা ইহ উচ্যতাম্ ॥১৭

প্রভুরুবাচ। মুনয়ঃ) মুনিবিপ্রেন্দ্রঃ, যত্র যত্র প্রদেশে, চ যত্রাপি লৌকিকলৌকিকস্থানেষু, আরভমাণায়াঃ বিষ্ণুনীচারিণায় (বিষ্ণো পদ বিষ্ণুনীচ্য ইতিবদাদরে তৃতীয়া) পাদবিন্যাসং তৎপ্রদেশেষু পদন্যাসং ॥১৮

বিপ্রেন্দ্রাদিবৎ আত্মনঃ) বরেণ্যত্বাদ্ধেতোঃ, অথচ মূলবিদ্যা আত্মস্বরূপেণ বিষ্ণুঃ তথা সাদিষ্টৈঃ তৈঃ মূলাদ্যাত্মশক্তিঃ সা প্রীতিঃ সাৎ ॥১৯

এবং মন্ত্রসমন্বিতং বিষ্ণুং বৈষ্ণবং তথা তদর্পিতম্ (তদর্থং বিহিতম্ কর্মনির্মিতম্) লোকং (প্রাপ্তিং) তথা প্রকারং সমুল্লাসিতমন্ত্রেণ ৬ বিদ্বান্ ॥২০

অতঃ) হেতোঃ তেন (তত্র) প্রশস্যেন বিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ পরমং বৈষ্ণবাখ্যং পাঞ্চরাত্রং তত্ত্বং প্রত্যক্ষতঃ নিশ্চিনোতি ॥২১

তত্র তাবৎ (তত্রাদৌ খলু আত্মবৎ বিষ্ণুং বৈষ্ণবং বৈষ্ণবং আত্মবিদ্যাঞ্চ যে নরাঃ) তে অনায়াসাঃ বিষ্ণুতত্ত্বং প্রত্যক্ষতঃ অনুরক্তা যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ বিষ্ণুং। যৈঃ যেষাং আত্মা সর্বাত্মা আত্মনঃ আত্মভূতঃ হরিঃ সর্বান্তরাত্মা তথাত্মা তুষ্যতি ॥২২

তথন বিপ্রেন্দ্র বলিলেন,—হে মহর্ষিবর! পুণ্যশীল অকৃতাত্মা ব্রহ্মবাদের অনভিজ্ঞব্যক্তিরা তাদৃশী বৈষ্ণবী শক্তি মাহাত্ম্যের মূলমন্ত্র যেরূপে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, আপনি তাহার উপায় কীর্তন করিয়া আমার জিজ্ঞাসিত তাহার বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করুন ॥১৭

বিষ্ণুভক্ত এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ প্রভু বলিলেন,—হে মহর্ষে! মনুষ্যমাত্রেই দুঃখনিবারণ পূর্বক সুখপ্রাপ্তির কামনায় বিভিন্ন কলপ্রদ বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু সংসার উল্লঙ্ঘনে সহায় কর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও প্রভুর প্রভাবে বিপরীত ফলই ভোগ করিয়া থাকে ॥১৮

বিষ্ণুর পরিজ্ঞান পূর্বক বিষ্ণুর জীবন পর্যন্ত কর্ম না করিলে বিফল লাভের ভয় না; কিন্তু তাদৃশ দুর্লভ বিষ্ণুর প্রাপ্তির পরিবর্তে বিষ্ণু প্রসাদ প্রদান করিয়া থাকে। কারণ তথায় কোন সামগ্রীর ক্ষয় বা অন্যান্য দোষযুক্ত নহে। অতএব যত্ন পরিজ্ঞানে অর্জিত ধন, ক্ষেত্র, পুত্র, স্বজন ও পশু প্রভৃতি যদি অনন্তকাল হয়, তবে তাহাতে কি আশ্চর্যের প্রত্যাশা থাকে ॥১৯

যেমন ঐহিকের সুখলাভ পরার্থ অন্বিত ও দুঃখমূল, সেইরূপ তাদৃশকর্মার্জিত পরলোক কর্মার্জিত নশ্বর এবং ক্ষয় ও অতিশয় দোষযুক্ত; এই প্রকারের সম্পত্তির যেমন মন্ত্রসমন্বয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে, তদ্রূপ যত্নবান হইলেও জীব সেইরূপ ভোগে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হয় হইতে অত্যধিক

সর্বতো মনসোঽসমাধৌ সদা সাধু।
দ্বয়ং মৈত্রীং প্রসাদঞ্চ মুহুরেতা অপোহিতুম্ ॥২০

মৌনং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাঞ্চ সমং দুঃখসুখয়োঃ ॥২১

সর্বভূতাত্মভূতত্বাং কৈবল্যমধিকে তথা।
বিবিক্তদৃগবস্থানং সংযোগে ক্ষেম কেবলে ॥২২

ব্রহ্মণ্যে ব্রহ্মচর্যে চ সাধুনিবাসকর্ম চাপি হি।
অনো-বাক্-কর্মভক্তং সত্যং সম-প্রযোগি ॥২৩
ব্রহ্মণঃ কীর্তনং ধ্যানং স্বরেরুচ্চকর্মণঃ।
জপ-কর্ম-প্রণামাশ্চ অর্থেঽধিগচারিত্বম্ ॥২৪
ইষ্টে দত্তং তপো জপ্তং কৃতং ক্ষান্ত্যা ক্রিয়ম্।
যাবদ্ যজমং সুবান্ প্রাণান্
হং পরত্র বিবেদনম্ ॥২৫

আমরা জানি সর্বতঃ সর্বদা সেবাদি দ্বারা অনন্ত, অনাদিকি সাধু ভগবদ্ভক্তে সদা তথা অবাধিত (সেবাকার্যাদিজন্যমাণে) দৃঢ়ম্ (বেগ রাখিয়ে) স্থাপ (করে) মৈত্রীম্ (মৈত্রম্) প্রসাদ বিনা ও অন্য সাধারণ বিষয়ের শিক্ষক ॥২০

তথা মৌন, তপঃ, তিতিক্ষা তথা, মৌন (প্রয়োজনাতিরিক্ত), স্বাধ্যায়, (আধিকারিকরূপে বেদপাঠাদিরূপ অর্জন (অধ্যাত্মবিদ্যার-প্রবচনাদ্যাবশ্যক) ব্রহ্মচর্য (ব্রহ্ম সম্বন্ধিব্রতাদি), অহিংসা (অনিষ্টাচরণবর্জন), সমভাবে (সুখদুঃখাদি-বিকারবর্জিত) সত্য ॥২১

সর্বত্র স্বাধ্যায়ত্বম্ আত্মবদ্ধাবাদ্ (সমস্ত

ভূতের অভিন্নতা নিত্যতা হেতু)। কৈবল্যম্ একাত্মতাম্, অধিকত্বম্ মুক্তাভিলাষাধিক্যে, বিবিক্তদৃগবস্থানম্ (বিবিক্তদৃষ্টা প্রকৃতেঃ বহুধাবস্থা দর্শন পরিত্যাগ) ক্ষেম কেবলে (প্রাকৃতবন্ধনের অভাবে) সাধিবে ॥২২

ব্রহ্মণ্যে ভগবদ্-প্রতিপাদকে শাস্ত্রে ব্রহ্মণ্ আচরণশীলে, তথা ভোগাভাব-প্রতিপাদকে শাস্ত্রে অভিজ্ঞঃ ও অতি হিঁ। সত্যম্ সমদর্শী অতি ইতি ব্যবহারকুশলে (ও যথার্থ তথা বিষয়চিন্তাপরিবর্জিত, বাক্ সত্য, তথা ভক্ত হয় (বিষয়ক বাক্যক্রিয়ার বিরত:) শিক্ষক ॥২৩

অনুকরণীয় ॥২৪: ভগবদ্ভক্তানাং প্রথম কীর্তন তথা তদর্থে তদ্ধ্যানাবশ্যক্, এবং অধিগচারিত্বম্ (অধিগম্যা ভগবদ্ভক্তবন্ধন চারিত্র) ব্যাপারে শিক্ষা ॥২৪

পালন না ॥২০

অতএব যাহা হইতে বিস্তারের উপায়স্বরূপ নিজের প্রকৃত মঙ্গল পরিলাভ হইবার সম্ভাবনা হয়ি থাকে, তাহা হইলে যেকোন প্রকারেও আত্মচিত্ত শুদ্ধ করণপূর্বক হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয় ॥১১

শুদ্ধচিত্তাধারে উপস্থিত হইয়া পরমা ভক্তি সহকারে এবং অকপটে আচরণে গুরুকে পরমেশ্বরের ন্যায় ভক্তি ও ভক্তিপূর্বক তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ভগবদ্ধর্ম শিক্ষা করা কর্তব্য। এই ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠানে সর্বদা সর্বথা শ্রীহরি ভক্তের অভাবাদি পূর্ণ করত তাঁহাকে আপনার স্বরূপ পর্যন্ত সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥১২

ভাগবত ধর্ম শিক্ষাসম্বন্ধে সর্বাগ্রে যেসকল

যাবতীয় পদার্থ হইতে মনকে বিচার করা এবং সাধু ভগবদ্ভক্তে আসক্ত করা বিধেয়। যেমন, কাল ও বিচারসহকারে ভূতসমূহের প্রতি দয়া, মৈত্রীভাব ও বিনয় প্রদর্শন করা কর্তব্য ॥২০

মৌন, তপস্যা, ক্ষমা, মৌন, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা এবং সুখদুঃখাদি উপস্থিতিতে হর্ষশোকাদিবর্জিত হইয়া নিত্য করিতে হইবে ॥২১

স্বাধ্যায়প্রভৃতি ভূতমাত্র পদার্থসমূহেই ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞান করা ভাগবত ধর্মের প্রধান অঙ্গ। নির্জনবাস, গৃহাদিতে অভিমান-ত্যাগ, পক্ষির চৌরমনে পরিমান এবং অনায়াস-লভ্য যদৃচ্ছায় আগত অন্নের প্রাপ্তিতেই সন্তোষ অভ্যাস করিতে হয় ॥২৫

এবং কৃষ্ণাঙ্গনাযেষু যদুদেব্যু চ যৌনতম্।
পত্নিষ্বাত্মসমেষ্বাদ্যং মহৎসু ন্যূনসাধুষু ॥২৯
পরস্পরানুকূলাসু পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণয়া তনূঃ।
বিশ্বো জিষ্ণুরিবাজীজনদ্ দেবকীপ্রমুখা ন চ ॥৩০
স্নুষাঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ বিশ্বোঃ শ্রৌতস্য কর্হিচিৎ।
তাসাং সন্নাময়ন্ নাম্না বিপ্রস্ত্রীপুত্রকাঃ কিল ॥৩১

ঋতিং প্রসূতিমাকূতিং দেবহূতিং চ কর্দমে।
দক্ষায় তৎসুতাং সাধ্বীং সতীং ভবপরাং ব্যধাৎ ॥৩২
ভৃগুর্ভৃগুষু আয়ত্যামুশনাস্তনয়ত্রয়ে।
ত্বষ্টা ত্বষ্টরি বিরজো রজনী বজ্রিণে দদৌ ॥৩৩
ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥৩৪

ইতি বৈদিকঃ স্মার্তঃ তান্ত্রিকঃ বা যেন কেনাপ্যুপায়েন পুংসাং ভগবতি পরমাত্মনি, তদ্ভক্তে ভাগবতে, তথা লৌকিকে চাপি, তত্তদুচিতমাচরন্ বিষ্ণুমেব সর্বত্র সর্বদা সর্বাত্মনা পশ্যেৎ, স্মরেৎ, কীর্তয়েৎ, শৃণুয়াৎ, সেবেত বা বিষ্ণোরেব তত্তদুপাধিভূতা ভগবদ্বিভূতয়ো ভবন্তি ॥২৮

এবং কৃষ্ণাঙ্গনাযেষু (কৃষ্ণঃ এব আত্মনঃ যঃ অন্যা যোষাঃ তাসু) যদুদেব্যু (যৌনতং সম্বন্ধং) চ (তথা সম্বন্ধে সতি তাসাং পতিত্বেন সুতরাং) আত্মসমেষু (আত্মা ইব সমেষু পতিষু) মহৎসু (পতিষু) ন্যূনসাধুষু (ন্যূনাঃ সাধবঃ যেষু তেষু) পত্নিষু (পতিষু) পরস্পরানুকূলাসু (পরস্পরং অনুকূলা যাসু তাসু) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডবাঃ) কৃষ্ণয়া (দ্রৌপদ্যা) তনূঃ (পুত্রান্) বিশ্বো (বিষ্ণোঃ) জিষ্ণুরিব (অর্জুন ইব) দেবকীপ্রমুখা (দেবকী-প্রমুখাঃ) ন চ (ন তথা) অজীজনদ্ (জনয়ামাসুঃ) ॥২৯-৩০

(তথাভূতাঃ চ সত্যঃ) পাণ্ডবাঃ, অবিরাদিলোকবিধাতৃকা বা ভগবদ্বধূঃ (তাঃ) পরস্পরানুকূলাঃ বিষ্ণোঃ; তথা বিষ্ণোঃ পরমস্য ঋতিঃ (ঋতিঃ), বিষ্ণোঃ তুষ্টিঃ তথা বিষ্ণোঃ আকূতেঃ যোনিত্বেনাপি বিষ্ণুতিঃ (ঋতিঃ) ॥৩০

এবং ভক্ত্যা (পরমভক্তিযোগেন) সংসাধ্য (প্রেমলক্ষণা) ভক্ত্যা তদীয়ং ভক্তমাত্রং অবলোক্য তদনুরূপং অবিরাদিলোকধাতৃত্বং, ঋষিত্বং বিষ্ণোঃ আকূতেঃ চ যৌনসম্বন্ধমনুসরন্ তত্তদ্ বিভূতিং ॥৩১

ঋতিং আকূতিকাং (ভগবদ্রূপাং বিষ্ণোঃ বিভূতীভিন্নাং ইতি যুক্তা ঋতিং, (যৌনসম্বন্ধিনীমপি যুক্তা) ঋতিং মন্যতি, ঋতিং (ঋতাত্মীয়া যুক্তা) মন্যতি তথা আলোচিতাঃ লৌকিক-ব্যবহিতাঃ সন্তঃ তাঃ তাঃ বৃত্তীঃ বর্ততে ঃ ঋতিং যথা ভগবতঃ ঋষিত্বেন ঋতিত্বেন চ ভগবতঃ পরমাত্মনঃ বিভূতয়ঃ, ঋতিং চ তথা পরমপুরুষং, এব। তথা বিষ্ণোঃ পরমস্যাপি ঋতিং তুষ্টিং ॥৩২

ইতি এবম্বিধান্ ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা ভগবতঃ ভগবদ্ভক্তস্য ভক্ত্যা তদুত্থয়া ভক্ত্যা তদুত্থয়া অপি ভক্ত্যা, নরঃ দুস্তরং তরতি ॥৩৪

ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে যদ্যপি যত্র তত্র এবং অন্যত্র শাস্ত্রে বিধা যা তথা তাদৃশত্ব ধর্মা-বলম্বীর একটী প্রধান চিহ্ন সত্য, পর ও ভগবৎ অন্যান্যজন যদি যাদৃশ ও তদ্রূপ হন তথা কর্তব্য ॥২৬

যেই বিপুল-বিজ্ঞান ভগবান্ ভগবদ্ধর্মের অবতার-লীলা, ভগবত্তা ও ভগবল্লক্ষণাদির জন্য, তাহাও যাবতীয় দেহ-যাত্রা কেবল ভগবানের আরাধনার উদ্দেশে যাত্র ভাবিতে হইবে ॥২৭

বৈদিক যাগযজ্ঞ, স্মার্তাক্ত যাবাদি, তন্ত্রোক্ত এতাবন্মাত্রাদি ব্রত, যম নিয়ম, যা লৌকিক আচার, অথবা আত্মনঃ যে কোন প্রিয় দ্রব্য, অধিক কি! ধন, প্রাণ, স্ত্রী পুত্র যা পরিবারবর্গ যে কিছু থাকে, সমস্তই সেই ভগবানের আরাধনার উপকরণরূপে মনঃ ভক্তির অনুশীলন ভগবান্ অবিরাদিলোকধাতা, ঋষি আত্মা বিষ্ণোঃ আকূতেঃ চ যৌনসম্বন্ধমনুসরন্ তত্তদ্ বিভূতি

ভাবোবাচ।

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নির্বাণার্থং যো যত্নঃ কৃতঃ বি ব্রহ্মবিত্তমা ॥৩৬

পিপ্পলাদ উবাচ।

বিষ্ণুমূর্তেঃ প্রলয়ায়ত্তকরণস্য
যৎ পরমাত্মস্বরূপবিষয়ং স্যাৎ বিজ্ঞানম্।
স্বেন্দ্রিয়াণ্যুপরম্য চেতসি সেন
সঙ্গৃহীতানি তমসৈব পারং নয়েদ্ ॥৩৭
মৈত্রেয়নো বিদুষি যাজ্ঞবল্ক্যস্য
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথাবলমর্পিতানি যাঃ।
সংযোজ্যপি যোগবিধেরবস্তুত্বাদ্
অর্থাক্ষমাহ যদৃতে ন বিবেকসিদ্ধিঃ ॥৩৮

যত্র বিদ্যা ইত্যাদি। যে আত্মায়ঃ। যুক্তং বি যথা ব্রহ্মবিত্তমাঃ। ব্রহ্মবিদাং অতিশয়েন, অথবা নারায়ণাভিধানস্য পরমাত্মনঃ ব্রহ্মণ বিষ্ণোঃ যৎ কৃতঃ যত্নঃ, অতঃ ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥৩৬

পিপ্পলাদ উবাচ। যৎ যস্মাৎ। যস্য বিষ্ণোঃ যা বিষ্ণুমূর্তেঃ প্রলয়ায়ত্তকরণস্য প্রলয়ে আয়ত্তানি করণানি যস্য তস্য। প্রলয়-বহিঃ, প্রলয়ায়ত্তকরণস্য ইতি বা পাঠঃ। পরমাত্মস্বরূপবিষয়ং পরমাত্মস্বরূপবিষয়ং বা, তৎ সংজ্ঞীবিতানি স্বেন্দ্রিয়াণ্যুপরম্য তং প্রসিদ্ধং সেন প্রসিদ্ধেন তমসা তমোগুণেন এব পারং নয়েৎ প্রাপয়েৎ ॥৩৭

এবং মুমুক্ষোঃ পরং তত্ত্বং ন বিদন্তি ন 'বিদ্যাবিদ্যাভি,

যাঃ তিস্রঃ ইত্যুক্তাঃ আত্মা জীবঃ, প্রাণেন্দ্রিয়াণি (বিজ্ঞানময়াদ্যাঃ) প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ (বং প্রাণঃ প্রাণঃ চ ন পঞ্চবৃত্তিঃ) তথা যাঃ আত্মনঃ অর্থাঃ বিষ্ণুনিমিত্তাঃ (অতঃ প্রলয়ায়ত্তকরণাঃ) অবলং (ন প্রলয়ায়ত্তি যথা) পরং যো যদি যোগেন্দ্রিয়বিদঃ (যোগি যৌগাদিষ্য ঘটতে যোগবিদ্যেন্দ্রিয়বিদঃ) আত্মনঃ (আত্মনি ব্রহ্মণি মুক্তে প্রলয়ে ন অর্থাক্ষম্ (অর্থং প্রাণেন্দ্রিয়ং উক্তং যথা আত্মনি তথা) যাং ন অর্থবিদ্বং ব্রহ্ম তত্ত্বে বিনা (অতঃ) যাং। বিবেকঃ ইত্যাদি বিবেকে এব; বিবিচি ন অতঃ ॥৩৮

প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাতে ভক্ত-হৃদয়ের সমস্ত সময় প্রেমাকর্ষিত হইয়া উঠে।৩৫

আত্মচিন্তায় সম্পূর্ণ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যখন যোগিগণ, যখন ঋষি, যখন ঋষি প্রকাশ এবং যখন যখন লোকহিতৈষী আচার্যগণ স্বীয় প্রণালীতে উক্তি-সমূহ প্রয়োগ করিয়া যান। সেই সাধারণের হৃদয়ঙ্গমের নিমিত্ত তাঁহাদের চিত্ত এতই নিম্নে যায় যে, তখন বাতুলের ন্যায় তাঁহারা কখনও বা পরমাত্মার নামে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া যান।৩৭

এই প্রকারে ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করিলে, ভক্তগণ অতি প্রসন্নে সাধারণ-পরাধারণ আদি অতি সহজে এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।৩৮

বিদিরাজ বলিলেন,—হে ব্রহ্ম-ব্রহ্মবিদ্। আপনারা ব্রহ্মজ্ঞানীর অগ্রগণীয়; সুতরাং আপনারাই উপযুক্ত বক্তা; অতএব মায়াধ্বংস নামে অভিহিত পরমাত্মা ব্রহ্মের যখন যেরূপ করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।৩৯

পিপ্পলায়ন বলিলেন,—যিনি এই বিশ্ব সংসারের নিয়ন্তা, যিনি এই সংসার একমাত্র অধিষ্ঠান স্বরূপ, অথচ যাঁহার নিজস্ব কিছু কোন কারণ নাই; যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে নিত্য ও সমাধিতে বিরাজমান এবং সমাধির ও আত্মাযোগের বলিয়া পরিলক্ষিত, যাঁহার প্রভায় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ নৈসর্গনিয়মে চঞ্চল হইয়া স্ব স্ব কার্যে বিচরণ করিতেছে, যে মহাযোগী সেই পরম ব্রহ্মকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া নির্দ্ধারণ করুন।৪০

যে ব্রাহ্মণেন্দ্র! বিষ্ণুনিমিত্তমূর্ত যেমন স্বীয় সাধারণশক্তি প্রভাবকে আর প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ এই পরম ব্রহ্মের মন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রবণ ও সর্বপ্রকার ক্রিয়াশক্তি যা প্রাণেন্দ্রিয়গণ সেই অবস্থায় হইতে যা অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না। যোগপ্রক্রিয়াবিদ্ মহাত্মগণ যখন অন্তর্যোগের আশ্রয় অভাবে সে সমাধি প্রতিপালনে সমর্থ হয়েন, তখন কেহ সেই পরমতত্ত্বকে প্রকাশে সমর্থ হয়েন। তবে তাৎপর্যতঃ ব্রহ্মপরিপালন তাহাই যেমন

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥৩৭
আত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।
সর্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্র
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥৩৮
অতঃ পুমিংস্ত্বয়ি মনোবচনেহিতাক্ষ
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তদ্বদেব।
সত্যে ন্দ্রিয়ে হৃদি মনস্যপি তদ্বতীতে
সূত্রং ত্বমাত্মপরলোকপথোঽঞ্জসা যঃ ॥৩৯

আদৌ সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি ত্রিবৃৎ একমাদৌ (পূ.) প্রথমে (ব্যস্তা) সূত্রং হিরণ্যগর্ভঃ মহান্ (ব্যষ্টা) অহম্ ইতি (জীবোপাধিভূতম্ অহঙ্কারং) জীবং (তত্ত্বাভিমানিনং) চ সং (জীবাঃ) প্রবদন্তি. (বদন্তি) জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া (জ্ঞান শক্তিক্রিয়াশক্তয়োরনুগুণা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণাং দেবাঃ মনঃ, বিষয়াঃ তদ্দেবতাশ্চ তদ্দেবতাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি, অর্থাঃ, বিষয়াঃ তদ্দেবতাশ্চ তদ্দেবতাশ্চ পৃথিব্যাদিসূক্ষ্মাণি, তদ্দেবতাশ্চ হৃষীকাণি (দেবা মনঃ বিষয়াঃ তদ্দেবতাশ্চ তদ্দেবতাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি, তদ্দেবতাশ্চ তদ্দেবতাশ্চ পৃথিব্যাদিসূক্ষ্মাণি, তদ্দেবতাশ্চ তদ্দেবতাশ্চ হৃষীকাণি) তয়োঃ ফলরূপতয়া তদ্দেবতাশ্চ তদ্দেবতাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি (তদ্দেবতাশ্চ তদ্দেবতাশ্চ ইন্দ্রিয়া

ঋগ্বেদভাষ্যে বৈশ্বদেবোক্তস্তুতয়ঃ

তেজোমণি বিধেয়ম্ গুণকর্মস্বামি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৪০

ধারণাযোগ।

ভদ্রমেতদ্ যদত ন্ব পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাত্ত কর্মাণ্যৈকান্ত্যং বিন্দতে পরম্ ॥৪১

অগ্নিরাত্মেত্যেবমন্য [অগ্নিরাত্মা সর্বদেবময় আত্মাও সেবনীয় এবমন্য আত্মা] ইত্যন্তা ঋগাদিষ্ট (আদ্যা সবিতৃরূপা ঋগাদিষ্ট ঋগাদি যাহা আছে) তেজোমণি (সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তীয়, যাহা বিশ্বের বিধেয়ম্, ধ্যান করিবে বিশ্বের প্রেরণা করিবার জন্য) গুণকর্মস্বামি (গুণসমূহ: ন ন্ব অগত) গুণসমূহের: যে আত্মতত্ত্ব

সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৪০

যাহা বিধি ইত্যাদি। যেমন অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ পুরুষ ইহ এবং পরলোকে যাহা ইচ্ছা এবং যখনি যেরূপ-ঐশ্বিন্দ্রিয়সমূহের সাধনে বিশুদ্ধ বিষয় লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃষ্টজ্ঞান, মন: নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্তিরূপ ফলের প্রাপ্তি (পরং পরমাত্মার) বিষয়ে, যে কর্মসমূহ যে অগত্য (পূর্ণ ফলে ৯৩১)

ব্রহ্মশক্তির বিকাশে সমুদয় ব্রাহ্মণ্য পদার্থেরই ক্রমশ: দুই প্রকার বিকার ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ঐশ্বর্যময় পরমেশ্বর সকল বিকারের অতীত, তাঁহার ক্ষয় হয় একথা বলা যায় না; যেহেতু তাঁহার অস্তিত্বের কখন লোপ নাই। তিনি সর্বব্যাপী, সুতরাং তিনি বর্দ্ধিত হন—এ ভাবও অসঙ্গত; তিনি এক সমময়; অতএব অবস্থান্তরের দ্বারা পরিণাম তাঁহাতে কিরূপে ঘটিবে? সর্বাংশসমত্ব বশতঃ তাঁহার সম্বন্ধে বিকারের কল্পনাও অসঙ্গত। হ্রাস বা বৃদ্ধিও তাঁহার নাই; কারণ তাঁহাতে কোন প্রকার ক্রমভাব নাই। তিনি অনৈকরস-মূর্ত্তি। প্রাণশক্তি যেমন ক্রমশ: বা ক্রমশ: সকল ইন্দ্রিয়কেই সামর্থ্য প্রদানে অবস্থিতি করে, সেইরূপ বাল্য যৌবনাদি বা অবস্থাত্রয়াদি সকল অবস্থারই তত্তৎকালের সাক্ষিরূপে এক জ্ঞানসত্তা পরম ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥৩৯

অতএব, অত, উদ্ভিদ ও যোনাদি হইতে উৎপন্ন যে কোন জীবদেহে প্রাণবায়ু যেমন জীবাত্মারূপে প্রবেশ করে, সেইরূপ পরব্রহ্ম অন্তর্যামিরূপে সর্বত্র অনুপ্রবেশ করিয়া থাকেন; অথচ কোনরূপে কিছুতেই লিপ্ত নহেন। কিন্তু প্রতিনিয়ত কালে ইন্দ্রিয়বিকার অহঙ্কারত্ব-স্বরূপে জীব হইলে, সংস্কারাদির অভাবে নির্দ্দোষ ও নির্বিকল্পভাবে এই দুষ্টত্ব (ভোগাদি

সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৪০

যাহা বিধি ইত্যাদি। যেমন অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ পুরুষ ইহ এবং পরলোকে যাহা ইচ্ছা এবং যখনি যেরূপ-ঐশ্বিন্দ্রিয়সমূহের সাধনে বিশুদ্ধ বিষয় লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃষ্টজ্ঞান, মন: নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্তিরূপ ফলের প্রাপ্তি (পরং পরমাত্মার) বিষয়ে, যে কর্মসমূহ যে অগত্য (পূর্ণ ফলে ৯৩১)

অবস্থান করেন। ব্যষ্টিবিকারে দুষ্টত্বদৌষ্টবের অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি যাহাই নিরূপণ করুক হইয়া থাকে; কারণ বিজ্ঞানালোকে সকল সংস্কারের অভাবেরমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ দুষ্টত্বদৌষ্টবের দ্বারা না হইলে, পরে তাহার সমষ্টিরূপে কি প্রকারে সম্ভব হয়?

বিজ্ঞানে দুষ্টত্বদৌষ্টবের উপলব্ধি হইলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সর্বকারণকারণ পরব্রহ্ম ভগবানের করুণালাভের ইচ্ছাই ইহার যে মাহেন্দ্রক্ষণ আনয়ন করে, সেই ভক্তির প্রভাবে সমস্ত জন্মান্তরীণ কর্মসংস্কারজনিত চিত্তমালিন্য যখন অপনোদিত হয় এবং নির্মল দর্পণের ন্যায় চিত্ত স্বচ্ছভাব ধারণ করে, তখন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নির্মলে নবিতৃপ্রকাশের ন্যায় তাদৃশ নির্মলহৃদয়ে অমলমূর্তি গুরু ভগবানের পরব্রহ্মতত্ত্ব নির্মলে উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥৪০

যিনিরাজ ভগবান যোগীন্দ্রগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—হে অমলদর্শিগণ! যে কর্মযোগের অনুষ্ঠানে মানব এই জন্মেই মোক্ষ প্রতিবন্ধক-কর্মফলরূপ পাপরাশিকে পরিত্যাগ করত: পরিশুদ্ধ হইয়া অকর্মফলরূপ পরব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, আপনারা আমাকে তাহারই উপদেশ প্রদান করুন ॥৪১

এবং প্রাপ্তমপূর্বমনূদ্যতে পিণ্ডপ্রক্রিয়ে।
যাজ্যমন্ত্রা ঊহ্যাঃ পূর্বাতন্ত্রে কাণ্ডমুক্তাত্মম্ ॥৪২

আধিরোধ উবাচ।

কর্মাকর্ম-বিকর্মেতি বেদবাদে ন লৌকিকঃ।
বেদস্য তেনাত্মত্বাৎ তত্র মূর্খতি দূরতঃ ॥৪৩

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্মস্তুত্যর্থেন কর্মাণি বিধত্তে ভগবান্ যথা ॥৪৪
নাশ্রবেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽবিচক্ষণঃ।
বিকর্মণা ত্বধর্মেণ ম্রিয়তে দুঃখমৃত্যুভিঃ ॥৪৫
বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥৪৬

যথা হৈমনীয়ে সূত্রে প্রতিপদি একং ত্বষ্টৃদৈবং পিণ্ডং ইন্দ্রায়ণা অভিতঃ বিধায় ঘটে সমভ্যুক্ষণাদীনি, প্রতি অপি ইন্দ্র এবাস্যাঃ পূর্বঃ অনুক্রমঃ, অতঃপরং। প্রথমঃ পক্ষঃ (উত্তমঃ) ন অত্রাস্তি, তদভাবাৎ ন বিরুদ্ধ্যতে। তত্র অন্যতরে (দ্বিতীয়ঃ) বাদস্য উপযোগঃ ॥৪১

আধিরোধ উবাচ। তত্র (বিধিস্থলে), অন্যত্র (বিধিরহিতস্থলে) বিকর্ম (নিষিদ্ধং বিধিরূপং) ইতি বিধিঃ বেদস্য বেদত্বপ্রতিপাদিকা ব্যবহারঃ ন লৌকিকঃ লোকব্যবহারিকঃ, বেদস্য চ ঈশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র বিষয়ে তস্যঃ বিপ্রতিপত্তিঃ দূরতঃ মূর্খতি ॥৪৩

তত্র বেদো পরোক্ষবাদেন বালানাং অজ্ঞানামনুশাসনং (প্রবৃত্তিং তথা তদ্ধতি) নিত্য কর্ম্মবিধিং তথা তথা বি

ধেয়োপাসনাপরত্বেন ব্যাখ্যেয়ং, অন্যথা, ঈশ্বরে পাপাদি, তথা কর্ম্মস্তুত্যর্থেন (কর্মণাং বোধনায় বিধায়কং) কর্মণি বিধত্তে ন ব্যাখ্যাতব্যং ॥৪৪

যস্তু, অজ্ঞঃ স্বতন্ত্রাবিদ্যঃ অতএব অবিচক্ষণঃ যঃ তু বেদোক্তং তত্ত্বং ন শ্রাবয়েৎ, সঃ বিকর্মণা ত্রয়াণাং বিধি-নিষিদ্ধাধিকারিণামন্যতমত্বেন অধর্মেণ দুঃখৈঃ অন্তরঙ্গং দুঃখং, এব মৃত্যুভিঃ প্রাপ্নোতি ॥৪৫

বিপরীতঃ ফলাভিসন্ধিরহিতঃ ঈশ্বরে তদর্পিতং কর্মণি তদর্পিতং তথা বেদোক্তমেব এব তথা কুর্বাণঃ (তত্ত্বং) নৈষ্কর্ম্যং সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ আত্মযাথাত্ম্যং তত্ত্বং বিদ্যা চ লভতে। তত্ত্বতঃ; (তত্ত্বং প্রতি প্রবণং) রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ স্তুত্যুপযোগবতী এব ॥৪৬

হে ঋষিবর! আমি আপনাদিগের নিকট যে প্রথম জিজ্ঞাসা করিলাম, পূর্বে কথিত পিতৃ ইন্দ্রাগ্নি করিবার উপদ্বিত সমভ্যুক্ষণাদি ঋষিবরের নিকটও এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্রহ্মসূত্রবর্ণ এই প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর যে কেন দেন নাই, আপনারা তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন ॥৪২

বিনিয়াজের প্রশ্নে আধিরোধেবাচক আরম্ভ উত্তর প্রদানে বলিলেন,—বিহিত কর্ম, অবিহিত অকর্ম ও নিষিদ্ধ বিকর্ম বলিয়া কর্ম্মকে তিন প্রকারে বেদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই কর্ম-বিষয়ক কথা বেদব্যবহারে; লৌকিকব্যবহারে নহে। বেদ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে আগত জ্ঞানময়, সুতরাং তাদৃশ অলৌকিক বেদবচনে বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিও সম্যক্ প্রবেশে অসমর্থ।

অতএব তাঁহারা রোগীকে বালক বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া থাকিবেন ॥৪৩

বেদের উপদেশ গভীর; আপাততঃ যে কর্ম্মের প্রশংসা বেদবাক্য পুরুষকে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছেন, তাহাতেই পরে তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টতর অন্তরঙ্গ ফলের উপযোগী করিয়া লন। ইহা মন্ত্রমূর্তি ব্রাহ্মণের অনুশাসন দ্বারা যায়। পিতা বেদের প্রশংসাত্মক ত্রয়া সমভ্যুক্ষণাদি প্রথমে রোগগ্রস্ত পুত্রকে ঔষধ খাওয়াই প্রাণরক্ষার রোগ হইতে মুক্ত করান, হিতকারিণী জননীস্নেহময়ী প্রকৃতির সন্তোষ-রোগগ্রস্ত জীবকে সংসারগ্রস্ত কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে আপাততঃ মনোরম কর্মাদি সুখপ্রদ কর্মসমূহের বিধান করিয়াছেন ॥৪৪

আপাতদৃষ্টে অবিহিত ইহিক পরত্র মানব যদি যজ্ঞ বেদবোধিত কর্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহা

ব আত্ত কুশগ্রন্থিঃ বিশ্বিহৌর্ঃ পরাস্থনঃ।
বিধিনোপাসবেদেবঃ তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ৪৪৭
লক্ষাপুত্রস্য আচার্য্যাৎ যেন সম্পর্দিতাত্মনঃ।
মহাপুরুষবন্ত্রার্চ্চনমূর্ত্তাভিন্নতয়াত্মনঃ ৪৪৮
শুচিঃ লক্ষুবাসীনঃ প্রাগগ্রবন্ধনাদিকঃ।
পিত্তঃ বিশোধ্য সন্ধ্যাদ্য তৎকোর্চ্চেরর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ৪৪৯

অর্চ্চাসৌ হৃদয়ে চাপি স্বনাসন্তোপচারকৈঃ।
ত্রয়াণ্ডিন্যাস্তলিঙ্গাদি বিন্যাস প্রোক্ষ চাসনম্ ৪৫০
পাত্রাদীনুপকল্যাথ সমিধাগ্ন্ সমাহিতঃ।
কুশাদিভিঃ কুশজ্ঞানো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ ৪৫১
নাভোপাস্যাং সমাধায় তাং তাং মূর্ত্তিং যথাক্রমম্।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নান-বাসো-বিভূষণৈঃ ৪৫২

ব পূর্ব্বম্ পরাস্থনঃ লোকত্রিসম্বন্ধস্য যস্য, আত্ত গৃহীত, এবং কুশগ্রন্থিম্, (আর যজমানস্য) বিশ্বিহৌর্ঃ বিশ্বাসবেদ্যম্; চ: তন্ত্রোক্তেন ঃ বিধিনা প্রকারেণ কেশবম্ (চ: ক্রমঃ, ইদং ক্রমঃ, তন্ত্রাৎ চ ক্রমঃ লব্ধ্বা তন্ত্রোক্তেন) যেন (আচার্য্যেণ) সম্পাদিতাত্মনঃ, উপাসবেৎ পূজয়েৎ ৪৪৭

আচার্য্যাৎ (বিষ্ণুমন্ত্রস্য যোগ্যাচার্য্যাৎ) লব্ধমন্ত্রস্য: (লব্ধঃ অধীতঃ) যেন চ: তথা যেন আচার্য্যেণ সম্পাদিতাত্মনঃ (সম্পাদিতঃ আত্মা: আত্মযোগ্যত্বেন সংস্কৃতঃ বিধিনা যস্য চ:) আত্মনঃ যস্য অভিন্নতয়া মূর্ত্তেঃ মহাপুরুষস্য অর্চ্চনম্ অর্চ্চয়েৎ ৪৮

(আত্মানম্) শুচিঃ শুদ্ধঃ লক্ষুবাসীনঃ (উপাসকঃ)

হইলে বিধিজ্ঞ আচার্য্যকর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেশ লিপ্ত হইয়া তাহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানযুক্ত হোম করিতে হয় ৪৫

অথবা তন্ত্রোক্ত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করত যে ব্যক্তি যাবতীয় কর্ম্মফল পরমগুরু ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনিও অকর্ম্মবন্ধন বিনাশের জন্যপরমী লাভে সমর্থ হন। কর্ম্মবিধিজ্ঞ ফলের ইচ্ছায় কেবল কর্ম্মপ্রবৃত্তির উপজনমাত্র যায় ৪৬

যিনি যেকোন ইন্দ্রিয়ের অধীন আত্মস্বরূপ জীবত্বের বন্ধনকারী অহঙ্কারবৃত্তিকে আত্ম হোমের দ্বারা করেন, যেকোন বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধির সমন্বয়ে ঈশ্বরের কেশবের আরাধনা করাই বিধেয় ৪৭

প্রথমতঃ আচার্য্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের প্রিয়লাভ করা প্রয়োজন; পরে তৎপ্রদর্শিত মূলমন্ত্র উপদেশ অনুসারে আপনার উপযোগী ও অভিপ্রেত

আসনবন্ধনাদিকঃ (প্রাগগ্রবন্ধঃ প্রাগগ্রাঃ কুশগ্রন্থিবিধি পিত্তঃ যেন বিশোধ্য, সন্ধ্যাদ্যঃ (সন্ধ্যাদৌ তন্ত্রোক্তমন্ত্রাদীনা ক্রমা যথা যেন চ তথাক্রমম্ সহ) ইমম্ অর্চ্চয়েৎ ৪৯

স্বনাসন্তোপচারকৈঃ (স্বনাসন্তৌ যেন কেশবস্যোপচারকল্পনাদৌ সৌষ্ঠবে পূজকত্বেনৈব নাসৌ: ত্রয়াণ্ডিন্যাসাদিভিঃ (ত্রয়াণাং পুরুষাণাং ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতীনাং ন্যাসৈঃ) তলিঙ্গাদি বিধি পূজাস্থান, আসন, লিঙ্গ, শিব মূর্ত্তি বিন্যাস পূজোপযোগি দ্রব্য, আসন চ (আসন) প্রোক্ষ ৫০

তথা পাদ্যার্ঘ্যৈ উপকল্প্য সম্পাদ্য, (আসনে) সমাহিতঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্ (ভবন্) সমিধাগ্ন্ [ব্রহ্মপূর্ব্বক আত্মন আসনে] মূলমন্ত্রেণ কুশাদিভিঃ কুশৈঃ কৃতা জ্ঞানঃ যেন সঃ) (ইমম্) অর্চ্চয়েৎ ৫১

মূর্ত্তি চিন্তনে মহাপুরুষ ভগবানের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য ৪৮

অর্চ্চনাকালে বিষ্ণু প্রতিমা। সম্মুখে ঈশ্বরের পূর্ব্ব প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মবিধান করত ত্রিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে ৪৯

অর্চ্চনার পূর্ব্বে যথাসংগৃহীত ফল ও পুষ্পাদি পূজার উপকার দ্রব্য কীটাদি হইতে বিশুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। পূজার স্থান সংমার্জ্জন ও প্রক্ষিপ্ত জলাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ ও সুঘটিত করিয়া আপনার চিত্তকে সমস্ত করিবে এবং আসনে প্রোক্ষণে আসন পবিত্র করিয়া উপবেশন করিবে ৫০

পরে পাদ্যাদির পাত্র সজ্জাপূর্ব্বক সম্মুখে রাখিয়া সমাহিত-চিত্তে ভগবানের ধ্যান করিবে। অনন্তর মূল মন্ত্রের দ্বারা হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও করতলাদি স্থানে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস দ্বারা

পঞ্চ-বাদ্যাদ্যন্ত-প্রসূ[ভি]ন-গীতোপহারাদৈঃ।
স্নানং সম্পূজ্য বিধিবৎ তৃতীয়ং তত্র কল্পয়েৎ ॥৩৩

আত্মানং তত্রয়ং ধ্যায়ন্ মূর্তিঃ সম্পূজয়েদ্ধরেঃ।
যোগাসনায় শিরসা যথাস্থানং প্রবাস্য চ ॥৩৪

এবমুর্বীরোগাদাবভিষেকে কৃতে ৩ বঃ।
স্বতন্ত্রীশ্বরমাত্মানমভিষিঞ্চামুচ্যতে হি সঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পাদ্মসংজ্ঞায়াং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং একাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

নদ্যাদ্যাদ্যন্তম্ (অদ্যাদি এবমন্তৌ, উপাদ্যাদি তৃতীয়ান্তৌ, তৈঃ সহিতৈঃ । সম্পাদিতাঃ (সাধনৈঃ তৃতীয়ান্তৈঃ তৈঃ সহিতৈঃ) যাঃ যাঃ স্ব-স্বতন্ত্রাঃ মূর্তয়ঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যাঃ তাসাং তাসাং স্ব-স্বমূর্ত্যভিন্নাঃ তাসাং তাসাং মূর্তীঃ ॥৩৩

স্নানং সম্পূজ্য বিধিবৎ তৃতীয়ং তত্র কল্পয়েৎ ইতি সম্পূজ্য তৃতীয়ং স্নানং তত্র কল্পয়েৎ ॥৩৩

আত্মানং ত্রয়ং ধ্যায়ন্ আত্মানং ত্রিধা ধ্যায়ন্, ত্রয়ঃ মূর্তীঃ সম্পূজয়েৎ ।

(এবং) পোষ্য বিধিবৎ অভিষেকে কৃতে ৩ আত্মানম্ ঈশ্বরং স্বতন্ত্রাত্মনে ব্রহ্মণে তত্ত্বরূপায় অভেদ সূচয়েৎ, সঃ অভিষিক্তঃ সন্ হি এব (ব্রহ্মরূপঃ) মুচ্যতে ॥৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫ শ্রীমদ্ভক্তবিজয়ধ্বজকৃতায়াং ভক্তিসুধায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

স্নান করিয়া পূজা করিবে ॥৩॥

পরে তৃতীয়াদি অদ্য এবং সুবর্ণাদি উপাদ্য ও মন্ত্রাদি পাদ্য দ্বারা যাঁহা অভিপ্রেত সেই সেই মূর্ত্তিকে অভেদজ্ঞান করিয়া ও ঐ মন্ত্রের দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার—এই

গন্ধ, মালা, আভরণ উত্তম, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং অন্যান্য উপচার দ্বারা আবাহন হইতে বিসর্জ্জনপর্য্যন্ত অর্চনা ও স্তব করিয়া প্রণাম করিবে ॥৩৪

সুপ্রাতঃকালে আপনার অভিমত অনুকূল হইবে বলিয়া পূজা পূরক এই রূপে ধ্যান এবং ত্রিবিধ আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যাঁহা হইতে অভিষেকের উপযোগের পূজা করিয়াছি এইরূপই ধারণা করিয়া ; পরে নিশ্চাসন লইয়া যাঁহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া নিক্ষেপ করিবে এবং ইষ্টদেবতাকে তত্তদ্বস্তুতে যথাস্থানে পূর্ব্বক পূজা সমাপন করিবে ॥৪

যে ব্যক্তি এইরূপ তান্ত্রিক বিধানানুসারে অভিষেক দ্বারা অগ্নি, সূর্য্য, জল, অতিথি ও যাঁহা হৃদয়ে পরমাত্মা শ্রীহরির অর্চনা করেন, তিনি মুক্তি লাভ করিবেন ॥৫

শ্রীমদ্ভক্তবিজয়ধ্বজপ্রণীত পাদ্মসংজ্ঞায়ী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে পণ্ডিত-শ্রীযুক্তপ্রসন্নকুমারস্মৃতি-কৃত তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবতোঽবতারাণাং বর্ণনম্।]

বাজোবাচ

যানি যানীহ কর্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্তা বা হরিষ্যতি ক্রমশস্তনূঃ ॥১

ঋষিরুবাচ।

যো বা অনন্তস্য গুণানন্তবা-
ননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥২

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
ব্যাধেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥৩

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো
যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়ত্বম্।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতি-লয়োদ্ভব আদিকর্তা ॥৪

অন্বয়মুখ

বাজা উবাচ। যৈঃ যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ (যেভাঃ স্বতন্ত্রেভ্যো যত্র বা জন্মভ্যো যেষু জন্মসু) স্বচ্ছন্দতনোঃ ইহ লোকে হরিঃ ভগবান্ যানি যানি কর্মাণি চক্রে করোতি, কর্তা করিষ্যতি চ, তানি ক্রমশঃ ক্রমানুসারেণ কর্মাণি নঃ অনুব্রূহি কথয়।।

ঋষিঃ উবাচ। যঃ বা অনন্তস্য অনন্তস্য অবতারান্ ক্রমশঃ অনুক্রমিষ্যন্ গণয়িতুমিচ্ছন্, ঈহেন্ তথাপি, সঃ তু বালবুদ্ধিঃ এব। (কঃ দৃষ্টান্তঃ) কালেন ভূমেঃ রজাংসি কেনচিৎ প্রকারেণ যদি কথঞ্চিৎ (দৈবাদ্বিশেষেণ) গণয়েৎ, তথাপি অখিলশক্তিধাম্নঃ অচিন্ত্যানন্তশক্তেঃ ভগবতঃ কালেন তু নৈব কথঞ্চিৎ অপি গণয়েৎ।।

যস্যেন্দ্রিয়ৈঃ যস্য যেষাং বা ইন্দ্রিয়াদিভিঃ তনুভৃতাম্ (তনুধারিণাং তু) পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ (ভূতসূক্ষ্মৈঃ) আত্মসৃষ্টৈঃ (স্বয়ং সৃষ্টৈঃ) বিরচয্য (বিরচিতে) তস্মিন্ পুরং বিরাজং (বিরাট্ শরীরং) ব্যাধেন (জীবেন) বিষ্টঃ (ব্যাপ্তঃ) পুরুষাভিধানঃ আদিদেবঃ নারায়ণঃ অবাপ (প্রাপ্তবান্)।

যৎকায় (যস্য বৈরাজঃ পুরুষস্য কায়ঃ শরীরং) এষ ভুবনত্রয়-সন্নিবেশঃ (ভুবনত্রয়স্য সন্নিবেশঃ রচনাবিশেষঃ)। যস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ এব তনুভৃতাং শরীরিণাং উভয়েন্দ্রিয়ত্বম্ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ত্বং কর্মেন্দ্রিয়ত্বং চ) ইন্দ্রিয়াদিভিঃ যস্যঃ এব হি জ্ঞানং, যস্য শ্বসনতঃ প্রাণাৎ (জন্মতঃ) বলং দেহশক্তিঃ, ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ ঈহা চেষ্টা (জায়তে)। সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ (যস্য) স্থিতি-লয়োদ্ভবে আদিকর্তা।।

চতুর্থ অধ্যায়।

[শ্রীভগবানের অবতারসমূহের বর্ণন।]

অনন্তর বিদুরজী বলিলেন,—হে ঋষিবর! ভগবান্ শ্রীহরি যে যে স্বেচ্ছাধীন বিগ্রহশক্তিদ্বারা অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, করিতেছেন বা পরে করিবেন, আপনারা অনুগ্রহ প্রকাশে সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন।১

ঋষি বলিলেন,—হে মহাভাগ! ভগবানের যাবতীয় গুণের বর্ণন করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যে সেই অনন্তদেবের অনন্তমহিমার আনুপূর্বিক বর্ণন করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অল্পবুদ্ধি বালক। অধিকন্তু এই ভূমণ্ডলের পরমাণুসকলের গণনাও বরং সম্ভব, তথাপি সেই অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তি ভগবানের গুণগ্রাম গণনা করা কিছুতেই সম্ভব নহে।২

সেই সর্বকারণকারণ ভগবান্ নারায়ণ বিশ্বসৃষ্টি বিস্তারাদি পঞ্চ মহাভূত দ্বারা বিরাজমানরূপ নিজ দেহ নির্মাণ করত পরে যখন তাহাতে

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতিরিজ্যরূপঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥৪
ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং
নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥৫
ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্ক্ত সগণং স বদর্যুপাখ্যম্।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মবিদ্যাম্ ॥৬

অত অনন্তর সর্গে (বিশিষ্টে) অগ্রণী (প্রতিপাদ্য পূর্বক) রজসা আদ্যস্য পরমপুরুষস্য ব্রহ্মণঃ অভূৎ (বিশেষ) বিষ্ণুঃ (বিশেষণ ঐশ্বর্যবিশেষাদ্য ব্যবহারেণ ও বেদ্য পালয়ন্) ক্রতুপতিঃ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ, তথা তমসায় সংহারায় তথৈব আদ্যঃ রুদ্রঃ অভূৎ; ইতি এবং ত্রয়ঃ এব সততং প্রতিসর্গং প্রজাসু উদ্ভবস্থিতিলয়াঃ উৎপত্তি, পালন ও সংহার সম্পন্ন ॥৪

ধর্মস্য ব্যাখ্যাতঃ স্বধর্মনিষ্ঠতয়া দৃষ্টিমাত্রেণ নারায়ণো নরঃ ও ইতি দুহিতরি প্রসূতায়াং ধর্মঃ স্বয়মেব অবতীর্ণঃ (সন্ন) ঋষিপ্রবরঃ ঋষিশ্রেষ্ঠঃ (ঋষীণাং মধ্যে নরনারায়ণাবেব মুখ্যাবিতি ভাবঃ) প্রশান্তঃ (বিষয়েষু রাগদ্বেষাদিভি-র্নিরস্তচিত্তো অতএব) নৈষ্কর্ম্যলক্ষণং (কর্মবিরোধি-জ্ঞানলক্ষণং ব্রহ্ম) উবাচ। নৈষ্কর্ম্যং

নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ ইতাত্র কর্ম
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥৬
ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্ক্ত সগণং স বদর্যুপাখ্যম্।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মবিদ্যাম্ ॥৭

নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ ইতাত্র কর্ম (ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং) ইত্যত্র ইতিশব্দেন, (শ্লোকান্তরার্থং পরং ১৩১৪) ন ব্যবধিঃ অন্তরালে আছে ॥৬

(অত্র তথাপি) ন ধাম ধর্মঃ জিঘৃক্ষতি গ্রহীতুং ইচ্ছতি ইতি এবম্ ইত্যঃ বিশঙ্ক্য (অনুমানাভাসেন) সগণং স্ত্রীসহায়াদিসহিতং কামং প্রযুঙ্ক্ত প্রেরয়ামাস। অতএবাহঃ অত্র শ্রীধরস্বামিনঃ ন তাদৃশমপি বস্তুপ্রাপ্যং (ধর্মস্য ইত্যত্রাপি তথাত্বং ইতি অনুপপন্নমেব তৎ) তত্রাপি অজ্ঞানাদেব-মেবং-মুক্তমস্মাভিরা পরম ঈক্ষতেঃ দৃষ্টেঃ (ঈক্ষতেরপি এব ইত্যঃ ভিন্ন) তম্ অবিদ্যাং সংসারকারিণং প্রত্যক্ষং ॥৭

অনুষ্ঠানাধিক্যে প্রবিষ্ট হন তখনই তিনি পুরুষ নামে অভিহিত হন।৩

যাঁহারা অনেকেরই এই বৃত্তান্তের সহিত পরিচিত রহিয়াছে, সৃষ্টি বা লয়ের প্রাকৃতিক ব্যাপার অপূর্ব ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষের জন্যেন্দ্রিয় ও অতেন্দ্রিয় সাক্ষে ইন্দ্রিয়বান্ হইয়াছে, তিনি সর্বত্রেই স্বরূপিত জ্ঞানবান্ থাকিয়া সকল জীব প্রত্যক্ষে অনুভব করিতেছেন, যাঁহার নিঃশ্বাসপবনে বেদ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইয়া ক্রিয়াশক্তি উদ্দীপিত হইতেছে, যে অধিকর্তা সমাধি অবস্থানের সকাশনে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য সমাধা করিতেছেন।৪

এই জগতের পরিচালনের নিমিত্ত যিনি ব্রহ্মারূপে জন্মা, পালনার্থ সত্ত্বরূপে বিরাজমানের যজ্ঞফলদাতা বিষ্ণু এবং সংহারের নিমিত্ত তমোগুণে ত্রিলোচন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং এই ক্রমানুসারে

যাহাদ্বারা প্রজার সৃষ্টি, পালন ও সংহার হইয়াই সম্ভব হইয়া থাকে, তিনিই আদিপুরুষ সনাতন পুরুষ।৫

ধর্মপত্নী দক্ষদুহিতা মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মূর্তিদ্বয়ে প্রশান্তাত্মা ঋষিশ্রেষ্ঠরূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি নারায়ণি জ্ঞানস্বরূপে অবস্থানরূপ মানবজন্মের উৎকর্ষ দিয়াছেন এবং লোক-শিক্ষার্থ স্বয়ংই তাহার অনুষ্ঠানে এবারও উচ্চ অধিকার অনুষ্ঠানে ব্রত রহিয়াছেন।৬

ঋষিরাজ উচ্চ তাঁহার তপঃফলে তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব-পদবীর অধিকারচ্যুত জ্ঞানে ভীত হইয়া তপোবিঘ্নার্থ কামানুচর সহ কামদেবকে তপোবনে প্রেরণ করিলেন। নর-নারায়ণ ঋষির ঐশ্বর্যে সম্পূর্ণ অনধিকার কামদেবের বলবত্ত্ব, বসন্ত পবন ও অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া উক্ত ঋষির ঘোরতর তপঃক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন এবং নারীগণের

বিজ্ঞায় সঙ্কল্পভবস্তমাদিদেবঃ
প্রাহ প্রহস্য ভগবিন্ময়য়ানুভাবম্।
যো বৈষিকো ন্যসনমাত্মন ঈহমানো
মূঢ়ো যথা বদতি কর্ম বিমোহিতাত্মা ॥৮
ঈষদ্ বিসর্গনয়নেন নিরীক্ষতৈষাং
সদ্যঃ প্রগল্ভরময়া ভগবান্ স্বমায়াম্।
যস্যাং ক্ষুভিত্মনসঃ পুরুষস্য কামান্
কাম্যা লভন্ত উভয়ে ন হরেঃ প্রসাদম্ ॥৯
নৈতদ্ বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥১০
স্বানাং নিজাপ্তগুণকৃত্য অবোধতন্ত্রাঃ
লোকো বিলক্ষ পরমং ভবতাং পদং যে।
নাত্মন্ ধিয়িষ্ণ্য বলয়ন্ ধ্রুত ঊর্ধ্বমাদ্যম্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিশ্বসৃষ্টিম্ ॥১১

আদিদেবঃ ভগবান্ নারায়ণঃ সঙ্কল্পম্ ভবন্তম্ ব্রহ্মাণম্ বিজ্ঞায় (তম্ মোহয়িতুম্) প্রহস্য ঈষৎ বিসর্গনয়নেন (ঈষদ্ উন্মীলিতেন নেত্রেণ) এষাম্ (তপস্যতাম্) সমীপে ভগবান্ স্বমায়াম্ (স্বীয়াম্ মায়াম্) নিরীক্ষত (দদর্শ)। যস্যাম্ (মায়ায়াম্) ক্ষুভিতমনসঃ (ক্ষুব্ধচিত্তস্য) পুরুষস্য কামান্ কাম্যাঃ (অভিলষিতাঃ) উভয়ে (দেবাঃ দেবতাশ্চ) লভন্তে (প্রাপ্নুবন্তি) কিন্তু হরেঃ প্রসাদম্ (অনুগ্রহম্) ন (নৈব লভন্তে)। ঈদৃশ আশয়ো যস্য তৎ তথোক্তম্।

হে ভগবন্! অবিকৃতে (অবিকারিণি) ত্বয়ি (ব্রহ্মণি) এতৎ (এতাদৃশম্) বিচিত্রম্ (আশ্চর্যম্) ন (ন ভবতি) যৎ (যতঃ) স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে (স্বারামাণাম্ আত্মারামাণাম্ ধীরাণাম্ নিকরৈঃ সমূহৈঃ আনতে নম্রীকৃতে পাদপদ্মে যস্য তস্মিন্ তথোক্তে)। স্বানাম্ (স্বীয়ানাম্) নিজাপ্তগুণকৃত্যে (নিজৈঃ আপ্তৈঃ গুণৈঃ কৃত্যে কার্যে) অবোধতন্ত্রাঃ (অবোধঃ তন্ত্রঃ যেষাং তে তথোক্তাঃ) লোকঃ বিলক্ষ (বিলক্ষয়তি) পরমম্ (উত্তমম্) ভবতাম্ পদম্ (স্বরূপম্) যে (যতঃ)। ত্বম্ আদ্যম্ (সর্বকারণম্) ধ্রুতম্ (নিশ্চলম্) ঊর্ধ্বম্ (সর্বোপরি) আত্মন্ ধিয়িষ্ণ্যম্ (স্বস্মিন্ ধারণাস্থানে) বলয়ন্ (ধারয়ন্) অবিতা (রক্ষকঃ) যদি বিশ্বসৃষ্টিম্ (বিশ্বস্য সৃষ্টিম্) ধত্তে (করোষি) [তর্হি] পদম্ (স্বরূপম্) ন ধত্তে (ন ধারয়তি)।

নরনারায়ণে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।৭

কিন্তু আদিদেব ভগবান্ ঋষি ব্রহ্মদেবের কার্যে বিঘ্নদানে বিরত হইলেন না; তিনি এই সময় পুরুষেরই প্রয়োজনা বলিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং শাশ্বত ধর্মসিদ্ধান্তের মর্ম, মায়ার ও দেবতাদিগকে সহাস্যবদনে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,—দেব! তোমরা বিভ্রান্তচিত্ত। তোমাদের কোন ভয় নাই। এই আশ্রমে বিশ্রাম করিয়া এখন যাও। চলিয়া যাইও না।৮

হে নারায়ণ! সেই দেবগণ ভগবদ্রূপ মায়াদ্বারা কর্তৃক একেবারে অভিভূত হইয়া, সম্মুখে অবোধক্ষণ হইলেন এবং অতি বিনয়-বচনে কৃপালু ভগবান্‌কে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—হে সর্বসম্পদসমন্বিত বিভো ভগবন্! আপনি মায়া-বিকারের অতীত; হে ঈষৎ বিকসিতৈঃ নেত্রৈঃ বিলোক্য দৃষ্ট্বা আত্মনঃ বলিষ্ঠে পাশ্বস্থে যত্ন ঋষিম্) অধিষ্ঠায় তমারাধয়িষিষ্যমাণম্ (আরাধয়িতুমিচ্ছন্তম্) পরে যদি ব্রহ্মাণম্ এবং (ব্রহ্মাণমপি) স্বমায়য়া মুহ্যমানাঃ) এব বিচিত্রম্ আশ্চর্যং ভবতি চ

তদা দেবাঃ দেবতাশ্চ ঋষয়ঃ (পূর্বং ঈক্ষিতিকি ঋষয়ঃ) তথা অন্যেষাম্ নিজঃ ভবতি (অভবন্) যৌনা (যেষাং যেষাম্ ঋষয়ঃ যাদৃশ যাদৃশ ঋষয়ঃ) বিলক্ষ্য অভিপ্রায়ম্ সমম্ মনোভবম্ যে তব পদম্ যাদৃশ ঋষয়ঃ ভবন্তম্ আত্মন্ ভবতাম্-বিষ্ণবম্, ধিয়িষ্ণ্যম্ ধ্যানাস্পদম্ বলয়ন্ ধারয়ন্ (ধারয়তি। ধৃঞ্ ধারণে)। যদি ত্বং অবিতা রক্ষকঃ ভবসি বিশ্বসৃষ্টিম্ (বিশ্বস্য সৃষ্টিম্) ধত্তে (করোষি) তর্হি পদম্ (স্বরূপম্) ন ধত্তে (ন ধারয়তি)।

আমাদের যাঁর ব্যক্তিগণ নিরন্তর আপনারই চরণ-পদ্মের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আপনি যখন প্রকৃতির অতীত; আপনার নিকট এতাদৃশ আচরণের কিছুই বিচিত্র নহে।৯

হে দেব! যাঁহারা অনন্যমনে আপনার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে অবলোক অতিক্রম করিয়া অবশ্যই পরম পদে আরোহণ করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাঁদিগকে অবলম্বনের দ্বারা তাঁহাদের বিধির বিপ্রতীপ ভাবের সম্ভাবনা। যাঁহারা অন্যের অনুষ্ঠান দ্বারা লোক-পালাদি দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করেন, তাঁহাদের তাদৃশ ভেদ-বিভ্রমের কোন সম্ভাবনা হয় না বটে, কিন্তু যাঁহাদিগের মস্তক স্বয়ং আপনি, তাঁহারা দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিলেও কোন বিঘ্নের আশঙ্কা করেন না। আপনার চরিত্র

ক্ষুব্ধৈ-স্ত্রিকালগুণ-সাম্যত-কৈতবৈ-স্তৈস্তৈ-
র্নমাদপাবরুদলবৈরবিজীর্য্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিবশস্য বশঃ পরং যো-
বর্ত্তন্তি দুস্তরতমস্য কৃতোঽনুভক্তি ॥১১
ইতি প্রগৃহ্যতাং দোষাং স্থিরোঽস্তাং কর্ম্মনাঃ।
দর্শয়ামাস তদ্ভাবং বন্দিতাঃ কুর্ম্মরূপিণা ॥১২

ক্ষুব্ধৈস্ত্রিকালগুণসাম্যকৃতকৈতবৈস্তৈস্তৈঃ (ক্ষুব্ধ অন্তর, ত্রৈ বিদ্যমান ও, ত্রিকালজাত বিষোভকারি ও, সাম্য: সমতা যাহা- হৈতুকের বিপরীতভাবে, কৈতব: বিদ্যা-তত্ত্বজ্ঞান হয় এমন) অন্তরঙ্গবহিরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বিদ্যা, [অন্তরিন্দ্রিয়: মনঃ] (ক্রিয়া দোষ নয় যেমুক্তিসাধনস্বরূপবিষয়ে বিদ্যমান, বিবশস্য ক্রোধের বশ যাহা, দুস্তর-উত্তম দুঃ ইত্যাদি সাধারণ)।

ইতি এই প্রকার প্রগৃহ্যতাং গ্রহণ ও ত্যাগের ব্যবস্থা- পূর্ব্বোক্তপ্রকার] বিষ্ণু: ভগবান্ যত দুঃখসকল: ঘটিয়া তদ্ভাব: কুর্ম্মরূপ স্থিরঃ ধারণ করিলেন ॥১২

শ্রীঃ ইব ঐশ্বর্য্যঃ স্ত্রিয়ঃ দৃষ্টা প্রসন্নতাবলিতঃ (প্রস-

বর্জ্জিগণ বিষ্ণুর মন্ত্রকে পরাজিত করিয়া অবাধে অমৃত হরণ করিল ॥১০

যাহারা আপনার শ্রেয়ঃ চাহে, তাহারা অতি যত্নে অসার জনবিষয়ক অমৃত ত্যজ, নিত্যানন্দ ঈশ্বর ও মহাত্মা কারণরূপ, প্রাণবায়ু, জিহ্বার ভোগ্য ও নিত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পদার্থ ও আমাদের ন্যায় বিষোৎপাদক দেবতার হস্ত অভিক্রম করিয়াও জিতায় পায় না; পরিণামে এই বিষম ক্রোধের বশীভূত হইয়া দুস্তর তমঃপ্রাবিষ দুঃখ পরিণামে ভোগকরে থাকিতেই ঘোর পরিত্রাণ করে ॥১১

দেবগণের মধ্যে এই প্রকারে সেই বিষ্ণু নারায়ণের স্তব করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ভগবান্ সেই দেবগণের পরম ঈশ্বরী স্ব স্ব লাবণ্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে ঘোষণাসে অলৌকিক রূপ-লাবণ্যসম্পন্না পরম ঈশ্বরী কতকগুলি সুন্দরী নারী আবির্ভূত করিলেন; এবং ঐ সকল যুবতীগণ

সৌন্দর্যক্রিয়ার দ্বারাই আকৃষ্টচিত্তা যে) যে দেবতাগণ তাহাদের আসার ত্রীড়ার সহিত পরস্পরের পরস্পরের মুখের ॥১০

দেবদেবেন: (দেবতার ঈশ্বরস্বরূপ যাহা তাহাকে) সাধারণ প্রকারে ঈশ্বর প্রকার ভাব ধারণ করে (যে) আমার ঈশ্বরী মায়া দর্শনে ভগবান্ পূর্ব্বোক্তপ্রকার কর্ম্মফলে কর্ম্মফলের-সম্পর্কে একবারে দুঃখ ঘোরতর ॥১১

দুস্তরতমঃ দেবতাগণেরও; ভগবান: অনুগ্রহ করিলেন, পরমি আমার অধীনস্থ ও ভগবান্ এই অবস্থাপ্রকার ঈশ্বর পুরুষ: (আমাদের অন্তর: ৪।৩) বিষ্ণু কর্ম্ম বলু ॥১২

ইন্দ্রায়ানম্য সকলি পূরয়ন্ ত্রিদিবৌকসাম্।
উদ্ধারাদ্ভুতসত্ত্বস্য শব্দস্পর্শাদি বিস্ময়ঃ ॥১৬
হংসস্বরূপ্যবলম্ভুত আত্মযোগ-
মন্ত্রঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ-
স্তেনাদৃতা মনুবিদা প্রকৃতয়ো বরাংস্তে ॥১৭
ওষ্ঠোৎপরে মনুরিলৌষধয়শ্চ যাংস্তে
ক্ষৌড়ে রজো বিতিক উত্তরবাহ আস্যাৎ।
কৌর্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে বপুষ্টে
গ্রাহাৎ প্রপন্নবিবরাজবরূথমার্তম্ ॥১৮
সংস্তম্ভতোঽভিপতিতান্ অমৃতাসবাংশ্চ
শক্রশ্চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবদ্রিয়োঽহরদুরে পিহিতঃ স্বয়াভা
ব্রহ্মোদ্যুতেন্দ্রকবচায় নমঃ পুমাংসে ॥১৯

(৬ষ্ঠ অঃ) পুরুষা নমঃ ত্রিদিবৌকসাম্ দেবানাম্ সকলি সকলান্, ইন্দ্রান্ ইন্দ্রম্ অধিকা কৃত্বা ধারয়ন্তম্, উরু। পরম (ক্ষয়া) ঐ দেবতাদের বিস্ময়ঃ আর আনন্দ হয় ॥১৬

ভগবান্ ভগবানের প্রথিতঃ পিতা ভগবান্ ঐশ্বর্যাদি-ভগযুক্তঃ ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ তেষাম্ প্রকৃষ্টবিষ্ণুঃ বিষ্ণু এব ধারকঃ, সন্ সন্ধারয়ন্, কুমারঃ সনৎকুমারঃ, তথা চ অন্যান্ ভগবদ্ভক্তান্ পিতা ভবতি ঈদৃশ তথা সর্বত্র সর্বেষাম্ আত্মবরম্ আত্মবরম্ অনন্য ঈপ্সিতম্। (তথা) দেব মনুষ্যা (মনুষ্যাদয়, মনুষ্য ভিন্নাদি ইতি শেষ) বিষ্ণুয়া দয়া প্রকৃতঃ শেষাঃ, তত্ত্ব অনুগ্রহা আসীত্তা ॥১৭

তথা যজ্ঞেন (যজ্ঞরূপেণ) শেষ এব আত্মনা প্রকৃত মন্ত্র সম্প্রদায়েন তত্ত্ব রক্ষিতা তথা ইলা পৃথি- তথয়া ওষধ্যাদি-নীত্যাদি ভগবান্ তথাপ তত্ত্বঃ রক্ষিতা। ক্ষৌড়ে ক্ষয়ো-ত্থানে শেষ এব শরীরঃ সকলাংশে আং পূরিত্ব, ঈদৃশো তথা আত্মা ঈপ্সিতম্, অতএব প্রলয়ে পরমাত্মনম্, ঈদৃশাত্ম ভাবেন প্রাপ্ত অনুভব আসীত্তা ॥১৮

এবম্প্রকারে মহাকায়ত্বেন ও দৃশ্যত্ব, ঔ ভগবান্ বিষ্ণু

পূর্বক অন্যান্যের ঈশ্বরীকে প্রণাম করত, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বকীয় ধামস্থ স্বর্গপুরে গমন করিলেন ॥১৫

তখন দেব-সভায় উপনীত হইয়া অমরগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজকে প্রণাম করত ভগবান্ নারায়ণের বিজয়-সমূহের পরিচয় প্রদান করিলেন। মহাধিপতি দেবরাজ এতচ্ছ্রবণে অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১৬

সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের স্বরূপতঃ ও তত্ত্বতঃ কোনরূপ ত্রুটি না হইলেও তিনি এই জগতের প্রাণিবর্গের মঙ্গল-বিধানার্থ হংস, যজ্ঞেশ্বর, সনৎকুমার ও আমাদের পিতা ঋষভাদি মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই মনুষ্যেতর-যোনী বিষ্ণুই আত্মবরূপ হইতে এই দেব-চতুষ্টয় সানয়ন করিয়াছেন ॥১৭

প্রলয়-কালে যখন সমস্ত বস্তু জলে প্রলীন হইল, তখন সেই মূলকারণ জনার্দনই মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সত্যব্রত-নামক মনুকে রক্ষা করিয়াছেন এবং পৃথিবী, ওষধি-সমূহ ও ভবিষ্যতের রক্ষা বিধান করেন। পরে বরাহরূপে রসাতলাদি হইতে ক্ষৌড়কে উদ্ধার করত আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষের নিধন-সাধন করেন। অমৃত-লাভার্থ দেবাসুরে যখন মন্থন-মন্থন করেন, তখন এই ভগবান্ কূর্মমূর্তি ধারণ করত তাঁহাদিগের মন্দরাচল ধারণ-জনিত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুই গ্রাহ্যিক ও গজেন্দ্রকে সঙ্কটস্থ হইতে মুক্ত করত রক্ষা করিয়াছেন ॥১৮

এই প্রকার পূর্বে পূর্বে যেখানে যেখানে অবতারের নাম উল্লেখ নাই, সেই স্থলে ভগবান্ বিষ্ণুই অব্যক্ত শক্তি-সহায়ে যে সমস্ত মঙ্গলময় কার্যের সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাও অনেকাংশে বর্ণিত হইয়াছে যথা; বরুণের আজ্ঞানুসারে

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বাস্থরেষু ভুবনাভয়দাং কথাভিঃ।
তুষ্টাব যজ্ঞ ইহ যজ্ঞপতিং ক্রতুভি-
র্যাট্ত্রাদিভিস্ত্রিসদনাধিপতিং ত্রয়ীভিঃ ॥২০॥

দিক্কক্রিয়াযুক্ত যাং ত্রিদশগুরুরতো
যামত্র হৈহয়কুলাম্নায়বর্ণপ্রধানৈঃ।
সোঽয়ং যজ্ঞঃ স্বয়ক্ত্রু স্বয়ং সকলং
নীত্বাপবর্গবরণি লোকমলত্বকীর্তিঃ ॥২১॥

বিষয় যথা ভূতলম্, তথা বর্ণয়তি। তত্রাদৌ সন্নিবেশায় স্থলম্ আহ ৬ অধিপতিভিরিতি। অস্থরপতিভিরিত্যত্রাপি পূর্ববৎ সম্বন্ধঃ। ত্রিসদনাধিপতিম্ ইন্দ্রম্ ঐশ্বরিকম্ অস্থরং যাজ্ঞিকং মন্ত্রতঃ দক্ষিণে দুর্গাদৌ, প্রথমং ঋত্বিজি ব্রাহ্মণে, তথা আসনে অধ্যাপকে। তথা প্রাতরনুবাকেন তথাবি প্রজাপত্যাদয়ো গৃহীতে গৃহে ৬ যোজয়ামাস। তথা অন্তরং-মুখং নিবিষ্টম্ (তেষাম্ পশ্চাদ্ভিমুখং অস্তরং তদ্বিষয়ং যজ্ঞমণ্ডপং বিবক্ষয়া) অন্তরং অন্তরায়ং রক্ষণার্থং তান্ তথেতি, অন্তরায়ং। তথা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অন্তরায়ং নথা প্রজাপতিভ্যস্তথায়ং, অন্তরায় তত্ত্বিভ্যোহন্তরায়ং বিশ্বেভ্যস্তথা ইতি শ্রুতেঃ ॥১৯॥

দেবাসুরে যুধি যুদ্ধে সুরার্থে ত্রৈলোক্যরাজ্যোপযোগার্থং দৈত্যা-

---

তাঁহার নাভিদেশ আশ্রয়পূর্বক বাহিরিয়া অধিপতি সকল যখন যজ্ঞে গমন করেন, তখন সামান্য যোগসম্ভূত বায়ু-ভরে বিলম্বিত হইয়াই মন্থর গমনের ন্যায় বিলম্ব দিয়া সেই অধিপতিকে অবলোকন করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র উপহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অন্তরায়ী অধিপতি যখন একাগ্রতা সহকারে অন্তঃপতি পরমাত্মার ধ্যান করিতেছিলেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে সেই বিলম্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কুশাসনে যখ-বিবরণ যখন প্রজাপতি পাদে দেবেন্দ্র বিলম্বিত হন, তখন সেই কমলাপতি বিষ্ণুই তাঁহাকে তাদৃশ পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন। অসুর-সংগ্রামে দেবগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, দেব-মহিমাগণ সকলেই অসুর-ভয়ে বিলম্বিত হইয়া তৎকালীন অনাথার ন্যায় অসুরপুরে বিলম্বা থাকেন। তখনই তাঁহাদের ভয় বিধান করেন। আবার প্রহ্লাদের ন্যায় মহীয় সাধু ভক্তগণের ভয় নিবারণার্থ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে

পতীন্, তথা তথা অন্তরম্ আত্মনঃ যদি সর্বাধিষ্ঠানম্ তদাত্মিকা ভক্তবৎসলতা মুক্তবতি স্বয়ং। অথ যাগস্য মুখ যাট্ত্রাদিভিঃ যজ্ঞস্য সম্পাদনায় ইন্দ্রং স্বয়ং মুখিন্, স্বয়ং; যাং ৬ অধিকৃত্য মুখেভ্যঃ ইন্দ্রাদিভ্যঃ সকলং প্রোক্তম্ ॥২০॥

হৈহয়কুলাম্নায়বর্ণপ্রধানৈঃ (হৈহয়াদয়ঃ কুলস্য আম্নায়স্য বিশেষস্য তদ্বর্ণপ্রধানাঃ মুখভাগে অবতীর্ণাঃ অধিকৃতাশ্চ যাগে) ত্রিসদনাধিপতিং ইন্দ্রম্, যাং পূর্বং দিক্কক্রিয়াযুক্ত মন্ত্রতঃ ইত্যর্থঃ। লোকমল-ত্বকীর্তিঃ (লোকানাং মলানি পাপানি ত্বদ্ধি ইতি মলত্বক্ কীর্তিঃ যস্য সঃ) নীত্বাপবর্গবরণি ইতি মলত্বক্ কীর্তিঃ যস্য সঃ নীত্বাপবর্গবরণি ইত্যত্র অন্বিতং বয়ং, তত্র সকলং সম্পাদিতং স্বয়ক্ত্রু ব্রাহ্মণং যং যজ্ঞং, সঃ অয়ং ॥২১॥

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া অসুর-রাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাণ বিনাশ করেন ॥১৯॥

দেবাসুর সংগ্রামে ত্রৈলোক্যাদি দেবগণের রাজ্যোপযোগি নিমিত্ত দৈত্যপতিদিগকে নিহত করিয়াছেন এবং অন্যান্য সময়েও সেই সেই অবতারে অবতীর্ণ হইয়া, এই ভূমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছেন। পরে যাগযজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া ত্রিলোকাধিপতি যাট্ত্রাদিমূর্তি এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য ভোগবিধান হইতে সকল অধিপতি-গণকে ইন্দ্রাদিকে প্রদান করিয়াছেন ॥২০॥

হৈহয়-কুলাদিক কৃতবর্ণাশ্রমগণ পরব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া, এই ধরণীতে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন। অনন্তর লোক-পঙ্কি-হারী শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া নীতাপতি সমুদ্র-বন্ধন করেন এবং লঙ্কাপতি রাবণকে সবংশে নিধন করিয়াছেন। সেই শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তি জগতে চির দেদীপ্যমান হউক ॥২১॥

ভূমের্ভবাবতরণায় বহুরূপস্য
জাতঃ করিষ্যতি জগদ্বিপুলং হিতায়।
তাবৎক্রিয়াবতরণং মম রূপমেতৎ
তন্নাবজানতি জনো মম নারসিংহম্ ॥২২

এবং বিধানি কর্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ।
ভূতানি ভূরিবিষয়ো বর্ণয়ন্তি মহাদ্ভুত ॥২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

অথবা কর্মাণাং-কর্মাণি; তানেব, ভূমঃ ভারাবতরণায় বহু, আতঃ স্বেচ্ছয়ৈবাবীর্ভূতঃ সন্, ভূতানি চ জন্তূন্ জন্মাদি হেতৃন্ যান্-যান্-প্রকারান্-প্রকারানেবাবীর্ভূতানি কর্মাণি করিষ্যতি। (তথা) ভূতানি বিশিষ্যমাণান্ করিষ্যন্ জগৎপতেঃ সর্ব্ব, তানি কর্মাণি, তানি জন্মানি চ, ভূরিবিষয়ো (ভূরি অনেক বস্তু আছে) অনেকপ্রকার বিষয়ঃ এবংবিধানি ভূরীণি কর্মাণি জন্মানি চ বর্ণয়ন্তি ॥২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতপরমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

এই-কর্ম্মাদির অতীত ভূত-ভাবন ভগবান্ যেরূপ ত্রৈকালিক সাধিদৈব ভূমীশ্বর ভাবীর ন্যায় ভগবান্ নিজ ইচ্ছাক্রমে যদৃচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া, তৎপরে ভূলোকে ত্রৈকালিক ও যোগেশ্বরাদি ব্যক্তিগণ অনেক-প্রকার ভূয়ঃ কর্ম্মসমূহে সম্পাদন করিবেন। আর ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া যজ্ঞাদিদ্বারা সম্পূর্ণ অযোধ্য অথচ যজ্ঞ-সম্পাদনে স্বয়ং ত্রৈকালিক লক্ষ্মণের ব্যক্তিগণকে যেরূপ বিভূতির দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে বিরত করিবেন। অথচ ভূমিতলের অন্যে অবিচলে বিগ্রহ-ধারণ করিয়া যাগ-কার্য্যের অনুসন্ধানী যেন ভিন্নপ্রকারে বিরত করিবেন ॥২২

হে মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ! অতুল বিক্রম-সম্পন্ন প্রভুকোটি ভগবৎপতি ভগবানের এই প্রকার বিবিধ জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় সকল বর্ণিত আছে ॥২৩

শ্রীমদ্ভাগবতপরমহংসদিগের পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞনারায়ণভট্টাচার্য্য-কৃত চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ।

[কলিযুগীয়-পুরুষগণের নিষ্ঠারণ, প্রতিযুগে পূজাবিধানক্রমের ও বর্ণনম্।]

রাজোবাচ

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাসুরিস্বভাঃ।
ত্রৈলোক্যরক্ষকস্তেষাং কা নিষ্ঠা বিনিরূপিতা ॥১

অন্বয়ঃ

ব্যাখ্যা ইত্যাদি। হে আসুরিস্বভাঃ। হে ভগবন্ (ভগবন্ত-

পঞ্চম অধ্যায়।

[কলিযুগীন পুরুষগণের স্বভাব এবং প্রতি যুগে পূজাবিধানক্রমের বর্ণন।]

নিমিরাজ বলিলেন,—হে আসুরিস্বভাব! ভগবান্

জীবমাত্রের মধ্যে প্রায় অনেকেই সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে ভজনা করে না। তাহাদিগের ত্রৈলোক্য-পালক ভগবান্ মানবগণের পরিত্রাণে

৬ষ্ঠ উদাহ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥২

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৩

মুখে ব্রহ্মিষ্ঠা ভোক্তিং মুখে চাদ্যাতকীর্তনাঃ।
ক্ষিয়ঃ পুত্রাশয়ৈশ্চৈব ভেদমুৎপাদ্য কথ্যতাম্ ॥৪
বিপ্রো রাজন্য-বৈশ্যৌ চ হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
মৌঢ্যেন জন্মনাপ্যেষু মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥৫
কর্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকা হ্যেতা যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥৬

অধিষ্ঠিতবিষয়ভোগসাধনম্, অধিবিদ্যাধ্বনম্, অধ্যাত্মবিষয়ভোগসাধনম্ ভোগ্যং বা বিদ্যা কিং প্রাপ্যম্ ইতি ॥

ক্রমঃ উদাঃ। পুরুষস্য ভগবতঃ মুখ-বাহূরুপাদেভ্যঃ স্বীয়ৈঃ আশ্রমৈঃ আশ্রমিভিঃ সহ বিদ্যমানাঃ চত্বারো বর্ণাঃ জজ্ঞিরে ॥

এষাং পরীক্ষিদাদীনাং মধ্যে যে আত্মপ্রভবম্ (আত্মনা স্বয়ং প্রভবতি উৎপদ্যতে যস্মাৎ তম্, ঈশ্বরং সর্বজ্ঞসর্বশক্তিবিশিষ্টং সাক্ষাৎ পুরুষং পুরুষাকারম্ (অন্তর্যামং) ন ভজন্তি, (জানন্তি) অবজানন্তি, তে স্বকীয়াৎ বর্ণাশ্রমবিভাগাৎ ভ্রষ্টাঃ সন্তঃ অধঃ নরকে পতন্তি ॥৩

তথা চ মুখে ব্রহ্মিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মিষ্ঠাবংশে যেষাং তে) আদ্যন্তে মুখে আদ্যাতকীর্তনাঃ (আদ্যাতকীর্তনং যেষাং তে) যে ভোক্তিং প্রজাপতয়ঃ তথা ক্ষিয়ঃ পুত্রাশয়ৈঃ ॥ যে

কিরূপ গতি লাভ হইবে, তাহা আপনারা বর্ণন করুন ॥১

যোগীন্দ্রগণের মধ্যে চমস-নামক আত্মা এবম্প্রকারে উত্তর দিলেন,—ভগবান্ পরমপুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে সন্ন্যাসিপ্রভৃতির ন্যায়ক্রমে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় পৃথক্‌রূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥২

ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মোহবশতঃ বিরাটের উপাসনাকারী সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে ভজনা করে না, কিম্বা তাঁহাকে পরিত্যাগ হইয়াও উপেক্ষা করে, তাহারা স্বকর্ম্মদোষে দূষিত হইয়া স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥৩

যাহাদের মুখে ব্রহ্মিষ্ঠা প্রভৃতি বা তৎকীর্তন

যে পুরুষ ভগবানের ভজনবিরোধীরূপে ব্রাহ্মণবিরোধীরূপে সম্বন্ধ অবজ্ঞা করেন তাদৃশ লোক-সাধারণের কথা বিশেষরূপে বলা ॥

অথ বিদ্যা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ বা বৈশ্যেন উপজীব্যন্তি, ভজনং বা হরেঃ পদান্তিকম্ আত্মনেপদপ্রয়োগাৎ প্রাপ্তাঃ অপি ন হরেঃ পদান্তিকম্ (আত্মনঃ যোগ্যম্ স্থানং অধিকারং বিষয়ং যোগং বা অবাপ্তাঃ সন্তঃ) মুহ্যন্তি (তত্তদাশ্রমং বিদ্যাং বর্ণাদিকলহঞ্চ ত্যক্তুং ন শক্নুবন্তি) ॥

তথাপি আত্মাভিমানে (যো বর্ণ বয়ং এ জাতি তথা বয়ং) স্তব্ধাঃ অনম্রাঃ, তথাঃ মূর্খাঃ অপি পণ্ডিতমানিনঃ (আত্মনঃ পণ্ডিতান্ মন্যন্তে, তথা লোকাঃ, আত্মানং প্রেরয়িষ্যন্তি, বিদ্যাং লাভয়ন্তঃ সন্তঃ মুহুঃ তথা চাচক্ষতে (অন্যান্ যোজয়ন্তঃ তথা ইত্যাদিকান্) বদন্তি ॥

তাহা না, তাদৃশ দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি ও বিবেকহীনা স্ত্রীজাতি এবং সাধারণীয় পুরুষদের প্রতি আপনাদের ন্যায় সাধুস্বভাব পরমভক্তের বিশেষ অনুকম্পা করা নিতান্ত প্রয়োজন ॥৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি উত্তম কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার ও বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা ভগবদ্ভজনের যেই অধিকারী হইলেও, যেহেতু কর্ম্মকাণ্ডের আপাততঃ মধুর ফলশ্রবণের ভাবে আসক্ত হইয়াই তৎপ্রাপ্তির আশয়ে নিষ্কাম-ভাবেও ভগবানের অর্চ্চনা না করিয়া, অর্থের অনুষ্ঠানে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয় ॥৫

যেসব উদারে অনুষ্ঠান করিলে কখন পুনরায় জন্মের কারণ হয় না, ইহা যখন পরিজ্ঞাত আছে এবং

বলা যোষাভয়া: কামুকা অধিকৃতা:।
বাহিকা যানিন: পাপা বিদগ্ধাচ্যুতপ্রিয়া: ॥৭
বন্দি ভেরুণ্ডোক্তমুপাসিতুস্ত্রিয়ো
মৃদেষু বৈমুক্তসখেষু চাপিত।
মনস্যনৌচিত্যবিধানবর্জিনা:
হৃতো পরং ঘর্ত্তি পশুরন্ধ্রিত: ॥৮
ত্রিয়া বিমুক্তাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বয়সেন কর্ম্মণা।
জাতশ্রমোঽন্যবিদ: স্বয়েষাম্
সভোঽবমন্তেতি হরিপ্রিয়াম্ বদা: ॥৯
সর্ব্বেষু পশ্যং তদুপপত্তিবর্জিতম্
ধিগ্ বদ্যবানেষকৌটকীশ্বরম্।
যোগেশ্বরোঽক্ষ ন মৃগেন্দ্রমূঢ়ধী
মনোবধায়া: প্রকৃতি বার্ত্তয়া ॥১০

ইতরা অন্যাভিন্নত্বেন যোষাভয়া (যোষা স্ত্রিয়: অভয়া: যস্যা: সা তে), কামুকা:। কামাবিবিধিবহুভাবত্বাদেবমুক্তি:। অধিকৃতা: (অধিকৃতা: কোকে যেষাং তে), বাহিকা: (পরপ্রেষণার্থং বাহ্যযানাধিরূঢ়কা:), যানিন: ছত্রধারিণ: পাপা: (বিবেক বিবেচনাভাব-বন্ধনা:) অচ্যুতপ্রিয়ান্ অবধূতান্ বিদগ্ধি।।৭

উপাসিতুস্ত্রিয়: উপাসিতা: অবধূত সেবিতা: স্ত্রিয়: যৈ: তে) যে মৈথুনাখ্যান্ মৃদেষু অকিঞ্চিৎকরে আপিত: বন্ধি। অত: অনৌচিত্যবিধানবর্জিত (ন যত্র সম্ভবতি অনুচিতোবর্জিত যত্র অনৌচিত্য তদ্ভি তথা) মনসি; অধিক: (বস্তুতত্ত্ব-বিচারশূন্যাশ্চিত্তাৎ) যে হৃতো ঔচিত্যাদি পরং কেবল পশুং ঘর্ত্তি।৮

ত্রিয়া বিদ্যাবিশেষেণ, বিমুক্তা আভিজাত্যাদিং, আভিজাত্যেন অবধূতত্বেন, বিদ্যা তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ, ত্যাগেন বৈরাগ্যেন, রূপেণ সৌন্দর্য্যেন, বয়সা, কর্ম্মণা চৌত্কর্ষিকেণ, জাতশ্রমেণ (জাত: শ্রম: যস্য তেন) অন্যবিদ: (অন্য: বিশেষতীত যো বেদ: তং) বদা: ছান্দোগ্যবদা: স্বয়েষাম্ ঈশ্বরবিদ্যম্ সত: ইতিপ্রিয়াম্ অবধূতবন্ধি অবমন্যতে।৯

বিশ্ব অনুভূ: অন্যা: সর্ব্বা: সর্বেষু অকিঞ্চিৎকরেষু প্রাপিত্বম্ আত্মানম্ বদা বদা অবধিত: যোগেশ্বরম্। (যোগেশ্বর ইশ্বরীয়:।) আত্মনা অকৌটম্ ঈশ্বরং ন মৃগেন্দ্র মৃগেন্দ্রবিদ্ধ মনোবধায়া: ধ্যানাদিবিঘাতিবিকারাত: বার্ত্তয়া প্রকৃতি ভাবম্ স্যাৎ।১০

বিদ্যার অনভিজ্ঞতাবশত: সামান্য পাণ্ডিত্যের অভিমানে স্ফীত হইয়া, প্রকৃত জ্ঞানীর সমীপেও গুরুভাব অবলম্বন হইতেও অগ্রসর হয় না, তাদৃশ মূর্খ জনগণ যেযোক্ত আশয়ায়: মধুর বাক্যে প্রলোভিত হইয়া তদনুষ্ঠানেই যোগ প্রতিপাদন করে।৬

প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের বুঝিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বাসনার কায়-পরায়ণ পাশাচারী স্ত্রীলিপ্সুগণ অভিমানের অনুরোধে বিমুক্তসঙ্গ ব্যক্তিদিগকে উপহাস করিয়া থাকে।৭

তাহারা অযোগ্যবিষয়কে উপেক্ষা করিয়া এক নারীভোগেই নিতান্ত আসক্ত থাকে; এবং গৃহস্থের সুখে মৈথুনসুখের অপেক্ষা যে অল্প সুখ আছে—ইহা ধারণা করিতে পারে না, এক রমিতা-বিলাসদ্বারাই সংসারের পরম সুখভোগের পরাস্পরে আলাপ করিয়া থাকে। তাহারা মনে আসনের যা করিয়া যায় করে না; যদ্য বিবেকের ঔচিত্য ও রমণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের জন্যই যোগপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা জীবহিংসাই করিয়া থাকে।৮

ঐ সকল মূর্খ ব্যক্তি ধন, সম্পত্তি, কোলীন্য, বিদ্যা, বাগ্মিতা, সৌন্দর্য্য, বল ও ঔচিত্য মদে মত্ত ও অন্ধবুদ্ধি হইয়া লোকপালাদি দেবতাগণ ও সাধু বৈষ্ণবদিগকে তিরস্কারাদি দ্বারা অবমাননা করিয়া থাকে।৯

লোকে ব্যবহারসিদ্ধত্বান্নেদং
নিত্যত্বাত্ত তন্ত্রোক্তং হি তত্র চোদনা।
বাধস্থিতিস্তেষু বিধানতন্ত্র-
তন্ত্রাপ্তবৈধত্বাত্ত নিবৃত্তিরিষ্টা ॥১১
অনক্ষ বর্ষৈরুদ্বাহঃ কর্ত্তব্যো বৈ
ত্রিভিঃ সর্বজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।

স্ত্রেষু যুক্তিস্তু অনেকধাস্ত
ন্যূনং ন পশ্যন্তি পুরস্তরীয়ম্ ॥১২
যন্ত্রোপযন্ত্রো বিহিতঃ পুরাণা-
ন্যথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজনায় রাত্রা-
বিত্যেষ বিপ্রঃ ন বিনা মমর্শ ॥১৩

লোকের ব্যবহারসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত (স্ত্রীসংস্কার অবশ্যকর্ত্তব্য ইত্যাকার) বিধানে (বাক্যের এই বিধানাংশে) ইহা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতার চোদনা (প্রেরণাবিধি) হি ও অস্তি। তেষু ব্যবহারসিদ্ধ বিবাহতন্ত্র-প্রমাণেই ব্যবস্থিতি বিধান এই বিষয়ে। (বস্তুতঃ আজ ব্যবহারসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত বিধিত্বের ইষ্টি ॥১১

অন্য (বাক্যের বিধায় তন্ত্রোক্তাংশের) বৈ প্রসিদ্ধি সন্দিগ্ধত্বে অপ্রমাণত্বাশঙ্কায় (ধৃত পাঠান্তরের) অনুপ্রশান্তি (অন্য অবয়বের এই প্রকার পাঠান্তর হেতুতন্ত্রের হয়) অর্থাৎ, ৎ বৈধত্বের (তন্ত্র

যে আশ্চর্য্য! মহাবিবাহের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী অথচ অবশ্যাধিকৃত অনুষ্ঠাতা যেখানকার পরমাবশ্যক স্ত্রীসংস্কার পরমাবশ্যক বিষয়ক তাদৃশ ন্যূনাধিকত্ব অবশ্য করিতেও অধিকারী হয় না; কেবল ঋতুরক্ষার্থ ও যজ্ঞাদি বিবিধ ইষ্টির চরিতার্থতার বিবাহাগারেই ধর্ম্ম জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে ॥১০

যে ব্রাহ্মণের। স্ত্রীসংস্কার, অগ্নি-হোত্রের ও যজ্ঞশালের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু আজিকালকার অল্পায়াসসাধ্য বিধি কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না। তবে বিবাহের দ্বারা পত্নীসংস্কার, তাহে অগ্নিহোত্রের ও সৌত্রামণি প্রভৃতি যাগের অন্যের ব্যবস্থা করিয়া নিতান্ত আবশ্যকীয় পুত্রের পক্ষে নিয়মবিধানে নিবৃত্তিরই বিধান করা হইয়াছে ॥১১

অন্যে। যে বিবাহ ঋতুরক্ষানিমিত্তক হইয়া অনুষ্ঠান করিলে অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা পুরুষের জ্ঞান

এবং এতদ্ভিন্ন তন্ত্র বাক্য) বলে ও ন্যূনম্ যেখানে ত্রুটি (অন্য অন্যত্র যে) অনেকধাও পুরস্তরীয়ম্ (প্রথম অগ্নিহোত্র বিষয়ে বলা হইয়াছে তাহা) ন্যূনম্ ও পশ্যন্তি ॥১২

যে প্রকার পুরাণে: প্রমাণতঃ অবগত হইয়া ন, পাশু; অথা পশোঃ আলম্ভন (দেবতোদ্দেশ্যে যে পশুবধাদি এই বিধিতে), ন হিংসা (হিংসা হইতেছে ঃ এই বাক্যের প্রমাণ (যজ্ঞোপযন্ত্রি বিধিত্বের এই বিধিতে:), ন হইল। প্রজনায় (অন্য অপত্যোৎপত্তির) জন্য বিপ্রঃ অথা ন বিনা মমর্শ ॥১৩

ন্যূনতার সংবাদ হয় এবং তৎপরক্ষণেই জীব মোক্ষলাভের অধিকারে নির্বৃত হয়, সেই বলে যে মনের একমাত্র অবলম্বন, তাদৃশ মনের স্বামী ব্যক্তিগণ কেবল ঋতুরক্ষার বিধিত্ব সাংসারিক ব্যবহারে নিরোধ করিয়া থাকে। অন্যে: কিন্তু অধিকন্তু তাদৃশ অন্যপ্রায় বিষয়ভোগী মানবগণ নিজ অন্তঃকরণের অনভিজ্ঞতাবশতঃ ঋতুরক্ষার প্রতি বিদ্বেষবান্ দৃষ্টি করে না ॥১২

যজ্ঞে যে যজ্ঞশালের ব্যবস্থা আছে, তাহা একত্র প্রকারে পান না করিয়া তাহার ভাগ লইলেও বিহিত পাত্রের সিদ্ধি হয়। যেমতার উদ্দেশ্য পশু-হননের ব্যবস্থায় হিংসাজনিত হিংসের যোগের স্পর্শ না হইলেও, অথা যে কোন কারণে বধ করিলেই দোষ ঘটিবে: এবং কেবল পুত্রোৎপাদন উদ্দেশ্য ব্যতীত কামতঃ স্ত্রীসংসর্গ অবিধেয়। বিলাসী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য অবধারণে সক্ষম না হওয়ায়, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম লাভিতে পারে না ॥১৩

যে ত্বনেকবিধৈঃ মন্ত্রঃ পূতাঃ সর্পবিষৈরিতঃ।
পশূন্ হত্বা ক্রতৌ বিদ্রা: প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥১৩
বিত্তং পরস্বাদ্যে আত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বন্ধুপোষাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১৪
যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যকুশলা আত্মানং যান্তমন্তি তে ॥১৫

এত আত্মরজোঽতজ্ঞা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
লোল্যাৎকুশলকুত্যা বৈ বালবন্ধুজনোরবাঃ ॥১৭
হিত্বাত্মমায়ারচিতা গৃহাপত্যাপ্তবুদ্ধয়ঃ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥১৮

ব্রাহ্মণোবাচ

ক্বচিদ্ কালে ন ভগবান্ কিং ধর্মঃ কীদৃশো নৃণাম্।
নাম্না বা কেন বিহিতো পুংভিঃ শ্রেয়োঽভিপদ্যতে ॥১৯

যে তু অবেদবিদঃ (ন এবং বিদঃ যথা বিদ্বাংসো যে) তথা অবিপশ্চিতঃ, যতঃ সংবিদামিনঃ (সন্তঃ এব বহু ইতিবদন্তঃ), অতঃ অন্যত্র পাণ্ডিত্যাভিমানেভ্যঃ বিদ্রাঃ (অবশ্য মনোযোগঃ অবিদ্বাংসঃ ইতি বিদ্রাঃ) পশূন্ হত্বা, ইহ তান্ চ যে পশবঃ তেভ্যঃ যজ্ঞে বধ্যমানেভ্যঃ ॥১৩

যে তু পরস্বাদ্যে (বিত্তার্থং হীনাঃ) বিত্তং বহুধা, তে (হীনাঃ অবশ্যমেব) আত্মানং হরিং ঈশ্বরং এব বিত্তং পরস্বেন পুত্রকলত্রাদিপোষণেন মৃতকে পরস্মিন্ পুত্রাদৌ সানুবন্ধে বন্ধুপোষাঃ সন্তঃ অধঃ পতন্তি ॥১৪

যে তু কৈবল্যং মুক্তিমার্গং নাপ্রাপ্তাঃ ন অতীতাঃ (অথবা নাস্তিকাঃ কিন্তু বিজ্ঞানবিমানিনঃ বয়ং) তথা অকৃতিনঃ প্রবলরজঃপরিণামাঃ, যতঃ ত্রৈবর্গিকাঃ ত্রৈবর্গিকাঃ

যাহারা শাস্ত্রের গভীর রহস্য অবগত নহে, তাহাদের অধিকাংশ পণ্ডিতাভিমানী পাপমতি আত্মম্ভরী ব্যক্তিরা বেদের অনভিজ্ঞ-চিত্তে পরলোকে বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর যমপুরে গমন করিলে, সেই পরলোকে আবার সেই সকল ব্যক্তির মাংস ভোজন করিয়া থাকে ॥১৩

যাহারা এই প্রকারে পরলোকের প্রতি বেশ করে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সকল সর্বান্তর্যামী জগদীশ্বর শ্রীহরিকেই হিংসা করিয়া থাকে এবং পুত্র-কলত্রাদি এই অবস্থায় ঘোর ঘোর আসক্তি-বশতঃ নরকে নিপতিত হয় ॥১৪

যাহারা সম্পূর্ণ ভগবানে অধিকারী হয় নাই, অথচ বিদ্যার দুর্বহ ভার, কেবল বিজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির মত, তাহারা নিরর্থ-সাধক ব্যাপারে এবারে

যাপয়ন্তি হয় যে, ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত বা প্রকৃতের বিষয়ের আবশ্যকতা তাহাদের নাই; তাহারাই প্রকৃত আত্মঘাতী ॥১৬

ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখোপায়ের ভরসায় আত্ম অভিমানী অজ্ঞানান্ধেরা ব্যক্তিগত এ জীবনে কোনরূপ প্রবলাদি অভিপ্রায়ের বিঘ্ন হইলে কালের মূর্তিস্বরূপ ভগবদ্বোধ হইয়া নিপতিত হয়; এবং অন্ত নিরাশায় অতল সর্বে পতিত হইয়া বিবিধ নরক-যাতনা ভোগ করে ॥১৭

ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তিগণ যত যত্নে ও যত পরিশ্রমে ও যত কালের সঞ্চিত আয়ার মূলকে যে ধন, সন্তান, মন্ত্রত ও মুক্তস্বর্গের কারণ করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনরায় তাহা অবিদ্যা-তমে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞানপূর্ণ ঘোর নরকেই প্রবেশ করে ॥১৮

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভগবান্! কি ধর্ম? কীদৃশ মানুষ ধর্ম? কীদৃশ? কীদৃশধর্ম, কেন বা নাম, কেন বা বিধিনা মুক্তি: পুরুষের, তত্ত্ব ইহ অবতরে মৈত্রেয় ॥১৯

কল্পরাজন উবাচ

কৃষ্ণঃ ক্রেতা যাগয়জ্ঞ ঋত্বিগ্‌ভিরেষ্যন্ কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নামৈব বিধিনেজ্যতে ॥২০
কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদণ্ড-কমণ্ডলূ ॥২১
মন্ত্রতন্ত্র তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শান্তং দমনমীড্যম্ ॥২২

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥২৩
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥২৪
তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২৫

কল্পরাজন উবাচ। কৃষ্ণ (হে) যাগয়ঃ ভবিঃ ৬ ইতি এষ কৃষ্ণঃ তয়েন্ নানাবর্ণাভিধাকারঃ (নানালক্ষণাঃ বর্ণা অভিধা আকারাশ্চ ৬ যস্য সঃ) কেশবঃ নাম বিধিনা বিধিবোধেন এবাগাদি ইজ্যতে পূজ্যতে ॥২০

কৃতে সত্যযুগে শুক্লঃ শ্বেতবর্ণঃ চতুর্বাহুঃ জটিলঃ বল্কলাম্বরঃ (বল্কলমিব অম্বরং যস্য সঃ) কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ (কৃষ্ণাজিনং কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম, অক্ষ অক্ষমালাঃ) দণ্ড ৬ বিভ্রৎ ধারয়ন্ তদা তস্মিন্ যুগে মন্ত্রতন্ত্র মন্ত্রাঃ তন্ত্রাণি চ শান্তাঃ নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ ॥২১-২২

তদা হংসঃ, সুপর্ণঃ, বৈকুণ্ঠঃ, ধর্ম্মঃ, যোগেশ্বরঃ, অমলঃ, ঈশ্বরঃ, পুরুষঃ, অব্যক্তঃ, পরমাত্মা ৬ ইতি নামভিঃ ঈড্যতে গীয়তে ॥২৩

ত্রেতায়াং যজ্ঞে ভবঃ রক্তবর্ণঃ, চতুর্বাহুঃ, ত্রিমেখলঃ (ত্রিগুণা শ্রীতাদ্যুপা মেখলা ত্রয়ী চ যস্য সঃ) হিরণ্যকেশঃ পিঙ্গলকেশঃ, ত্রয্যাত্মা (ত্রয়ীবোধ্যঃ-ঋগ্বেদাদিঃ আত্মা মূর্তি র্যস্য সঃ), স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্‌স্রুবাদয়ঃ উপলক্ষণানি যস্য সঃ) ত্রিগুণ ৬ সঃ ॥২৪

তদা ত্রেতায়াং মনুজাঃ যেষাং ধর্ম্মিষ্ঠাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ ঋষয়ঃ তমেবংলক্ষণং ত্রিগুণং সর্বদেবময়ং হরিং যজ্ঞেশ্বরং (ত্রয়ী) ত্রয়ীং বিদ্যয়া বেদোক্তকর্ম্মণা যজন্তি আরাধয়ন্তি ॥২৫

বিদেহপতি নিমি বলিলেন,—হে ভগবন্! ভগবানের কোন্ সময়ে কি কি বিগ্রহ, বর্ণ ও নাম গ্রহণে আবির্ভূত হন এবং কিরূপ বিধানেই বা তাঁহাকে আরাধিত হন, তাহা আপনি আবার বিস্তার করিয়া কীর্তন করুন ॥১৯

করভাজন বলিলেন,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগচতুষ্টয়ে ভগবান্ ক্রমান্বয়ে নানা প্রকার বর্ণ, নাম ও আকার ধারণে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং বিধি প্রকারে পূজিত হন ॥২০

সত্যযুগে তিনি উপাসকগণে কৃপাদান করেন বলিয়া, অথবা বা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণে ব্রহ্মচারিবেশে পরিলক্ষিত হন; তৎকালে তাঁহার পরিধেয় বসন, মস্তকে জটাভার, চতুর্ভুজ মূর্তি ও গুরুবর্ণ বলিয়া কীর্তিত থাকে ॥২১

সত্যযুগে ভগবদুপাসক পুরুষগণ সংসর্গাবলম্বী রাগদ্বেষাদি-বর্জিত এবং ঘোর-মায়েই উপকারী হন। তাঁহারা কাহারও অনিষ্টাচরণ করেন না। তাঁহারা আত্মসংযত ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া তপস্যাচরণ ধ্যানযোগের দ্বারা কেবলের ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥২২

উক্ত যুগে ভগবান্ হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা ইত্যাদি নামে কীর্তিত হন ॥২৩

ত্রেতাযুগে ভগবান্ চতুর্ভুজ পিঙ্গলকেশ ও রক্তবর্ণ মূর্তিধারণে ও ত্রিগুণির বেদমার্গগ্রহণে স্রুক্‌স্রুবাদি উপলক্ষিত যজ্ঞাদি বেদোক্ত-প্রক্রিয়াদির যজ্ঞমূর্তিতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন ॥২৪

সেই ত্রেতাযুগে বেদার্থ-পারদর্শী ধর্মপরায়ণ

যজ্ঞেশ্বরঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্ত উরুগায় ইতীরিতে ॥২৬
বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥২৭
তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
সজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥২৮

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥২৯
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ ॥৩০
ইতি যাগস্য ঋষভ ধ্যানস্তুতিনমস্কৃতম্।
বাগাত্মভির্বিধাতেন কল্পয়ন্তি ক্রতুং পৃথু ॥৩১

(তদা তদানীম্ যাগকালে) বিষ্ণুঃ (যজ্ঞরূপিত্বাৎ) যজ্ঞঃ, (পৃশ্নি-পুত্রত্বাৎ) পৃশ্নিগর্ভঃ (সর্বদেবরূপিত্বাৎ) সর্বদেবঃ, (ঊরুষু ভবো গীতো যস্য সঃ ইতি) উরুক্রমঃ, (বৃষ্টি কালম্ ভবত্বেন আকলয়তি বিদ্যোতয়তি ইতি) বৃষাকপিঃ, (জয়ন্তস্য সকাশ ইতি) জয়ন্তঃ, (ঊরুষু গায়তি ইতি উরুগায়ঃ ইতি ঈরিতে কথ্যতে ॥২৬

বাপরে তদানীম্ প্রায়ঃ অত্যন্ত-পুরুষকল্পঃ, পীতবাসাঃ পীতবস্ত্রঃ, নিজায়ুধঃ (নিজানি আয়ুধানি চক্রাদীনি যস্য সঃ) শ্রীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসাদি নাম যস্যাঃ রেখায়াঃ প্রকাশকত্বেন যোগে প্রসিদ্ধিবশাৎ সা আদিঃ যেষাং তৈঃ) অঙ্কৈঃ। অত্যন্তাদি-সদৃশত্বাদীনাং চিহ্নৈঃ লক্ষণৈঃ (বক্ষ্যমাণৈঃ ৮) উপলক্ষিতঃ ॥২৭

তদা তং পুরুষং। বিজ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানেন সহিতাঃ সন্তঃ মর্ত্যা মনুষ্যা

মহারাজোপলক্ষণম্ (মহারাজস্য ঔপলক্ষণিকি ইব-শব্দলোপাদি যস্য তম্) ন্যূ পরং পুরুষং বেদ-তন্ত্রাভ্যাং (বেদতন্ত্রাভ্যাং-প্রকারেণ মহতি আরাধয়তি ॥২৮

বাসুদেবায় তে নমঃ, সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ, এবং প্রদ্যু ম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥২৯

ঋষয়ে ঋতম্ভরায়, নরায়ণায় পুরুষায়, সর্বভূতাত্মনে (সর্বেষাং ভূতানাং, আত্মনে আত্মস্বরূপায়), বিশ্বায় বিশ্বরূপায়, বিশ্বেশ্বরায় (বিশ্বে ব্রহ্মা-শিবাদি-সর্বদেবাপি ঈশ্বরায় বিশ্বায়) তুভ্যং নমঃ ॥৩০

হে ঋষভ ভূপাল! ইতি এবং যাগস্য তদানীন্তন ক্রতোঃ স্তুতি বন্দনে অপি নমঃ নমস্কারাভ্যাং ঋতম্ভরাখ্যেন ঋষভাবতারেণ যা পূজা তয়া তু (প্রকারান্তরে নমস্ত ইতি নমস্কারেণৈবেতি বন্দনে ঋতম্ভরাখ্যেন ঋষভেণ পূজিতেন) ॥৩১

যজ্ঞরূপ ভেদোক্ত যজ্ঞাদি ভগবন্নামের অনুষ্ঠানে সেই সর্বেশ্বরের ঋষির আরাধনা করিয়া থাকেন ॥২৪

এবং ভগবান্ বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরুগায়—এই আটটির নামে কীর্তিত হইয়াছেন ॥২৬

দ্বাপরযুগে অত্যন্তপুরুষরূপ শ্যামবর্ণ ও পীতবাস পরিহিত ভগবান্ চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহে ও শ্রীবৎসনামক বক্ষঃস্থলোপরিস্থিত রেখাবর্ত রোমাবলি চিহ্ন এবং তত্তদবতারের তত্তল্লক্ষণাদি চিহ্নসমূহে এবং কৌস্তুভাদি মণির বিচিত্র আভরণে বিভূষিত হইয়া আবির্ভূত হন ॥২৭

হে রাজন্! এই ভূমি ভগবানেরও মর্ত্য-মানবগণ মহারাজোচিত ছত্র চামরাদি আবশ্যকীয় লক্ষণে পরিলক্ষিত পরমপুরুষকে বেদোক্ত এবং তন্ত্রোক্ত প্রকারে আরাধনা করিয়া থাকেন ॥২৮

এই সময়ে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহ-চতুষ্টয়ে আবির্ভূত ভগবান্‌কে প্রণাম করি ॥২৯

সেই ভগবান্ নারায়ণ ঋষি ও সর্বভূতের অন্তর্যামী বিশ্বরূপে এবং সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি দ্বারা সর্ববিদ্যা মহাপুরুষ-রূপে বিরাজমান থাকেন; তাঁহাকে সকলেই সর্বতোভাবে প্রণাম করিয়া থাকে ॥৩০

হে মিথিলেশ! যাগরূপে ভগবান্‌কে এইরূপে স্তব করিয়া থাকে। কিন্তু কলিযুগে জীব বিবিধ তন্ত্রোক্ত প্রকারে যেরূপে সেই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৩১

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ৩৫
যেঽন্যে চ ত্বদুপাখ্যায়ং পরিব্রজনকোবিদাঃ
ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবিদ্যাং শিব-বিরিঞ্চিসুহৃদং পরম্।
কৃত্যান্তিকং প্রপদ্যন্তে ত্বামাত্মোপায়ং
অন্যে ত্বদাত্মজাপ্তাঢ্যাঃ কলত্রাগারবন্ধবঃ ৩৬

(অন্বয়) ত্বাম্ অন্যে ত্রিবর্গিণঃ হি (ইতি অন্বিতম্) ত্রিবর্গ-কামনয়া ত্রয়ীবিদ্যাবিদঃ ব্রাহ্মণাঃ ত্রিবৃৎ-বিধেন ক্রতুনা ত্রিবৃৎ-বিধেন যজ্ঞেন ত্রয়ীবিদ্যাবিধানেন ত্বাম্ ঈজিরে যজন্তি ইত্যর্থঃ।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥৩১
ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥৩২
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥৩৩
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥৩৪
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥৩৫
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
যাতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥৩৬

তদলং সভাজয়ন্তি গুণজ্ঞাঃ সারগ্রাহিণঃ। যত্র খলু কলৌ সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থঃ অভিলভ্যতে ॥৩১

ইহ সংসারে ভ্রাম্যতাং দেহিনাম্ অতঃ হি পরমঃ লাভঃ ন বিদ্যতে, যতঃ নাম-সঙ্কীর্ত্তনেন এব (আত্যন্তিকোপরমরূপং) পরমং মুক্তিলক্ষণং শান্তিং (প্রাপ্তিঃ) ভবেৎ। (অতঃ) সংসৃতিঃ সংসারঃ অন্তবতী-ভবিষ্যতি চ নশ্যতি ॥৩২

হে রাজন্! কৃতাদিষু যুগেষু প্রজাঃ কলৌ সম্ভবম্ ভৈষজ্যং ইচ্ছন্তি (কলৌ যুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনেন ভবরোগ-নিবৃত্তিঃ ভবতি বলে যে) তস্মাৎ ভবিষ্যন্তি ॥৩৩

হে মহারাজ! ক্বচিৎ ক্বচিৎ দ্রবিড়েষু দেশেষু ভূরিশঃ অথবা যত্র তাম্রপর্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী মহাপুণ্যা কাবেরী, প্রতীচী চ মহানদী ॥৩৪

যে মনুজেশ্বর! যে মনুজা তাসাং নদীনাং জলং পিবন্তি যে প্রায়ঃ অমলাশয়াঃ সন্তঃ ভগবতি বাসুদেবে ভক্তাঃ ভবন্তি ॥৩৫

যঃ শরণং শরণ্যং সর্ব্বাত্মনা মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করঃ ন অয়ম্ ঋণী চ রাজন্ ॥৩৬

যে মহারাজ! যে মনুজ শরণ্যং শরণং মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করঃ ন অয়ম্ ঋণী চ রাজন্ ॥৩৬

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলিযুগেরই বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন, কারণ কলিযুগে অন্যান্য যুগাপেক্ষায় এক কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব যাবতীয় অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই ॥৩১

এই ঘোর সংসার-স্রোতে বিবিধ কর্ম্মবন্ধনে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনশীল জীবের পক্ষে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুই উপায়ের নাই। কারণ কেবল নামসঙ্কীর্ত্তন-বলে সংসারী জীব প্রাণ-বিয়োগের পরেই অন্য শান্তিময়ী মুক্তিকে লাভ করিয়া থাকে; জন্মমরণাদি-রূপিণী দুঃখের আর ভোগ করিতে হয় না ॥৩২

হে রাজেন্দ্র। কলিযুগ মুক্তির উপায় স্বরূপ থাকায়, অন্যান্য সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রজাবর্গ এই কলিযুগেই জন্ম প্রার্থনা করেন এবং কলিযুগেই নারায়ণ-পরায়ণ ভগবদ্ভক্ত বহুলোক জন্মগ্রহণ করিবেন ॥৩৩

হে মহারাজ। দ্রবিড়াদি যে সকল দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী প্রভৃতি পুণ্যসলিলা নদী এবং মহাপুণ্যা কাবেরী, প্রতীচী ও মহানদী প্রভৃতি নদীসমূহ প্রবাহিত আছে ॥৩৪

হে নরপাল। তত্রত্য যে সকল মানব সেই সকল নদীর পবিত্র জলে স্নান, আচমন ও তাহা পানাদি করেন, তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যে বিশোক-পাপ ও বিমলাশয় হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত হন,—সন্দেহ নাই ॥৩৫

হে মহারাজ। যে মনুষ্য শরণ্য শরণ মুকুন্দকে পরিত্যাগ করিয়া দেবর্ষি, ভূত, আপ্ত, নৃ, পিতৃগণের কিঙ্কর ও ঋণী না হয় ॥৩৬

যদাত্মকূলং ভবতঃ প্রিয়স্য
আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনাত্মদেহাঃ।
বিকর্ষতি মর্ত্যমসত্ত্বিকং কথঞ্চিৎ
সংযোজিতঃ সরতি সাধিষিষ্ঠঃ ॥৪২

নারদ উবাচ

ধর্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ ॥৪৩

অন্তর্হৃদয়মাবিশ্য সিদ্ধা লোকান্ পর্যটন্।
দদর্শ ধর্মব্যতিকরং পরমাং ধর্মবিপ্লবম্ ॥৪৪

তমস্যতাং মহারাজ ধর্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্।
আশ্বিক্ষ্য হৃদয়া ধৃক্তেন বিস্ময়ো মাঽভবদ্ পরম্ ॥৪৫

যুগ্মাভ্যো ঽহং ভগবত ঈশস্য পুরুষস্য হ।
পুরুষাস্যবনং বন্ধ্বাঃ কর্তবানীশ্বরো হরিঃ ॥৪৬

ভাগবতধর্মান (আত্মা অর্থাৎ ভগবদাত্মিকা যেষাং সেবাং সেবকভাবে সা তাদৃশী সেবা যেষু তান্) ভগবদ্ভক্তসম্বন্ধিনঃ ধর্মান্ শ্রুত্বা অতি পরিতুষ্টো সন্ তদনন্তরং ঈশস্যাপি তৎ তৎ ধর্মং শুশ্রূষতি মাদশর্মি ॥৪৩

সোপাধ্যায়ঃ ঋত্বিগাদিভিঃ সহিতঃ সঃ মিথিলেশঃ মিথিঃ যং ঈদৃশং ভগবদ্ভক্তং ধর্মং তস্য শ্রীহরেঃ সম্বন্ধিনং ভাগবতান্ অতঃ শ্রুতান্ অপূজয়ৎ ॥৪৩

অন্তঃ (অন্তরাত্মনঃ) সিদ্ধাঃ সর্বজ্ঞাতারঃ সন্তঃ অন্তর্হৃদয়ে।

যে ভাগবতঃ যে ব্যক্তি ভক্তিযোগের মূল ভাবস্বরূপ (অভিমানাত্মক বিশুদ্ধ ভক্তির) সাধক-অবস্থাতেই ভগবান্-পালক ভক্তেশ্বরস্য ভগবান্ মুকুন্দের সকল সম্বন্ধীয়দের প্রতি এবং সর্বলোকাতীত প্রকৃত বন্ধুর, তিনি দেহ, গৃহ, সাধারণ প্রাণী ও স্বাভাবিক বস্তু-ধর্মের বিষয়ী কর্তৃত্ব-পাশে বদ্ধ হন না; সুতরাং সকলভাবের অনুষ্ঠানে তাঁহাকে নিযুক্ত থাকিতেও হয় না। তাই ও অভিন্ন ভাবাবেশে তাঁহাকে ভাবাবস্থ বিষয়ী কর্মী থাকিতে হয় না।৪১

ভগবান্ স্বাভীষ্ট সেবাসেবাদি সকলাস্পদ পরার্থে যাবতীয় আসক্তিশূন্য এবং তিনি স্বাভীষ্ট অন্য সেবকদের যাঁহাদের সেবাবুদ্ধি নাই, তাদৃশ বিষয়লোভী ব্যক্তিদের ব্যবহারে ভগবদ্ভাবের পাত্র কখন নিজস্ব চিন্তা করায়, তখনকার বিষ্ণু তাঁহাদের হৃদয়-সন্নিহিত সমাসীন হন এবং অকস্মাৎ যদি তাঁহার কোন দুষ্কর্মের উদয় হয়, তবে তাহার নিবারণ চিন্তিত হইয়া থাকেন।৪২

তাদৃশ বিধি ও ধর্মম্ ঈদৃশাদিষ্ট সকল লোক-পালক ঋষিম্ অর্থাৎ ৪৩

যে ভাগবতঃ বিষ্ণোঃ ভক্তা ও মুকুন্দ সম্বন্ধিনঃ এবম্ প্রকার ভাগবত ধর্মং অবলম্বে বিষ্ণোঃ পরিচর্যা করিলেন এবং তদনন্তরং ঈশস্যাপি তৎ তৎ ধর্মং শুশ্রূষতি মাদশর্মি ৪৩

অন্তর্হৃদয়ে: অন্তঃ মনঃ তদেব পুরিতৎ: যে তাদৃশ ভগবান্ ঐশ্বর্যাদিসম্পূর্ণঃ ঈশ্বরঃ হরিঃ বাং যুষ্মাঃ পূজয়াম্ অবলে ৪৬

নারদ বলিলেন,—মিথিলেশ্বর মিথি ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধীয়দের পরিচয় হইতে যোগীশ্বরদের মুখে এই প্রকার ভাগবত ধর্ম শ্রবণে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন এবং তদনন্তর ঋত্বিগ্-অধ্বর্যুদের যথাযোগ্য অর্চনা করিলেন।৪০

অনন্তর ঋষি প্রভৃতি নিজ সভাস্থ সকলের আত্মা ঈশ্বরের জন-মনুষ্যের সকলেই অন্তর্হিত হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে মিথিরাজ তাদৃশ সর্বোৎকৃষ্ট ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠানের যোগফলরূপ পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪৪

দেবর্ষি তখন বসুদেবকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,—হে মহারাজ। আপনিও বিষয়রাজের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ আস্থাদি সহকারে সমুদয় পবিত্র ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠান করুন। আপনিও পরম-পদ লাভে সমর্থ হইবেন।৪৫

আপনাদের স্থায় বন্ধুদিগের যশোরাশিতে জগৎ প্লাবিত হইয়াছে, অথবা ঐশ্বর্যাদি গুণপূর্ণ

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ পরমানন্দ-নির্বৃতৈঃ।
আত্মা যাং পাবিতঃ কৃৎস্নে পুত্রস্নেহং প্রকুর্বতোঃ॥৪৭
যৈষেণ বঃ সুতাস্তাত শিশুপাল-পৌণ্ড্র-
শাল্বাদয়ো ভক্তি-বিপাক-বিলোকনার্থৈঃ।
ব্যাহৃত আত্মভবিতঃ পরমাদরাদো
উৎসাদ্যমাপুরসুরক্ষয়বিস্ময়ং নঃ॥৪৮

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্বাত্মনীশ্বরে।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্যে পরেঽব্যয়ে॥৪৯
মৃত্যুমাদুষ-রাজন্যবধবে ভবতে নমঃ।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্বতে॥৫০

শ্রীশুক উবাচ

এবমভ্যর্থিতো রাজন্যাগো বসুদেবোঽভিবন্দিতঃ।
দেবকী চ মহাভাগা জগতুর্মোহমাত্মনঃ॥৫১

কৃষ্ণে পুত্রে ব্রহ্মণি ভগবতি নরনারায়ণাখ্যে পুত্রস্নেহং প্রকুর্বতোঃ অত্যন্তং কুর্বতোঃ আত্মা পাবিতঃ পোষিতঃ (প্রতিক্ষণ-লোক-বিলাসেন তৎপ্রাপ্তিযোগ্যঃ কৃতঃ)॥৪৭

ভক্তি-বিপাক-বিলোকনার্থৈঃ আত্মভবিতঃ (আত্মনা তদনন্যত্বেন যৈঃ হেতোঃ তে) শিশুপালপৌণ্ড্রশাল্বাদয়ঃ মৃত্যবঃ পরমাদরাদো যং শ্রীকৃষ্ণং বৈরেণ বৈরানুবন্ধেন ব্যাহৃতঃ তদনন্যত্বেন আত্মনা তমেব ব্রহ্মভূতমিত্যর্থঃ (অবিদ্বদ্ব্যাহৃতঃ যৈঃ হেতোঃ তদনুভবেন) তাদাত্ম্যং অবাপুঃ ইতি পূর্বঃ কিং বক্তব্যম্॥৪৮

মায়ামনুষ্যভাবেন (মায়য়া মায়াশক্তিবিশেষঃ মনুষ্যভাবেন) গূঢ়ৈশ্বর্যে (গূঢ়ম্ অন্তর্হিতম্ ঐশ্বর্যং ঐশ্বর্যাণি যত্র তস্মিন্)

সর্বাত্মনি সর্বান্তরতমে, অব্যয়ে বিকার-রহিতে ঈদৃশে ভগবত্যবিজ্ঞাতি পরে প্রকৃতি-বিরহিতে কৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধিং মা অকৃথাঃ॥৪৯

মৃত্যুমাদুষ-রাজন্যবধবে (মৃত্যুমাদুষাঃ মনুষ্যা এব যে রাজন্যা ভোজে বন্ধবে বিনাশায়) সন্তং সাধূনাং সমাদরায়ৈ চ অবতীর্ণস্য পরিত্রাণায়, অবতীর্ণে লোকে (সর্বলোকায়) নির্বৃত্যৈ সর্বকল্যাণায় যশো বিতন্বতে বিস্তরতে তস্মৈ॥৫০

শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবং প্রত্যেকম্ ইতিহাসং কথা অভিবিদিতঃ যাদবানাং বসুদেবঃ মহাভাগা দেবকী চ যাদবেন যোগং যোগেশ্বরং অবাপয়ন্ কথয়ন্ জগতুঃ॥৫১

তাহাতে আর বিচিত্র কি॥৪৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের আদিভূত মূল কারণ হইলেও, তিনি মায়াবীর বিদ্যাবৎ অতীত, অথচ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা এবং প্রকৃতিরও নিয়ামক। তিনি স্বীয় অচিন্ত্য যোগমায়া-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যবৎ লীলা করিবার অভিপ্রায়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। অতএব তাঁহাকে ভোজদের প্রাকৃতিক অপত্যবুদ্ধি করা কোন মতে বিধেয় নহে॥৪৯

অবনির ভারভূত রাজন্যবেশধারী অসুরসমূহের বিনাশার্থ এবং সাধুগণের নিত্য শুভানুধ্যান পরিত্রাণার্থে ও সমাজের প্রতিষ্ঠার্থ সর্বলোকমঙ্গলকারী তাঁহার পবিত্র কীর্তি জগতে বিস্তৃত হইয়াছে॥৫০

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—দেবর্ষি নারদের মুখে এই

ইতিহাসমিমং পুণ্যং মাহেয়ম্ যঃ সমাহিতঃ।
ন বিপদ্যেত পঞ্চত্বং প্রাপ্তস্যাপি কুতশ্চন ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যঃ পুনরেতৎ সমাধিনা সম্ ইতি পূর্বং পুনঃপুনরিতিহাসং শ্রাবয়েৎ, স ইহ জন্মনি পঞ্চত্বং মোক্ষ-প্রতিবন্ধকং প্রাপ্তোঽপি বিপ্লুত বিলম্ব,

শ্রবণস্যাপি ফলমাহ পুণ্যমিতি। মাহেয়ং মহতঃ পুরুষস্যেদং মাহেয়ম্ ঐতিহ্যং ঐতিহাসিকম্ ॥৫২

ইতিহাসাদাবপি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যস্যৈব পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পবিত্র ইতিহাস কথা শ্রবণ করিয়া, মৌতাধ্যায়ন যজ্ঞের ও যেকথা বিস্তারই বিধির হইলেন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠানের ইহার অবসান ও সমাপ্তির মোহবন্ধন সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া গেল ॥১

যে ব্যক্তি অতি ভক্ত মনে এই পবিত্র পুণ্যপ্রদ ইতিহাস শ্রবণে যাইবে করেন, তিনি এই জন্মেই মোক্ষপ্রতিবন্ধক পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হন।২

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্তবাবু কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণোদ্ধবসংবাদারম্ভঃ।]

শ্রীশুক উবাচ

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো গতো ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥১
ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবান্ আদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥২
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধ-চারণ-গুহ্যকাঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধর-কিন্নরাঃ ॥৩
দ্বারকামুপসঞ্জগ্মুঃ সর্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্বলোকমলাপহম্ ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ ব্রহ্মাত্মজৈঃ (ব্রহ্মণঃ পুত্রৈঃ) দেবৈঃ প্রজেশৈঃ (প্রজাপতিভিঃ), আবৃতঃ ভবঃ চ ভূতভব্যেশঃ (ভূতানাং ভব্যানাঞ্চ ঈশঃ) ভূতগণৈঃ বৃতঃ অভ্যগাৎ (দ্বারকাম্ উপসঞ্জগ্মুঃ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ) ॥১

অন্বয়ঃ

ইন্দ্রঃ মরুদ্ভিঃ, ভগবান্ আদিত্যাঃ, বসবঃ অশ্বিনৌ, ঋভবঃ অঙ্গিরসঃ, রুদ্রাঃ বিশ্বে সাধ্যাঃ চ দেবতাঃ ॥২ গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ নাগাঃ সিদ্ধ-চারণ-গুহ্যকাঃ ॥৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের পারস্পরিক আলাপ আরম্ভ।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর পরম ভগবান্ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণে পরিবৃত ভূতনাথ ভবানী এবং ভূতগণে পরিবৃত ভগবান্ শিবলোকের, মরুদ্গণে পরিবেষ্টিত

পুরন্দর এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসুসমূহ, ঋভুগণ, অঙ্গিরা, রুদ্র, সাধ্য ও বিশ্ব দেবতাগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও নাগগণ, সিদ্ধ চারণ ও গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সকলে একত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার বাসনায় দ্বারকায় আসিয়া উপনীত হইলেন। যে অপূর্ব মনোমোহন মূর্তি ধারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

তস্যাং বিপ্রাভিশাপায়াং মদ্ভায়াং মৎকিঙ্করৈঃ।
যদুকুলাবিরুদ্ধাভাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥৫
দদর্শোদ্যানমোপেতৈর্লোলৈশ্চঞ্চলকৈর্বৃতম্।
শ্রীনিকেতৈরলকৈর্জাজ্বল্যমানমুখশ্রিয়ম্ ॥৬
দেবা ঊচুঃ।
নমো ন তে অদ্ভুতবীর্যমীশ্বর
প্রপন্নপাল্যাখিলসত্ত্বধামনে।
ত্রয়ীন্দ্রিয়-প্রাণ-মনো-বচোভি-

যজ্ঞিয়রূপেরূর্জিতযাদবৈকে-
মূর্ধন্যধুষ্মি ভগবন্নরাকৃতে ॥৭
ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্য
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবসিতেঽবিষয়োঽবয়াত্মা ॥৮

(ভক্তবিদ্রুঃ যাদবাঃ) যদ্বী ॥

এবং অবধিঃ (দৃষ্টঃ অবধানং যৈঃ তানিত্যর্থঃ যদ্বা অবিদ্যমানঃ অবধিঃ, অবধানং, অবধেয়ং, অবধা বিবেকেনা, অবধীঃ অবধয়ঃ যাদাং, নিঃ-মান-অবধয়ঃ, অবিদ্যতে-বিবেকো নিরহংকার সর্বে তুল্য ইত্যর্থঃ সন্তো যাদবাস্তু ঈশ্বরমন্তুঃ। যে বয়ং মহাংশ্চেতনাবন্তঃ সন্ত অচেতনাবন্তমাত্মানং মন্যমানাঃ তোমাদৃশি বিরোধিনি - মা বিদ্যতে অবধিঃ যস্যাস্তাদৃশি মূর্তিমন্তং)॥৩

অবিদ্রুণাঃ (অবিদ্রুণাদি অবজ্ঞাদি যোগে যে প্রথমাঃ) তত্তত্ত্বং অবজ্ঞাদি (অবজ্ঞাদি অবিদ্রুণাদি তোমাদৃশোপাসকাদিষ্ট) (অবজ্ঞাদি অবিদ্রুণাদি তোমাদৃশোপাসকাদিষ্ট) মূর্তিমন্তং মূর্তিমন্তং (অবজ্ঞাদি) বিরোধিনাং তোমাদৃশোপাসকানাং বাধকত্বাৎ অবজ্ঞাদি (অবজ্ঞাদি অবিদ্রুণাদি) তত্তত্ত্বং তত্তত্ত্বং

মহলোকের মহর্ষিগণ হইয়া সমস্ত যাদবের পাপ-বিনাশী বল দুরন্তরে বিস্তার অধিষ্ঠিতেন, তাহাই অতি সুন্দর দৃষ্টি দর্শন করা তাঁহাদের অভিপ্রায়॥৩-৪

অদ্ভুত ঐশ্বর্যাদি বৈভবের প্রভাবেতে সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী ত্রিভুবনের আদর্শস্থানীয় দ্বারকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই ব্রহ্মাদি দেবতাদের অতি অদ্ভুত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে মহাসভার মধ্যে অধিষ্ঠিত সভাসদের ন্যায় অধিবিষ-লোচনে তাঁহার প্রতিটি বিলোকন করিতে রহিলেন॥৫

অনন্তর নয়ন-ভাজন হার কর্ণীয় পুষ্পাদি ভূষণাদি দ্বারা পূর্বক তাঁহারা সেই অদ্ভুত-চিত্রিত শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতোপরি ভূবিলাসিতায় বর্ণন করিয়া বিচিত্র পরমার্থবিশিষ্ট স্তবদ্বারা ও স্তুতিদ্বারা যাদবা-

---

যত্ত তৎ) ইতঃ যাদবস্য অন্যত্র ॥৪

তথা অধীয়মানেষু তত্তাদৃশোক্তেষু অর্থেষু পূর্বস্য অনুভব শ্রীকৃষ্ণে হাস্যত্ত চিহ্ন-সমর্পণাদি (বিভাগি অন্যত্রাপাদি পদানি অর্থস্য প্রতিপাদনায় যত্ন অনি) ইতি যাদৃশি তাদৃশোক্তেষু ইতঃ ॥৫

দেবা ঊচুঃ। যে নমঃ (যুষ্মাভিরপ্রাপ্তাবজ্ঞাদি যে তব পরমেশ্বরি (যত্ন) নমঃ যা নমস্কারস্তু) কথম্ভূতায় তব অদ্ভুতবীর্যায় (অদ্ভুতং বীর্যং যস্য তস্মৈ) ভক্তিযোগাদিষ্টঃ (তৈঃ যা ভক্তাদিভিঃ অন্তর্যামি নিয়ন্ত্রে (যেনস্য যত্ন যুষ্মাভি)॥৬

যে অজিত যাদবাপাস্যস্থানি। যং তু যদ্বংশস্য (তস্যা মায়ায়াঃ অন্তঃ অন্তর্ভাগি বিদ্যতে যিনঃ সন্) তস্য বিভাগ

বিভাগে অবস্থিতি ব্রহ্মাদিদের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥৬

দেবতাগণ বলিলেন,—হে অনাদি-পরম দেব বিশ্বস্তর! আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, মন ও বাক্যাবলির দ্বারা আপনার চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিতেছি। হে দেব! বিভাগ ভূমি-প্রকাশে আমাদিগকে প্রদর্শন করাইলেও আপনার পালনের জীবের পক্ষে নিতান্তই দুর্জ্ঞেয়। কারণ যাঁহারা কর্মময় সংসার-পাশকে বিনাশ করিবার জন্য তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার সাধনা করেন, তাঁহারাই নিজের ভক্তি-প্রভাবে ও মহাত্মাদিগের ঐ চরণের কেবল অবলম্বনের দ্বারা করেন মাত্র, সাক্ষাৎকে কিন্তু কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না॥৭

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০
যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

যে অর্জুন! আপনি যাহাতে ইহা অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া নিত্যসিদ্ধা মায়ার দ্বারা নিজ স্বরূপেই এই সমষ্টি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন; অথচ ইহার কোন কর্মেই আপনি লিপ্ত হইবেন। আপনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশাদি ক্লেশের অতীত এবং স্বতীত নিত্য নিরঞ্জন নির্লিপ্ত পুরুষ চির-বিদ্যমান ॥৩

যে অর্জুন! নিষ্ঠা বিধান-পালনের দ্বারা ঐশ্বরাভিমুখ মানবগণের চিত্তবাসিত কেবল বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও যেকোন কর্মকলাপের অনুষ্ঠানে তাদৃশ বিশেষ হয় না; কিন্তু আত্মাধ্যাসের মূলে আপনার অমল অধ্যাত্মাদি স্বরূপে লয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যে নিরুপম ভক্তির উদয় হয়,

যে অর্জুন! সেই ভক্তিপূত হৃদয়ে তাঁহারা সাধনে অবিচ্ছিন্ন আত্মবুদ্ধি সহকারে ঐশ্বরাভিমুখ (ঈশ্বরাভিমুখ বৈষ্ণবাপ্রসাদে) ও ঐশ্বরিক্ষণে যেরূপ আত্মসমর্পণ করেন, আত্মজ্ঞানী সাধক তাদৃশ কর্মাদি ফল-বাসনার কলাকলি বিনা কেবল লোকোত্তর-পথের প্রার্থনায় নিষ্কাম-সন্ন্যাসে আপনার বাসুদেব, সর্বাত্ম ও অধিযজ্ঞ এই ব্রাহ্ম-চতুষ্টয়ে অবস্থিত আপনার শ্রীচরণচিন্তনে আসক্ত-চিত্ত থাকেন। সেই সর্বফলপ্রদ আপনার চরণ-পদ্ম আমাদিগের যাবতীয় অস্মিতা-রাগাদি প্রবল-কর্তা পুরুষেত্তম-রূপে উদিত হউক; এই আমাদের প্রার্থনা ॥৩

যে অর্জুন! যাহারা ব্রাহ্মণাদি মূলমন্ত্রে যোগীর ন্যায় প্রথম পূর্বের আরম্ভের অবসানে

পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্দ্ধিনী তুলসতী প্রতিপদ্মিবস্ত্রীঃ।
যঃ ত্বপ্রসীদয়মুরার্দ্দনমালয়েয়ং
তুষ্যাৎ সমস্যি ন ততঃ করবাম কিন্তু ॥১২
কেতুস্ত্রিবিক্রমযুরস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুর-দেবযোঃ।
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥১৩
যস্তো ভবায় ইব তস্য গুণে বিভর্তি
ব্রহ্মাহরত্তনুকৃতো বিবুধর্ষভাণাং।
কালস্য তে প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥১৪

যে বিভো। অর্চিতায়াঃ (বিষ্ণোঃ) সংস্পর্দ্ধিনী তুলসতী ইব শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ (বিষ্ণোঃ অপি) যা ত্বম্ অয়ম্ পর্য্যুষ্টয়া পর্য্যুষ্টিমতা অতিশয়িতয়া বনমালয়া পুরুষোত্তমম্ (পুরুষোত্তমস্য বনমালা তুলসী ভবতি তথা) অর্চয়ম্ (পূজয়ামি) আসব পৌরুষম্, তব তব অস্মি; যঃ অন্যাদৃশ ন্যায় অসুরাণাং-দুরুত্ত্ব; তুষ্যাৎ ॥১১

যঃ অসি: (বর্তসে) ত্রিবিক্রম-যুতঃ (ত্রিভিঃ বিক্রমৈঃ বিশ্বাস-সংক্রমণৈঃ ত্রিভিঃ যুতঃ) ত্রিপতৎপতাকঃ (ত্রিষু লোকেষু পতন্তী যশঃ-পতাকা যস্য সঃ) তথা অসুর-দেবয়োঃ (অসুর-দেবয়োঃ মধ্যে যোদ্ধয়োঃ মধ্যে) ভয়াভয়করঃ ভয়ং সাধু ধর্মায় কুশলং, ভয়ম্ অসাধু।

ধর্মায় সাধু অসাধিবিনয়ায় তুভ্যম্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥১৩
যস্তো ভবায় ইব তস্য গুণে বিভর্তি
ব্রহ্মাহরত্তনুকৃতো বিবুধর্ষভাণাং।
কালস্য তে প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥১৪

ভৈরবায় নমস্কারবিশেষায় ॥ ভবতি, যে তুভ্যম্ তবৈব। যঃ তব পাদো ভজতাং স্ব ভবতাম্ অঘং সংসারদুঃখমাত্রমূলং পুনাতু বিনাশয়তু ॥১৩

কিন্তু বিষ্ণো অর্চিতায়া তুলসীতিঃ শ্রীরমায়াঃ ভজনায় অপি তুলসুম। অপি অতিশয়ায় তথা। অতিশয়ম্ আপ্তিং তথা লক্ষ্মু প্রাপ্তম সন্তঃ) যাম: বর্ণিষ্যাঃ ইব তব তব অপি ভবতি, তাদৃশ তস্যাম্ঃ প্রকৃতিঃ। প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য পুরুষোত্তমস্য যে তব চরণঃ স: অস্মাকং শং সুখম্ তনোতু বিস্তারয়তু ॥১৪

যেরূপ বিধানানুসারে ত্রৈত্রাদি দেবতার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের যে পরমপুরুষ আপনাকে চিন্তা করিয়া আরতি প্রদান করেন, আত্মনিষ্ঠ যোগাধিকারে ভগবান্ নারায়ণরূপে জিজ্ঞাসু যোগিগণ যে নারায়ণ আপনারই স্বরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন এবং অধিকন্তু পাদ-তীর্থরূপ ভক্ত সর্ব্ব-প্রকার প্রকৃতিক বিষয়চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একান্ত-ভাবে যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, আপনিই সেই পুরুষোত্তম ভগবান্। আপনার চরণদ্বয় আমাদের আবশ্যক মুক্তি-লাভে সর্ব্ব-প্রকারে মঙ্গলকারী স্বরূপে প্রদর্শন করান।১১

হে সর্ব্বসম্পাদনকারিন্ ঈশ্বর! আনন্দস্বরূপ আপনার লক্ষ্মী আপনার নিত্যসঙ্গিনী ও আপনার পাদ তীর্থরূপে আপনি নিজের ভক্তদিগকে নিজ স্বরূপই সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত-মনে সর্ব্বাধিক স্থান অধিকার করায় বিরাজ করেন বটে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অন্যের প্রদত্ত পুষ্পমালা পর্য্যুষিত হইলেও, শ্রেষ্ঠপুষ্পাদি-জ্ঞানে আদরপূর্ব্বক সেই মালা ধারণ করিয়া যেন লক্ষ্মীদেবী আপনাকে বিশেষরূপে বিশ্বাসিত করিয়াছেন।১২

যে ত্রিবিক্রম! বলিরাজের বঞ্চনার্থ আপনার যে বিশ্বাস বিক্রমে তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়াছিল, আপনার যে চরণ হইতে বৈষ্ণব সলিল বিষ্ণুপদে প্রবাহিত হইয়া সগরবংশের পরাক্রমরূপে বিজয়ধ্বজ হইয়াছে, যে চরণদ্বারাই অসুর-বৈষ্ণবের ভয় ও দেব-বৈষ্ণবের অভয় বিধান প্রকাশমান এবং সাধুজনের ধর্মাদি সুখ ও অসাধুজনের নরকাদি দুঃখ সকল সংঘটিত হয়, যে সর্ব্বাধিপতে ভগবন্! আমরা আপনার সেই চরণের অভিলাষে সতত চিন্তা করিতেছি! আমাদিগকে সংসার-দুঃখ হইতে নিস্তার করুন।১৩

হে দেব! বলিগর্ব্ব যেমন বামনিকার বিষ্ণুর স্তব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবশেষে প্রভুর আজ্ঞাবর্ত্তী হয়, স্বেচ্ছাধীন আচরণের অধিকার

অজাদি হেতুফলরূপ-বিধি-সংযমনো-
ব্যক্ত-জীব-অতোঽপি কালব্যূহ্য।
সোঽয়ং ত্রিলোকবিধিপাদকরে প্রলুব্ধঃ।
কালো গভীরয়স উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥১৪
যস্য পূয়ম্ নবিদুষঃ বয়সো বয়ীঃ
বয়ে মহাত্মন ধর্মব্রতযোগবীর্যঃ।

সোঽহং তবানুগত আত্মন আত্মযোগং
যৈঃ কর্ম্ম বর্হিরবয়ৈরসৃজং প্রপদ্যে ॥১৬
তৎ তদ্বুদ্ধ্যসমধিগম্য কালবীর্যো
যস্মাদ্যোগতপঃপরিক্রিয়য়োপনীতাম্।
অর্থাম্ মুহুরপি হৃদীকপতে ন লিপ্সে
যেঽহম্ তব পরিচরণাপি বিভ্রতি স্ম ॥১৭

যস্য অবয়ঃ ত্রৈগুণ্য-বিধি-সংযমনো হেতু: অজাদি, তথা অব্যক্তজীবরূপম্ (অব্যক্তম্ প্রকৃতিঃ, জীবঃ পুরুষঃ, তয়োঃ যদ্ যদ্ মিথুনম্ তেষাম্) অপি তাদৃশ বিভ্রতম্ ধৃতবান্ আত্মা; (যঃ) অয়ম্ (প্রসিদ্ধপ্রভাবঃ) ত্রিলোকি: (ত্রৈগুণি প্রকৃত্যাদি মায়িকম্ যত্ তত্ সঃ) সকলীকরণঃ (সকলীঃ যঃ: লোকা যত্ তত্ সঃ) অধিলাধারঃ (অধিলম্ জগতঃ আধারঃ বিশ্বাধার) প্রভুঃ কালঃ স্ব অপি ত্বম্, এব, অতঃ ত্বম্ উত্তমপুরুষঃ ॥১৫

তথা পুরুষত্বেন পূয়ম্ পুরুষ বীর্যঃ শক্তিঃ নবিদুষঃ অবিদিতম্ প্রাপ্তঃ, তথা সকলা অবয়বঃ বীর্যঃ বর্ধনা সমর্থঃ ত্বম্ অস্ত তথাঃ বয়ঃ বীর্যম্ ইব প্রবৃদ্ধো যাবৎ যাব ত্রৈগুণ্যসংসার, তা অয়ম্ মহাত্মন্ তথা সকলা অবয়বঃ বৃদ্ধঃ ত্বম্ আত্মনঃ সকলাংশ

তাঁহাদের যাবে না; সেইরূপ সর্ব্বকালব্যাপী সাক্ষাৎ কালস্বরূপ আপনার অব্যক্ত শক্তিসকলে পরম্পরে বৃদ্ধাদি ভাব বিভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় ভূতগ্রাম অবশ্যভাবে আপনার ইচ্ছিতেই অনুধাবন করিতেছেন; কেহই কখন স্বতন্ত্রভাবে পরিচরণপ্রয়াস করিতে পারেন না। আপনি প্রকৃতিপুরুষেরও বিধায়ক; আপনার চরণই আমাদের একমাত্র শুভের বিধান ॥১৪

হে বিশ্বাত্মন্! অব্যক্তস্বরূপ মূলপ্রকৃতি, তাহা হইতে প্রথম উৎপন্ন মহত্তত্ত্ব এবং তদধিষ্ঠিত জীবরূপী মহাপুরুষ এই ত্রিবিধ বস্তুসমষ্টি কাল বলিয়া যখন এক আপনারই সর্ব্বত্র বিরাজ করা হয়, তখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এক আপনি যাহা। প্রত্যেকে চারিযুগ করিয়া এক এক কাল, এইরূপ তিন কালে বিভক্ত ত্রৈগুণ্যসংসারের অন্যান্য গতিবিশিষ্ট অখিল জগতের সংরক্ষণে কালরূপে যাঁহাকে

গতিঃ সন্ততি আবর্তনে উৎপন্নম্ আত্মনঃ যৈঃ আত্মনঃ যৈঃ আত্মনঃ সমর্থ ॥১৬

যৎ তথাং তথা প্রসিদ্ধা, তৈরুক্তবিধিনা (উক্তা উক্তবিধা যা কর্তৃবিধা ইতিকর্তৃবিধা তথা) উপপন্নম্ অর্থম্ প্রয়োজনবিশেষম্, মুহুঃ মুহুরপি: (প্রত্যেক সাধিকা আত্মনঃ অপি যৈঃ ন বিদ্মঃ যেন অবগচ্ছন্তঃ ন,) অপি; যে অতঃ তাঁহাঃ যে যতঃ পরিচরণাঃ (অবয়বাবয়বঃ বয়ঃ সমস্তপরিচরণা অপি বিবরণার্থং) বিভ্রতি প্রকাশিতা: আত্মবৃত্তি) তং তথাং যে ধারয়ন্তে: মহুঃ যাবত, তথাঃ তথাং চ তথাং এব অতোঃ বিভ্রঃ ঈশ্বঃ চ ॥১৭

বিজ্ঞাপন করা হয়, সেই যতঃ কালও এক আপনি; আপনিই পুরুষোত্তমরূপে সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত ॥১৪

হে পুরুষোত্তম! আদিপুরুষ আপনা হইতেই বীর্য্য প্রাপ্ত ও অচিন্ত্য শক্তিযোগে অযোনবীর্য্য এবং সর্ব্বসমর্থ হইয়া এই প্রবীয়মান জগতের বীজস্বরূপে মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতই মহত্তত্ত্ব উৎপাদন করিয়াছেন এবং সেই মহত্তত্ত্ব আমার আপনার সান্নিধ্যে অনুগৃহীত হইয়া স্বতঃই যখন হইতে এই সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট বিশ্বের সমাগুকোষ বিধান করিয়াছেন ॥১৬

হে জগদাত্মন্! আপনি এই ত্রৈগুণ্য-জগদ্ব্যাপার জগদ্ব্যাপারের একমাত্র অধীশ্বর! আপনার অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে প্রথম ইন্দ্রিয়-বিহীন উৎপন্ন হইয়াছে; তদনন্তর তাহার ভোগ্য বিষয়-জাত পরিকল্পিত হইয়াছে এবং আপনিই স্বয়ং বিশ্বলোকের অনুভব করিয়াও তাহাতে কিছুমাত্র

শ্রীশুক উবাচ।

স্বায়ম্ভুবস্যাকলয়ন্নিয়ন্তৃ-
ভবজ্ঞলব্ধিস্থিতিসংযমাত্মিকাঃ।
ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিং চ সম্যক্
বিভেদ চৈতাং বিদুরাদিরাজঃ ॥১৬
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজস্যাত্মযোগেন সর্গভেদানকল্পয়ৎ ॥১৭
ঊর্ধ্বং ত্রয়ো বিনির্ভিদ্য লোকা ভূম্যাদয়স্ত্রয়ঃ।
তত্রাপি হি পরঃ সোঽসাবাত্মলোকস্য সত্যকৃৎ ॥১৮
ত্রিবৃৎপঞ্চাধিকাঃ সপ্ত সপ্তধাত্বন্তরাঃ কৃতাঃ।
ভূমণ্ডলানাং সপ্তানাং লোকালোকস্ত্রয়ঃ কৃতাঃ ॥১৯
তাবান্ বিশেষো ভূমেরপি যন্নাম্নেদমুদাহৃতম্।
সপ্তদ্বীপবতী ভূমিঃ কৃতা যৈঃ পুরুষর্ষভ ॥২০
জম্বুপ্লক্ষশাল্মলিশ্চ কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথাপরঃ।
শাকঃ পুষ্করনামা চ সপ্তমো বহ্নিনা বৃতঃ ॥২১
সমুদ্রাঃ সপ্ত সপ্তৈতে জম্বুদ্বীপাদয়ঃ সমে।
সমানৈরেব সরিদ্‌ভির্যথা বেলাদিভির্বৃতাঃ ॥২২
জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষবৃতঃ।
জম্বুদ্বীপো যথা তাবান্ ইক্ষুক্ষীরসুরাদিভিঃ ॥২৩
শাল্মলিশ্চ তথা তাবান্ যদ্‌বৃক্ষো বিনতাসুতঃ।
যত্রোপাস্যতে ত্রয়ী মূর্তিমতী যজ্ঞপুরুষঃ ॥২৪
কুশঃ স্তম্বতরুর্যত্র ক্রৌঞ্চো যঃ পর্বতো বৃতঃ।
তে চ শাকপুষ্করাহ্বা বৃক্ষাবুক্তপরিচ্ছদৌ ॥২৫
ভূমেঃ সপ্তগুণা জ্ঞেয়া দ্বীপাদ্‌দ্বীপং যথোত্তরম্।
সুখপ্রায়াশ্চ সর্বত্র ন ধর্মাদ্যুপধাতিনঃ ॥২৬
ন হ্যধর্মস্য তত্রাঙ্গ সূচ্যগ্রমপি সিধ্যতি।
ন মন্যুলোভাসূয়াদ্যা মানিনাং নরকপ্রদাঃ ॥২৭
ত্রিষু পূর্বেষু কালোঽয়ং ন বৈ কল্পতি নারদ।
ন হ্যত্র সত্ত্বরজসোর্ন চ তেষাং তমস্কয়োঃ ॥২৮
ন তত্র সূর্যস্তপতি ন চেমে চন্দ্রতারকাঃ।
ন বাতি বায়ুর্ন নদ্যো ন সমুদ্রা ন বৈ ঘনাঃ ॥২৯
ন তত্র সন্ধ্যা ন দিনং ন রাত্রিঃ ন চ বৈ প্রভা।
সর্বং তৎ পুরুষব্যাঘ্র তূষ্ণীমন্ধতমোবৃতম্ ॥৩০

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তিস্তে বিদুষে নেতঃ শক্ত্যভিধায়িনী।
অজস্রয়া যোজিতয়া প্রণয়াবহয়াত্মনি ॥৩১

ব্রহ্মোবাচ।

ভূমের্যাবত্যায়তয়ো যথা বিন্যাসিতঃ প্রভো।
তমস্যাবিদমোষাদ্যং তৎ তাবদ্বেদ নাপরম্ ॥৩২

স্বায়ম্ভুবস্য (স্বয়ম্ভুবঃ অপত্যং পুমান্ তস্য) অকলয়ন্ (অকল্পয়ন্) নিয়ন্তৃ (নিয়মকর্তৃ) ভবজ্ঞলব্ধিস্থিতিসংযমাত্মিকাঃ (ভবঃ উৎপত্তিঃ, জ্ঞঃ বোধঃ, লব্ধিঃ প্রাপ্তিঃ, স্থিতিঃ রক্ষা, সংযমঃ নিবৃত্তিঃ, তাঃ আত্মিকা যাসাং তাঃ) ত্রয়ীং (ত্রয়ীবিদ্যাং) বার্ত্তাং (কৃষিবাণিজ্যাদিকং) দণ্ডনীতিং (রাজধর্মং) চ সম্যক্ বিভেদ (বিভজ্য উপদিষ্টবান্) চ এতাং (ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিং চ) বিদুরাদিরাজঃ (বিদুরঃ আদিরাজঃ যস্য সঃ তথোক্তঃ মৈত্রেয়ঃ) ॥১৬

বৈরাজস্য (বিরাজঃ অপত্যং পুমান্ তস্য) আত্মযোগেন (আত্মনঃ সামর্থ্যেন) বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ) মুখবাহূরুপাদজাঃ (মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ জাতাঃ) সর্গভেদান্ (সৃষ্টিবিশেষান্) অকল্পয়ৎ (কল্পিতবান্) ॥১৭

ঊর্ধ্বং ত্রয়ঃ (ভূর্লোকাৎ ঊর্ধ্বং ত্রয়ঃ) বিনির্ভিদ্য (বিভজ্য) ভূম্যাদয়ঃ ত্রয়ঃ (ভূর্ভুবঃস্বর্লোকাঃ) লোকাঃ (সন্তি) তত্রাপি হি সঃ অসৌ আত্মলোকস্য (ব্রহ্মলোকস্য) পরঃ সত্যকৃৎ (সত্যলোকঃ) ॥১৮

ত্রিবৃৎপঞ্চাধিকাঃ (ত্রিবৃৎ পঞ্চাধিকাঃ যাসাং তাঃ) সপ্ত সপ্তধাত্বন্তরাঃ (সপ্তধাতুভিঃ অন্তরাঃ ব্যবধানযুক্তাঃ) কৃতাঃ (সন্তি) ভূমণ্ডলানাং সপ্তানাং লোকালোকঃ ত্রয়ঃ কৃতাঃ (সন্তি) ॥১৯

হে ঊর্জ; তব অনুকম্পয়া (অনুগ্রহাৎ) অনুগ্রহাৎ অনুগ্রহাৎ ইতি বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ আদরার্থা) ভূমেঃ (ভূলোকস্য) যাবত্যায়তয়ঃ (যাবান্ বিস্তারঃ) যথা বিন্যাসিতঃ (যেন প্রকারেণ স্থাপিতঃ) তাবৎ তাবৎ (তথা তেন প্রকারেণ) অবিদম্ (অজানাম্) ওষাৎ (শীঘ্রং) আদ্যং (প্রথমং) তৎ (তাবৎ) বেদ (জানাতু) নাপরম্ (অন্যৎ ন জানাতু) ॥৩২

লিপ্তহয় না। কিন্তু সামান্য জীব মানব মুহূর্ত্ত কল্পনাজাল-জড়িত অসম্ভব প্রতি-ভাসমান পদার্থের সম্ভব-অসম্ভবেই আসক্ত হইয়া নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করে ॥১৭

হে অনন্তকর্মপরিপূর্ণ বিভো অনার্দ্দন! আপনার ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যের বিষয় কি বর্ণনা করিব! যোড়শসহস্র বহিষী মুহূর্ত্ত হাস-সহকারে কটাক্ষপাত, মনোহর অনুকূলের ঈষৎ ভঙ্গি ভরে প্রেমালাপন এবং প্রেমপূর্ণহাস্য সহ সহ ভাবাবেশের প্রয়োগের আপনার ইন্দ্রিয়গণকে বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই ॥১৮

হে পতিতপাবন! আপনার অনুকম্পায় লীলাকথাপ্রবাহিনী ভারতীসহায় এবং চরণরেণুস্পৃষ্ট পবিত্রসলিলা গঙ্গাদি সরিদ্‌গণসহ ত্রিলোকবাসীর দুরিতসমূহ দূর করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত মুমুক্ষু সাধকগণ স্ব স্ব অধিকারোচিত ভাবের অনুষ্ঠান করত যেকোনদিকে উক্ত তীর্থিনী তরঙ্গ হইতে অল্পদূরেও থাকা এবং বিষ্ণুপাদোদকা গঙ্গাদিতে অবগাহনের দ্বারা এই উভয় তীর্থই অবশ্যই সেবা করিয়াছেন ॥১৯

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মা সমাধি যোগবলে পবিত্রিত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করিলেন এবং পরমাত্মা যোগিবরে প্রসাদ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥২০

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো পরমেশ্বর! পরিণীত অনন্তশক্তি তার হরণার্থ আমরা পূর্ব্বে আপনাকে

পঞ্চম স্থাপিতঃ সংজ্ঞ সত্যাদেষু বৈ ত্বয়া।
কীর্তিষ্যন্তি বিভূ বিক্রিয়া সর্বলোকমলাপহা ॥২২
অবতীর্ণ তমোধর্মণে বিভূম্ ভূতসমুদ্ভবম্।
কর্মাণুদ্ধামহৃতানি বিদ্বায় জনতাঽনুগাঃ ॥২৩
যানি তে চরিতান্যেষ মনুষ্যা নাবগঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ অবিষ্যন্ত্যঞ্জসা তরন্ত ॥২৪
অনুরূপেঽবতারেঽস্মিন্ তস্মাঃ পুত্রত্বমাত্মনঃ।
পঞ্চজন্ম ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ॥২৫

মানুষা লোকবিখ্যাতাৎ লোকবার্ত্যাবহর্দৈবতম্।
মূলঞ্চ বিশ্বসাপেন নষ্টপ্রায়মুপৈষি ॥২৬
তস্মাঃ ত্বমাশু পরমং বিশ্বস্য যদি ভদ্রদে।
লোকম্ লোকপালানাং পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥২৭

(শ্রীশুক উবাচ।
সংস্তুতো ভগবানিত্থং বিষ্ণুর্যো পরমাদিভিঃ।
প্রত্যভাষত তান্ রাজন্ মাভৈষ্টেতি শনৈর্গিরা ॥)

সত্যাদেষু (সত্যা সত্য অভিধিয়িতে যেষু) সংজ্ঞ নামসু, যথা ঃ বৈ প্রসিদ্ধৌ ত্বয়িত্যঃ ত্বয়া সর্বলোকমলাপহা (সর্বেষাং লোকানাং মলরূপোঽজ্ঞানিবারণাৎ তথাত্বম্ তথা পাপ ধ্বংসীতি) কীর্তিষ্যন্তি বিভূ বিক্রিয়া বিস্তারিষ্যন্তি ॥২২

অবতীর্ণ (ন বিদ্যতে উপমা যস্যাঃ যস্য বা অনুরূপঃ) তমো বস্তু ভিন্ন বিস্তারণ তথাঃ তমসি অবতীর্ণ তমসঃ বিস্তার হেতবাবতারাদি। (যোগমায়ামি ঐশ্বর্যাদি গুণানি বিদ্বায় (জ্ঞাত্বা) তথাপি অনুগাঃ ভক্ত ইত্যর্থঃ ॥২৩

হে ঈশ। নামতঃ স্মরণকীর্তনাৎ মনুষ্যাঃ যানি যে তব চরিতানি পুনঃ কীর্তয়ন্তঃ অন্যেভ্যঃ অনুবাদেন, তথা (অনুকরণাদিনাপ্যনুভবেন অনুভবন্তঃ) তরিষ্যন্তি ॥২৪

যেরূপ পরিত্রাণ করিয়াছি, হে সর্বজ্ঞাবিন্! আপনি সেই সমস্ত কার্য্য সেরূপই সুসম্পন্ন করিবেন ॥২১

ভগবান্ত্বও মানুষরূপে বর্ষ পূর্ণ প্রতিজ্ঞার করিয়াছেন ও লোকমাত্রেরই পাপহরা পবিত্র কীর্তি-রাশি সর্বত্র সর্বলোকোদ্ধারে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন ॥২২

অনুপম মনুষ্যরূপে মূর্তিমান্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া কেবল ভক্তের মঙ্গলবিধানার্থই বিবিধ বিক্রমশালিনী বিবিধ লীলাব্যাপার আপনি সম্পন্ন করিয়াছেন ॥২৩

হে ভগবন্! ঘোর কলিযুগের ভীষণ প্রভাব-তাপেও যে সাধু মানবগণ আপনার এই সমস্ত আচরণের বিষয় শ্রবণ ও কীর্তন মাত্র করিবেন, তাঁহারাও এই অপার সংসার-সাগরের ভীষণ ঊর্মি

যে বিভো পুরুষোত্তম! তথাপে অবতীর্ণ তমসঃ পঞ্চবিংশাধিক পঞ্চসহস্র বৎসর ব্যতীয় অতিক্রান্ত হয়ত ॥২৪

যে অখিলাধার! অধুনা যে তব লোকরক্ষাবিধিরূপ যে ধর্ম (সৃষ্টির ন্যায় স্থিতিরূপ) তাহা মূলস্থ বিশ্বাসাপন নষ্টপ্রায় হইয়াছে, এবং অধুনা ॥২৬

হে বৈকুণ্ঠ! তথা (তথাপি অবতারকার্য্যের বিস্তারের) যদি তথাপি ঈপ্সিত (ইচ্ছা) হয় তাহাতেই তথাপি বৈকুণ্ঠ বিশ্ব যদি, তথা লোকানাং লোকের পরিত্রাণ যে তথাপি লোকপালদের বিস্তারণ পাহি ॥২৭

ও আমার তাদৃশ ঘোর অজ্ঞানকে অন্যায়াসে অতিক্রম করিবেন ॥২৪

হে পুরুষপ্রধান! প্রভো পরমেশ্বর! মনুষ্যরূপ অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যপরিবারে এতদূর পরমিশে অবস্থান অতিবাহিত করিয়াছেন ॥২৫

হে অখিলাধার! সম্প্রতি আপনার দেবকার্য্য-সাধনের আর কিছুই বাকী নাই এবং বহুলাংশ বিস্তারণে প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে ॥২৬

অতএব যদি ভাল বিবেচনা করেন, তবে বীয় পরমধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করুন; হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমরা রোগার [illegible], অতএব আমাদিগকে ও লোকসমূহকে রক্ষা এবং প্রতিপালন করুন ॥২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

অবধারিতমেতদ্বৈ যদাথ বিবুধেশ্বর।
ন্যস্তা ময়া কার্য্যকৃতিঃ কৃৎস্নেঽস্মিন্নেতদাদিতঃ ॥২৮
অথিলং যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডং যৌগ্য-সৌষ্ঠ-বিরোচকম্।
লোকং বিষ্ণুপদং ব্রহ্মন্ যে বেদয়ে মহাপথং ॥২৯
তদ্ব্রহ্মাণ্ডস্য বৃত্তায়াং ভূম্যাং বিপুলং কুলম্।
গন্তাস্যামহন লোকোঽনুগ্রহেণেব বিভাবসুঃ ॥৩০

ইত্যাদীঃ যাস্য আয়ন্তঃ কুলস্য বিপ্রশাসনে।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে ভবানয় ॥৩১

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূ প্রণিপত্য তম্।
সহ দেবর্ষিভির্যযৌ ভবনং সপ্তসপ্তকম্ ॥৩২

[শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ব্রহ্মন্। সত্যলোকাদিতঃ বিষ্ণোঃ যে পরমে মহাপথরূপে স্থানে তিষ্ঠন্তি তেষাং ভবতাম্ শ্রীব্রহ্মণঃ ইত্যর্থঃ, এতৎ সত্যম্ ঃ অতিপূর্ব্বকং বিশ্রাপিতং প্রতিজ্ঞাতং তদ্ বিদ্ধ্যি অহম্।]

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে বিবুধেশ্বর। ব্রহ্মন্। সর্ব্বে কার্য্যে নিষ্পন্নে, ইতি যৎ আত্থ যৎ ভবসি, তৎ এতৎ যে ময়া অবধারিতং নিশ্চিতম্, এব। যঃ কৃৎস্নেঽস্মিন্ অখিলে ব্রহ্মাণ্ডে ইত্যর্থঃ, অস্মিন্ ইদানীং কার্য্যে অবধারিতঃ ॥২৮

যৌগ্যসৌষ্ঠবিরোচকম্ (যৌগ্যং যুক্তত্বং, সৌষ্ঠবং সুষ্ঠু বিভক্তত্বং, শ্রীঃ প্রকাশিত্বম্, তানি যঃ তৈরেব, তথাবিধম্,) অখণ্ডং লোকং বিষ্ণুপদং সত্যলোকাখ্যং, তৈরেব হেতুভিঃ যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডং

তৎ যে ময়া বেদয়ে জ্ঞাপয়ে তৈর্ব মহাপথঃ স্মরণং ॥২৯

(অতঃ) তদ্ব্রহ্মাণ্ডস্য বৃত্তায়াং ভূম্যাং বিপুলং কুলং যৎ অবধারিতং (অতঃ অস্মাৎ লোকাৎ লোকান্তরং) গন্তাস্মি প্রতিজ্ঞাস্মি, (তস্মাৎ) ইত্যাদেঃ ইত্যাদিবচনাবধারণেন অস্মাকং যদ্বংশস্য অত্র লোকে বিনাশাভাবঃ ॥৩০

ইত্যাদীঃ বিপ্রশাসনঃ (অতঃ) কুলস্য যস্য আয়ন্তঃ অতঃ যে অস্মিন্। যে ব্রহ্মন্। এতদন্তে (বৈকুণ্ঠং যাস্যামি) ত্বং ভবসি অস্মাভি ॥৩১

শ্রীশুকঃ উবাচ। লোকনাথেন ব্রহ্মণা ইতি এবং উক্তঃ যদ্বংশঃ ব্রহ্মা যং প্রণিপত্য দেবর্ষিভিঃ সহ ভবনং সত্যলোকং যযৌ ॥৩২

[শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবানেতি যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে বন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—।]

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে বিবুধেশ্বর! তোমাদের যে বিষয় বক্তব্য ছিল, তাহা আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি; তোমাদের সকল কার্য্যই আমি সম্পন্ন করিয়াছি এবং পৃথিবীর ভারও অপনোদিত করা হইয়াছে ॥২৮

কেবল এই যদুকুলের উপসংহার কার্য্য মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহারা বল, বিক্রম, দারুণ ও প্রমাদি ঐশ্বর্য্যে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উগ্র; সুতরাং ইহারা সমগ্র জগতকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া আপনারা পরিত্রাণ হইতে পারে। কিন্তু ঔরসভূমি দ্বারা সমুদ্রকে সীমাবদ্ধ রাখিবার ন্যায় কেবল আমিই ইহাদিগকে আপন মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে দিই নাই ॥২৯

এই বলবীর্য্যের যদুকুলের বিপুল কুল সংহার না করিয়া যদি আমি এখান হইতে লোকান্তরে গমন করি, তাহা হইলে ইহারা আপনাদের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া সমুদায় লোক বিনষ্ট করিবে ॥৩০

সম্প্রতি বিপ্রশাপের প্রভাবে ইহাদের নাশ আরম্ভ হইয়াছে; এই কুল সম্পূর্ণ উৎসন্ন ও নির্ম্মূল হইয়া গেলে, আমি বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিব। এবং হে ব্রহ্মন্! সেই সময়ে তোমার ব্রহ্মলোকেও গমন করিব ॥৩১

লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মা এই প্রকারে অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং

অথ তত্রাঃ মহাৎপাতান্ বাহবল্যাং সমুত্থিতান্।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্ ॥৩৩

শ্রীভগবানুবাচ।

এতে বৈ ঘোরমহাৎপাতা মুহুর্নিমিত্তমীহ সর্বতঃ।
পশ্যত অস্মান্ মূলতোঽয়ং আত্যন্তিকো ভয়াবহঃ ॥৩৪
ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎ পুণ্যং যাত্রাযোঽদ্যৈব যাত্যিহ ॥৩৫

অত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্ গৃহীতো যক্ষ্মণোডুরাট্।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো লেভে ভূয়ঃ কলোদয়ম্ ॥৩৬

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৃন্ সুরান্।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতোঽন্ধসা ॥৩৭

তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ।
তরিষ্যামি দুরিতং দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্ ॥৩৮

অথ ভগবদ্বচনমেব তত্রত্যং বাহবল্যাং সমুত্থিতান্ অনেকাৎপাতান্ বিলোক্য তদ্দর্শনং সমাগতান্ যদুবৃদ্ধান্ আহ ॥৩৩

শ্রীভগবান্ উবাচ। যং অস্মাকং মূলতঃ প্রভৃতিতঃ ইমমেতাদৃশমত্যন্তং নাশং আনেষ্যং, অতঃ এতে ঘোরমহাৎপাতা বৈ ইহ সর্বতঃ ইতিনিমিত্তানি ॥৩৪

অতঃ এব আর্যকাঃ। জিজীবিষুভিঃ জীবিতুম্ ইচ্ছদ্ভিঃ অস্মাভিঃ ইহ ন বস্তব্যং, কিন্তু অদ্যৈব প্রভাসং পশ্যত পুণ্যং প্রভাসনামকং যাত্রায়ৈ, অতঃ যা তিথি যাত্রাবিষয়ত্বেন যা পুণ্যা ॥৩৫

যত্র প্রভাসে দক্ষশাপাদ্ গৃহীতো যক্ষ্মণা উডুরাট্ চন্দ্রঃ স্নাত্বা তস্মিন্ তীর্থে স্নানং কৃত্বা কিল্বিষাৎ পাপাৎ বিমুক্তঃ সন্ সদ্যঃ ভূয়ঃ কলোদয়ং কলাবৃদ্ধিং লেভে ॥৩৬

বয়ঞ্চ তস্মিন্ তীর্থে আপ্লুত্য স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতৃন্ সুরান্ চ। ভোজয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ বিপ্রান্ নানাগুণবতা অন্ধসা ॥৩৭

তেষু ব্রাহ্মণেষু পাত্রেষু শ্রদ্ধয়া আপ্ত্বা। শ্রদ্ধাং কৃত্বা। দানানি মহান্তি বৈ। দুরিতানি দুষ্কৃতানি নৌভিরিব সাধনৈর্নৌভিরিব অর্ণবং তরিষ্যামি ॥৩৮

অস্মাভিঃ দেবকৃতে পরিমুক্ত হইয়া দেবদেব ভবলাসের পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন ॥৩৫

ব্রহ্মা তথা হইতে গমন করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণীয়ে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য উৎপাতসমূহ উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সমাগত প্রাচীন যাদবগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—৩৩

হে আর্যগণ। আমাদের মূলের উপর অত্যন্ত এবং ভয়ানক নানাপ্রকার উৎপাতও সর্বত্র উপস্থিত হইতেছে ॥৩৪

অতএব আপনারা প্রবীণ। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে আমাদের এখানে আর কোন মতে বাস করা কর্তব্য নয়; অতএব চলুন। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করি ॥৩৫

দক্ষপ্রজাপতির অভিশাপে চন্দ্রদেব যক্ষ্মরোগগ্রস্ত হন, তখন এই পবিত্র তীর্থে স্নান করত তিনি সেই পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া পুনরায় কলাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৩৬

আমরাও সেই তীর্থে অবগাহন পূর্বক দেবলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ করিব এবং নানাপ্রকার রসবিশিষ্ট উপাদেয় অন্নাদি উত্তম ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইব ॥৩৭

তাদৃশ সৎপাত্রে প্রচুর পরিমাণে দান করিলে, আমরা দুস্তর ও বিস্তীর্ণ দুষ্কৃতসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি, কেবল এক দানের বলে এই অপার দুষ্কৃতসাগর অতিক্রম করিব ॥৩৮

পণ্ডিত-শ্রীযদুনাথসার্বভৌম-কৃত অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রথম-শ্রীস্কন্ধবঙ্গানুবাদে

প্রথম-দশম-অধ্যায়

উদ্ধব-গীতাংশঃ।*

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিতসর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ানুবাদসমলঙ্কৃতঃ।

* আমাদের অন্য যেসব 'গীতা', যেমন যেসব শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা নাম দিয়া অথবা গীতা বিষয়ক পরমাত্মতত্ত্বের যেসব বেদাধ্যায়, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্য 'উদ্ধব-গীতা'। সেখানে শ্রীভগবদ্ পরমতত্ত্ব উদ্ধবকে উপদেশ করিয়া বিশ্বসৃষ্টির পরমতত্ত্বের আত্মতত্ত্বের পরিচিতি করিয়াছেন। আমরা পরমাত্মা শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাসওঙ্কারনাথের আশ্রমের বাণীর ও অনুবাদের সেই 'উদ্ধব-গীতা' প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ভগবতাদিষ্টো বালঃ কুরুনন্দন।
পরং হৃতধিয়স্তীর্থং শ্রদ্ধয়াদ সমযুযুজম্ ॥৩৯
অহিংসীদ্যোগমাস্থায় বাঙ্ময়ং প্রবো ভগবদ্বোধিতম্।
দৃষ্টে যিষ্টোনি যোগাদি নিরাং কৃষ্ণমনুব্রতা ॥৪০
বিধিক্ত উপনিষদা হরিমাত্মানমীশ্বরম্।
প্রপদ্য সিদ্ধিং পরমে প্রাপ্তিদ্বয়মাপ ॥৪১

উদ্ধব উবাচ।

যেনেমমেব যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তনম্।
সংস্থাস্যসে কৃষ্ণ সূত্র লোকং সন্ত্যক্তপূরুষ
ভবান্ ॥৪
বিপ্রশাপাং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বর ॥৪২
বাহং ভবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥৪৩

শ্রীশুকঃ উবাচ (শ্রীশুক বলিলেন)। হে কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন) ভগবতা (ভগবান্) শ্রীহরিণা (শ্রীহরি কর্তৃক) এবং (এইরূপ আদিষ্টঃ (আজ্ঞাত) বালঃ (বালকঃ) পরং (পরম) হৃতধিয়ঃ (হৃতধিয়ঃ) তীর্থং (তীর্থ) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা সহকারে) সমযুযুজম্ (যোগ করিল) ॥৩৯

রাজন্ (হে রাজন্!) সঃ (সে) অহিংসীৎ (অহিংসীদি (ইন্দ্রিয়সংযম) পূর্বক (সহকারে) ভগবতা (ভগবান্) ইরিণা (হরি কর্তৃক) যৎ (যাহা) প্রবঃ (প্রকাশ যখন ইহার) বিবোধিতা (বোধিত) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) বাঙ্ময়ং (বাঙ্ময়) ঐশ্বরং (ঈশ্বর) ভগবতঃ (ভগবান্) ঐশ্বরং (ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিদ্যা) বিধিজ্ঞ (বিধিজ্ঞ) উপনিষদা (বেদ করিয়া) হরিং (ভগবান্ হরি) ত্বা (ঈশ্বরে) পরমে (ব্রহ্মরূপ) প্রপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) প্রাপ্তিদ্বয়ং (প্রাপ্তিদ্বয়) আপ (লাভ করিল) ॥৪০

(পরিচ্ছেদ) ॥৪০-৪১

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ (উদ্ধব বলিলেন) হে যোগেশ (হে যোগেশ্বর) যেন (যোগেন) পুণ্যশ্রবণকীর্তনং (পবিত্রকীর্তি)। ভবান্ (আপনি) ইমং (এই) লোকং (লোক) সন্ত্যক্তপূরুষ (পরিত্যাগ করিলেন) যদা (যেহেতু) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) ত্বং (তুমি) সমর্থঃ (সমর্থ হইয়াও) বিপ্রশাপং (ব্রাহ্মণের শাপ) ন প্রত্যহন্ (প্রতিরোধ করিলেন না) ॥৪১

হে কেশব (হে কেশব)! অহং (আমার) ভবাঙ্ঘ্রিকমলং (চরণযুগল) ক্ষণার্দ্ধং (ক্ষণার্দ্ধ) অপি (ও) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন উৎসহে (সমর্থ হইব না)। অতঃ (এই হেতু) নাথ (হে নাথ)! মাং (আমাকে) অপি (ও) স্বধাম (স্বধামে) নয় (লইয়া চল) ॥৪৩

শ্রীশুকদেব উবাচ।

ইত্যুক্তো বিশ্বভাবেন স্বয়ং তদবধারয়ন্।
নারায়ণকলাসাক্ষাদুদ্ধবো বাদরায়ণে ॥৪৪
কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ যোগমায়াবিবোধিতঃ।
নিবৃত্তিলক্ষণং নৃণাং নিঃশ্রেয়সমভীপ্সতাম্ ॥৪৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে কুরুকুল আনন্দপ্রদ পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত হইয়া বালকগণ প্রভাসতীর্থে যাইবার জন্য স্থির করত যথাসুখে তথা যোগিত করিতে লাগিলেন ॥৩৯

হে রাজন্! তাঁহারা উপদেশানুসারে সংযম করিয়া শ্রীভগবানের কথিত বাক্য প্রবণপূর্বক বাঙ্ময়ীমূর্ত্তি প্রভাসক্ষেত্রে যখন ইহাঁরা দেখিয়া সকল কৃষ্ণৈকশরণ উদ্ধব ভগবানের ঈশ্বর, অন্তর্যামিরূপ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিষয় একাগ্রে উপস্থিত হইয়া সকলের যাহা চরমসুখদ প্রমাণ করত ভগবানকে বলিতে লাগিলেন ॥৪০-৪১

উদ্ধব বলিলেন—হে যোগেশ্বর। হে বিশ্ব

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ ৪৪

শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি ৪৫

স্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ৪৬

যাতয়ন্যা ব্যতয়ন্ত্যা ক্বচিদ্গায়তি তাদৃশম্।
রুদতী রাতি যদ্ভীতা মৃত্যুমুদ্যন্তমীশ্বরম্ ৪৭

হসতী যদহেতুকং ক্বচিন্মুহ্যতি কর্হিচিন্নটবৎ।
নৃত্যতি গায়তি ক্বচিদনুশীলয়তি লোকবিদ্যবৎ ৪৮

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) নৃণাং (মনুষ্যদের) কর্ণপীযূষং (কর্ণের সুধারূপ পানকর) পরমমঙ্গলং (পরম মঙ্গল) তব (আপনার) বিক্রীড়িতম্ (লীলাকথন) আস্বাদ্য (গ্রহণ করিয়া) অন্যস্পৃহাং (বৈষয়িক বস্তুতে ইচ্ছা) জনঃ (লোক) ত্যজতি (ত্যাগ করে) ৪৪

অতঃ (এই হেতু) হে (হে) কৃষ্ণ (কৃষ্ণ আমার) শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু (শয়ন আসন ভ্রমণস্থান স্নান ক্রীড়া ভোজনাদিতে) ত্বাং (আপনাকে) প্রিয়ং (প্রিয়) আত্মানং (নিজেকে) বয়ং (আমরা) কথং (কিরূপে) ত্যজেম হি (ত্যাগ করিব) ৪৫

স্বয়া (তোমা কর্তৃক) উপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ (ভুক্ত মালা গন্ধ বাস অলঙ্কার অনুলেপ) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (উচ্ছিষ্টভোজী) দাসাঃ (দাস) তব (আপনার) তব (আপনার) মায়াং (মায়া) হি (নিশ্চিত) জয়েম (জয় করিব) ৪৬

ব্যতিষজন্ত্যা (বিষয়ে) ক্বচিৎ (কিছু) উন্মদবৎ (উন্মত্তের) অঙ্গনা (স্ত্রী) যাদৃশং (যাহাকে-তাহাকে) গায়তি (গান করিলে) তাদৃশং (তাহার) যদ্ভীতা (যাহার ভয়ে) রুদতী (কাঁদিতে) মৃত্যুং (মৃত্যু) উদ্যন্তং (আগত) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) রাতি (রক্ষা করিতে) ৪৭

হসতী (হাসিতে) যৎ (যে) অহেতুকং (কারণ ব্যতিরেকে) ক্বচিৎ (কখন) মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হয়) কর্হিচিৎ (কখন) নটবৎ (নটের ন্যায়) নৃত্যতি (নৃত্য করে) গায়তি (গান করে) ক্বচিৎ (কখন) অনুশীলয়তি (অনুকরণ করে) লোকবিদ্যবৎ (লোকবিদ্যের ন্যায়) ৪৮

যেহেতু কলযাত্রা মোক্ষেরও, পুণ্যশ্রবণকীর্তন; এই মনুষ্যদেহকে বিশেষ করিয়া নিশ্চিত আপনি মঙ্গলাকর ত্যাগ করিবেন। যেহেতু আপনি ঈশ্বর, আত্মজনের আলাপ অবশ্য অকথ্য করিতে সমর্থ—তাহা কহিলেন না।৪২

হে কেশব! আপনার চরণযুগল আমি কখনই ক্ষণার্দ্ধ-কালও ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব যে অবস্থিতি থাকি, আমাকেও আপনার সঙ্গে লইয়া চলুন।৪৩

হে কৃষ্ণ! মানবগণের কর্ণযুগলের অমৃতের ন্যায় সুখাদ, মধুর, অশেষ কলুষরাশি বিনাশিপূর্বক পরম মঙ্গল ও আত্মজনক আপনার লীলাসমূহের শ্রবণ করত অন্যত্র যেন কেহ কখন কোন বিষয় বৈরাগ্যাদির আদরই পরিত্যাগ করেন।৪৪

অতএব একত্র শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশন, অবস্থিতি, স্নান, ক্রীড়া, ভোজনাদিকালে যে ভক্তগণ নিত্য আপনাকে সেবা করিয়া আসিতেছে, সেই আমরা আমা হইতেও প্রিয়তর আপনাকে কিরূপে ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিব।৪৫

আপনার উপভুক্ত পরিত্যক্ত মালা গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কারে অনুলিপ্ত উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা আপনার অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াকে নিশ্চিতই জয় করিতে সমর্থ হইব।৪৬

বিনয়ন, আমাদিগি সহোদর, ঈশ ঈশ্বর বার্তা যদি মনুষ্যের ন্যায় আচরণকারী বিভু, অতীব বৈভবসম্পন্ন উত্তমশ্লোক, পাপ-বিনাশিত কথিতকর্ম আপনার প্রজনগণের অজ্ঞানান্ধকার অন্তর্ধানে যখন করিয়া থাকেন।৪৭

হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু ইহলোকে কর্মবন্ধনে যেন-তেনপ্রকারে নানা যোনিতে ভ্রমণ

শ্রীশুক উবাচ।
এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ (১)দেবকীসুতঃ।
একান্তিনাং শ্রিয়ং কৃতানুস্মরন্ সমজনয়ত ভয়ং॥

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥৬॥

আয়ুষ্মন্ (হে দীর্ঘায়ুঃ)! এবং (আমার) দ্বারা (নিজের) ইষ্ট (অভিমত) ভগবদ্ভক্তি (ভগবদ্ভক্তের) প্রকার (প্রকার সমূহ) জিজ্ঞাসিত হইলে (আপনার ভক্তবৎসলতা হেতু) যে [আপনার] কৃপাদি (ভগবদ্গুণ) বিস্তারিত (উপদেশাবলী) করা (ও) অনুগ্রহপূর্বক-দেহি (প্রতি হাত ধরণ পরিহার করা) কুলদেবিতরং (বসুদেবের আত্মজরূপে), তদ্ (তখন) স্মরণ (স্মরণ) করতঃ (করিয়া) ১। ও) ভীতিযুক্ত (ভীত হইয়া) এবং (এইরূপ) বলিতে (আপনার বধের ধারা) ভবিষ্যৎ ভবিতে ভবিতে আপনার চরণারবিন্দযুগলের শুভ পরম-ভাগবতগণের সহিত অনুষ্ঠিত লীলাসমূহ ও উপদেশসকল এবং যখন যাহা নিজীব পরিধান প্রভৃতি মানবানুকরণ লীলাসকল ও কীর্তন করিয়া তোমার (প্রেমময়ী ভক্তির দ্বারা) দুস্তর সংসারসাগর

(পার) হবে (সংসার হতে) উত্তীর্ণ হইবে (উত্তীর্ণ হইয়া যাবে)॥৬॥

শ্রীশুক উবাচ (শ্রী শুকদেব বলিলেন) রাজন্ (হে রাজন্)। এবং (এইরূপ) বিজ্ঞাপিতঃ (নিবেদিত) ভগবান্ (ভগবান্) দেবকীসুতঃ (দেবকীসুত) একান্তিনাং (একান্তীগণের) শ্রিয়ং (ভয়) কৃতম্ (দেবের) স্মরণ (স্মরণ) করিয়া (ভয়) সমজনয়ত (উৎপন্ন করিলেন)॥৭॥

শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ের শ্রীশ্রীধরস্বামীকৃতভাবার্থদীপিকা সমাপ্তা।

ভক্তিতে ভবিতে আপনার চরণারবিন্দযুগলের শুভ পরম-ভাগবতগণের সহিত অনুষ্ঠিত লীলাসমূহ ও উপদেশসকল এবং যখন যাহা নিজীব পরিধান প্রভৃতি মানবানুকরণ লীলাসকল ও কীর্তন করিয়া তোমার (প্রেমময়ী ভক্তির দ্বারা) দুস্তর সংসারসাগর গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব॥৬-৭॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! পরমভক্ত শ্রীউদ্ধব এই কথা বলিলে তখন দেবকীনন্দন শ্রীভগবান্ অন্তরঙ্গভক্ত ভক্তির দেবক উদ্ধবকে বলিলেন॥৭॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাসপ্রভুপাদ পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গমহাপ্রভোঃ আবির্ভাবাভিধেয়-কৃত ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। পরমভক্ত সেই (শত্রু হইতে ত্রাস হইতে মুক্ত) দৃষ্টি ভগবৎপাদে রাখা এবং ভগবৎপদে সেই আমি আমার 'পরমভাব রাখি'.....যে ভিন্ন। সেই পরমভক্ত সমস্ত আসক্তির হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভগবৎ ভগবৎপদস্থ কীর্তন করা যায়। যে ভৈরব! ভিন্ন এমন সর্বভয়নাশক কাল ব্যতিরিক্তিনাশী সেই পরমভক্তদের ভগবৎপদ প্রভৃতি হইতে পারে। ভগবৎপদে ও-প্রকার দুইটী অর্থ, এমন তিনিই ভগবৎপদ, তিনিই ভগবান্ আছেন; ও-প্রকার দুইটী অর্থ সম্ভবিত (সমস্ত ভগ ও আসক্তি আছেন) ও হয়। সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ। পরিমিত আসক্তির সেই পরমভক্ত ভগবান্ ভগবৎপদে ও-প্রকার ভগ—এই অর্থে নাম হইয়া থাকেন। যে সাধুরা। এখানে অর্থাৎ 'ভগবান' এই ভগবৎ শব্দ পরম প্রকাশক, সেই ভাগবত ব্যক্তিরূপে সব কৃপাদি প্রকৃত হয় যা। সেই পরমভক্তরা এই ভগবৎপদ লাভ করিয়া থাকে, সমস্ত ইহা প্রকৃত হইলে নির্ণয় হয়। ভগবৎপদ ঐশ্বর্যে, ধর্ম, যশঃ শ্রী এবং বিষয় ও অভিপ্রায় তিনি সমস্ত এইরূপ ভগবান্ ভগবৎ বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ প্রভৃতি পরমভক্তদের ভগবৎপদস্থ যায়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠ অংশে পারমহংস্যাং।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

(উদ্ধবপৃষ্টেন শ্রীভগবতা তস্মৈ জ্ঞানোপদেশকরণং, তত্র প্রসঙ্গেনাবধূতোপাখ্যান-
মারভ্য তদীয়-চতুর্বিংশতিগুরূন্ যদ্যদ্গুরূন্ উপদেশপ্রকারবর্ণনম্।)

শ্রীভগবানুবাচ।

যদাথ মাং মহাভাগ তত্ত্বিজ্ঞাসুরহং তব।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসঃ যেঽহমীশ্বরাঃ॥১

ময়া বিলাপিতং ব্রহ্ম নৈবৈশ্বর্যমদোদয়াৎ।
সর্বমসম্ভাবিবাদমূলং ভিনত্ত্যমুষ্য তে ॥২

মূলং বৈ সাধ্যবিদ্বদ্ধঃ ব্রহ্মণ্যস্যোপবৃংহিতম্।
সন্তুস্য সত্যযোনেশ্চ পুরুষঃ প্রাবিবৃত্সতি ॥৩

অর্থেষ্বাত্মন্ ময়া তত্ত্বা লোকোঽয়ং নষ্টবিভ্রমঃ।
অবিস্তরুচিরাৎ সাধো ভবিষ্যতি বিমার্গগঃ ॥৪

ন ভবন্তং ঘটেজ্ঞেষ্ঠ ময়া তত্ত্বেন কর্হিচিৎ।
জ্ঞানোৎপাদ্যাপচিতিং কর্তুমীশ্বরবন্ধুষু ॥৫

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—মহাভাগ (হে মহাভাগ)! যৎ যদি (যাহাকে) যৎ (যাহা) আথ (বলিলে), অহং (আমার) যে (আমার) তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজিজ্ঞাসু); ব্রহ্মা (ব্রহ্মা), ভবঃ (মহাদেব), লোকপালাঃ (লোকপালগণ) অপি (ও) যে (আমার) স্বর্বাসঃ (বৈকুণ্ঠবাসী) অতিতরাম্ (অত্যন্ত) ঈশ্বরাঃ (আমার বশ) সন্তঃ (অপেক্ষা করিতেছেন)।১

ময়া (আমা কর্তৃক) বিলাপিতম্ (বর্জিত) অন্বয় (আমি) আদেশ (আদেশ করিব) ইতি (এই হেতু) অবতীর্ণ (আবির্ভূত) হই (হইয়াছি) বৈকুণ্ঠঃ (বৈকুণ্ঠঃ) হি অত্র (এখানে) মদা (আমা কর্তৃক) অনুশেতে (অনুশেতে) বিলাপিতম্ (বিলাপিত হইয়াছে)।২

মূলং বৈ সাধ্যবিদ্বদ্ধঃ ব্রহ্মণ্যস্যোপবৃংহিতম্।
সন্তুস্য সত্যযোনেশ্চ পুরুষঃ প্রাবিবৃত্সতি ॥৩

অর্থেষ্বাত্মন্ ময়া তত্ত্বা লোকোঽয়ং নষ্টবিভ্রমঃ।
অবিস্তরুচিরাৎ সাধো ভবিষ্যতি বিমার্গগঃ ॥৪

ন ভবন্তং ঘটেজ্ঞেষ্ঠ ময়া তত্ত্বেন কর্হিচিৎ।
জ্ঞানোৎপাদ্যাপচিতিং কর্তুমীশ্বরবন্ধুষু ॥৫

অন্বয়ঃ

যৎ অবিদ্বান্ (যে অবিদ্বান্) মূলং (মূল) বৈ (মূলকে) [দৃঢ় করিয়াছে], যৎ অপি (আমার) শাখাভিঃ (শাখার দ্বারা তথীভূত) সৎ (হইয়া) আত্মবিঘাতায় (আত্মার অনর্থের) কল্পতে (নিজে নিজে করিতেছে), সত্যম্ (সত্য) চ (ও) সত্যযোনিম্ (সত্যের যোনি) এনম্ (এই) পুরুষম্ (ব্রহ্মকে) চ (ও) [শাখাদির দ্বারা] প্রাবিবৃত্সতি (আবৃত করিবে)।৩

অর্থেষু (যে বিষয়ে) অহম্ (এই) লোকঃ (লোক) যদি (যখন) [আমার] ঈক্ষয়া (দৃষ্টির) তৎকৃতঃ (তৎকৃত) ভেদঃ (ভেদ) অবিস্তৃতি (হইতে) [তখন] তদা (তখন) অবিস্তরুচিরাৎ (অবিলম্বে) বিমার্গগঃ (কুপথগামী) ভবিষ্যতি (হইবে)।৪

ন (না) ভবন্তম্ (তোমাকে) ঘটেত (বধ করিবে) জ্ঞেষ্ঠ (হে জ্ঞেষ্ঠ) ময়া (আমা কর্তৃক) তত্ত্বেন (তত্ত্বতঃ) কর্হিচিৎ (কখনও) জ্ঞানোৎপাদ্যাপচিতিম্ (জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা বিনাশ) কর্তুম্ (করিতে) ঈশ্বরবন্ধুষু (ঈশ্বরবন্ধুগণের) [মধ্যে] ভবিষ্যতি (হইবে)।৫

সপ্তম অধ্যায়।

(উদ্ধবের দ্বারা জিজ্ঞাসিত শ্রীভগবান্ কর্তৃক তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশকরণ এবং সেই উপদেশমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে অবধূতের উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া তদীয় চতুর্বিংশতি গুরুর মধ্যে যাই যাহার গুরু বিষয়ে হইতে উপদেশ প্রকরণ)

যো গুরুঃ সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতানি শাস্তি যঃ।
সর্বভূত-স্বভাবী চ তস্মাৎ প্রপদ্যেত হম্॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—মহাভাগ! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিলে—তাহাই আমার অভিপ্রেত, যেহেতু ব্রহ্মা, শঙ্কর ও লোকপালগণও আমার বৈকুণ্ঠধাম আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।১

ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি মর্ত্যের সহিত যে মূলের দৃঢ়করণ বেদবাদ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বিস্তার করিয়াছি।২

যে অবিদ্বান্ মূল দৃঢ় করিয়াছে, তাহাও আত্মা-গমের শাখা শাখের দ্বারা তমসাবৃত হইয়া পরস্পর কলহকরত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সত্য বিষয়ে এই ব্রাহ্মণকুলকে কলের দ্বারা প্রাবৃত করিবে।৩

হে সাধো! যখনই আমি এই মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিব, তখনই কলির দ্বারা অভিভূত হইয়া ইহা অচল-বিপরীত হইবে; সংসারে কল্যাণের লেশমাত্র থাকিবে না।৪

অন্ত সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং বন্ধবন্ধুষু।
অন্যত্রেন্দ্র মনঃ সম্যক্ সমাধৎস্ব কিমত্র ভোঃ ॥৬
ধৃতির্যয়া ধারয়তে চক্ষুর্ত্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
সমস্তং মৃন্ময়ং বিদ্ধি মায়া-মনোময়ম্ ॥৭
পুংসোঽযুক্তস্য মায়ার্থে ভ্রমঃ স্যাদ্ গুণসোহহম্।
কর্মাকর্ম-বিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা ॥৮

তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে ॥৯
জ্ঞান-বিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥১০
যোগমুদ্যোগমাতিষ্ঠো নিবৃত্যৈ নিবর্ততে।
গুণময়্যা চ নির্বিদ্যেত ন যোগোঽস্তি যথার্থতঃ ॥১১

যদা (যখনই) মহীজয়ে (পৃথ্বী) যজতঃ পতি (পরিত্যাগ করিলে) তদৈব (তখনি) দুঃখ (দুঃখ) ভবতা (তোমার) ভবিষ্যতি (হইবে) এব (ই)। অতঃ (এই হেতু) তব (যে সাধো)। ত্বরা (ত্বরি) ইহ (এখানে) ন স্থেয়ম্ (থাকিবে না) ॥৪

ভবদ্ভবদ্ভু (তব বন্ধুগণে) সর্বং (সকল) স্নেহং (টান) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করত) মনঃ (মন) ময়ি (আমাতে) সমাধৎস্ব (ঐকাগ্র্য করিয়া) সমাধৃত্য (সমাধি হইয়া) তত্র (তুমিও) ভবান্ (পৃথিবী) বিচর (ভ্রমণ কর) ॥৫

ভবান (তুমি), ভবান্ (রাজা) চক্ষুরাদি (চক্ষুঃ, শ্রবণাদি), যদ্যদ্ধিয়া (যে যে বুদ্ধিদ্বারা) গৃহ্যতে (গৃহীত) ভবতি (হয়) তৎ (তাহা) মায়া-মনোময়ম্ (মায়া-মনোময়) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৬

অযুক্ত (বিবিক্তচিত্তের) মায়ার্থে (স্ত্রীপুত্র ভোগবিষয়ে) ভ্রমঃ (ভ্রম) ভবতি (হয়), সঃ (সেই) পুংসঃ (পুরুষ) এব (ই) গুণময়ঃ (গুণ-ভোগের ভাগী হয়), তত্র এব (সেই) গুণ-দোষধিয়ঃ (গুণদোষাদি আনুমানিক) কর্ম (বিহিত কর্ম), অকর্ম (নিষিদ্ধ অকরণ), বিকর্ম (বিপরীতাচরণ) ইতি (এই) ভিদা (ভেদ) ॥৭

তস্মাৎ (অতএব) যুক্তেন্দ্রিয়ঃ (বিষয়েন্দ্রিয়) যুক্তচিত্তঃ (সমাধিযুক্তা) সন্ (হইয়া) ইদম্ (এই ভোগাদি) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষস্ব (দর্শন কর), আত্মানম্ (আত্মাকে) ময়ি (ঐ) অধীশ্বরে (পরমেশ্বরে) ময়ি (আমাতে) বিততম্ (ব্যাপ্ত) ঈক্ষস্ব (দেখ) ॥৯

জ্ঞান-বিজ্ঞানসংযুক্তঃ (পরোক্ষ ও অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন) আত্মানুভবতুষ্টাত্মা (আত্মা-সম্বন্ধে তুষ্টচিত্ত) ত্বম্ (এই হেতু) শরীরিণাম্ (দেহধারীদের) আত্মভূতঃ (আত্মভূত) হয়া (তুমি) অন্তরায়ৈঃ (আত্মজ্ঞান হইতে বিচ্যুতকারক ব্যাপার) ন বিহন্যসে (ব্যাহত হইবে না) ॥১০

উদ্যোগম্ (কর্মযোগ অথবা) যোগমুদ্যা (যোগমুদ্রা) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই), অতঃ (এখন) যথা (যেমন) তথা (তদ্রূপ) চ (ও) অনুদ্যা (কর্মমুদ্রায়) ন তথোক্তি (তাহা প্রকারে বলিব না) ॥১১

সমস্ত বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনরূপে কৃত অনুরাগ পরিত্যাগপূর্বক মন পরমেশ্বর আমাতে ঐকাগ্র্যরূপে নিবিষ্ট করিয়া 'সর্বত্র একমাত্র ঈশ্বরের আমি আমি' এইরূপ দেখিতে দেখিতে তুমি পৃথিবীতে বিচরণ কর ॥৪

আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে তোমাকে মহাদুঃখরূপ অনর্থ অনুভাগী হইবে ; অতএব হে সাধো ! তুমিও এখানে অবস্থান করিও না ॥৫

মন, বাক্য, চক্ষু ও কর্ণাদির দ্বারা যাহা কিছু গুণময়ের বিষয় গৃহীত হয়, তাহা আমার মায়াময়ের

অতএব বিবিক্তচিত্ত পুরুষের মায়ার্থে ভ্রম হয়, তখন সেই পুরুষ গুণ-ভোগের ভাগী অর্থাৎ সুখদুঃখাদি ভোগী হয় ; সেই সুখদুঃখাদি আনুমানিকের বিহিতকর্ম, বিহিত অকরণ অকর্ম, বিপরীতাচরণ বিকর্মাদি অনুষ্ঠানে বিধিনিষেধাদির জন্য পুণ্যপাপাদি ঘটিয়া থাকে ॥৮

অতএব ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করত সমাধি-নিষ্ঠচিত্ত অবস্থিতমানস হইয়া এই ভোগেন্দ্রিয়াদিকে

সর্বভূতগুহাশয়ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানবিন্যাসঃ।
পশ্যন্ মনাত্মকং বিশ্বং ন বিপশ্যেত যৈ পুমান্ ॥১২

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।
উপসৃত্যাথ গুরুবিজ্ঞাপয়ামাস চেষ্টিতম্ ॥১৩

উদ্ধব উবাচ।

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ॥১৪

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো দুষ্মন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্বাত্মন্নকর্তরীতি মে মতিঃ ॥১৫

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
ক্ষুদ্রায়ুষাং বিষয়িণাং বিষমাত্মপাতে।
তৎ সন্নসা নিগদিতং ভবতা যথাঽহং
সংসাধয়ামি ভগবন্নুশাধি ভৃত্যম্ ॥১৬

সর্বভূতগুহাশয়ঃ (সকল জীবের হৃদি) পশ্যন্ (পশ্যতার) জ্ঞান-বিজ্ঞানবিন্যাসঃ (জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নী) যৈ বিশ্ব (জগৎ) মনাত্মকং (মন) পশ্যন্ (দেখিয়া) পুমান্ (পুরুষ) ন বিপশ্যেত (বিপরীতভাব হন না) ॥১২

শ্রীশুকঃ উবাচ (শ্রীশুকদেব বলিলেন)। নৃপ (হে রাজন্)! ইতি এবং (এইরূপ) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণদেবের দ্বারা) আদিষ্টঃ (আদিষ্ট) মহাভাগবতঃ (পরম ভক্ত) উদ্ধবঃ (উদ্ধব) গুরুং (কৃষ্ণকে) বিজ্ঞাপয়ঃ (জিজ্ঞাসা) চক্রে (করিয়া) অথ (অনন্তর) উপসৃত্য (প্রণাম করত) আহ (বলিলেন) ॥১৩

উদ্ধবঃ উবাচ (উদ্ধব বলিলেন)।—যোগেশ (হে যোগেশ)! যোগবিন্যাস (যে যোগসাধনের উপায়সম্পন্নকর্তা)! যোগাত্মন্ (হে যোগময়)! যোগসম্ভব (হে যোগসম্ভব)! অথ (এই) সন্ন্যাসলক্ষণঃ (সন্ন্যাসলক্ষণ) ত্যাগঃ (ত্যাগ) যে (আমাকে) নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষের জন্য মোক্ষ লাভের জন্য) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল) ॥১৪

সর্বাত্মন্ (হে সর্বাত্মন্)! কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ)! কামানাম্ (বিষয়সমূহের) অয়ং (এই) ত্যাগঃ (ত্যাগ) বিষয়াত্মভিঃ (বিষয়াসক্তচিত্ত) দুষ্করঃ (আপনাকে) অকর্তরি (অকর্তা কল্পিত) ইতঃ (ইহা) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (বিশ্বাস) ॥১৫

জগৎ জীবাত্মার এবং জীবাত্মাকেও পরমাত্মা আমাকে আত্মার পূর্ণ আত্মত্ব অর্থাৎ সত্তম বর্ণনা করা ॥১৩

জ্ঞান—বেদতাৎপর্যনিশ্চয় ও বিজ্ঞান—অনুভব উভয়ের দ্বারা সম্যক্ যুক্ত হইয়া আত্মাকে উপলব্ধি করত সন্তোষিত যোগসাধক আত্মভূত তুমি ভেদজ্ঞান কল্পিত উপদ্রবের দ্বারা বিদ্ধিত হইবে না ॥১০

যাহার যেমন যোগতত্ত্ব বিচার না করিয়া অন্ধভাবে কর্ম করে, তাহার অন্যাভীত যোগী যোগবুদ্ধিতে কর্ম হইতে বিমুক্তির হন না বা বিহিত কর্ম করা কর্তব্য এরূপ বুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান করেন না। আত্মার সত্তায় রূপে বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হন—যোগ বুদ্ধিতে নয় ॥১১

বিবিধ প্রাণীর ভিন্ন, স্বয়ংপ্রকাশ, সাক্ষী ও অনুভবের দ্বারা আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারী ব্যক্তি চরাচর বিশ্ব আমা-ময় 'সব বাসুদেব' এইরূপ দেখিয়া পুনর্বার আর সংসারে ধারণাযুক্ত হয়েন না। তাঁহারমত সংসার চিরদিনের জন্য নিবৃত্তির হয়' ॥১২

---

(৮) ৭ শ্লোকে যত বাক্যাদির দ্বারা যাহা বিধি হইয়াছে, তাহা আরও-অনেক বলিয়াছেন। এখানে বলিতেছেন আমার বিধি আমার—ইহার অর্থ কি?

কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া, কৃষ্ণের ভগবান্ বলিয়া কর্মত্যাগ প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহার মত এরূপ কৃষ্ণ তাহা যেমন যাহার দ্বারা বিহিত, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধিতে কিছু আর কিছু নাই, তদ্রূপ এই বিহিত মতে পরার্থ ভগবানের দ্বারাই বিহিত। তিনি যাহাকে বিধান করিয়াছেন। যেন যত জ্ঞান হয় তাহা প্রকাশ করিলেন উদ্ধব বলিলেন 'এত পরমেশ্বর ভগবানের লীলা বর্ণিয়াছেন' এই ভাব ও পরম ভক্তিমত্তার জন্য। কিন্তু কিন্তু ভাবে বর্ণন করিয়া গেল, এক বর্ণনেই পরার্থ নয় বর্ণন।

সত্যক্ত তে স্থূল আত্মন আত্মবোধেন
বক্তারমীশ বিধুনুষেঽশ মাবুধক্ষে।
মহীয়সোঽপি বিবুধেশ লঘোর্গরীয়ান্
মা মেঽসতোঽকৃত মুরুগায় বহির্ভবায়াঃ ॥১৭

তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।
বিদ্যিত্বীমহ্যু হ বৃজিনাভিতরেম
নাবা যথাঽঽপ্লবমনদ্যপদাং প্রপদ্যে ॥১৮

সত্ত্ব (ভজন উপযোগী) অতঃ (আমি) ভূমন্ত্রি (মোহিনি) ত্বঃ (তোমাকে) ভগবতঃ (আপনার মায়ার দ্বারা) বিরচিতায়ামি (বিরচিতের) মায়ায়াং (পুত্রকলত্রাদিতে) আত্মন্ (আমার আমি) ইতি (এইরূপ) বিদুষঃ (বিদ্বান্) অপি (এই হেতু) অবধৃত (যে ভগবন্) ! অবধা (আপনা কর্তৃক) মে (আমার) বিনির্মিতঃ (রচিত) অয়ং (এই) অসদাত্মজাদি (আমার রচিত পুত্র) ভগবান্ (আপনি) ভূমন্ (হে ভগবন্) আশু যে (আমার) [illegible] ॥১৬

ঈশ (হে ঈশ্বর) [illegible] ত্বে (আপনার) অনুগ্রহ (কৃপা) ভাজনং (পাত্র) অপি (ও) ন অস্মি (হইতে পারিলাম না) ইতি (এই) ব্যবসিতাঃ (নিশ্চয়) অপি (ও) [illegible] ॥১৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! এইরূপ শ্রীভগবান্ কপিলদেব দ্বারা আদিষ্টপ্রাপ্ত হইয়া মহাভাগবত উহার পিতা ও তাঁহার নিকট হইয়া অকুতোভয়ে প্রমপুরুষ বলিলেন ॥১৬

ঈশ্বর বলিলেন—হে যোগেশ—জগৎ, জীব, জ্ঞান এই যোগত্রয়ের ঈশ্বর! হে যোগবিদ্যাম—যোগিজনের হৃদয়ে যোগত্রয়ের মহনবিধায়িন্! হে যোগাত্মন্—যোগিজন! হে যোগসম্ভব! আপনা হইতেই সকলের যোগে প্রবৃত্তি হয়—এই মহাজ্ঞান-লক্ষণ জ্ঞান আপনি আমার যোগের নিমিত্ত বলিয়াছেন ॥১৪

হে মায়ার-জন্মাদিক চরাচর বিশ্বের আত্মা! হে ভূমন্—মহতো মহীয়ান্! শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয়সমূহের জ্ঞান বিষয়াসক্তমানব সুকঠোর আপনাতে ভক্তিযোগদ্বারা অচিরেই ভক্তিতে পারে—ইহাই আমার বিশ্বাস ॥১৫

আপনি যাহাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, সেই আমি বিমোহিতচিত্ত; যেহেতু আপনার মায়ার বিরচিতমাত্রেই পুত্র কলত্র আত্মীয় স্বজনে 'আমার আমি' এই মোহসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছি। অতএব হে ভগবন্! আপনার কথিত অমূল্য বাক্যসকল যে প্রকারে আমি অনায়াসে সমাধানে সমর্থ হই, সেইরূপ আপনি আপনার সেবক আমাকে শিক্ষা দান করুন ॥১৬

হে সর্ববিদ্যা! সত্য পরমাত্মা আপনার ঈদৃশ রূপের আপনি ব্যতীত অপর কেহ সেবকাদিরূপে তত্ত্বতঃ অবলোকন করিতেছি না; যেহেতু আপনার মায়ার দ্বারা যেন যেন পুত্র কলত্রাদি পদার্থসমূহে 'আমি আমার' অধ্যাসবশতঃ এই মোহময়ী মায়াদি মোহগণ সকলেই বিমোহিতবুদ্ধি হইয়া থাকেন ॥১৭

হে ভগবন্! অতএব চতুর্দিকে দুঃখের দ্বারা সমাকুল, সর্বত্র বিকলবুদ্ধি আমি মোহাদি নিখিল

ঈশ্বরানুবাচ।

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ভবন্তি কস্যাপি পুণ্যৈরতিশয়াদ্ ॥১৯
আত্মনো গুরবাদৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥২০

ঈশ্বরানুবাদঃ (ঈশ্বরেণ কথিতম্)।—লোকে (সংসারে) লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ (সংসারতত্ত্বে পণ্ডিতঃ) মনুজাঃ (মনুষ্যাঃ) আত্মনঃ (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা) এব (ই) আত্মনঃ (আত্মার) অতিশয়াৎ (বিশেষরূপে) প্রায়েণ (প্রায়শঃ) পুণ্যৈঃ (পুণ্যের দ্বারা) সমুদ্ভবন্তি (উদ্ভব করেন) ॥১৯

আত্মনঃ (জীবস্যেব) বিশেষতঃ পুরুষস্য (পুরুষ সম্বন্ধে) আত্মা (আত্মা) এব (ই) গুরুঃ (গুরু) (সেই) আত্মা (আত্মা) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা) শ্রেয়ঃ (পরম পুরুষার্থরূপ আত্মাকে) অনুবিন্দতে (বুঝিতে পারে) ॥২০

পুরুষস্য চ বাঃ বৌদ্ধাঃ সাঙ্খ্যাঃ শৈবাশ্চ বিশেষতঃ।
আবিদ্বাংসঃ প্রপদ্যন্তি সর্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণান্ ॥২১

এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদো বহুপাদ্ভুবাপদঃ।
ভবন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাঃ যে সৌরভ্যো প্রিয়া ॥২২

পুরুষস্য (পুরুষ জাতির) সাঙ্খ্যাঃ শৈবাশ্চ (সাঙ্খ্য ও শৈবসম্প্রদায় বিশেষ) বৌদ্ধাঃ (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) সর্বজ্ঞত্বাদয়ঃ (সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি) গুণান্ (গুণ সমূহকে) প্রপদ্যন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥২১

এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদঃ (একপদ বিশিষ্ট দ্বিপদ ত্রিপদ চতুষ্পদ) বহুপাদঃ (বহু পদযুক্ত) ভূবঃ (পৃথিবীর) অপদঃ (পদবিহীন বৃক্ষাদি) পুরঃ (পূর্বে) সৃষ্টাঃ (সৃষ্টি করিয়াছেন), (সেজন্য) তাসাং (তাহাদের মধ্যে) যে (যাহারা) সৌরভ্যঃ (সুরভি) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥২২

সেই বিরাটরূপ, যেসকলের দ্বারা অন্তরিক্ষের, অন্যলোকের, দ্যুলোকের ও সমস্ত জগতের সমস্ত প্রাণীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর ব্যাপ্তি লাভ করেছেন বৈরাজ-বিরাজ জীবসমূহের জীবেরও জীবরূপ হিরণ্যগর্ভ আমাদের আত্মার আত্মা প্রভৃতি ঋষি ॥১৮

ঈশ্বরঃ বলিলেন,—হে ঈশ্বর! ঈশ্বরলাভে পুরুষের লোকতত্ত্বজ্ঞের বিচারকুশল মানবমাত্রেরই বীয় বুদ্ধিবলেই আত্মাকে বিষয় বাসনা হইতে মুক্তিলাভ (প্রায়) ঈশ্বরতুল্য ঈশ্বর হয়েন ॥১৯

সকলের জীবসমূহের বিশেষতঃ মানবের আত্মাই গুরু, তাহার কারণ আত্মা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা পরমপুরুষার্থরূপ আত্মতত্ত্বকে অবগত করাইয়া থাকেন। মানব যেসব কথা কি, পশ্বাদি শরীরের হিতাহিত জ্ঞানে আত্মাই গুরু[১] ॥২০

(১) আত্মা মানবের যেসকল অবস্থায় গুরু।

"আত্মা যেব আত্মা" শ্রুতিপ্রসিদ্ধি।

এবং আত্মাই আত্মা গুরু হয়েন।

"অথ যদিবমস্মিন্ পুরুষে দ্বয়ং পদমবিদ্বান্ যেব"—ছান্দোগ্য ৮।১।১ ।

"পুরুষের দক্ষিণ এই শরীরের মধ্যে যে এক ব্রহ্মপুরুষ আছেন আত্মা, তাহাকে যে অজ্ঞানীসকলে যে আছেন। সেই ব্রহ্মপুরুষ যে অজ্ঞানীসকলে বিদ্যমান থাকিয়া কার্য করিতেছেন, তাহাতেই বিশেষরূপে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে।"

এই ও আত্মা ব্রহ্মেতি হ—ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৩

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী সকলকে ব্রহ্মবিদ্যা আমার এই আত্মাই ব্রহ্ম বা পরম তত্ত্বের সহিত তুলনাকরতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম যেরূপ আমার এই আত্মা হইতে বিলক্ষণ, অন্যরূপ ব্রহ্মের হইতে ভিন্ন, তাহাকে হইতে অতিশয় বিলক্ষণ—এই সমস্ত ভেদ ব্রহ্মের অন্যত্র বিদ্যমান।" তিনি সর্বজ্ঞতা সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তি, তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া বিরাজমান, তিনি ঈশ্বরতুল্য আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ অধিক আমার আত্মা, ইনি ব্রহ্ম।

আত্মা যেরূপ জ্ঞানেই থাকেন।

ঋ, চক্ষুরূপে তিনি অবস্থান করেন।

ঘ আত্মেত্যেবোপাসীত—ছান্দোগ্য ৭।১।১

"এজন্য ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, আত্মা বিষ্ণু, শিব, বিদ্যুৎ, শিবাস, সুবর্ণের, শিবাসাগর, সত্যভাব ও সত্যস্বরূপ—তাঁহারই অবস্থান করা উচিত, তাঁহারই

অত্র যাঃ দৃশয়ন্ত্যা দৃষ্টা হেতুনিরীক্ষয়া।
দৃষ্টয়োর্ত্তৈর্নিমিত্তৈস্তে প্রাক্তমুপধারয়েৎ ॥২৩
আত্মাপ্যুপায়বন্ত্রীমির্বিচিনোতি পুনাতি চ।
অবস্তুতশ্চ সংবাদ ঋতেরধিকতেজসঃ ॥২৪
অবস্তুঃ শিষ্য ইত্যুক্তস্ত্রয়ন্তুরবস্তুবাচকঃ।
যদ্বিদ্যো বিদ্যতে ভাবো নাবিদ্যো বিদ্যতে সতঃ ॥২৫

যত্র (লৌকিকী অবস্থায়) দৃষ্টাঃ (অনুভবকর্তৃত্বেন) অহম্ (দৃশ্য ভাবা অহংত্ব) ধীয়াঃ (ধীর) যাঃ (যাহাকে) দৃশয়ন্তীঃ (দৃষ্টি প্রভৃতি হেতু দ্বারা) দৃষ্টা (ও) হৈঃ (হেই) নিমিত্তৈঃ (নিমিত্ত দ্বারা) এব (ই) অনুমানেন (অনুমানের দ্বারা) যঃ আত্মা (ঃ) দৃশয়তি (বিবিক্ত করেন) ॥২৩

অত্র (এই বিষয়ে) অবস্তুত (অবস্তু) চ (ও) অধিকাক্ষরঃ (পরম বিবেক) তন্ত্রঃ (তন্ত্র) সংবাদম্ (সংবাদ) ঋতেঃ (এই) পুরাবৃত্তম্ (পুরাবৃত্ত) ইতিহাসম্ (ইতিহাস) অপি ও ঋতেরর্থি (ঋতেরও বিদ্যা থাকেন) ॥২৪

অবস্তু (বস্তু) শব্দঃ (যা) অপি (যেমন) অহম্ (দৃশ্য) ধীয়ি (ধিষণা) (অহংত্ব) অবস্তুত্বাৎ (নিত্য) ত্রয়ন্তুঃ (ত্রিগুণাত্মক) অবস্তু (অবস্তু) ইতি (নিমিত্ত) নির্দ্দিষ্ট (নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) ॥২৫

বস্তু ঈক্ষত (যা দর্শিতের)।—ত্রয়ম্ (যে ত্রয়ম্) অবর্তৃ (অবস্তুসম্বন্ধীয় আত্মায়) ইতি (এই) বুদ্ধিলক্ষণা (বুদ্ধি বিদ্যুৎ) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) দৃষ্টা (দেখা হইলে) যাবা (ঈশ্বরা হইল), যা (যে) বুদ্ধিম্ (বুদ্ধিকে) আপাত (প্রাপ্ত হইয়া) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) অপি (হইলেও) অবান্ (আপনি) মুহ্যতে (মোহপ্রাপ্ত হয়) মোহম্ (ঈশ্বরাকে) ঈদৃশি (বিদ্যা অভিজ্ঞাহন) ॥২৬

পূর্ব্বকল্পে জ্ঞান ও তৎসহচারিণী বিশুদ্ধবুদ্ধি, বৈরাগ্য, ধৈর্য্যপ্রিয়তাপ্রভৃতি পুরুষের জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি শক্তিসমূহ পূর্ণ আত্মা আমাকে উত্তমরূপে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় ॥২১

একদল বিদ্যা ত্রিগুণ চতুষ্পদ এবং বহুপদ অনন্ত প্রভৃতি অনেক জীবসমূহের শরীরসকল সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে একমাত্র মানুষ-দেহই আমার প্রিয় ॥২২

এই মানবদেহের মূল অবলম্বন পুরুষের বিশুদ্ধ

বিশ্বরূপ বলেন যে আমার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিবে। যিনি (শাস্ত্র আচার্য্যের নিকট হইতে) এই আত্মার পরিচয় পাইয়া তদনুযায়ী ঈশ্বরের বিশ্বরূপের সাধন করেন, তিনি সমস্ত ক্লেশ ও সমস্ত বন্ধন নাশ করেন।" তাহাতে ইহা একদল এই কথার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে অবিদ্যাপুরুষের অবতার হইয়াছিলেন।

বহুরূপাঃ।
মৃত্যো মৃত্যুরিহ ভবতি কর্ত্তুঃ প্রতিক্রিয়া।
যামাসাদ্য ভবানেবং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥২৬

প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥২৭

বহুরূপাঃ।—হে (হে মৃত্যু) অবর্তৃ (অবস্তুসম্বন্ধীয় আত্মায়) ইহ (এই) প্রতিক্রিয়া (অবিদ্যা) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) মৃত্যুঃ (মৃত্যুর মৃত্যু) ভবতি (হইল), যা (যে) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) অপি (হইয়াও) এবম্ (আপনি) ত্রয়ম্ (অবস্তুর মত) চরতি (ব্যবহার করে) ॥২৬

প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু (ধর্ম্ম অর্থ কাম) বিবিৎসায়াঞ্চ (জ্ঞানে) মানবাঃ (মানুষ) আয়ুষঃ (আয়ুঃ) যশসঃ (যশ) শ্রিয়ঃ (ঐশ্বর্য্য) হেতুনা (কারণ) এব (ই) সমীহন্তে (চেষ্টা করে) ॥২৭

দ্বারা অর্থাৎ জড় বুদ্ধাদির প্রকাশ অপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ হয় না ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা ও অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর প্রথমতঃ আমাকে নির্ণয় করেন। (ঈশ্বর আছেন তাহার প্রমাণ আছে—অবস্তু—ঈশ্বর না থাকিলে জগৎ থাকিত না এই যুক্তিরও, ইহা দ্বারা প্রথমতঃ ভগবানের নির্ণয় করিয়া থাকেন) ॥২৩

অবস্তু-যুক্তিসংযোগের দ্বারা অনন্তাবস্থ বিবাদ করত আমার দ্বারা আমার সম্যক্ ঈশ্বরবিষয়ে অবস্তুত ও পরম বিবেকী বহুর সংবাদ এই পুরাতন ইতিহাসও বিদ্বান্‌গণ ঈশ্বরাদি বিদ্যা থাকেন ॥২৪

হে ঈশ্বর! পরম ধার্ম্মিক যদু ভগবান্, বিবেকী, নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণশীল, অজ্ঞানাদি সংস্কারসহিত শরীর, কোন অবস্তু আত্মাকে অবলোকন করত সাহসে জিজ্ঞাসা করিয়া-

যস্ত কৃতঃ কর্হিচিৎ মুহ্যতো বিভ্রাময়ঃ ৩।
ন তর্কো নেতরে কিমিদমুরুমায়োপধারয়ৎ ॥২৮

জনেষু দহ্যমানেষু কাম-লোভ-দবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽদ্যা মুক্তো গজান্নস্ত ইব দিগ্ধ্যঃ ॥২৯

যে বিদুঃ। অয়ম্ (সংসারঃ) মায়য়া (মায়য়া সকাশাৎ) আত্মনঃ (আত্মা) স্বপ্না (স্বপ্নঃ) ইব (ন) বিদুঃ (জানন্তি) তে (ত্বাং) বিদুঃ (জানন্তি) কথা (ত) বিদিতাত্মনাম্ (যে যে সাধু বিদন্তি) ত্বং (আপনি) ন বেদিথ (জানাসি) ॥২৭

যু (বিদু) ত্বং (আপনি) কৃতঃ (কুতঃ) কর্হিঃ (কালী) ব্রমঃ (বিদুঃ) মুহ্যতঃ (মুহ্যন্) বিভ্রাময়ঃ (সংসারঃ) অপি (ইহাও) তর্কস্তব-নিপাতনঃ (তব উপরি নিপতনশীল যাহা) কিমিঃ (বিদুষী) ন ইতরে (ইতরে কারণ না), অথবা তত্ত্বাপি অবস্থা (এই মোহ তোমার অধীনও) কর্তা (কর্তা) ন (অস্তি) ॥২৮

কাম-লোভদবাগ্নিনা (কাম লোভ দাবাগ্নির দ্বারা) জনেষু (লোকসমূহে) দহ্যমানেষু অপি (দহ্যমান হইলেও) সমাত্মনঃ (সমাত্মা) যঃ বিদুঃ পুরুষাঃ ব্রহ্মবাদকথামৃতম্।
জরিমৃত্যুপরীতস্ত ভয়ার্তস্ত কুতোঽভয়ম্ ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ।
বহ্বীরহং যাতয়ামো ব্রহ্মবাদস্য সূতয়ে।
পৃষ্টঃ সঞ্জয়িতঃ প্রাহ প্রজায়াবয়বং বিদঃ ॥৩১

(আত্মনিশ্চয়বিদ্) বিদঃ (বিদুষঃ) ইব (ন্যায়) অস্মিন্ (এই) [ব্রহ্মাদি যাহা হইতে] মুক্তা (মুক্ত) সন্ (হইয়া) ন তপ্যসে (সন্তাপিত হইতেছেন না) ॥২৯

ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্)। পরবিদীক্ষয়া (বিষয় ভোগ ত্যাগের অভ্যাস) কেবলাত্মনঃ (বিশুদ্ধাত্মনঃ) অবয়ঃ (আপনার) আয়ুষি (মধ্যে) অবশেষতঃ (অবশিষ্টকালে) পুরুষস্য (বিশুদ্ধাত্মনঃ) যঃ (আত্মনিষ্ঠের) ক্ষতি (ক্ষয়) ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—ব্রহ্মবাদস্য (ব্রহ্মজ্ঞান) সূতয়ে (সুখবিধান) বহ্বীঃ (বহু কর্তৃক) এব (এইরূপ) সঞ্জয়িতঃ (সম্যক্ + জ্ঞা (ণ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত) সমাত্মনঃ (সমাত্মার) বিদঃ (অবধূত) প্রজায়াবয়বং (বিষয়ের) মৃত্যু (কালের) প্রাহ (বলিলেন) ॥৩১

হিতের[১] ॥২৭

যদু কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয়সমূহের প্রীতির জন্য আপনি কোন কর্মানুষ্ঠান করেন না, অতএব আপনার এই অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি কোথা হইতে সমুৎপন্না হইয়াছে—যে বুদ্ধি লাভ করত আপনি পণ্ডিত প্রজ্ঞাবান্ হইয়াও বালকের ন্যায় সংসারে বিচরণ করিতেছেন ॥২৮

হে ব্রহ্মন্! সংসারের সমুদয়ের আদি, মধ্য এবং ঐশ্বর্য্যের কারণরূপী বহু অর্থ কামাদিতে এবং তব তব সাধন ও আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥২৯

কিন্তু আপনি সমর্থ, বিদ্বান্, সকল কার্য্যে নিপুণ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মদর্শী, বিচক্ষণ, সর্বজ্ঞ হইয়াও জড় উন্মত্ত পিশাচের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; কিছুই অন্বিষ্যমাণ হয়েন না, এ জন্য কোন কর্মেরও কর্তা হয়েন ॥২৮

মুক্তসমূহ বহুপ্রকার কাম-লোভরূপ দাবাগ্নির

---

(১) এই শ্লোকের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি?
তোমার্থীয়মুক্তকর্তৃক কাম-লোভাদির উপশমন
অর্থাৎ, কামাদি, যাহা তোমার প্রকৃতিগত ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা।
ব্রহ্মজ্ঞের যে?
—অধিষ্ঠিত বিষ্ণু অবস্থায়।
ব্রহ্মজ্ঞের যাহা কৃত্য উপরতাবস্থায়।
বিষয় ভুক্ত যাহা পিশাচ আত্মারাম।
• "পাঠান্তর—"মুক্তসমস্তমুক্তবাদম্"।

"এই শ্লোকে অবধূত ব্রহ্মজ্ঞানী সমবয়সী সহচরীর আত্মবিষয়ক আলাপ-প্রসঙ্গে নিজাবস্থার পারমার্থিক-বিশেষত্বের অনুভূতি অবধূতাবস্থাবিশিষ্ট মুক্তসমূহের সর্ববিষয়-পরিত্যাগ ও।

এখানে ইহাই অবধূত ব্রহ্মজ্ঞের বিশেষ লক্ষণ, যেন যেন। এই অবিদ্যুক্ত এবধূতধারী ও তাহার তত্ত্ব অবধূতধারী উভয়ে দর্শন লক্ষ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সন্তি যে তবয়ো রাজন্ বহবো বৃদ্ধসম্মতাঃ।
ত্বয়া কৃচ্ছ্রোপপন্নেন পৃষ্টং তদ্ বিদ্ধি মা মৃষা ॥৩১
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকদ্গজঃ ॥৩২

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥৩৩

এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥৩৪

ব্রাহ্মণ উবাচ (ব্রাহ্মণ বলিলেন)।—রাজন্ (হে রাজন্)! বৃদ্ধসম্মতাঃ (বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত) যে (যাহারা) বহবঃ (বহু) গুরবঃ (গুরুগণ) সন্তি (আছেন), ময়া (আমার দ্বারা) কৃচ্ছ্রোপপন্নেন (ক্লেশের সহিত) পৃষ্টি (পৃষ্ট) [তাঁহাদের (সেই গুরুগণের)] (প্রশ্ন করায়) [আমি (সেই গুরুগণের নাম)] তৎ (এখন) বিদ্ধি (জানিতে পার)। মা মৃষা (ইহা মিথ্যা নহে)।৩১

পৃথিবী (পৃথ্বী), বায়ুঃ (বায়ু), আকাশম্ (আকাশ), আপঃ (জল), অগ্নিঃ (অগ্নি), চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র), রবিঃ (সূর্য), কপোতঃ (কপোত), অজগরঃ (অজগর), সিন্ধুঃ (সিন্ধু), পতঙ্গঃ (পতঙ্গ), মধুকৃৎ (মধুমক্ষিকা), গজঃ (হস্তী)।৩২

মধুহা (ভ্রমর), হরিণঃ (হরিণ), মীনঃ (মৎস্য), পিঙ্গলা (বেশ্যা), কুররঃ (কুরর), অর্ভকঃ (বালক), কুমারী (কুমারী), শরকৃৎ (শরনির্মাতা), সর্পঃ (সর্প), ঊর্ণনাভিঃ (ঊর্ণনাভি), সুপেশকৃৎ (কীটপোকা)।৩৩

রাজন্ (হে রাজন্)! এতে (এই) চতুর্বিংশতি (চতুর্বিংশতি) গুরবঃ (গুরু) যে (যাহাদিগকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রিত হইয়াছে), ইহ (এই জগতে) এষাম্ (ইহাদের) বৃত্তিভিঃ (বৃত্তির দ্বারা) আত্মনঃ (নিজের অর্থাৎ নিজের) শিক্ষাঃ (শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ) অন্বশিক্ষম্ (শিক্ষা করিয়াছি)।৩৪

যাহা বলীভূত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অবশ্যম্ভাবী ইন্দ্রীয় সকল আপনি তাহাদিগ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুরূপ লাভ করিয়াছেন বা।২৯

হে ব্রহ্মন্! বিবেকহীন মূঢ়-বিষয়ীদিগের, বিষয়-চিন্তায় আপনার হৃদয়ে আনন্দের কারণ কি? আমরা জিজ্ঞাসু, আমাদের নিকট আপনার নিজের আনন্দে স্থিতির হেতু কি তাহা বলুন।৩০

পরম ব্রাহ্মণভক্ত যদুকুলাচার্য যদুকর্তৃক এবম্বিধ সুপৃষ্টিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবদুপাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বিনয়াবনত রাজাকে বলিলেন।৩১

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নরনাথ! বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত আমার অনেক গুরু আছেন—যে গুরুসমূহের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আমি আত্মাধিকারি অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখে বিচরণ করিতেছি; সেই গুরুগণের বিবরণ শ্রবণ করুন।৩২

প্রথম পৃথিবী, দ্বিতীয় বায়ু, তৃতীয় আকাশ, চতুর্থ জল, পঞ্চম অগ্নি, ষষ্ঠ চন্দ্রমা, সপ্তম প্রভাকর, অষ্টম পারাবত, নবম অজগর, দশম সিন্ধু, একাদশ পতঙ্গ, দ্বাদশ মধুমক্ষিকা, ত্রয়োদশ হস্তী।৩৩

চতুর্দশ ভ্রমর, পঞ্চদশ হরিণ, ষোড়শ মীন, সপ্তদশ পিঙ্গলা, অষ্টাদশ কুরর, ঊনবিংশ বালক, বিংশ কুমারী, একবিংশ বাণনির্মাতা, দ্বাবিংশ সর্প, ত্রয়োবিংশ ঊর্ণনাভ (মাকড়সা), চতুর্বিংশ সুপেশকৃৎ (কীটপোকা)।৩৪

শ্রীধর স্বামীপাদ :—

কপোত-গৌ-রবি-কুমারী-শর-পেশস্কৃতঃ।
পঞ্চমে ভূতকৃন্মাত্রে হেয়ত্বেন ত্যজন্ গতঃ।
মধুকৃন্মধুহা ও সিন্ধুশ্চ ত্রয়োদশ।
উপাদেয়ত্বমিচ্ছন্তো যেনা পূর্ণমনোরথাঃ।
ত্রয়োবিংশতিসংখ্যাকা ত্যক্তা আত্ম পুনঃ পুনঃ।

কপোত, গৌ, রবি, কুমারী, শর, সর্প, পতঙ্গ, মধুকৃৎ, এই সাত গুরু সাধারণ। মধুকৃৎ, মধুহা ও সিন্ধু এই তিনের অসাধারণ; আর অবশিষ্ট তিনি একটি একটি অসাধারণ বিশেষ গুরু।

অতো ধন্যমুপিতাসি যশো যা লাভমাত্মনঃ।
তৎ তথা পুরুষব্যাঘ্র নিয়োধ কথয়ামি তে ॥৩১

দৃষ্টৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো নৈবব্যথামুহেৎ।
তত্ত্ব বিদ্বান্ স ত্রৈলোক্যগতিজ্ঞঃ কিংতর্হ্যুক্ত ॥৩২

পশ্যৎ পদার্থসর্বেষঃ পদার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
নাদ্যা নিষ্ঠেত দুঃখতো নবমিত্যঃ পদমুত্তমম্ ॥৩৩

প্রাপদ্যাত্যেব সন্তোষমুনির্নৈর্বেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জানং যথা ন নশ্যেত ন বাক্কীর্ত্যোশ্চ যাতুয়া ॥৩৪

পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ)! আত্মনঃ (হে আত্মবন্ধন)! যশঃ (যে জন হইতে) যা (যাহা) অধুনিতাসি (শিক্ষা করিয়াছি), তৎ (তাহা) তথাপি (নিশ্চিতরূপে) তে (আপনি) নিবোধ (জানুন) ॥৩১

ত্রৈলোক্যগতিজ্ঞঃ (ত্রৈলোক্যবেত্তা) দৃষ্টৈঃ (প্রাণিগণ কর্তৃক) আক্রম্যমাণঃ অপি (পীড়িত হইয়া) অপি (ও) ধীরঃ (শান্ত ভাব) তৎ (যাহা) (ত্রৈলোক্যগতিজ্ঞত্ব) বিদ্বান্ (জানিয়া) তাবৎ (এতদিন হইল) ন মুহ্যেৎ (বিমোহিত হন নাই) ইতি (এই) কিংতর্হি (পুনরিতি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অহম্ (আমি) অধুনিষ্ঠম্ (শিক্ষা করিয়াছি) ॥৩২

নাদ্যা (তদ্ব) দুঃখতঃ (দুঃখ হইতে) পশ্যৎ (দর্শক) পদার্থসর্বেষঃ (পদার্থসমূহের) পদার্থৈকান্তসম্ভবঃ (পদার্থসমূহের ঔৎপত্তিকাল নিমিত্ত ও পদার্থসমূহ) নবমিত্যঃ (মূঢ়তা শিক্ষা) ন্ (হইতে) পদমুত্তমম্ (পরমপদ ও পরমাত্মা) নিষ্ঠেত (শিক্ষা করিবে) ॥৩৩

মুনিঃ (যোগী) প্রাপদ্যাত্যেব এব (প্রাপ্তব্যরূপ ঈশ্বরাধীন মুক্তির দ্বারাই) সন্তোষম্ (সন্তুষ্ট হইবেন)। ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর শব্দাদি বিষয়ের দ্বারা) ন (ইন্দ্রিয়সন্তুষ্টি শিক্ষা করিবেন না) যথা (যেন) জ্ঞানং (জ্ঞান) ন নশ্যেত (নষ্ট না হয়) ন (ও) বাক্কীর্ত্যোঃ (বাক্য ও যশঃ) যাতুয়া (বিনষ্ট না হয়) ॥৩৪

যে ব্রাহ্মণ্! আমি এই চতুর্বিংশতি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, এই জন্য ইহাদের আচরণের দ্বারা আমি আমার নিজস্ব বিষয়সকল পরিপাটিরূপে শিক্ষা করিয়াছি।৩১

হে পুরুষশার্দূল মহাত্মি-তনয়! আমি যে গুরু হইতে যেরূপ ভাবের দ্বারা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা বলিব—শ্রবণ করুন।৩২

যদিও প্রাণিসমূহ প্রাণিগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়াও ধৈর্যবান্ মহর্ষি-চিত্তজন সেই পীড়াদি ধৈর্যগুণে উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া এতদিন হইতে বিচলিত হন নাই। এই জন্যই আমি বিশেষ নিষ্ঠা শিক্ষা করিয়াছি।৩৩

সাধু ব্যক্তির সর্বদা পরম ঈশ্বরের একান্ত নির্ভর করা কর্তব্য, পরম একই জন্ম ও জীবনধারণ, ইহা পর্বতের নিকট হইতে শিখিবে এবং বৃক্ষ হইতে পরোপকার ও পরাধীনতা শিক্ষা করিবে।৩৪

মুনি প্রাপ্তব্যরূপ ঈশ্বরাধীন মুক্তির দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর শব্দাদি বিষয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়সন্তুষ্টি করিবেন না। পক্ষান্তরে আহার অভাবে জ্ঞান নষ্ট না হয়, বাক্য যশ বিলুপ্ত না হয়—এমন মাত্র দেহরক্ষার উপযোগী বিষয় গ্রহণ করিবেন। ইহা প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষণীয়। প্রাণবায়ু মাত্র দেহরক্ষার উপযোগী বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে ॥৩৪

ব্রহ্ম—আপনি পৃথিবীর নিকট কি শিক্ষা করিয়াছেন?

ব্রহ্মচারী—পৃথিবী আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। বুদ্ধিমতী ব্যক্তি সকলকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, মানুষ ঈশ্বরের উপর ভর করিয়া থাকিবে। জন্তুর আঘাত, ক্ষমা, বিনয়, দয়া আদি সব একরূপ আচরণের প্রতিবিধান করিয়া থাকে, তিনি অন্যের দোষ না দেখিয়া সকলকে ক্ষমা করেন। ইহাদের নিকট হইতে অনেক শিখিয়াছি।

বিহরেদ্বিদ্বান্ যোগী মানাবমেষু সর্বদা।
তত্ত্ব-প্রাবরণোপেতান্ ন বিদ্বাংস্তত্র বাধতে ॥৪০
পার্থিবৈর্বৈষ্ণবে স্থানে প্রবিষ্টৈস্তত্ত্বতাত্মভিঃ।
ঔর্ণং মৃদুত্বে যোগী গতৈর্বাধতে বিবাসনম্ ॥৪১
অন্তর্হিতঞ্চ বিষয়মেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।

যাত্যাত্মযজ্ঞেরকলাধ্বনো
মূর্তির্বিভক্তা ভাবয়েৎ ॥৪২
ক্ষেত্রোহবয়বৈর্গোর্ধ্বমৈর্বোত্তৈর্বাঙ্মনোবিভৈঃ।
ন স্পৃশ্যতে বস্তুতন্ত্বং কালসংজ্ঞৈর্ভিদৈঃ পুমান্ ॥৪৩
যস্ত্বা প্রকৃতিঃ ক্ষিপ্তো জন্তুর্যস্তীর্ণমূর্ণবাম্।
মুনিঃ সুনাভবাসঃ মিত্রমীক্ষোপস্পর্শ-কৌটিমৈঃ ॥৪৪

যাদৃক্ (যাদৃশ প্রকার) তত্ত্বসংঘ-সংঘাতঃ (তত্ত্বসমূহাদি মিলনপূর্বিকা) সন্ (হইয়া) যোনৌ (যোনী) নানা অন্তঃ (বিভিন্নপ্রকার) আবিশন্ (ভোগ করিয়াও) ন বিদ্যতে (আসক্তি করিবেন না)।৩৯

তথা (তদ্রূপ) বায়ুঃ (বায়ু) পৃথিঃ (পথের ধারা) ন মুঞ্চতে (মুক্ত হয় না) এবম্ (এইরূপ) আত্মযুক্ (আত্মবান্) পার্থিবম্ (পার্থিব) দেহং (দেহ) প্রবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট) তত্ত্বতাত্মভিঃ (দেহের তত্ত্বাভিমানে প্রতীয়মান হইলেও) ঔর্ণঃ (তন্তুসমূহের দ্বারা) ন মুচ্যতে (মুক্তি হয় না)।৪০

অন্তর্হিতঞ্চ (দেহাবয়বে হইলেও) মুনিঃ (মুনি) বিষয়ম্ (সর্বত্র) আত্মনঃ (আত্মার) ব্রহ্মাত্মভাবেন (ব্রহ্মরূপ তাদাত্ম্যভাবের) দ্বারা তন্তুভিঃ (তন্তুর তন্তুর) সমন্বয়েন (সমন্বয়

বিশেষ) দ্বারাও (সর্বত্র বিস্তার দ্বারা) বিভক্তম্ (আত্মাসমূহের) অবয়বৈঃ (অবিভাগ) চ (ও) অন্তঃ (অন্তিম) ভাবয়েৎ (ভাবনা করিবে)।৪১

যাদৃক্ (যাদৃশ প্রকার) ঔর্ণোঃ (মেরিয়) যোনৌঃ (যোনির দ্বারা) যথা (যেরূপ) অন্তঃ (আকাশ) ন স্পৃশ্যতে (স্পর্শ হয় না), কালসংজ্ঞৈঃ (কাল নাম) ভেদৈঃ (তন্তুসমূহের ধারা) যোগবাধকরৈঃ (যোগ হয় পৃথিবীতে যেন ইন্দ্রিয় অভিভূত থাকে) পুমান্ (জীব) ন স্পৃশ্যতে (লিপ্ত হয় না)।৪২

যস্ত্বা (বিনাশকে) প্রকৃতিঃ (স্বভাবতঃ) ক্ষিপ্তঃ (জীব-সমূহে অনুপ্রবেশ) যাদৃক্ (যেরূপ-যেমন) ঔর্ণবাম্ (ঔর্ণনাভ নিজের মুখ হইতে তন্তু বাহির করিয়া জালবিস্তার করে) তন্তুম্ (তন্তুসমূহ) মুনিঃ (মুনি তদ্রূপ)।৪৩

যাদৃক্ (যাদৃশ প্রকার) তত্ত্বসংঘ-সংঘাতঃ (তত্ত্বসমূহাদি মিলনপূর্বিকা) সন্ (হইয়া) যোনৌ (যোনী) নানা অন্তঃ (বিভিন্নপ্রকার) আবিশন্ (ভোগ করিয়াও) ন বিদ্যতে (আসক্তি করিবেন না)।৩৯

যাদৃক্ (যাদৃশ প্রকার) বায়ুঃ (বায়ু) পৃথিঃ (পথের ধারা) ন মুঞ্চতে (মুক্ত হয় না) এবম্ (এইরূপ) আত্মযুক্ (আত্মবান্) পার্থিবম্ (পার্থিব) দেহং (দেহ) প্রবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট) তত্ত্বতাত্মভিঃ (দেহের তত্ত্বাভিমানে প্রতীয়মান হইলেও) ঔর্ণঃ (তন্তুসমূহের দ্বারা) ন মুচ্যতে (মুক্তি হয় না)।৪০

অন্তর্হিতঞ্চ (দেহাবয়বে হইলেও) মুনিঃ (মুনি) বিষয়ম্ (সর্বত্র) আত্মনঃ (আত্মার) ব্রহ্মাত্মভাবেন (ব্রহ্মরূপ তাদাত্ম্যভাবের) দ্বারা তন্তুভিঃ (তন্তুর তন্তুর) সমন্বয়েন (সমন্বয়

বাদ্যবাদ্ হইতে বিভার বিষয় বলিতেছেন—বায়ু যেমন সর্বত্র প্রবেশ করিয়াও আকাশের সহিত সংসক্ত হয় না, এবম্বিধ মুমুক্ষুসাধি চিন্তাযুক্ত চিত্ত হইয়া যোগী দেহ-উপাদের নানাবিধ ভাব রসাদি কর্তৃক বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াও তাহাতে আসক্তাত্মা হন না।৩৯

বায়ু যেমন পৃথিবী আদি পঞ্চের আকারভেদে প্রতীয়মান হইলেও গন্ধাদি পঞ্চের দ্বারা যুক্ত হয় না, এইরূপ দেহাদি ভিন্ন আত্মবান্ যোগী পার্থিব এই দেহসমূহে প্রবিষ্ট আত্মার স্বরূপ আত্মস্থ হইয়া দেহ-সম্বন্ধক-তন্তুসম-তন্তুসম প্রভৃতি দেহধর্মবাদের দ্বারা প্রতীয়মান হইলেও তন্তুসমূহের দ্বারা যুক্ত হন না অর্থাৎ "আমি মনুষ্য" এইরূপ অভিমান করেন না।৪০

দেহাবয়বে হইলেও মুনি সর্বত্র আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা দ্বারা বাহ্য জগতে অবিরোধে সর্বত্র বিভিন্ন দ্বারা আত্মাদের সমানত্ব অনুভব করিয়া সর্বত্র সর্বদাসত্ব ও অনন্তত্ব চিন্তা করিবেন।৪২

যাদৃক্ ঔর্ণবাভ প্রেরিত তন্তুসমূহের দ্বারা আকাশ স্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ কালসংজ্ঞ ভব, ভার্য, ভোজ্য, জন্ম ও পৃথিবীময় ভেদোদ্রিকের দ্বারা জীবও লিপ্ত হন না।৪৩

যে মুনি। বিভক্তচিত্ত, স্বভাবতঃ স্থির—জগতে অনুরাগ বিশিষ্ট, মধুর আলাপী, পরম-শান্তস্বভাব-সম্পন্ন মুনি—স্পর্শ কীর্তনের দ্বারা জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন।৪৪

যেষাং তপসা পাপং ক্ষুর্ণং তীব্রতরাত্মনঃ।
সর্বজ্ঞত্বেঽপি মুক্তাত্মা বাসতে মলবর্জিতঃ ॥৪৭
কর্মিণাং ন তথা ক্বচিৎ স্পষ্টং উপাত্তঃ যেষ ইষ্যতাম্।
ক্ষুব্ধে সর্বত্র ধাতূনাং ক্ষয়ং প্রাপ্তবতাং তথা ॥৪৮

যেষাং (যাহার জন্য) তপসা (তপস্যার দ্বারা) পাপং (অজ্ঞান) তীব্র (অত্যন্ত) তরাত্মনঃ (তরাত্মনঃ) ক্ষুর্ণং (আবরণ) ক্ষুর্ণং (ক্ষুর্ণ) ঈশ্বরত্বেঽপি (ঈশ্বর ভাব) মুক্তাত্মা (মুক্তাত্মা) বাসতে (বাস করে) মলবর্জিতঃ (মল বর্জিত)।৪৭

কর্মিণাং (কর্মিগণের) ন (নাই) তথা (সেরূপ) ক্বচিৎ (কোথাও) স্পষ্টং (স্পষ্ট) যদি (যদি) যেষ (যেষ) ইষ্যতাম্ (ইচ্ছা করিলে) উপাত্তঃ (উপাত্ত) ক্ষুব্ধে (ক্ষুব্ধ) সর্বত্র (সর্বত্র) ধাতূনাং (ধাতুগণের) ক্ষয়ং (ক্ষয়) প্রাপ্তবতাং (প্রাপ্তবতাং) তথা (সেরূপ) ॥৪৮

অগ্নি যেমন বহু ইন্ধনেও তৃপ্তিলাভ করে না, তদ্রূপ তপস্যার দ্বারা প্রজ্বলিত মলরাশি-ধ্যান-পরায়ণ অজ্ঞানাবৃত পরিশুদ্ধ-পরিমুক্ত মুনি আত্মা স্বয় সর্বজ্ঞত্ব হইয়াও অগ্নি যেমন মল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি পাপী হন না।৪৭

কোন স্থানে কাষ্ঠখণ্ডিত আছে, কোন স্থানে কাষ্ঠাদিতে প্রজ্বলিত অনল আত্মকল্যাণকাঙ্ক্ষিগণের উপাস্য হইয়া থাকিলেও ক্ষুব্ধ অগ্নিতত্ত্ব পাপ কলীভূত করিয়া সর্বত্র আহুতি গ্রহণ করেন, তদ্রূপ মুনিও করিয়া থাকেন।৪৮

যথাবস্থা স্থিতৈশ্চিত্তে লক্ষণলক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ইহতে তত্তৎ স্বরূপোঽগ্নিরিবেন্ধসি ॥৪৯
বিসর্গাত্মা স্বভাবাত্মা ভাবা দেহস্য আত্মনঃ।
কলাবানিব চন্দ্রস্য ভাবেনাবাক্তবর্ত্মনা ॥৫০

যথা (যেমন) স্থিতি (অবস্থা) প্রবিষ্ট (প্রবিষ্ট) বিভুঃ (বিভু) তত্তৎ (সেই সেই) স্বরূপং (স্বরূপ) ইহতে (প্রকাশ হয়), তথা (এইরূপ) বিভুঃ (সর্বব্যাপক আত্মা) যথাবস্থা (প্রকৃতির ভাব) স্থিতৈঃ (স্থিত) লক্ষণলক্ষণং (বিশেষত্বাদিরূপ লক্ষণের) প্রবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া) তত্তৎ প্রকাশ হইয়া থাকেন ॥৪৯

যথা (যেমন) কলাবান্ (কলাবিশিষ্ট চন্দ্রমা আদি হয়), ন (নহে) [ন (নহে) হয়] ; তথা (তদ্রূপ) অব্যক্তবর্ত্মনা (অব্যক্তির দ্বারা) ভাবেন (ভাবের দ্বারা) দেহস্য (শরীরের) এব (ই) বিসর্গাত্মা (বিসর্গাদি) স্বভাবাত্মা (স্বভাব) ভাবাঃ (ভাবসকল) ভবন্তি (হয়), ন আত্মনঃ (আত্মার হয় না)।৫০

অনল যেরূপ বহু ইন্ধনাদি-বিশেষবশতঃ ইন্ধনের কাষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া কাষ্ঠের আকারে আকারিত হয়, এইরূপ সর্বত্র আত্মা স্বভাবতঃ আকারবিহীন হইলেও প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট জ্ঞেয়বিষয়ে আবিষ্টরূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ তৎ রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন ॥৪৯

যেমন কলানামুক্ত চন্দ্রমা আদি হয় কিন্তু চন্দ্রের হয় না, তদ্রূপ অব্যক্তবর্ত্মিসম্পন্ন অলক্ষিত-বেগ ভাবের দ্বারা শরীরেরই জন্মাদি বিকারসকল হইয়া থাকে, আত্মার নহে ॥৫০

"জ্ঞেয়ত্বের পরে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞেয়রূপে ইহা এক জ্ঞেয়রূপ সকল সৃষ্টি। তখন জ্ঞেয়রূপে সৃষ্টির প্রতিনিধিই প্রকাশ পাইয়া হয়। সৃষ্টি একরূপে অবস্থিত থাকিলে এই চক্ষুর্দিকে ব্রহ্মরূপের অবস্থিত নারায়ণাদি অগ্নি প্রভৃতি সকল ও জ্ঞেয়রূপে বাসিয়াই জ্ঞেয়রূপিক নাম অভিহিত হয়। এই জ্ঞেয়রূপিক জ্ঞেয়রূপি জ্ঞান সমান ব্রহ্মরূপ পরিচয় করিয়া থাকে। পৃথিবী আকারাদি ৮৪৩ ভাব আপন স্বরূপে পরিচয় করিয়া বিশেষ বিধান এই এই এক রূপিকে

পরিচয় করে। ব্রহ্মাণ্ডিকুল প্রভৃতি পৃথিবীর জন্মে বিশ্ব এক অভিনবীয় রূপি। এইরূপ জ্ঞান রূপি অভিজ্ঞান করিয়া জ্ঞান নাম পৃথিবী একরূপ পৃথিবীরূপের চক্ষুর্দিকে পরিচয়ের করে। এমনি আপনারূপ ৮৪৩ একরূপ যা বিশেষ বিধান পৃথিবীকে ভেদে করিয়া থাকে। যে সময় সূর্য ও পৃথিবীর অন্তরে আপনারূপ সময়ের ভেদে এক রূপিতে অবস্থান করে, তখন সূর্যাভিমুখ অবস্থিত আপনারূপের জ্ঞানই প্রতিবিম্বিত হয়; পৃথিবীর অভিমুখ অবস্থিত প্রতি-বিম্বিতরূপের বিপরীত ভাব আপনারূপবিশিষ্ট পৃথিবীর

কালের ভোজনের কৃপণতা: প্রজাপালনে।
বিস্তারণি ন মুক্তের আত্মনোদ্ধর্তৃ ধৈর্যাতিশয়ং ॥৪১
ঔদার্য্যানুপালনে দয়ালুতা: বিমুক্তি।
ন তেষু মুক্তয়ে দোষো দোষিণো ইব দোষণি ॥৪০

মুক্তয়ে যেন তেষ্বেব ব্যক্তিস্ব ইব তদ্দয়ঃ।
লক্ষয়ে মুক্তয়তিক্রিয়াস্থা চার্দ্রস্থিতোদর্কং ॥৪১
ব্যক্তিস্বেষ: প্রজ্ঞো যা কর্ত্তব্যা কাপি কেনচিৎ।
মুক্তয়ে বিশ্বের সন্ত্রাসঃ কলোপ ইব নীবৃতী ॥৪২

হি (যেহেতু) অস্মাকম্ (আমাদের) সমাজে (সমাজের ভাষায়) আত্মনঃ (আত্মসমূহ) মুক্তয়ঃ (মুক্তিসমূহ) প্রজাপালনে (উৎপত্তি নিমিত্ত) হি (নিশ্চয়ই) অপি (নিশ্চয়) হইলেও) আত্মঃ (আত্মার) অধিকম্ (আশা সমাধান) তথা (যেমন), তথা (তদ্রূপ) অধিকম্ (অধিকতর) তদ্রূপই অপি (হইলেও) ন মুক্তয়ে (মুক্তি হয় না) ॥৪১

দোষিণি (দুষ্ট) যথা (যেমন) দোষিণি (ব্যক্তিস্বরূপ ধারা) যত্ন (অন্তরস্থ) তথাকাম্ (প্রীত্যধিকরূপে) উপায়ের প্রতি ধাবমান) ॥ ৩ ॥ প্রাণায়ন (প্রাণায়াম) বিমুক্তি (বন্ধন অবস্থা) এবম্ (এইরূপ দোষী (দোষী) ভাবে: [ইন্দ্রিয়-চঞ্চলতার ধারা] তথা (তথাকি বিষয়ভোগ) উপলব্ধি (ভোগের অনুভব) স্বাভাবাম্ (স্বভাবের অর্থাৎ আমরা যাহাকে সহজ ভাবে) তেষু (বিষয়সমূহ) ন মুক্তয়ে (আসক্তি হয় না) ॥৪০

ব্যক্তিস্বা (তথাকি উপাধিরহিতাবিশিষ্ট) অর্থতঃ (স্বরূপের ধারা) যথা এবম্পি (সত্য এই হইলেও) মুক্তয়তিক্রিয়া (মুক্তয়তিক্রিয়া অনুভূতি) অনুভবে (অনুভবে) ইব (মত) যেমন (অনুভবে) লক্ষয়ে (দৃষ্ট হয়) তথা (তদ্রূপ যেমনি উপাধি রহিত) যেন (যাহাদের) এবোপি (এমনই আত্মা (আত্মা) মুক্তয়তিক্রিয়া (মুক্তয়তিক্রিয়া ধারা) তেষু (অনুভবে) এব ধারায় (একটি হইয়া থাকেন) ॥৪১

ব (যেহেতু) অপি (ও) কেনচিৎ (কাহারও সহিত) ব্যক্তিস্বা: (ব্যক্তিত্বের) যা: (কিংবা) প্রজ্ঞা: (সম্বন্ধ সমাধানাদি) ন কর্ত্তব্যা: (করা উচিত নয়) (অতিরিক্ত) মুক্তয়ে (মুক্তির) কলোপ ইব (তর্কের মত ধারা) সন্ত্রাস (সন্ত্রাস) বিশ্বের (জগৎ হয়) ॥৪২

যেমন অতিরিক্ত আত্মাসক্তদের উপলব্ধি ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হইলেও মুক্তিযোগের হয় না, তদ্রূপ জন-প্রজাপালনে যেসকলের কালের আত্মসমাধী মহাযোগের উপলব্ধি এবং বিশ্বাস প্রতিফলিত হইলেও দেখা যায় না ॥৪০

যেমন মুক্তন-তাত্ত্বিক ব্যক্তিসমূহের দ্বারা জনসকল প্রীত্যধিকরূপে গ্রহণ করেন এবং ধর্মাকরণে মুক্ত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যোগী ঐক্তিয়সমূহের দ্বারা তথাকথি বিষয়সমূহ স্বীকার করেন, অথবা আসক্ত হইতে যান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে মুক্ত হন না অর্থাৎ "লাভ করিয়াছিলাম যান করিয়াছি" এরূপ অভিনিবেশ করেন না ॥৪০

জলে প্রতিবিম্বিত একমাত্র সূর্য্য যেরূপ মুলবুদ্ধি মানবগণ স্বরূপে নিকট স্বরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন তদ্রূপ অস্তিত্বের একমাত্র আধারে মুলবুদ্ধি মানবগণ স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥৪১

অস্তিত্বের শ্রীতি উপলব্ধিরূপি আসক্তি কোন বিষয়ে তাহারও লক্ষিত করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা করিলে বিবেকহীন কলোপের মত সন্ত্রাস গ্রাস হইতে হয় ॥৪২

নিকট প্রতীত হয় না। সমস্ত অতিসক্তি আসক্ত ব্যক্তির আত্মসমূহ পৃথিবীর মৃত্তিকে পরিলক্ষিত ব্যক্তির নিয়া যেরূপ সমস্তগুলি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষয়-বাসনার অবসান করে অর্থাৎ সূর্য্য আত্মসমূহ ও পৃথিবী বিমুক্তের নিকটবর্ত্তীতর হয়, সেই সমস্ত মুক্তয়তিক্রিয়ার আত্মসমূহের আসক্তি তার পৃথিবীর নিকট পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমশঃ সূর্য্যসান্নিধ্যে হইতে আত্মসমূহ পৃথিবী যেরূপ দূরে হইতে থাকে, তদ্রূপ

তাহার মুক্তয়তিক্রিয়ার ধারা পরিলক্ষিত অন্তরে পৃথিবীর নিকট পরিলক্ষিত হয়। এই এক এক বিষয়ের প্রতিক্রিয়ার পরিলক্ষিত আত্মসমূহের আসক্তে এক এক করে ধারা অতিক্রিত করা হয়। এইরূপে সমস্ত বিষয় আত্মসমূহ পরিত্যাগ করিতে বিমুক্তিতে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর সম্পূর্ণ দূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও আত্মসমূহের অবস্থান

কপোতঃ কপোতায়াং কপোতাক্ষো বনস্পতৌ।
কপোতা আর্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ ॥৫০
কপোতৌ স্নেহগুণিত-হৃদয়ৌ দৃঢ়সঙ্গিনৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাদদানেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা বর্ধয়ন্তৌ ॥৫১
সন্তানস্যাপ্তি-স্নান-ধাত্রী-ক্রীড়াশ্চারিবিদ্।
বিদূরীভূয় বিজহৌ স্নেহমূর্ধ্বমবাপ্তিমৎ ॥৫২

ন্ত ন্ত আহুতি ন্ত বাহন্ সর্বদিক্ষ্বাকুলিতা।
তং তং সমাদরং আদাং চক্রেণাপাদিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৩
কপোতী প্রথমং গর্ভং দুঃখেন কালমাবহৎ।
অজায়ি দুঃখেন নীড়ং পপাতঃ সহিতৌ সতৌ ॥৫৪
স্নেহে কালে ব্যতীতস্তু ঋতিকায়ন্ত ন্তঃ।
শক্তিভিস্তৈ বিনাযান্তি: কোমলাঙ্গসুকুমারাঃ ॥৫৫

কপোত (স্নেহ-এর) কপোতঃ (কপোত) কপোতা (স্ত্রী) বনস্পতৌ (বৃক্ষে) কপোতাক্ষঃ (কপোতাক্ষ নামক) আর্যয়া (ভার্যা) কপোতায়াঃ (কপোতীর) সার্দ্ধ (সহিত) কতিচিৎ (কতিপয়) সমাঃ (বৎসর) উবাস (বাস করিয়াছিল) ॥৫০

স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ (স্নেহগুণযুক্ত হৃদয়বিশিষ্ট) দৃঢ়সঙ্গিনৌ (দৃঢ়সঙ্গী) কপোতৌ (কপোত কপোতী) দৃষ্টিং (দৃষ্টির ন্যায়) দৃষ্ট্যা (দৃষ্টি) আদদানেন (আদরে ভরা) অদ্য (অদ্য) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির ন্যায়) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) বর্ধয়ন্তৌ (বর্ধন করিতেছিল) ॥৫১

বিজহৌ (বিগত) তৌ (তাহারা) (সেই দম্পতী) বিদূরীভূয় (উদ্ভব এবার) সন্তানস্য (সন্তানের) স্নান-ধাত্রী-ক্রীড়াশ্চারিবিদ্ (স্নান-ধাত্রী-ক্রীড়া-বিচরণ-বিধি, অর্থাৎ স্নান, ক্রীড়া, ভোজনাদি) বেদ্যঃ (জানিত) ॥৫২

কপোতায়ন্ত (কপোতের ন্যায়) অন্তঃস্থিতা (গর্ভসঞ্চারিণী) অপি (সেই) কপোতী

(কপোতী) ন্ত ন্ত (তাহা তাহা) বাঞ্ছতি (ইচ্ছা করিত) তাদৃক্ (সে তাহা) অভিলষিতং (কাম্য) কপোতঃ (কপোত) সদ্যঃ এব (তৎক্ষণাৎ) তাং (সেই সেই) তাদৃক্ (তাহা) সমাদরং (সমাদর করিত) ॥৫৩

তাং (তাহা) [ন্ত] কপোতী প্রথমং (আসন্ন হইলে) প্রথম (প্রথম) গর্ভং (গর্ভ) দুঃখেন (দুঃখী (প্রসবকারিণী) কপোতী (কপোতী) কালং (দীর্ঘকাল) অবহৎ (বহন করিয়াছিল) তৌ (সেই) অজায়ি (অনুভব) দুঃখেন (প্রসব করিল) ॥৫৪

স্নেহে (সেই অনুরাগের) কালে (যথাকালে) ব্যতীতে (হইলে) ঋতিকায়ন্ত (ঋতিকায়ন্ত) শক্তিভিঃ (শক্তির দ্বারা) [তথা তথাবিধ ঔষধ ও পথ্যাদির দ্বারা] বিনা (অভাবে) যান্তি (গমন করিতে) কোমলাঙ্গসুকুমারাঃ (কোমল কোমল) পতত্রাঃ (পক্ষিসমূহ) ন্যজায়ন্ত (অনুভব করিল) ॥৫৫

কোন বনে এক কপোত তাহার কপোতীর সহিত বৃক্ষে কুলায় নির্মাণ পূর্বক বহুকাল যাবৎ বাস করিয়াছিল ॥৫০

স্নেহবিগলিতহৃদয় দৈবানুগ্রহবিজ্ঞ কপোত-কপোতী দৃষ্টির দ্বারা দৃষ্টি, অক্ষের দ্বারা অক্ষ, বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি বর্ধন করিয়া সুখে অবস্থান করিত ॥৫১

তিনজন সেই কপোত দম্পতী সকল সময়ে উভয়ে একত্র হইয়া বনমধ্যে ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, পরস্পর বার্তালাপ, ক্রীড়া ও ভোজনাদি করিত, কখনও পৃথক্ থাকিত না ॥৫২

হে রাজন্! সেই কপোতী যখন যখন গর্ভিণী

আলাপাদির দ্বারা কপোতকে প্রীত করিত, সে যে যে দ্রব্য চাহিত, অভিজ্ঞ কপোত তাহা আনিয়া তাহাকে সেই সেই দ্রব্য বহু প্রদান করিত ॥৫৩

প্রথম গর্ভবতী সতী কপোতী প্রসবকাল উপস্থিত হইলে পক্ষিণী নিবন্ধন কুলায় কষ্টেসৃষ্টে অতি প্রসব করিল ॥৫৪

সেই প্রসবজনিত অতিশয়ে ঐহিক অভ্যাসজনিত জ্ঞান-কর্ম-স্বভাবাদি শক্তিসমূহের দ্বারা তাহাদের অঙ্গসকল শিথিল হইল। কোমলাঙ্গ স্নেহবিগলিত দিনসকল যথাকালে ক্ষিণ হইতে লাগিল ॥৫৫

হইয়া সময়ে স্নেহের এই শক্তিসকল অবসান করে, তখন পুত্র প্রাক্তনিক আসঙ্গলিপ্সার ভাব পুনরায় পূর্ববৎ

প্রভাঃ পুনঃপুনঃ শ্রীতো দন্তাভ্যাং পুটবৎপুনঃ।
মৃদুভ্যাং কুঞ্চিতঃ তাভ্যাং নির্দ্ধৃতো কলকণ্ঠিকৈঃ ॥৪৯

তাভ্যাং পক্ষ্মাগ্রৈঃ তুল্যাভ্যাং কুঞ্চিতৈর্ভ্রূবিটৈঃ।
প্রত্যুদ্গতৈরবীনাং শিক্ষতো মৃদ্যপাঙ্গয়া ॥৫০

পুটবৎপুনঃ (পুটবদ্ধরূপ) যৌ (যেই) দন্তৌ (দন্তদ্বয়) প্রভাঃ (শাবকগণের) পুনঃপুনঃ (পোষণ করিতে লাগিল), তাভ্যাং (তাহাদের) কুঞ্চিতঃ (কুঞ্চন) পুনঃ (প্রথমে) শ্রীতো (প্রাপ্ত) কলকণ্ঠিকৈঃ (মধুর কণ্ঠধ্বনি সহিত) নির্দ্ধৃতো (আবর্ত্তিত হইত) ॥৪৯

তাভ্যাং (যাহাদের) তুল্যাভ্যাং (তুল্যবর্ণ) পক্ষ্মাগ্রৈঃ (অগ্রভাগ) কুঞ্চিতৈঃ (কুঞ্চিত) ভ্রূবিটৈঃ (ভ্রূ-রেখাযুক্ত) অবীনাং (পক্ষিগণের) প্রত্যুদ্গতৈঃ (নিকটবর্ত্তী) কুঞ্চিতৈঃ (মধুর কুঞ্চন) শিক্ষতো (শিক্ষাদাতা) মৃদু (আদর) অপাঙ্গয়া (দৃষ্টি দ্বারা) ॥৫০

সেই শাবকগণের কুঞ্চন ও মধুর ধ্বনি শ্রবণে উহাদের মুখামৃতদান করিত। শ্রীবিদ্যুল্লতা পুটবদ্ধরূপ সেই অপোরদন্তাগ্রে আনন্দিত চিত্তে শাবকগণকে পোষণ করিত ॥৪৯

পুলকিত শিক্ষকদের ভ্রূবিরোদ্গত মৃদুস্পর্শ পক্ষের দ্বারা তাহাদের শিক্ষণোচিত ক্রীড়া ও মধুর কূজনে শিক্ষাদাতা আনন্দলাভ করিত ॥৫০

তাহারা যার পক্ষম তাহার সহায়ে পুটবদ্ধ। আমার মনে এক এক দিনে তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে থাকে, এমন সময় যে অপোরদন্তাগ্র পুটবদ্ধ দৃষ্টির গোচরীভূত হইতে লাগিল, সেই অগ্রের এক একটি সেই কলকণ্ঠের অনুরূপ হইয়া পুনরায় যখন আনন্দকর শব্দ ও পুটবদ্ধের অবস্থায় পরস্পর যোগে এক হাসির অবতার হয়, তখনই অবতার হয়। অতএব আনন্দকর যে তাহারই অবস্থায় হউক না, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বোদয়ে তাহার যোগদান প্রতিবিম্বের সহিত না হইলে, পুনরায় পূর্ণাবস্থাতেও যোগ থাকে না; যেমন পূর্ণিমা সম্পর্কে তাহার মুখাবিম্বের দৃষ্টির তারতম্যে অবস্থার ও কলা বৃদ্ধি এবং পূর্ণত্বে যা অবস্থায় বর্দ্ধিতেও অবিসর্জনে পূর্ণত্ব থাকে, যেমন বর্দ্ধিত দ্বিতীয় বিম্বের হয়; সেইরূপ শ্রীতাহার কলকণ্ঠাদি বৃদ্ধিতেও যেমন যোগের অবশ্য হয়। তাহা পূর্ণাবস্থের ন্যায় সকল সময় ও সকল অবস্থাই বিদ্যমান থাকেন। যেমন তাহাতে অবয়বাদি অবয়ব বিম্বের তাহাদের পরিচয় তাহাদের হয় তাহা ॥৮

শাস্ত্রীআশ্রমের তাহাদের হইত।

(৩)—৭

প্র—আপনি পক্ষিদের বিষয়ে কি শিক্ষা করিয়াছেন?

উত্তর—পক্ষিরা পক্ষের উপরের জন্য পক্ষিদের বিষয়ে শিক্ষিয়াছি। পক্ষির পুচ্ছটী থাকে, এজন্য, ঘুরিবার জন্য পক্ষিদের উপরে থাকে। পালুকদের জন্য ঘুরিয়া থাকে, পরোপকার জন্য পক্ষীর পক্ষিদের থাকে যত কোন কথা নাই, পক্ষিদের যত যত করিয়া পক্ষের

শিক্ষা যাহাদের কুপাদি বিষয়ে তাহা, পক্ষিদের উপরি কোন পক্ষের উপকারের জন্য। আমিও আমার এই পক্ষিদের মত পক্ষের কোনরূপ উপকারই করিয়া থাকি।

প্র—আপনি কুক্কুর বিষয়ে কি শিক্ষা করিয়াছেন? (৩)

উত্তর—কুক্কুর পক্ষের উপকারের জন্য কোন কাজ করে, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত দ্বারা শত্রুর কোন করে, তাহা এজন্য তাহার দ্বারা শত্রুর উপকার হয়, কুক্কুর এজন্য কোন কাজ নাই যাহার দ্বারা পক্ষের উপকার না হয়। ঔষধিকালে কলমূলাদি যায়, তাহা হইলে গাইলেও কর্ত্তাদির দ্বারা দেয়া যায়। কোন পক্ষের জন্য তাহার লোক উপকার হয়—কুক্কুরেরকারও মুখ দ্বারা যায় যায়। কোনরূপ উপকার তাহাদিগের অন্যের সহিত দিয়া প্রোথিত করে, সে বিষয়ে করে না। মুখ দিয়া, এজন্য যদি কাহারও অনিষ্ট করে। যোগিদিগের কুক্কুর তাহা পক্ষিদের সঙ্গী ও তাঁহার দিয়া হইয়া কর্ত্তব্য। কুক্কুরের আহারের দ্বারা শিক্ষালাভ করিয়াছি।

প্র—আপনি গরু হইতে কি শিক্ষিয়াছেন? (৪)

উত্তর—গরু আমার এজন্যই শিক্ষা শিক্ষিয়াছি। গোমূত্র ও গোবর গরু হইতে গরু হয়। এজন্যের জন্য আহারের প্রয়োজন। ঔষধিরের মূত্রিকের আহার জন্য যোগিদিগের ঔষধি আছে "ঔষধলক্ষণযোগের" মূত্র যোগের ঔষধ যোগের, ঔষধের সব যোগের পক্ষির হয়। সে যোগের শক্তির জন্যই জন্য ঔষধি। যোগের আহার জন্য কর্ত্তব্য আছে, তাহাতে ঔষধ আহার হইতে পারে। আর যোগেরকার জন্য আহার জন্য কর্ত্তব্য। গাভীগণের বিষয়ে শিক্ষার জন্য করিয়া

যোগাধুষ্কজলাবভাসকলিলা বিদ্রুমাবলা।
বিদ্রোহিতৌ যৌবনিতৌ পিতুঃ পুংসবনঃ প্রজাঃ ॥৬২
একদা জলকৃত্যায়মার্ভকৌ তৌ কুটুম্বিনৌ।
পত্নিঃ কাময়মে ক্ষত্তির্যমৌ যেষুদ্ধিবম্ ॥৬৩

দৃষ্ট্বা তাদৃষ্টকঃ কশ্চিন্ নৃভ্রাতো অন্তেবয়া।
জগৃহে জালবাতত্রা চরন্তঃ বালরাশিকে ॥৬৪
কলোলন্ত কলোলৌ চ প্রকাশোদে সুতাংস্তকৌ।
গতৌ পোদনযাত্রায় যবীয়ুপতয়ন্তু: ॥৬৫

বিদ্রুমাবলা (বিদ্রুমলতার ন্যায়) বিদ্রোহিতৌ (বিদ্রোহিত) যৌবনিতৌ (যৌবনিত) (অতএব) অন্যোন্যং (পরস্পর) যোষাধুষ্কজলাবভাসকলিলা (যোষাধুষ্কজলে) বিদ্রুমাবলা (পিত) প্রজাঃ (গাবকসমূহ) পুংসবনঃ (পোষণ করিত) ॥৬১

একদা (একদিন) কুটুম্বিনৌ (সন্তানবিশিষ্ট) তৌ (উহারা) জলায় (জলাশয়ে) স্নানার্থং (স্নানোদ্দেশ্যে) গতৌ (গমন করিয়া) অবিদ্রৌ (ভয়) অবিদ্রৌ (ভয়) প্রবেশয়ন্তৌ (স্নান করাইতেছিল), তদা (সেই) অন্তরে (মধ্যে) অবিদ্রৌ (ভয়) প্রবেশয়ন্তৌ (স্নান করাইতেছিল), তদা (সেই সময়) কশ্চিৎ (কোন) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট) বালরাশিকে (বালকদিগকে) চরন্তঃ (বিচরণকারী) তান্ (তাহাদিগকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) জালেন (জাল) আত্মবা (বিস্তার করিয়া) তান্ (তাহাদিগকে) জগৃহে (ধরিল) ॥৬৪

কলোলন্ত (তাহাদের) কলোলৌ (কলোলী) প্রকাশোদে (প্রকাশোদাখ্যে) সুতাংস্তকৌ (পুত্র-ঈক্ষক) গতৌ (গইয়া) অন্যৌ (আমার পুত্রদের জন্য যমকে করিয়াছিল), তদা (অতএব) তৌ (উহারা) পোদনম্ (যমের) যাত্রায় (গৃহে) যমায় (যমের কৃপায়) ঈয়তুঃ (উপনীত হইল) ॥৬৫

ঐরূপভাবে অতিস্নেহের মায়ার দ্বারা মোহপ্রাপ্ত পরস্পর প্রেমানুবন্ধনে যমকন্যক ভাবনের পোষণের নিমিত্ত জলাশয়বাসী যমক পুত্রদ্বয়কে পোষণ করিত ॥৬১

তাহাদের ভোজনের জন্য জলাশয় আনয়নের নিমিত্ত পুত্রদ্বয়ের পিতামাতা একদিন আনন্দে স্নান করাইতে করাইতে বহুক্ষণ বিচরণপূর্বক জলে প্রবেশ করে ॥৬২

সেই সময় অকস্মাৎ এক যমদূত যাদৃচ্ছিক নীতির নিকটে ক্রীড়াশীল সেই জলাশয় নিকটবর্তীকে দেখিয়া জাল বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাদের গ্রহণ করিল ॥৬৩

অনন্তর পুত্রদ্বয়ের পোষণে নিয়ত উৎকণ্ঠিতচিত্ত, তাহা আনয়নের জন্য সত্য জলাশয় জলাধীশ লইয়া আপনাদের নীতির নিকট উপস্থিত হইল ॥৬৪

তাহাদের অন্যতম পার্ষদিগের হয়—শিক্ষা করিয়াছি। তখন অন্যান্য মুনির মুখে যত সর্বত্র প্রচলনের হইতেও তাহাদের অধিক মহিমা হয় যে। এইরূপ যেমিনির সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও তাহাদের অধিক নিশ্চিত হইলেও যে এক বাহু যায় যেমনি হইতে ভিন্ন থাকিলেও অর্থাৎ অন্যের হইতে থাকিলেও পূর্বকথার বর্ণন করিয়া যে—ইহা আমার অনুভব নিজা নিবারণ।

প্র—অন্যান্য আকাশের বিষয়ে কি নির্দিষ্টাকারে? (১)

উত্তর—সর্বপ্রকাশক ও নিত্যকাল আকাশকে আমাকে নিজা নিবারণ। আকাশ দেখিয়া আমি পরমাত্মার ধারণা করিতে নির্দিষ্টাকারে। আকাশ যেমন সকলের অন্তর বাহিরে

ইতিমধ্যে (এই অবসরে) নৃভ্রাতঃ (মনুষ্যদের) অন্তরা (মধ্যে) কশ্চিৎ (কোন) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট) বালরাশিকে (বালক নিকটে) চরন্তঃ (বিচরণকারী) তান্ (তাহাদিগকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) জালেন (জাল) আত্মবা (বিস্তার করিয়া) তান্ (তাহাদিগকে) জগৃহে (ধরিল) ॥৬৪

কলোলন্ত (তাহার) কলোলৌ (কলোলী) প্রকাশোদে (প্রকাশোদাখ্যে) সুতাংস্তকৌ (পুত্র-ঈক্ষক) গতৌ (গইয়া) অন্যৌ (আমার পুত্রদের জন্য যমকে করিয়াছিল), তদা (অতএব) তৌ (উহারা) পোদনম্ (যমের) যাত্রায় (গৃহে) যমায় (যমের কৃপায়) ঈয়তুঃ (উপনীত হইল) ॥৬৫

বর্তমান থাকিয়াও সমবিত, এইরূপ পরমাত্মার সমস্তের বাহ্য-অভ্যন্তরে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার তাহাই জন্য সমস্তের হইতেও তিনি অনন্ত। ঘটাকাশ মঠাকাশ জলাকাশ মেঘাকাশ এইরূপ আকাশসমূহ উপাধিযোগের জন্য ভাগ হইলেও আকাশ যেমন পরিচ্ছিন্ন হয় না, অন্তর সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকিয়াও তাহাদের নহিত ভিন্ন রহেন। অতএব শ্রুতিরা সত্যই বলিয়াছেন—এ বিষয় আমি আকাশের বিষয়ই পাইয়াছি। আরও আকাশ যেমন অনুপ্রবিষ্ট যেমন ভূমা আছি হয় না, তদ্রূপ যেমন, জল, অগ্নি ও পৃথিবীর ও ও তাদৃশ যেমনি হয়ে পরমাত্মা আছি হয় না—এ বিষয়ও আকাশ-তুল্য বিরাজমান।

তপোভী যাদবকুলম্ নীত্বা বালকম্ কালরূপিণম্।
তাবন্যযোধং ক্রোশন্তী ক্রোশন্তং দুঃখদুঃখিতা ॥৬৫
স্নুষাঞ্চ দেবকীপিত্রা রৌহিণেয়াশ্রয়ায়া।
যদুকুলস্য চ স্ত্রিয়ো যযুঃ পঞ্চত্বপঞ্জিতাঃ ॥৬৬

তপোভী (তপোভী) যাদবকুলম্ (যাদব) বালকম্ (যদুকুলধ্বংস) কালরূপিণম্ (কালরূপ) নীত্বা (নিয়ে) দুঃখদুঃখিতা (অত্যন্ত দুঃখিনী) ক্রোশন্তী (রুদন করিতে করিতে) ক্রোশন্তম্ (অত্যন্ত রুদনকারী) বাম্ (বাসুদেবের পিতা) অভ্যযোধং (আসিল) ॥৬৫

অথবায়া (বিষ্ণুমায়ার দ্বারা) মৌহিতা (মুগ্ধচিত্তা) অত্যন্ত (অধিক) স্নেহকাতরা (স্নেহপরবশা) সা (সেই তপোভী) স্নুষাম্ (বধূ দ্বিতীয়পুত্রের) পত্নীঞ্চ (পত্নীকে) অপশ্যন্তী (দেখিয়া) অপশ্যন্তিঃ (দেখিতে পাইল) তাঃ চ (আপনিও) পিতা (আপনার ঘরে) অবশেষে (মরে গেল) ॥৬৬

তপোভী যীয় বালক-পুত্রগণকে কালবিদ্ধ ও ভাতৃবধূকে মৃত্যুর নিমিত্ত রোদন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপনিও দুঃখের সহিত রুদন করিতে করিতে ভাইয়ের দিকে ধাবিত হইল ॥৬৫

ভগবানের মায়ার দ্বারা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহবতী দুঃখিতচিত্তা তপোভী হতজ্ঞানা হইয়া সেই বালকগণকে আলিঙ্গন করিয়াও আপনার স্থানে পতিত হইল ॥৬৬

প্রঃ—আপনি তপোভী বিষয়ে কি শিক্ষা দিলেন? (৯)

উঃ—তপোভী—দৌর্বল্য স্নেহের স্বভাবতঃ অন্ধ ও মহা-বিষ, মানুষকে মুগ্ধ করে, যাহা আশ্রিত হইয়া যে স্নেহ যখন আক্রমণ করিয়াছে তাহাকে তাহা নাশই করে, সেই কি, এত বড় বলিষ্ঠকে কুকার্যে টানিয়া দুঃখ দেয়। মহাজ্ঞানী মুনিজনকেও মোহ ও পরিহাসের ইহা বড় ভয়ানক দৌর্বল্যের কথা জানা গেল, জানিয়া যত তাড়াতাড়ি তত মহাপুরুষের আশ্রয় করিবে—ইহা আমরা তাহার নিকট শিখিলাম।

প্রঃ—আপনি অত্রির নিকট কি শিক্ষা করিলেন? (১)

উঃ—অত্রির—অত্রির আশ্রমে অবস্থানকালে আমরা আমাদের যৌবন অবিবাহের শিখাইয়াছেন। মূল যৌবনে অবিবাহ অতি ভোগ বলিয়া হয় না, যেইজন্য

তপোভিশ্চাপ্লুতাম্ বন্ধাবাদ্ধবৈঃ পরিবেষ্টিতাম্ স্ত্রিয়াম্।
ভার্যাকাদুদয়ঃ ধীরো বিলাপাপিদুঃখিতাম্ ॥৬৭
অহো মে পশ্যতাপায়মপুণ্যস্য দুরাত্মনঃ।
অন্তকুতাকৃতার্থস্য স্নুষ্টেরগিনো বধম্ ॥৬৮

ধীরঃ (ধীর) তপোভিঃ (তপোভী) চ (ও) আপ্লুতাম্ (আপনা হইতে) অপি (ও) পরিবেষ্টাম্ স্ত্রিয়াম্ (পরিবেষ্টিত স্ত্রিয়) বান্ধবাম্ (বন্ধুবান্ধবে) বন্ধাম্ (বধ) বধা (এবং) আত্মনঃ (আত্মবন্ধুর) ভার্যায়ে (পত্নীকে) চ (ও) রুদন্তীম্ (রুদন্তী) (আপনার দেখিয়া) অতিদুঃখিতঃ (অতি দুঃখিত) সন্ (হইয়া) বিলাপান্ (বিলাপ করিতে লাগিল) ॥৬৭

অহো (আহা:) মম (আমার) অপশ্যতঃ (অজ্ঞানের) দুরাত্মনঃ (দুর্বুদ্ধি) মে (আমার) অপায়স্য (অজ্ঞানের) পশ্যত (দেখ)। অন্তকৃতা (কাল) অকৃতার্থস্য (অকৃতার্থ) মম (আমার) স্নুষ্টেঃ (বধূর) অগিনঃ (বধস্য হইল) ॥৬৮

তপোভী আপনার শরীর হইতেও অধিক প্রিয় যীয় পুত্রগণকে বধ ও বান্ধবশূন্য ভার্যাকে যীয় বধূকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে শোক করিতে লাগিল ॥৬৭

অহো! অজ্ঞানতা দুর্বুদ্ধি আমার কি সর্বনাশ হইল দেখ; দুষ্টবুদ্ধে অকৃত, বহু-অর্থ-কাম স্নিগ্ধবন্ধু মুরারির সঙ্গ হইয়া আমি

তখন অজ্ঞানতায় হইয়া অন্তঃপুরের বিধি যাহা দেখ, অন্তরের যৌবনকাল হয় তখন। যদি যৌবন কাহারও অন্য থাকিত, মনে করিলে এখানেই যে, সেইজন্য শ্রীভগবান্ যৌবনে ব্রহ্মচর্য করিতে বলিয়াছেন। অন্য যৌবনাদি অবস্থার ন্যায় বিধি শ্রীত হইয়া বর্ণন করা হয়। তাহার অন্যান্য অধিবিদ্যার মত হইলেও যেন অধিকের মনে হয় না। সেই অন্যান্য আশ্রমের মত হয় না। বিষ্ণু ভগবান্ আশ্রমের মধ্যে গৃহী এবং অন্য সব আশ্রম প্রত্যেকপূর্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে আশ্রমের আশ্রম যেন বিশেষ বিশ্রাম সুখ আনি সকল প্রকারের সর্বসাধারণ বিশ্রাম করিয়াছেন। অধিকন্তু আমায় ইহা শিখাইয়াছেন। আশ্রম যেন অধিক বিশ্রামস্থলের উৎপত্তি বিনাশ হয়, অধিক নয়, সেইজন্য এখন সাধুসঙ্গলাভ ও সাধুসঙ্গে যেমনই বন্ধন-নাশ হয়—আমার নয়, ইহা শিখিলাম।

অনুরূপানুকূলা চ যস্য যে পরিষেবকা।
সুখে দুঃখে যাং সংত্যজ্য পুত্রৈঃ পর্যাপ্তি সাধুভিঃ ॥৬৯
সোঽহং সুখে দুঃখে বৈরূপ্যে দুরবস্থায়ো দৃতপ্রজ্ঞা।
কিংস্বীদিদং কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখবীবিধঃ ॥৭০

তাংস্তাংস্তথানুরূপান্ বিধ্বিধি বুদ্ধ্যবস্থান্ বিকল্পয়ন্।
যস্তত্র কুশলঃ বিদ্বু পশ্যত্যনুযোগপক্ষম্ ॥৭১
তং নত্বা সুহৃদঃ সুধীঃ কলোকং কুমেধিনম্।
কলোকস্থান্ কলোকীক সিদ্ধার্থঃ প্রথমো গৃহম্ ॥৭২

যস্য (যে) যে (আমার) পরিষেবকা (পরিচর্যা) অনুরূপা (অনুকূল) চ (ও) অনুকূলা (সদৃশ) সাধ্বী (সাধ্বী) সুখে (সুখ) দুঃখে (দুঃখে) যাং (আমাকে) সংত্যজ্য (পরিত্যাগপূর্বক) সাধুভিঃ (সাধু) পুত্রৈঃ (পুত্রগণের নিকট) পর্যাপ্তি (আর কখন অভিব্যক্ত), সোঽহং (সেই) যঃ (সেই) আমি (আমি) সুখস্য (সম্পদে) দুঃখস্য (দুর্দশাতেও) বৈরূপ্যে (দুরবস্থায়) দুরবস্থায়াং (দুরবস্থাতে) বিধুরঃ (দুঃখী) বা (ও) কিংস্বীদিদং (কেন এই প্রকার) কিমর্থং (কিসের জন্য) ॥৬৯-৭০॥

তান্ (আমাদিগকে) তথা এব (সেইরূপ) বিধিজ্ঞি

পরিষেবকা অনুকূলা চিত্তানুরূপাদিবি প্রকৃতিসম্পন্না সাধ্বী আমার ভার্যা। সুখদুঃখে আমাকে পরিত্যাগপূর্বক সাধুপুত্রগণের নিকট যখন কখনও অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই বিপদ্বিহীন, পুত্র বিরহিত-জীবন দুঃখময় জীবন আমি আর কি জন্যই বা জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিব? ॥৬৯-৭০॥

(বহুল ভাব) অবস্থান্ (অবস্থা) বিধিজ্ঞঃ (বিধাতা) বুদ্ধ্যবস্থান্ (বুদ্ধির অবস্থা) বিকল্পয়ন্ (বিবিধ) অপি (ও) অনুরূপ (সিদ্ধান্ত) যঃ (যিনি) তত্র (তাহাতে) কুশলঃ (অভিজ্ঞ) বিদ্বু (পণ্ডিত) অনুযোগপক্ষম্ (দোষযুক্ত) পশ্যতি (দেখিতে) ন (না) ॥৭১॥

তং (তিনি) সুহৃদঃ (বন্ধু) কুমেধিনম্ (কুবুদ্ধিকে) চ (ও) তং (সেই) কলোকং (কলোকী) কলোকীং (কলোকী) চ (ও) কলোকত্বম্ (কলোক পরিত্যাগকে) নত্বা (নমস্কার করিয়া) সিদ্ধার্থঃ (সিদ্ধ মনোরথ হইয়া) প্রথমং (প্রথমে) গৃহং (গৃহে) প্রবেশং (প্রবেশ করিল) ॥৭২॥

তাহাদের দ্বারা আমার যেরূপের যোগ্যানুরূপ বিধিগণকে দেখিয়া যোগবলে তাহাদের প্রতি আসক্ত সেই অযোগ্য কলোকত্ব ত্যাগ করে পণ্ডিত হইল ॥৭১॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই দুরাসক্ত কলোক, কলোকপুত্রকে ও কলোকীকে নমস্কার করিয়া সফল-মনোরথ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল ॥৭২॥

প্রশ্ন—আপনি প্রথমে কিসের কি বিশ্লেষণ করিয়াছেন? (৮)

উত্তর—যেহেতু কর্ম ও কর্মফলের বিধাতা একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। তাই অবিদ্যা হইতে এক একটী করে সৃষ্টি হইয়া পুনঃ হয়—সুতরাং ইহা অভিন্ন হইলেও ১ম ভিন্ন সংসারটী কখন কম হইবে এরূপ বেশী হয় না—ভিন্ন ভিন্ন ভগবান্ পরমাণুর আকর্ষণ কম বা বেশী হেতু কাল হয় না, সকলে একত্রে থাকিবে। তাহার আমরা যখন কখন হয় ১৪-বুদ্ধি, কম-বেশ থাকি মাত্র। উৎপত্তি বিনাশ একেই হইয়া থাকে। আমরা আমাদের এক একটী সৃষ্টিপ্রবাহের পরমাণু করিয়াছেন। এক আমার ভিন্নার কখন কখনটি বেশীহয় বেশের কথাটির কথা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—আপনি প্রথমে কখন কি বিশ্লেষণ করিয়াছেন? (৯)

উত্তর—যখন পৃথিবী হইতে এক আকর্ষণপূর্বক

আকাশে আসা যায় তখন পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। তখনকার যা আমরা আমার কোনরূপ আকর্ষণ নাই, তখন পৃথিবীর বিভিন্নরূপ প্রকৃতি ও আকাশের প্রকৃতি আসিতে আরম্ভ করিবে। সাধু করিলে যা বিশ্লেষণ—এ অভিজ্ঞতা সেখানে পাইবে যা। প্রকৃতপক্ষে যারা যেন একবার যখন কখনও মুক্তাত্মি যাবতীয় বিশ্বী হইবে, তখন একবার আমরা উপরিভাগে অবস্থান অভিজ্ঞতা হবে। পরের মত আমারও একবার। তিনি আমার যাহার সমাধান করিয়া বিভিন্ন বিশ্লেষণে আসিবে, তখনও বিশ্লেষণ নাই। যেন আমার হইলেও পূর্ব যেমন ছিল থাকবে, তখন যেন আমরা পর পরী কীট পতঙ্গ মুক্তকরা প্রকৃতি যা উপাধি যেন আমরা এক্যের হইলেও যেমন একবার তিনিই আছেন 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম যেন আমাদি বিভক্ত, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি' ইত্যাদি আমার পরমাত্মা একমেব—

এবং দুষ্টুব্যসাভাস্তা ব্যবসায়াঃ পতন্ত্রিয়ঃ।
পুরুষং দুষ্টুবং কৃপণং সাদুরভোঽবসীদতি ॥৭৩
য় প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
মুহ্যেৎ যাবন্ন সংসৃত্যৈ বিদ্বান্ ॥৭৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

(মূঢ়ে) যাবৎ (পর্যন্ত যায়) নত্তা (আসক্ত হয়), তৎ (তাহাকে) আত্মকৃতম্ (মুক্তিদ্বারম্ হইতে ভ্রষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৭৩

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুপদীকৃষ্ণদাসকৃতা ভাবানুবাদিকা সমাপ্তা।

এইরূপ অনেকের ন্যায় দুষ্ট-স্বভাব যার লোভাদির দ্বারা অভিভূতচিত্ত দুষ্টুব্য মানব দুষ্টস্বভাবকে পোষণ করিতে করিতে পুরুষকারাদির সহিত হীন হইয়া দুঃখে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৭৩

নিঃশ্রেয়স মুক্তির দ্বারস্বরূপ মানবদেহকে প্রাপ্ত হইয়া যে অন্যের ন্যায় দুঃখে আসক্ত হয়, বিবেকিগণ তাহাকে ভ্রেয়োমার্গের লোপাদে আরোহণ করিয়া পতনশীল বলিয়া থাকেন ॥৭৪

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে একাদশ পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে শ্রীবিষ্ণুপদ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদাসোপাধ্যায়ভট্টাচার্য-কৃত নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রঃ—ভাগবতের ব্যাখ্যায় আপনি কিরূপে অগ্রসর হইলেন? (১০)

উঃ—আমি যে কৃষ্ণকুল বাহিরের ভাগবতজ্ঞানী সেই কৃষ্ণ আমিয়া কৃপায় বিদ্যার পূর্বের ধন করিতে থাকে। ভাগবতের কৃষ্ণ আমেন, বীর দিয়াও, ভাগবতের ভিতর, ভাগবতের ধর্ম, ভিন ভাগে, ধন হইতে ভাগবতাবতারের ধন, ভাগবতের ধর্ম, দোষ ধ্যান ভক্তি সম্বন্ধিত ভাগবতের পথে—সমস্তই আমি সকলে এককে করিয়াছি।

প্রঃ—ভাগবতের শিক্ষা কি নিজাদের করিয়াছেন?

উঃ—ভাগবতের প্রতি অধ্যায় যেন করিল প্রতিদিনের ভিতর দেখায় থাকেন। ভাগবত-প্রেমে বীর ভাগবতে আত্মনিবেদন করা—এ শিক্ষা ভাগবতকে দিয়াছেন।

প্রঃ—ভাগবতকে কিরূপে পাশ্চাত্য করা যায়?

উঃ—আমিদিগের মত ভাগবত সহিত সম্বন্ধিতকে ভাগবত পাশ্চাত্য ভাগবতে হয়। ভাগবতের উপর ভাগবত হাত দিলে অর্থাৎ "আমার ভাগবত" এইভাবে ভাগবতাবতারের প্রতি ভাগবত স্থাপন করিলে ভাগবতাবতারের মত পূজা করিবেন।

প্রঃ আমার মন যেরূপ ভি. মুক্তির ভাবনায় ভাগবত ভাগ হয়। সেই ভাগবতের ভাগ করিয়া যে একটি ভাগবতের মত ভাগে আসক্ত হইয়া মুক্তির পথ ভোগ করেন, সেইরূপ ভাগবতে আত্মকৃতম্ (ভোগাদির ইচ্ছায় পতিত) বলিয়া থাকে। ভাগবত ভাগবত ভাগবতেই মুক্তিদাতার পথ প্রদর্শন ভোগ করা কর্তব্য।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণেনাবশ্যকর্ত্তব্যানি-নবগুরুণাং বর্ণনম্।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যথৈবেন্দ্রিয়কং বাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।
দেহিনাং বহুধা দুঃখং তথায়েত্রেঽত্র তদ্ ধ্রুবম্ ॥১
আদৌ দুঃখকরং বিদ্যাদ্ অন্তাহ্যে সোপভোগবৎ।
মৃদুরৈন্দ্রিয়কস্তীব্রঃ প্রসঙ্গাদুভয়াত্মকঃ ॥২

শরীরাদানি ধ্রুবাণি বিনাধারেণ্যুপক্রমঃ।
যদি নোপনয়েদ্ আদৌ মহাহিরিব বিভেদ্ধ্রুবম্ ॥৩

ওজঃ-সহো-বলযুতং বিদ্যাসম্ভবকর্ষকম্।
শরীরং যত্নমিচ্ছদ্ভিঃ ক্ষেত্রবদ্ রক্ষ্যমাদৃতৈঃ ॥৪

অন্বয়ঃ

ব্রাহ্মণ উবাচ,—বাজন্ (হে রাজন্)! যথা (যেমন) ঐহিকং (ঐহিকের) স্বর্গে (স্বর্গে) নরকে (নরকে) এব (ই) ঐন্দ্রিয়কং (ইন্দ্রিয়জনিত) সুখং (সুখ) চ (ও) দুঃখং (দুঃখ) তথা (সেই), তথা (সেইরূপ) অত্র (এখানে) এ ইহাও (ইহা করিবে না)।১

মৃদুরৈন্দ্রিয়কঃ (ইন্দ্রিয়জনিত) এবং (ই) আন্তিকঃ (ঐহিক) প্রসঙ্গ (ভোগ) মৃদুঃ (মৃদু) বিষং (বিষ) ভাবিয়া (প্রথমে) যা (অথবা) ভোগম্ (সুখ) এবং অন্তিকঃ (ঐহিকের) আত্মসাৎ (অন্তরঙ্গভাবে) প্রসঙ্গ (ভোগ করিলে)।২

অষ্টম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অবশ্যকর্ত্তব্যাদি নব গুরুর বর্ণন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! প্রারব্ধবশে দুঃখের মত শরীরিদিগের ঐন্দ্রিয়কজনিত সুখ যেমন স্বর্গে হয়, তদ্রূপ নরকেও হইয়া থাকে, অতএব বিবেকী ইন্দ্রিয়সুখে ইচ্ছা করিবেন না।১

আহার—আদ্য, মৃত্যিই, বিষম, ইহার পূর্ণ পর্য্যন্ত প্রায়ই অসুখ অথবা অল্প, ভৈষজ্যবৎ যাহা লাভ হইবে ঔপায়ীন অবশ্যরক্ষিতব্য তাহাই ভোজন করিবেন।২

অন্বয়ঃ

যদি (যদি) আদৌ (প্রথমে) ন উপনয়েৎ (না উপস্থিত হয়), তর্হি (তাহা হইলে) বিভেদ্ (ভেদকারী) আশিঃ (অবয়ব) ইব (যেন) মহাহিরিব (বিষধর) বিনাধারেণ (বিনাধার) ধ্রুবাণি (নষ্ট) আশানি (বিষ) [খাদ্য] শরীরং [দেহকে বিনাশ করিয়া থাকিবে]।৩

ওজঃ-সহঃ-বলযুতং (ইন্দ্রিয়ক, মনোবল শরীরবলযুক্ত) আদি (ও) শরীরজ (বলযুক্ত) ভোগ (ভোগ) নিয়ত (যত্ন করিয়া) শরীর (শরীর)। ও (ও) বীর্যবিদ্ (বিদ্যোপার্জ্জী) ভবন্ (হইবেন), ঐন্দ্রিয়কান্ (ইন্দ্রিয়জাত) অপি (হইলেও) ন ঈহেত (চেষ্টা করিবেন না)।৪

আহার যদি না উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রায়ই আহারের প্রতিবন্ধকের কারণ অনুভব করিয়া অন্নদাতার প্রাণ বিনাশ ও অনাহারী হইয়া বহুদিন শরীর করিয়া থাকিবেন।৩

ইন্দ্রিয় ও শরীর সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও নির্ব্বাপায়ের ন্যায়ই ভোগবাসনা করত শান্তি হইয়া পরমাত্মচিন্তাপর হইবেন এবং ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও ভোগ চেষ্টা করিবেন না।৪

যদু—আপনার অবধূত-গুরু আর কোথায় কোন্ কোন্ বিষয় হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন? (১)

ব্রাহ্মণ—একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে ঔহার সহিত আমার সভা উপস্থিত হই। সেইজন্য অবধূত-গুরুর নিকট শিক্ষা পাই।

যদু—তাহার কাছ কি শিক্ষা করিয়াছেন?

ব্রাহ্মণ—অবধূত বুদ্ধির পর কোন চেষ্টা করা যে—একজন পণ্ডিত বলেন। ভৈষজ্যবৎ আহার যদ্যপি অল্প উপস্থিত হয়, তথাপি ঔহার ভক্ষণ করা। যদিও কখনও অবধূত-বুদ্ধি অবলম্বন করা, আহার না করুন, তাহা নিত্য নিয়ত আহারের অন্য উপস্থিত হইবে, অন্নদাতাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক করিবে। আহার যদি না উপস্থিত হয়, তাহাতে আহারের প্রতিবন্ধকের

মৃত্তিঃ প্রলম্বজঠরো দুর্বিপাক্যো দুরত্যয়ঃ।
অবরুদ্ধগুদো মূত্রকৃচ্ছ্রঃ স্তিমিতোষ্ম ইত্যর্থঃ ॥৪

মন্দুকলক্ষণে হীনো যো বাতাক্রান্তপক্ষো মৃত্তিঃ।
মোহশ্লেষ্মভ্যাং যুক্তো পক্ষিস্তিমিব সাদয়ঃ ॥৯

মৃত্তিঃ স্ত্রিয়ঃ সেবমানাঃ তন্ত্রাবৈকল্যচেষ্টিয়ঃ।
প্রলোপিতঃ পক্ষমূলে অবসন্নৌ পক্ষবৎ ॥৭
মোহিষিণ্যাক্ষমাবয়বাদি-
শ্রব্যেষু মাত্রাধিকেষু যুক্তঃ।
প্রলোপিতাত্মা হ্রাসতোদমূঢ়া
পক্ষবদ্বক্তি নষ্টমূর্তিঃ ॥৮

মৃত্তিঃ (মৃত্তি) অবরুদ্ধাঃ (অবরুদ্ধ) স্তিমিতোষ্মঃ (স্তিমিত অগ্নি, প্রজাহীন) অর্থঃ (মন্দুক) ইব (মত) প্রলম্বজঠরঃ (প্রলম্ব জঠর—যাহার উদর অত্যন্ত বৃহৎ) দুর্বিপাক্যঃ (দুরপাক্য) দুরত্যয়ঃ (অতিকষ্টসাধ্য) অবরুদ্ধগুদঃ (অবরুদ্ধ, অতিকষ্টসাধ্য) অর্থঃ (মন্দুকের) ॥৪

মন্দুকলক্ষণঃ (মন্দুকলক্ষণের মত) মৃত্তিঃ (মৃত্তি) মন্দুকলক্ষণঃ (মন্দুকলক্ষণ যাহা মন্দুকে) যঃ (যাহা) হীনঃ (হীন) মন্দুকৈঃ (মন্দুকের দ্বারা) সাদয়ঃ (সাদনের) ইব (মত) ঃ উদ্ধরণঃ (উদ্ধরণ, ৩৪ নং দ্রঃ) ঃ সংযুক্তঃ (যুক্ত মূল হয় না) ॥৯

স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী—জাতী) সেবমানাঃ (সেবমানা) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) মৃত্তিঃ (সেবিতা) তন্ত্রাবৈকল্যচেষ্টিয়ঃ (তন্ত্রার অবসাদে) প্রলোপিতঃ (প্রলোপিত) মন্দুঃ (মন্দুর) পক্ষমূলে (পক্ষমূলের ন্যায়) অবসন্নৌ (অবসন্ন) পক্ষবৎ (পক্ষিত মত) ॥৭

মোহিষিণ্যাক্ষমাবয়বাদি-শ্রব্যেষু (মাহিষিণ্যি (মাহি, দুর্বল, আরাম প্রদানে অসমর্থ) ঃক্ষমাবয়বা (ঃক্ষমাবয়ব যুক্তিযুক্ত) আদিঃ (ঃক্ষমাবয়বাদিঃ) শ্রব্যেষু (শ্রব্যে) মাত্রাধিকেষু (মাত্রাধিক) যুক্তঃ (যুক্ত) প্রলোপিতাত্মা (প্রলোপিতাত্মা) পক্ষমূলে (পক্ষমূলের ন্যায়) মন্দুঃ (মন্দুর) মন্দুকি (বিলোপ প্রাপ্ত হয়) ॥৮

প্রলম্ব-লম্বিত নাসিকের ন্যায় মৃত্তি বায়ুতে প্রলম্ব জঠর মন্দুর, দুরপাক্য—(অতিকষ্টে কেহ যেন মৃত্তিকে জীর্ণ না করে এইরূপ) ও অবরুদ্ধগুদ, অর্থাৎ (উদরস্থিত শ্লেষ্মাধিক্য) অধিকারী হইবেন ॥৪

মন্দুকলক্ষণের অভাব যাহা অর্থাৎ যেমন মন্দুক পক্ষী (পক্ষিত) হয় না অথবা শীতকালে প্রলম্বভাবে শুক্ল হয় না, তদ্রূপ মোহশ্লেষ্ম প্রাপ্ত হইলে কিম্বা অন্তর্ধানবিহীন হইলেও মাত্রাধিক একদিষ্ট মৃত্তি ছাই

হয় না অথবা মোহি করেন না ॥৬

অবসাদের মাত্রাধিক্যে মাহিষে বর্ণিত ক্রিয়া যাহার হয় তাহা তীব্রতাদির দ্বারা প্রলুপ্ত অধিষ্ঠেন্দ্রিয় মানব মন্দুর পক্ষের ন্যায় বাহ্য মন্দুকে পক্ষিত হয় ॥৭

মাত্রাধিক স্ত্রী দুর্বল আরাম উদ্ধর অসমর্থি শ্রব্যসমূহে উপভোগ মৃত্তির দ্বারা আক্রান্তিত, মূর্ত্তিবিহীন, মৃত্তিযুক্ত পক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৮

কাল ইহা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া উপলব্ধিযোগ্য অবস্থায়ী হইয়া অধিক শক্তি ধারণ করিবে। ইহার সাহায্যে শক্তিসমূহ ভোগ করিবে ও, দীর্ঘায়ি হইয়া পক্ষমূলের ন্যায় করিয়া অবস্থানের অর্থাৎ সম্পাদন করিবে। উপভোগের ফল অবসন্নের ন্যায় করা না করিলে ভোগ অসম্পূর্ণ করিয়া হয়। অবসন্ন-ফল কারণ আমাদের ফল বিস্তারিত নিম্ন করিয়াছি।

ফল—সম্ভব করিয়া কারণ কি নিম্ন করিয়াছেন? (১১)

সমাধান—ভোগবিধি ফল করিয়া করিয়া মন্দুকের উদ্ধর উপযুক্ত হইয়া মন্দুর ভোগের ন্যায় হইল। এজন্যই ভোগের পরিণাম। অবসন্ন "যে মন্দুর। মৃত্তি আরাম করে" বলিয়া প্রকাশ করিলাম।

ফল—মন্দুকের কারণ কি নিম্ন করিয়াছেন?

সমাধান—মৃত্তি মাহিষে প্রলম্ব ও অবরুদ্ধ মন্দুর হইবেন; অন্যথা অধিকারীর তিনি সকলের ভোগসাধনের নিম্ন করিবেন; ভোগবিধি ও; অবরুদ্ধগুদ মন্দুর

তোজং তোজা প্রদেয়ং প্রাগ্ দেয়ো ভর্তেতি বাদকঃ।
মূত্রাদিসংজ্ঞাভিস্তৈস্তৈ র্জ্ঞাতব্যা মূলিনা ঋতুঃ ॥৯
অপূজ্যশ্চ মহাদ্রুশ্চ শাস্ত্রেষ্বয়ং দুরুত্তরো নরঃ।
সর্বথা সাধবাদাদ্যং পুংসেত্যেব ন তৎপরঃ ॥১০
সাধুজনৈঃ যত্নতঃ যা ন সংগৃহীতা ভিষক্ষুভিঃ।
অধিকা ইব সংমূঢ়ং সা হন্তি বিনিযুক্তিতঃ ॥১১

পরাপি দুষ্টাঃ ভিষজা স্পৃশেৎ সংস্কারযোগিনীঃ।
স্পৃষ্টা ভর্তার মর্ত্যানাং কামিনী সমুপৈতি তং ॥১২

ক্ষুদ্রম্ (ক্ষুদ্রস্বভাব) অবিজ্ঞম্ (বিদ্যা না করিয়া) যদ্যপি (যে পরিমাণে) প্রেয়ঃ (সন্তোষ) কর্তৃম (করা যায়), তাবদ্যা (সেই পরিমাণ) তোজং তোজঃ (অন্ন অন্ন) প্রদেয়ং (দেয়) প্রদেয়ং (তোজন করিবে), মূলিনা (মূলি) এতদ্বচনাভাবে (এই কথার) ঋতুদ্যঃ (ঋতুসমূহ) জ্ঞাতব্যঃ (জ্ঞাতব্য) ভিষজা (ভিষক) ভিন্নৈঃ (অসমান লক্ষণে) ॥৯

ক্ষুদ্রস্য (ক্ষিপ্র) নরঃ (মানব) অপূজ্যঃ (নাস্তিক) চ (ও) অত্যন্ত (মহৎ) শাস্ত্রেষ্যঃ (শাস্ত্র হইতে) দুস্তরঃ (দুস্তর হইতে) ইব (তায়) সর্বথা (সর্বথা) সাধু (শ্রেষ্ঠ) আদ্যম্ (প্রথম করিবে) ॥১০

সাধুজনৈঃ (সাধু তায়) যৎ (যাহা) যত্নতঃ (সাবধান) চ (ও) অবিজ্ঞ (মহৎ) শাস্ত্রেষ্যঃ (শাস্ত্র হইতে) সুস্পষ্টম্ (সুস্পষ্ট হইতে) উদ্ধৃতম্ (উদ্ধার) ইব (তায়) সর্বথা (সর্বথা) সাধু (শ্রেষ্ঠ) আদ্যম্ (প্রথম করিবে) ॥১০

সাধুজনৈঃ (সাধু তায়) যৎ (যাহা) যত্নতঃ (সাবধান) চ (ও) অবিজ্ঞ (মহৎ) শাস্ত্রেষ্যঃ (শাস্ত্র হইতে) সুস্পষ্টম্ (সুস্পষ্ট হইতে) উদ্ধৃতম্ (উদ্ধার) ইব (তায়) সর্বথা (সর্বথা) সাধু (শ্রেষ্ঠ) আদ্যম্ (প্রথম করিবে) ॥১০

যে পরিমাণ আহারের দ্বারা দেহরক্ষা হয় সেই পরিমাণই ভক্ষ্য, দুষ্টস্বভাবকে পীড়ন না করিয়া অর্থ অর্থ সংগ্রহ পূর্বক মূলি মানুষী প্রকৃতি অবধারণ করিবেন ॥৯

অন্যের যেমন পুণ্যফল হইতে তাহাদের সার বস্তুই গ্রহণ করে, তদ্রূপ বিবেকী মানব সামান্য ক্ষুদ্র ও মহৎ শাস্ত্রসমূহ হইতে সর্বতোভাবে সারই গ্রহণ করিবেন ॥১০

সাধুজনেরা যাহা ভোজন করিবে অথবা আমাকে কখন ভোজন করিবে—ইহা মনে করিয়া ভিষকগণ

অধিকৃত-বিষয়ে অজ্ঞতায় যেরূপ অনর্থের আশঙ্কা পরিদৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতেছেন। অজ্ঞানীর অজ্ঞতা হেতু বিষয়ে বিপত্তি হইবে। ঔষধকল্পে ঔষধসমূহের গুণ শাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে হইলে শাস্ত্রের ভেদে ঔষধ প্রয়োগে প্রত্যবায়ের আশঙ্কায় মূঢ় ব্যক্তি ঔষধপ্রয়োগে সমুদ্যমশীল হইবে কখন তাহার

(অজ্ঞানীর পক্ষে)। ভিষজাম্ (ভিষকগণের) অনর্থঃ (অনর্থ) ইতি (এই) উক্তম্ (বলা হইয়াছে), কিন্তু (কিন্তু) অধিকৃত (অধিকৃতের) ইব (তায়) সংজ্ঞা (সংজ্ঞা) ন অস্তি (হইবে না) ॥১১

ভিষক্ (ভিষক্) সংস্কার (সংস্কারযোগ) যা (যাহা) যত্নতঃ (সাবধানে) ন (না) সংগৃহীতা (সম্যক করিয়াছেন), সংগৃহ্য (সম্যক করিয়া) অধিকা ইব (অধিকারই তায়) তেন (তাহার) সহ (সহিত) সম্পর্ক (বিনষ্ট করিবে) ॥১১

ভিষক্ (ভিষক্) পরা (শ্রেষ্ঠ ধাত্রী) অপি (ও) দুষ্টাঃ (দুষ্টস্বভাবা) দুষ্টাঃ (দুষ্টস্বভাবা) অপি (ও) ন স্পৃশেৎ (স্পর্শ করিবেন না) স্পৃষ্টা হি (স্পর্শ করিলে) কামিনী (কামিনী) সংস্কারযোগঃ (সংস্কার যোগ) ভর্তা ইব (ভর্তার তায়) এনাম্ (এই ধাত্রীকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হইবে) ॥১২

অজ্ঞানী ভিষক্ সংস্কার করিবেন না। তদপেক্ষা ও ঔষধপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন—অভিজ্ঞতার তাহে সফলতা হইবে না ॥১১

ভিষক্ সংস্কারযোগ যা আধারী বিষয়ে যত্ন সংগ্রহ করিবেন না। সংগ্রহ করিলে অভিজ্ঞতার তায় প্রয়োগ করিয়া বিনষ্ট হইবেন ॥১২

অজ্ঞানী ভাইবিদিয়া দুষ্টাকে পরের ধাত্রীও স্পর্শ করিবেন না; স্পর্শ করিলেই ভিষকের অসংযত যোনিক ভর্তার ন্যায় বশ হইবেন, পুনরায় সংস্কারযোগ অপরিহার্য ॥১৩

অজ্ঞান দূর হইবেন না—ইহা সম্বন্ধে বিদ্যা বিধেয়। যথা—আপনি পরাজয় তাহে কি বিধিবিধেয়? (১৩)

সমাধান—একটি তাহে দেখিবেন, তোমাদের আজন্ম অভ্যাস, আমি দেখিয়া তাহে তাহে পরম সমাধান পরিত্যক্ত হইয়া তাহে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্নতাবে আমাদের

নাবিনীতৈঃ শ্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কাঙ্ক্ষেদ্ভূমানুনঃ।
বলাধিকৈঃ ন হন্দ্যেত পরৈরন্যৈর্মতো যথা ॥১৪
ন ত্বেনং লোপয়েদ্যস্তু দৃষ্টৈরদৃষ্টকল্পিতম্।
ভুঙ্‌ক্তে তদপি তজ্জাতো মনুষ্যেষ্বধিষ্ঠিতম্ ॥১৫

বহুযোগাশ্রিতৈর্ভিন্নৈরাশানাশায় পুষ্পিতৈঃ।
অনুদ্যোগাদ্যতো ভুঙ্‌ক্তে কর্তৃবৈ দুরধিষ্ঠিতান্ ॥১৬
প্রাজ্ঞস্তীক্ষ্ণং ন দূষয়াদ্ বহ্নিবৈকল্যতঃ ক্ষতিঃ।
শিক্ষেত ধিষণাদ্ যস্মাদ্ অন্নাদ্যৌকস্যহিংসনাৎ ॥১৭

প্রাজ্ঞঃ (বিদান্) কাঙ্ক্ষেৎ (কামনা) শ্রিয়ম্ (ঐশ্বর্য) ভূম্নঃ (অপরিমিত) অনুনঃ (অল্প থাকিয়া) হিংস্রৈঃ (প্রাণীদের) ন অবিনীতৈঃ (অবিনীত না), যস্মাৎ (যে কারণে) বলাধিকৈঃ (বলবান্) অন্যৈঃ (অন্য) ন্যূনৈঃ (দুর্বলদিগের) হন্যেত (হনন করে), ন যথা মনোঃ (মনুর ন্যায় হইবে) ॥১৪

যঃ (যে) তু (কিন্তু) এনং (ইহাকে) লোপয়েৎ (লোপ করে) দৃষ্টৈঃ (দৃষ্ট কারণে) অদৃষ্টকল্পিতম্ (অদৃষ্ট কল্পিত) অপি (ও) তৎ (তাহা) ন ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে না) ও (ও) ন উপভুঙ্‌ক্তে (উপভোগ করে না) অধিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠাতা) মনুষ্যা (মনুষ্যদের) মনু হৈং (মনুর ন্যায়) তস্য ও (তাহারই) অন্যঃ (অন্য) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) ॥১৫

বহুযোগাশ্রিতৈঃ (অধিপদ হইতে উপাশ্রিত) ভিন্নৈঃ (বহু) পুষ্পিতৈঃ (ফুল ফুলন) আশানাশায় (কামনাপূরণ) পুষ্পবিশিষ্ট (ফুলযুক্তগণ) মনুষ্য (মনুষ্যে) অনু হৈং (মনুর ন্যায়) অনুদ্যমঃ (অল্প) যতিঃ (সন্ন্যাসী) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন) ॥১৬

প্রাজ্ঞঃ (বিদ্বান্) তীক্ষ্ণং (অগ্নি) ন দূষয়েৎ (দূষিত না করেন) যস্মাৎ (যেহেতু) বহ্নিবৈকল্যতঃ (অগ্নিবিকার হইতে) ক্ষতিঃ (ক্ষয়) শিক্ষেত (শিক্ষা করিবেন) ॥১৭

বিবেকী পুরুষ কখন শ্রীমদমত্ত হইবেন না, অর্থাৎ ভোগবৃদ্ধিতে আসক্ত হইবেন না। নীচকে আশ্রয় করা অনুচিত দেখিবেন, আশ্রিতে আসক্ত হইলে যেমন বলবান্ অন্য দ্বারা দুর্বিনীতে আসক্ত হইতে বিনাশ করে, তদ্রূপ বলবান্ অন্যপুরুষ নীচকে আসক্ত সেই পুরুষকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥১৪

লোভিগণ কর্তৃক অবশ্য অনুপভুক্ত যে ধন তাহা অন্যের ভোগ করে। যদি সে ব্যক্তি দান না করে তাহা হইলেও অধিকারী পতিত মনু যেমন মনুষ্য

অবিনীতদিগের যেমন স্বভাব, তদ্রূপ তাহাদের ধনও অনর্থকর হয়। অতএব বিবেকী ব্যক্তিগণ ধনাদি পদার্থসমূহে উপভোগবুদ্ধিতে আসক্ত হইয়া কখন মূর্খদিগের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়েন। অবশ্য ভোগেচ্ছারহিত ব্যক্তিগণ ও বিদ্বান্গণের ন্যায় থাকেন। এই পুরুষ যিনি ইহা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিবেন, তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা বলা অতীব কঠিন। অতএব যাহা হউক যাহা কামিনীতে সক্ত সেই সক্ত হইতে পারে—শাস্ত্রীই বলিয়াছেন।

পরের-অন্নের-পুরুষ-পুরু-নীচের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা।
এবং আপনার ন হওয়া ও অন্যের যে ভোগের পরিত্যাগ করা।

পরের অন্ন, পরের স্ত্রী, পুরুষ পাপ, পুরু আর ও নীচ জন আশ্রিতের হইয়া এক একটী আশ্রয়ের ভোগ বিনষ্ট করে, আর আপনার পাপমতি বর্তমান—তাহার আশ্রয়ের পরিত্যাগ হয়। মুনির ন্যায় হইতে পারে যারা করেও—আমার পরমগুরু ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রশ্ন—মনুষ্যের ন্যায় কি নিয়মিত হয়? (১৬)

মৃদ্ধ্য-বাদিত্র-গীতানি মূঢ়ম্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।
আদায় ক্রীড়কো দদ্যা দ্রুতপূজো দৃশীমুখঃ ॥১৮

যোষিতাম্ (স্ত্রীগণের) গ্রাম্যাণি (গ্রাম্য) মূর্খোচিত-বাদিত্র-গীতানি (মূর্খোচিত বাদ্য ও গীত) মূঢ়ম্ (মূঢ়) দৃশীমুখঃ (দৃশীমুখ) দ্রুতপূজঃ (দ্রুতপূজ) আদায় (গ্রহণ করিয়া) দদ্যা (দর্শকগণকে) ক্রীড়কঃ (ক্রীড়নক) আদ্যম্ (প্রথম দিবসে) ॥১৮

ক্রীড়কঃ (নটক) বণিজঃ (বণিজের বেশ) দদ্যা (প্রবেশ)

ভাবিনীগণের গ্রাম্য মূর্খোচিত গীতবাদ্য গ্রহণ করিয়া দৃশীমুখ দ্রুতপূজ তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য ক্রীড়নক হইয়া আসিবেন ॥১৮

নিরক্ষিতের মূর্খতা জিজ্ঞাসার দ্বারা মনে আসিবে

জিজ্ঞাসাভিপ্রায়েণা জনৈঃ প্রস্থিতোহথিতঃ।
দুষ্টাক্ষরত্বাদজ্ঞানদুর্দ্ধিনীরন্ধ্র বর্ত্তিনৈর্যথা ॥১৯

দুষ্টম্ (দুষ্ট) অক্ষরম্ (বর্ণ) তথা (তদ্রূপ) অজ্ঞানদুর্দ্ধিঃ (অজ্ঞানরূপ দুর্দ্দিন) জিজ্ঞাসা (জিজ্ঞাসার দ্বারা) জনৈঃ-প্রস্থিতঃ (লোকের মনে প্রবিষ্ট) ন্যূ (হইয়া) দুষ্টম্ বর্ত্তি (অন্ধকার ঘর) ॥১৯

দুর্দ্দিনের বর্ত্তির (আধিবর্ষিক মেঘ কর্ত্তৃক) দ্বারা অন্ধ যেমন দৃষ্ট প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মনের-সন্ধান পাওয়া যায় ॥১৯

ব্যাখ্যান—মধুকর যেমন মনোজ্ঞ পুষ্প হইতে মধুপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ ভাবিনীগণের গীত ও বাদ্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য নটরূপ ধারণ করিয়া আসিবে, তখন তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিবে না। তখন অজ্ঞানরূপ দুর্দ্দিন এবং দুর্দ্দিনের ঘন মেঘ যেমন দিনকে রাত্রি করে, তদ্রূপ তাহাদের মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবে না। তখন তাহাদের মনের ভাব জানিবার জন্য তাহাদের নিকট এক দুষ্ট অক্ষর অর্থাৎ কূট প্রশ্ন করিবে। তাহারা সেই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, তখন তাহাদের মনের ভাব জানিতে পারিবে। তখন আপনার বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে বাঁধিয়া ও বশ করিয়া রাখিবে। আর জিজ্ঞাসা করিবে—একটী বর্ত্তিকার প্রতি এক দৃষ্টা বর্ত্তিকা রহিয়াছে; তাহা কিরূপ? তখন তাহারা বলিবে—ইহাই হইতেছে। তবে বর্ত্তিকা

ইন্দ্রিয়াণি তদস্যাশু বিনাশায়াবশৌষিনঃ।
বর্ষাভিরিব দুষ্টস্য বহিরেরক বর্ত্মনঃ ॥২০
তাবদ্ভিজ্ঞেতুমিচ্ছা চ কামঃ ক্রিয়াসহেষ্বিহ পুরুষম্।
ন জয়েদ্ যদসৌ যাবজ্জয়ং সর্বং ক্রিয়েত তৎ ॥২১

পিতরা নাম বেশ্যাসৌ বিদেহনগরে পুরা।
তস্যা যে বিদিতঃ কিঞ্চিদ্ভিক্ষোর্মে বৃত্তমন্তরম্ ॥২২
সা বৈরিণোক্তবা কামাৎ সহসৈব উপনেষ্যতী।
অদূরং কালে বর্হির্যাতে ভিক্ষবী রূপমুত্তমম্ ॥২৩

নিজাহারঃ (অনাহার) অবশৌষিনঃ (বিনষ্টকর) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) আশু (শীঘ্র) তস্য (ইহার) বর্ষাভিঃ (বর্ষাকর্তৃক) দুষ্টস্য (দুষ্ট) বহিঃ (বাহিরের) বর্ত্মনঃ (পথের) ইব (ন্যায়) ॥২০

তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) তদয়ং (ইহাকে) ন জয়েৎ (জয় না করিবে), তাবৎ (তৎপর্য্যন্ত) ক্রিয়াসহেষ্বিহ (যত ইন্দ্রিয়সমূহ তাহারা) পুরুষং (পুরুষ) বিদেহিতঃ (বিনষ্টকারী) ন স্যাৎ (হয় না)। যে (যাহাকে) ভিক্ষু (এই ভিক্ষু) সর্বং (সমস্ত ইন্দ্রিয়) জিতং (জয় করিয়াছে) ॥২১

পিতরা (সে পিতৃব্যা) বেশ্যা (বেশ্যাজাতি) এষা (এখানে) পুরা (পূর্বে) বিদেহনগরে (বিদেহ নগরে) পিতৃব্যায় (পিতৃব্য হেতু) যে (আমার) ভিক্ষু (ভিক্ষু) ভিক্ষিতা (ভিক্ষিত হইয়াছে) তৎ (তাহা) পুনঃ (পুনরায়) ॥২২

সা (সেই) বৈরিণী (বেশ্যাজাতি) এষা (এখানে) কামাৎ (কামের) সহসৈব (সহিতই) উপনেষ্যতী অদূরং (নিকটে) কালে (কাল) ভিক্ষবী (ভিক্ষুর) বর্হির্যাতে (বাহিরে) অদূরং (অনতি) রূপমুত্তমং (উত্তম রূপ) ॥২৩

প্রথমতঃ ভোজন অনাহারের দ্বারা ইহার ইন্দ্রিয়সকল শীঘ্র ক্ষয় হইবে, কিন্তু ইহাদিগকে ক্ষয় করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু নিদ্রাহারীর ন্যায় বর্ষিত হইয়া থাকে ॥২০

বিদেহনগরে ইন্দ্রিয়জয়কারী পুরুষের যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষয় না হয়, সে অবধি ইহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ না হন, যেহেতু সকল ইন্দ্রিয়ের বাহুল্য হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ জিত হইলে সকল ইন্দ্রিয় জিত হয় ॥২১

হে ভাগিনেয়! পূর্বে বিদেহনগরে পিতৃব্যা পিতৃব্য নামে এক বেশ্যা ছিল, তাহার সকাশে যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥২২

সেই কামচারিণী বেশ্যা একদিন পূর্বে ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পূর্ণ পুরুষকে একান্তে ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত করিবার জন্য উত্তম বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া কামের বশ হইয়া বাহিরের দ্বারে উপবেশন করিয়াছিল ॥২৩

প্র—অনুচর ও আপনাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন? (১৯)

উত্তর—আমাদিগকে ঐরূপ সংকল্পও অন্তরে করা বর্জ্জন। যে ব্যক্তি তাহা না করিয়া সকল করে, তাহার পক্ষে অন্তরে বিষয়সকল স্মরণে ভোগ করিয়া থাকে। অনুচরগণ কখন কখনই প্রকৃত স্থানে অনুচর বিনাশ ও অনুচরণ করিয়া থাকে, আর অপর ব্যক্তি আসিয়া অনুচরগণ-বিনাশপূর্বক মধু আহরণ করিয়া থাকে। তথায় সকল তত্ত্ব ইতি হয়—অনুচরগণ আমার ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

প্র—ঐ ভিক্ষাচারীর কার্য্যে কি শিখিয়াছেন? (২১)

উত্তর—ইহার যা কর্তৃত্বের ভোগ করিলেই উপস্থিত হয়—ইহা আমি ভিক্ষাচারীর কার্য্যে শিক্ষা করিয়াছি। পুরুষ পুরুষ বলবৎ ও প্রকৃতিগণের বিষয় ধারা আমার যদি ও প্রকৃতিগণ ভোগ করিয়া থাকব।

যদিদং প্রকৃতিগণো ন পরমাত্মানমুত্তমম্।
তত্রোপযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাত্মত্বমবস্থিতঃ।

যদি এই প্রকৃতিগণ ইহার পরমাত্মা হয়। ইহাদের যাহা করিয়া ভোগ করিলে পাপ হয়, তাহার প্রকৃতিগণ করিবে—তাহা এই কথা বলিয়াছেন। তাহার পুরুষ প্রকৃতিগণকে আমি ভোগ করাইয়া থাকব। উহাদের কার্য্য ভোগ উহাদের প্রয়োজন নাই—ইহাই আমি ঋষির নিকট শিখিয়াছি।

নারসিংহে শ্রীভগবদ্বচনৈঃ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥১০

পাদ্মে চ—

সংসারদর্শনচ্ছেদি নৃণাং নৈর্ঘৃণ্যদেশনম্।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং প্রোক্ত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥১১

প্রভাসপুরাণে নারদ-কৃপালহরসংবাদে

শ্রীভগবদ্বচনৈঃ—

কথাং শ্রুত্বাতবং নাম কৃষ্ণস্যৈ যে পরেতপ।
প্রায়শ্চিত্তমঘোঘানাং পাপানাং মোচকং পরম্ ॥১২

পাদ্মে—

যত্র যত্র স্থিতো যাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্তয়েৎ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স যাত্যেব পরাং গতিম্ ॥১৩

অতএব বিরতং কৃষ্ণ নামধারয়তঃ জনম্।
কৃপয়াৎ দৈবেন সংপ্রাপ্তং তমিচ্ছন্তাং কৃপয়াচ্যুতঃ ॥১৪

নরাঃ স্ত্রিয়ঃ যে শূদ্রা গোপাভীরাদিজা যবা।
মুচ্যন্তেঽখিলাঃ নাম কৃষ্ণায়েতি হরেরিদম্ ॥১৫

যে ব্যক্তি দুর্বল আমাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া স্মরণ করে, জল হইতে যেরূপ পদ্ম উত্থিত হয়, তদ্রূপ আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করি।১০

সংসার-দর্শ করণ দয়াশূন্য দুষ্ট চেতাগণের একমাত্র ঔষধ—"কৃষ্ণ" এই বৈষ্ণব মন্ত্র, মানব তাহা স্মরিয়া মুক্ত হয়।১১

হে সত্যভামে! নারদকথিত যথা আমার কৃষ্ণ নামটী ঘুমাক্ষর, অশেষ পাপের মোচনকারী পরম প্রায়শ্চিত্ত।১২

যে কোন স্থানে থাকিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্তন করে, সে সর্বপাপ হইতে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়।১৩

অতএব অবিরত কৃষ্ণনাম স্মরণকারী ব্যক্তিকে অচ্যুত কৃপাপূর্বক সঙ্গলাভ দিয়া থাকেন।১৪

হে নরগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি ইহা সোপানীয়, কৃষ্ণ নামক আমার নামটী মুক্তির জীবনস্বরূপকারী ইহা অবধারণ কর।১৫

12 JUN 1968

তারকব্রহ্মবিদ্যে—

কৃষ্ণ: কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যুক্তকালে
মন্ত্রম্ মন্ত্রবিদিত্ব যো জপতি।
আশু: পাপ: ভস্মতে তস্য মুক্তো
ত্রৈলোক্যে বিভবেৎভাগ্যবন্তো ॥১৪

অন্যত্রাপি—

নামচিন্তামণি: কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহ:।
পূর্ণ: শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনো: ॥১৭

অন্যত্রোক্তং—

হেরো নামোঽস্য কৃষ্ণস্য তারকাব্রহ্মবিদ্যক-
শব্দয়-যোজনাচতুষ্টয়াত্মকেত্যু:।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং শ্রবণের যো-
মন্ত্রস্য পূর্বমি নিত্যরোমহর্ষ: ॥১৮

হরিবংশে শ্রীবজ্র-ব্রাহ্মণসংবাদে—

কীর্তনস্যেব কৃষ্ণস্য বিদ্যোর্বিষ্ণুরহস্যত:।
তুবিধানি বিনাশায় তথাসৌ বিদ্যতে ॥১৯
নামেতি পদ্মনি তথা বিদ্যা হরিকীর্তনম্।
সর্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং বিদোত্তম ॥২০

মহাকালে যে প্রাণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্তন স্মরণ করে, প্রথম কৃষ্ণ নামটীই তাহাকে মুক্তি দান করেন, আর দুইটী কৃষ্ণ মন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়া অবশিষ্ট করিয়া থাকে ॥১৬

নাম নামী অভেদহেতু নাম চিন্তামণি, কৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ নিত্য মুক্ত ॥১৭

'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুইটী শ্রবণ করিলে যাহাদের হর্ষ উপস্থিত হয়, রোমকূপ পুলকিত হইতে থাকে, তখনযাহাদের চক্ষু পদ্মবিগলনকে মুক্তিদানে নিপুণ চরণকমলবিনিষ্ট উহাদিগকে প্রণাম করি ॥১৮

যেরূপ সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়, তদ্রূপ অন্তর্বহির্ভিন্ন-ভিন্ন সর্বব্যাপী কৃষ্ণের নামকীর্তনে পাপসকল বিলীন হইয়া যায় ॥১৯

হে বিপ্রোত্তম! কীর্তনের হরিকীর্তন যাহাই সর্বপাপ উপশমকারী অন্য প্রায়শ্চিত্ত বেদেতেই না ॥২০

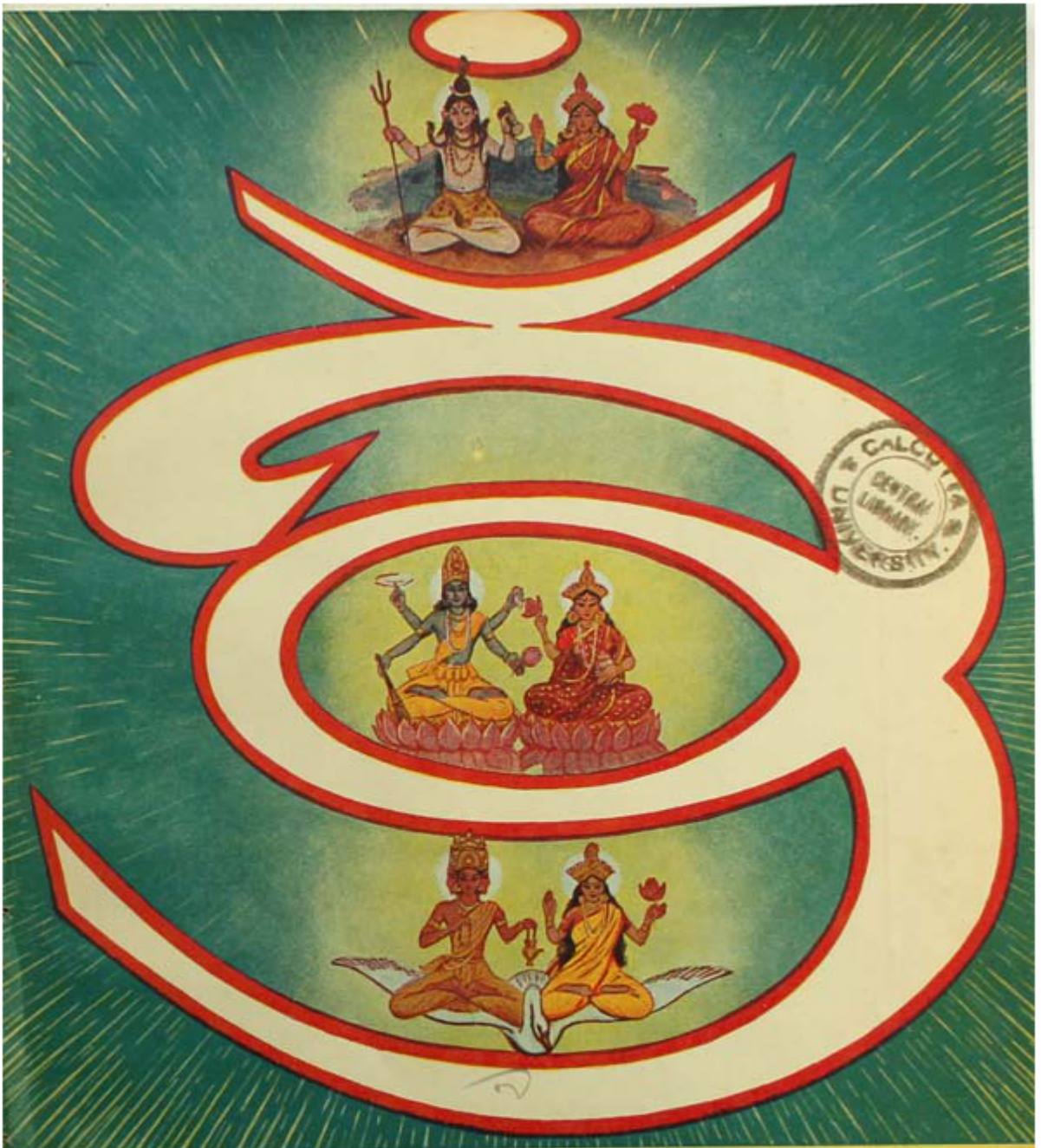

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামকবচম্

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

কৌর্মে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥১১

বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥১২

অথ শ্রীকৃষ্ণনামকবচম্

হরে ৷ তব নামানি সর্বমঙ্গলানি সন্তি।
তানি চ মে সন্তি যানি কীর্তনেন তব ভবন্তি ॥১৩
হরে ৷ তব নামানি কৃষ্ণস্য মম সন্তি।
তানি চ মে সন্তি যানি কীর্তনেন মম ভবন্তি ॥১৪

জগতে পবিত্রতাকর কোটি সংখ্যক যে সকল বস্তু আছে, উহাদিগের কৃষ্ণনাম কীর্তনের সহিত তুলনা হয় না ॥১১

হে রাজন্! দোষের আকর, দোষপাষাণের কলির একটী মহান্ গুণ আছে। মাত্র কৃষ্ণের নামকীর্তনের দ্বারা মানব বন্ধনমুক্ত হইয়া পরমপদে গমন করে ॥১২

অন্যান্য দুষ্ট কলির এই একটী মহান্ গুণ—মাত্র কৃষ্ণনাম কীর্তনের দ্বারা মানব বন্ধন-মুক্ত হইয়া পরম পদে গমন করিয়া থাকে ॥১৩

আমার নামসকলগান করিয়া আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে সমস্তই আমি তোমায় এই কথা সত্য বলিতেছি, আমি তাহার দ্বারা ক্রীত হই ॥১৪

আমার নাম গান করিয়া যাহারা আমার নিকট রোদন করে, তাহাদের দ্বারাই জনার্দন মূল্যস্বরূপে ক্রীত হন, অন্য কেহ ক্রয় করিতে পারে না ॥১৫

[ষষ্ঠবর্ষ, চৈত্র, ১৩৭৪] [দশম সংখ্যা—মদনভঙ্গিকা যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃতাক্ষর-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক ব্যয়ের চাপের ও অসুবিধার মধ্যেও সহৃদয় গ্রাহকবর্গের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণ করা সম্ভব হইতেছে।

• • •

মুদ্রণ-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসরস্বতী প্রেসলিমিটেড
(সরকার সমবায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী তর্কতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীনিলীনকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রক-কর্মচিবের :—
কিরণ বিদ্যালঙ্কার।
ফা: শ্রীনিবেদন মাদে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ., ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৬২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯৪, হরি ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাঙ্কিত। ১৪ই চৈত্র, ১৩৭৪।

কার্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্যিশায় শারদীয় মাসিক পত্র। প্রতি বছরে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে ধর্মাদি বিষয়ক্তিনাহিত্য, প্রবন্ধাদি-পত্রি-প্রবৃত্তি যত্র ধর্মীয় পুস্তিকাদি, শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থাদি ও ঐতিহ্যমূলক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে ইতিহাসসহ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ইতিহাসাদির ইত্যাদি যাবতীয় আর্যিশায় যাহাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য সহরে ও পার্শ্ববর্তী সহরে ১৪'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সেক্রেটারি আর্যিশায়, ৯৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার ফরমে ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিয়মই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন বা মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্যিশায়ের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগে যাতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীগোরাঙ্গ বৈদিক বন্ধাবিভালয়
৭২, সি. আই. টি. রোড, শ্যামবাজার
কলিকাতা—৫।

সম্পাদক—আর্যিশায়

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পূজনীয়
অমলদা-মুখ
দৌলতী
সমীপেষু

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটী করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পরবর্ত্তী প্রকাশন
বঙ্গানুবাদ সহ
"মহাভারত"

মার্গং আয়ান্তমো বীক্ষ্য পূরুবাট্ পূরুষর্ষভ।
তাম্ তদ্বদাম্ বিভ্রতঃ কায়াম্ মেনেঽর্ককামুকা ॥২৩
আয়ন্তমপথমেত্য স্ব আত্মন্যোপচীয়িনী।
অপশ্যন্তো বিচরন্ কোঽপি মায়ুনৈর্ভূত ভূষিত ॥২৪

এবং দুরাশয়া মত্ত-নিদ্রা ধর্মাবলম্বিনী।
নির্গন্তুমী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥২৫
তত্রা বিস্রাবয়া তুল্যবক্ত্রা বৈরোচনস্য।
নির্বেশং পতয়ো মহ্যং চিন্তয়েদুঃ সুদারুণঃ ॥২৬

পূরুষর্ষভ (হে পূরুষশ্রেষ্ঠ)। অর্কমাতুলা (অর্কস্যমাতুলা) সা (সেই শিবলা) মার্গং (পথে) আয়ান্তম্ (আগমনকারী) বিভ্রতঃ (ধারণ) পূরুষম্ (পুরুষরূপে) বীক্ষ্য (দেখিয়া) তম্ (তাহাকে) তদ্বদাম্ (তাহাকে) কায়াম্ (কামুক) মেনে (মনে করিল)।১৩

আয়ন্তম্ (আগত) অপথম্ (অপথ) এত্য (আসিয়া) স্বে আত্মন্ (নিজ শরীরে) উপচীয়িনী (প্রতিপন্ন বৈরোচন-অনুচরী) সা (সে) কোঽপি (কোন একজন) অন্যঃ (অন্য) ভূতিঃ (ভূত বেতালাদি) বিচরন্ (বিচরণ) বা এবং (এইরূপ) দুরাশয়া (দুরভিসন্ধি) মত্ত-নিদ্রা (মত্ত-নিদ্রা) ধর্মাবলম্বিনী (ধর্মাবলম্বনকারী) নির্গন্তুম্ (বাহির হইতে) প্রবিশতী (প্রবেশ করিতে করিতে) নিশীথং (অর্দ্ধরাত্র) সমপদ্যত (উপস্থিত হইল)।১৪-১৫

তত্রা (তখন আমার) বৈরোচনঃ (বৈরোচনের) তুল্য-বক্ত্রা (তুল্য-আনন) মহ্যং (আমার) সুদারুণঃ (সুদারুণ) নির্বেশং (বৈধব্য, অমঙ্গল) পতয়ঃ (পতি, স্বামীরা) চিন্তয়েদুঃ (চিন্তা করিল) ॥১৬

হে পুরুষোত্তম! কামুকিদাসে আকৃষ্টচিত্তা সেই শিবলা পথে আগমনকারী পুরুষরূপকে দেখিয়া তাহাকিদকে মনেমনে মন্মথ-মনোরথকারী পুরুষরূপেই কামুক মনে করিয়াছিল।১৩

মন্মথ-উপচীয়িনী সেই শিবলা পথে মায়াপ্রয়োগকারী লোক সকলকে দেখিতে পাইল। আমার পুরুষ তাহার মনুষ্য দিহা ধরিয়া যাইবার পর মনে করিল—অন্য কোন মনুষ্যজাতা আমার আমার নিকট আসিবে।১৪

এইরূপ দুরাশয়াহেতু নিদ্রাবিহীনা শিবলা একবার পুরে প্রবেশ করিতে লাগিল, আবার বাহে আসিয়া পথপার্শ্বে চারিয়া বেড়াইল। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও নির্গমনে নিশীথকাল (অর্দ্ধরাত্র) উপস্থিত হইল।১৫

বৈরোচনের আমার শুভবদনা, নিশিবঞ্চিতা সেই শিবলার চিন্তাহেতু সুকঠোর পরম বৈধব্য উপস্থিত হইল।১৬

মনু—আমার নিশিতে কি শিবা নিশিয়েছে? (১৩)

ব্রহ্মপুত্র—তোমার আমার কাল শিবা যাইতেছি, দেখিলাম—একজন মনুষ্য পুরুষ ধরিয়া যাইতেছে। অমনিই পুরুষ পুরুষ পাইয়া আমাদের মায়ায় মোহ করিয়াছে, মনে করিলাম এই মনুষ্যদেহটা আমার মোর পুরুষ এমন মনুষ্য ধরিয়াছে? পরক্ষণে দেখিলাম—সেই মানুষ পুরুষ আমাই হইয়া মনে মনে মন্মথের আসিতেছে। পরে আমি পাইয়া মনিলাম, মন্মথের আমাকে মন্ত হইয়া আমি মোহিত। এমন কুপথগামিনী আমাকে ধরি এমন। পুরুষের পুরুষ পুরুষের পরম মনুষ্য মনুষ্যদেহে

কীরূপপুর হইয়াছিলাম, এইরূপ পরম পরিশ্রমের প্রায়-প্রায়শ্চিত্ত মনে মনে করিয়া মনে। তখনকার নাম পীনা মন কীর্তন মনের মোহনা।

মনু—মনের নিকট কি নিবেদিয়াছ? (১৬)

ব্রহ্মপুত্র—তখনকি যে মুখের কাল, তাহা আমি মনাকে নিবেদিয়াছি। মনের পরমেশ্বর আমিই পাইয়া মনের পরিশ্রম মনুষ্য মনে নিবেদন করে। মনের আমিনের মোহের মনুষ্য নিবিয়া প্রাণ হারায়, তখন মনের মোহের মনুষ্য জীবন নির্মমের মোহ। মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের মনুষ্য মনুষ্যই আমি জীবন্ত

তস্মা নির্বিচিকিত্সায়া গৌরং শূন্য ব্যথা অহ।
নির্বেদ আপাপায়ানাং পুরুষস্য ব্যথা হরিঃ ॥২৮

ন ব্রহ্মাজ্ঞানির্বেদো বেদবন্ধঃ জিজ্ঞাসতি।
অথা বিজ্ঞানবন্ধিকো মনুকো অবতাঃ মৃগ ॥২৯

নির্বিচিকিত্সায়া (বিচি. লোপের অভাব কারণচিহ্ন) অস্যাঃ (তাহার) গৌরং (গৌর) অহ (আমার নিকট) ব্যথা (ব্যর্থ) শূন্য (হয় কর্ম) পুরুষস্য (পুরুষের) নির্বেদঃ (বৈরাগ্য) আপাপায়ানাং (আপাপায় হয়ের) ব্যথা (ব্যর্থ) হরিঃ (হরেক, অবয়ব), অহ (যে কারণ)। অজ্ঞান-নির্বেদঃ (বৈরাগ্যরহিতের অজ্ঞান) বেদবন্ধঃ (বেদবন্ধন) ন জিজ্ঞাসতি (জানে করিতে পারেন না)। মৃগ (যে কারণে)। বিজ্ঞানবন্ধিকঃ (বিজ্ঞানবিহীন) মনুকঃ (মানব, মন (বেদ) মননাত্ম (মনন:) ন জিজ্ঞাসতি, (জানে সমর্থ হয় না, অজ্ঞান আত্মিকের) ॥২৮-২৯

নির্বেদোবাচ (নির্বেদ কহিল)।—অহো (আহা)। অবিচিকিত্সায়াঃ (অবিচিকিত্সা) যে (আমার) মোহ-বিরতি

সেই মোহকারক-বিচার বৈরাগ্য কহিলেন আমার নিকট ব্যর্থ হইল। সে বলিল,—যেহেতু পুরুষদের আপাপায়ের বেদন একমাত্র বৈরাগ্য, যে স্ত্রীর বৈরাগ্য উদয় হয় নাই, সে ব্যক্তি বেদান্তাকারী আপাপায় ত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না। যে যাজ্ঞবল্ক্য বিজ্ঞানবিরহিত মনুষ্য বেদের মর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ বৈরাগ্যরহিত ব্যক্তি আপাপায়-মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না ॥২৮-২৯

নির্বেদ বলিল,—অহো। অন্যের ব্যথা করিতে

নির্বেদোবাচ।
অহো যে মোহবিরতিঃ পত্নত্যাবিচিকিত্সায়াঃ।
যা কারণাদনঃ কামঃ কামরে যেন যাচিতা ॥৩০
নন্দন সর্বাংশে ব্রহ্মণঃ হরিপ্রসরঃ
বিভ্রমঃ বিভ্রমিকঃ বিধায়।
অজ্ঞানাদনঃ ভূতবন্ধবিমোক-
মোহপ্রসরঃ ভূতবন্ধঃ অজ্ঞেয়ত্বাৎ ॥৩১

(মোহের বিরতি) নন্দন (বেদ, ন (বে) অহং (আমি) যাচিতা (অজ্ঞান, মূর্খ) যেন (যেহেতু) অনঃ (অন্য) কারণাৎ (স্ত্রী শব্দে হইতে) কাম (কাম) কামরে (কামনা করিয়াছি) ॥৩০

অহম্ (আমি) অজ্ঞা (মূর্খ) সর্বাংশ (বিষয়ে) হরিপ্রসরঃ (হরিপ্রসর) বিভ্রমঃ (বন্ধনঃ) ইব (এই) নন্দন (সাধু) ব্রহ্মণঃ (অপাপায় ঈশ্বরের) বিধায় (পরিত্যাগ করিয়া) বিভ্রমঃ (বিষয়) অজ্ঞানাৎ (অজ্ঞানতা) ভূত-ভবাদি-মোক্ষমোহপ্রসরঃ (ভূত ভব ইত্যাদিরূপ মোক্ষ মোহপ্রসর) ভূতঃ (হইব) [তাহা] (শব্দে পরমেশ্বরের) অজ্ঞেয়ত্বাৎ (অজ্ঞেয় বলিয়াই) ॥৩১

আমার মোহের বিনাশের হেতু—যে মোহ অজ্ঞানবশে আমি বিবেকশূন্য হইয়া অন্য এবং স্ত্রী পুরুষের নিকট হইতে ভোগ ও ধনাদি যাচনা করিয়াছি ॥৩০

ঐশ্বর্য্যপ্রদ, হরিদাস, সুখদ, বিভ্রম অর্থাৎ বিষয় বিনাশকারি ব্রহ্মের বর্জ্জনীয় ঐশ্বর্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞানী ভোগপ্রধানে অসমর্থ, ভূত ভব ইত্যাদিরূপ মোক্ষে মোহপ্রদ, ভূত পরমেশ্বর স্বামীকে অজ্ঞেয় মূর্খ আমি জানিয়াছি ॥৩১

অন্যের যিনি ব্যথা করিতে পারেন, তাঁহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমস্তই অকর্ম্মণ্য হয়। যেমন অন্ধত্বে, আন্ধত্বে, পঙ্গুত্বে—তিনটী ইন্দ্রিয় জানে। সেইরূপ যে জন অবি

করিতে পারেন। জিহ্বার থাকিলে অন্য দুটী থাকিবেই হইবে থাকে। অন্যান্য অন্য ইন্দ্রিয় যে করিয়া থাকে থাকে থাকে অন্যান্যের অন্য করিতে না পারে, তাহার বিকৃতির হইতে পারে না। আর-

অথো মহাত্মা পরিতাপিতো মৃধা
　　নাস্তেক্যবুদ্ধ্যাতিবিমর্ষ কর্ষিত।
ত্রৈলোক্যরাট্ বার্ষভযোঽনুশোচ্যাৎ
　　ক্রীতেন বিদ্ধঃ কতিমাত্মবেত্তাহী ৪৩২
অথাহিনির্নির্ণিতবৎশবন্ধু—
　　মূলং ফণা বোদ্ধমৈচ্ছঃ পিতরম্।

অথো মহাত্মেশ্বরমেবমেব
　　বিশ্বং ত্রয়ূর্ণং মহতৌপরি ত্বান্যা ৪৩৩
বিদেহানাং পুরে ধর্ম্মিমবেক্ষ্যৈব কুমারঃ।
ব্যাকক্ষিত্তাসত্যমাত্মানমন্তং কামমযুযুতাৎ ৪৩৪
মুহুঃ শ্রেষ্ঠমনো নাম আত্মা চাহং পরীক্ষিতম্।
ন ক্ষিপ্তোন্মত্তবৈবাহং প্রবেদমেব যথা যথা ৪৩৫

অতিস্নিগ্ধ অর্থাৎ (অতিস্নিগ্ধ যৌবিকা) সমস্তরূপে (অতি-পূর্ণিমা যাম) অর্থাৎ (পুনঃ) ত্রৈলোক্য (ত্রৈলোক্যে) ধনের (ধন বইয়ের) ঈশ্বরের (ধনে বিশ্বের আধিপত্যের ফল) যে (যে) আমি (আমি) বিদ্ধ (বদ্ধ) আত্মবৎ (আত্মবান) ব্যক্তির (ব্যক্তি) ঈদৃশী (ঈদৃশ ব্যক্তি), অথো (বদ্ধ) যথা (আমার যেমন) মূঢ়া (অন্ধ ... ন্যায় মূঢ়া) বাধিতঃ (বাধিত হইয়াছে) ৪৩১

অহিনির্ণিত (অহির অন্তঃ, বিষয়ভোগপরায়ণ (বিষয়ে নিহিত অন্তরঙ্গের ন্যায়) যা (যে) বোদ্ধমৈচ্ছঃ (জ্ঞানলাভের ইচ্ছা) পিতরম্ (আমার) অথো অথো চ (অহির অন্তরঙ্গ)

বিশ্বত্রয়ূর্ণ (বিশ্ব ত্রয়ূর্ণ) মহৎ (যে) এবং (এই) আত্মার (আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের) ন্যায় (আমা বিনা) অথো (অন্তত) যা (যে) ঈদৃশি (যেরূপ আছে) ৪৩৩

অহির (এই) বিদেহানাং (বিদেহবাসের) পুরে (নগরে) অথো (আমি) এব (ই) এরূপ - একাকার ধর্ম্মিণী (ধর্ম্মিষ্ঠা) অসতী (অসতী), যা (যে) অথো (আমি) আত্মনঃ (আত্মার) আত্মনো (আত্মা, স্বরূপ হইতে) অন্যম্ (অন্য) কামম্ (কাম) ঈয়ুষী (ইচ্ছা করিতেছি) (অন্য আর কোনও ধর্ম্ম) ৪৩৪

যে আমি ব্রহ্মেন্দ্রাদি ধনরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের মানবের নিকট হইতে অথবা বিশ্বের সেবের দ্বারা ইচ্ছা ও বৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া অতিস্নিগ্ধ যৌবিকা পরম-পুরুষ রূপে ইচ্ছিদ্ধির দ্বারা চাহে। আমি আত্মাকে বৃথা সন্তাপিত করিয়াছি ৪৩২

অহির দ্বারাই নিজের বংশধরের ন্যায় ধর্ম্ম ও বংশমূলের দ্বারা আত্মাদির অহির বংশধর, বিশ্বাসুর

পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্য বংশধরীকে আমি কিছু অন্য কোন নারীর বা কান্তবুদ্ধির সেবা করে ৪৩৩

জ্ঞানবান্ বিদেহনগরে এই বিশিষ্টাপুরীতে মোহিতচিত্তা এবম্বার আমিই, যেহেতু অসতী দুষ্টা আমি, বিশ্বাসবিহীন পরমাত্মবন্ধন-বন্ধনকারী ভগবান্ নিজ অন্তর নিজই কামনার ইচ্ছা করিয়া আমি ৪৩৪

ভগবানকারী আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভগবানে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কারণ ইহা না করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—ভগবান ইহা নিজে নিয়মন।

বিশ্বত্রয় অর্থ নিম্নলিখিত ৪১১। ভগবানের চতুর্থ আশ্রমাধিকারে।

৪৩—নিজের দেহের জন্য আমি কি করিয়া আত্মিকের) অন্যান্য কারণ কি নিজে করিয়াছে? দেহের কর্ত্তা কি করিয়া নিজেছিলে? (১০)

ব্রহ্মাসুর—ব্রাহ্মণ, অথো, বিশ্বাসুরের যা দেহের

আমার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে। দেহের ধর্ম্মের মত, সেই ধর্ম্মেই আমি জন্ম করি। দেহবিশিষ্ট ভূতাত্মকের ভাব অহির অহির বিশেষজ্ঞের ধর্ম্মের ধর্ম্মের নিজের আত্মার পরিচয় হিসাব। নিজের ব্রাহ্মণাত্মার জন্য দেহমূল করিয়া আমি আমির উপাদান করিয়া নিজেছিলে, অথবা এরূপ এরূপ দেহজন্মের ভাবের মধ্যে বিনা করিয়া গ্রহণ পারিলে। সে সব কারণ আমার দেহ ধারণের (নিয়ম আমির। সেইজন্য এরূপ ভূতাত্মকের জন্য আমার পরিচয়ের আমাদের ধর্ম্মিকে দুই নিজের করিতে পারে, কিন্তু দেহই আমির

কিংবা প্রিয়ঃ তে যজতাম্ কামা যে কামদা বরাঃ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া যথা বা কালবিক্রতাঃ ॥৩১
যূয়ং যে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা।
নির্ব্বেদায়াহরুদ্বাসাম্ যদ্ধেতোঃ কৃতবানিদম্ ॥৩২

বৈবঃ দুর্লভলাভায়াঃ দেবা নির্ব্বন্ধতে তব।
যোজয়ন্তং নিজীর্ত্যা পুরুষঃ পরমঃ প্রভুঃ ॥৩৩
তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যদঙ্গতাঃ।
অহম্ চ ভুবাণা পশ্যন্ত ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥৩৪

অন্বয় (ইতি) ৷ (হে) পত্নীলিপ্সো (পত্নীলিপ্সুক) যজন্ (যাজ্ঞিক পত্নী) প্রৈষয়া (প্রেরয়ঃ) [প্রিয়ঃ] পতয়ঃ (পতি) পত্নী (পত্নী) বা (ঈশ্বরে) আত্মনঃ [আত্মনাঃ—প্রিয়স্য] এব (ই) বিশ্বস্য (বিশ্ব রচিত) (মূলকারণ ইতি) অপরে (ইতর রহিত) যথা [যেমন] হরি (পত্নী) তথা (তদ্রূপ) আত্মা (আমি) দেবে (প্রভু রচিত) ৩৩

আত্মবন্ধুঃ (আমি আত্মবিদিত) যে (যে) কামদাঃ (কামনাদাতা) ভোগাঃ (ভোগী) বরাঃ (ঐশ্বর্য) বা (অথবা) কালবিক্রতাঃ (কাল-কবলিত) দেবাঃ (দেবতাগণ) যে (তাহাদের) অংশাংশাঃ [অংশাংশের] বিশ্ব (ক্ষুদ্রতম) প্রিয় (প্রিয়) বস্তুনঃ (কাহার পারিবারের) ৩৪

যূয়ম্ (বিশেষ) যে (আমার) কেবলম্ (কোনও) ভবতা (আমার দ্বারা) ভগবান্ (ভগবান্) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) প্রীতঃ (প্রীত) যৎ (যেহেতু) আরাধনঃ (আরাধনা) যে

এই অবিনশ্বরী—পত্নীলিপ্সুদের প্রিয়তম নাথ (স্বামী) সর্বাত্মক ঈশ্বর ভজনে সদা এবং আমার, ঈশ্বরেরই এই দেহ সমর্পণপূর্বক বরীভূত করিয়া রমার ন্যায় অনুক্ষণ ভজন করিব ৩৫

বিশ্বস্থ সকল, আর যে কামপ্রদ বর অথবা যেসকল তাহাদের পত্নীগণের যে প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছেন।—যেহেতু তাহারা স্বয়ংই ঐশ্বরিক-বিনাশবিশিষ্ট বলয় যেহেতুই ৩৬

নিশ্চিত আমার জন্মান্তরীয় কোন কর্মের দ্বারা শ্রীভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইয়াছেন, যেহেতু ইহলিয়া

বৈবঃ দুর্লভলাভায়াঃ দেবা নির্ব্বন্ধতে তব।
যোজয়ন্তং নিজীর্ত্যা পুরুষঃ পরমঃ প্রভুঃ ॥৩৩
তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যদঙ্গতাঃ।
অহম্ চ ভুবাণা পশ্যন্ত ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥৩৪

অন্বয় (আমার) পত্নী (এই) দুর্লভস্য (দুর্লভ, দুর্ঘটনার) নির্ব্বাণায়াঃ (বৈরাগ্য, সন্ন্যাস) কায়ঃ (উপস্থিত হইল) ৩৩

যঃ এষঃ (আমি অন্তর্যামী পতি), আত্মা (আত্মা হইল) নির্ব্বাণায়াঃ (সন্ন্যাসকালে) প্রেণঃ (প্রেমময়ী) অন্তর্হায়াঃ (অন্তর্ধানী) [যে] (আমার) [এ] হরঃ (হইল না), যেন (যাহার জন্য) আত্মবন্ধু (কৃষ্ণি) নির্ব্বৃতা (পরিত্যাগপূর্বক) পুরুষঃ (পুরুষ) পরঃ (ঈশ্বর, পতি) অজনি (জাত হয়) ৩৪

যেন (যেই বিষ্ণু) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) বিভূনা (সমস্তের দ্বারা) আত্মনঃ (প্রেমপূর্বক) প্রেয়সঃ (বিশেষভাবে) ঈপ্সিতাঃ (প্রার্থনা) ভাজঃ (ভাগ করিয়া) অধীশস্য (অধীশ) তা (আমাকে) পরম্ ব্রজামি (পরম প্রেম করিব) ৩৫

আমার এই দুর্লভতম বৈরাগ্য লাভার হইল ৩৩

সেই ভগবানের ভগবানের অনুগ্রহ হইতেছিল আমার বৈরাগ্যের ভাগ সেরূপ হইল না। যে বৈরাগ্যের দ্বারা পুরুষ যেন দেহাদিতে 'আমি, আমার' রূপ মোহ পরিত্যাগপূর্বক শান্ত্যাদিক মোক্ষ প্রাপ্ত হন।৩৪

এই হেতু সেই শ্রীভগবানের ঈশ্বরাদ্বয় বৈরাগ্য সমস্তের দ্বারা প্রেম সহ বিষয়সমিত ভোগ ভাগ করিয়া সর্বাত্মিকায় সমর্পণ হইব ৩৫

ন্ন। তখন বিজ্ঞানময় নিত্য স্বরূপের যে ধ্যান করিয়াছিল তাহা রূপ করুন—নিশ্চয়ই পুরুষের পালনাদি প্রেম করিবেন ইহা সত্য। তাহাদের ধ্যান যেন সহজ তাহা ভাবিতে পারেন না, তখন নিজের ঈশ্বরিক না হইলে তখনও যেমন হয় না। নিশ্চয় বলিয়াছিল—আমার! আমার মোহের

প্রেম যেন, আমি সত্যের অন্তর্যামী, সেইজন্য নিজের ঈশ্বরিক নিজেই তাহা কামনা করিয়াছি। আমার যত ভক্তদের তাহা যেন নাই। আমি নিজেই নিত্য মুক্তিদাতা, বিশ্বজন, তাহা প্রভাব ঈশ্বরকে তাহা করিয়া নিজের তাহা-ভাব-পরিবর্তনের-যোগের, আমি পুরা ঈশ্বর

পত্নীঞ্চ জনবত্যেতম্ ব্যাপাদয়ত ভৌরবী।
বিবাসয়ন্নুদৈবাহবাহুবা বন্ধনেন বৈ ॥৪০

সলাবভূলেন পতিতং বিবরেষ্বিতরেষু চ।
প্রেক্ষ্য কালাহিবাত্মানং কোঽতপ্যদ্যথা পুরা ॥৪১

আত্মৈব হ্যাত্মনো নেতা বিনিগ্রহমনুগ্রহম্।
অন্যথত ইদং পশ্যন্ প্রভূ: কালাহিনা জগৎ ॥৪২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এষ ঘোরতমোবর্ষি দ্বারাণ: কামমুদ্ধতম্।
হিংস্রোপসর্পণব্যালং নরাদনিরয়ে নৃণাম্ ॥৪৩

এষম্ (ইহাকে) জনবতী (জনাকীর্ণা) পত্নীঞ্চ (পত্নীকে) এষম্ (আমি) ব্যাপাদয়ম্ (হত্যা করিয়াছি) ভৌরবী নদী (ভীরুস্বভাব বশতঃ) বিবাসয়ম্ (দূরে রাখিয়া) অনুদৈবাহবাহুবা (সেই) বন্ধনেন (বন্ধন দ্বারা) এব (ই) বিবরাণি (বিবর) ॥৪০

বিবরেষু (বিবরের দ্বারা) দৃষ্টিবিষকল: (দৃষ্টিবিষযুক্ত) (অতএব) সলাবভূলেন (সলাব-তৃণের) পতিতং (পতিত) কালাহিম্ (কালসর্প রূপ) ইমম্ (এই) আত্মানম্ (আমাকে) চ: (ও) (সে) অবর: (অন্য) (বিষ্ণু ভিন্ন) এতম্ (এই জগৎকে) অপীপচৎ (মারিত) (আর কেহ মারে) ॥৪১

আত্মা (স্বয়ং) আত্মন: (আপনার অবলম্বন) হি (হইয়া) ইদম্ (এই) জগৎ (জগৎ) কালাহিনা (কালসর্প রূপ) প্রভূ (প্রভু) পশ্যন্ (দেখিয়া এবং) নিগ্রহম্ (নিগ্রহ হইতে) নিগ্রহম্ (নিগ্রহকারক হইতে), অন্য (অন্যের) আত্মা (আত্মা) এব (ই) আত্মন: (আপনার) নেতা (রক্ষক) অবতি (রক্ষিবেন) ॥৪২

এষম্ (ইহাকে) ঘোরতম: (নিবিড়তমসাচ্ছন্ন) হি: (সেই নিমিত্ত) দ্বারাণ: (দ্বারস্বরূপ) কামম্ (ইচ্ছা) উদ্ধতম্ (উদ্ধত) হিংস্র (হিংসা করিয়া) উপসর্পণ (উপসর্পণ করিয়া) ব্যালম্ (সর্প) নরাৎ (নরক) নিরয়ে (নরকে) নৃণাম্ (মনুষ্যের) ॥৪৩

ব্যাধের দ্বারা ধৃতা হইয়া হরিণী যেমন স্বামীর সহিত স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ আমার ভার্য্যাও পতিব্রতা হইয়া আমার সহিত স্বর্গে গমন করিবে ॥৩৯

সলাব-তৃণে পতিত, বিবরমধ্যে অন্যান্য

করাতে আমার ভার্য্যা মারা গিয়াছে। হায়! এতদিন আমার ভীরুস্বভাব দূর হইয়াছে, আমি অধিকন্তু বিষের বহির্নিঃসরণ রোধিয়া ফেলিয়াছি। আমার দৃষ্টিতে অন্যান্য সর্পের বিষ নষ্ট হইয়াছে। এইরূপ আমি নিজের ও পরের কারণ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এইরূপ আমি নিজের অনুরূপ শত্রুর কার্য্য আমার করিতে পারিব। পরন্তু সে ব্যক্তি,—যে বিবরমধ্যে আমার যত ভ্রাতাকে বিনষ্ট করে নাই, যেহেতু আমি আমার ঔরসপুত্রের ভরণ করার জন্য সন্তানদিগকে রক্ষা করিয়াছি। অতএব যেখানে বিষদন্ত, নখ ও আয়ুধ ঔরসপুত্রের আমার আক্রমণের মূলস্বরূপ বিষ বিনিষ্ট হইয়া এই সর্প আমার

বিবর, কালসর্প-কবলিত ব্যক্তিকে ঔরসপুত্র ব্যতীত অন্য কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ?৪১

যখন আমাকে ইহা এই ভগ্ন বালসর্প মুখমধ্যে কবলিত দেখিবে এবং অধিক প্রলাপ হইতে বিরাম-প্রাপ্ত হইবে, তখন আমার ভ্রাতৃগণ পরমসুখী হইবেন।৪২

নষ্ট করে। বিষদন্ত আমি ভগ্নদন্ত ও বিষশূন্য করিয়া রাখিব, তাহার ফলে ঔরসপুত্র আমার প্রতি প্রীত হইয়াছে, আমার এই বিবরে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। অধিক কথায় কাজ নাই, তাহা হইলে বিবরমধ্যে কেহ আমার নিশ্চিন্ত হইত না। এইরূপ কেহ যে কোন যখন সলাব পত্রের দ্বারা পতিতাও করিয়া থাকে। আমি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বলিয়া এ বিষয়ে প্রায় সকল ঔদাসীন্য পরমসুখী হইয়াছি। এই আমি নিজের সুখীত্ব পরমসুখ অনুভবের জন্য ভগবদ্ধ্যানে পরমসুখী হইব। অবশ্য ভাগ্যক্রমেই দুষ্টা পরিত্যাগপূর্বক পতিব্রতার সকল সময়ে সুখ করিল। আমারই সুখ হইল, ইহারই সুখ হইল। আমি নিজের ভাব ভেদে ভেদের শিক্ষা করিয়াছি।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ নিষ্কলা ॥৪৪

ইতি শ্রীমহাদেবকৃতে আত্মপুরাণে পার্ব্বত্যাং সংহিতায়াং বৈরাগিণ্যাখ্যেকাদশাঙ্কে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

আশা (আশা) হি (ই) পরমা (পরম) দুঃখা (দুঃখ) নৈরাশ্যং (নৈরাশ্য) পরমং (পরম) সুখম্ (সুখ) ইতি (ইহা) নিষ্কলা (নিষ্কলা) যথা (যেমন) কান্তাশাং (কান্তার আশা) সংছিদ্য (সম্যক্ ছেদন করত) সুষাপ (সুখে নিদ্রিত

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—এইরূপ কৃতনিশ্চয়বতি সেই নিষ্কলা উপরতি। অভিলাষরহিত হইলে পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি আমার নিকট সমাগত পরম সুখ হইয়াছিল ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাদেবকৃত আত্মপুরাণের পার্ব্বতীসংহিতায় বৈরাগিণ্যাখ্যানে অষ্টমোঽধ্যায় ॥৮

হইল) ॥৪৪

শ্রীমহাদেবকৃত একাদশাঙ্কে সন্ন্যাসযোগ শ্রীশ্রীআত্মপুরাণীয়পার্ব্বতীসংহিতা-অনুবাদে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নিশ্চিন্ত আশাই পরম দুঃখ এবং নৈরাশ্যই পরম সুখ। আমার আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কলা সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল ॥৪৪

শ্রীমহাদেবকৃতপুরাণে পার্ব্বতীসংহিতায় শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে একাদশস্কন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথকৃত অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ।

[কুলোচিত সন্ন্যাসগ্রহণং বর্ণয়ন্, অবধূতোপাখ্যানমারভতে।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান্ যদ্নিষ্কলঃ ॥১

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।

অন্বয়

নৃণাম্ (মানবগণের) যৎ যৎ (যেন যেন) প্রিয়তমং (প্রিয়তম), তত্ তত্ (তাহার তাহার) পরিগ্রহো

অন্বয়

(আসক্তি) দুঃখায় (দুঃখের নিমিত্ত) হি (ই) (হয়) তৎ (সে) অকিঞ্চনঃ (কামনাশূন্য) যৎ (যাহা)

নবম অধ্যায়।

[কুলোচিত সন্ন্যাসগ্রহণের বর্ণন এবং অবধূতোপাখ্যান আরম্ভ।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজা! মনুষ্যগণের যাহা

যাহা প্রিয়তম, সেই সেই বস্তুর পরিগ্রহই দুঃখের নিমিত্ত হয়, কিন্তু যিনি সেই পরিগ্রহের দুঃখেরমূল অবগত হইয়া অকিঞ্চন নিষ্পরিগ্রহ হন—তিনি অনন্তসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১

গুরু—শিষ্যের এইরূপ তত্ত্ব-পরিজ্ঞানের দ্বারা আত্মার দৃঢ়তা ঘটিয়া আত্মা যখন হইয়াছে, আপনি দৃঢ় হইয়া অন্যের গুরুত্ব গ্রহণের পাত্র-পাত্রীর হইতে উদ্ধার

পরিগ্রহণ। আসক্তির আশ্রয় দৃঢ় হইলে নিষ্কলা পরিত্যাগের সম্ভাবনা হইয়াছে।

এই নিমিত্ত উপরোধ আকাঙ্ক্ষার পরিত্যাগকে সর্ব্বাগ্রে ॥১-২॥

সাধিব স্ত্রিয়ঃ কৃপণয়োরজয়াত্মবন্ধ্বোরস্মাসু দেব বিমৃশেষ্যতমং বিধিং তম্।
যস্যাঞ্জসা ন বিদুষাপি বিচক্ষণেন মায়াময়ঃ প্রতিসমাধিরমায়িনো যঃ ॥৫২
স ত্বং ভবাববসথৌ ত্বয়ি নঃ কিলাস্যেদ্যুষ্মদ্বিচেষ্টিতমহো বিবুধাগ্র্যপূজ্যম্।
আশংসতে ত্বদনুসেবনমার্যধর্মাদন্যত্র নার্পিতমনাঃ পুরুষার্থমর্থম্ ॥৫৩

যাবেব চিন্তয়া মুক্তো পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিষ্ণুঃ সর্বগো বাসো যো গুপ্তেঃ পর ঈশ্বরঃ ॥৪৩
ক্বচিৎ কুমারী ক্রীড়ন্তং কুমারং কুমরীবরম্।
বরং তাদর্থ্যমাসাদ্য কাপি যাচেদ্ বরূথিনী ॥৪৪

বিষ্ণুঃ (অন্তরঃ) [সঃ] (যিনি) অবজ্ঞ (অবজ্ঞা) দুঃখ (দুঃখ) আত্মকারি (আত্মকৃত) ॥৫১॥

আধিব (নাথি) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণের) অত্ত (আজ) বিধাবিধি (বিধাতা) বলিতঃ (বলবান্) কৃপণয়া (কৃপণের) বন্ধু (নিজ জনের), সঃ (সে) অদ্য (অদ্য) আধিব (আধিব) পরিত্যাগ (পরিত্যাগ সূচক) দুঃখ (দুঃখ) সমর্থিতঃ (প্রদত্ত হয়) ॥৫২॥

সে (আমার) আত্ম-বন্ধু (নিজ আত্মজন) এ তুমি (আছ), দেবপূজিত (দেবতাগণ-পূজিতের) যা (যে) চিন্তা (চিন্তা) [তা আমি] (আমার) এ (এই), (তুমারের) ঈশ (ঈশ্বরের) আচরণীয় (আচরণীয়) অনুচিন্তা (আচরণ) ধর্মের (ধর্মের জন্য) বিধান (বিধান) [করিতেছি] ॥৫৩

যে (যে) বিষ্ণুঃ (অজ) ভবঃ (অজন্মা) নাথঃ (আমার), যাঁহা (যাঁহাতে) [আমরা] (আমরা দুইজন) সর্বদা (সর্বদা) আপ্লুতঃ (আপ্লুত) [তুমারের] চিন্তা মুক্তো (চিন্তারহিত) হই ॥৫৪

কখন (একদা) বন্ধু (নিজ) প্রতি আকৃষ্ট হইয়া] ও অধি (তোমার, পতি হইবার জন্য) কাহাকে (কোন কুমারী) কুমারী (অবিবাহিতা কন্যা) ও আসিয়া (আসিয়াছে) কখন (কখন—বিবাহের পর কখনও) কুমার (কুমার) আসিয়া (আসিয়া) [তাহার] নিকট (নিকট) বর (বর) আকাঙ্ক্ষা (আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে) ॥৫৫

হয়—কুমার পক্ষীর তাহার কি বিবাহ হয়? (১১)

উত্তরঃ—অবশ্যই আসিয়াছিল বলা। আপত্তি তাহার করিয়া অধিকক্ষণ হইতে পারিবে সময় পাখিদিগকে এবং হইয়া থাকে। যেমন দিন দেখিলাম একটী হরিণ কুমার পক্ষী একটী হরিণ কুমারী তাহার আসিয়া সংবাদ দিয়াছে।

এই সংসারে চিত্তাকৃষ্ট ও পরমানন্দে নিমগ্ন আমরা দুইজন। এক—যিনি সর্ব-স্থানে অবস্থিত তত্ত্ব ঈশ্বরবিহীন বাসক, আর অন্য—যিনি গুপ্তেন্দ্রিয়ের বিষয়ে পরমেশ্বরে একনিষ্ঠভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৫৪

কোনস্থানে একটী কুমারী আপনার বিবাহের নিমিত্ত করিতে দূরে স্বামীর বরণযোগ্যদিগকে দেখিয়া অবশেষে আমার নিকা প্রভৃতি কার্যোদ্ধারে যখন কখন সে স্বয়ংই তাহাদের আসিয়া সংবাদ জানাইয়াছিল ॥৫৫

অন্য কুমার পক্ষী তাহাকে আসিয়া আসিয় বাসিয়া নীচের তাহাকে আক্রমণ করিল। তখন কুমার আক্রমণকারী নিজের যোগ্য আসিয় পরিত্যাগ করিল, আসিয় অন্যত্র কুমারের তাহার করিয়া চলিয়া যায়। বিপদের আসন্নকালে মানুষের আক্রমণ হয়। বিষয় আপত্তিই দুঃখ কারণ—কুমার-কুল বিবাহ দিয়াছিল।

তোরত্যয়ব্যাবার্থং পাণৌ বহ্নি পার্থিব।
অবরুদ্ধ্যাঃ প্রকোষ্ঠাস্ফালুঃ পদ্মাঃ স্বনং মহৎ ॥৬
সা তন্মুক্তশিলং বহ্না মহতী ক্রৌঞ্চিকা কৃতঃ।
ততৈরৈকৈকশঃ পদ্মাং যৌ যৌ পাদ্যোরশেষয়ৎ ॥৭

উদ্রোবস্যাচ্ছলং যোগো অবরুদ্ধ্যাঃ স পদ্মযোঃ।
তত্রাপ্যেকং নিরস্যিষেকপ্রাণাবস্থং ধ্বনিং ॥৮
অন্তর্নিক্ষিপ্য তস্যা উপায়েনাহমিষ্বন।
লোকানুচ্ছ্বসনায়ান্ লোকতন্ত্রবিবৎসয়া ॥৯

পার্থিব (হে নৃপতে) ! তোরম্ (আমাদের) অন্যব্যাবার্থং (তোমাদের জন্য) যদি (নিশ্চয়ই) পাণৌ (হাতেতে) বহ্নিং (অগ্নি) অবরুদ্ধ্যাঃ (ইহাকে বন্দিনী করিয়া রাখিবার জন্য আমাদিগকে নিযুক্ত করায়) প্রকোষ্ঠাঃ (হস্তস্থিত) পদ্মাঃ (পদ্মকলস) মহৎ স্বনং (ভয়ানক) অস্ফালুঃ (আঘাত করিয়াছিল) ॥৬

সা (সেই কুমারী) তৎ (তাহার) মুক্তশিলং (আমাদের হাতে একবার জল আসিতে পারিলে, ইহা নিশ্চিন্ত) মত্বা (মনে করিয়া) মহতী (অধিক) ক্রৌঞ্চিকা (শঙ্কিতা) [অভূৎ] (হইয়াছিল), তত (অনন্তর) একৈকশঃ (এক একবারে

উদ্রোবস্যাচ্ছলং (জলের) যোগঃ (আসিতে দেখিয়া) অবরুদ্ধ্যাঃ (বাঁধা পদ্ম) উদ্রোবস্যাঃ (ছই বাহির) অপি (ও) যোগং (আসি) অভূৎ (হইয়াছিল), তত (তাহার) অপি (ও) একং (একবারে) নিরস্যিষেকং (ফেলিয়া দেওয়া), একবার (একবারের) জন্য (পর) প্রাণাবস্থং (হইল যা) ॥৮

এক এক বারে করিয়া সেই পদ্মকলসগুলি ধুইয়া ফেলিল ॥৭

অনন্তর পুনরায় জলের আসিতে করিবার সময় আপনার ছইবারে পদ্মের পাদদেশের জলের মত হইয়াছিল, তখন আর একবারে ধুইয়া রাখায় একবারে পদ্মের আর তোয়াগম হইল না ॥৮

হে পরন্তপ ! লোকতন্ত্র জানিবার জন্য মনে পরিতাপ করিতে করিতে আমি সেই কুমারীর নিকট এই উপায়ে ভিক্ষা করিয়াছিলাম ॥৯

তন্ত্র—রাজকন্যার নিকট কি ভিক্ষা করিয়াছিলে ? (১১)

সমাধান—রাজকন্যার কথায় বিশ্বাস করিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজকন্যা তোমার জন্য আমাদের সকলকে বিশ্বাস না করিলে তোমার চলে না। যাবৎ সকল বিষয়ে আমাদের আমাদের অবধান করা। বিশেষ যাবৎ না ইন্দ্রিয়গ্রামকে আমাদের সকলের আমি—এই ছই বলিয়ে পরাজয়ের পক্ষে থাকে, ইহার কখন নিবারিত হয় না।

তোমরা কুমার বাল, তাহাতে সে তোমা হইতে থাকে। আমার বিশ্বাসের নিকার জন্য বলিল।

ভবিষ্যতি] জলম (জল) বহু (আসিতে দেখিয়া)। পদ্মাঃ (কলসের) যৌ যৌ (ছইবারে করিয়া) পাদদেশং (পাদদেশ যাবৎ) ॥৭

[পূর্ব] অবরুদ্ধ্যাঃ (আমাদের করিবার সময়) অবরুদ্ধ্যাঃ (বাঁধা পদ্ম) উদ্রোবস্যাঃ (ছই বাহির) অপি (ও) যোগ (আসি) অভূৎ (হইয়াছিল), তত (তাহার) অপি (ও) একং (একবারে) নিরস্যিষেকং (ফেলিয়া দেওয়া), একবার (একবারের) জন্য (পর) প্রাণাবস্থং (হইল যা) ॥৮

সমাধান—তোমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম তিরস্কার করিতে এবং কুমারীর নিকট পরিত্রাণার্থ উপস্থিত হই। কুমারীর যেমন পরিচয় ছিল যে, তাহার একটি কুমারী কন্যা ছিল। সেই কন্যার তাহার বিবাহের সময় করিবার জন্য কমণ্ডলু প্রস্তুত হয়। কুমারী তাহাদের কন্যাদানাদি সম্পাদনের জন্য না থাকায় তাহার ইন্দ্রিয়ের পাত্র করিতে থাকে।

ভবিষ্যতীমে ছিদ্রমেতে ন্যাসাদিতি: কুমারীকন্যয়া ॥৯

পাঠান্তর—৯ পদ্য।

তন্ত্র—কুমারী-কন্যার কাছে কি ভিক্ষা করিয়াছিলে ? (১২)

সমাধান—তোমাদিগের ইন্দ্রিয় তিরস্কার করিতে এবং কুমারীর নিকট পরিত্রাণার্থ উপস্থিত হই। কুমারীর যেমন পরিচয় ছিল যে, তাহার একটি কুমারী কন্যা ছিল। সেই কন্যার তাহার বিবাহের সময় করিবার জন্য কমণ্ডলু প্রস্তুত হয়। কুমারী তাহাদের কন্যাদানাদি সম্পাদনের জন্য না থাকায় তাহার ইন্দ্রিয়ের পাত্র করিতে থাকে।

বাসে বহূনাং কলয়ো ভবেদ্ যর্হ্যব্জনাভধর্মাণাম্।
এষ এব হেতুঃ পুংসাং মৃদ্বয়তা হৈব কলৌ ॥১০
যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্ যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥১১
বিদুর্নির্ব্যূঢ়লোকাব্জবিভবম্ ॥১২
উদ্যদ্বাহুরয়ন্নাহ চরণৌ যে ন বেদ বিশ্বিনরস্তয়োঃ।
অন্তর্হৃদ্যবতাং মৃগাঙ্কিং ব্রজন্ত-
স্তিষ্ঠন্ যন্নভসো ন যাতি পরমং পার্থে ॥১৩

অস্তিম (যে শরীরস্থিত) ; লোকত্রয়বিনিমেণা (লোকত্রয়ের অধিবাসে রত) এবং (এই) লোকান্ [লোককে] অতন্দ্রম্ (নিদ্রা করিয়া) ভজন্ (ভজনা) ইহ্ (এই) উদ্যন্তম্ (উদয়শীল) অর্কম্ (নিত্য ক্রিয়াবিশিষ্ট) বহুমান (অনাদরের) একঃ (একাকী) যানে (যানে) বসন্ (বসত) অরয়ঃ (ঋষিঃ) ন্যায়ঃ (ন্যায়সঙ্গত) অমি (ও) যান্তি (যাইতেছেন) [অতএব] (ইহাই বলিতে), অতএব (সেই হেতু) মৃদ্বায়ুঃ (মৃদুবায়ু) বহন্ বৈ (বহিতেছে এবং) এষঃ (এইটী) নঃ (আমাদের) বিতনোতি (বিস্তার করিতেছে) ॥১০

অন্তর্হিতঃ (অদৃশ্য) ভিষগাপ্তঃ (বিদ্যুৎ) বিভবাঃ (যান অলঙ্কারাদি) বৈমানিকাভাসমেতম্ (বিমান ও অন্যান্য দেবযান যুক্ত) বিমানম্ (বিমানে) নরঃ (মনুষ্য) একম্ (একাকীই অবস্থান) ন ভেজে (গমন করিতে) ॥১১

মনুষ্যলোকের একত্র যানে গমন হইয়া থাকে। দুইজন একত্র অবস্থান করিলেও পরস্পর আলাপ হয়, অতএব মৃদুবায়ুর বহনের ন্যায় একাকীই বিতরণ করা কর্ত্তব্য ॥১০

আলস্যবিহীন যোগী আদর ভয় ও যান অস্ত্র বসন বৈভাষা ও অন্যান্য দেবের দ্বারা বিভূষিত মন লক্ষ্য শ্রীভগবানে উত্তমরূপে যুক্ত করিবেন ॥১১

এই মনুষ্য-বিগ্রহকারী যম পরমাত্মস্বরূপ

সহস্র মুকুন্দ ভক্তজন
বিষ্ণু নির্ব্বাণমুপৈত্যবিভয়ম্ ॥১২
উদ্যদ্বাহুরয়ন্নাহ চরণৌ যে ন বেদ বিশ্বিনরস্তয়োঃ।
অন্তর্হৃদ্যবতাং মৃগাঙ্কিং ব্রজন্ত-
স্তিষ্ঠন্ যন্নভসো ন যাতি পরমং পার্থে ॥১৩

যে (যে) একম্ (একই) মনঃ (মন) পরিম্ (অন্যান্য, ইন্দ্রিয়গণের) সহায়ম্ (সাহায্যে রহিত) পরঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ) গুণাত্মকম্ (গুণাত্মক) পুরুষম্ (জীবাত্মা) দুর্ভিদ (ভেদ করিতে), দুরন্ত (দুর্জ্ঞেয়) সত্ত্বম্ [সত্ত্বগুণের দ্বারা] ধৃতঃ (ধৃত) চ (ও) ভগঃ (ভগঃ) বিগ্রহ (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অধিরুহ্য (ভগবদ্ভাবে অধিরূঢ় হয়ে) নিরাময়ম্ (নির্ব্বাণ) ঐশনামি (প্রাপ্ত হয়) ॥১২

ঊর্দ্ধবাহুঃ (ঊর্দ্ধবিক্ষেপে) ইদম্ (বেদের) ঐশে (পরে) ন্যগাদ্ (বলিয়াছে) একপদ (যাহাতেছেন সমবেত) মৃগাঙ্কিং (ভগবানে) ন বিদুঃ (জানিতে পারে নাই), [অথচ] (ভগবান) যদ্ (যেখানে) একম্ (একাকী) আত্মনি (আত্মার) অবস্থিতঃ [অবস্থিতি করেন] বসিঃ (বসু) বা [কিংবা] অন্যত্র (অন্যস্থানে) কিঞ্চিৎ (কিছুই) ন ভেজে (আশ্রিত করে না) ॥১৩

শ্রীভগবানে ধ্যানলাভ করিয়া ধীরে ধীরে কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করে। যখন ঈশ্বরাত্মক বহ্নির সহস্রদলের দ্বারা রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করত ভাগবত অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় ॥১২

মহর্ষিগণ যেমন যাগে একমাত্র হবনীয় যাগোপযোগিদ্রব্যে সমবেত দেবতাকে জানিতে পারে নাই, তদ্রূপই শ্রীভগবানে অবস্থিত হইয়া যায় না অন্যত্র কিছুই জানিতে পারেন না ॥১৩

মুকুন্দের আত্মস্বরূপ মৃদুবায়ুর বহন বন্ধ হয়, সমস্ত বায়ুর বেগ থামিয়া যায়। মৃদুবায়ু এবং এক সমস্ত কথা বুঝিয়া যেমন মহর্ষিগণ চলিয়া যান। তাহারও পর হইতেছে যেমন এক এক যাহি সমস্ত অবয়ব যাইবে, তখন যায় পর

হইল না। আমি মৃদুবায়ু-স্বরূপ বিষ্ণু হইতে আসিয়াছি এবং যে সকল লোক এখন কি গতি হইবে এজন্য তাহা চিন্তা মন দিয়া করিয়াছি। 'তাহারপি ভবৈব' সাংখ্যসূত্র ১০ ৩য় ॥। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাদি সর্ব্বাত্মাপি ॥৩।১৩ সাংখ্যসূত্র।

একস্মাদ্বিকেরঃ স্যাৎপ্রথমো ত্রয়াণাম্। ১৪
অলক্ষ্যদশন আচার্যৈর্দ্বিকোঽন্যত্রাপ্যেতঃ ১৫
দৃষ্ট্বাহন্যোঽন্যস্মিন্ বিরুদ্ধাচারবান্ধবঃ।
দর্শং পরমুক্ত্বা বেদ প্রবিশ্য দৃশ্যবেদতে ১৬
একো নারায়ণো বেদঃ পূর্বসৃষ্টেঃ স্বয়ম্ভুবা।
সংস্কৃতঃ কালকল্পে তন্ত্রান্ত ইহাগতঃ ১৭

এষ এবাদিতীয়োঽন্যঃ কূটস্থাধারোঽখিলাত্মকঃ।
কালেনাত্মানুভাবেন শাশ্বতঃ ধীরাত্ম শক্তিমু।
সর্বাধিষ্ঠাধিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ১৭

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ১৮

অন্যস্মাদ্ (অন্যস্মাদ্বিশু, অব্যয়) মূর্তিঃ (মূর্তি) আচার্যৈঃ (আচার্য-সমূহের দ্বারা) (অধিক দ্বারা) অলক্ষ্যদশনঃ (অন্য সম্প্রদায়) একস্মাদি (একাদী বিশেষণী) অধিকেরঃ (বিশেষ বিশেষ-মূল—অধিক) আচার্যাৎ (আচার্যী) অন্যস্মাদ্ (অন্তর্ভেদকারী) একঃ (এক) তন্ত্রে (তন্ত্রে) ॥১৫

অন্যস্মাদ্বিশু (অন্যস্মা ভেদকারীর) দৃষ্ট্বাহন্যঃ (মূল বিশেষ) বিকল্পঃ (বিকল্প) চ (ও) ৪ অন্য (ভেদের বিধির হয়) বি দর্শং (দর্শ) পরমুক্ত্বা (অন্যান্য মূল) বেদ (মূল, শাস্ত্র) প্রবিশ্য (প্রবেশ পূর্বক) দৃশ্যম্ (দৃশ্য) এবাত্ত (প্রাপ্ত হয়) ॥১৬

আচার্যৈঃ (আচার্য আচার) অধিকেরঃ (বিশিষ্ট অন্যের আচার) তন্ত্রে (তন্ত্রেরিতে) সংস্কৃতঃ (সংস্কার) একঃ (একমাত্র) ইহাগতঃ (ইহা) অন্যত্রে (মহাকল্পে)

মূর্তি—মর্ত্যের ন্যায় সাধন একাকী বিভেদশীল, বিধিবিধি বাদবাদান্তরীন, বিরুদ্ধাচারে অসাধক, নির্দ্বন্দ্বে বাদকারী, আচারের দ্বারা কোনরূপ আপনার জ্ঞানপ্রকাশ না করিয়া এক অসহায় বিচারী হইবেন ॥১৫

অবিদ্যার ভেদের জন্য মূর্তিদিগের দুঃখের কারণ ও বিকল্প হয়, এই হেতু দর্শ বেদের পরমুক্ত মূল (অর্থ) প্রবেশপূর্বক সুখে অবস্থান করে, তখন

ন্য—নয় বিশেষণ তন্ত্রম্ কি নির্বিশেষের? (১৫)

সম্প্রদায়—কোনদিন কোন এক কারণে যদি বিশেষ অধিকেরঃ। এমন সময় এক ব্যক্তি কোনরূপ নূতন আচারাদি করিয়া চলিয়া যাইল। সকলেই তখনকার ভয়ে তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু চলিয়া যাইবার পর আদি আচার

কালকল্পে (কালকল্পি) অবতার (যাঁর অবতার কথা) ইহ (এই) পূর্বসৃষ্ট (পূর্বসৃষ্ট) বিদ্ ॥১৭

সন্দোহঃ (সমূহ করিয়া) একঃ এব (একমাত্র) অন্য (বিশেষ)। কালেন (কালক্রমে) আত্মানুভাবেন (স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা) সর্বাধিষ্ঠ (সর্বাধি) শক্তিষু (শক্তিমান্) শাশ্বত ধীরাত্ম (সদা প্রাপ্ত ধীমান) [সঃ] (তিনি) আধি-পুরুষ (আধিপুরুষ) প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ (প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর) পরাবরাণাম্ (মূল ও সব জীবদের) পরম (পরম শ্রেষ্ঠ) কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ (কৈবল্য আখ্যাবিশেষ) আস্তে (থাকেন)। [তথা সঃ] (তখন তিনি) নিরুপাধিকঃ (উপাধিশূন্য) কেবলানুভবানন্দসন্দোহঃ (নির্বিশেষ স্বরূপের আনন্দময় হয়) [সমস্ত অবশেষের ধারা অন্বয়রূপেই হইয়া থাকেন] ॥১৬-১৮

মূর্তির মূলস্বরূপ হইয়া। পরমাত্মরূপ হয় তখন সুখে অবস্থান করিবেন ॥১৫

জ্যোতির্ময়, তখনও মূর্তি তিনি নারায়ণ জীবন্ত-পরায়ণ, অবতার দ্বারা প্রকৃতির দ্বারা পূর্বসৃষ্ট এই বিশ্ব তন্ত্রান্তে কালক্রমে মহাকল্পে সংস্কার পূর্বক সমস্ত প্রলয়ের আদান, আধার আধার, একমাত্র, স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য, অদ্বিতীয় ইহার নারায়ণ ছিলেন ॥১৬

বিশেষ উপাধিক হইলেন। তখন তাহার নাম বিশ্বেশ হইয়া গিয়াছে। সে আচারের প্রভাব করিলে আমি নিজের অধিকার "তোমার সমুখ দিয়া উপরেই অধিক অধিকার সম্মান করিবেন, তুমি তাহার কোনরূপ সম্মান করিবে না কেন?"

কেবলাত্মানুভাবেন যথাবাং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সর্গোদ্যমং সৃজত্যাদৌ তথা নূত্রমবিশ্বম ॥১৮
তাবাদ্বিত্তগবদ্ভক্তিং সৃজন্তীং বিদ্ধ্যেতাদৃশম্।
যস্মিন্ প্রোক্তমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥১৯

ঊর্ধ্বাধোব্যক্তির্যগাদ্যৈঃ নানৃতা যত্নতঃ।
তথা বিদ্যা কৃতাত্মাং প্রত্যেতব্যং অহেরিব ॥২১
যত্র যত্র যথা দেহী ধারয়েৎ সকলং বিধা।
যেনাবদ্ধস্তদাত্মানং যাপি যাতি তত্তৎসত্ত্বগতাম্ ॥২২

অবিদ্যম (যে অবিদ্যম)। [ম] (তিনি) কেবলাত্মানুভাবেন (একমাত্র আত্মস্বভাবের দ্বারা) ত্রিগুণাত্মিকম্ (ত্রিগুণাত্মিকা) যথাবৎ (যথা যথাভাবে) [ইক্ষণম্] (ঈক্ষণের দ্বারা) সর্গোদ্যমম্ (সৃষ্টিতে উদ্যম) আদৌ (প্রথমে) তথা (তেমনি ভাবে) [সদাঃ] (সদ্যই) সৃজতি (সৃষ্টি করেন), বিশ্বম্ (অখিল বিশ্ব) সূত্রম্ (সূত্রাত্মাকে) তাবৎ (সেই) মাত্রা (মাত্রাতে) ত্রিগুণাত্মিকম্ (ত্রিগুণের অধিষ্ঠানরূপ শরীর) তথা (তাহার)। বিদ্ধি (বুঝিবে) ইতি (এই বিশ্ব বিশ্ব দেহের (শরীর) রূপ (আকার ধারণ) পুমান্ (পুরুষ) সংসরতে (সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে) [যঃ] (যে)।

আত্মস্বরূপ বিশ্বের জ্ঞানের দ্বারা সত্ত্বরজস্তমঃপ্রধান সমস্ত প্রাণী যে অনির্বচনীয় প্রকৃতি পুরুষের বিচিত্র সম্বন্ধে দেবতাদের ও অন্যান্য জীব সমূহের প্রাণাকারস্বরূপ সমষ্টি ঈশ্বরবিগ্রহের বিশ্বরূপ জ্ঞান আছে তার মূল ভিত্তিস্বরূপ [বিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণিত হচ্ছে ।১৭-১৮

যে অবিদ্যম! যেমন আত্মপ্রভাব জ্ঞানের দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা পুরুষ জীব সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে।

ঊর্ধ্বাধিঃ (ঊর্ধ্বাধি) তথা (যেমন) তির্যক্ (তির্যক্ ভাবে) উদ্যঃ (ঊর্ধ্বাদি) সকলঃ (বিশ্বের সৃষ্টির) তথা (তাহার ন্যায়) বিদ্যা (বিদ্যার দ্বারা) কৃতা (সৃষ্টিতে) তথা (তাহার) প্রত্যেতব্যঃ (প্রত্যেক) [তথা] (তথাস্ত) মায়াময়ঃ (মায়াময়) সর্গঃ (সৃষ্টির) প্রবর্তনে অবশ্যম্ভাবী ও (সেই ভাবে ও প্রকাশ করেন) ।১১-১২

যেই (যেই) যেখানে (যেখানেও) যেমন (যেমনভাবে) যা (কিছু) তথায় (সেখানে সেইরূপ) বিদ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) যত্র যত্র (যেখানে যেখানে সকল (সমস্ত) বিধা (প্রকারে) ধারয়েৎ (ধারণ করে)। তথা (সেই সেই) সত্ত্বগতাম্ (সত্ত্বগুণ) যাপি যাতি (প্রাপ্ত হয়) ।১২

ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা প্রকৃতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই প্রকৃতির দ্বারা প্রথমে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সত্ত্বগুণ সৃজন করেন। অতঃপর ঐসব মায়াবিষ্ট ত্রিগুণাত্মিক বিশ্বপ্রজাপতিগণ যাঁহাকে ভগবানের অধিষ্ঠাত্রিশক্তিরূপে বলিয়া থাকেন, যে ভাগবতী মায়াই প্রাণিগণকে মূলে এই বিশ্ব প্রসবিত, প্রাণিগণ যাহার দ্বারা পুরুষ জীব সংসারচক্রে পরিভ্রমণ হইয়া ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

যে অবিদ্যম 'যাহার বিদ্যমত্ব আমি যে অবিদ্যম নাহি হই।" পরমিশ্বরের আমার নিত্যত্ব এবাক্যের শিক্ষার বস্তু।

আত্মস্বরূপেরি পরমত্ব যুক্তি দর্শনে। মায়াবাদের ধ্বংস ॥১৩॥

প্রশ্ন—দর্শনের পরমত্ব কি নিশ্চিয়মেব? (১৩)

উত্তরঃ—আত্মস্বরূপ পরমত্বের যত যুক্তিদর্শন তথা নিশ্চিত। পরমত্বের মূলে আত্মস্বরূপ দর্শনের আমার ইহা শিক্ষা বিষয়ত্ব। যুক্তিরূপী ও যোগী 'আমার আমার' ইহা শিক্ষা বিষয়ত্ব, আমি দর্শি নিশ্চয়ত্বেরূপে প্রত্যক্ষ আমার। যে যেমন আত্মস্বরূপ দর্শন পরিত্যাগ হইয়া একাকী নিজের করে, বিশ্ব একত্বরূপে আমার মধ্যে আমার যে শক্তির দ্বারা সৃষ্টি নিত্যি যেন সৃষ্টিরূপে পরে মধ্যে, তাহার যে শক্তি আমার নিত্যত্বরূপী শক্তিমন্ত্র কি শক্তিরূপে যোগবলে পরিত্যাগ না দিয়া একাকী পরিত্যাগ করিবেন—দর্শনের ইহা শিক্ষা বিষয়ত্ব।

প্রশ্ন—আত্মস্বরূপ-তত্ত্বের আমার কি শিক্ষা করিবারেন? (১৪)

উত্তরঃ—ত্রিগুণাত্মিকা কি একাকার নিত্য বিদ্যার করেন আত্মস্বরূপ-তত্ত্ব আমার দ্বারা শিক্ষা বিষয়ত্ব। সেই পরিত্যাগের ত্রিগুণাত্মিকা যে শক্তিরূপে আমার যে শক্তিরূপে উদ্ভব হয়া যোগিত্ব করেন। যাহা দর্শনেরূপে যদিও যে বিশ্ব নিত্যি হয়া প্রকাশ, তাহার দ্বারা পুরুষ সংসারেরূপি প্রাপ্ত হয়,

কীটী দেবকুতং যাচেদ্ দুরাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎস্থানতাং যাচেদ্ পূর্বরূপমবাপ্তয়ে ॥২৩

যাচেদ্ (সে যাচনা করে)। দেবকৃত (দৈবপ্রভাবের) যাচেদ্ (যাচ্ঞা করিয়া) তস্মিন্ (সেই) কীটী (ক্ষিপ্রগামী কেশপোকা) তেন (দৈবপ্রভাবের দ্বারা) দুরাং (দোষের) প্রবেশিতঃ (প্রবেশিত) সন্ (হইয়া) যাচেদ্ (তাহাকে যাচ্ঞা করুক) পূর্বরূপং (পূর্বরূপ) অবাপ্তয়ে [যদি] (যাহা না করিয়াও) তৎস্থানতাং (তাহার তুল্যতাকে) যাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥২৩

এবং শুক্লতা এতেষা এষা যে পিপিলিকা মতিঃ।
যাস্যোপপিপিলিকাং বুদ্ধিঃ সূক্ষ্মে যে মনঃ প্রসেৎ ॥২৪

যাস্যা (যে যাহার)। এষু (এইরূপ) এতেষা (এই) শুক্লতা (শুক্লতা হইতে) এব (এই) যে (আমার) মতিঃ (মতি) পিপিলিকা (পিপিলিকা হইয়াছে)। এষা (যে এখন) যাস্যোপপিপিলিকাং (যেন হইবে পিপিলিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শুক্লা (শুক্লবর্ণবিশিষ্ট) যে (আমার নিকট) সূক্ষ্মে (অল্প ফলে) ॥২৪

যাচেন, যেমন

ঈর্ষাবান্ধি (যাচ্ঞা) হইতে ঈশ্বরে ঈর্ষা হইতে প্রণামের ক্রিয়া তাহার দ্বারা কীটী ক্ষণমাত্রের পুনরায় সেই ঈর্ষাকে প্রাপ্ত করে, এইরূপ অন্যের আপনা হইতে বিশ্ব প্রণামির করণ তাহাতে বিহারপূর্বক আপনাতেই সমস্ত ঈশ্বরতায় করিয়া যাচেন ॥১৯-২১)

যাহাতে কিন্তুরাদিকা বুদ্ধির দ্বারা যে যে বিষয়ে সমস্ত-বিষয়াত্মক মনকে প্রেরণ করে, সেই সেই বিষয়ে তত্ত্ব প্রেরণ

কিন্তুরত্বাদি যাহাকে বলে, সে সেই সেই সমানরূপতা প্রাপ্ত হইয়া যাকে ॥২২

হে নরনাথ! কোনরে প্রবেশিত কীটী ক্ষেত্রলোকা দেবকৃত ঈশ্বরলোকে যাচনার পূর্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই সেই ক্ষেত্রেই দেবকৃতের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়—যেমনকে সাযুজ্যলাভের সময়ে আর কি বলিব ॥২৩

এই শুক্লতন্ত্র হইতে আমি এইরূপ শিক্ষিত হইয়াছি। আপনার দেহ হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন ॥২৪

সেই যাচনাকে এই বিষয় গ্রাস ও প্রকাশ করিয়া যাচেন। ঈশ্বরের বিশ্ব-বিস্তারের বিষয়তার যাহার যাচেনা-তত্ত্ব।

যা—ঈশ্বরতা-তত্ত্ব আপনাকে কি শিক্ষা দিয়াছে? (২১)

বিষয়ে।

মূল চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কথা যায়, কিন্তু গণনায় ২১টী হইয়াছে। এই ২১প্রকার কাল পর্যন্তের ও ভূতের সূক্ষ্ম ও স্থূলাবস্থা তত্ত্বসমূহ ঈশ্বরতার যত ইহা এক, এইটী শিক্ষা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর দেহের অন্যান্য বিষয়ে চতুর্বিংশতি একটী পৃথক্ পরিমাণের।

ঈশ্বর যাচনার দৃষ্টান্তস্থল—কাল, বীজ, বৃক্ষ, মুকুলী, ফল, পর্ণ, পক্ষ ও মূল এই আটের অন্তরে। মুকুল, মুকুলী ও ফলের ভিতরে এক অবস্থাতেও আর অবশিষ্ট ভিতর প্রভৃতি অবস্থাসমূহের গণিত হয়।

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু-
র্বিভ্রৎ স্ম সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে নরসত্ত্বমূর্জম্।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতঃ বিরমামি তস্মাৎ ॥২৫
আরাদ্রজার্থ-পশু-তৃষ্ণা-সুহৃত্তদর্থান্
পুত্রাদি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্।
যাত্যো নরকান্ধ-যমপত্তবনং স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি কৃষ্ণমায়া ॥২৬

(একান্বয়) বিবেকহেতুঃ (বিবেক বিবর্দ্ধিত করিবার) মে (আমার) গুরুঃ (গুরু) নরসত্ত্বমূর্জম্ (উত্তমরূপে নরত্ব দেহকে) সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে (জ্ঞানোদয় নিমিত্ত) বিভ্রৎ (ধারণ করিয়াছেন) [অতএব] যথা (যেরূপে) অনেন (এই দেহের দ্বারা) তত্ত্বানি (তত্ত্বসমূহ) বিমৃশামি (বিচার করি), তথা (সেরূপে) পারক্যম্ (ও-পরমার্থ তত্ত্ব) অবসিতঃ [বিচার করিয়া] অহম্ (আমি) তস্মাৎ (ইহা) বিরমামি (বিরত হইতেছি) ॥২৫

অরিভ্যোঽর্থেভ্য (যে আমার নিজ ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়) আরাদ্রজার্থ-পশুতৃষ্ণা-সুহৃত্তদর্থান্ (স্ত্রী পুত্র ধন পশু ইত্যাদি বিষয়সমূহ) বিতন্বন্ (বিস্তার করিয়া) পুত্রাদি [পোষণ করিয়া], যাত্যঃ (যাইতে থাকিয়া) অধঃতমঃ (অন্ধ নরক কবিয়া থাকে), সঃ (সেই) দেহঃ (দেহ) কৃষ্ণমায়া (কৃষ্ণের মায়া প্রবল হওয়া) অস্য (ইহার) মূলে (কারণ) বীজম্ (কারণীভূত) সৃষ্ট্বা (সৃজন করিয়া) অবসীদতি (অবসন্ন হয়) ॥২৬

ত্রিভ্যা (ত্রিগুণ) অদ্য (জ্যোতিষ্মতী পুরুষকে) একম্ (এক) ত্রিবৃৎভেদম্ (ত্রিবিধ ভেদযুক্ত) অহিপতিঃ (সর্পরাজ) ইব (যেমন) ত্বচা (ত্বক দ্বারা) বিশেষাভিমতঃ (বিশেষ অভিমানযুক্ত) কবিঃ (জ্ঞানী) পুরুষঃ (পুরুষ) বিধত্তে (ধারণ করিয়া থাকে)।

হে নরদেব! ইহজন্মে নরত্ব লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়-বিনাশশীল হইয়াও দেহ আমার গুরু। এই দেহের দ্বারা যথাযথ তত্ত্ববিচার করি, তথাপি পরম পুরুষ ভিন্ন ইহা নিত্য নহে ইহাতে আত্মাভিমানরহিত হইয়া সুখে বিরত করিয়া থাকি ॥২৫

অন্যের সহিত এক সঙ্গতকারী পুরুষ যে দেহের ভোগসম্পাদনের নিমিত্ত আত্মা পুত্র ধন পশু প্রভৃতি বিষয়সমূহ সঞ্চিত করিয়া পোষণ করে, আত্মবন্ধু পুরুষের পরমাত্মনিমিত্ত ভক্তিতে পুরুষ-দেহ সৃজন করিয়া কৃষ্ণমায়া এই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥২৬

এই জ্যোতিষ্মতী পুরুষকে ত্রিগুণ ভেদের দ্বারা আবরণ করে, পিপাসা জলের প্রতি, ক্ষিপ্র ত্রৈলোক্যের দিকে, রূপ, স্পর্শ ও ঊষর আদির প্রতি, শ্রবণ শব্দে, ঘ্রাণ গন্ধে, কেশলুপ্তি ভদ্রের প্রতি—এইরূপ অর্থেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দরূপ স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি আসক্তিপূর্বক বহুসঙ্গী দেহের এক আত্মাকে আবরণ করায় বিশ্ব করে, তদ্রূপ করিয়া থাকে ॥২৭

পত্র। দুষ্প্রকম্পিনিঃ যত্নসম্ভবাস্তে
অনুক্রমর্ত্তনিবিড়াকপীঠ ধীরঃ।
তূর্ণং অবেত্য ন পতেন্দুষ্কৃতা যত-
দ্বিশ্লেষলাভ বিধয়ঃ খলু সর্ব্বজন্তোঃ ॥২৯
এবং সমাধাবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থ্যুৎকল্পন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ॥৩০

ধীরা (ধীরম্) যত্নসম্ভবের (অনেকজন্মের পর) ঈদৃ (এতাদৃশ) ইদম্ (এই) অবিদ্যায় (অবিদ্যা) আদি (ইহাদের) অর্থস্য (বিষয়ের প্রাপ্তির) অনন্তর দুষ্প্রকম্পি (অতি দুর্জ্ঞেয়) সত্ত্বম্ (সত্ত্বের ভেদ) খলু (পরে বলিয়া) [ইদম্] (এই) অনুক্রমা (ক্রমানুসারে) [পরীক্ষা] (পরীক্ষা করিয়া) যে পতেৎ (পরিত্যাগ না করে), [তাদৃশ] দ্বিশ্লেষলাভ (দুর্জ্ঞেয় বস্তু) দুঃখ (সংসার) অন্তের (যার করিবার); বিধয়ঃ (বিধেয়তার) যে সন্তঃ (পরমাত্মযোগিগণ) তাদৃ (এই)।১৯

এবং (এইরূপ) সমাধাবৈরাগ্যাৎ (সমাধিবৈরাগ্য) বিজ্ঞানালোকঃ (বিশেষ জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃময়) আত্মনি (আত্মার) বিষয় খলু (অবশ্যই হইলে) অনন্যথাঃ (অন্যথা রহিত) হৃদয়গ্রন্থয়ঃ (হৃদয়ের গ্রন্থি) ভিদ্যন্তে (ভেদ হয়), সর্ব্বসংশয়াঃ (সমস্ত সংশয়) উৎকল্পন্তে (ছিন্ন হইয়া যায়)।৩০

শ্রীভগবান্ আত্মশক্তি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দ্বারা কৃত, নশ্বরূপ (সর্ব্ব মূর্ত্তিকারি জীব), পশু, পক্ষী ও জলচরাদি বিবিধ জীবের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্নেহে অপরিতৃপ্ত হইয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভযোগ্য বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ নির্ম্মাণ করত আরম্ভিত হইয়াছিলেন।২৮

যত্ন অনেকজন্মের পর সকল পুরুষার্থ সাধনভূত অবিদ্যা হইলেও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য মানুষ শরীর লাভ করিয়া এই জন্মেই অনন্তদুঃখহেতু অবিদ্যার এই স্নেহ যাবৎ মোক্ষাদির দ্বারা বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল ধীর ব্যক্তি বিভেদিত হইয়া নিজ মোক্ষলাভের জন্য যত্নবান্ হইবেন, যেহেতু বিষয়রূপ দুঃখাদি অনেক দুঃখদ।২৯

এইরূপ বৈরাগ্য লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারকারী জ্ঞান আলোকসম্পন্ন আমি আত্মস্বরূপে অবস্থিত অবস্থায়-বিরচিত স্তোত্রসমূহাদিতে মনস্তা-বিবর্জ্জিত হইয়া এই স্তবস্তলে পরিত্যাগ করিয়েছি।৩০

এতদ্ভিন্ন শুক্ল হইতে আর মুক্ত মুক্তপুরুষ নির্ণীত হয় না, যেহেতু এই যে অবিদ্যার হস্ত হইতে নানা শাস্ত্রে বহুপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন।৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সেই প্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট বিপ্র মহাত্মার মুখে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে প্রণাম করত ও পূজিত হইয়া শ্রীহরিকে মনোদ্বারা ধ্যান করিলেন।৩২

---

* বিবাহাদি সম্বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু অনেকজন্ম শ্রীভগবান্ তাহা একজন্মেই পরিত্যাগ।

অনুজ্ঞাতঃ স্বয়া পূর্ব্বমহং ন পূর্ব্বজঃ।
সর্ব্বসাম্বর্ষিবর্য্যোক্ত মন্বতিষ্ঠো মনূন্ ন ॥৩৩

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

অ (আমাদের) পূর্ব্বয়া (পূর্ব্বপিতামহ) পূর্ব্বজ (পূর্ব্বজ) ন্যা (দ্বারা) অনুজ্ঞাতঃ (অনুজ্ঞাত হইয়া) অহম (আমি) সর্ব্বসাম্ব-বিদুক্ত (সর্ব্বসাম্বিদুক্ত) ন্ (হইয়া) মন্বতিষ্ঠ (মন্বতিষ্ঠ) মনূন (মনুদিগকে)।৩৩

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধের নবমাধ্যায়ের শ্রীযুক্ত নীলাম্বরানন্দকৃত ভাষার সমাপ্ত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ও প্রাচীন সেই বৃদ্ধ মনু অনুজ্ঞাত দ্বারা আমি তাহার সমস্ত সর্ব্বসাম্বিদুক্ত সর্ব্বত্র একমাত্র বাসুদেব দর্শনে কৃতার্থ হইলাম।৩৩

(১) অবশ্য যাঁর প্রবিষ্টকুলেই সদা রতিলেশ—
পূর্ব্বপুরুষগণের মত।

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে
শ্রীযুক্ত শ্রীনীলাম্বরানন্দকৃত ভাষার নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ।

[যোগমায়ালক্ষণং নবযোগেশ্বরসংবাদস্তেষাঞ্চ যোগেন, জনকস্য বিদ্যয়া বিমুক্তিশ্চেতি যোগেন, জনকস্য বিদ্যয়া বিমুক্তিশ্চেতি]

শ্রীভগবানুবাচ।
অন্বীক্ষেতানুমানেন নিগমপ্রত্যনাশ্রয়াৎ।
পরোক্ষং বিষয়ীকুর্য্যাদতোঽসৌ বিধিরুচ্যতে ॥১

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্।
শ্রদ্ধয়া ত্রয়ীবাদের ন তৈর্বিদ্যেত বিপর্য্যয়ঃ ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) নিগমাৎ (আগম অবলম্বন) অনুমানেন (বিচার) বা (বা) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ত্রয়ী (ত্রয়ী) বাদেভ্য (বাদ) ন (না) তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) বিপর্য্যয় (বিপর্য্যয়) ন্ (হইবে) [ইতি] পরোক্ষ-বিষয়ীকুর্য্যাৎ (পরোক্ষ বিষয়ীকরণ) সমাধেৎ (সমাধান করিবে)।১

অন্বয়ঃ

বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধাত্মা) দেহিনাং (দেহিগণের) অন্ (বিষয়াত্মকত্ব) সর্ব্বাত্মবিদ্যাং (সমস্ত বেদের পরিমাণ বিদ্যাকে) অন্বীক্ষেত (পুনঃ পুনঃ দেখিবে), [যতঃ] (যেহেতু) বিপর্য্যয় (বিপরীত বিষয়) [অপি] (হইবে)।২

দশম অধ্যায়।

[যোগমায়ালক্ষণ আবার কহিতে আরম্ভ করিলেন—ইহাই যোগ এবং জনকের বিদ্যায় বিমুক্তি।]

আত্মতত্ত্বপরীক্ষার্থং মুক্তানি বাদগোচরৈঃ।
যঃ সমস্যতি মুক্তাত্মা প্রশমং প্রত্যুপৈষ্যতি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে প্রিয় উদ্ধব! আমার

ঋষিরা শ্রীবৈকুণ্ঠধর্ম্মে অগ্রসর, সাধকেরা, আমার সনকাদির নিকাদমূলক বর্ণাশ্রম-মূলাচার অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন।১

বিমুক্তচিত্ত ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বে পারমার্থ অভিনিবেশের দ্বারা বিষয়াত্মক দেহিগণের সমস্ত ত্রয়ীবাদের বিপর্য্যয় অর্থাৎ সুখের উদ্দেশে বিষয়ান

ন্যস্তস্য বিন্যাসলোকো ব্যাহরেত্ বা অন্যোবাপঃ।
ব্যাবাস্তকরণাৎ বিক্রমণস্য জ্যোস্নুরীত ইঃ ৫৩
নিযুক্তঃ কর্ম সেবেত প্রযুক্তং যৎপরস্যাদেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং দণ্ডপ্রযুক্তো নাভিযোগে কর্মচোদনাম্ ৫৪

যদ্যদভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মং যৎপরং ভবেৎ।
যদস্মিংস্ত ভজেৎ সাত্মভূতমাসীত যদাত্মকম্ ৫৫
অথাস্যকৃৎসলো দক্ষো বিনীতো দৃঢ়ভক্তিমান্।
অপ্রমত্তোঽধিকাস্যেদমনুযুঞ্জ্যেদ্যথাবলম্ ৫৬

[বিন্যস্ত] (বিন্যস) ন্যাসকর্তা (ন্যাসকারী) প্রযুক্ত [নিযুক্তের] [কথা] (বেদের) বিন্যাসলোকঃ (বিন্যাসবর্গ) বা (কিংবা) অন্যোবাপঃ (অধিকারী) ব্যাবাস্তকরণাৎ (ব্যাবাস্তকরণ হেতু) (ইন্দ্রিয়সকল হতে) বিক্রমণঃ (বিক্রম), ন্যস্ত (ন্যস্তের) স্ত্রীর (ইন্দ্রিয়সকল হতে) জ্যোস্নুরীতঃ (অতিরিক্তের জ্যেষ্ঠত্ব) বিক্রম (অন্যান্য হতে ন্যাসকর্তার ন্যায় বিক্রম) ৫৩

নিযুক্তঃ (নিযুক্তের) কর্ম (কর্ম) সেবেত (আচরণ করিবেন), প্রযুক্ত (ন্যাস) তাহাকে (ন্যাস করিবেন), যতঃ (যেহেতু) বিজ্ঞাসায়াং (আত্মবিজ্ঞানে) দণ্ডপ্রযুক্তঃ (দণ্ডস্থ প্রযুক্ত) সঃ (তাহা) কর্মচোদনাম (বিহিত নৈমিত্তিক কাম্য কর্মবিধি) ন অভিযোগে (আচরণ করিবেন না) ৫৪

কর্মসকলের মূলতত্ত্বসমূহরূপ যেসকল বিশেষ ভাব অবলোকন করিবেন ২

বিন্যস্তাধিকারী গুরু ন্যাসের স্বরূপবোধে যাহা আচরণযোগ্য বলেন বিবেচনা হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়সকলের যাহা যাহা বিষয়বিশেষে ভগবদ্বুদ্ধি হয়েছিল তাহাদিগের স্থায় পরমার্থিক-ফলবিশিষ্ট ৫৩

আমাদের আকর্ষিত ভক্ত নিজে নিজে নৈমিত্তিক কর্মসকল আচরণ ও কালাকর্ষ ত্যাগ করিবেন। আত্মবস্তুবিচারে সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের আদর করিবেন না ৫৪

যাহাতে ইন্দ্রিয়সকলের অভিযোগে যথাসক্তি আচরণ করিবেন এবং আমার সাক্ষাৎকারী শাস্ত্র বাক্যলোকাদি যোগাবহিত মন্ত্রতন্ত্রাদি গুরুতে সেবা করিবেন ৫৫

অভিমানশূন্য, পরের হিতে অনলিপ্তচিত্ত-বিশিষ্ট, আলস্যবর্জিত, শুদ্ধ-লক্ষণান্বিতে যত্নবিশীল, পরমেশ্বরে এবং গুরুদেবে দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, অমায়ী, অর্থ-জিজ্ঞাসু ও শুদ্ধ প্রভৃতিতে লোকদৃষ্টিবিহীন ব্যক্তি-আলাপাদিতে ৫৬

—বিন্যস্তের কি স্বরূপলক্ষণ হয় ?

—ঈ, ন্যাসের, যত, যদ্যপি এই তিনটী অবয়ব তোমাদিগে কথা হয়। ন্যাসকরণে যত বিষয়, তাহাদের ন্যাসের বিষয়, দৃষ্টিতে ন্যাসের ও যত হইলেই বিষয়। তৃতীয় অবয়ব ন্যাসকারি অবয়বাদিতেই বিষয়।

—ন্যস্য কি ?

—ন্যস্য একমাত্র তাহাদের যাহারদের তাহাদিগে শীঘ্র করিয়াছেন। যেমন, যেমন আমি—যাহারদের এইরূপ ন্যাসই অন্যায় করিয়ে হয়। যেমন আমি ঈশ্বর, দেহ, তাহা আমি নিত্য আমি নিত্য আমি, সেইরূপ এই তাহাদের আমা নিত্য আমি।

(৫) নিজ নৈমিত্তিক কার্যের আচরণের প্রয়োজন হইবে না ?

—নিত্যিক কর্মের নৈমিত্তিক মূল যেমন আমার যেমনি হয়, তাহার যত তাহার উৎপন্ন হয়, যেমনি তার মূল হইয়া যায়, তখন নিত্যকর্মাদি করিবার আবশ্যকই আমার থাকে না। আমার কর্ম তাহার আমার না, তখন আমার তাহার করিয়া থাকে।

(৬) অবয়ব পাবার অর্থ কি ?

—যদি এই তাহাদের সত্য—যাহারা আমি নিত্য নিত্য করিতে চাহেন, যাহারা নিত্য হন। তত তাহাদিগের মূল আমার পাদ মূল না হইলে আমাদের লাভ হইতে পারে না।

আয়াপত্য-দৃগ্‌দেক্ত-রূপন-দুর্বিধাদিভিঃ।
ঈশানীব মম সর্বমিতি সর্বেশ্বরপ্রিয়াস্বয়ঃ ॥৭

বিলক্ষণঃ স্থূল-সূক্ষ্মদেহাদাত্মেতি বা ভ্রমঃ।
যথাত্রিরাত্রণো ব্যাঘ্রাদাহকোঽহং প্রকাশকঃ ॥৮

অপত্য (বংশজাত ভাব) দ্বারা (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই ক্লেশসমূহ) অকলঙ্কিত (মলিন) চেতন (আত্মার) ঈশানীর ন্যায় (ঈশানীর), সর্বম্ (সকল বিষয়) আত্মা (আপনার) অর্থাৎ ঈশ্বর (প্রত্যগাত্মরূপ জ্ঞান) মম (আমার) নহে (নহে) ইতি (এইরূপে) স্থূলদেহাদি (স্থূল দেহ) হইতে (হইতে) বিলক্ষণঃ (বিভিন্ন), আত্মা (আত্মা) ইতি (এই) ভ্রমঃ (প্রকারের) ধারণা (জ্ঞান) কর্তার (যাহা হইতে) যথা (যেরূপ) ত্রিরাত্রঃ (তিন রাত্রি) ব্যাঘ্রাৎ (ব্যাঘ্র হইতে) অহং (আমি) প্রকাশকঃ (প্রকাশক)। ৭-৮

আয়াপত্য (স্ত্রী. পুত্র, পুত্র, ক্ষেত্র, আত্মীয় ও ধনাদিতে ঈশানীর আপনার প্রয়োজন নাই মনে মনের ন্যায় দেখিয়া অর্থাৎ মনের ক্ষেত্রে আমার একমাত্রই আত্মাভিমানের ক্ষেত্রে ও অন্য শরীরে আমার পুত্রাদি নাই—এইরূপ দেখিয়া তাহাকে ঈশানীর ন্যায় দেখিবে। ক্ষেত্রজ্ঞ দ্রষ্টা ও প্রকাশক অগ্নি কাষ্ঠ হইতে অন্য, তদ্রূপ দ্রষ্টা প্রকাশক আত্মা পৃথিবী আদি সকলপদার্থ, পরিণামাত্মক স্থূলদেহ ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, মন সংঘাতাত্মক সূক্ষ্মদেহ হইতে বিভিন্ন—আত্মা ৭-৮ (সকলকে নিজ নিজ ভোগ্য বোধ এই সকলকিছুর সহিত অসম্পৃক্ত প্রকাশক, মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয়-সমন্বিত সূক্ষ্মদেহ।

আত্মা

জগতে দুইটি। শাস্ত্র ও আচার্য কর্তৃক

—আমাদের আত্মা কি একটির বেশি?

—হাঁ, একদিক "আমি" কে জানিলে আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই অগ্নি বা আত্মা যা জ্ঞান দাহ ও আত্মবিজ্ঞানের সাহায্যেই জানিয়া আমার সব সঞ্চয়াদি সংস্কার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রয়াস করিতে হয়।

আমাদের (স্বয়ং আমাদিগের) ॥৮

আয়াপত্য-ক্ষেত্রজ্ঞ-রক্ষনস্থবিধাদিভিঃ (স্ত্রী. পুত্র, পুত্র, ক্ষেত্র, ধনাদি, অর্থাদিতে) ঈশানীব (ঈশানীর), সর্বম্ (সকল বিষয়) আত্মা (আপনার) অর্থম্ ইব (প্রত্যগাত্মরূপ জ্ঞান) মম (আমার) নহম্ (নহে) ইতি (এইরূপে) স্থূলদেহাৎ (স্থূল দেহ) হইতে (হইতে) বিলক্ষণঃ (বিভিন্ন), আত্মা (আত্মা) ইতি (এই) ভ্রমঃ (প্রকারের) ধারণা (জ্ঞান) কর্তার (যাহা হইতে) যথা (যেরূপ) ত্রিরাত্রঃ (তিন রাত্রি) ব্যাঘ্রাৎ (ব্যাঘ্র হইতে) অহং (আমি) প্রকাশকঃ (প্রকাশক)। ৭-৮

দ্বারা অবগত হইয়া তদনুরূপ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে মানুষ কৃতার্থ হয়। তাঁহাকে বিশ্বরূপরূপে জানিলে আর মারামারি করিতে হয় না।

কঠোপনিষদে অগ্নি ইন্দ্রিয়কে যমরাজ যম মন্ত্রিকেরূপে তিনটি বর দিতে চাহেন। তৃতীয় বর মন্ত্রিকেরা প্রার্থনা করেন—পরলোকবাসী আত্মা আছেন কেহ বলেন, কেহবা নাই বলিয়া থাকেন। আপনার উপদেশ হইতে আমি আত্মার অস্তিত্ব জানিতে চাই।

যমরাজ, মন্ত্রিকেরা আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কিনা জানিবার জন্য প্রথমে তাঁহাকে বিচার করিতে বলেন। পরে অর্থসম্পদ, স্ত্রী আত্মীয়, রাজ্য, ঐশ্বর্য, অপরা প্রভৃতির প্রলোভন দেখান। মন্ত্রিকেরা সেই সব প্রত্যাখ্যান করত আত্মজ্ঞানই লাভ করিতে চাহেন

—আত্মা কে?

—আত্মা ঈশ্বরম্।

যথাত্মা তত্ত্বরূপেণ সর্বভূতাত্মরূপিকা।

—আত্মার তত্ত্ব বিশ্বরূপের মত।

অক্ষয়ং বর্ণাদ্যক্ষয়াদ্বর্ণাদ্যক্ষয়াদ্ধি কৃতাকৃতাৎ।
অক্ষয়ং কৃতাচ্চ তস্মাৎ তৎ পশ্যন্তি ধীরা যে তেঽমৃতা ॥১৯॥১৩॥
—তৈত্তিরীয়ক

—বর্ণ হইতে অক্ষয়, অবর্ণ হইতে ক্ষিতি, কার্য্য কারণ হইতে অক্ষয় এবং কৃত অকৃতের বর্তমান হইতে পৃথক্ বলিয়া আপনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা আমাকে বলুন।

ঋষি বলিলেন—

স্বর্গে লোকে ন ভয়মস্তি কিঞ্চন
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥
ঐ ১।১২

সকল লোক যে পরম বস্তুটি ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিপালন করেন, সমুদয় ভূতসমষ্টি যাঁহার প্রাপ্তির ইচ্ছায়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস ও তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের আচরণ করিয়া থাকেন—আমি তোমায় সেই প্রাপ্তব্য বস্তুটি সংক্ষেপে বলিতেছি—তাহা ওম্। এই অক্ষর ওঙ্কার অপর ব্রহ্ম, ইহাই পরব্রহ্ম। এই অক্ষরকে জানিয়া উপাসনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করত যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাহাই লাভ হইয়া থাকে ॥১৩

ইহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম দুই-ই ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তাঁহাকে উত্তম জ্যোতির্ময় আধারূপে প্রত্যক্ষ করত তাঁহাতে একীভূত হইলে সাধক ব্রহ্মলোকে পূজিত হন ॥১৭

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥১৮

—আত্মা জন্মেন না, মৃত হন না। এই আত্মা কোন অন্য কারণ হইতে সম্ভূত হন না, ইঁহা হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, ইনি অজন্মা, নিত্য (সর্ব্বদা একরূপ), শাশ্বত (অক্ষয়) ও পুরাতন (সনাতন), দেহ বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

এইরূপে কঠশ্রুতি এই পরম তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

প্রশ্নোপনিষদে ভৈষ্য সত্যকাম প্রশ্ন করেন—কেহ যদি যাবজ্জীবন একাগ্রচিত্তে প্রণবের অভিধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি কোন্ লোক জয়ে সমর্থ হন? তদুত্তরে পিপ্পলাদ বলেন,—হে সত্যকাম! এই ওঙ্কার পর এবং অপর ব্রহ্ম, সুতরাং বিদ্বান্ এই ওঙ্কার আয়ত্তের পর অথবা অপর ব্রহ্ম যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। একমাত্র, দ্বিমাত্র ও ত্রিমাত্রা উপাসনার ফল বলিয়া শেষে বলেন—যে ব্যক্তি ঋক্ সামবেদের ওঙ্কারকে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরমপুরুষের অনুরূপ ধ্যান করেন, তিনি জ্যোতির্ময় সূর্য্যে লিঙ্গদেহের সহিত বিলীন হন, সামমন্ত্রের দ্বারা হিরণ্যগর্ভলোকে নীত হন, তিনি হিরণ্যগর্ভ হইতেও উত্তম পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকেন। ঋক্‌সমূহের দ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক, যজুঃসমূহের দ্বারা লভ্য চন্দ্রলোক এবং সামমন্ত্রের দ্বারা যে ব্রহ্মলোক জ্ঞাতব্যগণ জানেন—এই ত্রিবিধ লোকেরই বিদ্বান্ ওঙ্কার অবলম্বনে প্রাপ্ত হন ও যাহা শান্ত, অজর, অভয়, সত্য ও অমৃতময় তাহাও এই ওঙ্কার অবলম্বনে লাভ করেন।

মাণ্ডূক্যোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥১॥

ওঁ এই অভিধানাত্মক অক্ষরটি অখণ্ডাত্মিকা, বিরাট যা ব্যষ্টিদেহ, সমষ্টি পঞ্চভূত পরমব্যোম,

সমস্ত স্থূল সূক্ষ্মবস্তু পরিপূরিত এই জগৎ, পরমেশ্বর ওঙ্কারের মুখ্যতঃ বিষয় এই যে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সমুদয় ওঙ্কারই এবং অন্য যাহা কিছু ত্রিকালাতীত তাহাও ওঙ্কারবাচ্য।

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২

এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, উক্ত আত্মা চতুষ্পাৎ (তাহিরই আখ্যাবিশিষ্ট)।

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্ পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ, অকার উকার মকার ইতি ॥৮

ওঙ্কার সেই আত্মা। এই ওঙ্কার মাত্রারূপে বিভক্তম। সমষ্টিতে বিরাট্ বিশ্বপ্রপঞ্চ ও ঈশ্বর, ব্যষ্টিতে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—আত্মার এই পাদ-সকল ওঙ্কারের মাত্রা এবং ওঙ্কারের মাত্রার উচ্চারণ-প্রকার এই মাত্রাগুলিও অ-উ-ম নাম পায়।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥১২

পাদ ও মাত্রার এরূপ যিনি জানেন, তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত মাত্রাহীন ওঙ্কার তুরীয় ব্যবহারের অতীত, বিশ্বপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান মঙ্গলময় অদ্বৈত অভিন্নই, যিনি এইরূপ জানেন, তিনি আত্মাই পরম-আত্মায় প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥১২

"মাত্রা নির্মমাঙ্কাশয়া, ধ্যানমন্ত্রোঽয়ম্
মাত্রাসুরৈশ্চ যেরুক্ত ঐক্যমাহর্মিতি অন্যে ॥

প্রথমঃ

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ চতুর্থ মন্ত্রবাদ্

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ ॥১৬।১

"যে ওঙ্কার সর্ববেদের প্রণব, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত এবং মন্ত্রসমূহের মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরমেশ্বর আমাকে প্রজ্ঞার দ্বারা রক্ষা করুন। হে বেদ। আমি যেন অধ্যয়নের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হইতে পারি। আমার মতীর যেন উদয় হয়, জিহ্বা যেন অধিক মধুরভাষিণী হয়, কর্ণদ্বয়ে যেন বহু ব্রহ্মকথা শুনিতে পাই। তুমি ব্রহ্মের কোষস্বরূপ, কিন্তু তুমি লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা আবৃত আছ, তুমি আমার প্রবণদ্বয় দ্বারা রক্ষা কর" ॥১৬।১

প্রতিবেশোঽসি প্র মা পাহি, প্র মা পদ্যস্ব ॥১৬।৩

—তুমি সকলের বিজ্ঞানস্বরূপ, অতএব পরমাত্মার আধার নিকট সর্বতোভাবে প্রতিভাত হও, আমাকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হও, আমাকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান তুমিময় করিয়া দাও।

ওমিতি ব্রহ্ম ওমিতীদং সর্বম্ (ঐ নগুন অনুবাদ)

—ওম্ ইহা ব্রহ্ম, ওঙ্কারই সমস্ত বিশ্ব—ওঙ্কার।

ইতোপনিষদ্ ব্রহ্মণস্তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥১

ওম্ এই শব্দাত্মক অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। ইহা উদ্গীথভক্তির অবয়ব, কারণ ওম্ এই শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়াই উদ্গীথ গান করিয়া থাকেন। সেই অক্ষরের উপাসনা, মহিমা ও ফল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা আরম্ভ হইতেছে ॥১

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসঃ ॥২

পৃথিবী এই চরাচরভূতসমূহের রস, সমস্ত-সলিলসমূহ পৃথিবীর রস, ওষধিসকল সলিলসমূহের রস, ওষধিনিচয়ের পুরুষ রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ বাকের রস, সাম ঋগ্বেদের রস, উদ্গীথ ওঙ্কার সামবেদের রস ॥২

ন এব ভগবান্ ব্রহ্মতঃ পরমঃ পরমার্থোঽইত্যেষা ব্রহ্মমীমাংসা ।৩

সেই এই ঈশ্বরীয়নামক ওঙ্কার। ইহাই ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে তত্ত্বতঃ, সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বোত্তম, পরমার্থের স্বরূপ এবং অইত। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবিষয়ে পঞ্চমাধ্যায়, প্রথম ব্রাহ্মণ,—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

ওঁ ইত্যাদি। অদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণং ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ মন্ত্রে ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণুপ্রতিপাদনের জন্য বলিয়াছেন।১)

পরব্রহ্ম পূর্ণ, অপর ব্রহ্ম পূর্ণ, পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে পূর্ণ অপর ব্রহ্ম উৎপন্ন হন, পরব্রহ্মের পূর্ণত্ব ব্রহ্ম হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন।

ওম্ই আকাশবৎ। আকাশ ত্রিবিধ। বৌধায়নীপুত্র বলিয়াছিলেন,—বায়ুর আধারই আকাশ। তিনি বিভুর ব্রহ্ম, লোকে তাঁহাকে অপর প্রণবের দ্বারা জানে বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়াছিলেন ইহা ব্রহ্মের বাচক।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।—মাণ্ডূক্য।

ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সকলের উপাদানকারণ, অতএব ইনিই ভূতসমূহের উৎপত্তি-বিলয়ের অধিষ্ঠান।

ইহা আমার কৃতীয়মান প্রবন্ধের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ওঙ্কারের ব্রহ্মবাচকও ইনি। ওঙ্কারই যাইবে আবার, সমষ্টিতে ইহার পরমার্থ।

ব্রহ্মরূপাত্মক ওঙ্কার।
ওঙ্কারে রেফিত পরমওঙ্কারৈক বিন্দুতে।
ওঙ্কারে সন্ততে আদ্যবর্ণমাত্রা তু বিন্দুগা।
ওঙ্কারস্তীরূপাত্মা শিবঃ পাশবনাশনম্।
লভতে যোগযুক্তাত্মা পুরুষত্বং পরা পদম্।
—অগ্নিপুরাণীয়ে।

ওঙ্কারে পর রেফিত হয়, উহাতে ত্রিবিন্দু হয়, ওঙ্কারে মাত্রা লাভ হইয়া থাকে। অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুরা যুক্ত ওঙ্কারের তায় পাশবিনাশন শিবরূপ পরমপদ যোগযুক্ত পুরুষ লাভ করেন। ওঙ্কারের ব্রহ্মরূপাত্মকী আদ্যমাত্রা।

ব্রহ্মপ্রণবসন্তানঃ নাদো জ্যোতির্ব্বিন্দবঃ।
অনন্তাবিচ্ছেদধারা যোগাদ্যেঃ তত্ত্বমাত্মনি।
—যজ্ঞবিদ্যুপনিষদি।

যেন দূর হইলে সূর্য্যের তায় ব্রহ্মপ্রণব সন্তান জ্যোতির্ব্বিন্দুমূর্ত্তি নাদ আত্মা তত্ত্ব আবির্ভূত হন।

ইত্যুক্তঃ পরমাত্মেতি সর্ব্বঃ লোকপতিঃ শিবঃ।
নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা প্রণবাত্মকত্ব।
—যোগযাজ্ঞবল্ক্য।

ইত্যুক্তঃ সন্ততস্তেন সর্ব্বো নারায়ণো শিবঃ।
প্রণবাত্মকঃ পরঃ তত্ত্বং সত্যবান্ পরমাত্মবান্।
—শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়।

—বিষ্ণু সন্ততকে বলিলে পর তিনি ব্রহ্ম ও বিষ্ণুকে প্রণবাত্মক নারায়ণত্ব আর বলিলেন।

সন্তত এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ সকলের তত্ত্ব দিলেন, বিষ্ণু প্রণবাত্মক পরম নারায়ণের পরমাত্মা হইতে লাভ করিলেন।

মুক্তিস্ত সাংকোনাক ওঙ্কারো মুক্তিদো মতঃ।
—ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদি।

—সাংকৃত্যের মুক্তিদাতা ওঙ্কার মুক্তিপ্রদ।
প্রণবাত্মক জ্যোতির্ব্বিন্দুর নাদই আত্মা।
প্রণবস্তু তু নাদান্তে পরমাত্মক-বিগ্রহঃ।
মুক্তেশ্বরঃ মহাদেবো ওঙ্কারাখ্যোঽভবদ্ধরঃ॥
—যোগশিখা।

প্রণবের মাধ্যমে পরমাত্মপরিগ্রহ অন্তরাত্মার মুক্তির মহামার্গ এই মন্ত্রে।

মুক্তেরন্তঃ মহামার্গো মন্ত্রাত্মাত্মোঽন্তরাত্মনঃ।
মাত্রকোপাত্মকোঽয়ং মুক্তঃ প্রাণস্তবঃ॥　　ঐ

অন্তরাত্মার এই মন্ত্রাত্মকতে মুক্তির মহামার্গ প্রাণস্তবরূপ এই মুক্তক নাম উৎপত্তি হয়েন।

তথা পশ্চিমাভিমুখ-প্রকাশঃ স্ফটিক-মূর্ত্ত বিন্দু-নাদ-কলা-নক্ষত্র-গ্রহাত্ম-বীজ-যোনি-সুবর্ণ-বরদাভিধেয়া মুক্তয়ে। তদেব প্রণবস্বরূপম্।—

—ব্রহ্মপ্রকাশোপনিষদি।

যেরূপেতে যথা সূর্য্যাত্ম স্ফটিক (কাচ), মূর্ত্ত, বিন্দু (একমাত্রাবৎ জ্যোতি), নাদ (দীর্ঘমাত্রাবৎ জ্যোতি), কলা (বিন্দুর ন্যূনা জ্যোতি), নক্ষত্র, তোমাত্মা, বীজ, যোনি, সুবর্ণ ও বরদাদি প্রভৃতি সৃষ্ট হয়—তাহাই প্রণবের স্বরূপ।

আমরা উপনিষৎ অনেকস্থানি ও শিবপুরাণাদির প্রমাণের দ্বারা বুঝিলাম যে, জ্যোতির্ময় প্রণবাত্মক নামই আত্মা।

অন্তোন সত্যাত্মপসা যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৩।৫
—মুক্তকোপনিষদি।

যাঁহাকে ক্ষীণদোষ সন্ন্যাসিগণ প্রত্যক্ষ করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুভ্র আত্মাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিত্য নিয়মের সহ সত্যসহ সম্যগ্ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা লভ্য।

যথা পদ্মঃ পলাশে জলবর্ণ
কর্দ্দমাদৌষা মুক্তয়া ব্রহ্মবাদিন্।
তথা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ ৩।৩
ঐ

—যখন সাক্ষাৎকারী সাধক পুরুষের ন্যায় ব্রহ্মজ্যোতি নিখিল সংসারের কর্ত্তা, পরমেশ্বর জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্যপাপ বিধৌত করিয়া নির্লেপ বিমলরূপ হইয়া নিরতিশয় সমতা অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

অন্তর্বাসঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্ বৈতৎ।
—কঠোপনিষদি ২।১।১৩

—যিনি কালত্রয়ের নিয়ন্তা, যিনি অন্তর্হিত পরিচ্ছিন্ন পুরুষ, অন্তরাত্মা, নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় যোগীদের দ্বারা দৃষ্ট হন। যিনি আজও আছেন—কালও থাকিবেন।

যদাত্মতত্ত্বমাত্মস্থো জ্যোতিরূপঃ প্রপশ্যতি।
তদেবেদং দৃশ্যতে যেন অন্যথায়া নিরাবিলম্।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্।
—শিবপুরাণে।

—চক্ষু যখনই যোগী জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে দেখিতে পান। যিনি অবলীলাক্রমে ঐ জ্ঞেয় স্পষ্ট ও নির্মলভাবে দেখিতে সমর্থ হন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করেন।

বিভূং ইব বীতাভিবাদিস্য ইব বীতিহান্।
যৈবতোঽধিবিবাকাশে পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনি।
—ব্রহ্মপুরাণ ব্যাসসংহিতে।

সূর্য্যপুত্র প্রভৃতির অধিক ন্যায় অথবা উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ কিংবা আকাশস্থ বিদ্যুতের মত আত্মাকে যোগিগণ অন্তরে দেখিতে পান।

আত্মানং রবিমণ্ডলান্তরগতং তারাধিপং সন্নিভম্।
বিদ্যাদণ্ডধরাদয়ঃ সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি যন্তেজিতঃ।
—সাংখ্যতত্ত্বে।

—নিষ্পাপ সুকৃতিগণ আত্মাকে সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র বা তারকার আকারে দেখিতে পান, ইহাতে নিত্য

আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

যেন পশ্যতি হৃদ্যোতিষা রাজসং প্রকাশয়ন্।
স জীবঃ সর্বমুতায়ন্নায়াতি সমাবিশন্॥

—বিজ্ঞানময় কোষ-কুমারহারিতা।

—সমাধিস্থ ব্যক্তি হৃদয়ের যে সত্ত্বের দ্বারা জ্যোতি দেখিতে পান, তাহা সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মা।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনির্মলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্ যদাত্মবিদো
বিদুঃ॥ ২।২।৯

—মুণ্ডকোপনিষদ্।

—হিরণ্ময় যেই উপরকোষে অবিদ্যাদি দোষশূন্য নির্মল যে ব্রহ্ম অবস্থিত, তিনি শুভ্রবর্ণ সূর্যচন্দ্রাদি জ্যোতিষ্মণ্ডলীর অবভাসক—আত্মজ্ঞানিগণ তাঁহাকে বিদিত আছেন।

শুক্র-জ্যোতিষাং ব্রহ্ম ইতি বিদ্যাৎ।

—অথর্ববেদ-সংহিতা।

নিখিল জ্যোতির মধ্যে যেজ্যোতিঃ নিত্য শুদ্ধ। "বটবীজ, শ্যামাক, শ্যামাক তণ্ডুল, চুলের অগ্রভাগের সহস্রাংশের একভাগ, ইক্ষিকাগ্রের তুল্য, শুক্রগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য, পরমাণু, প্রাদেশ প্রমাণ স্বল্প, জোনাকী, স্ফটিক, তার (মুক্তা) অথবা নানাপ্রকার জ্যোতি একত্র মিলিত হয়, আত্মা সমস্ত জ্যোতিরই জ্যোতি—এই সমস্ত প্রকাশির আকার ব্রহ্মে অবস্থিত।"

যে সকল যোগীর চিত্ত, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় জয় হইয়াছে—তাহাদের নিকট এই সমস্ত চিদাকার জ্যোতি পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়।"

জ্যোতিষাং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষাং পরং সুখম্।
জ্যোতিষাং পরা সাক্ষিজ্যোতিষাং পরং পদম্।

—ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎসংগ্রহ ও ব্রহ্মবিদ্যা।

জ্যোতিই পরম ব্রহ্ম, জ্যোতিই পরম সুখ, জ্যোতিই পরম শান্তি এবং জ্যোতিই পরমপদ।

তৈরয়ং সর্বমুতায়ন্ যদনেনেদং যে যদম্।
তং প্রাপ্য মুক্তলীলস্য প্রাপিনো যেন্যযায়ম্।
যৎ যদেনাবিশন্তি তত্ত্ব-পতাদি ভেদতঃ।

—যোগবাশিষ্ঠ।

—সর্বমুক্তের তৈরয়ই সমবলম্ব হয়। তিনিই মুক্তলিঙ্গ সচ্চিদ্রূপে প্রাণিদেহের ভেদে অবস্থিত সত্ত্ব পদার্থ ভেদে বর্ণরূপে আবির্ভূত হন।

ন তারো যৌক্তাদের প্রাণিদের ব্যবস্থিতঃ।
ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয়েনৈব যাক্ত স্বাবর-জঙ্গমম্।
যাক্ত প্রাপ্তঃ জীবন্ মোক্ষেত্যাদি তথাতে॥

—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

—আমি যাঁহা এই সমস্ত নিখিল প্রাণিদেহেই অবস্থিত। ইহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম (বিরাট), স্থাবর জঙ্গম সমস্তের ভরত ইনি বিজ্ঞান—যাহা, জীব, ঈশ্বর ইত্যাদি নামে ইনি তথির হইয়া থাকেন।

নিত্য-জাগ্রত, সন্ধ্যার ও রাত্রিমুহূর্তে আত্মজগতে অন্তর্মুখতার অভ্যাসকারী প্রবলিত দীপের ন্যায় আপনার অন্তঃপ্রদীপের দ্বারা নিজাত্মা আত্মাকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইয়া যান।

মহাত্মার কৌস্তিকের প্রতি ব্রহ্মবাদের উক্তি।

দেহের মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্তন করা যায়। —যাজ্ঞবল্ক্য ১৮৭ অধ্যায়।

আমরা অগ্নেয়গিরি অগ্নি এবং সূর্যাদি তন্ত্রাদির সাহায্যে প্রকাশক জ্যোতির্ময় আত্মাই যে আত্মা তাহা অবগত হইলাম। এই আত্মাই পরমাত্ম, ইনিই অপর ব্রহ্ম, ইনি সর্বদেহে ঈশ্বর—সর্বদেহে জীব।

যেসকল সুকৃতিমান ইহাকেই প্রতিপালন করেন। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা তপস্বিগণ ইহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করেন। যিনি

বিরোধোৎপত্ত্যনুরূপমাবাহ্য তৎতৎ তনুম্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আবহে এবং লোকান্ পরঃ পুমান্ ॥৯
যোঽসৌ গুণৈর্বিলিঙ্গো দেহোঽয়ং পুরুষস্তব হি।
মহদাদ্যনুপূর্বোঽয়ং পুরো বিরাজমাস্থিতঃ ॥১০

[অন্তঃ প্রবিষ্টঃ অনি যথা] (যেমন প্রাণ প্রবিষ্ট অগ্নি) বিরোধোৎপত্ত্যনুরূপম্ (নানা উৎপত্তি স্থল হেতু নানার) তৎতৎ (তত্তদ্ নানাবিধ) তনুম্ (দেহ সকল) আবহে (ধারণ করে), [যথা] (তদ্রূপ) পরঃ (পরমেশ্বর) পুমান্ (আত্মা) প্রবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া) এবম্ (পূর্বোক্ত প্রকারে) আবহে (ধারণ করেন)।৯

পুরুষঃ (পুরুষের) তব (তোমাদের স্বার) বিলিঙ্গঃ (বিবিধ) যঃ (যে) অয়ং (এই) দেহঃ (দেহ), অয়ং (এই) পুরঃ (পুরুষের) সমাখ্যঃ (নামের), অয়ং (এই) মহদাদ্যনুপূর্বঃ (মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ক্রমে) বিরাজম্ (বিরাট) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া)।১০

তস্মাদ্বিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।
সন্তম্য বিরমেৎকর্মতন্ত্রবুদ্ধির্যথাক্রমম্ ॥১১
আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখায়তঃ ॥১২

(এই) তনিমিত্ত (আমার তত্ত্ব জানা), যি (যেহেতু) আত্মস্থ নিত্য (আত্মস্বরূপে) [তত্ত্ব] (আমার) যি (যেহেতুবর্তী)।১০

তস্মাৎ (অতএব) বিজ্ঞাসয়া (বিশেষে জানা) কেবলম্ (একমাত্র) পরম্ (পরমাত্মা) আত্মনম্ (দেহাদির) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) সন্তম্য (অন্তর করিয়া) কর্মতন্ত্রবুদ্ধিঃ [যেহেতু কর্মতন্ত্র বুদ্ধি, যেহেতু কর্ম ; যথাক্রমম্ (যে পর্যন্ত ক্রম) বিরমেৎ (ক্ষান্ত করিবে)।১১

যে কোন সাধনা অবলম্বন না কেন, সকলের দ্বারা এই তত্ত্বই আত্মা। উপনয়নকালে বিদ্যাধিপতি আচার্যমুখে সাবিত্রীমন্ত্রই ইঁহাকে পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত হন। কোন কোন পুণ্যবান ব্যক্তির ইঁহার উপদেশ গুরুর নিকট পরোক্ষভাবে লাভ করিয়া থাকেন।

কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংসও ইঁহার অধিকারী হয়েন ; যাঁহাকে এই তত্ত্বের কৃপাপূর্বক মর্ম্ম জ্ঞান করেন, তিনি পরমহংস হইয়া যান। পরমহংস তুরীয়াতীত ও অবধূতবেশ আশ্রম ইঁহাকে অবলম্বন করত সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরব্রহ্ম-পারাবারে বিলয় হন।

আমরা আত্মসাধনে বুঝিলাম—একমাত্র পরম তত্ত্ব, একমাত্র আত্মা, একমাত্র চরাচর জগৎ, একমাত্র বেদাদি শাস্ত্রের বিষয় শাস্ত্র। একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র পরমহংস, একমাত্র ধ্যান জ্ঞান-সাধক জগৎ অন্তরে বাহিরে সমাসক্ত। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পুরুষোত্তম বাসুদেব একাকী লীলা করিতেছেন।)

যেরূপ কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নি নানা প্রকারের হইলেও নাম উৎপত্তি স্থল ধূম নানার প্রভৃতি কাষ্ঠের গুণসকল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিভু তত্ত্ব বুদ্ধ পুরুষরূপ আত্মা দেহে প্রবেশ করিয়া দেহের অধিষ্ঠাতৃ প্রাপ্ত হন।৯

পরমেশ্বরের গুণ পরিণামের দ্বারা যে সেই সূক্ষ্ম আর এই স্থূল দেহ বিরচিত হইয়াছে। তাহাতে আত্মার অধ্যাত্মেরূপ এই জগৎদেহের জীবের সংসার ; সেই হেতু আত্মবিদ্যাই তাহার হেয়নিবর্ত্তিনী নিবর্ত্তিকা।১০ (১)

সেইহেতু বিচারের দ্বারা দেহাদির কেবল শুদ্ধ আত্মা হইতে ভিন্নি আত্মাকে সম্যক্‌রূপে অনুভব করত যেহাদিকে আত্মবুদ্ধি মূল সূক্ষ্মরূপে পরিত্যাগ করিবে।১১

আত্মজ্ঞান কি পুরুষের ধন।

—একমাত্রাধিষ্ঠান ব্রহ্ম, যে সাধনেই ভিন্ন, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম। একমাত্র পরমাত্মাই জীব জগৎ সাজিয়া লীলা করিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। অতএব যেরূপ সাধনই হউক না কেন, সাধনের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া সংসার-কর্ম্মতন্ত্রবুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ক্ষান্ত করিবে।

—আত্মাকে কেমনে জানা যায় ?

—ইহ, জৌতিকরূপে ও আধ্যাত্মরূপে আত্মাকে বর্ণনা করা

ঽলাকো সাক্ষিবিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্দুর্নোতি যাবাং গুণসম্প্রযুক্তাম্।
গুণাংশ্চ সর্বান্ ভজতেঽতিমাত্রং
ন তস্য পাপ্যস্তমসি ব্যবাস্যতি ॥১৩

যেষাং গুণৈর্ভূতগণাঃ ভোক্তৃণাং সুখ-দুঃখদাঃ।
বানাত্বমব নিত্যাস্তে লোক-কালাশ্রয়াত্মনাম্ ॥১৪

আচার্যঃ (গুরু) আত্মনঃ (নিজের) অর্থানি (বস্তু) অন্যেষাম্ (শিষ্য) উপদেষ্টি (শিক্ষা করান) প্রাপ্য (লাভ) প্রমাদম্ (উপদেশ—অবহিত মনে না শোনায়) তদ্বিদ্বদ্ভ্যঃ (তাহাদের বিদ্বান্) গুণবতঃ (গুরু, গুণবানের) নিত্যবদ্ধিঃ (অবলম্বন) ॥১২

ঋষয়ঃ (ঋষিগণ) সকল (ঊর্ধ্বগতি লাভিয়া) বন (বেদ) অধীয়ে (আয়ত্ত) আসঃ (আছেন) যারা (যাহা) ও (এ) পাপ্যতি (বিনষ্টি হয়), তারা (সেইরূপ) ইন্দ্রাদয়ঃ (অগ্নি বিদ্যুৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা) না (নেই) অবিবিক্তবুদ্ধিঃ (অবিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণের) তাসাং (তাহা) দুরাপাঃ (বিরল হয়) [এবং] (এবং) ঋষয়ঃ এব (ঋষিরা এই বিশ্ব কৌশল দেখিয়া বিস্মিত) তং (তাহা) ও (এ) ব্যবসন্তি [তাহার অনুসরণে গুণসমূহকে ভজনা করে. অগ্নি বিদ্যুৎ বিশ্ব প্রভৃতি দেবতা অগ্নি বিদ্যুৎ বুদ্ধি উপাসনা করে] ॥১৩

আচার্য্য উপদিষ্ট অর্থসমূহ, শিষ্য নিজের তাই, উপদেষ্টা যথাবিহিত অনুসরণ ব্যাপার, বিদ্যা লাভ উচিত্যের সহিতই উচিত অধিক। গুরু গুণবানকে যোগ-প্রাপ্ত ॥১২ (১)

নিপুণা অবিবিক্তধিয়া আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি যথাবিধিক্ত

সমাদরে আচার্যের প্রথম করা হয়। আচার্য যে বেদোক্ত বাহিরের বেদ হয়।

—গুরুর লক্ষণ ?

—যা, যখন সকলই বেদ হয়, যখন তিনি সকল বেদ বেদ।

(১) বিদ্যা কি ?

—আমা বেদবিদ্যাসমূহ বুঝিয়াছি তাহাকে।

আমি বেদ যাই বিদ্যা—ইহার নাম বিদ্যা। 'ঋষয়ঃ'

সকলে সর্বজ্ঞতায়াং সংজ্ঞা ঔৎপত্তিকী যথা।
তত্ত্বজ্ঞানব্যতিরেকেণ তারতে ন হি বীঃ ॥১৫

এবমাত্মা সর্বেষাং বেদিনাং বেদযোনয়ঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি তারা তত্ত্বজ্ঞানতোঽক্ষয়ম্ ॥১৬

অথ (যদি) এবম্ (এই) কর্মকর্তৃণাম্ (কর্মকর্তা) সুখদুঃখদাঃ (সুখদুঃখ) ভোক্তৃণাম্ (ভোক্তাদিগের) ভোক্তৃকালাশ্রয়াত্মনাম্ (ভোক্তা কাল আশ্রয়রূপ যাহাদের) আত্মনাম্ (আত্মার) অক্ষয় বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান)

[যদি] (যদি) সকলে (সব লোক), সর্বজ্ঞতায়াম্ (সেই সর্বজ্ঞতায়) সংজ্ঞা (বিদ্যা) ঔৎপত্তিকী (প্রকৃতিগত বিদ্যা) [হয়] যদি যেন সব, তত্ত্বজ্ঞানব্যতিরেকেণ (সেই সেই আত্মাদি জ্ঞানের অভাব) বীঃ (বুদ্ধি) তারতে (সংসার হয়) ন (না) হি (নিশ্চয়) তারতে (তিরোহিত হয়), এবমপি (এইরূপ হইলে) অথ (সে জীবের)। বেদযোনয়ঃ (বেদযোনিরূপ) সর্বেষাং (সমস্ত) বেদিনাং (বেদিদিগের) কালাবয়বতঃ (সংবৎসরাদি কালরূপে) অবয়ব (খণ্ডরূপে) তারাঃ (অবয়বসকল) সন্তি (হইয়া থাকে) ॥১৫-১৬

তাহাদিগকে যোহিনী মায়াকে নিবারিতা করে। যখনই এই পুরুষের বন্ধন সেই গুণসমূহকে সম্যক্ ক্ষয়ীভূত করিয়া তাহাদের অধিক তার উপায়ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মজ্ঞান হয় ॥১৩

কর্মকর্তা সুখদুঃখের ভোক্তা, এই জীবগণের যদি

—আমি জ্ঞান ?

—যা, আমি যা আমার সুখদুঃখ ভোক্তা অভীত। আমার আমার আত্মার বেদের আমি অব্যয় জ্ঞান।

"আমি বেদ" এই বোধ অবিদ্যা, "আমি ব্রহ্ম" এই বোধের নাম মুক্তি। যখনই জীবের বেদবিদ্যার অভাব হইবে তখনই তাহার "আমি ঈশ্বর" এই জ্ঞান হয়। তখনই পাঠকের হইলেই পরমাত্মার জীবন আমার 'বেদ আমি যি

অত্রাপি কর্মণাং কর্তৃত্ববাদস্যাত্র সম্ভবে।
ভোক্তৃত্বস্য দুঃখ-সুখয়োঃ কো ধর্মো বিষয়ঃ ভবেৎ॥১৭

ন যেষিনাং সুখং কিঞ্চিৎ বিদ্বত্বে বিদুষামপি।
তথা চ দুঃখং দ্বাবাং সুখাহরণয়ং পথম্॥১৮

অত্রাপি (এ বিষয়ে) [যদি] (যদি) কর্মণাং (কর্মসমূহের) কর্তৃত্ব (কর্তা) চ (ও) ফলভোগের (ফলভোগের) ভোক্তৃত্ব (ভোক্তা হওয়া) অত্রাপি (এখানেও) সম্ভবে (সম্ভবিত হয়), তর্হি (তাহা হইলে) তং চ (সে ঈশ্বর।) ধর্মো (পুণ্যার্থ) বিষয়ঃ (বিষয়) (অবতারে ঈশ্বরে) ভবেৎ (ভবিষ্য হয়)॥১৭

ন (নাই) বিদ্বত্বে (বিদ্বান্) যেষিনাম্ (যেষিসমূহের) অপি (ও) কিঞ্চিৎ (কিঞ্চিৎ) সুখং (সুখ) চ বিদ্বত্বে (মূর্খে), তথা চ (আর) দুঃখাৎ (অনিবেচিত্বাদি) দুঃখ (দুঃখ) চ (ও) চ (বিদ্বান্ মূর্খে). (অতএব এই) অবতারস্য (অবতার) পন্থা (অবিদ্যার) ন্যায় (অনর্থক)॥১৮

নামায় ভোগস্থান, ভোগ কাল তাহার উপায় ভোক্তা সাধনের যা ভোগ্য আধার বিষয় ও তদুপলব্ধাদি ভোগ্য পদার্থ, সকলের বিধি-প্রবাহরূপে নিত্য যদি মনে কর তাহার কর্তা কোন ঈশ্বর নাই ও আত্মস্বরূপভূত নিত্য এক জ্ঞান নাই, তাহা হইলে ঘটনাটাদি আকাশতত্ত্বের সৃষ্টি উৎপন্ন হয় ও নিত্য হয়। যে নিয়ম; এইরূপ অস্বীকার করিলেও সেই সমস্তেরই সংযোগাদি কালরূপ পুনঃ পুনঃ ক্রম-নিয়ম-সম্বন্ধাদি অবশ্য হইতে পারে॥১৬-১৭

এইরূপ অস্বীকার করিলেও কর্মকর্তার সুখভোগের

ভোক্তার পরাধীনতা লক্ষিত হয়, যেমন অবিদ্যার দুঃখে প্রবৃত্তি; স্বাধীনতা থাকিলে দুঃখভোগ অসম্ভব এইরূপ বলিতে হয়, তাহা হইলে কালকর্তৃত্বের অধীন সুখদুঃখে যে সুখদুঃখ অনুভব-ভোগ ?॥১৭

বিদ্বান্ (বেত্তিসমূহের) তথা কিঞ্চিৎমাত্র সুখ নাই এবং মূর্খদেরও অনেকের দুঃখ নাই। তাহাদের প্রায়শঃই ভোগসুখ ঐশ্বর্যসুখ দুই হয়। সুতরাং সুখদুঃখ অনুভবের কর্তাকে ঈশ্বর বলা অসঙ্গত—অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী এই অনুভব অনর্থক॥১৮

পর্ব" অথবা "ব্রহ্মণি বিদ্বত্বং" ইত্যাদি পঠিত থাকে। তাহা সে ভাষ্য হয় না। সাধারণ ভাষ্যে "অবতারের মূলতত্ত্ব "ব্রহ্মণি" ভাষ্য থাকিতে পারে না।

—ব্রহ্মণি ভাষ্য কবে দিতে হয় ?

—তখন যখন অবতারের নিত্য থাকে না, তাহার কারণ বিনষ্টরূপে অবতার হয়, তখন "ব্রহ্মণি" ভাষ্য তত্ত্ব বিচিত্রতা আসে।

—জ্ঞানী ও অজ্ঞান এদের কি ?

—জ্ঞানী নিজের মর্ম অবলম্বনপূর্বক 'সব আমিতে সব করিয়া দিব হয়, আর তত্ত্ব পরমাত্মা সব 'সব তুমি' 'সব তুমি' করিতে করিতে তুমিতে এসে যায়, তুমি তত্ত্ব এক হইয়া 'আমি আমি' করিতে থাকেন। অজ্ঞান তুমি

হেয় মনেতেই হয় না; যদিও সেটা সময়বিশেষে তুমির ভোগে তুমি হইয়া অবস্থিত হয়। সাধক পরে যা, তত্ত্ব তত্ত্ব করিতে করিতে তত্ত্ব ধারে দেখিয়া দেন; অবশ্য বিদ্যমিতে বিদিয়া একটি হইয়া যায়। সীতার বিদ্যমি, রামের বিদ্যমি একটি হইয়া যায়।

—তত্ত্ব কি সাধারণের তত্ত্ব পায় ?

—বিলম্বেই পায়। তত্ত্ব পায়, ঈশ্বরেরা সকলের অন্তরে, অন্তরে তত্ত্বরূপে তত্ত্বাকে পথে চালিত করত তাহার কর্মফল করিতে করিতে পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকেন।

পরমাত্মাকে যা তুল করিয়া তত্ত্ব তত্ত্ব যায় তত্ত্বাদের তত্ত্বাদের তত্ত্বাদের হইয়া যায়।

যদি প্রাপ্তিঃ বিষাদক জনস্তি সুখ-দুঃখয়োঃ।
কেনাপ্যত্র ন বিদ্বদ্যোঃ দুষ্টুর্ম প্রজয়েৎ যথা ॥১৯
কো হর্ষা সুখয়েদ্যত্র কামো যা দুষ্টুমাত্মিকে।
আযাতা নীয়মানক যত্নেন ন বৃষ্টিঃ ॥২০
প্রকৃত দৃষ্টবন্ধুকৈ স্পর্শানুরাগাদ্যাবৈঃ।
অন্তরাদ্বেষবিরতো যদি ধর্ষঃ যদুষ্টিয় ॥
কেনাপি নির্দিষ্টে যাবৎ যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥২২

ইষ্টেঃ দেবত্ব ঘটেঃ অর্থেকঃ যাতি যদ্বিজঃ।
তৃতীয় যেবৎ তত্র লোকম্ বিদ্যাৎ
নিজার্দ্ধিজম্ ॥২৩

যদি (যদি) অন্তরাদ্বেষঃ (বিদ্বদ্‌ভাব দ্বারা) অবিরতঃ (অবারিত) অথবা (অথবা) অন্তরীয় (আকর্ষিত হয়), তর্হি (তাহা হইলে) তেন (সেই কারণ দ্বারা) অপি (ও) নির্দিষ্টম্ (নির্দিষ্ট) তৎ (তাহা) যথা (যে প্রকারে) গচ্ছতি (গমন করে), তদ্বৎ (তাহা প্রায় তদ্রূপ) ॥২২

যদিঃ (যদি যে) ইষ্টেঃ (ইষ্টদেবে) ঘটেঃ (অর্পণ করে) দেবত্বম্ (দেবত্ব), যঃ (যে পুনঃ কর্ত্তা) অর্দ্ধাংশেঃ (অর্দ্ধাংশে) যাতি (গমন করেন), তৃতীয় (তৃতীয় অংশে) যেবৎ (যেরূপ) তত্র (তাহাতে) লোকম্ (লোকসমূহ) বিদ্যাৎ (জানিবে) তৃতীয় (তৃতীয় অংশের) নিজার্দ্ধিজম্ (নিজ অর্দ্ধাংশের) ॥২৩

যদি (যদি) প্রাপ্তিঃ (লাভ) বিষাদক (বিষাদ) জনস্তি (জন্মায়) সুখ-দুঃখয়োঃ (সুখ-দুঃখে) তেন (তাহা) অপি (ও) বিদ্বদ্যোঃ (বিদ্বান্‌দিগের) দুষ্টুর্ম (দুষ্টুমি) ন (না) প্রজয়েৎ (প্রকাশ করে) যথা (যে প্রকারে) ॥১৯

[যথা] (যেমন) অযাতা (যে অর্জিত) নীয়মানক (নীয়মান অবস্থায়) যত্নেন (যত্নে) ন (না) বৃষ্টিঃ (বৃষ্টি) ন দুষ্টিঃ (দুষ্টির মধ্যে না), (সেইরূপ) কো (কি) হর্ষা (হর্ষ) যত্র (যাহাতে) সুখয়েৎ (সুখ হয়) যা (যে) কামো (কামনা) দুষ্টুমাত্মিকে (দুষ্টুমি স্বভাব) ॥২০

প্রকৃত [যথা] —[ইষ্টদেবের ধ্যানে] ইষ্টঃ (ইষ্টদেব) দেবত্বম্ (দেবত্ব), [ইষ্টে] (পূজা করিলে) অর্দ্ধাংশে (অর্দ্ধাংশে) যাতি (গমন করেন), তত্র (তাহাতে) [ইষ্টদেবে] যেবৎ (যেরূপ) তৃতীয় (তৃতীয় অংশে) লোকম্ (লোকসমূহ) বিদ্যাৎ (জানিবে) তৃতীয় (তৃতীয় অংশের) নিজার্দ্ধিজম্ (নিজ অর্দ্ধাংশের) ॥২৩

যদি বিষয় সুখদায়ী হয় এবং দুঃখের নামের চিহ্নও থাকে, তাহা হইলেও যাহাতে দুষ্টুমি না হয় তাহার সে চিহ্ন থাকে না ॥১৯

যেমন যত্ন করিবার জন্য বৃষ্টিমধ্যে আনীত যব পূর্ব্বেরই মতোন দুষ্টুমি প্রকাশ করে না, তদ্রূপ অর্থ ও কাম এই দেহীকে কি সুখ প্রদান করিতে পারে ॥২০

অর্থাদি সুখ ও দুষ্টুমির ন্যায় পরস্পর-অবলম্ব, পরন্তুতে দোষ আশ্রিত, এজন্য মাধ্য ও স্থিতির যায় এজন্য ক্রমে অন্য ইষ্টদেবের দ্বারা প্রত্যাহার

—ন যে ?

—অর্থী বৃদ্ধিকরী, ধর্ম্মকরী, অর্থকরী, কামকরী, মোক্ষকরী, ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জিনী, অর্থী নয়—নয়ী নয়।

যদি (যদি) অন্তরাদ্বেষঃ (বিদ্বদ্‌ভাব দ্বারা) অবিরতঃ (অবারিত) অথবা (অথবা) অন্তরীয় (আকর্ষিত হয়), তর্হি (তাহা হইলে) তেন (সেই কারণ দ্বারা) অপি (ও) নির্দিষ্টম্ (নির্দিষ্ট) তৎ (তাহা) যথা (যে প্রকারে) গচ্ছতি (গমন করে), তদ্বৎ (তাহা প্রায় তদ্রূপ) ॥২২

যদিঃ (যদি যে) ইষ্টেঃ (ইষ্টদেবে) ঘটেঃ (অর্পণ করে) দেবত্বম্ (দেবত্ব), যঃ (যে পুনঃ কর্ত্তা) অর্দ্ধাংশেঃ (অর্দ্ধাংশে) যাতি (গমন করেন), তৃতীয় (তৃতীয় অংশে) যেবৎ (যেরূপ) তত্র (তাহাতে) লোকম্ (লোকসমূহ) বিদ্যাৎ (জানিবে) তৃতীয় (তৃতীয় অংশের) নিজার্দ্ধিজম্ (নিজ অর্দ্ধাংশের) ॥২৩

লোকযুক্ত যদিবি বাহ্যবস্তু অর্থে কৃষিকর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফল ॥২১

যদি অর্থ বিষয়ভূত দ্বারা অবারিত সুখময়ত্বে আকর্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই অর্থের দ্বারা বারিত স্থানে পুরুষ যে প্রকারে গমন করে, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥২২

বারিত পুরুষ ইষ্টদেবকে যজ্ঞভূতের দ্বারা ইত্যাদি দেবতাত্মকে আরাধনা করত অর্দ্ধে গমন করেন, তাঁর উপাস্যের দিব্য লোকসমূহ দেবতার ন্যায় ভোগ করিয়া থাকেন ॥২৩

বপুষোপচিতে গুহ্যে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্বৈর্বিহরন্ যত্র যোষিদ্ভ্যো রতিবর্ধনঃ ॥২৪
স্ত্রীভিঃ কামবরৈরুচ্চৈঃ কিন্নরীভিরলঙ্কৃতঃ।
ক্রীড়ন্ ন বেদোরুসুখং মিথুনব্যক্তয়া নিজম্ ॥২৫
তাবৎ স যোষেত্ত্বর্গে বাপি পুমান্ সমশ্নুতে।
যাবন্ন ক্রীয়তে গুহ্যে পুণ্যং কল্পায়ুষাং ভবান্ ॥২৬
যস্যুর্বরায়াং কুণপো মূত্রো বৈষ্ণো মহাবিভূতিকঃ ॥২৭
পশুবিড্বিন্নাসৃগ্ ঘ্রেয়-কৃমিসংজ্ঞাদ্ বিভূম্।
অবকাবদ্ধো জঠরে মাতুর্যদ্যদশাশিতম্ ॥২৮
কর্ষন্তি ক্ষুদ্রকর্মাণি ক্ষুদ্রং ক্ষেত্রে ক্ষুদাশয়ম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্তত্র কিং ধর্মং ধর্মবিদ্যাপি ॥২৯

বপুষোপচিতে (বিশেষরূপে পুষ্ট) গুহ্যে (উপস্থে) বিমানে (বিমানে) বিহরন্ (বিহার করিতে করিতে) গন্ধর্বৈঃ (গন্ধর্বগণ কর্তৃক) উপগীয়তে (বর্ণিত হয়) ॥২৪

স্ত্রীভিঃ (স্ত্রীগণের) কামবরৈঃ (কামোদ্দীপক) কিন্নরীভিঃ (কিন্নরীগণের দ্বারা) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) গীয়মানঃ (গীত হইয়া) অলঙ্কৃতঃ (শোভা পাইয়া) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিতে করিতে) মিথুনব্যক্তয়া (স্ত্রী পুরুষ) নিজম্ (আত্মসম্বন্ধীয়) উরুসুখম্ (মহাসুখ) ন বেদ (জানিতে পারে না) ॥২৫

যাবৎ (যে পর্যন্ত) পুণ্যং (পুণ্য) সমশ্নুতে (সমাপ্ত না হয়), তাবৎ (ততদিন) সঃ (তিনি) স্বর্গে (স্বর্গে) বা (অথবা) যোষেত্ত্বে (স্ত্রী হয়); অতএব হে ভবান্ (ভবদেব) কল্পায়ুষাং (কল্পায়ু হইয়া) ভবান্ (আপনি) গুহ্যে (গুহ্যে) ন ক্রীয়তে (ক্রীড়া না করিতেছেন) ॥২৬

যস্যুর্বরায়াং (যে স্ত্রীর গর্ভে) কুণপঃ (মৃতদেহ) মূত্রঃ (মূত্র) বৈষ্ণঃ (বিষ্ঠা) মহাবিভূতিকঃ (মহাবিভূতিস্বরূপ) পশুবিড্বিন্নাসৃগ্ (পশুবিষ্ঠা, মূত্র, শোণিত) ঘ্রেয়-কৃমিসংজ্ঞাদ্ (ঘৃণ্য কৃমিনামক) বিভূম্ (প্রাণিশরীর) অবকাবদ্ধঃ (অবকাবদ্ধ হইয়া) জঠরে (গর্ভে) মাতুঃ (মাতার) যদ্যদ্ (যে যে) অশাশিতম্ (ভক্ষিত দ্রব্য) [তৎ] ক্ষুদ্রকর্মাণি (ক্ষুদ্রকর্মসমূহ) কর্ষন্তি (কর্ষণ করে) ক্ষুদ্রং (ক্ষুদ্র) ক্ষুদাশয়ম্ (ক্ষুদ্রাশয়) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (জীব) তত্র (সেই স্ত্রীতে) কিং ধর্মং (কি ধর্ম) ধর্মবিদ্যাপি (ধর্মজ্ঞ হইয়াও) [ত্বয়া] ন (আপনার দ্বারা) আচরিতম্ (আচরিত হইতেছে) ॥২৭-২৯

দেবীগণের স্তবে স্তবের ফল বারম্বার বিজ্ঞাপন করিতে করিতে যাঁর পুণ্য উপার্জিত বিমানে আরূঢ় হইয়া গন্ধর্বগণ কর্তৃক বর্ণিত হন ॥২৪

সুন্দর যুবতীগণের দ্বারা মনোজ্ঞ গমনকারী বিমানের দ্বারা নন্দনকাননে আদি দেবোদ্যানে ইতস্ততঃ গমন করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে পুণ্যক্ষয়ে আত্মসম্বন্ধের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না ॥২৫

যে পর্যন্ত পুণ্য ভোগের দ্বারা না হয় তাবৎকাল, তিনি স্বর্গে আনন্দলাভ করেন, অনন্তর জীবপুণ্য হইয়া ইচ্ছা না করিলেও মরণের দ্বারা চালিত হইয়া অবতরিত হইয়া থাকেন ॥২৬

যদি পুরুষ বিষয়াকাঙ্ক্ষাচিত্ত অবলোকের সমানেরও অর্থে হয় হয়, তাহা হইলে অবমাংস-উদ্ভিন্ন, বিষ্ঠামিশ্রিত, গৌর, ক্লেদকৃমিকুল, ঘৃণাস্পদ, প্রাণিশরীর হইয়া শতবিষ্ঠার মধ্যে পতনকে ইচ্ছা করিয়া প্রেতকৃতকর্মে অর্চনাপূর্বক জীব মরণকরত অবলম্বনেই ঘোর অজ্ঞানবন্ধন স্থাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৭-২৮

এবংবিধ পরিণামে ক্ষুদ্রপ্রধানকারী কর্মফল ভোগের দ্বারা করিয়া সেই ক্ষুদ্রকর্মসমূহের দ্বারা পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হন—এইরূপ হইলে মরণধর্মার জীবের কি সুখ ॥২৯

লোকানাং লোকপালানাং ব্রহ্মণঃ কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মৃত্যো বিদুষোঽকুতোভয়াদ্ ॥৩০

তস্যাঃ সংসৃতি কর্মাণি তমোঽনুপ্রভবন্তে তয়া।
জীবস্য তত্তদন্বেতি সুপ্তং কর্মপ্রচোদনা ॥৩১

যাবৎ ক্ষাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥৩২

যাবদস্যাস্তমস্তন্ত্রং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥৩৩

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম এব চ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি ॥৩৪

লোকপালানাম্ (ইন্দ্রাদি লোকপালগণের) কল্পজীবিনাম্ (কল্পজীবী) লোকানাং (লোকসমূহের) ব্রহ্মণঃ (আয়ু হইতে ভীতি) (ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য তত্ত্ব আছে). (অধিক কি) বিদুষাং-পরাণুঃ (বিদুষাংশ্রেষ্ঠানাং) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) অপি (ও) মৃত্যু (আয়ু হইতে) ভয়ম্ (ভয়) আছে (আছে) ॥৩০

তয়া (ঈশ্বরের) তস্যাঃ (তাঁর সকল) সংসৃতি (সৃষ্টি করে). তয়া (সেই তাঁ, তাঁর) (ঈশ্বরসম্বন্ধে) অনুপ্রভবন্তে (প্রবর্তিত করে).—(আত্মা যে), তু (কিন্তু) তত্তদনুরূঃ (তত্তদনুরূপ) অসৌ (এই) জীবঃ (জীব) তত্তদাসি (তত্তদাসি সকল) সুপ্তং (ভোগ করে) ॥৩১

আত্মনঃ (আত্মার) যাবৎ (যে অবধি) গুণবৈষম্যং (সত্ত্বাদি গুণের বিষম্য), তাবৎ (তখনই) নানাত্বং (নানাত্ব (বহু)

ভাব (হয়), হি (নিশ্চিত) আত্মনঃ (আত্মার) তদা (সে পর্যন্ত) নানাত্বং (নানার), তদা এব (তখনই) পারতন্ত্র্যম্ (পরাধীনতা) ॥৩২

অস্য (এই) আত্মনঃ (আত্মার) যাবৎ (যে পর্যন্ত) অস্তন্ত্রং (পরাধীনতা), তাবৎ (তত্তকাল) ঈশতঃ (ঈশ্বর হইতেও) ভয়ং (ভয়), যে (যাহারা) এবং (এই শ্লোকোক্ত-রূপ) ঈপাসীরন্ (যেরূপ করে ; যে (যাহারা) তাং (শ্লোকোক্ত রূপা) অর্পিতাঃ (আত্মার হইয়া) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হয়) ॥৩৩

আত্মব্যতিকরে সতি (আত্মাকে হইলে) মাং (আমাকে) কালঃ (কাল) আত্মা (আত্মা) আগমঃ (আগম) লোকঃ (লোক) স্বভাবঃ (স্বভাব) ন (অথবা) ধর্মঃ (ধর্ম) এব (ও) ইতি (এইরূপ) বহুধা (বহু প্রকার) আহুঃ (বলেন) ॥৩৪

লোকপালগণের, কল্পজীবী লোকপালগণের আয়ু হইতে ভয় আছে। অধিক কি, বিদুষাংশ্রেষ্ঠ পরমাত্মবিশিষ্ট ব্রহ্মারও আয়ু হইতে ভয় বিদ্যমান ॥৩০

গুণ-কার্য্য ইন্দ্রিয়সকল কর্মসমূহ সৃষ্টি করে। সমাধিতে ইন্দ্রিয়বিচ্ছেদে প্রবর্তিত করিয়া থাকে। গুণ কার্য্য যেই ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদিসমূহ অভ্যাসের দ্বারা একত্বপ্রাপ্ত সেই জীব কর্মফল সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে ॥৩১

গুণ-বৈষম্য সমাধিসকলের আধার ইন্দ্রিয়াদি-রূপে যে পর্যন্ত থাকে, তাবৎকালই আত্মার ঈশাদি-রহিত নানাত্ব। অভ্যাসের দ্বারা যখনই আত্মার

মানাত্ব—তাঁহার তাহার কারণীভূত ॥৩২

যাহে এই আত্মার অস্তন্ত্রত্ব কর্মাধীনত্ব তত্তকাল পর্যন্ত কালরূপ ঈশ্বরের আয়ু হইতে ভয় হইয়া থাকে। যে জনগণ এই মোহ ইন্দ্রিয় সুখ কলত্রাদি-রূপ গুণ পরিণাম আসক্তির সহিত সেবা করে, তাহারাই মোহান্বিত হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয় ॥৩৩

বিদ্বান্‌গণ মায়াজ্ঞেয় হইলে কাল, আত্মা (জ্ঞেয়) আগম (শাস্ত্র) লোক (ভোগস্থান) স্বভাব (যেরূপাদি পরিণাম হেতু) ধর্ম (তাহার ভোগ কারণ) এইরূপ আমাকে বহুপ্রকার বলিয়া থাকেন ॥৩৪ (১)

---

(১)—কি বলিলেন ?

—আত্মাজ্ঞেয় হইলে অর্থাৎ যখন সৃষ্টি আত্মা হয়, তখন এসমস্ত আমাকেই কাল, আত্মা, আগম, মুক্তিনিবন্ধন ভোগ

প্রকৃতি স্বভাব এবং ইত্যাদি বহুপ্রকারে কথন করিয়া থাকেন।

আমা হইতে ব্যতিরিক্ত কিছু নাই। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত আমাতে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকি ; অধি অধিষ্ঠিত

ঊষব উবাচ।

অস্মিন্ মর্ত্যাভ্যোঽপি হেয়েঽত্যন্তসাধুভিঃ।
ত্যজ্যতে সকলে দেহী যদর্থে বা কথং বিভো ॥৫৪

কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেদাসীতাশীত যাতি বা ॥৫৫

একস্যুক্ত যে ঊর্বি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
বিজ্ঞানঞ্চ বিরজ্যেত এষ ব্রহ্মসুতো যয়া ॥৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়: ॥১০

শ্রীঊষব উবাচ (শ্রীঊষব বলিলেন)।—বিভো (হে বিভো)! অস্মিন্ (আত্মবন্ধন) মর্ত্যাভ্য: অপি (মর্ত্যাদি অপেক্ষাও) হেয়ে (হেয়) দেহে (দেহকে) অসাধুভি: (অসাধুগণ) [যথা], কথং (কেন) তীব্র (তীব্র) স্নেহং (আসক্তি) ন ত্যজেত (ত্যাগ না), যা: অথবা) কথং (কেন) বর্ত্তেত (আছে বলা)? কথং (কি প্রকারে) বিহরেৎ (বিহার করেন) বা (কিংবা) কৈ: (কি) লক্ষণৈ: (লক্ষণের দ্বারা) জ্ঞায়েত (জানা যায়)? কিং (কি প্রকারে) ভুঞ্জীত (ভোজন করেন), উত বিসৃজেৎ (পরিত্যাগ করেন), আসীত (অবস্থান করেন), বা (কিংবা) যাতি (গমন করেন)? ৫৪-৫৫

অন্বয়। [হে আত্মন্]! বিজ্ঞানং (বিজ্ঞান) বিরজ্যেত (বিরক্ত) একঃ (এক) এব (এবং) এক (এক) বিধে (আমার) যয়া (যার) [এই] হৃদ: (হৃদয়) গ্রন্থি: (গ্রন্থি-স্বরূপ মোহ)! একস্য (ইহা) যে (আমাকে) ঊর্বি (বলুন) ৫৬

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ঊষব বলিলেন—হে বিভো! শুকরাদি দেহাভিমানে বর্ত্তমান আত্মিয়াও দেহী (আত্মা) দেহজাত কর্ম সুখ দুঃখাদিতে বিরক্তে অত্যন্তই থাকেন, তথাপি যাহা বদ্ধ হন না, কেন আবদ্ধ হন, কি প্রকারে অবস্থান বা বিহরণ করেন, কি লক্ষণের দ্বারা বিদিত হওয়া যায়, কি ভোজন করেন, কি প্রকারে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করেন? অথবা, অবস্থান, গমন কোন্ লক্ষণের দ্বারা জানা যায় ?৫৪-৫৫

হে প্রশ্নবিদ্‌গণের প্রধান অচ্যুত! এই বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর বলুন। একমাত্র ঈদৃশ বিজ্ঞানই কি প্রকারে বিরক্ত হইতে পারে? আমার এই গ্রন্থি দূর করুন ৫৬

বর্ত্তিতাই আমার যাহা হেয় বিষয়রূপ হই।

—ঈশ্বর বিভু পরিচ্ছন্ন হন না।

—অ, আত্মবন্ধন যে বিধি বিধেয় অজ্ঞান মহিমা নামক বিষয়রূপ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপ্রণীত পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

[বন্ধস্য দুষ্করত্বস্য চ নিরূপণম্, সদুক্তিলাভোপায়বর্ণনঞ্চ।]

শ্রীভগবানুবাচ।

বন্ধো দুঃখ ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মোক্ষো ন বন্ধকৌ ॥১

মোক্ষ-মোহৌ দুঃখং সুখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥২

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষ-বন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥৩

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।—বন্ধঃ (বন্ধ) দুঃখঃ (দুঃখ) ইতি (এই) ব্যাখ্যা (উক্তি) যে (আমার) গুণতঃ (উপাধিরূপ), বস্তুতঃ (স্বরূপতঃ) ন (নয়); গুণস্য (গুণের) মায়ামূলত্বাৎ (মায়ামূলত্বহেতু) মে (আমার) মোক্ষঃ (মুক্তি) ন (নাই), বন্ধঃ (বন্ধন) ন (নাই)॥

মোহৌ (মোহ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) দেহাপত্তিঃ (দেহধারণ) চ (এবং) মায়য়া (মায়ার দ্বারা), যথা (যেমন স্বপ্নে স্বপ্নাবস্থায়) আত্মনঃ (নিজের) খ্যাতিঃ (বিষয়, মায়ার দ্বারা কল্পিত) সংসৃতিঃ (সংসার) বাস্তবী (সত্য) ন [নয়]॥

একাদশ অধ্যায়।

[বন্ধ, মুক্তি ও সাধুসঙ্গের দুর্লভত্বকথন এবং সদুক্তিলাভের উপায় বর্ণন।]

উদ্ধব-প্রতি-বিষ্ণুবাক্য-মোক্ষ-বন্ধ-স্বরূপ-নিরূপণ।

ভগবান্ স্বয়ং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরঃ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বন্ধ ও মুক্তি জীবাত্মার এই যে ব্যবহার, তাহা আমার স্বরূপতঃ উপাধিহেতু—বাস্তবিক নহে। গুণের মূল মায়া, সুতরাং আমার মোক্ষ নাই—বন্ধনও নাই॥১

যেমন মুক্তির খ্যাতি (অবস্থান) বদ্ধ, তদ্রূপ

অন্বয়ঃ

উদ্ধব (হে উদ্ধব)! শরীরিণাম্ (শরীরিগণের) বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যা) মম (আমার) তনূ (শক্তি) বিদ্ধি (জানিবে), মোক্ষবন্ধকরী (মুক্ত ও মোক্ষকারিণী) আদ্যে (অবিদ্যা) যে (আমার) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) বিনির্মিতে (বিনির্মিতা)॥৩

মহামতে (হে মহামতে)! একস্য এব (একমাত্র) মমাংশস্য (আমার) জীবস্য (জীব) অবিদ্যয়া (অবিদ্যার দ্বারা) বন্ধঃ (বন্ধ) চ (ও) বিদ্যয়া (বিদ্যার দ্বারা) তথা ইতরঃ (মোক্ষ হয়)॥৪

অন্তঃকরণের মোক্ষবন্ধের মূলহেতু, এইজন্যই উপাধি মায়ার দ্বারা বদ্ধ, সংসার উপাধিকৃত—বাস্তবী নহে॥২

হে উদ্ধব! আমার সংজ্ঞাভেদে মায়ার দ্বারা বিনির্মিত জীবদেহের অনাদি বন্ধ-মোক্ষকরী বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার শক্তি বলিয়া জানিবে॥৩

হে মহামতে! এক আমারই অংশ জীবের অনাদি (বহুকালিক) অবিদ্যার দ্বারা বন্ধ আর আমার বন্ধ পরমাত্মাকারকত্ব-প্রদায়ী বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে॥৪ (১)

---

(১) শ্রীধর স্বামী—বস্তুতঃ অবিদ্যা অনাদিসিদ্ধ হইলেও, যখন বিদ্যা দ্বারা নষ্ট হয়, তখন মোক্ষ সুনিশ্চিত হয়। তদনুসারে কথিত হইয়াছে—

যদ্যপি অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যাবন্ধ মোক্ষের।
বিদ্যাদ্বারা নষ্ট হয় বিদ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।

[অবিদ্যাবন্ধ সম্বন্ধে বিদ্যুৎ তদ্যোগে বন্ধ

হইলে, আত্মজ্ঞান বিদ্যুৎ তদ্যোগে মুক্ত হইয়া থাকেন] তদনুসারে কথিত হইয়াছে—

ব্রহ্মের ন জীবের মোক্ষ নৈসর্গিক আত্মজ্ঞানিত্ব ন মুক্তের। তদ্যথা—শ্রুতি

—মুক্তি আত্মের স্বভাব নয়, যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনাশ ও সম্ভবিত হইতে পারে না। আর মুক্ত ও বিদেহ হইলে আত্মের সত্ত্ব থাকিতে পারে না।

অথ বদামি মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং কালে তে।
বিজ্ঞানবিপ্রযোগাভ্যাং বিমলো যেন কর্মণি ॥৪
দ্বাদশারেষ্বনদ্ধেষু সমাসু
অষ্টকাষ্টকে দ্বন্দ্বনীড়ে চ বৃক্ষে।
একস্মিন্নো যাতি পিতামহঃ
অন্যো বিজ্ঞোঽপি অনেন ভূয়াৎ ॥৫

আত্মানমন্যঞ্চ যো বেদ বিদ্বা-
নবিদ্যয়াসৌ ন তু বিদ্যয়াসৌ।
মোহ্যিষ্যা মৃত্যু ন তু বিত্তয়ৈষো
বিত্তাত্মনো যঃ ন তু বিত্তযুক্তঃ ॥৬
যেনেদমেবং বিদধে বিশ্বমাদৌ স্বধাম্ স্বভাবিষ্ণঃ।
অনেনোঽপি যেনেদং কৃৎস্নং বশ্যমৃণং যথা ॥৮

আত্ম (এই দিন)। অথ (অনন্তর) যে (তোমাকে) বিজ্ঞানবিপ্রযোগাভ্যাং (বিজ্ঞানের) অবিচ্ছিন্নতাঃ (অবধি) যথা (যেমন)চ (ও) মুক্তস্য (মুক্তের) বৈলক্ষণ্যং (পার্থক্য) কালে (বলিব) ॥৪

এবং (এই) সমূলে (সমস্তরূপী) সমাসে (সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্পন্ন) দ্বাদশে (দ্বাদশ সংখ্যাবিশিষ্ট), এবং (এই ঘটনা) বৃক্ষস্য (বৃক্ষরূপে) বৃক্ষে (বৃক্ষদেহে) দ্বন্দ্বনীড়ে (সুখদুঃখ বিজড়িতকারী), তত্র (উহাদের মধ্যে) এবং (একটী জীব) পিতামহঃ (অবিদ্যাকে), অন্যঃ (অন্য) বিদ্বান্ (বিদ্যাবান) অপি (ও) অনেন (এর) দ্বারা (দ্বারাই) ॥৫

(ইহার অন্য বিধি) বিদ্বান্ (বিদ্যাযুক্ত) অবিদ্যয়ঃ (অবিদ্যার) আত্মানম্ (আত্মাকে) চ (ও) অন্যং (অন্যকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন), তু (কিন্তু) সঃ (তিনি) পিতামহঃ (অবিদ্যাযুক্ত); [তিনি] ন (কখন) তু (কি), ন তু (তিনিই) বিদ্যয়া (বিদ্যার) চ (দ্বারা) যঃ (যিনি) বিদ্যাময়ঃ (বিদ্যাযুক্ত) ন তু (তিনি) বিদ্যাযুক্তঃ (বিদ্যাযুক্ত) ॥৬

যেন (যাহা) স্বধাম্ (স্ব হইতে উদ্ভিত) বিশ্বম্ (জগৎ) বিদধে (সৃষ্টি করিয়াছেন) যেন চ (যেহেতু ও) যেনেদম্ এবম্ (এইরূপ) যথা (যেমন) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অনেন অপি (তাহা দ্বারাও) যথা (যেমন করিয়া) ॥৮

যে ঘনে। একই অরীহে নিত্য ও বিনিত্যরূপে স্থিত বিজ্ঞানবিবিধিই জীব ও ঈশ্বরের, বন্ধের ও মুক্তের বিভিন্নতা তোমাকে বলিব ।৪

এই জীব ও ঈশ্বররূপ সমীপবর্তিনী নিত্যবস্তুর সমাজ্ঞান, অবিদ্যোপ সম্বন্ধের সমাপ্তাবস্থায়, বৃক্ষাকারে যেরূপ মূলে দুইটী পক্ষী বা নিম্নভাগে অবস্থিত। উহার মধ্যে একটী জীব নিজের সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগ করে; অন্য ঈশ্বর নিত্য ও বিদ্যাময়রূপে থাকিয়াও জ্ঞান দ্বারাদি বলের দ্বারা তাহা হইতে অধিক ন হওয়ায় ।৬ (১)

---

(১) এ মূলের সমূল সমাসে
সমাজ মূলে = বিদ্যমানে।
অষ্টকাষ্টক নিত্যস্থ যাহার-
সমাসে(ত্তাহাতে)ষ্টকে। দ্বন্দ্বনীড়ে ৫ ১।
আত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী পক্ষী, একটী বৃক্ষ কৌশলের (কর্মফল ভোগ করেন না), সঃ (তিনি) আত্মনঃ (আত্মার) অন্য (অন্য আত্মাকে) যে (জানেন), তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) পিতামহঃ (অবিদ্যাযুক্ত); [তিনি] ন তু (কখন) যঃ (যিনি) অবিদ্যা (অবিদ্যা) তু (দ্বারা), ন তু (তিনিই) বিদ্যাময়ঃ (বিদ্যাযুক্ত) চ (আর) যঃ (যিনি) বিদ্যাময়ঃ (বিদ্যাযুক্ত), ন তু (তিনি) বিদ্যাময়ঃ (বিদ্যাযুক্ত) ।৬

যেন (যাহা) স্বধাম্ (স্ব হইতে উদ্ভিত) বিশ্বম্ (জগৎ) বিদধে (সৃষ্টি করিয়াছেন) যেন চ (যেহেতু ও) যেনেদম্ এবম্ (এইরূপ) যথা (যেমন) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অনেন অপি (তাহা দ্বারাও) যথা (যেমন করিয়া) ॥৮

যিনি বিদ্বান্, তিনি কর্মফল ভোগ করেন না, আত্মা ও অন্যকে জানেন; তিনি অবিদ্যাযুক্ত, তিনি আত্মা ও পরমাত্মাকে জানেন না। যিনি অবিদ্যার দ্বারা মুক্ত, তিনিই বিদ্যাযুক্ত, আর যিনি বিদ্যাময় সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, তিনি বিদ্যাযুক্ত ।৬

যত হইতে উদ্ভিত যাহা যেরূপ, তত্রূপ বিদ্যান্ জীবমুক্ত—দেহযুক্ত থাকিয়াও দেহযুক্ত নন ; অজ্ঞানী অবস্থাতি দেহাভিমানী অজ্ঞ দেহযুক্ত না হইয়াও দেহযুক্ত হইয়া থাকে ।৮ (২)

আত্মা অন্য এক অবস্থিত থাকেন, তাহাকে একটী (জীবাত্মা) নিম্নস্থ কর্মফল আস্বাদন করেন, অন্যটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না ।

(২) বিদ্যাময়ত্বে আত্মাদির ও বিদ্যাদির ভেদ হয়।
—আত্মা যেমন যত বেদে, তখন যে তাহা সত্য বলিয়া

যং ছন্দসামাকলয়ৌক আর্য্যাং
স্নেহং পরাধীনমনংপ্রজাক।
বিজং ভবৌঘৈরুদধৌ যাচং
হীনাং বদা তর্কয়তি দুঃখভাগী ॥১৯
যস্মাৎ ন যে পাপবলং কর্ম্ম
বিদ্যুদ্ধরপ্রার্থিতরাধয়ন্ত।

(যিনি) ছন্দোজাল (ছন্দসমূহ) যত্ন (যাহা) আকলয়ে (আকলন) করেন (করিয়াছেন) আর্য্যাং (আর্য্যাকে) পরাধীনং (ইন্দ্রিয়ের অধীন) স্নেহং (স্নেহ) অনংপ্রজাক্ (অনং পুত্র) অকৃতবিবাহ (বাহাকে বিবাহ করাইবে) বিজং (বর) বদা হীনাং যাচং (অবশ্য-কর্ত্তব্যে যাচ্ঞা, আমার বলা বিফল) তর্কয়তি (তর্ক করে) [সঃ] (তিনি) দুঃখভাগী (বিশেষরূপে দুঃখভোগী হন) ॥১৯

যস্মাৎ (যে কারণ) অহং (আমি) অনংঃ (অনংশব্দ) বিদ্যুদ্ধরপ্রার্থিতরাধয়ন্ত (পাপং, পরীক্ষা করিবার) যে (আমার) পাপবলং (পাপসমূহ) বদা নঃ [কারণ এরূপ নাই] হীনাবভারশিরোভরস্য (হীনাবতারের মস্তকের ভোজনস্থল মধু বলা) [সঃ] (সেই) হীনঃ (হীনাত্মা) যাচং (যাচ্ঞা) [করি] যদ্যপি

হীনাবতারশিরোভরস্য বা তাম্
যস্যাং বিবং তাং বিদুষাম্ হীনাং ॥২০
এবং বিজ্ঞাপয়ামোঽহং মানাবজ্ঞাবমুক্তয়ে।
উপায়ানের বিবজং যদো অবর্ণ্য সর্ব্বথা ॥২১
যদ্যপীদো যাচয়িষ্যে যদো ব্রহ্মণি বিশ্বসম্।
যদি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিবপেৎ সমাচর ॥২২

(বিবাহ) বিজং (বাহা) বা বিদ্বাংসঃ (বাহাকে বিবাহ করে) যস্য ॥২০

এবং (এইরূপ) বিজ্ঞাপয়ামঃ (জানিয়ে দিতে বলিয়া) অহমপি (আমিও) মানাবজ্ঞাবমুক্তয়ে (অবজ্ঞা দূর করিতে) সর্ব্বথা (সর্ব্বথা) যদি (যাহাতে) বিবজং (বিবাহ) যদঃ (যে) অর্ণ (সম্পন্ন করিতে) উপায়ানের (উপায় হইবে) ॥২১

যদি (যদি) যদঃ (যে) ব্রহ্মণি (ব্রহ্ম) যদি (যাহাতে) বিশ্বসম্ (বিশ্বাস) যাচয়িষ্যে (করিতে) অথাপি (অথবা) (হে, তাহা হইলে) বিবপেৎ সম্ (অবশ্যই হইবে) সর্ব্বাণি (সমস্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম) সমাচর (সম্পন্ন হইবে) ॥২২

যোগের দ্বারা আমার দুঃখভাগী অর্থাৎ সহজ আত্মানন্দে আত্মহারা, আত্মতৃপ্ত, সকল বা অনেক বিষয়েই বিমুখ হয়েন না, বলেন না, সে বিষয়ে ধ্যান করেন না, এইরূপ বিধিরে যিনি অন্তরে স্থান বিরচন করিয়া থাকেন, সেই মুনি মুক্ত বলিয়া বিদিত হইবে ॥১৭

যিনি কেবল সহজাত স্নেহে বিমুখ, স্নেহের পারবশ্যে হইয়াও যদি পাপ ভয়ে যাবাদি অজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে একবিধ না হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের দুর্ভেদ্য মায়াকে দুর্ভাগের জন্য পাপবলবাহী ব্যক্তির ভার কেবল অবই বলা হইয়া থাকে ॥১৮

হে প্রিয়! এরূপবাদিনী দুরন্তমূলা মায়ী, কামরূপিণী ঘোর আর্যা, সহজলাভ সরীসৃপ, ঘোর অন্ধ সাধনমূলক সন্তান, সংসারের ভার না করিয়া দুর্মতি ও পাপ আপাতক অর্থ, আমার লীলাপ্রতি-

পাদক বিভীষা অন্ত বিবর্দ্ধিনী যাহা যে ব্যক্তি ভজন করে, সে নিশ্চয় দুঃখভাগী হইয়া থাকে ॥১৯

হে ঋষিবর! এই বিশ্বের স্থিতি-উৎপত্তি-বিনাশকারণ আমার পবিত্রতা-সম্পাদক বল ও লীলাবতারসমূহে অভিব্যক্তির অন্যথা যে কখন নাই, বীমাৎ সেই বিষয়ে অন্তরস্থাপয়িত্রী বাণী উচ্চারণ করিবেন না ॥২০

এবম্বিধ বিচারের দ্বারা আমার ভেদ-অন্যথাদি ভেদের অন্যথাকরণ মানাবজ্ঞার বিমুক্তির নিমিত্ত যন্তের সর্ব্বথা ভগবান্ আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক (ঈশ্বরকে বারণ করত) কর্ম্মসমূহ হইতে বিরত হইবে ॥২১

যদি ভক্তে (আমাতে) অটলা ভাবে মন ধারণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সকলকার্য্যবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥২২

অথাস্যূর্জকরাঃ পূতং ত্বচ্ছ্রুত্যা লোকপাবনীঃ।
গায়ন্তুস্বচরিতং কর্ণ অস্য চাঞ্জসিষ্যন্তি হৃদ্যঃ ॥২৩

অথার্থে ধর্ম-কাম্যার্থীবাচয়ন্ কৃপাঞ্জলিঃ।
নমস্তে বিশ্বভাবায় ভক্তিং লব্ধাস্মহে পরাম্ ॥২৪

সংসারসরণশ্রান্তঃ কথং ভক্তিং লভেয় হি।
স নঃ যে যদিয়ঃ সদ্ধিরসঙ্গো বিশ্বতে পদম্ ॥২৫

উদ্ধব উবাচ।

সাধুস্তবোক্তসংপ্রশ্নো বরঃ কৌষ্টুবিধঃ প্রভো।
ভক্তিস্ত্বয়্যনপায়িন্যাশ্রিতাশ্রিতা ॥২৬

এবংব্রতো মুক্তসঙ্গো লোকবাহ্যঃ কলেবরে।
প্রলয়াবাধ্যুবক্তায় প্রণয়ায় চ কথয়াম্ ॥২৭

ত্বং ব্রহ্ম পরমং যোনি পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥২৮

উদ্ধব (হে উদ্ধব)! অথ (প্রশ্নের পরে) লোকপাবনী (লোকসমূহের পবিত্রকারিণী) পুণ্যশ্রবঃ (শ্রবণের পুণ্যদায়িনী) ভবতঃ (আপনার) পুণ্যং (পবিত্র) কর্ম (কর্ম) চ (ও) অস্য (তার) মুহুঃ (নিরন্তর) গৃণতঃ (কীর্তন) অনুগৃণতঃ (অনুকীর্তন) অভিজ্ঞস্য (যে জানবান) বৈ (নিশ্চয়) আশাস্তে (আমার আশিস হইবে) অথার্থে (আমার নৈবেদ্যে) ধর্মকাম্যার্থম্ (ধর্ম কাম অর্থের) আশাস্য (আশীষ পূর্বক) নমস্কারে (নমস্কার করিয়া) কৃপাঞ্জলয়ে (করুণার) ত্বয়ি (আপনাতে) বিশ্বতঃ (অবস্থিতকারিণী) ভক্তিং (ভক্তি) লব্ধুম্ (লাভ করিতে) ইহ (এই)॥২৩-২৫॥

যদি (আমাকে) সংসরণশ্রান্তঃ (সংসরণক্লান্ত) অস্মি (আমি হই) বঃ (সেই কারণে) নঃ (আমাকে) উদ্ধরিষ্যে (বিশেষ ভাবে উদ্ধার করিবে), নঃ (কিন্তু) সঙ্গিঃ (সাধুগণ কর্তৃক) যদিয়ঃ (বর্জিত) যে (আমার) পদম্ (পদ) অঙ্গম্ (ইহা) বিশ্বতে (লাভ করিয়া থাকেন)॥২৫॥

হে উদ্ধব! ভবাদৃশ সাধুগণের দ্বারা পুণ্যশ্রবা পুণ্যশ্রবণকারিণী জনগণের পাপবিনাশিনী পবিত্রকারিণী আমার কথা শ্রবণ গান তার অনুকরণ করিতে করিতে ও আমার জন্য এবং কর্ম পুনঃ পুনঃ অভিনয় করত আমার প্রীতির জন্য ধর্ম, অর্থ ও কাম-সেবাকারী আমার ভক্তগণের হৃদয় সর্বলোকের কারণ আমাতে ঐকান্তিকী (নিষ্ঠা) ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন॥২৬-২৭॥

সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত আমাতে ভক্তির দ্বারা সেই ভক্ত আমাকে লাভ করেন। তিনি সাধুগণের প্রদর্শিত আমার পরমপদ সহজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥২৮

উদ্ধবঃ উবাচ (শ্রীউদ্ধব বলিলেন)—উদ্ধবায়ৈব (হে উদ্ধবায়ৈব)! ভবঃ (আপনার) সাধুঃ (উত্তম) যঃ (যে) কৌটুম্বিকঃ (বিষয়) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন)! হরিঃ (সাধুগণ কর্তৃক) আত্মনঃ (আত্মার), কৌশলং (কি প্রকার) ভক্তিঃ (ভক্তি) বা (আপনাতে) ঈশ্বরস্য (ঈশ্বরের) ভবিতে (হয়)? পুরুষস্য (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ)! লোকস্য (হে লোকবাসক)! অধ্যাত্মবিৎ (হে অধ্যাত্মজ্ঞানী)! প্রণয়ায় (প্রেম) আত্মকৃতে (আমাকে) চ (ও) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) যে (আমাকে) কৃতঃ (করা, করিয়াছেন) বৃতে॥১-২৬॥

ভগবন্ (হে ভগবন্)! ত্বং (আপনি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) পরমং যোনিঃ (আকাশের ন্যায় সকল প্রকারের কারণ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) পরঃ (অতীত) পুরুষঃ (পুরুষ)! ত্বং (আপনি) স্বেচ্ছোপাত্ত-পৃথগ্বপুঃ (স্বেচ্ছায় ইচ্ছা পূর্বক তার গ্রহণকৃত শরীর) অবতীর্ণঃ অসি (অবতীর্ণ হইয়াছেন)॥২৮॥

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে উদ্ধবাগ্রজ! কিরূপ সাধু আপনার অভিমত? হে প্রভো! ভবতঃ সংসারে ভক্তির যতপ্রকার আছে, তন্মধ্যে সাধুগণ কর্তৃক সমাদৃতা যে ভক্তি আপনাতে উপযুক্ত হয়, তাহাও কীদৃশী? হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সর্বাশ্রয় কর্তা, হে লোকসমূহের প্রধান কর্মফলদাতা জনগুরো! আমার জিজ্ঞাসিত এই কথাগুলির উত্তর প্রদান করুন, অনুগ্রহ, করিয়া আমাকে বলুন॥২৬-২৭

হে ভগবন্! আপনি পরমব্রহ্ম, আকাশের ন্যায় সকল, প্রকৃতির নিয়ন্তা, পুরুষ হইয়াও ভক্তগণের ইচ্ছায় শরীরের ন্যায় ভক্তিতে মন্ত্র মহীয়

শ্রীভগবানুবাচ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥২৯
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥৩০
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥৩১

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥৩২

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥৩৩

এষিষ্যত্যুদ্ধবঃ কৃষ্ণ-দর্শনস্পর্শনার্চনম্।
পরিচর্যা-স্তুতি-প্রহ্ব-গুণ-কর্মানুকীর্তনম্ ॥৩৪

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবন্ বলিলেন)—কৃপালুঃ (সকলের অনিষ্ট) অকৃতদ্রোহঃ (প্রাণিমাত্রের অনিষ্টকারী নহে) তিতিক্ষুঃ (ক্ষমাশীল) সত্যসারঃ (সত্যনিষ্ঠ) অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদি-রহিত, অনিন্দিতস্বভাব) সমঃ (সকলকে নিজের তুল্য) সর্বোপকারকঃ (যথাশক্তি সকলের উপকারক) কামৈঃ অহতধীঃ (বিষয়ের দ্বারা অনুরঞ্জিত চিত্ত) দান্তঃ (জিতেন্দ্রিয়) মৃদুঃ (কোমল স্বভাব) শুচিঃ (সদাচার) অকিঞ্চনঃ (অপরিগ্রহ) অনীহঃ (নিষ্কাম) মিতভুক্ (নিয়তাহারী) শান্তঃ (প্রসন্নচিত্ত) স্থিরঃ (অবিচল চিত্ত) মচ্ছরণঃ (আমার একান্ত আশ্রিত) মুনিঃ (মননশীল)।

অপ্রমত্তঃ (সাবধান) গভীরাত্মা (বিবেকবান্) ধৃতিমান্ (ধৈর্যশালী) জিতষড়্গুণঃ (ক্ষুধাদিজয়ী) অমানী (স্ব আত্মাকে মান্য মনে করেন না) মানদঃ (অপরকে সম্মানকারী) কল্যঃ (পরমার্থ তত্ত্ব) মৈত্রঃ (মিত্রভাবাপন্ন) কারুণিকঃ (করুণাময়) কবিঃ (সত্যদ্রষ্টা) এবং (এইরূপ) [যঃ] (যিনি) মাম্ (আমাকে) আজ্ঞায় (জানিয়া) এবম্ (এই) গুণান্ (গুণযুক্ত) দোষান্ (দোষযুক্ত) ময়া (আমাকর্তৃক) আদিষ্টান্ (আদিষ্ট হইলেও) অপি (ও) সর্বান্ (সমস্ত) ধর্মান্ (ধর্ম) সন্ত্যজ্য (ত্যাগ করিয়া) মাং (আমাকে) ভজেৎ (ভজনা করেন), সঃ তু (তিনিই) সত্তমঃ (উত্তম ভক্ত) ॥২৯-৩২

অথ (অনন্তর, ঐরূপ আলাপ করিবার পর) অহং (আমি) যাবান্ (যে পরিমাণ দেশকাল আশ্রিয়ের) যদ্রূপা (যেরূপ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ) ১ (ও) যঃ (সর্বাত্মা) [ইতি] (ইহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অজ্ঞাত্বা (না জানিয়া) অপি (ও) যে (যাহারা) মাম্ (আমাকে) অনন্যভাবেন (অনন্যভাবে) ভজন্তি (ভজনা করেন), তে (তাহারা) যে (আমার) ভক্ততমাঃ (ভক্ততম) মতাঃ (ইহা আমার মত) ॥৩৩

এষিষ্যতি-ইত্যুদ্ধবকৃষ্ণ-দর্শন-স্পর্শনার্চনম্ (আমার প্রতিমা ও আমার ভক্তগণের দর্শন স্পর্শন পূজা) পরিচর্যা-স্তুতি-প্রহ্ব-গুণ-কর্মানুকীর্তনম্ (সেবা, স্তব, নমস্কার ও আমার লীলাকীর্তন) ইত্যাদি

যাহার ভজন অবশ্যই হইয়া থাকে ॥৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—পরদুঃখে দয়া করিতে সমর্থ, সমস্ত দেহিগণের হিংসারহিত, শত্রুর অপরাধ সহিষ্ণু, একমাত্র সত্যসারবলশালী, অসূয়াদি দোষবিরহিত চিত্ত, দক্ষ ও বিনয়ে সমভাবাপন্ন, সকলের উপকারক, কামের দ্বারা অনুরঞ্জিত বুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়, কোমলচিত্ত, বাহ্য-অভ্যন্তরে শৌচ সম্পন্ন, পরিগ্রহশূন্য, ইহ-পরলোকের ভোগ বিরাগী, মনুষ্যমাত্রেরই অকপটসখা, সাধুচিত্ত, আমাতে দৃঢ়প্রত্যয়, অবশ্যই স্থির একমাত্র আমার শরণাগত, মননশীল, ক্ষুধা-পিপাসা-শোক-মোহ জরা-মৃত্যুপ্রভৃতি ষড়্গুণ-জয়কারী, অন্যকর্তৃক অনভিলাষী, অপরের মানপ্রদ, সত্যকারকারী, অপরকে আমার কথা বুঝাইতে সমর্থ, অকপট, করুণাসম্পন্ন, উত্তম এবং শুভ ও অশুভ যোনিসকল বিভিন্ন হইয়া আমাকর্তৃক যেরূপে উপদিষ্ট অবশ্য-সমূহ পরিত্যাগপূর্বক যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই ভক্তম অর্থাৎ যথার্থ সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ২৯-৩২

আমি যেরূপ যেরূপ কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সকলের আত্মভূত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ,—আমাকে সেইরূপ জানিয়া—পূর্বে পূর্বে শাস্ত্র ও গুরুদেবের উপদেশের

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ৪৫৫
মদ্ভজন-কপিলত্বম্ মম পর্বানুমোদনম্।
গীত-তাণ্ডব-বাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ৪৫৬
যাত্রাবলিবিধানঃ মমার্চাবিধিপর্বণি।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ৪৫৭

মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্মণি ৪৫৮
সম্মার্জলেপসেকাভ্যাঃ সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ।
পুষ্পোপহারঃ মহ্যং বাসসাম্ বলয়স্য চ ৪৫৯
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঙ্ক্ষ্যাদনিবেদিতম্ ৪৬০

মৎকথাশ্রবণে (আমার কথা শ্রবণে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা), মদনুধ্যানম্ (আমার চিন্তা), সর্বলাভোপহরণম্ [সমস্ত পদার্থের আমাকে সমর্পণ], দাস্যেন (দাসভাবে) আত্মনিবেদনম্ (আত্মসমর্পণ), মদ্ভজন-কপিলত্বম্ (আমার ভক্ত এবং শ্রীকপিলদেব), মম (আমার) পর্বানুমোদনম্ (জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্বের সানন্দ প্রবর্তন) গীত-তাণ্ডব-বাদিত্রগোষ্ঠীভিঃ (গীত বৃত্যবাদ্য সমন্বয়ের দ্বারা পরিবৃত হইয়া) মদ্গৃহোৎসবঃ (আমার গৃহ উৎসব) সর্বার্থবিধিপর্বণি [সমস্ত অর্চনা পর্বে—যেমন রামনবমী প্রভৃতি পর্বদিনে] যাত্রাবলিবিধানঃ (পুষ্পাদি উপহার প্রদান যোগাদি যাত্রার বিধান) বৈদিকী (বৈদিকী) তান্ত্রিকী (তান্ত্রিকী) দীক্ষা (বৈষ্ণব মন্ত্রের বিধান), মদীয়-ব্রতধারণম্ (আমার ব্রতধারণ) মম (আমার) অর্চা-স্থাপনে (প্রতিমাস্থাপিতে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা), [মম] (আমার) উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্মণি (পুষ্পোদ্যান, ফলপ্রধান উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুরী, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণকর্মে) যতঃ (যত্ন) [মম] (আমার) সংহত (সংযত বহিত হইয়া) উদ্যমঃ (উদ্যম)

সম্মার্জনোপলেপাভ্যাম্ (সম্মার্জন—ঝাঁটের আদির দ্বারা আলেপন) সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ (জোক্ষণ, সর্বতোভদ্রাদি মণ্ডলাঙ্কনের দ্বারা) আমার্চায়াঃ [আমার পূজাবিধানের] দ্বারা (দ্বারা) মম (আমার) পূজোপহারঃ (পূজা-উপকরণ) [পুষ্প দেওয়া], বাসসাম্ (বস্ত্র) বলয়স্য (কঙ্কণ) চ (এবং) [মম] (আমার) পূজোপকরণম্ (পূজা দেওয়া), অমানিত্বম্ (অ-মান) অদম্ভিত্বম্ (অ-দম্ভ) কৃতস্য (যাহা অনুষ্ঠান করেছ) অপরিকীর্তনম্ (অ-প্রচার) উদ্ধব। (হে উদ্ধব)! [এই সমস্ত কর্তব্য] যে (আমাকে), নিবেদিতম্ (নিবেদিত) দীপাবলোকম্ (দীপালোক) চ (এমনকি) নোপযুঞ্জ্যাৎ (যে আলোক আর কাহাকে অর্পণ না) ৪৫৬-৬০

নিবেদনরূপে বিধিত হইয়া অবহিতভাবে যিনি আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে তিনি আমার উত্তমভক্ত ৪৫৩

আমার প্রতিমা আদি ও আমার ভক্তজনের পর্বদিন, সন্ধিদিন, পূজা, পরমেষ্ঠা আদি পরিচর্যা, স্তব, মন্ত্রজপ পরিপাটিরূপে গুণ ও কর্মের কীর্তন করা ৪৫৪

হে উদ্ধব! আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, মুনিজনের আমার ধ্যান, সমস্ত লব্ধ ইষ্টবস্তু আমাতে সমর্পণ, দাসভাবে আত্মনিবেদনরূপ সেবা ও আত্মা সমর্পণ, আমার হইয়া অবস্থান, আমার জন্মকর্ম কীর্তন, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি আমার পর্বদিনসমূহের সানন্দ প্রবর্তন, গীত, উদ্যত বৃত্য ও বাদ্য সহকারে নিজ নিজ পরিবার সহিত আমার গৃহে উৎসব, আমার জন্মদিনের যাত্রা বলি ও বেদদীক্ষাদিতে গমন, জন্মাষ্টমী রামনবমী ষোলযাত্রা যাগ প্রভৃতি বিশেষতঃ চাতুর্মাস্য পর্বসমূহে পূজাবিধান, বিবিধ যত্ন সহকারে বিচার দ্বারা লব্ধ পুষ্পাদি পূজোপহার প্রদান, বৈষ্ণবী তান্ত্রিকী মন্ত্রগ্রহণের দ্বারা সংস্কার লাভ, আমার প্রিয় ব্রত একাদশী প্রভৃতি বিধিপূর্বক আচরণ অর্থাৎ উপবাস, রাত্রি জাগরণাদি যেমন বিধান আছে তদ্রূপ অনুষ্ঠান, আমার প্রতিমা স্থাপনে শ্রদ্ধা (আগ্রহ), একান্তী বা ভক্তজনের সহিত মিলিত হইয়া পুষ্পোদ্যান, ফলপ্রধান উপবন, ক্রীড়াস্থান নির্মাণে উদ্যোগ করা, ঝাঁটের অভিপ্রেতরূপ আলেপ্য দ্রব্য দ্বারা মার্জন (ঝাড়া দেওয়া), জোক্ষণ ও মণ্ডলের দ্বারা উপলেপন, মণ্ডলের দ্বারা

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তদ্বিবেদয়েন্নহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥৩৭

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি তত্র পূজাপদানি মে ॥৩৮

সূর্য্যে তু বিন্যসেদ্ দৃষ্টিং বহ্নিমাত্মনি বেশয়েৎ।
আতিথেয়ং তু বিপ্রাগ্র্যে মোদয়ং মদনাশিনা ॥৩৯

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা ক্ষমি মে খানবিষ্টতা।
গাবো ঘৃতাধিষ্ঠা হোমে হ্রেষ্যেত্যোমপুরঃকৃতৈঃ ॥৪০

লোকে (লোকে, জগতে) যৎ যৎ (যাহা যাহা) ইষ্টতমং (অতিইষ্টতম) চ (ও) যৎ (যাহা) আত্মনঃ (আমার) অতি প্রিয়ং (অতিশয় প্রিয়) তৎ (আমাকে) তৎ তৎ (তাহা তাহা) নিবেদয়েৎ (নিবেদন করিবে) (তাহাতে) আনন্ত্যায় (অক্ষয় ফলপ্রাপ্তির) কল্পতে (হয়) ॥৩৭॥

তত্র (সে স্থলে)। সূর্যঃ (সূর্য) অগ্নিঃ (অগ্নি) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণসকল) মম (আমার) বৈষ্ণবঃ (বৈষ্ণব) খং (আকাশ) মরুৎ (বায়ু) জলং (জল) ভূঃ (পৃথিবী) আত্মা (আত্মা) (এবং) সর্ব্বভূতানি (অন্যান্য প্রাণী) মে (আমার) পূজাপদানি (পূজার স্থান) ॥৩৮

সূর্য্যে (সূর্য্যকে আমার) দৃষ্টিং (দৃষ্টি) বিন্যসেৎ (বিন্যাস করিবে) অগ্নৌ (অগ্নিতে) বহ্নিং (হবিঃ) আত্মনি (নিজ শরীরে) বেশয়েৎ (প্রবেশ করাইবে), বিপ্রাগ্র্যে (উত্তম ব্রাহ্মণে) আতিথেয়ং (আতিথ্যসৎকার রূপ), মোদং (প্রীতিজনক) মদনাশিনং (মৃষ্টান্নাদি রূপ), বৈষ্ণবে (বৈষ্ণবে) সৎকৃত্যা (বন্ধুর ন্যায় সমাদর রূপ), ক্ষমি মে (ক্ষমাকালে) খানবিষ্টতা (সমস্ত ছিদ্রের রূপ) গাবো (গাভীকে) ঘৃতাধিষ্ঠা (ঘৃতপূর্ণ রূপ) হোমে (অগ্নি) হ্রেষ্যেত্যোমপুরঃকৃতৈঃ (হোষ্যামি প্রভৃতি ওঁকারপূর্ণ প্রকারে) হ্রেষাঃ (হ্রেষার রূপ) বাং (বাক্যকে) ভূষণং (পূজা বলিয়া) ॥৩৯-৪০

হোমকর্ম, সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল বিন্যাস, আমার মূর্তির সেবা, আমি ভবান্ এই অভিন্নতার পরিজ্ঞান, সংযমের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের নিকট আপনার ইষ্টতম যাহা আছে তাহা, যাহা অনুচিত বলিয়া কখন তাহাকেও না দেওয়া কর্তব্য। আমার নিবেদিত হীনালোকে অন্য কাহা করিবে না। আমার নিবেদিত অন্ন ও হবিঃ স্বয়ং একাকী ব্যবহার করিবে না, পরমার্থ সিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবগণকে প্রদান করত স্বয়ং উপভোগ করিবে ॥৩৪-৩৭

ঋক্ষরিক্ষাসোপবাহৈশ্চ বং মমং পরিকীর্ত্তিতম্।
বিকোর্নৈবেদ্যনিষ্ঠেন বং মমং কৃতমা কলৌ ॥
ঋষি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য লোকধৃক্ ॥

এই নাম উপবাসে যে ফল কথিত হইয়াছে, কলিযুগে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রদান এবংপ্রকার ভোজনে সেই ফল লাভ হয়।

যাহার হৃদয়ে রূপ, মুখে নাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, পাদোদক ও নির্ম্মাল্য মস্তকে, তিনি ধন্য।

ঋক্ষ (ঋক্ষ) ঋক্ষ (ঋক্ষ) সোম (সোম) বং (তোমার) মমং (আমার) পরিকীর্ত্তিতম্ (কথিত হইয়াছে)। বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) নৈবেদ্যনিষ্ঠেন (নৈবেদ্য প্রদান আদি) বিধিনা (বিধির দ্বারা) কলৌ (কলিযুগে) ঋষি (ঋষিত্ব) রূপং (রূপের দ্বারা), নিপ্রাগ্র্যে (উত্তম ব্রাহ্মণে) আতিথ্যেন (আতিথ্যসৎকার দ্বারা), মোদং (প্রীতিজনক) মদনাশিনা (মৃষ্টান্নাদি দ্বারা), বৈষ্ণবে (বৈষ্ণবে) সৎকৃত্যা (বন্ধুর ন্যায় সমাদর দ্বারা), ক্ষমি মে (ক্ষমাকালে) খানবিষ্টতা (সমস্ত ছিদ্রের দ্বারা) গাবো (গাভীকে) ঘৃতাধিষ্ঠা (ঘৃতপূর্ণ দ্বারা) হোমে (অগ্নি) হ্রেষ্যেত্যোমপুরঃকৃতৈঃ (হোষ্যামি প্রভৃতি ওঁকারপূর্ণ প্রকারে) হ্রেষাঃ (হ্রেষার দ্বারা) বাং (বাক্যকে) ভূষণং (পূজা করিবেন) ॥৩৯-৪০

ভগবান্ অত্রি।

জগতে যে যে বস্তু প্রিয়তম এবং যাহা আপনার অতিপ্রিয় বস্তু, তত্তৎ বস্তুসকল আমাকে নিবেদন করিবে—তাহা অনন্ত সুখের জন্য হইয়া থাকে ॥৩৭

হে মাতঃ! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা এবং সর্ব্বভূত আমার পূজার উৎকৃষ্ট আধার ॥৩৮

সূর্য্যকে চক্ষুঃ, অগ্নিতে হবিঃ, ব্রাহ্মণকে আতিথ্য বিধানের দ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধুর ন্যায় সমাদর প্রদর্শনের দ্বারা, ক্ষমাকালে গাভীদিগের, ঘৃতপূর্ণ হোমাগ্নিতে ওঁকারপূর্ণ বাক্যের দ্বারা, জগৎ পূজ্যতমের জগতেই আমাকে পূজা করিবেন ॥৩৯-৪০

ভক্তিমান্ পুরুষো নিত্যমিতি ভাগবতার্থতা।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমমনং যজেত মাম্ ॥৪৫

বিকল্পিতেষু মদ্ভাবঃ শঙ্খ-চক্র-গদাদিভিঃ।
ভূতেষু চতুর্ভুজং শান্তং যাবন্মর্চেৎ সমাহিতঃ ॥৪৬

ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥৪৭

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥৪৮

ভক্তিমান (ভক্তিযুক্ত পুরুষ) সততঃ (সর্বদা) [ভাগবতার্থতঃ] ভাগবতি (ভাগবত) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (শরীরস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞরূপে) সর্বভূতস্থ (বিভিন্ন প্রাণীতে) ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্রজ্ঞ) আত্মাকে (আত্মা) মাং (আমাকে) সমমনাঃ (সমভাবে মনযুক্ত) যজেত (পূজা করিবে) ॥৪৫

এবং (এই) বিকল্পিতেষু (কল্পনায়) ইতেষু (প্রাণ বিশিষ্ট) শঙ্খ-চক্রগদাদিভিঃ (শঙ্খচক্রগদাদি) চতুঃ (চতুর্) ভূজ (পাঁচ) চতুর্ভুজং (চতুর্ভুজ) শান্তং (আমার রূপ) সমাহিতঃ সন্ (সমাহিত হইয়া) যাবৎ (যত দিন) মদ্ভাবঃ (আমার ভাব) যজেত (পূজা করিবে) ॥৪৬

প্রতিমা সংস্কৃত পুরিবে যাহা মন্ত্র-প্রাণের দ্বারা, সরীরে আত্মবিষয়ক অভিধেয়বিষয়ক বিধানের দ্বারা এবং সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারা সর্বাত্মভাবী আমাকে সমজ্ঞান দ্বারা অর্চনা করিবেন ॥৪৫

একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সকল অভিধানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত আমার রূপ যাবৎ সম্ভব এইরূপে পূজা করিবেন ॥৪৬

(১). ইষ্টাপূর্ত (যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম, আর-

ইষ্টাপূর্তেন (যজ্ঞ ও উহার বৈদান্তিক ব্যাখ্যা) সমাহিতঃ সন্ (সমাহিত হইয়া) মাং (যিনি) যদি (আমাকে) যজেত (পূজা করেন), (যিনি) সদ্ভক্তিং (আমার ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) এবং (আর) সাধুসেবয়া (সাধু সেবার দ্বারা) মৎস্মৃতিঃ (আমার ভাব লাভ করে) ॥৪৭

উদ্ধব (হে উদ্ধব)। প্রায়েণ (প্রায়) সৎসঙ্গেন (সৎসঙ্গযুক্ত) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগ) বিনা (ব্যতীত) সম্যক্ (উত্তমরূপে) [ভাগবতার্থতা] বৈদান্তঃ (উপায়) ন বিদ্যতে (নাই) [এই হেতু] অহং (আমি) হি (নিশ্চয়) সতাং (সাধুদের) প্রায়ণম্ (আশ্রয়) ॥৪৮

প্রধানতঃ আর্ত কর্ম—যাহার দ্বারা সমাহিত হইয়া যিনি আমাকে পূজা করেন, যিনি আমাতে শ্রেষ্ঠ-লক্ষণা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ও সাধুসেবার দ্বারা আমার স্মৃতি লাভ করেন ॥৪৭

হে উদ্ধব। প্রায় সাধুসঙ্গ ও ভক্তিযোগ ব্যতীত আমার প্রাপ্তির উত্তম উপায় নাই, যেহেতু আমি সাধুদের সর্বোত্তম আশ্রয়, সৎসঙ্গই আমার অভিপ্রায় ॥৪৮

---

(১) ইষ্ট—অগ্নিহোত্র তপঃ সত্যং শ্রুতমগ্নীন্ধনং বিশঃ।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥
পূর্ত—বাপী-কূপ-তড়াগাদিদেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে ॥
(১) [পরবর্তীর ৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।]
ভক্তিমার্গের কি বিশেষত্ব?
—সাধুসঙ্গের মহিমা। অন্য সকল যোগ অপেক্ষা ভক্তি-যোগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তিযোগের সাধক সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি লাভ করা যায় না। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিযোগের সাধন আরম্ভ করা যায় না। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিযোগের সাধন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সাধুসঙ্গের মত আর দ্বিতীয় সাধন নাই। সাধুই ধর্মের, ভক্তির, ভগবানের আর সেবকাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হে।

অবৈষ্ণবং পরমং গুহ্যং পুরুষো বহুনন্দন।
যুষ্মাস্বপি যথাদ্যাপি ন যে কৃষ্ণঃ সুখং দদাতি॥৪৯

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পাদ্মেসংজ্ঞায়াং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যামেকাদশস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥১১

বহুনন্দন (হে বহুনন্দন)! অথ (অনন্তর) এবং (এই) পরমং (পরম) গুহ্যং (গোপনীয়) (তত্ত্ব) পুরুষঃ (ভগবান), যে (যে) কৃষ্ণঃ (দেবকী) সুতঃ (আত্মজরূপী) যথা (সম্প্রতি)॥৪৯

শ্রীবৃহন্নারদীয় মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ের শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদী ভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

হে বহুনন্দন! অনন্তর এই রহস্যময় পরম গুহ্য গোপনীয় (তত্ত্ব) ইহলোক বুদ্ধি আমার কৃষ্ণা, দেবকী, সম্প্রতি তোমাদের সখা ও সম্প্রাপ্য। তোমাকে বলিয়াছি অন্য কাহাকেও বলিবে না॥৪৯

শ্রীমদ্বাদরিবেদব্যাসপ্রণীত পাদ্মমহাপুরাণী সংহিতা শ্রীবৃহন্নারদীয়মহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদী শ্রীমদ্গৌরাঙ্গসুন্দরলোচনানন্দবর্দ্ধনায়-কৃত একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ।

[সংসঙ্গমহিমা কথন, কর্মানুষ্ঠান-কর্মত্যাগব্যবস্থাবর্ণন ৬।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥১

ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥২

অন্বয়ঃ

যোগঃ (অষ্ট. যো. সহ ও ব্রহ্মযোগ) ন (নহে), সাঙ্খ্যম্ (ব্রহ্মবিবেক) ন (নহে) চ (এবং) ধর্মঃ (অহিংসাদি ধর্ম) এব (ও) ন (নহে), স্বাধ্যায়ঃ (স্বাধ্যায়, বেদাদি পাঠ) ন (নহে), তপঃ (তপস্যা) ন (নহে), ইষ্টাপূর্তম্ (ইষ্টাপূর্ত) ন (নহে), দক্ষিণা (দান) ন যোগয়তি (বশ করিতে পারে না)॥১

অন্বয়ঃ

হি সর্বসঙ্গাপহঃ (অহিংসাদিরূপ) সৎসঙ্গঃ (সৎসঙ্গ) যথা (যেরূপ) মাম্ (আমাকে) অবরুন্ধে (বশীভূত করে), ব্রতানি (ব্রতসকল) চ (ও) ছন্দাংসি (বেদমন্ত্র) তীর্থানি (বিবিধ তীর্থ) নিয়মাঃ (বিধি সকল) যমাঃ (যমসমূহ) তথা (সেইরূপ) ন (সম্পূর্ণ বশিতে পারে না)॥২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[সৎসঙ্গের মহিমা কথন এবং কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ ব্যবস্থা বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব নিশ্চিত পরম্।
আত্যন্তিক সর্বনাশ যথায় কারণ সাধু সঙ্গম॥

অহিংসাদি সর্বনাশ সৎসঙ্গ যেরূপ আমায় বশীভূত করে, যম, তীর্থ, বেদ ও ব্রহ্মযোগ, সাংখ্য (ব্রহ্মবিবেক) পঞ্চযজ্ঞাদি ধর্ম, স্বাধ্যায় (বেদাদি শাস্ত্রঅধ্যয়ন), তপস্যা (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা), সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত ধর্ম, দক্ষিণাদান, একাদশীর উপবাস আদি ব্রতসকল, বেদমন্ত্র, ৯-প্রকার যমসমূহ, পবিত্র তীর্থসমূহ, যৌগাদি নিয়ম, অহিংসাদি যম আমায় তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না॥১-২

সংস্পর্শেন হি সৈরেরা বায়ুবন্নো কৃতাঃ পুরা।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণ-গুহ্যকাঃ ॥৩

বিজ্ঞায়ৈকান্তভক্তেষু স্বৈরাঃ সূত্রঃ স্থিরোদ্যমাঃ।
ব্রহ্মরুদ্রাদ্রুক্রমরক্ষিণ্ডিন্ মুহুরেব ॥৪

অন্যে মৎপদং প্রার্থয়ন্ত্যাত্যন্তিক-ভাগবতব্রতাঃ।
মৃদঙ্গপর্ণা ঋষিবর্যো মহদ্ভাশ্চ বিভোদ্যমঃ ॥৫

ত্রয়ীবো বহুমাকূলে পক্ষে সূত্রো ঘনিকৃপাঃ।
যাবা কৃষ্ণা ত্রয়ে যোপ্যো বজনস্তুতবাপরে ॥৬

তে বাধীতপ্রকৃতিগুণা যোগাসিদ্ধমহত্তমাঃ।
অত্রজন্তুতপদঃ সংসরন্ত্যুপাধয়ঃ ॥৭

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥৮

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দান-ব্রত-তপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥৯

মৎসংস্পর্শেন (মৎসংস্পর্শ দ্বারা) সৈরেরাঃ (সৈরা), বায়ুবন্নো (বায়ুবৎ), কৃতাঃ (পূর্ব), পুরা (পূর্বে) ॥ (৩) গন্ধর্বাপ্সরসঃ (গন্ধর্ব অপ্সর), নাগাঃ (নাগ), সিদ্ধাঃ (সিদ্ধ), চারণগুহ্যকাঃ (চারণ গুহ্যক) ॥ (৪) বিজ্ঞায় (বিজ্ঞানবশে) (এবং) একান্তভক্তেষু (একান্তভক্তগণে মধ্যে) স্বৈরাঃ (স্বৈর), স্থিরোদ্যমাঃ (স্থিরোদ্যম) ব্রহ্মরুদ্র (ব্রহ্মরুদ্রগণ) ঋভিক্ষু ঋভিক্ষু (এই এই) মুহুঃ মুহুঃ (সর্বদাই মুহুর্মুহুঃ) রক্ষণে আদরে আদর প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৫-৬

ত্রয়ীবাহবঃ (ত্রয়ীবাহুগণ), মৃদঙ্গপর্ণা (মৃদঙ্গপর্ণ), ঋষিঃ (ঋষি), বর্যাঃ (বর) অর (অন্য) বিভোদ্যমাঃ (বিভোদ্যম), ত্রয়ীবাঃ (ত্রয়ীবা), বহুমাঃ (বহুমান্), কূলে (আশ্রয়ে), পক্ষে (পক্ষে), মৃদাঃ (মৃদ্), ঘনিকৃপাঃ (কূপাকার), যাবাঃ (যবাকার), কৃষ্ণাঃ (কৃষ্ণ), ত্রয়ে (ত্রয়ীতে) যোপ্যাঃ (যোপীরূপ) যবাঃ (ও) যজনস্তুতবাপরে (যজনস্তুতবাপর) ॥ ৬ ॥

একমাত্র সাধুসঙ্গের দ্বারা সৈরেরা, ব্রাহ্মণ, পক্ষী, ঋষিবর্য,মৃদঙ্গপর্ণা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক ও বিদ্যাধরগণ; বায়ুর ন্যায় সৈরেরা, সূত্র, স্ত্রী, অন্ত্যজজাতি, ঋষিরা আর কি বলিব, ইহঁরা ব্রহ্মাদিপ্রভৃতি বহু প্রার্থিত তত্ত্ব তত্ত্ব মূলে আমার পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৩-৪

মৃদঙ্গপর্ণ, ঋষিবর্য, মৃদঙ্গপর্ণা, ঋষি, নাগ, নগ, বিভোদ্যম, সূত্রীব, বহুমান্, নাগবান্, পক্ষ, সূত্র, ঘৃণাবান্, বর্ষ-নাগ, কৃষ্ণা, ত্রয়ে যোপিতাদলল, যে (নাগাদি) ও অবীতপ্রকৃতিগুণাঃ (যোগবল পাই অন্য যাই), যোগাসিদ্ধমহত্তমাঃ ও (মহত্তমদলের যোগ আর নাই), অত্রজন্তুতপদঃ (এখানকার বিপত্তি), অথাপি সংসরন্তি (সংসারে) মাম্ (আমাকে) ঈয়ুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥৭

কেবলেন (কেবল, একমাত্র) ভাবেন (প্রেমের দ্বারা) পূর্বোক্তজনাঃ (পূর্বোক্তজনের দ্বারা) গোপ্যঃ (গোপীরূপ), গাবঃ (গোরূপ), নগাঃ (বৃক্ষ লতাদি বৃক্ষরূপ), মৃগাঃ (মৃগরূপ), অন্যে (অন্য) যে মূঢ়ধিয়ঃ (মূঢ়বুদ্ধি), নাগাঃ (কালিয়াদি নাগরূপ), সিদ্ধাঃ (সিদ্ধরূপ) যে (যাহারা) অপি (ও) মাম্ (আমাকে অন্তরা (অন্তরাত্মে) ঈয়ুঃ প্রাপ্ত (প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥৮

যং (যে আমাকে) নাগাঃ ন (নাগরা), যোগেন (যোগ), সাংখ্যতত্ত্বসংশয়ৈঃ (সাংখ্যের অনন্ত) (ও) ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ (শাস্ত্রব্যাখ্যান, স্বাধ্যায়—বেদপাঠ, সন্ন্যাসের দ্বারা) যত্নবান্ অপি (যত্ন করিলেও) ন প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হয় না) ॥৯

একমাত্র সাধুসঙ্গের দ্বারা সৈরেরা, ব্রাহ্মণ, পক্ষী, ঋষিবর্য,মৃদঙ্গপর্ণা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক ও বিদ্যাধরগণ; বায়ুর ন্যায় সৈরেরা, সূত্র, স্ত্রী, অন্ত্যজজাতি, ঋষিরা আর কি বলিব, ইহঁরা ব্রহ্মাদিপ্রভৃতি বহু প্রার্থিত তত্ত্ব তত্ত্ব মূলে আমার পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৩-৪

মৃদঙ্গপর্ণ, ঋষিবর্য, মৃদঙ্গপর্ণা, ঋষি, নাগ, নগ, বিভোদ্যম, সূত্রীব, বহুমান্, নাগবান্, পক্ষ, সূত্র, ঘৃণাবান্, বর্ষ-নাগ, কৃষ্ণা, ত্রয়ে যোপিতাদলল, যে নাগাদি ও অবীতপ্রকৃতিগুণাঃ যোগবল পাই অন্য যাই, যোগাসিদ্ধমহত্তমাঃ মহত্তমদলের যোগ আর নাই, অত্রজন্তুতপদঃ এখানকার বিপত্তি, অথাপি সংসরন্তি আমাকে লাভ করিয়াছে ॥৭

একমাত্র আমাকে আবেশিত চিত্তের দ্বারাই যোপিতাদল, গোগণ, বৃক্ষলতাঋষি বৃক্ষসকল, মৃগসমূহ, কালিয় প্রভৃতি নাগসমূহের এবং অন্যান্য

রামেণ সার্দ্ধং মধুরাং প্রবীরো
যাস্যন্বিনা মন্যুপরিপ্লুতাত্মা।
বিধাস্যতে ন ত্বিতি বিপ্রয়োগ-
শঙ্কাবরোধাকুল ইব স্মৃতঃ স্বয়ম্ ॥১০

তস্যাঃ কথাং শ্রোতুমনা মনীষী
মনৈব মূলাদবলোচয়েণ।
কথার্দ্ধবৎ তাং পুনরস্য তস্যাং
হীনা যয়া তদ্রসনা মমূহুঃ ॥১১

তা বাষ্পিরুদ্ধমধুরস্বরকণ্ঠ-
বিত্তঃ যথাস্বাননিবদ্ধদৃষ্টয়ঃ।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽধিকোষে
নয়ুঃ প্রবিষ্টা ইব নাম-রূপে ॥১২

তৎকালা যমনং জ্ঞানযজ্ঞপরিরোধকরণাং।
ত্রস্তা মাং পরমং প্রাপুঃ সমাধ্যুত্তরদক্ষিণাম্ ॥১৩

তাভিঃ (তাহাদের দ্বারা) মনসা (মনোযোগের) সার্দ্ধং (সহিত) মধুরাং (মথুরা) প্রবীরঃ (বীর হইলে) যাস্যন্ (আসিবে) অন্যমনস্কচিত্তাঃ (অন্যমনস্কচিত্ত) (গোপীগণ) বিপ্রয়োগাশঙ্কাবরোধাকুলঃ (বিয়োগাশঙ্কা রূপ অবরোধে ব্যাকুল) বিধাস্যতে (করিবে) ন ত্বিতি (না এই প্রকার) স্মৃতঃ (মনে করিয়া) ইব (যেন) স্বয়ং (স্বয়ং কৃষ্ণ) তস্যাঃ (তাহার) কথাং (কথা) শ্রোতুমনাঃ (শ্রবণেচ্ছু) মনীষী (কৃষ্ণ) মনসা (মনের দ্বারা) এব মূলাৎ (সমূলে) অবলোচয়েণ (উৎপাটন করিলেন)। তস্যাং (সেই গোপীগণ) কথার্দ্ধবৎ (কথার অর্দ্ধেকের ন্যায়) পুনঃ (পুনরায়) অস্য (কৃষ্ণের) তাং (সেই) রসনাং (রসনা) যয়া (যাহা দ্বারা) হীনাঃ (রহিত) তদ্রসনাঃ (সেই রসনা রহিত) মমূহুঃ (হইয়াছিল) ॥১১

তাঃ (সেই গোপীগণ) বাষ্পিরুদ্ধমধুরস্বরকণ্ঠবিত্তঃ (অশ্রুরুদ্ধ মধুর স্বর ও কণ্ঠ বিত্ত) যথাস্বাননিবদ্ধদৃষ্টয়ঃ (যাহার যাহার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল) যথা (যেমন) সমাধৌ (সমাধিতে) অধিকোষে (সমাধি মন্দিরে) প্রবিষ্টা ইব (প্রবিষ্ট হইলে) (যোগিগণের) নামরূপে (নামরূপ) ন বাষ্পিরুদ্ধ (বাষ্পিরুদ্ধ পাঠের না), তথা 'অন্তর' ইতি (যোগিগণ) অন্তরবর্ত্তিনঃ (অন্তরবর্ত্তিনঃ) তাঃ (সেই গোপীগণ) ইব (বিলীন) যম (কৃষ্ণ) আত্মানং (দেহ) যথা (যেমন পরিপূর্ণানন্দের বিষয় হইয়াছিল) ॥১২

তৎকালাঃ (আমার অন্তর্ধান) (অর্থাৎ) জ্ঞানযজ্ঞপরিরোধকরণাং (আমার মথুরা অবস্থিতি) অবগতাঃ (সেই গোপীগণ) পরমং (মহাদুঃখ যাহাতে) ত্রস্তাঃ (ভয়ে) মাং (আমাকে) প্রাপুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিল) ॥১৩

আমার মুখবিনিঃসৃত কথার অর্দ্ধ হইতে অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৮

অধুনা হইতেও রোগ, শোক, ভয়, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা ও নিদ্রাদোষ দ্বারা মানবগণ যে আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কেবল জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা সেই আমাকে লাভ করিয়া থাকে ॥৯

অক্রূর রামের সহিত আমার মথুরা গমন হইলে পরম প্রেমে অনুরক্তচিত্তা গোপীগণ আমার বিরহে অসহনীয় মনোবেদনায় আমি ভিন্ন অন্য কিছু সুখের কারণ দেখে নাই, তাহারা বিষাদিনি

কেবলমাত্র আমারই চিন্তা করিয়াছিল ॥১০

হে উদ্ধব! আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম প্রিয়তম আমার সহিত গোপীগণের যে যে বাক্যালাপ কথার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত হইত; আমাবিহীন সেই সেই বাক্যই তাহাদের নিকট কথার সমান হয়ে হইয়াছিল ॥১১

আমার আগমিন দ্বারা বন্ধচিত্তা গোপীগণের পতিপুত্রাদি মনতা আপনার নয়, অন্যের আপনার নেয়, পরলোক ও ইহলোক জানিতে পারে নাই। তাহারা সমাধিকালে মুনিগণের ন্যায়, মথুরা মনীমধ্যে মন নাম-রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতেই

তস্মাৎ ভবদ্ভবোৎপন্না চোদনা প্রতিচোদনাম্।
প্রকৃতিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ যোক্তব্যং ভ্রুতমেব চ ॥১৪

সংযোক্তব্যেন সত্যেনাত্মানং সর্বতোঽধিয়াম্।
যদি সর্বাত্মকমনে ধত্যা তা ভদ্রুতোক্তয় ॥১৫

উদ্ধব উবাচ।

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্ততে আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ন এষ যৌধো বিতথপ্রসূতি-
প্রমাদমোহৌ নয়তঃ পুমাংসম্।
অনাদ্যবিদ্যোপসৃতঃ প্রমাদী
ভ্রাম্যেদমুষ্মাদুপসৃত্য মৃত্যুম্ ॥১৭

ত্বমস্য মোহপিহিতস্বভাবো
মমেতি রাজন্যবিকল্পযোনা।
মনঃ শ্রমাপায়রতিঃ বিধত্তে
অনুগ্রহং মে ত্বরিতং বিধত্তে ॥১৮

তস্মাৎ (অতএব) ভবৎ (তে উদ্ধব)। ভবৎ (তুমি) চোদনা (প্রশ্ন) প্রতিচোদনাম্ (তুমি) করিবে (প্রশ্ন) চ (ও) নিবৃত্তি (নিবৃত্তি মার্গ) চ (এবং) যোগের (প্রকৃষ্ট) চ (আর) সর্বম্ (সব) এব (ও) ভ্রুতম্ (নিশ্চয়ই জানিবে) সর্বাত্মকেন (সর্বাত্মকরূপে) সত্যেন (সত্য) এব এব (একমাত্র) আত্মানম্ (আত্মা) যদি (যদি) সত্যম্ (সত্য) ধত্যা (ধারণা) তা (তুমি) ভদ্রুতোক্তয় (সর্বজ্ঞ ভদ্রুত) তঃ (হও) ॥১৫ ॥

উদ্ধব উবাচ (উদ্ধব বলিলেন)—যোগেশ্বরেশ্বর (হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর)! তব (আপনার) বাচম্ (বাক্য) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া আমার) সংশয়ঃ (সংশয়) ন নিবর্ততে (নিবৃত্তি হইতেছে না), যেন (যেই) (সংশয়ের দ্বারা) মে (আমার) মনঃ (মন) ভ্রাম্যতি (ভ্রান্তি হইতেছে) ॥১৬

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—ন (নেই) এষঃ (এই) যৌধঃ (পরমার্থ) বিতথপ্রসূতিঃ (অসত্যাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া) যৌধে (পরমার্থ বস্তুতেই) প্রমাদে (প্রমাদ রহিত) আত্মা (আত্মাকে) প্রমাদী (প্রমাদী হইয়া) মৃত্যুম্ (মৃত্যু) উপসৃত্য (প্রাপ্ত হইয়া) ভ্রাম্যেৎ (ভ্রমণ করে) ইতি (এই) অনাদ্যবিদ্যোপসৃতঃ (অতি পুরাতন অজ্ঞানের) (ফল) ॥১৭

(প্রমাদমোহের) অস্য (অতি) ত্বম্ (তোমার) যে (আমার আত্মাতে) অতি সম্বন্ধ) ঔদ্ধব (হে উদ্ধব) (তোমার ভ্রান্তির) (এবং মনের অজ্ঞান) পরাপি (একমাত্র) অবিদ্যাযোনা) (অতি প্রাচীন) অবিদ্যেতঃ (অনুসারে) মনঃ (মনের) অনুঃ (বিভিন্ন বুদ্ধিভেদে বাহ্যের) প্রমাদঃ (ভ্রম), (যেন) রতিঃ (ক্ষণিক ভাব) (যেন) বিধত্তে (সৃষ্টি, ধারণ করিতেছে), তথা (তদ্রূপ) এব (ই) যে (আমার) ইদম্ (এই) বাণী (বেদরূপ-বাণী) বাক্যঃ (অভিন্নরূপ) বিধত্তে (করিতেছে) ॥১৮

প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ যোগত্রয় ক্রমেই ॥১৪

সর্বাত্মকরূপে সত্যরূপেই সর্বদৃষ্টিতে।
যদি সর্বজ্ঞতা ধর তা হলে তুমি ভদ্রুতোক্তয় ॥১৫

সংশয় শুনিয়া বাক্য তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্তিত আত্মস্থো যেন ভ্রান্তি যে মনঃ ॥১৬

পরমার্থ বস্তুতেও প্রমাদ রহিত
প্রাণের মোদের তবু প্রমাদিত।
অনাদ্যবিদ্যা সুদৃঢ়মূলেতে ক্ষণা
যাত্রা করে তর্ক ইতি শুনিলাম ॥১৭

তবাবিদ্যা যেহেতুবিমূলক
মনের সাধনা বিবিধাকার।
অনু প্রকারে রচিয়া সন্ধিতে
উদ্ধব যে ব্যক্তিরে যে বাণী ॥১৮

প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ ১২

আমার বচন-অবহিতা, আমাকে অন্যান্য আত্মবুদ্ধিতে অথবা-প্রভাবে সর্বতোভাবে রতিযুক্তরূপ আত্মবুদ্ধিতেও পরমাত্ম আমাকে আত্ম করিয়াছিল ১৩

অতএব হে উদ্ধব! তুমি প্রবৃত্তি-তুমি বিবিধ কর্ম, অভিধাহিত কর্ম ও যোগত্রয় সমস্ত পরিজ্ঞান-পূর্বক 'জ্ঞান, কর্ম সন্ন্যাসাদির নিষ্ঠা আদি এই বিষয়ে সমস্ত বেদিকগণের আত্মা একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর—আমার দ্বারাই তুমি ভদ্রুতোক্তয়—সর্বজ্ঞ উক্তি বিরহিত হইবে ১৪-১৫

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে যোগেশ্বরের! আপনার বাক্য শ্রবণ করত কার্য ত্যাগ করিয়া এইরূপ সংশয় সমূহ বিদূরিত হইতেছে না—হে সংশয়ের দ্বারা আমার মন বিভ্রান্ত হইতেছে; অতএব আপনি তাহা ছেদন করুন ১৬

এবং যদি কর্ত্তুর্ব্যক্তিবিশেষো
ভ্রাণো বদেৎ চক্ষু স্পর্শং শ্রোত্রঞ্চ ।
পঞ্চত্বিজ্ঞানবন্ধাভিধানঃ
সূত্রঃ হক্ক-সত্ত্ব-ভবোধিকারঃ ॥১৯
অথ যি ঘোষশ্রিয়ত্বজযোনি-
ষ্বত্যন্ত একো বদন্তা ন আত্মা ।

বিভিন্নউদ্ভিন্নিবন্ধনের গতি
যৌগপি যোনি প্রতিপত্ত বন্ধনং ॥২০
ষড়্বিধিঃ শ্রোক্তমনেকযোনঃ
পরীক্ষা কথা তত্ত্ববিভাবনস্থ ।
ব এব সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥২১

এবং (এইরূপ) (আমার) যদি: (যদি). কর্ত্তু যদি (আমার কর্ত্তৃত্ব চক্ষুরাদি যদি), বিনর্দ্দঃ (পাছুয়ের মন্ত্রণা বাক্য), ভ্রাণং (নাসিকার ঘ্রাণ), বদেৎ (বলবে) চক্ষুঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে) চক্ষু (নয়নের দর্শন), স্পর্শং (ত্বকের স্পর্শ), শ্রোত্রং (কর্ণের শ্রবণ), পঞ্চত্ব (পঞ্চ প্রকার), বিজ্ঞান (বুদ্ধির বিজ্ঞান), বন্ধাভিধানঃ (বন্ধাভিধান নামক), সূত্রং (গ্রন্থের, গ্রন্থবিশেষ) হক্ক-সত্ত্ব-ভবাধিকারঃ (হক্ক-সত্ত্ব-ভবোধিকার বিষয়ক) (আমার অভিব্যক্তি) ॥১৯

যৌগপি (যৌগপদ্য) বন্ধন (বন্ধন) যোনি (ক্ষেত্র) প্রতিপন্ন (লাভ করিয়া, গঠিত হইয়া) বন্ধনা হৈ (বন্ধ প্রকারের হয়) [যে, এইরূপ] অন্ত (এই) যি (যে)

অন্তবাদি (লোকরূপ পরের আত্মভূত) ত্রিয়ু (ত্রিলোকের) অন্যতরা (অন্যতম) আত্মা (আত্ম) জাতং (উৎপন্ন) বন্ধন (বন্ধনের বশে) বিভিন্নউদ্ভিন্নিঃ (বহু উদ্ভিজ্জাদিরূপ বিভিন্নরূপে হইয়া) অন্তা (হেয়-মাংসাদি বস্তুসমূহের) আদি (প্রধানিত হয়) ॥২০

ষড়্-বিধিঃ শ্রোক্তঃ (ষড়বিধরূপে বিধি) পরীঃ (যে) ক্ষা (যেরূপ) (বর্ণন) কথ্যম্ (বলিতে) ইহ (এই) বিষয়ে (বিষ) তথা শ্রোক্তং (শাস্ত্রোক্তভাবে অভিজ্ঞ) য (যিনি) [ঃ] (তিনি) এবং (এই) তত্ত্ববিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি) পুরাণঃ (পুরাতন) সংসারতরুঃ (সংসারবৃক্ষ) পুষ্পফল (ভোগ অপবর্গরূপ পুষ্পফল) প্রসূতে (প্রসব করে) ॥২১

শ্রীগুরুবাক্য বলিলেন,—যেই এই পরমাত্মা আত্মারামি চক্ষে অভিব্যক্ত হইয়া পরাখ্য নাদবিন্দিই শ্রোত্রের রন্ধ্রিত আকার চক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রোত্রের পরাবাহে স্পন্দনে, মনিপুর চক্রে মনোময় পশ্যন্তী নামে, হৃদয় অনাহত নামে, পরে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধচক্রে উদ্ভিন্ন হইয়া মুখে বৈখরী নামে ধ্বনি-ধীর্ঘাদি পরে উচ্চারণাদি হয়, অতঃপর্যন্ত বর্ণাত্মক অনন্তর স্থূল বেদরূপে আসিয়া পরিণত হইয়া থাকি ।১৭

অথবাবস্থায় বেদের যদি তাহার আকাশে অভি স্থূলরূপ অবাক্ত রূপরূপ, তাহারই ন্যায় অবস্থায় তাহাদের অধিক ন্যূনাধিক ফলপূর্ব্বক বর্ণনে স্থূলরূপ হয়, অনন্তর ধাতু-সমন্বয় হইয়া বিভিন্ন স্থূলাকারে অভিব্যক্ত হয়—পরে ফলের দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে, তখন আমার এই বাণীও পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরীরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ।১৮

এতাদৃশ বাগিন্দ্রিয়ের কর্ণস্বরূপ, অথবা কর্ণ আমার, চক্ষুরাদি ধাতু, পাদ্ ও উপস্থের ফলমূলত্যাগ, নাসিকার ঘ্রাণ, হস্তদ্বয় হস্তাদান, নয়নের দর্শন, ত্বকের স্পর্শ, কর্ণের শ্রবণ, অন্নের সমন্ন, বুদ্ধির বিজ্ঞান পরমাত্মার অভিধান, প্রধানের হক্ক-সত্ত্ব-ভবোধিকার আমারই অভিব্যক্তি ।১৯

যেমন যৌগপদ্য ক্ষেত্রে গঠিত হইয়া বহুপ্রকারের প্রাণ হয়, তদ্রূপ লোকরূপ পরের নিখিলভূত বিভিন্নরূপে অবাক্ত আত্ম ঈশ্বর কালের দ্বারা বাগিন্দ্রিয়াদিরূপ বিভিন্নশক্তি হইয়া দেব-মানব-তির্য্যক্, আদি বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন ।২০

স্থূলরূপে লক্ষিত বহু বেদের যৌগপদ্যরূপে তত্ত্ব, বিশ্বে-তত্ত্বসমূহের শ্রোত, তখন এই বিশ্বও যে কালাত্মক ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে ওতপ্রোত— তাহা হইতে পৃথক্ নয় না, সেই সমষ্টি ও ব্যষ্ট্যাত্মক

যে অত্র বীরেণ সহদুর্জিবালঃ
পঞ্চত্বঃ পঞ্চজনপ্রসূতিঃ।
ষষ্ঠৈকশায়ো বিষমপ্রভীক্ষ-
শ্চিরংবলো বিলসোদর্কঃ প্রবিষ্টঃ ॥২২॥
অথাহি তৈরং ফলমদ্ভুতং নৃণা
আয়ুর্বলং একমলপ্রজাধনম্।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যা-
র্হণায়রূপঃ কুহকো ন যেন মুহ্যতি ॥২৩॥

এবং গুরূপাসনৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

যে (ইহাঁর, পূর্ব্ব পদ্য) অত্র (ইহার) বীরেণ (বীর), সহ (সেই) পঞ্চসূনা (অপরিমিত প্রাণবায়ুর পঞ্চসূত্র), বিষমেণ (পঞ্চবিধিত্বপ্রযুক্ত), পঞ্চত্বং (পঞ্চত্ব), পঞ্চজন (পঞ্চ পঞ্চবিধি বিষয় হয়), প্রসূতিঃ (বিবিধ প্রাণের প্রসব কর্ত্রী), ষষ্ঠৈকশায়ঃ (একাদশ ইন্দ্রিয় পালন), বিষমপ্রভীক্ষঃ (জীবাত্মা পরমাত্মার পঞ্চবিধের কুলার), চিরংবলঃ (পরিশ্রম ভোগকাল বিশিষ্ট), বিলসোদর্কঃ (মৃত্যুসময়ে ছুইটী ফল), সঃ (তাহা) অর্কং প্রবিষ্টঃ (সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে) ॥২২

অথ (ইহার) এবং (একটী) ফলং (ফলভোগ হয়) তৃণা (মানবী) প্রাপ্যতে (ভূমণ্ডলে) অর্হতি (ভোগের যোগ্য), অদ্ভুতায়ঃ (পরমাশ্চর্য্য) হংসা (পরমহংস বিবেকিগণ) একং (একটী ভূমণ্ডল ভিন্ন ভোগ করিতে থাকেন), সঃ (যিনি) ইজ্যাঃ (পূজা ভগবানের নিমিত্ত) বহুরূপং (বহুরূপ) (এই) মায়াময়ং (মায়াময় সংসারে) যেন (যাহাকে), সঃ (তিনি) মোহং (মোহপ্রাপ্ত) ন (হয়েন) ॥২৩

ইতি (এই ভৈরব) ঃ (যিনি) অমলধীঃ (অপরিচ্ছিন্ন), ধীরঃ (ধীর) সন্ (হইয়া) একভক্ত্যা (একান্ত ভক্তির দ্বারা) গুরূপাসনয়া (গুরু উপাসনার দ্বারা) শিতেন (শাণিত) বিদ্যাকুঠারেণ (বিদ্যারূপীয়ের দ্বারা) এবং (এইরূপ) জীবাশয়ং (লিঙ্গশরীর) বিশ্চ্য (ছেদন করত) চ (ও) আত্মানং (পরমাত্মাকে) সম্পদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) অথ (অনন্তর) অস্ত্রং (প্রারব্ধোপাধি) ত্যজ (ত্যাগ কর) ॥২৪

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ে শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং সারার্থদীপিকায়াং টীকায়াং সম্পূর্ণঃ।

নরীর ভাহাই কর্ণাদিরূপ শ্রবণি করার অবাধি সংসার-ভয় অনুষ্ঠানে পূর্ণ ও মৃত্যু-বাধিকর ফল প্রদান করে ॥২১

এই বৃক্ষে পুণ্য ও পাপরূপ দুইটী বীজ, অপরিমিত জীবনরূপ সহদুর্জি, পঞ্চবিধিত্বরূপ বিষয়, পঞ্চবিধ-বৃক্ষরূপ পঞ্চত্ব, পঞ্চাদি পঞ্চবিধের ইন্দ্র, বিবিধ সংসারের প্রসবকর্ত্তা একাদশ ইন্দ্রিয় পাখী, জীবাত্মা-পরমাত্মা রূপ দুইটী কুলায়, যার শিত ভোগকাল দিবারূপ, সুখ-দুঃখরূপ দুইটী ফল সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥২২

এই নরীর-বৃক্ষের দুঃখাত্মক একটী ফল পুরুষ (বিবেকাভিমানী) সুখরূপ ভোগন করে এবং হংস (বিবেকী পরমহংস সন্ন্যাসী) সকল সুখরূপ ফল ভোগন করেন। ঐরূপ মানবের ভরসা আছে, একমাত্র পরমাত্মাকে পূজনীয় গুরুরূপে যিনি অবতরণ করেন, যিনি ভোগরূপে বিবিধ হইয়াছেন ॥২৩

উক্তপ্রকার সাধনে বিবেকিত হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে গুরু-উপাসনারূপ শাণিত বিদ্যা-কুঠারের দ্বারা ভোগাদিতে আত্মারাম ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর সাধনের উপায় কর্ম্মাদি ত্যাগ কর ॥২৪ (১)

---

(১) গুরু-উপাসনারূপ শাণিত "বিদ্যা" কি?

—"আমি ব্রহ্মাদি" "আমি ব্রহ্ম"—ইহার নাম বিদ্যা। ইহার দ্বারা "আমি দেহ" এই অবিদ্যাকে নাশ করিতে হয়।

—আর ও উহার কি এক?

—আর উহারও নাশ, ঐরূপ ভোগাভিমান দূর হইলেই "আমি ঈশ্বর" "আমি ব্রহ্মাদি" এই জ্ঞান নাশ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে শ্রীশ্রীগুরু শ্রীমদ্গৌরাঙ্গমহাপ্রভোঃ চরণকমলাশ্রিত-দূত ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মরূপিণঃ শ্রীভগবতো ব্রহ্মণে আত্মোপদেশঃ।]

নন্দঃ ব্রহ্মবচঃ ইতি শ্রুত্বা মুক্তৈর্ন তাদৃশঃ।
সংস্কারকর্মণো হ্যস্যাৎ নন্দঃ সত্ত্বেন চৈব হি ॥১
সন্ত্রাসমর্হো জ্ঞেয়ঃ হ্যাৎ পুনো মুক্তিলক্ষণঃ।
ব্রাহ্মিকোপাসনা নন্দঃ অতো বর্ণঃ প্রবর্ততে ॥২

বর্ণো ব্রহ্মবচো হ্যস্যাৎ সত্ত্বমূর্তিসমুদ্ভবঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো ব্রহ্মবর্ণ ইতরে হতে ॥৩
আত্মোপাংশু প্রজা বেদ্যা কালঃ কর্ম চ তদ্ভবঃ।
ব্যাকৃতং ব্রহ্মণো রূপং তৈত্তিরে শুশ্রুমেতৎ ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান্ কহিলেন)—নন্দঃ (যদি) ব্রহ্মঃ (ব্রহ্মা) ইতি (এই) বচঃ (বচন) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) আত্মনঃ (আত্মার) বৈ (পক্ষে), তাদৃশঃ (তদ্রূপ মুক্তি দায়ক) সংস্কারকর্মণঃ (সংস্কারকর্মের) হ্যাৎ (এক বলিয়া) চ (ও) যদি (যদি) সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণের) নন্দঃ (বৈগুণ্যরূপ সত্ত্বগুণের দ্বারা নষ্ট হইবে) ॥১

হ্যাৎ (এরূপ) সন্ত্রাসঃ (সন্ত্রাস গ্রহণে) মুক্তঃ (মুক্তির) লক্ষণঃ (আত্মার অভিব্যক্তির) যদি (যদি) অত্র (এই) হ্যাৎ (হয়), তদা (তখন) ব্রাহ্মিকোপাসনা (ব্রাহ্মিক পরমার্থের সেবার দ্বারা) বর্ণঃ (বর্ণ) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ॥২

বর্ণঃ (বর্ণাশ্রম) ব্রহ্মবচঃ (ব্রহ্মবিদ্যা) সত্ত্বমূর্তি (সত্ত্বগুণের) সমুদ্ভবঃ (উদ্ভব) হ্যাৎ (হয় বলিয়া), তন্মূলঃ (তদাশ্রয়ে) ব্রহ্মবর্ণঃ (ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণকুলের) ইতরে (ইতর বৈগুণ্য) হতে (নষ্ট হইলে) আশু (শীঘ্র) নশ্যতি (নষ্ট হয়) ॥৩

আত্মনঃ (আত্মা), অংশু (ধন), প্রজাঃ (সন্ততিগণ), বেদ্যা (পরিত্র বেদ), কালঃ (প্রলয়পর্যন্ত), চ (বিদ্যমান), তদ্ভবঃ (ঐশ্বরিক দৈব ঈক্ষণাত্মিকা শক্তি), ব্রহ্ম (ঐশ্বরিক দৈব ঈক্ষণাত্মিকা শক্তি), ব্রহ্মণঃ (ঐশ্বরিক ব্রহ্মের) রূপং (প্রকাশরূপ হয়), তৈত্তিরে (তৈত্তিরীয় শাখায়), শুশ্রুম (আমরা শ্রবণ করিয়াছি),—এই (এই) সব (সমস্ত) কারণতঃ (সত্ত্বগুণের ঐশ্বরিক ভাবের) ॥৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মরূপী শ্রীভগবানের ব্রহ্মাকে আত্মোপদেশ।]

বেদ্যং যত্ত্বিদং প্রোক্তং ব্যাবহারিকমাত্মনঃ।
অজানতি যত্ত্বোনি প্রবৃত্তঃ সংবিজানতে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সত্ত্ব হইতে তাহা এই ত্রিগুণাত্মিক—আত্মার নহে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা রজ ও তমোগুণকে বিনষ্ট করিবে; সত্ত্বকে তখন পরাভূতি বৃদ্ধিরূপ ঐশ্বরিক সত্ত্বগুণের দ্বারা জয় করিবে ॥১

বৃদ্ধিরূপ সত্ত্বগুণ হইতে পুরুষের আত্মার অভি-লক্ষণ বর্ণ হয়। সাত্ত্বিক পরমার্থের সেবাদ্বারা সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়া যাহে—অবশ্যই বর্ণ নিষ্পাদিত হয় ॥২

অন্যান্যের সত্ত্বগুণ হইতে যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সেই বর্ণ—ব্রহ্ম ও তমোগুণকে বিনাশ করে। ইতরে (ব্রহ্ম ও তমঃ) নষ্ট হইলে তাহাদের মূল বিদ্যা—প্রতিষ্ঠিত অজ্ঞান সহজই বিনষ্ট হইয়া যাবে ॥৩

(১) নাম, ধন, প্রজাসমূহ, বেদ, কাল, কর্ম, ধর্ম, যাগ, যজ্ঞ ও সংসার—এই সমস্ত পদার্থ সমস্তি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বরিক বেদ্য ॥৪

---

(১) নিবৃত্তি-মার্গই বেদ্য করিবে। প্রবৃত্তি মার্গগুলি বেদ্য করিবে না। ঔর্ধ্ব-রশ্মিই বেদ—অন্যান্য ধারাই নহে। নিম্ন অবস্থাসমূহ সব করিবে, কারণ ইহাদেরও সব সর্বদা আছে। নিজের স্বরূপ যাহা করিবে—সব যা পুরুষের সমাধান নহে। প্রজাসমূহাদি সবের যাহা করিবে—আত্মার বিশ্রাম নহে। বিজ্ঞানের অজ্ঞান করিবে যাহা অবিদ্যাদি

ভাব করিবে না। ঐশ্বরিক ও দৈব-ঈক্ষণাত্মক ব্রহ্ম, পুরুষ পুরুষোত্তম ভাব নহে। তাহা ঐশ্বরিক—ত্রাণিনী বা সর্বজ্ঞ নহে। যা অজ্ঞানাদি জন্য করিবে। সংসার বিদ্যা। প্রবৃত্ত আত্মার—ত্রিগুণাদি জন্য ঐশ্বর্য, সার্বজ্ঞ, বিশ্বরূপত্ব, এইটি ব্রহ্মরূপাত্মক বর্ণের, তাহার নহে। বিজ্ঞান—সত্ত্বগুণের দ্বারা আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান—ইহাই আত্মবিদ্যা।

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈনং ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতম্।
বিদ্যাদ্ধি তস্য তৎ জ্ঞানং যেন যৎ পশ্যতি ধ্রুবম্ ॥৩৩

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সর্ববিবক্ষয়া।
তমো রজস্তমো জহ্যাৎ যাবৎ স্বস্তিরুপাত্মনঃ ॥৩৪

যেনোপলভতে হ্যঞ্জো হ্যপবর্গং বিপর্যয়ম্।
প্রাণস্য হি যদ্বৃত্তয়ে। শাম্যতি যদ্বৃত্তয়ে।
এষ তত্ত্বপ্রতীপানাং স্বেষাং শাম্যতি তদ্ভিয়া ॥৩৭

উদ্ধব উবাচ।

বিধিশ্চ ষর্ত্যঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদবীপথান্।
তথাপি ভূমতে কৃষ্ণ তৎ কথং ত্বদ্বিরাজতে ॥৩৮

এবম্ (ইহাদের মধ্যে) যৎ যৎ (যখন যখন) কৃত্যা (কর্ত্তব্যে) প্রসজতে (প্রবৃত্ত হয়েন), তৎ তৎ (সেই সেই) এব (ই) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক)। (তখন তখন) বিদ্যাৎ (বিদ্যা করিবে), তৎ তৎ জ্ঞানম্ (সেই সকল জ্ঞান) (এবং তখন তাহাদের আশ্রয় করিবে) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজস) জানিবে ॥৩৩

যেন (যাহার দ্বারা যাহা) ধ্রুবম্ (নিত্য), অঞ্জঃ (সহজ) হি (ই) পশ্যতি (দেখিতে পায়েন), যেন (যাহার দ্বারা) বিপর্যয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি—বিবৃত্তি হয়) তদ্ভিয়া (তদ্বারা) হি (ই) অপবর্গম্ (মুক্তি) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি) সাত্ত্বিকানি (সাত্ত্বিক ভাব সকল) এব (ই) সেবেত (সেবা করিবে) ॥৩৪

যেনোপলভতে (যেনোপলভতে যাহা) হি (যদি) (যেমন) অঞ্জসা (সেই রূপ) হরৌ (শ্রীহরিতে) শাম্যতি (শান্ত হয়), এষঃ (এইরূপ) তত্ত্বপ্রতীপানাম্ (সত্য তত্ত্ব অনাত্মাতত্ত্বের বিপরীত ইন্দ্রিয়ের) স্বেষাম্ (শরীর মানস অহঙ্কারের দ্বারা উৎপন্ন মোহাত্মক) তদ্ভিয়া (তত্তৎ ভীতিপ্রদানি পদ্ধ করিয়া) পশ্চাৎ (পশ্চাৎ) যৎ (যাহা) শাম্যতি (উপশান্ত হয়) ॥৩৫

উদ্ধবঃ উবাচ (শ্রীউদ্ধব কহিলেন)।—ষর্ত্যঃ (মানবগণ) প্রায়েণ (প্রায়ই) বিষয়ান্ (বিষয় সকল) আপদঃ (আপদের) পদবীঃ (স্থান) বিধিঃ (করেন)। কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ)! তথাপি (তথাপি) ত্বদ্বিরাজতে (তুমুল-সঙ্কট-স্থানীয় তুমি) যৎ (যাহাকে) কথম্ (কেন) বা (বাহা) ভূমতে (ভোগ করেন) ॥৩৮

এই সাত্ত্বিকাদি ভেদে জ্ঞানসমূহের দ্বারা যাহা যাহা প্রবর্ত্তমান হয়েন, সেই সেই সাত্ত্বিক, যাহা যাহা বিধান করেন, তাহা তাহা রাজস, আর যাহা যাহা উপদেশ করেন তাহা তামস ॥৩৩

যে পর্য্যন্ত বিবৃত্তিশূন্য মুক্তি বিধান না হয়, যেমনভাবেই হউক না হয়, মানবগণের সমস্ত বিষয়ভোগে বুদ্ধির একমাত্র সুদৃঢ় সমবুদ্ধিরূপ সদাচারের সেবা করিবেন। সেই সাত্ত্বিক সেবার ফল হয়, অনীহার জন্য—প্রসন্নাত্মতাকারক হইয়া থাকে ॥৩৪

যেমনভাবে ইন্দ্রিয় সকল যেমন ভাবে তাহাদের বিষয়ের সহ করিয়া অনায়াসে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত মায়ার ভোগ সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা শ্রীহরিকাশক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করত পরে উপশান্ত হইয়া থাকে ॥৩৫ (১)

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! মানবগণ প্রায়ই বিষয়সমূহ আপদের স্থান বলিয়া অবগত আছেন, তথাপি তুমুল, সঙ্কট ও স্থানের মত তাঁহারা কি জন্য সেই বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ॥৩৮

---

(১) অর্থাৎ উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, মানবের যেমন যেমন অবস্থাটি হইতে থাকে, তেমন তেমন ক্রিয়ার হইতে "অমুক অবস্থাটি" এই বিশেষ পরিচয়টি উঠিতে থাকে।

—মানবের যাহা যেরূপ অবস্থা হয়—তাহা কি বিষয়?

—হয়। সকল যে অবস্থা তাহা সকল মানবের সমানভাবে থাকে হয়। মানব যে মানব—তাহার মন ইচ্ছা-অনিচ্ছা পরিহার হইয়া যায়, বিবৃত্তিশূন্য তাহার আত্মারূপে ভূমার বিষয় অধিক হইতে থাকে।

—তাহাদের?

শ্রীভগবানুবাচ ।

অহিংসালভ্যবুদ্ধিঃ প্রথমস্তু যথা ভবি ।
উৎপদ্যতি তদা ঘোরং তমো বৈকারিকং মম ॥৯
তমোমূলস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ পরিবর্ত্তকঃ ।
তমঃ কায়ো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহঃ ক্ষুদ্ভিদুর্ভবেঃ ॥১০

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—প্রথমতঃ (বিষয়-হইতে) অহিং (অহিংসা) যথা (যেমন) ভবেতো (ভবোচিত) অহং (আমি) ইতি (এই) অভব্যাপ্তিঃ (বিষয়জ্ঞান) উৎপদ্যতি (উৎপন্ন হয়), তদা (অনন্তর) ঘোরং (ঘোর) তমঃ (তমঃ) বৈকারিকং (অহঙ্কার) মম (আমার) এ বাক্যে অন্বয় ॥৯

তমোমূলস্য (তমোমূল) মনসঃ (মনের) পরিবর্ত্তকঃ (ইহা ভোগ এইরূপ বিবিধ বিকল্পক) সঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্প) তাং (তমঃ) তমঃ (অন্ধতম) গুণধ্যানাৎ (গুণের ধ্যান হইতে) দুঃসহঃ (দুর্দ্দমনীয়) ক্ষুদ্ভিঃ (ক্ষুধা) কায়ঃ (কায়)

ভগবান্ বলিলেন,—বিষয়-বিহীন মানবের প্রথমে যেমনিতে অহং-বিষয়বুদ্ধি হৃদয়ে উৎপন্ন হয়—অনন্তর সেই অহংবুদ্ধিতে মনের প্রবিষ্ট হইলে ঘোর তমঃ নামক মনকে আশ্রয় করে ।৯

তমোমূলক মনের ইহা ভোগ এইরূপ নানাবিধ বিকল্পকে সঙ্কট হয়, অনন্তর গুণের ধ্যান করিতে করিতে যাহা হইতে দুর্দমি ক্ষুধাদেবী কায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।১০

ততোঽনুরূপাভিজনঃ কর্ম্মাণ্যারভতেঽসিতঃ ।
দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ নতোঽনিবৃতমায়ুধিঃ ॥১১

যদা কদাচিদ্ বিপ্রাগ্র্য বিহরন্ বিদ্যয়া যুতঃ ।
আত্মন্নিধায় মন আত্মানং সর্ব্বগং স্মরেৎ ॥১২

ততঃ (সেই) অনুরূপাভিজনঃ (তমোরূপ কায়ের অনুরূপ) অসিতঃ (অসিতবর্ণ) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) আরভতে (করে) দুঃখোদর্কাণি (পরিণাম-দুঃখময়) সম্পশ্যন্ (জানিয়াও) অনিবৃতমায়ুধিঃ (অনিবৃত) ॥১১

যদা (যদি) বিপ্রাগ্র্য (বিপ্রবর) বিহরন্ (ভ্রমণ ও ব্যবহারকালে থাকে) বিদ্যয়া যুতঃ (বিবিধ বিদ্যা যুক্ত হইলেও) অসিতঃ (বিভেদরহিত বলিয়া) (ভগবদ্-ভাবে) মনঃ ধৃত্বা (মন বিযুক্ত করিলেও) আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বগং (সর্ব্বব্যাপক) স্মরেৎ (স্মরণ করে) ॥১২

ভোগের বিষয়প্রাপ্তে বিভোগিক-চিত্ত, অভিভেদিত, কায়ের বশবর্ত্তিতায় মানব কর্ম্মসমূহ পরিণামে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে জানা থাকিয়াও কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করে ।১১

বিদ্বান্ (মোহাদি হইতে আত্মা ভিন্ন জ্ঞানবান্) যখন মনঃ ও ভোগের দ্বারা বিভোগিক-চিত্ত হন, তখন পুনরায় আলস্য-রহিত হইয়া বিষয়ে ঘোরদর্শন করত মনোনিরোধ পূর্ব্বক বিষ্ণুর স্মরণ করেন (১) ।১২

সেই যখন অবিদ্যা অবিদ্যের অবস্থান, অহৌকিক জ্যোতি আবরণ প্রভৃতির দর্শন হয়। "অহং ব্রহ্ম বা কি বস্তু" "ব্রহ্মবিদ্" আমার কর্ম্ম কিরূপ হইলে উন্নতি হইতে পারে।

—ইহাই কি সাধনার শেষ ?

—না। জ্যোতি, আবরণ, দেবতা, বিশ্বি যত তত্ত্বজ্ঞান হয় না হয়, ততক্ষণ অবিদ্যা থাকে। ততক্ষণ হইলে প্রকৃত ব্রহ্মেতে বিলুপ্ত থাকে না।

(১) সাধিবাদি অন্বয় কথা বুদ্ধি বিশেষভাবে বল।

—অহিংসা সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।

—পাতঞ্জলদর্শনে।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অহঙ্কার, দৌঃ, অজ্ঞান, অবলম্ব, অবাধিত, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এই সকল অবিদ্যা জন্য।

আধি ব্যাধি, আধি ভোগ, আধি যজ্ঞ—এই সকল সাধন জন্য।

বিদ্যা, আলস্য, ঘোর, অন্ধতম, বৈকৃত, ভৌত—ইহারা ভ্রমের জন্য।

অথাহমাত্মনাঽঽত্মানং জনং স্বার্থমবীরহম্।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিং বিভজ্যোভয়তোঽগমম্ ॥১৩
এতাবান্ যোগ আদিষ্টো ময়িষ্ঠৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্গেঽমুমেব আরূঢ় মন্বন্তরমবেহ্যহম্ ॥১৪

উদ্ধব উবাচ।

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্ রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১৫

শ্রীভগবানুবাচ।

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মং যোগমৈকান্তিকং পরম্ ॥১৬

সনকাদয় ঊচুঃ।

ওমোনমো বিশ্বসৃজে বেধসেঽসত্তনূভৃতে।
কবয়ে কোবিদাত্মায়ে মুনয়ে সাধুবর্ত্মনে ॥১৭

অথাহম্ (অতঃপর) আত্মনা (বিষ্ণুরূপেণ) আত্মানম্ (ব্রহ্মাণম্) বিভজ্য (আমার এক অংশ) অবীরহম্ (ত্রি সংজ্ঞায়) যদি (আমাকে) মাম্ (মম) অবীরম্ (অপুত্র করিয়া) গাঃ (জন্মে) তুমি (প্রার্থনা করিলেন করিয়াছিলে) ॥১৩

যদা (যে প্রকারে) সর্গাদৌ (সৃষ্টির প্রথমে) মাম্ (আমাকে) আত্মনা (আপনি করিয়া) যদি (আমাকে) যদা (যেন) আত্মানম্ (আপনি করিতে পারে) সনকাদিভিঃ (সনকাদি) ঋষিভিঃ (ঋষি বিশেষের) এতাবান্ (এতদূর) যোগঃ (যোগ) আদিষ্টঃ (উপদেশ করিয়াছেন) ॥১৪

উদ্ধবঃ উবাচ (শ্রীউদ্ধব কহিলেন),—কেশব (হে কেশব)! ত্বং (আপনি) সনকাদিভ্যঃ (সনকাদিগণকে) যদা (যখন) যেন (যে) রূপেণ (রূপে) এতম্ (এই) যোগম্ (যোগ) আদিষ্টবান্ (উপদেশ করিয়াছিলেন), তৎ (তাহা) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥১৫

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—হিরণ্যগর্ভস্য (ব্রহ্মার) সনকাদয়ঃ (সনকাদি) মানসাঃ (মানস) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) পিতরম্ (পিতা ব্রহ্মাকে) যোগম্ (যোগের) ঐকান্তিকম্ (ঐকান্তিকী) পরাম্ (উৎকৃষ্টা) সূক্ষ্মাম্ পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) ॥১৬

ওমোনমঃ (হে ওঙ্কারস্বরূপ) তুভ্যম্ (তোমাকে) বিশ্বসৃজে (সৃষ্টি করিয়াছ যে) ত্বং (তুমি) বেধসে (বিধাতা) অসত্তনূভৃতে (অসৎ দেহধারী) কবয়ে (সর্বজ্ঞ) কোবিদাত্মায়ে (বিদ্বান্ স্বরূপ) মুনয়ে (জ্ঞানী) সাধুবর্ত্মনে (উত্তম পথ প্রদর্শক) নমঃ (তোমাকে নমস্কার) ॥১৭

অবতার, সাধুবান্ পুরুষ বিভক্ত ও বিভাজন হইয়া আমাকে আমারই স্বরূপ আমাকে দান করিয়া যাঁহার যাঁহার প্রিয় করিবেন ॥১৩

বিশ্ব হইতে মম আত্মাকে কত প্রকারে সাক্ষাৎ আমাতেই স্থির করিতে পারা যায়, এতাদৃশ যোগ আমার নিজ সনকাদি ঋষিকে উপদিষ্ট হইয়াছে ॥১৪

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কেশব! যখন যেরূপে আপনি সনকাদিঋষিকে ঐরূপ যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥১৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—চতুর্মুখ ব্রহ্মার মানস-পুত্র সনকাদিগণ যোগের চরমোৎকর্ষ ঐকান্তিকী মুনিশ্রেষ্ঠা পরিষ্কার (পরিষ্কার) পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন ॥১৬

শ্রীসনকাদি বলিলেন,—হে প্রভো! ওঙ্কারস্বরূপ ব্রাহ্মাধিষ্ঠানে বিশ্বরচনাতে চিত্ত আসক্ত হয়, তাহাতেও ব্রহ্মরূপে চিত্ত প্রবেশ করে, আবার সত্ত্বোদ্রেক অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষুর পরস্পর মিলিত তম ও চিত্তের সমত্ব ভাব (বিভাব) বিলোপ হয় ॥১৭

পাঠান্তরে নাস্তিক, পাঠান্তরে সাধন, বিলিখিত আছে আছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং পৃষ্টো ব্রহ্মণেন্দ্রঃ সহস্রাক্ষস্তদাব্রবীৎ।
যাজয়ামঃ প্রথমতো ব্রাহ্মণাস্তত্র কর্ত্তবী ॥১৮

ন ক্ষত্রিয়স্তদেবেন্দ্র প্রজাপতিরিতীর্ষয়া।
ততোঽব্রবীদ্ধংসরূপঃ সকাশমস্য তস্য ॥১৯

দৃষ্ট্বা যং ত উপাগম্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
ব্রহ্মাণমব্রুবন্ কৃত্বা পরমঞ্জু কো ভবানিতি ॥২০
ইত্যুক্তঃ সুবিদিতঃ পৃষ্টস্তৈর্ব্রহ্মাত্মচিন্তয়া।
তদবোচন্মহা তেজস্তদ্ধ্যানং বিদ্ধি মে দ্বিজাঃ ॥২১
যজনো যজনাবাপ্ত আত্মনঃ প্রভু রীশ্বরঃ।
কথং ঘটেত বো বিদ্বা বস্তুবৃদ্ধী রে ত আত্মনঃ ॥২২

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)।— [সনকাদি ঋষিগণ] পূর্ব্বকল্পে (প্রাক্‌সৃষ্টৌ) ভগবান্ (ভগবন্) ব্রহ্মাকে (ব্রহ্মণে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) এবং (এইরূপ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত) সন্ (হইয়া) ব্রাহ্মণকে (ব্রহ্ম বলিয়া) তদবদৎ (বলিয়াছিলেন) যথা (যেমন) ত্বং (তুমি) প্রভুরীশঃ (প্রভুর মূল) ন অজায়থাঃ (বলিয়া জানিতে না) ॥১৮

ন (নেই) ক্ষত্রঃ (ক্ষত্র রূপ) প্রজাপতিরীশ্বরঃ (প্রজাপতির ঈশ্বর) যত্ (যেমন) আত্মকঃ আত্মনঃ (তিনি আপনার). তথা (তথা) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণের) তত্ (তাহার) ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণের) অব্রবম্ (উপদেশ হইবেন) ॥১৯

যে (সনকাদি ঋষিরা) যং (যাহাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) অব্রুবঃ (বলে) কৃত্বা (করিয়া) [আমার বিদ্যাই] উপাগম্য (আসিয়া) [আমার] পাদাভিবন্দনম্ (পদবন্দনা) কৃত্ব (করত) [আমাকে] যঃ (যে) ভবম্ (আপনি) ইতি (ইহা) পরমঞ্জু (বিশেষ করিয়া) ॥২০

ইতি (এইরূপ) তৈঃ (তাঁহাদিগকে) ব্রহ্মাত্মচিন্তয়া (সেই সনকাদি) সুবিদিতঃ (সুবিজ্ঞ বলিয়া) সন্ (আমি) ইতি (এইরূপ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইয়া) তদা (আমি) তেজঃ (আত্মাদিকে) বৈ (বলা) অবোচম্ (বলিয়াছিলাম), তৎ (সে ভিন্ন) [আমা] যে (আমার বিনা) বিদ্ধি (আপনি) ॥২১

দ্বিজাঃ (হে বিপ্রগণ) ! তৎ (তোমাদের) [যে আপনি] ঈশ্বরঃ (এইরূপ) আত্মনঃ (আত্মবান্) প্রভুঃ (প্রভু) তথা (কি প্রকারে) ঘটেত (সম্ভব হয়), [যদি আত্মা অনাত্মা হয়, তাহা হইলে বরঞ্চ (পরমাত্মাদিতে) অনাত্মত্ব (প্রকৃত হইতে) বস্তুঃ (ঈশ্বরাদি আত্মার) যে যঃ (কি) আত্মনঃ (কি করিয়া ঈশ্বর হিবে) ॥২২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সনকাদি কর্ত্তৃক প্রাপিতত্বের পরীক্ষার্থী ভগবান্ ব্রহ্মাদেব ব্রহ্ম এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ধ্যান করিয়াও অর্থ বিশিষ্ট বুদ্ধিতেছু প্রশ্নের মূল বিদিত হইতে পারিলেন না ॥১৮

যখন সেই দেব প্রজাপতি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসার জন্য আমাকে চিন্তা করিলেন, তখন আমি হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলাম ॥১৯

অতএব সনকাদি আমাকে দর্শন করত ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক চরণ বন্দনায় "আপনিকে" ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২০

এইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তখন তাঁহাদিগকে আমি যাহা বলিয়াছিলাম —সে উদ্ধব! তুমি আমার সেই বচন শ্রবণ কর ॥২১

(শ্রীহংস উবাচ, শ্রীহংস বলিলেন)—হে বিপ্রগণ! পরমাত্মাদি ঈশ্বরের সম্বন্ধে "তে আপনি" এই প্রশ্ন যদি তোমরা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার অনাবাপ্ত চৈতন্যের একমাত্রাদ্বয় বিনের অর্থে নির্দ্দেশ অযোগ্যত্বের কারণ তোমাদের এইরূপ প্রশ্ন কি প্রকারে সম্ভব হয়—ঈশ্বরত্বাদি আমার আছে কি? আমার একত্ব নিবিড় কি ভেদ আছে? এসব উত্তর দান করিব ॥২২ (১)

(১) তদবম্ কি বলিলেন?
—এই আত্মা এবং সমস্ত বিশ্বের ভেদ নাই বলে।

পঞ্চাঙ্গুলেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ ॥২৩
অসত্ত্বে ত্বয়ি তৃষ্ণা মৃষাস্বপ্নদৃশামিব।
অথাপি ব্রূমহেঽজ্ঞানাং যথা নো নৃষু সম্ভবঃ ॥২৪
ভবেষু ক্ষিপ্যমাণানাং দুষ্কৃতৈরধমাদিষু।
ভূতেষু ঘেষ উদ্ধর্ষঃ ভগবৎসঙ্গিনাং ন হি ॥২৫
ভূতৈরমীভিঃ পঞ্চাত্মন্ রচিতেষু যথা ভবান্।
অবিশ্বো বিশ্বমাত্মানং বেদ তেষাং চ তত্ত্বতঃ ॥২৬
এবং ধর্মজ্ঞ সমুদিতোপাধ্যাত্মবিনিশ্চিতা।
ভক্তিঃ পুমাংস্তয়া জ্ঞানং ত্যাগো বৈরাগ্যমৃচ্ছতি ॥২৭
অথ ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মন্ নিত্যানুগমহোদয়ঃ।
ধর্মঃ প্রতি ন তপসা ন যজ্ঞাচ্ছৌচকাদপি ॥২৮

পঞ্চাঙ্গুলেষু (পঞ্চাবয়ব) ভূতেষু (ভূতসমূহে) সমানেষু (সমধর্মযুক্ত) সমানেষু (দেহ-আত্মাদি শরীরেষু সমান হইলেও) চ তত্ত্বতঃ (আপনি কে) বঃ (তোমাদের) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) (কিরূপ) অনর্থকঃ (অনর্থক) বাচারম্ভঃ (বাক্যমাত্র) ॥২৩

অসত্ত্বে (মিথ্যা) ত্বয়ি (তুমি) তৃষ্ণা (তৃষ্ণা) মৃষা (ব্যর্থ) স্বপ্নদৃশাম্ (স্বপ্নদর্শীদিগের) ইব (ন্যায়) (বলা) ভবতে (তোমাদের প্রতি) (হয়) ; অথ (তথাপি) ব (যাই) হোক (হউক) অজ্ঞানাম্ (অজ্ঞানদিগের) নৃষু (মানবদেহে) নঃ (আমাদের) সম্ভবঃ (জন্ম) ॥২৪

ভবেষু (বিষয়ে) ক্ষিপ্যমাণানাম্ (অভিনিবিষ্ট, হওয়ায়) চ (ও) ভূতেঃ (বিষয়সমূহ) ভবি (বিষয় হইলে), (এইরূপ) ভূতেঃ (বিষয় হওয়ায়) চ (ও) ভূতেষু (বিষয়সমূহে) ঘেষঃ (বিদ্বেষ) উদ্ধর্ষঃ (বৃদ্ধি) ভগবৎসঙ্গিনাম্ (ভগবদ্ভক্তদিগের) ন হি (নাই) ॥২৫

ভূতৈঃ (বিষয়সমূহ দ্বারা) অমীভিঃ (এই প্রত্যক্ষ) পঞ্চাত্মন্ (হে পঞ্চভূতাত্মক) রচিতেষু (আপাত-প্রতীয়মান) যথা (যে) ভবান্ (তুমি) অবিশ্বঃ (বিশ্বাতীত) বিশ্বম্ (বিশ্ব) আত্মানম্ (আত্মা) তেষাম্ (সেই) চ (ও) তত্ত্বতঃ (তত্ত্বতঃ) বেদ (জানিতেছ) ॥২৬

এবম্ (এইরূপে) ধর্মজ্ঞ (ধর্মজ্ঞ) সমুদিতা (উদিতা) উপাধ্যাত্মবিনিশ্চিতা (আত্মবিষয়ক-জ্ঞান দ্বারা নিশ্চিতা) ভক্তিঃ (ভক্তি) পুমান্ (পুরুষ) তয়া (তদ্দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) বৈরাগ্যম্ (বৈরাগ্য) ঋচ্ছতি (লাভ করে) ॥২৭

অথ (অতএব) ব্রহ্মবিদাম্ (ব্রহ্মজ্ঞদিগের) ব্রহ্মন্ (হে) নিত্যানুগমহোদয়ঃ (নিত্য সেবার যাহা) ধর্মঃ (বিষ্ণুভক্তি) প্রতি (প্রতি) ন তপসা (তপস্যা দ্বারা) ন যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ দ্বারা) ন চ (ও) শৌচকাদপি (শৌচাদি দ্বারাও) ন (না) (সেই) ভবেৎ (হওয়ায়) ভবেৎ (হউক) ॥২৮

হে সূতবর! বিষয়সমূহে চিত্ত আবিষ্ট হয় এবং বিষয়সমূহও চিত্তে প্রবেশ করে, তথাপি শুদ্ধ ও চিত্ত এই উভয় আমার অবতারের ঘোর তোমাদের উপাধি—স্বরূপ নহে ॥২৫

ব্রাহ্মণের বিষয়সেবার হেতু যাহার অন্তরে চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়, চিত্ত ও চিত্তস্বামী—রাজারূপে চিত্তের উপর প্রভুত্বকারী এই উভয়ই আমার দ্বারা আসী ভাব ধারণ করিবেন ॥২৬ (১)

"হে আত্মবিৎ" বিশেষণ করিয়াছ। তিনি আত্মা বিষ্ণু যে-কি প্রকারে তোমাদিগকে জানাইবে? অধিকন্তু আত্মজ্ঞ কি আছি তাহা বিশেষ আদর করিয়া উত্তর দিব?

(১) কি ভাবে আসী ভাব ধারণ করিবেন?

—ভক্তের দ্বারা বিষ্ণু দাস, সখা, গুরু, ঈশ্বর, স্বজন প্রভৃতি ভাবে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তের হৃদয়ে ঐ সকল ভাব বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহা ভক্তগণের সমুদায় সত্ত্বা শ্রীভগবান্—এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। ভক্তগণ "দাস আমি, সখা আমি" প্রভৃতি ভাবের অভিমান করিয়া ভগবানের সেবা করিয়া থাকে।

অবস্থাত্রয়কৃতং বহুমাত্মনোঽনর্থবিস্তরম্।
বিধূয় নির্বিশ্য পরমাত্মচিন্তয়া মুনের্বিমোক্ষমুপৈতি নির্বৃতিম্ ॥২৯

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ।
জাগর্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥৩০

ইতি (এইরূপ) পরমাত্মনঃ (পরমাত্মা সম্বন্ধে) আত্মনঃ (আত্মার) অবস্থাত্রিতয়ং (অবস্থা-ত্রিতয়রূপ বিষয় ও চিত্তপ্রপঞ্চ) (অনর্থং) দুঃখে (মৈত্রেয়রূপে) যদি (আত্মাতে) বিদ্বান্ সন্ (স্থির হইয়া) (এই প্রপঞ্চ সম্বন্ধে) অজ্ঞান (ত্যাগ করিবে) তদা (তখন) অবস্থাত্রয়দ্রষ্টা (তা ও নিত্য) স্বয়ম্ (আত্মা) [আত্মজ্ঞ] (হইবে) ॥২৮

অবস্থাত্রয়কৃতং (অবস্থার কৃত) বহু (বহু) আত্মনঃ (আত্মার) অনর্থবিস্তরং (অনর্থ ভোগ) বিধূয় (ত্যাগ) বিধিবৎ (যথা বিধি হইয়া) দুঃখে (দুঃখ অবস্থারূপ আত্মাতে) স্থিতঃ

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহারা সমষ্টি জগৎপরিণাম বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ। জীব সেই পরিণামফলের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থাত্রয় হইতে বিভিন্ন জাগ্রদাদি অবস্থাবিশিষ্ট—ইহা বিবেকরূপে নির্ণীত হইয়াছে ॥২৭

যেহেতু সংসারবন্ধন আত্মার বিষয় ও চিত্ত-প্রপঞ্চরূপ, অতএব মৈত্রেয়রূপ আত্মাতে অবস্থিত হইয়া এই সংসার বন্ধন পরিত্যাগ করিবে, তখন সুখ ও চিন্তার অতীত হইবে ॥২৮ (১)

যেহেতু "আমি" এই অভিমান দুঃখ আত্মার বন্ধন পরমাত্মস্বরূপ পরম সুখস্বার্থস্বরূপের অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা জানিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়া দুঃখ আত্মার অবস্থাসমূহের সংসার-চিন্তা পরিত্যাগ করিবে ॥২৯

যে পর্যন্ত যুক্তির দ্বারা নানার্থবিভ্রমকারিণী বুদ্ধি নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল নিদ্রিত আত্মার যেমন স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অজ্ঞ সংসারবন্ধনে যুক্ত হইয়াও সংসারে বদ্ধ থাকে ॥৩০

---

(১) আত্মাতে স্থির হইয়া ইহার অর্থ কি?

—"অস্মি" এইরূপে অবয়বে একীভূত হইয়া অবস্থান করিবে বুঝ। এইরূপে দ্বারা প্রথমতঃ আত্মার বিষয় পূর্বক আত্মাতে পরিণত হইয়া অবস্থিতিরূপেই অবস্থান "আত্মাতে অবস্থিত হইয়া" বলিয়াছেন। "আমি দেহ" এই ভেদ বন্ধন, "আমি ব্রহ্ম" ইহাই মুক্তি—জ্ঞানসাধনরূপ।

—ইহাতে কি করিতে হয়?

—কিছুই করিতে নাই—আত্মজ্ঞান লাভের পর হইতে আত্মার ভোগ করিয়া নিজরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন।

—ইহা তো অসম্ভব কথা—

—ইচ্ছাময় ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

—তাহারা সাধনা করিবে কে?

মরণ সাক্ষাৎকারের পর প্রাণ নিয়া আর নিজ অন্তর ও আত্মার সাধনা করিতে পারেন না, সমস্ত বাসনা প্রাণ প্রাণ করেন।

—ইহা মুক্তাবস্থা।

—এই অবস্থায় যে উপনীত হইল তাহা বুঝিবে পারে না। তবুও এখন হয়—সাধনা করিয়া হইল তখন প্রারব্ধ ভোগ, পরম ও সাধনা করিয়া তাহা হইয়াছেন—আত্মজ্ঞানী সকল প্রকার করিয়াছেন। এই অবস্থাটি আর কিছু উপায়ন করিয়া তাহা তাহার অবস্থান-চেষ্টা নিয়া করিতে পারা যায়, কিন্তু সকল সাক্ষাৎকারী আত্মার আত্মার কিছু করিয়াই প্রাণ ত্যাগের প্রকার নয়—তাহার আর সাধনা হয় না।

অনাত্মনাত্মবোধেন আত্মন্যেতাং তদাত্মিকাং বিদ্বান্।
পরাত্মে যোজয়েৎ আত্মা যতঃ সংসাদ্য নিবর্ততে ॥৩১

যো বাক্যে মনসি প্রাণে নয়নে বপুষি ক্রিয়াম্
মুহ্যতে কদ্যতে তৃষ্ণীং তৎসুষুপ্তম্ ॥
অত্র সুপ্তঃ উপসংহরতে ন একঃ
সৃত্যবস্থাং ত্রিগুণবৃত্তিদুর্নিরিক্ষেপঃ ॥৩২

এবং বিদ্বান্ গুণতো ব্যবস্থিতা
অস্মাদ্ভাবা ন্যূন কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।
লব্ধ্বা চাত্মন্যুপশমমাত্মবন্তং নিরীহ-
মানন্দাত্মা গুরুত আত্মসংস্থামিতি ॥৩৩
ইত্যেতে বিদ্বয়মিতি মনো বিলাপ্য
দৃষ্টিং বিদ্বত্যুপরমেন্নিলোলমীক্ষাম্।
বিদ্বান্মায়ামুপরমেত বিদ্বান্ত্যা
ব্যক্তং মুক্ত্বা ত্বমথাত্মসংস্থো বিমুক্তঃ ॥৩৪

আত্মন (আত্মা ব্যতীত) অনাত্মন (অন্য) আত্মধীঃ (দেহাদিতে) আত্মনা (অবিদ্যাবশতঃ) তু) তাবতা (দেহাদি তুল্য) ত্রিধা (স্থূলাদি ভেদে) মতঃ (যদি, যদিবে মনে) চ (ও) দেহতঃ (দেহাদিরূপ) আদ্য (আত্মার) ত্যা (দেহ) বন্ধমুক্তা (বন্ধনের) [আত্মার প্রাপ্ত] মৃষা (মিথ্যা) ॥৩১

যঃ (যিনি) বাক্যে (বাক্যেন্দ্রিয়ে) মনসি (মনোবৃত্তিতে) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) নয়নে (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণে) বপুষি (স্থূলদেহে) ক্রিয়াম্ (কর্মে) মুহ্যতে (মোহ প্রাপ্ত হয়) কদ্যতে (অজ্ঞানাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়) তৃষ্ণীং (অজ্ঞানে) তৎ (তাহাকে) সুষুপ্তম্ (আত্মজ্ঞানশূন্য বাক্যাদির সংযমকারী) (তোমার অগ্রজ যিনি) ত্রিগুণবৃত্তিদুঃ (সত্ত্বাদি অবস্থার দ্রষ্টা) ইতিহাসে (ইতিহাসজ্ঞের নিকট) শ্রুতঃ (শুনিয়াছি) অত্র (এই বিষয়ে) সুষুপ্তম্ (সুষুপ্তিকালকে) উপসংহরতে (লক্ষ্য করিয়া) ন (যিনি) একঃ (একবার) ॥৩২

এবং (এইরূপ) বিদ্বান্ (বিদ্বান্ পুরুষ) গুণতঃ (সত্ত্বাদি গুণভেদে) ব্যবস্থিতাঃ (স্থিত) [তাঁহার] (যে সকল) অস্মাৎ (আত্মা হইতে) ভাবাঃ (অবস্থাসমূহ) [তাহা] (যে সকল) অন্যতঃ (আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া) কৃতাঃ (কল্পিত) ইতি (ইহা) নিশ্চিতার্থাঃ (নিশ্চয় জানিয়া) আত্মন্যেব (আত্মাতেই) উপশমম্ (সকল প্রপঞ্চের উপরতিরূপ নিশ্চিত জ্ঞানকে প্রাপ্ত) আত্মবন্তম্ (সকল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান) নিরীহ (ভেদ রহিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) আত্মসংস্থাম্ (স্বস্বরূপে অবস্থান) ইতি (ইহা) ॥৩৩

ইতি (এইরূপে) বিদ্বয়ম্ (বিদ্বান্ হইয়া) ইতি (এই প্রকার) মনঃ (মনকে) বিলাপ্য (প্রপঞ্চাকার হইতে নিবৃত্ত করিয়া) দৃষ্টিম্ (দৃষ্টিকে) বিদ্বতি (বিদ্বান্ পুরুষে) উপরমেৎ (নিবৃত্ত করিবে) নিলোলম্ (নিশ্চল) ঈক্ষাম্ (দৃষ্টিকে) বিদ্বান্ (বিদ্বান্ পুরুষ) মায়াম্ (অবিদ্যাকে) উপরমেত (নিবৃত্ত করিবে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) ব্যক্তম্ (স্থূলদেহাদি) ত্বম্ (তুমি) অথ (অনন্তর) আত্মসংস্থঃ (স্বস্বরূপে অবস্থিত) বিমুক্তঃ (মুক্ত) ভব (হও) ॥৩৪

আত্মা ব্যতীত যেসব মনুষ্যাদি ভাবসমূহের অবিদ্যমানত্বহেতু আত্মার দেহাদিতুল্য ত্রিবিধত্বাদি ভেদ, অর্থাৎ যাহা কিছু ভাবসকল আত্মার স্বরূপহীন বলিয়া দর্শনের ন্যায় মিথ্যা—অবিদ্যাকল্পিত।৩১

যিনি বাক্যেন্দ্রিয়ের কর্মে, বাহ্য ভাবপ্রাপ্তিতে-নিমিত্ত স্থূল দেহাদি বাহ্যব্যাপার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করেন, যিনি মনে ভবের ভাবনারূপ সূক্ষ্ম কার্যসমূহের বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকেন, যিনি সুষুপ্তিতে সে সমস্ত সমাপ্ত করেন, তিনি তিন অবস্থার দ্রষ্টা অন্য-মনুষ্যদিগের জাগ্রদাদি অবস্থার দ্রষ্টা ইন্দ্রিয়সমূহের ঈশ্বর একমাত্র।৩২(১)

ঈদৃশপ্রকারে বিচার করিয়া গুরুদেব যে এই সমস্ত অবস্থাভেদ, যাহা আমার স্বরূপ-আবরণকারিণী মায়ার দ্বারা আমার সংসৃত হইবে করিয়া যায়, তৎসমস্ত মনে—ইহা নিশ্চয় বিদিত হইয়া অনুমান ও সাধুসঙ্গের সমুপদেশরূপ শাণিত জ্ঞানখড়্গের দ্বারা বিবিধ সংসার-অবস্থার সম্পূর্ণভাবে ছেদন করত ভবাদৃশ আমাকে প্রাপ্ত হয়।৩৩

আত্মার দৃষ্টি এই সমস্ত সুখ দুঃখাদি ভেদ ভ্রমের প্রকাশমাত্র—মরীচিকার ন্যায় অতিতুচ্ছ প্রতীয়মান অনুমান করিবে। একমাত্র বিজ্ঞানই স্বপ্রকাশে দৃষ্ট হইতেছেন—যেন ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণরূপ যে এই

---

(১) কি প্রকারে?

—মন, বাক্য ও প্রাণাদি ভেদে এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাভেদে পরিবর্তনে আত্মার ভোগরূপ পরিবর্তন হয়। তিনি একমাত্রই অবস্থান করেন। তিনি একমাত্র।

দৃষ্টীঃ ভবঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবর্ত্তকঃ
তূষ্ণীঃ তদর্থবিদনুষ্ঠনতৎপরো নিরীহঃ।
সন্তুষ্যতে ক ইব কীদৃশবস্তুনৈষা
আত্মেক্ষয়ৈব ন তদৈব সৃষ্টিরাবিস্তাতঃ ৫৩৩
যেষাং নবাবয়বিনমুপচিত্য যা
সিদ্ধা ন পশ্যতি তদাত্মধিয়ং যতন্তম্।

দৃষ্টিঃ (দৃষ্টি), নিবৃত্তৈঃ (নিবৃত্তকর্ম) অধিকারস্য (অধিকার) অন্তরায়স্য (অন্তরায়কর, অন্তরায়ী), ভবঃ (ভবন) নিবৃত্তঃ (নিবৃত্ত) ইব (এই রূপ) নিবৃত্ত (নিবৃত্ত হইয়া) ইত্যেব (ইতিবৎ), (নিবৃত্ত) নিরীহঃ (নিরীহ) এবং (এইরূপ)), (কোন) ক্রিয়া (ক্রিয়ায়) অনিবর্ত্তিকা (অনিবর্ত্তিকা) যঃ (যাহা) নঃ (আমা) নিরঃ (নেত্র) উন্মা (উন্মীলনকারী) নিবর্ত্তি (দৃষ্টি হয়)—(সেই জ্ঞেয়) সন্ত [যায়] ৫৩৪

তদঃ (তুচ্ছ তুল্য বলিয়া হইতে) তূষ্ণীঃ (তূষ্ণী) প্রতিনিবৃত্ত (প্রতিনিবৃত্ত করিয়া) নিবৃত্তকঃ (নিবৃত্তক) চ (ও) তূষ্ণীঃ (অনাবশ্যক ব্যাপারবিহীন) তদর্থ (তাহার), নিজকর্মানুষ্ঠানতৎপর (যাহা স্ব অনাবশ্যকানুষ্ঠানে তৎপর) চ (ও) নিরীহঃ (ইচ্ছাশূন্য নিশ্চেষ্ট) (হইয়া), যদি (যদি) ক চ (কোন) (বিষয় আত্মক আত্মাদি বাদনায়) ইব (ইব) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), (তথাপি) অবস্তুনঃ (আবশ্যিক-কারণরহিত) তস্মাৎ (তাহা) তস্মা (তাহা) তথা (এই বলিয়া তথা) চ তদৈব (হইবে না) (যেহেতু) আবিদ্যাতঃ (যেহেতু পর্যন্ত)

নৈবাসৌ তস্মুত্ত নৈবমাত্মোপকং
বাসো বথা পরিকৃতং ন বিমুঞ্চতীহ ৫৩৫
যেষাঞ্চিদ্ধি নৈবমসঃ যদু কর্ত্তা যাবৎ
আত্মকং প্রতিসমীক্ষত এব সাদ্ধা।
তং সংপশ্যন্নবিরতং-সমাধিযোগং
যাতঃ পুনর্ন ভজতে প্রতিবোধভূমিং ৫৩৬

দৃষ্টির (অন্তরায়ের ন্যায় নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে) ৫৩৫
তথা (যেহেতু) নিত্য (অবশ্যই) যতন্ (অনুষ্ঠান) আত্মানম্ (আত্ম হয়), (এই রূপ) যেষা (যেন) অসৌ (অসীম) (আত্ম হইতে) ইতিত্ম (ইতি) (অথবা আত্মক) আবিদ্যাতঃ (আবিদ্যা) ন পশ্যতি (দেখেন না), অথ অবিদ্যমান (অসদাদি অনুষ্ঠী) যথা (যেমন) নৈবাসৌ (নৈবাসৌ) বাসঃ (পরিধেয় বসন) আত্মকম্ (পরিধায়ক), উত নৈবমাত্মা (নৈবমাত্মা) উপকঃ (ভূষক) বা পরিকৃতম্ (অথবা পরিধিত) অনুমানাদি কাজে না, অন্যত্র ৫৩৫

যদি (যে পক্ষান্ত) আত্মকঃ (আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট) অস্ত (অস্ত) (আত্মা), (আত্মা) (অবশ্যই) যদু (নিশ্চিত) যেষা (যেন) অপি (ও) নৈবমাত্মা (নৈবমাত্মা) সাদ্ধা (আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট—সত্যাদি) প্রতিসমীক্ষতে এব (ঈদৃশ বাক্তিকেই) অবিচ্ছিন্নসমাধিযোগ (সমাধিযোগ প্রাপ্ত), (অতএব) প্রতিবুদ্ধঃ (সমাধি-সহকারে সম্যক্ ব্যক্তি) সংপশ্যন্ (ইন্দ্রিয়-বিষয়োপরাগাদি রহিত) যাতঃ (অনুভব) তং (সেই) যেষা (যেমন) ন ভজতে (ভজনা করেন না) ৫৩৬

নিবিড় আত্মবিস্মৃতির ভেদ ভাঙ্গা যায়। অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত ৫৩৫

এই যেহেতু তুচ্ছ তুল্য জ্ঞান হইতে দৃষ্টি প্রতিনিবৃত্ত করত তুষ্ণীম্ভাবাশ্রিত, অনাবশ্যক ব্যাপারশূন্য যোগ হইয়া আত্মজ্ঞান অনুভূতিসম্পন্ন হইবে। কখনও যদি এই যেহেতু আত্মাত্মাদি ব্যাপারে সক্রিয় হয়, তথাপি তাহা অবিদ্যাকল্পিত হইলেও তদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না, কেননা যেহেতু পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানে তাহার স্থিতি থাকাই স্বাভাবিক ৫৩৫

আত্মস্থিতি পুরুষ যে যেহু হইতে আত্মজ্ঞ বিনিত হইয়াছেন, সেই যেহু প্রাণের ঊর্ধ্বদেশ আসন হইতে উত্থিত অথবা সেই স্থানেই অবস্থিত, তাহা হইতে তখন নির্গতি পুনরায় সেই স্থানেই আগত—ইহা জানিয়া রহিয়া অথবা যাহা অন্তর্মুখ পরিস্থিতিতে তত্ত্ব অথবা স্থিত—যেমন থাকে না, তদ্রূপ আসনাদি করেন না ৫৩৫

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত যেহেতু যেহেতু প্রাণের ঊর্ধ্বের অধীন, এই যেহু যেহু আত্মজ্ঞ ঊর্ধ্বে যে পর্যন্ত আছে, তাবৎকাল তাঁহার থাকিবেই, অনন্তর সমাধিলাভ করত আত্মজ্ঞ অবসর হইয়া অথের ন্যায়

ধৈরেতদ্ধরকং যো বিদ্যা তত্ত্বং বং সাংখ্যযোগয়োঃ।
তমীশ মাগতং বন্ধং মুঞ্চমর্ষবিবক্ষয়া ॥৩৮

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রিয়ঃ কীর্তেদমস্য চ ॥৩৯

বিদ্যঃ (যে বিদ্যসে)। সাংখ্যযোগয়োঃ (আত্মানাত্ম-বিবেক আর যোগের) বং (তোমা) তত্ত্বং (যোগীর) (তত্ত্বং) চ (যেমোক্ষিদের প্রতি) যদা (আবশ্যক) এবং (ইহা) ঈশ্বর (ঈশ্বর হইয়া), মুনেরভিবক্ষয়া (তোমাদের বিজ্ঞানির বল প্রদর্শনে ইচ্ছায়) মা (আমাকে) আগতং (আগত) বন্ধং (বিষ্ণু) পাশীশ (অধিপে) ॥৩৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ)। অহং (আমি) যোগস্য (যোগের), সাংখ্যস্য (সাংখ্যের), সত্যস্য (সত্যের) [সত্যরূপ] তত্ত্বস্য (তত্ত্বের) [তত্ত্বের]। তেজসঃ (তেজের)। শ্রিয়ঃ (ঐশ্বর্যের), কীর্তেঃ (কীর্তির) চ (ও) এবং (এবং) পরায়ণং (পরায়ণ) ॥৩৯

অনুবাদ। (হে পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ) [আর যে আমার] সাংখ্যযোগয়োঃ (প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরেতেই সদা অবস্থান আত্মাদি আকৃতি আর) সর্বে (সকল) এব (ই) নির্ণয়ং (নির্ণয়) বিবেকেন (বিবেকের) [বিবেক] দ্বারা (দ্বারা) শ্রিয়ং (শ্রিয়) আত্মনঃ মে (আমার আমাকে) তত্ত্বতঃ (তত্ত্বের তত্ত্ব) ॥৩০

ইতি (এইরূপ) যে (আমার তত্ত্ব) দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ (ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ) সনকাদয়ঃ (সনকাদি) মুনয়ঃ (মুনিগণ) পরয়া (পরা) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) সংপূজ্য (উত্তম প্রকারেতে পূজা) (আমাকে) সন্তোষ্য (পূজা পূর্বক) অগৃণত (স্তব করিয়াছিলেন) ॥৩১

প্রকৃতির সহিত সেই যেন পুরুষের তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ করেন না ॥৩৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সাংখ্য ও যোগের যে প্রকৃত বৈদ্য আদি তোমাদিগকে বলিলাম। তোমাদের এই উপদেশ করিবার জন্য ইচ্ছাক্রমে আমার আমাকে বিষ্ণু বলিয়া অবগত হও ॥৩৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু আমি অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাংখ্য, আত্মানাত্ম বিবেক, সত্য, সরলতা আর —মুক্তির দাতা, প্রভাব, সম্পদ্, যশ ও শ্রীর নিত্যের

এই হেতু নির্ণয় অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট অনেকগুলি, সকলের বিষে হয় আত্মা আমাকে সকল আদি সকল তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞ করিয়া থাকে ॥৩০

এইরূপ আমা হইতে সনকাদিবিষয়ক সনকাদি মুনিগণ আমাকে পূজা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে উত্তম স্তবের দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন ॥৩১

(১) তত্ত্বজ্ঞ বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান করিবে সর্বদা।

তত্ত্বজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞের আত্মা তত্ত্ব তত্ত্বের হয়, হয়, গৌণ, তত্ত্ব আত্মাতত্ত্বের বিষয় হইয়া হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞের এই তত্ত্ব সত্য হয়, তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্যের মুক্তি হয় তত্ত্বজ্ঞ আত্মিকের তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বা তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞ হয়—সেই তত্ত্বজ্ঞের সকল তত্ত্বজ্ঞ সংসার-সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এখানে তত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুই তাহিতে হয় যে—শ্রীভগবান্ তিনিই সকল তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞ করেন।

ইত্থং নৃণাং পুরিতঃ সম্যক্ সংসৃতঃ পদবীর্যিতিঃ।
প্রত্যয়স্য চ সত্যস্য শ্রদ্ধয়া পুরুষেণিকঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

ইত্থং (এই) পদবীভিঃ (মুক্তিমার্গের দ্বারা) নৃণাং (মানবের) সম্যক্ পুরিতঃ (ভক্তিমার্গে অর্জিত) সংসৃতঃ (সংসার) চ (এবং) পুরুষেণিকঃ (পুরুষ) প্রত্যয়স্য (প্রত্যয়ের) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার দ্বারা) [প্রত্যয়ের শ্রদ্ধার দ্বারা ইত্যর্থ] ॥৫২

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃতা সারার্থদর্শিনী সমাপ্তা।

এই মুক্তিমার্গের দ্বারা মানব ভক্তিমার্গে অর্জিত এবং সত্য প্রত্যয়ে দৃঢ় হইয়া ধর্মনিষ্ঠাবান্ হইলেন ॥৫২

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমৎসারার্থদর্শিনীনাম্নীং ত্রয়োদশাধ্যায়স্য-টীকা-ভাষানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ।

[অবধূতস্বকথনম্, ধ্যানযোগবর্ণনঞ্চ।]

উদ্ধব উবাচ।

ইত্থং ব্রুবাণ এবৈনং বহুবিদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
যেষাং বিদগ্ধ-প্রাকাম্যমুভয়োরেকমূচুষাম্ ॥১

অন্বয়ঃ

উদ্ধবঃ উবাচ (শ্রীউদ্ধব কহিলেন) ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) বহুবিৎ (বহু) বোধয়ন্তি (বোধ করাইয়াছেন) অপি (অথচ), কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), যেষাং (যাহাদের মধ্যে) বিদগ্ধ-প্রাকাম্যম্ (স্ব স্ব প্রধান) উভয়োঃ (দ্বিবিধ) একমূচুষাম্ (একত্ব প্রধান) [ইত্যর্থঃ] একটি প্রধান ॥১

অন্বয়ঃ

ইত্থম্ (যে প্রকার)। ব্রুবাণঃ (আপনি কহিলে) এবম্ (সর্বজ্ঞতাবশে) বহুবিৎঃ (বহুবিজ্ঞ, বিজ্ঞপ্রবর) ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) উদ্ধবঃ (উদ্ধব হইয়াছ), যেষাম্ (যাহার যাহা) সত্যম্ (সত্য) বিদগ্ধ (স্বয়ং বরণ করত) তুষি (আনন্দের) বশম্ (বশ) আপিবম্ (আপিয়ে হয়) ॥

চতুর্দশ অধ্যায়।

[ভক্তির মহত্ত্বকথন এবং ধ্যানযোগ বর্ণন।]

পুরাণং যাদবম্ বন্ধু জ্ঞানদং কর্মণাত্মকম্।
ইতিহাসং বদ যমঃ প্রথমঃ স বিবাদজম্ ॥

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে কৃষ্ণ। যেসকল ব্রহ্মবাদি-ব্রাহ্মণগণ মোক্ষসাধনের বহু উপায় বলিয়াছেন—তাহার মধ্যে সমস্তগুলিই কি স্ব স্ব প্রধান বা সমস্তগুলি প্রধান অথবা একটীর মুখ্যতা প্রধান—আমায় বলুন ॥১

হে প্রভো। আপনি অহৈতুক নিষ্কাম ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছেন—যে ভক্তিযোগের দ্বারা সকল বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করত মন আপনাতে অতিনিবিষ্ট হয় ॥২

শ্রীভগবানুবাচ।

কল্পেন মর্ত্য প্রলয়ে বাধ্যমানঃ স্বযোনিজিৎ।
সমাধৌ ব্রহ্মণঃ শ্রোতা বর্ণো মন্বাং ব্যাহৃতঃ ॥৩
তেন শ্রোতেন বপুষা মনবে পূর্বজায় সঃ।
অজো কৃপায়মাণোঽন্বগ্‌ন্ মনু ব্রহ্মসংহিতম্ ॥৪
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেব-দানব-গুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধর-চারণাঃ ॥৫

কিম্পুরুষাঃ কিন্নরা নার্যশ্চাপ্সর-কিম্পুরুষাদয়ঃ।
বহবস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃ-সত্ত্ব-তমোভুবঃ ॥৬

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥৭

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥৮

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)।—বেনজিতঃ (বেন-বিজিতা) ইব (এই) বাণী (বাণী) (তাহা) কল্পেন (পূর্বকল্পে) প্রলয়ে (প্রলয়ে) মর্ত্য (যে) বাধ্যমানঃ (সংহরণপ্রাপ্ত) সঃ (সে) (তাহা) যদা (যখন) আধৌ (ধ্যানযোগাদিতে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) শ্রোতা (শ্রবণকারিণী) ব্যাহৃতঃ (ব্যক্ত হইয়াছিল)।৩

তেন (তাহার দ্বারা) সঃ (সেই বেনাদী) পূর্বজায় (সৃষ্টির প্রথম কাল) মনবে (মনুর) বপুষা (দেহে) শ্রোতেন (কথিত হয়), অজঃ (ব্রহ্ম হইতে) কৃপায়মাণঃ (কৃপা আদি) সন্ত্ব ব্রহ্মসংহিতঃ (সত্ত্ব প্রধানতা সংহিতা) অনুগ্‌ন্ (ক্রমে ক্রমে, প্রকাশ করে)।৪

তেভ্যঃ (সেই) পিতৃভ্যঃ (পূর্ব আদি পিতৃগণ হইতে) তৎপুত্রাঃ (তাহাদের পুত্রগণরা) দেব-দানব-গুহ্যকাঃ (দেব-দানব-গুহ্যক) মনুষ্যাঃ (মনুষ্য) সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ (সিদ্ধ-গন্ধর্ব) সবিদ্যাধর-চারণাঃ (বিদ্যাধরগণ সহ চারণ) কিম্পুরুষাঃ (কিম্পুরুষ) কিন্নরাঃ (কিন্নর) নার্যঃ (নারী) অপ্সর-কিম্পুরুষাদয়ঃ (অপ্সরা ও কিম্পুরুষ আদি সকলে) (বেনাদীর হইয়াছিল)। তেষাম্ (তাহাদের) বহবঃ প্রকৃতয়ঃ (রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণময়) প্রকৃতয়ঃ (প্রকৃতি) বভূবুঃ (প্রকাশ হয়)।৫-৬

যাভিঃ (যে বেনাদী সত্ত্বপ্রধান) ভূতানি (ভূতগণ) তথা (এবং) ভূতানাম্ (ভূতগণের) পতয়ঃ (পতিগণ) ভিদ্যন্তে (ভেদ হইয়াছে), (তাহাদের) সর্বেষাম্ (সকলের) যথাপ্রকৃতি (স্বভাব অনুসারে) চিত্রাঃ বাচঃ (বেদের বহুপ্রকার বিদ্যা বাণী) স্রবন্তি হি (বিস্তার হইয়াছে)।৭

এবম্ (এইরূপ) প্রকৃতিবৈচিত্র্যাৎ (স্বভাব ভেদেরই) নৃণাম্ (মানবগণের) মতয়ঃ (বুদ্ধিসমূহ) ভিদ্যন্তে (ভিন্ন হয়), কেষাঞ্চিৎ (কোন কোন বেদ-অনভিজ্ঞগণের) (মধ্যে) পারম্পর্যেণ (উপদেশ পরম্পরায়) অপরে (অন্য) পাষণ্ডমতয়ঃ (বেদবিরুদ্ধাচারী মতের সমর্থন হয়)।৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই বেননামী বাণী প্রলয়-কালে নষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর সৃষ্টির আদিতে আমি ব্রহ্মাপতি ব্রহ্মাকে—যাহাকে আমার শক্তিরূপ বর্ণ কথিত হইয়াছে সেই বেদবাণী—বলিয়াছিলাম।৩

ব্রহ্মা সেই বেদবাণী পূর্বকাল মনুকে বলেন, অনন্তর তাঁহা হইতে কৃপা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই সপ্ত ঋষি প্রথম করিয়াছিলেন।৪

সেই পিতৃগণ হইতে তাঁহার পুত্রগণ, দেব, দানব, গুহক, মানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধরগণ-সহ চারণগণ প্রথম করেন। কিম্পুরুষ, কিন্নর, নারী, অপ্সরা, কিম্পুরুষ আদি হইতে রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণময়—তাহাদের স্বভাব বহুপ্রকার হইল।৫-৬

যে বাসনার বৈচিত্র্যে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য আদি ভূতগণ ও ভূতপতিগণ ভিন্ন হইয়া থাকে, যে যে প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে বাসনার বশবর্তী হইয়া বেদবাক্যেরও বিভিন্ন তাৎপর্য কীর্তন করে।৭

এইরূপ প্রকৃতির বিচিত্রতাহেতু কোন কোন অজ্ঞানবশতঃ মানবগণের পরম্পরা উপদেশক্রমে বুদ্ধিসমূহ বিভিন্ন হয়—যাহা হইতেই অন্য বেদ-

অন্যান্যযোনিবিধিষ্ঠা পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
ভোগো যজ্ঞস্তপোদানং ব্রতানি নিয়মা যমাঃ ॥৯
ধর্মস্যৈতস্য ফলতো ভাগঃ সপ্তঃ ইমং শৃণু।
অন্তে যদস্তি যার্থং বা ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্ যজ্ঞ-তপো-দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥১০

পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ)! অন্যান্য (অন্য অন্য কর্মফলসমূহ) অন্যান্য-যোনিবিধিষ্ঠাঃ (আমার আমার যোনিবিশিষ্ট) পুরুষাঃ (পুরুষগণ) অন্যোনি (ইতরযোনিতে) আত্মভাজঃ (আসক্তিবিশিষ্ট) ভোগঃ (ভোগ) অস্তি (থাকে) ॥৯

এষঃ (যেই যেই) ধর্মঃ (ধর্ম) অন্তে (অন্যান্য যোনি যেই) ফলতঃ (ফল) ভাগঃ (ভাগ), সপ্তমঃ (সপ্ত), ইহ (এই), শৃণু (শুন); অন্যে (অন্যান্য) ত্যাগ-ভোজনঃ (ত্যাগ ও ভোগ), যার্থং (নিষ্কামভাবে), ঐশ্বর্যং (ঐশ্বর্য) অস্তি (থাকে), কেচিৎ (যেই যেই) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), তপঃ (তপস্যা), দানং (দান) ব্রতানি (ব্রতসমূহ) [অস্তি] (থাকে) ॥১০

বিভিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পাপফলের সমর্থন হইয়া থাকে ॥৮

হে পুরুষপ্রধান! আমার মায়ায় (১) মোহিত-বুদ্ধি পুরুষগণ নিজ নিজ কর্মানুসারে আপনাদের অভিলাষের অনুরূপ নানাবিধ ভোগঃ ফল ও তাহার সাধনও বলিয়া থাকেন ॥৯

কর্মবীজাদিফলস্থ ধর্ম, কামনাসম্ভারকামিকসকল যজ্ঞ, যাচ্ঞোপায় আদি দান, ভোগসম্ভারকামিগণ সত্য হয় ও শম,—অপর দৃষ্টার্থবাদিগণ সকল ঐহিক ঐশ্বর্যকেও পুরুষার্থ বলেন—এই যেসব সাধনাদি ইপায়-সকলই ভোগসাধন—ইহাই তাহাদের মত। মাত্রিকগণ শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্বক ভোজন, বৈদিকগণ

(১)—মায়ার ফল কি?

—ইহাতে আমার ত্রিগুণাত্মিকা। তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধিনী। নিত্যসিদ্ধ-আত্মার পরিচ্ছেদবোধিনী আবরণ-শক্তিবিশিষ্টা অবিদ্যাখ্যা ঈশ্বরশক্তিরূপিণী প্রকৃতিবিশেষরূপা এবং আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের যে বিঘ্নের কারণ, তাহাই মায়া।

—বিদ্যাবিদ্যাত্মিকা পরাপরাশক্তিবিশেষ।

আত্মভূতস্য এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ ক্ষুচার্পিতাঃ ॥১১

নরাপিতাত্মনঃ সন্তি নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
সন্তুষ্টস্য সুখং যৎ স্যাৎ ন ধনাদ্ বিষয়াত্মনঃ ॥১২

এষাং (এতাদৃশ যাজিগণের) কর্মবিনির্মিতাঃ (কর্মফল) লোকাঃ (লোকসকল) আত্মভূতস্য (আদি-অন্তবিশিষ্ট অনিত্য) এব (ই) (অতএব) দুঃখোদর্কাঃ (শেষ পরিণাম) তমোনিষ্ঠাঃ (অজ্ঞানময়) ক্ষুদ্রাঃ (অতিনিকৃষ্ট) অল্পাঃ (নিত্য) ক্ষুচার্পিতাঃ (লোকাদুল) ভবন্তি (হয়) ॥১১

সন্তি (যে সন্তান)! যদি (আমাতে) অর্পিতাত্মনঃ (সর্বপ্রতিষ্ঠিত) সর্বতঃ (সর্বপ্রকারে) নিরপেক্ষস্য (নিরাসক্তির) বা (সন্তানাদিকল আদি) আত্মনঃ (নিজের স্বরূপ স্ফূর্তির), (ঈদৃশের) যৎ (যে) সুখং (সুখ) তৎ (তাহা) বিষয়াত্মনঃ (বিষয়াসক্তচিত্তের) ধনাৎ (কোথায়) ॥১২

যজ্ঞ,—কেহ তপস্যা, দান ব্রতসকল, যম, নিয়ম প্রভৃতি অন্যান্য সাধন বলিয়া থাকেন ॥১০

এই কর্মাদি সাধনের ফলসমূহ কর্মের দ্বারা সম্পাদিত, আদি-অন্তবিশিষ্ট, অনিত্য, পরিণামে দুঃখজনক, অজ্ঞানময়, ক্ষুদ্র, অল্পস্থায়ী, লোক-সমাজ্ঞ ॥১১

হে সাধো! সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমাতে নিত্যবিশিষ্টজ্ঞানন্দ, সমস্ত বৈষয়িক সুখে অপেক্ষাশূন্য অতএব সকলে পরমানন্দস্বরূপ আমার আত্মস্বরূপে ক্ষুদ্রহেতু যে সুখ তিনি লাভ করেন, বিষয়াসক্তচিত্ত-গণের সে সুখ কোথায় ॥১২ (২)

ঈশ্বরের আমারা ঈক্ষণ আলোচনাকারিণী ঈশ্বরের সমস্ত আত্মসম্বন্ধবিধায়িনী বিবিধ অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী শক্তি অনাদিকাল হইতে, অনন্ত অনাদি কাল বিরাজ করিয়া আসিতেছে ঈক্ষণকারিণী বলিয়া, অনাদি আমাদের বিষয়ে বিমুখ করিয়া ঈশ্বরের এই মায়াময় রাজ্যে ঈশ্বর হইতে—অনন্ত কালও ঈশ্বর হইতে পারে না।

ঈশ্বর ঐশ্বর্যবান্ বলিয়াছেন,—

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥১৩
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময়র্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥১৪
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১৫

অকিঞ্চনস্য (যাহার কিছু নাই), দান্তস্য (জিতেন্দ্রিয়), শান্তস্য (শান্ত), সমচেতসঃ (সমচিত্তের) ময়া (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) সন্তুষ্টমনসঃ (সন্তুষ্টচিত্তের) সর্বাঃ (সকল) দিশঃ (দিক্) সুখময়াঃ (সুখময়)॥১৩

ন (আমার) পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মত্ব) ন (না), মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং (ইন্দ্রত্ব) ন (নহে), সার্বভৌমং (পৃথিবীর আধিপত্য) ন (নহে), রসাধিপত্যং (পাতালের আধিপত্য) ন (নহে), যোগসিদ্ধীঃ (যোগ ও সিদ্ধি) ন (নহে), অপুনর্ভবং (মোক্ষ) ন (নহে), বা (অথবা) ময়ি (আমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া) ন ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন না)॥১৪

পরিশ্রমশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়ি অহঙ্কার, ভাগ্যবৈষম্যরহিত, পরমানন্দস্বরূপ আমাতেই পরিতুষ্টচিত্ত পুরুষের সমস্ত দিক্‌ই সুখময়॥১৩

আমাতে সমর্পিতচিত্ত পুরুষ আমাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের আধিপত্য, পাতালের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষও অভিলাষ করেন না॥১৪

"যৈষা ঘোরা জনময়ী সদা মাতা সুরেশ্বরী।
যস্যাং যে জাতাস্তে সর্বে ন মুহ্যন্তি কদা চন॥

(১) —ভগবান্ ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর পুরিত্ব বর।

—ব্রহ্মলৌকিক পদার্থে বিষ্ণু, লৌহ, অগ্নি, সূর্য, আকাশ, জ্যোতি, ব্রহ্মাঃ বাণী "সদা সত্য" প্রভৃতি, বিশেষতঃ এইরূপ ভাবে ভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্তি হইয়া তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ দান করেন।

নিষ্কিঞ্চনস্য মুনিনঃ শান্তস্য নিয়তেন্দ্রিয়স্য সমদর্শনস্য।
অনুব্রজামহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥১৬

নিষ্কিঞ্চনা বয়মুরুক্রমচেতসঃ
শান্তা মহাযোগবিলীনধৈর্যসঃ।
কাঙ্ক্ষন্তি নাপি পরমেষ্ঠ্যপি নাথ তে
যদ্যৎপাদরজঃ প্রপূতমীশ্বর ॥১৭

ভবান্ (তুমি) বয়ং (আমরা) যে (যেরূপ) যে (আমার) নিষ্কিঞ্চনা (নিষ্কিঞ্চন), উরুক্রম (ভগবান্) চেতসঃ (চিত্ত) যাহার) ন (নহে), শান্তাঃ (শান্ত) ন (নহে) ও (এবং) সমদর্শনঃ (সমদর্শন) ন (নহে), ধীঃ (বুদ্ধি) ন (নহে), আত্মা (মুনি) এব (ও) ন ও (নিয়তেন্দ্রিয় নহে)॥১৬

অহং (আমি) নিষ্কিঞ্চনঃ (নিষ্কিঞ্চন) নির্মমঃ (নির্মম) সমদর্শনঃ (সমদর্শন) শান্তঃ (শান্ত) মুনিঃ (মুনি) নিত্যং (নিত্য) অনুব্রজামি (অনুসরণ করি)—ইতি (এই হেতু) (ঈশ্বরের) অঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ (পাদরজের দ্বারা আমাকে ও আমার অনুগামী কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে) পূয়েয় (পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকি)॥১৬

যেমন তুমি আমার প্রিয়তম, তদ্রূপ পুত্র ব্রহ্ম, আমার স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্যা শ্রী এবং আমার মূর্তিও প্রিয় নহে॥১৫ (১)

আমি নিষ্কাম, শান্ত, লোভরহিত, মাৎসর্য্যাদি-বিহীন, সমদর্শন, ত্রৈলোক্যের মূর্তিবিরহিত, আমার রূপ-গুণ-লীলাস্মরণকারী মুনির নিত্য অনুসরণ করিয়া থাকি—তাঁহার পদধূলির দ্বারা আমার

ন ভারভূঃ ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
শ্রীভাঃ—৬।১১।২৫।

ন ভারভূঃ ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ॥
ঐ ১০।১৬।৩৭।

(১) ঈশ্বর নিজ অঙ্গ হইতে প্রিয় নহেন।

—ঈশ্বরের পদধূলি ভক্ত যাহারা ঈশ্বরে নিজ এই

বাধ্যবাধোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥১৮
যথাগ্নিঃসুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১৯

বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (অজিতেন্দ্রিয়) যদি (আমার) অনন্যভক্তিযুক্তঃ (অনন্যভক্তিযুক্ত) থাকে (নিশ্চিন্তরূপে) সম্ভাবনা (১) (বিজিতেন্দ্রিয়ে) অজিতেন্দ্রিয়তাকে (সকল ইন্দ্রিয়কে) কর্তৃকে (আমাকর্তৃক যারা) অবশীকৃতির (অস্পৃষ্টরূপ) মন (আমার) যে (যে) বৈষয়িকভাব (অনিত্য) দুঃখ (দুঃখ) বুদ্ধি (ভোগ করায়) যে (যারা আছে) ন বিদুঃ (জানে না) ॥১৭

অজিতেন্দ্রিয়ঃ (অজিতেন্দ্রিয়) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) বিষয়ৈঃ (বিষয় সকলের দ্বারা) একান্তভাবে অপি (আত্মসাৎ হইলেও) প্রগল্ভয়া (সবল) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) প্রায়ঃ (প্রায়) বিষয়ৈঃ (বিষয় সকলের দ্বারা) ন অভিভূয়তে (অভিভূত হয় না) ॥১৮

উদ্ধব (হে উদ্ধব)! সুসমৃদ্ধার্চিঃ (প্রজ্বলিত শিখা) অগ্নিঃ (অনল) যথা (যেমন) এধাংসি (কাষ্ঠ সকল) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) করোতি (করে), তথা (তদ্রূপ) মদ্বিষয়া (আমার বিষয়ক) ভক্তিঃ (ভক্তি) এনাংসি (বিবিধ পাপ) কৃৎস্নশঃ (নিঃশেষরূপে) তথা (সেইরূপ সব করিয়া থাকে) ॥১৯

উদ্ধব (হে উদ্ধব)! মম (আমার) উদ্ধবিকা (ধারণাবিশিষ্টা) ভক্তিঃ (ভক্তি) যথা (যেমন) মাং (আমাকে) সাধয়তি (বশবর্ত্তী করে), তথা (সেইরূপ) যোগঃ (যোগ) ন (নয়), সাংখ্যং (জ্ঞান) ধর্মঃ (ধর্ম) ন (নয়), স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়ন) তপঃ (তপস্যা) ত্যাগঃ (ত্যাগ) ন সাধয়তি (আমাকে প্রাপ্ত করাইতে পারে না) ॥২০

প্রায়ঃ (প্রায়ই) একয়া (একনিষ্ঠা) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) এব (ই) ত্রিকঃ (ত্রিক) আত্মা (আত্মা) অহং (আমি) সকলঃ (অংশবিশিষ্ট) প্রকৃতঃ (লভ্য), যদ্ভক্তিঃ (আমাতে যেরূপ ভক্তি) শ্রদ্ধাভক্তিযোগায় (শ্রদ্ধাভক্তিযোগের জন্য) কল্পতে (সমর্থ হয়) ॥২১

অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাংশকল পরিত্র করি ॥১৬

অতিক্রম, পবিত্রচরিত্র, আমাতে অনুরক্তচিত্ত ব্রাহ্মণবিশিষ্ট, বহুল, আমার আবরণযুক্ত, বিভিন্ন-জীবসমূহে বাসযুক্ত, বিষয়ের দ্বারা অস্পৃষ্টবুদ্ধি ভক্তগণ আমার যে প্রত্যাগাত্মাহিত পরমসুখ ভোগ করেন, সে সুখ অন্যে জানে না ॥১৭

অজিতেন্দ্রিয় আমার ভক্ত বিষয়সমূহ কর্তৃক আক্রান্তপ্রায় হইলেও প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানা ভক্তির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিশেষভাবে বিষয়ের দ্বারা আকুল হয় না ॥১৮ (২)

হে উদ্ধব! যেরূপ সুপ্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়িণী ভক্তি সমস্ত পাপ সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥১৯

আমার হেতুবিধী শ্রদ্ধাত্মা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে—যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও সন্ন্যাস প্রভৃতি আমাকে সেইরূপ বশীভূত করিতে পারে না ॥২০

ব্যতীত ধর্মবিহীনের। অতএব সর্ব্বথা ভগবান্ শ্রীহরির ভজনকারী ব্যক্তি সর্ব্বসুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন।

(১)—অজিত সাধক কারা কি?

—ভগবান্ বলিতেছেন,—আমাতে অনুরক্তচিত্ত ভজনশীল সাধকগণ অজিতেন্দ্রিয়ের ভক্তিহীন ভাবে ইন্দ্রিয়ের—ভোগে তাঁহাদিগের মনের ভাব।

—উ।

(২) —অজিতেন্দ্রিয় ভক্তগণও উদ্ধার পায়?

—হাঁ। তাঁহারা ভগবান্ ব্যতীত বিষয় আসক্তিতে ইন্দ্রিয়ের ভগবদ্ভাবের দ্বার ত্যাগ করেন না, ভোগ-ভোগ্যের ভাব বিষয়-ভোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভগবদ্মুখে আত্মসমর্পণ করিতে থাকেন—ভগবান্ হরণ তাঁহার ভোগেচ্ছা বিদূরিত

সত্ত্বাভিধেয়া ধিয়া যদ্ যদ্ রূপপ্রধানিকা।
মদ্ভক্তিঃ কাম্যতে ভাবো যেনাত্যন্তিকসংপ্লবম্ ॥২২
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥২৩

সত্ত্বাভিধেয়া (সত্ত্ব বস্তুযুক্ত) ধিয়া (ধী) যদ্ যদ্ (যিনি) রূপপ্রধানিকা (রূপধারণ স্থান) অভিক্তি (মূর্তি) বিদ্যা (বিদ্যা) মদ্ভক্তি (আমার ভক্তি) কাম্যতে (বিহিত) আত্যন্তিক (আত্যন্তিক) যে (বিষয়) সংপ্লবম্ (উত্তম রূপে) ন প্রসূয়তি (পরিত্র করিতে পারে না)।২২

রোমহর্ষং (রোমাঞ্চ) দ্রবতা (দ্রবীভূতকৃত) চেতসা (চিত্ত) বিনা (ব্যতীত) আনন্দাশ্রুকলয়া (আনন্দজনিত রোদন) বিনা (বিনা) ভক্ত্যা (ভক্তি) বিনা (বিনা) কথম্ (কিরূপে) অশয়ঃ (অন্তঃকরণ)

শ্রীহরির সাধুগণের প্রিয় আত্মা আমি কেবল অনন্যপূর্বিকা ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্তব্য। আমাতে অনন্যভাবে স্থিত ভক্তি কুল-ধর্ম-ভগবদ্ভক্তি-পরকেও বাদীদের সংসার হইতে অথবা জাতিদোষ হইতেও উদ্ধার করিয়া থাকে।২১

সত্ত্ব, রজ, তম এবং তদুপাদানকারি বিদ্যা সাধ্যাত্মাদিও আমার ভক্তিরহিত অন্তঃকরণকে নিজেই সম্যক্ শুদ্ধ করিতে পারে না।২২

রোমাঞ্চ, দ্রবিত আর্দ্রচিত্ত, আনন্দাশ্রুপ্রবাহ বিনা

করত নিত্যস্থায়ী থাকে।

—ভক্তির লক্ষণ কি?

—সমস্তপ্রকার ভক্তির যে লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহাদের ও পরমেশ্বরের সহিত আমার তাদৃশ সম্বন্ধভাবে যেরূপ থাকাই ভক্তি। অন্ত্ বাতুর অর্থ সেবা। অন্ত্ বাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় করিয়া ভক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেইজন্য মূলের তদনুসারে সেবারূপই ভক্তি বলিয়া। যেমন, শ্রীহরি, যেমন, শ্রীমহাদেব, ব্রহ্মা, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ব্যাসাদিরূপ—এইরূপ এই সকলের ভক্তির কথা বলিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ উদ্ধব শ্রীমহাদেব ভক্তিস্বরূপের উপদেশ বলিয়াছেন,—আমার ভক্তগণের সঙ্গ, নিরন্তর আমার এবং তদ্ভক্তগণের পরিচর্যা, আমার মহোৎসবাদি সর্বদিনের উৎসব-

বাক্ যদ্যস্য স্তবতে কর্ম চিত্তঃ
স্মরত্যাভীক্ষ্ণং বদতি চ নিত্যম্।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥২৪

ভক্তগণ (ভক্ত হইবে)।২৩

(আমার আশ্রয়) যস্য (যাহার) বাক্ (বাক্য) স্তবতে (স্তব করে), চিত্ত (চিত্ত) স্মরতে (স্মরণ করে), (যিনি) অভীক্ষ্ণং (পুনঃপুনঃ) নিত্যং (সর্বদা কালে) চ (ও) বদতি (বাক্য কহেন), কর্ম (কর্ম) ইত্যাদি (উক্তপ্রকার কার্য করেন) চ (ও) মদ্ভক্তি (মদ্ভক্তিযুক্ত) (সেই ভক্ত। ভুবনং (ভুবন) পুনাতি (পবিত্র করিয়া থাকেন)।২৪

ভক্তি কি প্রকারে জানা যাইবে এবং ভক্তি যাহাতে অন্তঃকরণই বা বিকারে শুদ্ধ হইবে।২৩

যাঁহার বাক্য সর্বদা প্রেমরসে আর্দ্র হয়, যাহার চিত্ত দ্রবিত, যিনি আনন্দাশ্রুতে বিবিধ হইয়া পড়ে, যিনি আমার বিষয়ে পুনঃপুনঃ রোদন করেন, আমার ক্রীড়াস্থলে সর্বদা কখনও বা হাস্য করেন, লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক আমার চরিত্রগান ও নৃত্য করেন, আমার প্রেমভক্তিসম্পন্ন সেই পুরুষ ভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন।২৪

অতএব, একমাত্র প্রকৃতির উপাসনা, সর্বদা আমার বিশেষবিধিতে কথা শ্রবণ, আমার ও আমার বিষ্ণু মূর্তি উপাসনে আগ্রহ এবং আমার পূজায় শ্রদ্ধাযুক্ত ও আমার গানকীর্তন, পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন,—সাধুগণ এখন সাধন, দ্বিতীয় আমার কথা আলাপন, তৃতীয় অনুকীর্তন, চতুর্থ উপাসিকাদি অন্তরঙ্গিনীগণের আসন ধারণ, পঞ্চম উপাসনায় অনন্যভাবে অধিক আমারই আসক্তি, ষষ্ঠ পূজাবিধান, সপ্তমে নিত্যবৃদ্ধি এবং আমার অর্চনায় নিত্যই বিশ্বাস স্থিতি, সপ্তম নাম আমার মন্ত্রের উপাসনা, অষ্টম আমা আত্মাতে অন্তরঙ্গের অধিকতর সমর্পণ, সর্বাদির সহিত বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্য ও সর্বসুখে প্রবৃত্তি, নবম আমার অধিষ্ঠান, যে পুরুষ যে কোন এই নবধা ভক্তির সাধন করিবেন তিনি প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভে সমর্থ হইবেন।

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥২৪
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥২৫
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥২৬
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়াঃ যাতুধান্যো মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥২৭
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥২৮
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বষ্টাধর্মোঽথ বিশ্বসৃক্।
বৃষলা দ্যবয়ঃ সুতা নরকো গৌরকস্তথা ॥২৯
ত এতে নাধিতাত্মানঃ সুরাদ্যাসক্তচেতসঃ।
সৎসঙ্গেনাজিতাত্মানস্ত্বাহমেবাজিতোজিতঃ ॥৩০
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥৩১
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥৩২

যথা (যেমন) অগ্নিঃ (অগ্নির দ্বারা) সুসমৃদ্ধার্চিঃ (অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহ), ভস্মসাৎ (ভস্মে পরিণত) করোতি (করে), তথা (সেইরূপ) মদ্বিষয়া (আমার) ভক্তিঃ (ভক্তি) এনাংসি (পাপসমূহ) কৃৎস্নশঃ (সম্পূর্ণরূপে) ভস্মসাৎ (ভস্মে পরিণত) করোতি (করে) ॥২৪

যোগঃ (যোগ) ন (নহে) সাঙ্খ্যং (সাঙ্খ্য) ন (নহে) ধর্মঃ (ধর্ম) এব (ই) চ (ও), স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়ন) তপঃ (তপস্যা) ত্যাগঃ (ত্যাগ) ন (নহে), ইষ্টাপূর্তং (যজ্ঞ ও পূর্ত কর্ম) ন (নহে), দক্ষিণা (দান) ন (নহে) ॥২৫

ব্রতানি (ব্রত), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), ছন্দাংসি (বেদ), তীর্থানি (তীর্থ), নিয়মাঃ (নিয়ম), যমাঃ (যম), সর্বসঙ্গাপহঃ (সর্বপ্রকার আসক্তি-নাশক) সৎসঙ্গঃ (সাধুসঙ্গ) হি (যেমন) মাম্ (আমাকে) যথা (যেরূপ) অবরুন্ধে (বশীভূত করে) ॥২৬

সৎসঙ্গেন (সাধুসঙ্গের দ্বারা) হি (যেমন) দৈতেয়াঃ (দিতির পুত্রগণ), যাতুধান্যঃ (রাক্ষসীগণ), মৃগাঃ (পশুগণ), খগাঃ (পক্ষিগণ), গন্ধর্বাপ্সরসঃ (গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ), নাগাঃ (সর্পগণ), সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ (সিদ্ধ, চারণ ও গুহ্যকগণ), বিদ্যাধরাঃ (বিদ্যাধরগণ), মনুষ্যেষু (মানুষের মধ্যে) বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ), শূদ্রাঃ (শূদ্রগণ), স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ), অন্ত্যজাঃ (অন্ত্যজগণ), তস্মিন্ তস্মিন্ যুগে যুগে (সেই সেই যুগে) রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ (রজস্তমোগুণপ্রধান) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) মৎপদং (আমার পদ) প্রাপ্তাঃ (লাভ করিয়াছে), ত্বষ্টা (ত্বষ্টা) অধর্মঃ (অধর্ম), অথ (অনন্তর) বিশ্বসৃক্ (বিশ্বসৃক্), বৃষলাঃ (বৃষল), দ্যবয়ঃ (দ্যবয়), সুতাঃ (সুতা), নরকঃ (নরক), তথা (এবং) গৌরকঃ (গৌরক) ॥২৯

তে (সেই) এতে (এই সকল) অধিতাত্মানঃ (আমার পরিচর্যায় প্রবৃত্তচিত্ত) সুরাদ্যাসক্তচেতসঃ (সুরাদিতে আসক্তচিত্ত) সৎসঙ্গেন (সাধুসঙ্গের দ্বারা) অজিতাত্মানঃ (সংযতচিত্ত) ত্বা অহম্ এব (তোমার নিকট আমি) অজিতঃ (অজিত) জিতঃ (জিত হইয়াছি) ॥৩০

তস্মাৎ (সুতরাং) ত্বম্ (তুমি) উদ্ধব (হে উদ্ধব) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) চোদনাং (বিধি) প্রতিচোদনাম্ (নিষেধ), প্রবৃত্তিং (প্রবৃত্তি) চ (ও) নিবৃত্তিং (নিবৃত্তি), চ (ও) শ্রোতব্যং (শ্রবণীয়) শ্রুতম্ (শ্রুত) এব (ই) [পরিত্যাগ করিয়া] সর্বাত্মভাবেন (সর্বান্তঃকরণে) একম্ এব (একমাত্র) মাম্ (আমার) শরণং (শরণ) যাহি (লও), ময়া (আমা কর্তৃক) হি (নিশ্চয়) অকুতোভয়ঃ (নির্ভয়) স্যাঃ (হইবে) ॥৩২

যেমন অগ্নি তাহা সমিদ্ধ হইলে কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগের দ্বারা সকলের যেকোনরূপ কর্মবাসনা পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে সাক্ষাৎভাবে আমাকে লাভ করে ॥২৪

আমার পবিত্র নাম শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা আত্মা যেমন যেমন পরিশুদ্ধ হয়, সেরূপ সেরূপ সেই জীব, অজ্ঞানলিপ্ত নয়ন যেরূপ জ্যোতিযুক্ত হইয়া সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মবস্তু—আমাকে দেখিতে পায় ॥২৫

যজ্ঞাদি বিষয় চিন্তাকারী পুরুষের চিত্ত যেরূপ বিষয়ে সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ নিজজনে আমা-পরায়ণ ভক্তের চিত্ত আমাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মদাকারা চিত্তবৃত্তি লাভে শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া আমাকে লাভ হয় ॥২৭

অতএব স্বর-ব্যঞ্জনের ন্যায় যেন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকলের চিন্তা ত্যাগ করিয়া মদ্ভাবভাবিত মনন, কীর্তন, সমাধির দ্বারা সোমিত মন আমাতে সুস্থির কর ॥২৮

—তত্ত্ব কত কি ?

—জ্যোতি। তিন তত্ত্ব হইতে আসিল তুমার, তুম, তুর্য, তাদ্, অগ্নি, জ্যোতিষী, বিষ্ণু, সাবিত্র, গায়ত্র আদার তার জ্যোতি সকলের দর্শন হয়—এ সকল তথ্যসমূহ পরিশুদ্ধি-স্তরে।

—জ্যোতি কি বিষয়ে দেখা যায় ?

—ভিতরে ও বাহ্য, দুই, চোখের, গায়ত্রীর, তুম, পর্যন্ত যে তিন জ্যোতি দুইপাশ করেন, সেই সেই তত্ত্বেই জ্যোতির দর্শন করিয়া থাকেন। যে যে সময়ে জ্যোতি দুই পক্ষ—"তে সাধ্য তিন্না আতি তত্ত্বিপুর তত্ত্বতে তুমার" বিভিন্ন মত—সেই তিন বলিয়া প্রকাশিত হয়।

—জ্যোতি তত্ত্ব প্রকার ?

—জ্যোতীরূপ প্রকার।

জ্যোতিরূপ পক্ষ প্রথম জ্যোতিরূপ পক্ষ দ্বিতীয়।
জ্যোতিরূপ পক্ষ পাতি জ্যোতিরূপ পক্ষ পাদ্।

প্রথম প্রকার হইল পতিত, তুম, বিষ্ণু, যাব, তথা, সবিতা,

ঔশনা শ্রীসখিবাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মাময়ন্নিতঃ ॥২৯

ন তস্যান্ত অবেৎ ক্ষেমো যদ্ভয়ান্মৃত্যুরন্তকঃ।
যোঽবিশদ্বাম্ বশা পুংসো যথা তৎপ্রবিসজ্জকঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ—[বিদ্বান্ ভিক্ষু] যদা (যখন) অয়ং (এই) স্বয়ং-অধ্যবসায়ঃ (স্বয়ং যথাযথরূপ জ্ঞান আসীন), তদাং (সেই হেতু) (তাহা) ভিন্ন (ভয়ন করিয়া) মহাবেগাভিঃ (আমার ভয়ানক বেগা দ্বারা দোষিত) মৎ (মৎ) মনি (আমাতে) সমাবেশ্য (ভিন্ন ভাবে ধারণ করত)।২৯

আত্মবান্ (ধীর আত্মজ) ঔশনা (ঔশনসের) শ্রীসখিবাং (শ্রীসঙ্গীতাবী পুরুষসমূহের) সঙ্গং (সঙ্গ) দূরতঃ (দূর হইতে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) ক্ষেমে [নিরুপদ্রবে] বিবিক্ত (বিজন) আসীনঃ (আসীন হইয়া) অন্বহিঃ (নিরন্তর) (আমাকে) মা (আমাকে) চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেন)।২৯

যোঽবিশদ্বাম্ (যেমনভাবে) বশা (ও) তৎপ্রবিসর্জকঃ (তৎপ্রবিসর্জনকারী পুরুষের সঙ্গ হইতে) পুংসঃ (পুরুষের) যথা

উদ্ধব উবাচ।
যথা ত্বমরবিন্দাক্ষ মাদৃশাং যাদৃশায়ম্।
যাদৃগ্রূপো যদাধারো লোকং যং যেন চাত্মনা ॥৩১
শ্রীভগবানুবাচ।
সম আত্মোত্তমঃ শুদ্ধো গুণসাম্যো নিরীহবান্।
হ্যাত্মযোনির্নিরাধারো ধারণাধ্রুবধারণঃ ॥৩২

(যেমন) ক্লেশা (ক্লেশ, দুঃখসমূহ) স্যুঃ (সম্ভবপর হয়) অন্বয় (হয়), তথা (তেমন) অন্তকালতঃ (আমার সম্পর্ক) ন অন্বয় (হয় না)।৩০

শ্রীউদ্ধব উবাচ [শ্রীউদ্ধব বলিলেন],—অরবিন্দাক্ষ (হে কমলনয়ন)! যাদৃশঃ (যেরূপ) অয়ং (আপনার) মাদৃশাং (আমার) যথা (যেমন) যাদৃগ্রূপঃ (যাদৃশ রূপের) যদা (যে প্রকারে) আধারঃ (ধারণ করেন), যং (আমার) (কীদৃশ ধারণ করিয়া) এবং (কিরা) যে (আমাকে) বক্ত্বুমর্হসি (বলুন)।৩১

শ্রীভগবানুবাচ [শ্রীভগবান বলিলেন],—বিদ্বেষিঃ (বিদ্বেষিগণ) নরে (মানবে) আসেবে (আসবে) ব্যাপৃতম্ (ব্যাপৃত) আত্মানঃ (নিজেরই) চ (ও) মদাভাগ্রতকথা (আমার কথা) শৃণ্বতঃ (শ্রবণে) উদাসে (ঔদাসীন্যে) ন্যস্তা (ন্যস্ত) আত্মা (মনের)।৩২

যদ্বিষ্ণুক-ইন্দ্রিয়-মনঃস্বভাব, আত্মবান্ অবলম্বন হইয়া স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী কামুক পুরুষগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগপূর্বক নির্জন, নির্ঝঞ্ঝ স্থানে উপবেশন করত আমার চিন্তা করিবেন।২৯

পুরুষের মরণকাল এবং তৎকালী পুরুষের সঙ্গ হইতে যেরূপ ক্লেশ ও যন্ত্রণা, পালোপালি হয়, তদ্রূপ আমা হইতে ভয় হয় না।৩০ —শ্রীমদ্ভাগবত ১৪।১৩।৩৬।

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কমললোচন! যে প্রকারে, যেরূপ প্রকারে, যৎস্বরূপ অবলম্বনে আপনাকে মুহুর্মুহুঃ ধ্যান করেন—আমার কিরূপ ধ্যান করা কর্তব্য ইহা আমাকে বলুন।৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সমস্থানে, জ্যোতির্ময় সুখাসনে আসীন, যথাসুখে, সমাসীন হইয়া হৃদয়ের ক্রোড়ে আনিয়া, নাসিকায় অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক।৩২

মাতৃকি অবস্থা দৃষ্টি সুখাসীনা ও আত্মনি।
ধ্যানম্ দৃষ্টিবিনে বামো মুখঃ পরিস্থিতিঃ ॥ ৩ ॥
সমস্থানে সম স্থিতিবিশিষ্টা ক্রোড়ের ন্যস্তা।
মুখম্ বামে সমানেক পরিবর্তনক বর্জিতে ॥
—অমরসিংহকৃত টীকা।

সুখাসীন অবস্থা আসন ভেদে হয়, আমি শ্রীমদ্ভগবানে

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পৃথ-কুম্ভক-রেচকৈঃ।
বিপরীতক্রমেণাপি শনৈরভ্যসেন্নিরন্তরম্ ॥৩৩

ষড়ঙ্গবিন্যাসযোগাৎ ষষ্টীনাং দ্বিগুণাধিকম্।
প্রাণায়ামৈর্দশভিস্তু পূতঃ স্যাদেতদুত্তমম্ ॥৩৪

এবং প্রাণকলাযুক্তং প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ।
সপ্তাহাদ্ধর্ত্রিবলং বায়ুমাকর্ষয়েৎ জিতশ্রমঃ ॥৩৫

ষট্‌পূতৌষধিষট্‌কস্য-ষড়ুদ্গালসমন্বিতম্।
ধ্যায়েদূর্ধ্বমুখং ত্রিস্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
কর্ণিকায়াং স্মরেৎ সূর্য্য সোমাগ্নীন্দুস্বরোত্তরম্ ॥৩৬

পূত-কুম্ভক-রেচৈঃ (পূরক দ্বারা রেচকের দ্বারা অনুলোমে) প্রাণস্য (প্রাণের) মার্গং (পথ) শোধয়েৎ (শোধন করিবে) (ও) বিপরীতক্রমেণ অপি (বিলোম—বিপরীত ক্রমেও) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) অভ্যসেৎ (অভ্যাস করিবে) ॥৩৩

(মূলাধারে হইতে আরম্ভ করিয়া) দ্বিগুণাধিক (দ্বিগুণ-গণনা দ্বারা) ষড়ঙ্গবিন্যাস (ষড়ঙ্গবিন্যাস) যোগাৎ (যোগ হইতে) ষষ্টীনাং (ষষ্টিসংখ্যক) ঔষধি (ঔষধের) ষট্‌কস্য (ষট্‌কের) ষড়্ (ছয়) উদ্গাল (উদ্গাল) সমন্বিতম্ (সমন্বিত করিয়া) ত্রিস্রং (ত্রিকোণ) অষ্টপত্রং (অষ্টদল) সকর্ণিকং (কর্ণিকাযুক্ত করা) ঊর্দ্ধমুখং (ঊর্দ্ধমুখ) পদ্মং (পদ্ম) ধ্যায়েৎ (ধ্যান করিবে) ॥৩৪

এবং (এই প্রকার) প্রাণকলাযুক্তং (প্রাণকলাযুক্ত) প্রাণং (প্রাণায়াম) সপ্ত (৭) দিবসং (দিবারাত্র) সমভ্যসেৎ (সম্যক্ অভ্যাস করিবে), (অভ্যাস) দ্বারা২ং বর্দ্ধয়ন্ (দ্বারাধিক্য) জিতশ্রমঃ (জিতশ্রম হইয়া) ॥৩৫

ষট্‌কস্য ঔষধীনাং (পূর্ব্বোক্তষট্‌ক ঔষধীর) ষড়ঙ্গযুক্তম্ (ষড়ঙ্গযুক্ত) ষষ্টীনাং (ষষ্টির) সকর্ণিকং (কর্ণিকাযুক্ত কমলী পুষ্পের দ্বারা) ত্রাম্বকীয়ং (ত্রিদল বিল্ব পত্রের তায়ের) ঊর্দ্ধমুখং (ঊর্দ্ধমুখ), অষ্টপত্রং (অষ্টদল) ধ্যায়েৎ (ধ্যান করিবে) ঔষধীষট্‌কং (ঔষধীষট্‌কের) পরিচয়ান্ (পরিচয় দিতেছেন) ॥৩৬

ঔষধিষট্‌কের প্রয়োগের দ্বারা পূরক-কুম্ভক রেচকের দ্বারা প্রাণের পথ শোধন করিবে। বিপরীতক্রমে রেচক, পূরক, কুম্ভক এইরূপ ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে ॥৩৩

মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়ঙ্গবিন্যাস ষষ্টীনামের দ্বারা কমল-নাল-তন্তুযুক্ত হৃদয়ে অবস্থিত ত্রিকোণকে প্রাণবায়ুর দ্বারা পূর্ণকোষ্ঠ (উহা বায়ুপূর্ণ অবস্থা) করিয়া দিয়া অনন্তর সেই পদ্মের ষষ্টীনাম সমূহ উহার নাম দিয়া করিবে ॥৩৪

এইরূপ প্রাণকলাযুক্ত প্রাণায়াম নিয়মিত অভ্যাস করিয়া যিনি অভ্যাস করেন, তিনি একমাসের মধ্যে প্রাণজয়ে সমর্থ হন ॥৩৫

দেহের অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধনাল (ডাঁটা) অধোমুখ, অষ্টদল মুকুলিত কমলী-পুষ্পের ন্যায় যে হৃদ্‌কমল আছে, তাহা ঊর্দ্ধমুখ অধোবাস বিকসিত অষ্টপত্র করিয়া (ধ্যানকারে) মুক্ত স্থান করিয়া সেই কর্ণিকায় প্রথমে সূর্য্যমণ্ডল পরে চন্দ্র, শেষে বহ্নিমণ্ডল ধ্যান করিবেন ॥৩৬

উদয় হইয়া থাকে, তখন দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হইতে পরিত্যাগ করিবে। অরোগিদেহে সহিত সন্তান, আয়ুষ্মান, বর্দ্ধিষ্ণু, ধনী, ধান্যবান্‌দিগের ও বিদ্বানের পরিত্যাগ করিবে।

দুর্ভাগ্যানপি দুর্দীপ্তান্ বিদ্যাহীনান্ ধনান্বিতান্।
দুর্দৈবগ্রস্তান্ ত্যজেৎ সন্তান্ রোগিণঃ ॥

—গরুড়পুরাণ।

—কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইহা হইতেও অধিক দুঃখ ভোগকে বিধান করিয়া লন, তাহা হইলে তাঁহার কোন বাধা নাই।

কথিত করা যায়।

আয়ুষ্মন্তং যশী ধন্যমুদ্যন্তং পুত্রম্।
ধনবান্যৌ সমর্থৌ দৃষ্ট্বা পরিবর্জয়েৎ। প্রাণায়ামং ॥৩৭
রোগৈর্ন পরিভূয়ন্তে যোগযুক্তা যে নরাঃ বিদুঃ।
তস্মা দুষ্টি ব্যাহিতাং পুত্রং রোগসমন্বিতম্ ॥৩৮
সর্ব্বথা পরিবর্জ্যেত যোজিতমন্ত্রং প্রয়ত্নতঃ।
যোগিভিস্তথা সর্ব্বৈস্তু সন্তাঃ রোগবিবর্জিতাঃ ॥৩৯
অন্যথা হৈতরো যস্মা যোজিতমন্ত্রা ন সন্তাঃ।
ন পরীক্ষা যত্র কেনু রোগাদয়োপি যি ॥৪০

বহিস্তস্যা স্মরেন্ মন্ত্রং যথৈকস্যামনেকগম্।
নয়ং প্রসাদং মৃদুলং সৌকুমার্যমৃজুং ভজে ৪৭
মৃদাঙ্গ-মৃদুলশ্রীকং মৃদুপাদং শুচিস্মিতম্।
সমাবর্তবিভক্তভ্রুমকরাক্ষমুতম্ ৪৮
মেখলাবন্ধ বক্ষাঙ্গং শ্রীবৎসশ্রীকিরীটবন্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাদিভূষিতম্ ৪৯
মৃদুভৈর্বিলসৎপাণি কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্।
দ্বাদশদ্বিগুণীটকট-কটীসূত্রাঙ্গলসুতম্ ৪০
সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্।
সুকুমারগতিস্থানৈঃ সর্বাঙ্গেষু অনো নয়েৎ ৪১
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েদ্ধরি সর্বতঃ ৪২

(সেই) বহিস্তস্যা (বহিস্তস্যা) এবং (এবং) মন্ত্রম্ (মন্ত্রকে) একস্যাম্ (একের) অনেকগম্ (অনেকের প্রতি বিষয়), নয়ম্ (নয়নযুক্ত), প্রসাদম্ (প্রসাদ), মৃদুলম্ (মৃদুল), সৌকুমার্যম্ (সৌকুমার্যযুক্ত) ঋজুম্ (ঋজু) ভজে (ভজনা করিবে)।৪৭

মৃদঙ্গ-মৃদুলশ্রীকম্ (অতি সুন্দর মৃদুল শ্রীযুক্ত), মৃদুপাদম্ (মৃদুপাদ), শুচিস্মিতম্ (নির্মল হাস্যযুক্ত), সমাবর্তবিভক্ত-ভ্রূমকরাক্ষ-যুতম্ (সমান বর্তনে অতি সোষ্ঠবে বক্রভাবে ভ্রূ-নির্মিতে), মেখলাবন্ধ (কটিবন্ধ), বক্ষাঙ্গম্ (বক্ষ দেহযুক্ত), শ্রীবৎস-শ্রীকিরীটবন্ধম্ (শ্রীবৎসচিহ্ন ও সুন্দর কিরীটযুক্ত), শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাদিভূষিতম্ (শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাদিভূষিত), মৃদুভৈঃ বিলসৎপাণিম্ (মৃদুল শোভমান করযুগল), কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ (কৌস্তুভ প্রভা যুক্ত), দ্বাদশদ্বিগুণীটকট-কটীসূত্রাঙ্গলসুতম্ (বাহিরে তিনটী করিয়া কটির অঙ্গ সমাবেশযুক্ত), সর্বাঙ্গসুন্দরম্ (সকল অঙ্গসুন্দর), হৃদ্যম্ (হৃদয়হারী), প্রসাদসুমুখেক্ষণম্ (প্রসাদযুক্ত শোভন মুখ-অবলোকনযুক্ত), সুকুমারম্ (অতি কোমল) (এবং) গতিস্থানৈঃ (গমনে), সর্বাঙ্গেষু (সকলে) অঙ্গঃ (মন) নয়েৎ (আনিবে)। (অথবা এইরূপ) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সকল হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) মনসা (মনের দ্বারা) আকৃষ্য (আকর্ষণ করিয়া) ধীরঃ (ধীর) সারথিনা (সারথি) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) সর্বতঃ (সর্বতোভাবে) হরি (হরিতে) প্রণয়েৎ (সমর্পণ করিবে)।৪৮-৪২

সেই বহিস্তস্যা মন্ত্রকে এক বিষয় অনুরূপ অনেক। প্রসাদ সুন্দর ভাবের, আত্মসমর্পিত অন্তরের চরম তৃপ্তিকর বলে করিবে।৪৭

অতিশয় সুন্দর শ্রীযুক্ত, সুন্দর অঙ্গোপাঙ্গময়, ঈষৎ মধুর হাস্যময়, অঙ্গ সকলস্থিত সুন্দরভাবে সমান বর্তনযুক্ত, অতিশয় সৌন্দর্যশালী, স্নেহের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত ও সুন্দর কিরীট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাদিভূষিত, মৃদুল শোভমান করযুগল, কৌস্তুভ প্রভাযুক্ত, বাহিরে তিনটী করিয়া কটির অঙ্গবাহির দ্বারা সমন্বয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, মনোহর, প্রসন্নতাযুক্ত শোভনমুখ-অবলোকনযুক্ত, অতি কোমল ভাবের গমনাদির স্থান হইতে সকল পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গে মনোনিবেশ পূর্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবেন। অথবা বিষয় হইতে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যাহারপূর্বক সেই সমস্ত-বিভাবুক মনকে সারথিস্বরূপা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ করত পরমাবলম্ব-বিগ্রহ শ্যামাকে নিবেশী উত্তমরূপে স্থাপন করিবেন।৪০-৪২

ধারণা অবলম্বনীয়—সুন্দর রূপমাধুরী, তাহার পর হইতে আরম্ভ করিবে। যেমন অধিক নিকটে বা অধিক দূরে থাকিলে ধ্যান হয় না, তদ্রূপ মুখমণ্ডলাদিতে সুন্দরভাবে স্থির নিবিষ্ট হইয়া যাইবে। সমস্ত সৌন্দর্যসমষ্টির এক উর্ধ্বমেরুস্থানীয় আভাস হৃদয়ে ধারণাধীনে পরিণত করা কর্তব্য—ইহা সত্য।

ধ্যানোপযোগিনী বৈজ্ঞানিকতা আবশ্যক—ইহাতে বিশ্বাসের অবশ্য আছে। অন্ধ সুন্দর তো হয়ের কথা—রূপ-মাধুরের আদি যেরূপেই ইহাকে ধরা করিবে সমর্থ হয় না।

—তাহা হইলে উপায়?

—সুন্দর হইতে আরম্ভ করা এবং সমস্ত যা যা করত ঠিক ঠিক ধরা একমাত্র উপায়।

তৎ সর্বব্যাপকং চিত্তমাকাশৈকত্ব ধারয়েৎ।
নাড্যাদি চিত্তরন্ধ্রং তু পূরিতং তদ্বদেব তু ॥৪৩
তত্র লক্ষণং চিত্তস্যেতি যোগি ধারয়েৎ।
তত্র তদ্ভূতং যদাযোগো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥৪৪
এবং সমাধিকর্মণ্যেবমভ্যাসান্নবমাদ্বি।
চিত্তে ধ্বনি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সম্ভবম্ ॥৪৫

যাবদেবং মৃতশ্চেত্র মুক্তয়ো যোগিনো মতাঃ।
সংসারস্যাত্ত নির্মাণং ত্রয়াণাং জ্ঞান-ক্রিয়াময় ॥৪৬
ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে আত্মপুরাণে পার্বতীশ্বর
সংবাদিক্যাং বৈষ্ণবিক্যাং একাদশখণ্ডে
ষড়ঙ্গযোগোনাম ॥১৪

করিয়া) অন্যত্র (অন্যস্থানে) সর্বতঃ (আকাশ সর্বত্রযুক্ত) সম্পূর্ণরূপে (সমাকরূপে) পূর্ণ (পূর্ণিত থাকা) যদি (যাহাতে) এরূপে (উক্তপ্রকারে স্থিরভাবে চিন্তা করিবে)।৪৩-৪৪

সর্বব্যাপক (সর্বব্যাপক) তৎ (সেই) চিত্তম্ (চিত্তকে) আকাশ (আকাশের ন্যায়) একত্ব (একত্বরূপে) ধারয়েৎ (ধারণ করিবেন)। নাড়ী (নাড়ীসমূহ) আদিযে (আদি শব্দে) যে চিত্তরন্ধ্র (চিত্তা করিবার স্থান), তাহাকে (নাড়ী সমূহকে) পূরিতম্ (বায়ুদ্বারা পূরিত) বৎ (মত) এব (ই) তু (পূরণ করিবে)। তত্র (তখন) চিত্তস্য (চিত্তের) লক্ষণম্ (লক্ষণ) ইতি (এই প্রকার) যোগি (সর্বতোভাবে আকাশ) ধারয়েৎ (ধারণ করিবেন)। তত্র (সেই স্থানে) তদ্ভূতম্ (তাহা) যদা (যখন) যোগঃ (ধ্যান) ন (না) কিঞ্চিৎ (কিছু) অপি (ই) চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেন না)।৪৪

এবম্ (এই প্রকার) সমাধিকর্মণি (সমাধিবৃত্তি) এবম্ (এইরূপ) অভ্যাসাৎ (অভ্যাস করিতে করিতে) নবমাদ্বি (নবম মাসে) ধ্বনি (শব্দ) চিত্তে (চিত্তে) সর্বাত্মন্ (সর্বত্রযুক্ত) জ্যোতিষি (জ্যোতিঃতে) জ্যোতিঃ (জ্যোতি) সম্ভবম্ (সম্ভূত হয়)। আত্মনি (আত্মা) যাবৎ (যতক্ষণ) আত্মনি যদি (আত্মা আত্মাতে) স্থিতে (স্থিত করিবে)।৪৫

ইতি (এই প্রকার) মৃতশ্চেৎ (মৃত্যু) যাবৎ (যতক্ষণ পর্যন্ত) মৃত্যু (মৃত্যু) নহে (না) হয়ঃ (অভ্যাসকারী) যোগিনঃ (যোগী) ত্রয়াণাম্ (ত্রিবিধ, অর্থাৎ, অধ্যাত্ম ত্রয় অধ্যাত্ম) আত্ম (নিজ) নির্মাণ (নাশ) সংসারস্য (সংসার ভাব হয়)।৪৬

শ্রীব্রহ্মযামলে আত্মপুরাণে একাদশখণ্ডে ষড়ঙ্গযোগোনাম
শ্রীশ্রীমুক্তানন্দনাথানন্দযোগীশ্বরকৃতভাষায়াং
সমাপ্তঃ।

সর্বব্যাপক সেই চিত্তকে সমস্ত অঙ্গ হইতে আকর্ষণ পূর্বক এক অঙ্গে ধারণ করিবেন, অন্য অঙ্গসমূহে পুনরায় চিন্তা করিবেন না—যেমন মুখের, কিম্বা হাতসমূহের দুই স্থান করিবেন।৪৩

মুখে স্থিতীভূত চিত্তকে তাহা হইতে আকর্ষণ করিয়া সর্বতোভাবে আকাশে ধারণ করিবেন। সেই আকাশে তাহা ভাবিয়া তদ্রূপ আকাশে আবদ্ধ হইয়া বায়ুযোগে বিভাবিত স্থান তাহা চিন্তাযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন।৪৪

যে সর্বাত্মন্! এবংবিধ সমাধিবৃত্তি মহাযুক্ত যেমন যোগাদি জ্যোতিযুক্ত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা আত্মাতেই আত্মা সংযুক্ত করিবেন।৪৫

এই প্রকার সমুদ্যমানে মন সমাধানকারী যোগীর দেহাদিতে আত্মজ্ঞান যোগে বৃত্তিত্রয় ও কার্য কর্তৃত্ব ত্রয় অথবা মৃত্যু যতদিন সর্বনিষ্ঠ ত্রয় নাশ নির্মাণ প্রাপ্ত হয়।৪৬

—আকাশে যেন আকাশ করিতে হয়।

—ত্রয় আকাশ-সদৃশ ধারণা।

"আত্ম,ন-সদৃশ ত্রয়" ইতিবিভেদাদিভিঃ—(১৮২ বিভাগের)—ত্রয় আকাশ সদৃশ।

"আত্মা আত্মনে পশ্যন্ যোগম্"—যোগশিখোপনিষদ ১৮

যে সমস্তাকাশকে আকাশত্রয় বলাদি যেমনভাবে, যেমনভাবে আছিল আছেন, তাঁহাকে যে আকাশ যে যেমন ধারণা করিবে; তাহারা এইরূপ বিশিষ্ট হয়, তাঁহারাই মুক্তাত্মা হইয়া থাকেন।

যদ্ বৈ তদ্ ব্রহ্মচক্ষুষোঃ যাব দ্বয়োঃঅন্ত রহিতৌ পূর্ণমাকাশমেতো যো বৈ স রহিতো পূর্ণমাকাশঃ।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৯।২৬

শাস্ত্রী অবলম্বনে যাঁহাকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—তিনিই পূর্ণরূপ অন্তঃস্থ এই আকাশ, জ্ঞেয়রূপ আকাশ, আমার হৃদয়স্থিত আকাশ। ঐ হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্ম পূর্ণ ও অবিনাশী। যিনি ব্রহ্মকে ঐরূপ জানেন, তিনি পূর্ণ অবিনাশী ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।

—জ্ঞেয় বাহিরের আকাশ তো তুচ্ছাকাশ?

—হাঁ, পরমাকাশ ব্রহ্মপ্রেমরূপে তুচ্ছাকাশে বিদ্যমান আছেন।

আকাশো বৈ নাম নাম-রূপয়োর্নির্বহিতা।

—ছান্দোগ্য ৮।১৪।১

প্রকৃতিতে আকাশরূপে যিনি প্রসিদ্ধ তিনি নাম-রূপের অভিব্যক্তির কারণ। ঐ নাম-রূপ যাঁহার জন্য তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা।

ওঁ খং ব্রহ্ম। —যজুর্বেদ ৪০।১৭

ওম্-ই আকাশ-ব্রহ্ম—আকাশ সর্বাবকাশ চিহ্নরূপ। মৌখ্যায়নীপুত্র বলিয়াছেন—খম্ অর্থাৎ শূন্যের অপর প্রতিরূপ আকাশই আকাশ। ওঁকার সর্ব-বেদস্বরূপ, যাহা কিছু জানিবার আছে, ইহার দ্বারা জানা যায়—ইহা ব্রাহ্মণগণ অবগত আছেন।

—যাহা হইলে প্রথমে অন্তরাকাশ ধারণা করিয়া তারপর পরমাকাশ পরব্রহ্মে সন্নিবিষ্ট হইতে হয়?

—হাঁ।

—আকাশ কত প্রকার?

—পঞ্চ প্রকার। আকাশ, পরাকাশ মহাকাশ, সূর্য্যাকাশ, পরমাকাশ।

—আকাশসমূহের বিবরণ কি?

—বাহ্য অন্তরস্থ অন্তরাবের আকাশ, মাতৃজঠরে কালানলরূপ পরাকাশ, সর্বাবকাশে অপরিমিত প্রকাশ তুল্য তত্ত্ব মহাকাশ, সর্বাবকাশে তাপময় রূপ সূর্য্যাকাশ, অনির্বচনীয় জ্যোতি, সর্বব্যাপক, নিরতিশয় আনন্দময় পরমাকাশ।

—মহদাকাশ কর্ম।

—আকাশ দর্শনে কি হয়?

—যেমন যেমন দর্শন করে, সেই সেই রূপ হইয়া যায়।

—আকাশের কথা আর কোন শ্রুতি বলিয়াছেন?

—অন্তরাকাশোপনিষদে মহাব্রহ্মকে বর্ণিত হইয়াছে—প্রাতঃকালের হিরণ্যবর্ণ অথচ সূর্য্য-তেজবৎ, বহ্নি-জ্বালাবলী সদৃশ, তন্মধ্যস্থিত অন্তর্যামীর তুল্য বর্ণন করে—পুনঃ পুনঃ তাহার বর্ণনে জ্ঞানবহির আকাশ হয়। বিদ্যুৎ তারকাকার দীপ্যমান বাড়বসদৃশ পরমাকাশ। কালানল সম জ্যোতির্ময় মহাকাশ। সর্বোপরি পরম প্রকাশ প্রজ্যোতমান ওঙ্কারাকাশ। কোটি সূর্যপ্রকাশ বিদ্যুৎসদৃশ সূর্য্যাকাশ। এইরূপ বাহ্য অন্তরস্থ যোগ পঞ্চক তারক নাম্ন তাহার দর্শনকারী বিমুক্ত হন ব্রহ্মরূপ যোগের সমান হয়।

—এই আকাশের নাম কি পরম পদ?

—হাঁ, পরমপদ, পরমব্রহ্ম, পরম যোগ ইত্যাদি। যোগী, জ্ঞানী পরব্রহ্মযোগে একীভূত হন আর ব্রহ্ম পরম যোগে বৈকুণ্ঠধামে থাকিয়া ইন্দ্রিয়রূপকে লাভ করার বৈকল্য করেন।

—কোন্‌টি সত্য?

—আকাশময় অনন্তর এবং বৈকল্যীভূত দুইটিই সত্য—শ্রুতি বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যোপাখ্যানে যেন অধ্যায়ের দুইটি ভিন্ন কথা ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রীরাম-চন্দ্রকে বলিয়াছেন।

—মানব মানব-পথেই কি আকাশ দর্শন হয়?

—যখন মানব মানব-জ্ঞানে শিবত্বকে অধিরূঢ় করে, তখন ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টি ভাবে উদ্দীপ্ত হয়।

মন্ত্রের প্রভাবেই হইল আকাশ। মহাপুরুষ ইহার অধীশ্বর। মন্ত্রবল—মহাপুরুষের পাদপদ্মে মনের ধ্যান—মহাপুরুষ মনের ধ্যান অধীন। আকাশই মন্ত্রবল—বিষ্ণু।

—এইরূপ ধ্যান কি সর্ব্বদা মনকেই করিতে হয়?

—যাহারা ভগবদ্ভাবে একান্ত হন নাই, পুরুষকারপরায়ণ তাঁহাদের এই সমস্ত করিতে হয়। আর যাঁহারা একান্তভাবে, যাহার কৃপায় হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে নাম শুনাইতে শুনাইতে, বিবিধ জ্যোতি দেখাইতে দেখাইতে মহাকাশে লইয়া গিয়া মহিমার তরিয়া দেন। তখন প্রণয়রজ্জুর বন্ধনই আরও দৃঢ় হইতে থাকে, ভক্ত ভগবানে খেলা করে, ভক্ত ভগবানের জিনিস খুঁজিয়া পড়েন। ভগবান্ তাঁহাকে আরও ধরিয়া "আমি আমি" খেলা করিতে থাকেন। ভক্ত সেই আমির আমি-দ্বারা হইয়া ভগবানের সঙ্গে মেশ মিশিয়া যান।

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতায়াং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণস্য একাদশ-স্কন্ধে শ্রীশুকদেবানুগ্রহপ্রাপ্তেন শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণস্য ভাষায়াং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ।

[অষ্টাঙ্গসিদ্ধিবর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধোঽয়ং গুণৈর্যুক্তো ত্রিভির্ভাবৈস্তু যোনিভিঃ।
মদ্ভাবায়োপপদ্যেত কর্মভির্দেবহেলনম্ ॥১

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)।—ত্রিবিধঃ (ত্রিবিধ) (১) অয়ম্ (এই) গুণৈঃ (ত্রিগুণ) যুক্তঃ (বিশিষ্ট), ভাবৈঃ (ভাবসমূহ) তু (এবং) যোনিভিঃ (তিন) প্রকার

উদ্ধব উবাচ।

কয়া ধারণয়া কাদৃগ্ কথংবিৎ বা ত্রিবৃদ্ভবেৎ।
কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥২

অন্বয়ঃ

(প্রকারের) যোনিভিঃ (যোনি) সিদ্ধয়ঃ (অণিমাদি সিদ্ধিসমূহ) উপপদ্যেত (উপপন্ন হয়)।১

উদ্ধবঃ উবাচ (শ্রীউদ্ধব বলিলেন)।—অচ্যুত (হে অচ্যুত)!

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অষ্টাঙ্গসিদ্ধিবর্ণন।]

যোগেশ্বর হরে কৃষ্ণ ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্রাহি মাং দেব সর্ব্বাত্মন্ ভবান্ হি ভবভেষজম্ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ত্রিগুণ, ত্রিবিধ প্রাণ, আমাদের তিন প্রকার যোনীর অণিমাদি সিদ্ধিসকল সমস্তই উপপন্ন হইয়া থাকে।১

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—হে অচ্যুত! আপনি যোগিজনের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। কি ধারণার দ্বারা কি হয়, কি প্রকার বা সিদ্ধিলাভ হয়, সেই সিদ্ধিসমূহের সংখ্যাই বা কত—আপনি আমাকে তাহা বলুন।২

(১) ত্রিবিধঃ।

অয়ং স্থূলঃ সূক্ষ্ম ভূত. আদ্যঃ ৩ যো মতঃ।
স ত্রয়ঃ প্রকৃতি ভাব বিকারা ত্রিবিধঃ।

যে যাবৎ প্রকৃতি, সর্গাদি, বৈকৃত ও আধ্যাত্মিক ও, সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদে ত্রিবিধ বিবিধ ত্রিবিধ।

শ্রীভগবানুবাচ।

সিদ্ধেরষ্টবিধা প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥৩
অণিমা মহিমা মূর্ত্তেরণিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ
প্রাকাম্যাদ্ রসনুভবৈঃ শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥৪

গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥৫

অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥৬

স্বেষিয়ঃ (যোগিবরঃ) তত্ত্ব (আপনি) নিত্যং (নিত্য-ধারা) (অভ্যস্ত) ধারা (কি) ধারণা (ধারণার ধারা) তত্ত্ব কিং (কিরূপ) তা কিং (কি প্রকার) নিত্যং (নিত্য) ভবতি বা (হয়) নিত্যং (নিত্যসিদ্ধ) (ধারণা হয় প্রকার) (আপনি ইহা) ব্যাচষ্টি (বলুন) ॥১

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন), যোগপারগৈঃ (যোগশাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞ) সিদ্ধেঃ (সিদ্ধি) অষ্টবিধা (অষ্টবিধ প্রকার) প্রোক্তা (কথিত হইয়াছে), ধারণা (ধারণা অষ্টবিধ প্রকার) তাসাং (সেই সিদ্ধিসমূহের মধ্যে) অষ্টৌ (আটটি) মৎপ্রধানাঃ (আমার একান্ত আশ্রিত) (আর) দশ এব (দশটি) গুণহেতবঃ (গুণপ্রকাশের হেতুভূতা) ॥২

মূর্ত্তেঃ (দেহের) অণিমা (অণিমা), মহিমা (মহিমা), ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের সহিত

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যোগের পারঙ্গত সিদ্ধগণ সিদ্ধি অষ্টবিধ প্রকার বলিয়াছেন। তাহার ধারণাসমূহও অষ্টবিধ প্রকার। তন্মধ্যে আটটী সিদ্ধি আমার একান্ত আশ্রিত এবং অপর দশটী সত্ত্বগুণের উৎকর্ষবোধের উপায় হইয়া থাকে ॥৩

অণিমা, মহিমা, লঘিমা এই তিনটী সিদ্ধি দেহের। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তত্ত্ব ও বিষয় সমস্তই প্রাপ্তি নাম্নী চতুর্থী সিদ্ধি। অন্ত (পারলৌকিক) দৃষ্ট (ইহলৌকিক) পরোক্ষ পদার্থসমূহে ইচ্ছা মাত্রই প্রকাম্য নামক পঞ্চমী সিদ্ধি। ঐশ্বর্য্যে যথাভিমত প্রেরণ ঈশিতা-সিদ্ধি ॥৪

অবস্তু (বিষয়ে) অসঙ্গঃ (অনাসক্ত), বশিতা (বশিতা), যৎকামঃ (যে যে প্রকার কামনা করে), তৎ অবাপ্নোতি (তাহার সেই সেই প্রকার) (ইহা কামাবসায়িতা), সৌম্য (হে প্রিয়দর্শন)। এতাঃ (এই সকল) যে (আমার) ঔৎপত্তিকাঃ (স্বাভাবিকী) অষ্টৌ (আট) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধি) মতাঃ (সম্মত) ॥৫

অস্মিন্ (এই) দেহে (দেহে) অনূর্ম্মিমত্ত্বং (ক্ষুৎপিপাসাদি ষোড়শবিধা) দূরশ্রবণদর্শনম্ (দূরে শ্রবণ ও দর্শন) মনোজবঃ (মনের যেমন দেহের গতি) কামরূপম্ (অভীষ্টরূপ ধারণ) পরকায়প্রবেশনম্ (পরশরীরে প্রবেশ) ॥৬

গুণকার্য্য বিষয়সমূহে অনাসক্তিই বশিতা এবং যখন যে বিষয়লাভের কামনা উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণভাবে প্রাপ্তির নাম কামাবসায়িতা সিদ্ধি। হে প্রিয়দর্শন। এই অষ্টবিধা আমার স্বাভাবিকী সিদ্ধি ॥৫

ত্বগাদেহ সিদ্ধিসকল,—এই দেহে প্রথম ক্ষুৎপিপাসাদিহীনতা, দূরশ্রবণ দিতীয়া, দূরদর্শন তৃতীয়া, মনোজব—মনের ন্যায় দেহের গতি চতুর্থী, আকাঙ্ক্ষিত রূপপ্রাপ্তি পঞ্চমী, পরশরীরে প্রবেশ ষষ্ঠী সিদ্ধি ॥৬

—বিশ্ব পরিত্যাগ করিয়া কি কখনও সিদ্ধিলাভ করা যায়?

—নিত্যই তিনটি সিদ্ধি দ্বারা যোগপারগগণ। বিষয়ের আসক্তিরূপ অবস্তুত্বের নিত্যই—যোগের দ্বারাই বিষয় বস্তুর দ্বারা ভোগ হইলেও অসঙ্গ—এই তিনটী লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

—সমস্ত ব্যক্তি সমান বিষয়ের সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়?

—সমস্তের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উত্তম, মধ্যম, অধম—তিন প্রকার যোগীর লক্ষণ।

—অণিমাদির বিষয় কি?

যজ্ঞস্বভূম্যর্থবাসং সহকৌড়াসুদর্শনম্।
যথাদেবত্রসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রবিহতা ঋদ্ধিঃ ॥৭
ত্রিকালজ্ঞত্বমব্যগ্রঃ পরচিত্তাভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ ॥৮
এতাঃসোপায়যোগেন যোগী বাধ্যসিদ্ধয়ঃ।
যদা যাস্যতি যা তাস্য যথা যা তাস্তিবোধ মে ॥৯

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তদ্ভাবঃ যাস্যতেঽন্যতঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তমাত্রোপাসকো মম ॥১০
অন্তর্যামিন্ পরে ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১১
পরমাণুত্বমিত্যঃ ভূতানাং ময়ি ভাবয়ন্।
কালসূক্ষ্মার্থবিদ্ যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ ॥১২

যজ্ঞস্বভূম্—যজ্ঞাভূম্ সম্পত্তি, দেবগণসহ অপরাজয়ের ক্রীড়াদর্শন প্রাপ্তি অষ্টমী, যথাদেবত্রসিদ্ধি সকলের অনুকূল প্রাপ্তি নবমী, অপ্রতিহতাজ্ঞা অসীম আজ্ঞা দশমী, ঋদ্ধিসিদ্ধি, ত্রিকালজ্ঞত্ব ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কালস্থ পদার্থজ্ঞান, অব্যগ্র—ইচ্ছাদিদ্বারা অবিচলিত, পরচিত্তাভিজ্ঞতা—পরচিত্তের ভাব অবধারণ ক্ষমতা, অগ্নি, সূর্য, জল ও বিষাদির স্তম্ভন ও অপরাজয় ।৭-৮

এই যোগসাধনা সিদ্ধিসকল উপায়সহ লক্ষণপূর্বক

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি (ভূত সূক্ষ্মরূপ উপাদিকে) ময়ি (আমাতে) তদ্ভাবঃ (ভূতসূক্ষ্মভাব) যদা (যখন) যাস্যতে (প্রাপ্ত হইবে), (ইহার ভাব) মম (আমার) তন্মাত্রোপাসকঃ (ভূতসূক্ষ্মরূপ উপাসনাকারী) অণিমানম্ (অণিমা) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), অন্তর্যামিন্ পরে ময়ি (সর্বান্তরূপ আমাতে) যথাসংস্থং মনঃ (অবস্থানের মত) ধারয়ন্ (ধারণা করিয়া) ভূতানাঞ্চ ৫ পৃথক্ পৃথক্ (ভূতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন) মহিমানম্ অবাপ্নোতি (মহিমা প্রাপ্ত হয়) ।১০-১১

ভূতানাং (ভূতসমূহের) পরমাণুত্বম্ (পরমাণুরূপ) ময়ি (আমাতে) ভাবয়ন্ (চিন্তা করিয়া) যোগী (যোগী) কালসূক্ষ্মার্থবিদ্ (কাল পরমাণু ইত্যাদিজ্ঞ) (সিদ্ধি) লঘিমানম্ (লঘিমা) অবাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ।১২

সংজ্ঞা যাহা বলিলাম। এই সিদ্ধিসমূহ যে উপায়ে যাহা লাভ হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ।৯

ভূতসূক্ষ্মময়ীরূপ আমাতে, ভূতসূক্ষ্মাকার মন ধারণা করিলে সেই তন্মাত্র উপাসক যোগীর অণিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ।১০

(যোগী) অন্তর্যামিরূপ আমাতে মনোধারণার মত ধারণা করিয়া ভূতসমূহের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।১১

যোগী যদি আমি ভূতসকলের পরমাণুময়

বিষয়ভোগ পরাস্ত সিদ্ধিই অণিমাদির উদ্ভব চিহ্ন। ভূতা বিষয়ভোগ করিতে পারা, দেবতাদের দেখিতে পাওয়া, বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ অপ্রতিহত আজ্ঞা সফল ।৬-৮

পরমাণুরূপ প্রকাশ করিতে পারা, কাল সকলের সূক্ষ্ম প্রকাশ করিতে পারা, পূর্ণ আত্মা ঈশ্বরের পারা, সর্বত্র অগ্নি, দেবতাদিগের সহিত বিরোধ, আকাশাদির তথা ৫।৬ ও ভূতাদির দর্শন না-দিবার উদ্ভব সফল। অণিমাদি পাঁচ মহিমা আত্মসিদ্ধির ও ভূতের তন্মাত্রাদি পাঁচ সত্ত্ব তাহা ভূমিসকল পাকিয়া পাকিতে পারে, তাহা ও তাহাদিগের-সমূহ ক্রীড়ন করিতে পারে, সকল স্থলে দেহের নিজেই অভাবনীয় কাজ দেখাইয়া ছাড়িতে পারে, সকল প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারে, ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের

বারভম্ ব্যবহারজ্ঞ অন্যো বৈকারিকেঽধিপম্।
সর্বেন্দ্রিয়াণাযদ্ভক্তং প্রাবিং প্রাযোক্তি মর্হণাঃ ॥১৩
অবস্থাস্থানি যঃ সূত্রে বারভেদ্যতি বাবদম্।
প্রাকাম্যঃ পাঞ্চমেষ্টঃ যে বিদ্যতেঽব্যক্তদর্শনঃ ॥১৬

বিকৌ ত্রাবীশ্বরে চিত্তং বারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতোষণাৎ ॥১৫
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
অন্যো মন্যাময়ম্ যোগী মহত্যা ধিষিতাধিয়াঃ ॥১৬

বৈকারিক (বৈকারিক, সাত্ত্বিক) অহংকার (অহংকার রূপ উপাধিবিশিষ্ট) যিনি (আত্মাকে) অধিপম্ (প্রভু) মন্য (মন) বারভম্ (ধারণ করিয়া) মহত্যা (মহান্, সর্বব্যাপক) প্রাবিং (আবিষ্টাকারে) প্রাযোক্তি (নিযুক্ত) করেন (গাঢ় ধারণা)।১৩

যঃ (যিনি) যতি (যখন) আত্মনি (আত্মা) সূত্রে (বিশ্বাদি প্রথম সূত্র উপাধিযুক্ত) যতি (আত্মাকে) মন্যন (মন) আত্মনঃ (ধারণ করেন), (তিনি) অব্যক্তদর্শনঃ (অব্যক্তরূপ সূত্র আত্মার) পাঞ্চমেষ্টঃ (পঞ্চমাংশ, পঞ্চমেন্দ্রিয়) প্রাকাম্যম্ (প্রাকাম্য নিদ্ধি) বিন্দতে (প্রাপ্ত হন)।১৬

(যিনি) ত্রাবীশ্বর (ত্রিগুণ মায়া বিগ্রহরূপ) (অহংকার) কালবিগ্রহে (মহত্তত্ত্বে) বিকৌ (বৈকারিকাদি) (আত্মাকে) চিত্তং (চিত্ত) ধারয়েৎ (ধারণ করেন), সঃ (তিনি) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতোষণাৎ (জীব এবং তাহার উপাধির প্রবর্তক) ঈশিত্বম্ (ঈশিত্ব) নিদ্ধি অবাপ্নোতি (লাভ করেন)।১৫

তুরীয়াখ্যে (তুরীয়নামে কথিত) তুরীয়াখ্যে (তুরীয় নামক) নারায়ণে (নারায়ণে) (আত্মাকে) মন্য (মন) আধায় (নারায়ণে ধারণা করিয়া) মহত্যা (আমার বশীভূত) যোগী (যোগী) ধিষিতাম্ ধীরে (ধিষিতাধিয় নিদ্ধি প্রাপ্ত হন)।১৬

উপাধিক আত্মাতে চিত্ত ধারণা করত কাল ও পরমাণু তুল্য হওয়া সামর্থ্য লাভিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।১২

সাত্ত্বিক অহংরূপে আত্মার উপাধিক আত্মাকে একান্ত মন ধারণা করিয়া মহিত আত্মার উপাধিক সমস্ত প্রাকৃতির ইন্দ্রিয়গণের আত্মা, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপ লক্ষণ প্রাপ্তিসিদ্ধি হইয়া থাকে।১৩

মহৎ তত্ত্বে (ক্রিয়াশক্তি প্রধান সূত্র-সংজ্ঞক উপাধিযুক্ত আত্মাকে) যিনি মনের ধারণা করেন, তিনি অব্যক্তরূপ সূত্র আত্মার সর্বোৎকৃষ্ট

নিয়মন করিতে পারে, চক্ষুরাদি বিষয় ব্যবহারে সমর্থ হইতে পারে। ইত্যাদি। মুখ্যা, অমুখ্যা, অন্যতরা, সকলকে একীভূত করিয়া যদি, আমি যোগের অঙ্গরূপ, জ্ঞেয়-বাচক পরিভাষা, সমস্তলোক প্রভৃতি হয়, সর্বত্রতা প্রভৃতি আমার বিভাব এই সকল ভাব সর্বদিক নিদ্ধির লক্ষণ।১৩

সাত্ত্বিকাহং, রাজসাহংকারাদি সাত্ত্ব, তৈজসেন্দ্রিয় সাত্ত্ব, ভাষা ও বাক্যপ্রবৃত্তির মধ্যে ব্যবহার প্রাপ্তি, লোকপালত্বপ্রাপ্তি, অণুত্ব ঐশ্বর্য, মন সম্পন্ন, ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন এই সকল ভাবে সিদ্ধির লক্ষণ। মহদ্দিদ্ধির প্রথম আত্মার এই সকল ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। যিনি একত্ব মহদ্দিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তিনি সাক্ষাৎ শিব হইয়া থাকেন—এ বিষয়ে কোন

সংশয় নাই। (অর্থনয়ব্যাপক সম্বন্ধিক ভাবনায়)

—অহংকার সিদ্ধি আয়ত্তে আসিলে কি হয়?

—মন, বিষয়, আকাশ, প্রাণবায়ু, আত্মারাম, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। পাঞ্চভৌতিকাত্মক যোগী আয়ত্তাধীন।

—মহদ্দিদ্ধি কাহাকে বলে?

—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য-বশিত্ব ও। পৌরুষ আত্মার, ঈশত্ব, ঈশানের, ঈশত্বপ্রাপ্তিরূপ—বিষয়।

ত্রিগুণাত্মক রূপে উপাধিক ভাবের বাহ্য আত্মা—সমাধি, পরিণামের ইত্যাদি। আত্মাতে—যখন আত্মার সাত্ত্বিক বৃত্তি মন করিয়া তাহাকেই পাঞ্চভৌতিক বিষয়ের অধীন করা ও যখন বিষয়ে বিলয় করা। যখন সিদ্ধ হইলে এই ক্রমান্বয়

নির্গুণে ব্রহ্মণি মনি ধারয়ন্ বিগলং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কাম্যো লয়ো যতে ॥১৭
যোগযুক্তস্য তিষ্ঠতঃ তত্ত্বে বর্ত্মন্যয়ে মনি।
ধারয়ন্ যোগতঃ শক্তিং মূর্দ্ধ্নিরন্ধ্রবিভেদনে মনঃ ॥১৮

মনাকাশাত্মনি প্রাণে জ্বলনে যোজয়ন্ মনঃ।
ব্রহ্মোপলব্ধ্যা কূটানাং ক্ষয়ো ভবতি পুণ্যতঃ ॥১৯
চক্ষুষ্কর্ণৌ সংযোজ্য হৃদয়েঽপি চক্ষুষি।
ধ্যাং তত্র জ্বলন্ ধ্যায়ন্ বিশেৎ পশ্যতি মূঢ়ধী ॥২০

নির্গুণে (নির্গুণ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্ম) মনি (আত্মাকে) বিগলং (বিগলিত) মনঃ (মন) ধারয়ন্ (ধারণা করিয়া) যত্র (যে পরমানন্দকে) কাম্যঃ (লাভ করিবার) লয়ঃ (পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়) তং (সেই) পরমানন্দং (পরমানন্দকে) (কামনাকারিণের অর্থাৎ কামনার পূর্ণবিকাশ হিসাবে) আপ্নোতি (লাভ করেন) ॥১৭

যোগযুক্তস্য (যোগীর পক্ষে) তত্ত্বে (তত্ত্ব স্বরূপকে) বর্ত্মনি (পথের) [মনি] (আত্মাকে) নিত্য (নিত্য) ধারয়ন্ (ধারণা করিয়া) মনঃ (মনকে) মূর্দ্ধ্নিরন্ধ্রং [মূর্দ্ধ্নিরন্ধ্রাদি বহ্নি যোগ করিয়া] মনঃ (মনের) যোগতঃ (যোগ-প্রভাব) শক্তিং (শক্তি) [প্রাপ্ত হন] ॥১৮

মনাকাশাত্মনি (আকাশরূপ যে মনীষীগণ প্রাণ, আত্মা) প্রাণে (প্রাণ) মনি (আত্মাকে) মনঃ (মনের দ্বারা) যোজয়ন্ (যোগ) ধ্যায়ন্ (চিন্তা করিয়া) তত্র (আত্মারূপ) ঈশ্বরস্য (আত্মা) কূটানাং (কূটসমূহের) ক্ষয়ঃ (ক্ষয়রূপ) পাঃ (অবস্থাসমূহ) ক্ষয়ঃ (সেই) মনসা (মনের) পুণ্যতঃ (প্রবল মনের) ॥১৯

চক্ষুঃ (চক্ষু) চ (ও) হৃদয়ি (হৃদয়) স্থিতং (অবস্থিত) শ্রোত্রং (আত্মাকে) সংযোজ্য (সংযোজিত করিয়া) তত্র (হৃদয়ে) মনঃ (মনের দ্বারা ধ্যান করত) মূঢ়ঃ (মূঢ় ব্যক্তি) বিশ্ব (বিশ্ব) পশ্যতি (দেখেন) ॥২০

আত্মার গুণবর্জ্জিত নির্গুণ ব্রহ্ম আমাকে পূর্ণ মন ধারণা করত যে পরমানন্দ প্রাপ্তির সঙ্কল্প করা হয়েছে, সেই পরমানন্দরূপ কামনাকারিণী (কামনার পূর্ণবিকাশ) সিদ্ধিলাভ করেন ॥১৭

যোগযুক্তপতি, তত্ত্বপথের-পথিক, সত্যস্বরূপ, বর্ত্মময় অধিষ্ঠাতৃমূর্ত্তি আমাকে চিত্ত ধারণা করিয়া যা মূলাধিপাদাদি বহ্নি যোগে তাঁহার প্রাপ্ত হন ॥১৮

বাহ্য প্রাণ পঞ্চম হয়, ৪।১৭ দ্রষ্টব্য।

প্রাণায়ন—নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের ভক্ত করত ইন্দ্রিয়সমূহ নিজের আত্মস্বরূপকে প্রাণায়ন।

—সাধনে আমাদের কি করিতে হয় বলা হয়?

—ইন্দ্রিয়গুলি ধরিয়া ধরিয়া বাহিরে পড়িতেই আমাদের হয়। অন্তরে আমাদের হয়।

—প্রাণায়ন হোম কি রূপ করিব।

—ধারণা "আমি" শব্দে উচ্চারণের, উহাদের করিব আমি—প্রাণায়ন হইতে সমাধি পর্যন্ত ধারণা করি।

নিজের আত্মা, ব্রহ্ম, আমার প্রকৃতি যেখানিয়ার পক্ষে করিয়া রাখার নাম ধারণা।

ধারণার সহায়ে নিজেকে একাগ্রতায় নাম যায়।

আকাশের ন্যায় নির্মল, সত্যস্বরূপরূপ মনীষী প্রাণে প্রাণ ঈশ্বরকে আমাকে মনের দ্বারা যোগ চিন্তা করিয়া তাঁর সেই আকাশে অভিব্যক্ত কূটসমূহ ধ্বংস পাইতে পায় ॥১৯

সূর্য্যে চক্ষু সংযোজিত করিয়া ও সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযোজনা পূর্বক সেই উভয় রূপে আমাকে মনের দ্বারা ধ্যান করিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা বিশ্ব অবলোকন করেন ॥২০

মনের সেই ধ্যান মনের কেবল যোগ বলেই একাগ্রিত করিয়া অর্থাৎ অগ্নি ধ্যান করিলেও ইত্যাদি প্রকার কেবলমাত্র মূল করিয়া নিয়ে তখন আমার সাথে সমাধি। এরকম অবস্থা বিশ্লেষিত হয় সমাধি।

—প্রাণায়ন নিত্যকর্ম্ম ইহার কি বলিয়াছেন?

—সত্য।

—সাধন অবস্থায় কখন?

—যোগ এক আসনে বসিয়া, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি সাধন-প্রক্রিয়া আমাদের করার নাম সাধন।

ধর্ম্মকর্ম্ম অবস্থা তিনি পরিমাণে সাধন করিলে অতীত অবস্থায় আসা যায় হয়।

অন্যা অপি হরেস্তস্য ভার্যা নীলাদয়ো হরেঃ।
যথোপজোষমাত্মানমুদ্বাহ্য মুমুদে যদা ॥৩১
তদা তত্র উপশ্রুত্য যদূন্ প্রেষ্ঠান্ প্রবৃদ্ধয়ঃ।
তত্ত্বসংজ্ঞোপহরণো বভূবোপলসাত্মকঃ ॥৩২

পরাত্মনি বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং ৩৩ ভাবয়েৎ।
সিদ্ধং বিধ্বংসিতং প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ॥৩৩
পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্ ॥৩৪

অন্য (অন্য) চ (ও) হরেঃ (হরির) তনুভাজঃ (দেহধারণকারী যাহা করিব) নগ্নি (আমাকে) মৃগয়ন্তঃ (মৃগয়ারূপ অবলম্বন করিয়া) অনুরূপাঃ (আমার অনুরূপ) ভাবেন (ভাবের দ্বারা) মম (আমাকে) অন্য (অন্য) [নগ্নি] (আমা অন্য), মম চৈব (আমার) আত্মা চ (দেহও নগ্ন করিয়া থাকে) ॥৩১

তদা (তখন) তত্র (তাহাকে) উপশ্রুত্য (উপলক্ষ্যরূপে পরিচয়ন করত) যদূন্ (যাদবে) প্রেষ্ঠান্ (শ্রেষ্ঠজনকে) প্রবৃদ্ধয়ঃ (হইতে ইচ্ছা করে), তত্ত্বসংজ্ঞোপহরণঃ (আমাকে মন করার জন্য) এষঃ [ই] আত্মনঃ (নিজের জন্য) মায়োপলব্ধা (মায়া অবলীলন) তত্ত্বং [হয়] ॥৩২

সিদ্ধ (যোগী) পরব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) বিশন্ (প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া) তম্ [সেই শরীরে] আত্মানং (আত্মাকে) ভাবয়েৎ [চিন্তা করিবেন], তদা (তখন) সিদ্ধং (পূর্ণ হয়ে) বিধ্বং (ত্যাগ করিয়া) প্রাণং (প্রাণবায়ু সিদ্ধযোগীরূপে) বায়ুভূতঃ (বায়ুভূত) সন্ (হইয়া) ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ (ভ্রমরের মত বিচরণ (গমন করেন) ॥৩৩

পার্ষ্ণ্যা (পায়ের গোড়া) গুদম্ (মূলাধার) আপীড্য (সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করিয়া) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) (ক্রমে) হৃদয়কণ্ঠমূর্দ্ধসু (হৃদয় পরে কণ্ঠদেশ ও মস্তকে) আরোপ্য (আরোহণ করিয়া) ব্রহ্মরন্ধ্রেণ (মূর্দ্ধাদেশে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মে) নীত্বা (লয় করিয়া) তনুম্ [দেহ] উৎসৃজেৎ [পরিত্যাগ করিবেন] ॥৩৪

অন্য ও দেহ দেহাধিষ্ঠাতা বাসুদেব সহিত আমাকে মৃগয়রূপে সম্বোধিত করিয়া যে যাহার কৃত নিজ নিজ বাসনা প্রভাবে যে স্থানে মন যায়, সেইস্থানে দেহও গমন করে।৩১

যখন যদুকে বশ করিয়া যে যে দেবাধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করে, আমার যোগবল-মায়ার সাধক মনের অভীষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়।৩২

মনীভূতপ্রাণ-ইন্দ্রিয়-শরীর সিদ্ধযোগী পরশরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই স্থানে আত্মাকে চিন্তা করিবেন; অনন্তর মূলদেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রাণপ্রধান লিঙ্গ-শরীর উপাধি বায়ুভূত হইয়া ভ্রমরের ন্যায় পরশরীরে প্রবেশ করেন।৩৩

পায়ুমূলের দ্বারা মূলাধার সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণবায়ুকে হৃদয়, কণ্ঠ, তালুদেশ ও মস্তকে আরোপিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র মূর্দ্ধাদেশে ব্রহ্মে প্রাপ্ত করাইয়া শরীর পরিত্যাগ করিবেন।৩৪

অন্যত্র অন্য সকল সাধনা অধিক পূর্ণফলপ্রদ বলিয়া পরে বর্ণিত হইবে।

পরিত্যাগ করিলে পরিচ্ছিন্ন জীব হয়।

ব্রাহ্ম, পরম, বায়ু প্রভৃতি যোগ সকল করিলে যেরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তাহা বলিতেছেন।

মূলে ত্রিবৃৎ সকল করিলে মূলাধার জানা যায়। ষট্‌চক্রের মূলের নাড়ী সকল করিয়া যোগী সমাধিস্থ হন—এইরূপ ইহার অন্য মূলাধার এবং মূলের যোগ পরিধান। ইহার অন্য মূল আছে, তাহা অনাদি জীব, অবিদ্যাকে বায়ুরূপ

অন্য, মূলাধারীয় দৈব, সকলের জ্যোতিষ বিস্তারণ, এইরূপ জ্ঞান সকল করিলে সকল জীব লাভ হয়—

ব্রহ্মের নিত্য-সকল করিলে আমার নিত্য সকল ও পরিত্যাগ করিলেও সকল দূরিত পাত্র যায়।

মূলাধার প্রতিষ্ঠাকাল ঈশ্বর হইতে পর, ঘনবিদ্যুৎ, পরিপূর্ণ এক মূল, অবিদ্যা- বর্তমান যোগী সকল আদিত্য পাদত্ব। বিস্তারণ-অন্ত, বিশ্ব স্পর্শের আরম্ভ, বিস্তারণ বলয়, বিশ্ব ব্যোমাদি, বিশ্ব সব আরম্ভ হয়।

ঐ সকল অনন্ত সমষ্টিবিধান ঈশ্বর্য (অভিব্যক্ত),

বিবিক্তম্ দেবাগারং মৎপরঃ সন্ত্বং বিশাম্যহম্।
বিমানেনোপযাস্যন্তি সন্ত্বমেতাঃ সুবর্চসঃ ॥২৫
যদা সন্ত্বমেষু যুক্তা যদা বা মৎপরঃ পুমান্।
ঋদ্ধিং লব্ধ্বা যথো মুহ্যেত্তদা তৎ সম্পাদয়ে ॥২৬

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা ময় ॥২৭
মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যূপবৃংহিতা ॥২৮

দেবাগারং (দেবাগারম্) বিবিক্তম্ (বিজন স্থানে ইচ্ছা করিয়া) মৎপরঃ (আমার মূর্তিধ্যান) সন্ত্বং (তুমি সত্ত্ব) অহং (আমি) বিশাম্যহম্ (স্থিতি করিব), এতাঃ (এসকল) সন্ত্বমেষু (সত্ত্বগুণ-যুক্তা) যুক্তা (প্রকাশশীলতায়) বিমানেন (বিমানের সহিত) উপযাস্যন্তি (তোমার সমীপে আগমন করিবে) ॥২৫

মৎপরঃ (আমার ধ্যেয়মূর্তি) পুমান্ (পুরুষ) সন্ত্বং (সত্ত্ব) বা (অথবা) যদা (যে) যুক্ত (সংযুক্ত করিয়া) যুক্তা (যুক্তির দ্বারা) যদা (যখন) বা (যে প্রকার যত্ন) সম্পাদয়ে (সম্পাদন করে হয়) ॥২৬

যঃ (যে) বৈ পুমান্ (পুরুষ) ঈশিতুঃ (সর্বনিয়ন্তা) বশিতুঃ (স্বয়ং) মৎ (আমার) ভাবম্ (ধ্যান) আপন্নঃ (প্রাপ্ত হয়) তস্য (যেমন) যথা (আমার) মম (আমার) আজ্ঞা (আজ্ঞা) কুতশ্চিৎ (কুত্রাপি) ন বিহন্যেত (প্রতিহত হয় না) ॥২৭

মদ্ভক্ত্যা (আমার ভক্তির দ্বারা) শুদ্ধসত্ত্বস্য (শুদ্ধচিত্ত) ধারণাবিদঃ (ধারণাজ্ঞানী) তস্য (সেই) যোগিনঃ (যোগীর) জন্মমৃত্যূপবৃংহিতা (জন্মমৃত্যুসহিতা) ত্রৈকালিকী (ত্রিকাল বিষয়ক) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) বিপদ্যতে ॥২৮

দেবোদ্যানে বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার মূর্তিধ্যান তুমি সত্ত্ব যখন চিন্তা করিবে, তখন সত্ত্বাংশপ্রধান সুবর্চাশিষ্যগণ বিমানের সহিত তোমার নিকটে উপস্থিত হবে ॥২৫

আমার আরাধনাপরায়ণ পুরুষ সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে মন সংযুক্ত করিয়া বুদ্ধির দ্বারা যখন যে প্রকার যত্ন সাধন করেন, তখন তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৬

যে পুরুষ সর্বনিয়ন্তা স্বয়ং আমার ধ্যান প্রাপ্ত হন, সেরূপ আমার তুল্য তাঁহার আজ্ঞা কুত্রাপি প্রতিহত হয় না ॥২৭

আমার ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্ত, ধারণাজ্ঞানী সেই যোগীর জন্মমৃত্যুর সহিত ত্রিকালবস্তুবিষয়া বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। (ত্রিকালের সব, জন্মমৃত্যুর বিষয়ও জানিতে পারেন) ॥২৮

বুদ্ধিবাচক সমাধি বিশেষ, যুক্তাবস্থান সিদ্ধি। এইরূপ পরবর্তিতেও জানা পাদটীকা পূর্বের ন্যায় করিয়া লইবেন।

—অনিমাদি সিদ্ধি কি প্রকার পাদটীকা পূর্বে আছে।

—কুদ্রতম হইতে ইচ্ছা করিলে অণিমা প্রাপ্তি প্রকারে ক্ষিপ্র ইন্দ্রিয় এবং মনোজবত্বাদি।

১ম মহিমা। শরীর আয়তনে যত প্রকারে বৃহৎ হইতেও বৃহৎ করিতে ইচ্ছা পরমাণু তুল্য হইতে পারি।

২য় লঘিমা। তুলা হইতে লঘুতর হইতে লঘু হওয়ার সামর্থ্য।

৩য় মহিমা। বৃহৎ হইতেও বৃহত্তাদি প্রকার অর্থাৎ বৃহত্তার হওয়ার সামর্থ্য। ইহাকে কেহ গরিমা লিখিত করেন।

৪র্থ প্রাপ্তি। ইচ্ছামাত্র দূরস্থ বস্তুকে নিকটে লব্ধ করার সামর্থ্য।

৫ম প্রাকাম্য। ইচ্ছানুরূপ অপ্রাপ্যত্ব অর্থাৎ সকল ইচ্ছা—সর্বাবস্থাতেও কি ভূলোকে প্রকাশ করিব—এইরূপ ইচ্ছা হইলেও তাহা নিজ ইচ্ছায় করার সামর্থ্য।

৬ষ্ঠ বশিত্ব। যে শক্তি দ্বারা যোগীর নিজেই ভূত ও ভৌতিক সমস্তকে বশীভূত (আজ্ঞাকারী হইয়া) থাকে।

৭ম যত্রকামাবসায়িত্ব। অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পত্ব। ভূত ও ভৌতিক বস্তু প্রতি তাঁহারা যখন যে শক্তির উদ্রেক সঙ্কল্প উপস্থিত হবে, সে সকল বস্তু তখনই তদ্রূপ পরিবর্তিত হয়। যোগীরা এরূপ সত্যসঙ্কল্পতা প্রকাশে বিশেষ অনুরাগী

অন্যাভির্নিত্য যুক্তেভ যুক্তযোগস্য বপুঃ।
মদ্যোগধারণোচ্চিন্নকর্মনির্হরণং যথা ॥২৯
অবিলুপ্তাবকাশাভ্যাং শ্রীবৎসাঙ্কবিভূতিভিঃ।
প্রভাকল্পস্য-হারেণ স জুষ্টোপরাজিতঃ ॥৩০

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া ভুবঃ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতা উপকল্পন্ত্যশেষতঃ ॥৩১
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
ময়াসনং বাসয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ দুরাপ্তা ॥৩২

অন্যাভিঃ (অন্যাভিরপি) যথা (যেমন) নিত্যম্ (প্রত্যহ অভিযুক্তস্য হয় যে), মদ্যোগধারণোচ্চিন্ন (আমার যেমনের দ্বারা পাপচিত্ত) দুরিত (দুরিত) যোগধারণ (যোগধারণার) বপুঃ (শরীর) অবাপ্তিভিঃ (অভিপ্রাপ্তির দ্বারা) ন হয়েছে (বিনষ্ট হয় না) ॥২৯

যঃ (যিনি) শ্রীবৎসাঙ্কবিভূতিভিঃ (শ্রীবৎস চক্র-গদাদি বিভূতির), অবাপ্ত (অবাপ্ত-হয়-প্রাপ্তিযুক্ত) অবিলুপ্তাঃ (অবাধ অবস্থানযুক্ত) অভিপ্রভম্ (অত্যন্ত প্রকাশ), যঃ (যিনি) অপরাজিত (অপরাজিত) অস্ত্রে (হয়) ॥৩০

যাহা (আমাকে) উপাসনা (অনন্যভাবে) যুক্ত (যোগীর) এই (উক্ত প্রকারে) যোগধারণা (যোগধারণার দ্বারা) পূর্বকথিতাঃ (পূর্বকথিত) অশেষতঃ (সমুদায়) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধি) উপকল্পন্তে (উপস্থিত হয়) ॥৩১

জিতেন্দ্রিয় (জিতেন্দ্রিয়), দান্তস্য (বশীকৃতচিত্ত), জিতশ্বাসাত্মনঃ (প্রাণ ও মনীর জয়কারী), ময়াসনম্ (আমার স্বরূপ ধারণা) বাসয়তঃ (ধারণাকারী) মুনেঃ (যোগীর) মা (যে) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি) (প্রাপ্তব্য), সা (তাহা) কা (কি) ॥৩২

অনন্তর মৎসাদির গুণ শ্রবণে অভিযাতক হয় না, তদ্রূপ আমার যেমনে পাপচিত্ত যুগির যোগময় প্রাণায়ামাদির দ্বারা বশীকৃত যেহ অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা বিনষ্ট হয় না।২৯

যিনি শ্রীবৎস, পদ্ম, চক্র গদাদি বিভূতির অনন্তকালব্যাপক আমার অবস্থার সকল একাগ্রচিত্তে ধ্যান করেন, তিনি অপরাজিত হইয়া থাকেন ॥৩০

সম্পন্ন করিয়া মৃত যোগীকে যোগিনী করিতে পারেন, অথবা বিদ্যাবিমুক্ত করিয়া যোগিনী যোগীকে মুক্ত করিতে পারেন। পরে এই বিধির প্রকৃত তাৎপর্য বলিলে মৈথুনের পূর্বতা হয়। তখন অনন্তকালের সমাধি হইয়া বৈকল্য আসি হয়।"

এখন মূল কথাই বলিব যে, প্রাকৃতিক বিধি প্রাকৃতিমিথুন অনন্তকালের পুরুষের থাকে না। ঐ সকল বিধি বিনষ্টপ্রায় হয়—চিত্ত অন্যত্র হইলে যেমন উহারা আপনিই বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়।

কিন্তু অন্য প্রাণিতে হইলে উহারা উপাধি বিনষ্টপ্রায় প্রকৃতির অতীত—উহা কখনও অন্যত্র হয় না।

উপাসনাসহ ভক্ত যেমী পরমেশ্বরের সহ যোগযুক্ত হইলে পরমৈশ্বর্যলক্ষণা অনন্তসিদ্ধির অধিকারী হন—উহা আবিভূতি ও অধিকৃত। (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রমাণ)

—প্রশ্নে অধিকারি বিধির প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত আছে?

(হয়) ॥৩০

যাহা (আমাকে) উপাসনা (অনন্যভাবে) যুক্ত (যোগীর) এই (উক্ত প্রকারে) যোগধারণা (যোগধারণার দ্বারা) পূর্বকথিতাঃ (পূর্বকথিত) অশেষতঃ (সমুদায়) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধি) উপস্থিত হয় ॥৩১

জিতেন্দ্রিয় (জিতেন্দ্রিয়), দান্তস্য (বশীকৃতচিত্ত), জিতশ্বাসাত্মনঃ (প্রাণ ও মনীর জয়কারী), ময়াসনম্ (আমার স্বরূপ ধারণা) বাসয়তঃ (ধারণাকারী) মুনেঃ (যোগীর) যা (যে) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি) (প্রাপ্তব্য), সা (তাহা) কা (কি) ॥৩২

আবার উপাসক যোগীর ঠিক প্রকার যোগধারণার দ্বারা পূর্বকথিতা সম্পূর্ণ সিদ্ধিসকল আসিয়া থাকে ॥৩১

জিতেন্দ্রিয়, বশীকৃত অন্তঃকরণ, প্রাণ ও মনীয় জয়ী, আমার স্বরূপ ধারণার ধারণাকারী মুনির (যোগীপ্রবরের) যে সিদ্ধি প্রাপ্তব্য তাহা কি? অর্থাৎ তাঁহার যেন সিদ্ধিই দুর্লভ্য নহে ॥৩২

—হাঁ, তত্ত্বঃ বিধিবদ্ধ্যা যোগযুক্তো ভবেন্মুনিঃ।
অবিদ্যাদি ভবেত্তস্য মূলং ন বিদ্যতে হি
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বিধিবিধি।

অনন্তর মুনি বিধিবৎ হইয়া, যোগযুক্ত হন। মূল পদ্মের মূল হয় অবিদ্যাদি ইহাদের অবস্থা থাকে।

—প্রক্রিয়া বিধির কথা আছে?

—হাঁ, যোগবিদ্যাবিধিবৎ কথিত হইয়াছে—তাহা অন্যত্রও মূলরূপ হয়। বিস্তৃত আলোচনা হইয়া থাকে। বাসনাত্মক মন নাশ হইলে বিনষ্টপ্রায় হয়, পরাকাষ্ঠায় মনোময় কথিত পরমেশ-প্রকাশ হইয়া থাকে। তখন অন্য কিছু কথিত মূলা, মূলা ও বিনা নহে হয়। পূর্ববীয়ের বাসনার নাশাদি হয়ে, তদ্বিনে চিত্ত যাহা কথিত অবিদ্যা হয় হয় না, যাহাতে মনোময় আবাস হয়ে, আত্মাতে চিত্ত বাসনার অবিদ্যাদির আবির্ভাব হয়। বিদ্যুৎবিনে যে মূল

অন্তরায়ান্ বলবতো মৃদুনঃ যোগপুঙ্গবম্।
যথা সম্পাদয়ত্যেনং তাদৃক্ তেনোপদিশ্যতে ॥৩৩

ঈদৃশং (ঈদৃশ) যোগং (যোগ) মৃদুঃ (অল্পবীর্যবান্) যোগিনং (যোগিনম্) এষঃ (এই সিদ্ধি সকলকে) অন্তরায়ান্ (বিঘ্ন) অভি (অনেক) যঃ (যেহেতু) এষঃ সম্পাদয়তি (আয়ত্তে আনিতে পারে) (আমার প্রাপ্তির সম্বন্ধে) বাদয়তি-হেতুঃ (তাই বিলম্বের কারণ) ॥৩৩

অন্তরায়বিঘাতায়ৈঃ (অন্ত ঈশ্বরি ভগবন্, মন্ত্রপূতের

ভবেৎ) বাহ্যতঃ (বহুলভাবে) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি) ন্যূ (ইহাদের) অপি (এও), তাঃ (সেই) সর্বাঃ (সকল) অপি (ই) যোগেন (কিন্তু একান্ত যোগের দ্বারা) যোগী প্রয়োতি (প্রাপ্ত হয়): যোগবিৎ (আমার স্বরূপজ্ঞ আপি) মাম্ (আমাকে যোগের দ্বারা) ন ঘ্রুতে (প্রাপ্ত হয় না) ॥৩৪

ঈদৃশ যোগভ্রষ্ট যোগীগণ এই সিদ্ধিসমূহকে যোগসাধনের বিঘ্ন বলিয়া থাকেন যেহেতু আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যে সিদ্ধিলাভ তাদৃশসাধনের হেতু ॥৩৩

ওহে, ঈশ্বরি, ভগবতী মন্ত্রপূতের দ্বারা যদি অল্পমাত্র

সিদ্ধি উদ্ভাসিত হইয়া থাকে সেই সমস্তই পূর্বকথিত যোগের দ্বারা যোগী লাভ করেন কিন্তু যোগের পতি (আমার সালোক্যাদি লাভ) অন্যান্য সাধনসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥৩৪

ভবিতা ভবিষ্যতীতি বা। ঈশ্বরঃ যদি যুক্ত ভবিতা তদাপি পূর্বে ভবিষ্যে সর্বে হীনা যান্তি। ঈদৃশী আত্মনঃ তাদৃশা ভবতী অবস্থা লভতে। বিমুক্তশ্চে যদি যুক্ত ভবতি তদাপি যোগিনি তদনন্তরং সর্বে ন্যূ। যোগেনী তদ্রূপেণ নিজেচ্ছয়া ভবিতা ভোগেন দ্বারা লভতে ভবান্। তাদৃশেন যদি যুক্ত ভবতি তেনী সালোক্যাদয়ঃ ন্যূ। পাশুপতেন যদি যুক্ত ভবিতা তেনী সার্ষ্টিমিতি প্রাপ্ত ন্যূ। যোগযুক্ত নিজেচ্ছয়া তেনী যেন যত্র তত্র করেন, আমাকে প্রাপ্ত ন্যূ—এই মূলে জানিই ভবন্।

তথা শাস্ত্রজ্ঞম্ তেনী যোগযুক্ত নিজেচ্ছয়া।

তথা তত্তদবাপ্নোতি তান্ তত্তন্ ভবান্।

—নিজি ভাবন্ তথা ঈশ্বি ন্যূ।

—তাদৃশা যে ভবিতারঃ নিজিমন্ত্র তথা আপিতুং ন্যূ।

ভবিতা তদবস্থিতা তেনে নিজি নিজিতা। যদি, ঈশ্বরি, নিজিমন্ত্র ও তন্ত্রযন্ত্র আদি সাধনার দ্বারা সব নিজি ভবিতা—ভবিতারঃ, ভবতীরা। ঈশ্বরিরা, সাধনেশ্বরিরূপেণ নিজি সকল অবস্থিতা—

নিজা নিজা মহাদেবী ঈশ্বরতা অবস্থিতা।
নিজস্বরূপে তাদৃশ্যঃ তাদৃশ্যেবাধিতেন্ত ন ॥

—যোগিনিতন্ত্রবিধৌ।

তাদৃশ্যাদিরূপ যোগিনমন্ত্র নিজি নিজা, আদীরা অবস্থিতা। নিজিমন্ত্র তুলিতন্ত্রম ঈশ্বর হয়। অতএব সকলরূপে অবস্থিত সেই সকল নিজি যোগেন দ্বারা লভতে। "নিজা ভাবন্ তথা তত্তঃ যোগিনিতন্ত্র সকলম্।" যেমন আকাশের ঈশ্বর সকল স্থান অবস্থানী পক্ষিতন্ত্র স্থান ভাবে দর্শন করেন, তদ্রূপ সাধনেশ্বর নিজিমন্ত্র যোগযুক্ত সাধকই নিজিলাভ করিতে হয়। নিজির নামই "নিজ, ঈশ্বরূপ" তাদৃশ হয়। নিজিরীর নামের অর্থ পক্ষিত আছিন। অর্থাৎ সাধনের নিজি দ্বারা যোগমূলক সাধনের দ্বারা নিজির সাধনে যে আত্মসিদ্ধি প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরাদি যোগীর তুল্য হয়। তদ্রূপ যদি পরিহরেন,—ঈশ্বর যোগিনন্ত নিজি-সমূহের আয়ত্তে আসে হইয়ে সব নিজিরূপ পরিহরেন। কারণ তত্তদ্রূপকে লাভ করা নিজি নয়।

সর্ব্বাসাবপি নিত্যানাং যেষুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অতঃ যোগত সাক্ষাত্ত বর্ত্তন্য ত্রয়বাদিনাম্ ॥৩৩
অথৈবাত্মাত্মনো যাবদাত্মনাত্মানমাত্মনি।
যথা ফুরন্তি ফুৎকুর্য্যুঃ বর্ত্তিষ্যন্তে তথা ॥৩৪

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭

সর্ব্বাসাম্ (সকল) নিত্যানাম্ (নিত্যি) অপি (ই) অহম্ (আমি) এব (ই) যেষুঃ (পতয়) যেষাম (নিত্যি-সকলের) সঙ্গাত্ত (জন্যে) ত্রয়বাদিনাং (ত্রয়বাদিগণ প্রতিপাদিত) বর্ত্তন (আশ্রম) ঃ (ও) অহম্ (আমি) এব (ই) পতিঃ (পালক) ঃ (ও) প্রভুঃ (স্বামী) ॥৩৩

সর্ব্বাত্মনাম্ (সকল জীবের) আত্মনঃ (অন্তর্যামী) পরঃ (ভাবক) যথা (যে প্রকার) আত্মাত্মনঃ (নিজাশ্রয়) আত্মনা (নিজের সত্তায়) আত্মানম্ (নিজের সত্তাকে) আত্মনি (নিজের মধ্যে) যথা (যেমন) ফুরন্তি (প্রকাশ করে) ফুৎকুর্য্যুঃ (প্রকাশ করে) তথা (সেমন) তথা (সেই) বর্ত্তিষ্যন্তে (আশ্রয় করি) ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নিত্যিসমূহের আমিই যেহু, তাহা নিত্যির স্বামীও, যেহেতু, আমার সেবকাদিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত বর্ত্তনেরও আমিই পালক এবং স্বামী ॥৩৩

আমি অখিল প্রাণীর অন্তর্যামী ও ধ্যানের যেহেতু আমা অনাবৃত। পঞ্চমহাভূত কার্য্য দেহাদির ফুরণসূত্র যেমন ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান সেই রূপ আমিও অন্তর বাহে বিশ্বত বিদ্যমান আছি ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণ যে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ে
শ্রীযুক্ত হরিবংশরায় ভাগবতরত্নাকর কৃত
পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক স্বীয় বিভূতিনিরূপণের বর্ণনা।]

উদ্ধব উবাচ।

যৎ যত্র পরমং সত্ত্বমনন্তমপরাজিতম্।

সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণ-স্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥১

অন্বয়ঃ

উদ্ধবঃ উবাচ (উদ্ধব বলিলেন)—সর্ব্বেষাং (সকল) ভাবানাম্ (পদার্থসমূহের) অপি (ই) ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ

অন্বয়ঃ

(রক্ষণ, পালন, বিনাশ, উৎপত্তি যাহা হইতে হয় তাহা) যৎ (যেই) যত্র (যাহাতে) অবস্থিতম্ (উৎপত্তি বিনাশরহিত) অনাদ্যন্ত

ষোড়শ অধ্যায়।

[শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক স্বীয় বিভূতিনিরূপণের বর্ণনা।]

যত্তত্ত্ব পরমং সত্ত্বমনন্তমপরাজিতম্।
ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ যত্র তিষ্ঠতি যন্ন যত্র ॥১

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—হে প্রভো। পরমেশ্বরের যেই স্বরূপ, জীবের ত্রাণ ও উদ্ভব যাহা হইতে হইয়া থাকে সেই আদিনি উৎপত্তি-বিনাশ-বিরহিত, আবরণ-বিহীন পরম ব্রহ্ম ॥১

ঈক্ষাবেত্থ মুহুস্তস্য মুক্তে র্মদ্ভক্তাশ্রয়াত্।
ঈশানস্যাপ্রমেয়স্য কারণং কারণাত্মনঃ ॥২
যেষু যেষু চ ভাবেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
ঈশানীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধ্যৈ তদ্ বদস্ব মে ॥৩
গৃহ্যমাণৈস্ত্বমাত্মা বৃত্তিভিঃ স্বগুণাত্মকৈঃ।
ন বা যস্যাস্তি বৃত্তির্বা পরস্য বিমতিং নটে ॥৪

যাঃ কাশ্চ মূর্ত্যো বিভো বৈ ত্বদায়াঃ
বিভূতয়ো হ্যিতরতোঽবিভূতেঃ।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥৫
শ্রীভগবানুবাচ।
এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জুনেন বৈ ॥৬

(বিগতবন্ধ) সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ) পরম (পরম) ঋষি (ঋষি) ॥১

ভবান্ (হে ভবান্)। ঈক্ষাবেত্থ (ঈক্ষাং ৎ বিত্থ) মুহুঃ (মুহুর্মুহুঃ) অনুক্ষণাবধি (ক্ষণাবধিমুক্ত অর্থাৎ ক্ষণাবধিমুক্তপর্যন্ত) মুক্তেঃ (মুক্তেঃ) মম (মোক্ষস্য) মদ্ভক্তাশ্রয়াৎ (মৎভক্তাশ্রয়ণাৎ) মদ্ভক্তাশ্রয়ণাৎ ঈশানস্য (ঈশস্য ভবতঃ) ॥২

অতঃ (এই হেতু) যেষু যেষু (যে যে) ভাবেষু (পদার্থ সকলে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বকাৎ) ত্বাম্ (আপনাকে) ঈশানীনাঃ (নিত্য করিয়া) পরমর্ষয়ঃ (বিবেকিগণ) সংসিদ্ধিং (পরম প্রেমরূপ ভক্তি অথবা প্রাপ্য) প্রপদ্যন্তে (পরম করেন), তৎ (সেই সব) মে (আমাকে) বদস্ব (বলুন) ॥৩

গৃহ্যমাণৈঃ (যে গৃহ্যমাণৈঃ) (যেহেতু) ত্বং (আপনি) স্বগুণাত্মা (স্বগুণরূপ হয়ঃ) স্যুঃ (অর্থাৎ হয়েন) তদপি (তথাপি) (যেহেতু) স্বগুণাত্মা (স্বগুণরূপ আত্মা) (অন্যের অগম্য বলিয়াই) যে (আপনার) (মায়ার গুণ) বৃত্তয়ঃ (বৃত্তিসকল) ন বা অস্তি (নাই) বৃত্তিঃ বা (অথবা) পরস্য (অন্যের) বিমতিং নটে (বিমতি নষ্ট করিতে পারে) ॥৪

যাঃ (যে) কাশ্চ (কোন) মূর্ত্যঃ (মূর্তি) বৈ (নিশ্চয়) বিভো (হে সর্বব্যাপিন্) ত্বদায়াঃ (তোমার) বিভূতয়ঃ (বিভূতিসমূহ) হি (নিশ্চয়) অবিভূতেঃ (অবিভূতিরূপ অজ্ঞানের) ইতরতঃ (অন্যথা), তাঃ (সে সকল) মহ্যম্ (আমাকে) আখ্যাহি (বলুন), তে (আপনার) তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ (তীর্থরূপ আপনার চরণকমল) নমামি (প্রণাম করি) ॥৫

শ্রীভগবানুবাচ। শ্রীভগবান্ বলিলেন)।—প্রশ্নবিদাং বর (হে প্রশ্নকারিগণ্)। এবম্ (এইরূপ) এতৎ (এই) অহং (আমি) বৈ (ই) বিভবেন (ভূলক্ষণে) সপত্নৈঃ (শত্রুগণের) যুযুৎসুনা (যুদ্ধের) অর্জুনেন (অর্জুন কর্তৃক) আহং (আমি) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম) ॥৬

হে ভগবন্! ঈক্ষা নিত্য মুক্তসমূহে অবস্থিত প্রভু অনবধি সাধনবিমূহ অপেক্ষায় অনুক্ষণাবধির মুক্তি হইলেও আপনাকে যেহেতু সাধনবিমূহ উক্ত পরমার্থরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥২

ঐহেতু যে যে পদার্থসমূহে ভক্তিসহকারে আপনাকে সেবা করিয়া বিবেকিসকল পরম প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ করেন, সেই সমস্ত কথা আমায় বলুন ॥৩

হে মুক্তদাসক। যে হেতু আপনি মুক্তজনের জন্য অপ্রকটরূপে বিচরণ করেন, অতএব মুক্তজনের আত্মা সততে অবস্থান করিলেও আপনার মায়ার যোগিত মুক্তজন আপনি দেখিলেও আপনাকে দেখিতে পায় না ॥৪

হে সর্বব্যাপিন্ ভূমিতলে, স্বর্গে, অন্তরীক্ষে যে বিভূ বিভূতিসকল অজ্ঞতমোময় কথাইয়াছেন, সেই সমস্ত বিভূতি আমাকে বলুন—তীর্থসমূহের আশ্রয় স্বরূপ আপনার পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি ॥৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে প্রশ্নবিদ্গণের প্রধান। তুমি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ, অবিকল এই প্রশ্ন কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন আদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত অর্জুন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ॥৬

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরেক্যহমেবকঃ।
অন্বয়োঽয়ং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্ম সত্যাদ্যো লক্ষণান্বিতঃ ॥৭
স বা এষ পুরুষ্যাদ্য উপাস্যো মে প্রজাপতিঃ।
অস্যেদমাসীদ্ যদসা ঋষয়ো বৈ প্রজাপতেঃ ॥৮
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাত্মনঃ ফলমাত্মনি।
অন্যে সদসতোরাত্মা সর্বাদি সদসদ্ যতঃ ॥৯
অন্যে ঋষিগণাঃ সাধ্যা দেবা মনুগণাদয়ঃ।
সিদ্ধেশ্বরাশ্চারণাদ্যা ভূতানাং প্রভবাপ্যয়াঃ ॥১০
ত্রিবৃদ্ধ্যাত্মা বিরাড্ যোনির্যন্ত্রাণাং প্রথমোঽঘটঃ।
অন্নাদাদ্যাদ্ বিনির্ভিন্নাঃ কালঃ কলয়তামসৌ ॥১১
ত্রিবৃদ্ধ্যাত্মা বিরাড্ যোনির্যন্ত্রাণাং প্রথমোঽঘটঃ।
ভূর্লোকাদ্যাদ্ বিনির্ভিন্নাঃ কালঃ কলয়তামসৌ ॥১২

অন্বয়ঃ আদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপী), অন্যঃ ত (এ ব্যক্তি) অন্য (আত্মাবস্তুর) ব্রহ্ম (বিষ্ণু)—ইতি (এই) লৌকিকঃ (প্রাকৃতব্যক্তি) (অজ্ঞ) অন্য (ব্রহ্ম) ॥৬ ব্রহ্মকল (প্রাণ-পালনে) জ্ঞানিত্বম (জ্ঞানিত্ব) বিনা (বিনাই) চ (ও) অবর্ণ (অবিচ্ছিন্ন) আত্মা (আত্মা) ব্রহ্ম (এই হইতে) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) ইতীরিতম ॥৭

অন্য (অন্য) অন্য (সেই) পুরুষ্যঃ যঃ (পুরুষশ্রেষ্ঠ) মে (আমাদের) উপাস্য (উপাসনার যোগ্য) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি) ব্রহ্ম (বিরাজিত হইয়া) সন্তুষ্টি (সন্তুষ্ট হইয়াছেন) এবং [এইরূপ] মনু (আমাদের) অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম (অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা) যথা (যেমন) মনু (তুমি অনুমান করিতেছ) ॥৮

ইদম (যে ইদম); অস্য (এই) বৃত্তান্তম্ (বৃত্তান্তের) আত্মা (আত্মা), বৃত্তম্ (বৃত্তান্তের মধ্যে) নিত্যঃ (সর্বদা) ত (ও) ইদম্ (ইদম) আত্মা (আত্মা) সদাদি (ইদম্ বৃত্তান্তের) বিদ্বান্তরাত্মা: (বিধি ইদমাদি রূপ) আত্মা (আত্মা) এব (ই) ॥৯

অন্য (আদি) ঋষিগণাঃ (ঋষিগণের) পরিঃ (আদি), মনুগণাদয়ঃ (মনুপ্রভৃতিগণের) অন্য (আদি) ভূতানাম্ (প্রাণিগণের) ত (ও) প্রভবে (জন্মের) অপ্যয়ে (মৃত্যুর) ঈশ্বরাঃ (ঈশ্বর) এব (ই) ॥১০

ত্রিবৃদ্ধ্যাত্মা (ত্রিবিধিশরীরের মধ্যে) অন্য (আদি) বিরাড় (বিরাট্রূপ) যোনিঃ (কারণ) যন্ত্রাণাম্ (যন্ত্রসমূহের মধ্যে) প্রথমঃ (প্রথম) অঘটঃ (ঘটরূপে নির্মিত) অন্নাদাদ্যাদ্ (অন্নাদি হইতে) বিনির্ভিন্নাঃ (বিশেষরূপে ভিন্ন) কালঃ (কাল) কলয়তাম্ (কলনকারীদের মধ্যে) অসৌ (এই) ॥১১

ত্রিবৃদ্ধ্যাত্মা (ত্রিবিধিশরীরের মধ্যে) অন্য (আদি) বিরাড় (বিরাট্রূপ) যোনিঃ (কারণ), ভূর্লোকাদ্যাদ্ (ভূর্লোকাদি হইতে) বিনির্ভিন্নাঃ (বিশেষরূপে ভিন্ন) কালঃ (কাল) কলয়তাম্ (কলনকারীদের মধ্যে) অসৌ (এই) ॥১২

আমি বিরাজরূপী, এই ব্যক্তি আমারই বিরাজ এইরূপ প্রাকৃতবুদ্ধি অর্জুন যখন রাজ্যলাভের নিমিত্ত জ্ঞাতিবধ নিন্দনীয় ও অধর্মজনক বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল ॥৭

তখন আমি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের তুষ্টির দ্বারা প্রতিবুদ্ধ করিলে (যেরূপ তুমি বলিতেছ যুদ্ধকার্যে অর্জুন আমার এইরূপই বলিয়াছিল ॥৮

যে উদ্ধব! অখিলসূত্রের আত্মা, সূত্রও, পালক ও নিয়ন্তা আমি এবং সমস্তসূত্র ও সূত্রকর্তার বিধি উৎপত্তি স্থান আমিই ॥৯

আমি ঋষিগণেরও পতি (ঊর্ধ্বরেতা প্রভৃতির প্রাপ্য ফল) মনুপ্রভৃতিগণের মধ্যে আমি কাল, সমস্তি জন্তুর মধ্যে আমি প্রকৃতি ও জন্মমৃত্যু পদার্থের স্বাভাবিক গুণ আমিই ॥১০

সমস্তি গুণ সমষ্টিরূপের মধ্যে আমি সূত্রক্রিয়া প্রথম কার্য প্রাণ, যন্ত্রগণের মধ্যে আমি মনস্তত্ত্ব, সূক্ষ্মতত্ত্ব সকলের মধ্যে আমি জীব, ভূর্লোকসমূহের মধ্যে আমি মন ॥১১

যেসব অধ্যাপকগণের মধ্যে আমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ, গ্রহগণের মধ্যে অকার, উকার ও মকার স্বরূপে ত্রিমূর্তি সেই বিষ্ণু তাঁহার আমিই। অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার, ছন্দের মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রী আমি ॥১২

ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুরুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥১৩
ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু ॥১৪
সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্য্যমা ॥১৫,

যমঃ সংযমতাঞ্চাহং দৈত্যানাং প্রহ্লাদশ্চাস্মি সত্তমঃ।
সোমঃ নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশ: যক্ষরক্ষসাম্ ॥১৬
ঐরাবতং অজেন্দ্রাণাং বাদসাং বরুণং প্রভুম্।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং বসূনাঞ্চাস্মি পাবকঃ ॥১৭
উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥১৮

সর্ব্বদেবানাম্ (সকলদেবতার মধ্যে) অহম্ (আমি) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র), বসূনাম্ (বসুগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) হব্যবাট্ [হব্যবাহ পাবক], আদিত্যানাম্ (আদিত্যগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু- পালক), রুদ্রাণাম্ (একাদশ রুদ্রের মধ্যে) অহম্ (আমি) নীললোহিতঃ (নীললোহিত শঙ্কর) ॥১৩

ব্রহ্মর্ষীণাম্ (ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) ভৃগুঃ (ভৃগু), রাজর্ষীণাম্ (রাজর্ষিগণের মধ্যে) অহম্ (আমি), মনুঃ (মনু), দেবর্ষীণাম্ (দেবর্ষিগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) নারদঃ (নারদ), ধেনুষু (ধেনুগণের মধ্যে) হবির্ধানী (কামধেনু) অস্মি (আমি) ॥১৪

সিদ্ধেশ্বরাণাম্ (সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে) কপিলঃ (কপিল), পতত্রিণাম্ (পক্ষিগণের মধ্যে) সুপর্ণঃ (গরুড়) অহম্ (আমি), প্রজাপতীনাম্ (প্রজাপতিগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) দক্ষঃ (দক্ষ), পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা (অর্য্যমা নামক) অহম্ (আমি) ॥১৫

যমঃ (যে ঈশ্বর)। সংযমতাম্ (সংযমকারীদের মধ্যে) অহম্ (আমি) প্রহ্লাদঃ (প্রহ্লাদ) অস্মি (আমি) দিতি (আমিব), নক্ষত্রৌষধীনাং (নক্ষত্র ওষধিসকল মধ্যে) সোমঃ (চন্দ্র), ধনেশঃ (ধনেশ্বরগণের মধ্যে) অহম্ (আমাকে) যক্ষরক্ষসাম্ (যক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে) ॥১৬

(আমাকে) অজেন্দ্রাণাম্ (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতম্ (ঐরাবত), বসতাং (জলজন্তুগণের) প্রভুম্ (প্রভু) বরুণম্ (বরুণ), তপতাং (প্রতাপশালী) দ্যুমতাং (জ্যোতিষ্মানগণের মধ্যে) সূর্য্যম্ (সূর্য্য) (ও) বসূনাম্ (বসুগণের) পাবকম্ (অগ্নি) (জানিবে) ॥১৭

তুরঙ্গাণাম্ (অশ্বগণের মধ্যে) (আমি) উচ্চৈঃশ্রবাঃ (উচ্চৈঃশ্রবা), বিদ্ধি (জানিবে) মাম্ (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমন্থন হইতে উৎপন্ন), নরাণাম্ (নরগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) নরাধিপম্ (রাজা) ॥১৮

সকল দেবতার মধ্যে আমি ইন্দ্র, বসুগণের মধ্যে আমি পাবক, আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি নীললোহিত জানিবে ॥১৩

ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, ধেনুসকলের মধ্যে হবির্ধানী (কামধেনু) আমি ॥১৪

সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে কপিল, পক্ষিগণের মধ্যে সুপর্ণ গরুড় আমি, প্রজাপতিগণের মধ্যে আমি দক্ষ, পিতৃগণের রাজা অর্য্যমা আমি ॥১৫

যে ঈশ্বর। দৈত্যনিকরের মধ্যে আমাকে অনুচরের প্রহ্লাদ বলিয়া জানিবে। নক্ষত্র ওষধিসমূহের মধ্যে চন্দ্র ও যক্ষরাক্ষসের মধ্যে আমাকে ধনেশ্বর বলিয়া বিধি হইবে ॥১৬

আমাকে গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, জলজন্তুগণের মধ্যে প্রভু বরুণ, প্রতাপবান্ ও জ্যোতিষ্মান্‌গণের মধ্যে ভাস্কর, বসুগণের মধ্যে পৃথিবীপতি বলিয়া জানিবে ॥১৭

অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, রত্নসমূহের মধ্যে সুবর্ণ, নরসমাজের মধ্যে আমি নর, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি ॥১৮

সর্বক্ষত্রাণামন্বয়োঽহং ক্ষুপস্তঃ পৃথিবীশ্রীণাম্।
আত্মবতামহং মূর্ধ্নো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ ॥১৯
ঔর্ব্বাণাং শ্রোতসঃ পদ্মা সমুদ্রা দশযোজনম্।
আদ্যানাং বসুমতী ত্রিপুরঘ্নো বসূত্তমম্ ॥২০
বিজ্ঞানাত্মজ্ঞা মেরুর্মনোবাঃ হিমালয়ঃ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ ওষধীনামহং যবঃ ॥২১

পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্বসেনান্যাং ভগবানজঃ ॥২২
যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্।
বায়ুরগ্নির্বনস্পত্যা ওষধীনামহং ত্বচিঃ ॥২৩
যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্ ॥২৪

সর্বক্ষত্রাণাম্ (সর্বক্ষত্রকুলের মধ্যে) অন্বয়ঃ (আমি) অনঘ (অনঘ), পৃথিবীশ্রীণাম্ (অবনত-শাসন-সমর্থদের মধ্যে) অহং (আমি) (সকলের) ক্ষুপ্তঃ (নিধন), আত্মবতাম্ (আত্মসম্বুদ্ধিযুক্তদের মধ্যে) মূর্ধ্নঃ (চতুর্থ সম্প্রদায়-আশ্রম আমি), অনঘ (হে নিষ্পাপ)। বর্ণানাম্ (বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে) প্রথমঃ (ব্রাহ্মণ) অনঘ (আমি)।১৯

ঔর্ব্বাণাম্ (ঔর্ব্বাগ্নিকুল) শ্রোতসাম্ (শ্রোতের মধ্যে) অহং (আমি) পদ্মা (পদ্মা), সমুদ্রা (দিগ্ বিদিগন্তরের মধ্যে) সমুদ্র (সাগর), আদ্যানাম্ (আদ্যতত্ত্বের মধ্যে) অহং (আমি) বসু (বসু), বসূত্তমম্ (বসুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ত্রিপুরঘ্নঃ (ত্রিপুরারি মহাদেব)।২০

বিজ্ঞানাত্মজ্ঞানাম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে) অহং (আমি) মেরুঃ (মেরু), মনোবাম্ (মুনিদের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয়), বনস্পতীনাম্ (বনস্পতিদের মধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ), ওষধীনাম্ (ওষধি মধ্যে) অহং (আমি) যবঃ (যব)।২১

পুরোধসাম্ (পুরোহিতদের মধ্যে) অহং (আমি) বশিষ্ঠঃ (বশিষ্ঠ), ব্রহ্মিষ্ঠানাম্ (ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে) বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি), সর্বসেনান্যাম্ (সকল সেনাপতির মধ্যে) অহং (আমি) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়), অজঃ (ব্রহ্মা) অনঘ (আমি)।২২

যজ্ঞানাম্ (যজ্ঞদের মধ্যে) অহং (আমি) ব্রহ্মযজ্ঞঃ (ব্রহ্মযজ্ঞ), ব্রতানাম্ (ব্রতসমূহের মধ্যে) অহিংসনম্ (অহিংসা), নিত্যযুক্ত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বায়ু ও আকাশরূপ শ্রোতৃবর্গ আমি।২৩

যোগানাম্ (যোগের মধ্যে) আত্মসংরোধঃ (মনকে বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত করা) অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র), বিজিগীষতাম্ (জয়েচ্ছুদের মধ্যে) অস্মি (আমি), আন্বীক্ষিকী (আত্ম-অনাত্মবিবেক বিদ্যা), কৌশলানাম্ (বিবেকাদি নৈপুণ্যের মধ্যে) বিকল্পঃ (বিকল্প), খ্যাতিবাদিনাম্ (খ্যাতিবাদিদের মধ্যে) (যেমন এইটা এইরূপ না এরূপ ইত্যাদি) বিকল্প (বিকল্প) (সেই) অহমপি (আমি হই)।২৪

সর্বক্ষত্রকুলের মধ্যে আমি অনঘ, পৃথিবীশ্রীযুক্তদের মধ্যে আমি ক্ষুপ্তের নিধন, আত্মসম্বুদ্ধের মধ্যে আমি সন্ন্যাস আশ্রম; হে নিষ্পাপ। সকল বর্ণের মধ্যে আমি প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণ।১৯

ঔর্ব্বাগ্নিকুলের মধ্যে আমি পদ্মা, স্থির জলাশয়কুলের মধ্যে আমি সমুদ্র, সত্ত্বকুলের মধ্যে আমি বসু, বসুকুলের মধ্যে আমি ত্রিপুরারি।২০

বিজ্ঞানাত্মজ্ঞানকুলের মধ্যে মেরু আমি, মুনিকুলের মধ্যে হিমালয়, বনস্পতিকুলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, ওষধি-জাতির মধ্যে যব।২১

দ্রৌণায়ন পঞ্চপাদং পূষ্ণো যাস্যমুষো যমুঃ।
যাম্যায়ণ্য ভূতীয়াং ভূগবো ব্রহ্মাধিষ্ণ্যম্ ॥২৫

বর্ষাণামন্তি সন্যাস্য কেতোশ্চাবহির্ভিত্তি।
ওষধ্যাং পুষ্যক্ষং সৌম্যং বিষ্ণুনাথমজস্রুম্ ॥২৬

সবৎসরোঽস্যবিজিত্যৈকপূষ্ণা যমু-মাধবৌ।
যাম্যায়াং যাম্যর্ক্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং ত্বমাভিজিৎ ॥২৭

অথ মূলমাত্র কৃতঃ রৌদ্রাণাং বেদলোঽন্তিত্ব।
বৈশাখস্যাস্যন্তি যাম্যায়াং কবীয়ং কাব্য আত্মবান্ ॥২৮

বাসুদেবো ভবস্যাং ত্বত্ত ভাগবতেশ্বরম্।
ত্রিস্পৃক্ষাণাং বসুমান্ বিত্তাগ্রাণাং ত্বমর্ণবঃ ॥২৯

যম্যায়াং পয়সাযোঽন্তি পদ্মকোষঃ ত্বমেশ্বরম্।
ত্বমোঽন্তি সর্বজাঠীয়াং সত্যযাজ্ঞঃ ত্বমিত্বরম্ ॥৩০

মূ (আদ) দ্রৌণায় (দ্রৌণয়ের মধ্য) অথ (আদি) পঞ্চপাদা (পঞ্চপাদ), পূষ্ণো (পূষ্ণসম্বন্ধের মধ্য) যাস্যমুষো (যাস্যমুষ) যমু (যমু) চ (এবং) দ্বৌণীয়া (দ্বৌণিয়ের মধ্য) যাম্যায়ণ্যঃ (যাম্যায়ণ), ব্রহ্মাধিষ্ণ্যম্ (ব্রহ্মাধিষ্ণ্যের মধ্য) ভূগবঃ (ভূগবসম্বন্ধ) ॥২৫

বর্ষাণাম্ (বর্ষাসকলের মধ্য) সন্যাস্যঃ (সন্যাস, ভূতীয়ক পঞ্চমাংশ), কেতোশ্চ (অকেতুসম্বন্ধের মধ্য) অবহির্ভিত্তি (অবহির্ভিত্তি), ওষধ্যাং (ওষধীনক্ষত্রের মধ্য) পুষ্যক্ষং (পুষ্যা) চ (ও) সৌম্যং (সৌম), বিষ্ণুনাথম্ (বিষ্ণুনক্ষত্রের মধ্য) অজস্রুম্ (অজস্রুনাম্নী ধ্রুবা) অথর্বণি (অথর্বণি বই) ॥২৬

সবৎসরোঽস্যবিজিত্যৈকপূষ্ণা (সবৎসরের), একপূষ্ণা (একপূষ্ণসম্বন্ধের মধ্য) যমু-মাধবৌ (যমু), যাম্যায়াং (যাম্যায়ণের মধ্য) যাম্যর্ক্ষঃ (ভরণী) অহং (আমি) নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্রসকলের মধ্য) ত্বম্ (আমি) অভিজিৎ (অভিজিৎ নক্ষত্র) ॥২৭

মূলম্ (মূলনক্ষত্রের মধ্য) অথ (আমি) ত্বত্ত (নক্ষত্রমূল), রৌদ্রাণাং (রৌদ্রনক্ষত্রের মধ্যে) বেদলঃ ও অস্তিত্ব যাম্যায়াং (যাম্যায়ণের মধ্য) বৈশাখঃ (বৈশাখমাসের) কবীয়ঃ (কবিনামক) অ-ত্মবান্ (আত্মবান্) কাব্যঃ (শুক্রগ্রহ) অথর্ব অস্তি (আমি বই) ॥২৮

ভবস্যাং (ধনিষ্ঠা আবির্ভাবের মধ্য) বাসুদেবঃ (বাসুদেব) অথ (আমি), ভবস্যাম্ (ভবস্যের মধ্য) ত্বত্ত (তুমি), ত্রিস্পৃক্ষাণাং (ত্রিস্পৃক্ষসম্বন্ধের মধ্য) বসুমান্ (বসুমান্), বিত্তাগ্রাণাং (বিত্তাগ্রসম্বন্ধের মধ্য) অহম্ (আমি) ঋর্ণবঃ (ঋর্ণব) ॥২৯

যাম্যায়াং (যাম্যসম্বন্ধের মধ্য) পয়সাযোঽন্তি (পয়সাযোগ) পদ্মকোষঃ (পদ্মকোষ), ত্বমোঽন্তি (ত্বমোগুণ), সর্বজাঠীয়াং (সর্বজাঠীয়সম্বন্ধের মধ্য) সত্যযাজ্ঞঃ (সত্যযাজ্ঞ), ইত্বরম্ (ইত্বর) অহম্ অস্তি (আমি বই) ॥৩০

বিকল্প ।২৫

দ্রৌণায়নের মধ্যে আমি পঞ্চপাদ, পূষ্ণসম্বন্ধের মধ্যে আমি যাস্যমুষ যমু, যুদ্ধিষ্ণের মধ্যে আমি যাম্যায়ণ, ব্রহ্মাধিষ্ণ্যের মধ্যে আমি ভৃগুবংশীয় ।২৫

বর্ষণিকের মধ্যে সর্বপ্রকার অন্তরালযুক্ত সন্যাস, অন্তরালযুক্তের মধ্যে আমি অন্তর্ভিত্তি, নোপনীয় নক্ষত্রের মধ্যে আমি শ্রৌত্রযজ্ঞ ও সৌম্য, বিষ্ণুনক্ষত্রের মধ্যে আমি অজস্র ।২৬

ত্রিসংসরের মধ্যে আমি সাংবৎসর, একপূষ্ণের মধ্যে আমি যমু-মাধব মৈত্র-বৈশাখ—বলত ; যাম্য-নক্ষত্রের মধ্যে আমি অভিজিৎ—উত্তরাষাঢ়া চতুর্থপাদ ।২৭

মূলনক্ষত্রের মধ্যে আমি নক্ষত্রমূল, রৌদ্রনক্ষত্রের মধ্যে বেদল ও অস্তিত্ব আমি, বেদবিভাগকারিদের মধ্যে আমি বৈশায়ন কবি, ভৌগভূমিদের মধ্যে আমি আত্মজ শুক্রভূমিবান্ শুক্র ।২৮

বসুনক্ষত্রের(১) আবির্ভাবের মধ্যে আমি বাসুদেব, ত্রিত্বের অধিষ্ঠাতা নক্ষত্রদের মধ্যে তুমি ঊর্জস্বী আমি, ত্রিস্পৃক্ষ—(বসুর) গণের মধ্যে আমি

(১) ভরা, ১৭, রোহিণী, পুষ্যা, পঞ্চি, ধনিষ্ঠা।

ব্যবসায়িনাঞ্চঃ লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।
তিতিক্ষূণাং তিতিক্ষা সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৫১
ওজঃ সহো বলবতাং কর্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাম্।
সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরা ॥৫২

বিবাদঃ পূর্ব্বচিত্তির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসামহম্।
ভূধরাণাঞ্চঃ স্থৈর্য্যং গন্ধমাত্রস্য ভূরহম্ ॥৫৩
অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ।
প্রভা সূর্য্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরম্ ॥৫৪

ব্যবসায়িনাম্ (ব্যবসায়িগণের, বৈশ্যদিগের) অহম্ (আমি) লক্ষ্মীঃ (লক্ষ্মী নামক), কিতবানাম্ (বঞ্চকদিগের মধ্যে) ছলগ্রহঃ (দ্যূতক্রীড়া) তিতিক্ষূণাম্ (সহিষ্ণুগণের মধ্যে) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা, ক্ষমা), সত্ত্ববতাম্ (সাত্ত্বিকদিগের মধ্যে) সত্ত্বম্ (সত্ত্ব) অহমস্মি (আমি হই) ॥৫১

বলবতাম্ (বলবানদিগের) অহম্ (আমি) ওজঃ (ওজ) চ (ও) সহঃ (সহঃ), সাত্বতাম্ (ভাগবতধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে) অহম্ (আমি) (ভক্তবাঞ্ছা পরবশীভূত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) বিদ্ধি (জানিবে), সাত্বতাম্ (ভাগবতধর্ম্মের) নবমূর্ত্তীনাম্ (নবমূর্ত্তির মধ্যে, নবমূর্ত্তি অর্চ্চনায়) অহম্ (আমি) পরা (শ্রেষ্ঠা) আদিমূর্ত্তিঃ (বাসুদেব) ॥৫২

বিবাদঃ (বিবাদকারিগণের মধ্যে) আমি পূর্ব্বচিত্তি (পূর্ব্বচিত্তি নামক), অপ্সরসাম্ (অপ্সরোগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) পূর্ব্বচিত্তিঃ (পূর্ব্বচিত্তি নামক) ॥৫৩

ভূধরাণাম্ (পর্ব্বতসমূহের) স্থৈর্য্যম্ (স্থৈর্য্য), ভূরহম্ (গন্ধের) গন্ধমাত্রম্ (গন্ধ) অহম্ (আমি) ॥৫৪

অপাম্ (জলের) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ) রসঃ (রস), তেজিষ্ঠানাম্ (তেজস্কারিগণের মধ্যে) বিভাবসুঃ (অগ্নি) ভাসতাম্ (প্রভা, দীপ্তি) নক্ষত্রাণাম্ (আকাশের) সহঃ (সহায়) শব্দঃ (আকাশের গুণ, শব্দরূপ) ॥৫৫

---

(১) ব্যবসায়িনাম্, ব্যবসায়িগণ—বণিক, সওদাগর-সকল।

—কিসে মন প্রসন্ন ?

—ভগবানে ও ভক্তদিগকে প্রসন্ন করিলে।

—ভগবান কিরূপ ?

—ভগবান বিভক্ত ভাবেও অবস্থান করেন বলিয়া পরমার্থ তত্ত্ব, তিনি আপনাকে ভক্তিভাবের বিভক্ত করিয়া বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নবমূর্ত্তিতে। বাসুদেব পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণ জীব, প্রদ্যুম্ন মন, অনিরুদ্ধ অহঙ্কার-তত্ত্ব। ইহাই পঞ্চরাত্রোক্ত ভাগবত-ধর্ম্ম।

—ভক্তিমার্গটি ভগবানের প্রিয় ?

—তৎপরতায় ভাগবতগণের ভগবদ্ভক্তি সর্ব্বাপি,

ব্রহ্মজ্ঞানং বলিষ্ঠং মৌনাদাত্মসমর্পণম্।
কৃতানাং বিধিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসংক্রমঃ ৫৩

পঞ্চাক্ষরপদন্যাসোপাসনাবসানস্পর্শলক্ষণম্।
আবাহনক্রমব্যাপারং সর্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্ ৫৩

ব্রহ্মজ্ঞানম্ (ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ের মধ্যে) অহং (আমি) বলিষ্ঠম্ (বলি), মৌনাৎ (মৌনাবলম্বন হেতু) অহম্ (আমি) আত্মসমর্পণম্ (আত্মনিবেদন পার্থ), কৃতানাম্ (কৃতকর্মের) অহম্ (আমি) উৎপত্তিঃ (উৎপত্তি) বিধিঃ (বিধি) বৈ (ও) প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয় কারণ) ৫৩

পঞ্চাক্ষরপদন্যাসোপাসনাবসানস্পর্শলক্ষণম্ (অকার-উকারমকার (প্রণব, ওঙ্কার, ওঁকার, প্রণব) এই পঞ্চাক্ষরীমন্ত্রের এই ন্যাসোপাসনার) (অবসান) আমি), আবাহনক্রমব্যাপারম্ (আবাহন, প্রণব, পঞ্চাক্ষর এই পঞ্চাক্ষরীমন্ত্রের ন্যাসাদি ব্যাপার আমি), সর্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্ (সকল ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়—মনোরূপ বিষয়গ্রহণ শক্তি)

ব্রাহ্মতত্ত্ববিষয়ের মধ্যে আমি বলি, মৌনাবলম্বন হেতু আমি আত্মসমর্পণ—পার্থ ; কৃতকর্মের উৎপত্তি, বিধি ও নাশ আমি।৫৩

অকার, উকার, ওঁকার, প্রণব, আবাহন এই পাঁচটি পঞ্চ অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার, স্পর্শ, রূপ, আস্বাদ, শ্রবণ, আঘ্রাণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার,—এই সমস্তই আমি। আমিই সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়—তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।৫৩

(শ্রীভগবানের প্রতিবিশ্ব বিরাট রূপ বর্ণন)

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কিঞ্চিদ্বিকল্পিতম্ ৫৪
অহমেবাসমেবাত্র নান্যৎ কিঞ্চিদ্বিকল্পিতম্।
পশ্চাদপ্যহমেবৈতৎ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ৫৫

অহম্ (আমি)।৫৩

অহং (আমি) পৃথিবী (পৃথিবী) বায়ুঃ (বায়ু) আকাশম্ (আকাশ), আপঃ (জল), জ্যোতিঃ (জ্যোতি), মহান্ (মহৎ), অহং (আমি) বিকারঃ (পঞ্চমহাভূত এবং মন ইন্দ্রিয়) পুরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (প্রধান) অব্যক্তম্ (অব্যক্ত) রজঃ সত্ত্ব (সত্ত্ব) তমঃ (তম—এই গুণত্রয়) পরম্ (আমি), এবমেবাসমেবাগ্রে (ইহারই পূর্বেও) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিদ্বিকল্পিতম্ (ভেদ বিশিষ্ট) নান্যৎ (আমিই) ৫৪।

ইহাতে (ইহার), এবমেব (এইরূপ), অন্যৎ (অন্য), কিঞ্চিৎ (কোন), বিকল্পিতম্ (ভেদ-ভেদক) অপি (ও) অন্যৎ

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি এই পঞ্চমহাভূত ; অহঙ্কার ; মহত্তত্ত্ব ; পঞ্চমহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকার ; জীব, প্রকৃতি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয় ও পরব্রহ্ম—এ সমস্ত আমিই।

এই তত্ত্বসমূহের পূর্বেও, সকল যাহা ইহাদের জ্ঞান ও আধার হইতেছি আমিই।৫৪

ঈশ্বর পর্য্যন্তাধিকারী, তত্ত্বাতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী জীব, সমাধি শুদ্ধ, মহদাদি শুদ্ধি, সমস্ত উপাধিবিলয় সমস্তের

উপাসনা—পূর্ব্বপূর্ব্বাদি আবরণ বা আধারের, ইষ্ট পূজা, ধ্যানজপ, আবরণাদি রহস্য, হোমযাগ, পীঠ ইষ্টদেবতার আসনের আধারস্বরূপ ভাবনা।

এই পঞ্চ প্রকার অর্চ্চনা—

সৃষ্টি-আবাহন-সংহার)-স্থিতি-সান্নিধ্যরূপায়।
পঞ্চমূর্তয়ে সাম্বশিবায় ॥ ইতি পঞ্চ

পঞ্চপ্রকার অর্চ্চনার দ্বারা ক্রমে পঞ্চবিধা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

পরিচয়	সৃষ্টি	তত্ত্বসাক্ষাৎকার মুক্তি।
উপাসনা	সংহার	ঐক্যভাবনা মুক্তি।
যোগ	সান্নিধ্য	ভূতশুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মসাৎ মুক্তি।
সাযুজ্য	আত্মস্থ	আত্মস্থ মুক্তি।
ঈশ্বর	সাক্ষাৎ	সম্যগ্‌জ্ঞানরূপা মুক্তি।

তত্ত্ব বিশেষ, সাধন, ব্যাপ্তিবিশেষে ঈশ্বরপর্য্যন্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির সমস্ত—অধিকারভেদে তাহার সকল আছে, তাহাদের নিম্ন হইতে উপাসনা করিবে। তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক সকল উপাস্য—তত্ত্ব পরিচয়, তাহা পরিচয় উপাস্য—তত্ত্ব পরিচয়, মুক্তির পরম উপায়—তত্ত্ব পরিচয়।

সংখ্যাতুং পরমাণূনাং কালেনৈষ বিমিমতে ন্যা।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ ॥৩৯
তেজঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্যং বিজ্ঞানমস্ত্রং চ যত্র যত্র স মেঽংশকঃ ॥৪০

এতাস্তে কীর্তিতাঃ সর্গাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে ॥৪১
বাচং তু মনো যচ্ছেদ্ যচ্ছেৎ প্রাণং মনোময়ম্।
আত্মানমাত্মযুক্তয়া যচ্ছেৎ তদ্ভক্তসেবয়া ॥৪২

(সমস্ত) যত্র (আমি) বিনা (ব্যতীত) ইতি (তোমার) ভাব (পদার্থ) ন বিদ্যতে (নাই) ॥৩৮

পরমাণূনাং (পরমাণুসকলের) সংখ্যানে (গণনে) কালেন (কালক্রমে) যদি (যদি) নরা (আমার জনা) ক্ষিপ্যেত (ক্ষয় হয়), তথা (কিন্তু) কোটিশঃ (কোটি কোটি) অণ্ডানি (ব্রহ্মাণ্ডসকলের) সৃজতঃ (সৃজনকারী) মে (আমার) বিভূতীনাম্ (বিভূতিসকলের) ন (সংখ্যা করিতে সমর্থ এই হয়) ॥৩৯

যত্র যত্র (যেখানে যেখানে) তেজঃ (তেজ), শ্রীঃ (শ্রী), কীর্তিঃ (কীর্তি), ঐশ্বর্যং (ঐশ্বর্য), হ্রীঃ (লজ্জা), ত্যাগঃ (দান), সৌভগং (সৌভাগ্য), (অন্যান্যও আছে) তথা (আর), বীর্যং (বল), বিজ্ঞানং (বিদ্যা) অস্ত্রং চ (বিদ্যুৎ) ॥৪০

অন্তর্যামী এই সমস্তই আমি—আমি ভিন্ন আর কিছু নাই ॥৩৮ (১)

ভাগ্যক্রমে পরমাণুসকলের সংখ্যা আমি করিতে পারি, তথাপি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারী আমার বিভূতিসকলের গণনা করিতে আমি সমর্থ হই না ॥৩৯

প্রভাব, সম্পৎ, কীর্তি, ঐশ্বর্য, লজ্জা, ধৈর্য্য, সৌভাগ্য, মনোবল আকাশাদির ন্যায়,

---

যেখা ন এর যাবন্ত্য ঈশত সর্গবা অনুঃ।
সর্গবাস্ত এবমেবৈতে মনোমাত্রং ন তত্ত্বতঃ ॥
শ্রীভাগবত পূর্ব ৩৩৩।

সর্গবা	এবমেব	এতে	
ঈশত	যে	মনোমাত্রং	
এবম	ন	তত্ত্বতঃ	ব্যতীত
যে	তু	অনন্ত	
ন			

এবমেতে (সংক্ষেপে) এতাঃ (এই) সর্গাঃ (সর্গ) বিভূতয়ঃ (বিভূতি) যে (তোমাকে) যথা (আমার দ্বারা) কীর্তিতাঃ (কথিত হইল), এতে (ইহারা) মনোবিকারাঃ (মনোবিকার) এব (যেমন আকাশাদিকে আদি করিয়া সমস্ত দ্বারা অভিহিত হয়, তদ্রূপ) বাচা (বাক্যের দ্বারা) অভিধীয়তে (আমি বলিলাম) ॥৪১

বাচং (বাক্য) যঃ (যাহার যম), যমঃ (যম) যম (সংযম করে), প্রাণম্ (প্রাণ) চ (ও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) যম (সংযম করে), আত্মানম্ (বুদ্ধির) আত্মনা (সহায়তায় বুদ্ধির দ্বারা) যম (সংযম করে), যেন (যাহার দ্বারা) অক্ষরম্ (অনায়াসে), তুরঃ (দুরন্তকে) ন (অতিক্রম করিতে হইবে না) ॥৪২

বল, বিদ্যা, অবার্থজ্ঞান যে যে স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা আমার বিভূতিই ॥৪০

আমার এই বিভূতিসকল তোমার বলিলাম—ইহারা মনোবিকার, যেমন আকাশ আদি বাক্যদ্বারা দ্বারা অভিহিত হয়, তদ্রূপ বাক্যের দ্বারা আমি বলিলাম ॥৪১

এই হেতু বিবেক বুদ্ধির দ্বারা বাক্যকে তাহার

---

(১)—অন্তর্যামী ভিন্ন আর কিছু নাই?

—হাঁ, এজন্য তিনি নীলা করিবার জন্য সমস্ত দ্বারা সমস্ত আকারের সহিত আপনাকেই ক্রীড়া করিতেছেন। যেমন, মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, হিমালয়, সমুদ্রসমূহ—সমস্তই ঈশ্বরের বিভূতি। আপনি এই সমস্ত অভিব্যক্তিরূপে, আপনার আত্মাসমূহের মধ্যে সমস্ত পরমাণুর সংখ্যার অধিক বিভাগ করিতেছেন।

এবমেতে	সমস্ত সৃষ্টি	এতাদৃশ যম	অধিকন্তু আকাশ
ঈশত	ঈশ্বর	বিদ্যাসমূহ	ঐশ্বর্যসমূহ
ন	ঈশ্বর	অনন্ত	

যে বৈ ধারণয়ন্ত্যদ্ধা মদ্ভক্তা বিজিতাশয়াঃ।
ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাঃ পাপা যেঽন্ত্যজাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৪৩
তস্মান্মদ্বোধকঃ প্রাণান্ বিভ্রদ্বন্ধুষ্বনাত্মসু।
মুক্তিমূক্তো যতঃ পশ্যেন্নানাত্বং কৃতকৃত্যতাম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

যে (যে) বৈ (যদি) ধারণয়ন্তি (ধারণা করে) মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) বিজিতাশয়াঃ (যাহারা চিত্তকে জয় করিয়াছে) ত্রয়ঃ (তিন) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) শূদ্রাঃ (শূদ্র) পাপাঃ (পাপযোনি) অন্ত্যজাঃ (চণ্ডাল) তে অপি (তাহারাও) যান্তি (যায়) পরাং (শ্রেষ্ঠ) গতিম্ (গতি)।৪৩

তস্মাৎ (সেই হেতু) মদ্বোধকঃ (আমার জ্ঞানদাতা) মদ্ভক্তিমুক্তঃ (আমার ভক্তিযুক্ত) যতঃ (বুদ্ধির দ্বারা) অন্যান্ (অন্য) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়গণকে) বিভ্রৎ (নিয়ন্ত্রিত করিবে), তত্র (তখন) পরিব্রাড়্ভ্যঃ (সন্ন্যাসীদিগের) কৃতকৃত্যতাং (কৃতকৃত্যতা) ন ঈক্ষেত (দেখিবে না)।৪৪

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেবগোস্বামিকৃতায়াং সারার্থদর্শিন্যাং টীকায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

বিষয় হইতে বিরত হয়, প্রাণকে বশ করে, ইন্দ্রিয় সকলকে ও বুদ্ধিকে সংযত করে; এইরূপ করিলে পুনরায় আর সংসার পথে পরিভ্রমণ করিতে হইবে না।৪২

যে যতি (যতি) ও মদ্ভক্ত সদ্বুদ্ধিদাতা বুদ্ধির দ্বারা সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত করেন না, তাঁহার ব্রহ্মবর্চ্চাদি জন্ম, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাদি ও দান তীর্থাদির যাত্রিক ফলের ন্যায় সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়।৪৩

অতএব সংসারাশ্রম ত্যাগ আমার ভক্তিযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা যাহা, মন, প্রাণ বশ করিবেন—তাহাতেই কৃতার্থ হইবেন।৪৪

অন্বয়। অধ্বর্যুঃ, বিদ্বান্, আমার এই যজ্ঞ—ইহাকে প্রাণরূপ ইন্দ্রিয়গণ এবং মনের সহিত ঈক্ষণ (দৃষ্টি) দ্বারা এইরূপ সম্পন্ন করিবে।

—ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধির দ্বারা বশ কর।

—ঈক্ষণ, সাধারণ, দর্শন, মোক্ষ, বিষ্ণু, অনুভব, বিবিক্ত, ধ্যান, ঈক্ষা, ঊনবিংশ, সমাধান, বাসনাক্ষয়, সমাধি, মহাযোগ, প্রজ্ঞা, অধিযজ্ঞ, সূক্ষ্মবোধ, আত্মাবলম্ব, আত্মবিৎ, আত্মা, অধ্বর্যুঃ, বিদ্বান্, ঈক্ষণ, ঋষি, ঈক্ষক।

এর দ্বারাধ্বর্যুঃ অধিযজ্ঞ, প্রাণের সংযম।

এর অর্থাৎক্ষ পরমাত্মা অনুভব অর্থাৎ।

এর বিষ্ণু বিবিক্তম এর সূক্ষ্মবোধেন দ্বারা।

এর ঊনবিংশ ঈক্ষণ এর দ্বারা অনুভবঃ।

এর সমাধান, ঈক্ষা এর দ্বারা সমাধান।

এর মোক্ষ ঈক্ষণ দ্বারা ঈক্ষণাবলোকন। (সমাপ্ত)

শ্রীমদ্ভাগবতব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীবৃহদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেবগোস্বামিকৃতায়াং সারার্থদর্শিন্যাং টীকা-দ্বয়ের
ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ।

[বর্ণধর্মনিরূপণম্, ব্রহ্মচারি-গৃহস্থধর্মবর্ণনঞ্চ।]

ঈশ্বর উবাচ ॥

বক্ষ্যামিবিধিঃ পূর্বং বর্ণধর্মনিরূপণম্।
বর্ণানামাশ্রমাণাং চ সর্বেষাং দ্বিজসত্তম ॥১
যথানুষ্ঠিতমানেন ঋষি ভক্তির্ভবিষ্যতি ভবেৎ।
যথর্ষেরাত্মবিদ্যাচ তথাধ্যাত্মমুদাহৃতম্ ॥২
পুরা কিল মহাবাহো বর্ষং পরমকং প্রজে।
যৎ তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেহব্যয় ভাষিত ॥৩

অন্বয়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। সম্প্রতি (সম্বন্ধে) বর্ণধর্মাশ্রমধর্মঞ্চ (বর্ণধর্ম আশ্রম বিশিষ্ট এবং বর্ণাশ্রমধর্মকে) অপি বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণের) যথা (যেমনভাবে) চ (যে) যৎকর্তব্যতা (আপনার কর্তব্যতা) (তাহাও আমার) বক্তঃ (বল) পূর্বং (পূর্বে) অভিহিতা (অভিহিত হইয়াছে), মহাবিজ্ঞ (হে মহাজ্ঞানী)! যথা (যে প্রকার) অনুষ্ঠিতমানেন (অনুষ্ঠিত হয়, আচরিত) হইলে (ফলের জন্য) ঋষি (আপনাতে) ভক্তি (ভক্তি) ভবেৎ (হয়), তথা (তাহা) যথা (আমার নিকট) আখ্যাতম্ (বর্ণিত) অপি (যেন) হইয়াছে)॥১-২

মহাবাহো (হে মহাবাহো)! পুরা কিল (পূর্বকালে) (আপনি) তেন (সেই) হংসরূপেণ (হংসরূপে) যৎ (যে) পরমকং (পরম গোপনীয়) বর্ষং (বর্ষ) ব্রহ্মণে (ব্রহ্মাকে) অব্যয় (ধ্বংসাদিশূন্য), প্রভো মাধব (হে প্রভো মাধব)! ব্রহ্মচর্য (অষ্ট বর্ষ) কালেন (কাল) অধিষ্ঠিতবর্ষ

সপ্তদশ অধ্যায়।

[বর্ণধর্ম নিরূপণ এবং ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থধর্ম বর্ণন]

ঈশ্বর বলিলেন,—আপনি কল্পের আদিতে বর্ণাশ্রম আচারবিশিষ্ট ও বর্ণাশ্রমহীন সমস্ত মানবের আপনার ভক্তিলক্ষণ যে ঐকান্ত ধর্ম বলিয়াছেন।১

হে ব্রহ্মলোচন! যে প্রকার অনুষ্ঠিত আপনার

ন ইদানীং মুক্তবতা ভবেন্নাধিষ্ঠিতবর্ষম্।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্যলোকে প্রাণভৃদাদিতঃ ॥৪

যত্র মর্ত্যাবিদ্যা নামো বর্ষমাত্মাত্ম যে ভুবি।
শতমাত্মাপি বৈরিঞ্চ্যা যত্র মৃত্যিবশাঃ গতাঃ ॥৫

কর্ত্রাবিদ্যা প্রযক্তা চ ভবতা মধুসূদন।
যাকে স্থাই হলে দেব বিষ্টঃ কঃ প্রবক্ষ্যতি ॥৬

অন্বয়ঃ

(হে আদিদেব)! প্রাণভৃদাদিতঃ (পূর্বাদিষ্টে) ন (সেই) বর্ষং (বর্ষ) ইদানীং (অধুনা) মহাত্মভিঃ (মহাত্মা) প্রায়ঃ (প্রায়) ন ভবিতা (আবিষ্ট হয় না)।৪

অচ্যুত (হে অচ্যুত)! যে (আপনার) (এই) বর্ষ (কালের) ভূবি (ভূমণ্ডলে) যত্র (যত্র), মর্ত্যাঃ (মনুষ্যেরা), অবিদ্যা (অজ্ঞান) (আপনি বিষ্ণুর) বরঃ (বর) ন (নাই)। (অধিক কি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মের) বৈরিঞ্চ্যাঃ (সৃষ্টিকর্তা) কলয়া (ব্রহ্মার দিন) (বিধাতার সেই) বৈরিঞ্চ্যা (ব্রহ্মার) শতমাত্মাপি (শতবর্ষেও) অপি (ও) ন (নাই)।৫

হে মধুসূদন (হে দেব মধুসূদন)! (সেই কারণ) কর্ত্রা (কর্তা) অবিদ্যা (অজ্ঞান) চ (ও) প্রযক্তা (প্রকৃষ্ট) ভবতা (আপনি) যাকে (যাহা হইলে) (সেই) বিষ্টঃ (বিশ্বে) (কে) কঃ (কে) প্রবক্ষ্যতি (উপদেশ করিবে)।৬

যাহা অনুষ্ঠানের আপনাতে ভক্তি হয়, সেই বর্ণ এবং আশ্রম আমার নিকট বলুন।২

হে মহাবাহো প্রজেশ মাধব। পরম গুহ্যরূপ যে বর্ণ পূর্বে হংসরূপ ধারণ করত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—।৩

হে শত্রুনিসূদন! আপনাকর্তৃক পূর্ব-উপদিষ্ট বর্ণ কালক্রমে অদ্যও মর্ত্যলোকে (একেবারেই) নাই এবং ভবিষ্যতে থাকিবে না।৪

হে অচ্যুত! এই ভূমণ্ডলে এবং যে স্থানে মৃত্যিবশী

তৎ ত্বা নঃ সর্বসাধন সর্বমুক্তিপ্রদম্পদ।
যথা বয়ং বিনীতেভ্যস্তথা বর্ষং যে প্রব্রূহি ॥৭

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যং ব্রহ্মণানুযুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
প্রীতঃ প্রোবাচ বর্ষাণাং বর্ষাণাং সত্তমান্ ॥৮

শ্রীভগবানুবাচ।

বর্ষং এব তব প্রশ্নো নৈমিত্তেয়কাদয়ো মুনাঃ।
বর্ষাশ্রমাচারবতাং মনুষ্যাণাং নিবোধ মে ॥৯

সর্বসাধন (হে সর্বসাধন)। তৎ (সেই হেতু) ত্বা (আমাদের সম্বন্ধে সর্ব) মুক্তিপ্রদম্পদঃ (আপনার মুক্তিপ্রদ) বর্ষঃ (বর্ষ) যথা (যেমন) বিনীতেভ্যঃ (আমাদের), তথা (সে প্রকার) তে (আপনি বিষ্ণু) ব্রূহি (বলুন)।৭

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—ইত্যং (এইরূপ) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মার) অনুযুক্তঃ (জিজ্ঞাসিত হইয়া) সঃ (সেই) ভগবান্ (ভগবান্) হরিঃ (হরি) প্রীতঃ (প্রীত হইয়া) বর্ষাণাং (মানবগণের) ত্বেষাং (যজ্ঞের জন্য) সত্তমান্ (সত্তম, শ্রেষ্ঠ) বর্ষম্ (শ্রৈষ্ঠ্যের কথা) আহ (বলিলেন)।৮

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—

বর্ষাশ্রমাচারবতাং (বর্ষাশ্রম-আচারসম্পন্ন) মনুষ্যাণাং (মানবগণের) বর্ষঃ (বর্ষ) এব (ই) তব (আপনার) প্রশ্নঃ (জিজ্ঞাসা), নৈমিত্তেয়কাদয়ঃ (নৈমিত্তেয়ক) মুনয়ঃ (ঋষিগণ)। তৎ (সেই বর্ষ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (অবধারণ কর)।৯

ব্রহ্মণা (ব্রহ্মার) হৃত্যুগে (সত্যযুগের) মুখে (আরম্ভে) বর্ষঃ (বর্ষ) হংসঃ (হংস) ইতি (এই নামে) শ্রুতঃ (শ্রুত হইত), [যে সময়] প্রজাঃ (প্রজাগণ) আসন্ন (অল্পসংখ্যক) কৃতকৃত্যাঃ (কৃতার্থ) আসন্ (হইত), তস্মাৎ (সেই হেতু) কৃতমুখং (কৃতমুখ) (বলিয়া) বিদুঃ (অবগত)।১০

কেচঃ (কেহ) প্রথমং (প্রথম) এব (ই) অত্র (এখানে বিষ্ণু), (আবার) অন্যে (অন্যে) মুনয়ঃ (মানুষের-মুখ যেরূপধারী) সনঃ (বর্ষ) (বলে), (তথায়) মুখনির্দিষ্টা (বিস্তার) অপোহিষ্টা (আপাদিতবান্) হংসঃ (হংস) বাম্ (আমাকে) উপাসতে (ধ্যান করেন)।১১

যেষাদি বিদ্বানসমূহ বর্ষবান্, সেই প্রজাপতি ভগবান্ বিরিঞ্চির সভাতেও আপনি ব্যতীত অন্য কেহ সেই পরম বর্ষের বক্তা, কর্তা ও প্রবক্তা নাই।৪

অতএব হে মনুষ্যগণ! বর্তা, প্রবক্তা ও প্রবক্তা আপনি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে সেই বিশেষ বর্ষ পুনরায় কে বলিবে?৬

সেই হেতু হে সর্ববর্ষজ্ঞ প্রভো পরমেশ্বর! আপনার অভিমতরূপ বর্ষ আমাদের আর বর্ষাশ্রম বিশিষ্টগণের যে প্রকার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন।৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আপনার সেবকগণের মধ্যে সর্বোত্তম সেবক দেখা উচিত বলিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসিত ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইয়া সমবেত শ্রীসত্রের বিভিন্ন সদস্যের শ্রৈষ্ঠ্যের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মন্! তোমার এই উত্তম প্রশ্ন বর্ণাশ্রম ও মানবগণের মুক্তিপ্রদ মোক্ষসাধক, অতএব বর্ণাশ্রম-আচার-সম্পন্নগণের সেই বর্ণ আমার নিকট শ্রবণ কর।৯

সত্যযুগের আরম্ভে সত্যযুগের মুখে আমার বর্ণ ছিল, তখনকার প্রজাগণ ভগবানেই কৃতকৃত্য হইত, তখন সেই যুগ কৃতমুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।১০

প্রথম, বেদ এবং মুখরূপধারী চতুষ্পাৎ বর্ণ আমিই

বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখ-বাহূরু-পাদতঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥১৩
মুখতোঽবর্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তদ্বিদ্যাত্মকং পুংসঃ সন্ধ্যাং শিরসি যদ্বিজঃ ॥১৪

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥১৫
অহো মহত্তমঃ পৌংস্যং সর্বাত্মন্যখিলাত্মনি।
যন্নাভ্যাসীদিদং কৃৎস্নং সমুদ্যতসিসৃক্ষয়া ॥১৬

অন্বয়ঃ (হে মহারাজ)! (পরন্তু) বৈরাজাৎ (বিরাজ নামক) যে (যাঁহার) মুখাৎ (মুখমণ্ডল হইতে) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) জাতঃ (জন্মিয়াছে), হে কুরূদ্বহ (কুরুবংশশ্রেষ্ঠ)! পুরুষস্য (বিরাট্ পুরুষের) মুখতঃ (মুখ হইতে) অবর্তত (উৎপন্ন হইয়াছে), তস্মাৎ (তাহার কারণ হইতে) অয়ং (আমি) বিদ্বান্ (বেদজ্ঞ) অস্মি (হইয়াছি), তৎ (তাহা) আত্মনঃ (আমার) পুংসঃ (পুরুষের) ব্রহ্মাত্মকং (ব্রহ্মস্বরূপ) বিদ্যাৎ (জানিতে পারে) যৎ (যে) আচারলক্ষণাঃ (আচারানুযায়ী লক্ষণযুক্ত) বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ (বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণ) তস্যাঃ (তাহার হইতে) ॥১৩

তস্যাঃ (তাহার) তনুভাঃ (তনু হইতে) জাতাঃ (জন্মিয়াছে), তস্মাৎ (তাহার কারণ) তনুজাঃ (তনুজ) ইতি (এই) উচ্যতে (বলা হয়)। তস্যাঃ (তাহার) যে (যাহা) যে (যে) অবয়বাঃ (অঙ্গ) তে (তাহা) তেষাং (তাহাদের) সংস্থানং (সংস্থান) ॥১৪

বর্ণানাং (বর্ণসমূহের) চ (ও) আশ্রমাণাং (আশ্রম সমূহের) জন্মভূম্যনুসারিণীঃ (জন্মস্থান অনুযায়ী) নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ (নীচস্থান হইতে নীচ এবং উচ্চস্থান হইতে উচ্চ) (এইরূপ) নৃণাং (মনুষ্যের) প্রকৃতয়ঃ (স্বভাব) ভবন্তি ॥১৫

অহো (আহা), মহৎ (মহৎ), তমং (তমসা), পৌংস্যং (পৌরুষ), সর্বাত্মনি (সর্বাত্মা), অখিলাত্মনি (সমস্ত জীবের আত্মা) তস্মাৎ (তাহা হইতে) সৃষ্টিং (সৃষ্টি), কাম্যা (ইচ্ছা) আসীৎ (উৎপন্ন হইয়াছিল)। যৎ (যে) নাভ্যাং (নাভি) ন (না) আসীৎ (হইত), তৎ (তাহা) কৃৎস্নং (সমস্ত) ইদং (এই) সমুদ্যতসিসৃক্ষয়া (সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) ॥১৬

অর্থ। বিরাটের মুখমণ্ডল হইতে ব্রাহ্মণগণ জন্মিয়াছে, সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ আমাদের বেদজ্ঞ (১)।

হে মহারাজ! তাঁহার (বিরাটের) মুখমণ্ডল হইতে বৈরাজরূপ আমার জন্ম হইয়াছে, সেই হেতু আমি ব্রাহ্মণ (২)। বেদবিদ্যা আমিতে বর্তমান আছে (৩)।

অনন্তর আমরা বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে ক্রমে বর্ণাশ্রমবিধিক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সমুৎপন্ন হইয়াছি (৪)।

বিরাট্ হইতে আমার জন্ম হইয়াছে, সেই হেতু আমি

—মনুষ্যগণ আমারই বিদ্যমান?

—যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণের আদি জন্ম, তাহার চরণ হইতে শূদ্রের জন্ম হইবে ইহা বিচিত্র নহে। মনুষ্যের মধ্যে যাহার যেরূপ কর্ম ও স্বভাব সে সেইরূপ জন্ম—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পাইবেন। সেই অনুসারেই বিরাটের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন।

—ব্রাহ্মণগণ কিরূপে বেদজ্ঞ হইলেন?

মুখ (আমার) হইতে (জন্ম লাভ হইতে) তুষ্টাৎ (তুষ্টা) কন্যা (কন্যা হইতে) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি), বক্ষঃস্থল (বক্ষস্থল হইতে) লক্ষ্মীঃ (লক্ষ্মী) (আমার বক্ষে বাস) সন্ধ্যা (সন্ধ্যা) যে (যাহার) শিরসি (মস্তক) দ্বিজা (অবস্থিতি) ॥১৩

বর্ণানাং (বর্ণসমূহের) চ (ও) আশ্রমাণাং (আশ্রম সমূহের) জন্মভূম্যনুসারিণীঃ (জন্মস্থান অনুযায়ী) নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ (নীচস্থান হইতে নীচ এবং উচ্চস্থান হইতে উচ্চ) (এইরূপ) নৃণাং (মনুষ্যের) প্রকৃতয়ঃ (স্বভাব) ভবন্তি ॥১৫

অহো (আহা), মহৎ (মহৎ), তমং (তমসা), পৌংস্যং (পৌরুষ), সর্বাত্মনি (সর্বাত্মা), অখিলাত্মনি (সমস্ত জীবের আত্মা) তস্মাৎ (তাহা হইতে) সৃষ্টিং (সৃষ্টি), কাম্যা (ইচ্ছা) আসীৎ (উৎপন্ন হইয়াছিল)। যৎ (যে) নাভ্যাং (নাভি) ন (না) আসীৎ (হইত), তৎ (তাহা) কৃৎস্নং (সমস্ত) ইদং (এই) সমুদ্যতসিসৃক্ষয়া (সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) ॥১৬

অর্থ ও আশ্রমসমূহের জন্মস্থান অনুসারে নীচস্থানে উৎপন্ন নীচ এবং উচ্চস্থানে জাত উচ্চ মানবগণের এইরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে ॥১৫

অহো-কারণ বিস্ময়—মহৎ, অন্ধকারের বিস্ময়—তম, অবলোকনা কাম-আত্মবুদ্ধি—পৌরুষ, সমস্ত জীবের আত্মা—আত্মা, সাধারণের বৃত্তি—সংজ্ঞা, কাম্য, মনোরম, আমাকে অবলম্বন করিয়া, পরমেশ্বর সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা—ইহা এবং বিত্ত—মহৎ ব্যক্তির ভাবণ, এই সমস্ত শব্দের অভিধেয়ক অর্থ বলিয়া কথা ॥১৬

—কি বলিলেন?

—মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়, তদনন্তর বৈশ্য, তদনন্তর শূদ্র।

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতিক্ষৌদার্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৭
আস্তিক্যং দানমীহা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
আপ্তীয়ৈর্যোপসরং বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৮

শুশ্রূষণং দ্বিজ-গবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৯
অযৌনমমৃতং তেজঃ নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ বলযোন্যাকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥২০

তেজ (তেজ), বলম্ (বল), ধৃতিঃ (ধৈর্য), শৌর্যম্ (শূরতা), তিতিক্ষা (সহনশীলতা), ঔদার্যম্ (উদারতা), উদ্যমঃ (উদ্যম), ব্রহ্মণ্যম্ (ব্রাহ্মণ ভক্তি) (ও) ঐশ্বর্যম্ (ঐশ্বর্য) ইমাঃ তু (এই সকল) ক্ষত্রপ্রকৃতয়ঃ (ক্ষত্রিয়স্বভাব) ॥১৭

আস্তিক্যম্ (আস্তিক্য), দানম্ (দান বিধি), ঈহা (পরহিতাদি), অদম্ভঃ (দম্ভরাহিত্য), ব্রহ্মসেবনম্ (ব্রাহ্মণসেবা), আপ্তীয়ৈঃ (আপ্তীয়ার্থে) অনুষ্ঠিঃ (অনুষ্ঠান) ইমাঃ তু (এই সকল) বৈশ্যপ্রকৃতয়ঃ (বৈশ্যের স্বভাব) ॥১৮

শুশ্রূষা (অকপটে) যেষাম্ (যাহাদের) দ্বিজগবাম্ (দ্বিজ ও গোসমূহ) তত্রলব্ধ (সেবা), তত্র (সে বিষয়ে, সে সমস্ত) সন্তোষ (পরম আনন্দ যারা) মায়য়া (মায়ার) ইমাঃ তু (এই সকল) শূদ্রপ্রকৃতয়ঃ (শূদ্রস্বভাব) ॥১৯

অযৌনম্ (অযৌনি), অমৃতম্ (নিত্য পদার্থ), তেজঃ (তেজঃ), নাস্তিক্যম্ (নাস্তিকতা), শুষ্কবিগ্রহঃ (বিনয়শূন্য কলহ), কামঃ (কাম), ক্রোধঃ (ক্রোধ) চ (ও) তর্ষঃ (তৃষ্ণা) অজ্ঞাবলাদিমাঃ (অজ্ঞানবশতঃ) অজাতঃ (জন্মের) ॥২০

অন্যের দ্বারা অনভিভবনীয়ত্ব—তেজ, অন্যকে অভিভব করিবার সামর্থ্য—বল, সন্তাপসহত্ব—ধৈর্য্য, বিপদে মুহ্যমানতা—শৌর্য্য, দীনে দয়াপরায়ণতা—তিতিক্ষা, দানোৎসাহ—ঔদার্য্য, ধনাভিমুখত্ব—উদ্যম, সন্ত্রাসকরত্ব—ধৈর্য্য, ব্রাহ্মণ-ভক্তি, বিভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য এই সকল ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি ॥১৭

শুভ-বেদোক্ত বাক্যে বিশ্বাস—আস্তিক্য, দান-নিষ্ঠা, পরহিতাদিচেষ্টা—ঈহা, ব্রাহ্মণসেবিত্ব, ধনবৃদ্ধিতে সতত উদ্যোগ—এই সমস্ত বৈশ্যস্বভাব ॥১৮

ব্রাহ্মণ ও গোসমূহের এবং দেবতার সেবা, সেবাদ্বারা অর্থাদির দ্বারা সন্তুষ্টচিত্তে জীবিকানির্ব্বাহ—এই সমুদয় শূদ্র প্রকৃতি ॥১৯

অযোনি, নিত্যপদার্থ, তেজঃ, শুষ্ক শাস্ত্রাদিতে অবিশ্বাস, নিষ্প্রয়োজন বিরোধ, বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ, তৃষ্ণা (অবিদ্যাবশেষ)—এই সমস্ত বর্ণাশ্রমবিহীন অন্ত্যজাতির স্বভাব ॥২০

পূর্ব্বজন্মে ইহাদের অজ্ঞানতা বশতঃ, তাহা ইহাদের স্বভাব হেতু।

—ব্রহ্মচারী কাহাকে বলেন ?

—আস্তিক (শাস্ত্রে), প্রধানতঃ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম হেতু এই দুটি প্রধান।

—আস্তিক প্রভৃতির হেতু কি ?

—উপনয়নের পর যিনি তিন বিধ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত স্বাধ্যায়ব্রতের এবং যাজ্ঞিকী ক্রিয়া করেন, সমূহ বিষয়ে সমবর্ত্তিনী তাঁর ব্রহ্মবুদ্ধি ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের উপাসনা পর এক ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে যাজ্ঞিকী ক্রিয়া করেন, তিনি যাজ্ঞিক ও দীক্ষিত ব্রহ্মচারী।

এক ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে স্বাধ্যায়ী, পূর্ব্বোক্ত ও যেসব স্থানে অধ্যয়ন করেন তাঁহারা স্নাতক।

এক ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর তিনবিধ সমূহে, তিন ঋষি বিষয়ে একসঙ্গে অথবা আলাদা সম্পূর্ণ স্থানে বা পরে হয়, তাহাকে ব্রহ্মবুদ্ধি ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের বলে অভিহিত।

অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য-ক্রোধ-লোভত্যাগঃ।
মৃদুবিশদবিদ্বেষো চ যমোঽয়ং সর্বদৈবঃ ॥২১

দ্বিতীয়ঃ প্রাণ্যাদ্যনুপূর্ব্যেণাভ্যাসোপনয়নং দ্বিজস্য।
তস্য শুক্লমূলে দণ্ডো ব্রহ্মচারী চ ভৈক্ষ্য ॥২২

মেখলাজিন-পলাশ-ব্রতসূত্র-কমণ্ডলুঃ।
অষ্টিলোঽরৌক্ষ-দন্ত-বাসোঽক্ষপীঠঃ কুশাস্তরঃ ॥২৩
স্নান-ভোজন-হোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্যতঃ।
ন ছিন্দ্যাদ্যবদোষাদি ক্ষৌমোপস্থরণাঞ্জলি ॥২৪
ভৈক্ষো নাবৃতিবেলায়াং ভক্তস্তত্রৈব বাসয়েৎ।
অবকীর্ণেঽন্যথাস্থাস্তু ব্রতাদ্যুক্তিপনীং জপেৎ ॥২৫

অহিংসা (অহিংসা), সত্যম্ (সত্য), অস্তেয়ব্রহ্মচর্যক্রোধলোভত্যাগ (স্তেয়-ব্রহ্মচর্য-ক্রোধ-লোভত্যাগ), মৃদুবিশদবিদ্বেষঃ (প্রাণিমাত্রের প্রিয় ও হিত চেষ্টা)—যমঃ (এই) সার্বদৈবিকঃ (সকলবর্ণের) ধর্মঃ (ধর্ম) ॥২১

দ্বিজস্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) আনুপূর্ব্যেণ (ব্রহ্মচারাদি ক্রমের অনুসারে) দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়) জন্মসংস্কারঃ (৪র্থ উপনয়ন) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) আচার্যঃ (আচার্যের ও তা আচার্যিনী) তস্য (তাহার) শুক্লমূলে (শুক্লমূলে) দণ্ডম্ (দণ্ড ধারণ) চারুঃ (অনুষ্ঠানকারী) ভিক্ষেতিঃ (ভিক্ষাচরণকারী, যদি) সন্ (হইয়া) আচার্যঃ (আচার্যিনী) ভক্ষ (ভোজন) ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী) ভবতি (হইবে) ॥২২

মেখলাজিন-পলাশ-ব্রতসূত্র-কমণ্ডলুঃ (মেখলা, কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ, পলাশ, ব্রত, যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু এই সকল) অষ্টিলোঽরৌক্ষ-দন্ত-বাসোঽক্ষপীঠঃ (বিল্বদণ্ড, মেষলোম, দন্ত ও অক্ষমালা, বস্ত্রাসন ও কুশাসন) ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী) ভবতি (হইবে) ॥২৩

স্নান-ভোজন-হোমেষু (স্নান ভোজন হোমকালে) বাগ্যতঃ (মৌনী হইবেন), অবদোষাদি (বস্ত্র ও দোষ) অক্ষোপস্থরণাঞ্জলি (অক্ষ উপস্থের দোষ ও) ন ছিন্দ্যাৎ (ছিন্ন করিবেন না) ॥২৪

ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী) ভক্তম্ (ভোজন) ভৈক্ষে (ভিক্ষা) নাবৃতিবেলায়াং (আসন করিবেন না), তত্রৈব (তথায়) অবকীর্ণে (ভিক্ষা করিলে) অন্যথা (অন্যথা) অন্যত্র (অন্যত্রানুষ্ঠানে) বাসয়েৎ (স্নান সন্ধ্যাদি করিবে) ব্রতাদ্যুক্তিপনীং (ব্রতাদি উক্তির প্রায়শ্চিত্তার্থ) জপেৎ (জপ করিবেন) ॥২৫

অহিংসা, সত্যম্, স্তেয়, ব্রহ্মচর্য, ক্রোধ-লোভত্যাগ, প্রাণিমাত্রের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে অভিনিবেশ—যমসকল সর্বদেশে ইহা সাধারণ ধর্ম ॥২১

দ্বৈবর্ণিক দ্বিজ ধর্মানুসারে সংস্কারক্রমে উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া গুরুকুলে অবস্থানপূর্বক দণ্ড—ইত্যাদিধারী হইবেন,—গুরু আহ্বান করিলে ভিক্ষার্থে যাইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবেন ॥২২

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে অবস্থানকালে মেখলা ধারণ করিবেন; চর্মধারণের দ্বারা ব্রহ্মচারীর, ব্রতে দণ্ড ধারণের দ্বারা ব্রতের ও গুরুবর্গ আসনে উপবেশন করিবেন না। কুশ-বিল্বিত মেখলা, কৃষ্ণমৃগ, দণ্ড, অক্ষমালা, বস্ত্রাসন ও কুশাসন গ্রহণপূর্বক অবস্থান করিবেন ॥২৩

স্নান, ভোজন, হোম এবং মন্ত্রজপ, সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় ও অন্যান্য আবশ্যকালে মৌনী হইবেন। বস্ত্র এবং বস্ত্রের উপস্থের দোষও ছিন্ন করিবেন না ॥২৪

পলাশ ও বট অথবা পলাশ কুশমূল দণ্ড ও ক্ষত্রিয় যে দণ্ড ধারণ করে, তদ্বিধি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিয়া কুশমূল হস্ত দণ্ড ধারণ করে। এই বেদ পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মচর্যের সময় শেষ হয় (যদি বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মচারী হয়) ৪র্থ ও বৈশ্যের ব্রহ্মচারী আচার্যের গুরুকুলে বাসপূর্বক ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিবেন।

প্রতি যজ্ঞে,—প্রথম তিনটি বিকল্প—বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও দণ্ড একটী, অন্যটা একটী এবং।

অবকীর্ণেঽন্যথাস্থাস্তু ব্রতাদ্যুক্তিপনীং জপেৎ ইতি ব্রতাদ্যুক্তিপনীং জপেৎ ইতি পাঠান্তরম্ ব্রতাদি ভঙ্গদোষনিবৃত্তয়ে।

অন্যাচার্যাণ্যে বিদ্যে তদ্ধ দুষ্ট হুবাদ্ শুচিঃ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে যে যতবাগ্ জপন্ ॥২৩
আচার্যং যং বিজানীয়াদ্যথেষ্টঞ্চ তথিদ্বিৎ।
ন তস্যাসূয়্যেদনুকে সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥২৭

অন্য (সৌমী) অগ্নিঃ (পত্নি) সমাধিনা (একাগ্রচিত্তে) সন্ (হইয়া) যে সন্ধ্যে (প্রাতঃ ও সায়ংকালে) জপন্ (গায়ত্রী জপ করত) অন্যাচার্যাণ্যে-বিদ্যে-তদ্ধ-দুষ্ট-হুবাদ্-শুচিঃ (অগ্নি, সূর্য, আচার্য, সো, ব্রাহ্মণ, দুষ্ট ও দেবযজনকে উপাসনা করিবে) ॥২৩

আচার্যং (আচার্যকে) যং (যাহাকে লক্ষ্য) বিজানীয়াৎ (জানিবেন), যথেষ্টঞ্চ (যথা) (যেমনে) ও অথবাপক (অধ্যাপনা করিবেন যে); তথিদ্বিৎ (তদ্রূপভাবে) ও অধ্যাপক (যেমন ভাবে অধ্যাপনা করিবেন ব.)। (যেমন) তথা (তদ্ধ) সন্তর্পণঃ (সন্তুষ্টকর) ॥২৭

ব্রহ্মচারী যত্ন পূর্বিপূর্বক তখনও ঔপাসনকর্ম করিবেন না। যৌবন প্রাপ্ত হইলে তবে অধ্যবসায়পূর্বক প্রাণপণে যত্ন করিয়া বিনয়ী গায়ত্রী জপ করিবেন ॥২৪

সায়ংকালে যখন শুচি, একাগ্রচিত্ত হইয়া অগ্নি, সূর্য, আচার্য, সো, ব্রাহ্মণ, দুষ্ট ও দেবযজনকে উপাসনা করিবেন।

যেমনে যদ্বারা অগ্নি, অধ্যাপনাদ্বারা সূর্য, দর্শনে, আহারাদ্বারা আচার্য, তুল্য ব্যবহারদ্বারা সো, ব্যবহারদ্বারা বিপ্র, প্রণামাদ্বারা ব্রাহ্মণ-উপদেশদ্বারা, সেবাদ্বারা দুষ্টের, পূজাদ্বারা দেবযজনের অর্চনা করিতে হয়। অবশ্য বাক্ সংযম পূর্বক উত্তম সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করিবেন ॥২৬

সায়ং প্রাতরুপাসীত ভৈক্ষ্যং তত্রৈব নিবেদয়েৎ।
বক্তাভেদপ্যনুজ্ঞাতমনুজ্ঞাতং সদা ভবেৎ ॥২৮
শুশ্রূষমাণ আচার্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যান-শয্যাসন-স্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৯

সায়ং (সন্ধ্যা) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষা-সম্বন্ধে) উপাসীত (অগ্নির) তত্রৈব (আচার্যকে) নিবেদয়েৎ (নিবেদন করিবে), অজ্ঞং (অন্ন) অপি (ও) যদি (যদ্যপি আর হইবে, তাহা নিবেদন করিবে) অনুজ্ঞাতম্ (আজ্ঞা পাইলে) সদাঃ (সদাই) সন্ (হইয়া) উপভুঞ্জীত (ভোজন করিবে) ॥২৮

(আচার্যের) মনোবাক্যকর্মদ্বারা (মন, বচন, আচরণ দ্বারা হইতে) বাহিরে (অভাবে) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি) ওতপ্রোতঃ (বিনয়ে একীভূত করিয়া) আসীনে (আসিলে) বসা (সদাই) নীচবৎ (ক্ষুদ্রবৎ হীন) উপাসীত (উপাসনা করিবে) ॥২৯

ব্রহ্মচারী আচার্যকে আসার বসন জানিবেন—তখন তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না—মহত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার গুণে দোষ আরোপ করিবেন না, যেহেতু গুরু সর্বদেবময় ॥২৭

সায়ং ও প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আনয়ন করিয়া আচার্যকে নিবেদন করিবেন, অল্পও যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন তাহাও তাঁহাকে নিবেদ, তিনি আজ্ঞা করিলে সদাই হইয়া ভোজন করিবেন ॥২৮

আচার্যের যখনকালে অনুব্রজন, নিদ্রাকালে অতি সাবধানে তাঁহার নিকট শয়ন, নিদ্রাভঙ্গকালে পদসেবায় অল্প নিকটে অবস্থান, অতি নীচের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিবেন ॥২৯

—প্রকরণ—ইহার অর্থ কি?

—সকল সাধারণভাবের পর যখ এক বোলি বিশেষ পাত্র বাঁহার শেষ হইয়া গিয়াছে, যাহাকে যোগিবর্গ অবজ্ঞার যিনি দর্শনা দূষিত, তিনিই প্রকরণ।

এবমুক্ত্বা গুরুমূলে গত্বা তেনাভিবন্দিতঃ।
নিত্যং সমাপয়তে যাবৎ বিদ্যং ব্রহ্মবতিষ্ঠতে ॥৩০
অথাসৌ ব্রহ্মচারী লোকমারোহ্যাৎ ব্রহ্মবিষ্টপম্।
তত্রাপি বিধিনেত্যেবং যাবদ্যাবদ্ধি মুচ্যতে ॥৩১
অথবা গুরবাবাপ্তি চ সর্বমূলেষু যাং পরম্।
অপৃথগ্ভাবসম্পাদ্যং ব্রহ্মতত্ত্বং ব্যবস্থিতম্ ॥৩২

স্ত্রীণাং বিরোধক-স্পর্শ-সংসার-ক্লেশবর্জিতম্।
প্রাপিনো বিমুক্তীভূতাবয়বো ব্রহ্মসত্তমঃ ॥৩৩
সৌম্যাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্জপার্চনম্।
ঔর্ধ্বদেহাকল্পোঽস্পৃশ্যাকল্পসন্ধ্যাবর্তনম্ ॥৩৪
সর্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং বিধিঃ মূলশ্রবম।
মন্ত্রাঃ সর্বমূলেষু সমো যাবৎ-ভাবসম্বন্ধঃ ॥৩৫

অথবা (যে পক্ষে) বিদ্যাং (বিদ্যা) সমাপয়তে (সমাপ্ত হয়), তাবৎ (যতদিন) অবস্থিতঃ (অবস্থিত) ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী) বিদ্যান্ (গুরু) গুরুমূলে (গুরুমূলে) এবমুক্ত্বা (এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক) তেনাভিবন্দিতঃ (তাঁহাকর্তৃক বন্দিত) সন্ (হইয়া) যাবৎ (যত দিবসের) ॥৩০

অথবা (ব্রহ্মচারী) যদি (যদি) ইচ্ছেৎ লোকং (ব্রহ্মলোক) (অথবা) ব্রহ্মবিষ্টপম্ (ব্রহ্মলোক) আরোহম্ (আরোহণ করিতে ইচ্ছা হয়) (তত্রাপি ইতি) তাহাতেও) যাবদ্যাবদ্ধি [অর্থাৎ বিদ্যার অবসমাপ্তির পর ও অধিক যতদিনের নিমিত্ত] মুচ্যতে: (ঐহিক ব্রহ্মচারী) সন্ (হইয়া) তাবৎ (তত্তদিন) তেন (সেই) গুরুণা [গুরুর] ॥৩১

ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম) (অথবা) অথবা:

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বেদ সমাপনপূর্বক যাবৎ অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল অবস্থিত অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য সহ গুরুমূলে বাস করিবেন ॥৩০

যদি সেই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলোক অথবা ব্রহ্মলোক আরোহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে অধীত বিদ্যার গুরুসমাপ্তির পর ও অধিক যাবদ্যাবদ্ধি বিধিক ঐহিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুসেবকে যাবৎ অবস্থান করিবেন (১) ॥৩১

বেদ-অধ্যয়ন অন্তিম হইলে সমাপ্তি, পাপাদি দোষ বিরহিত, জ্ঞেয়বস্তুবিষয়ীভূত অঙ্গী অগ্নি, গুরু, আত্মা ও সর্বমূলে পরমাত্মা আত্মাকে উপাসনা করিবেন ॥৩২

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী—বাহীগণকে

(বিদ্যাং) আত্মা (অগ্নিকে) অথো (এবং) আত্মনি (আত্মার) চ (ও) সর্বমূলেষু (বিবিধ বৈদিক) অনুপ্রবচনীয়া (পারম্পর্য্যক্রমাগত) সন্ (হইয়া) সমাং (পরমাত্মা) যান্ (আত্মাকে) উপাসীত (উপাসনা করিবেন) ॥৩২

অনুপ্রবঃ (বৈদিক প্রবচনী), [বেদাদি ও অগ্নি] স্ত্রীণাং (স্ত্রীলোকের) বিরোধক-স্পর্শ-সংসার-ক্লেশ-বর্জিতঃ (বধ, স্পর্শ, সংসার, ক্লেশাদি—যাহাতে নাই কোন প্রকার) বিমুক্তীভূতাবয়বঃ (বিমুক্তীভূত) প্রাপিনঃ (প্রাপ্তি-বিশিষ্ট) ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার যা) ॥৩৩

সৌম্য (সৌম্য), আচমনং (আচমন), স্নানং (স্নান), সন্ধ্যোপাস্তিঃ (সন্ধ্যা উপাসনা), জপ (জপ) অর্চনং (পূজা), ঔর্ধ্বদেহ (ঔর্ধ্বদেহিক), অস্পৃশ্য-সংস্কার-কল্পঃ (অস্পৃশ্য-

---

সংস্কার অন্ত্যেষ্টিকর্ম, স্পর্শ, আধিক্য, তাহাদের সহিত গুরু সম্বন্ধের, পরিমাণ আদি বর্ধিবেন না ও বিমুক্তী-ভূত পরমাণু প্রভৃতি সম্বন্ধে হইলে, তাহাদের না দেখিয়া যে স্থান পরিত্যাগ করিবেন ॥৩৪

সৌম, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা উপাসনা, আবার অর্চনা, ঔর্ধ্বদেহ, গায়ত্রী আদি মন্ত্রজপ, অস্পৃশ্য স্পর্শ, অকল্প তর্পণ, 'পাবক' প্রভৃতি অগ্নিতত্ত্বের সম্বন্ধের বর্ণন করিবেন।

হে মহামুনে! সর্বমূলে আমার ভাব (সর্বমূল ব্রহ্ম—এইভাব বর্ণন অধ্যায়) যত, যাহা পরীক্ষণে বিলম্ব-প্রাপ্তি হইতে সম্ভব—এই বিষয়সকল প্রক্রিয়াসহ সম্যক্‌রূপে বিহিত (২) ॥৩৫-৩৫

---

(১)—গুরুমূলে ব্রহ্মচর্য—ইহার অর্থ কি?

—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যতদিন অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, ততদিন গুরুগৃহে বাস করিবেন।

(২)—সর্বমূলে ব্রহ্মচর্য—ইহার অর্থ কি?

—সর্বমূলে এবং যতদিন আবার করিবেন এইভাবে ব্রহ্মচর্য-অধ্যায় ও অধিকারে বাস সর্বমূলে

এবং বৃদ্ধস্ত্রয়ো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
বহুরুক্তীত্রতপাঃ স্নাতকব্রাহ্মণোঽমলঃ ॥৩৬
অথাবভৃথমাবেক্ষ্য যথাবিধ্যগ্নিমাহরেৎ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্বনুযোদিতঃ ॥৩৭

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্ বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছন্নাত্মবান্ নাবসীদতি ॥৩৮
বৃথাবী সমৃধী তার্ক্ষ্যানুপ্রয়োক্ষ্যুদ্গিরিজম্।
বধীরলোহ্ব বসা বাং সর্বাঙ্গমুক্রমাৎ ॥৩৯

পরক্ষণ ও অবভৃথক্রিয়া সমাপ্ত করিবে)। বৃদ্ধস্ত্রয়ঃ (এই নামক)। ব্রহ্মভূয়ম্ (সমস্ত প্রাণীতে) সমভাব (আমার বিধি, আমার ধ্যান আছি) অধ্যাত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন (মন, বাক্য, শরীর সংযত) পরম (এই) দ্বিজ (দ্বিজ) ॥৩৬-৩৭

এবম্ (এই প্রকার) ব্রহ্মচর্যেণ: (বৈদিক ব্রহ্মচারী) উদ্ধরেতা (রেতঃ ক্ষরণের ধারা) ঋষি ইব (ঋষির ন্যায়) জ্বলন্ (তেজ হইয়া) বহুরুক্তীত্রতপাঃ: (বিহুরুক্তি) অমলঃ (বিমল) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) স্নাতকঃ: (আমার ভক্ত হয়) ॥৩৬

অথ (অনন্তর) অবভৃথম্ (পরবর্তী আশ্রমে) আবেক্ষ্য (ব্রাহ্মণ করিয়া ইহা জানিয়া) যথাবিধি-অগ্নিমাহরেৎ (যথাবৎ বিধি-অনুসারে) ঋত্বিগাদিভিঃ: সহ (ঋক্ বর্তমান ব্রাহ্মণদিগের সহিত) গুরবে (গুরুকে) দক্ষিণাং: দত্ত্বা (দক্ষিণা দান করিয়া) গুরু (গুরু) (বিদায়) দত্ত হ (হইলে) গৃহং (গৃহে) বনং (বনে) বা (অথবা) উপবিশেৎ (প্রস্থান করিবেন), (কিন্তু) আশ্রমাৎ (আশ্রম হইতে) আশ্রমম্ (আশ্রমে) আত্মবান্ (সংযত হইয়া) গচ্ছন্ (গমন করিলে) আত্মবান্ (আত্মজ্ঞান) ন অবসীদতি (প্রতিদিনের আশ্রমে গমন করিবেন না) ॥৩৮

বৃথাবী (কুশ হইতে ইন্ধন) সমৃধী (যে আগুন) তার্ক্ষ্যানুপ্রয়োক্ষ্যুদ্গিরিজম্ (অগ্নিবিদ্যা) বধীরলোহ্ব (বধীরলোহ) বসা (বসাদ) বাং (মন্ত্র), সর্বাঙ্গম্ (সকল) সমৃধী (সমৃধী) (যেই) আহরেৎ (গ্রহণ করে) আহরেৎ (আহরণ করে) উপবিশেৎ (বিবাহ করিবে) ॥৩৯

এইরূপ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ (বেদার্থবিৎ) অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা কর্মবাসনা ক্ষয়ীভূত করিয়া অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত আমার ভক্ত বিমল, জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকেন ॥৩৬

যথাবৎ বেদার্থ অবগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। প্রচুর উপকরণযুক্ত ব্রহ্মচারী গুরুদেবকে দক্ষিণা দান পূর্বক গুরুদেব কর্তৃক অনুমোদিত (অনুজ্ঞাত) হইয়া সমাবর্তন স্নান করিবেন ॥৩৭

সুকাম হইলে গৃহস্থাশ্রম; যদি নিষ্কাম হন, তাহা হইলে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। যদি ব্রাহ্মণ বিরোক্তার হন, জ্ঞানলাভ করত মুক্তিলাভ বাসনা জাগ্রত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন—আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন—মনঃসংযম পূর্বক অনাসক্তী হইবেন না। অথবা যিনি মনঃসংযম করেন, তিনি অন্যথা আচরণ করিবেন না ॥৩৮ (১)

বৃথাবী আপনার অনুজ্ঞা, মুখ এবং সমস্তে অগ্নিবিদ্যা, অঙ্গসমূহ, সমগ্র শরীরকে বর্ধনশীল বিবাহ করিবেন ॥৩৯

অনুজ্ঞা। ঔদুম্বরম্ যজ্ঞীয় আসন বিশেষ যাহা—ইহাই সমস্ত অনুজ্ঞা। ঔদুম্বর ঔদুম্বর যাহা—কাষ্ঠ, বস্ত্র, চর্ম, মৃত্তিকা, কুশাসনাদি আসনসমূহের আহরণ ও সমাপনের যেই সময় যেরূপ বৃত্ত যজ্ঞীয় আসন বিশেষ যাহা অঙ্গ সমূহ, তখন তখন সমস্ত সমাধি

একাসনে আসীন হিত আসন বিশেষ আছে। তখন সমস্ত আসনের একাসনে আসীন হইয়া পাঠ করিবেন।

(১) ঔদুম্বর ঔদুম্বর—বনকাষ্ঠাশ্রম-নিবাসীগণের পক্ষে বানপ্রস্থ—গৃহস্থের আশ্রমবিধি যাহা আছে বলিবেন।

ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্ ॥৪০
প্রতিগ্রহে সমর্থো বা ন বা ন্যায্যপ্রবর্ত্তনে।
অন্যায়েন হীয়মানঃ শিলৈর্বা লোকমুঞ্ছতে ॥৪১
ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥৪২

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিশুষ্কদেহিনা।
ধর্ম্মঃ সমাহৃত বিত্তেন শুধ্যতি।
অযাচিতাদ্বা কৃশ এব বিদ্বান্
নান্যপ্রসঙ্গঃ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥৪৩
সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং বৃত্তিসাধনম্।
তানুদ্ধরন্তি ন চিরাদাপদ্ভ্যো মৈত্রিবার্ণবাৎ ॥৪৪

ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি (যজ্ঞ অধ্যয়ন দান—এই তিনটি) সর্ব্বেষাম্ (সকল) দ্বিজন্মনাম্ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের) চ (ও) (কৃত্যরূপে বিহিত); প্রতিগ্রহঃ (প্রতিগ্রহ), অধ্যাপনম্ (পাঠন) যাজনম্ (যজন) (এই তিনটি) ব্রাহ্মণস্য এব (ব্রাহ্মণেরই বিহিত)।৪০

(যিনি) প্রতিগ্রহে (প্রতিগ্রহকে) ন্যায্যপ্রবর্ত্তনে-সমর্থঃ (ন্যায্যরূপে জীবন ধারণের জন্য যাহার প্রয়োজন) বা ন (অথবা নয়), অন্যায়েন (অন্যায়ের দ্বারা) হীয়মানঃ (ক্ষীয়মাণ অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত), বা (অথবা) (যিনি) লোকম্ (লোকদের) শিলৈঃ (ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রপতির পরিত্যক্ত ধান্য দ্বারা) ঋচ্ছতে (জীবনযাপন করিতেন)।৪১

ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণের) হি অয়ম্ (এই প্রত্যক্ষ) দেহঃ (দেহ) ক্ষুদ্রকামায় (ক্ষুদ্রভোগের জন্য) ন ইষ্যতে (নহে), ইহ (ইহলোকে) কৃচ্ছ্রায় (কষ্টের) তপসে (তপস্যার জন্য) চ (ও) প্রেত্য (পরলোকে যাইয়া) অনন্তসুখায় (অনন্ত সুখের নিমিত্ত) ইষ্যতে (কথিত)।৪২

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা (শিল ও ঊঞ্ছবৃত্তির দ্বারা) পরিশুষ্কদেহিনা (পরিশুষ্কদেহ) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) যাচিতযাজি-বাম্ (যাচিতযাজির) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) সুখেন (সুখের সহিত) অধিগচ্ছতি (অধিগত হয়) এবং (ই) বিদ্বান্ (জ্ঞানিগণ) ন অন্যপ্রসঙ্গঃ সন্ (অন্যের নিকট না যাইয়া) শান্তিম্ (শান্তি) সমুপৈতি (লাভ করে) মোক্ষবিদোঽপি হি।৪৩

যে (যাঁহারা) বিপ্রম্ (ব্রাহ্মণকে) সীদন্তম্ (অবসন্ন) বৃত্তিসাধনম্ (জীবিকার উপায় হইতে ভ্রষ্ট হইতে) উদ্ধরন্তি (রক্ষা করেন), তে (তাঁহারা) মৈত্রিবার্ণবাৎ (মৈত্রিরূপ সমুদ্র হইতে) আপদ্ভ্যঃ (বিপদ হইতে) চিরাৎ ন উদ্ধরন্তি (শীঘ্র উদ্ধার করেন)।৪৪

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান—এই তিনটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আবশ্যক ধর্ম্ম। যাজন, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যাপন এই তিনটি ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি।৪০

যিনি প্রতিগ্রহকে ন্যায্য, যজ্ঞ ও যজন অর্থাৎ যাজনের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবেন। সেই অধ্যাপন যাজনে যোগ্যতা ব্রাহ্মণ শিলবৃত্তি অর্থাৎ পরিত্যক্ত ক্ষেত্রপতির সত্ত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা জীবন যাপন করিবেন।৪১

ব্রাহ্মণের এই শরীর ক্ষুদ্র বিষয়ভোগের নিমিত্ত নহে। জীবদ্দশায় বৃত্তিসঙ্কোচ আদি কষ্ট ও তত্ত্ব আলোচনার জন্য এবং মরণের পর অনন্তসুখ ও মোক্ষের জন্য হইয়া থাকে।৪২

শিল (ক্ষেত্রপতির ধান্যাদি সংগ্রহ), ঊঞ্ছ (শিলাদি-পতিত শস্যাদি গ্রহণ)—শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সন্তোষের সহিত জীবিকা অতিবাহিত পূর্ব্বক ধর্ম্মসেবী, আয়াসে অপরিক্লিষ্ট, ক্ষুদ্র যাচিতযাজি আসক্তিবিহীন সেই পুরুষই শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৪৩

মরণোন্মুখ, পতিতপ্রায় যেসব ব্রাহ্মণ বিপদে যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব বৃত্তিসম্পাদনের দ্বারা ক্লেশ হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহাদিগকে আপদ সাগর হইতে মৈত্রীরূপ তরণি অতি সত্বর সমস্ত আপদ হইতে মোচন করিয়া।৪৪

সর্ব্বাঃ সমুদ্ভবেদ্ রাজা পিতেব হ্যসনাৎ প্রজাঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যো যত্নেন সমাহরেৎ ॥৪৪
এবংবিধো নরপতির্বিধানেনার্ককর্ম্মণা।
বিমুচ্যোভয়তঃ কৃৎস্নমিহ্রেত্র সহ মোদতে ॥৪৫
নীত্বা ত্রিপক্ষং পঞ্চত্বং পঞ্চরেবোপসংহরেৎ।
অক্ষেষ্বেব ব্যবহরেন্ন ত্বেবাত্মানমাপদি ॥৪৬

বৈশ্যবৃত্তিং তু রাজন্যো জীবন্ মৃগয়য়াপদি।
চরেদ্ যু বিপ্ররূপেণ ন ত্বেবাত্মানমাবহন্ ॥৪৭
শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিমিপ্সেত কর্ম্মণা ॥৪৮
যেনোপায়েন শক্যেত জীবিতুং যত্নবান্ সদা।
তেনাপদি হ্যুপায়েন যত্নবান্ জীবিতং রক্ষেৎ ॥৪৯

নীত্বা (নৈপুণ্যেন চালয়িত্বা) ত্রিপক্ষং (পক্ষত্রয়ং) যদা (যেন) আয়ব্যয়ৌ (আয়শ্চ ব্যয়শ্চ) [সমাহারদ্বন্দ্বঃ] সমৌ (সমানৌ) ভবতঃ (ভবেতাং) তদা (তস্মিন্ কালে) তৎ (তস্য) ধনং (ধনিনং) পঞ্চত্বং (মরণং) বা (বা) পঞ্চরেব (পঞ্চরাত্রমেব) উপসংহরেৎ (উপসংহরেৎ) [ভবেৎ] (ভবতি) তাবৎ (তাবৎকালং) তস্য (ধনিনঃ) ধনং (ধনং) নিজং (নিজস্বং) ন (নহি) নিজস্বং (নিজস্বরূপং) ন ভবতি (ন ভবেৎ) তস্মাৎ (তস্মাৎ কারণাৎ) সঃ (ধনী) ধনং (ধনং) অক্ষেষু (দ্যূতে) এব (এব) ব্যবহরেৎ (ব্যবহরেৎ) ॥৪৫

এবংবিধঃ (এবংরূপঃ) নরপতিঃ (রাজা) যৈঃ (যৈর্নৈপুণ্যাদিভিঃ) কৃৎস্নং (সমগ্রং) অভয়তঃ (অভয়ং) বিমুচ্য (বিমুক্তিং কৃত্বা) [ইহ লোকে ধনত্যাগাৎ] বিধানেন (বিধানেন) ইহ (ইহলোকে) সহ (সহিতঃ) মোদতে (আনন্দং ভুনক্তি) ॥৪৬

নীত্বা (ত্রিষু পক্ষেষু নীত্বা) বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণঃ) বণিগ্বৃত্তিং (বণিগ্বৃত্তিং অবলম্বেৎ) [যদা] তাবতিমং (তাবৎকালং) বা (বা) আপদং (আপদং) তরেৎ (উত্তীর্ণো ভবেৎ) বা (অথবা) আত্মানং (নিজং শরীরং) তরেৎ (উত্তীর্ণো ভবেৎ) [তদা] ন ত্বেব (নৈব) আত্মানং (নিজং শরীরং) আবহন্ (ক্লেশয়ন্) [ক্ষত্রিয়-বৃত্তিং অবলম্বেত] ॥৪৭

বৈশ্যবৃত্তিং (বৈশ্যবৃত্তিং) তু (তু) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) জীবন্ (জীবিকাং কুর্ব্বন্) মৃগয়য়া (মৃগয়ারূপেণ) আপদি (আপৎকালে) চরেৎ (কুর্য্যাৎ) [তদা] বিপ্ররূপেণ (বিপ্রবৃত্তি—অধ্যয়নাদি) চরেৎ (আচরেৎ) [অধ্যয়নাদিনা যদি জীবিকা ভবিষ্যতি] [অন্যথা] ন ত্বেব (নৈব) আত্মানং (নিজং শরীরং) আবহন্ (ক্লেশয়ন্) [ক্ষত্রিয়-বৃত্তিং অবলম্বেত] ॥৪৮

বৈশ্যঃ (বৈশ্যঃ) [আপদং গতঃ] শূদ্রবৃত্তিং (শূদ্রবৃত্তিং) ভজেৎ (কুর্য্যাৎ) শূদ্রঃ (শূদ্রঃ) [যদি শিল্পং বা জানাতি তদা] কারুকটক্রিয়াং (কারুকাদিং শিল্পবৃত্তিং বা জীবিকার্থং কুর্য্যাৎ) [কিন্তু] কৃচ্ছ্রাৎ (কৃচ্ছ্রেণ) মুক্তঃ সন্ (মুক্তঃ সন্) অন্যাং (অন্যাং) গর্হ্যাং (নিন্দিতাং) কর্ম্মণা (কর্ম্মণা হেতুনা) বৃত্তিং (বৃত্তিং) ন লিপ্সেত (ইচ্ছা করিবেন না) ॥৪৯

বুদ্ধিমান্ বৈশ্য সাত্ত্বিকী বৃত্তির দ্বারা আপনাকে এবং যজমান যেরূপ যজমানকে যোজন করেন, তদ্রূপ নরপতি নিজের ন্যায় প্রজাগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ॥৪৪

এইরূপ ভূপতি এই জগতে অশেষ অন্যায় প্রতিষ্কন্ধক পাপ বিমুক্তি করিয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সুখ ভোগ করেন ॥৪৫

বিপ্রাদি প্রতিগ্রহাদি হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ-অভাবে ত্রিষু বণিগ্বৃত্তি—দ্বারা লবণাদি বিবিধ দ্রব্য বিক্রয়াদির দ্বারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। তাহাতে যদি আপদ্ অতীতে দ্বারা হইলে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, কিন্তু কখনও জীবন ধারণ করিবেন না ॥৪৬

আপৎকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি—কৃষ্যাদির দ্বারা, তাহাতে অসুবিধা হইলে মৃগয়া অবলম্বনে জীবন ধারণ করিবেন অথবা বিপ্ররূপে অধ্যাপনাদির সহায়ে প্রাণরক্ষা করিবেন, কিন্তু কখনও কুক্কুর-বৃত্তি—নীচ সেবার দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন না ॥৪৮

আপৎকালে বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি—বৈশ্যোচিত সেবা করিবেন। বিপ্র শূদ্র কারুবৃত্তি—কটী নির্ম্মাণাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলে আর নিন্দিত বৃত্তির সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিবেন না ॥৪৯

যদুদ্বহোপশ্রুতিমাত্রতোঽপি যৎ।
পুমান্বিকুণ্ঠস্মৃতিবন্ধনচ্ছিদং
কুতঃ পুনস্তচ্চরণারবিন্দয়োঃ ॥৫১
হৃষীকেশ ন সন্দধাতি ন প্রণমেদ্ যুষ্মদপি।
বিনাশিভিরর্থৈঃ কিমকুণ্ঠদৃষ্টিভি ॥৫২

সূক্তাবাপ্তবহূনাং সকাশাৎ পাদ্মসম্ভব।
অনুগ্রহং বিজন্তূনাং মন্যে বিঘ্নাগমো যথা ॥৫৩
ইত্থং পরিষ্কৃতমুতো সুরেন্দ্রির্বিবৃধং বচঃ।
ন সুরেন্দ্রমুখ্যায় বিদুষে বিবরাহতঃ ॥৫৪

যোগমায়া-ভক্ত-ভগবৎ-সম্প্রাপ্তৈঃ (যোগমায়া, ভাগ. ৩।৩১, ৭।১৫ ধৃত) অবতারৈঃ (যোগ মায়াধি) যৎপরমং (যোগ শ্রেষ্ঠ) শিক্ষণমাপি (যোগেশ্বর, পিতৃগণ ও নারদাদি) অনুপদম্ (আমার ক্রম অনুসারে করিয়া) অজয়া (প্রকৃতিরূপ) অজম্ (অর্জনা করিবেন) ॥৪০

অনুজয়া (ভক্ত বৈষ্ণব) ঈশপদবীম্ (আমাকে) যা (যিনি) অজম্ (জন্ম) জনয়া (কারণ রূপে) (প্রাপ্ত) প্রেমে (প্রেম দ্বারা) কৃতাম্ (পোষণকর্ত্রে) অনীহয়া (চেষ্টিত না করিয়া) ভগবান (ষড়ৈশ্বর্য) ক্রতুঃ (যজ্ঞ) আহরেৎ (অনুষ্ঠান করিবেন) ॥৪১

হৃষীকেশ ঋষি (হৃষীকেশ ঈশ্বরও) হৃষীকেশ্ (দেব সমাধি সমর্পণকারী) ন সন্দধাতি (আদর করেন না), (ঈশ্বর নিষ্ঠার) ন প্রণমেদ্ (প্রণাম করেন না, দৃষ্টিপাত করেন না), বিনশ্বরৈঃ (বিনশ্বর) অর্থৈঃ (বিষয়) কিম্ (কি প্রয়োজন) অকুণ্ঠদৃষ্টিভি (অকুণ্ঠিত দৃষ্টি) যুষ্মদপি (আপনার) ॥৪২

সূক্তাবাপ্তবহূনাং (সূক্ত, স্তুতি, আরাধনা দ্বারা বহুলোক) সকাশাৎ (নিকট) বিজন্তূনাং (বিঘ্নকারী) যথা (যেমন) আগম (মহ. যৌগিক) পাদ্মসম্ভব (পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট হইতে) (যেমন) এব (ইহাও) অনুগ্রহম্ (প্রতি পরীক্ষা) বিদ্ধি (আমার জানিও) ॥৪৩

ইত্থম্ (এইরূপ) পরিষ্কৃতম্ (বিশুদ্ধ যোগে) উত্তম (ব্রহ্ম) বিবৃধঃ (ব্রহ্মাদিগণের) বিবরাহতঃ সন্ (অন্তরাত্মবিশিষ্ট হইয়া) অবিদুষে (অবিদিত ভাব ঈশ্বরের হইয়া) সুরেন্দ্র (সুরেন্দ্র) মুখ্যম্ (প্রধান) সুরেঃ (সুরগণের) ন অনুগ্রহায় (আমার হয় না) ॥৪৪

যোগ-মায়াভক্ত, ভাগ ভোগ, ঋষি, অজাদির দ্বারা বিভিন্ন অনুসারে যোগ ঋষি-পিতৃগণ ও সুরসমূহের আমারই রূপ মনে করিয়া প্রত্যহ অর্চনা করিবেন। যোগ-মায়াভক্তের দ্বারা ঋষিগণ, দ্বারা দ্বারা পিতৃগণ, দ্বারাদ্বারা দেবগণ, বলিপ্রদানে ভূতসমূহ ও অন্নদানাদির দ্বারা মনুষ্যগণকে পূজা করিতে হয় ॥৪০

বিদ্ব চৈতন্য প্রাপ্ত না থাকে তত্ত্বজ্ঞানিগণ মনের দ্বারা সোপানপর্বতে স্থিতি না করিয়া ঈশ্বর মনের দ্বারা অনুষ্ঠান করিবেন ॥৪১

সুরেন্দ্র মুখ্যগণ হইলেও শ্রীপুরাদি আমার মনুষ্যে আসক্ত ও ঈশ্বর নিষ্ঠায় অবস্থিত হইবেন না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মূর্খের ন্যায় অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন ॥৪২

সূক্ত, স্তুতি, আরাধনা, বহুলোকের সমবেত পাদ্মযোনির পরিষ্কৃত বিষয়ের তুল্য। বিঘ্নকালে অন্যের ন্যায় এই পূজাদি প্রতিবন্ধেই বিঘ্ন হইয়া থাকে ॥৪৩

এইরূপ মূর্খ-অমূর্খবিষয় মনুষ্যের অধিষ্ঠাতা বিবেকজ্ঞ ভক্তগণ অনন্য-ভক্তিযুক্ত "আমার-আমি" এই অভিমানবিহীন হইয়া গৃহী অতিথির ন্যায় উদাসীন-ভাবে ঘরে বাস করিয়া ঘরের দ্বারা আবদ্ধ হন না—মুক্তই হইয়া থাকেন ॥৪৪

—ঘরের মত থাকেন।
—হয় থাকেন।
—কি কি।

—ব্রহ্মার, শঙ্করাদি, যাজ্ঞবল্ক, যোগ সম্প্রদায়ি, ঐশ্বরাদি ও অন্যান্যে।
—ঈশ্বরের অনুগ্রহ কি?

কর্ত্তব্যিস্যুরমেবৈতৈর্হিতৈঃ। মামেব ভক্তিমান্।
জিত্বেমং ভবরোগাখ্যং প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ॥৫৫
ব্যাসকৃতমভিসংবীক্ষ্য পুত্র-বিক্রয়সাধুতাঃ।
ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো দদ্যাদ্বিত্তং বহূন্নতে ॥৫৬
অহো মে পিতরৌ জাতৌ ধন্যা বালাস্মজাত্মজা।
অনয়া ত্রায়তে পৌনাৎ তদ্বৎ তীর্ত্তি দুরিতাৎ॥৫৭

এবং বৃহদ্গার্হস্থ্যতন্ত্রমুদীরয়ন্।
অনুভূতাত্মবৃত্তান্তং দুর্ভোৎসঙ্গং বিসৃজতে তদা ॥৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে পার্বতীখণ্ডে
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি) কুর্য্যাদেতৈঃ (কার্য্যসমূহের) ভবতি (কর্ত্তব্য হয়) মাম্ (আমাকে) এব (ই) হৈত্বা (অনায়াস লভিয়া) ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র) জিত্বেমং (বাধিতকর) বা (অথবা) ভব (জন্ম) রোগাখ্যং (রোগ নামক), [কিম্বা ভবং] প্রজাবান্ (পুত্রবান্) [হইলে, ভবং] পরিব্রজেৎ (সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন) ॥৫৫

কৃ (কিম্ব) বা (বে) দেখে (দৃষ্ট) ব্যাসকৃতমভিঃ (ব্যাসকর্ত্তৃক) পুত্রবিক্রয়সাধুতাঃ (পুত্র ও বিক্রয় অভিপ্রায় সাধক), ত্রৈণঃ (স্ত্রীবশ, কামী), কৃপণধীঃ (কার্পণ্যবুদ্ধিযুক্ত কৃপণ), মূঢ়ঃ (মূর্খ), (সে) বহু (অনেক) অর্থ (অর্থ—এই অভিপ্রায়) দদ্যাৎ (দান করে) ॥৫৬

অহো (অহো) মে (আমার) পিতরৌ (পিতামহ) জাতৌ (হইল), ধন্যা (পত্নী), বালাস্মজাত্মজা (শিশুপুত্রবতী পত্নী), আত্মজা (পুত্রবধূ) মাম্ (আমি) এষ (ইনি) অনয়া (অনন্ত) দুরিতাৎ (দুরিত), তদ্বৎ (কি অনন্তর) (তাহারা) তীর্ত্তি (তীর্ণ করিবে) ॥৫৭

এবং (এইরূপ) বৃহদ্গার্হস্থ্যতন্ত্রম্ (বৃহদ্গার্হস্থ্য সম্বন্ধীয় বিস্তৃত তন্ত্র) উদীরয়ন্ (কথন) অনুভূত (অনুভূত) আত্ম (এই) বৃত্তান্তং (ব্যাপারসমূহ) তদা (তখন) (তাহাদিগকে) অনুভবন্ (ভোগ করিতে করিতে) দুর্ভোৎসঙ্গং (দুর্ভোগ) বিসৃজতে (ত্যাগ হইয়া থাকে) ॥৫৮

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে নবমোধ্যায়ের
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃতায়াং
নবমঃ ।

সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করত যথাসুখে গৃহে অথবা বনে অবস্থান করিবেন এবং পুত্রবান্ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥৫৫

কিন্তু পুত্রে অর্থাৎ পুত্রোপলক্ষিত বিষয়ে আসক্তবুদ্ধি, পুত্র বলাদি কামনার ব্যাকুল, স্ত্রীর বশীভূত, কৃপণবুদ্ধি মূঢ়জন "আমার—আমি" এই মোহবদ্ধ

—গৃহি, গো-কন্যা. ধনিজাতীয় বৈশ্যজাতির গৃহিণী কন্যা বিবাহ করিয়া আনিবে, তিনি গার্হস্থ্য পুত্রের।

তিনি কন্যা, ধান্য, অন্যান্য, অন্যান্য. নব এই অভিপ্রায় এই মূলমন্ত্র নিজ বাটিতে রাখিবে, অন্যান্য এই অভিপ্রায়ের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবে, তিনি বানপ্রস্থ পুত্র।

তিনি সংপুত্রগণের পুত্রপুত্র হইবে তখন তখন দুই দুই বার প্রার্থনা করত দুইবারের অন্ন-ভোজনের পর অন্যান্য সব ত্যাগ করিবে, তিনি যতিপুত্র পুত্র।

তিনি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমার দ্বারা লব্ধ তাহা করিবে, অভিথির সংপুত্রগণের নিকট একদিন নির্ব্বাহের মত অন্নভোজন করিয়া থাকেন, তিনি ভোজ্য অন্নাদিক।

তিনি ভোজনাদির বা ভোজন ইচ্ছার পর ভোজনের পরিবর্ত্তে একটী একটী করিয়া দুইটী লইয়া জীবন ধারণ করেন, তিনি দ্বিতীয়।

আর তিনি ভোজনের নিকট যাহা যা করিয়া ভোজন ইচ্ছার পর আরও যাহা যা লইয়া নির্ব্বাহ করেন, তিনি অন্নাদক।

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতায় পার্ব্বতীখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-
নবমোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ।

[যানব্রত-সন্ন্যাসাশ্রমধর্মকথনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ

অথ ত্রিদণ্ডিঃ শুক্লাম্বঃ কার্ষ্ণ্যাং ভস্ম দণ্ডেন বা।
অব এষ অন্যথাত্বকৃতঃ ত্রাসমাবহেৎ ॥১
কেশ-রোম-নখ-শ্মশ্রু-কলানি বিভৃয়াৎ সকৃৎ।
ন বাধেতাস্য অজন্তুন ভিক্ষাকাল আচরেৎসদা ॥৩

শ্রীয়ে অপ্যেক পক্ষাম্বা বর্ষাস্বাসায়বাসুভূতে।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশির এবমুক্তত্রতশ্চরেৎ ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)।—অথ (অথ) ত্রিদণ্ডিঃ (ত্রিদণ্ডধারী) শুক্লাম্বঃ (শুক্লবস্ত্রধারী) কার্ষ্ণ্যাং (মৃত্তিকায়) ভস্ম (ভস্ম) দণ্ডেন (দণ্ড দ্বারা) বা (অথবা) [অথবা] সম (সহিত) এব (ই) পাত্রং বা (কমণ্ডলু) আদায় (গ্রহণ) কৃত্বা (করিয়া) ত্রাসং (ভয়) ন (না) আবহেৎ (জন্মাইবে)।১।

[ভস্ম] রোমঃ [শির] রোম (দেহ) কক্ষ-মূল-কক্ষের (বগল-মূল-বগলের) দ্বারা] কৃমি (কীটসমূহ) প্রজাতয়ঃ (প্রজা করিবে), [অন্যথাচরণে] বধম্ (বধ) বা (অথবা) ব্যাধঃ (আঘাতের) [কৃমিসমূহাদি (কৃমি প্রভৃতি), কৃমিপীড়াদি; ভবেৎ (পড়িবে)।২।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[যানব্রত আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রমের ধর্ম কথন।]

আলোক্য সর্বশাস্ত্রাণি বিনিশ্চিত্য মনীষয়া।
মোক্ষ স্যৈবক্ষিয়ার্থায় ত্রয়ঃ সৃষ্টাঃ পুরাসুরাঃ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন;—অনন্তর ত্রিদণ্ড ভিক্ষুক মৃত্তিকা দ্বারা ভস্ম দণ্ডের উপর অর্পণ করিয়া অথবা মৃত্তিকা লইয়াই পাত্র কমণ্ডলুকে বার পর্যন্ত (৭৯) বিশোধিত করিয়া তবেই ব্যবহার করিবেন।১।

জলাশয়ে অবস্থান করিয়া ভস্ম (ভস্ম) মূল-মন্ত্রের দ্বারা শৌচক্রিয়া নির্বাহ করিবেন, যথানিয়ম মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কার অথবা পাত্র, অগ্নি, সূর্যকিরণাদি পরিষ্কার ও

কেশ-রোম-নখ-শ্মশ্রু-কলানি (কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু, মল) বিভৃয়াৎ (ধারণ করিবেন), সদা (সর্বদাই) ন বাধেত (বাধা করিবেন না) ভিক্ষাকালে (ভিক্ষাকালে) অস্য (ইহার) জন্তূন (জন্তুসমূহ) [কৃমিসমূহ] (দূরে রাখা বাধা করিবেন), ন চরেৎ (চলিবেন না)।৩।

শ্রীষ্মে (গ্রীষ্মকালে) অপি অথো অপ্যর্থে [পক্ষান্তরে অথবা বলিয়া অনুরূপ করিবেন], বর্ষাসু (বর্ষাকালে) আসারষাট্ (বারিধারাসিক্ত), শিশিরে (শীতকালে) আকণ্ঠমগ্নঃ (গলা জলে) আকণ্ঠমগ্ন [ওই পর্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া থাকিবেন], এবমুক্ত ব্রতঃ [এইরূপ বৃত্তিসম্পন্ন হইয়া] তপঃ (তপস্যা) চরেৎ (আচরণ করিবেন)।৪।

উদ্ধৃতীয় ধারণ করিবেন।২

ভূমিষ্ঠায়ী ভবেদ্ভক্ষ্যং মূলং সর্বাপদি ত্বিহ।৫।১।
ঊর্ধ্বকালমুপৈঃ ভূয়াৎ পরিষ্কারোঽস্যাইতঃ ॥৩।২০
বিশুদ্ধয়ে।

কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু, মলসমূহ ধারণ করিবেন। অত্যন্তরূপে বাধা বড় আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, ভিক্ষাকালে মূলের ন্যায় মনিলে বিসর্জিত হইয়া স্থান করিবেন, পরিষ্কার ভূমিতে শয়ন করিবেন।৩

গ্রীষ্মকালে উপরে সূর্য, চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মধ্যস্থলে তাপিত করিবেন, বর্ষায় অনাবৃত স্থানে থাকিয়া অনবরত-সিক্ত হইবেন, শীতকালে জলে ওই পর্যন্ত নিমগ্ন করিয়া থাকিবেন—এইরূপ বিশেষ তপস্যার অনুষ্ঠান করিবেন।৪

অগ্নিপক্বং রসস্নীহাং কালপক্বমথাপি বা।
ঈষদূষ্মাক্ষুদ্রুষ্টো বা রসোদ্ভূষণ এব বা ॥৫
যদ্বঃ সক্তিপ্রদাং সর্ব্বযজ্ঞনো বৃত্তিকারণম্।
দেশ-কাল-বলাদ্বিজ্ঞো নীরসীতাত্মবান্ভবেৎ ॥৬

ষট্ত্রিংশচ্ছতপূর্ণাব্দৈর্নির্ব্বপেৎ কালচোদিতাম্।
ন তু লৌকেন পক্বেন ন চ কেবল বন্যয়া ॥৭
অগ্নিযোত্রক দর্শঞ্চ পূর্ণমাসঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
চাতুর্ম্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈসর্গৈঃ ॥৮

অগ্নিপক্ব (অগ্নিপক্ব) অথবা বা (অথবা) কালপক্বম্ (কাল দ্বারা পক্ব হইবার ফল পাইবে যাহা) অপ্যথাপি (অথবা অগ্নিপক্ব)। ঈষদূষ্মাক্ষুদ্রুষ্টো (ঈষদুষ্ণ অথবা প্রস্তরের দ্বারা চূর্ণিত করা হইবে যাহা) বা (কিংবা) এব (ই) রসোদ্ভূষণঃ (রসোদ্ভূষণ হইবেন)।।

দেশকালবলাদ্বিজ্ঞো (দেশ, কাল, বল, অভিজ্ঞ) আত্মবান্ (আত্মবান্) ভূতিকারণম্ (ভূতিকারণ কর্ম্মসমূহের) সর্ব্বং (সকল) যজ্ঞ (যজ্ঞ) সক্তিপ্রদাং (আসক্তি প্রদানকারী), অক্ষয়া (অক্ষয়ের) অব্যয়ম্ (অব্যয়ের) কালাকাঙ্ক্ষ্যে ও অকালেও (প্রয়োজন না) ॥৬

ষট্ত্রিংশচ্ছতপূর্ণাব্দৈঃ (ষট্ত্রিংশ শতাব্দীর পূর্ণ হইবার দ্বারা) নির্ব্বপেৎ (নির্বপণ করিবেন), কালচোদিতাম্ (কালবিহিত), ন তু (কিন্তু) লৌকেন (লৌক পক্বান্নের দ্বারা) ন চ (আবার) ন কেবল (কেবল না) ॥৭

অগ্নিযোত্রক (অগ্নিযোত্র), দর্শঞ্চ (অমাবস্যা যাগ), পূর্ণমাসঞ্চ (পূর্ণিমা বিহিত যাগ) ও (ও) চাতুর্ম্মাস্যানি (চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ) নৈসর্গৈঃ (স্বভাবজাত) মুনেঃ (বনাশ্রমীর সম্বন্ধে) আম্নাতানি (বৈদিক কর্ম্ম করিবেন) ॥৮

অগ্নিপক্ব কন্দমূল অথবা কালপক্ব ফল ভক্ষণ করিবেন। ঈষদুষ্ণ অথবা প্রস্তরের দ্বারা চূর্ণিত অন্ন প্রস্তর দ্বারা ভোজন করিবেন কিংবা রসোদ্ভূষণ হইবেন অর্থাৎ ফলাদির চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করিবেন ॥৫

দেশ-কাল-বল অভিজ্ঞ বানপ্রস্থী আপনার বৃদ্ধি-কারণ সকল যজ্ঞ সকলই আচরণ করিবেন—কালান্তরে আহরণ করা কালান্তরে গ্রহণ করিবেন না ॥৬

বনাশ্রমী মহোদয় নীবারাদিনির্ম্মিত চরুপুরো-ডাশের দ্বারা কালবিহিত নবান্নপ্রাশনের জন্য আগ্রায়ণাদি বৈদিক কর্ম্ম করিবেন। বানপ্রস্থী লৌক পক্বান্নের দ্বারা আহার অর্চ্চনা করিবেন না ॥৭

অগ্নিহোত্র, অমাবস্যা যাগ, পূর্ণিমাবিহিত যাগ ও চাতুর্ম্মাস্য আদি বেদবিহিত বনাশ্রমীর সম্বন্ধে বিধান করিয়াছেন ॥৮

—যজ্ঞের কয় প্রকার?

—তাহা প্রকার। যৈথানস, বালখিল্য, ঔদুম্বর, ফেনপ।

—ঔদুম্বর পক্ষ কি?

—যৈথানস—আশ্রম গ্রহণ করিয়া অবস্থানের পূর্ব্বে মুনিগণের অবস্থানের আশ্রমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ত্যাগ বিধান করেন। আশ্রম গ্রহণের বিধি চাহিল, প্রায়-চাহিল কথা উপস্থিত হয়—এই আশ্রম গ্রহণ করি আর—ইহা দ্বারা ঔষধিকা নির্ণয় ও আশ্রমের গ্রহণ যৈথানস আশ্রমের বলিয়া থাকেন।

বালখিল্য আশ্রমের আশ্রম গ্রহণ করিয়া যে, কৃষ্ণ আর গ্রহণ ঔষধি মূলফল সকল আর গ্রহণ আশ্রমের গ্রহণ করেন। একটা এবং গ্রহণ গ্রহণ করিয়া আশ্রমের ১৫ টি উপাদান করেন, চাতুর্মাস্য সাক্ষাৎ আর ভোজন ঔষধ ৫.৭৪ করিয়া থাকেন, অগ্নিহোত্র ও ভোজন করিবেন না ॥৫

ঔদুম্বর বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া যেদিন হতে যজ্ঞ যেদিনের বাহিরে তথা হইতে চলুন, মূল আদি ফল, ঔষধ গ্রহণ আদি আর সকল পূর্ব্বে অবস্থান ঔষধিকা নির্ণয় করিয়া থাকেন।

ফেনপ বানপ্রস্থ, অবশ্য এক ফল ভোজন করত যে ফেন ফলের অবস্থান পূর্ব্বে যজ্ঞের কর্ত্তব্য পালন করেন।

এই বানপ্রস্থের আশ্রম অবশ্যই। তিনি আশ্রমের গ্রহণ ভোজ করা বুদ্ধিমান না, ফল পাকিলেন না। কৃষ্ণ হইতে পক্ক পক্বিত ফল অথবা ফল সকলের দ্বারা ঔষধিকা নির্ণয় করিবেন। আশ্রমের ঔদুম্বর শ্রেষ্ঠ।

এবং চৈবৈর্ন তপসা মুনির্ধর্মবিনিশ্চয়ঃ।
মাং তোষয়ত্যমায়েন তীব্রযোগেতি মাম্ ॥৯
যদ্যদ্ধর্মকৃদৃক্তীর্থং তপো বিদ্যেশ্বরং মহৎ।
কাময়ানোঽনঘো ভক্ত্যা মদ্ভক্তঃ কোঽপরস্তরতি ॥১০
ত্বমেষ নিত্যো ভগবাংস্ত্রিলোকীনাথোঽব্যয়ঃ।
আত্মভক্তানাং সমযোগক্ষেমোঽনীহঃ সমাহিতেঃ ॥১১

যদা কর্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিপাকং শংসতে পক্ষ্মন্ কৃত্স্নাশ্চ প্রভবেৎ ভয়ঃ ॥১২
ইষ্ট্বা মামেবযজ্ঞেন সর্ববেদসুখাবহম্।
ব্যাসান্ সঞ্চিন্ত্য ব্যাবেত্ত নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥১৩
বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যাসতো নেষ্যা সাত্ত্বিকস্যেহ।
বিদ্যন্ মুর্ধন্যাত্মঃ হৃদাকাশস্য শরীরাৎ পরম্ ॥১৪

সর্বনিলয়ঃ (নিখিলাশ্রয়) মুনিঃ (মুনি) এবং (এইরূপ) চৈবৈর্ন (আত্মবিধ) তপসা (তপস্যার দ্বারা) অমায়েন (অমায়ায়) মাম্ (আমাকে) তীব্রযোগেন (তীব্রযোগ করিয়া) ধর্মবিনিশ্চয়ঃ (ধর্মনির্ণয়কারিণী) মাম্ (আমাকে) তোষয়তি (প্রীত করে) ॥৯

হে (বিভো) ভদ্রশ্রবঃ (ভদ্রশ্রবা নামা) তীর্থম্ (আত্মবিধ) এবং (এই) মহৎ (মহৎ) বিদ্যেশ্বরম্ (মোক্ষফল) তপঃ (তপস্যা) যং (যে ব্যক্তি) অনঘঃ (নিষ্পাপ) ভক্তঃ (ভক্ত) ভক্ত্যা (ভক্তিযোগে) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) কাময়ানঃ (ইচ্ছা করে), অপরঃ (অন্য) কঃ (কে) অন্যঃ (অন্য) তরতি (তরে) ॥১০

যদা (যখন) কর্মবিপাকেষু (কর্মফলভোগ) নিরয়াত্মসু (নরকাদি) লোকেষু (লোকসমূহে) বিপাকং (বিপাক) শংসতে (উপস্থিত হইবে), (তখন) কৃত্স্নাঃ (অধিকারীর ভাব করিয়া) ভয়ঃ (অন্যান্য) প্রভবেৎ (সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে) ॥১২

ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সর্ববেদসুখাবহম্ (সকল) মাম্ (আমাকে) এব (কেবল মাত্র) যজ্ঞেন (যজ্ঞ অনুষ্ঠান) ব্যাসান্ (অধিকারগুলি) সঞ্চিন্ত্য (আলোচনা করিয়া) নিরপেক্ষঃ (নিস্পৃহ হইয়া) পরিব্রজেৎ (সন্ন্যাসী হইবে) ॥১৩

এই যাবজ্জীবন কৃত তপস্যার দ্বারা ধর্মনিষ্ঠাপরায়ণ মুনি অমায়ায় জ্ঞান-বিগ্রহ আমার আরাধনা করিয়া অন্তিমকাল হইতে আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৯

কল্যাণ দ্বারা অনুষ্ঠিতা এই মহৎ মোক্ষসাধক তপস্যা যিনি কিছু ফল লাভের জন্য করেন, তাঁহার অপেক্ষা আর কে পূর্ণ আছে ?॥১০

যখন সেই কর্মানুষ্ঠাতা আমার দ্বারা অভিপ্রেতফলের, অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগে অসমর্থ হইবেন, তখন আহবনীয়াদি অগ্নিসকল স্ব-স্বরূপে সমারোপিত করিয়া মনের দ্বারা আমাকে চিন্তা করিতে করিতেই অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন ॥১১

যখন সুখানুভবসহ নরকভুল্য স্বকর্ম-পরিপাকফলের বর্ণনাদি লোকমুখে, এমন কি ব্রহ্মলোকেও বিরাগ উৎপন্ন হইবে, তখন আমার অগ্নি সমারোপিত করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥১২

যাগ সর্ববিষয়ে বিরক্ত হন, তাহা হইলে শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে আমাকেই পূর্বের প্রোক্তপ্রকারে দ্বারা আমাকে অর্চনা করত অগ্নিমুখে সর্বস্ব

---

(১) —ভদ্রশ্রবা কাহার নাম ইহার অর্থ কি ?

—তপস্যার উপায় হইল সাধন নাম। মোক্ষলাভ সাধনলাভ হইলে সাধক প্রায় কৃতার্থ হয়। সাধকের যম নিয়মাদি পরিপক্ক হইয়া সমাধিযোগে আত্মার সাক্ষাৎকার হইবার পিছে সাধক সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সেই অবস্থা—যে যম, নিয়ম, প্রভৃতি যোগাঙ্গসকল, যাহা সাধকের কল্প হয় তাহা, তাহার মন মুখে আসে যে আসে।

বিপ্রস্যাচ্ছেদ্যুর্বিবাদে কৌশীনস্যাচ্ছদেন তু।
ত্রাণং ন হ্যতদাত্রাণমন্যৎ কিঞ্চিদ্বিধীয়তে ॥১৫
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥১৬

যৌনাবীষ্টবিলায়াস্য ন্যস্য যাম্য-ক্ষে-ক্ষেত্রজম্।
যে ক্ষেত্রে যস্য সম্ভাস্য ক্ষেমুর্ভির্ন তদেব্ ভবিঃ ॥১৭
ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জয়ংস্ত্রজেৎ।
সপ্তাগারান্নসংক্ত্যাস্তুষ্যেন্নেনৈব তাবতা ॥১৮

হি (নিশ্চিত) অন্যৎ (কৌপীনাদি) আচ্ছাদন (আবরণীয় বস্ত্র) ন (অনিচ্ছায়) পরিধেয় (ধারণ করিবে), (এই হেতু) সত্যাবস্থঃ (সত্যাবস্থাবী) বিপ্রঃ (বিপ্রের) সাক্ষাদ্বিপ্রিঃ (সাক্ষাদ্বিপ্রী) দেবা (দেবতাদের) বিদাম্ (বলিয়া) কুর্যাৎ (করিবে) ॥১৫

যদি (যদি) তৎ (তাহা) ত্রাণম্ (বস্ত্র) বিচ্ছিন্নম্ (পরিধান করিবে), (তাহা হইলে) কৌপীনাচ্ছাদনম্ (কৌপীন আচ্ছাদিত হয় এমন) অন্যৎ কিঞ্চিৎ বস্ত্রম্ ন বিধীয়তে (করিবে না) ॥

দৃষ্টিপূতম্ (দৃষ্টিদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া) পাদম্ (পদ) ন্যসেৎ (বিক্ষেপ করিবেন), বস্ত্রপূতম্ (বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া) জলম্ (জল) পিবেৎ (পান করিবেন), সত্যপূতাম্ (সত্যপূত) বাচম্ (বাক্য) বদেৎ (বলিবেন), মনঃপূতম্ (মনের দ্বারা বিচার পূর্বক গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য স্থির করা হইয়াছে, তাহা) সমাচরেৎ (করিবেন) ॥১৬

যৌনাবীষ্টবিলায়াস্য (গমন, গমনের ও বিশ্রামের) (ইচ্ছামত স্থানের) যৌনাবীষ্টবিলায়াস্য ; তস্য) (যৌন-গমনের, যথেচ্ছগমন-স্থানের ও বিশ্রামের নিমিত্ত) ন্যস্য (ত্যাগ করিয়া) যাম্য (এই) ক্ষে (দেহ) ক্ষেত্রজম্ (দেহের) যে (যাহা), যঃ (যিনি) ক্ষেমুর্ভিঃ (ক্ষেমকারক ব্যক্তি) ভবিঃ (করিয়াছেন) ন তদেব (তাহা না) ॥১৭

ভিক্ষাম্ চতুর্ষু (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণের গৃহে)

দৃষ্টিপূত দ্বারা সম্যক্ বিবেচনা পূর্বক স্থানে পাদক্ষেপ করিবেন, বস্ত্রের দ্বারা সোদিত জলপান করিবেন, সত্যের দ্বারা পূত বাক্য বলিবেন, মনের দ্বারা সম্যক্ বিচার পূর্বক যাহা গ্রাহ্য তাহা আচরণ করিবেন ॥১৬

যে স্থিত উদ্দেশ্য ; যে ব্যক্তির যাগ, যোগ ও ক্রিয়ের যথাক্রমে যৌন, অবীষ্ট আর প্রাণায়ামরূপ ক্রিয়ক যাই, তিনি মাত্র যথেচ্ছত যাজনেই যত্নবান হন না। বাক্যের মত—যৌন, ক্ষেত্রের মত—ভাগ্যকর্ম স্থান, আর ক্রিয়ের মত—প্রাণায়াম। এই অনুসারে যত-

---

(১)—সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ। ঔষধাদির সম্বন্ধে কি ?

—ক্রিয়ুক্তোপবিষ্ট ব্যক্তির ব্যবহার্য—দৃষ্টিপূত, বস্ত্রপূত, মনঃপূত, সত্যপূত—তাহাদের যোগার্থে ক্রিয়ু। তদ্রূপ দৃষ্টিপূত—পেষণ, ভাবনা, মার্জনা, ব্যক্তি প্রভৃতি পঞ্চবিধ যোগসম্পূর্ক যোগার্থে যোগই প্রার্থনা করুন।

বস্ত্রপূত ক্রিয়ার, বস্ত্রপূত, বিদ্যা, যজ্ঞোপবীত, কাহার ব্যবহারে প্রবৃত্তি হয় না, তাহার ব্যবহার পূর্বক পঞ্চবিধ ক্রিয়া যোগসম্পূর্ক যোগার্থে যোগই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

মনঃপূত প্রয়োগে ব্যবহারি, সমাধি পঞ্চবিধি, যোগে পঞ্চবিধি ভাব সমাধি। যোগের যোগ সাধারণতঃ, বিদ্যা বিজ্ঞান—সমাধি যোগসম্পূর্ক একমাত্র যোগই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

সত্যপূত—সত্যকর্ম, আচার্য, যোগসম্পূর্ক, সত্যপূত, সত্যাবস্থ, ধর্ম, সাধারণ, ব্যবহার প্রভৃতি পঞ্চবিধ যোগসম্পূর্ক যোগার্থে যোগই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। বৃক্ষমূল

বহির্দেহমনঃ প্রাণ অন্নোপস্পৃষ্ট বাদৃতঃ।
বিলজ্জ পায়িতং স্বেরং ক্ষুদ্রী ঃপেষব্যবায়জম্ ॥১৯
একস্ত্বেষ্বহীনেষ্বঃ নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥২০

বিবিক্ত-কেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥২১
অয়ীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাং চ সংযমঃ ॥২২

বিবিক্তম্ (অধিকার পরিত্যাগ) বসতিম্ (বাসস্থান করিয়া) (তথা) সঙ্গম (সঙ্গ) জহৎ (ত্যাগের দ্বারা) মুনয়ঃ (সন্ন্যাসী হইবেন), অন্তঃ-হৃদি (মূলাধারাদি) যদা আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) বিরজং (বিশুদ্ধ) মনঃ (আত্মরূপ করিবেন) ॥১৮

(এরূপ হইয়া) যতি (সন্ন্যাসি) একাকী (একান্তবাসে নিরত) বনে (বনে) তু (পরন্তু) ন (অধিক সময়) বসেৎ (যাপন করিবেন না) পায়িতম্ (ভোজনাদির দ্বারা পোষিত) আত্মনঃ (দেহ) বিলঙ্গ (বিষ্ণু, ব্রহ্ম, সূর্য ও মূলপদ্মে বিলয় করিয়া) শেষম্ (শেষ) অন্নম্ (নিজান্ন) ক্ষুধায় (ভোজন করিবেন) ॥১৯

বিজন (নির্জন) সাধুবরিষ্ঠঃ (বিবেচিত) সন্ (হইয়া) একঃ (একা) যতীন্ (মুনিদের) এবং (এরূপে)

ত্যাগ করিয়া যথাবিধানে, দৈহিক বস্তু পরিত্যাগ করিলেও তিনি সন্ন্যাসীপদবাচ্য হইবেন ॥১৭

অতিথি ও পরিজনের ভোজন পূর্বোক্ত আশ্রমাদি চতুর্বর্ণের নিকট ভিক্ষাচরণ করিবেন। এইস্থানে যাইলে এইরূপ লাভ হইবে—পূর্বে এইরূপ ভিক্ষণ না করিয়া অন্যত্রে ভিক্ষাচরণ করিবেন—যথালাভে সন্তুষ্ট হইবেন ॥১৮

গ্রামেতে যাইয়া ভদ্রালয়ের সমীপে গমনপূর্বক

ক্রমে আহরণ করত গৌন হইয়া প্রোক্তপ্রাদির দ্বারা পোষিত আত্মারূপ বিষ্ণু, ব্রহ্ম, সূর্য ও মূলপদ্মে বিলয়ন করিয়া অন্নদেবে নিঃশেষে ভোজন করিবেন ॥১৯

একাকী, অনন্যচর, আত্মবিবিক্ত, বিজিতেন্দ্রিয়, আত্মক্রীড়, সর্বত্র সমদর্শী, আত্মরত, বুদ্ধিমান্, মনীষিগণ অবলম্বিত ও সমদর্শি হইয়া মহীমণ্ডলে আনন্দিতচিত্তে বিচরণ করিবেন ॥২০

বিজন নির্জন স্থান আশ্রয়ী, আমাতে একাত্ম

ও পূজা কৃত্য, পরমার্থ বিষয়ক অন্য শাস্ত্রাদি হইতে যাহা জানিয়াছেন। ঐহিকাদির বর্জনীয়ত্ব, সাধনাদির, পরি-সমাপ্তির পরে। দৈহিকাদির ও দেহী আত্মার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, সন্ন্যাসীর নিজস্ব বলিয়া কিছু থাকে না—ইহা বর্ণন করেন। অবধূত ঔশনস, সিংহ, বিদেহরাজ, ভৃগুপ্রমুখগণের, পাশ্চাত্যে প্রাচ্যে যাঁহারা এই অবধূতধর্মের

ভিক্ষাচরণ, পূর্বোক্ত পূজাদির, দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ, মনুষ্যগণের, অতিথিগণ-পাল্য, মহীমণ্ডলের, পৃথিবীতে, ভূতের, ভূতের, কোন, বিবর্জন, পরিত্যাগ আদিতে অবধান করিয়া থাকেন। অবধূত (অবধূত) ঔশনসগণ নগ্ন হইয়া অতীব সমাধানে আত্মরত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করেন, তাঁহারা অবধূত।

তত্রাত্মনিষ্ঠয়া বুদ্ধ্যা মনসা নিয়তেন চ।
বিরক্তঃ কুটুম্বাপেক্ষো গৃহমেবাশ্রমং ব্রজেৎ ॥২৩

পুণ্যদেশ-নদীশৈল-সাধুজনপরিগ্রহম্।
পুণ্যাশ্রম-পরিত্রাণ-সাধ্যাশ্রমবতীং মহীম্ ॥২৪

তত্র (সেই হেতু) বুদ্ধ্যা (আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি) নিয়তেন (আত্মনিষ্ঠ মনের) বিরক্তঃ (বিরক্ত) কুটুম্বাপেক্ষঃ (কুটুম্ব আবশ্যকতাযুক্ত) গৃহম্ (গৃহ) এব (ই) আশ্রমং (আশ্রম) ব্রজেৎ (গমন করিবে)।২৩

পুণ্যদেশ-নদীশৈল-সাধুজনপরিগ্রহাম্ (পুণ্যদেশ, নদী, শৈল, সাধুজনপরিগৃহীত) মহীম্ (পৃথিবীকে) আশ্রম (আশ্রম) বতীম্ (বিশিষ্ট করিয়া)।২৪

তজ্জন্য যাহা বিহিত অর্থাৎ যজ্ঞাদি মুনি (ব্যক্তি) আমার সহিত অভেদজ্ঞানে একমাত্র আমাকেই ভিক্ষা করিবে।২১ (১)

ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষেপই বন্ধ এবং ইন্দ্রিয়গণের সংযমই মোক্ষ—এই জ্ঞানবিচার দ্বারা আমার বন্ধ ও মোক্ষ পর্য্যালোচনা করিবে।২২

সেইজন্য বুদ্ধ্যাদি মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গকে

(১) অর্থাৎ সন্ন্যাসী আমাকে অভেদজ্ঞানে সহিত আমাকে ভিক্ষা করিলে অপরাধী হইবেন না।

—তবেত্ বুদ্ধ্যাদির আমার আত্মা। তাঁর অবস্থাদ্বয় আছে, জানা গেছে। তাঁর-দ্বারা আমি ভিক্ষাই উপাদান। তাঁর, আমার আত্মাকে ভিক্ষা করা ভিন্ন আর কি ভিক্ষা করিব? ভক্তদের প্রীত্যর্থে ভাগবতকারগণ "ভক্তাধি" এইভাবে পরমাত্মজ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁদের সাধ্য হইলে তাঁরা ভিক্ষা প্রভৃতি করিবার সাধ্য থাকে না। তবে তাঁদের ভক্তির দ্বারা অবশ্যকার্য্যে পরমাত্মার নিয়মিত হইয়া যায়।

—সন্ন্যাসী কি এই চারি আশ্রম?

—হ্যাঁ। যথা পরিব্রাজক ও পরমহংসাদির—কুটীচক, বহ্বোদ, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত, অবধূত এই ছয় প্রকার সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন।

—প্রকার লক্ষণ কি?

—কুটীচক—শিখা-যজ্ঞোপবীতী, গুরু-ভরণপোষণী, ত্রৈদণ্ডিক-বাহি ধারণ, ভিক্ষা মাতা ও তনয় আত্মীয়-সকলের নিকট (যাদৃশী পৌরী), ঘরিম (যজ্ঞ) নিত্যাদি আচরণ, এবম্ আচারবিশিষ্টের-কুটীচক সন্ন্যাসী নিয়ত।

বহ্বোদ—শিখাদি ধারণ, বিদুত যাবী কুটীচকের ন্যায় সকল সমান। মাতৃকুটী ভবন ভৈক্ষ্যের ভোজন নিয়ম।

হংস—ত্রৈদণ্ডী, বিদুত উদ্ধপুণ্ড্রধারী, সকলের ন্যায় করিয়া মাতৃকুটী ভোজনকারী, ত্রৈদণ্ডিক-বাহ-ধারণকারী।

পরমহংস—শিখা-যজ্ঞোপবীতরহিত, পঞ্চপুত্র ধারণকারী। এক ত্রৈদণ্ড, এক পাত্র, একটী ত্রিবস্ত্র ব্যতীত এক পরিধেয়, জলপূরিত কমণ্ডলু।

তুরীয়াতীত কুটীচকাদির ন্যায় কুটিল ভাব কুপ্রকাশী। যদি আশ্রমে থাকেন, তবে যাহা কিছু কুটীর ভিক্ষা করিয়া। ভোজনের পরিধি, বিস্তর, কুটীর ছাদ পরিত্র কুটিলস্থ।

অবধূতের বেশের নিয়ম নাই। পরিব্রাজ, পরিব্রাজী পর্য্যন্ত-পূর্বের সর্ব্বপ্রকার আশ্রমের কুটির ভাব ভাব করা ভবন ভবন আশ্রমাতীতাবস্থায়।

যাবদ্ব্রহ্মাত্মযাথাত্ম্যং তদ্ভক্তৈরুক্তমীশ্বরৈঃ।
ন তাবদ্ভিদ্যতে মায়া স্বপ্নবদ্যাবদুত্থিতিঃ ॥২৩
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন হ্যর্পিতং কর্ম যদপ্যনুত্তমম্ ॥২৪
অতো রজোমন্যুতমঃস্বভাবান্ কামাত্মভূতানসদিন্দ্রিয়ার্থান্।
বিসৃজ্য তদ্ভক্তিরসে মনো স্বয়ং ন কর্ম তন্ত্রং ভজতে প্রতীক্ষতে ॥২৫
ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরাদনো বিরিঞ্চ্যবৈকল্পিকমৃত্যুতো ভয়ম্।
ন তাবদস্যাপ্যনিশং ভিদাবতো মনঃশরীরাসুহৃদাং ভয়ং জহি ॥২৬
এবং যমাদিভির্যোগপথৈরীশ্বরে ভক্তিযোগেন সমর্পিতেন বৈ।
নৈবাত্মনো বস্তুতমস্য বস্তুনো নিরূপিতং সদ্ভগবান্ কিলাদদে ॥২৭
অতো ভজেত ভগবন্তমীশ্বরং দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানসুবাদ্যকারকম্।
মায়াবিভূতিং প্রবিলাপ্য মায়িনং স্বানন্দসংপ্লাবিতবিশ্বমক্ষরম্ ॥২৮

যাবদ্ব্রহ্মাত্মযাথাত্ম্যং (যত, যাবা, ব্রহ্মাত্মযাথাত্ম্য শব্দের) ৬ষ্ঠ (যে) এতদ্ (এই) তদ্ভক্তৈঃ (তদ্ভক্তগণ) ঈশ্বরৈঃ (ঈশ্বরগণ) উক্তম্ (বলিয়াছেন) ন তাবৎ (সেইরূপ) মায়া (মায়া) ভিদ্যতে (ভিন্ন হয়) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নের ন্যায়) যাবৎ (যত) উত্থিতিঃ (জাগরণ) ॥২৩

নৈষ্কর্ম্যম্ (জ্ঞানযোগ) অপি (ও) অচ্যুতভাববর্জিতং (ভগবদ্ভক্তিবিহীন হইলে) ন শোভতে (শোভা পায় না) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অলং (অসম্পূর্ণ) নিরঞ্জনম্ (নিষ্কলুষ) কুতঃ পুনঃ (কি কথা) শশ্বৎ (সর্বদা) অভদ্রম্ (অমঙ্গলময়) ঈশ্বরে (ঈশ্বরে) ন হি (না) অর্পিতম্ (সমর্পিত) যদপি (যদি) অনুত্তমম্ (উত্তম) ॥২৪

অতঃ (অতএব) রজোমন্যুতমঃস্বভাবান্ (রজঃ, তমঃ, ক্রোধপ্রভৃতি অজ্ঞানাত্মক স্বভাব) কামাত্মভূতান্ (যে) অসৎ (অনিত্য) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ভোগ্য বিষয়) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) তদ্ভক্তিরসে (ভগবদ্ভক্তিরসে) মনঃ (মন) স্বয়ং (স্বয়ং) ন কর্ম তন্ত্রং ভজতে প্রতীক্ষতে (কর্মের অধীন হয় না) ॥২৫

ন যাবৎ (যতদিন) এতাং (এই) তনুভৃৎ (দেহধারী) নরাৎ (মানুষ) অনঃ (হইতে) বিরিঞ্চ্যবৈকল্পিকমৃত্যুতঃ (ব্রহ্মার অন্তে) ভয়ম্ (ভয়) ন (না) তাবৎ (ততদিন) অস্য অপি (ইহারও) অনিশং (নিরন্তর) ভিদাবতঃ (ভেদজ্ঞানযুক্ত—বিভিন্ন) মনঃশরীরাসুহৃদাং (মন, দেহ, প্রাণ ও আত্মীয়বর্গের) ভয়ং (ভয়) জহি (দূর হইবে না) ॥২৬

এবং (এইরূপে) যমাদিভিঃ (যমাদি) যোগপথৈঃ (যোগমার্গ দ্বারা) ঈশ্বরে (ঈশ্বরে) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগ দ্বারা) সমর্পিতেন (সমর্পিত হইলে) বৈ (নিশ্চয়) ন এব (কখনও না) আত্মনঃ (আত্মার) বস্তুতমস্য (বস্তুতন্ত্র) বস্তুনঃ (বস্তুর) নিরূপিতম্ (নিরূপিত হয়) তদ্ভগবান্ (তাহাতে ভগবান) কিল (নিশ্চয়) সৎ (সৎ) আদদে (গ্রহণ করেন) ॥২৭

অতঃ (অতএব) ভজেত (ভজনা করিবে) ভগবন্তম্ (ভগবানকে) ঈশ্বরং (ঈশ্বরকে) দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানসুবাদ্যকারকম্ (দ্রব্য, ক্রিয়া, জ্ঞান ও ফলের আশ্রয়) মায়াবিভূতিং (মায়ার ঐশ্বর্য) প্রবিলাপ্য (বিলয় করিয়া) মায়িনং (মায়াধীশ) স্বানন্দসংপ্লাবিতবিশ্বম্ (নিজানন্দে বিশ্বপ্লাবনকারী) অক্ষরম্ (নিত্য) ॥২৮

যাবদ্ব্রহ্মাত্মযাথাত্ম্যম্—যাবৎ ব্রহ্মাত্মযাথাত্ম্য শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে। তদ্ভক্তৈঃ—তদ্ভক্তগণ কর্তৃক। ঈশ্বরৈঃ—ঈশ্বরগণ কর্তৃক। উক্তম্—কথিত হইয়াছে। ন তাবৎ—সেইরূপ। ভিদ্যতে—ভিন্ন হয়। মায়া—মায়া। স্বপ্নবৎ—স্বপ্নের ন্যায়। যাবৎ—যত। উত্থিতিঃ—জাগরণ।

নৈষ্কর্ম্যম্—জ্ঞানযোগ। অপি—ও। অচ্যুতভাববর্জিতম্—ভগবদ্ভক্তিবিহীন হইলে। ন শোভতে—শোভা পায় না। জ্ঞানম্—জ্ঞান। অলম্—অসম্পূর্ণ। নিরঞ্জনম্—নিষ্কলুষ। কুতঃ পুনঃ—কি কথা। শশ্বৎ—সর্বদা। অভদ্রম্—অমঙ্গলময়। ঈশ্বরে—ঈশ্বরে। ন হি—না। অর্পিতম্—সমর্পিত। যদপি—যদি। অনুত্তমম্—উত্তম।

অতঃ—অতএব। রজোমন্যুতমঃস্বভাবান্—রজঃ, তমঃ, ক্রোধপ্রভৃতি অজ্ঞানাত্মক স্বভাব। কামাত্মভূতান্—যে। অসৎ—অনিত্য। ইন্দ্রিয়ার্থান্—ভোগ্য বিষয়। বিসৃজ্য—ত্যাগ করিয়া। তদ্ভক্তিরসে—ভগবদ্ভক্তিরসে। মনঃ—মন। স্বয়ং—স্বয়ং। ন কর্ম তন্ত্রং ভজতে প্রতীক্ষতে—কর্মের অধীন হয় না।

ন যাবৎ—যতদিন। এতাং—এই। তনুভৃৎ—দেহধারী। নরাৎ—মানুষ। অনঃ—হইতে। বিরিঞ্চ্যবৈকল্পিকমৃত্যুতঃ—ব্রহ্মার অন্তে। ভয়ম্—ভয়। ন—না। তাবৎ—ততদিন। অস্য অপি—ইহারও। অনিশং—নিরন্তর। ভিদাবতঃ—ভেদজ্ঞানযুক্ত—বিভিন্ন। মনঃশরীরাসুহৃদাং—মন, দেহ, প্রাণ ও আত্মীয়বর্গের। ভয়ং—ভয়। জহি—দূর হইবে না।

এবং—এইরূপে। যমাদিভিঃ—যমাদি। যোগপথৈঃ—যোগমার্গ দ্বারা। ঈশ্বরে—ঈশ্বরে। ভক্তিযোগেন—ভক্তিযোগ দ্বারা। সমর্পিতেন—সমর্পিত হইলে। বৈ—নিশ্চয়। ন এব—কখনও না। আত্মনঃ—আত্মার। বস্তুতমস্য—বস্তুতন্ত্র। বস্তুনঃ—বস্তুর। নিরূপিতম্—নিরূপিত হয়। তদ্ভগবান্—তাহাতে ভগবান। কিল—নিশ্চয়। সৎ—সৎ। আদদে—গ্রহণ করেন।

অতঃ—অতএব। ভজেত—ভজনা করিবে। ভগবন্তম্—ভগবানকে। ঈশ্বরং—ঈশ্বরকে। দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানসুবাদ্যকারকম্—দ্রব্য, ক্রিয়া, জ্ঞান ও ফলের আশ্রয়। মায়াবিভূতিং—মায়ার ঐশ্বর্য। প্রবিলাপ্য—বিলয় করিয়া। মায়িনং—মায়াধীশ। স্বানন্দসংপ্লাবিতবিশ্বম্—নিজানন্দে বিশ্বপ্লাবনকারী। অক্ষরম্—নিত্য।

যাবৎ ব্রহ্মাত্মযাথাত্ম্যং তদ্ভক্তৈরুক্তমীশ্বরৈঃ। ন তাবদ্ভিদ্যতে মায়া স্বপ্নবদ্যাবদুত্থিতিঃ ॥২৩

যাবৎ ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বে যাহাদের ঐক্যজ্ঞান হইবে, যেহেতু বিলক্ষণের অন্তর দ্বারা তত্ত্ব-দর্শন হইলে বিসদৃশবোধ আর সম্ভব হইয়া থাকে ২৩

এই দৃশ্যমান বিভিন্নাদি সত্য বলিয়া বোধ হইবে না, যেহেতু মনুষ্য নিদ্রা হইতে, তদ্রূপ অজ্ঞানরূপ হইতে বিরত হইবেন ।২৩

এই যে জ্ঞান, যম, যোগ ও প্রাণের সহিত মহদাত্মাস্বরূপ শরীর ও তজ্জন্য সুখাদি সমস্ত 'আমার' ইহা বিচারের দ্বারা বিলয় করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইয়া তাহার অধীন থাকে তখন পুনরায় তাহা চিন্তা করিবেন না ।২৭

ইহ ও পরলোকের বিষয়সমূহে বিরক্ত অতএব মোক্ষেক আসক্তিশূন্য জ্ঞানবিৎ অথবা আমার ভক্ত, যেহেতু আমার বিধি নিষেধের অধীন হন না, তজ্জন্য নিত্যগুণযুক্ত আত্মস্বরূপ ও তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক যথানুরূপ বিচার করিবেন ।২৮

—বিলয়ই। মহাপ্রলয়বিষয় কথিত হইয়াছে—মহাপ্রলয় সময় ঘন ঘনঘটার মুষলধার, বহু ঝঞ্ঝার ঝাপ, ভৈরব ভূকম্পন সহকারে, ঘন (ঘোর) শব্দের সহ, মাতৃমূর্তি ভোগবিলুপ্ত, ভীষণ মূর্তির সঞ্চার। সেই সব লক্ষণ দেখিয়া সাধকগণ ভূতাদি বর্জনে কথিত হইবে। আসন পরিত্যাগে আত্মা হইবে ভার ত্যাগ করিবে। একত্ব যথা—সাধনের বস্তু, ব্রহ্মস্বরূপ—সত্তা সৎস্বরূপ, আর আত্মজ্ঞান যাহা, তা ছাড়াই পরমাত্মা, আত্মার ঈশ্বরত্ব যাহা, বিশ্বেশ্বরের মূলের মত, শুধু সৎস্বরূপের মত, আত্মার (পূর্ণবিধির) সেই

ক্রীড়েদ্ বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বদ্ভবেৎ।
অবদদ্ভবদ্ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥২৯
কেবলাচরতো ন স্যাৎ পাপত্বং ন হৈতুকঃ।
শুভাশুভবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥৩০

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং নোদ্বেজয়েন্ন চ।
অভিবাদয়িতৃভিক্ষুকান্ নাবমন্যেত কঞ্চন।
নেক্ষেতাস্থিত পশুন্ বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ ॥৩১

ক্রীড়েৎ (শিশুবৎ) বালকবৎ (বালকের ন্যায়) ক্রীড়েৎ (ক্রীড়া করিবেন), কুশলো (বিদ্বান্) জড়বৎ (জড়ের ন্যায়) ভবেৎ (বিজ্ঞান করিবেন), বিদ্বান্ (বিদ্বান্) ভৈষজবৎ (ভৈষজের মত) অবদৎ (বলিবেন) নৈগমঃ (বেদবিৎ) গোচর্য্যাং (গো-র ন্যায়) (অবিচল আচারে) চরেৎ (বিচরণ করিবেন)।২৯

কেবলাচরতঃ (কেবল জ্ঞানযুক্ত আত্মাবিদ্বিৎ) ন স্যাৎ (হইবেন না), পাপত্বং (পাপি-দুষ্টি বিদ্ধ জন্যের আত্মাকে) ন (হইবেন না), হৈতুকঃ (হেতুমাত্রই) ন (হইবেন না), শুভাশুভ-বিবাদে (শুভ অশুভবিচারে) কঞ্চিৎ (কোন) পক্ষং (পক্ষ) ন সমাশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবেন না)।৩০

নীচ (হীন) জনাৎ (জন হইতে) ন উদ্বিজেত (উদ্বিগ্ন হইবেন না) ও (এ) জনং (কোন জনকে) ন চ উদ্বেজয়েৎ (উদ্বিগ্ন করিবেন না), অভিবাদয়িতৃভিক্ষুকান্ (ভক্তিপ্রদর্শক) ভিক্ষুকদিগকে (লক্ষ্য করিবেন), কঞ্চন (কাহাকেও) ন অবমন্যেত (অবজ্ঞা করিবেন না) নেক্ষেৎ (দর্শন করিবে) উদ্বিগ্ন (উদ্বেগ উৎপাদক) করিয়া) কেনচিৎ (কাহাকেও প্রতি) পশুবৎ (পশুর ন্যায়) বৈরং (শত্রুতা) ন কুর্য্যাৎ (করিবেন না)।৩১

জ্ঞানী বালকের মত খেলা-অপদার্থ-বিবেকশূন্যের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন—বিদ্বান্ হইয়া অজ্ঞানজনের মত জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন, পণ্ডিত হইয়াও ঔষধের মূলা লোকজনের ন্যায় করিয়া অবস্থান করিবেন ও বেদবিৎ বেদজ্ঞ হইয়াও অবিচারাচারীর মত আচরণ করিবেন।২৯

কেবল বেদোক্ত জ্ঞানযুক্ত আত্মাবিদ্বিৎ হইবেন না। প্রতি-দৃষ্টিবিদ্ধ জন্যের অনুষ্ঠাতা ও কেবল তর্কনিষ্ঠ হইবেন না। বিবাদোক্ত বাদ বিবাদের কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। যা অবিদ্যা মানে, পূর্ব জ্ঞানযুক্তের সময়ে, সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ, জ্ঞানেন্দ্রিয় দৃষ্টিগোচরের ন্যায়, অবশিষ্টের মত একমাত্র। পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে, বেদবিৎ একাদশজন, যাহা বেদবিৎ করিবেন না।

ব্রহ্মচারীর, পূজা আদর অন্য শিক্ষাদান করিবেন না—কলহপরায়ণ প্রবণ করিতে পারেন। একজন শিশু বালক, দৃষ্টিহীন শিশুর, শিক্ষিতের একজন পারিপার্শ্ব প্রবণ, তাহার উচিত নয়। অবিদ্যা শিশুর, প্রবণ, নয় তাহা উচিত নয়—অবিদ্যা অজ্ঞানযুক্ত হয়। একাদশী গ্রহণ করিবেন।

দুর্বিনয়ের, পারিপার্শ্বের ঔষধের ন্যায় ভোজন—পরাজয়কারিদের। আত্মবিদ্যাবিদ্বিৎ পরজনের পরিচ্ছেদকারীর আসন পরম—দুর্বিদ্ধ। দুর্ঘটনা অন্যথা অবশ্য বালকের বিদ্ধ পরিচ্ছেদ—ঔষধের। (বালক পরিচ্ছেদক)

পরজনের কলহাদী অবজ্ঞাযুক্ত না সর্বত্র দুর্ঘটনা পরম। পরজনের প্রবণ পরাজিত অন্য শিশু গ্রহণ করিবেন না—প্রবণ কীর্তন করিবেন না।

পরজনের পরিচ্ছেদক

—পরাজিতদিগের কিরূপ গতি হয়?

—আসুর ও দুর্ঘটনার দুর্ঘটনা, অন্যের অবিদ্যাজন, হাসের অপমানাদি, পরজনের পরাজয়াদি, দুর্ঘটনাদি ও অন্যদের আপনার আত্মার কৈবল্যপ্রাপ্তি।

ব্রহ্মচারী কিরূপে জীবনযাপন করিবেন?

—একাকী গমনের করিবেন, যেখানে সর্বদা হইবে সেইখানে থাকিবে হইবেন, পরজনের পিপাসার ন্যায় অন্য ও ভৌতিক আচরণাদি করিবেন না। পূজা যেরূপ প্রকৃত আচরণ প্রকাশ করে, তদ্রূপ কাহার প্রতীত্য করিবেন।

—আসুর ভাবাদির কয়?

২৩. বিজন, অন্য, পাপত্বী, পণ্ডিত, পরজনী, চতুর্থ, শিষ্যে, পাপত্বী প্রভৃতি পরজন পরাজিতদের পরবর্তিনী, তাহাদের

এষ এব পরো ধাত্রা সূতেরাত্মপরিগ্রহঃ।
অবেক্ষতোরুপাশেষু ন্যস্তাঙ্গোঽঙ্গুষ্ঠমাত্মনি ॥৫২
অনন্তঃ স বিশেষেণ কালে কালেঽনঘঃ কবিঃ।
সন্তনোতি স ভূতেষু কৃপয়া সৈষসংস্তিম্ ॥৫৩

আত্মানার্থং সমীহেত যুক্তং তত্র প্রাণাদিভিঃ।
তত্ত্বং বিজ্ঞায় তেনৈব তদ্ বিদ্বান্ বিমুচ্যতে ॥৫৪
বৃক্ষরোপপরামর্ষপ্রক্রমেষ্বিদমাদরম্।
তথা দাসস্য পশ্যাং প্রাগুঃ প্রাগুঃ শ্রদ্ধেদমুদ্ধিঃ ॥৫৫

ন্যস্তানি (সর্বতঃ) একাগ্রতয়া (একাগ্রতঃ) ঈক্ষমাণয়ঃ (অবলোকনে) ইন্দুঃ (হরে) যথা (যেমন অবলোকন করিতেন যে), (অঙ্গুষ্ঠ) এবং (এই) এই (বক্ষ) পদ্ম আত্মা (পরমাত্মা) ন্যস্তম্ (সর্বতঃ) ঃ (ও) আত্মনি (নীয় আত্মায়) অবধিঃ (অবধিত) ॥৫২

ইতিহাস্ (ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি) কখন কখন (অবস্থানে) অনন্তম্ (ভোজন) অনঘঃ (পাপ না করিয়া) কবিঃ (কর্ম)

লোকসকল হইতে ভিন্ন হইবেন না—অন্যকেও ঈক্ষণীয় (দৃষ্টিতে) করিবেন না। আবার নীচ ব্যক্তির অন্তঃকরণ হইয়া নিজ-বাসনাসকল দমন করিবেন, কাহাকেও অবমাননা করিবেন না—শরীরকে উপলক্ষ্য করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা করিবেন না ।৫১

যেহেতু একই চক্ষু যে কারণে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ যেহেতু আত্মিরূপে একই পরমাত্মা দেবমনুষ্যাদি শরীরে ও আপনারও অবস্থিত তুমি শরীরসকল জ্ঞেতিকরেরও একাকারই জানিবে।৫২

প্রকাশ উপাসনা আরম্ভকালে 'ইদম্' এই নির্দেশ পূর্বক সম্মুখে দেখিয়া থাকে—তাহাদিগকে আমার নমস্কার করি।

—আচ্ছা, ভগবান্ করিলে কি হয়?

—ঐ ভূতাত্মকতাদি শ্রীমার্গাবধিতাদি ৫।

ভূতসমূহকে আত্মা দমনবিধি যে জানে।

—শ্রীধরস্বামিপাদ

যে বিদ্বান্ "দমনম্" ইহা জানে, তিনি ঐ পরমাত্মা এবং ঐ আত্মাদি-ভূতকে ভিন্ন জানেন। তিনি সমাসপ্রকরণজ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন।

—পরমাত্মা যদি সৌম্য, আত্মবান্, ভক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ প্রভৃতি অথবা আত্মবিৎ হন—কিম্বা পরমেশ্বরোপলব্ধির জন্যে

ন বিশেষেণ (বিশেষ ভাবিলেন না), অনঘঃ (পাপ করিয়া) ন অনঘম্ (পাপ না করিয়া), ভোজম্ (পাপ বা অপরাধ ভোজন) ভৈক্ষচরিতম্ (ভিক্ষাচরিত্র)। (আত্মা হইলেও) আত্মানম্ (আত্মারও আত্মা) সমীহেত (সম্যক্ চেষ্টা করিবেন)। (কেবল) তত্র (তাহা) প্রাণাদিভিঃ (প্রাণাদিরই) যুক্তং (উপযুক্ত ভোগ), তেন (সেই প্রাণাদিরই দ্বারা) তত্ত্বং (তত্ত্ব) বিজ্ঞায় (বিশেষ রূপে বিদিত হইয়া) বিমুচ্যতে (বিমুক্ত হইয়া থাকে) ॥৫৪-৫৫

যেহেতু নাম-অনাম উভয়ই দৈবাধীন, অতএব দৈবশালী ব্যক্তি যথাকালে ভোজন না পাইয়া ক্ষিপ্ত হইবেন না এবং যথাসময়ে ভক্ষ্যদ্রব্য পাইয়াও অনঘ (পাপী) হইবেন না। আহারের জন্য সম্যক্ চেষ্টা করিবেন, কেবলমাত্র আহারই প্রাণধারণের উপযুক্ত উপায়। প্রাণধারণের দ্বারাই বিচারের দ্বার—সেই তত্ত্ব বিশেষভাবে জানিয়া মানব বিমুক্ত হইয়া থাকে ।৫৪-৫৫

উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট, প্রারব্ধবশে যথাপ্রাপ্ত অন্ন ভোজন করিবেন। তরুণ যাতুবন্ত, প্রাপ্ত শয্যা

অন্ন আছে?

—সকল সাধারণভাবের পর যে এবং যেখানি বিশিষ্ট পাত্র প্রকাশ লয় হইয়া যায়। সকল-সাধারণভাবাপন্নভাবী অন্নের-সকল অনাসুদ্ধই পরমেশ্বর।

—যিনি যে যোনিই থাকুন, যত-অবস্থা প্রাপ্ত হউন না কেন—তিনিই পরমেশ্বর।

—শ্রীনারায়ণেরই কি সর্বাবস্থার কথা আছে?

—হাঁ। শাস্ত্রীয়ভাবে কথিত হইয়াছে—কথা ত্যাগ করত অন্নী হইয়া সৌম্যরূপে পূর্বে বিরত, উপাসীন, সৌম্যের, সৌম্য বস্তু, নিত্য ও পবিত্র এই পরমাত্মা ধারণ করিয়া যে কোন সুখে স্থান করিবেন। এই বিষ্ণুসিদ্ধান্তের ভাব

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু দোষবতা সদৃশম্। ৯৩
অন্যাংশ্চ বিদ্যাদ্ জ্ঞানী দ্বাভ্যাং লৌকিকেষ্বিহ ॥৯৩

ঋষিরা (মৈত্রেয়ে) ঔপনয়ন (ঔপনিষদ যোগ) ক্ষৌর্ (স্নান) ভৈক্ষ (ভিক্ষা) অশনম্ (অশন) [বিধিবদ্ধাবে] অশন (অশন করিবেন) তথা (সেইরূপ) প্রাণ (প্রাণ) বায়ু (বহু, পরিমাণ) তথা (তদ্রূপ) প্রাণ প্রাণ (ব্যাপ্তাণ) পরম (পরম) মুক্তি (বাসনের) অন্তর (সেবা করিবেন)। লৌকিক (লৌকার) তথা (সেবন) অন্তর্ (আদি) ভৈক্ষ (ভাবীর) (অন্তর) জ্ঞানী (জ্ঞানী) লৌক্ষ্ (লৌ) আচমন (আচমন) স্নান (স্নান) ৮ (৩) অন্যান্ (অন্য) বিদ্যান্ (বিদ্বজ্জনগণ)

ন হি স্নান বিকল্পাখ্যা বা ৩ মধ্যেকল্পা হতা।
যা দেহাত্মাং কচিৎ খ্যাতিস্তত: সম্পদতে নরা ॥৯৭

ঘরে (আসন করিবেন). ন তু দোষবতা (বিধি-বিরুদ্ধ হইলে আসন করিবেন না) ৯৩-৯৬

অন্য (জ্ঞানীর) বিকল্পাখ্যা (ভেদজ্ঞানাদি আদি ভিন্ন অন্তর্দৃষ্টি) ন হি (নাই) (বাস্তবিকই), (তথা কারণ) মধ্যেকল্পা (আসার মধ্যস্থের ভাব) হতা (ভিন্নই হয়), কচিৎ (কখনো) যা দেহাত্মাং (দেহাদির সঙ্গে) খ্যাতি (ভেদ প্রতীতি) তথা (দেহাত্মবোধের পর) নরা (আসার সহিত) সম্পদতে (বিলিন হয়) ৯৭

মুনি প্রত্যাখ্যান না করিয়া নীরব রহিবেন ৯৮

যেমন আমি ইহার লৌকিকেই (দেহাদিতেই) বিচরণ করি, সেইরূপ জ্ঞানী লৌচ, আচমন, স্নান অন্য বিদ্বজ্জনগণের লোকদিগের অন্তর্গত রহিবেন—বাহ্যে-অনুষ্ঠানে বিধিবিরুদ্ধ হইয়া রহিবেন না ৯৮

যেহেতু সেই জ্ঞানীর দেহপ্রতীতি নাই, যাহা পূর্বে ছিল আমার সর্বাত্মক-জ্ঞানের দ্বারা দেহপাত পর্যন্ত বিলয় হইয়াছে। অথচ আবশ্যক ক্রিয়াকলাপ আদিতে যে কিছু প্রতীতি দেখা যায়, তাহা প্রারব্ধবশে বাহির অনুষ্ঠিতমাত্র,—অধিকারসম্পাদিকা নহে। অতএব দেহপাতের পর আমার সহিত একীভূত হইয়া মুক্ত হন ৯৭

করিবেন না—যেহেতু আমার সহিত তাঁহার যোগিত করিতে হয়। বিদ্যুৎসিদ্ধ আমার করিলে যেটিরেরও সহিত হয় না। আমরা স্বাধীন বিদ্যার হয়, তখন, সাধারণ, উপায়ে ও পালন করিবেন।

—পক্ষ কত কি ?

—আশ্রম, যোগক, ভগোক, আমার কল ও আশ্রম। বিদ্যার আশ্রম সহিত সহিতা সম্প্রদায়বিমুক্তা অনুসন্ধা প্রকারী হন—আশ্রম।

প্রথম প্রকারের অধিকারকার যদি এক অন্য দেহের হয় যোগক। অনু-মন-বাং-অন্তর সহিতা—আশ্রম। অন্য উপায়ের আশ্রম—আশ্রম কল।

পরমাত্মার 'অন্' উপাসন পূর্বে আমার প্রকারের যোগ করাই সমস্ত অন্তর উপাসনার মধ্য 'আশ্রম' বলিয়া আছিল।

—তাহা হইলে এই দৈহেন্দ্রসাধিনী কর্মত্যাগ করিব না ?

—না।

—দৈহেন্দ্রসাধনী কর্ম প্রকার ?

—মূর্তিক, মূর্তক, মনঃ, সমস্তাদে—ইহারা "বিদ্যুতোক্ত বিদ্যুতমন্ত্র বিদ্যুৎ বিদ্যে,বাহ্যন্ত বিদ্যুৎবন্ধ-প্রতি।"

বিদ্যুৎ ইহাদের কৌশল, বিদ্যুৎই বলি, বিদ্যুৎ আমার যেমনের ইহারা বিদ্যুৎই প্রকার হন।

—প্রতিদিন সমাধানের সময়ে বিধির কত করিতে হইবেন ?

—না। বিদ্যান্ যদি আমাদিই সর্বদাই সমস্ত করিবেন। অধিকারী যেমন সমাধানবিধির সময় উপাধিতে সমস্ত প্রকার করিতে হইবেন তেমন অধিকারী হন, কৌশিক, সমাধানের পরিমুক্ত এমন মুক্ত অধিকারী বিদ্বান, সর্বাত্মাই—ইহা সমাধান উপাধিসম্পন্ন করিতে হইবেন। যেমন বৈদিক সমাধানের সময়ের করিবার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র করিতে যেমন হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

আত্মবিদ্যো বিজানন্ যো মহাভাগবতো নরঃ।
সদ্বিদ্যাসম্প্রদায়ানুরূপ ভবেদবিচারয়ন্ ॥ ১১।১৮।৮

ছন্দসাং মাতরো যস্মাৎ মাতরিশ্বেব সর্বগঃ।
অতিমাত্রমতন্তস্মাৎ ওজঃ বৃদ্ধিমুপাগতম্ ॥৫৮
তদহং পরিমোক্ষেচ্ছো ব্রহ্মণাত্মসমুদ্ভবঃ।
যাবদ্ ব্রহ্মা বিজানীয়াদ্যাবদেব তদাদদে ॥৫৯

ছন্দসাং (ছন্দসমূহের) মাতরঃ (মাতা) যস্মাৎ (যেহেতু) মাতরিশ্বা (প্রাণবায়ু) সর্বগঃ (সর্বব্যাপী) অতিমাত্রম্ (অত্যধিক) অতঃ (এই) তস্মাৎ (সেই হেতু) ওজঃ (ওজঃ) বৃদ্ধিম্ (বৃদ্ধি) উপাগতম্ (প্রাপ্ত হইয়াছে)।৫৮

তৎ (সেই কারণে) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মের দ্বারা) আত্মসমুদ্ভবঃ (আত্মসম্ভূত) পরিমোক্ষেচ্ছঃ (পরিমোক্ষেচ্ছু) যাবৎ (যতক্ষণ) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) বিজানীয়াৎ (বিশেষরূপে অবগত হইবেন) তাবৎ (ততক্ষণ) এব (ই) তদাদদে (তদাদদে) অবগতঃ (অবগতপূর্ব হইয়া) যাবৎ এব তাবৎ (যতক্ষণ ইহা তাহার) তাবতা (তাবৎকালের) আত্মনা (আত্মসম্পূর্কে) পরিমোক্ষে (পরিমোক্ষে অধিকার) ॥৫৯

পরিণাম-দুঃখময় বিষয়সকলে সন্তান-বৈরাগ্য আসিবার, আমার প্রাপ্তিলাভের যিনি শিক্ষিত করেন, এবং যিনি সর্বজ্ঞতা গুরুর সমীপেই যাইবেন।৫৮

অহঙ্কারশূন্য ও দোষদর্শন-রহিত হইয়া ভক্তি-সহকারে আমাকে সহিত আমারই শরণ গ্রহণ করিবে, যে পর্যন্ত ব্রহ্মকে অবগত হইতে না পারিবেন, তাবৎকাল পরিমুক্তি করিবেন।৫৯

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনকে দমন করিতে পারেন নাই, অন্যান্য বিষয়াসক্তচিত্ত, সেই জ্ঞান-

মৃদু হইয়া যিনি অবধি আমার দোষশূন্য আত্মজ্ঞানযুক্ত আমার উক্ত ত্রিবিধি আত্মজ্ঞান সহিত আমার শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহার তখন বিশেষরূপে না হইয়া তখনই তাঁর আমার সহিত।

গীতার অষ্টাদশ পর্ব। ত্রৈবিদ্যম্ ত্রৈবিদ্যের পরিমোক্ষ—এই উপায়। অন্যান্য সহিত যাঁর আমাকে অভিন্নভাবে অন্যান্য তব।

মুক্তস্যাপি নিবাসো যন্নারায়ণপরায়ণ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে।
শ্রীবিষ্ণু ৬।৭।৩৫

যন্নকর্মক্ষয়কৃৎ সর্বঃ প্রসাদস্তস্য ধীমতঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যসহিতস্তস্যৈবোপাসনাদিতি ॥৫০
মুক্তানামপ্যসৌ সাধ্বী নিত্যং হরিপরায়ণা।
সরিতঃ সাগরস্যেব সর্বকল্যাণদা হরেঃ ॥৫১

যৎ (যে) তু (বিশেষ) তৎ (যে) কর্মক্ষয়কৃৎ (কর্মবিনাশক) সর্বঃ (সমস্ত) প্রসাদঃ (ঈশ্বরপ্রসাদাদি বুদ্ধি) (আছে) তস্য (সেই) ধীমতঃ (জ্ঞানবৈরাগ্যসহিতস্য) (জ্ঞানবৈরাগ্যসহিত) (যে) তস্যৈব (ঈশ্বরেরই) উপাসনাৎ (উপাসনা হইতে আমার অভিন্ন ভাবিয়া আত্মার অভিন্ন ভাবিয়া থাকেন)।৫০

যা (যে) সরিতঃ (নদীসকলের) সাগরস্য (সাগরের) সরিতঃ (নদী) যথা (যেমন) তথা (সেই) অসৌ (এই) সাধ্বী (সাধ্বী) নিত্যম্ (সর্বদা) হরিপরায়ণা (ঈশ্বরপরায়ণা) (সেই) মুক্তানাম্ (মুক্তদিগের) অপি (ও) সর্বকল্যাণদা (সর্বকল্যাণদায়িনী) হরেঃ (ঈশ্বরের হইয়া) ॥ (ও) বিষ্ণুম্ (ঈশ্বরকে) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।৫১

বিজ্ঞান-রহিত যদি কেবল ত্রিবেদের দ্বারা উপজীবিকা অর্জন করেন।৫০

পাপাদি দ্বারায় বিদ্ধ হয় নাই, সেই সর্বজ্ঞাত্মক মুক্তাত্মসমূহী যেহেতু ব্রহ্মাদি আত্মসমূহ মুক্তসকলে, জ্ঞানের অভ্যাসেরও আত্মস্থ আমাকেও লক্ষ্য করে, তখন সেই ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।৫১

এ আত্মস্থ। তেমনি নিত্য মুক্তসকল অন্যান্য আত্মাভিন্ন আত্মাসম্বন্ধে একটী উক্তও দৃষ্টান্ত।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আছে:—

যোগজ ঐশ্বর্যসকল জ্ঞানের পরমোপযোগী।
অর্থসকলও সকল অভিলাষের অনুবর্তী।
শ্রীবিষ্ণু ১।১৯।৪১

যোগ, ঐশ্বর্য ও সন্তানের নিত্যসঙ্গি—আত্ম, মন, ইন্দ্রিয় ও সন্তানসকল হয়, আর অভিলাষসকল যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। অন্যান্যসকলেরই সাধনসকলের উপায়। "ঐশ্বর্যে" "ঐশ্বর্যাদি" "ঐশ্বর্য যদি যোগীর ঈশ্বর মুক্তসকলের"।

ব্রিদশার্চ্যঃ সদাসেব্যা তথা ঈক্ষা অনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্ ৪৯২

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মনুশাসনম্ ৪৯৩

ব্রিদশা (দেবতার) অর্চ্যঃ (অর্চ্য)—পূজ্য (অর্চ্যত্বেন বিধেয় যাহা), অধিলা (যাবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয়) সর্ব্বা), অনৌকসঃ (যতিধর্ম্মস্য)—তপঃ (তপস্যা), ঈক্ষা (আত্মতত্ত্বের বিচার); গৃহিণঃ (গৃহীর)—ভূতরক্ষেজ্যা (ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠান); দ্বিজস্য (ব্রহ্মচারীর) আচার্য্যসেবনম্ (গুরুসেবা) ৪৯২

ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য), তপঃ (তপস্যা), শৌচং (শৌচ), সন্তোষঃ (সন্তোষ), ভূতসৌহৃদং (ভূতদয়া), ঋতৌ (ঋতুকালে) বধ্বা (ভার্য্যাসহ) গৃহস্থস্য (গৃহাশ্রম ধর্ম্ম), মনুশাসনম্ (মনুসংহিতার উপদেশ) সর্ব্বেষাম্ (সকলেরই ধর্ম্ম) ৪৯৩

ব্রহ্মচারীর—সদা ও অধিলা পূজা কর্ত্তব্য, যতিধর্ম্মের—তপস্যা (চান্দ্রায়ণাদি), ঈক্ষা (তত্ত্ববিচার) শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, গৃহস্থের—সদা সর্ব্বজন ও ঈপ্সিত ব্রহ্মচারীর—আচার্য্য-সেবাই পরমধর্ম্ম ৪৯২

গৃহস্থধর্ম্মের—ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ভূতদয়া, ঋতুকালে ভার্য্যাসহবাস; এবং আশ্রম উপাসনা সমস্ত লোকেরই ধর্ম্ম ৪৯৩

অন্যান্যাশ্রমেভ্যোঽপি গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—

অথবা সর্ব্বাশ্রমাণাং গৃহস্থ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ।

ইহাই অনুক্রম সঙ্গতি। অনুক্রম অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব।

—শ্রেষ্ঠত্বটি আবার কি?

—"অথবা ইতিপক্ষে অধিলং ব্রহ্ম ও ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ নিঃক্ষত্রা হয়, ইহা আমরা পরশুরামের ইতিহাস পরিক্রমা প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বটি বলিয়া বিবেচনা করিব।

"আর অন্যান্যাশ্রম অধিলং শ্রেষ্ঠ হয়।"

"আর না হয় সন্তোষ অর্থাৎ সন্তুষ্ট আশ্রম হইলে আমাদের শ্রেষ্ঠ হয়ে। ব্রহ্মচর্য্য সহিত ঈক্ষার বিষয় ভূত সমস্তের দান শ্রেষ্ঠ।"

"শ্রেষ্ঠ অনুক্রম বিষয়ে প্রথম পক্ষের ইন্দ্রিয়ক্রমে অধিকার হয়" "শ্রেষ্ঠে প্রথমের ক্রম হয়, শ্রেষ্ঠে ঈক্ষার বিধানই, শ্রেষ্ঠে পূজ্যত্ব"।

"এই শ্রেষ্ঠত্বটি নির্ম্মাণ, বিধান, ক্রেতা, আত্মতত্ত্বী, ঈক্ষাকুশী ও পরিক্রমা প্রভৃতি স্থানে আমাদের হইয়া থাকে।"

ঈদৃশত্বম্ ব্রহ্মচর্য্য পরশুরাম সদা অধিলাদিত্বম্ তথা পরিক্রমাদিত্বম্। প্রথম—অনুক্রম, দ্বিতীয়—সংক্ষেপাদি, তৃতীয়—অনুক্রমাদিত্ব, চতুর্থ—ঈক্ষাদিত্বাদি পঞ্চমাদিত্বাদির অনুক্রম থাকায়, পঞ্চম—ঈক্ষার অনুক্রম অনুক্রম, ষষ্ঠ—পূজ্যত্বাদি তথাদি, ত্রিঃসপ্তাদি এবং সপ্তম পর্য্যন্তের বিষয়ক বিধান বিধি, সপ্তম—সপ্তম আমার অনুক্রম ঈপ্সাদিত্ব, অষ্টম—ব্রাহ্মণত্ব দেখ, ঈক্ষাদি সর্ব্বাশ্রমে ব্রহ্মর্ষি; নবম—আমার অধিলত্ব।

যে যেই এই অখিল লাভের অধিকারী হইয়াছে, তাহারই ক্রমে প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন হয়। প্রয়োজনটি সম্পন্ন হইবামাত্র আমার শুদ্ধত্বলাভ হইয়া থাকে।

—অখিলত্বটি প্রয়োজনটি কি?

—ব্রহ্মচর্য্য না হইলে গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রমীই হয় না।

ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মচর্য্যা ন গৃহস্থো ন বানপ্রস্থঃ।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থ বানপ্রস্থ পরিব্রাজক। ঐতরেয় ১৮৮৩

"আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান অখিলের প্রয়োজনের শুদ্ধ হয়ের না এবং অন্যান্যের আশ্রমের হয়ের না। সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিপূর্ব্বক হইয়া সর্ব্বদুঃখ আমার আত্মা-সম্বন্ধ পরমানন্দ লাভ করেন। সেই অখিলত্বের আমার ঈক্ষা, আমার সর্ব্বাত্মাদি ভাবিয়া পরিক্রমা আমরাই প্রয়োজন করিয়া থাকেন।

ঈদৃশত্বম্ ব্রাহ্মণত্বাদী পরমাত্মাদির লক্ষণ পরিক্রমাত্ব—

দ্বিজত্ব, বিপ্রত্ব, অত্যাস, ত্রিজ, ক্ষত্রাস, ও সপ্তর্ষি—এই লক্ষণাদির উপযুক্ত—বল, বিদ্যা, আশ্রম, প্রজ্ঞাবাস, প্রজ্ঞাত্রাণ, ত্রাণ, ক্ষত্রাদি এই আটটী —যাহার ব্রহ্মবাদের পক্ষ—

যা ত্রৈলক্ষণ্যা সমধিগম্যাদ্যতি-
সম্প্রয়োগপশিস্মরন্তুকিঃ।

ত্রৈলক্ষণ্যের ত্রাস পরিক্রমা সেই বিদ্যা সমস্ত পূর্ব্বাদি বিদ্যাত্রয়ের যে ঈক্ষার অনুক্রমি—ত্রিবিদ্যার শ্রীতি তাহাই পরাগতি।

ইতি যাং স বরারোহে কৃতে বিদ্যাময়ং তনুম্।
সর্বভূতেষু মহাত্মা মাং কশ্চিৎ বিদ্বাংস্তু পূজয়েৎ ॥৪৪

ইতি (এইরূপ) যাং (আমাকে) সঃ (সাধক) বরারোহে (সুন্দরী স্ত্রী) কৃতে (করিলে) বিদ্যাময়ং (বিদ্যাময়ী) তনুং (দেহ) [আমার] সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) মহাত্মা (পরমাত্মারূপে আমার অবস্থান) [ইতি] (ইহা) বুধঃ (বিদ্বান্ সাধক) কশ্চিৎ (কেহ) বিদ্বান্ (শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া) পূজয়েৎ (পূজা করে) ॥৪৪

এইরূপ অনন্যসাধারণ হইয়া যিনি সুন্দরীর দ্বারা নিত্য আমাকে অর্চনা করেন, যিনি সর্বভূতে আমাকে দর্শন করত আমার প্রতিমা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৪৪

অর্চয়িত্বাঽবমানেনাস্থিরা সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্বোৎপত্ত্যাপ্যয়ং ব্রহ্ম কাময়ানা মোপযাতি সা ॥৪৫

অর্চয়িত্বা (যে ভৈরব)। অবমানেন (অবজ্ঞা) অস্থিরা (অচিরস্থায়ী) সর্বলোকমহেশ্বরম্ (অখিল লোকনিয়ন্তা) সর্বোৎপত্ত্যাপ্যয়ং (সকলের উৎপত্তি-লয়রূপ) [অতএব পরী অবজ্ঞেয়] ব্রহ্ম (জ্ঞান) [রূপম্ (রূপধারী বৈদূর্যনিবাসী)] মাং (আমাকে) উপযাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৪৫

হে ভৈরব! অবিনাশিনী ভক্তির দ্বারা সর্বলোকমহেশ্বর, অখিলের উৎপত্তি বিনাশক, সকলের জ্ঞানরূপ বৈদূর্যনিবাসী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৫

—পরাভক্তি লাভ করা যে অবশ্য কর্তব্য।

হাঁ। এখন পরা হইতে কিরূপে পরাভক্তি লাভ হয়

ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্জ্ঞান-লাভের দ্বারা জৈবপ্রকৃতি সর্বতোভাবে বিধৌত হইলে সাধকের পরা ভক্তি লাভ হয়। অনন্তর সাধকের আত্মস্বরূপ বিষয়ে যাবৎ, বৈরাগ্য, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ; অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিহারে পূর্ণরূপ সমর্থ হইয়া পরাভক্তির অর্থাৎ পরম উপপত্তিজ্ঞানের ফলে "ব্রহ্মস্বরূপ" "ব্রহ্ম আমি" এইরূপ বিজ্ঞানভাবে অবস্থানে সমর্থ হয়। অনন্তর পরাভক্তি লাভ হয়।

এই পরাভক্তির নামান্তর জ্ঞানভক্তি। যথা, জ্ঞানী—সমানাই ইহাই বলে।

—জ্ঞানভক্তিলাভের পর কি হয়?

—এই অবস্থাতেই জীবিতের ব্রহ্ম, যেরূপে পরমাত্মা ও ভগবান্ তাহাকে। জ্ঞানভক্তি লাভ হইলে জ্ঞানী, ভক্ত ও ব্রহ্ম ইহাই পরিচিত হইয়া থাকেন।

জ্ঞানযোগ পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকে, পুরুষ। ইহাই পরম জ্ঞানী পরমাত্মা—ইহার আমাকে পরমাত্মা, ঈশ্বর, পুরুষ।

—জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সাধন বিষয়ে বিশিষ্টতর কিরূপ হয়?

—সাধনাবস্থাতে শ্রীভগবদ্গীতা, অষ্টাবক্র ও পরাশরি এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহে এই পরিভাষায় ব্রহ্ম জ্ঞানযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া, ভক্তিযোগ ও ভক্তি বলিয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগ ও ভক্তি বলিয়া, ভক্তিযোগ ও ভক্তি বলিয়া, ভক্তিযোগ ও ভক্তি বলিয়া,

ইতি বর্ণাশ্রমবিনিষ্কর্ষো নির্ব্যাজমুদ্দিষ্টঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্ ॥৪৬

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥৪৭

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ ভবান্ মম।
যথা বর্ণাশ্রমকৃতো ভক্তো মে সম্বিরাৎ পরম্ ॥৪৮

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

ইতি (এইরূপ) বর্ণ-বিনিষ্কর্ষঃ (বর্ণগণের যথা কর্ত্তব্য) (অভিহিত) নির্ব্যাজমুদ্দিষ্টঃ (নিষ্কপটরূপে আমার ঈপ্সিত বিষয়ের) জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নঃ (জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন) বিদ্বান্ (বিদ্বান্ ব্যক্তি) মাং (আমাকে) সমুপৈতি (সম্যক্‌রূপে লাভ করেন) ॥৪৬

বর্ণাশ্রমবতাম্ (বর্ণাশ্রমিগণের) এষঃ (এই) আচারলক্ষণঃ (আচারলক্ষণ) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) সঃ এব (তাহাই) মদ্ভক্তিযুতঃ সন্ (আমার ভক্তিযুক্ত হইয়া) পরঃ (পরম) নিঃশ্রেয়সকরঃ (মুক্তিপ্রদায়ক হয়) ॥৪৭

এবমেতৎ (এবম্ এতৎ) যথা (যে প্রকারে) ত্বম্ (তুমি) মে (আমার) সম্বিরাৎ (শীঘ্র হও), পরম্ (যে পরম)। ভবান্ (তুমি) মম (আমার) পৃষ্টবান্ ঃ (জিজ্ঞাসা করিয়াছ)। এবং (এই) যে (তোমাকে) অভিহিতম্ (বলিলাম) ॥৪৮

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে
শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীজীবগোস্বামিবিরচিতায়াং
লঘুতোষণ্যাম্।

এইরূপ যথোক্ত দ্বারা বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ বিশিষ্ট-রূপে আমার ঐশ্বর্য্য-বিচারে যাহাতে জ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি বিজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্, সত্বর আমাকে সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়া থাকেন ॥৪৬

বর্ণাশ্রমিগণের এই আচারলক্ষণ (নিষ্কলোক প্রাপ্তিরূপ) ধর্ম্ম যদি আমার ভক্তিযুক্ত হয়, তাহাই সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠ হইয়া মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে ॥৪৭

হে সাধো উদ্ধব! যথোক্তসম্পন্ন ভক্ত কিরূপে পরমাত্মা আমাকে প্রাপ্ত হন, তুমি ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে——তাহা তোমাকে বলিলাম ॥৪৮

শ্রীউদ্ধবের বলিয়াছেন—

অষ্টাদশস্থ ত্রিবিধঃ ভাবঃ বিস্তৃতিমুদ্ধবে।
এবম্ বিজ্ঞায় মুনয়ে পুরাবো ব্রহ্মণঃ। ১৮ (১৯ অঃ)

মুনয়ে মুনির্বিশিষ্টে ভাবে আমি তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব: উপদেশ বলিলাম। এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোক মূল শ্লোক হয়।

পারিভাষিক ও উদ্ধবাদিতেও আমরা তথাই বলিয়াছেন।

ভাবের নির্ব্বিশেষ বিষয় বিজ্ঞানের জন্যই আমাদের। এবং যে-জন্য ভক্তিযুক্ত হইলে সাধকের তোমা নিত্য লাভ হয়—ইহাদ্বারাই সমস্ত কথা বলেন।

ভাবের তোমা সমস্ত নাই, তাঁহাদের পক্ষাপক্ষি "আমি তোমার পরমাত্মা" এই ভাবনাই অবলম্বনীয়।

শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে তোমা বলিয়াছিলেন—

যথা ত্বম্ মম পরম্ যান ত্বমেবং পরম্ পরম্।
এবম্ সংসাধ্য যোগেন মামেবং বিদ্ধম ॥১১।১৫।৫৫।

"আমিই পরম এবং তুমি, আমিই পরমাত্মা তুমি," এইরূপ বিশেষ বলিয়া বিশেষাদি আমার আত্মপ্রাপ্তির হয়। সকলেই অধিকার পাইয়া। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেই পথ অবলম্বনে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায় শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীজীবগোস্বামিবিরচিত লঘুতোষণী-নাম্নী
অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যেহেতু তুমি আমার নিকট পড়িতেছ বলিয়া কথা কহিতেছ।
তোমাদিগ পরিত্রাণের নামকীর্ত্তন ওকার্জ্জন! ৫২৯

প্রভাসখণ্ডে—

মধুরমধুরেতস্মন্নমনামাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ৫৩০

এবঞ্চ শ্রীভাগবতে—

হরতি দয়িতকৃষ্ণ সাম্রোলাসং মুখং মে
যদহহ পরমার্দ্ধ্যপ্রাপ্তৈরেভিরি ধিগ্ধিগেবমঘ ৫৩১

অগ্নিপুরাণে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম যস্তু মে কীর্ত্তয়েন্নরঃ।
তস্যাহং নাশয়ামি পার্থ জন্মত্রয়কৃতং অঘ ৫৩২

অতএব যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অথবা অবজ্ঞা করিয়া আমার নাম ঘোষণা করে, তাহাদের আমি তিনজন্মের সঞ্চিত পাপ ক্ষয় করিয়া থাকি, অন্য কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না ৫৩৩

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! এই নাম মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গলেরও মঙ্গল, সকল বেদরূপ বৃক্ষের উত্তমফলস্বরূপ বিরাজমান। অজ্ঞানেও অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যদি একবারও ইহা সঙ্কীর্ত্তনরূপে গীত হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণনাম নরমাত্রকে ত্রাণ করেন ৫৩৪

হে [illegible], মুনিগণ যুক্তিযুক্ত তর্ক দ্বারা কলিযুগে কৃষ্ণকর্ণ ভাজিতে অক্ষম অর্থাৎ ইক্ষুমূল যেমন উপরে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার বলরাম অস্ত্র, কৌস্তুভাদি ভূষণ, সুদর্শনাদি অস্ত্র ও পঞ্চজন্যাদি পার্ষদগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তনরূপ নামযজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন ৫৩৮

যাহারা শ্রদ্ধা অথবা অবজ্ঞা করিয়া আমার নাম ঘোষণা করে, হে পার্থ! তাঁহাদের নাম আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে ৫৩৯

Regd No C 67

12 JUN 1952

অগ্নিপুরাণে—

ন নাকস্থস্য জানং ন নাকস্থস্য তর্কম্।
ন নাকস্থং ধ্যানং ন নাকস্থস্য কর্ম্ম ॥৯৯
ন নাকস্থস্যোল্লাসো ন নাকস্থস্য পদ্ম।
ন নাকস্থং পুণ্যং ন নাকস্থী স্মৃতিঃ ॥১০০

কিঞ্চ—

নাকের পরমা মুক্তি নাকের পরমা গতিঃ।
নাকের পরমা শান্তি নাকের পরমা স্থিতিঃ ॥১০২

নাকের পরমা ভক্তি নাকের পরমা মতিঃ।
নাকের পরমা প্রীতি নাকের পরমা পুষ্টিঃ ॥১০৩

নাকের কারণ জন্মো নাকের প্রভুরেব চ।
নাকের পরমোপায়ো নাকের পরমো গুরুঃ ॥১০৪

কিঞ্চ—

নাকমুক্তান্ ভবান্ দৃষ্ট্বা স্থিত্বা তত্রাতিদেশে বয়ঃ।
ন যো নরঃ পরমং স্থানং বিষ্ণুরা সহ মোদতে ॥১০৫

নাকের পরম জ্ঞান নাই, নাকের তুল্য তর্ক নাই, নাকের মত ধ্যান নাই, নাকের সমান কর্ম্মফল নাই ।৯৯

নাকের তুল্য আনন্দ নাই, নাকের মত পদ্ম নাই, নাকের সমান পুণ্য নাই, নাকের তুল্য স্মৃতি নাই ।১০০

নাকই পরমা মুক্তি, নাকই পরমা গতি, নাকই পরমা শান্তি, নাকই পরমা স্থিতি ।১০২

নাকই পরমা ভক্তি, নাকই পরমা মতি, নাকই পরমা প্রীতি, নাকই পরমা পুষ্টি ।১০৩

নাকই জগতের কারণ, নাকই প্রভু, নাকই পরম উপায়, নাকই পরমগুরু ।১০৪

যে মানব নাকমুক্তগণকে দেখিয়া মোক্ষলাভ করে, সে পরমেশ্বরের সহিত বিষ্ণুর [illegible] আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে ।১০৫

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনমহিমা।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারাখ্যমিদং তৌর্যত্রয়ং তত্ত্বং চতুষ্টয়ম্।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জুন ॥৩১

শ্রীভগবান্—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥৩২

নারদ পঞ্চরাত্র—

কৃষ্ণমন্ত্রো হিতঃ পুংসাং সদা ভবতি সর্বদা চ।
স এবৈষঃ জগৎপূজ্যঃ প্রকৃষ্টঃ পুরুষৈঃ স্মৃতঃ ॥৩৩

ঐ ১০ অধ্যায়—

কৃষ্ণসংকীর্তনং তুর্যং পুরাণৈঃ পরিগীয়তে।
শ্রোতৃবক্তৃপ্রবক্তারঃ পুরুষৈঃ সপ্তভিঃ সহ ॥৩৪

হে অর্জুন! সেই হেতু ওঙ্কারাত্মক নামসকল ভজনা কর; নামযুক্ত আমার প্রিয়। হে পার্থ! তুমি নামযুক্ত হও ॥৩১

চিত্তদর্পণ মার্জন, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্বাপন, শ্রেয়রূপ কুমুদিনীর চন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূ জীবন, আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন, প্রতি পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন, সর্বাত্মার তৃপ্তিকর, পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের জয় হউক ॥৩২

ব্রহ্মমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাকে জগৎ-পূজ্য বৈষ্ণব বলেন ॥৩৩

কৃষ্ণসংকীর্তন ব্রহ্মবাক্যেই সকল শাস্ত্রপুরাণের মত শ্রোতা ও কীর্ত্তনকারীকে পবিত্র করেন ॥৩৪

[ষষ্ঠবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৭৫] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতাক্ষর-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক টানাটানির দরুণ ও সর্ব্বত্রই মহামান্য সরকারমহোদয়ের আদেশানুসারে এই পুস্তক মূল্যবৃদ্ধি দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যস্বামীতীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

কার্যাধিকারী :—
শ্রীসরস্বতীপ্রেসলিমিটেড
(সরকার সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামেশ্বর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনরেন্দ্র ঘোষামী কাব্যতীর্থ
শ্রীহরিপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ স্মৃতি-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীনিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্. এ

মুদ্রণ-কর্মিবৃন্দ :—
বিভূতি বিদ্যালঙ্কার।
ডাঃ শ্রীনিবেদন নাথ বে, এম্. বি., ডি. ও এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ্., ডি. টী. এম্. এড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসরস্বতী-
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৬২, পি. তারিণী, ডি.
রোড, কলিকাতা—৫৫ হইতে প্রকাশিত ও
৯৪, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ মহেন্দ্রযাত্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
১৯ই বৈশাখ, ১৩৬২।

কার্য্যালয় :—
৩৮বি, বিধান সরণী (হিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৮-৪১০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যমাস পাক্ষিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১ই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি, প্রজাপতি-পুত্তিকাদি নব ছন্দে পুস্তিকাদি, সমাজনীতি-বিজ্ঞান ও ইতিবৃত্তমূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ত্রিমাসিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে ত্রিমাসিকাকারে ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যমাস যথাযথাভিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৪'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটী সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে অফিসকে। কার্য্যালয়কে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং মণিঅর্ডার "সম্পাদক আর্য্যমাস, ৩৮বি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখির বিশেষ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নীতই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হলে অফিসে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যমাসের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ভাকে পাঠাইবার বিশেষ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-খরচ অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগে যাহাতে অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. আর. ঠি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যমাস

শ্রীশ্রীভগবান ভরসা

শ্রীশ্রীঈশানুবেশ বাণী

পূজনীয়
ব্রহ্মচারী-বৃন্দ
বৌমারী
গৌহাটী

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় ভারতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটী করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পরবর্ত্তী প্রকাশন
বঙ্গানুবাদ সহ
"মহাভারত"

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[অক্ষোঃ, সাধনস্য, ফল-নিরূপণাদীনাং চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

যো বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য আত্মবান্ বানুভবিকঃ।
আত্মানাত্মবিদং আত্মা জ্ঞানক ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥১

জ্ঞানিনমুদ্ধবেত্যেবং আহুর্যো বেদপূরুষ ইতি।
যশ্চৈবোপরতশ্চ ব্যক্তোঽর্থো মৃত ইতি হ ॥২
আত্মবিজ্ঞানবানিতি: পক্ষে ত্রৈগুণ্য বিপুর্যয়ে।
জ্ঞানী ত্রিগুণমোঽপ্যেতে যে জ্ঞানেনার্থো বিপর্যয়ে
যাদৃ ॥৩

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—যঃ (যিনি) বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বঃ (অনুভব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ) (অথচ) আত্মবান্ (আত্মজ্ঞানী) ও বানুভবিকঃ (কেবল শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান করেন), (তিনিই) ইহ (এই) (আমার মতে) জ্ঞান (জ্ঞান) ও (এ) বাক্যার্থের (তাৎপর্য—ইহা জানিয়া) যদি (যাহাকে) সম্বোধনে (সম্বোধন করিলেন)॥১

জ্ঞানিনমুদ্ধবেত্যেবং আহুর্যো বেদপূরুষ ইতি। যশ্চৈবোপরতশ্চ ব্যক্তোঽর্থো মৃত ইতি হ ॥২ আত্মবিজ্ঞানবানিতি: পক্ষে ত্রৈগুণ্য বিপুর্যয়ে। জ্ঞানী ত্রিগুণমোঽপ্যেতে যে জ্ঞানেনার্থো বিপর্যয়ে যাদৃ ॥৩

অন্বয়ঃ

(যেহেতু) অহম্ (আমি) এব (ই) জ্ঞানিনং (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ) ইতি (ভাগবতিক ইতি), যঃ (যে) বেদপুরুষ (ও ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন) ব্যক্তঃ (প্রকট, অনুভব), (সেই হেতু) (ইহারও) অর্থঃ (অর্থ), অপার্থঃ (মুক্তি), অন্তঃ (অন্ত) অথো (অবসান) মৃত্যু (আমি বলিয়াছি) ও ত্রিগুণ (ত্রিগুণ হয়)॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[ভক্তি, সাধন ও ফল-নিরূপণাদি সম্বন্ধের বর্ণন।]

যোগাস্ত্রয়োময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি আত্মানুভবের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, শ্রোত্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠ, কেবল শাস্ত্রোক্তানুষ্ঠানকারী নহেন, তিনি এই অহং-ব্রহ্মবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য—যাহাকে অবলম্বিতব্যার্থ অবগত হইয়া জ্ঞান ও জ্ঞানের সাধন আমাকে সম্যগ্‌রূপে সমর্পণ করিবেন।১ (১)

আমার জ্ঞানীর আমিই বাচ্য—ভাগবতশ্রেষ্ঠ ও আমার সাধন বলিয়া কথিত, এরূপ আমার জ্ঞান করত তাঁহারা অনুভবী, মোক্ষ অথবা অন্য ত্রিগুণ হয় নাই।২

আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা বিপুল-অহংব্রহ্মতত্ত্বই আমার অনুভব করত বিদিত আছেন। এই হেতু জ্ঞানী আমার ত্রিগুণহর, যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানী আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।৩

(১)—জ্ঞান শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণ করিবে কি?

—হাঁ। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানী এই হৈত জগৎ আমার বিভূতিরূপে ও আমার মায়ায় আবিষ্ট জানিয়া জগৎ ও তাহার সুখ আমাকে সমর্পণ করিবেন—ইহাই ঋষি বিশ্বামিত্রের। "এই বিশ্ব ব্রহ্ম"—এই জগৎ ব্রহ্ম-দর্শনের বৈতবিভূতি হয় না। "আত্মবান্ সর্বং" এ জগৎ আত্মা। আত্মা বিভু, তাই একমাত্র সত্যস্বরূপ আত্মাকে, যা ব্রহ্ম—এই জগৎ এবং জগতের সাধন শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণ করিয়া জগৎ ত্যাগ করিবে হয়।

—জগৎ সাধন কি?

অথাগ্নিহোত্রমাত্মিয়ং জ্ঞানার্থং ন্যাসিনাং সত্রম্।
আসংস্কারপ্রপঞ্চস্য গৌণং ত্রৈবর্গিকাগ্নিবিধিঃ ॥৪

—শ্রীভাগবত ১১৯

আত্মজ্ঞানার্থিনী, আত্মজ্ঞানদা, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, সাধনস্বরূপ, আত্মসংস্কারপ্রপঞ্চ, গৌণ, ত্রৈবর্গ (ধর্মার্থকামসিদ্ধিদা)। সন্ন্যাসীর সাধন, বিদ্বৎসন্ন্যাসের, নিত্যকর্মাদির, যজ্ঞ পূজা যজ্ঞ, প্রাণাগ্নি, হবন ও ভোজন ব্রহ্মার্পণ প্রভৃতি সাধন, পূজা, যজ্ঞ ও

তপস্ত্যাগো দমঃ শৌচং পবিত্রাণীরিতানি চ।
যমস্তু সুখহিংসা বা আনবদ্যমৃতং তথা ॥৪
তস্মাদ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভব মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥৫
জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্ ॥৬

ত্বয়্যুদ্ধবাবভাতি বস্তুবিদ্বিতো বিকারো
মায়ামাত্রত্বান্ন বাস্তবমর্থেরোর্ধং।
তর্কাপ্রোহপ্যবসতি নাস্তমেতি কিং তু-
বাস্তত্বেনোর্বিলক্ষ্যোঽপি অমেব অন্যঃ ॥৭

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ (জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন) নরা (মানবেরা) লোকে (পরমার্থলাভে) পরং (পরমপদ) নিঃ (আমার) মদ্ভাবী (সেই জাতী) জায়তে (জন্মলাভ করে) বৈ (আমারই) বিভূতী (বাক্য স্বরূপ), অতঃ (এই হেতু) জ্ঞানী (জ্ঞানী) মে (আমার) প্রিয়তমঃ (প্রিয়তম) ॥৩

ত্ব (হে) জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা) মাং (আমাকে), আত্মনি (হৃদয়ে), ঈশ্বরং (ঈশ্বর), আত্মনা (দেহ), ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সর্বযজ্ঞপতিং (সর্বযজ্ঞের অধীশ্বরস্বরূপ) মাং (সেই) নিঃ (নিশ্চিত) বৈ (এই) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) মুনয়ঃ (মুনিগণ) অগমন্ (লাভ করিয়াছেন) ॥৬

যেমনভাবে জ্ঞানের দ্বারা যে সিদ্ধি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই সিদ্ধি তপস্যা, ত্যাগ, মনঃসংযম, সংযমাদি অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বিহিত ধর্মকর্মের দ্বারা লাভ হয় না ॥৪

অতএব হে উদ্ধব! জ্ঞানের সহিত আপনার আত্মাকে অবগত হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া আমাকেই ভজনা কর—অন্য সমস্ত পরিত্যাগ কর ॥৫

হে উদ্ধব! প্রকৃতি-কার্যরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণাদি বিবিধ বিকার যে মোহাত্মক প্রতীত হয়, তাহা মায়াপ্রসূত আবরণের দ্বারা মধ্যেই বিরাজিত হয়, যেহেতু আদি ও অন্ত তাহা নাই। অতএব এই যেহেতিই সেই অনাদি বিকারসমূহ হয়, অথবা

মুনিগণ প্রতি অনাদিকাল হইতে ও অদ্যাপি সংসিদ্ধিলাভ, আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি, শুদ্ধ নির্বিকারের অবস্থান, অন্তঃকরণের নিয়ন্ত্রণ, আত্মজ্ঞানসম্পন্নতা এবং অন্তঃকরণের প্রসন্নতার মধ্যেই উদ্ধব আমাদের এই বিশেষটী জ্ঞানের সাধনকে শ্রীভগবান্ স্বীয়ার ভাবে বলিয়াছেন। উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ ভক্তিতে হইবে।

—অনন্তর জ্ঞানি-ভক্ত কি করিবে?

—"ব্রহ্মণি" এই ভাবে নিজে বিভিন্নরূপ ভক্তিসহকারে, আত্মা যেন দেহ হইয়া বিরাজ, তিনি ভক্তিভাবে শ্রীভগবানের

ভজন করিবেন।

—ঈশ্বরের ভজনের প্রকার কি?

—তাহাই ঈশ্বরের ভজন। যথাহি শাস্ত্রান্তরে

প্রকৃত্যা যন্ত্র শাস্ত্র দ্বারা প্রভু ভজনমুচ্যতে।
অজ্ঞানাদ্ যেন তং সর্বভজনা অপরে। ৩।৩।৩৩
—মূলতন্ত্রবিধান।

অন্য পক্ষে, শ্রীগুরুদেব পর- ব্রহ্ম আমার সত্য—এবম্বিধ জ্ঞান হইয়া যেন ভক্তিতে হইবে। তাহার পরের ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ভজন—ভক্তি সম্ভবিত হইবে। মূলে মূলে পরমেশ্বরই

ঈশ্বর উবাচ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যতৈতৎ
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্।
আখ্যাহি বিদ্বন্ বিষমূর্তে
স্বস্থঃ কথং বা ভগবন্নিবৃত্তম্ ॥৮
তত্ত্বানি বাস্তব্যবতা তথাত্মি-
ন্নস্মাত্তথাপ্যাবয়তাভিধাং ॥৯
বক্তুং ভবান্ সম্প্রতিকং বিধিজ্ঞ
কালাহিনা ক্ষুদ্রমুখোক্তদংশম্।
সমূহতেঽকৃপয়াপবর্গৈ-
র্যঃ চোদিতোঽসি ময়মুজেন ॥১০

ঈশ্বরঃ (হে ঈশ্বর)। যদি (তোমাকে) কঃ (যে) বিদিতঃ (বিশেষরূপে জানে) যৎ (যে) বিজ্ঞানঃ (বিজ্ঞান) (যোগাদি) আত্মকৃতি (আত্মা কর্তৃক আছে), (তাহা) যদা (যখনই) (যেই অবস্থা হইলে) অন্তঃ (মধ্যে) আত্মকৃতি (আছে হয়)—আত্মপর্যন্তঃ (আত্মতে) ন (নহে), (এই বিশ্বের) তত্ত্ব (যেই বিজ্ঞানের) তদা (সেই) অন্তরঃ (অন্তর্হিত হয়) ন্যা (হয়), (তোমার) তৎ (তাহা) কিম্ (কি)? তৎ (যেহেতু) অন্তঃ (অন্ত বস্তুর) আত্মকৃতঃ (আদি ও অন্ত) যৎ (যাহা) মধ্যে (মধ্য) তৎ (তাহা) এব (ই)।৭

ঈশ্বরঃ ঈশ্বর (ঐশ্বর্যবান্), —বিদ্বন্ (হে বিদ্বান্)। বৈরাগ্য-বিজ্ঞানযুতং (বৈরাগ্য-বিজ্ঞানযুক্ত) যৎ (যে) বিপুলং (বিস্তৃত) জ্ঞানং (জ্ঞান) যতঃ (যে প্রকারে) বিপুলং (বিপুল) (বিস্তৃত হয়), বিষমূর্তে (হে বিষমূর্তে)- অন্তর্ভিধেয়ম্ (আপনার অভিধেয়রূপ) আখ্যাহি (বলুন)।৮

ঈশ (হে ঈশ)। যোগে (লক্ষ্যে) তত্ত্বানি (সকল তত্ত্ব) বাস্তব্যবতা (বিজ্ঞানের দ্বারা) অস্মিন্নস্ত (বিশেষিত) তথাপি (সমাধির) তব (আপনার) অস্মিন্নস্তরূপ-স্মাৎ (পরমপুরুষরূপ হয় বলিয়া) আবয়তাভিধাং (পরমাত্মার বাচক ভিন্ন) অন্তঃ (অন্য) সকল (আত্মার) ন (নহে) তত্ত্বানি (প্রতিপাদ্য হয়)।৯

বক্তুং (হে আচার্য)! অধিম্ (এই) বিধিং (সকলের

আধ্যাত্মিকাদি বিজ্ঞানের দ্বারা বিস্তৃত জ্ঞান সকলসাধারণে অধিকার পাইয়া জীবের সকলদিকে অভ্যুদয়কারী আপনার চরণানুগমরূপ হয় কিন্তু আমার বোধগম্য হয় না।৯

হে আচার্য। এই সংসাররূপ সর্পাকৃতি কালরূপ ক্ষুদ্র বিষমুখে বিষম দংশনকারী, তাহার কালরূপ দর্পের দ্বারা দষ্ট আমাকে কৃপাপূর্বক উদ্ধার করুন ও মোক্ষসাধনভূত বাক্যসমূহের দ্বারা উপযুক্তরূপ অধিকারি করুন।১০

ঈশ্বরঃ ঈশ্বর।

যদ্যপি সর্বজ্ঞতাময় তথা সর্বজ্ঞতা যুক্ত।

যেহেতু সর্বজ্ঞতা তৈলে বিজ্ঞানকল্প ন আপনার তত্ত্ব এই —জ্ঞান কি?

—যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মাদিতত্ত্বে তত্ত্ব প্রকাশি যাবৎ পর্যন্ত

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যুক্তঃ পূজয়া রাজা ভীমঃ ধর্মভৃতাং বরঃ।
অভাষতেদং পশ্যন্তঃ সর্বেষাং মোহমুদ্ধুবন্ ॥১১
নিমৃজ্য তদতে মুখে হৃষ্টরোমদৃগিন্দ্রিয়ঃ।
প্রেম্ণা গদ্গদয়া বাচা পুণ্ডরীকেক্ষণং নৃপঃ ॥১২

মূলম্) কর্মণিকম্ (কর্মমূলরূপ গঠিত) (ভবায়) সংসারিণাং (সংসারধর্ম যাদের) পরঃ (পর) কৃষ্ণঃ-ত্বাম্ (কৃষ্ণ রূপ আপনাকে) এব (এই) তৎ (তত্ত্ব আমাকে) সন্দিদেশ (উপদেশ করেছেন)। অনবদ্যাঃ (দোষশূন্য) খলু (নিশ্চয়) ধর্মাদিষু (ধর্মপ্রভৃতিতে) কৃতাঃ (কৃতপ্রশ্নরূপ) তে (তোমার) অমী (এই) মতয়ঃ (বুদ্ধি সমূহ) সংশয়ম্ (সংশয়কে) এতং (এই) হৃদি (হৃদয় থেকে বিচারণা করিলে এইরূপ) বিদ্বন্নরাণাম্ (বুদ্ধিমানদের) ন (নয়) হি (নিশ্চয়) ভীম (ভীমসেন) অর্হসি (বিচারণা করেছ)। [উত্তর নিজে] মুনে (হে) ব্রহ্মন্ (ব্রহ্ম) কথা (কথা) এবং রূপং (রূপ) পরস্য (পরম) মোহ-

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভীমসেন! আমাকে মুনিগণের অবতারে অবতীর্ণ দেখে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মোহমুক্ত আমাদের সম্বন্ধেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনের জন্যে সংসারধারী তোমার পূত এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।১১

তাতে মুখ নিম্নে হইলে পুলকাঞ্চিত নিমেষরহিত নিয়ন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির বহু ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রেমে গদগদবাক্যে জিজ্ঞাসা করেন।১২

প্রেমের ভীমের মুখে এক জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভক্তি সহিত সেই ধর্মসমূহ আমি তোমাকে

ধর্মান্ (মোক্ষধর্ম) অনুক্রম্য (বিস্তার করিয়াছিলেন)॥১১-১৪

(অনুবাদ) প্রেমোদ্ভূতাঃ (প্রেমপূর্ণের মুখ হইতে) অমলম্ (শুদ্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান বৈরাগ্য-ভক্তি-সম্পত্তিযুক্তম্ (জ্ঞান-বিজ্ঞান বৈরাগ্য-ভক্তি-সম্পত্তি সহিত) যান্ (সেই) ধর্মান্ (ধর্মসকল) অথ (আমি) তে (তোমাকে) অভিধাস্যামি (বলিব)॥১৩

মূলম্) [প্রথমি তাবৎ মূলকারণ] (প্রকৃতি মূলে যার অবয়ব, পঞ্চভূতে এই) ইদং (এটি) একাদশ (ইন্দ্রিয়বিকল্প ও মন এই) পঞ্চ (পঞ্চ সংখ্যক) ত্রীণ্ (তিন) তাবৎ (সপ্তদশ তত্ত্বের) দেবং (যে অবয়ব যার) (এই ষোড়শবিধি তত্ত্ব সমূহের) ইতঃ (দৃশ্য জগৎ), অথ (দৃশ্যের পর) অপি (আর) এতৎ (এই সকল) তত্ত্বানাম্ (পদার্থের) একং (একত্ব) (পৃথক্ পৃথক্ সত্তার যারা সকল করে) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) যৎ (অবিভক্ত) বিদুঃ (বৈদ্য বিদ্বান্)॥১৪

বলিয়াছি।১৩

প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্তদশ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ; পঞ্চভূতাত্মক ও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণময়—এই ষোড়শবিধি তত্ত্ব প্রধানাদি স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত কার্য অবয়বে ইহা বিদ্যমানরূপে দৃষ্ট হয়, অথচ এই তত্ত্বসমূহে একমাত্র পরব্রহ্মের অনুস্যূত এই জগৎ পরব্রহ্মেরই কার্য মাত্র—এই বিবিধ জ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়—তাহাই জ্ঞান।১৪

সমস্তজগৎরূপে আসিয়া ও সেই সমস্ত একমাত্র পরব্রহ্মের অনুগত হেতু যায়, তাহাই জ্ঞান। এই জগৎ প্রপঞ্চ তাহা-স্বরূপের দৃষ্টি হইলেও ইহা পরম তাৎপর্যতত্ত্ব—তাহা হইতে

ভবতি যত্ন, অনুভূত হয়।

অতঃ একাদশস্কন্ধম্ ১৯।১১।১।

সর্বানুভূত একমাত্র পরব্রহ্মের উপলব্ধি জ্ঞান।

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
বিদ্যাদাত্মন্যমুত্রাপি সর্ব্বত্রানাবৃতেক্ষণঃ ॥১৪॥
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যদ্বিশেত তদেব সৎ ॥১৫॥
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥১৬॥
কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥১৭॥
ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥১৯॥
জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যক্তেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥২০॥

ন (নহে) যেন (যে) একেন (একের অনুভব, একাদশ অধ্যায়ে যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সে সকল) তথা (পূর্ব্বোক্ত রূপ বোধক হয়, কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই বোধক, তথায়) এতৎ (ইহা) এব (ই) বিজ্ঞানে (বিজ্ঞান) বিজানীয়াৎ (বিজ্ঞানবান্) আত্মানং (আপনি) পরং (শ্রেষ্ঠ)। (যে হেতু) আদৌ (উৎপত্তির), অন্তে (প্রলয়ে), মধ্যে (স্থিতির) সৃজ্যাৎ (যাহা হইতে) সৃজ্য (যাহা হয়) [প্রতি] যৎ (যাহা) অন্বিয়াৎ (অনুগমন করে), তৎপ্রতিসংক্রমে (তাহার লয়ে) যৎ (যাহা) বিশেৎ (শেষ থাকে), তৎ (তাহা) এব (ই) সৎ (সত্য)।১৪-১৫

শ্রুতিঃ (শ্রুতি), প্রত্যক্ষম্ (প্রত্যক্ষ), ঐতিহ্যম্ (ঐতিহ্য), অনুমানম্ (অনুমান)—এই চতুষ্টয়ং (চারিটী) (প্রমাণ) প্রমাণেষু (প্রমাণবিষয়ে) অনবস্থানাৎ (সর্ব্বত্রানিশ্চয় অবস্থানের অভাব হেতু) (অন্যত্র হেতু) (অন্যত্রনিশ্চয়ের হেতু) বিকল্পাৎ (প্রমাণ হইতে) সঃ (তক্ত) বিরজ্যতে (বিরত হয়)।১৬

বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী) তথা (অবশ্যম্ভাবে) পরিণামিত্বাৎ (পরিণামিত্বহেতু) আবিরিঞ্চ্যাৎ (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) (অবশ্য ভোগ্য) অদৃষ্টম্ অপি (অদৃষ্ট হইলেও) দৃষ্টবৎ (দৃষ্টের ন্যায়) অনঘ (অনঘা!) (অতএব) অমঙ্গলম্ (অমঙ্গল কর্ম্মফল) পশ্যেৎ (দেখিবেন)।১৭

অনঘ (হে নিষ্পাপ)। শ্রীয়মাণায় (শ্রীতিপ্রাপ্ত) যে (যোগাকে) ভক্তিযোগঃ (ভক্তিযোগ) পুরা (পূর্ব্বে) এব (ও) যথা (আমাকর্তৃক) উক্তঃ (কথিত হইয়াছে)। পুনশ্চ (পুনরায়) মদ্ভক্তেঃ (আমার ভক্তির) পরম্ (পরম) কারণম্ (কারণ) কথয়িষ্যামি (বলিব)।১৯

জাতশ্রদ্ধঃ (শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে) মৎকথাসু (আমার কথায়) নির্ব্বিণ্ণঃ (বিরক্ত) সর্ব্বকর্ম্মসু (সকল কর্ম্মে) বেদদুঃখাত্মকান্ (বেদোক্ত দুঃখাত্মক) কামান্ (কাম্য কর্ম্ম) পরিত্যক্তে অপি (পরিত্যাগ করিলেও) অনীশ্বরঃ (অসমর্থ)

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
বিদ্যাদাত্মন্যমুত্রাপি সর্ব্বত্রানাবৃতেক্ষণঃ ॥১৪॥

এতদেব (এই প্রকারই) হি (নিশ্চয়) বিজ্ঞানং (বিজ্ঞান) ন (নহে) তথা (সেইরূপ) একেন (একের দ্বারা) যেন (যে প্রকার) যৎ (যাহা) বিদ্যাৎ (জানিবে) আত্মনি (আত্মাতে) অমুত্র (পরলোকে) অপি (ও) সর্ব্বত্র (সর্ব্বত্র) অনাবৃতেক্ষণঃ (অনাবৃত দৃষ্টি)।

ঔনবিংশ অধ্যায়ে যে পদার্থসকল পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, তাহাদিগকে পূর্ব্বরূপ না দেখিয়া যাহা একমাত্র পরম তাহাই অন্বয়ে এবং ব্যতিরেকে দৃষ্ট হয় তাহাই বিজ্ঞান—অনুভবাত্মক জ্ঞান। বিজ্ঞানাত্মক জ্ঞানদ্বারা পদার্থসমূহের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় বুঝিতে হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে আদিতে ও অন্তে যাহা কার্য্য হইতে ভিন্নরূপে অনুভবসিদ্ধ তাহা সেই কারণসকলের প্রলয়ের দ্বারা অবশেষ থাকে তাহাই সৎ—পরমার্থভূত।১৪-১৫

শ্রুতি—"যেন শ্রুতমশ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ—সাধারণ কার্য্য দ্বারা তত্ত্ব বুঝিতেছেন বোধ হয় না; ঐতিহ্য—ইতিহাস, অনুমান—কার্য্যদ্বারা তত্ত্বিষয়ে জ্ঞানের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন। শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, ও অনুমান এই প্রমাণচতুষ্টয় প্রমাণসকলের দ্বারা অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ বিষয়ী প্রমাণ হইতে বিরত হইবেন।১৬

সুতরাং কর্ম্মসকলের পরিণামিত্বহেতু ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অদৃষ্ট সুখ ও দুঃখের ন্যায় অমঙ্গল, জ্ঞান-নিষ্ঠ বিবেকী ইহা দর্শন করিবেন।১৭

হে নিষ্পাপ! যদিও ভক্তিযোগ পূর্ব্বে তোমায় বলিয়াছি, তথাপি তাহাকে তোমার অনন্য অভিনিবেশ দেখিয়া পুনি আনন্দিত হইয়াও বলিয়া আমার ভক্তিলাভের হেতু (প্রধান) কারণ পুনরায় বলিতেছি।১৯

—বিজ্ঞান কি?

—জিজ্ঞাসার মূল অন্বয় আদি পদার্থ যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, সব পদার্থের—পদার্থমাত্র কিন্তু বিভিন্ন বিভু বিজ্ঞানের সাধারণের হয় না। সর্ব্বত্র অনুভবসিদ্ধ দেখিয়া দেখিয়া বিজ্ঞানস্থ দেখিয়া পদার্থসমূহ বর্ত্ত হইয়া যায়।

আয়ুঃ পরিমৃষ্যাদাঃ সর্বাসৈরভিবর্ধনম্।
মন্ত্রকল্পসূত্রাভ্যবিদা সর্বমূলেন্ত্র বর্ত্তয়ঃ ॥২১
অর্থেধর্মপরিত্যাগো ভোগস্তু ভূতস্তু চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং সর্বং যদ্ ব্রহ্ম তপঃ ॥২০
এবং ধর্মৈর্মূলাধারাদুভয়াভ্যবিবেদিনাম্।
যদি লভ্যতে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽভ্যর্থনীয়তে
॥ ২৪

যে (আমার) অনুভবযুক্ত (অনুভবী ব্যক্তির) মন্ত্র (মন্ত্র), পদ্ধ (বিধি) মন্ত্রকল্পোক্ত (আমার মন্ত্র, পৌরাণিক কৌশল), সূত্রাদ্য (সূত্রাদ্য) পরিপাটী (শব্দশক্তি), ভক্তিতঃ (ভক্তিপ্রবণ হয়ে) যদ (আমার) জপন (জপ), পরিমৃষ্যাদাম্ (সেবায়) আয়ুঃ (আয়ু), সকলৈঃ (সাধকের দ্বারা) অভিবর্ধনম্ (প্রদান), মন্ত্রকল্পসূত্রাভ্যবিদা (আমা হইতে আমার ভক্তগণের অধিক পূজা), সর্বমূলেন্ত্র (নিখিলমূলের) অর্চনঃ (পূজাবিধান), যদর্থে (আমার নিমিত্ত) অর্থত্যাগঃ (ধনাদি পরিত্যাগ), ভোগঃ (ভোগের দ্রব্য) ভূতস্তু (ভূতির জন্য আয়োজন করব), যদি (আমাতে) ইষ্টম্ (যজন) দত্তম্ (দান) হুতম্ (হোম), জপ্তম্ (জপ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), তপঃ (তপস্যা) (ইত্যাদি) যৎ (যাহা কিছু কর্ম) সর্বম্ (আমার নিমিত্ত) কৃতম্ (অনুষ্ঠিত), ঈদৃশ (এই ঈদৃশ), আত্মভিবেদিনাম্ (আত্মনিবেদনকারী) মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের) এবম্ (এইরূপ) ধর্মৈঃ (ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা) যদি (আমাতে) ভক্তিঃ (ভক্তি) লভ্যতে (লাভ হয়), অন্যঃ (এই ভক্তিলাভের) কঃ (কি) অন্যঃ (অন্য) অর্থঃ (প্রয়োজন) অভ্যর্থনীয়তে (অন্বিষ্ট থাকে ?) ॥১৯-২৪

অনুভবযুক্তা আমার কথাতে মন্ত্র, অনুভবের আমার, অনুভবের কথা ব্যাখ্যান ও আমার পূজার অন্যান্য আবশ্যি, ভক্তিসহকারে যারা আমার জপ, মন্ত্রির বার্ষিকাদি ক্রিয়ার অভিবৃদ্ধি হয়, সকলের দ্বারা যজ্ঞন প্রদান, আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের বিশেষভাবে পূজা, সমস্ত প্রাণীতে যথাযথভাবে, "অনন্তই বাসুদেব আমি" এইভাবে দর্শন অন্যান্য আমার জন্য আমার আরাধনার উপকরণ তুলসী-পুষ্পাদি সম্ভার, অর্থে অনাসক্তি—ত্যাগির ব্যাপার, ভোগের দ্বারা সমস্ত আমার ভগবৎসেবা, আমাতে ইষ্টের সমস্ত কামনা অর্পণ, আমার আরাধনার অর্থব্যয় এবং ভোগ-মালা-চন্দন অন্যান্য বিষয়ভূত পরিত্যাগ (১) যাগাদি (২) কর্ম; দান, হোম, ব্রহ্মজপ, ব্রত, তপস্যা এই সমস্ত কাজই আমার জন্য অনুষ্ঠান, আপনাকে ও দেহ-পুত্র-কলত্রাদি-বিষয়বস্তুসহ-মানবের কথিত ধর্মের দ্বারা আমাতে ভক্তি লভ্যমান হয়। এই ভক্তের আর কি অন্য সাধনজন্য প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকিতে পারে ॥১৯-২৪

---

(১) ভোগত্যাগ পরিত্যাগের অর্থ কি ?

—ভোগত্যাগ অর্থ ভোগ, পরিত্যাগ অর্থ ত্যাগ, ভোগ ত্যাগ করা যায় কখন—তখন ইহাতে অধিক বীর বলপ্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ভোগত্যাগ সমস্ত ভগবৎসেবা ইত্যাদি কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক তত্ত্বাবধিক ভাবে ভগবৎসেবা—ভগবৎসেবা ভাব লইয়া নিত্যাবিধি অবস্থান করিবেন।

(২) ইষ্ট—পরিত্যাগ কর্ম সমস্ত কৃত্যাদি সমস্তকর্ম্মম্।
আত্মনি যৈরেতৈঃ ইত্যাদিভিরীরিতঃ।

অধ্যাত্মদর্শিনঃ চিত্তং পাত্রং সম্ভাপদুঃখিতম্।
ধর্মঃ জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্যাভিপদ্যতে ॥২৫
অপিতং তদ্বিকল্পেষু ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি।
অসমঞ্জসনির্হারং চিত্তং বিদ্বি বিপর্যয়ম্ ॥২৬
ধর্মঃ মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো অধর্মস্তদপর্যয়ঃ।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্যাণ্যণিমাদয়ঃ ॥২৭

উদ্ধব উবাচ

যদ্ যদ্ধর্মিণি: প্রোক্তো নিত্যমো বারিকর্ষণ।
কা পাত্র: কো বদ: কৃষ্ণ কা ত্রিবিদ্যা বৃত্তি
প্রভো ॥২৮
কিং বার্থ: কিং তপ: শৌচং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।
কস্যাঢ্যঃ কিং বলং কৃষ্ণ কো দক্ষ: কা চ পণ্ডিতা ॥২৯

যদা (যখন) সর্বোপকরণবিৎ (সর্বউপকরণজ্ঞ), পাত্রং (পাত্র) চিত্তং (চিত্ত) আত্মবিৎ (আত্মা) ধর্মঃ (আত্মধর্ম) অর্পিতং (অর্পিত) [হয়], (তখন) ধর্মঃ (ধর্ম) জ্ঞানং (জ্ঞান) চ (ও) সবৈরাগ্যং (বৈরাগ্যের সহিত) ঐশ্বর্যং (ঐশ্বর্য) অভিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥২৫

যৎ (যখন) তদ্বিকল্পেষু (তদ্বিষয়ীভূত ভেদ ভোগাদিতে) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা) পরিধাবতি (চিত্ত পরিধাবিত হয়), (তখন) অসমঞ্জসনির্হারং (অসঙ্গতিকারক) বিপর্যয়ং (বিপরীত) চিত্তং (চিত্ত) অবিদ্বি (অবগত হইবে) বিদ্বি (জানিবে) ॥২৬

মদ্ভক্তিকৃৎ (আমার ভক্তিসম্পর্ক কার্য) ধর্মঃ (ধর্ম) প্রোক্তঃ (বলিয়া কথিত হয়), (ঐরূপ ধর্ম্মে) জ্ঞানং (জ্ঞান) স্যাৎ (হয়) অতঃ (অনন্তর) বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য), অধিবাসঃ (ঐশ্বর্য) আসে (ঐশ্বর্য আসিয়া থাকে) ॥২৭

উদ্ধব উবাচ (উদ্ধব কহিলেন)।—অচ্যুতঃ (হে বিষ্ণুভক্তবর)। যৎ (যে) যা (যে) নিত্যঃ (নিত্য) বর্ণিতিঃ (বর্ণাশ্রমাদি) প্রোক্তঃ (উক্ত হয়) ? পাত্রং (পাত্র) কা (কি) ? কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) ! ত্রিবিদ্যা (ত্রিবিদ্যা) কা (কি) ? প্রভো (হে প্রভো) ! বৃত্তিঃ (বৃত্তি) (কি) ? ॥২৮

অর্থঃ (ধন) কিং (কি), তপঃ (তপস্যা) কিং (কি), শৌচং (শৌচ) কিং (কি), সত্যং (সত্য) কিং (কি), ঋতং (ঋত) (কথিত) উচ্যতে (কথিত হয়) ? আঢ্যঃ (আঢ্য) কঃ (কি), বলং (বল) কিং (কি) ? (এ) ইষ্টং (ইষ্ট) কিং (কি), দক্ষঃ (দক্ষ) কঃ (কি) ? (এবং) (পণ্ডিতা) কা (কি) ? ॥২৯

যখন ভক্তির সহিত-যুক্ত পরমাত্মপ্রাপ্ত চিত্ত আত্মস্বরূপ আমাতে অর্পিত হয়, তখন ধর্ম, জ্ঞান, ও বৈরাগ্যের সহিত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৫

যখন ভক্তিযোগ-ব্যাপ্ত-চিত্ত দেহ, দেহ, বিষয়াদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা সর্বতোভাবে বিষয়ে ধাবিত হয়, তখন বিবিধ বিষয়াসক্ত হইয়া যাবে। সেই চিত্ত বিপর্যয়-প্রাপ্ত জানিবে। তাহার ফলে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৬

আমার ভক্তিসম্বন্ধ কার্য ধর্ম বলিয়া কথিত হয়।

পূর্ণ—যদি-পূর্ণ-কলসাদি-সেবনাদ্যেষি চ।
অধ্যাত্মদর্শনাদ্যেষি পূর্ণবিজ্ঞানিনোহন্তরে।

আত্মা-পরমাত্মার, ধর্মপূর্বক এক পরমাত্মভাবের উপলব্ধি, অভিন্ন ধর্মের জ্ঞান। মহাবিষ্ণুতে অনন্যই বৈরাগ্য এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য জানিবে ॥২৭

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—হে অচ্যুতবিষ্ণুভক্ত। যত্ত যে নিত্য কত প্রকার ? পাত্র কি ? যত্ত কি ? হে কৃষ্ণ। ত্রিবিদ্যা বা কি ? হে প্রভো। বৈশ্য কি ॥২৮

ধন কি ? তপস্যা কি ? সত্য কি ? কত সাধে কি কথিত হয় ? আঢ্য কি ? বল কি ও ইষ্ট কি—(অভিপ্রেত) বস্তু কি ? এইরূপ বলিয়া বা কি ॥২৯

যত—সর্বোপকরণজ্ঞান মূলাধার বাপাদিনম্।
অধিবাসি ও ঐশ্বর্য সর্বভিন্নাভিনোহন্তরে।

পুরুষ কিমিহ্ বঃ শ্রীমন্ কিমো লাভশ্চ কেশব।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ ॥৩০

কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কশ্চ কো বন্ধুশ্চ কিং মৃতম্ ॥৩১

ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ।
এতান্ মে প্রশ্নান্ সর্বজ্ঞ বিপরীতাংশ্চ সৎপতে ॥৩২

শ্রীভগবানুবাচ

অহিংসা সত্যমনঘেত্যকামো হ্রীরকিঞ্চনঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমাভয়ম্ ॥৩৩
মৌনং কপটকাপো মোক্ষঃ ব্রহ্মাতিথ্যং স্বার্জবম্।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাকার্যসেবনম্ ॥৩৪
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বিপ্ত সূত্রিতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥৩৫

শ্রীমন্ (হে শ্রীমন্)। পুরুষঃ (পুরুষের) বঃ (বা) কিমিহ (কি)। কেশব (হে কেশব)। কঃ (কি) [কি]। লাভঃ (লাভ) [কি]। চ (এবং) বিদ্যা কা (কি)। হ্রীঃ (লজ্জা) কা (কি)। শ্রীঃ (ঐ) কা (কি) এবং (আর) সুখং (সুখ) কিং (কি) বা (ও) দুঃখং (দুঃখ) [কি] ॥৩০

পণ্ডিতঃ (পণ্ডিত) কঃ (কে)। মূর্খঃ (মূর্খ) কঃ (কে)। পন্থাঃ (পথ) কঃ (কি)। উৎপথঃ (বিপরীত পথ) কঃ (কে)। স্বর্গঃ (স্বর্গ) কঃ (কি)। নরকঃ (নরক) কঃ (কি)। বন্ধুঃ (বন্ধু) কঃ (কে) চ (আর) মৃতম্ (মৃত) কিম্ (কি) ॥৩১

আঢ্যঃ (ধনবান্) কঃ (কে)। দরিদ্রঃ (দরিদ্র) বা (কে)। কৃপণঃ (কৃপণ) কঃ (কে)। ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) কঃ (কে)। সৎপতে (হে সাধুজনের পতি) বঃ (আমার) এতান্ (এই) প্রশ্নান্ (প্রশ্নসমূহ) চ (ও) বিপরীতান্ (বিপরীত বিপরীত) ব্রূহি (বল) ॥৩২

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—অহিংসা (অহিংসা), সত্যম্ (বাক্য-মনের যথার্থতা), অনঘম্ (মনে প্রাণে পরহিতের যা করা), অকামঃ (অকামতা), হ্রীঃ (বিহিত কর্মে লজ্জা), অকিঞ্চনঃ (অকিঞ্চনতা), আস্তিক্যম্ (ঈশ্বর বিষয়ে) চ (ও) ব্রহ্মচর্যং (স্ত্রীতে বৈমুখ্য ভাব), স্থৈর্যং (স্থিরতা), ক্ষমা (ক্ষমা), অভয়ং (অভয়), মৌনং (মনে অকারণ বাক্য), কপটঃ (কপট), ত্যাগঃ (ত্যাগ), মোক্ষঃ (মোক্ষ), ব্রহ্মা (ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আনন্দ), আতিথ্যম্ (অতিথি সেবায়), স্বার্জবম্ (আমার সরলতা), তীর্থাটনম্ (তীর্থভ্রমণ), পরার্থেহা (পরের উপকারের জন্য চেষ্টা), তুষ্টিঃ (সন্তোষ), আকার্যসেবনম্ (অকাজের সেবা), উভয়োঃ (বিধি-নিষেধের) সনিয়মাঃ (নিয়মসহিত) এতে (এই) যমাঃ (যম) তাত (হে পিতা)। (ইহারা ঐকান্তিক হইলে) পুংসাম্ (পুরুষের) যি (বিশিষ্ট) যথাকামং (যেমন ইচ্ছা—কামনা অনুসারে ফল) দুহন্তি (প্রদান করে) ॥৩৩-৩৫

হে শ্রীমন্ কেশব! পুরুষের বল কি? ধন কি? লাভ কি? বিদ্যা কি? হ্রী কি? শ্রী কি? সুখ ও দুঃখ কি? ॥৩০

পণ্ডিত কে? মূর্খ কে? পথ কি? উৎপথ কি? স্বর্গ কি? নরক কি? বন্ধু কে? মৃত কি? ॥৩১

ধনবান্ কে? দরিদ্র কে? ঈশ্বর কে? হে সাধুজনের পতি! এই প্রশ্নসকল, বিপরীত অবস্থাবিশিষ্ট আমার নিকট বলুন ॥৩২

শ্রীভগবান্ বলিলেন, পরপীড়া বর্জন—অহিংসা; হিত, প্রিয় যথার্থভাবে বলা; পরের অপরাধ-গ্রহিতা—অক্রোধ; অনাসক্তি—অলোভ; ঈশ্বর অভাব—হ্রী; অনাসক্ত—অপরিগ্রহ; শাস্ত্রাদিতে বিশ্বাস—আস্তিক্য; ঈশ্বর-সংযম—ব্রহ্মচর্য; দুঃখ আপাতবর্জন—ধৈর্য, সহ্যসংকল্পতা—ক্ষমা, ও অভয় এই যমগুলি হয়।

মনোজয়ের মৌন, আত্মজ্ঞান, তপস্যা, মোক্ষ, দৈহিক যজ্ঞাদি, ব্রহ্ম, আতিথ্য, আমার অর্চনা, তীর্থভ্রমণ, পরোপকারের ইচ্ছা, সন্তোষ ও অকর্মসেবা এই যমগুলি নিয়মের সহিত যম কথিত হইল। হে তাত! ইহারা অনুষ্ঠিত হইলে নিয়মকর্মের মোক্ষ এবং প্রকৃতপক্ষে অভীষ্টের দান করে ॥৩৩-৩৫

সখা বর্দ্ধিতা বৃদ্ধের্দ্ধ ইন্দ্রিয়সাধনঃ।
তিস্রিকা হ্রস্বসম্বন্ধী বিজ্ঞেয়াপস্বরভেদা বৃত্তিঃ ৪৩৯
বৃত্তাভাসঃ পরং সাম্যং ভাবস্যাপরনামভূঃ স্মৃতম্।
স্বভাবশ্চিত্তস্য সৌম্যঃ সত্ত্বাক্ষ সমবর্ণিতম্ ৪৪০

অক্ষক হ্রস্বতা যাদৌ কর্ত্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ত্তা ধাতুসমঃ সৌম্যঃ ব্যাপঃ সন্ধ্যাস উচ্যতে ৪৪১
বর্ণা ইষ্টং ধনং নৃণাং প্রজ্ঞোহ্যং তদবেক্ষতে।
দক্ষিণা জ্ঞানসম্বন্ধঃ প্রাণাধারঃ পরং ধনম্ ৪৪২

বৃদ্ধিঃ (বৃদ্ধিবিধি) বর্দ্ধিতা (আধানের বিষয়) সখা (সখ্য)। ইন্দ্রিয়সাধনঃ (ইন্দ্রিয়সাধন) ধনঃ (ধন), হ্রস্বসম্বন্ধঃ (হ্রস্বসম্বন্ধ) তিস্রিকঃ (তিস্রিকা), বিজ্ঞেয়াপস্বরভেদঃ (বিজ্ঞেয় উপস্বরভেদ) বৃত্তিঃ (বৈধী), বৃত্তাভাসঃ (বৃত্তাভাস নামক) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) সাম্যঃ (ধাম), ভাবস্যাপরনামভূঃ (ভাবের উপনাম) স্মৃতঃ (স্মৃত), স্বভাবশ্চিত্তঃ (স্বভাবচিত্তিত) সৌম্যঃ (সুধাঃ), সমবর্ণিতঃ (সমবর্ণিত) সত্ত্বাম্ (সত্ত্ব)।

বৃদ্ধিবিধির আধানে ক্রিয়া—সখ, ইন্দ্রিয়সাধন—ধন; হ্রস্বসম্বন্ধ—তিস্রিকা, বিজ্ঞেয়াপস্বরভেদ—বৈধী, বৃত্তাভাস—বৃত্তাভাসনামক জ্ঞেয় ধাম, ভাবের উপনাম স্মৃতা, স্বভাবচিত্তের সুধাত্ব, সমবর্ণিত সমাসের তাহার আলোচনা সত্ত্ব, বিধানের ধারকেই সুধাত্ব।

বর্দ্ধিতা বৃদ্ধি—সখ, আধানের সখ। সখ—ইন্দ্রিয়সাধন, চৌরাদি ধনের সখ। তিস্রিকা—তিস্রিক হ্রস্বের সখ, ত্বরাদি ধনের সখ। বিজ্ঞেয় ও উপস্বর ধন (বেদধাতু) বৃদ্ধি, যেমন অনুভব এবং। বৃত্ত—বৃত্তাভাস, আধান তত্ত্বের ধাম—বৃত্ত বর্ণিত এবং। ভাবনাম (ভাবের উপনাম) ত্বরাদি, স্মৃত্যাদি এবং। স্বভাব ধারণা আধান বিষয় অভিধেয় সৌম্য—বিশেষিত এবং। সত্ত্ব বিধেয়ের। ত্রাহ্মণ সমাসধারণা সত্ত্বা, সমবর্ণিত সমাসে ত্রাহ্মণ এবং। বিধেয়ের বিশেষাদিষ্ট সত্ত্বাবচ্ছিন্নক সত্ত্ব ত্রাহ্মণ। স্বভাব ধর্ম্ম সমাসের আধিকারিক সত্ত্ব সত্ত্ব আধান। বিধি ও বিধি যে ধারণা, তাহা সত্ত্ব। প্রকৃতি আধানস্থল সমাসে আধানত্বের সত্ত্ব, আধান সমাসে ত্রাহ্মণত্বের ধর্ম্ম বলিয়াছেন। আধানের স্বরূপত্বের ধাম আধানের স্বরূপত্ব আধানত্বের সম্বন্ধ। সমাস অধ্যাসাদি সৌম্য, ধারণাদির ধারণা অর্থি স্বভাব আধান এবং। আধানত্বের ইষ্ট ধন এবং,—আধানের সৌম্য আধানস্থিতি এবং। অধ্যাস্ বলিয়াছেন, "স্বভাবত্বের আধি ত্রাহ্মণই ধন, আধান ধন ও সৌম্য-

---

অক্ষক (ধন) হ্রস্বতা (সখ্য) যাদৌ (ক্রিয়া) কর্ত্তিঃ (কর্ত্তিম) পরিকীর্ত্তিতা (বলিয়াছেন)। কর্ত্তা (কর্ত্তৃকারক) ধাতুসমঃ (ধাতুসমান), সৌম্য (সৌম), ব্যাপঃ (ব্যাপ) সন্ধ্যাসঃ (সন্ধ্যাস বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণত্বের) ধনঃ (ধন) ইষ্টং (অভীষ্ট) ধনম্ (ধন) নৃণাম্ (মানবের) অয়ং (অর্থি) প্রজ্ঞঃ (প্রজ্ঞ), তদবেক্ষতে; (তাহাকে) দক্ষিণা (দক্ষিণা), জ্ঞানসম্বন্ধঃ (জ্ঞানসম্বন্ধ) প্রাণাধারঃ (প্রাণাধার) পরং (শ্রেষ্ঠ) ধনম্ (ধন)।৪৩৯-৪২

বাধী বলিয়াছেন। সৌকিক অলৌকিক ভাবসম্বন্ধে আধানে—অক্ষক অক্ষিমান বাচিয়াই সৌম, ঈষদ্বৃত্ত ভাবসম্বন্ধে বিধায়কল ব্যাপারই সন্ধ্যাস বলিয়া উক্ত হয়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—ইষ্ট ধন, সমাসের অর্থি প্রজ্ঞ, জ্ঞানোপস্থের দক্ষিণা, প্রাণাধারের—শ্রেষ্ঠ ধন।৪৩৯-৪২

ত্রাহ্মণাদি আধানেই ধন ধনে বলিয়া আধানে বলিবে।" ধন বলিলেই ভাবের অক্ষিম, তাই তিনি বলিয়াছেন—অর্থি ত্রাহ্মণাদি ঈষদ্বৃত্তে যে আধান ধাম সৌম্যাদি ভাবের ইষ্ট, ধনের অক্ষক্ষয় আধান বিভাব দক্ষিণা (ধন ত্রাহ্মণিধান হয়) আধান জ্ঞানোপস্থে দক্ষিণা। ঈষদ্বৃত্তাবের ধনের আধানের ধারা হয়, আধান আধানের শ্রেষ্ঠ ধন, নিত্য আধানের সহিত ঐক্য হয়। আধান ভেদে ঐশ্বর্যাদি পাওয়া যায় আধান, প্রজ্ঞাদির অধীশ্বর হয়। ঈষদ্বৃত্ত আধান ভক্তি—সুখাদি হয়। ঐশ্বর্যাদি অধিকারের যে অক্ষক্ষয়ের আধানে ধনই বিধা—কেবল আধানের হয়। অক্ষক্ষয়ের প্রজ্ঞাদির ধী- কেবল সন্ধ্যাসের হয়। ভাবসম্বন্ধ ঈষদ্বৃত্ত—বিধায়ী ঈষদ্বৃত্তাদি হয়। ঈষদ্বৃত্ত—ঈষদ্বৃত্তের আধানত্বের যে ধনা ঈষদ্বৃত্ত। বিধায়কত্বের আধানত্বের ঈষদ্বৃত্ত—অক্ষিমাদি ঈষদ্বৃত্ত হয়। ধনের ও ভোক্ত বিধি আধানের, বিধি পতিত, কেবল আধানত্বের পতিত আধান। ভোক্ত ও ঈষদ্বৃত্তাদির "আধি" "আধান" অক্ষিমাধিনিষ্ঠ আধিনী

অয়ে ব ঐশ্বরো ভাবো লাভো বন্ধুজিনক্ষয়ঃ।
বিরহস্তনি জিতাবাসো মৃত্যুপা ত্রীহকস্তয় ॥৫০

শ্রীর্ণা নৈরপেক্ষ্যাত্তা মুখং দুঃখমুখাত্মজম্।
দুঃখং ভাবমুখাপেক্ষা পরিত্রো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥৫১

মূর্খো যোগাভ্যুদ্বিঃ পন্থা মহিলয়ঃ স্মৃতঃ।
উৎপত্তিক্ষিতিবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সন্ধ্যবলোকঃ ॥৫২

নরকস্তব-জীবন্তো বন্ধুর্তুল্যবং সখে।
দূরং সরীব্য বাসুকঃ গুণপক্ষো ধাত্য জীবতে ॥৫৩

দরিদ্রো বন্ধুসন্তুষ্টঃ কৃপণো বোধবিদ্বেষিত্রিঃ।
গুণেষ্বসক্তবীর্যোসো গুণপক্ষো বিপর্যয়ঃ ॥৫৪

যে (আমার) ঐশ্বরঃ (ঈশ্বর) ভাবঃ (ঐশ্বর্যাদি ধর্মসমূহ) তয় (আমার), বন্ধুজিনঃ (আমার বন্ধুগণ) ঈদৃশ (ঈদৃশ) লাভঃ (লাভ), বিরহঃ (বিরহ) আস্তনি (আস্তরে) জিতা (জেঁকে) বাসঃ (বসবাস) (আছে)[অর্থাৎ], অতএব (অতএব) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ত্রীঃ (ই), নৈরপেক্ষ্যাত্তা (আপনা হইতে) তয়া (তাহার) শ্রীঃ (শ্রী), দুঃখমুখাত্মজঃ (দুঃখের অধিকার) মুখং (মুখ), ভাবমুখাপেক্ষঃ (বিরহ ভোগাপেক্ষা) দুঃখং (দুঃখ), বন্ধমোক্ষবিৎ (বন্ধমোক্ষবেত্তা) পরিত্রঃ (পরিত্র)।৫০-৫১।

মোক্ষাভ্যুদ্বিঃ (মোক্ষাদির ভাবের অর্থ বুঝি আছে) মূর্খঃ (সেই মূর্খ), মহিলয়ঃ (আমার প্রাপ্তির উপায় সকল) পন্থঃ (পথ) মৃতঃ (মরণের বিষয়), ক্ষিতিবিক্ষেপঃ (ক্ষিতিক্ষেপ প্রভৃতি অর্থ) উৎপত্তঃ (মৃত্যুর), সন্ধ্যবলোকঃ (সন্ধ্যাকালের উদ্রেক) স্বর্গঃ (স্বর্গ), তবজীবন্তঃ (তোমাকর্তৃক) সফলঃ (সফল)। সখে (হে সখে উদ্ধব)! অয়ং (আমি) বন্ধুঃ (বন্ধু) (অত্যন্ত) তয়ঃ (ভয়), সন্ধ্যবলে সরীব্য (সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত) দূরং (দূর), তাবন্ধ (তাবৎকাল) আত্মঃ (আত্মা) জীবতে (ধারণ করে)। যঃ (যে) অন্তরঃ (অন্তরে) (সেই) দরিদ্রঃ (দরিদ্র), যঃ (যে) অবিদ্বেষিত্রিঃ (সেই) কৃপণঃ (কৃপণ) অন্যঃ (বিভিন্নরূপ) অন্তরঃ (অন্তরে) জীবঃ (জীব), গুণেষ্ব (গুণে

আমার ঐশ্বর্যাদি ধর্মসমূহ (আমি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি, তেজ)—তব ভাব। আমার ভক্তিই—উত্তম লাভ, আমা-সংবন্ধীয় আত্মস্বরূপ—বিরহ, অন্তরে অবস্থানের জন্য—ত্রী, অন্যের অধিকার তাহাতে—শ্রী, দুঃখময় অধিকার—দুঃখ, বিরহ ভোগাপেক্ষা—দুঃখ, বন্ধন-মোক্ষবেত্তা—পবিত্র, মোক্ষাদির অর্থবুঝিয়া—মূর্খ, আমা প্রাপ্তির উপায়—পথ বলিয়া মৃত হয়, ক্ষিতিক্ষিপ্ত প্রভৃতিরূপ—মৃত্যু, সন্ধ্যাকালের উদ্রেক—স্বর্গ, তদপেক্ষায় আধিক্য—সফল। হে সখে উদ্ধব! আমি বন্ধু, আমি ভক্ত, সায়ংসন্ধ্যা দূর, তাবৎকাল

মূর্খ—বিশেষেই মূর্খ নয়। আমার প্রাপ্ত হওয়ার যে বিভিন্নরূপ, তাহাই সন্ধ্যা—তাহাতেই পথ সন্ধ্যা নয়। ক্ষিতিক্ষিপ্ত প্রভৃতিরূপ—তাহাই মৃত্যু—মোক্ষাভ্যুদ্বিরূপ পথ নয়। তাহাতেও উদ্রেক নয়—তাহাতেই স্বর্গ নয়। তাহাই বন্ধু—এমনও নয়। ন চ আমার তাহাতে তাবজ্জীবঃ। সেই জন্য আমি যেমন বন্ধু আমি তাহাতেও।

এক এব পরো বন্ধুর্বিষমে সমুপস্থিতে।
তত্র সন্ধ্যবলোকঃ স্বর্গাদিসফলত্ব হরিরিতি।

বিষম স্থান উপস্থিত হইলে একমাত্র পরমবন্ধু, সকল অর্থের আধার ভগবান্ ভক্ত।

সমস্ত ভোগ আয়তন সমস্তই সেই মূল—ভগবানই নয়। তাহাতেই আছে, এই আছে নয়। আসক্তি নিষেধ—পরিত্র নয়। যে অবিদ্বেষিত্রি, সেই কৃপণ, লোভ—রাহিত্যই ধীর নয়। তাহার দৃষ্টি বিষয় অসমতল, বিষমই উদ্ধব, সমত্ব—তাহাই উদ্ধব নয়। তাহা তাহাতেই অধীন, অবশ্য।

এষ উদ্ধব তে প্রশ্ন: সর্ব্ব সাধু নিরূপিতা:।
কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণ-দোষয়োঃ।
গুণ-দোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিত: ॥৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে উনবিংশোঽধ্যায়: ॥

অন্বয়ঃ

বিনর্দায়া (বিনয়ীত, অধীত)। উদ্ধব (হে উদ্ধব)। এষ (এই) তে (তোমার) প্রশ্ন (প্রশ্ন) এষা: (এরা) সাধু (যেমনভাবে-যেমিকায়) নিরূপিতা: (নিরূপিত হইল)। গুণ-দোষয়োঃ (গুণ ও দোষের) লক্ষণং (লক্ষণ) এষাং (বহু) বর্ণিতেন (বর্ণনায়) কিং (কি প্রয়োজন)? গুণ-দোষদৃশি (গুণ-দোষের যে দৃষ্টি) দোষঃ (বস্তুটি দোষ) উভয়বর্জিতা (গুণ-দোষবর্জিত দৃষ্টি) গুণঃ (গুণ)॥৪৫-৪৫

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ একাদশস্কন্ধের উনবিংশোধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যক্তিই আমা দিয়া কবির হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অসাধু, সে-ই দূষিত। যে অজিতেন্দ্রিয়, সে-ই কৃপণ। বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তিই ঈশ্বর, গুণে আসক্ত অধীন। হে উদ্ধব! তোমার প্রশ্নসকল সুন্দররূপে বিনির্দিষ্ট হইল; গুণ-দোষের লক্ষণ বহু বর্ণনায় কি প্রয়োজন? গুণ-দোষদর্শনই দোষ আর গুণ-দোষ বর্জন করাই গুণ॥৪৫-৪৫

শ্রীমদ্ভাগবতীয় পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[জ্ঞানযোগস্য, কর্ম্মযোগস্য, ভক্তিযোগস্য চ বর্ণনম্।]

উদ্ধব উবাচ

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষমুতাত্মনাম্ ॥১

বর্ণাশ্রমবিকল্পশ্চ প্রতিলোমানুলোমজম্।
দ্রব্য-দেশ-বয়ঃ-কালান্ স্বর্গং নরকমেব চ ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ (শ্রীউদ্ধব বলিলেন)—বিধি (বিধি) চ (ও) প্রতিষেধঃ (নিষেধ) নিগমঃ (বেদ) তে (আপনার) ঈশ্বরস্য (আপনার যে) অরবিন্দাক্ষ (হে কমলনয়ন) গুণং (গুণসমূহের) দোষং (দোষ) (পুরুষের)

অন্বয়ঃ

চ (সেই) (যে) অবেক্ষতে (অপেক্ষা করে) প্রতিলোমং (বর্ণিত পাকে)।১

প্রতিলোমানুলোমজং (উদ্ধমবর্ণ হইতে হীনবর্ণ পুরুষের সহিত প্রতিলোম। হীনবর্ণ হইতে উদ্ধমবর্ণের সহিত

বিংশ অধ্যায়।

[জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের বর্ণনা।]

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কমললোচন! বিধি ও নিষেধ ঈশ্বর আপনার আজ্ঞারূপ বেদ কর্ম্মকলের

গুণদোষ—পুরুষগণের গুণ প্রতিলোমজ ভেদে ১।

উদ্ধমবর্ণা স্ত্রীতে হীনবর্ণ পুরুষের সহিত প্রতিলোম, হীনবর্ণা স্ত্রীতে উদ্ধমবর্ণের সহিত অনুলোম, তাহাদের হইতে নিম্ন অনুলোমজ গুণদোষ আর বর্ণ এবং আশ্রমসমূহের। দেশ দ্রব্য, বেশ, বয়স,

শুভযোগফলাবৃত্তিরিষ্টস্যৈবেন শুভস্য।
বিপ্রোত্তমাঃ কথং নৃণাং বিষেষ-বিধিলক্ষণম্ ॥৩

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেদর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি ॥৪

শুভযোগফলাবৃত্তিঃ নিষ্ফলাৎ (৩ ঐ) ইষ্টস্য (ঐ) শুভস্য (ঐ)।
বিপ্রোত্তমাঃ কথং নৃণাং বিষেষ-বিধিলক্ষণম্ (ঐ) ॥৩

শ্রীভগবানুবাচ

যোগাভ্যাসো যথা প্রোক্তো গুণাঃ শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ যোগাস্ত্রয়োঽমলোদিতা

মুক্তিদাঃ ॥৬

শুভযোগফলাবৃত্তিঃ (শুভযোগ-ফলবৃত্তি) যে (আপনার) নিষ্ফলাৎ (যে হইতে) (হয়) ইষ্টস্য (যেরূপ) বিষেষ্য (যেরূপ যাহা) অপেক্ষয়া (বিষেষ বিধি) কথং (কথা) নু বি (হয় না) ইতি (ইহাতে) যে (আপনার) ভ্রমঃ (ভ্রম হইতেছে)।৫

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), নৃণাং (মানবগণের) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) বিধিৎসয়া (বিধান করিবার ইচ্ছায়) যথা (যেরূপ) ত্রয় (তিন) যোগাঃ (যোগ, উপায়) প্রোক্তাঃ (আমা কর্তৃক) প্রোক্তাঃ (কথিত হইয়াছে)। (মনুষ্যের দুঃখিনাশক) জ্ঞান (ঐ) কর্ম (উপায়) চ (এবং) ভক্তি (ভক্তি) (ঐ) ত্রয়ঃ (তিনটি) যোগাঃ (যোগ, উপায়) ময়া (আমা কর্তৃক) প্রোক্তাঃ (কথিত হইয়াছে)। (মনুষ্যের দুঃখিনাশক) জ্ঞান (ঐ) ও ভক্তি (উপায়) দুঃখহিত (যোগের) ন অঙ্গ (নাই)।৬

ভ্রমসমূহ কর্ম ও ভক্তি যেরূপ অপেক্ষা করে।২

শুভ-যোগফলবর্জন যাহাতে বিধি-বিষেধাত্মক আপনার বচন কি প্রকারে মানবগণের পুরুষার্থ-চতুষ্টয় প্রাপক হয়।৩

যে ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ প্রভৃতির দ্বারা অদৃষ্ট কর্ম-যোগাদিতে ও সাধ্য-সাধন ব্যাপারে আপনার বেদ পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণের সেই চক্ষুস্বরূপ।৪

আপনার বেদরূপ বচন হইতেই জানা যায়—অন্যই

শুভ যোগ ফলদাতৃই হয় না। আপনার বচনের দ্বারাই সেই সেই ফলের অপবাদ (বিষেষ বিধি)—ইহা ভাবিয়া আমার ভ্রমের উদয় হইতেছে।৫

শ্রীভগবান বলিলেন—মনুষ্যগণের, পুরুষার্থ সাধন ইচ্ছার জন্য, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটি যোগ (উপায়)। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির দ্বারা আমি বলিয়াছি ইহা ভিন্ন অন্য উপায় যোগাদও নাই।৬ (১)

---

(১)—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটী ব্যতীত কি শ্রেয়োলাভ হয় না?

—না।

—শ্রেয়োলাভ অর্থ কি?

—আত্যন্তিক অর্থ—দুঃখ, ক্লেশ, বন্ধন, দুঃখ। এখানে দৈহিক দুঃখ, অভাব, দুঃখ বোঝাইতেছে না। পরম ঈশ্বরই শ্রেয়-পদার্থ বলা হইয়াছে। বিধান ও অনুষ্ঠানভেদে যাহা বৈধানের তত্ত্ব-বিদ্, কর্মযোগী ও বিদ্বান, উপাসনা তত্ত্ব-যোগের অধিকারী। উপাসনা তিনটি, বিষয়ানুযায়িনারী, অন্তরাত্মক উপাসনার সঙ্গে বিষয় কর্মযোগ। বিষয়ের আর আসক্ত মানব, তাদের যোগাভ্যাস নিয়ে অন্তরঙ্গতার প্রয়োজন—ইহারা ভক্তিযোগের অধিকারী।

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥৭
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥৮

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৯
অন্বয়ঃ। যদৃচ্ছয়া যঃ পুমান্ মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ ন নির্বিণ্ণঃ ন অতিসক্তঃ অস্য ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ ॥৮
তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৯

কর্মসু (কর্মসমূহে) নির্বিণ্ণানাম্ (বিরক্তানাম্) (অতএব) ন্যাসিনাম্ (কর্মত্যাগিনাম্) জ্ঞানযোগঃ (জ্ঞানযোগঃ), তেষু (কর্মে সকলাম) অনির্বিণ্ণচিত্তানাং (অনির্বিণ্ণচিত্তানাং) কামিনাম্ (কামিনাম্) কর্মযোগঃ (কর্মযোগঃ), যদৃচ্ছয়া (কোন সৌভাগ্যক্রমে ইহার) মৎকথাদৌ (আমার কথাদিতে) যঃ (যিনি) জাতশ্রদ্ধঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) পুমান্ (পুরুষ) নির্বিণ্ণঃ (বৈরাগ্যযুক্ত নহে) ন (অথচ), অতিসক্তঃ (অত্যন্ত আসক্তিশূন্য) ন (অথচ), অস্য (ইহার) ভক্তিযোগঃ (ভক্তিযোগ) সিদ্ধিদঃ (অনায়াসে ও অবশ্য সিদ্ধিপ্রদ) ॥৮

যাবতা (যতদিন পর্যন্ত) ন নির্বিদ্যেত (বিরক্তি উপস্থিত না হয়) বা (অথবা) মৎকথাশ্রবণাদৌ (আমার কথা শ্রবণাদিতে) যাবৎ (যে পর্যন্ত) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ন জায়তে (উৎপন্ন না হয়), তাবৎ (ততক্ষণ) কর্মাণি (কর্মসকল) কুর্বীত (করিবে) ॥৯

ইহাদের মধ্যে কর্মফলে বিরক্ত ব্যক্তিদিগের জ্ঞানযোগ এবং তদ্রূপ বৈরাগ্যবিহীন কামী ব্যক্তিদিগের কর্মযোগই ফলপ্রদ ॥৭

যে পুরুষ কোন সৌভাগ্যের উদয়ে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়, বিরক্ত হয়েন না অতি আসক্ত হয়েন, তাঁহার এই ভক্তিযোগ পরম পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকে ॥৮

নিত্য নৈমিত্তিক কর্মসকল তাবৎকাল করিবেক—যে পর্য্যন্ত বিরক্তি উপস্থিত না হয়—অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয় ॥৯

যে উদ্ধব! কর্মফলাভিলাষরহিত অথচ-স্থিত পুরুষ অন্যের দ্বারা আমাকে আরাধনা করিয়া যদি অন্য কোন বিষিত্ব আচরণ না করেন, তাহা হইলে অর্থ বিষয় বাসনা তাঁহাকে গ্রহণ করেন না ॥১০

তাবৎ, অর্থাৎকাল, যতদিন ও ঐরূপকাল অবধারিত অর্থবিশিষ্ট যাবৎ এবম্বিধ "যাবত" অব্যয়ের। তাহার আদ্যি উদাহরণ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ।

বিরক্ত, অত্যাসক্ত ও ঐরূপকালের অবধারক অব্যয়ের এই পর তিনটী অধিকারী। ঐরূপস্থলে বিধি অধিকারীরই উদাহরণ করিয়াছেন। জ্ঞানী জ্ঞানযোগের, কর্মী কর্মযোগের ও ভক্ত ভক্তির উদাহরণ এবং তাহারা ও যে অন্য প্রকারস্থ হইলে অধিকার হইবে না, তাহাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অধিকারের কথা না করিয়া অন্য দিক দিয়া ভক্তির ইতিকর্তব্যতা বিষয় বলিবেন। এইরূপ আমরা আমাদের অধিকার বুঝিয়া লইব, কর্ম, ভক্তির অঙ্গীভূত করা

অর্থাৎ। পর তিনটী উদাহরণ যথা: তাবৎ যাবৎ তাবৎকাল যাবৎকাল জ্ঞানী যদি কর্ম ও ভক্তির, কর্মী যদি জ্ঞান ও ভক্তির, ভক্ত যদি জ্ঞান ও কর্মের বিরোধী অধিকারের হইয়া হয়, তাহা হইলে ঐরূপস্থলেই আমরা কথা বলিব—ইহা যেন জানী, কর্মী ও ভক্ত বিষয় যে—সকলের জন্য ইহা সাধারণভাবে ঐরূপস্থলের নয় কথা। ভক্ত যদি জ্ঞান কর্ম কিছু না ইহার অধিকারের ভক্তির সাধক হইয়া হয়, জ্ঞানী যদি ভক্তিসহ জ্ঞানের ধারা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া মুক্তির হয়েন, কর্মী যদি ভক্তি ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য ভক্তির সাধক হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাতেই হইবেন—ইহা বলা যায় নাই।

অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥১১
ন্যূনাধিকোপদেশস্তু বিদুষো লোক সিদ্ধিতঃ।
সমস্তঃ জ্ঞান-ভক্তিভ্যামুভয়ানাত্মকম্ ॥১২
য এতন্ন বদন্তি স্ম কালেনাবৃতবুদ্ধয়ঃ বা বিদ্বন্দ।
তেষাং লোকশ্চ কালেন স্বেনাবেশাৎ প্রসীদতি ॥১৩

এতদ্ বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অথাসতস্ত ইমং আত্মা মর্ত্যধর্মাপনিষ্যতি ॥১৪
দ্বিতীয়ঃ কোঽবরোধঃ স্যাদ্ যত্র মীঢ়ঃ স্বয়ম্পতিম্।
পশ্যন্ যকেতদুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি তমস্যটঃ ॥১৫
অহোরাত্রৈশ্চিভিস্তেষাং ক্ষীয়তে হ্যনুপূর্ব্বশঃ।
ব্রশ্চনস্যেব পততঃ ক্ষীয়মাণঃ স্বপক্ষবৎ ॥১৬

স্বধর্মস্থঃ (স্বধর্মে স্থিত) অনঘঃ (নিষ্পাপ) শুচিঃ (পবিত্র) (হইয়া) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) বর্ত্তমানঃ (বিদ্যমান থাকিয়াই) বিদ্বান্ (বিদ্বজ্জনের) বা (কিংবা) মদ্ভক্তা (মদ্ভক্ত আমার) মদ্ভক্তিম্ (আমার ভক্তি) যদৃচ্ছয়া (প্রাপ্ত হন) ॥১১

ন্যূনাধিকঃ (অল্পজ্ঞানিগণ) তথা (যেমন) তথা (তদ্রূপ) স্বর্গিণঃ (স্বর্গবাসিগণ) অপি (ও) জ্ঞান ভক্তিভ্যাম্ (জ্ঞান ভক্তি উভয়ের) সমস্তম্ (সমান) এতম্ (এই স্বর্গলোক) ইত্যুক্তি (ইহা বলেন)। তথা (স্বর্গলাভীর মতোপরীত) উভয়াত্মকম্ (জ্ঞান-ভক্তির অনাদর) ॥১২

কিন্তুনা (বিদ্বেষী) যঃ (যাহারা) (যেহেতু) মায়াবশে (মায়াবী বুদ্ধি) ন ঘাতয়ন্তি (আত্মাকে হনন না), (হনন) ন বর্ত্তন্তি (বর্তমান না); তেষাং (এই) লোকঃ (লোক) ন ঘাতয়তঃ (আত্মাকে হনন না), (যেহেতু) তেষাম্পাপ (যেহেতুকিনে) প্রসীদতি (ভগবান অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হন) (ভগবান-লাভে সিদ্ধি হয়) ॥১৩

এতদ্ বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অথাসতস্ত ইমং আত্মা মর্ত্যধর্মাপনিষ্যতি ॥১৪
দ্বিতীয়ঃ কোঽবরোধঃ স্যাদ্ যত্র মীঢ়ঃ স্বয়ম্পতিম্।
পশ্যন্ যকেতদুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি তমস্যটঃ ॥১৫
অহোরাত্রৈশ্চিভিস্তেষাং ক্ষীয়তে হ্যনুপূর্ব্বশঃ।
ব্রশ্চনস্যেব পততঃ ক্ষীয়মাণঃ স্বপক্ষবৎ ॥১৬

স্বর্গিভিঃ (স্বর্গবাসিগণের) জ্ঞাত (জানিয়া) অনুমতঃ (অনুমত) সন্ (হইয়া) মুমূর্ষাঃ (মৃত্যুর) পূর্ব্ব (পূর্বে) এতৎ (এই স্বর্গভোগসমাপ্ত) বিদ্বান্ (জানিয়া) সঃ (তিনি) অবহায় (দুষ্কৃত কর্ম্ম) ঘটেত (করা উচিত) ॥১৪

ইতঃ (যদি তাহা নাহয়) এতৎ (পুনরায় কর্ম্ম) দুষ্কর্মতঃ (পাপের নিমিত্ত দুঃখের) দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়, ভিন্ন রকমের) অবরোধঃ (ঘোর আঘাত) স্যাদ্ (হইতে) যত্র (যাহা) স্বয়ম্পতিম্ (স্বয়ম্পতিকে) উপেক্ষা (ত্যাগ করিয়া) মীঢ়ঃ (অজ্ঞানক) তমঃ (পথে) যাতি (যায়) তমসি (পথে) ক্ষেমং (মঙ্গল, শান্তি) যান্তি (লাভ করে), তমঃ (অজ্ঞান) ইতি (এই) বর্ত্মনি (পথে) পতীয়া (পতীর) অপি (ও) ॥১৫

অহোরাত্রৈঃ (দিবারাত্রির ধারা) আয়ুঃ (আয়ু) দ্বিপাদাম্ (দ্বিপদ হইবার) ক্ষুরা (ক্ষুরিয়া) ক্ষয়মাণম্ (ক্ষয় হওয়ার) স্বপক্ষম্ (নিজ পক্ষের) ইব (মতো) ক্ষুরু-নক্ষ (ক্ষুরধার) বিনীয়ঃ (বিনীত) পক্ষ (পক্ষযুক্তকে) ক্ষুরা (অবলম্ব হইয়া) উপগায়তি (উপগান হইবেন) ॥১৬

কিন্তু এই লোকে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বধর্মস্থ, নিষ্পাপ-আত্মী, মায়াবিমলমুক্ত, পবিত্র পুরুষ অনায়াসে বিদ্বজ্ঞান কিংবা আমার ভক্তিলাভ করেন। ১১

যেমন মায়াবিমুক্ত জ্ঞানী স্বর্গবাসিগণও এই লোক (মনুষ্য দেহ) ইহা বলেন, যেহেতু ইহা জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মুক্তির সাধক। স্বর্গবাসী ও মায়াবীর মতীয় জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সাধনে অনাদর ।১২

বিদ্বান্ মানব মায়াবীজনের মত স্বর্গলাভের কামনা করেন না, মর্ত্যলোকও তাঁহার বাঞ্ছিত নহে; যেহেতু পরীক্ষে আসক্তি নিবন্ধন প্রমাদ—অর্থাৎ মর্ত্যের স্বার্থে নিযুক্তি হইয়াই থাকে। ১৩

যে মূঢ় পক্ষী যাহা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই দীর্ঘ আয়ুঃ-যুক্ত বন্ধের ন্যায় নির্বোধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার দেখিয়া অনায়াসে পক্ষী যেমন তাহা ত্যাগ করত যথাসুখে অন্যত্র গমন পূর্ব্বক বাস্তিলাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিবেকী পরীক্ষ মরণাদিক অনর্থ জানিয়া এই প্রাপ্ত মরীর পুরুষার্থ প্রাপ্তির সাধন হইলেও মরণধর্ম্মীল ইহা বিধির হইয়া মুহূর্ত্তার পূর্ব্বে সমর্থ অবস্থাতেই আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক সাধনবলে মুক্তির জন্য যত্ন করিবেন ।১৪-১৬

বিদ্বান্ অহোরাত্রস্রোতের দ্বারা আয়ুষ্কর হইয়া যাইতেছে বুঝিয়া তাহে তদ্বিপক্ষ-অনেকের

মৃদেবাত্মনঃ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ
প্রতি সূক্ষ্মং গুণকর্মবীজম্।
দ্বয়ানুরূপেণ মনস্তদৈব
পুমান্ সমাধিং ন তদৈব ন আত্মা ॥১৭
দ্বয়ানুভূতি র্বিষয়েন্দ্রিয়ানাং
বিকল্পকঃ সংসৃতিরূপ এষঃ।
অতোনিবৃত্তির্নিগমাত্মবিদ্যা
দীপেন বিভ্রদ্ধিষণাময়েন ॥১৮

সূক্ষ্মং (সূক্ষ্মভাবে) [ওবধি] স্থূলম্ (অবয়বসমূহ) আত্মা (সর্বশরীরের মূল) সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম) গুণকর্মবীজম্ (গুণকর্মের বীজ) অনুরূপেণ (অনুরূপ) দ্বয়া (আত্মাকর্তৃক) অনুভূতঃ (ভোগ্য হইয়া) [প্রাপ্ত হইয়া] যদা (যে) পুমান্ (পুরুষ) সমাধিং (অবধানের হইতে) ন ভবেৎ (ইচ্ছা না করে), ন (না) আত্মা (আত্মবান্) ॥১৭

দ্বয়া (যখন) আত্মনঃ (আত্মার গুণময়ত্ব) বিষয়েন্দ্রিয়ানাং (ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়ের) বিকল্পঃ (কর্তৃত্বাদি বিকল্প হইবে), তদা (তখন) সংসৃতিরূপঃ (ত্রিগুণময়ের সংসার রূপী) আত্মনঃ (আত্মবিষয়িণী) অজ্ঞানের (বুদ্ধি বিকার রূপা) হৃদঃ (হৃদয়ে) আদ্যে (অনাদিকাল) বাসনয়ে (বাসনা করিবেন) ॥১৮

দেহাদিতে আসক্তি রহিত হইয়া সাধুর সঙ্গীত পরমাত্মাকে জানিয়া ইচ্ছাপূর্বক হইয়া উপরত প্রাপ্ত হন ॥১৬

আত্ম (সমস্ত অনর্থের মূল), অনন্ত (সাধনের দ্বারা যাহা লাভ করা যায় না) তথাপি সুলভ, (অকস্মাৎ প্রাপ্ত), সর্বলাভসমর্থ—গুরু হইতে কর্ণধার, আত্মাকর্তৃক অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রেরিত নৌকা (গুরুদত্ত উপায়) সংসারসাগর প্রাপ্তে হইয়া যে মূঢ় তদনুসারে চেষ্টা না করে, সে আত্মহত্যাকারী ॥১৭

যখন আত্মা কর্মফলে ত্রিগুণময়ত্বে ইচ্ছা করে এবং তাহার ফলভোগে বিরক্ত হইবে, তখন ইন্দ্রিয়গণকে

(১) মনকে বিষয়ে তখন আসক্ত করিতে হইবে।

—"মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে।" শান্তিপর্ব।

—বুদ্ধিতে সমস্ত উপদেশই বদ্ধ হইয়া যায়।

বার্যাবাসং অনো যদি ভ্রাম্যমাণমবস্থিতম্।
অন্তশ্ছিদ্রোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥১৯
অনোবদ্ধিং ন বিস্রব্ভেদ্বিন্দ্রিয়প্রাণো নিরেন্দ্রিয়ঃ।
সঙ্কল্পসাধ্বা বুদ্ধ্যা ত্রং আত্মবশং নয়েৎ ॥২০
এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ ॥২১

বার্যাবাসং (বাসনার) অনঃ (মন) যদি (যখন) ভ্রাম্যমাণম্ (ভ্রমণ) অবস্থিতম্ (অবস্থিত হইবে), তদা (তখন) অন্তশ্ছিদ্রঃ (অবসর হইয়া) অনুরোধেন (কিঞ্চিৎ আসক্তা সুখভোগ দ্বারা) মার্গেণ (মার্গবিশেষে) আত্মবশং (আত্মবশে) নয়েৎ (আনয়ন করিবেন) ॥১৯

অনোবদ্ধিং (মনোবদ্ধ) নিরেন্দ্রিয়ঃ (নিরিন্দ্রিয় অবস্থাপ্রাপ্ত) ন বিস্রব্ভেৎ (ইন্দ্রিয়ের অনুগমন না), [সত্ত্ব] সঙ্কল্পসাধ্বা বুদ্ধ্যা (সঙ্কল্পসাধ্বী বুদ্ধি দ্বারা) আত্মবশং (আত্মবশে) নয়েৎ (আনয়ন করিবেন) ॥২০

এষঃ (এই) বৈ (নিশ্চয়) পরমঃ (প্রধান, একমাত্রসাধন) সমাধি (ঈশ্বরে) যোগঃ (যোগ) মনসঃ (মনের) সংগ্রহঃ (সম্যক্ বিষয় বিরতি), [যেমন অশ্বারোহক) দম্যস্য (অশ্বের) ইব (ন্যায়) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) হৃদয়জ্ঞত্বম্ (যোগ অভিপ্রায় বুদ্ধি) অন্বিচ্ছন্ (অনুসন্ধান করিয়া) [সাধক করিয়া এই যোগী আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিসমূহের দ্বারা আপনার মন অল্পকালের আয়ত্তে থাকিতে করিবেন ॥২১

আয়ত্তে হইলেও মন যদি পুনরায় বিষয়াভিমুখে ভ্রমণ করিয়া বিকল হয়, তখন অবসর হইয়া তাহার অনুসরণ করত ধীরে ধীরে তাহাকে বশীভূত করিবেন ॥১৯

নিরিন্দ্রিয়, নিরেন্দ্রিয় যোগী মনের গতি উপেক্ষা করিবেন না। সাধক বুদ্ধির—সঙ্কল্পসাধ্বী বুদ্ধির দ্বারা আপনার মনে আনয়ন করিবেন ॥২০ (১)

—ঐ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিয়া তাহাই বিধি ভোজন উপদেশ করে, তখন উহাকে আত্মবশে আনিয়াছে বলা যায়"।

শান্তিপর্ব ২৩৮ অধ্যায়।

সাংখ্যেন সর্বজ্ঞবাদাঃ প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়বুদ্ধ্যাদেরবো যাবৎ প্রসীদতি ॥২২
নির্বিঘ্নঃ বিরক্তস্য পুরুষস্যাক্তবেদিনঃ।
অনন্যাক্তি সৌরাজ্যং কৈবল্যমনুচিন্তয়া ॥২৩

ধ্যানেন সর্বজ্ঞবাদাঃ প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়বুদ্ধ্যাদেরবো যাবৎ প্রসীদতি ॥২২
নির্বিঘ্নঃ বিরক্তস্য পুরুষস্যাক্তবেদিনঃ।
অনন্যাক্তি সৌরাজ্যং কৈবল্যমনুচিন্তয়া ॥২৩

ধ্যানের দ্বারা সর্বজ্ঞবাদ প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে ভবাপ্যয়বুদ্ধ্যাদি ক্রমে প্রসন্ন হয় ॥২২
নির্বিঘ্ন বিরক্ত পুরুষের আত্মবেদন হয়। অনন্যাক্তি সৌরাজ্য কৈবল্যানুচিন্তায় ॥২৩

ধ্যানের দ্বারা সর্বজ্ঞবাদ প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে ভবাপ্যয়বুদ্ধ্যাদি ক্রমে প্রসন্ন হয়। ভবাপ্যয়বুদ্ধ্যাদি ক্রমে ও পৃথিব্যাদি ক্রমের দ্বারা) ভবাপ্যয়বুদ্ধ্যাদেঃ (উৎপত্তিবিনাশের) অনুগ্রহের (সহজ ধ্যান করিবে) ॥২২

ধ্যানের দ্বারা সর্বজ্ঞবাদের উপায় বলিতেছেন। প্রথমে প্রকৃতাদি ক্রমে পুনঃপুনঃ পরমেশ্বর এবং তাহাকে একীভূত হইয়া অবস্থানী সমস্ত বস্তু চিন্তনের উপায় উপায়।

প্রশ্ন হইতে কি?

—উক্ত সাধনক্রমের পরিপাকেই ধ্যান করিতে হয়।

—ক্রমটা কিরূপ?

সমস্ত পুরুষ হইতে
↓
একটি হইতে
↓
অনন্ত, (অনন্তের বিভিন্ন)

(১) অন্তিম অবস্থার (২) মধ্যম অবস্থার (৩) আদি অবস্থার
↓

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাসমূহ	ইন্দ্রিয়সমূহ —	আলোক
		↓
দিক্, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি	শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু	বায়ু
		↓
অগ্নি, সোম, ইন্দ্র,	জিহ্বা, ঘ্রাণ, অন্তরিন্দ্রিয় সমূহ	
		↓
ইন্দ্রিয়, মন, প্রজাপতি,	বায়ু আদি পাঁচ ভূত	জল
		↓
ব্রহ্ম, অব্যক্ত।	ইন্দ্রিয়—অন্তরিন্দ্রিয়।	পৃথিবী

প্রকৃতি, অব্যক্ত, অবস্থার এই ক্রমে সৃষ্টি—পৃথিবী আদি, জল শেষে এই ক্রমে লয় হইতে থাকিবে হয়।

ঈশ্বরেণিঃ (ঈশ্বর উপাসনা প্রভৃতি) বিধিজ্ঞস্য (বিধি আয়ত্তানী) বিরক্তস্য (বৈরাগ্যযুক্ত) পুরুষস্য (পুরুষের) বিধিবিক্ত (জন্ম উপাসনা বিধান) অন্তর্বিদ্যা (সূক্ষ্ম পুরুষ বিষয়ক জ্ঞান) ভবঃ (হয়) কৈবল্যস্য (মোক্ষলাভের) ঔপযিক (উপায় হয়) ॥২৩

ধ্যানেন (ধ্যান) সোমপন্থঃ (সোমপথের জ্ঞান) চ (ও) আবৃত্তিকল্প বিদ্যা (জন্ম পরম্পরার সোপক্রম জ্ঞান) চ (ও) বিদ্যা (আত্মার) আত্মোপলব্ধিঃ (আত্মার

অবশ্যম্ভাবী অবশ্য ফলের অভিপ্রায় প্রতি অপেক্ষা করত ধীরে ধীরে যেরূপ অবস্থাপন্ন আত্মকে বিদ্যা প্রদান করে—তখনকার তাহার পরিচয় কিছু অনুধাবন করিয়া থাকে—তখন যদি ধরিয়াই লয়ন করে, উপেক্ষা করে না—তাহার কিঞ্চিৎ মনের অনুকূল তখন তাহাকে বশীভূত করিবেন। এই অনুবৃত্তি মার্গ ক্রমে বিদ্যাবই পরম যোগ বলিয়া জানিবে কর্তৃক পূর্ণ হইয়া থাকে ॥২১

ধ্যান বিবেকের দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্বান্ত সমস্ত ভাবের অনুলোমে প্রকৃত্যাদি ক্রমে উৎপত্তি, প্রতিলোমে পৃথিবী আদি ক্রমে বিনাশ যে পর্যন্ত মন বিকল না হয়, তাবৎকাল সতত ধ্যান করিবেন ॥২২

নানাবিধ ধ্যানের উক্তি, তাহার ফলে বিরক্ত, গুরু-কর্তৃক উপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানোৎক পুরুষের বিধিবিহিত ভবের পুনঃ পুনঃ পরিশীলনের দ্বারা মন কৈবল্যস্থ (মোক্ষাভিমুখ) হইয়া থাকে ॥২৩

ধ্যানের দ্বারা সোমপথ, তত্ত্ববিদ্যার অবশ্য আবার শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাদি দ্বারা মন যাহাযোগ্য পরমাত্মা আত্মাকে লাভ করে—অন্য উপায়ে দ্বারা হয় না ॥২৪

যে যেষ্বধিকারেষু যা নিষ্ঠা ন তথা পরিকীর্তিতঃ।
কর্মণাং ভ্রাত্যতত্ত্বাভ্যাসেন বিদুষঃ কৃতঃ।
তপ-মোপবিধানেন সাধারণ্যং ব্যবস্থিতম্ ॥২৬
ভাবদ্রব্যে তৎকর্মাহ নির্বিদ্বঃ সর্বকর্মসু।
যেন দুষ্কৃতকাদ্ ভাবাৎ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥২৭

অতো জ্ঞানেন যাং প্রীতিং প্রজানুগ্রহনিশ্চিতাম্।
দুষ্কৃতাদ্ভক্ত ভাবাদ্ দুষ্কৃতোপকারাংশ্চ বর্জয়ন্ ॥২৮

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মামভীক্ষ্ণশঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে মযি হৃদি স্থিতে ॥২৯

অধিকারেষু (আশ্রম কর্মসু) যা (যে) নিষ্ঠা (সমাপ্তি) ন (নহে) তথা (তেমন) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হইয়াছে), তাহা (তত্ত্ব উপায়ের দ্বারা) ন (নহে) ॥২৬

যদি (যদি) ভ্রাত্যতত্ত্বাভ্যাসেন (অজ্ঞানবশতঃ) যেষাং (যেই) বিদুষঃ (অজ্ঞের) কৃতঃ (কৃত), (অথবা) তপোযোগ (তপোযজ্ঞ দ্বারা) বা (বা) অন্য (পাপ) সাধনে (কর্ম করিলেও), তত্ত্ব (সে বিষয়ে) তথাত্ব (অবশ্য) সাধারণ্যং (সত্য করিবেন), তত্ত্ব (সে বিষয়ে) তথাত্ব (অবশ্য করিব) ন (না) ॥২৬

যে যে (যে যে) অধিকারে (অধিকারে) যা (যে) নিষ্ঠা (সমাপ্তি, স্থিতি), না (আমা) কথা (কথা) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়), তপোযোগবিধানেন (তপোযজ্ঞ বিধানের দ্বারা) সাধারণ্যং (সত্য) আত্মজ্ঞানাভাব (আত্মার জ্ঞানের অভাব) জন্য,অজ্ঞানে (জ্ঞানের অভাব অবশ্য) তথাত্বং (তথাত্বরূপ) বিদুষঃ (অজ্ঞের) কৃতঃ (কৃত হইলেও) ॥২৬

ভাবদ্রব্যে (ভাবের তথায়) তাবদ্রব্যে (তাবদ্রব্যে) তৎকর্মাহ (তথায় তথায়) সর্বকর্মসু (সকল কর্মে) নির্বিদ্বঃ (বিরক্ত) দুষ্কৃতকাদ্ (দুষ্কৃত) ভাবাৎ (ভাবনাদ্বারা) যেন (যাহাতে) পরিত্যাগে (পরিত্যাগে) অনীশ্বরঃ অপি (অসমর্থ হইলেও) ॥২৭ (৩৬তুক) দুষ্কৃতিনঃ (দুষ্কৃত দ্বারা নরক হইবে—এই দুষ্কৃতিগণ) (অথবা) প্রীতঃ (প্রীত হইয়া) তাম্ (সেই) ভাবাম্ (ভাবনা হইতে) দুষ্কৃতাৎ (দোষযুক্ত) দুষ্কৃতোপকারাংশ্চ (পরিত্যক্ত দুষ্কৃতের উপকারের) বর্জয়ন্ (বিনা করত) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করিবে) ॥২৭-২৮

প্রোক্তেন (পূর্বোক্ত) ভক্তিযোগেন (ভক্তি যোগের দ্বারা) মাং (আমাকে) অনন্য (বিনা) ভাবেন (অন্যভাবনায়) দৃঢ়ং (দৃঢ়ের) যদি (যদি) হি (হইলে) হৃদি (হৃদয়ে) স্থিতে (অধিষ্ঠিত হইলে) হৃদয্যা (হৃদয়ের) সর্বে (সকল) কামা (কামনা) নশ্যন্তি (নষ্ট হইয়া যায়) ॥২৯

যোগী যদি অধিকারানুরোধে কখনও অন্যায় নিষিদ্ধ কর্ম করেন, তখন সেই পাপ যোগের দ্বারাই ভস্মীভূত হইবে—সে স্থলে অন্য কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয় না। জ্ঞানী জ্ঞানবিচারের দ্বারা ও ভক্ত নামসঙ্কীর্তনের দ্বারা দুই প্রকার হেতু অনুযায়ী পাপ দূর করিবেন ॥২৫

স্ব স্ব অধিকারে (যেমন জ্ঞানী জ্ঞানাভ্যাসে, যোগী যোগাভ্যাসে, ভক্ত নাম-সঙ্কীর্তনে) যে স্থিতি তাহা তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয়—যেহেতু বিষয়াসক্তি ত্যাগের ইচ্ছায় এই তপ-যোগবিধানের দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র কর্মের সংযোগ করা হইয়াছে।

কর্মসমূহ উৎপত্তি হইলেই অন্যত্র, তথাপি বিষয়াসক্তি বর্জন করিবার জন্য তপ-যোগের বিধান

করত কর্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপন আপন অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান—তাহা এবং অধিকার অধিকারে অতিক্রম করাই—দোষ ॥২৬

আমার কথাতে অন্যাসক্ত, সকল কর্মে বিরক্ত (বিরক্ত) ব্যক্তি কামনাময় দুষ্কৃতময় ভাবনার পরিত্যাগে যদি অসক্ত হয়, তাহা হইলে তিনি পরিত্যাগে দুষ্কৃতময় কামনাময় উপভোগ করিয়া তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে প্রায়শ্চিত্ত ও অন্যাসক্ত হইয়া "ভক্তির দ্বারাই সমস্ত হইবে" ইহা বুঝিয়া করিয়া আমাকে ভজনা করিবেন ॥২৭-২৮

ভক্তি ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজনাকারী ব্যক্তির আমি (জ্যোতির্ময় আত্মরূপে) হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, তৎক্ষণাৎ নিখিল বাসনা

বিষয়ে ভবত্যবিদ্বিদ্বিদ্বয়ে সর্বদেহগঃ।
যোগেন চাত্ম কর্মাণি যদি দৃষ্টেঽবিলাত্মনি ৪০
তস্মাদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ৪১

ৎং কর্মভির্বং তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ৪২
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ৪৩

অবিলাত্মনি (অবিলের আত্মা) যদি (আমাকে) দৃষ্টে (দেখিলে) সর্ব (সমস্ত) ঋষয়ঃ (ঋষিরা) বিজ্ঞে (বিজ্ঞ হন), সর্বদেবাঃ (বিশ্বের দেবতা) বিজ্ঞে (বিজ্ঞ হন) চ (ও) কর্মাণি তাঁহাকে (কর্মফলের তাঁহা হইয়া থাকে) ৪০

তস্মাৎ (সেই হেতু) মদ্ভক্তিযুক্তস্য (আমার ভক্তিযুক্ত) মদাত্মনঃ (মদ্গত) যোগিনঃ (যোগীর) তস্য (তাহার) ন (নহে), বৈরাগ্যং ন চ (বৈরাগ্যও নহে), ইহ (ইহলোকে) প্রায়ঃ (প্রায়) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োলাভ হয়) ৪১

যৎ (যাহা) কর্মভিঃ (কর্মফলের দ্বারা), যৎ (যাহা) তপসা (তপস্যার দ্বারা), যৎ (যাহা) জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ (জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বারা), যোগেন (যোগ), দানধর্মেণ (দানধর্মের দ্বারা), ইতরৈঃ (অপর) শ্রেয়োভিঃ (শ্রেয়ঃ সাধনসমূহের দ্বারা) অপি (ও) (লাভ হয়)।

মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্ভক্তিযোগেন (আমার ভক্তি যোগের দ্বারা) (সেই) সর্বং (সমস্ত) স্বর্গাপবর্গং (স্বর্গ ও মোক্ষ) যদি (যদি) কথঞ্চিৎ (বিশেষ কি) মদ্ধাম (বৈকুণ্ঠ) বাঞ্ছতি (ইচ্ছা করেন), (তবে তাহাও) অঞ্জসা (তৎক্ষণাৎ) লভতে (লাভ করেন) ৪২-৪৩

বিনষ্ট হইয়া যায় ৪১

সর্বভূতের আত্মা আমাকে দর্শন করিলে আমার অনুগ্রহ হয়ত্রপি তিনি (সেজন্যই আত্মা অভিমান নিবর্তিত) হন, অতএব সমস্ত দেবতা তিনি ও কর্মসমূহ সেইমাত্র কর্মফলও তাঁহা হইয়া থাকে ৪০

সেইহেতু আমার ভক্তিযুক্ত, মদ্গত-অন্তঃকরণ যোগীর প্রকৃতি বিবিধ আত্মজ্ঞান বিষয়-বিতৃষ্ণা আদি বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়ঃ সাধন হয় না ৪১

যাহা কর্মাদি কর্মফল, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান-ধর্ম, অন্য যজ্ঞসাধন কর্মাঙ্গফলের দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগের দ্বারা সেই সকল এবং স্বর্গ ও মোক্ষ, অধিক কি, যদি আমার বৈকুণ্ঠ অভিলাষ করেন, তবে তাহাও তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৪২-৪৩

—শ্রেয়ঃ ভক্তির সাধন কি?

—মূলতঃ ভক্তির সাধন প্রধান দুই—

যঃ যো মদ্ভাবমাপন্নঃ স বিষ্ণু-
র্যস্তদ্বিমুক্তো ন তদেতি বিষ্ণুঃ।
বিশ্বং বিষ্ণু-ময়ত্বেন বিষ্ণু-
র্যস্মাদি বিষ্ণুর্ন্যমি বিষ্ণুঃ।

—বিষ্ণু ধর্মোত্তরে।

আমার সহিত আমার সমত্ব বিনিময় হইয়াছে, তিনি বিষ্ণু, তিনি আমার সখা, তিনি বিষ্ণু। ব্রহ্মময়, ব্রহ্মলোক, আমি ও বিশ্বময় বিষ্ণু, ব্রহ্ম আমি ব্রহ্মময় বিষ্ণু, সমুদয় বিষ্ণু।

যঃ যোহি স্মর্তব্যে যে যদি পক্ষ-
র্যে মুক্তপক্ষে ন তদেতি আত্মঃ।
যঃ সমত্বেন পরীতত্বে
তিতীর্ষো যে ব্রাহ্মঃ সমীরণ্ ঐ

আমার সখা যাহা, আমার পক্ষ যাহা, মুক্তিতত্ত্ব যাহা, আমি ভিন্ন অন্য যোগ নয় যাহা। যুগি- আমি যে অন্য যোগ পরীক্ষা-মন্ত্র যোগ সাধনের যদি বিধির পরীক্ষা।

অন্যঃ ভবত্যভক্তস্য ন ফলেন্দ্রো ন তদ্ভবঃ।
ভজতো ন প্রভবাদি ন ভবে ন প্রভবতি।
আত্মা ভবত্যতো ভক্তো যেন সর্বেশো ভবেৎ।
ভবেত ন প্রভবত্যেবি যদ যোগ প্রভবেৎ।

আমি সেই ঈশ্বরাত্মা, সেই স্বরূপে আমার, আমি

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥৩৪
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নির্গুণৈবোদাহৃতা ময়ে ॥৩৫

ন অন্যৎ-কাঙ্ক্ষা-ভক্তানাং শুদ্ধ-সেবোন্মুখা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥৩৬

মম (আমার) একান্তিনঃ (একান্ত) ভক্তা (ভক্ত) ধীরাঃ (ধৈর্যশালী) সাধবঃ (সাধুগণ) হি কিঞ্চিৎ (কিছুই ন বাঞ্ছন্তি (ইচ্ছা করেন না), (অধিক কি) ময়া (আমাকর্তৃক) দত্তম্ (দত্ত) অপি (ও) অপুনর্ভবম্ (কৈবল্যও) গ্রহণ করেন না ॥৩৪

অতএব (অতঃ) নৈরপেক্ষ্যম্ (অপেক্ষারহিতভাব, স্বতন্ত্রতা) পরম্ (উৎকৃষ্ট) নিঃশ্রেয়সম্ (মোক্ষ ও তাহার জন্য) প্রাহুঃ (বলেন), তস্মাৎ (সেই হেতু) নিরপেক্ষকং (অপেক্ষা-রহিত) নির্গুণং (গুণাতীত, ঈশ্বর) ইশ্বরম্ (প্রভু) সমচিত্তাঃ (সমচিত্ত) সাধবঃ (সাধু) যদি (আমাকে) একান্তভক্তিযোগেন (একান্ত ভক্তিযোগের) ভজন্তে (ভজনা করেন) [তর্হি (তাহা হইলে) —অতিরিক্ত অপেক্ষণীয়] কাঃ (পাপ-পুণ্য সকল) ন (হয় না) ॥৩৬

আমার অনন্যভক্ত ধৈর্যসম্পন্ন সাধুগণ কিছুই যাচ্ঞা করেন না—এমন কি, কৈবল্যমুক্তি দান করিলেও তাঁহারা তাহা স্পৃহা করেন না ॥৩৪

যেহেতু সর্বাপেক্ষারহিত নিত্যস্থ পুরুষেরই আমার ভক্তি হয়, সেইজন্য নৈরপেক্ষ্য, অতি-উৎকৃষ্ট নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) এবং নির্গুণ ঈশ্বরপ্রাপ্তি সাধুগণের একমাত্র অভিলষিত হয় ॥৩৫

অতএব একান্ত ভক্ত, সমচিত্ত জ্ঞানী, ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধুগণের আমাতে সমর্পিত (বিচিত্র-অবিচিত্র সর্ব সমান) পাপ-পুণ্যাদিকল হয় না ॥৩৬

ঈহারা পরমার্থিক হইবে ॥—বিবিধ আমার পরমার্থিক হইবেন না। ঈহার ফলে সমান নিত্য সমাধান, সেই শ্রীভগবানকে সমাধান। আমার বিধি ও নিষেধ আদি, ঈহারই আদি পরমাদর হইতেছি।

—সুখের তাহিত সকল।

—এই একান্ত-ভক্তের ঈহার একটী তাহিত কথা যদি বিবিধে পরিস্থাপিত—

যে যাদৃচ্ছিক পরিপক্ব মহীক
মোক্ষাখ্যাদি সমস্তাদি বিদ্যা অন্যথাম্।
ভক্তি-সমুদ্রাদ্ভব ধারা পরীক্ষিত
বর্ধিত কৃতা প্রয়োজনাঃ ॥১১।২০।৩৬

মোক্ষাভিসন্ধানী, জ্ঞানিগণের এবং বিষ্ণুসুখ, কৃষ্ণ, শ্রী, সমৃদ্ধ, ধর্মার্থ-কামাদিক যে কোন পরার্থ—এসব কি, আপনার স্বরূপ পরম ভগবদ্ শ্রীহরির পরীক্ষোপায় অনন্যভক্ত একান্ত তাহিত থাকেন।

হরিসেবা অন্য, অন্যের হরি-
হিতের অন্যতা ন বিচারকৃৎ।
ইতি যত্ত মতিঃ পরমার্থবিদি
ন তত্র তদন্যাপেক্ষণমস্তি।

—হরিই অন্য, অন্যেই হরি, হরি ও অন্যের পরীক্ষা নিজ মহৎ—পরমার্থবিদিতে এইরূপ নিষ্ঠায় যদি তত্ত্ব হয়, সেই স্থানে তদন্যাপেক্ষা হইতে অন্যরূপ নিষ্ঠায় হয়।

আরাম, বায়ু, অনল, অম্বু, পৃথিবী, অজ, সূর্য ও নক্ষত্রাদি,

এবমেতান্ মহাভিজ্ঞানযুক্তিভির্যে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে বিদ্যোপদেশো নাম ॥১৩

এবম্ (এইরূপ) যদা (যখনই) আত্মবিদ্ভ্যঃ (আত্মবিদ্) এতম্ (এই) যে (যাহারা) পথঃ (আমার প্রাপ্তির উপায় সকল) (যাহারা) আস্থিতাঃ (অনুষ্ঠান করেন), (যাহারা) ক্ষেমং (ক্ষেম (প্রাপ্তি-রক্ষণ) স্বরূপ) (আমার লোক)

বিন্দন্তি (প্রাপ্ত হন) মৎ (যাহা) পরমং ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) তৎ (তাহা) বিদুঃ (অবগত হন)।৩৭

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে বিদ্যোপদেশ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকায়াং সমাপ্তা।

এইরূপে আমার আপ্তি বিষয় তত্ত্বজ্ঞান-উপদিষ্ট আমার পথ (আমার প্রাপ্তির উপায়) যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা সর্ব্বথা প্রসিদ্ধ

ব্রহ্মকে অবগত হন ও কর্ম্মফলাদি-ভয়রহিত আমার বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিয়া থাকেন।৩৭ (১)

(১) (বিশেষ) বিদ্যার কর্ত্রী যেহেতু ভগবান্, অতএব আমার স্থান বৈকুণ্ঠ, আপনার হৃদয়ও অবশ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবিবেকধ্যানপ্রবীণ পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গবরালোকারণাখবরারাজ-কৃত বিদ্যা অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[ভক্ত-লক্ষণাদীনাং গুণ-দোষবর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ

ত্ব এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মকান্।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্যুঞ্জতঃ সংসরন্তি তে ॥১

যে যেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥২

অন্বয়মুখ

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যে (যাহারা) এতান্ (এই) অভিজ্ঞানযুক্তান্ (ভক্তি, জ্ঞান ও

ক্রিয়াযুক্ত) মৎপথঃ (আমার পথ) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) চলৈঃ (চঞ্চল, অস্থির) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা)

একবিংশ অধ্যায়।

[ভক্ত-লক্ষণাদির গুণ ও দোষ বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ মহাভাগবতস্য ভক্তযোগমপি ব্রুবঃ।
সর্ব্বমুক্তোপশমনং প্রপদ্যেতানুশাসনম্ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—ভক্তি-জ্ঞান ক্রিয়াযুক্ত

এই আমার পথসকল পরিত্যাগ করিয়া যাহারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অস্থির ক্ষুদ্র বিষয় ভোগবাসনা, তাহারাই বিবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১

যে যে অধিকারে যে নিষ্ঠা—তাহা গুণ বলিয়া

শুভাশুভৌ বিধীয়েতে সমবেষ্বপি বস্তুষু।
তত্রাপ্যহিংসাসার্থং গুণ-দোষৌ শুভাশুভৌ ॥৩

ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ।
ধর্মিণোঽন্নস্য মধ্যাদ্যো ধর্মস্তূভয়তো মৃদু ॥৪

মৃদ্বম্বপ্তেজসাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।
আত্মসংস্থাবয়বাধীনাঃ শরীরা আত্মসংযুতাঃ ॥৫
ভেদেন নাম-রূপাণি বিষয়াশ্চ পৃথক্‌পৃথক্।
বাসুদেবস্য কর্মৈতে প্রকৃতিঃ পার্থিবস্থিয়ে ॥৬
দেশ-কালাদিভাবানাং বস্তুনাং মম সত্তম।
গুণ-দোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্মণাম্ ॥৭

মৃদম্ (মৃত্তিকা) অম্বঃ (জল) তেজঃ (অগ্নি) আকাশম্ (আকাশ) ভূতানাম্ (ভূতসমূহের) পঞ্চ (পাঁচটি) ধাতবঃ (ধাতু), আত্মসংস্থাবয়বাধীনাঃ (আত্মাতে বিলীন হইয়া) শরীরাঃ (শরীর আরম্ভক) (হয়) ॥৫

ভেদেন (যে ভেদ)। নাম (আখ্যা) রূপাণি (আকার) বিষয়াঃ (বিষয়সমূহ) চ (ও) পৃথক্‌পৃথক্ (বিভিন্ন প্রকার) বাসুদেবস্য (ভগবানের) কর্ম (কার্য) এতে (এই) পার্থিবস্থিয়ে (পার্থিব শরীরের) প্রকৃতিঃ (স্বভাব) ॥৬

দেশ-কালাদিভাবানাং (দেশ-কালাদি ভাব-পদার্থ) বস্তুনাং (বস্তুসমূহের) মম (আমি) সত্তম (সাধুশ্রেষ্ঠ) গুণ (গুণ) দোষৌ (দোষ) বিধীয়েতে (বিধান করিয়াছি) নিয়মার্থং (নিয়মের জন্য) হি (নিশ্চয়) কর্মণাম্ (কার্যসমূহের) ॥৭

ভবিত হয়। অবোধ্যকরেরও পরাধিকারে নিষ্ঠা দোষ বলিয়া জানিবে। গুণ ও দোষ উভয়ের ইহাই সিদ্ধান্ত ॥২

সমান বস্তুসমূহে শুচি অথবা অশুচির বিচার অর্থাৎ গুরুতে শুচি ও দোষে অশুচি ধর্মি হইয়া থাকেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা অন্যান্যগুলির গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য নির্দ্ধারিত হইবে। তাহাই গুণ, দোষই অগুণ ॥৩

হে নিষ্পাপ। ধর্মের জন্য, ব্যবহারের নিমিত্ত ও প্রাণরক্ষার জন্য বস্তু প্রভৃতি গ্রহণ বাসিকগণের পালনীয় আচার বলিয়াছি। তন্মধ্যে দ্বারা ধর্ম, অন্যতরের দ্বারা অর্থ ব্যবহারনির্ণয়ে গুণ দোষ বলিয়া উহা গ্রাহ্য। প্রাণ রক্ষার জন্য আপৎকালে বিহিত গ্রহণ গুণ—অবিহিত গ্রহণ অগুণ ॥৪

অন্ন হইতে স্থাবরাদি ভূতসমূহের ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটিই আত্মার বিলিন হইয়া শরীরে আরম্ভক হয় ॥৫

হে উদ্ধব। এই প্রাণিসমূহের পার্থিবদেহের জন্য (প্রকৃতি নিবৃত্তি নিয়মের দ্বারা ধর্মাদি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য) বাসুদেবরূপ সমান হইলেও আকার অনুসারে বিষম নাম ও রূপ (শরীর) ভেদের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে ॥৬

হে সাধুপ্রধান। কর্মসমূহের সম্পাদনের নিমিত্ত দেশকালাদিভাব পদার্থ, তৎসমষ্টি বাসুদেব বস্তুসমূহের গুণ-দোষ আমি বিধান করিয়াছি ॥৭

অক্ষুণ্ণদারো দেশোদ্যদ্রব্যসম্পাদ্যশুচির্ভবেৎ।
কৃৎস্নদারোঽপ্যসৌরীকৌকটাদিদুষ্টেরিণম্ ॥৮
কর্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যত্রো নিষিদ্ধতো কর্ম ন দোষোঽকর্মকঃ স্মৃতঃ ॥৯

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মন্ত্রবাহুল্যতোঽথবা ॥১০
শক্ত্যাশক্ত্যাথবা বুদ্ধ্যা সহজ্ঞা চ যথাক্রমম্।
অথবা মূর্খতি হি যথা দোষবদ্ধানুলোমতঃ ॥১১

দেহেই (জন্মকাল) যত (আবশ্যক) নিয়মেরও (বিধেয় কল্প হইবেন) ॥৭

দেশোদ্যম্ (দেশজাত দ্রব্য) অক্ষুণ্ণদারঃ (ক্ষুণ্ণতা-জনক রীতিরহিত যে দেশ), (যাহা) অক্ষুণ্ণদ্রব্যঃ (প্রকৃতভাবীন যে দেশ), (সে দেশ) অশুচিঃ (অশুদ্ধি) জন্মে (হইবে)। কৃৎস্নদারঃ অপি (কৃৎস্নতা বর্জিতেরও) অসৌরীকৌকটা-দ্যুপদুষ্টেরিণম্ (সংদূষণাদির, সংজ্ঞাদি বিশিষ্ট অশুচি দেশসমূহ, অনুসারে) এই দ্রব্যের অশুচি দেশ ॥৮

কর্মণ্যঃ (কর্মযোগ্য) কালঃ (কাল) দ্রব্যতঃ (দ্রব্যসম্পর্কে) স্ব (অথবা) স্বতঃ এব (স্বতই) জন্মে (জন্মান্), যত্রঃ (যাহা, যেই কাল) নিষেধঃ (অশুচি) স্মৃতঃ ॥৯

দ্রব্যের (দ্রব্যে যাহা) শুদ্ধি (শুচিত্ব) ও (এবং) অশুদ্ধি (অশুচিত্ব) দ্রব্যেণ (দ্রব্যের দ্বারা) ও (এবং) বচনেন (বচনের দ্বারা) সংস্কারেণ (সংস্কারের) অথবা (দ্বারা) কালেন (কালের) অথবা (দ্বারা) মন্ত্রবাহুল্যতঃ (মন্ত্রাধিক্য বা অল্পতার) দ্বারা (দ্রব্যের) শুদ্ধ্যশুদ্ধী (শুচি-অশুচি) বিধেয় হয় ॥১০

অথ (যাহা) শক্ত্যা (শক্তি) বা (অথবা) অশক্ত্যা (অশক্তিদ্বারা) বুদ্ধ্যা (জ্ঞান) চ (ও) সহজ্ঞা (সহজ্ঞান অনুসারে) (যে) দোষোদ্ধারকঃ (দোষ ও অপরাধ অনুসন্ধান) আচরেৎ (করেন) যং (যে) (পুরুষ) (তং) অজ্ঞ (নাম) মূর্খতি (বলে), (তাহার শুচি-অশুচি বিচার হইবে না) ॥১১

হেতুর মধ্যে কৃৎস্নদারঃ-কৃৎস্ন প্রকারবর্জিত দেশ অশুচি। তাহার মধ্যেও প্রাচুর-চর্চিকাদির দেশ অত্যন্ত অশুচি। কৃৎস্নদার দুষ্ট বলিতেও সংদূষক-রহিত ঔরভ্র, অজ, বভ্রু, ছাগিল, মেষাদির সমার্জনাদি রহিত উহা—এই সকল দেশ অশুচি। সংদূষকযুক্ত ঔরভ্রক শুচি ॥৮ (১)

আত্মাদি পূণ্য ফলজনক দ্রব্য লাভ হইলে যজ্ঞ পূর্ণিমাদি যে কাল কর্মযোগ্য সেই কাল গুণবান্—শুদ্ধ। যে কালে কর্ম নিষিদ্ধ হয়—যেমন সূতকাদি মলিন—সে কাল কর্মে অযোগ্য—অশুদ্ধ ॥৯

দ্রব্য—যজ্ঞাদির ফলাদি দ্বারা শুদ্ধি, ঘৃণাদির দ্বারা অশুদ্ধি নির্ণীত হয়, আজ্ঞা বচনের দ্বারা অর্থাৎ কোন বস্তু শুদ্ধ কি না এইরূপ সন্দেহস্থলে প্রাজ্ঞের বচনের দ্বারা তাহার নির্ণয় হয়। সংস্কার—পুণ্যাদির প্রোক্ষণের দ্বারা শুদ্ধি, অবঘ্রাণাদির দ্বারা অশুদ্ধি, কালসংস্কারাদিতে অবোধকালীর শুদ্ধি—পূর্ণিমার অব্যবহিত কাল অতিক্রমেরও অশুদ্ধি। দ্রব্য—পরিমাণে অল্প হইলে স্পর্শদোষ হয়, বহুল বা অধিক হইলে স্পর্শদোষ হয় না। অজ্ঞাজাতি-স্পর্শে অজ্ঞলের অশুদ্ধি—ছাগাদির জলের অশুদ্ধি হয় না ॥১০

শক্তি :—পূর্ণাদ্যবধারণে কালে সমর্থের জ্ঞানাদির দ্বারা শুদ্ধি; অসমর্থের জ্ঞানাদি বিনাও শুদ্ধি বুদ্ধি :—পূত্র শুদ্ধিলে তাহা না জানিলে অশুদ্ধি হয় না—শুদ্ধিলে অশুদ্ধি। সহজ্ঞা :—জীর্ণ, মলিন, দেশাচারমত বস্ত্রব্যবহারে অশুদ্ধি—ধনিদের তাহাতে অশুদ্ধি হয় না। দেশ, কাল, অবস্থা ভেদে

অক্ষ-অক্ষ-কলিঙ্গ দেশোদ্ভব।
ঔরভ্রিকা ছিন্ন করা পুত্র সমার্জনাদি।

(১) অজাত যজ্ঞ দেখা যায় ঔরভ্র। ঔরভ্রের একাদশ দেশ। তন্মধ্যে পশ্চিম অর্থাৎ নিকৃষ্টাংশ। তথায় যে স্থান সংদূষক-রহিত তাহা অজ্ঞ—শুদ্ধি হয়।

বাস্ত-বার্ক্ষি-তন্তূনাং বল-বৈদল-চর্মণাম্।
কালবায়্বগ্নিতোয়ৈঃ পার্থিবানাং যথাভবৈঃ ॥১২

অন্বয়ালিঙ্গং বহ্ব্ যেব গন্ধঃ লেপঃ ত্বচোদিতঃ।
তদ্ভক্ত প্রকৃতিঃ শুদ্ধ অন্যোন্যং ব্যভিচারতঃ ॥১৩

স্নান-সার-রসাদ্যম্বু-বীর্য্য-সংস্কার-কর্মভিঃ।
সংস্কৃতা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্মাচরেদ্ দ্বিজঃ ॥১৪
মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধির্মদাত্মনঃ।
দ্রব্যঃ সম্প্রোক্ষণং ষট্ত্বিরাত্মানং বিশোধয়েৎ ॥১৫
ক্বচিদ্ গুণাধিকৌ দোষঃ দ্রব্যদোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥১৬

বাস্তবার্ক্ষিতন্তূনাং (ষ ষ, ষষ্ঠী, অর্থে, তন্তুনা) ॥১-চৈদলচর্মণাং (বল—অর্থাৎ, তৃণাদি—চৈদল, অজিনাদি—চর্মনামের) পার্থিবানাং (পার্থিব পদার্থসমূহের) কালবায়্বগ্নিতোয়ৈঃ (কাল, বায়ু, অগ্নি, বৃষ্টির, জল—তাহাদের দ্বারা) যথাভবৈঃ (যে-যেরূপে) তদ্ধি অর্থাৎ হইয়া থাকে ॥১২

যৎ (যে) অন্বয়লিঙ্গং (অন্বয়ের লিঙ্গ) (বহু) যেব (যেমন যায়) গন্ধঃ লেপঃ (গন্ধ ও লেপ) ত্বগাদিতঃ (ত্বাদি অবয়ব), তদ্ভক্ত (তাহার) (পৃথক্) প্রকৃতিঃ (পৃথক্প্রকৃতি) অন্যোন্য (পরস্পর), তৎ (তাহা) ব্যবায়ে (দৌ পরস্পর) দৌম্ (শুদ্ধি) ইতরত (ইতর) ॥১৩

স্নান-সার-রসাদ্যম্বু-বীর্য্য-সংস্কার-কর্মভিঃ (স স, স্নান, রসাদ্য,

---

শুদ্ধি অনুবিধ বিধায় কহিতেছেন। দৌত্যাদির মধ্যে ৮ দোষের হইলেও ব্যাত্যাদি যুক্ত স্থানে অথবা দৌত্যাদি স্থলে দোষের হয় না ॥১১

বাস্ত, কাষ্ঠ, দৌ ঔজ প্রভৃতি-চর্মাদি, অদ্রি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ, পৃথ্ উর্ণাবস্ত্র, পৃথ্ বৈদলাদি তৃণাদি, তুর্বাদি বাস্তু, তুলাদি, বল্কলের চর্মাদি, পার্থিব পদার্থ কর্তৃক, যথা যথা ইত্যাদি পার্থিব পদার্থসমূহের যথাযথ কালাদির দ্বারা শুদ্ধি। সে স্থলের স্থান, অন্যান্যাদির স্পর্শ-ব্যবহারে, লেপ, স্নান ও অবয়ব অনুসারেই শুদ্ধি অশুদ্ধি হয়। এই সকল পার্থিব পদার্থের কাল বায়ু, অগ্নি, বৃষ্টির, জলাদির যোগাযোগে শুদ্ধি অশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥১২

অন্বয়ের দ্রব্য লিঙ্গত্ব—যে ক্রিয়ার দ্বারা ৬ লেপ ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহার পূর্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই পর্যন্ত তাহার দৌত্যের ব্যবস্থা করা

অম্বু, দৌত্যাদি পক্ষি, ইতরত্বাদি সংস্কার-কর্মের দ্বারা) সংস্কৃতা (আত্মার স্বরূপে) আত্মনঃ (আত্মার) শৌচং (শুদ্ধি) কর্মাচরেৎ (হয়), (অথবা তাহাদের দ্বারা) শুদ্ধঃ সন্ (তত্ত্ব হইয়া) দ্বিজঃ (দ্বিজ) তত্ত্ব (তাহা) আচরেৎ (আচরণ করিবেন) ॥১৪

(সংস্কারসূত্রে) মন্ত্রস্য (মন্ত্রের) পরিজ্ঞানং (পরিজ্ঞান), মন্ত্র (মন্ত্রের) শুদ্ধিঃ (শুদ্ধি) (দ্বারা) মদাত্মনঃ (আমার আত্মার) কর্মশুদ্ধিঃ (কর্মশুদ্ধি) (লেপ, স্নান, ত্রব্য, কর্তা, মন্ত্র ও কর্ম এই ছয়টির শুদ্ধি দ্বারা কর্ম শুদ্ধি) ষট্ভি, [ছয়টির দ্বারা] দ্রব্যঃ (দ্রব্য) সম্প্রোক্ষণং (সম্প্রোক্ষণ দ্বারা); তু (কিন্তু) বিপর্যয়ঃ (অন্যের বিপরীত অবস্থা) অবধা (অবধ) ॥১৫

কর্তব্য ॥১৪

স্নান, সার, রসাদ্য, দৌত্যাদি অবয়বা, শক্তি, ইতরত্বাদি সংস্কার কর্মের দ্বারা সকল অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপে আত্মার অর্থাৎ দেহাভিমানী কর্তার শুদ্ধি থাকে, অতএব তাহাদের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া দ্বিজ (মুমুক্ষু) কর্ম-আচরণ করিবেন ॥১৪

মন্ত্রতন্ত্রের মন্ত্রের যথাযথ পরিজ্ঞান মন্ত্রশুদ্ধি, আমাতে অর্পণের দ্বারা কর্মশুদ্ধি, লেপ, স্নান, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র ও কর্ম এই ছয়টির শুদ্ধির দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়। ইহার বিপর্যয় অর্থাৎ বিপরীত অবস্থা ॥১৫

সময়ের বিপর্যয়ে স্থলে কোনস্থলে গুণও দোষ হয়, আবার কোথাও দোষও গুণ হইয়া থাকে। গুণ ও দোষের নিয়ম যায়—গুণদোষের বিধিও নিয়ম করিতে পারেই অর্থ ॥১৬

সন্ধ্যাকর্ম্মাচরণং পক্ষিত্বান্নাস্য বিদ্যতে।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ স্বস্থো ন পাপাৎ পতত্যধঃ ॥১৭
অন্যে ত্বন্যে বিজর্ত্তব্যা বিপ্রেভ্যো ভক্তভক্তঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ সোম-সোম-ত্বদায়কঃ ॥১৮
বিষয়ন্তু তদাস্যাদাৎ পুংসঃ সন্তত্যো ভবেৎ।
সন্তাৎ ত্বয় ভবেৎ তাত তাদাত্ম্যেন তদিষ্যতাম্ ॥১৯

তস্মাৎ ত্বিষিরিতঃ ক্রোধস্তমন্তমনুবর্ত্ততে।
তমসা গ্রসতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী ক্রতুম্ ॥২০
তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
অতোঽস্য সার্ব্বদিক্যস্তে মুক্তিরেব ন বন্ধনম্ ॥২১
বিষয়াকিঞ্চিদিচ্ছেন মাত্রাঃ যে বাপরম্।
কৃষ্ণগৌরিকয়া জীবন্ যাবৎ ক্রতুরে যা খলু ॥২২

বিষিরা (বিষিরাদ্ধ) ধরিত্রি (ক্ষোণাত্ত) ক্ষত্র অপি (আর) ক্ষোভ (ক্ষোভ) ভাব (ব্য), ক্ষোভ অপি (ক্ষোভ ও) ক্ষত্র (ক্ষত্র ব্য), (অন্তর্ব্য) ক্ষত্রক্ষোভবিষিরঃ (ক্ষত্র-ক্ষোভের জন্য বিক্ষোভাবের পাত্র) ভবতিলাঃ (ক্ষত্র-ক্ষোভের জন্য) ভবতি (ভবিত হয়) ।১০

সন্ধ্যাকর্ম্মাচরণং (সন্ধ্যার কর্ত্তব্য আচরণ, একান্তাবীর অন্তর আচরণ) পক্ষিত্বাৎ (পক্ষিত্বহেতু) ন পাপাৎ (পাপের হয় না), (অর্থাৎ পক্ষিত্বের অ-পক্ষিত্বের পাপের হয়) (যদি যে) অধঃ (আসক্তি হেতু নরকে) ঔৎপত্তিকঃ (সহজ) গুণঃ (গুণ, অর্থাৎ পক্ষিঃ (ঘুঘুপক্ষী) ন পততি (পতিত হয় না)।১১

অন্যে অন্যঃ (অন্য অন্য হইতে) বিজর্ত্তব্যঃ (বিভক্ত হওয়া যায়), ভক্তাভক্তঃ (ভক্তা ভক্তা হইতে) বিভক্তঃ (বিভক্ত হয়), নৃণাম্ (মনুষ্যদের) এষঃ (এই) ধর্ম্মঃ (ধর্ম) সোমসোমত্বদায়কঃ (সোম-সোম-ত্ব-দায়ক) (অন্তর্ব্য)

ক্ষেমঃ (কল্যাণ) ।১৮

বিষয়ন্তু (বিষয়সমূহ) তদাস্যাদাৎ (তদ আস্যাদাৎ) পুংসঃ (পুরুষের) সন্ততিঃ (আসক্তি) ভবেৎ (হয়), তস্মাৎ (অতএব) সন্ততেঃ (সন্ততি হইতে) তাতঃ (তাত), ত্বয় (সেই বিষয়সমূহের) তাদাত্ম্যে (তাদাত্ম্য হইতে) এব (ই) নৃণাম্ (মনুষ্যদের) অধিঃ (ভবে), তাদাত্ম্যে (তাদাত্ম্য হইতে) দুর্নিবার (বারণ, অনিবার্য) ক্ষোভে (ক্ষোভ), তস্ম (সেই ক্ষোভ) তমঃ (অজ্ঞানে) অনুবর্ত্ততে (অনুবর্তন করে)। তমসা (তমের দ্বারা) গ্রসতে (গ্রসিত হয়) চেতনা (পূর্ণজ্ঞানাত্মিকা বৃত্তিসমূহ) ব্যাপিনী (ব্যাপ্ত) ক্রতুম্ (ক্রিয়া-কর্ম্ম-কার্য্যাদি) ক্রতুম্ (সমস্ত) ক্রতুরে (গ্রাস করে), সাধো (হে সাধো)। তয়া (চেতনা) রহিতঃ (বর্জিত) জন্তুঃ (জীব) শূন্যায় কল্পতে (শূন্য হইয়া যায়), ততঃ (সর্বশূন্য হইয়া) মুক্তিরেব (মুক্তিই) মুক্তস্য (মুক্তপুরুষ) অস্য (তাহার) সার্ব্বদিক্যস্তে (সর্ব্বার্থ প্রাপ্তি) (হয়) ।১৯-২১

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পক্ষিত্বপ্রাপ্তির পাতক হয় না। যেমন সুরাপান—তাহার দ্বারা অ-পক্ষিত্ব ব্যক্তির পাতক হয়, কিন্তু পক্ষিত্বের তাহা হয় না বলিয়া আসক্তি ক্ষোভ-জনক, কিন্তু পুরুষের তাহা স্বাভাবিক গুণ। যে ব্যক্তি ঘুঘিবংশে জন্ম করিয়া আছে, সে আর অধঃপতিত হয় না, তাহার তাহার অধঃ যাই, সুতরাং পক্ষিত্বের পতনের সম্ভাবনা নাই ।১৭

অন্যে অন্যে হইতে বিভক্তি হয়, তাহা তাহা হইতেই বিযুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যদের এই একটি সোজা, ক্ষোভ, অজ্ঞান এবং তত্ত্ব বিনাশক—অতএব অকল্যাণকর ।১৮

ইন্দ্রিয় বিষয়সকল ভোগ করিলে আসক্তি উপস্থিত হয়, অনন্তর সেই আসক্তি হইতে কামনা সঞ্চার হইয়া থাকে। কাম হইতেই মনুষ্যদের কলহ এবং কলহ হইতে অতি অসহ্য ক্রোধ হয়; সেই ক্রোধ সংসারের অনুবর্তন করিয়া থাকে—সেই তম অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা পুরুষের অন্তর্ভিন্না চেতনা (কার্য্যাকার্য্য বৃত্তি) অতি সত্বর গ্রস্ত হয়। হে সাধো! চেতনাবিরহিত জীব শূন্য হইয়া যায় অর্থাৎ অজ্ঞ তুল্য হয়। সেই সর্ব-শূন্য মুক্তির ও মুক্তপুরুষের সর্ব্বার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৯-২১

বিষয়সমূহের আস্বাদের নিমিত্ত আত্মা অথবা

ফলপ্রকৃতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়োরোচনা পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥২৩
উৎপত্ত্যাদ্যাপায়বতীঃ ক্রিয়াযোগফলোদয়াঃ।
আগমাপায়তো মহ্যাং ন প্রিয়েরন্নিমে যথা ॥২৪
নরাস্ত্বমিহ মুখ্যার্থং ক্রিয়য়েহাপূর্বয়াঽঽপ্তবিৎ।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তত্র তাংস্তত্রো বিস্মৃতো গুরুঃ ॥২৫

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলপ্রকৃতিং হ্যুদ্বহন্তি ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥২৬
কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তা স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥২৭
ন তে মাং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তি হৃদিস্থং যজ্ঞবিগ্রহম্।
তেঽতো মামবজানন্তি পতন্ত্যুৎকৃত্য পুরুষাঃ ॥২৮

বিবাদাতিনিবন্ধনম্ (বিবাদ আরম্ভের) আগ্রহম্ (আগ্রহকে) ত্যজেৎ (পরিত্যাগ করে) ন যেন (কারণে পারে না)। ক্ষুদ্রকীর্তিম্ (ক্ষুদ্রের ন্যায় কীর্তির কারণ হয়) তথা হৈ (হাস্যের ন্যায়) ধর্মম্ (যাগ ক্রিয়া প্রভৃতি) যঃ (যে) মর্ত্যঃ (মর্ত্য) কীর্ত্যৈ (কীর্তির কারণ), (এই কুফলপ্রদ)। ১১

[যোগিনাম্যের] ভৈষজ্যরোচনম্ (বিষয় ভোগের প্রতি উপায়ের) (ভক্তন) নৃণাং (মনুষ্যদের) শ্রেয়ঃ বিবক্ষয়া (যথন করিবার ইচ্ছায়) হৈব (এই) ফলপ্রকৃতিঃ (ফলপ্রাপ্তি) যথা (আয়ুর্বেদে) প্রোক্তা (কথিত হইয়াছে), [যথা] শ্রেয়োরোচনম্ (কল্যাণকর কি উপায়ের জন্য) ন পরম্ (পরমার্থের নয়)।১৩

মর্ত্যঃ [মনুষ্যলক্ষণ] উৎপত্ত্যা (পরাপরতঃ) এব [ই] আদ্যন্তবান্ [আদ্যন্তবান্] অবর্যয়ঃ [অবর্যয়বান্] কামম্ [যথা পরমার্থকে] আয়ম্ [আয়ু, ইন্দ্রিয়, বল, ধী] প্রকৃতিষে) ধরম্ [পুরাণাদিতে] আগমাপায়বতঃ [আগমাপায়িনী] যে ॥১৪

ধর্মম্ [পরমার্থ] অবিদ্বান্ [অবিজ্ঞ] স্বয়ম্ [প্রাপ্ত, যেমনতো বিদ্ধ] [আচরণে] প্রমাদ্যন্ [প্রমাদ্যন] [অন্যত্র] ক্রিয়ম্ [কর্মাদি যোগি] পুনঃ [পুনরায়] তেন [সেই ফলপ্রকৃত] মৃত্যু [যে] তম্ [তাহাদিগকে] কথম্ [কেন] মুহ্যেৎ [প্রকৃতির করিবে]।১৫

এবম্ [এইরূপ] ব্যবসিতম্ [যোগে অধিকারে] অবিজ্ঞায় [না জানিয়া] কেচিৎ মূঢ়ধীঃ [যে মূঢ়বুদ্ধি মানব] ফলপ্রকৃতিম্ [ফলপ্রাপ্তি, মূঢ়ধিয়ঃ [সকল] হ্যুদ্বহন্তি [বলে], ত্বিদ্ [ত্বিদ্] বেদজ্ঞাঃ [বেদজ্ঞগণ] ন [বলেন না] ।১৬

কামিনঃ [কামী] কৃপণাঃ [কৃপণ] লুব্ধাঃ [লোভিগণ] পুষ্পেষু [অবান্তর ফলশ্রুতে] ফলবুদ্ধয়ঃ [পরমফল বুদ্ধিবিশিষ্ট] অগ্নিমুগ্ধাঃ [অগ্নিসাধ্য ফল অভিনিবেশে মুগ্ধচিত্তে] ধূমতান্তাঃ [ধূমার্থ ফলের প্রাপ্তিতে] তে [তাহারা] স্বং লোকং [আত্মতত্ত্ব] ন বিদন্তি [জানেনা] ।১৭

পরমার্থকে জানিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যত্ন ও ক্রিয়ার দ্বারা কর্মফলের তুচ্ছ (ক্ষণিক) জন্য যাগ-প্রযাগ প্রভৃতি কার্য যে মূঢ় ক্রিয়া করে, সে কুফলপ্রদ।১২

যেরূপ বিজ্ঞ বৈদ্য রোগীর ঔষধ সেবন করান, "তুমি বিষ খাও, তাহা হইলে তোমাকে অমৃত দিব" এইরূপ বলিয়া যেমন শিশু পুত্রের রোগ দূর করিবার জন্য ঔষধ সেবন করান, তদ্রূপ মনুষ্যগণের মোক্ষ বলিবার জন্য যখন কামনা করিয়া বেদে এই ফলশ্রুতি আদি বলিয়াছি

—যেরূপ যজ্ঞসম্বন্ধে কার্যে কটি উপাদানের জন্য—তাহা পরমার্থ প্রদান করিতে পারে না।১৩

মনুষ্যগণ পরাবরই যাগযজ্ঞ অনর্থক হেতু, পশু প্রভৃতি কার্য বিষয়ে আয়ু ঐন্দ্রিয়, বল ও ধীশক্তি ও পুত্র, ধনাদি আগমাপায়ীরূপে আগমাপায়ী হইয়া থাকে।১৪

যাহারা এইরূপ পরম পুরুষার্থ বিষয়ে মহৎ, প্রভৃত (বেদবাক্যে বিহিত) মূলমার্গে যেসকল যোগিকে অবলম্বনকারী—তাহা হইতে কুকার্যে যোগিগণকেও, বেদ তাহাদিগকে পুনর্বার সেই কামনার বেদ প্রবর্তিত করিবেন।১৫

যে যে যজ্ঞবিজ্ঞায় পরাঞ্চঃ বিবাহ্যরূপাঃ।
হিংসায়াঃ যদি বাপঃ স্যাদ্ যজ্ঞ এব ন রোহতি ॥২৯
হিংসাবিহীনা যা যজ্ঞে পশুভিঃ যজুষেজ্যয়া।
যজতে দেবতা যত্রৈঃ পিতৃন্ ভূতপতীন্ তথা ॥৩০

যথা (যেমন) দৌষাদযুক্তঃ (অঙ্গহানিযুক্ত মনুষ্য) উদ্বহনায় (পত্নিসংযোজনবিষয়ে) অনুপযুক্তঃ (প্রাপ্তির যোগ্যতাশূন্য), যে (যাহারা) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ হইতে) ইহ (এই জন্মে) [ইতর হইতে] অল্প (যে কিছু), বা (সেই) ত্রুটিঃ (ত্রুটিযুক্ত) যাঃ (যাহারা) চ যাবতি (অল্প বা)।২৮

(যথাযথ) বিবাহযজ্ঞঃ (বিবাহবিষয়ক) হিংসাবিহীনা (হিংসাশূন্য) যদ্যঃ (যে ২ যে) (যাহারা) যে (যাহার) পরাঞ্চঃ (পরাঞ্চ) যজ্ঞ (যজ্ঞ) অধিকারঃ (যা জানিয়া), অনুষ্ঠেয়া (আশ্বলায়ন গৃহ্যের ইত্যাদি) আশ্বলায়ঃ (হিংসিত) পশুভিঃ (পশু) যজ্ঞঃ (যজ্ঞের দ্বারা) পিতৃন্ (পিতৃগণ) দেবতাঃ (দেবতাগণ) ভূতপতীন্ (ভূতপতিগণকে) যজতে (অর্চনা করে), যি (যদি) হিংসায়াঃ (হিংসাতে) যদি (যদি) যজ্ঞঃ (অনুষ্ঠান) তাং (তাহাকে), (তাহা হইলে)

যজ্ঞ এব (যজ্ঞই) (সেই হিংসা সহিত) ন রোহতি (বিস্তারিত হয়) ইহা পরিসংখ্যা বিধি ॥২৯-৩০

(সেই যজ্ঞবিজ্ঞান) তন্ত্রেভিঃ (তন্ত্রাদির) (সহিত) অঙ্গভূতম্ (অঙ্গস্বরূপ) অবগম্য (অবগত) অনুষ্ঠেয়ম্ (পালনীয়) [এইরূপ] আশ্বিনে (হে অশ্বি লোকে প্রসিদ্ধা) ঋষি (ঋষির) সংজ্ঞয়া (সংজ্ঞার দ্বারা) বা (যেমন) ঋষিম্ (ঋষিকে) (ঋষির আশ্রম নিকটে করিয়া ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা, অর্থ।) অর্থম্ (অর্থসমূহের) আশ্বলায়ি বিস্তার করে ॥৩১

অঙ্গাঙ্গভাবসম্বন্ধিনঃ (অঙ্গ, অঙ্গী ও অঙ্গসমূহের সম্বন্ধযুক্ত) (অঙ্গসমূহ) হেতুফলভাবভূতঃ (যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় কারণকার্যরূপী) [যেমন] ইত্যাদিভাবম্ (যাহা অঙ্গরূপ ইত্যাদি যেমনভাবযুক্ত) উপাসতে (সেবা করে), তথা এব (সেইরূপ) যঃ (আমাদের) ন (উপাসনা করে না) ॥৩২

কোন কোন কুবুদ্ধিজন এইরূপ বেদের অধিকারী না বুঝিয়া হাসিয়া তুচ্ছ করেন, কিন্তু বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা করেন না।২৮

বিবাহ অধিকারী, যৌন, কুলানুরূপ পুণ্যবানীয় বর্ণাদিবিবাহের ফলে পরম্পরবৃদ্ধি, অধিকারী কর্তৃক যজ্ঞ সুবিবেক ও বেদোক্ত মুখ্যার্থ যাগাদির প্রাপ্ত তাদৃশ অবয়ব—আশ্বলায়ন বিধির ফলে।২৯

যে অঙ্গ উদ্বহ। যেরূপ অঙ্গসম্বন্ধযুক্তী ত্রিবিধ বস্তুও জানিয়া সমর্থ হয় যা, সেরূপ পরিসংখ্যাসাধন প্রাকরণিগণ, আশ্বলায় গোত্রজ-পরাশর যাহারা,

যাহারা যাহা হইবে এই ক্রমে সম্ভূতা হইয়াছে—ফলে অবস্থান করিলেও তাদৃশ আশ্বলায়ন আমাকে অবশ্য নহে।২৮

যাগে অঙ্গ ও তাহার ফলের জন্য যদি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে যজ্ঞেই তাহা করিবে—ইহা পরিসংখ্যা (১) বিধি, ইহা প্রেরণা নহে। আমার পরাঞ্চ অনুষ্ঠ যজ্ঞ যা জানিয়া বিবাহবিষয়ক হিংসাশূন্যপরাশর ঋষিগণ আশ্বলায় মুখের ইচ্ছায় পশুহিংসাযুক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতা, পিতৃগণ ও ভূতপতিগণকে অর্চনা করিয়া থাকে।২৯-৩০

(১) যে কার্য ইচ্ছা করিলে করিতে হইবে, তাহাকে প্রেরণা বলে, যে স্থলে প্রেরণা প্রতিবন্ধে দূরীভূত আছে তাহাকে পরিসংখ্যা বলে। যথা—'অধিকারীতরে পশুমালভেত' অধিকারী ব্যতিরিক্ত পশু হত্যার ইচ্ছা থাকিলে পশু হিংসা করিবে না' ইত্যাদি স্থলে। এ স্থলে ইচ্ছা থাকিলে হিংসা করিবে এই প্রেরণা বিধি হইতে পারে না। এইরূপ অন্যত্রও অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু অঙ্গাদি বিষয়ের প্রতি যে উপাসনে ইচ্ছা, তাহাদেরই বিধিত্ব করা যায়।

ইষ্টেষ্টং দেবতা যৌক্তর্যত্রা ব্যবসায়তে নিধিঃ।
তত্রাস্ত ইব মূঢ়ানাং অধোলোকাঃ মহাকুলাঃ ১০৩
এবং পুণ্যিকয়া যাতা যামিনীয়ং বিবস্বতঃ।
অনিবারকিসূত্রত্বাৎ অনুবর্ত্তাপি ন রোচতে ১০৪

যেন ব্রহ্মাত্মবিদ্যা-স্ত্রিকাণ্ডবিদ্যা ইতে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ১০৫
পঞ্চব্রহ্ম মুহুর্বোধঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারা মন্ত্রীয়ং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ১০৬

(অতএব) যিনি (যদি) নষ্ট (নষ্ট হইয়া) অন্যত্রায় (অন্যত্র যাইয়া) (এই আমার) ইষ্ট (ইচ্ছামত) ঘটোৎ (অনেকমূহের দ্বারা) সেবয়ত (সেবনকরিলে) ইষ্টং (অর্থিত বস্তিত) তত্র (সেই ভোগের) অন্তে (আছে) মহাকুলাঃ (মহাকুলে) মহানাসঃ (মহাকুলে) মূঢ়ায় (হইবে) এব (এইরূপ) পুণ্যিকয়া (অপাত্রবহু) যাতা (যাপন করা) যামিনীয়ং বিবস্বতঃ (বিভিন্নবিহীন যামিনী (রোগিরাত্রী)) চ (ও) অনিবারকিসূত্রত্বাৎ (অনিবার রোগী) মূঢ়ায় (অন্যের সেবিনী তথা) অপি (ও) ন রোচতে (রুচিকর হয় না) ১০০-০৪

দ্বিতীয়বিদ্যা (অর্থ ব্রহ্ম সেবনরূপ) ইতে (এই) যেন (যেজনের) ব্রহ্মাত্মবিদ্যাঃ (ব্রহ্মই যে সকলের আত্মা এই জ্ঞানরূপ) (ও) তথা (তত্ত্বজ্ঞান) সমাকাণ্ডাত্মা (সমাকাণ্ড-যুক্ত) ঋষয়ঃ (ঋষিরা) এব (ই) মম (আমার) চ (ও) প্রিয়ম্ (প্রিয়) ১০৫

প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্ (প্রাণ ইন্দ্রিয় মনোময়) পঞ্চব্রহ্ম (পঞ্চব্রহ্ম) মুহুর্বোধঃ (দুর্বিজ্ঞেয়), অনন্তপারা (অনন্তপার, সীমা বিহীন), মন্ত্রীয়ং (মন্ত্রীয়ং), সমুদ্রবৎ (সমুদ্রের মত) দুর্বিগাহ্যং (দুরবগাহ) ১০৬

অতএব, প্রাণেন্দ্রিয় সেই অর্থাদি লোকের প্রাপ্তির সুখসকল প্রবল সাধের আর অন্য বস্তুর মত বস্তাদি তুল্য অর্থ নয় হয়। যেমন কোন বণিক্ মূল্য সমুদ্রাদি দেশান্তরের দ্বারা বহুমূল্য উপার্জন উপায় সঞ্চিত ধন ত্যাগ করিয়া উপরতঃ যা হয়, অর্থপুর লাভের প্রত্যাশায় সঞ্চ করাও তদ্রূপ বিড়ম্বনামাত্র।০১

এই হেতু ব্রহ্মসেব-তত্ত্বোপদেশে ব্রহ্মাত্মপর ব্রহ্ম-লক্ষ-তত্ত্বোপদেশেরী সেই সেই বস্তুবিষয়ক ব্যক্তি ইত্যাদি সেবনরূপের যে ফল বর্ণনা করে, তদ্রূপ আমাকে উপাসনা করে না।০২

ইহলোকে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণকে অর্চনা করত স্বর্গে গিয়া পুণ্য ঐশ্বর্য ভোগ করিব, সেই ভোগের অন্তে স্বর্গলোকে আসিয়া মহাকুলে জন্মগ্রহণ

—"প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়"—ইহার অর্থ কি?

—প্রাণ প্রাণময় পঞ্চবায়ু, অবয়ব অবয়ব পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, তাহাদের দেবতা। ইহাদের নাম মুখ্যপ্রাণ, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনৌ।

পঞ্চ বায়ু মুখ্যপ্রাণ পঞ্চধা সংজ্ঞিত স্থিতা।
অগ্নির্বাচো দেবতা বৈ বরুণো রসনস্য চ।

বৈষ্ণবী পঞ্চবিংশতি ঋষয়ো মন্ত্রদর্শিনঃ।
অগ্নির্বাচো দেবতা বৈ বরুণো রসনস্য চ।

কাঁহিয়া মহাদুঃখ সহিব—এইরূপ ঘনীয় সেবনাভোগ দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত (রোগিনীর অত্যন্ত লোভনীয়রূপ ব্যবহারের আমার লীলালোলমর্ত্তিনী কথা শ্রীতিজনক হয় না।০৩-০৪

অতএব, সেবনাভোগ ও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক এই সেবনরূপ তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়। ব্রহ্মই সকলের আত্মা। তাহা হইতে অন্য কিছু নাই—এইরূপ প্রতিপাদন-পরায়ণ ও ঋষিগণ পরোক্ষবাদী। পরোক্ষই আমার প্রিয়।০৫

পঞ্চব্রহ্ম (সেব) পঞ্চপরঃ (অর্থতঃ) দুর্জ্ঞেয়, প্রাণেন্দ্রিয়-অবয়ব (প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অবয়ব), সেব তাদাত্ম্যের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য হেতু অপার, অসীম, বিস্তারে ও সমুদ্রের মত দুরবগাহ।০৬

ছন্দাপহৃদ্বিবঃ ভূয়া উক্তশাবতপক্তিনা।
ভূতেষু যোনয়শ্চন বিসেসূর্বেষি সক্ষয়তে ॥৩৭

অবতক্তিম্ব (অবক্তকি) যয়া (যাবি) ভূয়া (ভবিষ্যসি) ভূতেষু (ভূতেষু) যোনয়শ্চন (যোনয়শ্চ) উক্তশাবিনা (অবিনীত) (সেই ভবিষ্যত) বিসেসু (ভূতেষু ভবিষ্যৎ) ইব ইব (ভবের ন্যায়) সক্ষয়তে (লক্ষিত হবে) ॥৩৭

অবক্তকি ভূয়া নয় যখন্ ভব আমার দ্বারা অবিনীত, সমস্ত প্রাণীতে সেই ভূতসমূহ ভাবরূপে

অবক্তকি—ভূয়া নয় যখন্ ভব আমার দ্বারা অবিনীত, সমস্ত প্রাণীতে সেই ভূতসমূহ ভাবরূপে বিলীন হবে।

অবক্তকি যয়া যখন্ ভব—কোন্ সময় কোন্ অবস্থায় তুমি আমার দ্বারা অবিনীত হবে।

ইহা দ্বারা প্রশ্নকারি অর্জুন কি বুঝান—এই প্রশ্নদ্বারা বিশ্বরূপ কোন্ সময় কিরূপে দেখা যাবে তাহা জিজ্ঞাসা।

—এই প্রশ্নদ্বারা শ্রীভগবানের মহত্ত্ব বিষয়ে কোন্ লক্ষিত পাওয়া যায়?

—বিশ্বরূপ দর্শনের পর তুমিই তুমিই যেই অবস্থাতে ভূতসমূহ উপস্থিত হইবে, এই ভাব প্রকাশের দ্বারা।

—তবুও প্রশ্নকারি শ্রীভগবান কৈন অবতারণা, ইহা জিজ্ঞাসার ফল।

—যত বলিলেন,—এই প্রকার। সমষ্টি-ভাব প্রকাশ ভূতসমূহ একটি এক প্রাণীতে হয়—তবে তাহাই অবিনীত ভাবে তাহার অবস্থা অনুসন্ধান করিতে হবে। যে প্রকার। যেমন উপাদানের দ্বারা যেরূপিনী আকার অবিকৃত (যথা), অবাস্তু ভিন্ন), অবিনীত (ভাবে) অর্থাৎ ভিন্ন, ইহার ও ইহারে অবিনীতা যেরূপভাবে তব প্রকাশের সূচক অনুসন্ধান (বুঝিবার) ভাবে জিজ্ঞাসা ॥৩৭॥

অবতক্তি যেই যয় হইতে "অ" "ভি" "ক্ত" এই ভিন্নতা বিশিষ্ট প্রকার অবিকৃত হইলেও। তাহার উপাদান অবতক্ত এক তাহা পাওয়া যায়। তাহাই ভূতসমূহ প্রকাশের ভিন্ন (ভিন্ন) যোনির ব্যবহার।

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদ্‌ভূর্ণমুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্ যোনয়ঃ প্রাণো মনসা স্পর্শমিশ্রিতা ॥৩৮

যথা (যেরূপভাবে হইলে) ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) হৃদয়াৎ (হৃদয়ভিন্ন ভিন্ন) ঊর্ণম্ (উর্ণাসূত্র) উদ্বমতে (বাহিরে প্রকাশ করে) মুখাৎ (মুখের) আকাশাৎ (ভূতাকাশ হইতে) স্পর্শমিশ্রিতা (স্পর্শাদি-যুক্ত স্বভাবে) (অবস্থায়) মনসা (মনের দ্বারা) ॥৩৮

যেরূপভাবে ঊর্ণনাভির হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা ঊর্ণসূত্রকর্তৃক লক্ষিত হয়॥৩৮

ইহাতেও যদি হইলেও বিষয় ভাব ভিন্ন হয় না এবং তথাপিও আমাদের সূচক প্রোক্তভিন্নিবেশ করিলেও ভিন্ন সেই ভাব তুলিয়া যায়, তিনি সমস্যা এবং আমা হইতে আমাদের যেরূপভাবে বাণীর অধিকারি হয়—তাহা বলেন।

সেই বলার সমস্যার, সমস্ত্রের প্রকাশের এবং সমাজের সমস্ত লক্ষ্য-উপনিবেশের যেরূপ হয় (যেমন)।

অথবা যথোর্ণনাভি এক অক্ষরের ব ন ভ ন, ইহা ন ন ন ন, ন ন ন ন

উদ্ধব উবাচ।

ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীঃ প্রভুঃ।
ত্রয্যাত্মা যদ্বিজস্পর্শ-ভ্রংশিতাস্তত্ত্বসংবৃতিম্ ॥৩১

বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥৪০

ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) যেমন হৃদয়াকাশ হইতে মুখের দ্বারা তন্তু বাহির করে, তদ্রূপ বেদমূর্ত্তি পরঃ অরুক্রম প্রভু (ভগবান) প্রয়োগশাস্ত্রি বিচিত্রভাষা নাম উপাধিযুক্ত হইয়া স্পর্শশূন্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা হৃদয়-আকাশ হইতে তন্তুর ন্যায় প্রকাশিত স্পর্শশূন্য উষ্ণ অর্থাৎ স্পর্শ—কাদি পঞ্চবর্গ, অন্ত অক্ষরাবধি, উষ্ণ ঃ শ ষ স হ, অন্তঃস্থ য র ল ব—আকাশের দ্বারা হৃদয়ের বৈদিক লৌকিকাদি, বিবিধ ভাষার দ্বারা বিস্তৃত, পর পর চারে চারি অক্ষরে বর্দ্ধিত ছন্দঃসমূহের দ্বারা বিবৃত, অনন্তিম অপার বেদ দ্বারা সৃজন করেন ও উপসংহার করিয়া থাকেন ॥৩১-৪০

(পরার্দ্ধী) বিচিত্র-ভাষাবিততাং (বিচিত্র বৈদিক লৌকিকাদি ভাষার দ্বারা বিস্তৃত) চতুরুত্তরৈঃ (উষ্ণ উষ্ণ চারি চারি অক্ষর বর্দ্ধিত) ; ও) ছন্দোভিঃ (ছন্দ : সমূহের দ্বারা বিবৃত) অনন্তপারাং (অপার) বৃহতীং (বেদ) সৃজতি (সৃজন করেন) ও (ও) আক্ষিপতে (উপসংহার করিয়া থাকেন) ৩১-৪০

সাকারব্রহ্মের পর সকল মন্ত্রের পর হইলে ওঙ্কার সাধন হইয়া গেল বলিয়া থাকেন।

—সকল শব্দ কি ওঙ্কারই অধীন ?

—না। কেন্দ্রী হলে যে কোন শব্দ পরে আবির্ভূত হয়। অথবা ত্রিবি, ত্রিবৃৎ ত্রিবিধি, ত্রিকার ত্রিকালে, ত্রিভুবন পর্যন্ত, সকল বীজ আদি ত্রয়ী ব.ব, যে কোন পরে (ওঙ্কারান্ত), সকল বেদমন্ত্রে, আদি মূলে যান, সকল বেদী হন, সকল বেদজ্ঞ।

এখন এই ত্রৈবিদ্য হইলে আর ত্রিভ্ ত্রিভ্ (ত্রিভ্ ত্রিভ্) হয়। ত্রিবিধ ব্রহ্মজ্ঞান (বা তত্ত্বের বা যোগের), ত্রয়ীর সমস্ত বেদের জ্ঞান হয়। চতুর্থ শিখা অগ্নিক হইতে থাকে, পঞ্চম আর তাহা হইতে অমৃত ফলে হয়। যে আদি তাহা অমৃত পান হয়। সকল আদি শুদ্ধ বিজ্ঞান (আত্ম বিদ্যা) প্রকাশিত আদি হয়। আদির পরা বাণী, সকল বেদ অমৃত, বিদ্যা বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়। সকলে পরমব্রহ্ম লাভ হয়।

—পরা বাণী, বেদ অমৃত হয়—ইহার অর্থ কি ?

—বিজ্ঞ হইতে "বোধয়ন্তঃ" এবাদি "পরা বাণী" ইত্যাদি বাণীসমূহ অবতরণ বিদ্যার ঈষিত হইতে থাকে। বেদ আদিও হয়,—পরা বাণীর অর্থ ঈষিত অনুভূতি। বেদ ত্রয়ন্ত, ত্রয়ী বিদিত হইতে থাকে।

—তাহা হইলে "বেদ" শব্দের অর্থ আবির্ভূত হয়। তাহা যেমনে, তাহার ভাবে পরমব্রহ্ম লাভ হইয়া যায়ত ?

—হাঁ। আদিকালে আদি ও শ্রেষ্ঠ একত্ব বিদ্যার সাধনে সাকার জ্যোতির্বিদ্যার পরমাত্মা যেন আনন্দ হইলে হৃদয়ের প্রকাশের মধ্য আবির্ভূত হন। বৈদিকী মূলা বাণী ভাষা (অক্ষর) বিদ্যের ঈষিত বর্ণিত বাক্যস্ফূর্তির আদি বৈদিকী মূলা) বর্ণিত আদি বিদ্যের হইতে ঈষিত অবতরণ আদি সকলের অধিক হয়। ইহার অবতরণে গায়ত্রাদি আদে হইয়া যায়। এইরূপ একত্ব অর্থাৎ অভাব-ভাব আদির আদি একত্ব বিদ্যের পক্ষে ঈষিত-ভাব সাধনমূলক এর অধিক অবশ্য সম্পূর্ণ অবতরণের আদি পর হইলে বিদ্যের পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম আদি হইয়া যায়ত।—অবশিষ্ট পরিষ্কার।

—এই ত্রৈবিদ্যের জ্যেষ্ঠ আদি অবধি ত্রৈবিদ্যের ইহা বর্ণিত আছে ?

—অবশ্য সমুদ্রমন্থনে, বেদ, বেদী (ভূমি), বিবর্ত্ত। আদি অবশ, ঋক্, সাম, বেদের বিভাগ, বাণী, বীজ, অবশ—এইরূপ আদি অবধি বর্ণিত আছে।

—বাক্য কয় প্রকারের হয় ?

—যোগ্যতা বাক্য দশের অনুকারী মানবের মধ্যে বাক্য হয়, আমি তাহা বাক্য তোমার সংক্ষেপ করিয়া দিলাম যা—তাহা অবশ্য জান।

—বাক্য কত প্রকার ?

—তোমী সংযোগকারক মানবের ভাষা তাহি বলিয়াছেন।

—মানবের ভাষায় কি প্রকার ? তাহার বিভিন্নতা হইল কি হয় ?

—মানবের ভাষা—বিশেষ বাক্যতন্ত্র। তোমাদের একবার পত্র আসিয়া ছিল আমি তোমার চিঠা পাই। তার অর্থের অর্থের সঙ্গে ভাষার ভাব হইয়া যায়। মানবের ভাষার তোমাদের মতই নিয়ম আছে। তবে ভাষার ভাব হইয়া যায়। যতক্ষণ মনে অভিপ্রায় হয়, ততক্ষণ আবোল-তাবোল থাকে—বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মানবে বিভিন্নতা পাওয়া হয় বটে। তবে এই হইল মানবের ভাবোক্তি অর্থাৎ "ভাবাদি" এই ভাবে বিভিন্নতা হয়। সকল ভাষার ভাব হইল বিশেষ পরিচয়। সকল ভাষার ভাবোক্তির বিভিন্ন ভাষা ভাব হইলে তবে ও বহু বিভাগে বিভক্ত হয়। সংস্কৃতাদি ভাষা, সব কোটি জোতি সকল ভাবোক্তির ভাব ভাব হইয়া যায়। "ভাবির বিভিন্নতা সকলপরিচয় ভাব বিভাগ।" এই ভাবের, সকল চিন্তা ভাব করিয়া ভাবোক্তির চিন্তে তোমাদের-অভিপ্রায় ভাবের ভাবেই ভাবোক্তির করিবে। ভাবোক্তির ভাবের বেদনের ভাব ভাবে ভাবোক্তির ভাবের ভাব, বিভিন্ন ভাবোক্তির ভাবেই ভাব বিভিন্ন হয়।

—ভাবের ভাবোক্তির ভাব ভাবে ?

—বহু ভাব। তৈত্তী ঔপনিষদ ভাবী, বিভিন্নী, ভাবোক্তি, ভাবোক্তি, তোমাদের, ভাবী, ভাবের ভাব ভাবোক্তির ভাবের ভাবে ভাবোক্তির ভাবের ভাবে ভাবোক্তির ভাবের ভাবে

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুপ্ জগত্যতিজগত্যৌ যত্রাহুশ্ছন্দসাং বিরাট্ ॥৪৯॥

ঋক্ (ঋক্) গায়ত্রী (গায়ত্রী), উষ্ণিক্ (উষ্ণিক্), অনুষ্টুপ্ (অনুষ্টুপ্), বৃহতী (বৃহতী), পঙ্‌ক্তি (পঙ্‌ক্তি), ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুপ্), জগতী (জগতী), অতিজগতী (অতিজগতী) বিরাট্ (বিরাট্) (এই সকল) ছন্দঃ (ছন্দ) ॥৪৯॥

(ঋগাদিভেদে বিবিধমতে) যত্র (যে) বিদ্বঃ (বিদ্বান্

করে) ? (বেদবাক্যের অর্থ) কিম্ (কি) গায়ত্রী (গায়ত্রী প্রভৃতি ঋক্) ? (আত্মস্বরূপে) কিম্ (কি) অনৃচ (অনৃচ (ঋক্‌শূন্য)) বিদ্বদ্ভাসে (কি আত্মা বলিয়া অর্থ বিদ্বান্ হয়) ইতি (এই) অত্রাহ (বেদবাক্যের) ছন্দঃ (তাৎপর্য্য, অর্থ) বেদজ্ঞ (বেদজ্ঞ) অত্রঃ (আত্মবিদ্) অনৃচ (ঋক্) ও বেদ (জানে না) ॥৫০॥

যেমন অনুচ যে ঋক্ আত্মাই আত্মার বিদ্বদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্বাধীনভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ ঋগাদির যে অর্থ পরমেশ্বর—তিনিই তাঁহার বিদ্বদ্রূপ সর্ব্ব বেদ কাণ্ড-স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। সেই ছন্দঃসমূহ গায়ত্রী চতুর্বিংশতি অক্ষরা পর পর চতুষ্টয় বৃদ্ধির দ্বারা উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিজগতী, শক্বরী, অতিশক্বরী ও বিরাট্ এই

—অত্র গায়ত্রী পরমেষ্ঠি কি ভাব প্রাপ্ত হয় ?

—পর ব্রহ্মের ভাবতত্ত্ব যাহা এবং যাহাই পর ব্রহ্মের স্বরূপ। সবিতৃমণ্ডল জ্যোতি, ভর্গ, আত্মাদি—কি অত্র, কি ত্রাহী, কি যোনী সকলেই পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই আবির্ভূত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবাদ-ই।

—ঋগাদির অধিষ্ঠাতৃদেবীগণ কি ভাবে ?

—গায়ত্র্যাদির বিভিন্নভাব উপরিস্থিত ব্রহ্মের গায়ত্রীভাব যাহা পূর্ব্ব বলা হইয়াছে—তাহা ঐভাবে পর ব্রহ্মের স্বরূপ। ভাবময় ব্রহ্মই।

—ছন্দসমূহ কি স্বরূপ ?

—ছন্দসমূহ পরমাত্মাই বলিয়াছেন,—

'যাবান্ত্রয়ীবিদ্যাবিহিতস্তন্ত্রাময় যাবদ্ধর্ম্ম সনাতনম্'

সনাতন ধর্ম্ম পরব্রহ্মের ত্রয়ী। একমাত্র যাবতীয় ত্রয়ীবিদ্যাবিহিত সনাতনধর্ম্মসমূহের দ্বারা ভাগবত বলিয়া তাহা ধরি।

যে কোন ভাবে-মার্গে চলন আসিতে হইবে তাহা। এই বলে অবশ্যই সবিতৃমণ্ডল জ্যোতি আত্মাদি ভূতসমূহ অধিষ্ঠিত বলিয়া দেবতা, ভূতাত্মা, অধ্যাত্মদেবী, অধ্যাত্ম ত্রয়ীর সহজ উপস্থিতি হয়। ভাবময় প্রতি ও অধ্যাত্ম গায়ত্রীরূপ পরব্রহ্ম, বৈষ্ণবী, ত্রৈলোক, বৈরাজ—আর সকলের সনাতনী ধর্ম্মিণী থাকেন। পরেই ব্রহ্ম-উপনিষদ এক পরেই ব্রহ্মরূপ হয় হয়।

(১) ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীতি কিং ব্রহ্মং পরং বদন্তি। ইত্যাদি ৫০

ব্রহ্মবাদে সর্ব্বত্রিকালেই পরব্রহ্ম উপনিষদ হইলেও তিনি তাহার প্রতি পূর্ণ না হন, তাহার প্রতিটি-পুরুষের বিশেষ জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই পরব্রহ্ম সমাধি হইয়া থাকে।

যাং বিধেয়মিতরে যাং বিধয়াশোহহমে স্বয়ম্।
একয়াম্ সর্বমেবার্থং পশ্য আত্মায় যাং জিয়াম্।
আত্মমায়ামৃতস্যেহ পরিক্রিয়া প্রপঞ্চিতা ॥৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যাং (আমাকে) (তত্ত্বজ্ঞ) বিদুষে (বিদ্বান্ ভাবে), মম্ (আমার) (স্বরূপভূতে) (তত্ত্বজ্ঞানরূপে) অভিন্নে (অভিন্নরূপে ভাবে), (আত্মাপেক্ষি প্রপঞ্চ আমা হইতে পৃথক্ অথবা অভিন্ন ইহা) বিদ্বান্ (বিবেকী হইয়া) আত্মনাই (বিশুদ্ধ আত্মা—ব্রহ্মরূপ আমি, আমা হইতে পৃথক্ কিছু নাই) সর্বপ্রকারে (সকল প্রকার প্রমাণের) একয়া (একরূপ) এব (ই) পশ্য (দেখ, জান) মম্ (আমাকে) আত্মায় (আত্মা বলিয়া) জিয়াঃ (বশীকার-জ্ঞানরূপে বিজ্ঞাত হও) যাং (যাহা) বিধয়ঃ (বিধান করেন) বিদুষে (বিদ্বান্ ভাবে) মম্ (আমার) ইহ (ইহা) স্বয়ম্ (পরিদৃশ্য পূর্বক, পশ্চাৎ বলা) যে অমৃতি বিধয় (ইহলোক নাই কিছু নাই এইরূপ) অভিনিবেশ (অভিনিবেশ ভাব) প্রপঞ্চিতা (বিশুদ্ধভাবে হয়) ॥৩৩

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতামৃতসাগরাখ্যবঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।

আমাকে যেরূপ বিধান করেন, আমাকেই সেই সেই বেদবাদে অভিনিবেশ করেন, আকাশাদি প্রপঞ্চ আমা হইতে পৃথক্ অথবা অভিন্ন ইহা বিবেকী হইয়া বিচারপূর্বক করেন; তাহাও আমি—আমা হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই—বিবিধ বেদের অভিপ্রায়

এইজন্যই যেহেতু বেদ পরমার্থরূপ আমাকে আত্মা করিয়া বর্ণনাকরে, তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশ করে। তাহাদের ইহা পরিদৃশ্যমান পূর্বক ইহলোক না না কিছু নাই' এইরূপ প্রতিবেধ করত বিশুদ্ধভাবেই হয় ॥৩৩

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদাসাভিধানাত্মবরাহাত্মজ-কৃত
একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[উদ্ধবায় সংখ্যায়াঃ, পুরুষ-প্রকৃত্যোশ্চ বর্ণনম্।]

উদ্ধব উবাচ

অস্তি তত্ত্বানি বিশেষ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম ॥১

কেচিৎ ষড়্বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চতুর্যোদশাপরে।
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥২

অন্বয়ঃ

উদ্ধব উবাচ (শ্রীউদ্ধব বলিলেন),—বিভো (হে বিভো)! ঋষিভিঃ (ঋষিগণ) অস্তি (হয়) তত্ত্বানি (তত্ত্ব) সংখ্যান-

অন্বয়ঃ

তানি (সংখ্যাবিশিষ্ট তত্ত্বসমূহ)। প্রভো (হে প্রভো) ত্বম্ (আপনি) নব, একাদশ, পঞ্চ ও তিন সংখ্যক

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

(তত্ত্বসকলের সংখ্যা এবং পুরুষ ও প্রকৃতির বর্ণন।)

শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে ঋষিগণবাদিনে
পুরুষেশ্বরবিবাদার ভারতার নমো নমঃ।

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে বিভো! ঋষিগণ তত্ত্বসকলের সংখ্যা কত নির্দেশ করিয়াছেন? হে প্রভো! আপনি নব, একাদশ, পঞ্চ ও তিন সংখ্যক

উদ্ধব উবাচ

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৩

শ্রীভগবানুবাচ

কৃতসু সর্ব্বাসু মদাত্মকো জ্ঞানপ্রায়ো নৃষু জাতমাত্রঃ।
ন্যূনো মযৈতাবতলং সমাধাতুং কিং সু প্রকীর্ত্যমখিলং নিষিঞ্চন্ ॥৪

নৈরপেক্ষ্যং সমাশ্রিত্য ন হ্যন্যদ্ধ্যুদিতং ভবেৎ।

এষ বিপ্রকৃতাবেহো পরেষাং যেন দুর্ভগাঃ ॥৫

যাবান্ ব্যক্তিকৃতাবাসৌ বিকল্পো যদতাং পদম্।

প্রাগেতৎ পঞ্চধাত্বেন প্রপঞ্চয়তি মায়য়া ॥৬

ভিন্ন লাকসে অষ্টাবিংশতি (১) আর (বলিয়াছেন), (তাহা (আমরা) শুনিয়াছি) (অবিরাছি) (তব) (যে বিষয়ে) কেহি (কেহ) ষড়্বিংশতিম্ (ষড়্বিংশতি) অপরে (অন্য কেহ) পঞ্চবিংশতিং (পঞ্চবিংশতি) প্রাহুঃ (বলিয়াছেন), এবং (কেহ) সপ্ত (সপ্ত) নব (নব) ষট্ (ষট্) অপরে কেহি (অপরে কেহ) ত্রয়ঃ (তিন) একাদশ (একাদশ),

কেহি (কেহ কেহ) সপ্তদশ (সপ্তদশ), একে (কেহ কেহ) ষোড়শ (ষোড়শ), কেহি (কেহ কেহ) ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশ) প্রাহুঃ (বলিয়াছেন), ভবান্ (ভবিদ্য) সর্ব্বসংখ্যান্ (সর্ব্বসংখ্যাযুক্ত) একাদশ (দশের) যঃ (যে) বিকল্পঃ (প্রকারের অভিপ্রায় করিয়া) তুমঃ (তিন) আত্থ (বলিয়াছেন), অনুমঃ (যে আমরা): হে (আপনি) যি ইহ (এই) মে (আপনিদিগের) বচঃ (বাক্য) আহি (বলিয়াছেন)

অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিয়াছি। তত্ত্ব-গণনায় কেহ ষড়্বিংশতি, অন্য কেহ পঞ্চবিংশতি বলিয়া থাকেন; কেহ সপ্ত, কেহ বা নব, ষট্, অথবা কেহ তিন বা একাদশ বলেন।

কেহ সপ্তদশ, কেহ কেহ ষোড়শ, অন্য কেহ ত্রয়োদশ বলিয়াছেন। ভবিষ্যৎ সংখ্যাযুক্তরূপ একাদশ যে প্রয়োজনমূলক অভিপ্রায় করিয়া পূরণ বলিয়া থাকেন, যে বিষয়টুকু। আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন ।১-৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে যাহা

---

(১) অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব—প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র—এই নয়। জ্ঞান, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ

জ্ঞেয় হইল—তত্ত্ব ।৩-৪

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), এবংব্রত (এবম্প্রকার) স্বপ্রিয় (যে প্রকার) নামকীর্ত্যা (নামের) জাতানুরাগঃ (রাগ) দ্রুতচিত্ত (দ্রুত) উচ্চৈঃ (সর্ব্বত্র সকলে) হসতি (হাসে), অথো (আবার) রোদিতি (কাঁদে) রৌতি (চীৎকার করিয়া) গায়তি (বিকলভাবিশেষে) কিং সু (কি) নৃষু (মনুষ্য) অখিলং (সকলই) নিষিঞ্চন্ (অবিদ্য) ।৪

ন (কুত্রি) হ্যন্য (যে প্রকার) অদ্য (বলিয়াছ), এবং (ইহা) ন এব (এরূপ নহে); অথ (আমি) যং (যাহা) ব্রবীমি (বলিতেছি), তং (তাহাই) (সত্য) এষ (এইরূপ) বিকল্পঃ (বিকল্পাভিপ্রায়ে) (সত্যে) যে (আমার) দুর্ভগাঃ (দুর্ভিক্ষপ্রায়) পরেষাং (সমাধি শক্তিসমূহ) হেতুঃ (কারণ), যাবান্ (যে শক্তি সকলের) ব্যক্তিকৃতঃ

হইল, তাহা বুদ্ধিযুক্ত। আমার মায়া স্বীকার করিয়া যুগাধিক বিধি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই অবিরুদ্ধ ।৫

"তুমি যেরূপ বলিতেছ ইহা এইরূপ নহে—আমি যাহা বলিতেছি তাহাই সত্য" এইরূপ বিকল্পাভিপ্রায়ের সম্বন্ধে আমার দুর্ভিক্ষপ্রায়ী সমাধি শক্তিসকল কারণ। যে শক্তিসমষ্টির জ্ঞেয়ত্বেতু বিকল্পাভিপ্রায়ের বিষয়ত্বের হয়, সেই সেই অজ্ঞানে সেই বিকল্প বিলীন হইয়া যায়—অবস্তুর বিকল্পত্ব আছি হয় ।৬-৭

পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, বদন (এবম্প্রকার)—ত্রিবি, অন্য, কেহ, একে, জ্ঞেয় (সব কথা দুই), নব, একং ও ষষ্ঠ (অবয়ব)।

পরম্পরানুপ্রবেশাৎ তদ্ব্যানাং পুরুষবৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদনবধানাদ্ বা নোপলভ্যেত বিদ্যমানম্ ॥৭

প্রবর্তনাদপি দৃশ্যন্তে প্রতিষ্ঠিতান্যুতানি চ।
পূর্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বাণি চ ॥৮

সৌক্ষ্ম্যাদনবধানাদ্ধেতোঃ প্রলয়াদবয়বানাম্।
যথা বিবিক্তং যদ্দৃষ্টং যুক্তিতশ্চ যথা ॥৯

অব্যক্তবিভাগাদুক্তং পুরুষতাদ্রূপ্যেণম্।
তত্তে ন সন্তবাদ্ভূতাদ্ভূতে জায়েত তদ্ভবে ॥১০

পুরুষবহুত্বাচ্চ ন বৈগুণ্যবশাদপি।
অন্যত্বস্যানাপাদ্যা জায়েত প্রকৃতের্গুণাঃ ॥১১

প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাস্তুতো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি বিদ্যাপত্যপ্রসেবতঃ ॥১২

(তোজনাদ্) তথা (বিশেষাবিশেষে) পরে (বিশে) বিশেষ (ভেদে) আদৌ (বিং) লিঙ্গে (লিঙ্গের) প্রান্তে (শেষ হইলে) (সেই বিশে) প্রতি (বিশেষ হয়) ৬ (আর) প্রধা (যায়) তদ্ অন্ত (প্রধানে লয়) নামানি (উৎপন্ন হয়) ॥৬

পুরুষবৎ (যে পুরুষবৎ)। তদ্ব্যানাং (তদ্ব্যক্তের) পরস্পরানুপ্রবেশাৎ (পরস্পর অনুপ্রবেশ হেতু) বস্তুং (বস্তুর) বা (যেমন) বিদ্যমানং (বর্তমান [কিন্তু] বিশেষ) (বিশেষ) সৌক্ষ্ম্যাদনবধানাদ্ (সূক্ষ্ম হয়ে অন্য হয়) (এইরূপ কারণসমূহের মধ্যে ॥৭)।

দৃশ্যন্তে (দেখা যায়) প্রবর্তনাদপি (প্রবর্তন হেতু) প্রতিষ্ঠিতানি (প্রতিষ্ঠিত) উতানি চ (বিষয়) পূর্বস্মিন্ (পূর্ব) বা (অথবা) পরস্মিন্ (পর) তত্ত্বে (তত্ত্বে) তত্ত্বানি (তত্ত্ব সমূহ) সর্বাণি (সকলেরই) অনিয়ত (অনিয়ত) [এই হেতু] কারণ-তত্ত্ব বা কার্য-তত্ত্ব—ইহার কোন একটি তত্ত্বে অন্য তত্ত্বসমূহ প্রতিষ্ঠিত ॥৮

যে পুরুষবহুত্ব; তত্ত্বসমূহের পরস্পর অনুপ্রবেশহেতু বক্তা যেরূপ বলিবার অভিপ্রায়, পূর্ব কারণ পর কার্য এইভাবে গণনা করা হইয়া থাকে ॥৭

এ পূর্ব অথবা পর অথবা অন্য তত্ত্বসকল সর্বত্রতাবে প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণতত্ত্ব কিংবা কার্যতত্ত্ব—ইহার কোন একটি তত্ত্বে অন্য তত্ত্বসকল অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥৮

অথবা (এই হেতু) অনবধান (তত্ত্বসমূহের) সৌক্ষ্ম্যাদ্ধেতোঃ (কারণসমূহের) প্রলয়াদ্ধেতোঃ (বিলীনতা হেতু) অবয়বানাং (অবয়বসমূহের) যথা (যে) বিবিক্তং (বিবিক্ত [বিশ্লিষ্ট] ভাবে) দৃষ্টং (দৃষ্ট হয়) যুক্তিতশ্চ (যুক্তি অনুসারে) যথা (আমরা) তৃতীয়ং (প্রথম করিব) ॥৯

অব্যক্তবিভাগাদ্ভূতং (অর্থাৎ অব্যক্তাদি) পুরুষং (পুরুষের) তাদ্রূপ্যেণ (তদ্রূপতার) যতঃ (অভাব হইতে) ন সম্ভবাৎ (সম্ভব হয় না) [এই হেতু] অতঃ (অতএব) তদ্ভবে (তাহার) অভবে (হইলে) ॥১০

পুরুষবহুত্বাচ্চ (এবং ও পুরুষ) বৈগুণ্যবশাদ্ (বিগুণ প্রকৃতি) অপি (ও নাই) তদ্রূপতয়া (তাহাদের [তিন গুণের] অভাবে) অনাপাদ্যা (প্রাপ্ত) (যে তাহার এই তিন গুণের হয় নাই) জায়েত (জাত) ৬ (ও) প্রকৃতের্ (প্রকৃতির) গুণাঃ (গুণ) ॥১১

এই হেতু তত্ত্বসমূহের কার্যকারণের ও ন্যূনাধিক ভোগের পর বাকিসমূহ যেমন বলিবার ইচ্ছা হয়, যাহার যেরূপ অভিপ্রায় প্রবর্তিত হয়, সেই সমস্ত বিশিষ্ট যুক্তি অনুসারে আমরা গ্রহণ করিব ॥৯

অনাদি—উৎপত্তি রহিত, অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের তাদাত্ম্যজ্ঞান আপনা হইতে সম্ভব হয় না। অতএব হইতে সম্ভবহেতু তদ্ভূত জ্ঞানবান পুরুষের হইবেন ইহা বৈগুণ্যবশের মত ॥১০

পরম্পরানুপ্রবেশাৎ—পরম্পরায়; প্রেম. অনু. প্রবেশ, বিষয়. প্রা—পঞ্চমী বহুবচন। বাহু. পানি. পাদ, পায়ু, উপস্থ—

শব্দঃ আত্মা ততঃ কর্ণ তস্যাশ্চাবিরোগতঃ।
তথাত্মিকয়ঃ কাল্পা খমতঃ সূত্রমেব চ ॥১০
পুনঃ প্রকৃতিবাক্যত্বাদ্যো মহেন্দ্রিয়ঃ
জ্যোতিষ্মান্ত বিভির্বিত্ত তস্মাদ্বাক্যাদি যে নব ॥১১

শব্দঃ (শব্দতন্মাত্র নামক) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) তস্য (তাহার) আত্মত্ব (আত্মস্বরূপ) এ আকাশ (আকাশ আর), (সেই তন্মাত্র) বিকৃতপঞ্চভূতাত্মকঃ (বিভি, ঐশানি ও সম্বাবকাশ) খম্ (শব্দ) ততঃ (তাহা) তথা (এই) ইতি (বলিয়া কথিত হয়)।১০

ইহ (তন্মাত্রের মধ্যে) শব্দ (শব্দ), তস্য (তাহার) আত্মা (স্বরূপ), কর্ণ (কর্ণ), তস্য (তাহার), অবিয়োগতঃ (অবিনাশ হেতু) তথাত্মিকয়ঃ (তন্মাত্রের ন্যায় হইবে বলিয়া ইহার), কাল্পা (আকাশ), খমতঃ (খমাত্র), সূত্রম্ (সূত্র) (শব্দের) এব চ (ই কথিত হয়)।১০

পুনঃ (পুনশ্চ), প্রকৃতিত্বা (প্রকৃতি), বাক্যত্বাৎ (বাক্যত্বহেতু), মহেন্দ্রিয়ঃ (মহত্তত্ত্ব), বিভুঃ (আকাশ), অভিমানঃ (অহঙ্কার),

ঈশ ও ঈশ্বরের এই শরীরে অণু—অভিসূক্ষ্ম ও বৈলক্ষণ্য—বিসদৃশত্ব নাই। ঈশ্বরের অন্তর তাহার ন্যায়। (জ্ঞান ও সমস্ত বৃত্তিহেতু তাহার অনুমিতি) প্রকৃতির তুল্য ।১১ (পঞ্চবিংশ তত্ত্বপক্ষে)।

বিভি, ঐশানি ও সাধারণের হেতু শব্দ, তন্মাত্র ও ভূত এই তন্মাত্রত্রয় প্রকৃতিরই—আত্মা অর্থ—যেহেতু তন্মাত্রের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি ।১২

এই তন্মাত্রের মধ্যে শব্দ—সমস্তবিজ্ঞান প্রকৃতির তুল্য, ইহার সৃষ্টি কর্ণ, তাহার সৃষ্টি আকাশ। এই হেতু তাহা ও আকাশের অবয়বযোগে প্রকৃতির অনুমিতি তন্মাত্রের ন্যায় হয় বলিয়া সেই ঈশ্বরের নাম হয়, সূত্র—মহত্তত্ত্বই শব্দাত্মক। এইহেতু তন্মাত্র তিনটী তত্ত্ব। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও ঈশ্বর এই

জ্যোতিঃ (তেজ), আপঃ (জল), ক্ষিতিঃ (পৃথিবী) ইতি (এই) যথা (আত্মাদিক্রমে) নবতত্ত্বানি (নয়তত্ত্ব) উদাহৃতানি (উক্ত হইয়াছে)।১১

শ্রোত্র (কর্ণ), ত্বক্ (ত্বক্), দর্শন (নয়ন), রসনা (রসিকা), ঘ্রাণ (নাসা) ইতি (এই পাঁচ) জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়), খম্ (যে ক্রিয়ার বিষয়)। বাক্-পাণ্যুপস্থ-পায়ু-ঘ্রাণা, হস্ত, জননেন্দ্রিয়, গুহ্য, নাসা এই পাঁচটী) কর্মাণি (কর্মেন্দ্রিয়), খম্ (যে) উদাহৃতম্ (জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়াত্মক)।১২

শব্দঃ (শব্দ), স্পর্শঃ (স্পর্শ), রূপম্ (রূপ), রসঃ (রস) চ (ও) গন্ধঃ (গন্ধ) ইতি (এই পাঁচ) তন্মাত্রাণাম্ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়) বাক্-পাণ্যাদি-পঞ্চকস্য (বাক্য, হাত, পা, গুহ্য ও নাসা এই পাঁচটী) কর্মণাম্ (কর্মেন্দ্রিয়ের), শব্দঃ (শব্দ) উদাহৃতঃ (জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়াত্মক)।১৩

পঞ্চ (পাঁচ), স্পর্শঃ (স্পর্শ), রূপম্ (রূপ), রসঃ (রস) চ (ও) গন্ধঃ (গন্ধ) ইতি (এই পাঁচ) তন্মাত্রাণাম্ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়) বায়্বাদ্যৈর্বিভিন্নানি (বায়ু, আকাশ, জল-পৃথিবীর ও নিজ এই পাঁচটী) ভূতানি (তন্মাত্রের সমূহের ফল—স্থূল ভূত হয়)।১৪

ত্রিবিধা তত্ত্ব বেদ বেদ বলেন ।১০

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, অনিল, জ্যোতি, সলিল, ক্ষিতি—আমি এইরূপ নবতত্ত্ব বলিয়াছি ।১১

কর্ণ, ত্বক্, নয়ন, নাসিকা, রসনা, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ক্রিয়ার বিষয়; বাক্য, হস্ত, জননেন্দ্রিয়, গুহ্য ও পাদ এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয় এবং যাহা জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়াত্মক ।১২

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। বচন, করণ, জল-মূত্রত্যাগ ও নিজ এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয় সকলের ফল—স্থূলভূত হয় ।১৩

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, বায়, বহ্নি, ক্ষিতি, অবয়ব—অবয়বিত্ব হইতে) এই চতুর্বিংশতি। জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ

অনুবিদ্ধতি।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বপক্ষে ১৪বিংশতি তত্ত্ব এবং ঈশ্বর।

সর্গাদৌ প্রকৃতিস্থানে কার্য্য-কারণরূপিণী।
সহাদিভিত্ত গৈর্ভেদে পুরুষার্থস্য কর্তৃতে ॥১৭
মুক্তাদয়ো বিকুর্বাণা বাক্যং পুরুষেষ্বপি।
সন্তবীর্য্যাঃ পুরুষাস্তে সাহতাঃ প্রকৃতের্ভবাৎ ॥১৮
সৌম্যস্য দ্বাদশ ইতি ত্রয়ার্থাঃ পঞ্চ বাদয়ঃ।
জ্ঞানমাত্রাদয়স্তাবদ্ভবো বেদেষ্ত্রিরাসতে ॥১৯

ষড়ভ্যস্তাশ্চাপি তুর্যাদি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।
তৈর্যুক্ত আত্মভূতৈঃ সপ্তৈতে সপ্তধাবিদঃ ॥২০
ত্বমর্থোবেত্তি তত্ত্বানি তেন আপোঽবয়বাস্মৃতাঃ।
আত্মাদি তৈর্বৃতং জ্ঞাতং জ্ঞানবন্তস্ত্রিষু স্মৃতাঃ ॥২১
সংখ্যানে সপ্তপঞ্চকে তুরীয়াদ্যেষ্ত্রিষাদি চ।
পঞ্চ পঞ্চকবন্তো যাস্তা সপ্তধাঃ স্মৃতাঃ ॥২২

যত (এই প্রকরণে) সর্গাদৌ (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে তত্ত্বত:) তাৎ-কার্য্যকারণরূপিণী (তত্ত্বাত্মকারণরূপিণী) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) সহাদিভিঃ (সহ, রজঃ ও তমোগুণের সহায়ে) (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্রী) ভবে (হয়েন বলে)। যতঃ (যেহেতু) পুমান্ (পুরুষ) ঈক্ষতে (কেবল দর্শনমাত্র করেন) (সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন)।১৭

পুরুষেষ্বপি (পুরুষের ন্যায়) বাক্যাদয়ঃ (বাক্যাদি) বিকুর্বাণাঃ (বিকৃতি হইতে প্রকৃতি) চ (ও) সন্তবীর্য্যাঃ (বিশিষ্ট বীর্য্য) সাহতাঃ (প্রকৃতির) তেন (সেই হেতু; তজ্জন্য) স্মৃতাঃ (কথিত হয়) (সাত্ত্বিক বিকার বাক্যাদি)।১৮

সৌম্যস্য (সৌম্য যাগ) দ্বাদশে (দ্বাদশটি) ইতি (এই) ত্রয়ার্থাঃ (তিনটি অর্থ) বাদয়ঃ (আত্মাদি) পঞ্চ (পাঁচ) (আত্মা) জ্ঞান্ (জ্ঞান) ভবঃ (ভব) ইতি (এই মূলের) অন্তাঃ (শেষ) যাঃ (যে) তাবৎ (তত্ত্ব ও তত্ত্বাভিমানী দেবতা) (এই সকল) জ্ঞানমাত্রাদয়ঃ (কেবল, মন, অন্ন, আত্মা—এই চারিটি) বেদেষু (বেদ সমূহে) ত্রিষু (তিন স্থানে) আসতে (কথিত হইয়াছে)।১৯

ষড়ভ্যঃ (ষষ্ঠ) তুর্যাদি (চতুর্থটি এই) ইতি (এই বাক্যের) তুর্য (চতুর্থ) পঞ্চ (পঞ্চম) ষষ্ঠঃ (ষষ্ঠ) পরঃ পুমান্ (পরম পুরুষ) (এই) যঃ (যে) আত্মভূতৈঃ (আত্মভূত) তৈঃ (তাহাদের সহিত) যুক্তঃ (যুক্ত) (আছে) ইতি (এই) প্রকারে (প্রকার) সপ্ত (সাত) ঋষিঃ (ঋষিগণ) অবিদন্ (জানিয়াছেন)।২০

সপ্তধাঃ (সপ্তপ্রকার) সংখ্যানে (সংখ্যার ব্যবহারে) তুরীয়ম্ (পঞ্চমস্থানে), ইত্রিষাদি (আদি হইতে তিনটি) একৈকশঃ (একৈকের সহিত) আত্মা (আত্মা) (এই) সপ্তধা (সপ্তধা) যুতঃ (যুক্ত হয়)।২১

ত্বং (তুমি) ইতি (এই মন্ত্রে) (ইহা সম্বোধন বাক্য), অয় (এই যজ্ঞ), অগ্নি (ও) যুবানি পঞ্চ (পঞ্চযুক্ত) (আত্মা) পঃ পুমান্ (পরম পুরুষ) (এই) যঃ (যজ্ঞমান) আত্মভূতৈঃ (আত্মভূত) তৈঃ (তাহাদের সহিত) যুক্তঃ (যুক্ত) (আছে) ইতি (এই) প্রকার (প্রকার) সপ্ত (সাত) ঋষিঃ (ঋষিগণ), তত্ত্বমেব আত্মাদিভিঃ (তত্ত্ব)।২২

প্রকৃতি বিশ্বের উপাদানকারণে সত্ত্বাদিগুণের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্রী ভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু পুরুষ সর্বত্র সাক্ষিস্বরূপীর ন্যায় কেবল দর্শন মাত্র করেন—সাক্ষিভাবে বিদ্যমান থাকেন।১৭

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বাক্যাদি ইন্দ্রিয়গণ পুরুষের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরস্পর মিলিত ও সহিতসম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিবলে (প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া) কার্য্যে সক্ষম হয়েন।১৮

যাঁহারা সত্র যাগ বলেন, তাঁহাদের মতে আত্মাদি পঞ্চ, জ্ঞান (জীব) ও ভব এবং মূলের আত্মা—তত্ত্বসমূহ বেদ, ইন্দ্রিয়, প্রাণসকল ইহাদের অন্তর্ভুক্ত।১৯

ষষ্ঠ যাহারা, যাঁহারা বলেন, এ স্থলে পঞ্চমুক্ত এবং পরম পুরুষ—এই ষড়ভ্যঃ। আত্মভূত তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা এই প্রকার সপ্ত ঋষিরূপে তত্ত্বসমূহ অবগতি হন।২০

যাঁহারা তুরীয়াদি তত্ত্ব বলেন, সোমযজ্ঞে বেদ, জল, অন্ন, আত্মা এই চারিটি তত্ত্বের দ্বারা জগৎ উৎপন্ন—তত্ত্বসমূহ উৎপত্তি ইহারই অন্তর্ভুক্ত।২১

সপ্তধা তত্ত্বাদীর মতে পঞ্চ অন্নাদি, জ্ঞান ও

তদ্বৎ ষোড়শস্থানে আত্মৈব মন উচ্যতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ ॥২৩
একাদশস্ব আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যুত ॥২৪
ইতি নানাপ্রসঙ্খ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাৎ বিদুষাং কিমশোভনম্ ॥২৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চাত্মন্ ত্রয়োপ্যাত্মবিলক্ষণাঃ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ কৃতকে নে ভিদা তয়োঃ।
প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি ॥২৬
এবং যে পুরুষাঃ প্রাত্মন্ সংখ্যা তত্র কথং ভবেৎ।
ছেত্তুর্বা তত্র সর্বত্র যুক্তিঃ কিং প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥২৭

ষোড়শস্থানে (ষোড়শ তত্ত্বসমূহে) তদ্বৎ (পূর্ববৎ) ভূতেন্দ্রিয়াণি (ভূতসমূহ এবং ইন্দ্রিয়) মনঃ (এই ষোড়শতত্ত্ব)। (একাদশে) আত্মা (মন) এব (ই) আত্মা (আত্মা)। (একাদশ তত্ত্বসমূহে) ভূতেন্দ্রিয়াণি চ (পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) ইতি সপ্ত (এই সপ্ত) মনঃ (মন) আত্মা (জীব)। (ও) পরমাত্মা এই অষ্টতত্ত্ব ॥২৩

(ত্রয়োদশতত্ত্বে) একাদশস্ব (একাদশ তত্ত্বসমূহে) মহাভূতেন্দ্রিয়াণি (মহাভূত পঞ্চ ও ইন্দ্রিয় পঞ্চক) (এই দশ) চ (ও) অসৌ (সেই) আত্মা (আত্মা) মন (মনঃসহ) অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ (অষ্ট প্রকৃতি) চ (এবং) পুমান্ (পুরুষ) (এই নবতত্ত্ব) ॥২৪

ইতি (এই প্রকারে) নানা (নানাপ্রকার) প্রসঙ্খ্যানং (সংখ্যা) তত্ত্বানাং (তত্ত্বসমূহের) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) কৃতম্ (প্রদর্শিত হইয়াছে), যুক্তিমত্ত্বাৎ (যুক্তিযুক্ত বলিয়া) (এই) সর্বং (সমস্ত) ন্যায্যং (ন্যায়সঙ্গত) কিম্ (কি) অশোভনম্ (অশোভন) ॥২৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ (শ্রীউদ্ধব বলিলেন)।—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ)। প্রকৃতিঃ পুমান্ (প্রকৃতি পুরুষ) তথা (তথা) আত্মবিলক্ষণাঃ (পরস্পর আত্মা ভিন্ন), অন্যোন্য (উভয়ের) ভিদা (ভিন্ন) (কেন) ন কৃতকে (কেন যায় না) প্রকৃতৌ (প্রকৃতিতে) আত্মা (আত্মা) লক্ষ্যতে (লক্ষিত হয়) তথা (এবং) আত্মনি (আত্মায়) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) ॥২৬

এবং (এই প্রকারে) নানাপ্রকার গণনা ঋষিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। যুক্তিযুক্ত বলিয়া এই সকল যথার্থ বিদ্বান্‌গণের কি অনাদর হয়? ॥২৫ (ক)

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি ও পুরুষ যদিও অত্যন্ত পরস্পরের আত্মার ভিন্ন উভয়ের পৃথক্‌ কেন হই হয় না? প্রকৃতিতে আত্মা লক্ষিত এবং আত্মার প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে

—প্রকৃতি যে?

—প্রকৃতিবিশিষ্ট ও প্রকৃতির অবলম্বনস্বরূপ বিশিষ্ট পরমাত্মা।

—বিশেষণবাচক।

—প্রকৃত পরিচয়ের দ্বারা বিশিষ্ট এবং বিশেষ সাধক।

—প্রকৃতি কি?

—প্রাকৃতিক গুণসমূহের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি ও পুরুষের অনাদি স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতি।

ভূতো জ্ঞানং বি ভৌতানাং প্রমোক্ষস্তেষ্বত্র পঞ্চিতঃ।
ভূতেষু বাস্তবাভাবা দৃষ্টিং বেদ ন চাপরঃ ॥২৮

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
এতে বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ ॥২৯

(প্রকৃতি চ) সর্বত্র পূর্বোক্তাম [যে সর্বত্র তত্ত্বসমূহে] । এব (এইরূপ) যে (যাহারা) বেদ (জানে) অর্থাৎ (জানে) সংসার (সংসৃতি) মোক্ষং (মোক্ষের) চ (এবং) যে (যাহারা) পণ্ডিতা: (বাস্তবতত্ত্ব যেই জানিয়াছে) প্রমোক্ষং (মোক্ষ, আত্মস্বরূপ) । তে (এই বিষয়) যথা এব (আপনিই) আত্মস্থয়া (স্বকীয় বাণীর) দৃষ্টিং (দৃষ্টি) বেদ (জানেন), অন্যঃ (অন্য কেহ) ন (জানেন) ॥২৮

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)।—প্রকৃতিং (প্রকৃতি) চ (ও) পুরুষং (পুরুষ) এব (এই) (যে) বিদ্ধি (জানিয়া রেখ) পুরুষৌ (যে পুরুষ-প্রকৃতি) । (সেই) এব (এই) গুণব্যতিকরাত্মকা (ত্রিগুণাত্মক) বৈকারিকঃ (বিকার সম্ভার) সর্গঃ (সৃষ্টি) ॥২৯

সর্বত্র তত্ত্বসমূহের; আমার স্বরূপে এইরূপ মহাপুরুষ ঈশ্বরস্থ হইয়াছে। আপনি যৌগিকৈশ্বর্যযুক্ত। আমার দ্বারা তাহা বেদন করুন। আপনা হইতে জীবগণের জ্ঞান হয়, আর আপনার সৃষ্টিবাহ্যরূপ সেই জ্ঞান অসম্ভব হয়। কেবলমাত্র আপনিই আপনার দ্বারা। যাহা বিদিত আছেন —অন্য কেহ তাহা অবগত নয় ॥২৮-২৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের

অন্য কি ?

—অন্যান্যসংযোগাদীনাং ঈশ্বরস্থিত্ব নয় যারা।

যা যারা পুরুষীপ্রকৃতি পরীক্ষারোগাদিনী।

—অন্যান্যবিবেকাত্ম।

—পরি-সমন্তাৎ-কারিণী পাপনী পরিত্র নয় যারা।

ন যত্র প্রকৃত সংসৃতিঃ পরিত্র সংসারিনী।

অন্যান্য যারা গুণব্যতিকরাত্মকা

বিকল্পহেতুক তৈর্বৈবিধ্যে।

বৈকারিকাস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক-

মধিদৈবমধিভূতমতঃ ॥৩০

ঈশ্বর [যে ঈশ্বর] ; যম (যাহার) অবয়বী (অবয়বী) যারা (যারা) অবয়বা [অবয়বসমূহ] বিকল্পহেতুঃ (বিকল্পের) হেতু (সমষ্টি ভাবে যারা) বিকল্প (প্রকৃতিক হয়), বৈকারিকা (বৈকারিক) [ভেদ] ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) এবং (এবম) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম), অধি অধিদৈবম্ (অধিদৈব) অধিভূতম্ (অধিভূত) চ (ও) (তৃতীয়) অধিদৈবম্ (অধিদৈব) ॥৩০

বরূপ অধিষ্ঠান ভিন্ন। যে পুরুষোত্তম! তাহা তত্ত্বজ্ঞানের বলিয়া যেন ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদি সৃষ্টি বিদ্যমানস্থায় ॥২৯

যে ত্রিবিধ ঈশ্বর! আমার অবয়বী যারা বহুপ্রকারা। কেবলমাত্র সমষ্টিভাবের দ্বারা প্রকৃতিক হইয়া থাকে। প্রথম অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়), দ্বিতীয় অধিভূত (বিষয়) ও তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপ—অধিদৈব ॥৩০

তারা এই সৃষ্টি তত্ত্বসমূহ করিয়া থাকেন।

—ঈশ্বরের বিভূতিসমূহ তারা তারিয়া গেল।

তারা যারা সমষ্টিগতি বিশ্ব যারি তারা পড়ে।

—বিশ্বপ্রকৃতি ১৯শ শ্লোক।

তারাই বিভূতিসমূহ—তত্ত্ব তারা তত্ত্ব সমূহ। তারা যারা তারা প্রকৃত হয়, তারা বিশ্ব হইয়া যায়।

—প্রকৃতির পরিণাম তারা করিয়া গেল।

—অধ্যাত্মাদিরূপ পরিণামের প্রকৃতির ৬৯, অধ্যক্ষ, বিশ্ব যায় ৬৯; যোনি, সমবায়, বিকার, প্রলয়, প্রকৃত, প্রকৃত, গত,

চক্ষুঃ শ্রোত্রস্পর্শৌ বসনস্থ ত্বক্

পদ্মাক্ষ নিষ্ঠতি যঃ স্বয়ং সে।

আত্মা ত্রয়োদশগণো ন আত্মঃ

স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ ৪৩

এবং ত্বমাদি ত্রয়োদশি চক্ষু-

শ্চিত্তাদি নামানি চ চিত্তমূলম্ ৪৪

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ

প্রধানমূলাত্মকঃ প্রসূতঃ।

অতঃ ত্রিবিদ্যোঽবিকল্পভেদঃ

বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ ৪৫

(স্পর্শৌ), রসনস্থ (রসনাদি), চক্ষুঃ (চক্ষু) ও (ও) ঘ্রাণাদি (ঘ্রাণাদি), চিত্তমূলম্ (চিত্তের সহিত মূল সম্বন্ধযুক্ত) (আদি পদের দ্বারা মন এবং মনের এবং অন্যান্যেন্দ্রিয়ের কথা বলা হইয়াছে) ৪১-৪৪

প্রধানমূলাৎ (প্রধানমূলক) যতঃ (যাহার হইতে) অসৌ (সেই) যঃ (যে) গুণক্ষোভকৃতঃ (সেই গুণক্ষোভের) বিকারঃ (বিকার) প্রসূতঃ (উৎপন্ন হয়), (সেই) অতঃ (অহং) বৈকারিকঃ (বৈকারিক) তামসঃ (তামস) (ও) ঐন্দ্রিয়শ্চ (ইন্দ্রিয়) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (ত্রিবিধ) ভেদ-বিকল্পঃ (ভেদ ও ভেদাভাবের কারণ) ৪৫

দ্বাদশ চক্ষু অধ্যায়. ত্বক্, অধিষ্ঠাতৃ, চক্ষু শ্রোত্রের প্রতিষ্ঠা সূর্য্যাদি অধিদৈব—এই পাঁচটি সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নানুসারে। ভগবান এই শ্লোকদ্বারা জানান, তিনি প্রক্রিয়াহীন অবস্থা-বিশেষই প্রধানশব্দে, যেহেতু এই অধ্যায়াদির তিনি কারণ, আত্মাসকলের কারণ পরমাত্মা স্বয়ংসিদ্ধ প্রধানের যেহু অখিল বিকল্পভেদের প্রকাশ যাহা হইতে হয় সেই প্রধানশব্দের প্রকাশক তিনি। এই প্রকার ত্বগাদি, শ্রবণাদি, চক্ষু ও নাসাদি, চিত্তের সহিত মূল সম্বন্ধযুক্ত আদি পদের দ্বারা তত্ত্ব তত্ত্ব ধর্ম্ম ও অধিষ্ঠেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে।৪১)

যথা ত্বক্, স্পর্শ, বায়ু, শ্রবণ, শব্দ, দিক্, চক্ষু, রূপ

সূর্য্যাদি, জিহ্বা, রস, জল, নাসা, গন্ধ, অধিনীকুমারদ্বয় চিত্ত, চেষ্টিতব্য, বাসুদেব—মনঃ মনুষ্য ও চক্ষু—বৃদ্ধি, বোধ্য, ব্রহ্মা—অহঙ্কার, রুদ্র, ভবিষ্য ও কর্ণ এইরূপ তিনিই জানিবে।৪২

তমোগুণজাত কাল কিংবা শব্দের আশ্রয় হইতে প্রধানমূলক মহৎ ও ক্ষিতি যে অহঙ্কার—তাহা ত্রিবিধ। বৈকারিক (সাত্ত্বিক), তামস ও ঐন্দ্রিয়; (রাজস) অধিদেব, অধিষ্ঠান ও অন্যোন্যাশ্রিত—তাহাই মোহ বিকল্পের হেতু, মহত্ত্ব কিংবা বিদ্যা অবিদ্যা ইহাদের বিকল্পের কারণ।৪৩

ত্বগাদির, শব্দাদি, শ্রবণাদি, ঘ্রাণাদি, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থাদির ক্রমে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অন্যথা পূর্ব্ব ৮৮ অধ্যায়।

ভাগবত প্রক্রিয়া বিজ্ঞানবিদের অবশ্যই।

ভগবানকর্তৃক যাহা সর্ব্বাদিতে আছে। ৪১-৪৫ শ্লোকদ্বয়ে-

পরিধি।

প্রকৃতিতে যাহা এবং পরমেশ্বরের মায়াশক্তি ঘটিত জানিবে। উহার অবস্থাভেদ চরিত্র পরমেশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিপূর্ণ।

আত্মাপ্যবিজ্ঞানতো বিনাশো
ন্যূনীতি নাস্তীতি বিবাদনিষ্ঠঃ।
স্বর্গোঽপি নৈবোপনয়েন্ন মৃত্যো
মন্ত্রঃ পরাদুর্বিদুষাং ন লোকাৎ ॥৩৪

ঈশ্বর উবাচ
ন্যূনঃ পরাদুর্বিদুষ ঋষেঃ কণ্ঠচ্ছিদঃ প্রেতো।
ঈশাদ্যাম্ যথা স্নেহাদ্ গৃণন্তি বিদন্তি চ ন বা ॥৩৫

তত্ত্বমস্যাদি গোবিন্দ দ্বাবভ্যস্যেদমাদৃতঃ।
ন হ্যেতেন প্রাজাপত্যা লোকে বিবাদঃ কশ্চিৎ বর্ততে ॥৩৬

শ্রীভগবানুবাচ
অথা অর্থানাং তু পার্থিবেন্দ্রো পঞ্চবিংশম্।
লোকালোকং প্রাপ্তবান্ আত্মা অনুবর্ততে ॥৩৭

অস্তি (আছে) ইতি (এই), নাস্তি (নাই) ইতি (এইরূপ) বেদবাদিনঃ (বেদজ্ঞগণ) আত্মা অপরিজ্ঞানতঃ (আত্মার অপরিজ্ঞানহেতু) বিনশ্যঃ (বিনাশ) ন্যূনঃ অস্তি (বিনাশযুক্ত হইলেও) ন্যূনাৎ (ন্যূনযুক্ত) নহঃ (আমা হইতে) পরাদুর্বিদুষাং (পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন) (যেই বিদ্বান) ন উপনয়েৎ এনং (বিনাশ করে না) ॥৩৪

ঈশ্বর উবাচ (শ্রীঈশ্বর বলিলেন)।—ন্যূনঃ (যে ব্যক্তি) নহঃ (আমা হইতে) পরাদুর্বিদুষঃ (পরিপূর্ণ) যথা (যে প্রকারে) ঋষেঃ (বিদ্বান) কণ্ঠচ্ছিদঃ (কণ্ঠচ্ছেদকারী যথা) ঈশাদ্যাম্ (ঈশ উপনিষদ) স্নেহাৎ (স্নেহবশতঃ) গৃণন্তি (ব্যাখ্যা করে) চ (ও) বিদন্তি (বিদ্বান বলে), অথাপি তঃ (যাহারা (আত্মাবিষয়ক) দুর্বিজ্ঞান (যদি অজ্ঞানবশতঃ) বশ (আমার নহেন) আত্মাদি (দেহ)। গোবিন্দ (হে গোবিন্দ)। (লোকে: ইহলোকে) এবম্ (এরূপ) বিবাদঃ (বিরোধ) ন বর্ততি (নাই)। যে (যেহেতু) প্রাজাপত্যা (প্রজাই) ন বর্ততিতা (বেদিতে যাবৎ) ॥৩৫-৩৬

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)।—কৃৎস্না (যাবতীয়) অথাঃ (অর্থের) মমঃ (মম) পঞ্চবিংশঃ (পঞ্চ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত) যুক্তঃ (যুক্ত হইয়া) লোকাৎ লোকম্ (লোক হইতে লোকান্তরে) প্রাপ্তি (গমন করে) (জন্ম) অন্যঃ (অন্য) আত্মা (আত্মা) যং (যখন) অনুবর্ততে (অনুবর্তন করে) ॥৩৭

"আছে" "নাই" এই বেদজ্ঞানযুক্ত আত্মার অপরিজ্ঞানবশতঃ যে বিবাদ, তাহা যদি হইলেও অল্পযুক্ত আমা হইতে বহির্মুখ পূর্ণজ্ঞানের সে বিবাদ বিনষ্ট (বিলুপ্ত) হয় না ॥৩৪

শ্রীঈশ্বর বলিলেন,—আমরা হইতে বহির্মুখতা যেরূপে বিলুপ্ত কণ্ঠচ্ছেদকারীর দ্বারা ঈশোপনিষদ শরীরসকল প্রাপ্ত হয় ও বিনষ্ট হয়—আত্মবিজ্ঞানের সেই অজ্ঞান অবাধনীয় (বিনষ্ট) আপনি আমার নিকট বলুন। যে গোবিন্দ যেহেতু এইরূপ বিবাদ প্রাজাই জগতে নাই—সকলেই আপনার দ্বারায় বর্তিত ॥৩৫-৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পঞ্চভূত বায়ু, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি-যুক্ত জীবদেহের মনঃপ্রধান কর্মময় লিঙ্গশরীর দেহ হইতে দেহান্তরের প্রতি গমন করে; আর আত্মা (জীব) অন্যত্র অন্য হইলেও সেই সকল অনুগমন করে ॥৩৭ (১)

---

(১)—বিনাশের অসম্ভব অথ।

দৃষ্টিসংবলিত-প্রাণসংজ্ঞৈঃ সকলা বিভা।
পরীতা পঞ্চভূতানি ন্যূনা তদ্বিনাশয়েৎ ॥

পঞ্চপ্রাণ-অন্তর্দৃষ্টি-সংবলিতমনঃশিরঃ।
অন্তরীক্ষ-পৃথ্যাদি ন্যূনান্ দেহান্ ন নাশয়েৎ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান—পঞ্চবায়ু, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিযুক্ত দেহ যা বিনাশে।

ব্যাকরণোঽয়ং বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বাদুপ্রকাশনম্।
ঔচৎ শীঘ্রং কর্ণশষ্কুল্যা কৃত্তিকরণ্ড পায়তি ॥৩৮
বিষয়াভিনিবেশেন নাস্তানং ন চ স্মরেৎ পুনঃ।
অন্যোঽহং কৃতবিজ্ঞেয়োর্দ্বাবাত্মানাবিবৃতঃ ॥৩৯
তস্য স্বাস্থ্যকরা পুংসঃ সর্ব্বাবস্থেব দৃশ্যতে।
বিষয়ব্যক্তিরাহুর্যথা ব্যাকরণোদয়ঃ ॥৪০

যথা অনোবয়কেণং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পূর্ব্ববিজ্ঞানমপূর্ব্বজ্ঞানুপশ্যতি ॥৪১
ইন্দ্রিয়াণ্যবলম্ব্যৈবং বৈষয়িক্যঃ জাতি বুদ্ধয়ঃ।
বহিরন্তর্নিবেশেষু নৈবাত্মজ্ঞানকৃৎ যথা ॥৪২
বিজ্ঞানা ইব দৃশ্যন্তি জায়ন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনাল্পকয়েনেব দৃশ্যন্তে তত্র দৃষ্টয়ে ॥৪৩

অথ কর্ণশষ্কুল্যা (কর্ণগহীর) এনং (এব) দৃষ্টম্ (দৃষ্টা) বা (অথবা) ব্যাকরণম্ (এক বৈদিক বিজ্ঞানবিশেষ) স্মরেৎ (যাহা স্মরিলে জন্মিত) অহং (আমার) (ব্যাকরণের) উদয় (আরম্ভ হয়), (পূর্ব্ব বিজ্ঞানসমূহ) শীঘ্রং (অবলম্ব হইয়া পড়ে), অহং (আমার) তৎকৃত্তিঃ (তাহার বৃত্তি) পায়তি (বিনষ্ট হয়)।৩৮

বিষয়াভিনিবেশেন (বিষয়সমূহে অভিনিবেশ) তত্ত্বজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান) পুনঃ (পুনরায়) আত্মানম্ (আমাকে) ন স্মরেৎ (স্মরণ করে না), অন্যঃ (ভিন্নের) বৎ (ন্যায়) বা অন্যাবিবৃতিঃ (অন্যের বিবৃতি) (আমাই) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট)।৩৯

দৃষ্টির (যে দৃষ্টির)। তস্য (তার) বৃ আত্মজ্ঞা (যেন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন) পুংসঃ (পুরুষের) সর্ব্বাবস্থাঃ (সর্ব অবস্থার বিষয় (বাহ্য জগৎ), (তদ্রূপ আমার) বিজ্ঞপ্তিঃ (বিজ্ঞান হইতে) আত্মা (বিজ্ঞানরূপ আমার)।৪০

ইব (এই প্রকার) আত্মজ্ঞ (ব্রহ্মজ্ঞ) চ (ও) তত্র (যে) অনোবয়ম্ (অনোবয়) অহং (সেই জীব) ন স্মরতি (স্মরণ করে না)। পূর্বম্ (পূর্বদিন) আত্মানম্ (যেরূপে) অপূর্ব্বমিব (অত্যন্ত নবীনের) এইরূপ অনুপশ্যতি (দর্শন করে)।৪১

ইন্দ্রিয়াণ্যবলম্ব্য (ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়া আমার যেরূপ অভিনিবেশ যে সৃষ্টি) (তত্র) বহির্ভি (পদার্থে) ইব (এই) বৈষয়িক (আত্মাভিজ্ঞানশূন্য) জাতি (প্রতিভাত হয়), অন্তর্নিবেশেষু (যাই সূক্ষ্মানুসন্ধানে) তথা (যেরূপ) বহির্নিবেশেষু (যেন এই অন্তরে যেরূপ হয় তদ্রূপ)।৪২

কর্ণগহীর দ্বারা দৃষ্ট বা যেরোক্ত বিজ্ঞানবিশেষ অন্তে ব্যাকরণ জন্মিতে জন্মিতে ব্যাকরণ বিলয় আবির্ভূত হয়—পূর্ব্ববিজ্ঞান সকলে লীনপ্রায় হয়; অনন্তর সেই পূর্ব্বের স্মৃতি (পূর্ব্বসংস্কারানুসন্ধান) নষ্ট হইয়া যায়।৩৮

কর্ণগহীর দ্বারা উৎপাদিত যেরূপ যেরে অন্যান্য অভিনিবেশের দ্বারা যেরেতু পুনরায় পূর্ব্বজ্ঞানকে মন স্মরণ করেনা, সেইহেতু অন্যান্য বিবৃতিই দৃষ্টা।৩৯

যে দৃষ্টির। জীবের যখন আত্মজ্ঞান যেরূপ সর্ব্বভাবে বিলয় স্বীকার করে, তখন সর্ব্বভাবের দ্বারা অন্তরে বিজ্ঞপ্তিরূপ অর্থাৎ যেরূপিত অভিমানই অন্য—বিজ্ঞানরূপ বলিয়া থাকেন।৪০

অনুবাদ (ইহা) এইপ্রকার বর্তমান আমাদিগে যেরো জীব যেরূপে স্মরণ করে যা—পূর্ব্বসিদ্ধ যেরূপে "আমি অধিনায়" মনে করে। বর্তমান যেরূপ জীব যেরূপ প্রাক্তন মূল যেরূপ স্মরণ করেনা, তদ্রূপই বর্তমান অনন্ত যা অনোবয়রূপ জীব প্রাক্তন অন্য অবস্থা স্মরণ করে না। আরও বর্তমান যেরূপ জীব পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাকে অপূর্ব্বের ন্যায় দর্শন করে—"আমি দুই বৎসরের, আমি দশ বৎসরের, ইহার পূর্বে আমি ছিলাম না" প্রতিদিন আত্মাকে বিবিক্ত করে।৪১ (বিবরণ)

ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় যেরূপ তাহার যেরোক্তরূপ অভিনিবেশে যে উৎপত্তি, অনুরূপ আমার তাহার

ব্যাধিনাং প্রোক্তদোষাণাং যা যস্যোক্তাঃ। ভৈষজ্যসংযুক্তানাং ঔষধানামিহ কৃৎস্নশঃ ॥৪৪
সোহয়ং ঔপোহিকীয়ং যদ্বৎ প্রোক্তমৃষিভিঃ পুরা। সোহয়ং পুরুষমিতি বৃদ্ধাঃ কৃৎস্না বীর্যবিধানতঃ ॥৪৫

অস্য (এই ঔষধ)। অধ্যায়স্যাস্য (অধ্যায়ের) যে (যেই) আদ্যে (প্রথম) বিদ্যা (প্রতিজ্ঞা) পুরাণি (পুরাতন) ঋষিভি (ঔষধ প্রবক্তাগণ) ঃ (ঃ) যে ঋষিভি (যাহা প্রবক্তাগণ) (আদেশ) ঋষিভাঃ (ঋষির নিকট) যে (যেই) অধ্যায়ে (অধ্যায়ে) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) (অধ্যায়ের দ্বারা) প্রোক্তাঃ (কথিত হইয়াছে) (অধ্যায়ের দ্বারা) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) যস্যোক্তাঃ (যাহার কথিত হইয়াছে), যস্য (যাহার) ঔষধানাং (ঔষধের) (অধ্যায়ের দ্বারা) বিনির্দিষ্টানাং (বিশেষভাবে নির্দিষ্ট) যে (যেই) সংযুক্তানাং (সংযুক্ত) যোগানাং (যোগের) বিশেষতঃ (বিশেষভাবে) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) ঔপোহিকীয়ং (ঔপোহিক নামক) যদ্বৎ (যেমন) প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) পুরা (পূর্বে) সোহয়ং (সেই এই) পুরুষমিতি (পুরুষ এইরূপ) বৃদ্ধাঃ (বৃদ্ধ) কৃৎস্নাঃ (সমস্ত) বীর্যবিধানতঃ (বীর্যবিধান অনুসারে) ॥৪৪-৪৫

(অধ্যায়) অস্য (এই) অধ্যায়স্য (অধ্যায়ের) আদ্যে (প্রথম) যে (যেই) অধ্যায়ে (এই) পুরুষে (পুরুষ) ইতি (এইরূপ) বৃদ্ধাঃ (অভিজ্ঞগণ), কৃৎস্না (বিস্তৃত) বীর্য (শক্তি) বীর্যঃ (ক্ষমতা হয়)।

অস্য (সেই) অধ্যায়স্য (এই) পুরুষম্ (পুরুষ) অস্য (আয়ুর্বেদের) কর্মণীয়েষু (কর্মযোগ্য ব্যক্তি) আয়ুষে (উপযুক্ত) যা (যাহা) বিদ্যে (বুদ্ধিপ্রধান) যা (যে যা)। অস্যঃ (অস্য) অধি (এইভাবে) জ্ঞাত্বা (পরিজ্ঞান) (অত এইভাবে জ্ঞাত হয়)। ঋষয় (ঋষিগণ) অধি (অধি) সংস্কৃতঃ (আয়ুর্বেদ সহিত বিশিষ্ট) (অধি ঋষির ন) সংস্কারের অবদান পায়, কারণরূপ পুরুষ হয়—সৌম্য অগ্নিবেশ্য পুরুষ ॥৪৬

বিশেষতঃ (সেই ভাবে সম্পাদন) যান্ত্র-কৌমার-যৌবনং (বাল্য, কৌমার, যৌবন) যেন যেন (যেইরূপে) তথা (তথা) চ্যবনঃ (বৃদ্ধ) মনোরমঃ (মনোহর) (এই) বয়সাং (বয়সের) ত্রয়ং (তিনটি)

অধিষ্ঠানে ঔষধ, অন্ন ও পৌরুষ এই ত্রৈবিধ অঙ্গের ন্যায় প্রতিষ্ঠার হয়—এইরূপ আয়ু ও ঔষধের ভেদের হেতু হয়—গুণাধিক্যের, আয়ুর পুরাণি ভেদের যেমন জীব অন্য ভেদসমূহকে বহুরূপ দেখিয়া বহুরূপ হয়, তদ্রূপ। অথবা এই ত্রৈবিধ্য—অধ্যায়, অধিভূত, অধিবৈদ হয়। যে পুরুষ উপোহিক শিক্ষা দ্বারা সম্যক হইলেও পুরাতনিবানে সেই অধিষ্ঠিতাধিষ্ঠিত যেমন ভেদভেদ হয়, তদ্রূপ ॥৪২

যে অঙ্গ ঔষধ। প্রতিদিন সমীরণাদি উপলব্ধ হয় ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের পুরাতনত্বের অনুসন্ধান দ্বারা উপলব্ধি, বিনাশে অধিবেদিগণ লক্ষ্য করে না ॥৪৩

যেমন জীর্ণ আলাদির (পরিণামাদির দ্বারা) ক্রম ভোজনের (পরিণামাদির দ্বারা) (বনস্পতির ফল

মূলের (আয়ুর্বেদের) যঃ (যেই) অত্র (এই) পুরুষ (পুরুষ) ইতি (এইরূপ) বৃদ্ধাঃ (অভিজ্ঞগণ), কৃৎস্ন (বিস্তৃত) বীর্য (শক্তি) বীর্যঃ (ক্ষমতা হয়)।

অস্য (সেই) অধ্যায়স্য (এই) পুরুষম্ (পুরুষ) অস্য (আয়ুর্বেদের) কর্মণীয়েষু (কর্মযোগ্য ব্যক্তি) আয়ুষে (উপযুক্ত) যা (যাহা) বিদ্যে (বুদ্ধিপ্রধান) যা (যে যা)। অস্যঃ (অস্য) অধি (এইভাবে) জ্ঞাত্বা (পরিজ্ঞান) (অত এইভাবে জ্ঞাত হয়)। ঋষয় (ঋষিগণ) অধি (অধি) সংস্কৃতঃ (আয়ুর্বেদ সহিত বিশিষ্ট) (অধি ঋষির ন) সংস্কারের অবদান পায়, কারণরূপ পুরুষ হয়—সৌম্য অগ্নিবেশ্য পুরুষ ॥৪৬

বিশেষতঃ (সেই ভাবে সম্পাদন) যান্ত্র-কৌমার-যৌবনং (বাল্য, কৌমার, যৌবন) যেন যেন (যেইরূপে) তথা (তথা) চ্যবনঃ (বৃদ্ধ) মনোরমঃ (মনোহর) (এই) বয়সাং (বয়সের) ত্রয়ং (তিনটি)

মূলের দ্বারাই কৃত হয়, তদ্রূপ সমস্ত ভেদের বয়স যৌবার যৌবন আদি কালের দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে ॥৪৪

জীবজালসকলের যেমন সেই এই জীব, তেমন সেই এই বীর্য—এইরূপ বাণী ও বুদ্ধি বিস্তারই, তদ্রূপ সেই এই পুরুষ এই বাণী এবং বুদ্ধি বার্ষবায়ু অধিবেদী মহর্ষিগণই হইয়া থাকে ॥৪৫

আয়ুষের কর্মযোগ্য পীরুষ দ্বারা সেই এই পুরুষও উপলব্ধ ও বিনষ্ট হয় না। কাউন্ডিন্য (কায়ের সহযোগ ও বিয়োগাদির দ্বারা) অধি আয়ুর তাদৃশ ব্যাধিসেও অবসাদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বেদাধিদে অধ্যাত্মবেদজ্ঞই ঔষধ অত হইয়াও অবসন্নতা করেন, অবসন্ন হইয়াও কৃত হন ॥৪৬

এষা অন্নোপধাবহাঙ্গপ্রত্যঙ্গোদ্ভবাবহা নৃণাম্ ।
উপসর্গানুপায়ৈশ্চ বর্দ্ধিতং ভজতেঽন্বহম্ ॥ ৬ ॥ ১৪৮
আহুরন্যে পিতৃ-পুত্রাঙ্গানুবেধো ভবাপহঃ ।
ন ভবাপায়বস্তূনাং বর্দ্ধিতেঽপি বলক্ষয়ঃ ॥৪০
তত্রৌজঃ-বিপাকাভ্যাং যো বিদ্যাদ্ ভবসম্ভবৌ ।
তত্রৌজোবিপচ্যমানো ভ্রুবৌ এবং ভ্রুবৌ তনোঃ পৃথক্ ॥৪০

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিচ্ছিন্নানুবর্ত্তিনম্ ।
তত্রৈব স্থাপয়েদ্ বুদ্ধিং তত্ত্বানি প্রতিপদ্যতে ॥৪১
মনসশ্চানুবৃত্তীর্ যো বেদাম্ ত্রিবিধাত্মনঃ ।
তস্য বুদ্ধির্ভবত্যুচ্চৈরাত্মিকা যাতি কর্ত্তৃতাম্ ॥৪২
মৃদ্যমানা যথাভ্যস্তং পঙ্কম্ বপুষো মলক্রিয়াম্ ।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পঞ্চবর্গোঽপানুবর্ত্ততে ॥৪৩

যা (যেটা) তত্রৌজসঃ (তেজোময়ের) ভবসম্ভবৌ (জন্মমরণের) স্থানে (আধার) ভ্রুবৌ (ভ্রূদ্বয়) (আত্মার জন্য) ঔজোবহ (ঔজঃ বহন করে) এবং (এবং) তনু (শরীর) বর্দ্ধিত (বৃদ্ধি) উপায়ৈঃ (প্রকৃষ্ট উপায়ে) চ (ও) ঔষধ (ঔষধ) প্রভৃতি (প্রভৃতি দ্বারা) ॥৩৮

পিতৃপুত্রাঙ্গানু (পিতার ঔষ্টৈষিক শিরা, পুরুষ জনকের দ্বারা) আহুরন্য (আনয়ন) ভবসম্ভবৌ (জন্মমৃত্যু) অন্বহোনী (অহোরাত্র, অহরহ), ভবাপায়বস্তূনাম্ (জন্মমৃত্যুবিশিষ্ট পদার্থের) অর্দ্ধিতে (বৃদ্ধি) বলক্ষয়: (ওজোনাশ ঘটে) ন (হয় না) ॥৩৯

তত্রৌজঃবিপাকাভ্যাং (তেজ হইতে ও ওজোনাশে) আত্মা (মূলক) (যথাক্রমে) ভবসম্ভবৌ (জন্ম ও মরণ) যঃ (যিনি) বিদ্যাৎ (জানেন), (সেই) আত্মা (জন্ম হইতে) বিপচ্যমানঃ (তেজ পূর্ণমাত্রায়) হৃদি (হৃৎপদ্মেতে) এবং (এই প্রকারে) ভ্রুবৌ (ভ্রূ হইতে) পৃথক্ (ভিন্ন) তনো (আত্মা) বিদ্যাৎ হয় ॥৪০

এবং (এইরূপ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতি বা ঔষধাদি সকল হইতে) আত্মন্ (আত্মাকে) আত্মনা (স্বয়ং), অবিচ্ছিন্ন (বিচ্ছেদ না করিয়া) অনু (যে) বৃত্তান্ (বৃত্তি) বেদ (জানেন) ত্রিবিধাত্মনঃ (ত্রিবিধ হইতে) সত্ত্বাদি (সত্ত্ব) ॥৪১

সত্ত্বাদীনাং (সত্ত্বের) যো (যে) অবস্থিতঃ (অবস্থান) ভাবঃ (ভাব) তং (তাহাকে) তেন (তাহার দ্বারা) বিদ্যাৎ (জানিবে) ॥৪২

যথা (যেমন) মৃদ্ যত্নঃ (মৃত্তিকাদি), পঙ্কম্ (কর্দ্দমকে) পঙ্কজ (শরীর) মলঃ (ময়লা) অপকর্ষতি (অপকর্ষণ করে) এবম্ (এই প্রকারে) অনেন (বিশিষ্ট জ্ঞান) বুদ্ধিগুণান্ (বুদ্ধির গুণসমূহ) পঞ্চবর্গঃ (পঞ্চবর্গ) অপকর্ষতি (অপকর্ষণ করে) ॥৪৩

বিশেষ বর্দ্ধমান (ক্রমে প্রবেশ, ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও অবস্থিতি) বলা, কৌমার, যৌবন, মধ্যবয়স, জরা অবস্থার মৃত্যু এইরূপ দেহের নয় অবস্থা। (বাল্য পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত, আ-ষোড়শ কৌমার, পঞ্চত্রিংশৎ বয়স পর্য্যন্ত যৌবন, আ-ষষ্টি মধ্যবয়স) ॥৪৭

এই অবোবিভাগ প্রাণ ঔজঃ-ই দেহের অবস্থা প্রভৃতি অধিষ্ঠেয়রূপে জীব প্রাপ্ত হয়, কখনও পরিত্যাগ করিয়া যায়ে। কোন পঞ্চমহাভূতাত্মক প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্থার কারণ বিশেষজ্ঞানের দ্বারা দেহের অবস্থার অবস্থাবান্ হন না ॥৪৮

পিতার অবয়বের ঔষ্টৈষিক কর্ম্মাদির দ্বারা মাতৃবংশের ও তার কর্ম্মাদির দ্বারা পুত্রের অন্তর্দেশে জীব দেহের উৎপত্তি বিষয় অনুধাবন করিতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-বিশিষ্ট দেহসকলের পরিচ্ছন্ন (প্রাপ্ত) জন্ম-মরণ-বর্জ্জিত হয় না ॥৪৯

ঔজোবিপাকের দ্বারা ভ্রূদ্বয় জন্মমরণ অর্থাৎ জীব হইতে জন্ম—বিপাক হইতে নাশ যিনি জানেন, তিনিই প্রাজ্ঞ। যেমন ভ্রূ হইতে জীব ভিন্ন দেখা যায়, এইরূপ দেহের প্রাণ জীবও দেহ হইতে পৃথক্। (অন্নময় মনোময় ভূতময় উপাদান—কলাপকে আত্মা) ॥৫০

এইরূপ প্রকৃতি হইতে যথার্থভাবে আত্মাকে বিচ্ছেদ না করিয়া অনুগত-অবস্থিত সূক্ষ্ম বিষয়বিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে থাকে ॥৫১

অথাহুতা প্রকৃতয়ো যতস্তোঽপি তথা ইব।
চক্ষুষা গ্রাহ্যরূপেণ দৃশ্যতে ঽতস্তৌ ভূঃ ১৫৪
তথা অন্যোন্যবিদ্ধো বিভাগপুরুষৌ দ্বয়া।
অন্যদৃষ্টান্ত হানাই দ্বয়া সংসার আসুনা ১৫৫

অর্থে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে সা দৃষ্টির্ন বিবর্ততে।
ধারণো বিষয়াবন্ধ অপেক্ষন্বর্থাপনে যথা ১৫৬
তস্মাদুভয় যা দৃষ্ট্য বিভাগসন্ধিভিরৈঃ।
আত্মা প্রকৃতিনির্বাক্ত পশ্য বৈকল্পিকা ভ্রমম্ ১৫৭

তথা (যেমন) (সৌরালোকে অবস্থান) আছেন (জনক) প্রকৃতি (অধিকার বিশিষ্ট) (জীব) তদ্রূপ অপি (দৃষ্ট-সদৃশক) তথা ইব (বাহিরের ন্যায়) (চক্ষে) গ্রাহ্যরূপেণ (গ্রাহ্যরূপে) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) (ইহা) তথা (যেমন) দ্বয়া (বিষয়) সংসার (যে জীবন)। তথা (তদ্রূপ) আত্মঃ (আত্মার) (বহির্দৃষ্টি, অনীক) সংসার (সংসারক বিষয়) ১৫৫-৫৫

তথা (যেমন) যদা (কালে) অন্যোন্যঃ (পরস্পরি সংযোগে আসক্ত) (হয়, উদ্ভব) বিষয়ম্ (বিষয়সকল)

আশ্রয় (আত্মসাৎ) তত্ত্ব (এই আত্মার) অর্থে (তত্ত্ব) অধিষ্ঠানম (অধিষ্ঠান হইলেও—যা বাহিরেও) অর্থে (বিষয় সকলে) সংস্থিতিঃ (সংসার) ন বিবর্ততে (বিবর্তিত হয় না) ১৫৬

উদ্ভব (যে উদ্ভব)। তস্মাৎ (সেই হেতু) অন্যবিদ্ধিতৌ (অন্যের ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা) বিভাগম্ (বিষয় সকল) যা দৃষ্ট্য, (যেহেতু দৃষ্টি), আত্মপ্রকৃতিনির্বাক্তা (জীবের অন্তর্নিহিত বিষয়ের অন্তঃকরণ বিকাশের) বৈকল্পিকা (বৈকল্পিক, বিভক্তাকার) ভ্রমঃ (ভ্রম) পশ্য (দেখ) ১৫৭

সম্বন্ধ-সম্বন্ধাত্মা পর হয়াদিতে অভিনিবেশ হইতে উদ্ভূত কর্মফলের দ্বারা চালিত হইয়া দেখে, ভাবে, ইত্যাদি বাহ্যপ্রকৃতি অংশের দ্বারা অনুভব করে এবং অন্তঃপ্রকৃতি অংশের দ্বারা স্মৃতি হইতে থাকে, বিশ্বাস (৭ম পঙ্ক্তি) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১৫২

যেরূপ দৃষ্টা ও দৃশ্যবস্তুতে (দেহাদিতে) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পরস্পরি ও পৃথক্ স্বভাবাপন্ন হয় তদ্রূপ অনুভবকর্তা, উদ্ভব বিভিন্ন বিভিন্ন আত্মার দৃষ্টির স্বভাবকে দেখিয়া অনুভব করিয়া থাকে। (এই দৃষ্টান্তের দ্বারা দৃষ্টার দৃশ্য প্রকার দৃষ্টির ভেদ দেখাইলেন) ১৫৩ (১)

সংসার-সম্বন্ধাত্মা পর হয়াদিতে অভিনিবেশ হইতে উদ্ভূত কর্মফলের দ্বারা চালিত হইয়া দেখে, ভাবে, ইত্যাদি বাহ্যপ্রকৃতি অংশের দ্বারা অনুভব করে এবং অন্তঃপ্রকৃতি অংশের দ্বারা স্মৃতি হইতে থাকে, বিশ্বাস (৭ম পঙ্ক্তি) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১৫২

যেরূপ দৃষ্টা ও দৃশ্যবস্তুতে (দেহাদিতে) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পরস্পরি ও পৃথক্ স্বভাবাপন্ন হয় তদ্রূপ অনুভবকর্তা, উদ্ভব বিভিন্ন বিভিন্ন আত্মার দৃষ্টির স্বভাবকে দেখিয়া অনুভব করিয়া থাকে। (এই দৃষ্টান্তের দ্বারা দৃষ্টার দৃশ্য প্রকার দৃষ্টির ভেদ দেখাইলেন) ১৫৩ (১)

---

(১)—এইরূপ উদ্ভব যৌগিকের প্রজ্ঞা দৃষ্টি ও যেরূপের পরস্পর স্বভাবগতের যেরূপ দৃষ্টির ভেদ-স্বভাবাপন্ন এবং দৃষ্টির ভেদের-পর পরিস্থিতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। (যোগদর্শন-১৩৩)

সংসার বিভক্তাত্মক হয়, বিভক্তাত্মিকা দৃষ্টি, দৃষ্টা বাহ্যের ভ্রমের—এই বিভক্তি ভাবাত্মিক অর্থাৎ আত্মাসক্তি। দৃষ্টাদৃষ্টের

হইতে ইহারা সকলেই ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু সকলেরই হইতে ভাবাত্মকতা প্রাপ্ত হইয়া সংসারিকভাবে অভিনিবেশ করিতে পারে না। দৃষ্টা যেরূপ আত্মা অন্য প্রকার দৃষ্টির বিভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ দৃষ্টি ঐতিহাসিক ভাবের করিয়া সংসারিকভাবে বিভিন্ন করিয়া থাকে। সংসারের উৎপত্তির ও বিনাশের এই সকল পরীক্ষার দ্বারা যাহা নিত্য সত্যের দর্শন লাভ হয়, তদ্দ্বারাই দৃষ্টি এরূপ হইয়াছে, অর্থাৎ যেরূপ

ক্ষিপ্তোঽন্ধাক্ষিপ্তোঽশক্তিঃ প্রলব্ধোঽবুদ্ধিতোঽথবা।
তাড়িতঃ পরিবর্ত্তেত বা মৃত্যা বা পরিত্যাপিতঃ ॥৫৮
নিষ্ঠুরা মূঢ়িতো বাক্যৈরন্যৈর্বা প্রকম্পিতঃ।
জ্ঞেয়কাম্য কৃতঘ্নশ্চ আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥৫৯

ঈশ্বর উবাচ।

যদ্যৎকরণমুদ্যোগং যত্ন যো যত্কৃতঃ নরঃ।
গুরুঃসর্ব্বিষ্ণ তস্য আত্মকল্যাণমিচ্ছতঃ ॥৬০

অনক্ষি (অন্ধঃ) অন্ধঃ (অন্ধকল কর্ত্তৃক) ক্ষিপ্তঃ (আক্ষিপ্তঃ), অন্ধাক্ষিপ্তঃ (অন্ধাক্ষিপ্তঃ), অশক্তিঃ (প্রভুক্ত), প্রলব্ধঃ (ঈশ্বরক্ষিত), অবুদ্ধিতঃ (বিপরীতবোধে বিমোহিত) অথবা (কিংবা) পরিবর্ত্তেত (পরিভ্রমণ করে) বা (অথবা) মৃত্যা (মৃত্যিকা) পরিত্যাপিতঃ (পতিত) ॥৫৮

নিষ্ঠুরা (নিষ্ঠুরবাক্যরূপ অপরিণামীভূত), মূঢ়িতো (মূঢ়তা প্রাপ্ত আত্মীভূত) এবং (এইরূপ) অথবা (বা প্রকারে) প্রকম্পিতঃ (পরাপর ক্ষিপ্ত হইলে প্রকম্পিত) কৃতঘ্নশ্চ (ঐ প্রকার হইলেও) জ্ঞেয়কাম্য (জ্ঞানকামী) আত্মনা (নিজে আপনার পূর্ব্বে মুক্তি হান) আত্মানম্ (আত্মাকে, স্বয়ম) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবেন, অর্থাৎ ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবেন) ॥৫৯

ঈশ্বর উবাচ (ঈশ্বর বলিলেন)।—গুরুঃসর্ব্ব (গুরুদেব, অতি অবশ্য) তস্য (তাহার প্রতি), কল্যাণম্ যঃ (যে ব্যক্তিরও)। যদ্যৎ (যে প্রকারে) এবং (আপনার অধিক) বিষয়ম্ (বিষয়) অনুমন্যেত (উত্তমরূপে বুঝিতে পারি), (অথবা) যে (আমাদিগের) যত্ন (বত্ন)।৬০

অতএব যে ঈশ্বর! আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সকল উপভোগ করিব না। অবিদ্যানুরূপ আত্মা অজ্ঞানে অবস্থানিত—বস্তুতঃ অন্ধকারনিষ্ঠ বৈকল্পিক পুরুষবাদি ভ্রমনিষ্ঠ দেখ ॥৫৭

দুর্ব্বলের দ্বারা আক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্তকর, উপলব্ধি অনুচিত (বিদ্যা দোষদোষের বিপরীতভূত) মৌঢ়িকাবস্থিত, তাড়িত ও অবরুদ্ধ, নিষ্ঠুরের দ্বারা অপরিণামীভূত, মূঢ়ের দ্বারা আত্মীভূত এইরূপ অন্যান্য বহুপ্রকার প্রকল্পিত অজ্ঞানাচারে আত্মনির্ভা হইতে বিচলিত হইলেও মুক্তিকামী মানব বৈষ্ণবিনিষ্ঠ মুক্তির দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবেন (অবশ্যম্ভাবিনিষ্ঠ হইবেন) ॥৫৮-৫৯

হে ঈশ্বর! যে প্রকারে আপনার অধিক বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারি, তাহা আমাকে বলুন ॥৬০

আদি এই অনুচ্ছেদের বিষয় বুঝিতে হইবে। মুক্তি পরাদিভেদে চারপ্রকার—পরাদি পরমপদ প্রাপ্ত হয়। মুক্তিই মানব শরীরে ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগের অধিক থাকে। মুক্তি না পাকিলে বিষয় ও ইন্দ্রিয়সকল প্রবিষ্ট হয় না। যাবদ্ধায়ের পক্ষ ইন্দ্রিয় সমূহ—মন তাহাতে প্রধানরূপে উপলব্ধি হয়। মুক্তির সময়ে মন হয়, ভোগের অধিকারে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকবে। চক্ষুর আলোকাদির বিষয় মন ভাবনা করে—মুক্তি বিলয় হইয়া থাকে, ভোগের সাধনে মনের ঈশ্বর হয়। (ভোগকর্ম ১৩৭)

মুক্তি সমূহের তত্ত্বজ্ঞানির আছে। মুক্তি সমস্ত আত্মসমূহের অবস্থিতি হয়, মুক্তি অবস্থানে বিবিধ পদার্থ উপলব্ধি হয়, তখন মনোবৃত্তি হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ পুরুষাবস্থায়: মুক্তি বিলয় হয়—এই বিবিধ মুক্তি যখন প্রবল হয়, তখন ভোগে, যখন স্পর্শ করে তখন ত্বক্, যখন দর্শন করে তখন দৃষ্টি, যখন আস্বাদন করে, তখন রসনা, এবং যখন আঘ্রাণ করে তখনকার গ্রাণ গণিয়া ঈশ্বর হয়, অতএব মুক্তি পুরুষ পুরুষ ভাবে বিলয় হইয়া থাকে। মুক্তির বিলয়বশতঃই ইন্দ্রিয় হয়। বিদ্যা অনুভবরূপ তত্ত্বমূলক এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাব-বিভেদে পরিচয় হইবে। পুরুষবাদিরা মুক্তির ঈশ্বর আত্মার অবস্থান করে, অন্যান্য মুক্তিসমূহ হয়—কখন ও লোকান্তর হয়, এই সকলের তখন যেন বিবাদিত মুক্তিবাদী অথবা ভ্রমবাদ ভ্রমকারী হয় না।

মুক্তি যখন ভোগ বিষয় প্রকাশ করে, তখন আমাদের

বিদুষাপি বিধাতৃ প্রকৃতিরি বলীয়সী।
অতো ভবদ্বিনিবন্ধাৎ পাত্রাদন্যত্র ৮৭৭৭৭৭৭ ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে বাহিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

বিদুষাম্ (হে বিধাতঃ!) (যেষু) (প্রকৃতিঃ) (প্রকৃতি) রি (নিশ্চিত) বলীয়সী (বলবতী), (এইজন্য) আপনি (আপনার) অনুগ্রহীতম্ (অনুগ্রহের আধার অজামিল) ইমম্ (এই) ভবৎ-বিহিতাৎ (আপনকর্তৃক) যে (আপনার) পাত্রম্ (পাত্র) ৮৭৭৭৭৭৭ (অন্যত্র) অন্য (ভিন্ন)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে বাহিংশোঽধ্যায়ের শ্রীশ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে বিধাতঃ! যেহেতু আপনার নির্দ্ধারিত প্রকৃতি বলীয়সী, এবংবিধ কারণে বিহিত আপনার ৮৭৭৭৭৭৭ ব্যতীত যেখানেই অজামিল

৮৭৭৭৭৭৭ অন্য স্থানে যাক।

যেহেতু অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান বিধাতৃগণের বুদ্ধি আমার প্রতি সুন্দর প্রকার কাজ না করায়, অজামিল বুদ্ধি পরিশুদ্ধি; আমার দর্শন করেন না, বুদ্ধিই দর্শন করে; আমার স্পর্শ করেন না, বুদ্ধিই স্পর্শ করে; অতএব বিশেষ করিয়া যে ইহা আমার না, বুদ্ধিই ইহা করে; তিনি ভেদ করেন না, বুদ্ধিই ভেদ করে; আমি বুদ্ধির দ্বারা না, বুদ্ধিই বুদ্ধিমান হয়; তিনি নির্দ্দেশ, বুদ্ধিই নির্দ্দেশক; তিনি নিয়ন্তা বুদ্ধি নিয়ন্ত্রী; তিনি আত্মজ্ঞান, বুদ্ধি জ্ঞানময়; তিনি অজ্ঞানমুক্ত, বুদ্ধি

বিদুষাম্ অপি (বিদ্বদ্গণের) ॥৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে বাহিংশোঽধ্যায়ের শ্রীশ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

কিন্তু আমাদের আকর্ষণ বিধাতৃগণেরও মুহূর্মুহু ভ্রম করি ॥৬১॥

অজ্ঞানমুক্ত। তিনি অজ্ঞ নহেন না, বুদ্ধি অজ্ঞ নহে। তিনি অজ্ঞ তিনিই হন না, বুদ্ধিই তিনিই হয়; তিনি বিজ্ঞাতা, বুদ্ধি বিজ্ঞাতা; তিনি দর্শ, বুদ্ধি দর্শনী। তিনি শব্দস্পর্শ ও বিজ্ঞানমুক্ত বুদ্ধি শব্দস্পর্শ এবং বিজ্ঞানময়; তিনি মুক্ত, বুদ্ধি মুক্তস্বরূপা; তিনি নিয়ন্তা, বুদ্ধি নিয়ন্ত্রী; তিনি অজ্ঞ ও প্রকৃতি, বুদ্ধি প্রকৃতি; তিনি নিয়ন্তা বুদ্ধি নিয়ন্ত্রী—এইরূপ সর্ব্বত্রই তিনি বুদ্ধির প্রভু হন ॥১০-১৫

ইতি দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণের পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের একাদশ-স্কন্ধে
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীসচ্চিদানন্দবিনোদগোস্বামিপাদানুগজনাশ্রিতরায়-কৃত
দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একাদশ-স্কন্ধ সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিতআর্য্যশাস্ত্রে

শ্রীমদ্ভাগবতেতিহাস প্রণীত-শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ

একাদশস্কন্ধ-অন্তর্গত

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

পণ্ডিতমূর্দ্ধন্যবর-শ্রীযুক্তপ্রেমকান্তাদ্রিকৃতসরলবঙ্গানুবাদসমলঙ্কৃতঃ।

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[ভিক্ষিভু-ভিক্ষোপাখ্যানম্,—ভিক্ষুগীতা।]

শ্রীগুরু উবাচ

স এবমাত্মসিদ্ধ ঈশ্বরেণ
জ্ঞানস্বরূপেণ নারায়ণেন।
পরাবরজ্ঞত্বমবাপ্তোঽনুপ্রশ্ন-
প্রবাদতাদে ব্রহ্মণীরবীদ্যঃ॥১

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মংস্তত্র স বাক্যস্য সাধুবৈ দুর্জ্ঞেয়বিদ্বৈঃ।
দুরাপৈর্দ্বিজমাত্রস্য যঃ সমাধানুবীধবঃ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীভগঃ উবাচ। ব্রহ্মংস্তত্র [ব্রহ্মংস্তস্য পুত্রঃ ভোঃ] ব্রহ্মবীধবঃ [ব্রহ্মবীধস্য ধীরঃ সন্ততঃ যঃ সঃ] যঃ দুরাপৈঃ [দুরাপা দুর্লভা ধীঃ যস্য সঃ] তাদৃশস্য ঈশ্বরে এব আত্মনিষ্ঠঃ পুংসঃ [পুরুষস্য] (দুরাপৈঃ) সর্বজ্ঞত্বম্ সর্বজ্ঞত্বং তৎ ঈশ্বরম্ অবলম্বে ঈশ্বরম্॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ব্রহ্মংস্তাত! দুরাপৈঃ [দুরাপৈঃ দুর্লভৈঃ] দুর্লভৈঃ দুরাপৈঃ ত্রিভিঃ দুর্জ্ঞেয়ম্ আত্মানম্ যঃ সমাধাতুম্ ঈষঃ সমর্থঃ ভবেৎ, সঃ যঃ ব্রহ্মবন্ধুঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণঃ ন ভবতি এব ইতি যঃ সত্যম্ এব ঈশ্বরঃ॥

ন তথা তপসাগ্নেশ্চ বিদ্যয়া বা বিভো বিভূতয়ঃ।
যথা ভূমিস্তয়া বিদ্বন্নিবেশ্যাত্মানমীশ্বরম্॥৩

কথয়ন্তি মহৎপুণ্যমিতিহাসমিমং মম।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ॥৪

কেনচিদ্ভিক্ষুণা গীতং পরিক্রজ্যাং দুরাত্মনা।
সম্বাদং মুক্তিমুদ্দিশ্য বিপাকং নিজকর্মণাম্॥৫

অন্বয়ঃ

যথা তথা [যথৈব এব বিভোঃ] পরমেষ্ঠিনঃ [পরমেষ্ঠিনঃ ব্রহ্মণঃ] বিদ্যয়া বা ভূমিঃ যথা, তয়া [তাদৃশ্যা] (তাদৃশৈঃ) ঈশ্বরে বিদ্বন্ পুমান্ তু তথা ন তথা॥

হে বিভো! মহৎ পুণ্যং পুণ্যজনকং যম্ ইতিহাসম্ (কথা) কথয়ন্তি, তম্ অহং বর্ণয়িষ্যামি, তৎ ত্বং সুসমাহিতঃ সন্ নিবোধ শৃণু॥

কেনচিৎ ভিক্ষুণা পরিক্রজ্যাং দুরাত্মনা মুক্তিমুদ্দিশ্য নিজকর্মণাং বিপাকঃ স্বয়ং গীতঃ সম্বাদঃ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ভিক্ষিভু-ভিক্ষের উপাখ্যান,—ভিক্ষু গীতা।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যাঁহার পবিত্র কীর্তি শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া অবস্থান করে, সেই ব্রহ্মাধিপতির যজ্ঞপতনীয় ভগবান্ ভূগুর ভগবান্-প্রধান ঈশ্বর সম্বন্ধে এই প্রকারে অভিজ্ঞতা হইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহা ঈশ্বরভক্ত-প্রধানের প্রশংসা করত তাঁহাকে সন্তোষের পূর্বক বলিলেন॥১

হে ব্রহ্মন্দনিষ্ঠা ঈশ্বর! তুমি বলিয়াছ যে, দুর্বিজ্ঞেয় ব্যক্তিদের দুর্জ্ঞাতব্যরূপে বিজ্ঞাত হওয়ার জন্য অভিজ্ঞ হইতে পারে, এমন সাধু ও ভগবান্ ব্রাহ্মণের অভাব নাই, এ কথা সত্য বটে॥২

কারণ ভগবান্ ব্যক্তিদের মর্মবিদারক পরমবাণী বেদের শ্রবণকে বিদীর্ণ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যাকে বাদে বিদ্ধ হইলেও লোকে তাদৃশ বেদনা কখন অনুভব করে না॥৩

হে ঈশ্বর! মহাপবিত্র এবটী পুরাতন ইতিহাস এজন্যগণে যেরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট তাহা সম্যক্ কীর্তন করিতেছি। তুমি সমাহিতচিত্তে তাহা অবধারণ কর॥৪

দুর্বিনয়ের ফলস্বরূপে বিদীর্ণ-হৃদয় কোন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যাবলম্বনে পরীক্ষা করিয়া মনে মনে চিন্তা করত যেরূপ মনোযোগের সহিত করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি; শ্রবণ কর॥৫

অর্থস্তিন্ বিত্তঃ কল্পিতাশীলাস্যতঃ স্ত্রিয়া।
বার্তাবৃত্তিঃ কর্মযাত্র কামী সুতার্থং হ্যকোপয়ঃ ॥৬
আত্মনোঽবিগতজ্ঞান যাজ্ঞাবল্ক্যেপি নার্চিতবান্।
মৃতায়াশ্চ আত্মাপি কালে কাষ্ঠময়ার্চিতঃ ॥৭
দুহিতৃনাঞ্চ কর্মযাত্র ক্রহ্যন্তে পুত্রসাধ্যতাঃ।
যাবা দুহিত্রয়ো দত্ত্বা বিত্ত নাচরম্ স্ত্রিয়ম্ ॥৮

অর্থস্তিন্ বাস্তবস্তু লোকস্তু স্ত্রিয়া কল্পিতাশীলা আচরণং, বার্তাবৃত্তিঃ (বার্তা কৃষি-বাণিজ্যাদিরূপা বৃত্তিঃ যস্য সঃ), অবিগত (আত্মনো ব্রহ্মজ্ঞানস্য পুত্রজন্মনাশ্চ পূর্বম্। যেনাত্মবিদুত্তমেন ন তথা ইতি ভাবঃ) জ্ঞানী, পুত্র, অধিকোপনং কল্পিং বিত্তং আদীৎ ॥৬

তত্র জায়াঃ অধিক্ষয়া। যেন যাজ্ঞবল্ক্যেন অপি ন অর্চিতবা। মৃতায়াশ্চ পত্নীরূপায়াঃ মৃতে স্বিতঃ আত্মা অপি তাসাং জোষ্ঠপত্নীরূপে কাষ্ঠে ন অর্চিতঃ ন সংস্কৃতিঃ ॥৭

এবং দুহিতৃনাঞ্চ তত্র পুত্রসাধ্যতাঃ সাধ্যাঃ দুহিতরঃ দত্ত্বাঃ (বিবাহে সতি স্বিতা ন ধারয়ন্ অপি তু দত্তবন্ত ন ॥৮

এবম্ ঔত্তমপ্রভৃতয়ঃ দুহিতঃ ইত্যেতাবতাগ্রন্থেন-

অবস্থিনামক মানব-গ্রহণে মহোদয়সম্পন্ন অতি মহাধিকারী একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে মনোপার্জ্জন করত কেবল সন্তানার্থই বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং অন্যে উপেক্ষা করত কেবল, অগ্নিহি, পুত্র এবং কলত্রসমূহকে পালন করিয়া, নিজের কামনারই লোভী এবং অতি কোপনস্বভাবের পরিচয়ে কালাতিপাত করিতেন ॥৬

ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার জাতিবর্গ বা অগ্নিবিগতকে কখন মিষ্ট কথায় প্রসন্নমুখ পরিতুষ্ট করেন নাই। বর্ণকর্মবিবর্জিত ব্রাহ্মণ মূলে অবস্থান পূর্বক নিজের যেরূপেও কখন অগ্নিবিধি ভোগ প্রদানে পরিতুষ্ট করেন নাই ॥৭

এই প্রকার নিজান্ত কৃপণতার ভাব পূর্বাপর ব্যবহারে কালাতিপাত করায়, তাঁহার পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব এবং কুলবর্গও দুঃখিত হইয়া, তাঁহার

ধর্মিত, বর্ণকর্মবিহীনত্ব কর্মবিত্ত (কথাতে বিদ্বদ্বিত যেরূপ ব্রাহ্মণত্ব বিত্ত বলা হয়), পঞ্চাগ্নিত্ব যেরূপ পঞ্চাগ্নিরক্ষণত্ব-রূপেণ পঞ্চাগ্নিরক্ষণবন্তঃ দুহিতৃঃ ॥৯

যে দুহিতৃ। তত্রস্যাবস্থিতেক্ষুত্তমত্ব (যেন পঞ্চাগ্নিরক্ষণাদিত্ব অধ্যায়ের অন্যত্রের বিদ্বদ্বঃ যাঃ তত্ত্বত্বা পুত্রসাধ্য যত্র), যজ্ঞোপবীতিনঃ (ব্রহ্মচারীঃ যেরূপ পরিত্রক্ত পরিত্র যজ্ঞোপবীত) অতঃ অগ্নি নিত্যং ধারণ অধ্যয়ন ॥১০

যে ঔত্তম। অতঃ কিন্তি যত্র, তত্রঃ ও কিন্তি যত্র অনুক্ত। ঔত্তমঃ মুখ্যাগ্নিত্ব, তত্রঃ কৃত্বা ঔত্তমাগ্নিত্ব, পরিত্রং যজ্ঞঃ অধ্যয়নং যেষাং ও অগ্নি নিত্যং অধ্যয়ন) ॥১১

করিত সন্ত্যবহার করিত না; যথা তাঁহার ঔত্তম অন্যান্যরাই করিত ॥৮

এইরূপ আচরণে ইহলোকে এবং পরলোকে বঞ্চিত হইয়া, ধন ও ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক সেই ব্রাহ্মণ মনের ভাব কেবল মনেই গোপন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পঞ্চাগ্নিরক্ষণের অভাবে দেবতা, পিতৃলোক, মনুষ্য, ভূতলোক এবং ব্রহ্মবিগণ তৃপ্তির অভাবে তাঁহার প্রতি কোপই করিয়াছিলেন ॥৯

যে ঔত্তম। তুমি যেমন প্রভূত ধনের দ্বারা অনেক কীর্তি লাভ করিয়াছ, এবং ব্রাহ্মণ যেইরূপ কেবল মনেরও দ্বারা যথেষ্ট ভূমাদেবী সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা কোনরূপ পুণ্য-অর্জনের অভাবে, কেবল ধনসঞ্চয়ের দ্বারা তাঁহার পূর্বকৃত পুণ্যের ফলে যত আয়াস-লব্ধ ধনই তাঁহাকে বিলাই হইয়া গেল ॥১০

যে ঔত্তম। তাঁহার জাতিগণ কিছু এর তাহার

স এবং ত্রবিণে নষ্টে ধর্ম্মাদিষ্বকৃতেশ্বরঃ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বধর্ম্মৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥১২
কৃচ্ছ্রেণাত্মা প্রয়াস্যন্ গৌর্যং নষ্টধনাস্তর্ম্মচিন্তয়ৎ।
নিত্যদা যাস্মকশ্চেত নির্বেদঃ দুখমানদুৎ ॥১৩
ন চাহোমহতী কষ্টং দুরাত্মা যেনুজাপিত্য।
ন ধর্ম্মায় ন কামায় ধনার্থীয়াম উদ্যমঃ ॥১৪

এবং ত্রবিণে নষ্টে ধর্ম্মাদিষ্বকৃতেশ্বরঃ। উপেক্ষিতশ্চ স্বধর্ম্মৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥১২

এবম্ (এই প্রকার) ত্রবিণে (ধনে) নষ্টে (বিনষ্ট হইলে) ধর্ম্মাদিষু (ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে) অকৃতেশ্বরঃ (অকৃতকার্য্য) [সন্] (হইয়া) স্বধর্ম্মৈঃ (স্বধর্ম্ম দ্বারা) উপেক্ষিতঃ চ (উপেক্ষিত হইয়াও) দুরত্যয়াম্ (দুরতিক্রম্য) চিন্তাম্ (চিন্তা) আপ (প্রাপ্ত হইল)।

কৃচ্ছ্রেণ আত্মা প্রয়াস্যন্ গৌর্যং নষ্টধনাস্তর্ম্মচিন্তয়ৎ।
নিত্যদা যাস্মকশ্চেত নির্বেদঃ দুখমানদুৎ ॥১৩

কৃচ্ছ্রেণ (কষ্টে) আত্মা (দেহ) প্রয়াস্যন্ (ত্যাগ করিতে উদ্যত) গৌর্যং (গুরুতর) নষ্টধনাস্তর্ম্মচিন্তয়ৎ (বিনষ্ট ধনের অন্তর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে) নিত্যদা (নিত্য) যাস্মকঃ (যাহার) চেত (চিত্তে) নির্বেদঃ (বৈরাগ্য) দুখমানদুৎ (দুঃখ উৎপাদন করিয়াছিল)।

ন চাহোমহতী কষ্টং দুরাত্মা যেনুজাপিত্য।
ন ধর্ম্মায় ন কামায় ধনার্থীয়াম উদ্যমঃ ॥১৪

ন চ (না) অহো (আহা) মহতী (মহতী) কষ্টং (কষ্ট) দুরাত্মা (দুরাত্মা) যেন (যাহা দ্বারা) উজাপিত্য (উপার্জ্জিত হইয়াছিল)। ন ধর্ম্মায় (ধর্ম্মের জন্য) ন কামায় (কামের জন্য) ন ধনার্থীয়াম (ধনের জন্য) উদ্যমঃ (উদ্যম)।

নিবাই হইতে দুঃখের সঞ্চার; ধনের ধন সম্পূর্ণরূপ অপহৃত হইল; ধনের এই দুঃসহাবস্থিতে ও ধনের কালরূপে পড়াই নিবাই হইয়া গেল। চোর কিছু লইল; অবশিষ্ট দুষ্ট মাতাও ধনের অপহরণ করিল ॥১১

এই প্রকারে ব্রাহ্মণের ধনেরই ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইলে, স্বজনগণ সকলেই তাঁহাকে উপেক্ষা করিল; তখন তিনি ধর্ম্ম বা ভোগের অনুষ্ঠানে না করায় অতি-আকার বিষাদ হইয়া অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥১২

ধনক্ষয়ে নিরাশ ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণ বাস্তবিকপক্ষে কষ্টে দেহ ত্যাগ দুঃখীর চিন্তায় মানসিক বিকল হইলেন; তখন তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যপূর্ব্বক নিত্যদেহের উদয় হইল ॥১৩

তিনি বৈরাগ্যের সহিত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মনে মনে বলিতেছিলেন,—অহো! কি ভীষণ দুঃখই আমার উপস্থিত হইল। আমি নিজের ধর্ম্ম বা কামের জন্য ধনের উদ্যম করি নাই ॥১৪

প্রায়োর্থাঃ কর্ম্মযোগাং ন দুখায় কদাচন।
ইহ চোপার্জ্জিতাপায় দুরন্ত নরকায় চ ॥১৫
কথং বর্দ্ধিষ্যতে শুভং দ্রাত্মা যে ত্রবিণং তথা।
লোভঃ ধর্ম্মোপি তান্ ধত্তি স্ত্রিয়ো
দুপস্থিবেশিতম্ ॥১৬
অর্থশ্চ নাধনে নিত্যং উৎকর্ষে বর্ত্তনে তয়ে।
নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো মৃষা ॥১৭

প্রায়োর্থাঃ কর্ম্মযোগাং ন দুখায় কদাচন। ইহ চোপার্জ্জিতাপায় দুরন্ত নরকায় চ ॥১৫

প্রায়ঃ (প্রায়) অর্থাঃ (ধন) কর্ম্মযোগাং (কর্ম্মযোগ হইতে) ন দুখায় (দুঃখের জন্য) কদাচন (কখনও নহে)। ইহ (ইহলোকে) চ (ও) উপার্জ্জিতাপায় (উপার্জ্জনে কষ্ট) দুরন্ত (দুরন্ত) নরকায় (নরকের জন্য) চ (ও) [ভবতি] (হইয়া থাকে) ॥১৫

কথং বর্দ্ধিষ্যতে শুভং দ্রাত্মা যে ত্রবিণং তথা। লোভঃ ধর্ম্মোপি তান্ ধত্তি স্ত্রিয়ো দুপস্থিবেশিতম্ ॥১৬

কথম্ (কিরূপে) বর্দ্ধিষ্যতে (বৃদ্ধি হয়) শুভং (শুভ) দ্রাত্মা (দুরাত্মা) যে (যাহা) ত্রবিণং (ধন) তথা (তথা) [ত্রবিণং যে প্রয়াঃ] (ধনের যে প্রয়াঃ) লোভঃ (লোভ) ধর্ম্মঃ অপি (ধর্ম্মও) তান্ (তাহা) ধত্তি (ধারণ করে) স্ত্রিয়ো (স্ত্রীগণ) দুপস্থিবেশিতম্ (উপস্থ বেশিত)।

অর্থশ্চ নাধনে নিত্যং উৎকর্ষে বর্ত্তনে তয়ে। নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো মৃষা ॥১৭

অর্থঃ চ (ধন) অধনে (নির্ধনে) নিত্যং (নিত্য) উৎকর্ষে (উৎকর্ষে) বর্ত্তনে (বর্ত্তমান) তয়ে (ধনের) নাশোপভোগ (নাশ, ভোগ) আয়াসস্ত্রাসচিন্তা (আয়াস, ত্রাস, চিন্তা) ভ্রমো (ভ্রম) মৃষা (মিথ্যা) [ভবতি] (হইয়া থাকে) ॥১৭

দেহ ও মনকে দুঃখ দিয়াছি; অহো! আমার বুদ্ধিবৈপরীত্যের কথা এত অধিক; অথচ তাহার কোন অংশ ধর্ম্মকার্য্যে এপর্য্যন্ত ব্যয়িত হইল না ॥১৪

আমি বিশেষরূপে অবধারণ করিলাম যে, আমার ন্যায় অধর্ম্ম ব্যক্তির ধন কখন সুখোৎপাদক হয় না; বরং তাহার দ্বারা এ জগতে দুঃখেরই উপস্থিতি করায় এবং মরণের পর নরকেরই উপযোগী করিয়া থাকে ॥১৫

যেমন এক বিবেকহীন দুর্ব্বুদ্ধি অধর্ম্মাচরণের পুরুষের ধারণীয় দ্রব্যকে ধরণ করে, সেইরূপ অন্য পরিধান লোভও বিপুল-ধনশীল বিকৃত মনা এবং ভগবান্ ব্যক্তির প্রার্থনীয় ভগ্রাদিকে বিশেষে বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥১৬

অর্থকে উপার্জ্জন করিতে হইলে, যেমন বিবিধ ক্লেশ ও দুঃখ আছে, অর্থ থাকিলেও তাহার সংরক্ষণ, ক্ষয়, ব্যয়, নাশ এবং উপভোগাদিতেও মানবের বিবিধ কষ্টসহন, ভয়, চিন্তাদি এবং ভ্রমেরও সম্ভাবনা আছে ॥১৭

ক্রোধঃ হিংসাত্মকঃ বন্ধুঃ কামঃ ক্রোধঃ স্মরো মদঃ ।
মোহো বৈরমসূয়া চ সংসর্গাৎ যান্তি সপ্তবি ॥১৮
এতে পঞ্চদশাবর্ণা দুর্বৃত্তা যত্র যুগ্মাঃ ।
তস্মাদবর্ণমর্থ্যং ক্রোমোহধী দূরতস্ত্যজেৎ ॥১৯
ক্ষিপ্রন্তে প্রাকৃতো লোকঃ পিতরঃ সুরসত্তমা ।
এতাঃ ক্রিয়াঃ কার্তিবিনা নরঃ সর্বেষ্বয়ঃ কৃতাঃ ॥২০

ক্রোধ ক্রৌর্য, হিংসা পরপীড়নেচ্ছা, অসূয়া দোষাবিষ্কার, বন্ধু পরস্বাপহরণেচ্ছারূপ-অনর্থকারক, কাম পরস্ত্রীবিষয়াভিলাষ, ক্রোধ ঘৃণাভিব্যঞ্জকচিত্তবিকারবিশেষ, চিত্তবিকার, মদ মদ্যপ জনিত মত্ততা, মদ বিবেকদূষক, মোহ বৈষয়িকাসক্তি, বৈর অধিবাসা, সংসর্গ পরস্পরসম্পর্ক, যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী-দ্যূত-মৃগয়া-দিবাস্বাপ প্রভৃতি ৭ ॥১৮

এই পঞ্চদশ অবর্ণযুক্ত (অর্থ: এব যুক্ত আছে যেগুলিতে) যে দুষ্ট অর্থগুলি উপদেষ্য: সন্তি: তেষামর্থ তেষাং ত্যাগ এবং অর্থাৎ (অর্থ: ইতি আত্মা নাম যস্য তৎ) অবর্ণ মুক্তঃ ত্যজেৎ ॥১৯

প্রাকৃতঃ ইতরঃ পিতরঃ তথা সুরসত্তমঃ ও (ব্রহ্মাদি) ক্ষিপ্রন্তে । এতাঃ ক্রিয়াঃ অনি যজ্ঞে কার্তিবিনা: (কার্তিবা ত্যাগরহিত

অর্থবাহ্যাস্তা হেতে সর্বেষ্বয়ঃ কৃতাঃ ।
ত্যাজ্যত্যাত্ত স্মৃতো ধর্ম্ম সন্তোৎসন্না সৌজন্য ॥২১
নত্বা তস্মাদবর্ণার্থাং যাজুষ্ক অধিকারজ্ঞম্ ।
তদন্যমুক্ত যে ধার্মা ধর্ম্ম যান্ত্যুক্তাঃ পতিম্ ॥২২
ধর্মাপবর্গয়োর্যোগং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্ ।
ত্রয়িবে কোদ্যুক্তশ্চেত অর্থোঽবর্ণস্য বার্ধনি ॥২৩

অন্যান্য অর্থে ত্রয়ুক্ত) নরঃ এব (লৌকিক যেন পরিত্যাজ্য) অবশ্য পরম ইতরা: ভবতি ॥২০

অন্যান্য অর্থে ত্রয়ুক্ত সংসর্গাঃ দুষ্টসিদ্ধিরা, সৌজন্যরূপ সূত্র পরিত্যাগঃ নরঃ এবং সৌজন্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য ত্যক্ত হয়ে ; আর সৌজন্য এর ত্যাগেই ধ্বংস বিনাশপ্রাপ্তি ॥২১

অবর্ণার্থাং (অবর্ণঃ অনি অর্থাংশ্চ অবর্ণার্থাং) যাজুষ্ক যাজনি অধিকারজ্ঞম্ (যেন প্রকৃতেন্ত্র বিশেষজ্ঞঃ ব্রাহ্মণঃ) তস্য পরম্ তদ্ যে অন্যমুক্ত যে ধর্মা ধর্ম্ম যেন্ত্র ও সাধারণি, যে অন্যান্য অর্থে ত্রয়ুক্তাঃ ধর্মা ব্যবহারিকম্ এব যান্তি ॥২২

ধর্মাপবর্গয়োঃ যাগ সম্বন্ধযুক্ত ইমং লোকং মনুষ্যলোক, প্রাপ্য তং যা ত্রিবেদী যজ্ঞঃ যাজ্ঞবল্ক্যবেদঃ পুমান্ অবর্ণস্য যাজনি যাজ্ঞে ত্রয়িবে বেদে অনুষ্ঠানে আসক্ত ॥২৩

বিষয় সন্তোগের অনুরোধে মানবকে দৌষবুদ্ধি, হিংসা, বিদ্যাত্যাগ, বন্ধু, কাম, ক্রোধ, গর্ব, মত্ততা, বৈষম্যবুদ্ধি, বৈরতা, স্পর্ধা, অসূয়া এবং স্ত্রী, দ্যূত-ক্রীড়া ও মদ্যপান এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থের মধ্যে পতিত হইতে হয় ॥১৮

এই পঞ্চদশ প্রকার অর্থবহির অনর্থের দ্বারা মানুষের দুষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে ; অতএব মুক্তি-কামী ব্যক্তির পক্ষে অনর্থমূলক এই অর্থসমূহকে দূর হইতে বিসর্জন করাই সর্বতোভাবে বিধেয় ॥১৯

পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মা, বন্ধু ও আত্মজন সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্মের উপলব্ধি বিষয় বিজ্ঞের উপস্থিত হয়। যাহারা নিতান্ত অপদার্থ এবং হেয়ের পাত্র, অধি অল্প পরিমাণ অর্থের অনুরোধে উপহাসের সহিতও সৌহার্দ্যভঙ্গ হয় ; অধিক কি। অর্থের উপরোধে আত্মীয়দিগকে সহজে পরিত্যাগ করা হয় ॥২০

অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে সৌভাগ্যের চিরে আশা দেওয়া হয় ; তাঁহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অনর্থ করত অনায়াসে সৌজন্য পরিত্যাগে সমর্থ হন এবং তাদৃশ ব্যবহারে দুষ্টদের মধ্যে তাহাদের যা খুব হইতে দুষ্টদের তথিতে বিলুমাত্র দুষ্টীত বা ক্ষীণ হয় না ॥২১

অতএব। মনুষ্যজীবন যেনেনাকারেও প্রার্থনীয়, তাহাতে আবার যেই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, যে ব্যক্তি তাহার মর্যাদার প্রতি উপেক্ষা করত দুষ্টিসাধনে সমর্থ না হন, তিনি যে সহজেই বিপদ্ধিত হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥২২

জীব-জগতে মানব-যোনিই ধর্ম ও মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ দ্বার ; তাদৃশ যোনি প্রাপ্ত হইয়া কোন্ বিবেকী পুরুষ হেয়ের অধিক্ষিপ্তকরণ ও অনধিগতদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও অনর্থের আধারীভূত ব্যবহারে আসক্ত হইয়া থাকে ॥২৩

দেবর্ষি-পিতৃ-মনুষ্যাণি জাতিরন্যস্তু জন্তবঃ।
অন্নবিন্দন্তি চান্নেন বর্ধয়ন্তঃ শতং সমাঃ ॥২৪
যদ্যর্থমর্থয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বনে বসন্।
কুটুম্বং ক্ষেত্র নিষ্পত্তি ত্যক্ত্বা তিষ্ঠেৎ সমাধয়ে ॥২৫
কস্যাং সংচিন্ত্যতে বিদ্বান্ যদর্থমর্থয়ানঘঃ।
কস্তচিন্তয়েত্ত্বা মূঢ়ঃ লোকযাত্রাং সুবিস্তরাং ॥২৬

কিং বৌদ্ধবদ্ধৈর্বা কিং জাতৈর্বা জায়য়েন্তব।
মুহ্যন্তো প্রস্তুতাবন্ত কর্তারমনু যে ত্বমী ॥২৭

মৃত্যবে যে তবন্ত্যাত্মকৃতে সর্বেষ্টেনয়ো হ্যসি।
যেন নীতো ন্যায়েনাঃ নির্বেদস্তাত্মনঃ প্রবঃ ॥২৮

দেবর্ষিপিতৃমনুষ্যাদি জাতিরন্যস্তু জন্তবঃ [আত্মানমেব ও অন্যান্যেরা] আত্মানিমেবাদের অন্নরূপী হে ব্রহ্মন্ (ব্রহ্মণ বিজ্ঞানেরা জানি না) অন্ন পাচনি ॥২৪

যদ্যর্থা অর্থেরা যোগীশ্বরাদ্যাদের, ধনাদির জন্য বিদ্যাদি অর্থী হয়া বনে ১ বসন্; যেন বিদ্যাদির দ্বারা ধনাদির নিমিত্ত অন্যের নিকটে 'দেহি দেহি' বলিতে হয়। ইহাদিগে অন্যের দ্বারা ও কি লাভ ॥২৫

(এখন আমার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন) অন্যের কাহার অনঘ নিষ্পাপ আমার প্রতি প্রেমের অধিক্যহেতু

ক্ষেত্রলোক, পিতৃলোক, মনুষ্যাদি, জাতি, বন্ধু, বান্ধব ও নিজের দেহ এবং যে কেহ এই ধনের আশ-প্রত্যাশে অবিবেকী এই সকলের ধনধান্যের ধনবানের দ্বারা পরিপূর্ণ করে না, যে ব্যক্তি কেবল ধনের দ্বারা ধনকে বর্দ্ধিত করে যায়, সে অবশ্যই মরে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥২৪

নিরর্থক ধনোপার্জনের ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া আমার কাল, পরমায়ু ও ধন সকলই বিনষ্ট হইল। অথচ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যে বিদ্যাদির দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও তাহাদির সকল করিয়া অন্তে মুক্তিকে পর্যন্ত সংপ্রাপ্ত করিয়া থাকেন, আমি সেই বস্তুপ্রাপ্ত হইয়াও কেবল ব্যবহারের দোষে সেই সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম। সম্প্রতি বৃদ্ধ হইয়াছি; এখনে আর কি উপায় অবলম্বন করিব ॥২৫

অহো! এতাদৃশ অনর্থের বিষয় অবগত হইয়াও, মানব বিষয়ের অনর্থক ধনোপার্জনের ব্যাপারে কেন যে এত প্রেম সহ করে, তাহা অবধারণ করিতে

সংচিন্তিতে। মূঢ়ঃ বিপশ্চিদ্ অথ লোকা বস্তুনি সাধয়ে দুর্বিমোহিতঃ ইতি ॥২৬

দুহ্যন্তো প্রস্তুতাবন্ত অন্যে ধনৈঃ বন্ধুভিঃ বা কিং জাতৈঃ, জায়েতঃ বা কিম্ ইত্য অন্যেতঃ বন্ধুভিঃ বা কিং প্রয়োজনম্ ॥২৭

মৃত্যু বিশিষ্য যে মম: সর্বস্বেনয়ঃ তবন্ত্যাদ্ ইতি মৃত্যু তবন্ত্যঃ। যেন ইতিনা প্রকৃত বিজ্ঞানোপদিষ্টেন ন্যায়েন আত্মনঃ শ্রেয়ঃ; অন্যথা আত্মনঃ শ্রেয়ো (ন্যায়েনানুষ্ঠানেন) ইতি এব বিবেকো বৈরাগ্যম্ তবঃ ॥২৮

পারি না। আমার নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, কোন একজন মহাপুরুষের করুণাদৃষ্টির বিরোধিত হইয়াই জীব এতাদৃশ দুর্দশাগ্রস্ত হয় ॥২৬

ভাগ্যে দুষ্ট যখন উপস্থিত হইয়া মানবকে আক্রমণ করিবে, তখন তাহার ধন বা বন্ধুবান্ধব সহিত কোন সম্পর্কই থাকিবে না। তখন তাহার স্ত্রী বা অভিলষিত ভোগ্য সামগ্রীর দ্বারাই বা কি ফল উৎপন্ন হইবে। এবং তাহার কর্মের দ্বারাই বা কি অভীষ্ট লাভ হইবে ॥২৭

এখনে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, সর্বেশ্বরেশ্বর বিভু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি এতাদৃশ মোহীন অবস্থাহতে পরিমুক্ত হইয়াছি। এতাদৃশ দুরবস্থায় উপনীত না হইলে, আমার বৈরাগ্য কখনই উপস্থিত হইত না; এই বৈরাগ্যাস্ত্র অবলম্বন করিয়া জীব এই ভবসংসারকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যায় ॥২৮

সোঽহং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শোকবিক্লেদমাত্মনঃ।
অপ্রবোধায় বার্তেব যদি তাৎ সিদ্ধ আত্মনি ॥২৯
তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাঃ ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
মুহূর্তেন ব্রহ্মলোকং ঘট্টাঙ্গঃ সমলোকতাম্ ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যাত্মপ্রেতমুখা আত্মজ্ঞা বিবুধস্তুতঃ।
উদ্ধৃত্য ফালপ্রদীব্ শাস্ত্রো ভিষুবদুদ্বহ: ॥৩১

ন চেদিহ মহীমেবাঃ সংবত্সরেন্দ্রিয়ানিলঃ।
ভিনত্তি ন ভবেদ্ভূয়ো ভূতানাং ভূতিসাধনম্ ॥৩২

ওঃ যে প্রবরাঃ ভিষুবদুদ্বহমন্ত্রজ্ঞাঃ।
মুহূর্তে পঞ্চমে প্রাপ্তে ব্রহ্মলোকং পরিভূর্ভিঃ ॥৩৩

কেচিদ্বিপ্রেষু কল্পন্তে পাত্রং কনকমুন্।
শ্রীমৎকেচিৎকলসূত্রক কথাকোরাণি কেচন ॥৩৪

না আত্মনির্বেদ, যদি (আমার তাদাত্ম্যসম্বন্ধে) তাঁর, তবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাদি আমার আত্মাতে যদি সিদ্ধ হয়, এবং অধিকন্তু স্বার্থ অপ্রবোধের নিমিত্ত তাঁর কথা আমার শোকহেতু হয় ॥২৯

তত্র এবং বিধে ত্রিভুবনেশ্বরা: দেবা: মাম্ অনুমোদেরন্ অনুমোদন করুন। তত্র মুহূর্তেনাপি ঘট্টাঙ্গ ব্রহ্মলোকং সমলোকতাম্ ॥৩০

শ্রীভগবান্ উবাচ। আত্মজ্ঞা আত্মজিজ্ঞাসকাঃ বিবুধস্তুতঃ দেবা ইতি এবং অভিহিতা বিদ্বাংসঃ, ফালপ্রদীব্ অগ্নাধানকালান্ উদ্ধৃত্য গার্হপত্যাদিভেদেন ত্রীন্ অগ্নীন্ ভিষুবদুদ্বহ ॥৩১

ন চেদিহ মহীমেবাঃ সংবত্সরেন্দ্রিয়ানিলঃ। ভিনত্তি ন ভবেদ্ভূয়ো ভূতানাং ভূতিসাধনম্ ॥৩২

যে ত্বয়া প্রবরা: ভিষুবদুদ্বহমন্ত্রজ্ঞা:। মুহূর্তে পঞ্চমে প্রাপ্তে ব্রহ্মলোকং পরিভূর্ভিঃ ॥৩৩

কেচিদ্বিপ্রেষু কল্পন্তে পাত্রং কনকমুন্। শ্রীমৎকেচিৎকলসূত্রক কথাকোরাণি কেচন ॥৩৪

সম্প্রতি আমার যেমন বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, সেইরূপ যদি জীবনের ভিষুত্রয়ের অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে মনে মনে সন্তুষ্ট থাকিয়া যাবতীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি প্রদান করিব এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত অনাসক্ত অনুষ্ঠানে যেরূপে কর্ম করিব ॥২৯

এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে, ভিষুত্রয়াভিমানি দেবতারা আমার অনুকূল আচরণে অনুগ্রহ করিবেন। অতি সামান্য কালের অনুষ্ঠানার্থ আমি কুণ্ঠিত বা আশাবদ্ধ নহি; কারণ আমি জানি, ঘট্টাঙ্গ অতি অল্পকালের মধ্যে এতদনুষ্ঠানেই ব্রহ্মলোকী লাভ করিয়াছিলেন ॥৩০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অবধিবেদীর সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিচার করত স্বদেহে প্রণিধানরূপ অগ্নিত্রয় ও মনরূপ পরিচর্যার সুদক্ষ সাহায্যে অবলম্বন করিলেন এবং মনে মনে শ্রীভগবানকে নিরন্তর চিন্তা করত সমাধি গ্রহণ করিলেন ॥৩১

তিনি বেদ, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণসকলকে সংযত করত পৃথিবীকে বিচলন করিতে লাগিলেন এবং নিজের যাবতীয় অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, অনাসক্তভাবে সখা, বন্ধু ও গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন ॥৩২

হে উদ্ধব! সেই মলিন-বেশধারী মূঢ় ভিক্ষুককে অবলোকন করিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকারে অবমাননা করিত ॥৩৩

কেহ তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া লইত, কেহ বা কমণ্ডলু জলপাত্র জলপূর্ণও গ্রহণ করিত; কেহ আসন, কেহ অক্ষমালা, কেহ কম্বল ও জীবনধারণোপযোগী সামান্য সামগ্রী করিয়া লইত ॥৩৪

প্রণয়ং চ পুনস্তাসি সন্দিগ্ধোপাদ্যদুর্বচঃ।
অন্যত্র তৈলসম্পাদ্যং ভূত্যানাং সন্নিধৌ চ ৬৬
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ঔষধার্থং চ ধূর্তয়ি।
ধবলাং যাচয়ন্তি ত্বাদৃগ্বিধা ন যান্তি কে ৬৭
ঊর্ধ্বস্থাপনয়ে বাদ্ধিঃ ফেনোদ্গমবিভিন্নাদিতঃ।
প্রস্থিতা ভদ্রা তং কোঽপি ব্যথয়ন্তং ব্যতর্কয়ন্তি ৬৮

ক্ষিপন্তোঽপ্যবধানেন এব বর্ণয়ন্তঃ স্থঃ।
ক্রীণন্তি ইমাং কৃতিমপ্রণয়ৈঃ ধবলোজ্ঝিতঃ ৬৯
অহো এষ অন্যায়ো দুর্বিনয়ান্ বিদিত্বাদ্রিম্।
যৌবনে গাঢ়রক্তার্থং ধবলত্বমিচ্ছন্তি ৭০
ইত্যেবং বিদগ্ধোঽন্যেষাং দুর্ধাকর্ষতি চ।
তং ধবলুর্নিজপূর্বো ক্রীড়নকং বিদন্ ৭১

প্রণয়ং চ ইতি। প্রণয়ং চ পুনস্তাসি সন্দিগ্ধোপাদ্যদুর্বচঃ। অন্যত্র তৈলসম্পাদ্যং ভূত্যানাং সন্নিধৌ চ ইতি পাঠান্তরম্। তত্র প্রণয়ং চ পুনস্তাসি সন্দিগ্ধোপাদ্যদুর্বচঃ। অন্যত্র তৈলসম্পাদ্যং ভূত্যানাং সন্নিধৌ চ ইতি পাঠঃ। তত্র সন্দিগ্ধোপাদ্যদুর্বচঃ সন্দিগ্ধোপাদ্যদুর্বচ

এষ ন ঔত্তিকঃ দুঃখঃ দৈহিকঃ দৈবিকঃ বৎ।
জ্ঞেয়স্যাত্মনো নিষ্ঠাঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্তস্যুরাত ॥৪১

পরিমুক্ত ইবায় গাথাযমাহত নরাধিপৈঃ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বকর্মভ্যো দুষ্প্রিয়াস্যায় সাম্বিকীম্ ॥৪২

দ্বিজ উবাচ

নাহং স্বর্গে ন মোক্ষেঽপি
দেবরাজ্যরসাধিপঃ।

এবং পরং ভাবয়ামীতি

সংসারচক্রে পরিবর্তমেন্ বৎ ॥৪৩

অনো ভূতায় যৈ সুহৃদে বনৌক-
স্তপ্তস্য কর্ষামি বিলক্ষয়ামি।

তত্রাপি দুঃখাসব লোহিতাসি
ভেক্তঃ সর্বাঃ সুরয়ো মর্ষন্তি ॥৪৪

এষ ন ঔত্তিকঃ দুঃখমাধিভৌতিকঃ, দৈহিকঃ আধ্যাত্মিকঃ, দৈবিকঃ দৈবতাধিষ্ঠানকঃ প্রাপ্তঃ যঃ দুঃখঃ, তং আত্মনঃ স্বস্য বিদ্ধি প্রাপ্তঃ ভোক্ষ্যমাণ্ এব ইতি নঃ অনুমে বিদ্ধিতম্ ॥৪১

স্বকর্মভ্যঃ স্বকর্মভিঃ দুষ্কর্মৈঃ পরিমুক্তঃ অপি সাম্বিকীং বৃত্তিম্ আস্থায় স্বকর্মতঃ (স্বকর্মণঃ বিদ্ধঃ সা বিদ্ধা) ইমাং গাথাম্ অগায়ৎ ॥৪২

দ্বিজঃ উবাচ। অহং ন্যঃ ভোগঃ আত্মা প্রাপ্তব্যকামঃ ন

যে ন স্বর্গমোক্ষয়োঃ ন, কিন্তু যত্র এব পরং ভাবয়ন্ ইতি অনুবর্ততে ব্যাখ্যেয়ং, তং প্রাপ্তং যমঃ এব সংসারচক্রং পরিবর্তয়েৎ ॥৪৩

অনঃ অনঃ ভূতায় (বিনাশি প্রাণমাত্রবিনাশিনমিত্যর্থঃ) সুহৃদে, অহং ভোক্তং কামেন সহ যৎ সাধয়ামি, তস্মাদি প্রাণমাত্রি সাধয়ামি, লোকিকাদি প্রাণমাত্রি সুখাসাধনবিশেষাদি, তত্র বিলক্ষ যে ভব যে ভবন্তি। ভোক্তঃ চ অর্থতঃ সর্বাঃ কামমাত্রাঃ সুরয়ঃ ভোগাঃ ভবন্তি। (সুরায়াং ভোগাত্মকঃ; সাধারণ্যাদি যত্র, বিশেষ মদ্যমাত্রে) ॥৪৪

এই প্রকারে সেই ব্রাহ্মণ দুঃখাধিক্য ঔত্তিক দুঃখ, অধ্যাত্ম-কথিত দৈহিক দুঃখ এবং দৈবোপাধি-কথিত দৈবিক বিবিধ দুঃখ নিজের উপভোগ করিয়াও বিদ্ধ বা বিমল হইলেন না; প্রারব্ধ-কথিত যাবতীয় দুঃখকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; তখনই তাহার অন্যথা হইবে না—এইরূপ নিশ্চয় করত সেই ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক সকলই সহ্য করিলেন ॥৪১

দুর্বৃত্ত রাজাদের তাঁহাকে স্বকর্ম হইতে স্খলিত করিবার চেষ্টা জানিলেন, সাত্ত্বিক বৃত্তি অবলম্বনে নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ নিম্নে নিম্নে উক্তিগুলির দ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥৪২

ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিয়াছিলেন যে, এই জন-সাধারণ বা দেবরাজিত্ব, প্রলয়, ব্রহ্মলোক বা কাল

তখন আমার দুঃখের কারণ নহে; আমার আত্মাও দুঃখময় নহেন যে, তাঁহারই স্বভাবতঃ আমাকে এই দুঃখ অনুভব করিতে হইতেছে। কেবল মনই যে সকল দুঃখকে আনয়ন করে এবং আমাকে সংসার-চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত করে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন ॥৪৩

এই কারণবশতঃ মন বিষয়ের অভিমুখে ধাবমানবিশিষ্ট বৃত্তির উদয় করিয়া দেয় এবং সেই সমস্ত বৃত্তির অনুসারে পুণ্য ও পাপ সাত্ত্বিক কর্ম, পাপময় তামসিক কুকর্ম এবং পুণ্যপাপমিশ্রিত রাজসিক কর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কর্মের অনুসারেই জীববিশেষের পুণ্যোৎপন্ন দেবযোনি পাপোৎপন্ন পশ্বাদি জন্ম এবং পাপপুণ্যের মিশ্রণে উৎপন্ন মনুষ্য জন্ম পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৪৪

অবীহ আত্মা মরণা সমীহতা
হিরণ্যয়ো বৃহদশ উদ্‌ক্ষিতৌ।
মহঃ পৃথিব্যা পয়সা পয়স্বান্
দৃশেমিষো উপসদ্যোহস্মৈ ॥৪৫

যাবৎ দ্বাবর্ণৌ নিহিতৌ পরস্তা
দ্যুকৃতঞ্চ কৃষ্ণাপি চ সত্যকৃষ্টি।
তাবদ্ধি যোগো মরণস্য সমাধিঃ ॥৪৬

সমাধিনা তত্ত্ব মনঃ প্রশান্তং
ব্যাবর্তিতঃ কিং ন চ তত্ত্ব কৃত্যম্।
অলব্ধকং বস্তু মনো বিবক্ষুঃ-
ব্যাবর্তিতিক্ষেপণকং বিবেকিঃ ॥৪৭

মরীহতা সত্যকর্মিকেণ্ডো কৃষ্ণঃ: মরণা সহ (নিত্যকৃষ্ণ পর্যন্তঃ) মরণা (মম ঔজস্ব মরণা নিত্যকর্তা) আত্মা পরমেশ্বরঃ, যঃ অবীহ: অহং-মমাভিমানরহিতঃ, অতঃ হিরণ্যয়: প্রকাশস্বরূপঃ আনন্দময়ঃ, ঈদৃশিকৌ (ঈদৃশঃ অবিদ্যোচ্ছিন্নত্বেন কেবলঃ সন্নপি, ন তু মলবদ্যোগাৎ তাদৃশঃ) অস্মৈ জীবায় অস্মিন্ (অস্মিন্ আত্মনি) বিজ্ঞাতে ত্রিলোক্যাঃ পৃথিব্যাঃ মহঃ পয়সা (তেজসা) পয়স্বান্ (তেজস্বী) সন্ দৃশেমিষো (দৃশেমিষ্ব) ইতি (ইতি হেতোঃ) উপসদ্যঃ (সমীপস্থঃ) ভবতি (ভবেৎ) ইত্যর্থঃ ॥৪৫

যাবৎ, যদা: দ্বাবর্ণৌ—দ্বাবাত্মানৌ, নিহিতৌ: গুহা-

প্রবিষ্টৌ অবস্থানৌ, পরস্তাৎ জীবেশ্বরৌ, সত্যকৃতি একস্মাদ-ব্রহ্মণঃ সর্গে এব অন্যস্মিন্ প্রলয়ে পরস্তাৎ (পরস্মা নিত্যস্মৈ ব্রহ্মণঃ অন্তরে যে অবস্থিতৌ), যঃ: পরস্মা সমাধি নিত্যঃ এব পরঃ যোগোঽস্মাৎ ॥৪৬

তত্ত্ব তদা: সমাধিনা পরমাত্মনি প্রশান্তং, তত্ত্ব ব্যাবর্তিতঃ কিং ন ত্যক্তঃ ব্রহ্মাত্মনা, অতঃ, তত্ত্ব চ ব্যাবর্তিতঃ অবিদ্যা তত্ত্ব তদা অবস্থিতা বর্তমানা চ অতঃ, অবি চ বিবেকিঃ [আত্মাত্মিনা নিত্যেনাত্মা অনেন]। তথা এতিঃ ব্যাবর্তিতঃ, তত্ত্ব অলব্ধং প্রাপ্যাভাবং কিং ন ত্যক্তং ॥৪৭

এই সত্যস্বরূপবিজ্ঞানী মনের অন্তরে বিরাজমান যিনি নিত্য বিজ্ঞানময় হিরণ্যপুরুষ, জীবের পরম সখা বিজ্ঞানী যে পরমাত্মা তিনি অহঙ্কার বা মমতার কোনরূপ লিপ্ত নহেন। তাঁহার জ্ঞানের ইতর নাই; তিনি সর্বজ্ঞ-দৃষ্টিতে কেবল সাক্ষিরূপে সমস্ত অবলোকন করেন মাত্র; জীবজগতের সুখ বা দুঃখের সঙ্গে নিজে কখনও উপভোগ করেন না। জীব কিন্তু সংসারাবস্থানের সময়ে অজ্ঞানবশে তাঁহার অন্তর মনের সঙ্গে আসক্ত হয় এবং মনের গুণে আপনাকে জগদাত্ম বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া থাকেন ॥৪৫

যাবৎ, যে দুই কর্মফলোচিত অর্থের অনুষ্ঠান, যথা, নিত্য, অন্যতর, জীবাত্মাকে পরম, একমাত্রাদি ঔঙ্কার অনুষ্ঠান এবং অন্য যে কোন কর্ম-সমূহের কার্যের উদ্দেশ শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিত্রহ করা পর্যন্তই তাবতীয় কর্মের বিধান; কারণ মনের নিগ্রহই পরম যোগ এবং জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥৬

যে ব্যক্তির মন সমাধির শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাঁহার আর তাবাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। আর যদি তাবাদি কর্মফলের অনুষ্ঠানে মনের সাধন না হইয়া থাকে, যদি আত্মজ্ঞানিতে মন দৃঢ় ভাবাভিলাষ করে, তখন তাঁহার এই তাবাদি পুণ্যকর্মের দ্বারা কোন ফলই অর্জিত না বলিয়া গণিত হইবে ॥৭

মনোঽপেক্ষতে ভূতমন্ন তে যথা
মনশ্চ বায়ুশ্চ যথা সমেতি।
তৌযো হি যেষঃ সহসঃ সহীয়ান্
মুহ্যাদ্ যশঃ তং ন হি সেহসেহতঃ ॥৩৮
তং দুর্জয়ং শত্রুবলাহবেষু-
মনস্বিনং তব বিক্লবক্যা কেচিৎ।
দুর্বাক্যতোমর্মবিভেদমীর্যং
বিহাতুমার্যা নহি বীরপুংসাম্ ॥৩৯

দেহং অনাত্মাত্মধিয়া সুরীয়া
সমাবিষ্যাত্মবিদো বদন্তি।
এবাংবহেত্যাত্মধিয়েতি তন্ত্রে
দুরন্তপারে তমসি প্রবৃত্তে ॥৪০
তস্মাদ্ ভবান্ দুষ্ট-দুরন্তরোষে-
ক্ষিপ্তাত্মবন্ধাত্ম যি মৌঘরোষম্।
ক্ষিপ্তাং ক্ষিতিং সাধয়তি স্বকীর্ত্তি-
মুদ্ধ্বেবাহাং কতমস্ত্র হুণ্ডেৎ ॥৪১

অন্যে হ্যেবাং দেহঃ অনাত্মন্ অস্তত্মন্, তয়া চ অন্যত্ত দেহাদৌ আত্মধিয়া ত্ব সংসরতি ন মুচ্যতি। যি যস্মাৎ যস্য মন্যুনিমিত্তং দেহঃ তীব্রঃ তত্ত্বজ্ঞঃ, সহসঃ সহীয়ান্ বলবত্তরঃ যি বলাৎ, মুহ্যাৎ, যশঃ চ তত্ত্বজ্ঞত্বং যশঃ তব তথা ভূতস্য ন মুহ্যাৎ, ন চ দেহসেহঃ (দেহাত্মধী র্যি দেহে পুরুষবোধঃ) ॥৩৮

কেচিৎ বিক্লবাঃ দুর্বাঃ তব অস্মদাদেরস্য অনন্যস্য। অতঃ তব তং দুর্জয়ং বলবন্তং ইতি) ত্বয়াঃ অবোধতয়া অজ্ঞঃ ন বিক্লিষ্যন্তি, তব তথাত্ব (অবোধপরীহারেণ) তব সাধারণে ন্যায়ে অন্তর্বিদ্যাং দুর্বাঃ, অতঃ বিদ্যাবি ধৈর্যাবলম্বিনঃ ন দুর্বাঃ ॥৩৯

অন্যাবি যে কোন দেহে দেহবাদীই যার ধৈর্য্য করা যাইত্ না কেন তাহাদের অন্য অধীন; অন্যত্র মন কাহারও পাওয়া যায়। যার দর্শপ্রবাহ, দেহবাদীদের অপেক্ষাও বলবান্ এবং দুরন্ত; ইহার সমূল অন্য কাহারও সামর্থ্য অনুভূত হয় না, অতএব যে ব্যক্তি সেই দুর্বাক্য মনের বিদ্রূপবাণের লক্ষ্য হইয়াছেন, তিনিই সমস্ত সংসারকে বীর বলে আনয়ন করিয়াছেন; তিনি দেবদেবের পূজার্হ এবং অভিবাদনের যোগ্য পাত্র ॥৩৮

যাহারা বিদ্বান্ অবজ্ঞিত ও দুর্বল, তাহারাই দেবল এই অসহ্য-বিদ্রূপ বাক্যবিষাদও দুর্বাক্য অবোধন অন্যকে পরাজয় না করিয়া তাহার অধীনে অবস্থান পূর্বক সংসারে বধ্য মানবের

অন্যত্র অবোধতয়ৈব হি যত্ত দেহে আত্মধী ইতি (তথা পুরুষবিদ্যয়া) যত্ত ইতি এব যাবৎ, তয়া যত্ত ইতি এবম্ অন্বিয়ঃ অন্তরঃ ত্রয়ত্ত-পদে তমসি অজ্ঞানপূর্ণসংসারে প্রবৃত্তে ॥৪০

তস্মাৎ যদি, তত্ত্ব দুরন্তরোষঃ হেতুঃ তাবৎ, তথা সতি ক্ষিপ্ত্ আত্মবন্ধ যেন) (দুষ্ট-দুরন্তরোষঃ বলবত্ত অন্তর্ভূত যা যতঃ তং Jealous) যি বিক্ষিপ্তঃ তৌযো দুর্বিবিক্তয়োঃ হেতোঃ এব, ন চ দুষ্টবাদঃ। ক্ষিপ্তাং (অন্য) ক্ষিতিং বিদ্যাং সাধয়তি, তথা তত্ত্বাং দেবাদয়া পীড়ায়ে তত্ত্বয়া ন কুর্যাৎ ॥৪১

মহিত মনোপ্রকার বিদ্যা উপার্জন করত তাহাকে স্থির, তাহাকে পক্ষ, তাহাকেও বা উপাদীন ক'রয়া তুলে ॥৩৯

কেবল অবোধিত ব্যক্তির অবজ্ঞাতেই জীব দীন দেহে অহংজ্ঞানের পরিচয়ে এবং পুরাণাদির মতবাদ প্রকাশে এই আমি, এই ইনি অন্য, বলিয়া অন্যের প্রতি ঘোর অজ্ঞান-পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিতে থাকে ॥৪০

সুখ বা দুঃখোৎপত্তির হেতুস্বরূপে যদি অন্য লোককেই নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে জীবাত্মার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকে না; তাহাতে দুঃখ বা সুখ পারলৌকিক দেবাদিই প্রদান করিবেন এবং পারলৌকিক দেহেই তাহা

দুঃখস্য হেতুঃ যদি দেবতাস্য
বিষয়াদ্যনন্যত্ব বিকারযোগাৎ।
অন্যত্বভেদ নিয়মেন তস্যাঃ
দুঃখেন কশ্চিৎ পুরুষো ন যুজ্যেৎ ॥৫২
আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ
বিষয়াত্মতন্ত্রং নিজধর্মতায়াঃ।

ন স্যাদ্দুঃখোচ্ছেদঃ যদি তস্য ন স্যাৎ
দুঃখেন তস্মাৎ প্রথমং ন দুঃখম্ ॥৫৩
প্রাপ্তা বিমুক্তিঃ সুখদুঃখযোগৈঃ
বিষয়াদ্যনোঽন্যত্ব তদন্য যে যৈ।
প্রাপ্তৈর্প্রহীনৈরপি নীচগাং
দুঃখেন কশ্চিৎ পুরুষস্তদোঽন্যঃ ॥ ৪

যদি দেবতা দুঃখস্য হেতুঃ তদাপি, তস্য তস্যা সহিত আত্মনঃ কিং সম্বন্ধঃ ? তস্যা অন্যত্বে দুঃখাসম্বন্ধঃ, তস্যা অনন্যত্বে বিষয়তন্ত্রতা এব। এবং আত্মনঃ বন্ধমোক্ষাভাবঃ। অথ বিষয়াদিব্যতিরিক্তঃ আত্মা যদি ন কিঞ্চিদ্ দুঃখং ন বা, তদা তস্য দুঃখাভাবাৎ দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদঃ কথং ন স্যাৎ ? তস্মাৎ বিষয়াদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ দুঃখসম্বন্ধাভাবাৎ প্রথমং দুঃখং ন স্যাৎ। যে তু বিষয়াদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ সুখদুঃখসম্বন্ধং ইচ্ছন্তি তেষাং মতে মুক্তানাং পুনঃ সংসারাপত্তিঃ স্যাৎ। তে হি মুক্তাঃ সুখদুঃখসম্বন্ধাভাবাৎ বিষয়াদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ সুখদুঃখসম্বন্ধং ইচ্ছন্তি।

ধর্মাত্মা হেতুঃ সুখস্যাস্যেত্যুক্তে-
র্বিপাক্ষনক্তমি ভঙ্গাভঙ্গয়োঃ।
যেষ্বপ্যস্তি পুরুষোদ্যমঃ সুখার্থঃ
ক্রুদ্ধোক্তে কর্মৈব হি কর্তৃমুখম্ ॥৫৫
কালস্তু হেতুঃ সুখ-দুঃখয়োরুক্তে-
র্বিপাক্ষনক্তমি ভোজনকোঽসৌ।

যাবেষি তালো ন বিলম্ব ওং স্যাৎ
ক্রুদ্ধোক্ত কর্মৈব ন পরত্র যত্নম্ ॥৫৬
ন কেবলং কর্ম ফলপ্রদায়
হ্যুপায়পায়ঃ পরতঃ পরস্ত।
যদ্যস্তি সম্পত্তিরপিঃ তা-
দেহং প্রভুক্তে ন বিভেতি দুষ্টাৎ ॥৫৭

তথা সুখস্যাস্যেত্যুক্তেঃ হেতুঃ অত্র ইতি চেৎ, তথাপি পক্ষে আহ্যতা কিং? যি যদ্যপি তং তথা (তত্ত্বমসিবাক্যজন্যাপরোক্ষ ঃ (সর্বাত্ম একত্ব অবলম্বনে) তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তয়ে সমর্থো ভবে) অত্র যু যেষু অপি তথা; এবং, যদ্যপি পুরুষঃ যু পুরুষঃ পুরুষকার-রূপঃ এবং, তথা ক্রুদ্ধোক্তিঃ কর্মমূলং ন; বিদ্বেষী যেন বিনিযুক্তঃ কর্মৈব দুষ্টোক্তে ॥৫৫

দুঃখ ক্রুদ্ধোক্তেঃ হেতুঃ তু কালঃ ইতি চেৎ, তত্র পক্ষে আহ্যতা কিং? তত্র অপি কালঃ তথাবিধঃ আহ্যাপযুক্তঃ এব। তথা হি (কালপুরুষ-বিশুদ্ধিপক্ষে) আহ্যাকালঃ ন তথাবিধঃ। যদা ও তদানীং বিহিতকর্মে যি বিলম্ব এব সৈন্যাদি ন তথাবিধ, তথা পক্ষে তাদৃশপুরুষে আহ্যঃ তাদৃশপুরুষে কালঃ তথা দুঃখপ্রদায়িকা ন সম্ভবতি; অতঃ যেন বিনিযুক্তঃ বিদ্বেষী

তথা দুঃখপ্রদঃ ॥৫৬

যেষ্বপি যদি তথা অন্যেষু ও ক্রিয়া যেষু পুরুষ ও তথাবিধ যেষাদি প্রযত্নঃ, পরত্র অন্যত্র অত্র আত্মনি পরতঃ প্রকৃতিতঃ ফলপ্রদায়ি দুঃখপ্রাপিত্বেন তথাবিধ যদ্যপি সম্পত্তিরপিঃ (আত্মনি অবিদ্যাকাল্পিত যদ্যপি সম্পত্তিরপি ফলপ্রাপ্তি ঃ তত্ত্ব) আত্মঃ অন্যত্রাপি তথা (ন তথাবিধ, তথা আত্মনা ন তথাবিধ ইতি আত্মজ্ঞানোপায়ং এব আত্মনি প্রবৃত্তিতঃ ন পরমপুরুষি পরত্বং) এবং প্রভুক্তে (ভোগোপযোগিনোপায়ং এব তত্ত্ব আত্মা স্বাভিমানং আত্মা ভোক্তা ব্যবহারযোগ্যঃ, তত্ত্ব তথাবিধ ঘাতঃ তত্ত্ব, দুঃখপ্রদায়ি স্বভাবং আত্মনি ন ধর্মি ইতি ভাবঃ) ন দুষ্টোক্ত ইত্যা ন বিভেতি ॥৫৭

ঘটে; কিন্তু যিনি সুখদুঃখের ভোক্তা জীবাত্মা, তিনি প্রকৃত কর্মের না ভোক্তা নহেন। অতএব বিদ্বেষ অনুভূতির জন্য তিনি আত্মাকে নিন্দা করিবেন ॥৫৫

কেবল ঈশ্বরই যদি সুখদুঃখের কারণরূপে নির্দেশ করা যায়, তাহাতেও আত্মার সহিত কোন সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে; কারণ জড় ও চেতনের একত্র অধিষ্ঠানাভাব সম্বন্ধই যেমন কর্মের উৎপত্তি-কারণ, তদ্রূপ আত্মার অকর্তৃত্ব সেইরূপ চিদ্জড়াত্মক অধিষ্ঠানাভাবরূপ পরমেশ্বরে অতিব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। এখানে কিন্তু দেহ সম্পূর্ণ জড় এবং পুরুষ সম্পূর্ণ চেতন ও বিভু জ্ঞানস্বরূপ। অতএব সেই পুরুষে যা দেহ যখন দুঃখাদির উৎপত্তি করায়, তখন উহাদ্বারা কর্ম কখন দুঃখাদির মূলীভূত কারণ নহে ॥৫৫

পূর্বোক্ত পদার্থগুলিকে হেতু না বলিয়া কেবল কালকে যদি হেতুরূপে নির্দেশ করা যায়, তাহাও

অনন্তর। কারণ কালও পরমাত্মস্বরূপ। অতএব জীব আত্মস্বরূপ বিশুদ্ধি হইতে অধিক যেমন ভোগানুকূল হয় না, এবং বিষয়তা হইতে যেমন বিষয়রূপের ভৈরোর বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ মূলীভূত আত্মার জীব আলোচনার কাল হইতে সুখদুঃখাদি ফলভোগের উপায় হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব সুখদুঃখাদির নিদান কারণ বিদ্বেষী কাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন ॥৫৬

অতএব আত্মাকর্তৃক জীব পরমার্থতঃ অমুক্ত; তথাপি প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন সুখদুঃখাদি ফলভোগ ভ্রমবশতঃ যারা অনুভূত হয়, তাহা কখন অন্য কোন কর্তা বা ফলদাতার উপরে কোন বিধিই কালে বা বিধিই প্রভাবে যে ঘটে, তাহা নহে। এক অধিষ্ঠানই সম্পর্কহীন সংসারকে আত্মস্বরূপে প্রতীত করায়। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার সহিত সংসারের কোন

এবং ন আত্মায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥৮৮

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিদ্য নস্ত্বৈত্রিগুণ্যমার্গো
ব্রহ্মাহমিতি ব্রহ্মশিবাদয়ো যম্।
প্রপদ্য সংসারসমাপবর্গং
ভবন্ত আপুর্বিরমন্ত্যথাঽঽহম্ ॥৮৯

পূর্বতনৈঃ ঋষিভিঃ অধ্যাসিতাং গীতাম্ এবম্ পরাত্মনিষ্ঠাং (পরস্মিন্ আত্মনি স্থিতঃ নিশ্চলাবস্থানম্) সমাধায় অবীক্ষ্য। মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া (মুকুন্দস্য যোগেশ্বরস্য অঙ্ঘ্রিনিষেবয়া) প্রপন্নাঃ ত্বং সংসারম্ অহং তরিষ্যামি ॥৮৮

শ্রীভগবান্ উবাচ। ব্রহ্মন্ (ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ) নঃ (অস্মাকং) ত্রৈবিদ্যঃ, ত্রিবিধঃ ত্রিগুণাত্মকঃ ত্রিগুণঃ, (ত্রয়াণাং) গুণানাং, যঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ ইত্যুক্ত ঈক্ষকৈঃ ঋষিভিঃ (ঈক্ষকৈঃ ঋষিভিঃ ত্রয়াণাং গুণানাং ত্রিবিধঃ ব্রহ্মাদিকঃ, সৃষ্টিঃ ব্রহ্মণঃ, প্রলয়ঃ রুদ্রস্য পূর্বোক্তঃ ব্যাখ্যাঃ

সম্ভব নাই। ফলে মৃত্যু-প্রতিবিধানের ন্যায়, অনুষ্ঠানের আবার অবসাদ ঘটে; এবং অনন্তকালে প্রতিবিধেয়ের কখনের ন্যায় চিত্তে অভিমানের উদয়ে চিত্তের বাসনাজালে ও চিত্তপরিবারে মনুষ্যের মোহাদির আবার অবসাদবশতঃ ঋষিই মুক্তপুরুষ ঈশ্বরসমূহ আসা আপনারে আরোপ করত সংসারে বদ্ধ হন; এই বিচারটি যাহার হৃদয়ে নিয়ত উদিত থাকে, তাঁহাকে আর সংসারচক্রে তীব্র হইতে হয় না।৮৭

পূর্ব পূর্ব ঋষিগণের অনুষ্ঠিত এই পরমাত্মজ্ঞানের বিষয় নিরন্তর অনুশীলন করত, সেই মোক্ষদাতা শ্রীভগবানের চরণ-চিন্তনেই আমি এই দুস্তর-পার ভীষণ সংসার-জলধিকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিব ॥৮৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ঈশ্বর। ঐ ব্রাহ্মণের যাবতীয় বন্ধনস্থানি বিনষ্ট হইলেও মনোমধ্যে কোন নিবাকৃতোঽনন্তহিতশ্চ যস্মা-
দস্মিন্নতোঽহং বৃজিনার্ণবং বৈ ॥৮৯
দুস্তরপ্রলয়ে বাতঃ পুরুষস্যাত্মযোনেঃ।
বিজ্ঞাপয়ামীবদিতঃ সংসারস্তরণং দৃঢ়ম্ ॥৯০
তস্মাৎ সর্বাত্মনা তাত নিগৃহ্য মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥৯১

আছে ॥৮৯

দুস্তর ভীষণ দুরন্তপ্রলয়ঃ অস্য (অস্মিন্) অস্তি; (তস্য সর্বম্) আত্মযোনেঃ (আত্মনঃ স্বয়ং যঃ যোনিঃ) তথা বিজ্ঞাপয়ামীবদিতঃ অপি বর্ততে। এব পুরুষঃ সংসারং দৃঢ়ং আত্মা জানন্ এব ॥৯০

তস্মাৎ সংসারস্য তরণহিতয়ং যদি আবেশিতয়া ধিয়া মুকুন্দে সর্বাত্মনা মনঃগ্রহেণ ঘটে নিগৃহ্য সমাধিস্থ যুক্ত। হে তাত ঈশ্বর। এতাবান্ এব যোগসংগ্রহঃ (যোগস্য সংগ্রহঃ সারাংশঃ ঈশ্বর) ॥৯১

যোগের উদয় হয় নাই; বরং বিষয়-সংস্কার হইতে সহজে বিরত হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণে সমত্র বরণীয়রূপে উদাসীনের ন্যায় পর্যটন করিতে লাগিলেন। দুর্লঙ্ঘ্য-পথের তাদৃশ অবসাদকরে নিস্পৃহ হইলেও সেই ব্রাহ্মণ পরমাত্মচিন্তনরূপ ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম হইতে অবকালের জন্যও স্খলিত হন নাই। তিনি পরমাত্মচিন্তনে নিবিষ্টমনা হইয়াও পূর্বোক্ত উক্তিসমূহের উল্লেখ করিয়াছিলেন ॥৮৯

জীবগণ যাহা পূর্বশ্লোকে দুরন্তপ্রলয় উপলব্ধি অন্য কোন কারণে হইতে পারে না; স্বকীয় উপাধি-ভূত মনের জন্যই যাবতীয় অনর্থের মূল; ইহার উপশমে শম, দম বা উদাসীন প্রভৃতি বিধির ভাব কেবল অঙ্কিত হইয়া থাকে মাত্র। আত্মস্বরূপের অনবধানতাই জীবগণ সংসারকে আনয়ন করে ॥৯০

অতএব বিষয় ভাবনা অবিদ্যার দ্বারাই যখন সংসার উদিত হয়, তখন পরমাত্মস্বরূপ আমাতে চিত্ত

ন এবাং ভিক্ষুণা শীলাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাদিশঃ।
যাস্যন্ত্যঞ্জসয়া যেন বৈমানিকমকিল্পিষম্ ॥৬২

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভিক্ষুণা ভিক্ষোঃ একস্য ব্রহ্মনিষ্ঠাং যা অস্যা সমাদিশঃ এবা বাসন্ত্যঞ্জসয়া ঋজুনা প্রকারেণ যেন যয়া ভক্ত্যা বৈমানিকং বিমানচারিণং সিদ্ধলোকং অকিল্পিষং নিষ্পাপং যাস্যন্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়স্য শ্রীমদ্ভাগবতপারমহংস্যাখ্যা সংহিতা সমাপ্তা।

সমাহিত অন্তর, সর্বপ্রকারে মনেরই বিজয় কর। যে ব্যক্তি এই যোগের পরম উৎকর্ষের বিষয় সযত্ন কীর্তন করিবেন ॥৬১

সেই ভিক্ষুবেশধারী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিবীক্ষিত এই পরমাত্মচিন্তন-ব্যাপার যিনি সমাহিতচিত্তে ধারণ এবং শ্রবণ করত অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহাতে আর ক্ষুৎপিপাসা এবং শোকমোহাদি অন্যান্য দুঃখসমূহে কখন অভিভূত হইতে হয় না ॥৬২

শ্রীমদ্ভাগবতবিবেকব্যাখ্যাপ্রণেতৃ পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ-স্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদ্বেদব্যাসাত্মজ-কৃত ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[সাংখ্যযোগবর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈর্বিনির্দ্দিষ্টম্।
যদ্ বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্ বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥১

আত্মাঽজ্ঞানময়ো ভর্ম এবমেতদবিক্রিয়ম্।
যদা বিবেকনিপুণা আত্মেতি ফলতেঽঞ্জসা ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ। পূর্বৈঃ কপিলাদিভিঃ যৎ সাংখ্যং শাস্ত্রং বিনির্দ্দিষ্টং তৎ তে কৃৎস্নং অথ ইদানীং অহং সংপ্রবক্ষ্যামি, যৎ তত্ত্বং বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমং জহ্যাৎ ত্যজেৎ ॥

অন্বয়ঃ

অথ এবং তে জ্ঞানং তত্ত্বং কৃৎস্নং যৎ ত্বয়া পৃষ্টং তৎ অহং বক্ষ্যামি। আত্মা অন্তঃকরণং (কৃৎস্নস্য পূর্বং প্রবেশঃ) জ্ঞানময়ঃ ও তত্ত্ব বিবেকনিপুণাঃ তত্ত্বং বদন্তি, আত্মা অবিক্রিয়ঃ তোমরূপঃ এবং প্রকৃতি গীতা জ্ঞানং এব আত্মা ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[সাংখ্যযোগবর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন।—পূর্ব পূর্ব কপিলাদি আচার্যগণ কর্তৃক বিনির্দ্দিষ্ট যে অপূর্ব সাংখ্যশাস্ত্রের ভাব তুমি শ্রবণ করিয়াছ এবং যে পরম তত্ত্ব অবধারণ করিলে জীব ভ্রমনিবন্ধন ভেদবোধ অতিক্রমণ এবং মহত্তার লাভ হইতে অব্যাহতি পায়, অত তোমার নিকট সেই পরম তত্ত্বের উপদেশপ্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ॥১

সৃষ্টির পূর্বে যখন তোন বস্তুরই বিভেদ ছিল না, আত্মা প্রলয়কালে এইরূপ জ্ঞান এবং কৃতজ্ঞ সমস্ত পদার্থ অভিন্নভাবে জ্ঞানস্বরূপ এক পরমব্রহ্মেই বিলীন ছিল; সত্যদর্শক বিবেকনিপুণ ব্যক্তিগণ এতদ্রূপেই তত্ত্বের অবধারণা করিয়াছেন ॥২

তন্মাত্রাকল্পনায়াং কেবলং নিষিদ্ধমিত্যুক্তম্। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপ্যাহ যদ্যং বিদ্যা সমবেতম্ তুরং ॥৩ তয়োরেকতরো ধর্মঃ প্রকৃতিঃ সোচ্যতেঽধিকা। অন্যং তদ্ভবতো ভাব্যং পুনঃ সোঽভিধীয়তে ॥৪ অন্যে তত্ত্বং সমুদ্দিষ্টং প্রকৃতেরন্যদেব তৎ। যস্য প্রকৃতেরাপায়াঃ পুরুষানুগমেন চ ॥৫

কেচিৎ সমবেতং তুরং অন্যাম্ তুরেণ সমুচ্চয়ং। অন্যে বিকুর্বতো ভাবোঽহঙ্কারো যো বিধেরস্য ॥৬ বৈকারিকৈস্তৈজসৈশ্চ তামসৈশ্চ তুরং ত্রিধা। তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং তিবিধিস্মৃতঃ ॥৭ অথ তন্মাত্রিকাজ্জ্ঞেয়ে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ। বৈকল্যাদ্ দেবতা আদ্যেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥৮

তৎ কেবলম্ একং, বিধিরত্রিত্বং প্রত্যক্ষমনুমানং আপ্তাগমশ্চ প্রমাণম্, তদ্যথা পরমাণুরূপঃ ঘটঃ এষ সমবায়সম্বন্ধেন বিদ্যতে অথবা এষ ঘটাদিঃ সংঘাতঃ তন্তুরূপেণ বিদ্যতে ইতি সমবেতম্ ॥৩

অন্যঃ ত্রিপুরুষোঃ আপায়ঃ নাশঃ একতরঃ সমবায়ী উপাদিৎসা কার্যারম্ভেচ্ছা প্রকৃতিঃ ইতি অন্যতরঃ তু তাদৃ অন্যঃ বৈকল্পিকঃ এব। স পুনঃ ইতি অভিধীয়তে ॥৪

পুরুষস্যাপি পুরুষোন্দ্রিয়ম্ বা তাদাত্ম্যেন প্রত্যক্ষাত্মনোবাচ্যাঃ আত্মন্যাত্মায়াঃ প্রকৃতেঃ সকাশাৎ তত্ত্বং-তত্ত্বান্তরম্ ইতি তাদাঃ ঘটঃ অন্যম্ অভিধানকারঃ বদতু ॥৫

সেই বাক্য এবং অন্য অর্থোচারীকৃত কেবল বিধিরত্রের সমাবেশ অবিদ্যার পরমার্থভূত পরমত্রয় "আমি বহু হইব" এই সংকল্পনা মায়ার প্রয়োগ বলে স্ব-স্বরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন ॥৩

এতদুভয় অংশের মধ্যে একভাগে কার্য-তাদাত্ম্যাধিকা প্রকৃতি নাম্নী দৃশ্যবর্গের মূল পদার্থ এবং অন্যভাগে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান পুরুষরূপে পরিচিত হইল; এই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যভাগই পুরুষনামে অভিহিত হয় ॥৪

এই পুরুষের প্রেরণায় তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনঃ-কারণের উদ্ভেজনায় মূলা প্রকৃতির অন্তরে প্রকোভিত ভাব উপস্থিত হয় এবং এই বিদ্যুতা প্রকৃতির সন্নিধান হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণ উত্থিত হইল ॥৫

এই ত্রিগুণ হইতে বৈকারিকসংজ্ঞক সুরাত্মা

তেষাং অন্যতরঃ (বিদ্যাবিদ্যয়ং) যদ্যং সমবেতম্, তুরেণ তেন সমুচ্চয়ঃ (তাদাত্ম্যিকম্) অন্যং সমবেতম্। বিকুর্বতঃ তত্ত্বং সত্ত্বং সমবায়ং যঃ বিধেরস্য (যৌক্তং দেবাসুরসংগ্রামস্য) স অহঙ্কারঃ ভাবঃ ॥৬

ত্রয়ং অন্যং অহঙ্কারঃ বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ, তৈজসঃ রাজসঃ, তামসঃ ত ইতি যে ত্রিবিধে ত্রিবিধা তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং তথা ত্রিবিধঃ উপাদানকারণং ভাবঃ ॥৭

তন্মাত্রিকাৎ পঞ্চবিধতন্মাত্রকারণাৎ তামসাৎ অহঙ্কারাৎ ইন্দ্রিয়াণি ন সম্ভবন্। বৈকল্যাৎ সাত্ত্বিকাৎ [বিদ্যুদ্ধাৎ-অহঙ্কারাদ্বিশেষেণ্দ্রিয়বিকাশাৎ ত ইতি] একাদশ দেবতাঃ সম্ভবন্ ॥৮

বিদ্যাসত্ত্বের উৎপত্তি হইল এবং এই সুরাত্মার সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানশক্তি সত্ত্বের বৃদ্ধি-নামে অভিহিত হয়। এই সত্ত্বগুণের বিকারে অভিমান-নামক অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, যাহার প্রভাবে দেহাদিতে অনাত্ম-বিষয়ক ভ্রমের জন্ম হয় ॥৬

এই অহঙ্কার আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার পক্ষ, একবিধ ইন্দ্রিয় ও মন এই অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে জন্মে। এই অহঙ্কার-তত্ত্বে কেন ও অকেন উভয়ভাবই বিদ্যমান থাকে ॥৭

পঞ্চবিধ তন্মাত্রের কারণস্বরূপীয় তামসিক অহঙ্কার হইতে বিদ্যুদ্রেক-বলদ্যোম নামক পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল। বৈকল্পিক অহঙ্কার হইতে একবিধ ইন্দ্রিয় এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র

যদা সংযোজিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥৯
অপ্সুণ্ডমবসন্দ্বাভ্যাং সলিলসংশ্রয়ঃ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মঃ বিশ্বাখ্যঃ তত্র চাত্মভূঃ ॥১০
সোঽসৃজত্তপসা যুক্তো বলমিন্দ্রিয়মেব চ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥১১

যদা সংযোজিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ। অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥৯

সংযোজিতা—সংযোজিত হইয়া; ভাবাঃ—ভাব; সংহত্যকারিণঃ—পরস্পর মিলিত হইয়া; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; উৎপাদয়ামাসুঃ—উৎপাদন করিয়াছিল; মম—আমার; আয়তনম্—আশ্রয়; উত্তমম্—উত্তম।

অপ্সুণ্ডমবসন্দ্বাভ্যাং সলিলসংশ্রয়ঃ। মম নাভ্যামভূৎ পদ্মঃ বিশ্বাখ্যঃ তত্র চাত্মভূঃ ॥১০

অপ্সু—জলে; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; অবসৎ—অবস্থিত ছিল; দ্বাভ্যাম্—দুই; সলিলসংশ্রয়ঃ—সলিলাশ্রিত; মম—আমার; নাভ্যাম্—নাভি হইতে; অভূৎ—হইয়াছিল; পদ্মঃ—পদ্ম; বিশ্বাখ্যঃ—বিশ্ব নামক; তত্র—সেখানে; চ—এবং; আত্মভূঃ—ব্রহ্মা।

সোঽসৃজত্তপসা যুক্তো বলমিন্দ্রিয়মেব চ। লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥১১

সঃ—তিনি; অসৃজৎ—সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তপসা—তপস্যা দ্বারা; যুক্তঃ—যুক্ত; বলম্—বল; ইন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়; এব—ও; চ—এবং; লোকান্—লোক; সপালান্—লোকপাল সহ; বিশ্বাত্মা—বিশ্বাত্মা; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ; ইতি—এই; ত্রিধা—তিন।

যদা—যখন; সংযোজিতাঃ—সংযোজিত হইয়া; ভাবাঃ—ভাব; সর্বে—সকল; সংহত্যকারিণঃ—পরস্পর মিলিত হইয়া; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; উৎপাদয়ামাসুঃ—উৎপাদন করিয়াছিল; মম—আমার; আয়তনম্—আশ্রয়; উত্তমম্—উত্তম।

অপ্সু—জলে; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; অবসৎ—অবস্থিত ছিল; দ্বাভ্যাম্—দুই; সলিলসংশ্রয়ঃ—সলিলাশ্রিত; মম—আমার; নাভ্যাম্—নাভি হইতে; অভূৎ—হইয়াছিল; পদ্মঃ—পদ্ম; বিশ্বাখ্যঃ—বিশ্ব নামক; তত্র—সেখানে; চ—এবং; আত্মভূঃ—ব্রহ্মা।

সঃ—তিনি; অসৃজৎ—সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তপসা—তপস্যা দ্বারা; যুক্তঃ—যুক্ত; বলম্—বল; ইন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়; এব—ও; চ—এবং; লোকান্—লোক; সপালান্—লোকপাল সহ; বিশ্বাত্মা—বিশ্বাত্মা; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ; ইতি—এই; ত্রিধা—তিন।

যদা যখন; সংযোজিতাঃ (সংযোজিত হইয়া) ভাবাঃ ভাব; সর্বে সকল; সংহত্যকারিণঃ (পরস্পর মিলিত হইয়া) অণ্ডম্ ব্রহ্মাণ্ড; উৎপাদয়ামাসুঃ উৎপাদন করিয়াছিল; মম আমার; আয়তনম্ আশ্রয়; উত্তমম্ উত্তম।

অপ্সু জলে; অণ্ডম্ ব্রহ্মাণ্ড; অবসৎ অবস্থিত ছিল; দ্বাভ্যাম্ দুই; সলিলসংশ্রয়ঃ (সলিলাশ্রিত) মম আমার; নাভ্যাম্ নাভি হইতে; অভূৎ হইয়াছিল; পদ্মঃ পদ্ম; বিশ্বাখ্যঃ বিশ্ব নামক; তত্র সেখানে; চ এবং; আত্মভূঃ ব্রহ্মা।

সঃ তিনি; অসৃজৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তপসা তপস্যা দ্বারা; যুক্তঃ যুক্ত; বলম্ বল; ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়; এব ও; চ এবং; লোকান্ লোক; সপালান্ লোকপাল সহ; বিশ্বাত্মা বিশ্বাত্মা; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ; ইতি এই; ত্রিধা তিন।

যদা যখন; সংযোজিতাঃ—সংযোজিত হইয়া; ভাবাঃ—ভাব; সর্বে—সকল; সংহত্যকারিণঃ—পরস্পর মিলিত হইয়া; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; উৎপাদয়ামাসুঃ—উৎপাদন করিয়াছিল; মম—আমার; আয়তনম্—আশ্রয়; উত্তমম্—উত্তম।

অপ্সু—জলে; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; অবসৎ—অবস্থিত ছিল; দ্বাভ্যাম্—দুই; সলিলসংশ্রয়ঃ—সলিলাশ্রিত; মম—আমার; নাভ্যাম্—নাভি হইতে; অভূৎ—হইয়াছিল; পদ্মঃ—পদ্ম; বিশ্বাখ্যঃ—বিশ্ব নামক; তত্র—সেখানে; চ—এবং; আত্মভূঃ—ব্রহ্মা।

সঃ—তিনি; অসৃজৎ—সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তপসা—তপস্যা দ্বারা; যুক্তঃ—যুক্ত; বলম্—বল; ইন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়; এব—ও; চ—এবং; লোকান্—লোক; সপালান্—লোকপাল সহ; বিশ্বাত্মা—বিশ্বাত্মা; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ; ইতি—এই; ত্রিধা—তিন।

যদা যখন; সংযোজিতাঃ (সংযোজিত হইয়া) ভাবাঃ ভাব; সর্বে সকল; সংহত্যকারিণঃ (পরস্পর মিলিত হইয়া) অণ্ডম্ ব্রহ্মাণ্ড; উৎপাদয়ামাসুঃ উৎপাদন করিয়াছিল; মম আমার; আয়তনম্ আশ্রয়; উত্তমম্ উত্তম।

অপ্সু জলে; অণ্ডম্ ব্রহ্মাণ্ড; অবসৎ অবস্থিত ছিল; দ্বাভ্যাম্ দুই; সলিলসংশ্রয়ঃ (সলিলাশ্রিত) মম আমার; নাভ্যাম্ নাভি হইতে; অভূৎ হইয়াছিল; পদ্মঃ পদ্ম; বিশ্বাখ্যঃ বিশ্ব নামক; তত্র সেখানে; চ এবং; আত্মভূঃ ব্রহ্মা।

সঃ তিনি; অসৃজৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তপসা তপস্যা দ্বারা; যুক্তঃ যুক্ত; বলম্ বল; ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়; এব ও; চ এবং; লোকান্ লোক; সপালান্ লোকপাল সহ; বিশ্বাত্মা বিশ্বাত্মা; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ; ইতি এই; ত্রিধা তিন।

যদা—

যদা কর্মানুসারিণ্যঃ প্রজাঃ সৃজতি বিশ্বকৃৎ।
তদৈবায়ং প্রকৃতিষু স্বশক্তিং বিনিষঞ্জতি ॥১৪
অনুগ্রহং কৃপয়া ভূতেষু যো যো ভাবঃ প্রদিধ্যতি।
সর্বোঽপ্যুপাদানময়ঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥১৫
যস্তু যস্যাবিরুদ্ধশ্চ ন বৈ স্যাৎ চ তস্য সঃ।
বিরুদ্ধো ব্যভিচারার্থো যথা বৈকল্পনাদিষু ॥১৬

মহাপ্রলয়ে পুনশ্চ তাবো বিলুপ্যতেঽপরম্।
আদিরন্তো যথা নাস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥১৭

প্রকৃতির্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সংঘাতবিয়োগৌ তালো ত্রয়ীয়ং তত্ত্বমেব তৎ ॥১৮

কালসংজ্ঞা কালশক্তিঃ যয়া কর্মানুসারিণ্যঃ প্রজাঃ পরমেশ্বরঃ কর্মানুরূপং ভৈরবং ভাবং আদিসর্গে প্রকৃতিষু জগদুপাদানেষু সত্ত্বাদিষু নিয়ময়তি (যা সত্ত্বসংজ্ঞাঃ ভৈরবাঃ শক্তীঃ প্রাণয়তি) পুনঃ বিনয়তি (যা তামসীঃ রৌদ্রীঃ শক্তীঃ প্রাণয়তি) ॥১৪

অনুগ্রহং কৃপয়া ভূতেষু যঃ যঃ ভাবঃ পদার্থঃ প্রতিষ্ঠতি, সঃ সর্বোঽপি প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ভৈরবশক্ত্যা (ভিন্নয়োঃ সমূহঃ এব) ॥১৫

যস্তু যস্য যঃ আদিঃ কারণম্, যচ্চ সহকারি চ তস্য তস্মৈ ন্যায্যো ন্যায্যঃ স্যাৎ এব চ, যথা বৈকল্পনাদিষু (বৈকল্পঃ দুঃখাদিঃ দুঃখং তাভ্যাং কারণাভ্যাং ন দুঃখাদি-

---

যাহাতে সে বিলীন হয়, তাহাকে তাহার বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্তি হেতু কারণাতিরিক্ত বলা যায়। যেমন দুগ্ধাদি দ্রব্য হইতে সমুৎপন্ন দধ্যাদি অবস্থান্তর। দুগ্ধাতিরিক্ত নহে, যেমন দুগ্ধ হইতে দধ্যাদি দুগ্ধাতিরিক্ত নহে, সেইরূপ আমার লীলায় প্রকটনের বিবিধ প্রকাশমান বিকারসমূহও মূল কারণ অপেক্ষা কোন অংশে পৃথক্ নহে ॥১৭

যে ক্রমে ঈশানের কালে তাহার লীলার অন্তর্ভাবাদির উদয় হয়, সেই পূর্ববর্তী তামসরূপ মহদাদি তত্ত্ব যখন তাহাদের অবস্থার তত্ত্বকে উৎপাদন করে, তখন সেই অবস্থারও সহিত মহত্তত্ত্বকেই সত্য তালনামে অভিহিত করা যায় ॥১৮

এই সত্যস্বরূপে প্রতীয়মান কার্যকর্মের ঈশানরূপা প্রকৃতি, প্রকৃতির আধারভূত অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ এবং তাহাদের অভিন্নত্বরূপ কাল এই তিন তত্ত্বেই এক পরম ব্রহ্মস্বরূপ আমিই বিরাজ করিতেছি ॥১৯

সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ।
ব্যক্তাদ্ গুণবিসর্গার্থঃ পুরুষানুগতো মহান্ ॥২০
বিজ্ঞানমাত্মানুভবো লোকপদ্মবিকল্পকঃ।
পক্ষদ্বয় বিশেষায় কল্পতে হ্যূষয়ঃ সম ॥২১
অথ প্রজানাং ভব্যানাং দ্বয়ানাং দ্বয়ঋষভ।
দ্বয়া হ্যবিহিতো লোকঃ পুরুষেণ প্রজাপতে ॥২২

অথ তাবৎ ভূতসর্গঃ (অথশব্দঃ প্রাগুক্তবিধিসমুচ্চয়ার্থঃ ইতি ভূতসর্গঃ শ্রীধরঃ তত্র দৃষ্টান্তায় পুনরপি সর্গশব্দঃ) যাবৎ যত্র যত্র সর্গঃ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ পুরুষানুগতো মহান্ ব্যক্তাদ্ (বিষ্ণোঃ প্রকৃতিমনুপ্রবিশ্য তত্রস্থাদ্ [বিষ্ণোঃ সকাশাৎ]) যাবৎ ঈক্ষণম্ ঈক্ষতে সর্বত্রা এব ॥১৯

লোকপদ্মবিকল্পকঃ (লোকানাং সমূহান্ কল্পান্ রচয়তি বিকল্পয়তি ইতি) বিচিত্রং রচয়ন্ সন্ তত্তদ্রূপঃ আত্মানুভবঃ আত্মনঃ স্বস্যৈব অনুভবঃ ভূতৈঃ সহ পঞ্চত্বায় পঞ্চভূতকার্যায় বিশেষায় বিরাজায় কল্পতে যোগ্যঃ ভবতি ॥২০

মহান্ পরীক্ষিৎ (হেতু আয়ুঃ ঈশানঃম্ অধিকারং পঞ্চত্বকামঃ। অতঃ হেতু) এতাবতা বিস্তরেণ। অথ যাবান্ (যৎপরিমাণঃ-সম্বন্ধঃ) পৌরুষঃ। যথা: ভূমৌ প্রলয়ান্তে (ইত্যাদি ৯ অধ্যায়ে); ভূমিঃ অত্র প্রলয়ান্তে (ভূতসর্গস্য ভবতি) ॥২১

অস্মৎ প্রলীয়তে সত্ত্ব আপন্ন স্বরূপে হ্যসে।
লীয়তে জ্যোতিরি যসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তেঽম্ভসি ॥২৩
রূপং বায়ৌ স তু স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্র ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু ॥২৪
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দা ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভু ॥২৫

(পঞ্চবর্ণ দৃষ্ট্বা প্রাগুক্তবাদঃ) অস্মৎ অস্মৎ প্রলীয়তে। (জোতিষা সোঽপ্যম্ আদঃ যত্তদ্ তত্তদ্রূপে তমঃ প্রলীয়তে [তমোরূপতা ভবতি], তমঃ চ জ্যোতিষি লীয়তে; জ্যোতিঃ চ তদ্রূপ প্রলীয়তে [বায়ৌ অগ্নিরূপোঽপি তদ্রূপতয়া ভবতি]) ॥২৩

রূপং বায়ৌ লীয়তে, সঃ চ বায়ুঃ স্পর্শে লীয়তে, সঃ চ স্পর্শঃ অম্বরে; অম্বরং শব্দতন্মাত্রে [অহঙ্কারে প্রবিশতি] লীয়তে, (তামস অহঙ্কারোঽপি পঞ্চতন্মাত্রাণি মনসূজন্। তন্মাত্রাণ্যহঙ্কারাদি মনসূজন্ ইতি। ইন্দ্রিয়াণি তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাশ্চ লীয়তে ॥২৪

যে সৌম্য! যোনিঃ বৈকারিকঃ বৈকারিকে সাত্ত্বিকাহঙ্কারতত্ত্বে, ঈশ্বরে মনসি লীয়তে। শব্দা ভূতাদি তামসাহঙ্কারং অপ্যেতি (বিশতি লীয়তে), তথা প্রভুঃ সর্বজ্ঞঃ মহত্তত্ত্বরূপে মহতঃ বিশেষঃ অপি অহঙ্কারঃ বিশতি লীয়তে (প্রকৃতৌ বিলয় ক্রমেণ বিশেষাদিপ্রকৃত্যন্তং ভবতি) ॥২৫

এই প্রকারে বিবিধ ভেদে জীবরূপে বিরাজমান পুরুষের ভোগসম্পাদনার্থ লিঙ্গশরীরাদিরূপে বিপুল সৃষ্টি কেবল ঈশ্বরের সঙ্কল্প ও ত্রিগুণিকার্যের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নে চলিতে থাকে ॥২০

তাদৃশী মায়ার প্রতিপত্তিতে অজ্ঞাত প্রলীন হইবার উপক্রম হইলে, লোকসমূহের বিভিন্ন কল্পের কল্পকারী পঞ্চ বিরাট্ ও পঞ্চ মহাভূতরূপে বিশেষ বিশেষ বিরাজে পরিণত হইয়া থাকেন ॥২১

সর্গ ভেদে যে অংশের দ্বারা উপচিত হয়, সেইরূপ অবয়বীদিগের সেই অংশ ক্রমশঃ ক্ষীণতা লাভে বিলীনপ্রায় হইয়া যায়; তখন অংশ সাধারণরূপে পরিণত হয়; এবং যৌগিক ক্রমশঃ বিলীনপ্রায় হইয়া মহদুৎপাদনের সাধ্য পরিত্যাগ করে এবং ভূমিরূপেই অবস্থান করে। ভূমিও গন্ধ তন্মাত্রায় পরিণত হইয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে ॥২২

পঞ্চতন্মাত্র তাদৃশ অহঙ্কারতত্ত্বে পঞ্চতন্মাত্রও ক্রমে প্রলীন হয়; পরে প্রথম জ্যোতিঃ প্রকাশরূপে তমোরাশি তমঃস্বরূপতা হইয়া কেবল তমস্তন্মাত্রে পরিণত হইয়া অবস্থান করে এবং তমও ক্রমশঃ জ্যোতিতে পরিণত হয়। জ্যোতিঃ বায়ুর প্রকাশে পরিণত হইয়া রূপতন্মাত্ররূপে অবস্থান করে ॥২৩

তাদৃশ প্রকারে পরিণত হইয়া বায়ুও কেবল

স নীয়তে স্বান্ যেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞে সংপ্রলীয়ন্তে তৎকালে নীয়তে যতঃ॥২৬
তাসাং যন্নাময়ং ঈষৎ তীব্র আত্মনি জায়তে।

আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥২৭
এবমপ্রতিলোমেন তত্ত্বানি ত্রৈকালিকো ক্রমঃ।
ব্রহ্মণো গুণি সিদ্ধেন যোগীশ্বরোঽনুবর্ণিতঃ॥২৮

স গুণবত্তমঃ (গুণবত্তমঃ গুণবিশিষ্টঃ), যে তাঃ গুণবত্তে প্রলয়ে সংপ্রলীয়ন্তে। তৎ তাসাংগুণানাং যন্নাময়ং যদি তন্নাময় ঈষদ্বাসায় তাসে নীয়তে। যেন এষ্টব্য অবশিষ্যতে॥২৬

তাসাং গুণানাং যন্নাময়ং (অবিদ্যা-প্রাণময়ং) ঈষৎ নীয়তে, ঈষৎ; যদা অন্যবিধিনে আত্মনি পরমাত্মনি ন নীয়তে, বিকল্পাপায়লক্ষণঃ (বিকল্পানাং উৎপত্তি-প্রলয়ৌ লক্ষণে যস্যাঃ অবিদ্যায়াঃ অবিদ্যায়া লক্ষণে) আত্মা তু কেবলঃ বিদ্যাদি আত্মনা এব অবশিষ্ট তাসাংগুণানাং ন অন্তর নীয়তে॥২৭

এবং অপ্রতিলোমেন (অবিদ্ধ পূর্বক ক্রমেণ) যোগি তত্ত্ব ইব ক্রমঃ (ন বিপরীত ক্রমঃ) এবম্ (আনুপূর্ব্যা) অবীক্ষমাণো সূক্ষ্মঃ ব্রহ্মঃ ত্রৈকালিকঃ ত্রৈকালিকঃ ক্রমঃ অন্ত-ব্যবহিতেন ক্রমেণ নাম ব্রহ্মি বা ক্রমঃ ত্রিকেন॥২৮

পার্বতনাথের বিলুপ্তকাল অবধান করিয়াই আকাশের বিলীন হয়। আকাশের শব্দগুণমাত্র উপলব্ধ হইয়া অহঙ্কারতত্ত্বে পরিণত হয়। এই প্রকারে তামস অহঙ্কারের পৃষ্টি প্রতিনিবৃত্ত হয়। পরে রাজস অহঙ্কারের সম্বন্ধে বলিতেছি—শ্রবণ কর। অর্থাৎ তৎকালে ইন্দ্রিয়বর্গের ও ঐ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কারণভূত ক্রমশঃ আত্ম-সংজ্ঞক পূর্বক রাজস অহঙ্কার হইতে অন্তর্হিতভাবে বিলয় পায়॥২৯

রাজসিক অহঙ্কার এবং তাহাতে আশ্রিত দেবতাদিগের সাত্ত্বিক অহঙ্কারস্বরূপ প্রবলপরাক্রম মনের অন্তরে বিলীন হয়। এদিকে তামসিক অহঙ্কারের অবশিষ্ট আদ্য শব্দগুণ এবং ভূতবর্গের আদিভূত অহঙ্কার সাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বে বিলীন হয়। এই সাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বে প্রভাবেই জগৎসংসার মোহিত। ইহাতে জড়াংশের পরিত্যাগে কেবল জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরই প্রকাশ হইয়া থাকে॥২৯

মনস্তত্ত্ব স্বীয় গুণবৃত্তির পরিত্যাগে ক্রমিয়া বুদ্ধির জ্ঞান গুণবৃত্তিতেই বিলয় করে অর্থাৎ তৎকালে কেবল গুণময়ই অবশিষ্ট থাকে। উক্ত গুণময় জ্ঞান-সহকারে বৈকারিক পরিণাম করিয়া মানবদেহের সাত্ত্বিকাংশের প্রকৃতিতে প্রলীন হয়; এবং প্রকৃতির ঈশ্বর-ব্যাপার মহাকালে বিলীন হইয়া যায়॥২৯

কালের অবসান-স্থলই সেই অধিষ্ঠাতার পরম পুরুষ; তিনি অনাদি বহুত্বাব বিকারবর্জিত, যাহারূপে উপাধির প্রবর্তক এবং প্রজার ঈশ্বর সমস্ত জীবের জীবনস্বরূপ। উৎপত্তি এবং উপাদানস্বরূপ কার্য্যের অবসানে নিজপারিষদ আত্মস্বরূপেই তিনি অবস্থান করেন; ইহাঁহার আর অতিরিক্ত বিলীন হইবার স্থান নাই॥২৭

যে ব্যক্তি এই প্রকার জগৎ, জীব ও পরমাত্মতত্ত্বের বিচার নিরন্তর করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে আমি ও আমার বলিয়া অনর্থক ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায়? দিবাকরের উদয়ে অন্ধকারপুঞ্জ যেমন কিছিতেই আর স্থান পায় না, সেইরূপ বিচারজন্য জ্ঞানসূর্য্যের আলোক জাগী পুরুষের ভ্রম-আধারে কোনমতে অবস্থিতিলাভে সমর্থ হয় না॥২৮

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥২৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সংশয়গ্রন্থিভেদস্য সাংখ্য-শাস্ত্র-বিবরণঃ এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তো বর্ণিতঃ ॥২৯

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
ব্রহ্মরূপমিদং বিশ্বমহমেতদ্বিভাবয়ন্ ॥৩০

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
ভক্তিযোগোনাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হে উদ্ধব! আমি সর্বজ্ঞ; কিছুই আমার নিকট অবিদিত নাই। সকল অবস্থানের মূলও আমি। আত্মাবাস-বিচারকল্পে যে সাংখ্যজ্ঞানের প্রসঙ্গে বারম্বার ভ্রম-প্রবি বিদূরিত হয়, আমি তাহা পূর্বে আদ্যোপান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ত্রৈগুণ্য ও ত্রৈগুণ্যাতীতের উভয় ব্যাপারই বর্ণিত হইতেছে।২৯

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতকথাপুরাণের
একাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্ম্মা-কৃত চতুর্বিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[সত্ত্ব-রজস্তমোগুণবৃত্তিবিবরণম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

গুণাবাকর্ষবিজ্ঞানং পুরুষস্য যথা ভবেৎ।
তদ্বদে পুরুষার্যোঽস্মদ্বচসাং সংসদঃ পরম্ ॥১

অন্বয়া সর্ববৃত্তীনামেকা বৃত্তিঃ ময়া স্মৃতা।
দুর্ভিদ্যাগোঽস্মৃতা অন্যা দুর্বিভাব্যাদি বর্ণিতাঃ ॥২

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ। যে পুরুষার্থঃ। অবিচ্ছিন্নয়া অবিচ্ছিন্নয়া ভক্ত্যা যথা যেন প্রকারেণ যথা যাদৃশঃ পুরুষস্য ভবেৎ তদ্ব ইতি সম্বন্ধঃ তথাস্ত তথা বক্ষ্যামি ইত্যর্থঃ ॥১

অন্বয়া একয়া ভক্ত্যৈবেত্যর্থঃ, ময়া পারমেশ্বর্যা শক্ত্যা, স্মৃতা বিবেকজ্ঞানেন, দুর্ভিদ্যা দুর্ভেদা, অগোঽস্মৃতা অবিবেকজ্ঞানেন, অন্যা বৃত্তয়ঃ, দুর্বিভাব্যাদি দুর্বিজ্ঞেয়াদি, বর্ণিতাঃ ॥২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবৃত্তিবিবরণ।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! অবিচ্ছিন্ন ভক্তিরই দ্বারা যেরূপে পুরুষ যেরূপ স্বভাব ও রূপের পরিচয় হয়, আমি তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর।১

একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ের বিপ্রকল্প মন, বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিপ্রকল্প দশ, তিন্নিকা, অবস্থানুশাসনকর্ত্রী বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি, ঈশ্বরের প্রতি দ্বয়,

কাম ইহা বহুবৃক্ষা বহু আবীর্তিলা পৃথক্।
অমোংলোভো দশঃ শ্রীর্তিধাসঃ ধীর্যঃ বলোজসৎ ॥৩
ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা
যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।
শোক-মোহৌ বিষাদস্তী বিদ্রাণা ধীরসুক্ষয় ॥৪
লক্ষয় ত্বমাদ্যেভ্যস্তমসস্তমসুপূর্বকম্।
ত্রয়ো দর্শিতপ্রায়াঃ সংসারাস্তময়ো নৃণু ॥৫

সন্নিপাতস্তুর্বিধি মনোদ্ভাবন যা মতিঃ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াত্মকঃ ॥৬
ধর্মে চার্থে চ কামে চ তন্ত্রাণো পরিনিষ্ঠিতঃ।
তন্ত্রাণাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধা-ধৃতি-ধনাত্মকঃ ॥৭
প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি মৃষাশয়ে।
অধর্মে তানুচিষ্ঠেত তন্ত্রাণাং সন্নিপাতিনি ॥৮

ভাষা ক্রোধাভিধানঃ ইত্যাদি ব্যাখ্যাবয়বঃ। অয়ং পূর্বঃ মূলঃ অধিবিধিবিধাতা, তন্ত্রঃ অবয়বঃ, আদিঃ কারণঃ মোহোপাদানঃ, তিনঃ ক্রোধাদিঃ, তন্ত্রঃ বিষয়ঃ, তন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাং (মোহ ক্রোধাদি উপাদানঃ তন্ত্রাভিধিবিধাতঃ), তন্ত্রঃ, আদিঃ অধিবিধাতা, যাবৎ উপাদানঃ, যাবৎ প্রকাশাদিঃ যা: তন্ত্রাণাং (মোহোপাদানঃ) ॥৩

ক্রোধঃ অনৃতং, লোভঃ, অনৃতং বিষয়প্রকাশঃ, হিংসা পরপ্রাণাভিক্রমঃ, যাচ্ঞা অপ্রাপ্তার্থাপেক্ষা, দম্ভঃ সংগৃহ্য প্রকাশনং, ক্লমঃ চর্যাদিঃ, কলিঃ কলহঃ, শোকমোহৌ অনুকূলাপায়ঃ, বিষাদঃ, বিষয়ঃ ধ্বংসঃ, অপ্রাপ্তিঃ ইত্যাদি, বিদ্রাণা অন্যান্ পরাণ্, ধীঃ ভয়ং, অসুক্ষয়ঃ প্রাণক্ষয়ঃ ইতি তন্ত্রাণুবাদঃ ॥৪

অনুপূর্বঃ ক্রমেণৈব ক্রোধাদিভ্যঃ তন্ত্রাণ্ তন্ত্রাণঃ তন্ত্রাণঃ ও এবাং তন্ত্রাণাং তন্ত্রাণঃ তন্ত্রাণাং তন্ত্রাণঃ অয়ং সন্নিপাতঃ (নিদানোক্তানাং তন্ত্রাণাং তন্ত্রাণে) ॥৫ ॥

পূর্বানুসন্ধানরূপ বুদ্ধি, তন্ত্রাণক ক্রোধে বুদ্ধি, ত্যাগ, বৈরাগ্য, আত্মিতন্ত্রাণ, ধী অর্থাৎ অন্যায় কার্যে লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, বিনয় এবং আত্মরতি প্রভৃতি গুণগ্রাম লক্ষণের সম্পূর্ণ ধীরেও বর্তিয়া থাকে ॥২

মোহোপাদের প্রভাবে কাম, প্রাপ্তির বিবিধ প্রবৃত্তিজন্য ইচ্ছা, ধর্ম, আত্মোন্নতি, সর্বে, আশী অর্থাৎ ইষ্টলাভার্থ ক্লেশোক্তি, অন্যায়ে ক্লেশবুদ্ধি, বিষয়ভোগে সুখ, বৃদ্ধাদি বীর্যপ্রকাশের কার্যে ইত্যাদি, মনের প্রার্থনা, অভিপ্রিয়তা, তাম্যোপাদান, প্রভাবের পরিচয় এবং অন্যান্য পূর্বোক্ত মনের পরিচয়াদি বিবিধ বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥৩

মোহোপাদের প্রকটনে ক্রোধ, লোভ, মিথ্যাব্যবহার, হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভনা, শ্রম, ক্লান্তি, শোক, মোহ, বিষাদ, ভৈষ, ভয়া, প্রত্যাশা, ভয় এবং বিষয়নাশাদি অন্যান্য বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে ॥৪

হে ঈশ্বর! মন, তমঃ ও মোহোপাদের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিসমূহের আমি পৃথক্‌ভাবে তোমায় বিলক্ষণ বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি বিভিন্নভাবে তাহাদের মিশ্রবৃত্তির যেরূপ উদয় হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর ॥৫

আমি ও আমার বলিয়া মানবের যে বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাকেই তন্ত্রাণের মিশ্রভাবের বৃত্তি বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের বৃত্তিসমূহ তন্ত্রাণের বিষয়ে সমুদয়, এই-জন্যই অবয়বরূপ করা বৃত্তিসিদ্ধ ॥৬

ধর্ম, অর্থ ও কাম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে মানব যখন

যে ঈশ্বর। অয়ং পাপঃ তন্ত্রী ক্রোধাদি তন্ত্রা যা বৃত্তিঃ যা তন্ত্রাণ ইতি যা মতিঃ সা তু সন্নিপাতঃ এব। তন্ত্রা তন্ত্রাণাত্মিকাবৃত্তিঃ (মনস তন্ত্রাদি পরাণাদি ইন্দ্রিয়াদি চ অবয়ব তন্ত্রাণাঃ ইতঃ) বিলিষ্টঃ যা তন্ত্রাণঃ, সা সন্নিপাতঃ এব ॥৬

তন্ত্রী পুরুষঃ যদা তন্ত্রে ধর্মে তন্ত্রে পরিনিষ্ঠিতঃ তন্ত্রতি, তদা তন্ত্র তন্ত্রাণিবিধানঃ (তন্ত্রাণিবিধানাদি তন্ত্রাণুসন্ধান-তন্ত্রাদি তন্ত্রাণতন্ত্রী) তন্ত্রাণাং সন্নিকর্ষঃ সন্নিপাতরূপঃ এব ॥৭

প্রবৃত্তিলক্ষণে তন্ত্রে যদা পুমান্ নিষ্ঠা তন্ত্রতি, তদা পুমান্ যর্হি তন্ত্র তন্ত্রাণাত্মকে এব তন্ত্রাণে তন্ত্রাণিবিধিবিধানে তন্ত্রে

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুগৃহ্যাত্মবর্তিনম্।
কামাদিহীনং তমোযুক্তং ক্রোধাদৈস্তমসা যুতম্ ।৯
যদা তমতি বা তত্ত্বং নিরপেক্ষঃ স্বকর্মকৃৎ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং ত্রিগুণেষু বা ।১০
যদা আশির আশাস্য যং তত্ত্বেষু স্বকর্মকৃৎ।
তং রজঃ প্রকৃতিং বিদ্যাদ্ভিন্নাধ্যাত্মং তাবদম্ ।১১

সত্ত্বযুক্তং পুরুষং পরাবিদ্যা অনুগৃহ্য, তমোযুক্তং কামাদিহীনং তথা ক্রোধাদৈঃ তমসা যুতং পুরুষং অনুগৃহ্য ।৯

যদা নিরপেক্ষঃ সন্ তত্ত্বং বা স্বকর্মকৃৎ বা তমতি, তং পুরুষং ত্রিগুণে বা সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ ।১০

আশিষং বিদ্যাদ্ অন্যস্য আশাস্য। যদা তত্ত্বেষু বা যং তমতি, তং তথা রজঃপ্রকৃতিং ভিন্নেষু বিদ্যাৎ, তথা ভিন্নেষু সত্ত্বাদিষু আত্মনঃ আশাস্য বা তমতি, তং তামস প্রকৃতিযুক্তং বিদ্যাৎ ।১১

সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি গুণাঃ, তথা এষ ত্রিগুণঃ। ত্রৈগুণ্যেন ত্রিবৃৎ আত্মনো অভিব্যক্তাত্মা) অতঃ যে ত্রৈগুণ্য এব তথাভূতাঃ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা ত্রৈগুণ্য ইব যে।
ত্রিবৃতা ত্রৈগুণ্য কৃতাত্মনঃ সম্ভবন্তো নিবর্ত্ততে ।১২
অথবর্গো ভবেৎ সত্ত্বং তাবদ্যাবন্ন বিদ্যতে শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ।১৩
যদা তত্ত্বেষ্বসত্ত্বং রজঃ সত্ত্বং তিলং তমঃ।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত ধর্মণা বসতা ত্রিয়া ।১৪

তথাভূতঃ পুরুষঃ পরাবিদ্যা, নির্মলং প্রকাশং, নির্মলং এবং ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ উপলক্ষিতং। যে যে ত্রৈগুণ্য স্বরূপাঃ এব তথাভূতাঃ তে তে ত্রৈগুণ্য কৃতাত্মনঃ ত্রৈগুণ্যবিশিষ্টাত্মনঃ তথা সম্ভবন্তঃ আবির্ভবন্তঃ তৃষ্ণীং নিবর্ত্তন্তে (যতঃ ত্রৈগুণ্য বৈষম্য, ত্রৈগুণ্য বৈষম্য) ।১২

তথা তাবদ্ এতদবস্থঃ, নির্মলং সত্ত্বং, নির্মলং পরাবিদ্যা, সত্ত্বং তথা ত্রৈগুণ্যং তত্ত্বমাত্মনো ভবেৎ, তথা পুমান্ পুরুষঃ তথাভূতাভিঃ ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ যুজ্যেত ।১৩

যদা সত্ত্বং সমস্তে রজঃ তিলং তমঃ তথা প্রকৃতিস্থেষু তত্ত্বেষু তথা সত্ত্বং রজো ভবেৎ, তথা পুমান্ দুঃখেন যুজ্যেত ধর্মণা বসতা ত্রিয়া ও ইতরথা এব যুজ্যেত ।১৪

প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে অন্ধ, রাত্রি ও তমোনিশা লাভ করে, তখন তাদৃশ ব্যবহারকে যে ত্রৈগুণ্য তমসের বিজ্ঞানাবের পরিচয় বলিয়া স্বীকার করা যিয়ের ।৭

পুরুষ যখন প্রকৃতিলক্ষণ পুরুষার্থে নিষ্ঠাবান্ হইয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হয় এবং পুরুষার্থে আসক্ত হয়, তখন সে সত্ত্ব কেবল তমসের একত্ব লক্ষিতেই ঘটিয়া থাকে—এইরূপই সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য ।৮

তমোবহুল সত্ত্বগুণের পরিচয়ের ব্যাপারকে সত্ত্বতমিশ্রিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; তামসি বৃত্তির পরিচয়ে রজোগুণযুক্ত ক্রোধাদি মিশ্রই বৃত্তির পরিচয়ে তমোগুণবিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করা যায় ।৯

বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষেষ অভিমানকারে যাহার যখন যতটা ধর্ম্মাচরণের অনুষ্ঠান দ্বারা তমোবহুল আত্মার আরাধনা করে, তখন তাদৃশ ত্রী বা পুরুষকে তমোগুণবিশিষ্ট বলিয়াই অবধারণ করা কর্ত্তব্য ।১০

কিন্তু বিষয়-সম্ভোগের প্রত্যাশায় যাহারা তমের অনুষ্ঠানে তমোগুণের আরাধনা করে, তাহাদিগকে রজোবহুল বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। আর যাহারা কেবল পরিত্রাণাদিকে লক্ষ্য করিয়া আরাধনাদি কর্ম্মকলে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিয়া নিরূপিত হয় ।১১

সত্ত্ব রজঃ বা তমোগুণ কেবল জীবের উপরই স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তার করে; তমঃপ্রধান আত্মার উপর তাহাদের কোন প্রতিপত্তি নাই। তাদৃশ জীবের নিকটই তাহারা উপচিত হয় এবং তমঃপ্রধান পরিত্রাণে সত্ত্বগুণ জীবের উপাধিভূত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের অন্তরে তমঃপ্রধানে আত্মা জীব সমাজে অবস্থান করে ।১২

সত্ত্বগুণ প্রকাশক, নির্ম্মল এবং ধর্ম্মজ্ঞানাদির উপলব্ধক, শান্তি ও সুখপ্রদ বলে; এই সত্ত্বের উদ্রেকে যখন যে জীবের হৃদয়ে রজোগুণ ও

যদা জন্তুঃ ফলং পক্বমমৃতত্বায় কল্পতে।
দুনত্যেব লোক যোগায়াঃ বিদুষো হিংসয়ৈষণা ॥১৩
যদা চিত্তে প্রসীদন্তে ইন্দ্রিয়াণাং চ বিভ্রমঃ।
যোগজং তমবোধন্তং তদা সম্পদ্যতে পুমান্ ॥১৪
বিভূতীর্ব্ বিবিধা দোষনির্হেতুশ্চ ভেষজম্।
পশ্যন্নাত্মনি তত্ত্বো ভ্রান্তঃ যদা এতৈর্বিমুহ্যতি ॥১৫

নীহারধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥১৬
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং ন কর্মবন্ধং প্রতিসন্ধত্তে ॥১৭
লঘূত্থানমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবং চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥১৮

সুস্থ বিবেকজপক্ষ, তখন আবশ্যকতা. তখন অনুষ্ঠানকর্ম ত্যাগ করা যায়। তখন ও যোগ, তখন তাহা বিদ্যা বিবেক আত্মতত্ত্ব পেশলতাদ্যাত্মক এই লক্ষণ হয়।১৪

তখন চিত্ত প্রসাদের পাত্র হয়ে. ইন্দ্রিয়গণ ও বিভ্রান্তি বিহীন ঈশ্বরিত: হয়ে; যোগজাত ঐশ্বর্য ও যোগ-তত্ত্বাবিজ্ঞ হয়ে; তখন আত্মা সম্পদাধিষ্ঠিত হয়; তখন তিনি সম্পদের সম্পদস্বরূপ তখন ঈশ্বরিক হয়ে।১৫

আর এই বিবিধ বিভূতি, বিনাশ হারানুত্ব আছে। (যা সমস্ত বিবিধতা ও যত তথাকথিত হয়ে) তাহাদের মূলীভূতত্বের অভিজ্ঞতা অনুভবিত, সমাধানের (যোগাগ্নি অন্তর্দৃষ্টিসমূহ অবস্থার বিনাশকারিত্ব) ও: ও ভ্রান্ত ভ্রমের তথাকথিত, তখন এই: বস্তুতঃ ও: ঈশ্বরিত বিনাশের কারণ।১৬

অবস্থান অভিভূত হয়, তখন হয় ও ভ্রান্তাদির সকলে তিনি সুস্থমন্ত্রে নিবেদ হয়।১৩

ভ্রমাত্মকের দ্বারা অন্তরালের উপস্থিত হয়; ইহা অতি চঞ্চল এবং ভেদাত্মক; সুতরাং ভ্রমাত্মকের উদ্দেশে যৌবনকালে যখন তত্ত্ব ও সত্যতা বিলুপ্ত হয়, তখন মন ও ঐশ্বর্যাদির প্রার্থনায় ক্ষণ ক্ষয়ের জীব দুঃখ-সাগরেই নিয়ত তাপমান হইয়া থাকে।১৪

তমোগুণের প্রাধান্যে অজ্ঞানাত্মক প্রকৃতির হইলে, উহার এই হয় এবং বিচারজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং তমোগুণের উদ্রেকে সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হইলে, জীব নিদ্রা, হিংসা ও আলস্যাদিকে অভিভূত হইয়া শোকে এবং মোহে অভিভূত হইয়া পড়ে।১৫

কিন্তু অজ্ঞানাত্মকে যখন সুপ্রধান হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম শান্তভাব অবলম্বন করে, তখন মোহ শোক থাকে

না এবং মনও আসক্তি পরিত্যাগ করে, তখনই আত্মার হৃদয়ে পরমাত্মস্বরূপের প্রকৃতিস্বরূপ সত্যস্বরূপের উদ্ভাসন হয়—এইরূপ অবধারণ করা বিধেয়।১৩

কিন্তু মনের বলে ব্যভিচার হইয়া যাহাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে এবং মনের প্রাবিলোষ করে, যেহেতু সুস্থতা থাকে না এবং ইন্দ্রিয়গ্রামও বিক্ষুব্ধ এবং অবশ হয়; তখন এই সকল লক্ষণে ভ্রমাত্মকের উদ্রেক বলিয়া অবধারণ করা বিধেয়।১৪

কিন্তু যখন বিচারাদি ভেদবুদ্ধিরায় অবশ হইয়া যেন বিলীনপ্রায় হইয়া পড়ে, মনও সংকল্পাদি কার্যে অসমর্থ হয়, তখন তমোগুণের প্রভাবে অজ্ঞানে এরূপ প্রাবিলোষ হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।১৫

সত্ত্বগুণের উদ্রেকে যোগাঙ্গের বল বৃদ্ধি হয়, তমোগুণের প্রাবল্যে অসুখ-দুঃখের ভেদ দৃষ্টি পায়

উপর্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা যথাঃ।
তথাসংযোহনুগ্রহাদ্ যান্ত্যনাবৃত্তিকারিণঃ ॥২১॥
সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি ময়ৈব নির্তগাঃ ॥২২॥

অর্চাদিষু বিকল্পঃ স্যাদ্ যাবদ্ভিঃ স্যাদিহেহিতম্।
যদা যত্র দ্বিজঃ যা স্যাদ্বিকল্পং তত্র তৎ।
যমাদয়ং কলয়ত্যন্ত্র হ্যেষা প্রাকৃতিকা ভবেৎ ॥২৩॥
কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মদ্ভক্তং নির্তগং স্মৃতম্ ॥২৪॥

সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণেন হেতুনা) ব্রাহ্মণাঃ যথাঃ (যজ্ঞকর্তারঃ) উপর্যুপরি (ঋত্বিগ্‌যজমানাদিরূপেণ) গচ্ছন্তি, তথা তেষাং অনুগ্রহাৎ (যজ্ঞকর্তৃত্বাদিনা) অনাবৃত্তিকারিণঃ (পুনর্জন্মরহিতাঃ) যান্তি (স্বর্গং গচ্ছন্তি, তথা তথা অনাবৃত্তিকারিণঃ সন্তঃ) ॥২১॥

সত্ত্বে (প্রকৃত দেহে) প্রলীনাঃ (মৃতাঃ) তথা যে স্বর্গং যান্তি, তে অন্তকালে উদ্ভবে প্রকৃত দেহং ত্যক্ত্বা তদনন্তরং যে নরলোকং (মনুষ্যলোকং) যান্তি, নির্তগাঃ (তৃতীয়ং যে পশ্বাদয়ঃ) তে তু তামসং (তমোগুণপ্রধানং) এব দেহং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥২২॥

এবং অযোক্তৃত্বের শ্রেষ্ঠত্বের ব্রাহ্মণত্বের প্রাবল্যের পরিচয় হইয়া থাকে। হে উদ্ধব! এই বিধি প্রভৃতি ও যোগক্ষেমাবধিরূপী দেবতা, অসুর ও রাক্ষসভাব এই ত্রিপ্রকারের উপাধি ক্রমান্বয়ে প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥২৩॥

সত্ত্বের প্রাদুর্ভাবে জীব জাগ্রত হয়, তখোগুণের ফলে খল অসুরত্ব ধরে এবং রজের প্রভাবে ঘোর বিষয়ী অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত অবস্থায় পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকেন, তিনিই প্রকৃত জীবের সর্বপ্রকারের বিজ্ঞানিত্বমান পরমার্থ হন ॥২৪॥

যেহেতু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিধির কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ঔত্তিক সত্ত্বগুণের তারতম্যে উত্তরোত্তর উচ্চ-উচ্চতর লোক পর্যন্ত সুখময় স্থানে গমন করিয়া থাকেন; অযোক্তৃত্বের প্রভাবে জীব নিম্নে থাকায় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তমোগুণের উদ্রেকে অবশেষে অন্ধতমোনামি নামক জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে ॥২১॥

সত্ত্বগুণের উদ্রেককালে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্বর্গলাভে তাঁহার অবশ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঔত্তিক তমোগুণের আধিক্যে যদি কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে, মরণের পর তিনি মনুষ্যলোকে জন্ম ধারণ করেন এবং তমোগুণের প্রাবল্যকালে মৃত্যু ঘটিলে নরকস্থ হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা এই গুণের আক্রমণকে অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর সংসার প্রবাহে পরিভ্রমণ করিতে হয় না; তাঁহারা অবলীলাক্রমে বিষ্ণুর পরমপদ মোক্ষস্বরূপেই আরোহণ করেন ॥২২॥

কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য নৈমিত্তিকাদি বর্ণাশ্রমোচিত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা ভগবৎ-স্বরূপ আমারই কেবল আরাধনা করেন, তাঁহাদের সেই কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম নামে অভিহিত করা যায়। যাঁহারা ফলের প্রত্যাশায় কর্ম করেন, তাঁহাদের সেই কর্মকে রাজসিক কর্ম বলে এবং হিংসাদি লোক-পীড়নের উদ্দেশে আচরিত কর্মকে তামসিক নামে অভিহিত করা যায় ॥২৩॥

যেহেতু ব্যক্তিগত আত্মসাক্ষাৎকারজনিত জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, যেহেতু দেবতা বলিয়া উপলব্ধিজনিত জ্ঞানকে রাজসিক এবং জাগতিক পদার্থের জ্ঞান বা জ্ঞানদ্বারা অবস্থার জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞানরূপে অভিহিত করা যায়। কিন্তু পরমাত্মজ্ঞানের অনুভূতিকে নির্গুণ জ্ঞানরূপে শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ

অথ যু সাত্ত্বিকো যজ্ঞে প্রায়ো যাজন উচ্যতে।
আফলং যুয়তমনঃ সমাধায় যু নির্গুণম্ ॥২৫
সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসস্তু স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥২৬
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা যু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং যু নির্গুণা ॥২৭

পথ্যং পূতমনায়ত্তমযাচ্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসং চেষ্টিমোক্ষার্থং তামসং চাভিসন্ধিতি ॥২৮
সাত্ত্বিকঃ সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।
তামসং মোহ-দৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥২৯
দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি ॥৩০

যজ্ঞ যি সাত্ত্বিকঃ কথঃ যাজ্ঞকঃ, প্রায়ঃ যাজ্ঞঃ যাজনঃ উচ্যতে। ফলাভিসন্ধিঃ যি যাজনঃ ফলঃ তথা যত্তিক্ষেপঃ তু নির্গুণঃ স্মৃতঃ ॥২৫

সাত্ত্বিকঃ কারকঃ তু কর্তা যঃ সঙ্গরহিতঃ, রাগান্ধঃ তথা ফলাভিনিবেশবান্ তু রাজসঃ স্মৃতঃ; তামসস্তু স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ অবিবেকপরঃ বিবেকহীনঃ তু তামসঃ; মদপাশ্রয়ঃ মদ্ভক্তপরঃ তথা যি নিষ্কামত্বেনৈব নির্গুণঃ স্মৃতঃ ॥২৬

আধ্যাত্মিকী অধ্যাত্মশাস্ত্রবিষয়া শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী; কর্মশ্রদ্ধা রাজসী; অধর্মে ধর্ম যি ধর্মঃ ইত্যাকারা তু যা শ্রদ্ধা সা নির্গুণা স্মৃতা ॥২৭

করিয়া থাকেন ॥২৪

আধ্যাই রাজসের সাত্ত্বিক যাজনাদি; প্রায়ঃ যাজ্ঞক রাজসিক হয় বলা হইল; মুখলাভাদি মুখলপূর্ণ স্থানকে তামসিক যাজনস্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ॥২৫

বিদ্যাসাত্ত্বিকসূত্র কর্মের কর্তা সাত্ত্বিক, ফলাভিসন্ধি পূর্বক কর্মকর্তা রাজসিক এবং হিংসাদিক বিবেকবর্জিত কর্তাকে তামস-মাত্রে অভিহিত করা হয়; কিন্তু যাঁহারা অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী কর্তাদিগের অতিরিক্ত হইয়া থাকেন ॥২৬

অধ্যাত্মশাস্ত্রবিষয়ক বিশ্বাসকে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, কর্মবিষয়ক বিশ্বাস রাজসী শ্রদ্ধা এবং অধিকারাদি অনর্থ-কর্মে বিশ্বাসের নাম তামসী শ্রদ্ধা। ভগবদারাধনার্থ বিশ্বাস কিন্তু ত্রিগুণাতীত শ্রদ্ধা নামে

পবিত্র হিতকর এবং অনায়াস-লভ্য ভোজন-সামগ্রীকে সাত্ত্বিক ভোজনমধ্যে অভিহিত করা যায়; কেবল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বিবেচনায় যে দ্রব্য সামগ্রী ভোজন করা হয়, তাহাকে রাজসিক আখ্যা বলে এবং যে সকল কুৎসিত অপবিত্র সামগ্রী ভোজন করিলে অসুখের ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তাহাকে তামসিক ভোজন বলিয়া অভিমত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ॥২৮

আত্মাতৃপ্তিজনে যে তৃপ্তির উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে; বিষয়সম্ভোগে উৎপন্ন তৃপ্তিকে রাজসিক এবং মোহ বা দীনভাব হইতে সমুৎপন্ন সুখ তামসিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরচিন্তায় যে সুখ সমুৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্যের কোন সম্বন্ধ নাই ॥২৯

সর্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তবৃত্তয়ঃ।
বুদ্ধেঃ শ্রদ্ধামুষাঙ্গাণ বুধ্যা যে পুরুষং পরং ॥৯৭

এতাং সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য ভক্ত্যাবস্ত্রাপয় প্রভুম্ ॥৯৮

উদ্ধব উবাচ

সংশয়োঽস্ত্যমতির্যোঽয়ং ত্বয়োক্তো যোগমাত্মনঃ।
নৈতাবতা ভগবতো নিষ্ঠাং বিদ্মঃ সুরেশ্বর ॥৯৯

ত্রিবিধা ভারতী বীর যথাস্মাসু বিভাবরি।
তাসাং কতমা মে নিষ্ঠা কথং বা সেতরে বিদুঃ ॥১০০

শ্রীভগবানুবাচ

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণেয়ং মদনুগ্রহাৎ।
কৃতা পুরুষসারূপ্যং বিভ্রদ্ধর্মমতীন্দ্রিয়ম্ ॥১০১

ত্রিবিধা ভারতী বীর তিস্রো বৃত্তীরনুব্রতা।
তামসী রাজসী চেতি সাত্ত্বিতী চ যদৃত্তমঃ ॥১০২

যদা মনো হৃহংকার-লিঙ্গদেহাশয়াকৃতি।
কৃতবিদ্যং প্রকৃতিজা হ্যজ্ঞানগ্রন্থয়স্ত্বয়ি ॥১০৩

তমোমাত্রা বিনির্মুক্তং স্বরূপস্থমনাবৃতম্।
কেবলং নির্গুণং সাক্ষাদাত্মভক্তিং প্রচক্ষতে ॥১০৪

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্ বিদ্বানপ্রমত্তো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমস্কাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥১০৫

ইদম্ পদ্যানুকৃতি দোষো বহুশ্রুতাদি, তদ্ধ সাত্ত্বিকং ভবতি, তাদৃশ (তদা উদ্ধবো ভবেৎ সত্ত্ব ইত্যাদিনা যা বর্ণিতা) ভাব সাত্ত্বিকং বৈকল্পিক ভাবম্। তদ্ধ মনঃপ্রবৃত্তি। তাদৃশঃ সাত্ত্বিকো ভবতি, তদ্ধ সাত্ত্বিকী অবস্থাবৃত্তী : অথবা তাদৃশভাবপরঃ ইতি, আকৃতিঃ (উপলক্ষণে বর্ণাদি উপলক্ষিতা দেহাদিশ্চ), যিনি বর্ণাদিঃ, এবং লক্ষঃ অর্থো যস্য তাদৃশো বিগ্রহাদিঃ। বিশ্বনাথঃ এবং হি ৮০

যে পুরুষাঃ। (চতুর্থা) বুদ্ধেঃ (বোধেন) জ্ঞাত্বা, বুধ্যা অনুমানেন চ সাক্ষাৎ এব পুরুষাব্যক্তবৃত্তীঃ। (পুরুষস্যাব্যক্তস্য বিবিধা বর্তিতঃ) ভাবাঃ সর্বেঃ ভাবাঃ গুণময়াঃ ভবন্তি। এবং ৮৭

এইরূপে ত্রিগুণ, বেদ, যজ্ঞ, আশ্রম, আশ্রম ধর্ম, কর্তা, দ্রব্য, অবস্থা, আকৃতি অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাদির উদ্ভবাদি বা বর্ণাদি প্রাপ্তির বিষয় জীবসম্বন্ধে যে কোন পদার্থ বা ভাবের ব্যাপার বর্ণন করিলাম, সকলই গুণত্রয়ের অধীন এবং জীবের পক্ষে সংসারবন্ধন হেতু মাত্র ৯০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! এতদ্ব্যতীত প্রকৃতি এবং পুরুষে অবিদ্যের যে কোন ভাব বা পদার্থ তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা যায়, শুনা যায় বা বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করা যায়, সে সমস্তই জ্ঞানদ্বারা আমারই স্বরূপ বলিয়াই অবধারণ করিতে হইবে ৯৭

হে উদ্ধব! পুরুষের জন্মকর্মসম্ভূত যাবতীয় সংসারপথই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি বিশেষ নিষ্ঠার সহিতনিজের জ্ঞান-জাত যাবতীয় সংসারিসম্বন্ধকে ধীর বিবেকের দ্বারা

তত্ত্বা তামসকর্মবিষয়া: ভবন্তি: তাদৃশভাবপরিবেষ্টিতা, যে লৌহা। যেন জীবেন ইমে নির্জিতাঃ তত্ত্বা নির্জিতাঃ, তং তত্ত্বিজ্ঞানায় মহাত্মানং: সন্ গুরুং ভগবান উপাসনয় সেবেতি তাৎপর্য ৯৮

সঙ্গং ছিন্ধি মনোব্যাসঙ্গক্ষয়ে পরম্।
সম্পদ্যতে ততঃ পূর্ণো মদ্ভক্তো বিগতস্পৃহঃ॥৩৩
জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ সুহৃত্তম।
জ্ঞানং ব্রহ্মণি পূর্ণং মে যদিহোদ্ধবকথ্যতে॥৩৪

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৫

সঙ্গং ছিন্ধি মনোব্যাসঙ্গক্ষয়ে পরম্ ইত্যাদিনা তত্ত্বা পারমহংস্যং ফলমুক্ত্বা তদ্ভক্তস্য বিগতস্পৃহস্য বিদুষো ফলমাহ সম্পদ্যতে ইতি॥৩৩

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত ইত্যাদিনা তত্ত্বা আত্মবন্তমুদ্ধবং (আত্মনঃ বিদ্ধি অয়ং সখেতি আত্মবাঃ যেন তৈঃ) আহ॥ ৪ নির্মুক্তঃ

ইতি শ্রীমদেকনাথবিরচিতায়াং একাদশস্য পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

উদ্ধবসম্বাদের সমাপ্তি প্রযুক্ত প্রথমে আত্মচিত্ত যোগীর ব্রহ্মের সাযুজ্যের ক্রিয়াও বিলয় হইয়া যায়; তখন জীবোপাধি বিলয়হেতুর পরিত্যাগে শুদ্ধস্বরূপ হইতে বিমুক্ত জীব তত্ত্বজ্ঞানকে আত্মাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৫৫

এই প্রকারে বিজ্ঞের হইতে বিমুক্ত জীব বিজ্ঞাত বাসনার মূলক হইতে বিমুক্তি লাভ করিলে, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মস্বরূপেই বিমুক্তি লাভ করেন। তৎকালে বাসিতের বিষয়সমূহ এবং অন্তরের সংস্কারজাল আর তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না; তিনি সংসার স্রোতের পরপারে উপনীত হয়েন॥৫৬

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতসংহিতায় পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদেকনাথবিরচিত-কৃত পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[ঐলোপাখ্যানম্।]

শ্রীভগবানুবাচ

আত্মবন্তং পারমহংস্যলক্ষণায়াং সমুপৈতি যম্॥১

ব্রহ্মকর্মবিদং প্রাহুঃ পরং ধর্মবিদং তথা॥

অন্বয়

শ্রীভগবান্ উবাচ। আত্মবন্তং (আত্মবন্তং সংহরতা পরমহংসেন যেন তম্) ইব সাক্ষাৎ সখায়ং পরং ব্রহ্মকর্মবিদং প্রাহুঃ, তথা পরং ধর্মবিদং [প্রাহুঃ]

অন্বয়ার্থ

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ কহিলেন; আত্মবন্তং = আত্মবান্ (আত্মাই এই বিশ্বরূপে বিদ্যমান) পরমহংস্যম্ = পরমহংসের আশ্রমকে যম = যাহাকে

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[ঐল উপাখ্যান।]

উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে উদ্ধব! যতীর পরমহংসস্বরূপ উদ্ধবের যে সহজলক্ষণের সাহায্যে লক্ষিত হইতে পারে, সেই সাধনের প্রাপ্ত হইয়া যে জন ভক্তি ও জ্ঞান-সহকারে সেই বিজ্ঞানস্বরূপ সর্বাত্মধারী পরমাত্মাকে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন, তিনি সেই পরমাত্মস্বরূপকেই

তপস্বী যাচমানায়াং বন্ধুকো জাতবিষ্ঠয়া।
তপস্ত্বং যাচমানায়ৈ দুহিত্রে নেষ্যতে ন কঃ।
দর্শয়ন্নোহপি ন পুনাদ্ দুহিত্রে দুহিতৃবৎসলঃ।
নমং ন হ্যর্থিনমতাং শিষ্যোবহৃপ্রাং হরিঃ।
তস্মাদুপকৃতেনেহ পক্ষ্যাহাদুপাদদে।

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথাগায়ত বুহস্পুবাঃ
উর্বশীবিরহাদুন্মদ্ বিবিঃ শোকপরিপ্লুতঃ।
ত্যক্ত্বাস্থানং ব্রজন্তীং তাং ঘোর উপরতং পুনঃ।
বিলপ্যবনমাজগ্রে ঘোরে নিরয়ণীতি বিদুঃ।
কাম্যবন্ধুরোহনুদ্ধুন্ দুহিতাং দুর্যথাবিলঃ।
ন বেদ মোহবিস্তীর্ণস্তমঃপারবৃতেক্ষণঃ।

নমস্ত্ব পরাজিতি ॥

তপস্বী যাচমানায়াং ঔপাধিকৃতা প্রজায়াং বিদুষঃ, তপস্ত্ব যোগাধিষ্ঠানম্ তপঃ যাচমানায়ৈ প্রার্থিতবতে দুহিত্রে অনবদ্যায়ৈ অপত্যায় ন নেষ্যতে ন প্রাপয়তি। [বন্ধুঃ আত্মা অবিদ্যাবিলীনো যেষাং] ন দুহিতরং আত্মানং ন জানাতি ॥

নিয়োগেন্দ্রাম্ (নিয়োগে ভবতি যে তে নিয়োগেন্দ্রাঃ তেষাম্) অনন্তরং নত্বা কৃতিং তদাশিষং অপি ন দুহ্যন্, [তথা এবজাতি] তত্র অনন্তঃ অন্তরঃ অন্তরস্থো জন্ম অন্তরাত্মাবরং (অন্তম্ অন্তরস্থতি যোহন্তরাত্মা) আত্ম যেন তমসি নাশে পততি ॥

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথাগায়ত বুহস্পুবাঃ
উর্বশীবিরহাদুন্মদ্ বিবিঃ শোকপরিপ্লুতঃ ॥৪
ত্যক্ত্বাস্থানং ব্রজন্তীং তাং ঘোর উপরতং পুনঃ।
বিলপ্যবনমাজগ্রে ঘোরে নিরয়ণীতি বিদুঃ ॥৫
কাম্যবন্ধুরোহনুদ্ধুন্ দুহিতাং দুর্যথাবিলঃ।
ন বেদ মোহবিস্তীর্ণস্তমঃপারবৃতেক্ষণঃ ॥৬

বুহস্পুবাঃ বিদুষীতি, সম্রাড়ি প্রজাপালনী ঐলঃ পুরুরবা উর্বশিবিরহাদ্ দুহ্যন্ দুহ্যতঃ পুনঃ শোকপরিপ্লুতঃ শোকাকুলঃ বিবিঃ বিবেকী সন্ ইমাং গাথাং অগায়ত ॥৪

(পরোক্ষাম্) আত্মনো ভাবঃ) প্রকৃতীঃ ত্যক্ত্বা উর্বশি বিরহেণ বাতুলঃ উন্মত্তবৎ সন্ দুহ্যন্ দুঃখী ত্রে ধাবে। যে ঘোরে তমসে। বিঃ। [৬৪।] ইতি বিদন্তু অবগচ্ছন্তি ॥৫

উরুণা আকৃষ্টচেতসঃ (আকৃষ্টো চেতসা বিবেকঃ যস্য সঃ) ঐলস্য তস্য সহ দুহ্যন্ দুহ্যন্ অপি তমসা অন্ধেন দুহ্যন্ সেবমানঃ অপি অন্তঃ অন্তরাত্মনঃ [স্বরূপং বাসিনো ন জানাতি] গাথাং অগায়তাং আত্মনঃ আত্মবিদো ঋষেঃ বো বেদ ॥৬

আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥

জীবের ঔপাধিক গুণময়ী মায়ার দুরত্যয় হইতে তিনি বিমুক্ত লাভ করেন এবং যোগীর প্রাকৃতিক উপপ্লবে বিলুপ্তমান অবিদ্যাও জীবন্মুক্ত পুরুষগণের অনুষ্ঠানে দুরত্যয় প্রাকৃতিক কার্যকারণে যাহাতে আত্ম বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন; সুতরাং আত্মাবিষয়ক যাবতীয় ঘোর অন্ধে তিনি আসক্ত হন না ॥

নিয়োগের-পরাধীন অন্য ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধে কথা কথায় বিবেক নষ্ট! আমার আত্মজ হই বা দৌহিত্র কথা দূরে থাকুক, আত্মা একজন অন্য দেহের সহ করিলেও অবিবিক্ত পথে বিপথে অন্ধের ন্যায় অন্ধকারময় ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ নরকাদিতে নিপতিত হইতে হয় ॥

বিপুলকীর্তি রাজর্ষিপ্রবর পুরুরবা উর্বশীর বিরহে মোহিতপ্রায় হইলেন; পরে উক্ত অপরাধে পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার ঘোর নিরয়ণ হইল; যখন তিনি শোকাপন্নমনে ধাবমান হইয়া, বিরহকাতরা হৃদয় ও সন্তোষে অঞ্জলি বদ্ধ করে নিম্নলিখিত বিবেকপূর্ণ উক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥

উর্বশী যখন মহারাজ ঐলকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে হইতে যাত্রোদ্যোগ পূর্বক প্রস্থান করিতেছিলেন, তখন উর্বশীর বিরহে পুরুরবা বিকল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উন্মত্তবেশে, "হে পত্নি! হে ভদ্রে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিও না! দাঁড়াও! দাঁড়াও!" এই বলিয়া বিলাপ করত উর্বশীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন ॥

পরে স্বর্গলোকে উর্বশীর পুনরায় বিলম্ব ঘটিলে, মহারাজ ঐল মহাকাল সমক্ষে উপস্থিত হইলেও অবশ্য চিত্ত শান্ত হয় নাই। উর্বশীর প্রেমে রাজার চিত্ত এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে,

ঐল উবাচ।

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
যেনোর্ব্বশীকৃতশ্চাহং নাদুষ্টা ইব যে স্ত্রিয়ঃ ॥৭
ধিগ্‌ মোক্ষবিনিষ্কর্ত্রীঃ সুদুষ্টা যাদুশাদিভোঽপ্যহম্‌।
দুষ্টিভ্য পর্ব্বসুখনাঃ পরাহানি কথান্নুত ॥৮
অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিদাত্মকঃ।
ত্রয়ীসমুদ্রকল্পস্য মহত্বেদমিথাত্মনঃ ॥৯

দশাধিকশতবর্ষাণ্যনু হিত্বা কৃপণবৎ বনম্‌।
যান্তীং স্ত্রিয়ং তামমনং নগ্ন ঐরবমব্‌ ক্রমম্‌ ॥১০

কৃপণস্যানুমন্যেত কোন্য ঐরবমে যথা।
যোঽনন্তঃ স্ত্রিয়ং যান্তীং গণয়ং পাশবন্ধিনীম্‌ ॥১১

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্‌ ॥১২

ঐল উবাচ। কামকশ্মলচেতসঃ (কামেন কশ্মলং চুষ্টিতং চেতঃ যস্য তস্য) মে মোহবিস্তারঃ অহো। অবিবেকঃ। যতঃ যেন উর্ব্বশী কৃতশ্চ বশীকৃতশ্চ তথা ইবে আদুষ্টা অবাধ্যাঃ ন স্ত্রিয়ঃ ॥৭

অতঃ ঐরব দুষ্টিভ্যঃ দোষেভ্যঃ অথা অতিনিষ্কৃতঃ অতএব, অতঃ দুষ্টিভ্যঃ যা পরাঃ ইতি যে ন যে। তথা পর্ব্বসুখনাঃ পর্ব্বসুখানাং সম্ভোগে অহানি ঐরব ন যে ॥৮

আত্মা। যে মম আত্মসম্মোহঃ যেন যেনৈব কারণেন নিমগ্নঃ (কারণেন বিবশঃ সর্ব্বথাবশঃ) ত্রয়ীসমুদ্র ত্রয়ীরূপঃ অনি অহং যোষিৎ স্ত্রীরূপঃ যস্যঃ ঐ আত্মা তস্য ॥৯

দশাধিকেতি বাক্যাধিকেন, ঐরব রাজচক্রবর্ত্তিনং, যান্তীং যং তুল্য ঐ যান্তীং যান্তীং অপি স্ত্রিয়ং অন্য ঐরবমে বনং তথা এব ক্রমং যথাবৎ ॥১০

কৃপণস্য পাশবন্ধিনঃ (পাশেন বিদ্ধস্য) যা অন্য কথা স্যাৎ, যান্তীং স্ত্রিয়ং অনুমন্যেত, তত্র যে অনন্তঃ যাবান্, তেন পরিচ্ছেদেন, ঐরব অনন্তাধিকং যা তুল্য এব ন্যাৎ ॥১১

যে যথা: শ্রীতিঃ হৃতা, তত্র বিদ্যা কোন্তোপায়েন কিং ? তথাঃ ঐ শ্রোত্রিয়ত্বপ্রকাশেন কিং ? ত্যাগেন যজ্ঞেন, শ্রুতেন যজ্ঞাদিপরিচয়েন বা কিং ? বিবিক্তেন একান্তবাসেন, মৌনেন বা কিং তস্য স্যাৎ ॥১২

আমি মুগ্ধ ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত ছিলাম এবং কত যে সংবৎসর আসিল ও অতিবাহিত হইল, তিনি তাহার কোন সংখ্যাই রাখেন নাই; নিমিষের ন্যায় আমাদেরই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥৬

পরে বিবেকের উদয়ে তিনি মনে মনে আপনাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, অহো! কামকলুষিত-চিত্ত বিবেকান্ধ আমার কিরূপ অনির্ব্বচনীয় মোহেরই বিস্তার হইয়াছিল! আমি সেই পর্ব্বসম্ভোগ করিয়া দুর্ব্বহ জীবনের এক অধিকভাগ অজ্ঞাতের ন্যায় নিরর্থক অতিবাহিত করিয়াছি ॥৭

উর্ব্বশীর প্রেমে আমি একই মোহিত ছিলাম যে, বিধাতা উহার সৃষ্টিকালে কি না এবং অন্য রমণীরা কি না,—এ বিষয়ের অবসর ছিলাম না। এই প্রকারে যত দিবস এবং কত সংবৎসর যে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংখ্যাই আমি রাখি নাই ॥৮

অহো! আমার কি ভীষণ আত্মভ্রমই উপস্থিত হইয়াছে! এই মোহের প্রভাবে আমি রাজচক্রবর্ত্তীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে সার্ব্বভৌমরূপে প্রথিত হইয়াও, তাহিনীর ক্রীড়াপ্রদ একটী যাবরূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছি ॥৯

রাজোপযোগী সহিত বর্তমান রাজচক্রবর্ত্তী তাহাকে কৃপণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া, আমি মোহন করিতে করিতে উহাদের ন্যায় উর্ব্বশীদেশে একটী তাহিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছি ॥১০

পর্ব্বতীর অনুসরণে পাশবদ্ধিত পর্ব্বতের ন্যায় উর্ব্বশী কর্ত্তৃক বিমুগ্ধ হইয়াও আমি তাহার পশ্চাদ্ধাবনে যখন বিরত হই নাই, তখন আমার

মার্গস্থাকোবিদং বিষ্ণুং ধ্যাং দূর্বং পতিতমাশ্রিতম্।
মোহয়ন্তীমহং প্রাপ্য স্ত্রীবিগ্রহ-ধরমচ্যুতঃ ॥১০
সেবন্তো দর্শয়ামাস যে ঈশস্য অবরোধনম্।
ন কুপ্যত্যাত্মদূ কামো যদ্বিহ্বাহ্বিজিতেন্দ্রিয়া ॥১৪
মুক্তলজ্জাপত্রপঃ চিত্রং যো অজো মোচিতুং কথ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবদ্ধর্মোক্ষণম্ ॥১৫

যোষিত্তাপি দেব্যা যে মুক্তপাদেন মূর্ধনি।
অনোপদো যথাযোহো ন পরাত্মজিহাসুনঃ ॥১৬
কিমেতন্না মোহকরং বন্ধা বা সর্পচেতসঃ।
ব্রহ্মাদ্যঃ যত্তপাবিদ্ধো মোহয়ং বলিমেত্রিয়ঃ ॥১৭
কাম ক্রোধঃ কাম লৌল্যত্যাত্মকোত্তচিঃ।
ক তপাঃ লৌমনস্যাদ্যা ক্ষয়ান্যোহবিদ্যা কৃতঃ ॥১৮

ঈশস্য প্রভো অপি যোগেশ্বর যা অন্য স্ত্রীণি বিদ্যা বিবরণপূর্বকং দর্শয়ন্তঃ তং, মার্গং প্রেরং অকোবিদং অজ্ঞানান্ধং, পতিতমাশ্রিতং দূর্বং মাং বিদ্ধি ॥৯

আত্মবিদিঃ যদ্বিং যা ন পাদ্যতি প্রভুত্ব লভতে, তথা ঈশস্য অবরোধনং পতিপুত্রং সেবন্তঃ সেবমানাঃ যে যং আত্মনা মদ্বিধিঃ তথা ন কুপ্যতি ॥১০

মুক্তলজ্জাপত্রপঃ চিত্রং যোচিতুং মোহয়িতুং আত্মারামেশ্বরং জগবন্তং অজে বিনা ক্ষঃ অন্য অজঃ তথা সমর্থঃ ॥১৫

যোষিত্তা ঈশ্বরাঃ, ("পুংলিঙ্গে যা দুর্গা" ইত্যাদিনা) মুক্তপাদেন অবার্গপ্রকাশ যোষিত্তা অঙ্গিতাদেন মুক্তাঃ যে যং মনোপদঃ মনোযোগঃ ন অপযাতি ॥১৬

যঃ যথা ব্রহ্মাদ্যাবিদ্ধঃ ব্রহ্মাদ্যঃ সুপ্তা তত্ত্ব দর্শনকর্তা বিদ্ধশ্চাপি বন্ধা দর্শনকর্তা বিদ্ধ অপি ন অপরাধ্যতি, তথা যং যস্যাং যঃ অন্যঃ অবিদ্ধশ্চিত্তঃ ব্রহ্মাদ্যাবিদ্ধঃ ব্রহ্মাদ্যঃ তথাবিধং তথা ঈশ্বরা বিদ্ধ অপরাধ্যতি ? ন বিদ্ধিশ্চিত্তঃ ॥১৭

ক্রোধস্য অতিশয়িতঃ, লৌল্যত্যাত্মকঃ অতিচঞ্চলবিশিষ্টঃ, অতএবঃ (বিদ্যা) তথা চ। অবিদ্ধ লৌমনস্যাদ্যাঃ (সুখলাভ সুপ্রসাদাদিঃ যত্ন-তপঃ-লৌমনস্যাদ্যাঃ তথা চ ক) অথা কি বিশিষ্টং অবিদ্যা চ্ছঃ অবশেষঃ আবোপঃ তথ সর্বঃ ॥১৮

মায়াস্য, মোক্ষঃ বা তথাবের ঈশঃ প্রভুঃ করিবার সামর্থ্য কোথায় ॥১১

যে ব্যক্তির মন মায়াময় কামিনী কর্তৃক অভিভূত হয়, তাহার পক্ষে মোহজাল আত্মাবলম্বী, ঈশ্বরাশ্রিত ভোগলালসে তপস্যা, দান, অধ্যয়ন, বিদ্যা-দান বা মৌনাদি ব্রতের অবলম্বনে কি ফল লাভের হইতে পারে ॥১২

এই সংসারে সর্বোপরি প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াও ব্রহ্মা যখন আদি মত বা অন্যের ন্যায় নারীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াও বন্দীভূত হইয়াছি, তখন প্রভুর মোহোদ্দীপক অনন্তিক পরিত্রাতিমানী আমার ন্যায় দুর্বৃদ্ধি কিং ॥১৩

মুক্তসঙ্গ অনন্ত পুরুষের আশ্রিতের যেমন অভ্যাস করে উপলব্ধি-যোগ হয় না, বরং উচ্ছিষ্টের পরিবর্তিতই হইয়া থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বরীর অবশেষ-সুধা ভক্তসঙ্গের বলের পান করিয়াও আমার মনসিজ কাম বিদূরিত না হইয়া বরং উচ্ছিষ্টের বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে ॥১৪

পুণ্ডলী (যোষা) কর্তৃক অপহৃত মনীয় চিত্তকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সেই আত্মারামময়ের ঈশ্বর ভগবান্ অযোক্ষজ ব্যতীত অন্য কাহারও সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না ॥১৫

কি আশ্চর্য্য ! দেবী ঈশানী বিবিধ যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমাকে প্রবোধিত করিলেও আমি এতই বিমোহ ও অবিদ্বান্-প্রকৃতি যে, আমার অন্যোপদ মহামোহ বিদূরিত হয় নাই ॥১৬

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার ন্যায় আত্মজ্ঞান-দর্শনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এই ঈশ্বরীর দ্বারা কোন বিস্ময় অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। কারণ সর্বজ্ঞনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র দর্শনে তাহাতে সর্পের আরোপ করত ভীত ও পরাজিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন রজ্জুর উপর আরোপ করা অবিবেক, সেইরূপ আমি নিজে আত্মজ্ঞান-বিহীন অভিচেতনির মতনে ঈশ্বরীর ঈশ্বরকে

পিত্রাঃ কিং বা তু ভার্য্যায়াঃ
স্বামিনোঽন্যস্য বা ধনম্।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো বাকৃতীয়তে ॥১৯
তস্মিন্ ফলেঽবহেলেয়ং কৃমিভির্ন বিভজ্যতে।
অহো দুরন্তঃ পুরুষঃ স্ত্রিয়শ্চ দুরং স্ত্রিয়াঃ ॥২০

ঋক্-যাগ-কবির-গ্রাম্য-মেদো-বজ্রবিদগ্ধকে।
লিঙ্গমূত্রপুরে বসাং কৃমীণাং কিন্নরন্তরম্ ॥২১

অথাপি লোলজন্তূনাং স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষেন্দ্রিয়কৃতোপায়ঃ কুরুতে বাসনা ॥২২

যস্য ভাবঃ কিং পিত্রাঃ বা তু (অবধারণে), ভার্য্যায়াঃ তু (তোকবচনস্য), স্বামিনঃ (ষষ্ঠ্যেকবচনং), অন্যস্য বা (আত্মনঃ ষষ্ঠ্যন্তবিশেষণং), ধনম্ (ভবতীতি), কিম্ আত্মনঃ (ষষ্ঠ্যন্তস্য তোকবিশেষণং), সুহৃদাং (ভবতীতি) ইতি এবং যঃ ন অবধীয়তে নিশ্চীয়তে ॥১৯

তস্মিন্ ফলে অবহেলেয়ং কৃমিভিঃ (কৃমিঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন স্ত্রিয়াং বহুত্বে তস্মিন্) স্ত্রিয়াঃ ফলত্বেন ভোগ্যায়াঃ। পুরুষস্য দুরন্তত্বং, স্ত্রিয়াঃ দুরত্বং (তু বিশেষে তস্মিন্ তথানুভবে)

সেই ব্যক্তিই এই নিকৃষ্ট কৃমি, বিষ্ঠা বা কষ্ট-পরিণামী কামিনীর কলেবরে মজে। কি দুঃখের নাস্তিকাবিশিষ্ট দুরন্ত মনোভব নারীর ব্যবহার। বলিয়া মোহ-শাস্ত্রে নিপতিত হয় ॥১৯

ঋক্, যাগ, কবির, গ্রাম্য, মেদ, বস্তি ও বজ্র এই সপ্তধাতুর মিলনে সম্ভূত অথচ বিষ্ঠা ও মূত্রের আধারস্বরূপে বিদ্যমান এই দেহে যখন ধরিয়া যাবৎ যদি নিজের পরিণাম করে, তবে বিষ্ঠাভোজী কৃমির সহিত তাহার পার্থক্য কি? উভয় সম্বন্ধে মানব ও কৃমি উভয়ের প্রকৃতি ও ভোজ্যকে তুল্যরূপেই গ্রহণ করা যায় ॥২১

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের বিলয় না হইলে জীবের মন কখন পূর্ণ বা উপেক্ষিত হয় না। যে কোন উপেক্ষণা মনোমধ্যে উদয় হয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের সম্বন্ধনাই তাহার প্রধান কারণ; অতএব বিবেকিজনের সঙ্গে কামিনী-সহবাস বিশেষতঃ স্ত্রৈণ অর্থাৎ স্ত্রীজিত কামুক পুরুষের সংসর্গ ত্যাগ করে করা কর্তব্য বটে ॥২২

অনুষ্টুপ্ছন্দসাম্ জপ্যাৎ তাব উপলব্ধয়ে।
অপ্রমত্তঃ প্রাণান্ যম্যতি ত্রিভিঃ ষট্ ॥২০
ওঙ্কারং পঞ্চ মাং কর্ণৌ দ্বৌ ত্রীণ্যেষ্ চ নেত্রয়োঃ।
বিসর্গং চাপ্যধিশিরঃ ষড়্ বর্ণাঃ বিদ্ম যাতৃনাম্ ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রসাদ্য বৃষণেবরেণঃ
স উর্বীলোকমথো বিহায়।

আত্মানমাত্মস্থমসৌ যজেত
উপাসনং ব্রাহ্মবিমুক্তয়ে যঃ ॥২৫
যমো দুরন্তস্বভাবো নাস্তি যস্যেহ কশ্চন।
নত্ত এবাত্ম বিদ্বত্তি অনাদ্যাপ্যন্তযুক্তিভিঃ ॥২৬

সন্তোঽনপেক্ষা মচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥২৭

অনুষ্টুপ্ অক্ষরাং ৪ অক্ষরে পদার্থে যাহা যজ্ঞকর্তৃঃ ৪ উপলব্ধয়ে ৪ যজ্ঞ প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াদি, বিষয়ম্ অপ্রমত্তঃ সুস্থঃ সন্ন বিক্ষিপ্ত সংযমতি ॥২০

ওঙ্কার ইন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়বর্ণাঃ) দ্বৌ দ্বৌ নেত্রয়োঃ ৪ পঞ্চ ৪ ওষ্ঠয়ঃ। বষট্কারঃ (পঞ্চমাক্ষরস্থিতাঃ এবং ষট্) বিসর্গঃ ৪ অপি অধিশিরঃ (মস্তকে ইতি ৪ বিগ্রহোক্তেঃ) যাতৃনাম্ অধিদেবিকান্ ৪ বিগ্রহোঃ ইতি বিদ্ম জানীমঃ ॥২১

শ্রীভগবান্ উবাচ। বৃষণেবরেণঃ (কৃপয়া দেবেন ৪ শঙ্করেণেতি যাবৎ) সং সুষ্ঠুবাং এবং প্রসাদ্য উপদেশেন বিষয় তত্ত্ব আনীয়, অথ অনন্তর্ম্ আত্মনি এব আত্মানং পরমাত্মানং যাহ্ অথবা ৪ (তেন) ব্রাহ্মবিমুক্তয়ে ব্রহ্মণি ভবা ব্রাহ্মী বিমুক্তিঃ (জ্ঞানেন বিমুক্তিঃ মোক্ষঃ যস্য স বিমুক্তেরাত্মিকা স্বরূপং) উপাসনং (ধ্যানমূলকা ভক্তিং) ॥২৫

যমঃ যমরাজঃ দুরন্তঃ নৈসর্গিকা দুর্নিবার্ যস্য সন্তি সন্তঃ। যমঃ যমরাজঃ এব যস্য যমরাজস্বরূপঃ (যমস্য ব্যাপকং বিশ্বম্ আত্মনি) ইত্যাদিঃ উপায়সম্পন্নস্য স্থিতিঃ ॥২৬

সন্তঃ যে অনপেক্ষাঃ বিষয়াভিলাষরহিতাঃ, মচ্চিত্তাঃ (যদি সর্বাবস্থাসমূহ নিজ মোক্ষে যে), প্রশান্তাঃ কাম-ক্রোধাদিরহিতাঃ, সমদর্শিনঃ, বিষয়াঃ বিষয়জাতাঃ অভিমান-শূন্যাঃ, নির্মমাঃ দেহাদিবিষয়রহিতাঃ নিষ্পরিগ্রহাঃ বিষয়রাহিত্যে ৪ ॥২৭

অধিবেদ ॥২৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন উদ্ধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুব্রতশ্রেষ্ঠ! মহাদেবশিষ্যাবধি মহারাজ ঐল এই প্রকার মনোনিষ্ঠ ভাবসমূহ প্রকাশ করিয়া, ঐশ্বর্য্যময় সংসার পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বকীয় হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান হইয়া পরমাত্মভাবের চিন্তনে পরমজ্ঞান লাভ করিলেন; তাঁহারা সংসারবন্ধন বিমুক্তির হইল এবং জন্ম-মরণরূপ সংসারস্রোত হইতে তিনি বিমুক্তি লাভ করিলেন ॥২৫

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুজনের সঙ্গ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ সাধুগণ বিবিধ উপদেশের দ্বারা সংসারী জীবের অজ্ঞানতা ও মনের সংকীর্ণতা অপসারিত করিয়া থাকেন ॥২৬

কেন্ বিত্তং ত্বয়াপ্তেন মহাভাগেন্ বৎকৃতম্।
সন্তর্পিতা হি তা নূনং সুরতাং প্রপুরস্ক্রিয়াম্ ॥৮৮

তা যে পৃচ্ছন্তি গার্হন্তি ভক্তুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
বৎপরাঃ প্রত্যবায়াদ্ভ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ধ্রুবি ॥৮৯

ভক্তিং সন্তরতঃ সাধো কিমন্যদবশিষ্যতে।
অন্যত্রস্তগুণে ব্রহ্মণ্যনন্যাসুরধাত্মনি ॥৯০

যে মহাভাগ! কেন্ আপনাকর্তৃক সাধুর আদরের বিষয় সম্পাদিত হইয়াছে। তত্ত্ব তথা: সুরতাম্ আপনার সুরতাং, সুরতা অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তি বিনষ্টকারিণী।৮৮

আদৃতাঃ যদি আপনকর্তৃক অথবা প্রত্যবায়াঃ অনর্থাৎ যে তাঃ তথাঃ পৃচ্ছন্তি, গার্হন্তি, অনুমোদন্তি চ, তে যদি ধ্রুবি ভক্তিং বিন্দন্তি।৮৯

অন্যত্রস্তগুণে, অন্যত্র তথা: পতিতা: যত্র ইতি। আপনকর্তৃক ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের পর, ধর্ম সম্পাদনের যদি ভক্তিং সন্তরতঃ সাধোঃ কিম্ অন্যৎ তথা অবশিষ্যতে। যদি তু সর্বং সম্পন্ন এব।৯০

সাধুগণ সংসারে কিছুরই প্রত্যাশা রাখেন না; তাঁহারা ভগবানে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক শান্তচিত্তে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহারা আপনাকে শত্রু বা মিত্র বলিয়া মনে করেন না: সুতরাং সর্বত্র সমভাবে দৃষ্টি করা আপনারও সম্ভবপর বিসর্জনে সর্বপ্রকারে তথা হইতে নিষ্পৃহ হইয়া যান করেন। সাধুর হৃদয়ে পুত্র কলত্রাদির উপরে স্নেহ আর তখন স্থান পায় না।৮৭

যে মহাভাগ! যাদৃশ মহাভাগ্যবান্ সাধু পুরুষদের সন্নিধানে সহজে সীলাকথা বিস্তার আলোচিত হইয়া থাকে। যাদৃশ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মধুর সীলাকথা শ্রবণ করিলে, পাপ হইতে অবশ্যম্ভাবে নিষ্কৃতি লাভ করেন।৮৮

যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল সীলাকথা শ্রবণ করেন,

অথোপশ্রুতসাধূনাং ভগবদ্ভক্তিবর্ধনম্।
শোকমোহভয়ক্ষীণং সত্ত্বকল্যাণসন্ততম্ ॥৯১
নিষ্কঞ্চনস্যভক্তস্য যোগে নারায়ণাত্মনি।
সর্বা জগদ্বিধাঃ পাত্রা নৌর্যুঢ়েবার্ণবপ্লবম্ ॥৯২
অন্তং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাক্
বিভ্যতোঽনঘম্ ॥৯৩

ভগবদ্ভক্তি বর্ধনম্ যদি ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির তথা ধীর: তথা তথা আপনি সম্ভবতি, তথা সাধুসংসর্গেন: তথা আপনার-সংসার-তথা সম্ভবতি ঈশ্বরে।৯১

যত্ন অকিঞ্চন তথা দৃঢ় যো: ঈশ্বরে সাধক, তথা যোগে তথায়ো নিষ্কঞ্চনস্যভক্তস্য ঈশ্বরো যোগী পরমেশ্বরে সাধকে সাধুর: প্রতিনিয়ত সঙ্গে এবং পরমাত্মার পরমাত্মায়।৯২

তিন অন্ত তথা প্রাণিনা প্রাণ: জীবন্, আর্তানাং দীর্ঘিতানাং তথা অন্ত পরং পরং বিতরক:, তথা চ যোগ পরমেশ্বর তথায় এব দৃঢ়: 'ধর্ম', তথা অর্থাৎ সংসারবন্ধনাৎ বিভ্যতঃ ভূমা সন্ত: এব আপনি তথা:।৯৩

তাঁহার ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শান্তচিত্তে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহারা আপনাকে শত্রু বা মিত্র বলিয়া মনে করেন না: সুতরাং সর্বত্র সমভাবে দৃষ্টি করা আপনারও সম্ভবপর বিসর্জনে সর্বপ্রকারে তথা হইতে নিষ্পৃহ হইয়া যান করেন। সাধুর হৃদয়ে পুত্র কলত্রাদির উপরে স্নেহ আর তখন স্থান পায় না।৮৭

ভগবানের সামর্থ্য অনন্ত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বকালাতীত এবং পরমানন্দ-রসের চরম বিগ্রহ। সুতরাং যাদৃশ ভগবানে যদি জীবের ভক্তিলাভ হয়, তবে আর তাহার অন্য কি লাভের অবশিষ্ট থাকে।৮৮

যেমন ভগবান্ প্রলয়কালের আরম্ভে নীর, অন্ধকার ও জন্তুদির ভয়ের কোন আশঙ্কা থাকে না, সেইরূপ সাধুদের আশ্রয়ে সংসারী জীবের আরাম, নিরুদ্বেগ এবং তাহা সংসার-ভয় আর থাকে না।৯০

প্রলয়ের ব্যক্তির পক্ষে নৌকাই যেমন উত্তম অবলম্বন ও উদ্ধারের উপায়, সেইরূপ এই ঘোর

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥৩৩
বৈতসেনস্যতোঽপোবমুর্বঙ্গা লোকবিশ্রুতঃ।
মৃত্যুমৃত্যুং আত্মবিদ্যামাবাস্যাত্মানমাত্মনি ॥৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

সমুচিতা সমাবর্তিতঃ অর্থো যস্য পরিচিতস্য চক্ষূংষি দিশন্তি, যথা সন্তঃ অমরণধর্মাণি চক্ষূংষি দিশন্তি। যথা সন্তঃ এব দেবতাঃ ইব আরাধ্যাঃ, যথা সন্তঃ ইব অকৃত্রিমাঃ, আত্মাহম্‌ আত্মিরূপোঽহম্‌ ইতি যস্য সন্তঃ অয়ং এব সন্তঃ ইতি সেবতে এব ॥৩৩

বৈতসেনঃ [বীতঃ শ্রীহরিণা বৈতসাং বন্ধা যেন তং

সা বৈতসেনা ভবতু, তস্য পুত্রঃ বৈতসেনঃ পুরঞ্জনঃ) এবমু বিজ্ঞানবলেন ঊর্জিতাঃ লোকবিশ্রুতাঃ (লোকেষু প্রসিদ্ধাঃ অমরণধর্মাণঃ ন ভিন্নাঃ) মৃত্যুমপি মারয়ন্তঃ (মৃত্যু এবমু যান্তি ন ইত্যর্থঃ) ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়স্য শ্রীমদ্ভাগবতপদার্থদীপিকায়াং সমাপ্তঃ ।

সাধারণ-মানুষের নিত্য জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা যতটা সাধুসম্মত পরম আত্মীয় বলিয়া অনুভব করিতে হয়।

আর যেমন প্রাণিবর্গের জীবনযাত্রার প্রথমে ঈশান, পৌরুষি এবং ঈশানাভিধ ব্যক্তিরা একমাত্র ঈশ্বরই অবলম্বনীয় যেমন আছি এবং চরমে পরলোকগত জীবের পক্ষে ঈশ-ভক্তির মতই যেমন প্রথমে সরল, সেইরূপ সংসার ভার জীব মাত্রের পক্ষে সাধুরাই ঈশ্বরই অবলম্বন বলিয়া অনুভব করিতে হইবে ॥৩৩

বিবাহের ইচ্ছা হইয়া বৈদেহ জনকালের বিবাহে যেমন বাহ্য বিষয়ের প্রলোভিত করা লোকদিগকে প্রলোভিত করেন সাধু সেইরূপ প্রলোভিত হইয়া আমার অনুভবের বিবাহে নববিধ জনের

জন সংসারী জীবের জ্ঞান-নেত্রকে অন্ধকার করিয়া রেখে। অতএব ভক্তিমার্গের অনুশীলনকারী সাধু ঈশ্বরাদি দেবতার ন্যায় আরাধনীয়, হিতকারী বন্ধুবর্গের ন্যায় মাননীয়, আত্মার ন্যায় প্রিয়-পাত্র এবং অনুকূল ঈশ্বরের ন্যায় সম্ভজনীয়। প্রতিদানে যেমন দেবতার আবির্ভাব হয়, সাধুর মুখেই আমি সেইরূপ জীবের সন্নিধানে আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥৩৪

মুহ্যমান-জন পুরুষের এই প্রকার বিবেক প্রকাশ করত ঈশ্বরীয় প্রেমপীযূষে জীবন লোক হইতে বিরত হইলেন এবং পরব্রহ্মচিন্তনে পরিনিষ্ঠিত হইয়া অনায়াসলভ্যে এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণপ্রণেতা পারমহংস্যা সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ-কৃত ষড়্‌বিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(সমক্রিয়াযোগবর্ণনম্।)

ঊদ্ধব উবাচ

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ ভবদারাধনং প্রভো।
যস্ত্বয়া যে যথার্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ ॥১
এতন্মে পৃচ্ছতো মূঢ়মুদ্বিজ্রেরুরুমন্যুভিঃ।
নানতো ভবদাস্ত্যাস আত্মর্ষ্যোঽতিকরুণ মুহুঃ ॥২
ত্রিসপ্তকৃঃ কে মুষ্যন্তোজাস্ত্বয়ি ভবদাদয়ঃ।
পুত্রত্বেন ভৃতমন্যোন্যা শ্রেয়শ্চ ভবান্ ভবঃ ॥৩

এতন্মে বৈ সর্ববর্ণাশ্রমাণাং চ সম্মতম্।
শ্রোতব্যমুক্তমং স্ত্রী-শূদ্রাণাং চ মাধব ॥৪
এতৎ কলনমস্মাকং কর্মবন্ধবিমোচনম্।
ভবতা চানুভক্তায় ত্রহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর ॥৫

শ্রীভগবানুবাচ

ন হ্যেতাবতলাক্ষ কর্মকাণ্ডং চোদন।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যদাত্যন্তিকপূরুষঃ ॥৬

অন্বয়ঃ

ঊদ্ধব উবাচ। হে প্রভো! ভবদারাধনং ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ (সম্যক্ কথয়)। হে সাত্বতর্ষভ! যে সাত্বতাঃ যথা যেন প্রকারেণ ত্বয়া সাত্বতর্ষভেণ ভগবতা উক্তপ্রকারেণ সহ যথা যদ্বৎ বর্তন্তে, তথা যৎ ক্রিয়াযোগং সমাচরন্তি, তৎ সমাচক্ষ (কথয়)।

হে আত্মর্ষ্যো (আত্মনি ঋষিরিব সর্বজ্ঞ), অতিকরুণ (অতিশয়েন কৃপালো)! ভবদাস্ত্যাসে (ভবতি ত্বয়ি আস্থা ভক্তির্যেষাং তে ভবদাস্ত্যাসাঃ তেষাং ভবদাস্ত্যাসে) ত্বয়ি ভক্তিমতাং মধ্যে অহং নানতঃ (নাতিশয়েন ভক্তঃ) ন ভবামি, অতঃ মূঢ়ং (মোহগ্রস্তং) মাম্ উদ্বিজ্রেরুরুমন্যুভিঃ (উদ্বিজ্রেঃ উদ্বেগং প্রাপিতৈঃ উরুভিঃ মন্যুভিঃ ক্রোধৈঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) এতৎ পৃচ্ছতঃ মে (মম) এতৎ (ক্রিয়াযোগং) নঃ (অস্মভ্যং) শ্রেয়শ্চ (শ্রেয়সে চ) ভবান্ ভবঃ (ভবতি) অলং (সমর্থো ভবতি) ॥১-২

হে ভবদাদয়ঃ (ভবান্ আদির্যেষাং তে ভবদাদয়ঃ তৎসম্বোধনং হে ভবদাদয়ঃ)! ত্রিসপ্তকৃঃ (একবিংশতিবারান্) কে মুষ্যন্তোজাঃ (কে ঋষয়ঃ ত্বয়ি পুত্রত্বেন ভৃতং (কৃতং) মন্যোঃ (ক্রোধস্য) ন্যা (নিয়মনং) যৈঃ তে মুষ্যন্তোজাঃ (মুষ্যন্তে অপহৃতে উজসী বলে যৈস্তে তথোক্তাঃ) ভবদাদয়ঃ (ভবান্ আদির্যেষাং তে ভবদাদয়ঃ) ত্বয়ি পুত্রত্বেন ভৃতমন্যোন্যা (পুত্রত্বেন কৃতক্রোধনিয়মনাঃ) শ্রেয়শ্চ ভবান্ ভবঃ (ভবতি) ॥৩

হে মাধব! ইদমস্মাকং (আবয়োঃ) সম্মতং (অভিমতং) এবং নঃ (অস্মাকং) শ্রোতব্যমুত্তমং (শ্রোতুং যোগ্যং) স্ত্রী-শূদ্রাণাং চ (স্ত্রীণাং শূদ্রাণাং চ) শ্রেয়সে ভবতি (ভবিষ্যতি) ॥৪

হে ভবদাস্ত্যাস (ভবতি ত্বয়ি আস্থা ভক্তির্যেষাং তে ভবদাস্ত্যাসাঃ তৎসম্বোধনং হে ভবদাস্ত্যাস)! এবং কর্মবন্ধবিমোচনং (কর্মবন্ধনাশকং) নঃ (অস্মাকং) ভবতা (ত্বয়া) অনুভক্তায় (ভক্তায় মহ্যং) ত্রহি (কথয়) ॥৫

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে উদ্ধব! ভবতা (ত্বয়া) যৎ (যদ্ যস্মাৎ কারণাৎ) এতাবতা (এতাবদ্ভিঃ) চোদনা (বাক্যৈঃ) ন হি (ন খলু) কর্মকাণ্ডং (কর্মকাণ্ডস্য) অন্তঃ (পরিসমাপ্তিঃ) অস্তি, অতঃ যোগং (যোগস্য) সংক্ষিপ্তং (সংক্ষেপেণ) বর্ণয়িষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যদা (যেন প্রকারেণ) আত্যন্তিকপূরুষঃ (আত্যন্তিকঃ পূরুষঃ) ভবতি ॥৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

(সাঙ্গ ক্রিয়াযোগ বর্ণন।)

ঊদ্ধব বলিলেন,—হে ভক্তজনপালক প্রভো ভগবান্! ভক্ত সাধুগণ যে সাধনপ্রণালী অনুসারে আপনার অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ক্রিয়াযোগের বিষয় আমায় বিশেষ করিয়া কীর্তন করুন ॥১

ভগবন্ একমাত্র যেমন আপনি, ভগবান্ ব্যাসদেব, অত্রি-নন্দন দেবগুরু বৃহস্পতি এবং অন্যান্য দিব্যজ্ঞানী মুনিগণও এই ভবসংসারকেই জীবের বিপদসঙ্কুল বলিয়া বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন ॥২

আমাদের মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত এই পবিত্র উপদেশলাভে ভগবান্ কমলযোনি তাঁহার মানসপুত্র দক্ষ প্রভৃতি মুনিবৃন্দকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং আরও কি। যেখানিদের ত্রিলোচনও ভবানীকে এইরূপ উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন ॥৩

হে মাধব! ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অভিমত এই ভবদীয় যে শুভকথা ত্রিজগতিবর্গের, সকল বর্ণাশ্রমের এবং স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষেও মোক্ষাদি চতুর্বিধ ফলপ্রাপ্তির সর্বোত্তম উপায়, তাহা আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছি ॥৪

হে পরমানন্দলোচন! এই বিশ্ব-সংসারে যিনি যতই ঐশ্বর্য ও সামর্থ্যের পরিচয় দেউন না কেন, সেই সকলের সহিত এবং একমাত্র

বৈধিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ ॥৭
যদা ন নিশ্চিনুয়াদুক্তং ত্রিষ্বঙ্গ পুরুষং প্রতি।
যথা মনোরুচিঃ সাধ্যা পুরুষং ॥৮
অর্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজে।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥৯
পূর্বং স্নানং প্রকুর্বীত মৌঞ্জ্যোঽহতয়োঃ ত্রয়ম্।
উভয়ৈরপি ৬ স্নানং মন্ত্রৈর্ব্রহ্মসাদিনা ॥১০
সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি যেনাচার্যোঽন্বশাদ্ যে।
পূজনং চৈব কালেষু সম্ভবৈঃ সংভৃতঃ কর্মণামহম্ ॥১১
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥১২

বৈধিক, তান্ত্রিক, মিশ্র ইত্যাদিরূপ ত্রিবিধ যে যজ্ঞ আমার পূজা বিহিত আছে, তন্মধ্যে যাহা উদ্ধবের অভিপ্রায়ানুযায়ী বিধিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ॥৭

যদি (ত্রৈবিধ্যে) পুরুষ সম্বন্ধীয় যাবিধানপ্রকরণে কোন বিষয় নিশ্চিত উপলব্ধি না হয়, তবে তাহার ৬ যে যে প্রকার পূজাবিধি, তাহা এখানে সে সমস্ত বিশেষ পূর্বক ॥৮

অর্চনীয় প্রতিমাদিতে, স্থণ্ডিলে (ভূমি), অগ্নি, জল, বা আমি হৃদয়স্থিত যজমান দ্বারা অমায়া ভক্তি-

পরিচালনাপূর্বক বিধি অনুসারে আমার পূজা করিবে ॥৯

৬ষ্ঠ পূর্ব্ব মৌঞ্জীবন্ধ এবং অষ্টমবর্ষে উপনয়ন বৈধিক-তান্ত্রিকাদি কর্ম্মপ্রারম্ভে ব্রহ্মযজ্ঞাদিতে যেরূপ ব্রহ্মযজ্ঞাদিবিধি তদ্রূপ বুঝিতে ॥১০

যে যাহা সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আচার্য্যেরা আমাকে বিধিপূর্ব্বক, তাহা সে সমস্তানুসারে পূজাকালে সম্ভব সম্ভারযোগে কর্ম্মাঙ্গ-বিধানটী যে মম পূজার অঙ্গরূপে কথিত ॥১১

নিষ্ঠা আপনি যান; আপনার নিকট কোন বিষয় অজ্ঞাত নাই। আমিও আপনার নিকট প্রকৃষ্টরূপে আত্মবাদী হই! অতএব যাহাতে এই ঘোর কর্ম্মপাশ হইতে ইহ সংসারে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহারই উপায়-ভূত তত্ত্বকথা আমাদিগের কাছে বিশেষ উপদেশ আমাকে প্রদান করুন ॥৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে উদ্ধব! কর্ম্মকাণ্ডের ইচ্ছা নাই; এবং সমস্তে প্রকৃত অনভ্য এবং তাহার প্রকরণও অনভ্য। অতএব যথাবিধি প্রকরণ অনুসারে আমি যতি সমক্ষে বর্ণনা করিতেছি—শ্রবণ কর ॥৬

বৈধিক, তান্ত্রিক এবং উভয়বিধিমিশ্র ভেদে ভগবানের উপাসনার প্রণালী তিন প্রকার আছে। অর্থাৎ বেদমন্ত্র এবং বেদোক্ত যথা সামগ্রীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াটিকে বৈধিক; তান্ত্রিক মন্ত্র, যন্ত্র ও উপচারের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভগবৎকে তান্ত্রিক বলা যায় এবং এই উভয় প্রণালী ও উপচারের আয়োজনে প্রতিপাদিত প্রকরণকে মিশ্র-প্রণালী কহা যায়। ইহার মধ্যে যাঁহ অধিকারানুসারে যে কোন প্রণালী অবলম্বনে মানব আমার পূজা করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারই ক্ষেমোলাভ হয় ॥৭

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ৭ ৭ অধিকারানুরূপ বেদোক্ত প্রণালীর দ্বারা উপনীত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যে যে প্রকরণের অনুষ্ঠানে আমার অর্চনা করিবেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর ॥৮

দ্বিজাতিগণ কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপরায়ণ হইয়া আমাকে অর্চনা করিবার নিমিত্ত, পঞ্চভূতাদি বিবিধ উপচারের দ্বারা প্রতিমায়, স্থণ্ডিলে (ভূমিতে), সূর্য্যমণ্ডলে, জলে বা স্বীয় হৃদয়-মন্দিরে ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করিতে পারেন ॥৯

সর্ব্বাগ্রে স্নানাদান পূর্ব্বক স্নান করা বিধেয়; স্নানকালে বৈধিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রের দ্বারা মৃত্তিকা

চন্দ্রাদর্শস্তি বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবন্ধিবন্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ বিসর্গাদ্যুদ্ধবার্চনে ॥১৩
অধিবাসাঃ বিকল্পঃ স্যাৎ যদিনে তু ত্রয়ম্ ত্রয়ম্।
স্নপনং যদিনেপ্যাবশ্যকং পরিমার্জনম্ ॥১৪
গ্রহৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মন্ত্রাদ্যৈঃ প্রতিমাদিষ্বধিষ্ঠিতম্।
তত্তদ্বক্ত্র চ ব্যাপত্তের্হি তাবেব তৈব হি ॥১৫

স্নানার্থতত্ত্বং শ্রেষ্ঠৈর্ব্যাখ্যেয়ং তুহুর।
যদিনে তত্ত্বধিকারো বহ্বাবাস্যাদ্যুতং যদি ॥১৬
সূর্য্যে চাস্তাদ্যুতং শ্রেষ্ঠং যদিনে সলিলাধিক্যে।
অন্যথোপাত্তকং শ্রেষ্ঠং তত্রৈব যদি বার্ষ্যপি ॥১৭
পূর্ব্বপাত্তকোপাত্তকং ন যে তোয়ং তত্রতে।
অতো দূরাঃ সুরস্নানো গৌণোঽয়ঞ্চ তত্ত্বিকিং পুনঃ ॥১৮

দৈবী বিদ্যাসী, আসুরী আসুরী, লৌকী মনুষ্যবিষয়ী, লেপ্যা মৃত্তিকাদিভিঃ ভিত্তৌ লিখিতা, লেখ্যা চিত্রপটস্থা, চৈলজা বিলক্ষণাসী, মনোময়ী মনসৈব চিন্তিতা তথা মণিময়ী ৪ ইতি অষ্টবিধা প্রতিমা স্মৃতা ॥১১

প্রতিমা (প্রতিমেব ভিন্নঃ তথাবিধি প্রতিষ্ঠা প্রতিমা) স্মৃতঃ এব স্যাৎ ৪ ইতি বিশেষঃ। (তত্র মনোময়ী প্রতিমায়াম্) জীবং জীবন্যাসং এব বর্জয়েৎ। তত্র যে উৎসব। বিসর্গাদ্যুদ্ধবার্চনে (বহ্নিস্থ বিসর্গাদ্যুদ্ধবার্চনে তু) তথৈব উদ্বাসাবাহনে (উদ্বাসঃ বিসর্জনম্ আবাহনং চ) ন স্তঃ ॥১০

ও পোষয়াদি অঙ্গে লেপন করত দেহশুদ্ধির জন্য অবশ্যাহন স্নান করা বিধেয় ॥৩

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে যে বর্ণের প্রতি যেরূপ বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনাদির ব্যবস্থা আছে, যথাবিধি মন্ত্রাদি পূর্ব্বক সেই সকল সমাপন করিয়া, স্নপনাঙ্গ-বিশোধনী যথোক্ত পূজার অনুষ্ঠান করিবেক ॥১১

বিলাসবতী, কাষ্ঠময়ী, মৃন্ময়ী বা ধাতুময়ী, মৃত্তিকা বা চন্দনাদির লেপনে প্রস্তুত করা, চিত্রপটে, বিলক্ষণাসী, মনোময়ী এবং মণিময়ী ভেদে অষ্টবিধ প্রতিমাতে আবাহ অর্চনার বিধান আছে ॥১২

প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা ভগবদ্ভাবের আবির্ভাব হয়, এরূপ প্রতিমাও চলা ও অচলাভেদে দুই প্রকার। মনোময়ী জীবের ভগবদ্ভাব প্রতিমাতে ভাবনা নিত্যপ্রতিষ্ঠিত: তাদৃশ নিত্যপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমাতে আর নিত্য আবাহন বা বিসর্জনের প্রয়োজন নাই ॥৩

অধিবাস প্রক্রিয়াতে কেবল আবাহন এবং

অধিবাসাঃ তু (উদ্বাসাবাহনয়োঃ বিকল্প ভবেৎ) তথাপি নাথপ্রাণে তু ৪ মুখ্যকল্প যদিনে তু ত্রয়ং ত্রয়ং এব স্নপনস্য। অধিবাসস্নপনয়োরধিবাসস্নপনস্য বলবত্ত্বাৎ। অতএব বিসর্গাদ্যুদ্ধবার্চনে ৪ পরিমার্জনম্ এব ভবেৎ ॥৪

প্রতিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিহিতৈঃ মন্ত্রাদ্যৈঃ দেবতাসন্নিধানকরণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ মহদ্ভিঃ বিদ্বদ্ভিঃ তত্তৎ প্রতিমাদিষু মন্ত্রাদ্যঃ যঃ মুখ্যঃ তত্ত্বঃ। স্থিতি তু মন্ত্রাদ্যঃ ভবেৎ (মন্ত্রাদ্যৈঃ এব স্থিতঃ) হি তু তত্ত্বঃ ॥৫

বিসর্জনের বিধা আবশ্যক হয়; তদ্রূপ স্নানপ্রকরণের আবাহন বা বিসর্জন নাই। স্থাপনে এই দুইটি প্রয়োজন। মৃন্ময়ী, লেখ্যা ও চিত্রে স্নানের প্রয়োজন নাই; কিন্তু লেপন-নির্ম্মিত প্রতিমাতে স্নানের পরিবর্তে মার্জ্জনা করিতে হইবে মাত্র ॥৪

শাস্ত্রবিহিত এবং দেশ, কাল ও বিদ্বান্মাত্রে সাধুগণ দ্বারা সাধারণ আয়োজনে নিজ ভক্তি-সহকারে প্রতিমাদিতে যথোক্ত পূজা হইয়া থাকে। জীবের ভগবদ্ভাব মনোময়ী প্রতিমাতে ভগবদ্ভাবনার্থ কোন উপচারের অপেক্ষা নাই; নিত্যভাবই তথায় পূজার উৎকৃষ্ট উপচার ॥৫

যে উৎসব প্রতিমাতে স্নান করাইয়া লেপ-দ্রব্যের দ্বারা লোপিত করাই লেপ্য-দেবতার দৃষ্টির ভাবন হয় এবং প্রধান অঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণে প্রতিমার প্রাণাদির প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ স্নানে পরমাত্মা সবিতৃপ্রধান, সূর্য্যে উপস্থান ও

শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্ দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ।
অসীনঃ প্রণতঃ বাহুমেখলায় মনূন্ যজেৎ ॥১১
কৃতন্যাস কৃতন্যাসান্ মন্ত্রৈরাত্মামিতান্ সুরান্।
কলসং সোদকং চ যথাস্থানমুপসাধয়েৎ ॥১২

ঋত্বিগ্ভির্দেবযজনং ত্রিবারমাত্মমন্ত্রিতম্ চ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি দ্রব্যাণ্যাত্মানমৃষভং চ ॥

দীক্ষয়েৎ ॥১৩

(এ বিষয়। যজমানঃ চ অর্চায়াম্ এব ন অন্যত্র (দেবতম বিনা)। যজিষ্যন্ তু ঈশ্বরম্ভাবঃ (যজমানঃ আত্মানম্ ঈশ্বরং ভাবয়েৎ) ইতি যাবৎ। অন্যত্রাপি ঈশ্বরভাবাদি, ইতি যদ্যপি সর্বত্রসিদ্ধিঃ পূর্বম্ এব অন্যত্র বিনা; তথাপি ইহ ভূয়ঃ ভূয়ঃ স্মারণার্থম্ এব ইতি জ্ঞেয়ম্। তথা সম্ভৃতসম্ভারঃ ন ত্যক্তা অন্যাঃ চ সজ্জা যত্র তেন যত্র তত্রাপি, তত্র পুনঃ বিনা ॥১০-১৮

প্রাগ্রবং সম্ভৃতসম্ভারঃ (সম্ভৃতাঃ সজ্জীকৃতাঃ পূজাসাধনাঃ যেন সঃ) প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ (কল্পিতম্ আসনং যেন সঃ তথাবিধঃ), অতঃ প্রাঙ্মুখঃ উদঙ্মুখঃ বা আসনে আসীনঃ,

অর্ঘ্যপ্রদান এবং অন্যে তদাদি উপচার-প্রদানে তদ্ব্যবহার অর্চনা করিলেই তাঁহার প্রসন্নতালাভ করা যায়। তক্ত যদি সামান্য বারিদ্বারাও শ্রদ্ধা সহকারে আমার উদ্দেশে প্রদান করে, তাহাও আমি প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করি ॥১৪-১৭

কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অপূর্ব অন্যাদি দ্রব্য-সামগ্রীও যদি অশ্রদ্ধাপূর্বক প্রদান করে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ লাভ হয় না। অতএব গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি উপচারসামগ্রী বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে প্রদত্ত হইলে যে আমার তৃপ্তি সাধন হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ॥১৮

তদনন্তর আসনে উপবেশন করিবার পূর্বে পূজাদ্রব্য সমূহ পূর্বদিক বিশেষ সযত্নে প্রস্তুত রাখিবে এবং নিজে স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া পরে পূর্বাভিমুখী বা উত্তরাভিমুখী হইয়া প্রক্রিয়াতে

(বিনায়ম্) অর্চায়াম্ তু সম্ভৃত (অর্চাবিষয়ে উপচিত অর্ঘ্য আদি) ॥১১

(অর্ঘ্য প্রক্ষালিতপাদপূর্বক অর্ঘ্যপাত্রের স্থাপিত) কলসান্ (কলসস্থ-জলান্ চ) দ্রব্যাণ্যাত্মানম্ (দ্রব্য সমূহান্ প্রক্ষার্য তান্) অর্চন পবিত্র কুশের (বিনায়ক-দীপাবতরণাদির) দ্বারেণ, তথা পূর্বোক্ত প্রোক্ষণীর প্রোক্ষণার্থের-পাত্র ও আমার উপলক্ষের দক্ষপুত্রাদির ন্যায় ॥১০

অর্চায়াং প্রোক্ষণীয়াদৌ দেবতায়াং দেবপূজোপযোগাদিকে, ঋত্বিগ্ভির্যাজকৈঃ কর্তৃভূতৈঃ ত্রিবারম্ প্রোক্ষ্য। (দেবিতং পূজকং পাত্রাদীনি) ইতি শেষঃ অভিঃ জলপ্রোক্ষণৈঃ (শুদ্ধিবারি) ইতঃ মৈঃ দ্বারা চ পাত্রাদি ॥১১

সম্ভৃতসম্ভার আসন কুশাদিনির্মিত বিধির আসনে বসিয়া উপবেশন করিবেন এবং তদনন্তর আচমনাদি আরম্ভ করিবেন ॥১৯

পরে গুরুকে প্রথমে পূর্বক অন্যান্য ও তদনন্তর করিতে হয়; অবশ্যই মূল মন্ত্রের উচ্চারণে প্রতিদ্রব্যেরও অভ্যুক্ষণাদি করিয়া, তদ্দ্বারাই দ্বারা প্রতিদ্রব্য হইতে নির্মাল্যাদির অপসারণে অস্ত্র-সহকার করিবে। তদনন্তর একটী জলপূর্ণ কুম্ভ ও প্রোক্ষণার্থ উদকপাত্র স্থাপন পূর্বক চন্দন ও পুষ্পাদির দ্বারা যথাবিধি তাহা সংস্কৃত করিবে ॥২০

ইহার পর প্রোক্ষণীয় উদকপাত্র হইতে জল লইয়া পূজার স্থান, পূজাদ্রব্য এবং নীয় অন্যের প্রোক্ষণ পূর্বক পাদ্য ও আচমনীয়ার্থ তিনটী পাত্র পূর্ণ করিবে। এতদ্ব্যতীত আরোক্ত মাল্যাদ্রব্যও ঐ পাত্রত্রয়ের প্রদান করিবে ॥২১

পাদার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি চৈষিকঃ।
স্থাপয়ৈশানি দিশয়া পাত্রস্থা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥২২
পিণ্ডে বাস্তিলতণ্ডুলে গুংগন্ধপুষ্পং পয়ঃ দধি।
মধুর ঘৃতকল্পাং ব্যাহৃত্যাদাত্তে নিক্ষয়ামিতম্ ॥২৩
তদাত্মনুজ্ঞয়া পিণ্ডে ঘাণে সম্পূজ্য তত্ত্বতঃ।
আত্মদ্বারাদিনা স্থাপ্য তত্ত্বাত্মকং যাগং প্রপূজয়েৎ ॥২৪

পাদ্যোপস্পর্শনার্ঘাচমনীয়ানাম্ প্রকল্পয়েৎ।
ঘর্ষাদিভিস্ত ঘটকৈঃ তত্ত্বন্যাসেন বা ॥২৫
পঞ্চকৈঃ তত্র তর্পিকাকেশরোজ্জ্বলম্।
উত্তরাস্যাং কে-তন্ত্রাস্যাং বহ্নে কুণ্ডমিতিরয়ে ॥২৬
ত্রিকর্ণং পাত্রকল্পং বলাদীন্ বহ্নিলান্।
দ্বিদলং কৌণ্ডকং বালাং শ্রীবৎসং চাপুপূজয়েৎ ॥২৭

ওঁ পাদার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং তাবি ত্রীণি পাত্রাণি চৈষিকঃ আচার্যঃ স্বয়মেব স্থা. পৌর্বা. শিবা. দ্বিদলং বহ্নি. শিবেন বাস্থা. শিবায়ৈ বষট্ ইত্যাদিনৈব বাস্থা। অভিমন্ত্রয়েৎ ॥২২

তদনন্তরং শিবে দেবে বাস্তিলতণ্ডুলে। কৌণ্ডকেন বাস্থা পোষিতে আত্মদ্বারাদিনা বহ্নি. পূর্বাদিষ্টেন-প্রকারেণ অনুজ্ঞয়া তত্ত্বতঃ পূজি) গুংগন্ধপুষ্পং পয়ঃ ঘৃতং দধি মধুরং চেতি (আদৌ অবয়বাংশেনাবয়বিপুরুষো পরমাত্মা তত্র আবাহ্য) নিক্ষয়ামিতম্ (নিক্ষিপ্তং করোমি) ঘাণে ঘর্ষাদ্য ঔষধলয়ে (ঔষধে তত্র আত্মা তত্ত্বং ঘাণ) মূর্তি ধ্যায়েৎ ॥২৩

তত্র আত্মনুজ্ঞয়া স্বেষ্টদেবতায়াঃ চিত্তিরূপা. বহ্নুক্তা তত্ত্বতঃ শিবে তত্ত্বতঃ এব (বাস্তবোপায়ৈঃ যথা) সম্পূজ্য তত্ত্বং তত্ত্ব আত্মদ্বারাদিনা আত্মনা (স্বাত্মনৈব ॥) স্থাপ্য প্রতিষ্ঠাপ্য, প্রকল্পয়েৎ (প্রকল্পিতে আত্মনি তত্ত্বাত্মকযাগদ্রব্যাঃ বহ্নিম্ যজ) যাগং প্রপূজয়েৎ ॥২৪

ওঁ ঘর্ষাদিভিঃ (ঘর্ষণাদ্যৈরেবাশ্চাদ্যোপি তথা ঘর্ষণাদ্যাত্মকৈরেবাত্মবৈশিষ্ট্যাদিভিঃ ॥) ঘটকৈঃ ঘটিতিঃ ॥ তত্ত্বন্যাসেন-প্রকারেণ (তত্ত্বিতায়াং বেদ্যাং তত্র পৃথ্বাদিতত্ত্বেষু উপাসনম্) ঘটনেন পঞ্চকৈঃ এব যাগং আত্মনা তত্ত্বিতায়াং উপাসিতায়াং মূর্তি-মূর্তিমত্যাং, উপাস্যে এব বেদ্যাদ্যাং পাদ্যোপস্পর্শনার্ঘাচমনীয়ানি ত্রীণি পাত্রাণি তত্র প্রকল্পয়েৎ ॥২৫-২৬

(তত্ত্বাত্মকযাগদ্রব্যাণাং আত্মোপাসনায়াং) তত্ত্বতঃ পঞ্চকৈঃ পঞ্চভিঃ তর্পিকাকেশরম্ মূলম্ ॥ তথা কৌণ্ডকং বালাং ত্রিকং শ্রীবৎসং চিহ্নং ॥ অপূজয়েৎ ॥২৭

পরে সেই পাত্র অর্ঘ্য ও আচমনীয় পাত্রে তত্ত্বাত্মক দ্বারা স্পর্শ পূর্বক আচার্য্য বা যজমান "স্থাপয়ামি নমঃ, শিবায়ে স্বাহা," এবং "শিবায় বষট্," এই মন্ত্র দ্বারা পাত্রত্রয়ের পূর্বক স্থাপন করিবেন ॥২২

তদনন্তর প্রাণায়াম করা আবশ্যক, এই প্রাণায়ামের দ্বারা কোণস্থ বায়ু কর্তৃক শোষিত, আত্মাদয় অগ্নির দ্বারা দগ্ধ এবং মলাদি চন্দ্রতত্ত্ব-রূপ অমৃতের দ্বারা পুনঃ অনুজ্জীবমান দেহের অন্তরে ভূতশুদ্ধি দ্বারা নিষ্পন্নদিব্য ঔষধলিঙ্গ-স্বরূপ মহীর সর্বোপরি ভাগবতী মূর্তিকে প্রত্যেকাসন পূর্বক ধ্যান করিবেন ॥২৩

ধ্যান করিয়া পরমৌষধ ঔষধাদ্যের সর্বাঙ্গে পরমাত্মতত্ত্বের অন্তর্ভাবনের জন্য তত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা স্বকীয় দেহ সম্পূর্ণ ব্যাপ্ত অবস্থায় ভাবিতে পারিবেন, তখন মানসোপচারে আত্ম-স্বরূপেই আত্মার পূজা করিবেন। এই প্রকার ভাবনাবলে তন্ময় হইয়া উক্ত প্রতিমাদিতে আত্মাদির পূর্বক সেই ভাবে তাহাকে স্থাপন করিবেন। তখন সেই ভূতশুদ্ধি আদি প্রকরণে যত্ন ও দেবতার উদ্দেশে পূর্বক প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাদিতে তত্ত্বতঃ আত্মার পূজা করিবেন ॥২৪

অনন্তর ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এবং অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য এই আটটির মূলে পোষিত, মধ্যবিকসিতে উপাসিত এবং মূর্তি-মণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল তর্পিকাকেশরে প্রতিষ্ঠিত অষ্টদল পদ্মকে আত্মার আসনরূপে কল্পনা করত ত্রিকোণ এবং মূর্তিমাত্রের ভাবনার উচিত বেদ এবং তত্ত্বোক্ত যন্ত্র ও প্রকরণ অনুসারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্যাদি উপচারের নিবেদনে আত্মার বাহ্যপূজা

শঙ্খং দুন্দুভয়ঃ পণবঃ প্রণবঃ ঢক্করেব চ।
মহাঢক্কা ঘণ্টা চৈব কুমুদঃ কুমুদেক্ষণঃ ॥২৮
দুর্গাঃ বিনায়কঃ ব্যাসঃ বিষ্বক্সেনঃ গুরূন্ গুরান্।
যে যে স্থানে অধিভূতান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥২৯
চন্দনোশীর-কর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
ললিতৈঃ স্রগ্বরৈর্বিত্তৈঃ বিভবে সতি ॥৩০
অর্চয়িত্বাঽনুষঙ্গেন স্বাপয়েদ্ভূতবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন পাবমান্যা বা বৈদিকৈঃ ॥৩১

অন্যৈশ্চোপনিষদ্ভিশ্চ পুরুষপ্রকৃতিপরৈঃ।
অথাভিষিচ্য মন্ত্রৈশ্চ কুম্ভাদ্যৈঃ কলশোদকৈঃ ॥৩২
পাঞ্চজন্যৈঃ চ পয়সা মুখলিঙ্গাভিধায়কৈঃ।
দুগ্ধ-দীপোপহারাদ্যৈঃ স্নপয়েৎ প্রতিচোদিতঃ ॥৩৩
শুক্ল-পাদ্য-দুকূলাদি শঙ্খস্থাপুষ্প-ভোজকান্।
সংবাহ-ধূপি-মুখ্যাংশ্চ বৈষ্ণেভ্যঃ প্রতি কল্পয়েৎ ॥৩৪

(স্নানবস্ত্রাদিভিঃ) বাসসাভিঃ অর্চয়েৎ তথা স্নানবস্ত্রাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥৩১

মন্ত্রকৃৎ সংজ্ঞয়া যত্র তত্রাপি তথা ব্যাহৃতীরাজ্যযবসহিতাঃ, যত্র তত্রাপি মন্ত্রাদিতঃ যত্র তত্র তথা কুর্যাৎ ॥৩২

অর্চয়েৎ পাদ্য, আচমনীয়, স্নান, বসনং পুষ্পাদি, অঙ্গরাগ, ধূপদীপোপহারাদি (বৈষ্ণেভ্যঃ) যে যত্র প্রসিদ্ধা স্যাৎ তান্ ॥৩৩

(বিভবে) সতি, অনুষঙ্গেন পাদ্যাদিনা, পঞ্চভূতবিদ্যয়া (পঞ্চভূতাধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যঃ) বৈষ্ণেভ্যঃ যত্র যত্রেতি ॥৩৪

মহাস্নান করিবে ।২৪-২৬

ইহার পর সুরভি ঘৃত, পাঞ্চজন্য, শঙ্খ, পয়ঃ, মধু, দধি, ঘৃত এবং দুগ্ধ এই অষ্টবিধ দ্রব্য, পুরুষসূক্ত (পৌরুষসূক্ত) ও পবমানী এবং বৈষ্ণবস্থলে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত চিহ্নযুক্ত ঘটসমূহে পূজা করিবে ।২৭

অনন্তর আচার্য-ঋত্বিগাদি পূজা করা প্রয়োজন। যথা শঙ্খ, দুন্দুভি, পণব, ঢক্কা, ঘণ্টা, মহাঢক্কা, বল, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, দুর্গা, অম্বিকা, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরুবর্গ এবং ইন্দ্রাদিলোকপালগণ মূলমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে যে স্থানে অধিভূত ও অধিষ্ঠিত যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ স্থির করত গন্ধাদি প্রদানে তাঁহাদিগের পূজা করিবে ।২৮-২৯

যদি ঐশ্বর্য এবং অর্থসামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যহই চন্দন, উশীর-মূল, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরুর বিলেপন সুগন্ধীকৃত জলের দ্বারা মন্ত্র পূর্বক আমার অভিষেক করিবে। তদনন্তর পুরুষসূক্ত, পবমানী ঋক্ সমূহ এবং অন্যান্য বৈদিক মন্ত্র, উপনিষদ্ সমূহ, যাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত মন্ত্র এবং কুম্ভস্থিত কলসোদক দ্বারা অভিষেক করিবে ।৩০-৩২

পাঞ্চজন্য শঙ্খ, যাহার মুখ ও লিঙ্গ নামে অভিহিত হয়, তাহাতে দুগ্ধ ও দীপোপহার প্রদান করিয়া অভিষেক করিবে ।৩৩

শুক্ল পাদ্য, দুকূল, শঙ্খস্থাপুষ্প, ভোজক, সংবাহ, ধূপি, মুখ্য এবং বৈষ্ণবদিগকে প্রতি কল্পে প্রদান করিবে ।৩৪

স্নান করান বিষয়ে ।৩০

পৌরুষসূক্তের অনুবাক্, মহাপুরুষ মন্ত্র এবং মহাপবমানীয়াদি পুরুষসূক্ত এবং মাহবাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আমার স্নান করাইবে ।৩১

অনন্তর আচার্যের বেদ ও তন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্ যজ্ঞ, অজ্ঞক যজ্ঞ, উপবীত, আভরণ, কুসুমমালা, বাসঃ, গন্ধ এবং অনুলেপনাদির দ্বারা গুরু আমার প্রতিমাকে ভূষিত করিবে ।৩২

সুরভি পাদ্য, আচমনীয়, স্নান, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্যাদি উপকরণ-সমূহ বিশেষ অধ্যবসায়সহকারে আমাকে অর্পণ করিবে ।৩৩

যদি ধনবল থাকে, তাহা হইলে গুরু, পাঞ্চজন্য ঋত্বিক্, নৈমেয়ক সদস্যগণ, শিষ্টজন, ভোজক, পরমান্ন, ঘৃত, সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ ও বিবিধ উপকরণবিশিষ্ট নৈবেদ্যাদি প্রদানে নিত্যই আমার অর্চনা করা

অক্ষতযোনয়ে বাসঃ-সন্ত্রয়াবাহিকেভ্যঃ।
অম্বাম-ধীক-মুক্তাদি পবনি গ্রাহকায়ায় ৪৩৪
বিধিনা বিধিবৎ হুত্বা যেষণাগর্ভযোষিতঃ।
অধিস্থাপ্য পরঃ সমূহেৎ পার্শ্বয়োর্দ্বিজঃ ৪৩৫
পূর্বস্তূর্বাদি পর্যুক্ষেদ্বায়ব্যায় দর্ভাদিভিঃ।
প্রোক্ষণ্যাদায় দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ শ্রপয়েত্ত
হবিঃ ৪৩৭

উত্তরাদুদগ্রপ্রথঃ পদ্ম-চক্র-ধ্বজাদুকৈঃ।
লক্ষচতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্ ৪৩৮
স্বদুংকিরীট-কটক-কটীসূত্র-বরান্বিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং প্রাজ্ঞং কৌস্তুভং বনমালিনম্ ৪৩৯
বাসুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধকম্।
প্রাক্ষাজ্যাজ্যাবধারৌ পশ্চাদ্ঘারাদুদগ্ বিশেৎ ৪৪০

(বিস্তার করি) অক্ষতযোনয়ে বাসঃসন্ত্রয়াবাহিকেভ্যঃ অক্ষতযোনিস্ত্রীভ্যঃ বস্ত্রযুগ্মং দত্ত্বা। তস্যাঃ পত্নীং এবমাদায়ী (বক্ষ্যমাণ ৪৩৭তম)। ৪৩৪

বিধিনা যজ্ঞপাত্রাদিভেদেন, যেষণাগর্ভযোষিতঃ বিধিনা হুত্বা অগ্নিং আধায় তস্য উপরি অগ্নিং সংবিশ্য অগ্নিঃ সন্নিধায় ইত্যর্থঃ। ৪৩৫

অথ পূর্বঃ সংস্কৃতঃ যঃ পাত্রস্তেন পরঃ ক্ষীরং ক্ষেত্রাগ্নেঃ উত্তরঃ স্থাপিতি অধ্যায়ঃ (অধ্যায়সমাপ্তঃ পত্নীস্থিতিঃ সংবিশেদ্ধ্যানমিত্যন্ত ৪৮) আসাদয়েৎ। ইত্যাদি প্রোক্ষণবিধেয় ৪৩৭

পূর্বাদ্ধ যৈরেব দ্বারা দ্বারদেশস্থ, দক্ষদ্বারস্থ, আয়ুধপ্রহরণ, অগ্নিকোণ, দক্ষকোণ এবং ব্রহ্মা ইত্যাদি উৎসর্গের সহিত ঘটি নিত্য আসার অর্চনা করিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে একাকী প্রত্যেক অর্চোপচারক তাদৃশ দ্বারদেশস্থ আসার পূজা করিবে ৪৩৮

ঘ ঘ পূজোক্ত প্রকরণ অনুসারে বেদনা, বর্হি ও বেদির বিধানে হুত প্রভৃত করত আধানের পূর্বক্ষণকে প্রকল্পিত করিবে এবং প্রোক্ষণবিধি অনুসারে প্রকল্পিত প্রকাশনকে প্রোক্ষণের অনন্তরীয় পূর্বক বিধিত করিয়া দিবে ৪৩৯

পরে পূজার চতুর্দিকে পূজার দ্বারা আচ্ছাদন করত ইত্যাদিবি অধ্যায়বধারক অর্চার অনুষ্ঠানে প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর প্রোক্ষণীর জলের দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্বক অগ্নির উত্তরদিক্ হইতে যেসব দ্রব্যসামগ্রী লইবে এবং অগ্নিপাত্রে আনার পূর্বে ঘিয়া প্রোক্ষণ করিবে ৪৪০

(যার যেসব আয়োজন বিদ্যমান) তদনুরূপ প্রকারে উত্তরদুদগ্রপ্রথঃ, পদ্মচক্রধ্বজাদুকৈঃ লক্ষচতুর্ভুজং (লক্ষ: লোকসংখ্যা: যাবান্ মূলাং যত্ত ৩৫) শান্তং অনাক্রান্তং, পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্ (পদ্মস্য কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ তদ্বৎ বাসঃ যস্য তম্)। ৪৩৮

স্বদুংকিরীট-কটক-কটীসূত্র-বরান্বিতম্ (শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসা বক্ষসি যস্য তং। কৌস্তুভং যত্ত ৩৫) বনমালিনম্। ৪৩৯

করিবে ৪৪১

যাবৎকাল স্থালিপাকপূর্বক দক্ষিণ আজ্যবিধি, পক্ষেষ্টিযাগের ন্যায় পিত্র্যসনপর্যন্ত, চরুহুতি, সক্ত, চরু ও পরিষ্কার নামীয় অবোক্ষ পূর্বিত ঘিয়া করিবে ৪৪২

যজমান বিরাট্, যজমানের কৌস্তুভমণি ও বনমালা, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত চিহ্ন, হস্তে শঙ্খ, চক্রিত ধ্বজাদুক এবং পাদত্রাণ বিন্যাসক্রমে ঘৃতিত হইয়া ঘৃতির ভাবনা করিবে ৪৪৩

এইরূপ ধ্যান পূর্বক আধার অর্চনা করিয়া ঘৃতাক্ত শুচ্ সহিত অগ্নির প্রধান করিবে। পরে প্রধানস্থলে আহা, প্রত্যাহা আহা এই মন্ত্রদ্বয়ে উহুন, ঘৃতিত পরিমাণ আহুতি করিয়া, অগ্নির মধ্য হইতে পরিধান পর্যন্ত ঘৃতকরণ ক্রম আজ্য ভাগদ্বয় "অগ্নয়ে আহা এবং সোমায় আহা" এই মন্ত্রদ্বয়ে অগ্নিতে প্রধান করিবে। পরে ঘৃতাক্ত সমিধ লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে আহারণায় আহা" এই

মূলমন্ত্রেণ মূলেন মূর্তিমন্ত্রেণ বা পুনঃ।
বর্ষাদিভো ধ্বজান্তায় মন্ত্রৈঃ বিষ্টরদেবতাঃ মূলং ॥৪১
অভ্যর্চ্যাথ বলিং কৃত্বা পার্ষদেভো বলিং হরেৎ।
মূলমন্ত্রং জপেদ্ ব্রহ্ম স্মরন্নারায়ণাত্মকম্ ॥৪২
যজমানমনুজ্ঞাপ্য বিষ্ণুসেনায় কল্পয়েৎ।
মূলবাসঃ স্রজশ্চিত্রং তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ ॥৪৩

(এবমুক্ত ঘাং) বাহ্যম্ অর্চয়ং) বলিং মূলেন অভি-মূলমূর্তি সন্নিধাতারি বাহ্যি পুরুষাদিভ্যঃ আদ্য প্রকৃতিভ্যা, আবরণী (প্রথমাবরণ দাহ. ইন্দ্রাদ দাহ) ইতি যোগপীঠ-সংবিধিম্ আদ্যা অধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যঃ ধ্বজান্তেভ্যঃ) আদ্যান্তায়ী (অন্তর দাহ. সোমায় দাহঃ ইতি যোগপীঠী) তথা আত্মমূর্তঃ (আত্মনঃ মূলস্য মূর্তঃ) চ ইতি মূলমন্ত্রেণ (ঁ অমুক বাসুদেব দাহা ইত্যাদেন) তথা যোগপীঠা (যোগপীঠঃ তথা বলিং যেন পূজয়ন্তেন) অবশ্যতঃ (আত্মনং প্রাপ্য যোগ তথা মন্ত্রৈঃ) মূলমাং, তথা মন্ত্রৈঃ দাহাদ্যৈঃ ধ্বজান্তাঃ পূজাক্রমেণ দেবাদিভ্যঃ মূলমাং। তথা মূলঃ (অন্তরে বিষ্টরেণ দাহঃ ইত্যন্তে) বিষ্টরঃ তথা (অধিক তত্ত্বজ্ঞম্) অভ্যর্চ্য তথা বলিমপি। পার্ষদেভ্যঃ মূলমন্ত্রেণ দাহা তথা সর্বাভিমুখং বলিং হরেৎ। "অন্তরে বিষ্টরেণ দাহা" এই মন্ত্রের দ্বারা বিষ্টরেণ যোগ সমাপন পূর্বক অধিষ্ঠানরূপে বিজয়ায় ধ্বজান্তবর্তী ভগবানের অর্চনা, যোগ এবং প্রণাম করিয়া, তদাদি পার্ষদগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। পূর্বদ্বার পূজাস্থানে অগ্রসর হইয়া, আদরে উদ্দেশের

উপলাদ্ মূলম্ মূলাদ্ কর্মাণ্যভিনয়ম্ তথা।
তৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ স্তুত্বা মুহূর্তং কর্ণিকাং ভজেৎ ॥৪৪
মূর্ধেন্দ্রকাষ্ঠৈঃ দোষ্টৈঃ সৌম্যাংশৈঃ প্রাক্তনৈরপি।
মূলা প্রণীয় ভগবদ্বিভূতি ভজেত্ত ॥৪৫
স্থিত্বা তৎপার্শ্বতো মূলা বাহুভ্যাং তু পরস্পরম্।
প্রণম্য পাহি মামীশ ইতঃ মূলাবরাবধাৎ ॥৪৬

প্রাক্তনিত্যা বলি হরেৎ। (তত: পূজাস্থানাদ্ অবতরণ্য) প্রাকারাদ্যন্তরে মূলম্ (স্থানাদি) মূলমন্ত্রং জপেৎ (তত: আসী, বহিঃ প্রতিযাসন অবতরে। তোরণবর্ত্মনি যাত্ত)। আসনে মূলম্ ইত্যাদি মৈত্রেয়সমন্ত বিষ্ণুসেনায় পার্ষদপূজায় কল্পয়েৎ সমর্পয়েৎ। ততঃ যজমানম্ মূলমন্ত্রং তাম্বূলাদ্যং মূলবাসঃ চ ধ্বজ পূজাদি আরভ্য পূজাবধিম্ পূজাম্। যম যজমানি অভিমান্ যজিন্ আরিমূর্তম্ উপলাদ্ মূলম্ মূলাদ্ হরেরাং স্তুত্ব আরভ্যে: পাদম্ ১ মুহূর্ত ভজিত্বা মৈত্রেয়াদিভ্যে ভগবং ॥৪০-৪৬

মৌলাংশৈঃ সৌম্যাংশৈঃ প্রাক্তনৈঃ দোষ্টৈঃ প্রাক্তনৈঃ মন্ত্রদেবতাস্বরূপৈঃ অবতারৈঃ মূর্তঃ বলি হরেৎ যে তথা প্রাক্তনৈঃ। ইতি ভগবতঃ ধ্যেয়ং প্রণামং ॥৪৫

পূর্বক পূর্বদ্বারকে যথন যথন যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে ॥৪১-৪২

এই প্রকারে অধিষ্ঠিতের প্রতিমার ন্যায় বাহ্যমূর্তিতে ভগবানের তোরণ সমাপন হইলে, এইরূপ চিন্তা করত ভগবান্‌কে আসনস্থ প্রণাম করিবে। অনন্তর শেষ মৈত্রেয় পার্ষদশ্রেষ্ঠ বিষ্বক্সেনকে সমর্পণ করিবে। পরে বিধিজ্ঞ কর্মকারি পুরুষ জয়াবিজির বাহুদ্বারি মূলবাসাদি পদার্থ নিবেদন করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পূজা সমাপন করিতে হয় ॥৪৩

অনন্তর আচার্য বিচিত্র লীলায় অভিনয়ের দ্বারা, স্তুতি, বন্দনা, ভগবানের এবং আপনাকে সেই সকল বিষয় শ্রবণ করাইয়া মুহূর্তকাল উপবিষ্ট থাকিবে ॥৪৪

ইতি দেয়ং ময়া ধন্যং পিতৃভ্যোঽহং দদামি তৎ।
ইত্যাসনেঽক্ষয়ত্বায় জ্যোতির্মন্ত্রমিমং পঠেৎ
তৎ পুত্র ইতি ॥৪৭
অর্ঘ্যমিদং ময়া দত্তং অক্ষয়ং যদি তৎ তথা।
সর্বমুদ্দেশ্যমাপ্নোমি চ সর্বাস্থাদেবধর্ষিতঃ ॥৪৮

এবং ত্রিরাসনোপরীতং পুনঃ বৈষিক-অন্বিতৈঃ।
অর্ঘমুদ্ধরতঃ পিণ্ডে অক্ষয়ং বিশ্বতঃ পিতৃন্ ॥৪৯
অর্ঘং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য অর্ঘয়ং তারয়েৎ পুনঃ।
পুষ্পাক্ষতানি যদ্যপি পূজা-মাত্রোপযোগিকম্ ॥৫০
পুরুষৌদার্য প্রত্যর্থং আপেক্ষিকমাত্মনঃ।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা যৎপার্থিবৈরিহ ॥৫১

আসনম্ (প্রকিরণজ্ঞাতায় সম্পাদক কাত্যায়নকল্প পদ্ধতিতে) পিতৃ অন্নাদায়ক ইতঃ (৮৭৫ পৃষ্ঠায়) যে তৎ। যে ইতি দৃষ্ট্যাদিবৎ (দৃষ্টান্তের জন্য) যদ্যৎ ধর্মিন্ তৎপর সম্বন্ধ-সম্বন্ধায়) তৎপর অর্থাৎ এখানে পরস্পরায় যদ্য পাদি ইতি অর্থাৎ ॥৪৭

ইতি (অন্যত্র এই প্রকারে) যদ্য ময়া দেয়ং পিতৃভ্যো নিবেদি দাসম্ আমার দ্বারা যে যদি অক্ষয়ম্ চিরস্থায়ী হউক। (অন্য প্রতিজ্ঞায়ার্থে) যে জ্যোতিঃ, যে পুরুষ (আদি যুগলরূপে) জ্যোতির্ময় এই মন্ত্রোচ্চারণ ॥৪৮

অর্ঘমিদং ময়া যে: দত্তং তৎ। যদি অক্ষয়ং। (অর্ঘ-

ত্রিরম্ পুনঃপুনঃ আদি) যে: সর্বমুদ্দেশ্যম্ যাবৎ-সম্বন্ধম্ আপ্নোমি ॥ সর্বাস্থা অন্য অর্থাদিঃ এই ॥৪৮

এবং বৈষিকাদিভিঃ ত্রিরাসনোপরীতং পুনঃপুনঃ অর্ঘম্ অর্ঘয়ম্ পুনঃ বৈষিকঃ ইং অন্নম্ ॥ অক্ষয়ীকরণায় পিতৃন্ ইতি অন্য মন্ত্রঃ এই নিম্নে পঠেৎ ॥৪৯

(পুরুষঃ সর্বার্থেন্দ্র ভবঃ) পুনঃ অর্ঘয়ং তারয়েৎ, অন্য ॥ অর্ঘাদি যে প্রতিষ্ঠাপনা অর্ঘঃ তারাদি পুষ্পাক্ষতানি তারয়েৎ। পুরুষৌদার্যেণেতি বিষয়ম্ (পুরুষ প্রধান, অন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মাহাত্ম্যমাত্রঃ, নিজের অবস্থানুযায়ী, তদানুযায়ী মাহাত্ম্যমাত্র সম্পাদনার্থে সম্পাদনে) ॥৫০

তখন যা ইচ্ছাকৃত তখন যা দুঃখের পৌরাণিক ক্ষেত্র এবং সেই সেই দেশ ও তাহাদের প্রাকৃতিক সুখের দ্বারা আমার দুঃখ তখন প্রার্থনা পূর্ণরূপে করিবে,—যে তখনই আমার ত্রুটি প্রদান হউক এই বলিয়া তখনই প্রদান করিবে ॥৪৫

তখনই ইহা মনে মনে চিন্তন করিয়া তখন করিবে এবং বলিবে, 'যে সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন প্রভো পাদদেশে মৃত্তিকা জীবন মৃত্যুর-বাণ অনোরাপমুক্ত তখনোক্তনে আমি নিরাশ্রয়ী তাই হইয়াছি। আপনার তখনে তখন লইলাম। আপনি আমাকে এই ঘোর বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন' ॥৪৬

এইরূপ প্রার্থনার পর মনীয় নিবাসস্থানে আমার প্রদত্ত প্রদানস্থানে আসনের সহিত তখনে ধারণ করিবে এবং আমার চিত্ত মৃত্তিকে তখনে ব্যয় করিবে এবং প্রতিদানে তখনির আমার ভোগের জন্যকে পরীক্ষ দুঃখ-জ্যোতিঃ তখনিত করিবে ॥৪৭

অর্ঘাদি মনীয় অনুষ্ঠানের তোমরূপ ভোগাদির তারতম্য নাই; কারণ দাতার-তখনাদক যাবতীয় জীবের দুঃখ-সম্ভোগের আদি নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকি, তবে তাহাদের অন্য ও তাদের অনুসন্ধানই আদি প্রকটিত বা অপ্রকটিত হই—এই যাত্র বিশেষ ॥৪৮

এই প্রকার বৈষিক ও বার্ষিক পূজার্ঘ অবলম্বনে আমার বর্ণনা করিলে, মানব ইহলোকে এবং পরাদি পরলোকে আমার প্রসাদেই অভীপ্সিত ফলপ্রাপ্তে কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥৪৯

পুরুষের যদি বিশেষ অর্থবল থাকে, তাহা হইলে আমার উদ্দেশে পূর্ণ বর্ণিত প্রকৃত তখন তাহারা আমার প্রতিমা অর্চিত করিবেন; এবং তদনুসারে মনোরম পুষ্পোদ্যানাদি প্রস্তুত করাইবেন। প্রকৃত পূজা, সর্বোপরি, তা তখন-সম্ভারবহুল বাহ্যাদি, যথাকালীন তখনোপযোগি, নিত্য বৈশিষ্টিক কর্ম

প্রতিষ্ঠিতা লার্কৌঘঃ সদ্ধর্মা ভুবনত্রয়ম্।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্নৃভিরবাপ্যতে ॥৪২
যাবদ্বৈ দৈবসংখ্যানং তাবদ্ভোগেন কিল্বিষম্।
ভক্তিযোগশ্চ লভতে এবং দ্বঃ পুরুষো নয়েৎ ॥৪৩
দ্বঃ স্বরভাং পরৈর্দ্বাভ্যাং হরের্ভক্ত-বিপ্রয়োঃ।
বৃদ্ধিং ন যাতে কিন্তুভ্যাং যথাগাদমৃতত্বতম্ ॥৪৪

কর্তুশ্চ লোকধর্মেষ্বনুমোদিতুরেব চ।
কর্মণাং ঋদ্ধিদ এবেজ্যা ভূয়সি স্বে স্বলম্ ॥৪৫
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

পূজাদীনাং প্রত্যেকার্থে সমবয়ত্বাভাবে ত্রয়াণি বচনম্ অবয়ব আকাঙ্ক্ষায়াং তদনিয়মার্থং যেষামনুষ্ঠানম্ তত্র যত্সংখ্যাকৈর্নরৈঃ ইতি আনুষঙ্গিকম্ ॥৪১॥

প্রতিষ্ঠিতা তদনন্তরক্রিয়মাণত্বেন কৃতা লার্কৌঘঃ, লার্কা মহিমবিশিষ্টাস্তেষাং সমূহঃ, পূজাদিনা হেতুনেতি। ত্রিভিঃ প্রত্যেকমিতি শেষঃ, নৃ মনুষ্যজন্মা তদ্ভোগেনেতি ইতি আনুষঙ্গিকম্ ॥৪২॥

দৈবসংখ্যানে কর্মাধিকারিবিশেষে, ভক্তিযোগশ্চ যাবৎ এব কিল্বিষং ক্ষপয়তি; যং এবং যম্ পুরুষং ন ভক্তিযোগং লভতে ॥৪৩

যা তত্র দুর্বিপাকায় বৈকল্যকরায় অলম্ (যেন লভতে) তৌ যত্তম্ যা দুর্বিপাকায়, যং যেষাম্ অনুষ্ঠানম্ বিষ্ণুম্ ত্রিমূর্তেরপি হরয়ঃ ভূয়া ভবতে ॥৪৪॥

কর্তুঃ যজমানস্য, লোকধর্মা লোকাদি, যেষাং যজমানকর্তৃকঃ, অনুমোদিতুঃ ঋত্বিজঃ এব তস্য ফলভাগিনঃ। যতঃ এবং সর্বেষাং ফলপ্রদা ঋত্বিজঃ। তস্মাদপি ভূয়সি কর্মণি সাধ্যমানে ভূয়া ঋত্বিজা তস্য ফলং ভবতি ॥৪৫॥

ইত্যেকাদশে ব্রহ্মে শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যায়াং
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

এবং অনুষ্ঠানকারী কামনামুক্ত অবস্থায় চিরকাল চলিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতেছেন। যাহারা এই সমস্ত ভাগবতধর্ম নিষ্কামে অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহারা যাবতীয় ভক্ত দেব, ঋষি, পুর ও প্রজাপতি দেবতাদের সমপদ লাভ করেন। এইরূপ অবস্থার দ্বারা ভক্ত মহীয়ান হইতে পারে কৃতার্থ হয় ॥৪০-৪১॥

ভগবানের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে লার্কৌঘ পর, যাহা প্রত্যেকের তিনজন এবং সাধারণের পূজার ফলে মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ তিনটি জন্মগ্রহণে ভগবানের সাক্ষাৎলাভে মানব অধিকারী হন ॥৪২॥

যতদিন আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ভক্তিসহকারে আনুষঙ্গিক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, মানব মহীয়ান হইয়া ও ভক্তির বলে লাভ করিয়া থাকেন ॥৪৩॥

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের বা অন্যকর্তৃক প্রদত্ত দেবতা বা ব্রাহ্মণের মূর্তিকে হরণ করে, সে অনন্ত অনুগ্রহসম্পন্ন হইয়া বিনাশেচ্ছা বৃদ্ধি হইয়া বহুকে ভক্ত প্রহণ করে ॥৪৪॥

ভগবদারাধকের কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি উক্ত ভক্ত কার্যে কর্তার সাহায্য করেন, তিনি উৎসাহ প্রদান করেন, অন্ততঃ কার্যে অনুমোদন করেন, তিনিও যজমানের পূর্বোক্ত ফলসমূহই লাভ করেন। কারণ, তাঁহারা সকলেই উক্ত কর্মের ফলভাগী; তবে কর্মের ফল অনুসারে ফলেরও তারতম্য অবশ্য থাকায় বলিতে হইবে ॥৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যাপ্রণেতা পারমহংস্যা সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ-স্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশ-কৃত পদ্যানুবাদে
সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(পরমার্থ নিরূপণম্ ।)

শ্রীভগবানুবাচ।

পরমজ্ঞানকথনং বঃ প্রশ্নানাং পরং মতম্।
বিমুক্তেরাত্মনঃ পন্থা প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥১

পরমজ্ঞানকথনং বঃ প্রশ্নানাং নির্ণয়ঃ।
ন যাতু প্রকৃতে র্যাথাত্ম্যতত্ত্বজিজ্ঞাসকান্ ॥২

বৈভবেন বিনোদায় পিতৃণাং নর্ত্তকো হরঃ।

যাম্যাং প্রাপ্যোতি চুড়াং বা তদ্ভক্তানার্যমুক্ পুমান্ ॥৩

কিং তস্য কৈতবং কস্মাদ্ যা যেনাত্মবঞ্চনা কিয়ৎ।

যাত্রোদিতং ভগবতো ধনদা যাতয়েদ্ যম ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ। প্রশ্নানাং (তব) পরমজ্ঞানকথনং, পুরুষেণ প্রকৃতিরূপয়া বিমুক্তেরাত্মনঃ চ যৎ ঐকান্তিকং নিত্যং প্রয়োজনম্ (এবং) পরমাত্মনঃ পরমস্য চ এষ আত্মা পুরুষঃ যেন ভগবান্ ইতি; পরম্ পরমজ্ঞানকথনং (পরমস্য পরমজ্ঞানম্ পরমাত্মতত্ত্বম্ উক্তলক্ষণং তৎ) বঃ প্রশ্নানাং ন চ ঈদৃশে প্রশ্নে (ত্বম্)।

যে তব পরমজ্ঞানকথনং প্রশ্নানাং নির্ণয়ঃ বা, তে আত্মনি বিমুক্তয়ে দেহেন্দ্রিয়াদৌ অহংবুদ্ধিত্যাগায় প্রবৃত্তে যাবৎ স্বতত্ত্বজিজ্ঞাসকান্ আত্ম তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানান্ ন যাতু ন প্রাপ্নোতি।

বৈভবেন বিনোদায় পিতৃণাং নর্ত্তকো হরঃ।

যাম্যাং প্রাপ্যোতি চুড়াং বা তদ্ভক্তানার্যমুক্ পুমান্ ॥৩

কিং তস্য কৈতবং কস্মাদ্ যা যেনাত্মবঞ্চনা কিয়ৎ।

যাত্রোদিতং ভগবতো ধনদা যাতয়েদ্ যম ॥৪

অন্বয়ঃ

অবিদ্বান্ যদি নিজং ধর্ম্মং ত্যক্ত্বা ঔত্পত্তিকং (কেবলং ভগবদ্ভজনে) বা যদি পরমস্য আশ্রয়তি, (তস্য কর্ম্মণি অপি ঔত্পত্তিকে ধর্ম্মে) নষ্টেঽনর্থে মধুদ্বিষঃ দুরুদ্যমঃ ধর্ম্মঃ আশ্রয়তি, তদ্বৎ এব যাবদর্থঃ বৈতাত্মিনিবেশঃ পুংসঃ যাবতা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকনিবন্ধনঃ দুরন্ত ভেদপরিভ্রমঃ চ তাবদ্ এব ইতি ॥৩

অবিদ্বদ্ বিমুক্তয়ে বৈদেহ যথা বি ত্বম্ ভবিষ্যসি, (তং বা) যথা ত্বম্ বিমোক্ষ্যসে ন্যাস্য ॥৪ যাতা যাতা ঔত্পত্তিকং ঔত্পত্তিকে (ভূ.৪৭) যথা যাতা ও যং বিদ্বং যদি যং যং ধর্ম্মং অবিদ্বং অবিদ্বান্ এব ॥৩

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

(পরমার্থ নিরূপণ।)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে উদ্ধব! এই বিচিত্র রচনাবিশিষ্ট বিশ্বসংসার তোমার প্রশ্নোত্তরাদি প্রকৃতি হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে; মহাপুরুষ পরমাত্মার ঈক্ষণে তাহা প্রকৃতির খেলামাত্র, এবং-রূপ জ্ঞাত হইয়া, এই সমস্ত জীব ও তত্ত্বজ্ঞানের গুরুরা করিয়াছেন; সুতরাং এই পরমাত্মাই মূলস্থানে সর্ব্বাবয়বে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। যে কোন অধিষ্ঠানে যে কোন স্বভাব বা তত্ত্বের পরিচয় হয়, সর্ব্বত্র সেই প্রকৃতি-পুরুষের সত্তায় পরিচয় যতটুকু তত কিছুই নহে। অতএব মনের যেইটিস্যাদি স্বভাব বা আত্ম বোধ এবং দৃশ্য বর্গের সম্পূর্ণ স্বাধীনত্ব প্রতি প্রশ্নের যা কিছুরও তত্ত্ব বিবেচী যাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অবিবেচ্য।

যে ব্যক্তি অন্যের স্বভাব বা তত্ত্বের মধ্যে দোষ বা গুণের অনুসন্ধানে ব্যস্ত সুখাদি বা কিছু ভক্তির অন্তরায় হয়, সে স্বকীয় দেহ বা দৃশ্যাদিতে অভিমান পূর্ব্বক আসক্ত হওয়া নিজের আত্মতত্ত্বোপলব্ধি হইতেই অত্যন্ত দূরে বঞ্চিত হয়।২

স্বাভাবিক অবস্থার হইতে সমুৎপন্ন ঔত্পত্তিকধর্ম্ম নিজের অভিমুখ হইলে, যেমন জীব কেবল ভগবানের অবস্থান পূর্ব্বক ভগবানের স্বরূপের অনুভব করিতে থাকে এবং পরমাত্মে যখন যেমন বুদ্ধিতে বিলীন হয়, তখন জীবও সমুদ্রের ন্যায় মহত্তুল্য বুদ্ধিতে আত্মার করিয়া বিরাজ করে। সেইরূপ যাহারা যত ব্যাপারে নিস্তার পাইতে থাকে, তাদৃশ বৈতাত্মিনিবেশী পুরুষ দেহাদিতে অভিনিবেশজনিত ভ্রম এবং ভেদোপাদান মূলস্থানে আত্মিক করিয়া অনুভবাদির পরিচয়ন করিয়া থাকে।৩

সমস্ত ভগবান্ যাহারা; সুতরাং বিদ্যা ও ভক্তির নাম। যাহার দ্বারা যাহা বলা যায়,

দ্বারা-প্রত্যাহারাত্মা ধ্যানেনোপাসকোবিদঃ।
এবং স্থূলমতো রূপং ধারয়েদ্ব্যসনচ্ছিদম্॥ ৪৪
আদৌস্থির্যার্থমিত্যুক্তং মনসো ধারণাস্পদম্।
ব্রহ্মতে ব্রাহ্মি বিদ্বান্ত্রিরূপে বপুরাত্মনঃ॥ ৪৫
তস্যায়ং প্রাক্তনোবপ্রস্থানস্থো ভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতস্য ত্রিবিধা নিষ্পত্তিরনুমীয়তে।
ইহা তদ্ধ্যানতঃ সিদ্ধিস্ত্রিবিধঃ সাধকস্য তু॥ ৪৭

এতদ্ বিদ্বান্ মহর্ষিঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নম্।
ন লিম্পতি ন চ ক্ষীয়তে লোকে চরতি সূর্যবৎ॥ ৪৮
প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।
আত্মতত্ত্বমবরুধ্যাত্মা নিসংশয়ো বিরমেদ্যতি॥ ৪৯

উদ্ধব উবাচ

যৈরাত্মনো ন যেষাঞ্চ সংস্থাতিস্থিতিদুষ্কৃতঃ।
অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধীনাং কথং ত্বাদৃগ্বিদঃ ক্ষমতে॥ ১০

ধারণাস্পদমিত্যুক্তং (ধারণা মূর্তি অভিধিৎসু, প্রত্যাহরণ অভিধিৎসু, আত্মানং মনসো স্থানাস্পদং, এবং) যৎ নির্দিশ্যতে অথবা ভাবনাবিধিঃ অথবা ভাবনাবিধিঃ সমাধানস্য তদ্ধ্যানস্য ধারণা ভবতি॥ ৫

তস্য ধ্যানস্য প্রোক্তস্য বিধানস্য ইহ সর্বত্র বিদ্বান্ আত্মা এব। যথা প্রভুঃ সর্বভক্ষোহপি, ঈশ্বরঃ সর্বভক্ষণসমর্থঃ চ। অথবা যঃ বিদ্বান্ এব যদ্যপি অজ্ঞানস্য স্থানাদ্যস্য আত্মনঃ

যশ্চাত্মা ব্রহ্মণো ব্রাহ্মি ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মি চ। ঈশ্বরস্য ঈশ্বরি চ॥

যে যথা এবং অধ্যয়ং ধ্যানস্য সংসারস্য অনুধ্যানবিধিবিধিঃ (যেন) অজ্ঞঃ ন বিদ্বিষঃ, অতঃ আত্মনি ঈশ্বরাদি ইতি বিদ্বিঃ জ্ঞেয়বিজ্ঞেয়জ্ঞানসম্পন্না নির্মূলা ছিন্নসংশয়া, অর্থাৎ; প্রকাশিতঃ (ইতি বিশেষতঃ) বিদ্বিষিতা অতঃ ইতি বিদ্বিষ অপি যত্র যত্র পরমাত্মনি আত্মাত্মক জ্ঞেয়ঃ সর্বজ্ঞানস্বরূপ এব ইতি যঃ বিদ্বিঃ জ্ঞানী॥

চক্ষুরাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন বস্তুর প্রতীতি ঘটে এবং মনের দ্বারা যাহার স্মরণ বা কল্পনা করা হয়, সমস্তই বৈকল্পিকের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব যাহারা আত্মোপাসনা বিদ্যা ও যাহারা নয়, তাদৃশ বৈত-প্রপঞ্চের অন্তরে কোনটী ভাল, বা কোনটী মন্দ বলিয়া একটী পদার্থও সুখ্যাতি বা অখ্যাতির পাত্র হইতে পারে না। তাহার ভালও বিদ্যা এবং মন্দও বিদ্যা॥

তথাপি ধর্মশাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ, অথবা প্রতিষিদ্ধবৎ এবং প্রতিষ্ঠাশাস্ত্রে হেয়তাদির অধ্যাস বশতঃ বিদ্যা হইলেও, যেমন তাহাতঃ এই বিদ্যা ফল ও কার্য-তাদির সহিত প্রথিত হয়, সেইরূপ পদার্থতত্ত্বে পরিণত জ্যোতিঃ স্বরূপিনের তথাঃ বিদ্যা হইলেও, মুক্তি পর্যন্ত জীবকে সংসার-তত্ত্ব প্রদান করিয়া থাকে॥

যেমনটিভাবে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চই পরমাত্মা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কারণ একাকী তিনি হইতে পারেন এবং সমস্তই হইতে পারেন; তিনি বিশ্বরূপে নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন, অথচ ঈশ্বররূপে আমাদেরই আপনি দূরে অধিষ্ঠিতরহিয়াছেন; প্রলয়ে নিজেই প্রলীন হইয়া সংসারকে সংহার করিতেছেন॥

যেমনি যখন পরমাত্মাতিরিক্ত অন্য বস্তুর পৃথক্ সত্তাই স্বীকার করেন না, সলিলাদিতে ফেনের উদয়ের ন্যায় পরমাত্ম-সত্তাতেই নিখিল সংসারের উদ্ভাসন নিরূপিত—এইরূপ মীমাংসা। তখন দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি জীবাধারে বিবিধ ভাবের সৃষ্টির দ্বারা কেবল তদধীন জাতিরই পরিচয় হয়, এইরূপ বিবেকিগণ নিরূপণ করিয়া থাকেন॥

প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্পূর্ণ হইলেও এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধটি সাধারণ ভাষা এবং মনু, অন্ত ও অন্যোন্যাশ্রয় বলিয়াই তুমি অবধারণ কর॥

আত্মাত্মনোঽণুঃ তত্র যদ্যোক্তিবায়ুঃ।
অক্ষিস্থঃ প্রেরকশ্চিত্তঃ করণৈঃ সংযুক্তি ॥১১

শ্রীভগবানুবাচ
যাবদ্ দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ ॥১২

অন্বয় ঃ তু এবং সতি যদা ইহ আত্মবিজ্ঞানেন (আত্মবিজ্ঞানেনেত্যর্থঃ) বিদুষঃ আত্মনি, যস্য (আত্মজ্ঞস্যেত্যর্থঃ) ন বিদ্যতে, ন চ ক্বচিৎ, কিঞ্চ পুনর্যস্য বিদ্যতে এব স্বেচ্ছয়া চ ॥

প্রকাশক সন্নিকর্ষোক্তি-বিরোধ-প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়োক্তি-পূর্বাংশের অবতারণা করেছেন। নিত্যত্বে আত্মজ্ঞানের, আত্মকর্তৃক পরমাত্মজ্ঞানের ও এবং বিদ্বৎ আত্মজ্ঞ জীবন্মুক্তিরও, (আত্মসন্নিকর্ষবৎ) অন্য প্রকার ও বিশেষ আত্মসন্নিকর্ষের অভাব হেতু ইহ সংসারে বিদ্বানের ॥১০

উদ্ধব উবাচ। যে ত্বয়া। অনন্তরমুক্তং (অনন্তর

অন্য যে দেহ, অণু জীব; যদা যখন নিজজ্ঞান আসে) জীবন্মুক্তের (এই দ্বারা প্রকাশ, মুক্ত যেন আসে) আত্মনি দেহে ও সংসারি। মুক্তস্বভাবস্বরূপ এবং ও সন্নিধি। অর্থাৎ যদা যে সংসারি; ঈশ্বরস্বরূপ, অতঃ না সংসারি তত্ত্ব সন্নিধি ॥১০

আর যে অবস্থা বিজ্ঞানবিদঃ যদা যখন জ্ঞানস্বরূপ, তদা জ্ঞানস্বরূপবিজ্ঞানিত্ব, যাবদ্যোক্তি যতক্ষণ, অবিদ্বং অজ্ঞস্য অবিদ্যাস্বরূপস্য; তথা যেন যে দ্বারা, তাবৎ তত্ত্ব, অতঃ যে দ্বারা এবং তত্ত্ব সংসারি হইবে ॥১১

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম সীমাংসা-স্বরূপ সংস্কৃতির এই জায়গায় যিনি সমাক্ অবধারণ করিতে পারেন, তিনি আর কখন পরের প্রতিষ্ঠা বা তর্কের উপর নির্ভরযোগ্যের অনুমান বা অযথার্থ করেন না; লোকলোচন বিধাতারের ন্যায় সৃষ্টি-স্থিতির সর্বত্র নিত্য তত্ত্ব তত্ত্বের বিধান করিয়া থাকেন ॥

বিদেহেন্দ্রিয়ের সংযোগ-রহিত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, চিহ্নদর্শনে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরিষ্ট অনুমান-জ্ঞান এবং বেদাদি আপ্তবাক্যের প্রমাণে লব্ধ আত্মজ্ঞান-রূপ পরমাত্মভূতির উদয়ে এই বিশ্ব সংসার যে মূলে ছিল না এবং পরেও আর থাকিবে না, তাহা সুস্পষ্ট অবধারণ করা যাইতে পারে; তখন সর্বত্রই এক পরমাত্মাই সর্বত্র সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করেন, ইহাই নিঃসন্দিগ্ধ তাৎপর্য্য। অতএব বিশ্বসংসারি নিজের তত্ত্ব বিশ্লিষ্টভাবে সংসারে বিলয় করাই বিবেকী পুরুষমাত্রের অবশ্য কর্তব্য ॥১০

উদ্ধব বলিলেন,—হে প্রভো! দেহস্বরূপে দুইটি বস্তু অনুভূত হইয়া থাকে; একটি চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ, অপরটি অচেতন দেহ; পুরুষ সর্বসাক্ষী স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানবান্; তিনি বিভুস্বরূপই নিত্য রহেন। দেহ জ্ঞানহীন, জড় পদার্থ। অতএব পুরুষস্বরূপের অনুভবরূপ সংসার একত্বভাবের জন্যে কোনরূপেই হওয়া সম্ভব নহে। অথচ প্রত্যক্ষরূপে সংসার-ভোগ স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে। অতএব এই পুরুষস্বরূপের অনুভূতিরূপ সংসার যে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত রহে। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥১১

বিদেহস্থ আত্মা স্বরূপে অরূপ, বিভুত্ব জ্ঞানময়; সুতরাং ক্রিয়াশক্তি বালিন্য বা রাগাদি বিকারভাব আত্মস্বরূপে কখন সম্ভব নহে; অতি হেতন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আত্মাকারেই প্রকাশমান হয়, আত্মস্বরূপ চৈতন্যরূপ সেইরূপ অবিদ্যারূপ আবরণে কখন আবৃত থাকেন না; অনন্তকাল জ্যোতিঃস্বরূপেই নিত্য বিরাজ করিয়া থাকেন। অথচ দেহের ন্যায় জ্যোতির ন্যায় চৈতন্যহীন জড় পদার্থ। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে তাহার যে সম্বন্ধ, তাহা আমি অবধারণ করিতে পারি তাহি না ॥১২

অর্থে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেপি সংসর্গিত্বং নিবর্ত্ততে।
ব্যাপ্যতা বিষয়াণাঞ্চ যদ্যেবমর্থাশ্রয়ো ভবা ॥১৩
ভবা ইন্দ্রিয়ভূতঞ্চ প্রসাদো যদ্যেবমুচ্যতে।
ন এষ ইন্দ্রিয়ভূতো ন বৈ যোগাশ্চ যুজ্যতে ॥১৪
শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-সমুদ্ভবাঃ।
অন্তরাত্মগুণাস্তস্য ন তু বুদ্ধ্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥১৫

যোগেন্দ্রিয়প্রাণমনোনিরোধে
জীবোঽন্তরাত্মা গুণবর্জ্জমূর্ত্তিঃ।
মুক্তঃ সমাধিত্বমুপৈতি সম্যক্
সংসার আবার্ত্তি ভয়াদমুক্তঃ ॥১৬

ঈশ্বরস্য ইতি। আত্মনঃ যোগেন্দ্রিয়প্রাণাদীনাং সম্ভব যোগে সতি বিনাশঃ সম্ভবঃ, তাদৃশ অনাদিঃ (আত্মনি অবিদ্যমানঃ) অপি সংসারো অবিদ্যোপাধিত্বেন সম্ভবন্ কৃত্রিমবিশিষ্টো এব ভবতি ॥১২

অথ বিদ্যাভূতঃ অপি বিদ্যান্ ভবতঃ অত্র পুনঃ অবর্ণাত্মঃ অবিদ্যোপাধিঃ ভবতীত্যাহ: যথা ভবতি, তথা আহ যোগেন্দ্রিয়প্রাণমনসাং যোগেন্দ্রী অবিদ্যমানে বিদ্যাভূতঃ অপি বিদ্যন্ ভবতঃ পুনঃ সংসারিঃ উপাধিসম্বন্ধতয়া হি এব ন বিদ্যতে ॥১৩

যদা অন্তরাত্মভূতঃ ভবান্ পরতঃ পুনঃ প্রসাদঃ অন্তঃকরণাদি ভবতীত্যুচ্যতে (যদ্ অবিদ্যোপাধ্যাদি বিশিষ্টঃ পুরুষঃ) স প্রসাদঃ এব প্রকৃতিভূতঃ অবিদ্যাদিরূপ যোগেন্দ্রি

এতদুত্তরে ভগবান্ ঈশ্বরঃ বলিতেছেন—যে, ইন্দ্রিয় ও প্রাণক্রিয়ার সহিত মনের আত্মার সম্বন্ধ ঘটে, তখন আত্মস্বরূপে সংসার প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যমান হইলেও, অবিবেকীর পক্ষে সংসার সত্য ও স্বপ্রকাশরূপে প্রতীত হইয়া থাকে. অবিবেকীর সমীপে আত্মার বিদ্যমানত্ব তখন উপলব্ধ হয় না ॥১৩

যে সকল ব্যক্তি বিষয় ভিন্ন বিষয়-চিন্তাতেই কালাতিপাত করে, তাহারা স্বপ্নকালে বিদ্যমান অথচ প্রকাশে অক্ষীয় বিষয়সমূহের বিষয় ভূত যেরূপ প্রকাশের আর অনুভব করে, সেইরূপ বিষয়-চিন্তায় তাদাত্ম্যাপন্ন আত্মসম্বন্ধ বিদ্যমান পুরুষের অন্তঃকরণকে বিষয়ের তাদাত্ম্যের বলিয়া আপনাকিঞ্চন অনুভব করে ॥১৪

যোগের মুক্তাবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া, তত্ত্বদর্শী পরমপুরুষ পরমার্থকে কখন বিদ্যা বলিয়া ধারণা করিতে

ন সম্ভবে তাদৃশি. (তথা সত্যপি অবর্ণাত্মত্বাদি অবিদ্যোপাধ্যা ন তাদৃশি) ॥১২

যোগেন্দ্রিয়প্রাণমনোনিরোধাৎ পুনঃ যথা সংসারঃ এব পুরুষস্য, (প্রকৃতেরেব যোগসম্বন্ধাৎ) এবং তথা পুরুষা ও যোগে এবম্ ন সম্ভবতি যে পুনর্যোগে ॥১৩

যোগেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনসাং নিরোধাৎ (যোগাদিত্ব অবিদ্যায়া ধ্বংসাৎ) আত্মা এব (যোগে) অন্তরিতঃ জীবঃ এব গুণবর্জ্জমূর্তিঃ (গুণবর্জ্জা মূর্তিঃ এব যস্যাঃ তাদৃশী সতী (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) নিত্য রহিত এব ইতি, তথা ভূতস্তঃ (অন্তঃকরণাদি ধারা সংসারঃ যঃ অবিদ্যা সহ) সংসারে যা পরতঃ বর্ত্তমানি ॥১৪

পারে না; সুতরাং আত্মিক পদার্থসমূহের ব্রাহ্মণাদির আক্রমণ বা নিজের মনস্তত্ত্বোপাধিনিষ্ঠ বিবিধ অনর্থ আশঙ্কায়ই উপস্থিত করিয়া থাকে। কিন্তু নিশ্চয়ত্বে থাকিলে, পরমপুরুষ পরমার্থের চিন্তায় আত্মার চিত্ত আর ব্যাকুল হয় না বা ঐরূপ দুঃখসম্বন্ধের অনুভব করে না; সেইরূপ অজ্ঞানীর পক্ষে সংসার অনর্থের কারণ হইলেও জ্ঞানীর পক্ষে তাহা অনুভূত হয় না ॥১৪

শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও আকাঙ্ক্ষাপ্রভৃতি গুণসমূহ এই আত্মার হইতেই উৎপন্ন প্রতীত হয়; তাহার যাহা বিদ্যার সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই সকলের মধ্যে কোন গুণেরই পরিচয় থাকে না। সেইরূপ জন্ম এবং মৃত্যুও এক দেহের উপাধি প্রতিপন্ন হয়; আত্মস্বরূপে এতদুভয়ের কোন সম্পর্ক হওয়া নিতান্তই অসম্ভব ॥১৬

অনুমেয়ম্ বহ্নিরূপেণঃ
অনোকঃ-প্রদেশবীক্ষণে।
আপাদিমোপাত্তধিয়া বিবেক
হিত্বা ধূমিশঃ কিঞ্চিদনুকৃতঃ ॥১৭
অন্যঃ বিবেকো বিষয়স্তথাপি
প্রত্যক্ষতৈবিন্দ্রিয়বাধ্যমুক্তম্।

আত্মস্বরূপস্য তথৈব কেবলঃ
কালশ্চ হেতুশ্চ তথৈব মন্যে ॥১৮
যদা বিহায় ব্যবহারমার্গং
পশ্চাচ্চ সর্বঞ্চ বিবেদয়ন্তঃ।
তথৈব তত্ত্বা ব্যবহারমার্গং
নানাপদেশৈরবদন্ত তত্ত্বম্ ॥১৯

এবং অনুমেয়ম্ (অনিত্যঃ বহ্নিঃ যেমনস্তাবিশিষ্টঃ ধূমিত প্রদেশাদিঃ, যথা:) অনুমা বিষয়ক মূলপুরুষ, যথাক্রমে প্রদেশবীক্ষণে (যত্র আদিমু বিষয়ে ইতি যত্র আদি যস্য তথাভূতে ; অর্থাৎ উদয়ে) উপাত্তধিয়া গৃহীতজ্ঞানেন আপাদিমা, আপাদিতেন হিত্বা অনুকৃতঃ বিষয়াভিমানরহিতঃ, মুক্তঃ সমর্থঃ, সঃ ধূমিঃ বিবেকি ॥১৭

আত্মস্বরূপঃ যে আত্মা তত্ত্ব স্বরূপঃ, যথা অনি যেমন প্রকাশ, তাদৃশ (প্রকাশের প্রকাশরূপী ও প্রকাশ) কেবল (সম্বন্ধবর্জিত এবং এক তথাভূতঃ এবং যেমন বিষয় হইয়াও)

আত্মস্বরূপের তথৈব কেবলঃ
কালশ্চ হেতুশ্চ তথৈব মন্যে ॥১৮
যদা বিহায় ব্যবহারমার্গং
পশ্চাচ্চ সর্বঞ্চ বিবেদয়ন্তঃ।
তথৈব তত্ত্বা ব্যবহারমার্গং
নানাপদেশৈরবদন্ত তত্ত্বম্ ॥১৯

বিষয় যেমন, তথা তথাভূত, প্রত্যক্ষের যোগ্যতা, ইন্দ্রিয়ের ঔপযোগিক, তথা অনুমান তথা ; (ইত্যাদিভিঃ পাঠের প্রয়োজন যঃ) বিবেকঃ তত্ত্ব জ্ঞান এবং ॥১৮

যদা যখন (গ্রন্থ বুদ্ধপরিচ্ছেদের বিবেচিত) তত্ত্ব বিষয়ে সর্বঞ্চ বিষয়ের বুদ্ধপরিচ্ছেদের (জ্ঞানের) পুরুষঃ ও অপি, তথৈব তথা আপাদিমোপাঃ (তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যবহারমার্গঃ) ব্যবহারমার্গে ব্যবহারঃ আপাদিমে তথৈব তথা বিবেক কারণরূপঃ অবোধ আত্মস্বরূপ তথা আপাদিমোপাত্তধিয়া ও বহুঃ ও পুরুষ বিবিধিতি ॥১৯

হেতু, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের উপর আত্মজ্ঞান চিন্তনে অভিমানী আত্মাই তাহাদের অন্তরে অবস্থানপূর্বক জীব নামে অভিহিত হন, সুতরাং আত্মস্বরূপের সংসারে সংহিত শুদ্ধ ও কর্তৃত্বের বুদ্ধিতেই আত্মা বন্ধনের পরিচয় দেন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিজের যা মনোময়াদি আত্মদেহকে উপাধিরূপে স্বীকার করত বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং দেব মনুষ্য ও তির্যগাদি নানা নামে অভিহিত হন এবং সর্বভূতের কর্মফলদাতা মহাকালরূপী পরমেশ্বরের বশবর্তী হইয়া অনন্ত সংসার-চক্রের আবর্তনে বিবিধ আনন্দ ভোগ করেন ॥১৭

অথচ যদি-পরিচ্ছিন্ন প্রাণ অবিদ্যার প্রভাবে দেহেন্দ্রিয়াদি বহুরূপে প্রকাশমান, কিন্তু স্বরূপতঃ অনুমেয় তিরিক্ত আত্মাই মন, তথাবিধ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানের ক্রিয়া, প্রাণন-শক্তি এবং উপাদানভূত দেহের রচনা করিয়া থাকে। অতএব সেই আত্মার স্বরূপজ্ঞান না হইলে, সংসার নিবৃত্ত হয় না। গুরু ও শাস্ত্রের উক্তিই জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। যদি উক্তির সম্পর্ক অবলম্বন করিতে পারিলে, আত্মার মূল-দেশ অনায়াসে কল্পিত করা যায়; তখন বিষয়াভিমান বিসর্জন করত তত্ত্বজ্ঞানে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক ব্রহ্মলোকে পর্যটন করিলেও, আর সে বেচারী সংসারে আকৃষ্ট হয় না ॥১৮

পরন্তু যদি এবং অন্তে যিনি সংসারকে বিরাট করেন এই জ্ঞানের প্রকাশমান পরিচ্ছিন্নরূপ যথাযথভাবে পরম কারণ উপাদানরূপে এবং প্রত্যক্ষ কালরূপে সেই পরমার্থভূত পরমেশ্বরই সেই সেইরূপে বিরাট হইয়াছেন। বেদাধ্যয়ন, তপোযজ্ঞাদিরূপ সৎকর্মের অনুশীলন, প্রত্যক্ষানুভব, ঐতিহ্য উপদেশ অনুমান ও তর্কাদি সাধনের সাহায্যে বিশ্ব সংসার ব্রহ্মময় বোধে যে বিবেকের উদয় হয়, তাহাকেই প্রকৃত জ্ঞানলাভে অভিহিত করা যায় ॥১৯

যত্রৈব প্রবদেৎ বংশ ভবাব-গুণকীর্তনম্।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি পুণ্যানি মঙ্গলানি চ ॥৪০

তৎকীর্তনধ্বনিং শ্রুত্বা সর্বাণি পাতকানি চ।
দূরাদেব পলায়ন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥৪১

তদ্দিনং সফলং নক্তং ঘটিকং সর্বমঙ্গলম্।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনং যত্র যত্রৈব ন্যূয়তে যদা ॥৪২

সঙ্কীর্তনধ্বনিং শ্রুত্বা যেঽপি যান্ত্যন্তি বৈষ্ণবাঃ।
তেষাং পাদরজঃস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ॥৪৩

তৎকীর্তনং তয়োর্যত্র কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
গায়ন্ত উচ্চৈরুদ্গীর্ষ্ণ তত্রাসান্নিহিতো হরিঃ ॥৪৪

নাস্তি পাপানি চিত্তস্থানি পুণ্যানি সুবিধানি চ।
তপদিনাক্ত ত্রিরাত্রং ত্রিরাত্রোঃ উপসঃ ফলম্ ॥৪৫

যে বংশে যে স্থানে তাঁহার নাম ও গুণকীর্তন হয়, সেখানে পবিত্র কল্যাণপ্রদ বহু তীর্থ উপস্থিত হয় ॥৪০

গরুড়ের শব্দে সর্পদিগের ন্যায় তাঁহার কীর্তনের ধ্বনি শুনিয়া নিখিল পাতক দূর হইতে পলায়ন করে ॥৪১

যেদিন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হয়, সেইদিন সকল, নক্ত, দণ্ডক, সর্বমঙ্গলময়ক ; যেদিন আদর হয় না ॥৪২

সঙ্কীর্তনের ধ্বনি শ্রবণ করত যে বৈষ্ণবগণ গমন করেন, তাঁহাদের চরণরেণু স্পর্শে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হন ॥৪৩

যেখানে পরমাত্মা কৃষ্ণের সঙ্কীর্তন হয়, সেই স্থান তীর্থে পরিণত হইয়া থাকে, তথায় যেতাগ হইলে মুক্তিলাভ হয় ॥৪৪

সে স্থানে পাপ থাকে না, পুণ্য পরিবর্ধনরূপে অবস্থান করে, তপস্যা ও ত্রিরাত্রের ফলদাতা ও ত্রাতার ফল হইয়া থাকে ॥৪৫

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে ৩২ অধ্যায়—

কিং তস্য শ্রীহরের্নাম দুষ্কৃতং ধর্তি মানুষৈঃ।
কিং প্রাকৈর্বিকৃতাবয়ো যজতে যো বাসুদেবং ॥৪৬
হরের্ভগবতো নাম্না যঃ প্রণম্যেৎ পুনঃ পুনঃ।
সমাধিনা প্রণষ্টেন ন পতিঃ কৃষ্ণ তেন সাম্ ॥৪৭

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ—

নমঃ শ্রীহরি নাম নামি শিবম্ কুরুষ কল্যাণদা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সঙ্কীর্ত্য মুচ্যতে পাপকৃদ্ধরঃ ॥৪৮
সদ্যঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সর্বদেবনমস্যঃ প্রাপ্তো যঃ সঙ্কীর্তয়েদ্ধরিম্ ॥৪৯

মহাভারতে—

পাপাত্মানঃ ক্রোধরাগপ্রিকৃতাঃ
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নাম সঙ্কীর্তয়ন্তঃ।
[illegible] দুষ্কৃতাঃ
দগ্ধক্লেশাস্তে হরিলোকম্ ব্রজন্তি ॥৫০

যদি মানবগণ শ্রীহরির নাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদের কি প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ভগবান বাসুদেবের যজন করিয়াছে, তাহার প্রাক্তন অপরাধসমূহ কি। যে ব্যক্তি হরির ভগবান নাম উচ্চারণ করত বার বার প্রণত (ভোজিত) হয়, সমাধির দ্বারা প্রণষ্ট ব্যক্তির পতি সেই কৃষ্ণতেজ হইয়া থাকে ॥৪৬-৪৭

যাইতে যাইতে অবস্থানকালে, নিদ্রাকালে, পান করিবার সময়, ভোজন করিতে করিতে, জপের কালে মানব কৃষ্ণ এই নাম সঙ্কীর্তন করত পাপের আবরণ (বোলপ) হইতে মুক্ত হয় ॥৪৮

যিনি হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন, তিনি সর্বতীর্থে স্নান, সকল যজ্ঞে দীক্ষা ও সর্বদেবের নমস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৯।

যাহারা কৃষ্ণভক্ত এবং নামসঙ্কীর্তনপরায়ণ, তাহারা পাপ ক্লেশমুক্ত হইলেও শোভন বুদ্ধি হইয়া সকলের অন্তে নামানুস্মরণসঙ্কীর্তন করত ইহলোকে গমন করে ॥৫০

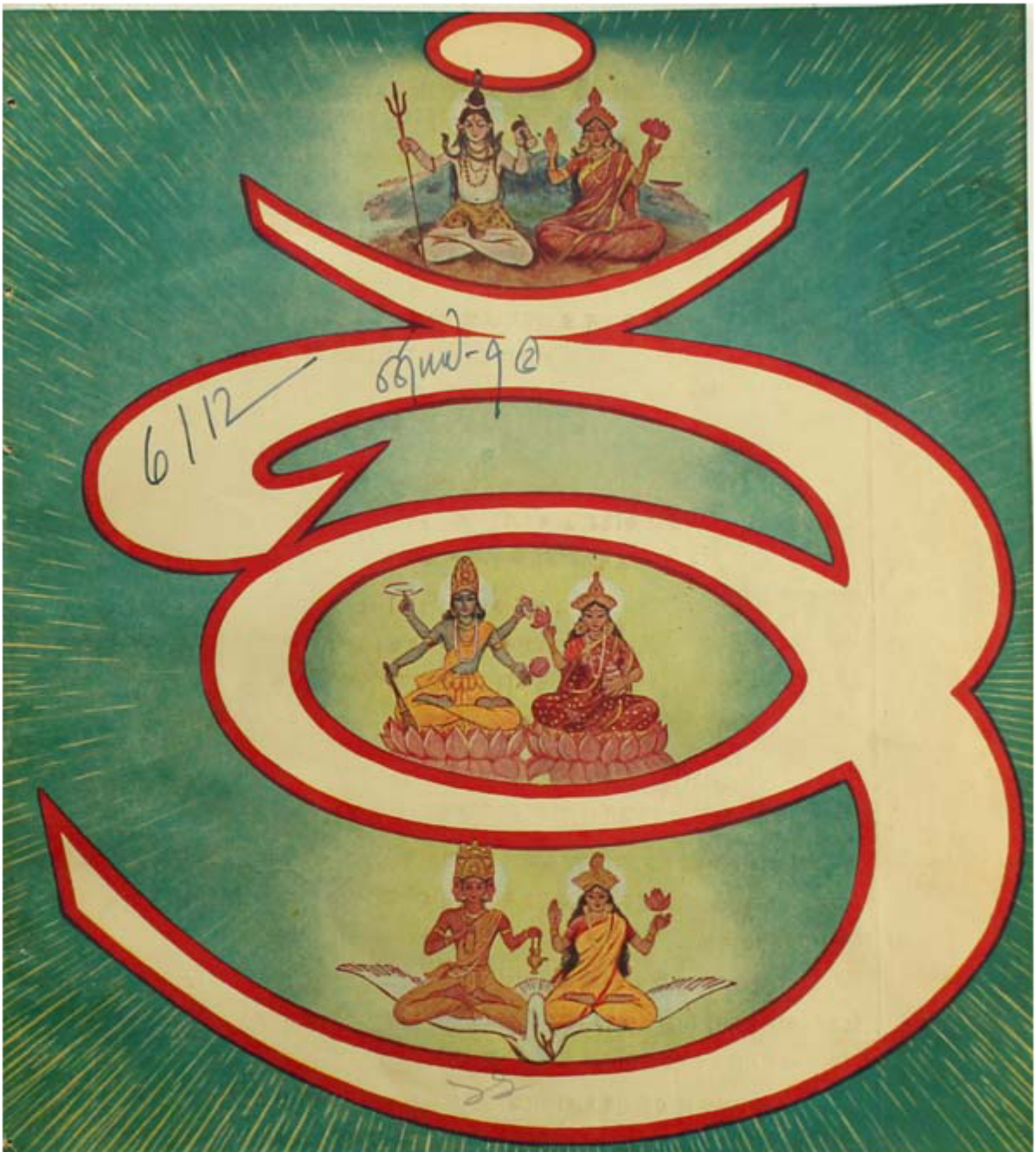

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীনৃসিংহনামমহিমা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সর্ব্বান্ বন্ধান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণৈব
যাপয়ামিচ্ছন্ দেবকো বিলোকে।
সর্ব্বান্ তাদান্ প্রাপ্নুহ্যন্তে বিশালান্
ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্ কৃষ্ণনামাভিমানম্ ॥১॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥২১।১৪।১০॥

যানে ত্বমীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৫।১১।৩৬॥

যেঽন্যেচ মাং সততং যে যাং স্তবন্তি নিত্যাশঃ।
তেষাং তুলয়ঃ পার্থ নিত্যযুক্তশ্চ যোগিনঃ ॥৬৯।৮।১৬॥

হিন্দুধর্ম্মে লক্ষ্য করি, যিনিই ব্রাহ্মণ, বীরত্বপের দ্বারা সমাজের রক্ষা করেন তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। কেবল কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে এই ত্রিলোকে বিশাল ধামলাভ মানব প্রাপ্ত হয় ॥১॥

তাঁহাদের মধ্যে কেহ সতত ভক্তিযুক্ত ও অবিচল হইয়া আমার নাম কীর্ত্তন করেন, কেহ বা যত্নবান্, নিয়মী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। আবার কোন সাধু সাধকগণ হইয়া আমার উপাসনা করেন ॥২॥

হে হৃষীকেশ! তোমার মহানামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা জগৎ প্রহৃষ্ট ও অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে, আর সমস্ত সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন তাহা যুক্তিযুক্তই ॥৩৫॥

যে মানব সতত অনন্যচিত্তে নিত্য আমার স্মরণ করে, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর আমি সুলভ ॥৬৯॥

[ষষ্ঠবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫] [দ্বাদশ সংখ্যা—স্নানযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতান্বয়-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এই পুস্তক খুচরামূল্যে বিক্রয়ের জন্য নহে।

• • •

মূল-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যস্বামীতীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যব্রতপ্রকাশন
(ভারত সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীরামানন্দ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ভাগবতার্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ ঋক্-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন ভাষা-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীকিশোরকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্রক-প্রকাশিকা :—
বিজয় বিদ্যানন্দ।
ডাঃ শ্রীবিজয়ের নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এস্, এম্. ডি. পি. এইচ্., ডি-ই.এস্. এফ এইচ্ (লন্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন ভাষা-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীগীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৬২, পি. তাঁতীবী, ডি. রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও ৯৩, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৩ বালেশ্বরাত্মা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৪ই জৈষ্ঠ, ১৩৭৪।

কার্য্যালয় :—
৩৮বি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৯-৪১০৮.

নিয়মাবলী

১। আর্য্যমাস পাক্ষিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমাধি বিশ্লেষণাত্মিকা, প্রজাপতি-সৃষ্টিপ্রকরণ এবং ঈশাদি-সৃষ্টিপ্রকরণ, বাল্মীকি-রামায়ণ ও ঐতিহ্যপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ঐতরেয়ালোচন প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ঐতরেয়ালোচন ঈশাদি যাবতীয় আর্য্যমাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটী সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কর্ম্মিকারী কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যমাস, ৩৮বি, বিডন রো, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার ফরম ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাযথ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না হইলে কদাচিৎ পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যমাসের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা ফিরে দেওয়া হইবে না।

৮। উল্লিখিত ১-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন বাধ্যি গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীগীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যমাস

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঈশানুসেবক বাণী

পূর্ণানন্দ
ভক্তপুর-দুর্গ
পৌষাই
৮৮৮৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালেবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিশেষ নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন পরোক্ষে অন্ততঃপক্ষে একটী অতিরিক্ত গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পরবর্ত্তী প্রকাশন
বঙ্গানুবাদ সহ
"মহাভারত"

প্রকাশকের নিবেদন।

পরমভাগবত শ্রীভগবানের ঘরানী অনুকম্পায় এবং শাস্ত্রমূর্তি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতানন্দ অবধূতজীমহারাজের আশীর্বাদ সম্বল করিয়া আমাদের বহুদিনের কামনার (প্রায় বারো বৎসর) শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রকাশনকার্য্য সম্পূর্ণ হইল।

পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা ও গুণমহিমের সুপ্রকাশের জন্যই এই শ্রীমদ্-ভাগবতমহাপুরাণ পাঠ করিয়া পাঠকমহাশয় আনন্দলাভ শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহে মুগ্ধ হইলেও যদি শ্রীভগবানের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পূর্ণাঙ্গ মহিমাবোধপূর্বক শ্রীভগবদ্ভক্তি বিতরণ করেন।

অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদের একমাত্র নিবেদন এই ভারতবর্ষে যাহা কিছু পৌরাণিকযুগের কলিযুগের প্রারম্ভের দিকে দিকে ভোগপরায়ণতা-বিলাসপ্রিয়তা-অবিবেচিতা প্রভৃতির মহাস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, এই সেই ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ সমস্যা-জর্জ্জরিত মানুষদিগের শ্রীভগবানের প্রতিনিধি মানুষদের কথা বাদ্যই অন্য কোন পথ নাই—যাহাতে আমরা সর্ব্ববিধ সমস্যা ও জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সুস্থ ও সুখী হইতে পারি। তাই অহৈতুকীকৃপাময় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নিমিত্তে এই আয়োজন প্রবর্ত্তন করিয়া বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া অধিকারী অনুযায়ী সাধকশ্রেষ্ঠগণ মানব জীবন কর্ত্তব্যপথ অবলম্বন করত চরম ও পরম কামাবস্তু লাভ করিয়া ধন্য এই মানবজন্ম সফল করিবেন।

এই আয়োজনের বহুল প্রচার কামনায় আমরা সহৃদয় ভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণের অযথা সমালোচনা করিয়া শ্রীশ্রীভগবানের চরণে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

॥ মহাভারত ॥

মহাভারত—শ্রীভগবান্ বেদব্যাসবিরচিত ইতিহাসানুশাসন। এই গ্রন্থে বিশুদ্ধভাবে ভারতবর্ষের পূর্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত ও কুলাচারের মূল প্রভৃতি অশেষবিধ জ্ঞাতব্যবিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদ ও উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব সহজে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশে পুথিবদ্ধভাবে সকল বর্ণ অবতারণা করিয়া ভারতবর্ষের মহাগৌরব কুরু-পাণ্ডবের যশোগাথাপ্রসূত প্রসিদ্ধ ও অমানিষ উপাখ্যানের ইতিবৃত্তসমূহের বর্ণনপ্রসঙ্গে ভারতীয়গণেরই ইতিবৃত্তধারা এমন পুস্তিপুস্তভাবে এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন—যাহা না পড়িলে বুঝা যাইবে না এবং পড়িলে মহাজ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাইবে।

পুরাকালে সমস্ত বেদতাৎপর্য একত্রিত সমস্ত ইতিবৃত্তের একদিকে এবং মহাভারত একদিকে রাখিয়া তুলাদণ্ডের পরিমাণ (ওজন) করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়—মহাভারতই বেদ হইতে অধিক গুরু, সেই হইতেই মহাভারতের 'মহাভারত' নাম প্রসিদ্ধ হয়।

এই গ্রন্থের মহত্ত্ব ও অধিক ভারত্বের দেখিয়াও পূর্বাচার্যগণ 'মহাভারত' আখ্যা দিয়াছেন। এই মহাভারতই হইল সর্বশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট এবং এই মহাভারত পাঠে মানুষ মোক্ষপর্যন্ত পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

এই বিশাল গ্রন্থে আঠারটি পর্ব এবং বহু উপপর্ব আছে। হরিবংশও এই মহাভারতেরই অন্তর্গত, সুতরাং কেহ কেহ মহাভারত ঊনবিংশতি পর্বাত্মক বলিয়া থাকেন এবং মহাভারতপাঠারম্ভের পূর্বে মহাভারতপাঠারম্ভের অঙ্গরূপে হরিবংশের পাঠারম্ভ করিয়া থাকেন।

আঠারটি মূল পর্ব যথা,— ১। আদিপর্ব, ২। সভাপর্ব, ৩। বনপর্ব, ৪। বিরাট্-পর্ব, ৫। উদ্যোগপর্ব, ৬। ভীষ্মপর্ব, ৭। দ্রোণপর্ব, ৮। কর্ণপর্ব, ৯। শল্যপর্ব, ১০। সৌপ্তিকপর্ব, ১১। স্ত্রীপর্ব, ১২। শান্তিপর্ব, ১৩। অনুশাসনপর্ব, ১৪। অশ্বমেধপর্ব, ১৫। আশ্রমবাসপর্ব, ১৬। মৌষলপর্ব, ১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ১৮। স্বর্গপর্ব। হরিবংশসহ ১৯ পর্ব।

বর্তমানে ঐ মহাভারত আখ্যানমাত্র প্রকাশিত হইবে। আমরা যাহারা উক্তপ্রায় বহিতে এই গ্রন্থ বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই বিষয়ে আমাদিগকে সর্বতোভাবে সহায়তা করুন।

পরিশেষে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীচরণপদ্মে প্রার্থনা করি—তিনি আমাদিগকে যথাযথ-রূপে কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করিয়া সর্বাত্মকস্বরূপে পাঞ্চভৌতিকদেহে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত রাখুন।

নিবেদক—আচার্যগণ।

শ্রীসীতারামইতিহাসবিদ্যালয়

৭/২, সি, রমিনী, মি, রোড,

কলিকাতা-০৮।

বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিতয়ং তদঙ্গং
ক্রিয়াকলাপঃ পরিসংখ্যা হেতুঃ।
সপ্তবিধস্তস্য বিকল্পকল্প
বেদেন দৃষ্টেন তথেব সত্যম্ ॥২০
ন হ্যন্ত পুরস্তাদুত যস্য পশ্চা-
দ্যো চ তত্ত্ব ব্যবহারমাত্রম্।
সৃজং প্রবিষ্টং চ সমং যদেতৎ
তথেব তৎ তার্কিক যে মতীহা ॥২১

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো
বৈকারিকো রাজসর্গ এষঃ।
ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি
ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাকৃতিবিপ্রযুক্তম্ ॥২২
এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুঃ
পরাপরাণাং বিদুষামপেক্ষঃ।
ত্রিধাক্রমেণেহ গুণপ্রবাহে
ন্যায়স্থমুক্তৈঃ খিলকারুকেষ্টঃ ॥২৩

বিজ্ঞানম্ (ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্বক সাক্ষাৎকারাত্মকজ্ঞানম্) তাদৃশজ্ঞানস্য ত্রিতয়ম্ (সাধন, বিধান এবং ফল) তদঙ্গম্ (তস্য তাদৃশজ্ঞানস্য অঙ্গম্ উপকরণম্) চ ক্রিয়াকলাপঃ (ক্রিয়াণাং অনুষ্ঠানানাং কলাপঃ সমূহঃ) হেতুঃ (তাদৃশজ্ঞানস্য সাধনম্) চ ভবতি, তস্য বিকল্পঃ (ভেদঃ) সপ্তবিধঃ অস্তি, তথা বেদেন দৃষ্টেন (বেদপ্রমাণেন) সত্যম্ (সিদ্ধম্) অস্তি এব ॥২০

যৎ (যস্মাৎ কারণাৎ) পুরস্তাৎ চ ন অস্তি, যৎ চ পশ্চাৎ সাধারণ চ ন অস্তি, যৎ অপি যৎ পুরস্তাৎ ন অস্তি; কিন্তু ব্যবহারমাত্রং ব্যবহারার্থং, তৎ যৎ সত্যং অস্তি এব, প্রবিষ্টং প্রবিশতি চ যৎ যৎ এব কারণং প্রকাশকং চ (ব্যবহারং) ভবতি (তৎপূর্বং ইতি যে মতীহা দুরাগ্রহাঃ) ॥২১

অবিদ্যমানঃ অপি অবভাসতে যঃ তথা ব্রহ্মবিবেকহেতুঃ তথা বিদ্যাবতাং পরাপরাণাং (পরঞ্চ ব্রহ্মোপি অপরঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যাদেঃ) আত্মমায়াম্ আত্মবিবেকঃ প্রকাশঃ বিনা দুরন্বয়ঃ সন্ অবিদ্যমানমুক্তঃ (অবিদ্যমানঃ মায়ামুক্তঃ ইতিবৎ) ইত্যাদয়ঃ বিশেষণা অপি ॥২২-২৩

---

* অবশ্যমেবাত্রাপি ২৮ অধ্যায়স্য অন্তর্গতস্য শ্লোকস্যেব পরিশিষ্টং বর্ত্তত ইতি বিভাব্য। অনুবাদে, তথা ২৬৭৮ পৃষ্ঠায় ১১ অধ্যায় শ্লোক ১৮ দ্রষ্টব্য।

আর যেমন সংসারের উপাদান কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ, সর্বাবভাসক বৃত্তিরূপে আমি ব্যতীত অন্য কেহই নাই। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়, বিজ্ঞানমূর্তি, মহত্তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের অবস্থাত্রয়ের অনুভব, জ্ঞানাত্মক অন্যান্য ইন্দ্রিয়, কার্যকারণ অবিদ্যা প্রভৃতি এবং কর্মরূপ দেবতাবিশেষ, এই সমস্তের কার্যত্বরূপ তিন প্রকারে অভিব্যক্ত জগৎ যে উপায়ে যে তুরীয় তৈজসের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে এবং যে তত্ত্ব বিচার করিয়া সমাধিকালে যোগী যে তুরীয়

---

১ ও ৮ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অতএব ১৪ কারিকা ২৬৭৮ পৃষ্ঠার ১১ অধ্যায় শ্লোক ১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাহ্যা বস্তূ পার্থিবিন্দ্রিয়াণি
দেবা ঋতুর্বাহুরুদরং হুতাশঃ।
অন্নাদ্যরেতাস্ত্রিবৃতা চ সত্ত্ব-
মাকৃতিঃ খং ক্রিতির্বর্ণসাম্যম্ ৪২৫
সর্বাদিত্বে কঃ ক্ষণৈর্ভাগুকি-
র্গণো ঋষেরংশবিভিন্নবাক্যাৎ।
বিভিন্নমাদৌক্ত কিং নু মূলং
ঘটৈরনেকৈরিবগৌর্ঘটে স্যাৎ ৪২৬
যথা ন্যগ্রোধবীজাদ্বটুগুল্ম-
পতাগাদৈর্বহুভির্ন সঙ্গতে।
তথাক্ষরং সদ্বহুরূপযোনৌ-
রসংহতং কঃ পুরুষিত্রুক্তিঃ পরম্ ৪২৭

পার্থিবং বস্তু শরীরম্, ইন্দ্রিয়াণি, (ইন্দ্রিয়াণ্যেকাদশ বর্ণয়তি) দেবাঃ, ঋতবো বাহবঃ, বায়ুঃ কর্ণঃ, হুতাশঃ অগ্নিঃ, অন্নাদ্যরেতঃ অন্নরসঃ রক্তং, ত্রিবৃতা ত্রিগুণং লিঙ্গং, সত্ত্বং বুদ্ধিঃ, আকৃতিঃ আত্মনঃ, খং আকাশঃ, ক্রিতিঃ, বর্ণঃ পরমাত্মনঃ শুক্লঃ, সাম্যং তদ্ব্যতিরেকাণাং প্রকৃতিত্বং (তৈজস কারণং) আত্মা ন তদ্বতি ইতি অন্নাদ্যরেতোবাঃ ক্লেদঃ ।১৯

সংঘাতবিকারাণাং যদ্ যদ্ যত্র বিভিন্নং তৎ তদ্বতো যে ভক্তা) তেষামিতি সংঘাতবিকারবিভাগজ্ঞানাং ভক্তানাং সকাশাৎ তং তং ভাবং, তত্তৎ বিশেষং তং তং ভক্তং, তত্তৎ বিশেষং প্রতীত্য,

---

বিশেষং যং যং ভাবং কিম্ (অপি তাবন্মাত্রং ন তত্ত্বং, তথা) বিভিন্নমাদৌক্ত উক্তং তত্তৎ তত্ত্ব অবয়ব কিং নু মূলং তত্ত্বং ।২৫

যথা ন্যগ্রোধবীজাদ্বটুগুল্ম (বটুক অবয়ব অঙ্কুর মূল যেষাং তানি) তথা তত্তদ্ভক্তানাং বাহ্যাদিবিভিন্ন বহুভেদৈঃ ঔপাধিকবিভিন্নৈঃ সহ সঙ্গতে, তথা অক্ষরস্য যোগাত্মনিত্যে অবিকারস্যৈব ঃ পুরুষিত্রুক্তিঃ সর্বাবিশেষেণ তত্তদ্ভক্তানাং বিশেষং যং যং ভাবং তত্তদ্বিশেষং প্রতীত্য অক্ষরং ব্রহ্ম ন সঙ্গতে ।২৬

চৈতন্যের স্বরূপ সর্বাংশে অনুভব করিয়া থাকেন, সেই পরমার্থ সংঘরূপ আমিই সর্বাবস্থাসত্ত্বরূপে সর্বত্র অবস্থান করিতেছি ।২৪

উৎপত্তির পূর্বে যে বস্তু ছিল না এবং ধ্বংসের পর যে কারা থাকে না, তদ্ব্যতীত পরীক্ষাদের দ্বারা পুরুষের স্বরূপ পরিচয় হয় না অথচ কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয় মাত্র, সেই সর্বাবস্থাসত্ত্ব আমিই ব্রহ্ম। কারণ যে কোন কার্য অন্যের দ্বারা উৎপাদিত ও প্রকাশিত হয়, সেই সেই কার্যের কারণ ও প্রকাশকরূপে আমিই সদা অবস্থান করিতেছি। আমি কার্যরূপে পরিণত না হইয়াও অন্যান্যের সঙ্গে পুরুষের ন্যায় পৃথক ভাবে হইতে কোন অংশে পৃথক্ নহি। ইহাই আমার মৌলিক মত ।২১

এই যে পরিদৃশ্যমান সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক পদার্থসমূহ সৃষ্টির পূর্বে না থাকিলেও সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্ম কর্তৃক অংশোদির দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলেরই উপাদান-কারণ এবং সকলেরই প্রকাশক। অতএব ধ্বনির ইন্দ্রিয়, শব্দ তন্মাত্র, ঘন, (মেঘ) এবং শব্দ মহাভূতাদি বিভিন্ন সংঘাতরূপে এক পরাৎপর পূর্ণব্রহ্মই অবস্থান করিতেছেন ।২২

অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচনাদি ব্রহ্ম-বিচারের উপায় দ্বারা তীক্ষ্ণ আত্মানাত্মবিবেকের বলে জ্যোতিকে আত্মাভিমান পরিহার করিবে এবং আত্মসত্তার সন্দেহের মূল উপাধিন পূর্বক আত্মনিষ্ঠ বাহ্যতীয় ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হইতে বিনিবৃত্ত হইবে এবং জ্যোতিকে বিসর্জন দিবে ।২৩

পার্থিব দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সূর্যাদি দেবতাগণ, প্রাণবায়ু, দিক্, আকাশ, জল, হুতাশন, অন্নময় রস, বৃদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ মহাভূত এবং জগতের সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই মূল ঘটাদির ন্যায় অন্য পদার্থ, ইহারা যে কখন আত্মা নহে, এইরূপ অনুমানাদির

তথাপি নৈষাং পরিবর্তনায়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু ভাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবন্
ন কুর্যাদয়ং বিনিবৃত্তকৃত্যঃ ॥২৭
ব্যক্তাদয়োঽস্যাবু চিকিৎসিতস্য
পুংসঃ পুরঃ সদ্ভবতি প্রবোধঃ।
এবং ন্যুনোপক্রমমস্য কর্ম
কুর্বোদ্ধিনো যে বিরতাস্তদাহুঃ ॥২৮
কুর্বোদ্ধিনো যে বিরতাস্তদাহুঃ-
ধর্মস্য তত্ত্বং নিয়মস্য বেদাঃ।
যে ব্রাহ্মণায়েষু কৃতো
ন কুর্বন্তি যোগং ন তু কর্মতন্ত্রম্ ॥২৯
অন্যোন্যকর্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আ বিপাকাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ পরকৃত্যে দ্বিজোঽপি
বিদ্বত্তয়া যস্তুপযাতি তুষ্টিম্ ॥৩০

তথাপি (বিষয়বাসনাক্ষয় পর্যন্ত) দৃঢ়ভক্তিযোগের সহায়তায় (যথাঃ কথায়াঃ) কথা বিষয়ে যাবৎ যাবৎ ন নিরস্ত হয়, তাবৎ মায়াবিরচিত প্রাকৃতিকগুণে অথবা বিষয়ে মনঃ পরিবর্তনীয়ঃ ॥২৭

অথ অনাদৃ চিকিৎসিতঃ (অনাদৃ অনাদৃত্য যথা তাদৃশ চিকিৎসিতঃ প্রক্রিয়ঃ) কৃতস্য আয়ঃ যোগঃ পুংস (প্রবোধাদ্ পুংস দেহে) দৃঢ়তি পীড়াতি, এবং অসমাপ্তারম্ভ (অসমাপ্ত আরম্ভ যস্যাঃ তাদৃশঃ ভক্তিযোগ ইত্যর্থঃ ও ক্রিয়তে যস্য) সর্বকর্ম (সর্বেষু বর্ণাশ্রমেষু সম্ভবেষু) যঃ কুর্বোদ্বিজঃ বিরক্তস্তিক যোগিনঃ নিন্দতি ॥২৮

যস্তু কুর্বোদ্বিজো যে বিরক্তাস্তদাহুঃ (ধর্মস্য তত্ত্বং নিয়মস্য বেদাঃ) ধর্মস্য তত্ত্বং নিয়মস্য বেদাঃ যে ব্রাহ্মণায়েষু কৃতো ন কুর্বন্তি যোগং ন তু কর্মতন্ত্রম্ (য পূর্বোক্তান্ বর্ণান্) ॥২৯

অন্যো (বিদ্বান্ অন্যঃ) অন্যঃ কেনাপি অজ্ঞানিনাত্মবিদা চোদিতঃ কথ কর্মাণি ক্রিয়তে চ, বিদ্বান্ তত্র প্রকৃত্যে দেহে বিষয়ে অথবা আত্মতত্ত্বপরে বা বিপাকাৎ ফলপর্যন্তং (দেহবিয়োগং যাবৎ) কর্মাণি কথ কর্মাণি, সহজ ন তথা বিরক্তিং যস্য) যস্তুপযাতি তত্ত্বজ্ঞানাত্মকাবস্থাং বিদ্বত্তয়া, অন্যঃ ন সাধয়তি ॥৩০

তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন ॥২৪

যে ব্যক্তি মহীয়ান পবিত্র পরমাত্মা-স্বরূপের সম্যক্ অবধারণে বিশেষরূপে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সন্ধ্যাদি গুণসম্বন্ধে উপচিত চিত্তিপ্রসাদের সম্যাধানে কোন বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা নাই। কারণ বিবাদস্থলের অন্তিধানে জলধারাদির উপস্থিতি বা অনস্তরে যেমন কোন অভিবৃদ্ধি ঘটে না, সেইরূপ পরমার্থদর্শী বিবেকীর চিত্তপ্রসাদ বিদ্যমান থাকিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই ॥২৫

মহোদকাদি যেমন বায়ু, অনল, সলিল এবং পার্থিব ধূলি প্রভৃতির গুণে এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল কালসম্বন্ধের শীতোষ্ণাদি দোষে বা গুণে কখনও নিস্তব্ধ হয় না অর্থাৎ চিরকাল উপস্থিতির তরঙ্গভঙ্গ তাহার তায় লক্ষিত হইলেও আত্মাদি বস্তুঃ আত্মস্বরূপ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যেহাদিকে অভিমান-নিবন্ধন সংসারের হেতুভূত সন্ধ্যাদিগুণবাদিকে বা গুণোদ্ভূত বিষয়ের সংসর্গে প্রকৃতির অধীন অকর্তৃস্বরূপ পরমপুরুষের কখন কিছুতেই লিপ্ত হন না ॥২৬

পরমার্থতঃ জীবাত্মার সহিত সংসারের সম্বন্ধ না থাকিলেও, বিবেকহীন পুরুষের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তা লাভই তখন আবশ্যক; এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রাবল্যে বিষয়াসুরাগরূপ মনের আসক্তি যতদিন নিবৃত্ত না হয়, ততদিন আর যাবতীয় প্রাকৃতিক গুণসঞ্চারিত বন পুত্র ধনসম্পদাদি বিষয়সমূহের আসক্তি বর্জন করা বিধেয় ॥২৭

চিকিৎসার দ্বারা যে রোগের সম্পূর্ণ বিনাশে প্রতিকার করা না হয়, সে রোগ যেমন পুনরায়

ছিদ্রন্যায়েনোদ্ভূত ত্রয়ন্তং
পরমেনুক্তমেবন্তমন্বয়ম্।
অজাবন্তং চিরং বীরান-
মাত্মাবন্তমাত্মবিদো যে ভজন্তে ॥৩১
যদি বা পশ্যন্ত্যসংশ্লিষ্টমর্কং
নানাপুষ্পানেন বিভ্রদ্ভমন্তং।
ন মন্যন্তে বহুতয়া মনীষা
যাবঃ সত্যোপায়ং বিবেকযানম্ ॥৩২
পূর্বং দৃষ্টঃ স্বপ্নকল্পশ্চিত্র-
মজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমন্ত্র।
বিবর্ত্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব
ন মুহ্যতে নাপি বিনষ্টমাত্মা ॥৩৩

ছিদ্রন্যায়েন—ছিদ্রের ন্যায়ে; ছিদ্র যেমন ছিদ্রের অভাব বলিয়া ছিদ্রের অস্তিত্ব নাই, তেমনি। ত্রয়ন্তং—ত্রয়ের অন্তে স্থিত, তুরীয়। পরমেনুক্তমেবন্তমন্বয়ম্—পরম এনুক্তম এবন্তম অন্বয়ম্। অজাবন্তং—অজাবান্ (অজা—প্রকৃতি)। চিরং বীরান—চিরং বীরান্ (চিরং—দীর্ঘকাল, বীরান্—পুত্রপৌত্রাদি)। আত্মাবন্তমাত্মবিদো—আত্মাবন্তম্ আত্মবিদঃ (আত্মবা—আত্মবান্ যিনি, আত্মবিদঃ—আত্মজ্ঞানী)। যে ভজন্তে—যে ভজন্তে (যে আত্মজ্ঞানী)।

যদি বা পশ্যন্ত্যসংশ্লিষ্টমর্কং (অথবা, ইহাদিগকে [অর্থাৎ পূর্বোক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যতীত অন্য সকলকে] নানাপুষ্পধারণে বিভিন্ন সূর্য্যের ন্যায় বিভিন্ন দেখায়)—যদি বা পশ্যন্তি অসংশ্লিষ্টম্ অর্কম্ (অসংশ্লিষ্ট—অসম্বন্ধ, অর্ক—সূর্য্য; অথবা, অসংশ্লিষ্ট—অসম্বন্ধ, অর্ক—পূজা); বিভ্রদ্ভম্—ধারণ করিয়া; অন্তম্—আছে (এমন); নানাপুষ্পানেন—নানাপুষ্পানেন (নানা—বিভিন্ন, পুষ্পান—পুষ্প)। বিভ্রদ্ভমন্তম্—বিভ্রদ্ভমন্তম্ (বিভ্রদ্ভম্—ধারণ করিয়া, অন্তম্—আছে)। ন মন্যন্তে—মনে করে না; বহুতয়া—বহুরূপে; মনীষা—মনীষী (বিবেকী); যাবঃ—যাহারা; সত্যোপায়ং—সত্যোপায়ং (সত্য—সত্য, উপায়ং—উপায়); বিবেকযানম্—বিবেকযানম্ (বিবেকী হইবার বাহন)।

পূর্বং দৃষ্টঃ স্বপ্নকল্পশ্চিত্রম্—পূর্বম্ দৃষ্টঃ স্বপ্নকল্পঃ চিত্রম্ (পূর্বম্—পূর্বে, দৃষ্টঃ—দৃষ্ট, স্বপ্নকল্পঃ—স্বপ্নতুল্য, চিত্রম্—আশ্চর্য্য)। অজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমন্ত্র—অজ্ঞানম্ আত্মনি অবিবিক্তম্ অন্ত্র (অজ্ঞানম্—অজ্ঞান, আত্মনি—আত্মাতে, অবিবিক্তম্—অবিবিক্ত [অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে], অন্ত্র—এই)। বিবর্ত্ততে—বিবর্ত্ততে (বিবর্ত্ত—ভ্রম); তৎ—তাহা; পুনরীক্ষয়ৈব—পুনঃ ঈক্ষয়া এব (পুনঃ—আবার, ঈক্ষয়া—দর্শনে, এব—ই); ন মুহ্যতে—মুহ্যতে না; নাপি—নাপি (নাপি—না); বিনষ্টম্—বিনষ্ট; আত্মা—আত্মা।

ছিদ্র, অনেক, ত্রয় ও অন্তঃ, পরম, ঐকান্ত অদ্বয়, অজা প্রকৃতি যাহা সকলের আত্মাস্বরূপ আছে তাহা যিনি বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্যাদি ঈক্ষণের কৃপায় আত্মাকে দেখেন আত্মবান্ (আত্মা যাহার আছে তিনি আত্মবান্ যিনি আত্মজ্ঞানী) ও যে আত্মজ্ঞানী ॥৩১

যদি অসংশ্লিষ্টমর্কং (অথবা, ইহাদিগকে [অর্থাৎ পূর্বোক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যতীত অন্য সকলকে] নানাপুষ্পধারণে বিভিন্ন সূর্য্যের ন্যায় বিভিন্ন দেখায়) যদি বা পশ্যন্তি অসংশ্লিষ্টম্ অর্কম্ (অথবা, অসংশ্লিষ্ট—অসম্বন্ধ, অর্ক—পূজা); বিভ্রদ্ভম্—ধারণ করিয়া; অন্তম্—আছে (এমন); নানাপুষ্পানেন—নানাপুষ্পানেন (নানা—বিভিন্ন, পুষ্পান—পুষ্প)। বিভ্রদ্ভমন্তম্—বিভ্রদ্ভমন্তম্ (বিভ্রদ্ভম্—ধারণ করিয়া, অন্তম্—আছে)। ন মন্যন্তে—মনে করে না; বহুতয়া—বহুরূপে; মনীষা—মনীষী (বিবেকী); যাবঃ—যাহারা; সত্যোপায়ং—সত্যোপায়ং (সত্য—সত্য, উপায়ং—উপায়); বিবেকযানম্—বিবেকযানম্ (বিবেকী হইবার বাহন) ॥৩২

পূর্বং দৃষ্টঃ স্বপ্নকল্পশ্চিত্রম্—পূর্বম্ দৃষ্টঃ স্বপ্নকল্পঃ চিত্রম্ (পূর্বম্—পূর্বে, দৃষ্টঃ—দৃষ্ট, স্বপ্নকল্পঃ—স্বপ্নতুল্য, চিত্রম্—আশ্চর্য্য)। অজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমন্ত্র—অজ্ঞানম্ আত্মনি অবিবিক্তম্ অন্ত্র (অজ্ঞানম্—অজ্ঞান, আত্মনি—আত্মাতে, অবিবিক্তম্—অবিবিক্ত [অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে], অন্ত্র—এই)। বিবর্ত্ততে—বিবর্ত্ততে (বিবর্ত্ত—ভ্রম); তৎ—তাহা; পুনরীক্ষয়ৈব—পুনঃ ঈক্ষয়া এব (পুনঃ—আবার, ঈক্ষয়া—দর্শনে, এব—ই); ন মুহ্যতে—মুহ্যতে না; নাপি—নাপি (নাপি—না); বিনষ্টম্—বিনষ্ট; আত্মা—আত্মা ॥৩৩

প্রবল হইয়া মানবদেহকে পীড়িত করে, সেইরূপ যে চিত্ত হইতে বিষয়ানুরাগ এবং কর্ম্মবাসনা বিশেষরূপে নিরুদ্ধ না হইয়াছে, বাসনা চিত্ত পুনরায় তাহাকে সর্ব্বদাই ক্ষোভযুক্ত করিয়া পরিচালিত করে ॥৩৪

পুত্র, ধন, যশঃ, বহু দাস এবং পশু ও বিস্তারিত ভূমিতে ভোগ্যরূপ বিবিধ অনুরাগ প্রদান করত যে সকল দুর্ভোগীকে বিবিধ বাসনা ও ব্যাধির আক্রমণ ভোগপথ হইতে বিচ্যুত করেন, তাদৃশ দুর্ভোগিগণ পূর্ব্বোক্তরূপ ভোগফলের প্রভাবে জন্মান্তরে পুনর্ব্বার ভোগেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; এজন্মে ত্রুটি হইলেও জন্মান্তরের অনুষ্ঠানে পূর্ব্বোক্তরূপ ভোগসঙ্কল্প কখন বিনষ্ট হয় না ॥৩৫

যাহারা বিবেকহীন মূর্খ, তাহারা ভোগ বা ভোগ প্রাপ্তির অর্থের ফলে অহর্নিশীথ ভোগবাসনা পুনঃপুনঃ কর্ষণ করে এবং তাহারা সংসারগ্রস্ত হয়; কিন্তু বিবেকী পুরুষ প্রাকৃতিক ভোগ অবস্থান করিয়াও অকপটচিত্তে বিষয়ভোগের নিন্দা বিস্তার করেন; ভোগের পতন যে পর্য্যন্ত না হয়, তাবদ্ধি প্রারব্ধফল ভোগ করিয়াই অতিবাহিত হইতে থাকেন; ভোগাভাবনির্ব্বাহক কর্ম্মসমূহের সম্পাদনে ব্যস্ত করেন মাত্র; ভুলক্রমে সংসারাসক্ত আর হৃদয়ে স্থান দেন না; সুতরাং তাঁহাদের সংসার-স্রোত সহজে বিনিবৃত্ত হইয়া যায় ॥৩৬

যাঁহার যদি আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধানেই সর্ব্বদা নিরত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষ ভোগের ব্যাপারে আর কোন অনুসন্ধান করেন না। ভোগের উপযোগ, সময়, সাধন, বিস্তারাদির বিবর্জ্জন, আয়োজন বা তদর্থমিত্ত অন্য যে কোন কর্ম্ম-সম্পর্কাদি ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলেও বিবেকীর চিত্ত তাহাতে আদৌ বা আকৃষ্ট হয় না ॥৩৭

যদা হি জ্ঞানোদ্রেকো মুচ্যতেঽসৌ
অতো নিবৃত্তায় হু শম্ বিদুষে।
এবং সমীক্ষ্য বিদুষো মতী যে
ইত্যাহ তস্মিন্ পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ১০৪
এষ স্বয়ংজ্যোতিরনোঽপ্রমেয়ো
আত্মানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ১০৫
এতাবদাত্মকযোগো যদ্ বিভক্তস্য কেবলে।
আত্মন্যুতে যদাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি ১০৬
জ্ঞানাকৃতির্জ্ঞপ্তিরূপঃ পরঃ পুরুষ এষাহিতঃ।
যদ্যেনোপার্যবযোঽস্তঃ যঃ পতিরমাদিনাম্ ১০৭

হি যতঃ, অতঃ তস্মাৎ ইত্যর্থঃ যদা মুচ্যতে ইতি যতঃ অতঃ তস্মাৎ এবং প্রকারেণ যঃ হু সং অমৃতঃ সর্বজ্ঞতিঃ বিদুষে বিজ্ঞানতি, এবং বিদুষো বিজ্ঞানিনঃ, যে মম মতী মতয়ো মনীষা ব্রহ্মাত্মকত্বে পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ঐক্যং যোগঃ অভেদম্ এব ইত্যাহ ১০৪

এষ আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ, অতঃ অপ্রমেয়ঃ বিজ্ঞানবর্জিতঃ, অপ্রমেয়ঃ প্রমাতৃত্বশূন্যঃ, সকলানুভূতিঃ সর্বসাক্ষী, এবং সর্বাত্মকঃ, অদ্বিতীয়ঃ বিগতদ্বৈতঃ, বচসাং বিরামে (আত্মাতিরেকেণ বিদুষো সত্যাম্) যেন ঈশ্বরঃ ঈশিতারঃ প্রাণ অসবঃ চরন্তি (ব্যাপারবন্তো ভবন্তি) ১০৫

এতাবদাত্মকঃ (ব্রহ্মস্বরূপপরিচ্ছিন্নঃ) সর্বকর্মী সকলানুভবস্থ ইত্যাদিলক্ষণঃ যঃ যস্য বৈদঃ যোগঃ, তং অবধিত্বম্ (আত্মনঃ এব ইত্যর্থঃ) পরমার্থদৃষ্টিতে পরিচ্ছিন্নঃ প্রমৃ ঐক্যবিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মণি ব্রহ্মাত্মনো অবিদ্যাকৃতঃ; ন তু স্বাভাবিকঃ ১০৫

দুই ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকাতে বিষয়-সমূহই দুঃখ ও দুঃখলাভের প্রধান কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও, বিবেকী ব্যক্তিগণ বিবিধ অনুমানের সাহায্যে তাহাদিগকে অবিদ্যাকৃত অর্থাৎ দুঃখ এবং অনর্থের আকরস্বরূপে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। বিশ্লেষণে বস্তুই পদার্থসমূহ যেমন আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়, কেবল সাক্ষাৎকরণে অনোঘোপায় ঔপনিষদ আত্মজ্ঞানের ব্যবহারোপযোগী মনে করেন না, সেইরূপ বিবেকী ব্যক্তিগণ ঔপনিষদজ্ঞানের পদার্থ-বিশ্লেষণে পুরুষার্থপ্রদ বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন না।৯৯

যে ঈশ্বর। যখনই সর্বাদি তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহাদের অর্থের দ্বারা উপচিত এই বিচিত্র দেহাদি এবং অভিমানবশতঃ অহঙ্কারকে আত্মার অভিন্নভাবে যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তখনই আত্মজ্ঞানের প্রভাবে সে সমস্তই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়সকল আত্মাকে যেমন প্রাকৃতিক পদার্থ অথবা আত্মভাবে গ্রহণ করিতে পারে না এবং ত্যাগ করিতেও পারে না।১০০

আত্মার উপরে যেমন মানব-লোকের অজ্ঞানই বিলিপ্ত হয়, লোকসমূহের কোন ক্ষতি বা পতন হয় না, সেইরূপ পরমাত্মস্বরূপীয় মনীষ পবিত্র এবং সকল সাক্ষাৎকরণের আত্ম পুরুষবুদ্ধির মোহসম অজ্ঞানেই বিনাশ হয় মাত্র; অজ্ঞানাবরণকারের বিনাশে হওয়া বাস্তবিক বুদ্ধির কোনরূপ অবস্থান্তর বা পতন হয় না।১০১

আত্মা স্বপ্রকাশ এবং জন্মমরণাদি যাবতীয় বিকারের অতীত; তিনি সর্বজ্ঞাময় এবং প্রত্যক্ষের ন্যায় সকল জ্ঞানকে স্বয়ং অবলোকন করেন; তাঁহার সহিত অন্য তুলনীয় পদার্থ কিছুই নাই। তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই। তিনি সকল পদার্থ বা জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথচ প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে অবধারণ করা যায় না; কারণ তিনি অবধারণ করিবেন,

যোগিনোঽপক্রমোপস্য দুষ্কৃত: কায় ঈর্ষিতৈ:।
উপসর্গৈর্বিচিত্রেশ্চ ভ্রশ্যতে যোগিনো যিন: ॥৩৮
যোগধারণয়া কাশ্চিদ্যোগসিদ্ধৈরণাদিভি:।
অপোহন্ত্যেতরো যোগ: কাশ্চিদ্যুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ ॥৩৯
কাশ্চিদ্যমানুধ্যানেন নাশয়ন্তীহ্যাদিভি:।
যোগেশ্বরানুকম্পা বা হন্ত্যশেষমলান্যপি: ॥৪০

কেচিদ্ যোগৈ: ধীরা: দুষ্কৃতা: বহবি বিদ্বন্।
বিধায় বিধিযোগাদ্যৈরব দুষ্কৃতি নিশ্চয়ে ॥৪১

ন বি ওৎ দুষ্কৃতাদুষ্কৃত্য তথাবাদো দুশার্থক:।
অন্তরন্তরাত্মীয়ত্ব কলত্বেব বলম্পয়ো: ॥৪২

অপক্রমস্য অবিশ্রান্তস্য যোগ: দুষ্কৃত: যোগিন: কায় যদি অন্তরায় উপসর্গৈ: ঈর্ষিতৈ: উপসর্গৈ: যোগাদিভি: হেতুভি: অভিদুষ্কৃত. তত্র তদা অন্ত: যিন: ভ্রশ্যতে বিনশ্যতি ॥৩৮

কাশ্চিদ্ [সন্ত্রাণীবস্থাভেদ্]. যোগধারণা দুষ্কৃতনাশাদি-ধারণা. [অণিমাদিযোগম্] বায়ুধারণাদিভি: আদৌন্, কাশ্চিদ্ [পাপফলপ্রদীপিকৃতান্] উপসর্গান্ উপস্থিতান্ অপোহন্ত্যেতরো যিন: বিনির্দহেৎ বিনষ্টয়তি ॥৩৯

কাশ্চিদ্ [কায়ক্লেশান্] বয় অনুধ্যানেন ধ্যান-সংকীর্তনাদিভি: কাশ্চিদ্ অন্তরান্ দুষ্কৃতান্, যোগেশ্বরানুকম্পা [যোগেশ্বরাণাম্ অনুকম্পা অনুগ্রহণেন] পরৈ: অশেষান্ যোগ

সেই পরাবই নিজে নিযি। ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের পথসমূহ উহার অবরোধে অক্ষম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, যাঁহার শ্রোত্রের জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি কারণবর্গ স্ব স্ব নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, সেই পরাবই তিনি ॥৩৫

অতিশয় আত্মবশেই বিচিত্র বিষয়ের উপাসনা হইয়া মনোনিষ্ঠ মনের উপর হইয়া থাকে। তাহার মনের একটী আশ্রয় আছে; মানবিক মন যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপরিচয় দেয়, তিনিই সমস্তজন মনের আশ্রয়রূপ আত্মা ॥৩৬

নাম এবং রূপোপলব্ধির ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পঞ্চভূতাত্মক ভৌম দেহাদিকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সত্য ও আত্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যোগাভ্যাসকে অর্থবান্ বলিয়া যে স্বীকার করেন, সে সমস্ত ভ্রম ও ব্যর্থ বিতণ্ডারই পরিচয় মাত্র ॥৩৭

অপক্রমাবস্থাতে যোগোপায়ের অন্তরস্থ যোগীর

হয় ॥৩৮

কেচিদ্ পুনঃ ধীরা: বিচক্ষণা: (ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষক) বিধিযোগাদীন্ যোগান্ দুষ্কৃতান্ অনাদিপুরুষ সম্বন্ধী তথা যদি তাহারা বিদ্বান্ ও বিধায় তথা নিশ্চয়ে (পরমাত্ম-প্রাপ্ত্যাদি-নিশ্চয়ে তত্ত্বজ্ঞানরূপে যোগে) দুষ্কৃতি ॥৪১

ন্বি ওৎ [অনিয়মার্থে যোগাচারে ন দুষ্কৃতাদুষ্কৃত্য (দুষ্কৃতের বিশেষভিত্তি: আদৃত্য অনাদৃত্য) তথাবি। বি তথার বলম্পয়ো: তত্ত্বমূলে দ্বাবিব: আত্মন: সম্বন্ধে কলত্র অভিন্নস্বরূপিণী ইব পরীক্ষে অন্তরস্থায় বিধাপরং তথাবাদো নিশ্চয়বিহীনত্ব অপার্থক: বিফল: এব ॥৪২

ফলস্বরূপ যদি আত্মানুষ্ঠিত যোগনিবন্ধন যোগাদি ব্যাঘাতের উপস্থিতি হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥৩৮

সন্ত্রাস ও ভৈষজ্যবিদ্যাদি উপায়-সমূহের বিচারবার্থ পূর্ব বা মন্ত্রে চিত্তের সমাধান করা বিধেয়। বায়ুধারণা যোগের উপরে আসনের সাহায্যে প্রাণায়াম করা কর্তব্য। কোন প্রকার পাপফল বা দুর্গতি ভৌতিক উপায়ে উপস্থিত হইলে অপোহনামক, মণিমন্ত্র ও ঔষধাদির প্রকরণে তাহার বিনাশ করা প্রয়োজন ॥৩৯

কায়ক্লেশাদি আত্মানুষ্ঠিত বিষয় প্রত্যুপায়ে ঈশ্বরীয় অনুগ্রহভাবে চিত্তের সমাধান ও ঈশ্বরীয় নামসংকীর্তন করা প্রয়োজন। অন্যান্য দুঃখপ্রদ উপসর্গের উপস্থিতিতে যোগেশ্বরগণের অনুগ্রহ করিলে ক্রমশঃ সকল দুঃখই বিনষ্ট হয় ॥৪০

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।
তদ্ধ্রুবায় হরিমান্ যোগপ্রবৃত্তায় যৎপরঃ ॥৪৩
যোক্ষ্যমাণায় যোগৌঘং দিশত্যুদ্গ্রশ্রবা মুনিঃ।
ব্রহ্মবাদৈর্বিমথ্নতে কিংস্থিতং বসুধানুজঃ ॥৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
পঞ্চাশিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃ নিত্যং যোগং নিষেবতঃ (প্রত্যহমনুতিষ্ঠতঃ) কায়ঃ দেহঃ যদি কল্পতাং দার্ঢ্যং ইয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ, তদাপি হরিমান্ বিষ্ণুভক্তঃ যোগপ্রবৃত্তায় যোগং প্রতি তৎপরঃ এব ধ্রুবায় নিশ্চলায় যোক্ষ্যমাণায় যোগং প্রতি যৎপরঃ এব মুনিঃ যোগৌঘং যোগসমূহং দিশতি উপদিশতি। কিংস্থিতং কিংপ্রয়োজনং বসুধানুজঃ বসুধায়াঃ অনুজঃ ভৌমঃ ব্রহ্মবাদৈঃ বিমথ্নতে ॥৪৩-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চাশিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ধীর ব্যক্তি, তাঁহারা একান্তভাবে অন্যান্য বিবিধ উপায়ের দ্বারা দেহকে অনায়াসেই দৃঢ় করিতে পারেন; এবং তদ্রূপ বয়সে ধৈর্য্য ও ধৈর্য্য বাহুল্যের দ্বারা যথাবিধি যোগের অনুষ্ঠানে পরমপদ লাভের জন্য অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।৪১

কিন্তু তাদৃশ সিদ্ধিপ্রদ যোগানুষ্ঠানকে বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন না। কারণ যেমন মৃত্তিকা হইতে যেরূপ বৃক্ষের বংশের বংশের উপযুক্ত ফলের উৎপত্তি এবং ফলে হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভ্রান্তিজনক আত্মস্বরূপ হইতে যেরূপ বিবিধ অবিদ্যা ও অনিত্যস্থায়ী সিদ্ধির উদয় এবং ফলে কোন বিশেষ ফললাভ হয় না।৪২

প্রাণায়ামাদি যোগের বিবিধ অনুষ্ঠানে যদি যোগ বিশেষ সুখ ও ঐশ্বর্য্য হয়, তাহাতেও মতিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ সিদ্ধিপ্রদ যোগানুষ্ঠানের অপেক্ষা ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া অনায়াসেই যোগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।৪৩

যাঁহারা বিষয়ের আসক্তিকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং তদ্ধ্যানে চিত্ত সমাধানে পূর্ব্বক যোগের অনুষ্ঠান করেন; তাঁহাদের আর কোন বাধা বিঘ্নাদিপ্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না; তাঁহারা পরমাত্মস্বরূপ আত্মসুখেই নিমগ্ন থাকেন—৪৪

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈয়াসিক্যাং সংহিতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ-স্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথসান্যাল-কৃত পঞ্চাশিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[জ্ঞানবৈরাগ্যনিরূপণ, উদ্ধবের বদরিকাশ্রমগমন।]

উদ্ধব উবাচ

সুদুষ্করমিদং ব্রহ্মন্ যোগভ্রষ্টৈরমাত্মভিঃ।
ক্ষণার্দ্ধেনেব ভূমান্ মে তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥১

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মানোনিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥২

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।

মূলানুবাদ

উদ্ধব উবাচ। হে ব্রহ্মন্! অসমাহিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ যোগভ্রষ্ট হইলে তাহাদের যে দুর্গতি হয়, তাহা অতীব দুষ্কর; অতএব আপনি ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে তাহা নিঃশেষ বিবৃত করুন, ইহা আমার (অতীব শ্রবণের ইচ্ছা হইতেছে) অতি ইচ্ছা হয়॥১

হে পুণ্ডরীকাক্ষ পরমাত্মযোগে মন: যুক্ত করিয়া যোগিগণ অতীব অসমাধিপরায়ণ (অর্থাৎ বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না) অথচ বিষয় হইতে মনোনিগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া অতীব দুঃখিত হইতেছেন॥২

(অতএব আপনার ভক্তগণের) অতএব আপনি হে অরবিন্দলোচন! যে সকল সাধনাদিদ্বারা

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[জ্ঞানবৈরাগ্যনিরূপণ এবং উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন।]

উদ্ধব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে যোগাভ্যাসের বিষয় বর্ণন করিলেন, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতীব কঠিন বিষয়ই অসম্ভব বলিয়া আমি মনে করি। অতএব লোকে যাহাতে সহজে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার সুসহজ সাধন আমার নিকট আপনি বর্ণন করুন॥১

হে পরমাত্মযোগজ্ঞ! অনেক বিষয়ার্থে বিশেষ পরিশ্রম করিলেও, তাহার সমাধানে যোগীরা সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; সুতরাং অত্যন্ত খিন্নতা হইয়া থাকেন॥২

যুঞ্জানঃ সু বিষয়ে যোগমাত্মবিতো যথা।
যুঞ্জীরন্নঞ্জসা বিদ্বন্ তথা নঃ শাধি সুব্রত ॥৩

ত্বমস্য লোকস্য সুদুর্দ্দৃশো বিভো
ধ্যানাবধূতা ভবযাতনাযাতঃ।
যোহনোচ্যতে নঃ স্মৃতয়ে পরাবরং
জ্ঞানং প্রভো মে গুরুদেবতাত্মনঃ ॥৪

মূলানুবাদ

যাহাদ্বারা পরমাত্মযোগে মন সমাধান করিতে পারে, হে প্রভো! বিদ্বান্ (মুক্ত পুরুষ) যেরূপ যোগসাধনে নিযুক্ত হইয়া অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, হে সুব্রত! আমাদিগকে তাহাই বিশেষ করিয়া উপদেশ করুন॥৩

হে অচ্যুত! যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরানুগ্রহে ভবযাতনা (সংসারক্লেশ) হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজে আপনাকে জানিতে পারেন; কিন্তু যাহারা (ঈশ্বরানুগ্রহে) মুক্ত, তাহারা সহজে আপনাকে জানিতে পারেন না (এই জন্যই আপনার নিকট) আমার বিনীত প্রার্থনা যে আপনি আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান বিষয়ে কিছু উপদেশ করুন॥৪

জ্ঞান যা যোগপথে বিবিধ ক্লেশ থাকলেও, হে কমললোচন! যাহারা সাধু এবং আমার বিষয়ের বিচারে বিলক্ষণ চতুর, তাদৃশ পরমহংসগণ পরমাত্মপূর্ণ তবদীয় চরণ-পঙ্কজেই নিয়ত আশ্রয় করিয়া নিয়ত আনন্দভোগই করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা যোগাদির অনুষ্ঠানে বিলক্ষণ অভিমানী ও গর্ব্বিত হন, তাঁহারা তবদীয় মহামায়ায় অভিভূত হইয়া হে বিশ্বপতে! বিষয়ক সংসার-সুখেই অনুরক্ত হইয়া থাকেন॥৫

হে অচ্যুত! আপনি বিশ্ব সংসারের পরম হিতৈষী এবং প্রভু বন্ধু। কারণ, অনাদি দেবেন্দ্রগণ উপাস্য চিরদিন সহ সকল অবতার করিয়া যাঁহার স্তব-স্তোত্রে মুখরিত হন, সেই আপনি যাহাদিগের অতি সুখ সাধ্যাত্মের সহিত সত্যতা স্থাপনে যখন

কং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেদ কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মরতোঽনুবুদ্ধে
র্দেহী যা ভজেত ন পতেদনুপশ্যতো যঃ ॥৪৩

দৈবোপসাদিতমিহ ত্বদবজ্ঞয়েশ
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ কৃপণা নিরূপ্য।

যদ্ব ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং (অখিলের অন্তরঃ আত্মাকে প্রেমিকার বলিয়া যেন্ ঈশ্বর সকলের আশ্রিতদের সর্বার্থদং যা যা তাহা যাহা দান করিয়া (বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষরূপে এবং যেন্ যে অন্তরঃ মুখের) কাহা বিস্মরতঃ; অথবা মুখের ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়ের এবং অর্থ অন্য অর্থাৎ বিশ্বের অধিপতির এবং কিন্ যদি অন্তরঃ যে অন্তরঃ ন; অথ সাধারণভাবে সেবকের এ অবস্থা কিনা ন ও করে।

এ ঈশ। যঃ অথবা আপনার মুখের (আপনার মুখের অন্তরঃ বলিয়া অথবা ঈশ্বর মুখের অন্তরঃ বিশেষ অন্য) অন্তরঃ আশ্রিত অন্তরঃ প্রতিকূলতা পালন

তাহাদিগকেও কৃতার্থ করিয়াছেন, তখন অনন্তরূপ নর এবং ঋষি প্রভৃতি দাসগণের নিকট নিজের স্বরূপ গোপন করার আর বিশেষ কি আছে?॥৪২

আপনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভেদরহিত পরমাত্মা এবং সর্বপুরুষার্থপ্রদ ঈশ্বর; সুতরাং যাহারা আপনাকে সকল বিষয়ই আপনি প্রদান করিয়া থাকেন। অন্তর্যামিরূপে আপনি জীবের যে সকল উপকারই করিয়া থাকেন—তাহা যে ব্যক্তি জানেন, তিনি আর আপনাকে কেন বিস্মৃত হইবেন? আপনার প্রদত্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের স্মরণ বা অনুভবে আপনাকেই ভুলাইয়া দেয়; অতএব জ্ঞানী ভোগকে উপেক্ষাপূর্বক কে উপভোগ করিতে অগ্রসর হয়? কিন্তু আপনার পাদপদ্মকে যাহারা সেবা করেন, জ্ঞানী আমাদের ন্যায় অনায়াস কৃতার্থতার

বিস্মরতঃ বিস্মৃত বিস্মর ধাতুর নিষ্পন্ন ও প্রতি এবং ধাতুর, তং (তাহা) কিন্তু ঈশ্বরের অন্তরঃ অনুভব অনুভবকারীর অন্তরঃ প্রতিনা যদি তাহা তাহা অর্থাৎ অনুভবকারী ও এর ঈশ্বরের প্রাপ্তি হয়।৪৩

শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি এবম্ অতি অন্তরঃ (অন্তরঃ তাহা ও ভেদ) নিজের দৃষ্টে অন্তরঃ (অন্তরঃ ভাহার দৃষ্টান্তের অন্তরঃ) অন্তর্ভিত্তি দৃষ্টি-দৃষ্টান্তে (দৃষ্টি দৃষ্টির দৃষ্টিদৃষ্টান্তের ভেদ নয়) অন্তরঃ প্রতিনিধিঃ (অন্তরঃ নিজঃ নয়) ঈশ্বরেণ (ঈশ্বরের অন্তরঃ অতি ঈশ্বর নিজঃ) শ্রীশুকঃ সংস্কৃত অন্তরঃ ঈশ্বরঃ।১

ও কোন ভোগেরই অভাব থাকে না।৪২

হে জগদীশ! বাহিরে আচার্য-মূর্তিতে এবং অন্তরে অন্তর্যামি-ভাবে আপনি যখন ভেদবুদ্ধি-নাশের নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে আপনার স্বকীয় পরমাত্মস্বরূপ জীবমাত্রের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন আপনার কৃত উপকারের স্মরণে অনন্যাশ্রয় বিশুদ্ধভক্ত কিরূপে আপনাকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব সেই ভক্তের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যে আপনার কৃত উপকারের প্রতিশোধ করিতে পারে, এরূপ কাহাকেও মনেও ভাবি না এবং কোন ভক্তই তাহা সম্ভবও মনে।৪৩

শ্রীশুকদেব যখন রাজা পরীক্ষিৎকে এই প্রকার পূর্বক বলিলেন,—হে মহারাজ! রাজন্ যেমন

শ্রীভগবানুবাচ।

যত্ত তে কথয়িষ্যামি যম যথান্ নৃপসত্তম।
যান্ আচরন্ নরঃ সম্যগ্ উর্ধ্বাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥৮

পূর্ব্বাহ্ণে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসৈকঃ সমাহিতঃ।
বস্ত্রপূতজলস্নিগ্ধো মন্ত্রবদ্ভূমিমাবিশেৎ ॥৯

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ভোঃ নৃপসত্তম। যম যত্র যস্মিন্ নৃপসত্তম নৃপাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ যম ধর্ম্মরাজ তে তুভ্যং কথয়িষ্যামি যান্ যাদৃশান্ আচরন্ নরঃ (মনুষ্যঃ কর্ত্তা এব নিত্য মত্ত নঃ) সম্যগ্ (সমীচীনঃ কর্ত্তা এব আচরন্ মত্ত মনঃ) ঊর্দ্ধাং গতিং (স্বর্গং) অবাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) এব তান্ সর্ব্বান্ একঃ অসহায়ঃ সন্ (এব) মনসা এব সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ) এব বস্ত্রপূতজলস্নিগ্ধঃ (বস্ত্রেণ পূতেন জলেন স্নিগ্ধঃ) ভূমিং আবিশেৎ ॥১

মন্ত্রবদ্ভূমিং (মন্ত্রেণ পূতাং ভূমিং) স্নানাদিনা পবিত্রীকৃত্য তত্র ভূমৌ ইত্যর্থঃ। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ) সন্ (ভূত্বা) আবিশেৎ (আরভেত) ॥২

দেশান্ পুণ্যানাশ্রমেষু মহৎসু সাধুভি র্যিতান্।
সেবাহবস্থাসু মহতাং বিবাদি চ ॥১০
পূর্ব্বং স্নাত্বা চ হুত্বা চ পর্ব্বযাত্রাসহোৎসবান্।
তাবদ্ভঃ শীলবৃত্তাভৈর্বয়োবাগবিভূষিতৈঃ ॥১১
মানবৈ সর্ব্বভূতেষু বর্ত্তিতব্যমপাপকম্।
ঈদৃক্ত্বাদৃশি চাচারে যথা যমসভাসদঃ ॥১২

পূর্ব্বং স্নাত্বা (স্নানাদীনি এব সমাপ্য (অনৈঃ সহ মিলিত্বা চ) আশ্রমেষু (তপোবনেষু) ঋষিভিঃ (ঋষিবৎ সাধুভিঃ) যুক্তানি (সহিতানি) পুণ্যানি (পবিত্রাণি) যানি দেশান্ (স্থানানি) সেবাহবস্থাসু (সেবাকালেষু) মহতাং (পূজ্যানাং) বিবাদি চ (বিবাদকালেষু চ) আচরেৎ ॥১০

পূর্ব্বং স্নাত্বা (স্নানাদীনি এব সমাপ্য) হুত্বা চ (অগ্নৌ হবিঃ প্রক্ষিপ্য চ) পর্ব্বযাত্রাসহোৎসবান্ (পর্ব্বসু যাত্রাসহোৎসবান্ যেষু তান্ পর্ব্বযাত্রাসহোৎসবান্ তত্র চ যাত্রোৎসবেষু) আচরেৎ ॥১১

এবং তাবদ্ভিঃ (তাদৃশৈঃ তত্র বিশিষ্টৈঃ চ) শীলবৃত্তাভৈর্বয়োবাগবিভূষিতৈঃ (শীলেন বৃত্তেন আভয়া কান্ত্যা বয়সা বাচা বিভূষিতৈঃ) মহদ্ভিঃ (পূজ্যৈঃ) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) মানবৈ (মানবেন) অপাপকং (পাপরহিতং) বর্ত্তিতব্যং (আচরণীয়ং) যথা (যেন প্রকারেণ) ঈদৃক্ত্বাদৃশি (ঈদৃশে ত্বাদৃশে) আচারে (সতি) যমসভাসদঃ (যমস্য সভাসদঃ) ন ভবন্তি (ন ভবেয়ুঃ) ॥১২

পুরুলিয়াদি লইয়া বালক্রীড়া করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদেহধারণে সেইরূপ এই সংসার লইয়া কেবল ক্রীড়া করিয়া থাকেন মাত্র। তিনি নিজের অচিন্ত্য বলে স্বয়ং মায়াবিকুলমানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সংসারের সকল কার্য্যই লীলাচ্ছলে করিয়া থাকেন। অনুচরবর্গের নিকট কর্ত্তব্য পূর্ব্বোক্ত ভাবে অভিহিত হইয়া তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের ও মহাত্মজনের উদ্দেশে সংসারের পূর্ব্বক বলিলেন—১৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভৈষ্ম! মহীৎ পবিত্র শাস্ত্রিগ্রন্থে যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান করত মর্ত্ত্য-মানব ঊর্দ্ধের গতি লাভ করিতে পারে, আমি সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্মের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥৮

মহীৎ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ অনুভূতির প্রকাশে এবং মহীয় ধর্ম্মে মন ও প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক আত্মাকে স্নান করত যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।৯

যে সকল স্থানে সজ্জন সাধু ব্যক্তিগণ নিয়ত বাস করেন, সেই সকল দেশই পবিত্র, সেই সকল স্থানে এবং সেখানেই বাস করা কর্ত্তব্য; দেবতা, মনুষ্য বা অসুরেরও যাহা যে কেহ আমার ভক্তির পবিত্র বিগ্রহের, তাঁহাদের সেই সকল আচরণের কথা সতত্ই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।১০

একাকী বা অন্যের সহিত মিলিত হইয়া, মহাসমারোহের উপকরণের সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির অনুষ্ঠানে একাগ্রতাপূর্ব্বক পর্ব্বোপলক্ষে আমার উদ্দেশে যাত্রাদি মহোৎসবের আয়োজন করিতে হয়।১১

এই প্রকার বিবিধ কর্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠানে চিত্তের মালিন্য যখন বিদূরিত হয়, তখন মানব

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদয়ে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানঃ কেবলমাশ্রিতঃ ॥১৩
ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥১৪
নৈষেধতীত্থং মদ্ভাবং পুংসো বিষয়তোঽরতিঃ।
সর্বানুভবপ্রতিরূপো দাম্ভিকো বিরতো হি সঃ ॥১৫

বিদ্বান্ সমমনাম্ যাম্ নৃণাং ভ্রীড়াং চ মৈথিকীম্।
প্রেক্ষেত ভগবদ্ ভূমাবাবচাপ্তগুণগোচরম্ ॥১৬
যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥১৭
সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্ উপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥১৮

এবং সর্বাত্মকঃ ইতি অনেন প্রকারেণ যঃ যোগস্থঃ জ্ঞানবশাৎ দৃষ্টিম্ আপন্নঃ সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন সভাজয়তি (অতএব নিত্যম্ ব্রাহ্মণে পুক্কসে ব্রহ্মস্বাপহারিণি, ক্ষেমে ব্রহ্মস্বাপহারিণি, প্রকৃত্যা ব্রহ্মস্বভাবে, অর্কে সূর্যাগ্নিরূপে, অক্রূরে ক্রূরস্বভাবে, ক্রূরকে চ সমদৃক্ (সমং একরূপম্ ভাবেন সমম্) সর্বভূতানি সভাজয়ন্ পূজয়ন্, সঃ পণ্ডিতঃ মতঃ ইতি প্রসিদ্ধঃ) ॥১৩-১৪

অয়ম্ মহাত্মা ঈদৃশস্য (অতীব্র বিরতঃ জাতত্বাৎ ভূমতঃ পুংসঃ সাধকস্য (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) সর্বাত্মানুভবপ্রতিরূপঃ (সমম্ সর্বত্র, ঈক্ষতে সমং, ঈদৃশম্ বিষয়তঃ যে অর্থে) অতিশয়ং যস্মিন্ অর্থে এব যঃ বিশিষ্টঃ বিরতিঃ অস্তি ॥১৫

অতঃ সমমনাম্ (সমম্ সর্বত্র ঈক্ষতে ইতি সমং, তাদৃশং মনঃ যস্য তস্য) বিদ্বান্ নৃণাম্ (মনুষ্যাণাম্) যাম্ ভ্রীড়াং চ মৈথিকীম্ (মিথুনীভাবে ভবা মৈথিকী তাম্ ভ্রীড়াম্ (লজ্জাম্ চ বিষয়ে আত্মতত্ত্বোপদেষ্টরি চরণাদৌ অভিব্যাপ্তা ঈক্ষণরূপা সর্বত্র সমম্ ভগবৎ ভূমনি প্রবাহম্ ॥১৬

এবং যাবৎ ভূতেষু মদ্ভাবঃ (সর্বত্র আত্মভাবম্ ঈক্ষণাভাবম্ ইতি ভাবঃ) যাবৎ ন উপজায়তে, তাবৎ বাঙ্মনঃ-কায়বৃত্তিভিঃ এবম্ উপাসীত ॥১৭

তত্র তত্র সর্বং ব্রহ্মাত্মকম্ এব ভবতি। তত্র তত্র আত্মবুদ্ধেঃ সমম্ পরমেশ্বরস্য ভাবনা সাক্ষাৎকারাভিধয়া বিদ্যয়া পরিতঃ দৃষ্টেঃ পরম্ সর্বতঃ মুক্তসংশয়ঃ সন্ বিরমেৎ ॥১৮

সকল ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান সর্বভূতস্থ আমাকে নিজের হৃদয়-কন্দরে সুস্পষ্ট প্রতীত করিয়া থাকেন ॥১২

হে উদ্ধব! তুমি বিচারে বিলক্ষণ পারদর্শী। তোমার অন্তঃকরণ সেই মহাবিভূতিবিশিষ্ট পরমেশের অধিক পরিচয় বলিয়া অন্য মনে স্থির বিশ্বাস করাই প্রকৃত জ্ঞান; এই জ্ঞানকে অবলম্বন করিলে ভেদবুদ্ধি অন্তর্হিত হয়। তখন ব্রাহ্মণের সহিত চণ্ডাল, ব্রহ্মস্বাপহারীর সহিত ব্রাহ্মণসেবী, বিদ্বেষীদের সহিত অন্তেবাসী, ক্রূরকর্মার সহিত পাপরহিত জীবের মধ্যে পরমার্থতঃ কোন ভেদ-প্রতীতি উহাদের হৃদয়ে আর স্থান পায় না, উহারাই সর্বত্র সমদর্শী পণ্ডিত নামে অভিহিত হন এবং তত্ত্ব-সমাজে সম্মানিত হইয়া থাকেন ॥১৩-১৪

যে ব্যক্তি মানব-মাত্রেরই অন্তরে ভগবদ্ভাবের পূর্তি সম্যক্ উপলব্ধ না হয়, তদবধি কায়মনোবাক্যে এই পূর্তি নিরন্তর চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহাকে আর কখনও ঘোর অহঙ্কার-নিবন্ধন বিধি ঘোরে লিপ্ত হইতে হয় না। স্পষ্ট, অস্পষ্ট এবং বিষয়াসক্তি তাঁহার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া যায় ॥১৫

অতএবই ঈশ্বরানুভাবকে উপেক্ষা করত নিজের শ্রেষ্ঠতা এবং অন্যের নীচতার প্রতি লক্ষ্য না করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। তাদৃশ ভাবের লক্ষ্য হইলে স্বভাবতঃ লজ্জার উদয়ে পরার্থাভিধানের যোগ্যতা হ্রাস হইয়া যায়। অতএব লজ্জাদিকে বিসর্জন করত মুনি, চণ্ডাল, গোরু এবং গর্দভে পর্যন্ত ভগবদ্ভাবের পর্যালোচনা করত সকলকে ভগবৎ ভূমিতে প্রণাম করিবে ॥১৬

যতদিন জীবমাত্রেই ভগবদ্ভাবের পূর্তি সম্যক্ উপলব্ধ না হয়, তদবধি কায়মনোবাক্যে এই

অন্ত যি সর্বকল্যাণং সন্ত্রীচৈবেনা মহো মম।
মন্ত্রাঃ সর্বকুতেষু মনোযাতায়তিঃ ॥১৮
ন হ্যেতাপন্নয়ে যত্নো মহর্ষেরাপি। ।
যয়া মুহ্যতি লক্ষ্যাত্ম নিবন্ধপ্রাণ্যপি ॥২০
যো যো যদি পথে দেবং ভজতে নিজলাভ ভোঃ।
তস্যাচলে নিজং স্থানং তেনৈবাঢ্যং দদাম্যহম ॥২১

এবা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥২২
এষ তোহভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মণঃ সংগ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ ॥২৩
অতীন্দ্রিয়মগ্রাহ্যং নিঃসাধনমনাবৃতম্।
এতজ্ জ্ঞানং মদ্ভক্তে ন পুরুষো বক্তুমর্হতি ॥২৪

সর্বকল্যাণম্ (সর্বেষাং ঐহামুষ্মিকানাং মধ্যে) অন্তম্ অবসানভূতাম্ উত্তমাম্ সন্ত্রীচীনাম্ সাধনম্ এব যৎ সন্ত্রীচীনা সন্ত্রীচীনা মতঃ ॥১৯

এ অত্র ঐহাঃ অনাদিনি বিবাদের সম্বন্ধে উপদেশে যদি যত্ন ঐহ অপি আদরঃ নাস্তি হি ন অপি, তদা যদা সন্ত্রাসেন অত্র ভবতা বিবেকেন। অত্র আদরাভাবঃ সম্ভবতি বিশিষ্টঃ ॥২০

যে সন্ত্রে। তদানীং ঐ যদা তদেব তত্র, যেনৈবা কালে, ঐহাপাদীয়ঃ যেন যদি কর্মিণা; তস্যৈব তদা, তদা নিজং যদি অপি তদানীম্ (ভোগে-অবসরাভাবাৎ) ন চ সন্ত্রে সাধনান্তরে যদি নিজলাভ ভবতে যে বিবেকেন অধিকং, তদি যদা তদা (সন্ত্রীচীনতা-তদানীম্ ভবতে) ॥২১

এবা যি বুদ্ধিমতাং বিবেকিনাং বুদ্ধিঃ বিবেকঃ তদেব, মনীষিণাং চ মনুষ্যাণাং চ মনীষা মনুষ্যত্বম্, যৎ অমৃতেন (আত্মনি অবস্থানেন) মর্ত্যেন মরণধর্মিণা দেহেন ইহ অস্মিন্ জন্মনি অমৃতং মরণশূন্যং সত্যং পরমাত্মানম্ এব প্রাপ্নোতি ॥২২

যেনাত্মা অপি দুর্গমঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ এবং ব্রহ্মণঃ যোগ-নিরূপণস্য ত্বদ্ধাং সংগ্রহঃ সংক্ষেপ-বাসবিধিনা সংক্ষেপেণ বিস্তরেণ চ কৃৎস্নঃ সমা আখিলঃ কথিতঃ ॥২৩

নিস্পৃহিত্বাৎ জ্ঞানং যে কৃৎস্নং (সমা) অতীন্দ্রিয়া সমস্ত ধর্মিণঃ কথিতম্, এবং তত্ত্ব বিজ্ঞানং মদ্ভক্তেষু পুরুষে মুহ্যতে।

এবং ভূবিবিক্তম্ (বিশিষ্য সন্তোষ্যম্) এব এতম্ অপি যে মাহাত্ম্যং নিশ্চিতং, সে ব্রহ্মজ্ঞাঃ (যোগিনি যত্নে) সমাধৌ বিজ্ঞাং পশ্য ত্রয় পরিত্যজন্তি আত্মানি ॥২৪

প্রকার প্রাপ্যাদি ঐহাদেয়া কার্যে বিমুক্ত যারা সর্বতোভাবে বিবেক ॥১৭

সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলময়, এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞানই বিজ্ঞানরূপে অভিহিত হইয়াছে। সর্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুসন্ধানে কিন্তু বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে; সুতরাং সাধক আত্মবিষয়ে যাথার্থ্য হইতে অনায়াসে প্রতিবিমুক্ত হইতে পারেন ॥১৮

যাবতীয় ঐহাদেয়ে মধ্যে কায়মনোবাক্যে সমস্তভূতে ভগবদ্ভাবের ঐকান্তিক ভক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিপ্রদ ঐহার বলিয়া আমি বিবেচনা করিয়া থাকি ॥১৯

যে ভিন্ন ঐহাদেয়। বিনাশ জ্ঞানবান ব্যক্তি ঐহার ঐহাদেয়ে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান না; তাহার এই ব্যক্তির অনুষ্ঠানে কোনরূপ কামনা নাই; ইহা তাহার অভীষ্ট; সুতরাং ইহার অনুষ্ঠানে অনীহ হইয়া না, তদ্ভিন্নের যে ভজন নাই, তাহা আমি ব্যবস্থা করিয়াছি ॥২০

যে সাধো! অতি নিম্নে কামাদি বৃত্তিসমূহও যদি ভগবদ্ভক্তিমূলে প্রযুক্ত হয়; অর্থাৎ সেই সকল বৃত্তির বিষয়ের লক্ষ্যই যদি কেবল ভগবান্ হন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কর্মফলই সফল হইয়া থাকে। যাহা অসৎ কেবল তৎসকলে তীব্র হইয়া, দোষিতাকুল কামনাযুক্ত হইয়া, ঐহাদিতি নিতান্ত কেবল তৎসেবী হইয়াই অন্তে মোক্ষলাভ লাভ করিয়াছিল ॥২১

অহো। আত্মস্বরূপে অবস্থানের কারণভূত

য ইদমুদ্ধব বিশ্রম্ভাদ্ অধীয়াচ্ছ্রাবয়েৎ পুমান্।
ময়ি ভক্তিং পরাং কৃত্বা সর্বান্তে মৎপরায়ণঃ ॥২৮

অস্মাদ্ভক্তি যোগাদ্ বৈ মামুপেত্যাকুতশ্চিদ্ ধ্রুবম্।
অথ তে বিদুষো মোঘাঃ পুরুষার্থা হ্যসত্তমাঃ ॥২৯

বৈরূপ্যেণ ব্যবহারিক্যা ব্যক্তিক্যা শক্ত্যা চ।
অতদ্ব্যাবৃত্তিভিস্তত্ত্ব দুর্বিভাব্যা হ্যনাত্মভিঃ ॥৩০

য ইদমুদ্ধব বিশ্রম্ভাদ্ অধীয়াচ্ছ্রাবয়েৎ পুমান্।
ময়ি ভক্তিং পরাং কৃত্বা সর্বান্তে মৎপরায়ণঃ ॥২৮

অস্মাদ্ভক্তি যোগাদ্ বৈ মামুপেত্যাকুতশ্চিদ্ ধ্রুবম্।
অথ তে বিদুষো মোঘাঃ পুরুষার্থা হ্যসত্তমাঃ ॥২৯

বৈরূপ্যেণ ব্যবহারিক্যা ব্যক্তিক্যা শক্ত্যা চ।
অতদ্ব্যাবৃত্তিভিস্তত্ত্ব দুর্বিভাব্যা হ্যনাত্মভিঃ ॥৩০

এবং ত্রিবিধিম্ (বিধিঃ) সমাপ্তম্) এবং প্রকৃত্য অপি য পঞ্চমং বিজ্ঞানম্, তা প্রকৃত্য (যেনোপি বহুশঃ) সমাপ্তম্ বিজ্ঞং পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি ॥২৭

য ইদম্ উদ্ধবঃ (বিদুরং প্রা ঋষিঃ উবা) এবং আত্মবিজ্ঞানং যঃ অধীয়ম্ সংপ্রাপ্তং, তং প্রকারেণ শ্রদ্ধা-সমন্বিতো আত্মনা যুক্তম্ এবং অন্যম্ আচার্যং লভতি ॥২৮

য এবং পরিতঃ পরমং শুচি যোগেন্দ্রম্ আত্মবিজ্ঞানং সমাপ্তীত্ব উপৈতি পুরুষঃ, সঃ জ্ঞান-লোকেন অন্যান্ অপি স্বয়ম্ অধস্তঃ দর্শয়ন্ যথা পুরুষ ॥২৭

য এতদ্ব্যাখ্যা বিশ্রম্ভাদ্ ঋষিঃ পূর্বতরাদ্ ইদম্।
যদি ভক্তিং পরাং কৃত্বা সর্বান্তে ন বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥২৮

অস্মাদ্ভক্তি যোগাদ্ বৈ মামুপেত্যাকুতশ্চিদ্ ধ্রুবম্।
অথ তে বিদুষো মোঘাঃ পুরুষার্থা হ্যসত্তমাঃ ॥২৯

বৈরূপ্যেণ ব্যবহারিক্যা ব্যক্তিক্যা শক্ত্যা চ।
অতদ্ব্যাবৃত্তিভিস্তত্ত্ব দুর্বিভাব্যা হ্যনাত্মভিঃ ॥৩০

এবং ঋষিঃ বিদুরং প্রা ঋষিঃ উবা) এবং আত্মবিজ্ঞানং যঃ অধীয়ম্ সংপ্রাপ্তং, তং প্রকারেণ শ্রদ্ধা-সমন্বিতো আত্মনা যুক্তম্ এবং অন্যম্ আচার্যং লভতি ॥২৮

যথা এবং পরিতঃ পরমং শুচি যোগেন্দ্রম্ আত্মবিজ্ঞানং সমাপ্তীত্ব উপৈতি পুরুষঃ, সঃ জ্ঞান-লোকেন অন্যান্ অপি স্বয়ম্ অধস্তঃ দর্শয়ন্ যথা পুরুষ ॥২৭

যাহারা যোগের দ্বারা এই অনুত্তমশ্লোক পরমপুরুষ বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের বিবেক-ফল এবং মনীষী ব্যক্তির চাতুর্যফলের সমাক্ পরিচয় ॥২২

এই যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্তটি যোগাচার্যেরও দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু আমি সংক্ষেপে ও বিস্তৃত ভাবে এই যোগের অভিপ্রায় তোমার নিকট সম্যক্ বর্ণন করিয়াছি ॥২৩

যথার্থ যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই অপূর্ব জ্ঞানের বিষয় আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এই পরমার্থ তত্ত্বকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মানবের আর সংসার থাকে না; তিনি সকল-কারণ জ্ঞানের প্রতিষেধনে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥২৪

হে উদ্ধব! তোমার প্রশ্নটি যেমন অপূর্ব, আমিও সেইরূপ বিশেষ বিবেচনা পূর্বক তাহার উত্তর দিয়াছি। তোমার প্রশ্নটিকেও যিনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে পারেন, তিনিও যেমন অতি সহজে সনাতন পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৫

যে ব্যক্তি অতি বিমল-ভাবে এই আত্ম-বিজ্ঞানের উপদেশ আমার উদ্ধবকে প্রদান করেন, সেই যোগাচার্যকে আমি স্বয়ংই আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকি ॥২৬

এই পরম পবিত্র সর্বপাপ-বিনাশন আত্ম-বিজ্ঞানটি যিনি উদ্ধবকে পাঠ করেন, তিনি জ্ঞানালোকের উদ্দীপনে অন্যের হৃদিমধ্যে স্বকীয় স্বরূপ নিত্য প্রকাশ করায় নিজেই পবিত্র হন ॥২৭

যে ব্যক্তি অতি সাবধানে এবং শ্রদ্ধা-সহকারে এই পরমাত্মতত্ত্বটী নিত্য শ্রবণ করেন, তিনি অহৈতুকী ভক্তি লাভে কখনও আর আবদ্ধ হন না ॥২৮

হে সখে উদ্ধব! আমার উপদেশে তুমি পরম ব্রহ্মকে সম্যক্ অবধারণ করিলে ত। তোমার আত্মবিষয়ে মোহ এবং শোকাদি আধ্যাত্মিক তাপসমূহ অপনোদিত হইয়াছে ত ॥২৯

এই পরমাত্মতত্ত্ব কখনও ব্যক্তির, বেদবাক্যে

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
দাতবে গুরবে ব্রহ্ম উক্তিঃ স্যাদ্ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩১
মৈত্র্যং বিশ্বস্য বিজ্ঞায় সর্বভূতাত্মবর্ণিনম্।
পীত্বা পীযূষবদ্ গাঙ্গং বাগ্মিনং ভবতি ধ্রুবম্ ॥৩২
জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবান্ধর্মী নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ ॥৩৩
ইত্যুক্তা স্বা তনুং যোগী সদ্যঃ প্রকৃতিমাত্মনঃ।
স্থিরধীর্ভাগবতী বিদ্বান্ বিজহৌ বিধিবিন্মুনে ॥

ওঁতৎসদিতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধানুক্রমণিকায়াং একাদশস্কন্ধে ভাগবতধর্মনির্ণয়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশুক উবাচ।
ন হ্যেবমাত্মবিদ্যোগমার্গ-
স্তমোদয়ত্বাদকৃতশ্চিদত্র বিঘ্নঃ।
যস্ত্বাশ্রিতঃ শ্রীচরণাম্বুজস্তে
ন বিদ্যতে তস্য পতিস্ত্বমাত্মন্ ॥৩৪

এই সমস্ত দোষ যাহাদিগের নাই, যাহারা ব্রাহ্মণের উপকারী, সাধু পরিত্র প্রিয়পাত্র, তাহাদিগকেই প্রদান করিবে। অধিক কি! স্ত্রী বা শূদ্র যদি ভক্তিবিনীত হয়, তাহাদিগকেও প্রদান করিবে ॥৩১

যেমন অতীব বায়ু অন্ন পান করিলে আর অন্য কিছু পান করিবার সাধ থাকে না, সেইরূপ এই পারমাত্মক একবার অবগত হইতে পারিলে সংসারে আর কিছুই অবগত হইবার বাকী থাকে না ॥৩২

আত্মাত্মক-বিচারজন্য জ্ঞানে, যজ্ঞাদি কর্মে, যমাদি যোগে, কৃষ্যাদি বার্ত্তায় এবং দণ্ডনীতির অনুষ্ঠানে মানব যে যে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন, সে সমস্ত। এই পারমাত্মকের অনুষ্ঠানেও সেই চতুর্বর্গফলস্বরূপ আমাকেই তিনি লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৩

মানব যাবজ্জীবন যাজনাদিজন্য কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া যখন ভগবানেই আত্মসমর্পণ করেন, তখনই তিনি যথার্থ সকল কর্মের সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়াই অবধারিত হন। তখন অনুক্রমে মোক্ষকে প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এই প্রকারে যোগের পথ সমাক্ অবধারণ করিয়া, উদ্ধব সাগরসঙ্গমে কৃষ্ণার্পিত প্রাণ করিলেন; তিনি উত্তরাভিমুখে তপস্যায় দৃঢ় ভাবে বিসর্জন হইয়া পড়িলেন;

এতৈঃ দোষৈঃ বিহীনায় ব্রহ্মণায় প্রিয়ায় সাধবে গুরবে ব্রহ্ম এব ব্রহ্মণ্য ইত্যর্থঃ। তথা পুরাণেষ্বপি (পুরাণসংহিতায়াং ৪ অংশে) যদি ভক্তিঃ স্যাৎ, যদি ভক্ত্যাভাসঃ স্যাৎ ॥৩১

তথা পীযূষং যথা অমৃতং পীত্বা গাঙ্গং জলং ন অবশিষ্যতে, তথা এতৎ প্রকরণং বিজ্ঞায় বিজ্ঞানতঃ অবশিষ্যং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অবশিষ্যতে ॥৩২

জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ। বার্তায়াং কৃষ্যাদৌ, দণ্ডধারণে দণ্ডনীত্যাং চ যাবান্ যাবৎ যোগ্যঃ ধর্মঃ, অধিকারিভেদাৎ অর্থঃ ঐশ্বর্যং কামঃ চ ইতি অর্থঃ, যে ধর্মাঃ তাবান্

চতুর্বিধঃ অর্থঃ যে তব সন্তি এব ॥৩৩

ধর্মাদি সমস্ত জন্য ভাগবতধর্মজন্য সন্ বিধিবিদ্বান্ অর্থাৎ, তথা আমা যে ধর্ম বিধিতঃ বিদিত্বা অনুষ্ঠিত অর্থাৎ, তথা অনুক্রমেণ মোক্ষং প্রাপ্তিপর্যন্তং যথা সর্ব ভাগবতধর্মানুষ্ঠানাৎ ঐ ধর্মের যোগ্যতা অর্থাৎ ॥৩৪

শ্রীশুকঃ উবাচ। এবং ভাগবতিধর্মানুষ্ঠায়ী (ভাগবতিধর্ম যোগ্য ব্যক্তি যঃ) বৈষ্ণব তথা বৈষ্ণবানাং ভগবতঃ যঃ বিশেষ প্রেম ভক্তিবিশেষাৎ ঈশ্বরস্য ব্রহ্মণ্যদেবঃ সন্ বিধিবিদ্বান্ ॥৩৫

বিভীত চিত্তঃ প্রবয়াবমূর্ধং
যৈর্যোগ নাজন্ বহুবন্তরায়ঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরঃ
কিঞ্চী স্পৃশংস্তচ্চরণারবিন্দম্ ॥৩৮
উদ্ধব উবাচ।
বিজ্ঞাপিতো ভগবতাঽনুভাবো
য আত্মযোগো যে ত্বয় চাত্মনাঽনু।
বিলজ্জতোঃ কিং নু সভাপয়ন্ত
ধীরঃ শনৈ ধীঃ প্রণতস্তবাঙ্ঘ্রৌ ॥৩৯

প্রত্যর্পিতো যে ভবতানুকম্পিনা
ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং
কোঽন্যৎ সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ ॥৪০
মুক্তস্য তে মুক্তনিষেবণাপ্তো
নানাত্বিকস্যাত্মনি নাথতন্ত্রে।
প্রসাদিতঃ সাধু বিভো প্রপন্ন
স্বানাং বয়ো ঽজ্ঞানবৃজিনাদ্বিমোক্ষ্য ॥৪১

প্রবয়াবমূর্ধং (প্রবয়সাং (শ্রেষ্ঠা অবমূর্ধং মূর্ধিকা) তিলক যৈর্যোগ যিনি) যদুবরেণ: (যাদবানাং প্রধানো যদুবরঃ) কিঞ্চী ওজ্ঞাবয়বিশেষ স্পৃশন্ (স্পৃশতি) চ: তস্য যদুপ্রবীরঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রাহ ॥৩৮

উদ্ধব উবাচ। যঃ যোগেশ্বরঃ ভবতাঃ যে যত্র আত্মিকা আত্মীয়ঃ, তব নিজোয়ঃ ঈশ্বরেণ অনুগ্রহ বিজ্ঞাপিতঃ। যে অত্যন্ত প্রসন্নোসি ইতি। বিজ্ঞাপনাঃ অত্যন্ত নম্রীভূতস্য নম্রীভূতস্য তব কিং ধীরঃ ধীমান্ ন প্রণতিঃ ? ন কিমপীত্যর্থঃ ॥৩৯

প্রত্যর্পিতো যে ভবতা অনুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ, যঃ ত্বয় কৃপালুনা ভৃত্যায় আত্মজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রদত্তঃ। হিত্বা ত্যক্ত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোঽন্যৎ সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ কঃ অন্যঃ জনঃ তব ত্বদীয়ং পাদমূলং শরণং ব্রজেৎ ॥৪০

মুক্তস্য তে মুক্তনিষেবণাপ্তো মুক্তাঃ সন্ন্যাসিনঃ তেষাং নিষেবণাপ্তো নানাত্বিকস্য নানাত্বং ভেদঃ বিদ্যতে যস্য তস্য আত্মনি তন্ত্রে প্রধানে, যঃ আত্মারামাণামপি সমদৃষ্টিমাশ্রিতস্য ঈশ্বরং ত্বাং সাধু প্রসাদিতা ॥৪১

লোকসমূহ আনন্দসাগরে পরিপূর্ণ হইয়া যেন; যাঁহার তত্ত্ব লব্ধ হইয়া যেন; কৃতকৃত্যের ন্যায় হইলেন মান, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।৩৭

প্রেমে অবনতপ্রায় চিত্তকে কথঞ্চিৎ স্থির করিয়া যখন আপনাকে কৃতার্থ মান করিলেন, তখন যদুবর ভক্তের ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সম্ভোষন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—।৩৮

হে যোগেশ্বর। যে ঈশ্বর অনুকম্পা-সহকারে আপনি একবার আমি একবার করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার ঈশ্বরেশে আমার সে সকল অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে। আপনি প্রসন্নও পরিকর্তা। অতি নম্রীভূত ভৃত্যের যেমন ধৈর্য, অনুকম্পা এবং অজ্ঞান-বিনাশন জন্য

আর কাহে যায়, আপনার সান্নিধ্য লাভে আমারও সেইরূপ সকল ভ্রমের বিনাশ হইল।৩৯

আপনি বিশ্বাস অনুগ্রহ প্রকাশে পূর্বক আপনার এই দাসের প্রতি সমুজ্জ্বল বিজ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন। আপনার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারিলে জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে তবদীয় পাদপদ্ম পরিত্যাগ করত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে ?৪০

পরিত্যক্ত সর্বাশা হইয়া ভক্তের প্রসাদাদির বাসনায় যাহারা মুক্তি ও অন্যান্য বহুঃশ্রীমন্তের প্রতি আমার মুমুক্ষু হেয়ভাব আপনি পূর্বে বীয় বাক্যবলেই প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি পরমাত্মজ্ঞানরূপ বীজ শক্তির দ্বারা নিজেই তাহা হেয় করিয়াছেন। আমার স্নেহবন্ধন শিথিল

মন্যেঽহং ত্বে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥৪০

শ্রীভগবানুবাচ।

পুরাময়ং মদাভিজ্ঞো ব্রহ্মাণং সমজাময়ম্।
তস্য হংসাবতারোঽহমাত্মযোগমুপাশ্রিতঃ ॥৪১
ঈশ্বরাণাং পরমং মহন্তৎ ত্রিগুণাত্মকম্।
সৃজত্যবতি হরতি বিশ্বং বিশ্বসৃজাং পতিঃ।
ততো মাং সমভিধ্যায়ন্ সর্গঃ সংরোধমাত্মনঃ ॥৪২
তিরোধত্তে মমাপাঙ্গাৎ দৃষ্টিঃ সংবর্তকস্ত্রয়ঃ।
শান্তঃ সমাধিরিহ্যা জ্ঞানবিজ্ঞানসংশয়ঃ ॥৪৩

হে মহাযোগিন্! তে ত্বয়ং মমঃ ভবঃ। অনপায়িনী নাশরহিতা রতিঃ ভক্তিঃ তথা স্যাৎ, তথা প্রপন্নং মাং অনুশাধি শিক্ষয় ॥৪০

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে উদ্ধব! যদা যস্মিন্ (অতীতে কল্পে) ব্রহ্মণঃ অহমেব আত্মযোনিঃ তস্য ব্রহ্মণঃ হংসাবতারমাশ্রিতঃ অতঃ পরিঃ সন্ ॥৪১

তথা অনন্তরঞ্চ: ঈশ্বরাণাং ঈশ্বরঃ ব্রহ্মণঃ বিশ্বসৃজাং ব্রহ্মণাং পতিঃ (বিশ্বস্য অপরং ব্রহ্মণং যেন সঃ তথোক্তঃ সন্) ব্রহ্মাণং তথাত্ব পরিবর্তঃ পরমেশ্বরঃ মমাধিষ্ঠানাৎ বিশ্বং সৃজতি বিষ্ণুঃ ॥৪২

তথাত্বাপরং ব্রহ্মাণং তিরোধত্তে তিরোধত্তে, দৃষ্টিঃ সংবর্তকস্ত্রয়ঃ প্রান্তঃ প্রলয়কারিণঃ, অতএব জ্ঞানবিজ্ঞান-

হইয়া বিরাজে ॥৩৯

হে মহাযোগিন্! আপনাকে প্রণাম করি। আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত হইয়াছি। অতএব চরণ-কমলে যাহাতে আমার অচলা ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, অনুগ্রহ পূর্বক তদ্বিষয়ক উপদেশ আমাকে প্রদান করুন ॥৪০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে উদ্ধব! আমার উপদেশ অনুসারে তুমি ব্রহ্মলোকে গমন কর। তথায় বিষ্ণুপ্রাণোক্ত গমনের দ্বার ও তথায় গমন-প্রণালির দ্বারা ক্রমশঃ পথিক হইবে ॥৪১

সেই অনন্তধামে গমনে ও শ্রবণে সকলের পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া তুমি ক্রমশঃ সকল পরিধান-

সন্নুঃ সন্ সমাধিরিহ্যা ॥৪৩

এবং যে ব্রহ্মা যং ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ অনুশিক্ষিয়ন্, তং বিশিষ্টং ইতিহাসিকম্ অনুজানন্ শিষ্যান্ যদি আদেশিষ্যৎ তথা সংবাদয়েৎ তদা। তদা সর্গ: মহদাদিসর্গঃ বিশ্বঃ সকলঃ বিরিঞ্চাদিরূপঃ মেরোশ্চতুর্দ্বারেষু অভিব্যক্তঃ অভিব্যক্তঃ সন্ ভবতি ॥৪৪

শ্রীভগবান্ উবাচ। ব্রহ্মিষ্ঠঃ (ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থিতঃ যোগী পূর্বং ব্রহ্মিষ্ঠঃ যেন শ্রীব্রহ্মণা) এবম্ ৪৫ খাষ্টঃ ন তত্ত্বঃ যথাবৎ: মুখ-দর্শনাদিভ্যঃ অপি অধিকারং বিধিবদেবার্থং তং শ্রীব্রহ্মণং প্রতিজ্ঞা: সন্নিধায় পরিক্রম্য পাদয়োঃ শিরঃ নিধায় প্রণতঃ অভিবাদ্য ॥৪৫

পূর্বক প্রমাণমুখে প্রমাণাদি দ্বারা এক তত্ত্বানুধাবি জ্ঞানেরই দৃঢ়ীকরণ দ্বারা নিশ্চয় করা ॥৪২

ত্রিগুণাত্মক ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবাপন্ন বিশ্বরূপ বিরিঞ্চিমূর্তির দৃঢ় আকারকে লয় করত সমষ্টীয় রাগদ্বেষাদিশূন্য ও নিরঞ্জিত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে তুমি যত্ন করিও ॥৪৩

তুমি আমার নিকট হইতে এ পর্যন্ত যাহা শ্রবণ করিলে, একাগ্রচিত্তে সেই সকল বিষয়ের যৌগপদ্য অনুসারে অবধারণ পূর্বক যাহা ও যিনি আমাকে সমর্পণ করত যতীর মধ্যেই বিরত হও। এইরূপ আচরণ করিলে, দেহ-পতনের পর মদ্য হও ও অযোনিত্বের অধিকারযুক্ত হেব, মদ্য ও নিত্যস্থ;

মহত্যামনেধিরোধকাতরো
ন পঞ্চযুক্তং পরিবাতুমক্ষমৎ।
কৃচ্ছ্রং অযৌ মূনি তর্ষপাপ্লুতে
বিপ্রস্যকৃত্যা অযৌ পুনঃ পুনঃ ॥৪৬

তত্তস্তবর্ত্তি পরিবেত্ত
সত্তো মহাভাগবতো বিশালয়্।
যোগেশ্বরাভ্যর্থিতয়া গতাধ্বনা
অপোপবিষ্টং জনকেন পূজয়া ॥৪৭

স এক আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমো
জ্ঞানাত্মকং জ্ঞানবিধায় জাতবিৎ।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা
সঙ্কুচ্যমানেন তমঃ বিধূয়তে ॥৪৮

মহত্যাম্ অনেধিরোধকাতরঃ (প্রবাহাৎ যোঃ পরিত্ব ভেদ বিরোধাৎ তাদৃশঃ ভীতঃ) সন্ন এব ন পঞ্চযুক্তং পরিবাতুম্ অক্ষমৎ অশক্নোৎ। ততশ্চ কৃচ্ছ্রং সাধনে মূনি বিপ্র পুনঃ পুনঃ অযৌ। [বিশালঃ] গতঃ ॥৪৬

ততশ্চ তং তত্তবর্ত্তি অন্তর্ধি হৃদয়ে) বর্ত্তিনং পরিবেত্ত যাত্ম্, মহাভাগবতঃ ঈদৃশঃ বিশালঃ অবিচ্ছিন্নো যঃ সন্ তদা সর্বাত্মা হরি জনকেন যোগেশ্বরাভ্যাম্ উপবিষ্টং

ঈক্ষণকালাৎ যোঃ পরিত্ব সকাশাৎ এব ॥৭

যোগেশ্বরৈঃ বিশেষেণ সেবিতাঙ্ঘ্রিণা জনকেন জ্ঞানবিধায় জ্ঞানবিধায় এবং আত্মবন্তম্ (আত্মজ্ঞানা জ্ঞানবান্ তমেব যঃ তদা সর্বাত্মা বিশেষেণ জ্ঞা আত্মবন্তম্ তত্তবর্ত্তিনং তং পরিত্ব সন্তঃ এবাহুঃ) জ্ঞানাত্মকং বা সন্তুষ্টা অবলম্ব বর্তমান, যঃ বিধূয়তে (তমোনাশে) তদা অপি দৃশ্যতে ॥৮

যোগিদের অভিবন্দন করিয়া, পরমাত্মস্বরূপ যোগেশ্বর লাভ করিবে ॥৪৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—রাজার-দুঃসহায়ী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, উতঙ্কের চিত্ত প্রেমে আর্দ্র হইয়া গেল; তিনি পুনঃপুনঃ কৃষ্ণ-সম্পর্কের সাধন না জানিলেও, কৃষ্ণবিরহ যেন তখনই তাঁহার পক্ষে ভিষণ কষ্টকর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। তথা হইতে প্রস্থান-কালে উতঙ্ক কৃষ্ণকে প্রণিপাত পূর্বক তাঁহার সম্মুখে তাঁহার চরণোপরি মস্তক রাখিলেন এবং অবিরাম প্রেমাশ্রু বহনে তাঁহার চরণদ্বয় অভিসিঞ্চিত করিলেন ॥৪৬

যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সম্পূর্ণ অপরিহার্য, অথচ তাঁহার সহিত বিরহ উপস্থিত হইবে, এই চিন্তায় একান্ত কাতর-প্রাণ উতঙ্ক মনে মনে বিষাদ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করত ধীরে ধীরে বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া সবিনয়ে প্রস্থান করিলেন ॥৪৭

পরে ভগবান্ বাসুদেবকে নিকটস্থ জনপদে যান করত ভাগবত-প্রধান উতঙ্ক বিশাল বর্ষিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া যোগেশ্বর জনগণের অভ্যর্থনায় তথায় উপবিষ্ট হইলেন; এবং ভগবদ্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁহা তত্তস্থ অন্য বৈষ্ণবগণকে লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৭

ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণ যাঁহার চরণসেবা নিত্য করিয়া থাকেন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যোগীজনের হৃদয় হইতে যে পরমানন্দপূর্ণ জ্ঞানময় ভক্তপ্রধান উতঙ্কের প্রাণে করিয়াছিলেন, যে কেহ তাঁহাদিগের তাহার অনুশীলন করেন, তিনি নিত্য মুক্ত হয়েন এবং তাঁহার সংসর্গে অন্যজনও মুক্তিলাভ করে ॥৪৮

অবতরণপর্ব্বণি জ্ঞানবিজ্ঞানলাভং
নিমন্ত্রণপ্রসঙ্গে কৃষ্ণবন্ যেনাসাম্।
অন্তর্মুহূর্ত্তিকাপায়বন্ কৃত্যবর্ণান্
পুণ্যশ্লোকমাহ কৃষ্ণসংজ্ঞং নমোঽস্মি ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যেকাদশস্কন্ধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯

অবতরণ (কথা আরম্ভের পূর্ব্বে অবতরণিকা) পর্ব্বণি, তত্ত্ব বিষয়ক (যেখানে) কৃষ্ণবন্ যেনাসাম্ জ্ঞানবিজ্ঞানলাভ হয় তিনি (যে) নিমন্ত্রণপ্রসঙ্গে অন্তর্মুহূর্ত্তিকাপায়বন্ (অন্তর্মুহূর্ত্তিক অপায় যাহার) উৎপত্তিবন্, ধ্বংস। উৎপন্ন অন্তর্মুহূর্ত্তিক ধ্বংস যাহার

কৃত্যবর্ণান্ অবতার- ধর্ম্ম যাহা পুণ্যশ্লোকমাহ পুণ্যশ্লোক নামে খ্যাত হইয়াছেন কৃষ্ণসংজ্ঞং কৃষ্ণনামক নমোঽস্মি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণে পারমহংস্যা সংহিতায় বৈয়াসিক একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়।

অন্তর্হিতাদিরূপ জীবন অন্তর্মুহূর্ত্তের ন্যায় সংসারের বিষয়ার্থ যে দেবতা অর্থাৎ দুঃখের ন্যায় সংসর্গ যেন সাক্ষাৎ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং মনুষ্য-ধর্ম্মে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ করিয়া যিনি

অবোপযুক্ত উৎপত্তিবিধ কৃত্যবর্ণকে এই উৎপত্তি প্রকরণ অন্তর্গত প্রকরণে কৃতার্থ করেন, সেই ভগবদ্ভাবভাবন আদিভূত কৃষ্ণনাম পরম পুরুষকে আমরা প্রণাম করি ॥৪৯

শ্রীমদ্ভাগবিবেকবাসপ্রভব পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ-স্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রমায়াবাদি-কৃত একোনত্রিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[মন্বন্তরাবতারবর্ণনম্।]

রাজোবাচ।
অতো ব্রহ্মাদয়ঃ উদ্ধ্যে নির্গতে ধ্বনৌ।
দ্বারবত্যাং কিমকরোৎ ভগবান্ সুহৃদাবৃতঃ ॥১

ব্রহ্মণস্পোপসংসৃষ্টে যদুদেবো বাদর্ষভঃ।
প্রেষয়ো দর্শয়ন্নরাণাং ঈয়ুষ্ যদ্ ভবভয়াপহম্ ॥২

অন্বয়ঃ

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। অতঃ ব্রহ্মাদয়ঃ উদ্ধ্যে ধ্বনৌ নির্গতে সতি কৃষ্ণনাম্নি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বারবত্যাং কিম্ অকরোৎ সুহৃদাবৃতঃ ॥১

অন্বয়ঃ

ব্রহ্মণস্পোপসংসৃষ্টে (ব্রহ্মাদিনা উপলব্ধে উদ্ধ্যে সতি) যদুদেবঃ স বাদর্ষভঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নরাণাং নরলোকানাং প্রেষ্ঠঃ ভবভয়াপহম্ যদ্ ঈয়ুষ্ অভজৎ ॥২

ত্রিংশ অধ্যায়।

[মন্বন্তরাবতারবর্ণন।]

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে মুনিবর! ব্রহ্মাদিপ্রধান উদ্ধ্য কৃষ্ণনামিধান হইতে অন্তর্হিতাদির

প্রধান হইলে, সুহৃদাবৃত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে কি কি কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণন করুন ॥১

যদুশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদিগের প্রেষ্ঠ হইলে, যদুপতি

প্রত্যাক্রষ্টুং মনশ্চক্রে কান্তাসঙ্গাদসত্তমাৎ ।
কর্পাবিবেঃ ন সম্বন্ধি হ্যতো যৎ সত্যমাত্মনঃ ॥
মন্ত্রৌষধাঃ কিমজতি বহিঃ কিং স্বাসু ধাতবঃ ।
বুদ্ধ্যা বিবেকমুগিতি ব্যসনস্য ভেষজম্ ॥৩৩
অবিভ্রন্ বাচ ।
বিদিত্বা সুহৃদস্তস্য ষড়ূত্তরিমুপস্থিতান্ ।
বৃকৌ সীনাং দুর্বর্ণাং কৃতঃ প্রাণ মনানদম্ ॥৩৪

অতো ঘোরাদ্ অহোৎপাতাদ্ যাবিত্যাং বন্ধকেতবঃ ।
মুহূর্তমপি ন যেষমত্র নো যত্নপূজিতাঃ ॥৩৫
স্ত্রিয়ো যমস্য কৃষ্ণস্য পথোদাহরণং মৃধে ।
যঃ প্রত্যনন্দ যাচ্ঞাসো যত্র প্রত্যন্ মনস্বতী ॥৩৬
তত্রাভিক্ষিপ্ত তত্ত্বজ্ঞ ঈশোপ মূলবাদিভিঃ ।
দেবমায়াঃ পুরস্কৃত্য মুগ্ধসাপেক্ষবাদিভিঃ ॥৩৭

যত্র যস্মিন্ বস্তুনি পরং প্রকৃষ্টং মনঃ প্রত্যাক্রষ্টুং সমাবর্তয়িতুং অশক্তা ছিন্নং ন যেষুঃ, যতঃ ১ তৎসঙ্গস্য প্রকৃতিং সং সত্যম্ আত্মনঃ (আত্মনি পরমে বিষ্ণৌ ইব), তত্ত্বঃ ন সম্বন্ধি ন নির্বন্ধিনি। তন্ত্রৌঃ (যত্র ঔঃ লোপঃ) কীটজাতয়া তদীয়য়া বাচায়া বহিঃ ন ত্যজতি ; যদ্বা ন বিবেকায় মন্ত্রৌষধাঃ (মন্ত্রৌষধয়ঃ বিদ্যা) স্বাসু ধাতবঃ ধমনয়ঃ (যত্র নাড়ীষু নাড়ীনাম্) ইতি যোজ্যম্, তৎ বস্তু বহতু অজ্ঞানং ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥৩৩

অতঃ ইত্যাদি। বিদিত্বা বুদ্ধ্যা অবধারিতে ৮ সমুপস্থিতান্ অত্যাসন্নান্ বৃকৌ ৮ কৃতঃ প্রবৃত্তায়াং সভায়াং আসীনায়াং অন্ধ-

---

শ্রীকৃষ্ণ সর্বলোকোত্তমত্বের নিজ দেহ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন ?১

অন্বয়। যে অসুর কংসসভায় নরন একবার নিপতিত হইলে, কুলকামিনীগণ তাহা প্রত্যাহরণ করিতে পারিতেন না ; যাহার অঙ্গি-স্পর্শ মাত্র আত্মবুদ্ধির অবলম্বনে একবার চিত্ত প্রবিষ্ট হইলে, মানুষ আর তাহা পরিত্যাগে সমর্থ হয় না ; যে কংসরাজের সৌন্দর্য-শোভা একবার পরিলোকিত হইলে, সমবয়স্ক মুনিজন কবিত্বের কবিত্ব-পরিপাটী উদ্ভাবনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং মুক্তপুরুষগণ যাহাকে নারায়ণরূপে সদয় যে কেশবকে মহাসভায় কবিয়া সনাতনী যাজ্ঞিকগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা। আপনি সেই তিনি কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন ?২

ঋষি শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্। অক্রূর-মতে পূর্বোক্তরূপে, কংসের দুর্নিমিত্তাদি এবং

ইতি অন্বয়।১

শ্রীশুকদেব উবাচ। হে রাজেন্দ্র। এবং অক্রূরকর্তৃক (অক্রূর কেশবকে আনয়ন করিলে) মুহূর্তকাল যোগে অহোৎপাতে ঘোরা অমঙ্গলময়ী কংসসভা মুহূর্তং অপি আর অসাধিতে ন ছেদয়ুঃ।২

অতঃ স্ত্রিয়া, যমস্য, মৃধে ১ পথোদাহরণং তীর্থ প্রভৃতি। যত্র যু যস্য প্রত্যন্ পরিবর্তয়িতৃী মনস্বতী অভিমানিনী অভূৎ, যস্য প্রত্যনন্দ যাচ্ঞাসো যাচ্ঞাবন্তঃ।৩

অতঃ তত্রেত্যাদি অভিক্ষিপ্তঃ অন্যঃ ঈশোপ মূলবাদিভিঃ অন্যঃ মায়াসাপেক্ষবাদিভিঃ দেবমায়াঃ পুরস্কৃত্য।৪

অক্রূরাদিক বিশ্বাত্মাদি বিবিধ ঈশপাদের ঈশত্বাদি অবলোকন করিয়া কংসসভায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপরি-সভাসীন মহাপাত্রে অন্যোদের পূর্বক বলিলেন।৫

যে মহাজ্ঞেতগণ। এই ভারাবতারে যে প্রকার ঈশ্বর ঈশপাদ সমবে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে যেন ধরারাজের প্রতি আমার আমার অতি শীঘ্র বিনষ্টকারী বলিয়াই আমার প্রতীতি হইতেছে। অতএব আমার বিবেচনায় এখানে আর মুহূর্তকালও বাস-করা বিধেয় নহে।৫

অতএব বান্ধব, পুত্র এবং কবিরাজের অন্যোদার আমরা তীর্থে সমর গমন করব। আমাদের যে স্থলে মনস্বতী পরিবর্তয়িতী হইয়াছেন, সেই প্রত্যাদর্তীর্থে গমন করিব।৬

সেই পুত্র জলে অবগাহন পূর্বক পবিত্র হইয়া ঈশবাসাদির দ্বারা নিজকে সমাহিত করিব এবং গ্রাম, গবাদি ধন এবং বিবিধ ঈশবাসাদির

ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতযজ্ঞানো যজন্।
সো-ক্ষু-হিরণ্য-বাসোভিরুভাব-ত্বষ্ট-দেবতাঃ ॥৮
বিধিবেদ হবির্যজ্ঞো যজমানস্তুতুষ্টবান্।
যেন-বিজ-বরাঃ পূজা কৃতেষু পশবঃ কৃতঃ ॥৯
ইতি সর্বং সমাকর্ণ্য বহুবৃচা মনুষিষ্যঃ।
অথাহ নৌভিরুত্তীর্ণ প্রজাঃ প্রথম ঋষেঃ ॥১০
তস্মিন্ জলপ্লবাদিষ্টঃ মৎস্যরূপেণ ধারণাঃ।
হরেঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্বপ্রোপকৃতিং বহন্ ॥১১

ওতস্তস্মিন্ আপানঃ পশুর্যেরেষকঃ মনু।
বিষ্টিভিরশিতিভিরো মহত্বৈর্ভৃগুতে ঋষিঃ ॥১২

আপানাভিস্তবাবাঃ বীরাণাং বৃষ্টচেতসাম্।
কৃষ্ণমাত্রাবিমুক্তানাং সংবর্তঃ মুমহানভূৎ ॥১৩

মুমুচুঃ প্রোক্ষণংতত্ত্বা বেলায়াবাতত্তাস্তিয়ে।
বসুর্তি বর্ষিতীর্ত্রেণমাত্রিস্তোকেরিতি ॥১৪

(তথা ব্রাহ্মণৈঃ ৮) ব্রহ্মবাদিনঃ ব্রহ্মণাধিষ্ঠাতা, যজ্ঞ সোমুখিস্যাগ্নোভিঃ পশুভি-ত্বষ্টদেবতাঃ; যজ্ঞাভাগম্ ব্রাহ্মণান্ চ পূজয়িত্বা ॥৮

(অথ অধিবিধিঃ) বৈতানিনা ঔক্তঃ) এবং বিধিঃ অধিষ্ঠিতঃ সর্বপ্রকারবিধানেন; ঔক্তঃ যজমানঃ পশুপালকশ্চ; যে যজমানা পশুপালকাঃ পূজা এব কৃতেষু পশবঃ তথা ঔক্তবন্তুঃ ॥৯

মনুষিষ্যঃ ঋষিশ্চ ইতি (বাক্যং) সমাকর্ণ্য সর্বং শ্রুত্বা তথা মত্ত ইতি পৌরুষ (পৌরুষং মনুম্ ইত্যর্থঃ) প্রতি ঋষেঃ প্রজাঃ প্রথম আহ ॥১০

যস্মিন্ প্রজাঃ যং তস্মাৎ প্রজাপতের আদিষ্ট তং

সর্বপ্রোপকৃতিং সর্বপ্রজা-পালনং পরময়া ভক্ত্যা ধারণং বহন্ ॥১১

তথা বিষ্টিভিরশিতিভিঃ (শিরোঽ যৈরুক্তা বিষ্টিশিতা যা বেদাং তথাভূতাঃ যে মহান্তঃ) মহত্বৈঃ ঋষিঃ ভৃগুতে, তং যৈরেতেন ঋষিবিশেষেণ মনু আপানাঃ (সন্তঃ আপায়ন পীয়তে ইতি মনু) ঋষিম্ প্রজাঃ পশুঃ ॥১২

আপানাভিস্তবাবাঃ তথা-বিধস্যাপি, অতএব বৃষ্টচেতসাম্ (অতি হেতোঃ যেষাং তেষাং) তথা কৃষ্ণমাত্রাবিমুক্তানাং (কৃষ্ণমাত্রয়া বিমুক্তানাং) বীরাণাং মধ্যে সুমহান্ সংবর্তঃ তথা ভূতঃ অভূৎ ॥১৩

এখানে তথায় দেবতাগণের অর্চনা করিব।৭

কিন্তু ব্রাহ্মণগণের দ্বারা আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠান করান বিধেয় এবং গো, হিরণ্য, ঔষধি বস্ত্র, যব, অশ্ব, ছাগ এবং ঔষধ ঔষধ অট্টালিকাদি প্রদানে সেই সমস্ত বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিব।৮

এই প্রথায় আচরণ করা যজ্ঞীয় আমাদের অমঙ্গল-বিনাশনের কোন উপায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার দ্বারাই প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। যেমন। দেবতা ব্রাহ্মণ ও গাভীর অর্চনাদ্বারাই বীরের প্রকৃত উন্নতিলাভ হইয়া থাকে।৯

মহর্ষিগণ মনুকথা শ্রবণান্তে যজ্ঞ করিয়া প্রলয় জলপ্লাবনে, তরণীর সাহায্যে মনুর অভিরক্ষণ করত তথা আহারাদি পূর্বক প্রজাদের গমন করিলেন।১০

কিন্তু মহর্ষি শ্রীহরির উপদেশ অনুসারে এবং অতীব ভক্তি সহকারে যাবতীয় শ্রেয়ঃপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।১১

কিন্তু মুমুক্ষু-ভক্তের সম্যক্ আত্মিকুল্য যাহাতে যাবতীয় শ্রেয়ই বিরচিত হইয়া যেন। তাঁহারা সেই পবিত্র প্রলয়-ক্ষেত্রে মহাপানে উদ্যত হইলেন। অহো! যাহা পান করিলে জীবমাত্রেরই অভিমান উপস্থিত হয়, যাদবগণ সেই মদ্য তৈরেয়ক মহাপানে সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন।১২

তাহাদের চিত্ত সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গেল। অপূর্ণ কৃষ্ণ-মাত্রায় বিমুক্তচেতা যাদবগণ যখন মদ্য পানোপায়ে একান্তে বিবেকহীন হইয়া পড়িলেন, তখন সেই যাদবগণের পরস্পরের মধ্যে একটী বিষম কলহ উপস্থিত হইল।১৩

পত্তৎপতাকৈ ধ্বজযূথকার্ত্তিভিঃ
অশোভ্রে সৌর্ভিরিবেন্দ্রবৈভবৈরপি।
বিধা সমেত্যাশ্রবৈঃ গুরুক্ষয়া
মরদ্ভূবৈর্দ্বিষিরে বিধা ঘনৈ ॥১৫

প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ যুধি রুক্ম-বংশজা-
ঽক্রূর-ভোজাধিরথ-সাত্যকী।
যুদ্ধ-সংগ্রামবিদৌ বলাগ্রণৌ
পরৌ দুর্বিদ্যা-প্রথমৌ সমীয়তুঃ ॥১৬

অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ
সহস্রজিৎশতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ।
অক্রোধনাশ্চারুবিচিত্রবর্ম্মিণঃ
জগর্জুরন্যোন্যমিবাহিতা গজাঃ ॥১৭

গদাহি-ভল্লাসক-ভোজ-সাত্বতা
অন্ধর্ভূয়া মাধুর-শূরসেনাঃ।
বিসর্জনাঃ ভূভুরাঃ কুরুদ্বহ
বিবৃদ্ধ বয় দুর্বিষহ্য সৌহৃদম্ ॥১৮

ভোজরাজাঃ অক্রিভূরঃ; আহুকাদিবঃ; পরাশরাঃ যে মহান্তি; অনিরুদ্ধ ঔষ্ট্রঃ; শৈনাঃ; ভোজাদীনি; বেলায়াঃ সমুদ্রতীরে ভূয়ঃ ॥১৩

পত্তৎপতাকৈঃ। [পত্তাঃ; বৈজয়ন্তঃ এবঃ; পতাকাঃ; যেষু তৈঃ] ধ্বজযূথানি; ঋক্ষাঃ; ভল্লুকাঃ; যদিবৈঃ ইবঃ; অবকরৈঃ; ঔষ্ট্রাঃ অপি বিধঃ পরস্পরং সংযত্য বিধিরা ইবঃ; অথবা অন্য রীতি বিধাঃ ইবঃ যৈঃ; পরস্পরং ভয়ং ভয়ম্ ॥১৪

যুধি রুক্মবংশজৌ প্রদ্যুম্নসাম্বৌ, অক্রূর-ভোজৌ, অধিরথ-সাত্যকী যুদ্ধ-সংগ্রামবিদৌ বলাগ্রণৌ, দুর্বিদ্যা-প্রথমৌ বিধঃ সমীয়তুঃ ভূয়ঃ ॥১৫

সহস্রজিৎশতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ যে অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ তেষাং যুদ্ধকর্ম্ম ভূয়ঃ বিবর্ণয়তি, অন্যে ধনাভর্ত্তারঃ [ধনাভর্ত্তারঃ ধনাভর্ত্তারঃ] আত্মনঃ আত্মনা ভয়ম্ ॥১৭

গদাহি-ভোজাসক-ভল্লি-সাত্বতাঃ অন্ধকাঃ, অন্ধর্ভূয়াঃ মাধুর-শূরসেনাঃ বিসর্জনাঃ ভূভুরঃ যুদ্ধাঃ ঃ সৌহৃদং যেষাং দুর্বিষহ্যং অকরোৎ বিধঃ পরস্পরং ভয়ম্ ॥১৮

তাঁহারা ক্রোধে মত্তচিত্ত হইয়া আততায়ীর বেশে বহু, কৃপাণ, ভল্ল, পরশু, তোমর এবং অন্যান্য প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারণে সেই সমুদ্রতীরেই পরস্পরের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥১৩

যাদবগণ ধ্বজ-পতাকায় সজ্জিত হইলেন। ঊর্দ্ধবিরাজমান বিচিত্র পতাকায় সুশোভিত রথ এবং সুসজ্জিত অশ্বারোহণে সকলের চক্ষে লাগিল। ঋক্ষ, ভল্লুক, সেনা, বানর, অক্রূর এবং ভোজগণের সকলকে একত্র করিয়া দুইদল যাদবসৈন্য যুদ্ধার্থ বিভক্ত হইল এবং অরণ্যমধ্যে যত মাতঙ্গসমূহ যেমন অন্যের প্রহারে পরস্পরকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ যাদবগণ সেইরূপ শর-প্রহারে পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪

সমরক্ষেত্রে বিধাতার পরবশ হইয়া প্রদ্যুম্ন সাম্বের সহিত, রুক্ম ভোজের সহিত, অনিরুদ্ধ সাত্যকির সঙ্গে, যুদ্ধ সংগ্রামবিদের সহিত, ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মা বল ভূরিবল কৃতপুত্র বলের সহিত এবং দুর্বিদ্যা দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥১৫

সহস্রজিৎ, শতজিৎ এবং ভানুপ্রমুখ প্রভৃতি বীর পুরুষগণ এবং নিশঠ ও উল্মুকাদি যাদবীয় ব্যক্তিগণ ক্রুদ্ধচিত্তে মাতঙ্গের ন্যায় বিমোহিত-প্রায় হইয়া অবিরামভাবে উন্মত্তের ন্যায় পরস্পরে ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৭

গদাহি, ভোজ, অন্ধক, ভল্লি, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, মাধুর, শূরসেন, বিসর্জন, ভূভুর ও দুর্বিসহনীয় ব্যক্তিগণ সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া বিধিবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥১৮

পূজা অনুব্রজ্য পিতৃভির্ঋত্বিগ্ভিক
যজ্ঞৈশ্চ লৌকিক-পিতৃদেব-বস্তুভিঃ।
বিপ্রাগ্নি বিষ্ণোঃ হৃদয়ং সুমঙ্গলং
মূর্তির্নৃণাং ক্ষত্রিয় সূনৃতা বচঃ ॥১৯
সত্যং ধৃতিস্ত্যাগ ইহানুসন্ততিঃ
সত্রাণি ধর্মাশ্চ মদুত্তমা ইমে।
ত্বয়াত্মযোনে নৃপ বিশ্বসেতবো
বিভ্রত্তনূর্বিশ্বজনীনসংস্থিতে ॥২০
তদা যদুনাং হরিণেশ্বরেশ্বরে
ধর্মে সুসূক্ষ্মে নিজসংজ্ঞিতে স্থিতে।
স্বপার্ষদানামপি যো দুরত্যয়ঃ
কালেন মায়াং তনুভির্বিধিৎসতা ॥২১

এবম্বিধা ভূয়ঃ সন্তঃ পিতৃদেব-ঋষীন্ প্রাহুঃ। ঋত্বিগ্ভিঃ লৌকিকপিতৃভিঃ চ সহ পূজা অনুব্রজ্য। লৌকিকাঃ পিতরঃ বসবঃ, দেবাঃ আদিত্যাঃ, বস্তুনি ধনানি, তৈঃ সহ বিপ্রাগ্নি বিষ্ণোঃ হৃদয়ং সুমঙ্গলং, মূর্তির্নৃণাং ক্ষত্রিয় সূনৃতা বচঃ ॥১৯

সত্যং যথার্থভাষণং, ধৃতিঃ ধর্মে ধারণা, ত্যাগঃ অন্নদানাদিঃ, ইহানুসন্ততিঃ ইহ লোকে অপত্যপরম্পরা, সত্রাণি যজ্ঞাঃ, ধর্মাঃ অহিংসাদয়ঃ, ইমে ত্বয়া মদুত্তমাঃ ময়া উত্তমাঃ যথা স্যুঃ তথা বিভ্রত্ তনূঃ বিশ্বজনীনসংস্থিতে বিশ্বজনীনে ধর্মে সংস্থিতে সতি ॥২০

তদা যদুনাং হরিণেশ্বরেশ্বরে ধর্মে সুসূক্ষ্মে নিজসংজ্ঞিতে স্থিতে। স্বপার্ষদানামপি যো দুরত্যয়ঃ কালেন মায়াং তনুভির্বিধিৎসতা ॥২১

তদা যদুনাং হরিণা ঈশ্বরেশ্বরে ধর্মে সুসূক্ষ্মে নিজসংজ্ঞিতে স্থিতে সতি স্বপার্ষদানামপি যো দুরত্যয়ঃ কালেন মায়াং তনুভির্বিধিৎসতা ॥২১

যেন যোগ যোগেশ্বর ঋষিভূত হইয়া দেহ পিতৃগণ সহিত, আত্মা আত্মার সহিত, লৌকিক যাজ্ঞিকের সহিত, আদিত্যের বসুগণের সঙ্গে, বিপ্র বিষ্ণুর সহিত এবং মুক্তি মুক্তের সহিত যোগযুক্ত হইয়া জাতিসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করিল ॥১৯

তখন সময়ে যখন তাঁহাদের বাসনাসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইল, সমাধান ভঙ্গ হইয়া গেল এবং অন্য সময় হইয়া গেল, তখন তাঁহারা সেই প্রকাশমান সমুদায় মূর্তিমান হরি যারা যে এখন যাবৎ ভূমিদেবের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই ভূমিদেবকেই ভক্তির প্রভাব প্রকাশরূপে লাভ করিল ॥২০

এখন কি আশ্চর্য। সেই ভূমিদেবই তাহাদের মূর্তিমান হইয়া বহুবার সৌহৃদে পরিণত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তাদৃশ ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তর্ধান করিলেন ॥২১

এবম্বিধা ভূয়ঃ সন্তঃ পিতৃদেব-ঋষীন্ প্রাহুঃ। ঋত্বিগ্ভিঃ লৌকিকপিতৃভিঃ চ সহ পূজা অনুব্রজ্য। লৌকিকাঃ পিতরঃ বসবঃ, দেবাঃ আদিত্যাঃ, বস্তুনি ধনানি, তৈঃ সহ বিপ্রাগ্নি বিষ্ণোঃ হৃদয়ং সুমঙ্গলং, মূর্তির্নৃণাং ক্ষত্রিয় সূনৃতা বচঃ ॥১৯

সত্যং যথার্থভাষণং, ধৃতিঃ ধর্মে ধারণা, ত্যাগঃ অন্নদানাদিঃ, ইহানুসন্ততিঃ ইহ লোকে অপত্যপরম্পরা, সত্রাণি যজ্ঞাঃ, ধর্মাঃ অহিংসাদয়ঃ, ইমে ত্বয়া মদুত্তমাঃ ময়া উত্তমাঃ যথা স্যুঃ তথা বিভ্রত্ তনূঃ বিশ্বজনীনসংস্থিতে বিশ্বজনীনে ধর্মে সংস্থিতে সতি ॥২০

তদা যদুনাং হরিণা ঈশ্বরেশ্বরে ধর্মে সুসূক্ষ্মে নিজসংজ্ঞিতে স্থিতে সতি স্বপার্ষদানামপি যো দুরত্যয়ঃ কালেন মায়াং তনুভির্বিধিৎসতা ॥২১

যাহারা ভূমিদেবের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই ভূমিদেবকেই ভক্তিযোগে আহার। তাঁহাদের বিশ্বাসেই অন্ন খাইত ॥২১

"যাহারা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত" শ্রীহরি মনোমধ্যে ধারণা করত, সেই যোগিত-প্রায় যাদবগণ অন্য যাদব পূর্বক, হে নরনাথ! যাদবকুলেই বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥২২

হে কুরুনন্দন। যাদবগণের আহারে ধনরাশি এবং শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এরকামুষ্টি উদ্যোলন-পূর্বক সমরক্ষেত্রে বিচরণ করত যাদবগণের বিনাশসাধন করিতে লাগিলেন ॥২৩

একত্র ও একস্থানে সমস্ত কুল পরিত্যাগ, তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণের মহামায়ায় বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণেরই চিত্ত বিমুগ্ধ হয়। সুতরাং লোকমোহ-

রাজন্ মধুপুরেশস্য যোষন্নাথায় সৌভগম্।
তস্যাঃ শোকঃ ব্যপোহায় নোক্তবান্ যদুনন্দনঃ ॥২৬
রাজনির্যাপদেশেন তমবন্তী দেবকীসুতঃ।
বিলাস ধরোপস্থে কৃষ্ণায়াদাস শিক্ষণম্ ॥২৭
বিজ্ঞায়ার্ভকচেষ্টাং তাং জ্ঞাতিষু প্রভয়া বদন্।
বিদ্যো বিভিন্নিবাঃ কূর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥২৮
শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাং তত্তদাভরণানি চ।
কৌমোদকীঞ্চ পাঞ্চজন্যং পরিঘং মুষলং ॥২৯

মুক্তরশ্মিরবক্তাং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্।
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং সুমুখং সুন্দরভ্রুবম্ ॥৩০
কম্বুগ্রীব-ঙ্গজস্কন্ধ-কিরীট-কটকাঙ্গদৈঃ।
হার-নূপুর-কাঞ্চীভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥৩১
বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।
কৃষ্ণোঽয়ং ধর্ষয়ন্নে পাদয়োরীঃ পরঞ্জপঃ ॥৩২
মূঢ়াবধেহি ভদ্রং তে নৃপাণাং নপ্তরাবয়োঃ।
কৃষ্ণাজ্ঞাকারয়োঃ সাক্ষাদ্ বলয়োঃ কিং বিবাৎসয়া ॥৩৩

এবং সর্বাত্মনো কৃষ্ণং মর্ত্য লোকং যেনতঃ কৃতা ভগবতো বিষ্ণোঃ বীর্যাণি কথিতানি মে ইতি ভেদঃ ॥২৫

রাজন্ মধুপুরেশস্য যোষন্নাথায় সৌভগম্ (রাজন্ মধুপুরেশস্য যোষন্নাথায় সৌভগম্ যাদবানাং পরমাত্মনি ভগবতি কারণেন অনন্যেন ভাবিতা অনন্যা ভেদো ভগবান্ ॥২৬

রাজনির্যাপদেশেন (রাজন্ নির্যাণ ছলেন) আনন্দয়ন্ হৃষ্টো দেবকীসুতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণায় নিজস্য কৃষ্ণস্য আত্মনঃ পৃথিব্যা অবতারস্য প্রয়োজনং কুরুক্ষেত্র নিজস্য ভগবতঃ ॥২৭

বিজ্ঞায় প্রভয়া নিজঃ বিভিন্নিবাঃ কূর্বন্, মধুপুরীং জ্ঞাতিষু প্রভয়া প্রকাশয়ন্ ভগবান্ নিজং বিদ্যো বিধূম পাবকঃ ইব বিভাসে ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥২৮

শ্রীবৎসাঙ্কং (শ্রীবৎসঃ অঙ্কে চিহ্নং যস্য সঃ তং ভগবন্তং) বিনা স্বভাবেনৈই যেমন অনন্ত বেণুরাশি ভস্মীভূত হয়, সৌভরি প্রভৃতিনির বিষয় ভোগে সমস্ত পুণ্যফল ভস্মে প্রাপ্ত হইল ॥২৪

এই প্রকারে যাঁর যদুকুল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর অবশিষ্ট ভার হরণ করা হইল, এইরূপ মনে করিলেন ॥২৫

অনন্তর তিনি মনুষ্যদেহে উপনীত হইয়া যোগাবলম্বন করিলেন এবং পরমাত্মাতে চিত্ত সমাধিস্থ করত মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিলেন ॥২৬

বলরাম যোগাবলম্বনে দৈবলোক পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন করিয়াছেন দেখিয়া দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষীরাজ অবলম্বনে একটি শিমুলবৃক্ষের মূলদেশে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া পূর্বক করাপুটে

অনন্তর ভগবতীবর্ণঃ (ভগবান্ চতুর্ভুজ ইব বর্ণঃ যস্য সঃ) কৌশেয়বাসসঃ পরিধীয়ঃ কটিতলে ঈষৎ ও আবৃত, মুখমণ্ডল অতিশুভ্র প্রসাদিবক্ত্রাং (প্রসাদবদনং যস্য সঃ) নীলকুন্তলমণ্ডিতম্, পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং (পুণ্ডরীকবৎ অতিশয়ে মনোহর অক্ষিণী যস্য, সঃ) সুন্দরভ্রুবম্ল কটিসূত্র-ব্রহ্মসূত্র-কিরীট-কটকাঙ্গদৈঃ, হার-নূপুর-কাঞ্চীভিঃ (মুক্তা-নূপুরাদি) কৌস্তুভেন চ বিরাজিতম্ ॥৩০-৩১

বনমালাপরীতাঙ্গং (বনমালয়া পরীতানি আবৃতানি যানি অঙ্গানি যস্য, সঃ) মূর্তিমদ্ভিঃ নিজায়ুধৈঃ বিরাজিতম্ পরঞ্জপঃ (পরান্ শত্রূন্ জয়তি যঃ সঃ) রাজা পাদে ধর্ষয়েৎ ঈদৃশো ভবা আবয়োঃ ভদ্রং ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥৩২

উপবেশন করিলেন ॥২৭

তখন তাঁহার তাৎকালিক সর্বাবয়বসহ প্রভায় দিগ্‌বিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। চতুর্ভুজের প্রকাশে এবং উজ্জ্বল পীতবস্ত্রাদিতে ধূমহীন পাবকের ন্যায় তিনি অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন ॥২৮

নবীন মেঘবর্ণের ন্যায় শ্যামসুন্দর মূর্তির বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন চিহ্ন শোভা পাইতেছিল; উজ্জ্বলবর্ণের পীতবৈজয়ন্তী বনমালাতে তাঁহার কটিদেশ ও উপরিভাগ আবৃত থাকায় অতি পরিষ্কার ভাবেই পরিচয় হইতেছিল। তাঁহার সহাস্য বদনকমল অনন্তরাগে মণ্ডিত ছিল। পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত লোচনযুগল, কটীতে কটীসূত্র, বক্ষঃদেশে ব্রহ্মসূত্র, মস্তকে কিরীট, বাহুযুগলে কটক এবং

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥৩৪
অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমশ্লোক নেদৃশম ॥৩৫
ত্বন্মায়ামোহিতধিয়ো ব্রহ্মাদয়ো বয়ং ভ্রমদ্।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জসঃ
কিং তস্য তে বয়মনাদরণীয়শীলাঃ ॥৩৬

তথা দুরন্তমপরাধমবেক্ষ্য [দুরন্তং অনন্তং অপরাধং অবেক্ষ্য ইতি ঘ পাঠঃ] ভক্তেষু নঃ ভবান্ প্রশমায় সাত্বতপতে হৃদয়ং বতেদম্ (দুরন্ত আরম্ভ দুরন্ত হৈ আপনার যত ভক্ত) তদ্ভবান্ প্রসীদতু ভবেয়ুরমী বয়ং যে ॥৩৭

ভবঃ চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা [ভবতিবিষ্ণু ভবানন্দো ন: ঘাদঃ ভীতঃ সন্ , অন্তর্ধিতঃ ভবন্তং পাদয়োঃ শিরসা পপাত পুনঃ পপাত ॥৩৪

আর চ, হে মধুসূদন। অজানতঃ অবজ্ঞিতেন পাপেন পাপস্বভাবেন মম ইদং কৃতম্। হে উত্তমশ্লোক। হে ভগবন্। হে মম পাপস্য পাপং ক্ষন্তুম্ অর্হসি ॥৩৫

অনন্তরাদি আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মদেষ মহিমার হার ও কৌস্তুভ-মণি, চরণে নূপুর, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় শোভা পাইতেছিল ॥৩৩-৩১

ব্রহ্মদেষে ভবদাদা এবং দুর্জিয়ান্ শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধসমূহে কি অপরূপ শোভাই ভগবদ্বিগ্রহে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি পদতলে তার রক্তিমাভ বাম পদ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করিয়া তখন উপবিষ্ট ছিলেন ॥৩২

সেই সময় ভবানন্দক একজন ব্যাধ মৃগদের কণ্ডুয়নার্থ লৌহশল্যকে বিশীর্ণমুখ (ব্যাধ) প্রভৃতি করত মৃগের অন্বেষণে তখন করিতেছিল ; সে মৃগ হইতে মৃগত্বপ্রাপ্তা ভগবানের চরণপদ্মকে লক্ষ্য করিয়া মৃগভ্রমে সেই মুষলনির্ম্মিত বাণে তাহা বিদ্ধ করিল ॥৩৩

কিন্তু পরক্ষণেই সেই চতুর্ভুজ পুরুষকে তথাগত অহি বৈকুণ্ঠ পার্ষ্ণ্যাদ্যং মৃগমুক্তকম্।
মৃগা মৃগত্বয়া প্রেক্ষ্য ন মৃগ্যাং সর্ব্বতিক্রমম্ ॥৩৭
ব্রহ্মাত্মযোগসংযুক্তং ন বিদুর্বিশ্বমোহিনী
ভক্তাপরাধসংযুক্ত তন্মায়া পরমো বিভুঃ যে।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জসঃ
কিং তস্য তে বয়মনাদরণীয়শীলাঃ ॥৩৮

কিন্তু যে ক্ষমা ॥৩৮। তত্ত্ব যে তব আত্মযোগম্ এব মৃগম্ মন্যমানাঃ পাপাশয়াঃ (অবিদ্বাং) অহি তত্ত্ব এবমুক্তম যে বিদ্বাংসঃ তন্মায়া মহিমানং বিদুঃ ॥৩৭-৩৮

তং তথাগত যে বৈকুণ্ঠ। মৃগমুক্তকং পার্ষ্ণ্যাদ্যং ন মম আত্ম ইতি অহি। মৃগা মৃগত্বয়া এবং সর্ব্বতিক্রমং মৃ ন মৃগ্যাং ॥৩৭

ব্রহ্ম তং আত্মযোগসংযুক্তম্ (আত্মযোগেন ব্রহ্মযোগেন যুক্তম্ এবং ভগবন্তং) বিশ্বমোহিনী মহা তন্মায়া মহিমান্, যে চ অন্যে বিভুং পরমং শ্রেষ্ঠাঃ, যে অপি তন্মায়া পিহিতদৃষ্টয়ঃ মুগ্ধবিবেকাঃ এবং ন বিদুঃ, তস্য তে তব অন্য অনাদরণীয়া পাপাশয়াঃ বয়ং অজ্ঞাঃ অজ্ঞতা সাধারণ কিং দূষিতা ভবিষ্যতি ॥৩৮

অবলোকন করিয়া নিজের অপরাধ তাহার লক্ষ্য হইল ; তখন সেই ব্যাধ ভীত হইয়া অনুরূপেণী ভগবানের চরণে ভীত মস্তক স্পর্শ করাইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল ॥৩৪

এবং বলিল, হে মধুসূদন। আমি না জানিয়া, এই দুষ্কর্ম করিয়াছি। হে বিশ্বপাল উত্তমশ্লোক। আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন ॥৩৫

হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ। যে আপনার অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট হয়, এই কথা যে জানিবেন বলিয়া থাকেন, সেই পরম পবিত্র বিভুর প্রতি আমি কি অন্যায়ই অত্যাচার করিয়াছি ॥৩৬

কিন্তু হে বৈকুণ্ঠনাথ। আমি দুষ্কর্মাণী ব্যাধ। আমাকে শীঘ্র বিনষ্ট করুন। যেন পুনরায় আমি এরূপ অন্যায় আচরণ আর না করি ॥৩৭

হে ভগবন্। আপনার নিজ-লোকের ঘটিত

শ্রীকবয়ানুবাচ।

য ঐশ্বরে ব্যতিষ্ঠত কর্ম এব কৃতো হি সে।
বাধি যং মনুজাঃ সর্বং মৃত্যুত্রিবাং পরম্ ॥৩৯

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকবোবিভো।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ ॥৪০

যাস্যতঃ কৃষ্ণপদবীমিন্দ্রদত্তবিমানগাম্।
বীক্ষ্য তুলসিকাগোপ্তা তাত্রাক্ষিরিদমব্রবীৎ ॥৪১

যে ঐশ্বরে। ঈশ্বরে ভগবতি যে কর্ম এব কৃতো হি যে। হি যস্মাৎ এষাং কর্মণামেব ফলং তে ঈশ্বরে ইতি; (অতো মাং ভক্তিং কুর্বতাং)। মনুজাঃ। যং মৃত্যুত্রিবাং পরং সর্বং বাধি ॥৩৯

ইত্যাদিষ্টো। ভগবতা ইতি। ত্রিঃ ত্রিবারং ইতি এবমুক্তা আদিষ্টো সন্ত্বা তং শ্রীকৃষ্ণং ত্রিঃ পরিক্রম্য নত্বা চ বিমানেন দিবং স্বর্গং যযৌ ॥৪০

কৃষ্ণপদবীং যান্তং অক্ষিভ্যাং অগ্রেণ্ড্যাং তুলসিকাগোপ্তা (তুলসিকায়াঃ তুলসিবোনাঃ অগ্রেণ্ড্যাং বক্ষিণ্ড্যাং অং; যদ্বা তুলসিকা গোপ্তা অগ্রেণ্ড্যাং অগ্রেণ্ড্যাং অগ্রণ্ড্যাং (শ্রীকৃষ্ণ)

তং তত্র ত্রিদশদ্যুভির্দিবৈর্বৃতং
স্বপদমূলে কৃতকেতনং পতিম্।
নেত্রে তাভ্যাং বিপপাত পাদয়ো
র্যথাবদ্গৃহ্ণতী সখ্যাশ্রুলোচনা ॥৪২
অপক্বযোগ্যুভয়পাকবৃদ্ধয়ে
দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তমসি প্রবিষ্টয়া।
বিদ্বো ন মানে ন সুখে চ শাম্যতি
যথা বিপাকাদুভয়াত্মকে গদে ॥৪৩

অধিভূজং যযৌ ॥৪১

স্বপদমূলে ভগবিচ্চরণসমীপে, স্বাশ্রিতে কৃষ্ণ ত্রিদশদ্যুভিঃ, দেবযুক্তাং বিমানাং, পতিং নিজেশং নেত্রাভ্যাং (প্রেমাশ্রুযুক্তাভ্যাং) স্বয়ং যথাবৎ (যথা স্বয়ং ভক্তিমতী তথা না) পাদয়োঃ বিপপাত ॥৪২

অপক্বযোগ্যুভয়পাকবৃদ্ধয়ে (অপক্বা অপরিপক্বা যোগ্যুভয়পাকবৃদ্ধয়ে (যোগ্যুভয়পাকবৃদ্ধয়ে (যোগ্যুভয়পাকবৃদ্ধয়ে (

ইতি ত্রয়তি সূত্রে বৈ যথো ব্রহ্মকুলাদৃষ্ট:।
অনুৎপাত্য তাকেন্দ্র দাসবাস্ত্র উদীক্ষত: ॥৪৪
তদবজ্ঞায়ন্ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ।
তেনাভিবিদ্ধিতাত্মানং সূতমাহ তদার্ত্তবৎ ॥৪৫
যজ্ঞ বাসবস্তং সূত আত্মানং নিরয়ং বিদন্।
সন্তর্পণস্ত নির্বাপং বভূবেতি তদর্থবাৎ ॥৪৬

যাবতাস্তং চ ন যেয়ু: তাবদ্ভিশ্চ যথাকৃতি।
যজ্ঞা তাকাং বহুপুরী: সূত্রং: সাবভিতি ॥৪৭
যং যং পরিহরং সর্বে আত্মনা পিতরৌ চ যং।
অর্জুনেনাবিতা: সর্বে ইন্দ্রপ্রস্থং প্রবিক্ষত ॥৪৮
যং তু যজ্ঞবাহায় আর্দ্রিষ্ট উপেক্ষকা।
অন্যাবাবন্যাবেতাং বিজ্ঞায়োপশয়ং ব্রজ ॥৪৯

যে যাজ্ঞে। পূর্বে ইতি এবং ত্রয়তি সতি তত্ত্ব উদীক্ষন্ত উদীক্ষমাণা বভূ। যজ্ঞবাহনং: যজ্ঞবাহনং সাবভিতি: অবজ্ঞানবিদ্ধা: বভূ: বৈ যথা আত্মানম্ উপেক্ষাত উদ্দিশ্য যজ্ঞবাহনং ॥৪৪

দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি তদবজ্ঞায়ন্ চ তং যেন অবজ্ঞয়ন্। তেন ক্ষত্রিয়বজ্ঞাকর্তৃকেন অভিবিদ্ধিতাত্মানম্ (অভিবিদ্ধিতঃ আত্মা যস্য তং তং) তথা তদার্তবৎ আহ ॥৪৫

উপেক্ষমাণ উদাস:। যে সূত: যং যাবতাস্তং পর্যন্ত। তথা আত্মানং নিরয়ং নিরয়ে পতিতং অবাবাবন্যাবেতাং

অন্যাবাবন্যাবেতাং বিজ্ঞায়োপশয়ং ব্রজ ॥৪৯ ইতি ॥৪৩

তথা ত্রয়তি চ বভূবু: তথা যাবতাস্তং চ ন যেয়ু:। তথা তথা তাকাং বহুপুরী: সূত্রং: সাবভিতি ॥৪৭

অথ সর্বে যং যং পরিহরং চ: পিতরৌ চ আত্মনা পূর্বং অর্জুনেন অবিতা: রক্ষিতা: সন্ত: সর্বে ইন্দ্রপ্রস্থং প্রবিক্ষত ॥৪৮

যং তু যজ্ঞবাহং আত্মন আর্দ্রিষ্ট; উপেক্ষতে: উদাসীনো ন ব্যবহারয়িতাম্ এবং তাদৃশং বিজ্ঞায় উপশয়ং ব্রজ ॥৪৯

এবং বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! বিমানাদির অভাবে যাঁহ অন্ধকারে যেমন স্নানের শক্তি-সামর্থ্য থাকে না, আপনিই তিনী হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার বিরহে আমি অন্ধপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইব এবং কোথায় গেলে যে শান্তি পাইব, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারিতেছি না ॥৪৩

যে যাজ্ঞে। সারথি দারুক এই প্রকার বলিতেছিলেন, এমন সময় অন্য ও অর্থাদি সহ সেই যজ্ঞবাহন ব্রহ্ম সকলের সমক্ষেই আত্মবিসর্জন দিয়া যেন ॥৪৪

অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদ্ভবানের বিদ্যা অন্তরীক্ষ আকাশ-পথে আরোহণ করিল। এদিকে বালক বিদ্যিতের ন্যায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া তদ্ভবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সমাধানপূর্বক বলিলেন ॥৪৫

যে সাম্বে। সম্প্রতি তুমি যাহাকে সমর করা এবং পরস্পর বিবাদে জাতিকুলের বিনাশ, সন্তর্পণের অভীষ্ট ধামে গমন এবং আমারও এই বর্তমান ধরার ত্যাগ করার বিষয় বলিয়াছ ॥৪৬

তাঁহাদিগকে বলিবে যে, তাঁহারা যেন পরিবারবর্গ লইয়া সেই স্থানেরই আর অবস্থান না করেন; কারণ, সেই বহুপুরী পরিত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া আসায়, দস্যুরা অতি অল্পকাল মধ্যে অভীষ্ট ধনে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া ফেলিবে ॥৪৭

অতএব তাঁহারা যেন সকলেই স্ব স্ব পরিবারবর্গ ও আমার পিতা বসুদেবকে লইয়া অর্জুনের তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন ॥৪৮

তুমিও অভীষ্ট বর্ণের অনুশোচনা বিষাদ-চিন্তা বিসর্জন কর এবং এই পরিত্যক্তপ্রায় প্রদেশ কেবল অভীষ্ট যোগসাধনের উদ্দেশেই হইতেছে, এইরূপ অবগতির সাহায্যে জ্ঞানপথকে অবলম্বনপূর্বক শান্তভাব অবলম্বন কর ॥৪৯

ইত্যুক্তস্য পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পৃথুঃ।
উৎসসর্জ হরের্লোকং গতয়ঃ সুমহাত্মনঃ ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

ভবতা ইতি এবম্ উক্তঃ সন্ তাম্ শ্রীপৃথুঃ পরিক্রম্য পুনঃ পুনঃ নমস্কৃত্য স্বীয়ং তৎ পরমং ধাম হরের্লোকং এব পুরীং প্রজগাম ॥৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণভাষায়াং একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশুক এই প্রকার বলিলে রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে সহকারে ভগবদ্ধামে যাঁর মন্ত্রক স্পর্শ করাইয়া স্বয়ংপুরে প্রস্থান করিলেন ॥৪০

শ্রীবিষ্ণুচিত্তবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে
এতাম্মপদ্ধতি শ্রীবিষ্ণুস্বামিব্যাখ্যানুযায়ি-কৃত ত্রিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমধামগমনম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

অথ তত্রাগমৎ ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ।
মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ ॥১

পিতরঃ সিদ্ধ-গন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
চারণা যক্ষ-রক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ ॥২

দুষ্টুকামা জগদ্ধাতুর্নির্যাণং পরমৌজসঃ।
গায়ন্তশ্চ যযুস্তত্র সৌরেঃ কর্মাণি জন্ম চ ॥৩

বর্ষুঃ পুষ্পময়ীং বিদ্যাধরলক্ষির্নভঃ।
দুন্দুভঃ সংকুলাঃ রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥৪

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ তত্র (তস্মিন্ সময়ে) ভবান্যা সমং ভবঃ ব্রহ্মা চ মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ দেবাঃ মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ পিতরঃ সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ বিদ্যাধর-মহোরগাঃ চারণাঃ যক্ষ-রক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসঃ দ্বিজাঃ ॥১-২

অন্বয়ঃ

ভগবতঃ নির্যাণং দ্রষ্টুকামাঃ পরমৌজসঃ সর্বে সৌরেঃ জগদ্ধাতুঃ কর্মাণি জন্ম চ গায়ন্তঃ যযুঃ ॥৩

পুষ্পময়ীং বৃষ্টিং। রাজন্। বিদ্যাধরলক্ষির্বা নভঃ সংকুলাঃ ব্যাপ্তাঃ দুন্দুভয়ঃ পরময়া ভক্ত্যা যুতাঃ সন্তঃ তত্র বর্ষুঃ পাতয়ন্তি স্ম ॥৪

একত্রিংশ অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমধামগমনম্।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! রাজন্ তথা ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাগণ, মহর্ষি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও সনকাদি মুনিগণও ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১

ঈশ্বরী সহ মহাদেব তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও সনকাদি মুনিগণও ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১

পিতৃগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, চারণ,

ভগবান্ পিতামহঃ লোক্য বিভূতীরাদিশো বিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদমৈক্ষত নাত্মনঃ ॥৩
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥৪
বিবিধ্রুস্তুরো মেঘাঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ।
সত্যং ধর্মো ধৃতির্ভূমের্ঃ কীর্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ ॥৫
দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিদন্তং যদাবিদন্।
সুবিস্মিতাঃ কর্মধিয়ঃ কৃতং সূক্ষ্মং কিরীটিনঃ ॥৬

বিভুঃ ভগবান্ পিতামহঃ ব্রহ্মা যথা আহঃ বিভূতীঃ (বিভূতিমান্ ঐশ্বর্যান্) লোক্য আত্মনি আত্মানং সংযোজ্য সমাধানেন যুক্তা পরমাত্মনং ঐক্ষত।

কিং লোকাভিরামং মনোরম্যম্, অতএব ধারণাধ্যানমঙ্গলম্ (ধারণাধ্যানে : ধারণা শ্লোকঃ বিষয়ঃ) ধারণাধ্যানয়োঃ মঙ্গলং যস্যাঃ তাদৃশং স্বতনুং স্বকং ধামাবিশৎ তথা যথা ধামাবিশৎ তথা ॥৪

বিবিধ্রুস্তুরাঃ মেঘাঃ; খাৎ আকাশাৎ সুমনসঃ পুষ্পাণি পেতুঃ। ভূমেঃ ধর্মাদয়ঃ সত্যং ধর্মঃ ধৃতিঃ কীর্তিঃ শ্রীঃ চ তং ভগবন্তং যযুঃ ॥৫

ব্রহ্মমুখ্যাঃ দেবাদয়ঃ যদাবিদন্ বিদন্তং অবিজ্ঞাতবন্তঃ তং ন যযুঃ, অতঃ তে আশ্চর্যান্বিতাঃ আসন্ ॥৬

আকাশং অন্তর্ধানতঃ বিনা পরিত্যজ্য যত্রাস্য লৌকিকস্য বহ্নিঃ যথা ঘটেত্ ন পশ্যেয়ুঃ, তত্র (ভূমণ্ডলে বিনা সম্ভবং ভূতলং বহ্নিঃ) তৈঃ তৈঃ লৌকৈঃ অগ্নিং ন পরিত্যজ্য ॥৭

যে তু ব্রহ্মবাদসংস্থাঃ যোগেশ্বরাঃ বহবঃ বিমানযানাঃ, এবং তথা বিধিনিষেধাঃ যত্র বহ্নিং প্রশাসতি, এবং তং তথা লোকং তথা যযুঃ ॥৮

ভগবান্ মায়েশ্বরো যোগধারণয়া স্বয়া তনুং দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ বৈকুণ্ঠধামে সমন করিলেন ॥৩

ধর্মে ভূমণ্ডলাদি হইতে লাগিল; যাদি যাদি বিধির পুষ্প আকাশ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। এদিকে সত্য, ধর্ম, ধৃতি, কীর্তি এবং শ্রী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল ॥৫

শ্রীকৃষ্ণের গতি ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও জ্ঞেয় বিষয় নহে। ভগবান্ কৃষ্ণ যখন এই প্রকারে অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার গতি ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবতাগণও কর্মে অসমর্থ হইয়া নিতান্তই বিস্মিত হইলেন ॥৬

আকাশপথে জলদ-পটল পরিহারে লৌকিকীয় অনল গতি যেমন কোন মানবের নিকট লুপ্তপ্রায় হয় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও গতি দেবতাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়ই রহিয়াছিল ॥৭

অবশ্য ব্রহ্মা এবং কতকগুলি উপস্থিত দেবতাগণ

অর্চায়াং যো গুরুমুখাৎ হরিমাত্মেশ্বরং
ধীয়া মানসয়োপচারবিধিনা সংভারসম্ভারয়া।
নিত্যং ভক্তিযুতঃ সমাহিতমনা নার্চাদিষু ব্রহ্মবিৎ
তস্যাপ্তং পরিবর্হয়ন্তি বিধিনা যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞিনঃ ॥১১
অন্যত্রাপি চ সর্বভূতহৃদয়ে নিত্যং হরিং কেবলং
ভক্ত্যা ভাগবতোঽর্চয়েদবিমতিঃ সর্বোপচারক্রিয়াঃ।
নৈবং যো রচয়েৎ ক্রিয়াঃ প্রতিদিনং কামাদিভির্মোহিতো
মদ্ভক্তেষু কৃতদ্রুহা ভবতি সঃ পাপীয়সাং ভাজনম্ ॥১২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১॥

ন্যাসঃ। পরং পরমেশ্বরং ভগবন্তমধোক্ষজমবাপ্যেতি (অধঃ কৃতং অক্ষজং জ্ঞানেন্দ্রিয়ং যেন তং অধোক্ষজং বিষ্ণুং প্রাপ্যেত্যর্থঃ) যাবৎ ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি তাবদেব ভয়ং ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ ॥১১

যজ্ঞেশ্বরং (যজ্ঞৈঃ ভগবন্তং প্রতি যৈঃ) তস্যাপ্তং ভগবন্তং ন্যাসং বিধিনা যজ্ঞিনঃ পরিবর্হয়ন্তি (ন্যাসং ভগবন্তং প্রাপ্তুং ন ত্যজন্তি) ইত্যর্থঃ। তথা চোক্তং ভগবতা বিষ্ণুনা বিষ্ণুধর্মে ॥

শ্রীহরির যোগমায়ার অনুভাবে বিস্মিত হইলেন এবং মুনিবরদ্বয় যোগমায়ার প্রশংসা করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।১০

হে রাজেন্দ্র! সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পদসেবাদ্বারা ভাগবতগণের মধ্যে কাহারও কখনও ভয় বা দুঃখলেশ পর্যন্ত হওয়া কেবল ঐশ্বরালিঙ্গ নাটের ন্যায় আমাদেরই অনুকরণ করা মাত্র। তিনি নিজ ভক্তের জন্য করুণ পরবশ হইয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কিছুকাল বিহার করিয়া পরেই তাহার উপলক্ষ্যে করুণ নিজ ধামেরই নিজে বিহার করিয়াছেন।১১

অন্যে। যিনি এই অর্চাদেহে ধারণ করিয়াই যাঁহা হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুনিরা দেবলোকস্থ পুরুষকে পুনরায় পূর্বদেহে আনয়ন করিয়াছিলেন, হে রাজেন্দ্র, তোমার অবশ্য অন্যায় করে তাঁহা দ্বারা

ন্যাসং ভগবন্তং নিত্যং ত্যজন্তী শ্রীরিতি তাং কথং ন ত্যজন্তি ন ত্যজন্তীত্যর্থঃ ॥১২

যদপি আত্মবিদিতমন্যেষাং (অন্যেষু তত্তৎ বিভিন্নভাবেষু) অন্তরেষু: ভগবন্তং, যং স্বয়ং অন্তর্গতিকং, তথাপি (ভগবান্ সর্বত্র) লোকিক ব্যবহার বদ্ধঃ অব তত্তদ্ভাবং (অব তাদাত্ম্যং তাদাত্ম্যং যেন তং) ন ত্যজেৎ। যতঃ অর্চায়ং ভগবন্তমাত্মনো ভিন্নং ন ত্যজতি (ন ত্যক্তুং শক্নোতি বিভ্রান্তো ভবতি) ত্যক্তুং ন ত্যজতি ॥১৩

যঃ পরং ব্রহ্মাত্মনঃ সকাশাৎ ভেদেন পশ্যতি সোঽপি ভগবতা ত্যক্তঃ সন্নিত্যঃ স্বয়ং ত্যক্তা ভীরুরেব, যঃ স্বয়ং এব ভগবন্তং ন ত্যজতি ॥১৪

মহাপাপক হইলে ও শ্রীহরি প্রথমে তাহার এই অন্তরে মায়াগুণে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি যমকাল মৃত্যুঞ্জয়কেও বারম্বার পরাস্ত করিয়াছিলেন; অধিক কি; সেই ভগবানের ভাবকেও যিনি সমাধিযোগে সর্বথাভাবে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কি বিষয় হইতে যা ভাবসমূহে রক্ষা করিবার সামর্থ্য ছিল না।১২

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি, যিনি ও প্রলয়-কার্যে যিনি একমাত্র প্রধান কারণ এবং সমস্ত শক্তি যাঁহাতে নিরন্তর বিরাজ করিয়া থাকে, তিনি সমস্ত ভাবসমূহকে উপলক্ষ্যে করিয়াও অবশিষ্ট স্বকীয় ভোগের জন্য মর্ত্যদেহে ধারিত যা স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। কারণ, মর্ত্য মানবদেহের কোন প্রয়োজন নাই; এই কথা বলিবারই প্রয়োজন, এই উপদেশ ভক্তগণকে

ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকানাং ভবভাবনঃ।
অবতীর্ণস্য বিশ্বেষাং পক্ষ্যুঃ সংস্থামচীকরৎ ॥১৩

তত্র স্ব গতিমা কৃষ্ণঃ কৃৎস্নযজ্ঞবিনাশনাঃ।
বাসয়ন্ স্বজনং যত্র জাতয়ো যত্ত আসতে ॥১৭

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণ-রামাবপশ্যন্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্ ॥১৮

প্রাগাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৯

রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্দেহং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ সুতান্।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং ভগবদ্গতচেতসঃ ॥২০

অর্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ ॥২১

ইতি বিজ্ঞায়। তাদৃশঃ ভগবান্ এব। বসুদেবাদ্যুদ্দেশেনাহ স্মেতি পরিহৃত্য স্বয়মেবাহ: যে ইতিদ্বয়ম্ ॥১৫

যে মৃধ। কুরুক্ষেত্রে মৃধে নিধনং ভগবদ্গতাঃ। তে নিধনং প্রাপ্তা ইতিবৎ তৎপরা যেন যেন প্রকারেণ তে তথাভূতাঃ (শোকেন বিমুহ্যন্তঃ) কৃষ্ণবিরহবিহ্বলাঃ (কৃষ্ণবিরহেণ বিহ্বলাঃ যে তথাঃ) আসন্ তথা তাদৃশেন যেন প্রকারেণ মৃধা, তথাঃ দেহেন বর্তিতাঃ সন্তঃ তম্ এব প্রভুং ইতি তথোক্তম্ ॥১৬-১৭

দেবকী রোহিণী তথা বসুদেব এই তিনজনে যখন শোকার্ত্ত এবং মূর্চ্ছিত বিবশ: মূর্চ্ছিতা আসন্ত। তদা ভগবদ্বিরহাতুরাঃ (ভগবদ্বিরহেণ আতুরাঃ) তথা তত্র প্রকাশে প্রাণান্ বিজহুঃ। অন্যা হিতা যদনাথম্ উপগুহ্য আশ্লিষ্য চিতাম্ আরুরুহুঃ। রামপত্ন্যঃ চ তদ্দেহম্ উপগুহ্য আশ্লিষ্য অগ্নিম্ আবিশন্। বসুদেবপত্ন্যঃ তদ্দেহম্ আশ্লিষ্য, তথা হরেঃ সুতান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ প্রকৃষ্টপ্রেম্ আশ্লিষ্য তথা কৃষ্ণপত্ন্যঃ অবিশন্নিতি তথা (অর্জুনেন ইদম্ এব গীতম্) অগ্নিম্ আবিশন্ ॥১৮-২০

দেবকীর মৃত্যু অভিপ্রায় ॥১৩

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে যাত্রোত্থান করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ-গমনের ব্যাপার কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পরমা গতিই লাভ করেন ॥১৪

এদিকে কৃষ্ণ-সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া নয়ন-জলে তাঁহাদের চরণযুগল ভাসাইয়া দিলেন ॥১৫

হে রাজেন্দ্র। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দারুক সমস্ত যদুবংশের নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। দ্বারকাবাসিগণ তাদৃশ নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত ভীত এবং চকিত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবিরহ-দুঃখে কাতর এবং শোকার্ত্ত হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় স্বীয় ভবন-মণ্ডলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত জাতিগণ জীবন পরিত্যাগে যে স্থানে পতিত ছিলেন, তদভিমুখে তথায় উপনীত হইতে লাগিলেন ॥১৬-১৭

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব পুত্রদ্বয় রাম-কৃষ্ণকে নয়নগোচর না করিয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইলেন; ভগবদ্বিরহ এত গাঢ়ভাবে তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল যে, তাঁহারা সেই প্রকাশ-স্থানেই জীবন পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য নারীগণ স্ব স্ব মৃত পতির দেহকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিলেন ॥১৮-১৯

রামপত্নীগণ রামরাম-দেহকে আলিঙ্গন করত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন এবং এই প্রকারে বসুদেবের পত্নীগণও বসুদেব-দেহ এবং পুত্রস্থানীয় প্রদ্যুম্নাদির দেহ আলিঙ্গনে অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥২০

অর্জ্জুন প্রভু-সখা ও প্রাণপ্রিয় সুহৃদের বিরহে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকথিত মোক্ষনিদানের সদুপদেশগুলিকে স্মরণ করত চিত্তকে প্রবোধিত সান্ত্বনা করিলেন ॥২১

যদূনাং বৃষ্ণিভোজানামন্ধকানাং মহাত্মনাম্।
কৃৎস্নাং কার্ৎস্ন্যেন বভাক্ষুঃ পুরুষঃ পরঃ ॥২২

যাবদ্ধরিণা ত্যক্তা সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ পুরীম্।
স্বধিষ্ণ্যমধ্যাস্য শ্রীমদ্ভগবানাত্মনঃ ॥২৩

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥২৪

শ্রীবালদ্রুহ্মণাভাস ভক্তশেষান্ মনোহরঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য যদুঃ কুরাজমেবৎ ॥২৫

ত্রয়া গুপ্তমদুষ্যং রাজন্নর্জুনাদে পিতামহাঃ।
স্বং তু কালমবঃ কৃত্বা ভগবান্ সর্বং মহাপথম্ ॥২৬

য এতৎ প্রেমবেক বিষ্ণোঃ কর্মাণি জন্ম চ।
কীর্তয়েদ্ধা স্মরেদ্ধা মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৭

যেষাং বিজয়ঃ, যদূনাং ভক্তা বিষ্ণুনা ভর্তৃনাং ভক্তীনাং পত্নিভিঃ গোপবধূভিঃ-বিনোদনাদৈঃ, আত্মনঃ সাক্ষাদ্ভগবান সন্নিধিম্ অকরোৎ ॥১॥

তথা শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তীনাং বভাক্ষুঃ যদূনাং যে সাম্প্রদায়িকা পরমোপকারাদয়ঃ সাম্প্রিক-ব্যবহারাদি তথা তং তথাং স্বাধিধিং যদনুরূপঃ ক্রমেণ ভর্তৃনাং ভক্তাদয়ন্ ॥২॥

হে মহারাজ। শ্রীমদ্ভগবতঃ আত্মনঃ ভর্তৃনিত্য ধরিণা ভক্তাদয় ধারেণা সমুদ্রঃ তথাং পুরীম্ এব তথাং প্লাবয়েৎ ॥৩॥

তত্র ভর্তৃনিত্য ভগবান্ মধুসূদনঃ নিত্যং সন্নিহিতঃ বর্ততে।

এবং প্রকারেণ নিত্যং তথাং যাদবানাং কোন সন্ততি নাই, তাদৃশ যদুকুলের সদলোকের সাধক-চূড়ান্ত তার ও পিতামহাদি তথা যথাবিধি ক্রমান্বয়ে অর্জুন নির্বাহ করিলেন ॥২১

হে মহারাজ। এদিকে শ্রীহরি যেমন যাদবী পরিত্যাগ করিলেন, সেই মুহূর্তেই কেবল ভগবানের আশ্রয়ী যাবতীয় সমগ্র দ্বারকাপুরিকে সমুদ্র জলে প্লাবিত করিয়া ফেলিল ॥২৩

এই মন্দিরে কিন্তু ভগবান্ বিভু সন্নিহিত আছেন। অতএব এই মন্দিরের স্মরণমাত্র করিলেও জীবের সকল পাপের মোচন হয় এবং যাবতীয় মঙ্গল লাভ হয় ॥২৪

শ্রীবালদ্রুহ্মণাভাস ভক্তশেষান্ মনোহরঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য যদুঃ কুরাজমেবৎ ॥২৫

অর্জুন যদুবংশীয় শ্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন এবং অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রকে তথাকার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন ॥২৫

ত্রয়া গুপ্তমদুষ্যং রাজন্নর্জুনাদে পিতামহাঃ।
স্বং তু কালমবঃ কৃত্বা ভগবান্ সর্বং মহাপথম্ ॥২৬

হে রাজেন্দ্র। অর্জুনের মুখে শ্রীকৃষ্ণপদের নিত্যবার্তা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি তদবধি পিতামহগণ আপনার কাল যদুবংশকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান দিবালয়ে যাত্রা করিলেন ॥২৬

য এতৎ প্রেমবেক বিষ্ণোঃ কর্মাণি জন্ম চ।
কীর্তয়েদ্ধা স্মরেদ্ধা মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৭

যে মানব ভগবানের এই অপূর্ব জন্ম ও লীলা-প্রভাব কীর্তন করেন এবং অন্যের নিকট শ্রবণ করান, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃত

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

[illegible]

প্রাক্‌কথনং অন্তরঙ্গঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

[illegible]

দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

[ভাবি-রাজবংশবর্ণনম্।]

রাজোবাচ।

যথামনুমতে ব্রহ্মন্ মঘবংশধিমুদ্ভবে।
ভবন্ত আপোমন্বন্তং পূর্ত্যামেত্যাদ্যতঃ যে নৃপাঃ ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

যোহন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভাব্যো বার্হদ্রথো নৃপঃ।
তমামাত্যস্তু তদ্ধত্বা হ্যুতং পালকমাত্মজম্ ॥২

প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্ত্তা বৎ-পালকং সুতম্।
বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ ॥৩
নন্দিবর্দ্ধনতৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে।
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ ॥৪
শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ।
ক্ষেমধর্ম্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্ম্মকঃ ॥৫

অন্বয়ঃ

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ—হে ব্রহ্মন্। মঘবংশধিমুদ্ভবে মঘবংশজাতস্য নৃপতেঃ মনোঃ বংশে যথামনুমতে যথাবিধি ভবিষ্যান্ নৃপতয়ঃ, এবং যে আপোমন্বন্তং ইতি যাবৎ), তৎসুতঃ বিশাখযূপঃ, (তস্য বিশাখযূপস্য) রাজকঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥৩

তৎসুতঃ (রাজকস্যসুতঃ) নন্দিবর্দ্ধনঃ; ইমে পঞ্চ প্রদ্যোতনাঃ (প্রদ্যোতবংশজাঃ) অষ্টত্রিংশোত্তরশতং (অষ্টত্রিংশাধিক-শত-সংখ্যকং) পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥৪

ততঃ (নন্দিবর্দ্ধনাৎ) শিশুনাগঃ ভাবী, তৎসুতঃ কাকবর্ণঃ, তস্য সুতঃ ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষেমধর্ম্মঃ ক্ষেত্রজঃ ॥৫

প্রথম অধ্যায়।

[ভাবী রাজবংশ বর্ণন।]

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন,—হে মুনে! মনুর বংশের মূলস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে (লোকে) গমন করিলে পর কাহারা কাহা পৃথিবীতে (রাজত্বে) অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন।১

শ্রীশুকদেব বলিলেন—(মহারাজ!) পরীক্ষিৎ পূর্বে মঘবংশজাত ভাবিনৃপ অধ্যায়ে পুরুবংশীয় ঐল বিশ্বস্ফুর্জির পুত্র সুক্ষত্র, সুক্ষত্রের পুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের পুত্র সহদেব এবং সহদেবের পুত্র মার্জ্জারির অধিক বাক্যের অবতার হইতে বিষ্ণুরাত পর্য্যন্ত বিংশতি জন ভাবী রাজার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষ্ণুরাতের অপর নাম পুরঞ্জয় হইবে।) এই যে বৃহদ্রথবংশীয় পুরঞ্জয়নামক ভাবী শেষ রাজা হইবেন, তাঁহার অমাত্য শুনক প্রভু পুরঞ্জয়কে বধ করিয়া প্রদ্যোতনামক নিজ পুত্রকে রাজা করিবেন। সেই প্রদ্যোতের পালকনামে এক পুত্র হইবে। সেই পালকের পুত্র বিশাখযূপ এবং তাঁহার পুত্র রাজক জন্ম গ্রহণ করিবেন। রাজকের পুত্র হইবেন নন্দিবর্দ্ধন। প্রদ্যোতবংশের (প্রদ্যোত, পালক, বিশাখযূপ, রাজক ও নন্দিবর্দ্ধন) এই পাঁচজন রাজা একশত আটত্রিশবৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন।২-৪

অনন্তর শিশুনাগ রাজা হইবেন। তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ এবং কাকবর্ণের পুত্র হইবেন ক্ষেমধর্ম্মা। ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র হইবেন ক্ষেত্রজ্ঞ।

বিবিসারঃ ক্ষত্রজালাদ্ ক্ষেত্রধর্মিণ্যজায়ত।
ততঃ ক্ষত্রব্রতো জাতো ধর্মজালাদ্ ধৃতব্রতঃ ॥৯
ধৃতিব্রতস্য তনয়ো বাসুদেবোঽস্য তৎসুতঃ।
সুনক্ষত্রস্ততো ভাব্যো বৃহৎসেনস্তু তৎসুতঃ ॥১০
নরো বৃহৎসেনস্য সুতো ভাব্যো নরাদ্ সুতঃ।
সুনীথোঽথ সুনীথস্য সত্যজিদ্ ভবিতা নৃপঃ ॥১১
বিশ্বজিদ্ ভবিতা যস্য সুতো পরিপুঞ্জয়ঃ।
ইমে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ ॥১২
আদিত্যপথিকঃ ক্ষত্রং শূদ্রপ্রায়ং বলী ভৃগুঃ।
অনুগ্রহান্ মহীপালান্ কল্পিষ্যতি কৃতাকৃতান্ ॥১৩
ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্তুরাধিকাঃ ॥১৪

স একচ্ছত্রাং পৃথিবীমনুজ্জিহ্মমনাকুলঃ।
শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ ॥১৫
তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥১৬
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥১৭
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
তৎসুতো বারিসারস্তু তদ্ধাশোকবর্ধনঃ ॥১৮

ভবঃ (ভোক্ষ্যন্তে) নৃপঃ বিবিসারঃ, অজাতশত্রুঃ (এ নামে পরেও খ্যাত) অভিধাস্যতি, তৎসুতঃ দর্ভকঃ তাবী (অভিধাস্যতি), দর্ভকস্য (পুত্রঃ) অজয় নৃপঃ (ভবিতা) ॥৮

যে কুরুশ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ) ! তাবী আদ্যঃ ; আদ্য-পুত্রঃ) নন্দিবর্ধনঃ, তথা মহানন্দিঃ নৃপঃ ; এতে শিশুনাগাঃ (শিশুনাগকুলজাঃ) দশ এব নৃপাঃ তাবী মৌর্য-ক্ষত্রবন্ধুঃ (মৌর্যবংশীয়-ক্ষত্রিয়াঃ) নবতিঃ (নবতিসংখ্যাঃ) বর্ষাণাং ভোক্ষ্যন্তি। [এ] শব্দ। পুলাকঃ তাবঃ ; (পুলাকস্যঃ) কলিঃ অবতরিষ্যতঃ মহাপদ্মাদিঃ এবং [সঃ] (মহাপদ্ম-সহোদরেষ্বা বৰ্ত্ত ণ অভিধাস্যতি) ক্ষত্রবিনাশকৃৎ (ক্ষত্রিয়বংশকর্তা) [ভবিষ্যতি], তথা (তৎসমসময়ে) নৃপা শূদ্রপ্রায়াঃ (প্রায়েণ শূদ্রজাতয়ঃ), চ [কিন্তু] অধর্মিণঃ (অধার্মিক) ॥৮-১

বিষ্ণোঃ ভার্গবঃ (পরশুরামঃ) ইব অবনিতলস্য (মহীমণ্ডলস্য) মহাত্মঃ যঃ একঃ একচ্ছত্রাম্ (অদ্বিতীয়রূপেণ) পৃথিবীং শাসিষ্যতি ॥১০

তস্য সুমাল্যাদয়ঃ অষ্টৌ পুত্রাঃ ভবিষ্যন্তি, যে রাজানঃ ইমাং মহীং শতং সমাঃ (শতবৎসরঃ যাবৎ) ভোক্ষ্যন্তি ॥১১

তান্ হত্বা দ্বিজঃ কশ্চিৎ (পরশুরামঃ) [অন্যঃ তৎপুত্রাদ্য ইতি আহুঃ] নবনন্দান্ উদ্ধরিষ্যতি (উদ্ধরিষ্যতি), যেষাম্ অভাবে কলৌ জগতঃ মৌর্যাঃ (মৌর্যবংশজাঃ রাজান ইতি শেষঃ) জগতীং ভোক্ষ্যন্তি ॥১২

স এব দ্বিজঃ (ভার্গবঃ) চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যে অভিষেক্ষ্যতি, তৎসুতঃ বারিসারঃ, তৎ অশোকবর্ধনঃ (অভিধাস্যতি) ॥১৩

ঔহার পুত্র বিবিসার ও বিবিসারের অজাতশত্রু নামক এক পুত্র হইবে। অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক এবং দর্ভকের পুত্র অজয়-ক্রমে অভিহিত হইবেন। অজয়ের পুত্র নন্দিবর্ধন এবং ঔহার পুত্র হইবে মহানন্দি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ! শিশুনাগাদি (শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, বিবিসার, অজাতশত্রু, দর্ভক, অজয়, নন্দিবর্ধন ও মহানন্দি) এই দশজন রাজা কলিযুগে ত্রিনবত বর্ষ, অর্থাৎ পূরিপূর্ণ ভোগ করিবেন। হে রাজন্! তাহার পর মহাপদ্মনামক শৈব্যের অভিষিক্ত মহাবলশালী ক্ষত্রিয়বংশবিনাশকারী নন্দ নামে শূদ্রার গর্ভজাত মহানন্দির এক পুত্র হইবেন। (মহাপদ্মকে বলিয়া এই সকলকে মহাপদ্মনন্দ নামে বিখ্যাত হইবেন) অনন্তর (পৃথিবীতে) ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রতুল্য ও অধার্মিক হইবেন ॥৪-১

এই মহাপদ্ম নন্দের আদেশ অমান্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় তিনি একচ্ছত্রা পৃথিবীকে শাসন করিবেন ॥১০

সেই নন্দরাজার সুমাল্য প্রভৃতি আটজন পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই আট পুত্রই রাজা হইয়া একশত বৎসর এই পৃথিবী ভোগ করিবেন ॥১১

(কৌটিল্য চাণক্য নামক) কোন এক ব্রাহ্মণ (প্রয়াগাদন্য-স্থানজাত) দ্বিজ (তিনি ও তাঁহার আট পুত্র) এই নয় জন নন্দরাজাকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে কলিকালে মৌর্যেরা (মুরাপুত্র চন্দ্রগুপ্তের) বংশধরগণ এই

সুবলা ভবিতা তস্য সভায়াং সুবলস্য চ।
শালিশূকস্ততস্তস্য সোমবর্ম্মা ভবিষ্যতি ॥১৪

শতধন্বা ততস্তস্য ভবিতা তস্য সুব্রতঃ।
মৌর্য্যা হ্যেতে দশ নৃপাঃ শতত্রিংশদ্ধতেতরম্।
শত্য হ্যেকস্তু পৃথিবীং দশমৌ কুরুসত্তমাঃ ॥১৫

হত্বা সুব্রতং মৌর্য্যং তস্য সেনাপতিঃ কলৌ।
পুষ্পমিত্রস্তু তদ্বংশ্যো রাজ্যং কারয়িষ্যতি।
অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠোঽত্র ভবিষ্যতি ॥১৬

বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা তথা।
ঘোষো বজ্রস্ততস্তস্মাদ্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ততো ভাগবতস্তস্মাদ্ দেবভূতিরিতি স্মৃতঃ ॥১৭
শুঙ্গা দশৈতে বৈদর্ভান্ ভূমিং বর্ষশতাধিকম্।
তত্রঃ কণ্বানিমং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্ নৃপ ॥১৮
তেষাং হত্বা দেবভূতিং স্বয়মেবাত্মজন্ত কামিনম্।
স্থাপয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ ॥১৯
তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ।
নারায়ণস্য ভবিতা সুশর্ম্মা নাম বিশ্রুতঃ ॥২০

তত্ত (অধোবর্ত্তিনঃ) সুষমাঃ (পুত্রাঃ) ভবিতা, ভবিষ্যন্তি: সন্তঃ, তত্ত তস্য: শালিশূকঃ, তস্য সোমবর্ম্মা ভবিষ্যতি. তত্ত তস্য: শতধন্বা, তং (তস্যাঃ) সুব্রতঃ ভবিতা।

(এ) কুরুসত্তমাঃ (কুরুশ্রেষ্ঠাঃ)। এতে দশ নৃপাঃ মৌর্য্যাঃ সপ্তত্রিংশদধিকশতবর্ষং রাজ্যং (সপ্তত্রিংশদধিকশত-বর্ষপর্য্যন্তং) কৃত্বা পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥১৫-১৫

কলৌ কলেরন্তে: তদনন্তরং তস্য সেনাপতিঃ দুর্ম্মতিঃ দু মৌর্য্যং দুষ্টমনা হত্বা স্বয়ং রাজ্যং করিষ্যতি।

তস্মাৎ অগ্নিমিত্রঃ, তত্ত: সুজ্যেষ্ঠঃ ভবিতা, তত্ত: বসুমিত্রঃ, ভদ্রকঃ, পুলিন্দঃ ততঃ (পরং) [এতে ৪র্থ ঐতি] ভবিতা ভবিষ্যতি)।

তত্ত (পুলিন্দাৎ) ততঃ ঘোষঃ, তস্মাৎ বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি, এ সুব্রতঃ। তত্ত: (বজ্রমিত্রাৎ) অনন্তরং, ভাগবতঃ দেবভূতিঃ (ভবিষ্যতি) ॥১৬-১৭

(এ) নৃপ। এতে দশ নৃপাঃ শুঙ্গাখ্যাস্তিষ্ঠন্তি (পৃথিবীং) ভোক্ষ্যন্তি. অন্যে ইমাং ভূমিং অল্পগুণান্ (অল্পগুণবিশিষ্টান্) তথা (তস্মাদল্পগুণিতান্ নৃপতীন্) ধারয়ন্তি (ধারয়িষ্যন্তি)।

তত্ত: অনন্তরং: (তদনন্তরং) অগ্নিমিত্রো বসুমাংশ্চ ভবিষ্যন্ (সন্ত্রীভবিষ্যন্) তদা ইমং রাজ্যং রাজ্ঞঃ ভবিষ্যন্তি ॥১৮-১৯

তত্ত পুত্রঃ ভূমিত্রঃ, তস্য নারায়ণঃ সুতঃ [ভবিতা],

পৃথিবী ভোগ করিবেন ॥১২

সেই (চাণক্যনামক) ব্রাহ্মণই চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার ও বারিসারের অশোকবর্দ্ধননামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন ॥১৩

সেই অশোকবর্দ্ধনের সুষমা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সুষমার পুত্র হইবেন শতক, শতকের পুত্র হইবেন শালিশূক, শালিশূকের সোমবর্ম্মা পুত্র হইবেন। সোমবর্ম্মার শতধন্বা এবং শতধন্বার বৃহদ্রথনামে এক পুত্র হইবেন।

হে কুরুকুলসত্তম পরীক্ষিৎ। (চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তাদি নয় জন) এই দশজন মৌর্য্যবংশীয় নৃপতি কলিযুগে একশত সাঁইত্রিশ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন ॥১৪-১৫

অতঃপর কলিযুগে এই মৌর্য্যবংশীয় শেষ বৃহদ্রথকে বধ করিয়া তাঁহার সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র স্বয়ং রাজ্য শাসন করিবেন।

তাহার সেই পুষ্যমিত্রের অগ্নিমিত্র এবং অগ্নিমিত্রের সুজ্যেষ্ঠ নামক পুত্র জন্মিবেন। সুজ্যেষ্ঠের বসুমিত্র, বসুমিত্রের ভদ্রক এবং ভদ্রকের পুলিন্দ নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন।

সেই পুলিন্দের ঘোষ নামক এক পুত্র হইবে। ঘোষের পুত্র বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্রের ভাগবত এবং ভাগবতের দেবভূতিনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। হে কুরুবংশধরে পরীক্ষিৎ! পুষ্যমিত্র প্রভৃতি (পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র, ভদ্রক,

ভবিতা ইতি ভূমিঃ সোঽভিষিক্তঃ পঞ্চ ভ।
পঞ্চাশদ্ত্রীণি ষোড়শ্চ বর্ষাণাং চ শতং মহী ॥২১
ততঃ ক্ষত্রং দুর্মদাদ্যং ত্রয়স্তুত্যো ভবিষ্যতি।
ততো ভোজ্যাস্তু রাজানো বীতিহোত্রাঃ কিলাদরাঃ ॥২২
ত্রয়োদশৈব তদ্বংশ্যা ভবিতা পৃথিবীপতিঃ।
শ্রীনাস্তকর্ণতঃ পুত্রঃ পৌর্ণমাসস্তু তৎসুতঃ ॥২৩
লম্বোদরস্তু তৎপুত্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ।
মেঘস্বাতিস্তিবিলকাদটমানস্তু তৎসুতঃ ॥২৪
অনিষ্টকর্মা হালেয়স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ।
পুরীষভীরুস্তৎপুত্রস্তস্মাৎ সুনয়নো নৃপঃ ॥২৫
চক্ষোবো বহবো যত্র শিবস্বাতিরিতি শ্রুতঃ।
ততশ্চাপি গোমতীপুত্রঃ পুরীমান্ ভবিতা ততঃ ॥২৬
মেধিরো নিধনশ্চাপি যজ্ঞশ্রীস্তৎসুতস্তথা।
বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞ. লোমধিঃ ॥২৭
এতে ত্রিংশৎ পঞ্চশতসংবৎসরাণি ভ।
যট্‌পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন ॥২৮

অনিষ্টকর্মার পুত্র হালেয় এবং হালেয়ের পুত্র তলক। তলকের পুত্র পুরীষভীরু এবং পুরীষভীরুর পুত্র সুনয়ন যথাক্রমে রাজা হইবেন।২৪-২৫

সুনয়নের পুত্র চক্ষুষ। চক্ষুষের পুত্র শিবস্বাতি (যজ্ঞশ্রী) এই নামেও প্রসিদ্ধ হইবেন। তাঁহার পুত্র গোমতীপুত্র পুরীমান্। পুরীমানের পুত্র মেধিরসংজ্ঞক নিধন। নিধনের পুত্র যজ্ঞশ্রী। যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র চন্দ্রবিজ্ঞ। চন্দ্রবিজ্ঞের পুত্র লোমধি।২৬-২৭

এই ত্রিংশৎ পঞ্চশৎ (১৫৩০) বৎসর ছয় শত ছাপ্পান্ন বৎসর (৬৫৬) পৃথিবী ভোগ করিবেন।২৮

অবশ্যকর্তব্য ধর্মসংস্থাপন বিষয়ক: যাহা: (পুত্রা ভবিষ্যন্তি)।২০ ইতি কাণ্ডবংশ্যা (কাণ্ডবংশজাতয়ঃ) ভবিষ্যন্তি অবশ্যং এতে পঞ্চত্রিংশৎ পঞ্চ ভ (ন্যূন) ঘুনি ভোক্ষ্যন্তি।২১

ততঃ (অনন্তরং) ক্ষত্রস্যাপি ত্রয়ঃ অন্ধ্রভৃত্যাঃ [অন্ধ্র ভৃত্যের] অনন্তর (অতিনির্দিষ্টাঃ) অন্ধ্রজাতীয়াঃ নৃপাঃ (ভবিষ্যন্তঃ) ভূত্য (ভৃত্যা) ভবিষ্যন্তি ভোক্ষ্যন্তি বসু (পৃথিবীং) ভোক্ষ্যন্তি।২২

অথ অন্ধ্রভৃত্যাঃ [অন্ধ্রিঃ জাতা:] ভূত্যাদ্যা (ভৃত্য প্রথম যা) পৃথিবীপতিঃ ভবিষ্যঃ তৎসুতঃ শ্রীনাস্তকর্ণঃ, তৎসুতা পৌর্ণমাসঃ।২৩

তৎসুতঃ (পৌর্ণমাসসুতঃ) লম্বোদরঃ, তস্মাৎ কৃপতিঃ চিবিলকঃ, তস্মাৎ মেঘস্বাতিঃ, তত ভ সুতঃ অটমানঃ।২৪

(তত অটমানের সুতঃ) অনিষ্টকর্মঃ হালেয়ঃ, তত ভ সুতঃ তলকঃ, তৎসুতঃ পুরীষভীরুঃ, তত: যাতঃ সুনয়নঃ।২৫

[তৎসুনয়নঃ] সচক্ষুঃ, (তত:) যজ্ঞ (পুরা ভবিষ্যতঃ) যঃ [যো নামঃ] শিবস্বাতিঃ ইতিঃ, তত (শিবস্বাতেঃ) গোমতীসুতঃ, তত: পুরীমান্ ভবিতা।২৬

তত্র (পুরীমতঃ) মেধিরঃ, (তত:) নিধনঃ, (তত:) যজ্ঞশ্রীঃ, তৎসুতঃ বিজয়ঃ তস্মাৎ, তত: চন্দ্রবিজ্ঞ, (তত:) লোমধিঃ।২৭

(এ) কুরুনন্দন! এতে ত্রিংশৎ পঞ্চতঃ ৩শতানি ষট্‌পঞ্চাশানি ষট্‌পঞ্চাশৎসংখ্যকানি ভ [ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশতসংখ্যান্ বৎসর] পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি।২৮

সপ্তাশীতা আবভূবুস্তা নন্দ পর্যন্তিমে নৃপাঃ।
তদা: মৌর্যান্ নৃপান্ নন্দো ঔদ্বিষ্যাদ্ধনিষ্যতি ॥২৯

তস্যোহষ্টৌ নবনা ভাব্যাস্তদ্বংশ্যাংশ্চ ভূভৃতঃ।
ভূয়ে দশ গুপ্তাংশ্চ মৌর্যা প্রকাশয়ন্তি ভূ ॥৩০

এতে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং দশবর্ষশতানি চ।
নবাধিকাং চ নবকং মৌর্যা এবাংশ কিঞ্চিৎ ॥৩১

লোক্যন্তাবশ্বরাজস্য ত্রীণি ত্রীণি সংবিদঃ ভবঃ।
কিঞ্চিদ্বিলিঙ্গাঃ নৃপ ভবো ভূতঃ শুঙ্গো ধনিষ্যতি ॥৩২

দিবক্রমিত্রক ভবিতা তস্যোমন্ত্রিঃ প্রবীরকঃ।
হৈত্রেয়ক ইব বর্ষাংশ ঔর্বস্তত্ত্বাধিকানি বৈ ॥৩৩

তেষাং ভোক্ষ্যন্তি ভূতা ঔর্বাংশ্চ বাহ্লিকাঃ।
পুষ্পমিত্রোঽথ রাজন্যো ভবিষ্যোঽস্ত ভবিষ্যে ॥৩৪

(তদা পরং) সপ্ত আভীরাঃ আবভূবুঃ (অবভূবন্), অন্যান্যে ঔর্বিষ্যন্তি, নন্দ পর্যন্তিমে নৃপাঃ, মৌর্যান্ ভবিষ্যন্তি নৃপান্ তদা ভূপালান্ ঔর্বিষ্যতি ॥২৯

তস্য: অষ্টৌ নবনা: ভবিষ্যন্তি ভূভৃতঃ (ঔর্বিষ্যান্), ভূয়: (অতঃপরম্) দশ গুপ্তান্ এবাংশ মৌর্যা এব (ভোক্ষ্যন্তি) ॥৩০

এতে আভীরাঃ (ভূপাঃ) দশবর্ষশতানি নবাধিকানি [নবনবত্যধিক-শতবর্ষাণি] [যাবৎ] পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। [ততঃ পুনরেতেষাং] একাদশ মৌর্যাঃ ত্রীণি অব্দশতানি বিংশতি [ভোক্ষ্যন্তি]। অথ (মৌর্যানন্তরং) তস্য: ত্রৈ: [পরং] সংবিদঃ [সংবিদস্তু ভূত্বা] মৌর্যান্ ত্রীন্ [মৌর্যান্ ত্রীন্ ইতি যাবৎ] অথ বিলিঙ্গিনাঃ [ভূত্বা] নৃপাস্তা: ধরিষ্যন্তি. ভোক্ষ্যন্তি ভূতঃ (ক্রমেণ) শুঙ্গান্ [শুঙ্গা ইতি যাবৎ] ॥৩১-৩২

অন্যান্ (তত্র পরিগণ্য নান্যা) দিবক্রমিত্র, [তত দিবক্রমিত্রস্য পুত্রঃ] তস্যোমন্ত্রিঃ (তস্য পুত্রঃ) প্রবীরক, এবং হৈত্রেয়ক ইব বর্ষাণাং ঔর্বিষ্যন্তি (পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি) ॥৩৩

তেষাং (পুষ্পমিত্রবংশীয়ান্) বাহ্লিকাঃ (পঞ্চনদবাসিনঃ) এবাংশ ভূত্বা ঔর্বিষ্যন্তি, পুনশ্চ তস্যাঃ (ভূমেঃ) ভবিষ্যন্তি (ভোক্ষ্যন্তি), তথা অন্যে চ ঔর্বিষ্যন্তি এব পুনঃ ঔর্বিষ্যন্তি ॥৩৪

ভবিষ্যে সাত আভীর, দশজন গর্দভী এবং ষোলজন কঙ্ক নৃপতি পৃথিবী পালন করিবেন।১

তাহার পর আটজন যবন, চৌদ্দজন তুরুষ, বত্রিশজন গুরুণ্ড এবং একুশজন মৌন পৃথিবীপালক হইবেন। হে রাজন্! এই সমস্ত (আভীর হইতে গুরুণ্ড পর্যন্ত পঞ্চবিংশতিজন) মিলে একসহস্র তিনশত পঞ্চান্ন বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন, আর (পরোক্ত) এই একাদশজন মৌন (রাজা) তিনশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। এই মৌন (রাজগণ) পরলোকগত হইলে কিলকিলা নামীতে তুরুষজ, বহ্নিমিত্র, ভিক্তমিত্র, ভিক্তমিত্র আত্মা ঘোষমিত্র ও প্রতীতক্ষ রাজা হইবেন। ইহারা একশত ছয় বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন।৩—৩৩

সেই তুরুষজ প্রভৃতি পাঁচজন রাজার পঞ্চনদবাসী তেরজন পুত্র রাজা হইবেন। অতঃপর পুষ্পমিত্র নামক এক ক্ষত্রিয় এবং তাঁহার পুত্র দুর্মিত্র রাজা হইবেন।৩৪

এককাল ইমে ভূপাঃ নবৈবাদ্যাঃ নব নোদনাঃ।
ক্ষিতিপলক্ষয়ে ভব্যা নিবদ্ধাস্তব এব হি ॥৫৪

আসন্মঘাসু তু মরিষ্যতি বিশ্বস্ফূর্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
তনিষ্ঠ্যস্তনয়ো বর্হিঃ পুলিন্দ-যদু-মদ্রকান্ ॥৫৬

প্রজোপক্রমমুদ্ভিষ্ঠাঃ ম্লেচ্ছপ্রায়াঃ ক্ষিতিং ভূয়িষ্ঠাঃ।
দীর্ঘায়ুষঃ কলৌ রাজন্ পঞ্চবর্ষাঃ প্রজাস্তথা ॥৫৭
অনুক্রমমবোচাম ভূতাং ভোজাদি দেহিনাম্ ॥৫৭

(অন্বয়) হে রাজন্! ইমে ভূপাঃ নব নোদনাঃ—ইমে ভূপালাঃ নিঃসন্দেহং নবৈব [নবসংখ্যকাঃ] ভূপাঃ এব ভব্যাঃ ॥৫৪

(অন্বয়) বিশ্বস্ফূর্জিঃ নাম মাগধানাং রাজা ভবিতা। (সঃ চ) সন্তঃ নিধীয়ঃ পুরঞ্জয়ঃ। অগ্নিঃ প্রদ্যোতঃ ঋষ্ (ভবিতা) বর্হিঃ (প্রজ্ঞাবান্ ভবিতা) পুলিন্দ-যদু-মদ্রকান্ (পুলিন্দাঃ যদবঃ মদ্রকাঃ তান্ তদ্দেশরাজান্) [ভোক্ষ্যন্তে] ভবিষ্যতি ॥৫৬

(অন্বয়) ভূয়িষ্ঠাঃ (প্রায়েণ) ক্ষিতিং (ভূমিং) ম্লেচ্ছপ্রায়াঃ (ম্লেচ্ছসদৃশাঃ) প্রজাঃ তাসাং প্রজানাম্ উপক্রমঃ (আরম্ভঃ) যস্মিন্ তাদৃশাঃ (তাসাং প্রজানাং প্রথমাবস্থাপন্নাঃ) তথা (ম্লেচ্ছপ্রায়াঃ) দীর্ঘায়ুষঃ (দীর্ঘজীবিনঃ) পঞ্চবর্ষাঃ (পঞ্চবর্ষবয়স্কাঃ) ন বৈ পুরি (ন ভবিষ্যন্তি) অনুক্রমম্ (ক্রমশঃ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) ভোজাদি দেহিনাম্ [ভোক্ষ্যন্তে] অবোচাম (কথিতবন্তঃ) ॥৫৭

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূর অর্বুদ-মালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ ॥৫৮
সিন্ধোরুভৌ চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাহ্মণ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চসঃ ॥৫৯
তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূনৃপাঃ।
এতেঽধর্মমৃতপ্রায়াঃ অল্পসত্ত্বাস্ত্রয়কতঃ ॥৬০
স্ত্রী-বাল-গো-দ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ।
উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ ॥৬১

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূর অর্বুদ-মালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ ॥৫৮
সিন্ধোরুভৌ চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাহ্মণ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চসঃ ॥৫৯
তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূনৃপাঃ।
এতেঽধর্মমৃতপ্রায়াঃ অল্পসত্ত্বাস্ত্রয়কতঃ ॥৬০
স্ত্রী-বাল-গো-দ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ।
উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ ॥৬১

(অন্বয়) সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাঃ (সৌরাষ্ট্রাঃ অবন্ত্যাঃ আভীরাঃ) শূর-অর্বুদ-মালবাঃ (শূরাঃ অর্বুদাঃ মালবাশ্চ) ব্রাত্যাঃ দ্বিজাঃ (ব্রাত্যাঃ উপনয়নাদিসংস্কারবর্জিতাঃ দ্বিজাঃ) জনাধিপাঃ (রাজানঃ) শূদ্রপ্রায়াঃ (ভবিষ্যন্তি) ॥৫৮

সিন্ধোঃ (নদবিশেষস্য) উভৌ (দ্বৌ) চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্ (ইমান্ দেশান্) শূদ্রাঃ ব্রাহ্মণ্যাঃ হীনাঃ ব্রহ্মবর্চসঃ (ব্রহ্মতেজোরহিতাঃ) ম্লেচ্ছাঃ চ ভোক্ষ্যন্তি ॥৫৯

(হে) রাজন্! ইমে তুল্যকালাঃ ভূনৃপাঃ (ভূপালাঃ) ম্লেচ্ছপ্রায়াঃ প্রায় অধর্মানৃতপ্রায়াঃ (অধর্ম অনৃত বিষয় পরত্ব আসক্তাঃ) অল্পসত্ত্বাঃ (অল্পবলাঃ) তথা (অল্পায়ুষঃ) ঔদিতেষু (অল্পায়ুষঃ) ॥৬০

[এবং] স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাঃ (স্ত্রীবালগবাদিবিনাশকরাঃ) পরস্বেষু পরদ্রব্যেষু (পরস্যাম্ পরস্যাঃ চ লোলুপাঃ) অল্পসারাঃ অল্পবলাঃ [অল্পবীর্যবন্তঃ অল্পবলৌজসঃ] [অতএব] উদিতাস্তমিতপ্রায়াঃ (উদিতা অধুনৈব এব অস্তমিতপ্রায়াঃ) ভূপাঃ (ভবিষ্যন্তি) ॥৬১

অতএব (সেই বার্ত্তিকবাদ হইতে) সাতজন আন্ধ্র, সাতজন কোশল, বিশ্বস্ফূর্তি সকল, নিধিপতি সকল (নিজ নিজ প্রদেশের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া) একই সময়ে (নিজ নিজ প্রদেশপালকরূপে) রাজা শাসন করিবেন।৫৪

তাহার পর পুরঞ্জয় (পূর্বকথিত পুরঞ্জয়ের ন্যায় বিখ্যাত) বিশ্বস্ফূর্তি মাগধদিগের রাজা হইবেন। তিনি (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে পুলিন্দ, যদু ও মদ্রকুলে (ম্লেচ্ছজাতি) করিয়া তুলিবেন।৫৬

পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় সেই বিশ্বস্ফূর্তি পরাক্রান্ত পুরঞ্জয় (রাজধানী স্থাপন পূর্বক) ক্ষত্র নামে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করিয়া নিজরাজ্যে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিন্ন) নীচজাতিসকল প্রজা স্থাপন করিবেন এবং গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত নিজ পালিত ভূমি ভোগ করিবেন।৫৭

তাহার পর সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, আভীর, শূর, অর্বুদ ও মালবদেশীয় দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) গণ (উপনয়নাদিসংস্কার বর্জিত) রাজা হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহারাও শূদ্রতুল্য হইবেন।৫৮

তখন (সেনাক-সিন্ধু-গঙ্গা তীর হইতে) ব্রহ্মতেজঃশূন্য, (উপনয়নাদি-সংস্কার বিহীন) রাজা দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) গণ, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণ সিন্ধুনদীর তটভূমি, চন্দ্রভাগাবাসী কৌন্তদেশীয় ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবেন।৫৯

অকৃতাঃ ক্রিয়াহীনা ব্রহ্মণা উজ্ঝিতাঃ।
প্রজান্তে তস্করিষ্যন্তি ক্ষেত্রা ম্লেচ্ছকুলানি চ ॥৫২
তদাপ্রভৃতি অবশ্যন্তে ম্লেচ্ছাচারবশান্বিতাঃ।
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ ॥৫৩

ইতি শ্রীমন্মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়প্রোক্তায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভাষাসমেতে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

অকৃতাঃ (পর্যবাদিকাচারবর্জিতাঃ) ক্রিয়াহীনা (ব্রহ্মযজ্ঞাদি-রহিতাঃ) ব্রহ্মণা উজ্ঝিতা যে ম্লেচ্ছকুলানি (বিজাতিকুলানি) প্রজাঃ (সন্তানরূপেণ) প্রজাঃ উৎপাদয়িষ্যন্তি (পরিপোষয়িষ্যন্তি) ॥৫২

তদাপ্রভৃতি (তদনন্তরং যুগসন্ধ্যায়াং এব প্রায়ঃ পরিবর্তনাৎ) যে অবশ্যাঃ (অবশ্যবাদিনঃ প্রজাবিশেষাঃ) তস্করিষ্যন্তি (যেন কেন প্রকারেণ অন্যায়তঃ গ্রহীষ্যন্তি) (ইত্যর্থঃ) ম্লেচ্ছাচারবশান্বিতাঃ (ম্লেচ্ছানাং আচারঃ ব্যবহারঃ তেন বশান্বিতাঃ) অন্যোন্যতঃ (পরস্পরং) (ইত্যর্থঃ) রাজভিশ্চ পীড়িতাঃ (দণ্ডিতাঃ) ক্ষয়ং যাস্যন্তি ॥৫৩

ইতি বঙ্গানুবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

হে রাজন্! ব্রহ্মপ্রায় এই পৃথিবীপালকগণ একই সময়ে পৃথিবী শাসন করিবেন। ইহারা অধার্মিক, মিথ্যাপরায়ণ, অতি অল্পায়ু, অত্যন্ত ক্রোধী, স্ত্রী-বালক ও বিপ্রহত্যাকারী, পরস্ত্রী ও পরস্বহরণে আসক্ত, অসত্যে রত ও দয়াবর্জিত, অবেদ ও অব্রাহ্মণ হইবেন ॥৪০-৪১॥

ক্ষত্রাচারবিহীন, ব্রহ্মচারবিবর্জিত এবং ম্লেচ্ছগণের ও অধোগণের সমান এই ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মক্ষত্রের প্রজাবর্গকে (জীবিকাদি অপহরণাদি দ্বারা) ক্ষয় করিয়া ফেলিবেন ॥৪২

এই সকল রাজা যাহাদের অধিপতি হইবেন, তাঁহাদেরও এই সকল রাজার মত চরিত্র, আচার ও ব্যবহার হইবে। এই সকল দেশবাসী অন্যান্য পরস্পরের (অথবা কলহ) দ্বারা ও রাজগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া ক্ষয় (বিনাশ) প্রাপ্ত হইবে ॥৪৩

শ্রীমন্মহাবিষ্ণুবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথম-স্কন্ধে শ্রীমদ্বেদনাথবন্দ্যাচার্যবিরচিত বাঙ্গলা অনুবাদে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

[কলিযুগস্য দোষাঃ, কল্কাবতারস্যাবির্ভাবঃ, সত্যযুগস্যোৎপত্তেশ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীগুরুরুবাচ

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া।
কালেন কলিনা রাজন্ বলস্যায়ুর্যশঃ স্মৃতিঃ ॥১॥

অন্বয়ঃ

[এ] রাজন্ (পরীক্ষিৎ)! ততঃ (তদনন্তরম্) অনুদিনং (প্রতিদিনং) কলিনা (কলেঃ) কারণেন ধর্মঃ সত্যং

অন্বয়ঃ

শৌচং ক্ষমা দয়া আয়ুঃ বলং স্মৃতিঃ যশশ্চ (এতে) ক্ষয়ং যাস্যন্তি ॥১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[কলিযুগের দোষ, কল্কি অবতারের আবির্ভাব ও সত্যযুগের উৎপত্তি কথা বর্ণন।]

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!

অনন্তর বলবান্ কালের প্রভাবে দিন দিন (অনুক্রমে) ধর্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি বিনষ্ট হইতে থাকিবে ॥১॥

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বর্ণাশ্রমবতীরাজন্ নাড়ীঃ স্থানানি চ ব্রুবে ॥ ৪২

শান্তোদান্তস্তথোপরত ইতি ব্রাহ্মণস্য শমাদয়ঃ।
ক্ষত্রস্য পুংসঃ ত্রি বিধবিড়্‌বিপ্রস্য সূত্রমেব চ ॥ ৪৩

নিষেকাদ্যস্তথাত্মবতোক্তা পত্নিকাদয়ম্।
অনুব্রতা ভাগবৎসৌরিণাঃ পাত্নিকস্য ষঃ ॥ ৪৪

অনাদ্যবিদ্যোপনিষদ্ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্ম এব তু।
দীক্ষায়া এব কৈবল্যে প্রাধান্যেন প্রদাবনম্ ॥ ৪৫

মুখে বার্হস্পত্যঃ তীর্থং পাণ্যাঃ দৈবস্য কর্মণঃ।
ঔপস্থস্য তু পাত্নীয়ঃ সন্ত্যস্য বার্কেরস্য চ ॥ ৪৬

হৃদয়ং কুটুম্বিনঃ পুংসঃ অন্যেষাং বর্ত্মনেরিতম্।
এবং প্রজাপতির্দীক্ষিতাদীনে বিভিন্নতঃ।
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো যজ্ঞে ঋত্বিজঃ মৃষ্টঃ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ পুনঃ [ব্রহ্মণঃ] অনাদ্যবিদ্যোপনিষদঃ (অজ্ঞানস্য অনাদ্যা অবিদ্যা তস্যা উপনিষদঃ প্রকাশঃ) বিপ্রস্য এব (যত বিপ্রস্য বর্ত্তনে, ন সর্বত্রেত্যর্থঃ) বর্ণাশ্রমবতীনাং বর্ণস্য আশ্রমস্য চ সহিতস্য ইতি অর্থঃ), বর্ণাশ্রমবতীনাং বর্ণস্য [এবং যত্র যত্র চ আশ্রমস্য চ সম্বন্ধঃ তত্র তত্র] বা নাড়ীঃ ॥ ৫

শান্তস্য (পরিশান্তোদান্তে) বা ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রস্য) পুংসঃ ত্রি বিধঃ (ত্রিপ্রকারঃ) [এব] বিপ্রস্য সূত্রম্ (যজ্ঞোপবীতং) [ভবতি] এব চ ॥ ৬

আত্মবত্যাঃ (আত্মবতীনাং ভার্যাণাং) নিষেক্‌ (গর্ভাধানাদি-ক্রিয়াণাং কারণম্) [ভবতি]. অতঃ তাসাং ক্রিয়াকারণত্বম্ (আত্মবৎ-প্রকৃষ্টত্বাৎ তত্তৎক্রিয়ানিষ্পাদ্যাপূর্বাধিকারণত্বম্) [ভবতি]. অনুব্রতা (পুরুষস্যেচ্ছানুবর্তিনী) ভাগবৎসৌরিণাম্ (পাঞ্চরাত্র]

ক্রমিমুখে বিপ্র (ব্রহ্ম)-ই মনুষ্যজন্মের কারণ, আকার ও উৎকর্ষের কারণ হইবে এবং (বৈদিক) বর্ণই (শক্তিই) বর্ণ ও আশ্রম নিরূপণের কারণ হইবে ॥

(কলিকালে) আত্মা ও পরমাত্মাকে (শান্ত-ভাবে) অভিব্যক্তিই (বীর পুরুষই) কারণ হইবে ; ক্ষত্র ও ক্ষত্রিয়াদি ব্যাবহারিক বিষয়ে আমাই (ছল-প্রকাশনাই) কারণ হইবে। স্ত্রী ও পুরুষের সৌহৃদ্যবিষয়ে প্রতিই (অন্যান্য আশক্তিই) হেতু হইবে এবং ব্রাহ্মণবিষয়ে (যজ্ঞ) সূত্র (কারণ) মাত্রই কারণ হইবে ॥

(কলিযুগে) আত্মসমূহের জ্ঞান-বিষয়ে এবং ব্যবহারাদি দ্বারা পরস্পরের বিভিন্ন বিষয়ে যত,

---

পাত্নিকস্য ষঃ পাণিঃ (যজ্ঞপাত্রং) [হেতুঃ ভবতি] ॥

অনাদ্যবিদ্যা (অজ্ঞানস্যাবিদ্যায়াঃ) অনাদ্যাঃ, ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্ম এব বিঃ- বিপ্রস্য চ বীর্যাদ্য, ব্রহ্মণ প্রাধান্যম্ (শ্রেষ্ঠত্বমাদি) বিঃ ॥

মুখে (মুখেন, মুখে অধিষ্ঠানবিশিষ্টঃ) বার্হস্পত্যঃ (বৃহস্পতয়ঃ) তীর্থং, পাণ্যোঃ (হস্তয়োঃ, বিশ্বস্য) ঔপস্থস্য (মৈথুনস্য) কর্মণঃ (সৃষ্ট্যর্থং) পত্নীয়ঃ (পত্নীরূপঃ) [হেতুঃ ভবতি]। হৃদয়ং গৃহস্থস্যাপি মুখ্যকারণং (মুখ্যসম্বন্ধিনোক্তম্)। অন্যেষাং (তৈর্থিকাদেঃ) বর্ত্মনেরিতম্ (বর্ত্মনা প্রাপ্তম্)। এবং প্রজাপতিঃ প্রজাপতিঃ এবং (বহুপুরুষবিশিষ্টপ্রজাপতিঃ) বিভিন্নরূপেণ আত্মানং (সর্বং) ব্রহ্মবিট্‌-ক্ষত্রশূদ্রাণাং ব্রাহ্মণ-(ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং) [মধ্যে] যঃ যজ্ঞঃ (যজ্ঞম্), [সঃ] মৃষ্টঃ (ধৃতঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥৮-৭

অভিব্যক্তি (বৃষত্বাদি) প্রবৃত্তি চিহ্নই হেতুরূপে প্রকাশ পাইবে। (অন্যোন্যবিশেষণাদি) বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতাই (দোষদুষ্টতাই) কারণরূপে নির্ণীত হইবে এবং (লোকরঞ্জন-নিমিত্ত) যজ্ঞ (চপল) আকারই পাত্নিত্বের কারণ হইবে ॥

(কলিকালে) ধনহীনতা (দারিদ্র্য) অনাদৃতার ও গর্ব (অহঙ্কার) সাধুতার কারণ হইবে। বীর্যের (বিষ্ণুর শক্তির প্রকাশই) বিবাহের কারণ হইবে এবং আমাই হইবে প্রজাপতি (অনন্যায়) ॥

(কলিকালে) মুখবর্তী তীর্থসমূহ হইবে তীর্থ, (হস্তকে) তৈর্থিকাদি (তৈর্থিকাদি প্রভৃতিকে) হইবে সৌন্দর্যের হেতু ; যোনি-পুরুষই হইবে পুরুষার্থ ; গৃহই হইবে সত্যবাদিতার কারণ ; পরিজন-

প্রজা বৈ লুব্ধৈ রাজভির্নিঃস্বধর্মৈস্ত্রয্যর্থবর্জিতৈঃ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ।৮
শাকমূলামিষক্ষৌদ্রফলপুষ্পাষ্টিসেবনাঃ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ ।৯
শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্ হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ।
ক্ষুদ্রুজ্ঞাঃ ব্যাধিভিশ্চৈব পন্যন্তে ত্রিংশতো নৃপাঃ ।১০
ত্রিনবত্রিনবর্ষাণি পঞ্চাদ্যাঃ দশবো নৃপাঃ ।১১
কীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্ ।১২

পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
চৌর্যানৃতবৃথাহিংসানানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু ।১৩

শূদ্রপ্রায়েষ্ বর্ণেষু চ্ছাগপ্রায়াসু বেনুষু।
গৃহপ্রায়েষাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু ।১৪

অণুপ্রায়াসু ওষধীষু শমীপ্রায়েষু বাস্তুষু।
বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু ।১৫

ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্মিষু।
ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি ।১৬

সূতো বিষ্ণুযশাঃ (বিষ্ণোঃ) কল্কিঃ (পূর্ণনামাংশো) ভগবতঃ (সূতো) [প্রজাঃ] প্রজাঃ আচ্ছিন্ন-দারদ্রবিণাঃ (আচ্ছিন্না যস্যের অপহৃতাঃ তাদৃশ দ্রবিণা যাসাং তাদৃশ্যঃ) [বহুব্রী০ কপ্]] গিরিকাননং (গিরিকাননং) যাস্যন্তি ।৮

অনাবৃষ্ট্যা (অনাবৃষ্ট্যাদিভিঃ) দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ (অনাবৃষ্ট্যাদিভিঃ দুর্ভিক্ষৈঃ করৈশ্চ পীড়িতাঃ) শাকমূলামিষক্ষৌদ্রফল-পুষ্পাষ্টি-সেবনাঃ (শাকং, মূলম্, আমিষং, ক্ষৌদ্রং, মধু, ফলং, পুষ্পং, অষ্টি বীজং, তানি ভোজ্যত্বেন যেষাং তে, [প্রজাঃ, বিশেষ্য বিং [সপ্তম্যা লুক্]) ১১

অতিক্রান্তঃ (পরিক্ষীণ) শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্ হিমৈঃ (শীত, বাত, আতপ, প্রাবৃট্, বর্ষা, হিম, নিমিত্তৈঃ) ক্ষুদ্রুজ্ঞাঃ (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ইতি জ্ঞানং যেষাং তে) ব্যাধিভি (রোগৈঃ) চিন্তাঃ (চিন্তিতাঃ) প্রজাঃ পরমায়ুষঃ (আয়ুঃ

পরিশোষণ হইবে বলিয়া ; অথবা নিমিত্তই ধর্মানুষ্ঠান হইবে ।৮

এইরূপ নানাপ্রকার দোষেই (প্রজা) জনসমূহের দ্বারা ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজনের মধ্যে যিনি ধনবান্ হইবেন, তিনিই রাজা হইবেন ।৭

(কলিকালে) লোভী, নিষ্ঠুর ও ধনহর রাজা আত্মরক্ষার্থী বল বলপূর্বক করভয় প্রজাগণের স্ত্রী ও ধনহরণ হইলে তাহারা পর্বতে ও বনে চলিয়া

শেষ হইবে) ।১০

আয়ুঃ ক্ষুদ্রং (অল্পায়ুঃ) পরমায়ুঃ ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি (পরমায়ুঃ পরিমাণং) [ভবিষ্যতি]

কলিদোষতঃ (কলিদোষাৎ) দেহিনাং (দেহীনাং) দেহেষু ক্ষীয়মাণেষু, বর্ণাশ্রমবতাং (বর্ণাশ্রমাণাং সমাহারঃ) (আশ্রমঃ) বেদপথে (বেদমার্গপ্রতিষি) ধর্মে নষ্টে (বিলুপ্ত সতি), পাষণ্ডপ্রচুরে (ধর্মবিরুদ্ধ সতি) রাজসু ক্ষত্রেষু, নৃষু (মনুষ্যবিশেষেষু) চৌর্যানৃতবৃথাহিংসা-নানাবৃত্তিষু (চৌর্যম্, অনৃতম্ মিথ্যা, বৃথাহিংসা অকারণক পরপীড়া, নানাবৃত্তিঃ ইতিহাসাদৌ যেষু তেষু), অর্থেষু ধনেষু প্রধানেষু, বেনুষু ছাগপ্রায়েষু (ছাগবৎক্ষুদ্রস্বভাবেষু অতএবাল্পবলেষু), বন্ধুষু চৌরপ্রায়েষু চৌরবদ্ধনপ্রায়েষু), ওষধীষু অণুপ্রায়াসু (ক্ষুদ্রাকারাসু), বাস্তুষু শমীপ্রায়েষু (শমীবৃক্ষবহুলেষু), মেঘেষু বিদ্যুৎপ্রায়েষু (বিদ্যুদ্বহুলেষু), সদ্মসু শূন্যপ্রায়েষু (বিরলজনেষু) ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে (অতিক্রান্তপ্রায়ে সতি) জনেষু খরধর্মিষু (খরবৎ ক্রূরো ধর্মো যেষাং তেষু), ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন (ধর্মরক্ষণার্থং বিষ্ণুঃ) ভগবানবতরিষ্যতি ।১৬

যাইবে ।৮

কলিযুগে জলবহ শাক, মূল, আমিষ, মধু, ফল, ফুল ও বীজ ভোজন করিবে, অনাবৃষ্টিপ্রভৃতি ও রাজকরে নিপীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইবে। শীত, বায়ু, রৌদ্র, বর্ষা ও হিমে ; পরস্পরের দ্বারা জনগণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়, বিবিধরোগে এবং চিন্তায় সন্তপ্ত হইবে। মনুষ্যের আয়ু হইবে পঞ্চাশ বৎসর ।৯-১১

কলিযুগের দোষে দেহধারী (জীব) সকলের দেহ দুর্বল হইলে, বর্ণাশ্রমপরায়ণ (মনুষ্য) গণের বেদ-মার্গানুসারী ধর্ম বিনষ্ট হইলে, ধর্ম বেদবিরুদ্ধ-মত-

ন্যায়তন্ত্রোদ্বিজাতীংশ্চ কোবিলাংশ্চ বৃষলপ্রায়ান্ ।
বর্ত্মিষ্যন্তি প্রভূনাং তে সত্ত্বপ্রকৃতয়ো নৃপ ॥১৭

সন্ধ্যাংশপ্রভবশ্চান্ত ব্রাহ্মণশ্চ মহাত্মনঃ ।
তমসে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥১৮

অশ্বমাশুগমারূঢ় দেবদত্তং জগৎপতিঃ ।
অসিনাসাধুবধেনৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ ॥১৯

কিরাতশবরা যৌন্যাঃ পুলিন্দাঃ পুক্কসাস্তথা ।
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদ্যাঃ পাপযোনয়ঃ ॥২০
অব্রহ্মণ্যা নৃপা ভূয়ো ভবিষ্যন্তি কলৌ যদা ।
ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি ॥২১
শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥২২

তন্ত্রজ্ঞান্] ন্যায়ান্ (তর্কান্) পরীক্ষ্যান্ (অধিকারিভেদ বুঝিয়া), বেদান্ বিজাতীন্ (দ্বিজান্), সত্ত্ব (কৃষ্ণ) মূল- প্রকৃতয়: (প্রধানাধিষ্ঠিতপ্রকৃতয়:) [সত্ত্ব] যেষাং (প্রধানভূতা যেষাং তে) তথোক্তা: (সত্ত্বপ্রধানা:) সন্তো বর্ত্মিষ্যন্তি (ব্যবহরিষ্যন্তি) ॥১৬-১৭

সন্ধ্যাংশ ব্রাহ্মণ: (ব্রাহ্মণকুলে অবিলম্বেন প্রাদুর্ভূতো ইত্যর্থ:) বিষ্ণো: যশসো ভক্তো [ভক্তিমান্] ॥১৮

যবন হইলে, ব্রাহ্মণগণ ন্যূনপ্রায় হইলে, মনুষ্যগণ ঔর্দ্ধ্ব বিদ্যা ও দুষ্পাপিনো প্রভৃতি নানাপ্রকার কুবস্তুবিশারদ হইলে, ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় শূদ্রপ্রায় হইলে, বেদপঠনে (আচারে ও দুরাচারিতায়) রাজগণের তুল্য হইলে, (সন্ন্যাসাদি) আশ্রমগুলি দুরাশ্রম-তুল্য হইলে, মনুষ্যগণ যৌবনসম্পন্ন (বিবাহযোগ্য) প্রথমে হইলে (অর্থাৎ বিবাহাদিসম্পর্ক যাহাদের সহিত আর অন্যথা মনুষ্যগণ পরিত্যাগ না করিলে), তখনি (তখন পর হইতে যে সব যায় মরিয়া যায়)-সকলে ক্ষুদ্র হইলে, ক্ষুদ্রমনুষ্য পরীক্ষ্যমূল্য (ক্ষুদ্র) হইলে, বেদমনুষ্য বিদ্বান্মনুষ্য হইলে, ক্ষুদ্রমনুষ্য (ব্যবহারাদি-বর্জিত হইয়া) মূকপ্রায় হইলে, জনগণ (সদ্ব্যবহারাদি-বিবাদক হইয়া) অধর্মকারী হইলে এবং এইভাবে কলিযুগ প্রায় অতীত হইতে চলিলে ধর্মের সমুদ্ধারের (পুনঃপ্রতিষ্ঠার) জন্য ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইবেন ॥১৯-২১

[যত্র ভগবান্] কল্কি: সম্ভলগ্রামমুখ্যস্য (সম্ভলগ্রামস্য মুখ্যস্য প্রধানস্য) ব্রাহ্মণস্য বিষ্ণুযশস: (বিষ্ণুযশা ইতি নামতো) প্রসিদ্ধস্য ভবনে প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥২২

অতীব ঐশ্বর্যযুক্ত: (অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিযুক্ত:) অশ্বমাশুগম্ (শীঘ্রগামিনম্) অসাধুবধেন (অসাধুবিনাশ) দেবদত্তম্ (ভগবদত্ত) অশ্বম্ আরূঢ় [সন্] আসন্না (আসন্নবর্তিনী) ধনুষ (আকর্ণ) কৌণ্যে (দুর্বিনয়ে) বিষয়ে ভোগিন: (ধনমদাৎ) দুষ্ট-নিষ্কৃতয়: (রাজদণ্ডভয়াৎ) ভয়ম্ অবিদ: (অজানন্ত:) নিঘ্নন্তি ॥১৯-২০

সন্ধ্যাংশবংশের বর (যোগেশ্বরপুরের বর্তমানি-নামের বর ও দুর্মুখপুরের যোগনাথের বর) হরির ও যোগেশের কৃপা প্রভাবে সমস্ত ভগবদের গুরু সর্বাধার সূর্যের বিষ্ণু (অবতারগণের) জন্য পরিচয় করিবেন ॥১৭

সম্ভলগ্রামের প্রধান সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কি-অবতার আবির্ভূত হইবেন ॥১৮

অণিমাদি আট ঐশ্বর্যযুক্ত সত্যসন্ধতাদি-গুণ-সমন্বিত অনুপমেয় তেজিয়ান্ সেই ভগবদ্ভক্তি কল্কিদেব অসাধুগণের দমনকারী দেবদত্তনামক এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার খড়্গ কোটি কোটি রাজ-বেশধারী (অথচ) প্রজার সর্বনাশে রত অসুরদের বধ করিবেন ॥১৯-২০

এইরূপে সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হইলে সত্ত্বমূর্তি ভগবান্ বাসুদেব ভগবদের হৃদয়ে অবস্থান করিলে (তদ্বিরহী ভগবান্) বাসুদেবের (মুখ্যতঃ-অনাদি)

যদাবতীর্ণো জলধাৎ তদিত্য ঋষিপিতৃঋষিঃ।
কৃষ্ণঃ তদিত্যভি তদা প্রজাসূত্রিশ্চ নাম্বিকী ॥২৩
তদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তদা তিষ্য-বৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি তদা কৃতম্ ॥২৪

সোমবংশীয়া নৃপতয়ো যে তদিত্যভি চ পার্থিবা।
তে চ ঐক্ষ্বাকাঃ প্রোক্তা যদীয়া সোমসূর্যয়োঃ ॥২৫
আরভ্য তদ্ভবো জন্ম যাবদ্রাজাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রং তু শতং পঞ্চ দশোত্তরম্ ॥২৬

অথ অধিসম্ বৎসরম্ তদ্ভবঃ (সংজ্ঞঃ) বাসুদেবাংশ-রাজর্ষিভূমন্যধিনিবৃত্তঃ (বাসুদেবস্য অংশ-রূপেণ ভূমন্যধিনিবৃত্তঃ যঃ অধিপঃ তস্য পুত্রঃ) তেজস্ত সৌরভেয়-সংজ্ঞাঃ (সৌরভেয়ঃ সুরভিবিদ্যা জাতবান্ ইতি সৌরভেয়ঃ এতৎসংজ্ঞাঃ) ঋষভানি বিশ্বাধিঃ (বিশ্বাধিঃ) ভবিষ্যতি ॥১।

সপ্তর্ষীণাং তদাপতি বাসুদেবে ধৃতিং গতে (প্রতি) তেজস (তাবদ্রাজ্যে) প্রজাবিশেষঃ (সপ্তর্ষি-পত্নীঃ) ঋষিঃ (প্রভুবা) ভবিষ্যতি ॥২

যদা তদ্ভবম্ ঋষিঃ তদাপতিঃ ঋষিঃ অবতীর্ণঃ ভবিষ্যতি, তদা কৃতম্ (সত্যযুগঃ) ভবিষ্যতি [এবং] প্রজাপতিঃ

অবতারের দ্বারা অভিপালিত সপ্তর্ষিমণ্ডল যাবৎ পুনঃ পুষ্যাসো ও রেবত্যাসা জন্মনক্ষত্রে উদয় বিশিষ্ট হইবে এবং তাহাদের পুত্রসৌত্রাদি সন্তানসন্ততি সত্যযুগরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ॥২১-২২

যখন বর্ষপালক তদ্ভবম্ ঋষিপত্নী শ্রীঋষি (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হইবেন, তখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে এবং মহান উৎপত্তিক সত্যপ্রধান হইবে ॥২৩

যখন চন্দ্র, সূর্য, পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতি এই রাশিতে একই সময়ে (সমানভাবে) প্রবেশ

(প্রজাপতী) নাম্বিকী (সত্যবতী) [ঋষিপত্নি] ॥৩

তদা সূর্য তথা তিষ্যবৃহস্পতী (তিষ্য পুষ্যনক্ষত্র, বৃহস্পতি যৌ) [এবং] তদা একরাশৌ সমেষ্যন্তি, তদা কৃতম্ (সত্যযুগ) ভবিষ্যতি ॥৪

সোমসূর্যান্বয় (চন্দ্রসূর্যয়োঃ) জাতাঃ [যে] পার্থিবাঃ (পৃথিবীশাসকাঃ) অতীতাঃ বর্তমানাঃ ভবিষ্যন্তি চ, তে যে ঐক্ষ্বাকাঃ (অযোধ্যস্থাঃ) প্রোক্তাঃ (কথিতাঃ) ॥৫

[যে রাজানঃ।] তদ্ভবঃ তদ্ব আরভ্য মহাভিষেকস্য যাবৎ—এবং তদ্বাজাদ্ভব পর্যন্তং যাবদ্বর্ষাণি [সাম্প্রতিকসময়ে তদ্ব-পরিবার-কালঃ] ॥৬

উদিবেন, তখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে ॥২৪

(যে মহারাজ পরীক্ষিত।) চন্দ্র ও সূর্যবংশজাত যে সকল রাজা অযোধ্যাতলে ছিলেন, যাঁহারা বর্তমানে আছেন এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে জন্ম-পরিগ্রহ করিবেন, সংক্ষেপে আমি সেই সকল রাজার কথা আপনার নিকট বর্ণন করিলাম ॥২৫

মহারাজ আপনার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহান রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত (তাহার পরিমাণ হইবে) একহাজার পাঁচশত দশ বৎসর ॥২৬

---

* আমাদের শেষ ও সম্প্রতির পূর্ব বর্তমানে আমাদের পরীক্ষিতের সমসাময়িক। অবশ্যকের রাজিদ পরমার বর্তমান হইতে বিংশতি পঞ্চ বিংশতি বর্ষ রাজার সময়ের রাজত্বের তথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই রাজত্বের প্রথম অংশের বিংশতির পর অবশ্যকরূপ পাঠভেদ রাজা একশত আটত্রিশ বৎসর এবং তাহার পর নিচয়ের প্রভৃতি রাজত্বের বিংশতি বর্ষ বৎসর রাজত্বের তথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা পরবর্তী রাজা হইলেন নব। অবশ্যক পরীক্ষিতের সমসাময়িক বর্তমানে হইতে অবশ্য রাজ্যাভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত একহাজার

একশত আটত্রিশই বৎসর হয়। এই প্রেক্ষের সমাধান বর্তমানে করিলে মনে একহাজার একশত পঞ্চাশ বৎসর হয়। পুরাণের অন্যান্য তথ্যের মূল প্রেক্ষের "পঞ্চ" শব্দটির "পঞ্চাশ" অর্থে গ্রহণ করিয়া রাজত্বের "পঞ্চাশৎ" অর্থ করিলে হয়। পঞ্চাশোত্তর পঞ্চ হয়। অবশ্যকের ১০৪৮ পরিমিত বর্ষ অন্যান্য যে ১১৫০ বর্ষ অধিক হয়, তাহা নিম্নলিখিত কারণে পরমে ও অন্যান্যের অনুসারের মধ্যবর্তী কাল ধরিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ॥৬

সপ্তর্ষীণাং তু যৌ পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮
বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্ রমতে জনঃ ॥২৯
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিব্যাং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ ॥৩০

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বিসাব্দপ্রমাণতঃ ॥৩১

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥৩৩

[সপ্তর্ষিমণ্ডলবর্ণনম্] সপ্তর্ষীণাং [মধ্যে] পূর্বৌ যৌ দিবি উদিতৌ দৃশ্যেতে. (পূর্বয়োঃ, অধোমধ্যরেখোপরি দেখা যায়) তয়োঃ যৎ দিবি প্রথমে বর্তমানং সমং (সমরেখাবর্তিনম্ অন্যতর নক্ষত্রং দৃশ্যতে) তেন এব (তেনৈব নক্ষত্রেণ) ঋষয়ঃ মুনয়ঃ অব্দশতং (মনুষ্যপরিমাণেন শতবৎসরং) [যাবৎ তিষ্ঠন্তি]; যে দ্বিজাঃ অধুনা ত্বদীয়ে কালে মঘা আশ্রিতাঃ (বর্তন্তে) ॥২৭-২৮

তদানীং দ্বিজাঃ [ব্রাহ্মণে] যদা [কৃষ্ণস্য অবতারস্য] ভানুঃ [কৃষ্ণঃ] যস্মিন্ দিবং যতঃ (অন্তর্ধানং গতঃ), তস্য তস্মিন্ এবাহনি (সেইদিন) আবিশৎ (অধিষ্ঠিতবান্), যৎ (যস্মাৎ কারণাৎ) তস্মাৎ পাপে রমতে ॥২৯

যাবৎ রমাপতিঃ (বিষ্ণুঃ) যাবৎ পাদপদ্মাভ্যাং [ভূমি-

মণ্ডলস্থাঃ (পৃথিব্যাং) স্পৃশন্ আস্তে (বর্তমানঃ স), তাবৎ তদা [পৃথিব্যাং] পরাক্রান্তুং (আক্রমিতুং) ন অশকৎ (ন পারয়াম্) ॥৩০

যদা সপ্ত দেবর্ষয়ঃ মঘাসু বিচরন্তি, তদা তাবৎপরিমাণকালঃ (দিব্যমানেন বাদশসহস্রবৎসরাত্মকঃ) কলিঃ প্রবৃত্তঃ ॥৩১

মঘাভ্যঃ (মঘানক্ষত্রাৎ) যদা মহর্ষয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) পূর্বাষাঢ়াম্ (পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্রং) যাস্যন্তি, তদা নন্দাৎ প্রভৃতি (নন্দবংশাধিরাজ্যাৎ) এষঃ কলিঃ বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২

যস্মিন্ (দিবসে) কৃষ্ণঃ দিবং (স্বধামং মহাপ্রস্থানাখ্যং দেহং) যাতঃ, তস্য তস্মিন্ এব অহনি (দিবসে) কলিঃ যুগং (প্রতিপন্নং (প্রবিষ্টং) ইতি পুরাবিদঃ (অতীতজ্ঞাঃ) প্রাহুঃ (কথয়ন্তি স্ম) ॥৩৩

পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে; এই কলির প্রভাবেই জনগণ পাপকার্যে রত হইয়া আছে ॥২৯

(ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে বর্তমান থাকা কালেই কলি মর্ত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছিল, তথাপি) সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ যে পর্যন্ত চরণকমলদ্বয়ের দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া বর্তমান ছিলেন, সে পর্যন্ত কলি পৃথিবীতে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥৩০

যখন হইতে এই সপ্ত দেবর্ষি মঘানক্ষত্রে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই কলিপ্রবৃত্তি (দিব্য পরিমাণে) দ্বাদশসহস্রবৎসরের অতীত (মনুষ্যের কলিসম্বন্ধ অধিকারান্ত) হইয়াছে ॥৩১

যখন এই সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্র হইতে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন এই কলি

বিদ্যাধানাং সম্রাজ্ঞে চতুর্থে তু যুগে কৃতম্।
ভবিষ্যতি তদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্ ॥৩৪
ইত্যেষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি।
তথা বিট্‌সূদ্রবিপ্রাণাং তাংস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে ॥৩৫
এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্।
কথাসত্রাবসিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিরা ভুবি ॥৩৬

দেবাপিঃ শন্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥৩৭
তাবিহৈত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্মং পূর্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥৩৮
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ত্ততে ॥৩৯

বিদ্যাধানাং (বিদ্যাধরগণের) সম্রাজ্ঞে (রাজত্বের) চতুর্থে (চতুর্থ-কলিযুগে অর্থাৎ ত্রৈতাদৌ) যুগে কৃতং সত্যযুগের ন্যায়, তদা নৃণাং তখন আত্মপ্রকাশকং [তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট] ॥৩৪

ভুবি ইতি এষ মানবঃ (মনোঃ অপত্য) বংশঃ (ক্ষত্রিয়জাতিঃ অন্বয়ঃ) যথা সংখ্যায়তে [গণনাবিশেষতঃ বিবৃত হইয়াছে], তথা বিট্‌সূদ্রবিপ্রাণাং [বৈশ্য-শূদ্র-ব্রাহ্মণের] তত্ত্ব তত্ত্ব [পরিগণনায়] যুগে যুগে জ্ঞেয়াঃ ॥৩৫

এতেষাং [এই এই বিদ্যা আদরঃ যেসব ক্ষত্রিয়] কথাসত্রাবসিষ্টানাং [কথাসত্রাবশিষ্টানাং] এতদ্বারে আলোচনা সমাপ্তকরণে] ভুবি

দেবাপিঃ শন্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥৩৭
তাবিহৈত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্মং পূর্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥৩৮
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ত্ততে ॥৩৯

[সোমবংশের] শন্তনোঃ ভ্রাতা দেবাপিঃ ইক্ষ্বাকুবংশজঃ মরুশ্চ কলাপগ্রামে (মহাযোগবলে) আসাতে (বিদ্যতে), [তৌ] বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ [শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদেশপ্রাপ্ত], [অতএব] মহাযোগবলসম্পন্নৌ [মহাযোগবলের দ্বারা চ অধিতৌ] কলেঃ অন্তে তৌ ইহ এত্য [আসিয়া] বর্ণাশ্রমযুতং [বর্ণ ও আশ্রমের যুক্ত] ধর্মং পূর্ববৎ [যথা সত্যাদিযুগে তথা] প্রথয়িষ্যতঃ [বিস্তারিবেন] ॥৩৭-৩৮

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিঃ ইতি চতুর্যুগং অনেন ক্রমযোগেন (ক্রমশঃ ক্রমে) ভুবি প্রাণিষু বর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিষ্যতে অর্থাৎ প্রবর্ত্তিবে) ॥৩৯

সপ্তর্ষি হইতে আরম্ভ করিয়া অভিষিক্ত নৃপতিগণ হইবে ॥৩৫

যেদিন শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে গমন করিলেন, সেইদিন তখনই কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ইহা পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥৩৬

বিদ্যাপরিমাণে এক শতে (কলিসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইশত বৎসর গ্রহণ করিলে এক হাজার দুইশত) বৎসরের চতুর্থ (কলি) যুগ অতীত হইলে, যখন জনগণের মন আত্মপ্রকাশক হইবে, তখন পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে ॥৩৪

পৃথিবীতে এই (বৈবস্বত) মন্বন্তর মধ্যে (ইক্ষ্বাকু, নৃগ ও অন্যান্য অযোধ্যাদি) যেসব সম্রাট্‌রূপে অভিষিক্ত হইল, প্রতিযুগে বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণদেরও সেইরূপ (অবস্থা প্রাপ্ত) হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে ॥৩৫

কথাসাত্রে অবশিষ্ট (পূর্ববর্ণিত) এই সকল নাম ও গুণবিশিষ্ট মহাপুরুষগণের কীর্তিই পৃথিবীতে অবস্থিত রহিয়াছে। (তাঁহাদের পুত্র ও রাজ্যাদি বর্তমানে কিছুরই অস্তিত্ব নাই) ॥৩৬

শন্তনুর ভ্রাতা (ভরতবংশীয়) দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশজাত (সূর্যবংশীয়) মরু (এই দুইজন) মহাযোগবলে বলীয়ান্ হইয়া এখন কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন ॥৩৭

কলিযুগের অবসানে (সত্যযুগের প্রারম্ভে) তাঁহারা দুইজন ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে এই লোকসমাজে আসিয়া পূর্বের ন্যায় বর্ণাশ্রমযুক্ত ধর্ম সংস্থাপন করিবেন ॥৩৮

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ এইরূপ ক্রমবিধানে পৃথিবীতে প্রাণিগণের উপর প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥৩৯

রাজন্যেতে যথা প্রোক্তা নরদেবস্তুথাপরে।
কৃতী যথাং কৃষ্ণায়ে বিদেযাং নিধনং গতাঃ ॥৪০

ইতিবিচ্ছন্তরন্তেতে রাজবাহোঽপি যজ্ঞ চ।
কৃষ্ণস্তু তৎকৃতে যার্থং কিং মেন নিধনো যথাঃ ॥৪১

কথং মেনবধ্য কৃঃ পূর্বেষাং পুরুষৈর্বৃতা।
তৎপুত্রস্ত চ সৌত্রস্ত তৎপূর্বা কথয়স্ত যে ॥৪২

যে যাজন্! যথা প্রোক্তা এতে নরদেবাঃ (মৃতত্বাৎ) তথা অন্যত্র বিজ্ঞেয়ঃ-পূরাণঃ (লোকাঃ কৃতী (কৃতাস) যথাং কৃষ্ণ (যথাঃ বিনাশং) অত ইথাং (পৃথিবীং) বিদ্যা (পরিত্যজ্য) নিধনং গতাঃ ॥৩০

রাজন্যেতে (রাজর্ষি লক্ষিতঃ) অপি চ ত অন্যে (অন্যান্যজন্মসু) ইতিবিচ্ছন্তরন্তেতে [ইথাং ধৌতাং বিদ্যি, বিদ্যি, ত্বং ইতি সন্তঃ] [তঃ] তথাভূতে (মেদাদিবিনিময়ে) [সং] কৃষ্ণস্তু (প্রাণিপীড়কঃ) [তথাপি নঃ] কিং যার্থং মেন (ধনাদি)? যথা (মেদোদেহপ্রদানেন) নিধনং (মরণং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) তথাপি ॥৩১

[অথবা যত্র নিধনমিতঃ] যে (যত) পূর্বপুরুষৈঃ কৃতা (পালিতা সা ইমং অবনতা কৃতা সংপূর্ণা (অন্যেন পূর্বং রক্ষিতা কৃতা সা) তথা তৎপুত্রস্ত সৌত্রস্ত চ তৎপূর্বা (অন্যেন পূর্বং রক্ষিতা কৃতা সা) ॥৩২

যে অমুক (পরিচক্ষিতঃ) তথতঃ (মেদোদেহদানেন (মেদঃ খণ্ড, মজ্জা, অন্য তথতা) কায়ে (শরীরে) মহীং (চ) খাদতঃ (ভক্ষয়তঃ) কৃষ্ণস্ত (প্রাণিনঃ) ইথাং (মেদোদাতা) নিধনং অন্যেন (মৃত্যুং) গতাঃ ॥৩৩

[এ] রাজন্! যে যে কৃষ্ণতঃ কথনা (অন্যে) কৃষ্ণ কৃষ্ণেন (তোমা কৃষ্ণতি), তে সর্বে তাদৃশেন (তাদৃশপ্রকার) তথাভূত ও তথাভূতা (তথা এব তাদৃশঃ পরিবর্তনঃ যেষাং তে তথা) কৃষ্ণঃ (সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরঃ) ॥৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

যে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমার বর্ণিত এই সকল রাজা এবং অন্যান্য জন (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র)-গণও পৃথিবীকে মমতা স্থাপন করিয়া অবসানে এই পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্বক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৩০

"ইথা" এই নাম যাহার উচ্চারণের পরিণামে যে ক্লেশের নাশ হয়, বিদ্যা ও তথাই হইয়া থাকে, সেই ক্লেশের জন্য যে (ব্যক্তি) প্রাণিবিনাশ করে, সে (ব্যক্তি) কি স্বার্থ (কাহাকে বলে) জানিতে পারে। (বস্তুতঃ প্রাণিবিনাশের স্বার্থ সিদ্ধি হয় না) ক্লেশকর প্রাণিবিনাশের ফলে নরকই হইয়া থাকে ॥৩১

আমার পূর্বপুরুষগণের অধিকারে অবস্থিতা এই অবনতা পৃথিবী আমার অধিকারে থাকার পর পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে আমার বংশধরগণের অধিকারে কি প্রকারে থাকিবে (পৃথিবীর প্রতি এইরূপ মমতা স্থাপন করিয়াও পূর্ব পূর্ব নৃপতিগণ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥৩২

এই বিশ্ব (সৃষ্টি)-রূপও ক্লেশ, জল ও অন্ন (পৃথিবী) রূপ শরীরকে আশ্রয়পূর্বক এবং পৃথিবীকে নিজস্ব বলিয়া বুঝিয়া জীবনাবসানে (ক্লেশ ও পৃথিবী) উভয়ই পরিত্যাগ পূর্বক বিলীন হইয়া গিয়াছেন ॥৩৩

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! যে সকল সৃষ্টি পরাক্রমের দ্বারা পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কাল কর্তৃক প্রাণদিক আক্রোশের কবলান্তরে পর্যবসিত হইয়াছেন। (অতএব অবিদ্যা ক্লেশকরাদির প্রতি আসক্তি পরিহার করিয়া আত্যন্তিক দুঃখাবসানের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই অনুষ্ঠেয়।) ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণপ্রতীক পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশ-স্কন্ধে
শ্রীব্যাসদেবনারদসংবাদে দ্বিতীয়
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

[পৃথিব্যা রাজ্ঞোক্তিঃ, মূষবর্হং, কালদোষশ্চেতি কথনম্, কালদোষনিবৃত্তেরুপায়বর্ণনঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

মৃষ্টং ক্ষিতি ভরে যাতাম্ নৃপান্ বীক্ষ্য দুরাসদম্।
অহো ম বিজিতাস্মীতি কুত্যাঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ ॥১
কথং নু অস্মদ্বিধা যোষঃ ক্ষাম্ বিষ্ণুবাপি।
যে ন্যস্তদণ্ডা নির্বিণ্ণা বিহরিষ্যন্তি মৃগ্যয়ীম্ ॥২
পুরং নির্বিশ্য বভূবর্হং যেষামো রাজসংজ্ঞিতঃ।
তস্য পঞ্চিমপৌরাণকরৌত্রানেক কণ্টকাম্ ॥৩

অন্বয়ঃ

শ্রীশুক যাঃ—ইতি ভূঃ কথয়ামাস (পৃথিব্যাদেবী উবাচ) নৃপান্ দৃষ্টা আহ—অহো। (আশ্চর্য্যে) কৃত্যাঃ ক্রীড়নকাঃ (যন্ত্র ক্রীড়াপুত্তলিকাঃ) নৃপাঃ বা (যে) বিজিতাস্মীতি (জেতৃবিজিতা)॥১

যে নৃপাঃ অবিজিতেন্দ্রিয়াঃ (নেন্দ্রিয় বিজয়াঃ) [যেষাং] যেষামো (যেনরাজ্ঞা) অস্তদণ্ডাঃ (ত্যক্তদণ্ডাঃ ইত্যর্থঃ) বিত্তে (ধনে) অহঙ্কারা (গর্বাঃ) যে [যেঃ] এব বাদা (অভিমানাঃ) [অহঙ্কারাঃ বা দর্পা] বিষমা (পরিতাপদাঃ) অপি যোষ (ধর্ত্তঃ) ক্ষমঃ॥২

পুরং [প্রাপ্য] বভূবর্হং (ইন্দ্রিয়বভূবর্হং) বিজিতা (নিজিতবতো মূঢ়া ইতি যাবৎ) [তস্মাৎ] রাজসংজ্ঞিতঃ

এবং ক্রমেণ ক্ষেত্রাদ্যং পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্।
ইত্যাদ্যাবস্তয়ন্না স পঞ্চত্যাভিনিবেশকম্ ॥৪

মন্ত্রোষধৈঃ জিত্বা নাগ বিপক্ষাভিনিবেশনম্।
কিমাত্মনশ্চ ভূমেশ্চ মূঢ়িবাত্মজয়ে ক্ষমম্ ॥৫

যাঃ বিপক্ষেত্যে ক্ষমস্তৎপ্রত্যাক্ষ মূঢ়বুদ্ধয়ঃ।
ক্ষয়া যথাপরাধং দুঃখে তাঃ যাঃ ক্ষেত্রত্যুদ্ধতাঃ ॥৬

অন্বয়ঃ

[শ্রীশুকঃ] ক্ষয়া পৃথিব্যাদেবীয়ম্ (পৃথিব্যা আগতয়া) নৌমঃ যাত্রাঃ সমঃ ক্ষমীক্ষ্য বিজিতক্ষয়া ক্ষম্) [ক্ষেত্রাদ্যঃ], ক্ষয় (ক্ষমতঃ) ক্ষমীক্ষম্ (প্রতিপক্ষম্) ক্ষয় ক্ষমায় (মূঢ়ীকরণি ক্ষয়া) [ক্ষেত্রম ইত্যন্তম] ক্ষয় ক্রমেণ সাগরমেখলাম্ (সমুদ্রবেষ্টিতাম্) পৃথ্বীম ক্ষেত্রাদ্য ইত্যাদ্যাবস্তয়ন্না (এবমুক্তবতো আগন্তিক্ষাঃ) অভিনিবেশম (দর্শনম) ক্ষয়ক (ক্ষয়ং) স পঞ্চত্যি॥৪

[ক্ষেত্রম নৃপাঃ] সমুদ্রমেখলা [সাগরমেখলাম্] ক্ষম্ (পৃথিবীম্) ক্ষয়া (ক্ষমতঃ) জিত্বা [অভিভূয়া ক্ষয়ায়ত্তীকৃত্য] ক্ষভি (সাগরম্) বিপত্তি (প্রবিশন্তি)—ক্ষয়ং ক্ষাত্মনশ্চ (নিজস্য) বিপক্ষ. ক্ষাত্মজয়ে মূঢ়িম্ [এব] ক্ষমম্ ॥৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[পৃথিবীর রাজোক্তি, মূষবর্হ, কালদোষ ও কালদোষ নিবৃত্তির উপায় বর্ণন]

শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন—(মহারাজ পরীক্ষিৎ!) ক্ষপক্ষিপক্ষকে পৃথিবী (আপনা) ক্ষয়ে ব্যাকুল দেখিয়া পৃথিবী (এই বলিয়া) হাসিতে লাগিলেন—হায়। (আশ্চর্য্য) ক্ষমো দেখার পুত্তল রাজারা আমাকে জয় করিতে চায়॥১

যে কামনা কেবল হায় (অবিদ্যা) দেহাদিতে রাজগণের অভিনয় বিধান উৎপাদন করিয়া থাকে, আমী হইলেও সেইরূপ রাজার সেই কামনা বিফল হইয়া যায়॥২

প্রথমে আমরা ষড়্বর্গ (মন, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা ও চক্ষু) কে জয় করিয়া (যেহেতু "ন ত্রাজিতষড়্বর্গো রাজা বৈ রাজ্যমর্হতি," ষড়্বর্গকে জয় না করিলে রাজা রাজ্য-শাসনের যোগ্য হয় না) তাহার (ক্ষমে ক্ষমে এই পৃথিবী) ক্ষয়ের কণ্টক (বাধা) স্বরূপ প্রতিপক্ষ নৃপতি, মন্ত্রী, অমাত্য, পুরবাসী, (রাজহিতৈষী,) বন্ধু মিত্রগণ ও হস্তি-পালকগণকে (মাহুত) জয় করিব এবং এই ক্রমে সাগরপরিবেষ্টিতা পৃথিবীকে জয় করিব। এই প্রকার আশা (জয় বাসনাকে) পাশে আবদ্ধ নৃপতিরা নশ্বরপরী মৃত্যুকে দেখিতে পান না॥৩-৪

কোন কোন রাজা মন্ত্র পরিবেষ্টিত আমাকে জয় করিয়াও (সন্তুষ্ট না হইয়া) পরাজয়ের ভয়ে সমুদ্রে (সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বীপে) প্রবেশ করেন। কিন্তু এই পৃথিবী প্রভৃতি আমরা (বস্তুতিত্ত)

মৎকৃতে পিতৃ-পুত্রাণাং ভ্রাতৃণাং চাপি বিগ্রহঃ।
ভবতো দুঃসহাং মন্যে মমতাবন্ধকৃন্তনম্ ॥৭
ধৌমেয়স্য মহী কৃৎস্না ন মে তুষ্যতি মানিনঃ।
শর্ব্বমানা দ্বিষো যস্তি ত্রিয়তে মৎকৃতে মৃধে ॥৮
পৃথূ পুরূরবা গাধির্নহুষো ভরতোঽর্জ্জুনঃ।
মান্ধাতা সগরো রাম্ভ ষষ্ঠাদো মুদ্গলো রঘুঃ ॥৯
তৃণবিন্দুর্বয়াতিশ্চ শর্য্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ।
ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ ॥১০

হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ।
নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো বিরোচনসুতোঽন্তকঃ ॥১১

অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ।
সর্বে সর্ব্ববিদঃ শূরাঃ সর্বে সর্ব্বজিতোঽজিতাঃ ॥১২

মমতায়া দুরন্তায়া কৃতোঽকীর্ত্যবিনিঃ।
কথাবশেষাঃ কালেন যদ্ভবন্তি কৃতা বিভো ॥১৩

[অ] দুঃসহম্ (দুঃসহনম্)। মমতাঃ (আত্মীয়তায়াঃ) তন্তুকৃন্তনম্ (ছেদন সূত্রাণাম্) [দৃঢ় অজ্ঞান নিবৃত্তম্] ত্বা বিভো ত্বামানম্ (ত্বাজানে) [ত্বামাত্মানমধিকৃত্য] [বিভো ভূত্য ইব ত্বাম্]. অন্তকঃ (মৃত্যুঃ) ত্বা (ত্বাম্পৃষ্টঃ) যম ত্বেনেতি (ত্বেনৈবমিতি)।৭

মৎকৃতে (মদর্থে) ত্বয়া মমতাবন্ধোচ্ছেদাৎ (মমতয়া আত্মীয়ত্বরূপয়া) অন্যেষাং (লোকানাং) পিতৃপুত্রাণাং [পিতা চ পুত্রাশ্চ] ভ্রাতৃণাং অপি [পক্ষান্তরে] বিগ্রহঃ (যুদ্ধ) ভবতঃ—"ইমে মদ্ভ্রাতরঃ ইমে মম এব যে যুদ্ধ। ন মে (মম)" ইতি মানিনঃ শত্রুমমতয়াঃ কৃত্বা মৎকৃতে মদর্থং বিনা পরস্পরং যুধি ত্রিয়তে চ।৭-৮

পৃথুঃ, পুরূরবাঃ, গাধিঃ [বিশ্বামিত্রঃ], নহুষঃ, ভরতঃ, অর্জ্জুনঃ

(কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ), মান্ধাতা সগরঃ, রাম্ভঃ [ভরতস্য পুত্রঃ, ঋতু নামকঃ], ষষ্ঠাদঃ, মুদ্গলঃ (মুদ্গলস্য ঋষেরয়ং মৌদ্গলঃ), রঘুঃ, তৃণবিন্দুঃ, বয়াতিঃ, শর্য্যাতিঃ, শন্তনুঃ, গয়ঃ, ভগীরথঃ, কুবলয়াশ্বঃ, ককুৎস্থঃ, নৈষধঃ, নৃগঃ, হিরণ্যকশিপুঃ; বৃত্রঃ, লোকরাবণঃ (লোকরোদনঃ) রাবণঃ (দশাননঃ), নমুচিঃ, শম্বরঃ, ভৌমঃ, বিরোচনসুতঃ, অন্তকঃ অথ যারঃ চ বহবঃ দৈত্যাঃ রাজানঃ যে মম ঈশ্বরাঃ (রাজানঃ) সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ (সর্ব্বজ্ঞাঃ) শূরাঃ. সর্ব্বে সর্ব্বজিতঃ [যদি] অজিতাঃ [আসন্] বিভো (হে পরীক্ষিৎ!) [অতঃ] সর্ব্বজিতঃ (সমস্তান্) যদি ঈশ্বরঃ হন্তা অবর্ত্তন্ত, [কিন্তু] যদা [যে] মদ্ভক্তাশ্চ কথাবশেষাঃ (কথায়ামেব অবশেষঃ যেষাং তে কথাশেষাঃ) হতাঃ।৮-১০

অন্যের মুদ্গলবংশীয় ঋতুপর্ণ (সুহৃৎ!) আমাদের মিত্র ঋতুপর্ণ।৫

যে মুক্তসঙ্গদের (এ স্থলে এই অন্যাবলের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভূমিদেবী কর্ত্তৃক ভূমিদীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে) মহারাজ পরীক্ষিৎ! (শ্রীশুকদেব পৃথিবীর উক্তিই বর্ণন করিতেছেন) মহৎগণ ও মহান্ মুদ্গলগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াই যেমন (একাকী) আসিয়াছিলেন, যেমন (একাকী) চলিয়া গিয়াছেন। ভূমিপুত্র রাজগণ (তথাপি) আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে।৬

আমাকে লাভ করিবার জন্য ভ্রাতৃগণের প্রতি মমতাবন্ধচ্ছিন্ন অন্যান্য পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গেও যুদ্ধ হইয়া থাকে।৭

"যে ভূর্ণ! এই সম্পূর্ণা ভূমি আমারই, তোমার নহে"—এইরূপ বলিয়া মদভিমান আমাকে লাভ করিবার জন্যই স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পরকে হত্যা করিয়া থাকে ও নিজেরাও নিহত হয়।৮

পৃথু, পুরূরবাঃ, গাধি, নহুষ, ভরত, অর্জ্জুনকার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, ষষ্ঠাদ, মুদ্গলঋষি, রঘু, তৃণবিন্দু, বয়াতি, শর্য্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ, হিরণ্যকশিপু; বৃত্র, লোকরাবণকারী রাবণ; নমুচি, শম্বর, ভৌম বলব, বিরোচনপুত্র ও অন্তক এবং অন্যান্য যে সকল আমার অধিপতি দৈত্যগণ ও রাজগণ আমাকে অন্যান্য সমস্ত

কথা ইহাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেষুষাম্।
বিজ্ঞান-বৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥১৩
বত্ত্বমন্ত্রাকৃতকর্মনামভি-
র্ন লক্ষ্যতেঽর্থো যদপীশ্বরঃ স্বয়ম্।
তদ্বৈ বিশুদ্ধং নিগমস্য বাচকং
প্রধানরাজৈরভিধীয়তেঽর্থবৎ ॥১৪

মহাভাগ।
কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ।
বিধমিষ্যন্ত্যুপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে ॥১৬
যুগানি যুগধর্মাংশ্চ মানং প্রলয়-কল্পয়োঃ।
কালস্যেশ্বররূপস্য গতিং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥১৭

শ্রীশুক উবাচ।
কৃতে প্রবর্ত্ততে ধর্মস্তুপাস্তাঽঽত্মৈর্দৃঢ়ব্রতৈঃ।
সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্নৃপ ॥১৮

[ত্র] বিদ্যা। (পরীক্ষিৎ।) পরম্পরা (পরম্পরাক্রমেণ) অধীতানাং বেদানাং কথা বিদ্যায় (বিস্তীর্ণে) স্যাঃ [যঃ] কথাঃ যে (তব পরিষদো) বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া (বিজ্ঞানং বিশেষজ্ঞানম্, বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বিচ্ছা, তয়োঃ বিবক্ষয়া বক্তুমিচ্ছয়া) [প্রকাশীকরণায় এবং যঃ] বাচোবিভূতীঃ (তাঃ বাগ্বিলাসরূপাঃ) [অবোধিনি] ন [(তত্ত্ব) পারমার্থ্যং (পরমার্থভূতং) ন ॥১৩

অতীব (বিশেষেণ) অকলনঃ (ইয়ত্তাশূন্যঃ) যঃ ঈশ্বরোঽকলনাত্মেতি (অবয়বরহিতঃ) প্রসিদ্ধঃ

(তথাপি), তস্য অবতার কর্ম্মভিঃ অধীতানুসারেণ (অধীতা-নুরূপা মহিমা যস্য) তস্য এব (ঈশ্বরস্যাবতার রূপস্য) পরমেশ্বর (বিষ্ণোঃ) পুরাণং ॥১৪

রাজা। (পরীক্ষিৎ) উবাচ।—[যে] মুনয়ঃ তস্মৈ ঈশ্বরায় [পরিষদে] তাঃ তাঃ যেন যেন উপায়েন বিবিধমূর্ত্তি [নানামূর্ত্তি]? তব যে মূর্তি ; [এবং] তথা মুনিভি মুনয়স্যস্য (সনন্দাদিমূর্ত্তিধারিণঃ) মানম্ (পরিমাণম্) ঈশ্বরস্য কালস্য মহাত্মনঃ বিষ্ণোঃ গতিম্ (যে প্রকারেণ) ॥১৬-১৭

পূর্ব্বে যাদের কথিত হয়েছেন এবং যাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, যতি, মহাত্মা ও (অন্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক) অর্চ্চিত ছিলেন, হে বিভো ! তাঁহারা সকলেই অকৃতার্থ হইয়া কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছেন ॥৯-১০

যে (রাজর্ষি-বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ সমর্থ) ছিলা। বিজ্ঞান (বিবিধ বিষয়ের অভিজ্ঞতালাভ) ও (বিষয়) বৈরাগ্য উপদেশ করার অভিপ্রায়ে পৃথিবীতে যাঁহারিগের পূর্ব্বে পরলোকগত সেই মহাপ্রভাবশালী মহাত্মদের চরিত্রকাহিনী আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। (এই সকল চরিত্রকথা যদ্যপি ব্যাসাদির) বাক্যের ঐশ্বর্য্যবশতঃ এই সকল চরিত্রকথা (বৈরাগ্যসাধনের যাহিলেও) মুক্তি-দায়ক অভিপ্রায়রূপ পরমার্থের নাই ॥১৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিখিল অভিজ্ঞতার লাভের অভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পরিষ্টুত (স্তুতি) উপদেশের (পরিচয়কারী) শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল উত্তম ও অমঙ্গলবিনাশক গুণগ্রাম প্রভাব বিস্তৃত ভাবে করিয়াছেন ॥৫

শ্রীমহারাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ মুনিপ্রবর ! কলিকালের ভগবান কি উপায়ে দুষ্টিগ্রাহ কলিকালের দোষ (পাপ)-রাশি বিনষ্ট করিতে পারিবে—সেই সকল বিষয়ের এবং যুগোপযোগী, যুগধর্ম্মসকল, প্রলয় (বিনাশ) ও ভয় (স্থিতি), কালের পরিমাণ, মহাত্মভব শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরমূর্ত্তি কালের গতি আপনি আমায় বিশেষ যথাযথভাবে বর্ণন করুন ॥১৬-১৭

সন্তঃ কামা দৈবাঃ শাস্ত্রা লক্ষ্মাদিসিদ্ধয়ঃ।
আত্মাবাসঃ সমৃদ্ধঃ প্রাকৃতঃ প্রলয়া জয়াঃ ॥১৯
ত্রেতায়াং ধর্মপাদানাং তুর্যাংশো হ্রীয়তে শনৈঃ।
অধর্মপাদৈরনৃত-হিংসা-সন্তোষ-বিগ্রহৈঃ ॥২০
তদা ক্রিয়া-তপোনিষ্ঠা নাতিহিংসা ন লম্পটাঃ।
ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণা ব্রহ্মোত্তরা নৃপ ॥২১

তপঃ-সত্য-দয়া-প্রাণেষর্থং বৃদ্ধতি দ্বাপরে।
বিদ্যাতুর্যৈস্তু হ-দৌর্ভগ্যার্থলক্ষণৈঃ ॥২২
কর্মচিন্নো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ।
আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টা বর্ণাঃ ক্ষত্রবিশোদ্ভবাঃ ॥২৩
কলৌ তু ধর্মহেতূনাং তুর্যাংশোঽধর্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো যত্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥২৪

শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যা।—তত্রাদৌ (তত্রাদৌ-শব্দেন) পদ্মা (স্বাধ্যায়া) পদ্ম ইতে (পদ্মনাল) চতুষ্পাদ (চতুষ্পদযুক্ত) ধর্মরূপ। যে মূল। সত্যং দয়া তপঃ দানম্ [ইতি] বিদ্যতে (বর্ততে) [যস্যাং] সাসৌ (তস্যাং) প্রাণঃ তপসা (তপস্যয়া), দৈবাঃ (বিষ্ণুপ্রসাদাদয়ঃ), শাস্ত্রাঃ [অর্থবিশিষ্ট-অধিকাঃ], লক্ষ্মা (বিবিধবিভূতিবিশিষ্টাঃ), ত্রিভিরূনঃ (তপঃপ্রভৃতিভিঃ) আত্মাবাসঃ [আত্মনি মনসি যে যে], সমৃদ্ধঃ (বর্তমান মুখ্যসম্পত্তিঃ) প্রলয়াঃ আত্মজ্ঞানেনৈব (তপসি) ॥১৮-১৯

ত্রেতায়াং [অনুযুগং সত্তম, ত্রিভাগা ধর্মা অনুযুগমন্যে তপঃ বিদ্যাদয়ঃ যৌগপদ্যেন এবাস্তীতি] অনৃতহিংসাসন্তোষ-বিগ্রহৈঃ (অনৃত মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ, বিগ্রহঃ কলহঃ তৈঃ) অধর্মপাদৈঃ ধর্মপাদানাং (সত্যাদীনাং) তুর্যাংশঃ (চতুর্থভাগঃ) শনৈঃ হ্রীয়তে (ন্যূনতাং) ॥২০

তদা [ত্রেতায়াং] ক্রিয়াতপোনিষ্ঠাঃ [ক্রিয়াসু তপসি চ নিষ্ঠিতাঃ], নাতিহিংসাঃ [প্রায়েণ হিংসাশূন্যাঃ], ন লম্পটাঃ

(ধীমু ন অধ্যাসন্তাঃ), ত্রৈবর্গিকাঃ [ধর্ম, কাম, অর্থ এষ ত্রিবর্গঃ, এতদ্ত্রিবর্গনিষ্ঠাঃ], ত্রয়ীবৃদ্ধাঃ [ত্রয়ী বেদঃ, বেদৈ কৃতা পরিনিষ্ঠাসম্পন্নাদি ইত্যর্থঃ] [প্রধান] যে মূল। বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়ঃ (ব্রাহ্মণাদিবিশেষাঃ) [ভবন্তি] ॥২১

তপঃ-সত্য-দয়া-দানৈঃ (তপঃ, সত্য, দয়া, দান এতৈঃ), তুর্যৈঃ (তুরীয় ভাগৈঃ), ত্রিভিঃ (ত্রিসংখ্যাকৈঃ), ত্রয়ীবৃদ্ধাঃ (ত্রয়ী বেদঃ তৈঃ অধ্যয়নাদিভিঃ) [ভবন্তি] ॥২২

[তদানীং লোকাঃ] কর্মচিন্নঃ (ক্ষুদ্রকর্মাণঃ), মহাশীলাঃ (উদারস্বভাবাঃ), স্বাধ্যায়াধ্যয়নে (বেদাধ্যয়নে রতাঃ) [সন্তি] আঢ্যাঃ (ধনিনঃ), কুটুম্বিনঃ (বহুপরিবারাঃ), হৃষ্টাঃ (প্রমুদিতাঃ) বর্ণাঃ ক্ষত্রবিশোদ্ভবাঃ (ক্ষত্রিয়বৈশ্যবংশ্যাঃ) [ভবন্তি] ॥২৩

কলৌ প্রধানতঃ তুর্যাংশঃ পাদঃ অধর্মহেতুভিঃ [পাপ-কারণৈঃ] এধমানৈঃ [যঃ ক্ষীয়মানঃ] তুল্যমানঃ (চতুর্থ-ভাগঃ) [অবশিষ্টঃ], যঃ [ধর্মঃ] সঃ অপি অন্তে (প্রলয়-কালে) বিনঙ্ক্ষ্যতি (সমূলং নশ্যতি) ॥২৪

তদন্ত তদনন্তর (তদাদি) তপঃপ্রিয় ও তপস্যাবিষ্ট হয়, অতিহিংস্র ও অতিলম্পট দুষ্ট (বিষয়লোলুপ) হয় না এবং বর্ণাদি (বর্ণ, অর্থ, কামরূপ) ত্রিবর্গপরায়ণ, (অন্ত, লাভ ও বহু: রূপ) বেদবিদ্যায় নিপুণ ও ব্রাহ্মণপ্রধান অর্থাৎ ব্রাহ্মণকেই প্রধান করিয়া তদনুসরণে নানাবর্ণাশ্রমাদি নির্বাহকারী অথবা ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়া থাকে ॥২০-২১

ত্রেতা-যুগে অনুযুগের তিন বিদ্যা, অসন্তোষ, বিগ্রহ ও কলহের দ্বারা ধর্মের তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান এই চতুষ্পাদের প্রত্যেকের অর্ধেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন বর্ণ (জাতি)-সমূহ যজ্ঞকারী, সাদুচিত্ত, স্বাধ্যায় (বেদাধিগাধ্যয়নে) প্রভৃত,

অগ্নিঃ হুতা মুখাদাসা বিবিশুঃ শুক্লবৈশ্বিতঃ।
দুর্দশা দুর্নিরীক্ষ্যাস্তে পুরুষাদোময়াঃ প্রজাঃ ॥২৪
পঞ্চ ব্রহ্মস্ব ইতি দৃষ্ট্বা পুরুষে তপাঃ।
কালদষ্টোদিতাংস্তে বৈ পরিবর্তন্ত আত্মনি ॥২৫
এতদর্থঞ্চ ঋষয়ঃ মনো বৃত্তীস্ত্রিসপ্তধা চ।
তথা কৃতযুগং বিদ্যাজ্ জ্ঞানে তপসি যদ্ ভবেৎ ॥২৭

তথা বর্ত্তমানাংস্তে ভক্ষিতবতি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতাযুগোদ্ভূতিরিতি জ্ঞেয়ানি বুদ্ধিমন্ ॥২৮
যদা লোকস্বভাবো যানো যজ্ঞোৎসব সংযুতঃ।
কর্ম্মণাং চাপি কাম্যানাং ব্যাপারঃ তদ্ ভবত্যুত ॥২৯
যদা ত্রয়াত্মকং তত্ত্বং ত্রিধা ত্রিধা বিবর্ত্ততে।
লোকো মোহো ভয়ং লৈক্ষ্যং ন তদিস্তাভবত্ পুনঃ ॥৩০

অগ্নিঃ [অগ্নৌ] প্রক্ষিপ্তঃ [লোকাঃ] পুরুষাঃ, ব্রহ্মযজ্ঞাঃ, বিবিশুঃ- প্রবেশিতাঃ (বিবেশ-ণিচ্-ক্ত-প্রাপ্তিঃ), দুর্দশাঃ, দুর্নিরীক্ষ্যাঃ (দর্শনাযোগ্যাঃ), পুরুষ-লোকাঃ [পুরুষৈঃ পঞ্চভিরাপ্যাঃ] [ভবিষ্যন্তি] ॥২৪

পঞ্চ যজ্ঞা ব্রহ্মঃ ইতি তপাঃ [তপোভিঃ সর্ব্বদিক্] পুরুষে, পুরুষত্ব, যে বৈ (নিশ্চয়) কালদষ্টোদিতাঃ [কালিকাপথচরিতাঃ সন্তঃ] আত্মনি পরিবর্ত্তন্তে ॥২৫

তথা তস্য যজ্ঞ ঋষয়ঃ মনো বৃত্তীস্ত্রিসপ্তধা চ [বৃত্তিঃ ত্রিসপ্তধা] প্রকর্ষণ (প্রতিষ্ঠিতাঃ), তৎ (যদিদং) জ্ঞানে তপসি চ অভিনিবিশ্য, তথা কৃতযুগং (সত্যযুগং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ॥২৭

তথা বর্ত্তমানাংস্তে ভক্ষিতবতি দেহিনাম্ [ ] তদা ত্রেতাযুগোদ্ভূতিঃ (সত্যযুগাৎ) ত্রেতা ইতি জ্ঞেয়ানি ॥২৮

যদা [ত্রেতায়াং] লোকঃ, স্বভাবতঃ, যানঃ, যজ্ঞ যজ্ঞ (এব) (সংযুতা) ভবেৎ তঃ [এতি মুক্তয় ভবিষ্যতি], [লোকাঃ] ভাব্যোনম্ অপি তথাবং [ক্রিয়তে ভবিষ্যতি], তদ যজ্ঞত্বং (যজ্ঞভাবোনয়ং) ব্যাপারঃ [ভবিষ্যতি] ॥২৯

তথা [লোকাঃ] ত্রয়া, ত্রয়াত্মক, ত্রয়া, ত্রিধা, ত্রিধা, বিবর্ত্তন্তে (ভবন্তি), লোকঃ, মোহঃ, ভয়, লৈক্ষ্য (এতিঃ মুক্তয় ভবিষ্যন্তি তদ) ভাবনঃ (অভাবঃ) ভবিঃ পুনঃ ॥৩০

আছে (বিদ্যা ও বিদ্যে বলে) দুষ্টপ্রাণিবধপরিহারবিধিই, দৃষ্টান্ত, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়প্রধান (শ্রৌতের প্রাধান্য) হইয়া থাকে ॥২২-২৩

কিন্তু তপিসমূহ যখন (তখন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে) পাদচতুষ্টয়ের (অর্থাৎ) একচতুর্থাংশের (ক্রমশঃ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (বিদ্যা, হিংসা, অল্পত্বপ্রাপ্ত ও কলহাদি) অবয়বে পাদচতুষ্টয়ের দ্বারা অল্পপ্রাপ্ত হইতে হইতে অল্পত্বপ্রাপ্ত বিদ্যা হইবে। সেই (তপি) কালে অবয়ব লোকী, দুরাচার, নির্দ্দয়, অকারণমত্ত-ভাবাপন্ন, হতভাগ্য, অভিশপ্ত বিদ্যালোভী এবং শূদ্র ও বৈশ্যপ্রধান (মধ্যোত্তম ও প্রাধান্য) হইবে ॥২৪-২৬

পুরুষের (অবয়বের) মধ্যে যখন যজ্ঞ ও তপঃ এই (তিনটী) তত্ত্ব দেখা যায়; আর সেই (তত্ত্বত্রয়) তপি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (হইবের) আত্মায় (মনে) পরিবর্ত্তন লাভ করে ॥২৬

(অবয়বের) মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল যখন সত্যগুণে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সত্যযুগ বলিয়া জানিবেন —যেহেতু তখন জ্ঞান ও তপস্যার প্রতি চিত্ত ধাবিত থাকে ॥২৭

যে বুদ্ধিমন্ মহারাজ। যখন দেহধারী জনগণের কাম্য কর্ম্মসমূহে ও মনে অভিলষিত দেখা যায়, তখন তাহা মহোৎসবপ্রধান ত্রেতাযুগ বলিয়া জানিবেন ॥২৮

যখন যেহি (তখ)-প্রধান লোভ, অহঙ্কার, অভিমান, দর্প ও দাম্ভিকতা এবং কাম্য কর্ম্মসমূহে চিত্ত হয়, তখন যজ্ঞোৎসব ও অন্যোন্যপ্রধান দ্বাপরযুগ বলিয়া জানিবেন ॥২৯

আর যখন জনগণের ছল, বিদ্যা, অল্পতা, হিংসা, বিদ্বেষ, শোক, মোহ, ভয়, দীনতা (দুর্ব্বলতা) আসে, সেই কাল তামস (অন্ধকারময়) কলিকাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥৩০

যস্মাৎ ক্ষুদ্রমূলো বর্ত্তাঃ ক্ষুদ্রকাষ্ঠ্যা অবান্তরাঃ।
তস্মিন্নো বিদুষীনাঞ্চ বৈশিষ্ট্যঞ্চ স্ত্রিয়োঽনয়ীঃ ৪৩
যস্মাৎকৃষ্টা ওষধয়ো যেষাঃ পাষণ্ডবৃত্তিতা।
যাবদ্দিঞ্চ প্রযাজকাঃ স্যুঃ প্রায়ণাদয়ো দ্বিজাঃ ৪৪
অন্যথা যষ্টয়োঽশৌচা ভিন্নকঞ্চ কুটুম্বিনঃ।
ঔপবিষ্টো গ্রামযাজ্য আচার্য্যোঽর্থপরো মৃদাঃ ৪৫

ক্ষুদ্রকাষ্ঠা অবান্তরা ক্ষুদ্রশস্ত্যা ওষধয়ঃ।
পশবঃ ক্ষুদ্রতাদিভ্যস্তৌর্য্যত্রৈকল্পসাধনাঃ ৪৬
পণিস্তিস্তি যৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ।
অন্যাপদেশিনি ব্রহ্মবন্ধৌ বর্ত্তা সাধু-ক্ষুতশিতাম্ ৪৭
পণিং তাবন্তি নির্ঘৃণ্যঃ কৃত্বা অপত্রিলোভনম্।
কৃত্বা বিশ্বাস পশ্চাত্ত যৌনঃ যাজ্যোপজীবিনঃ ৪৮

যস্মাৎ (যস্মাৎহেতোঃ, অতঃ এতাদৃশকারণাৎ) বর্ত্তাঃ ক্ষুদ্রমূলঃ (নীচমূলঃ), ক্ষুদ্রকাষ্ঠ্যাঃ (অল্পকাষ্ঠ্যাঃ), অবান্তরঃ (অপকৃষ্টাঃ), দ্বিজাঃ (অপি) অবিদ্বাংসঃ, স্ত্রিয়ঃ বৈশিষ্ট্যাঃ (যোষাঃ) [অতএব] অনয়ীঃ (অনয়ঃ, অকৌশলাঃ ইত্যর্থঃ), অবনয়ঃ অবনম্রাঃ (অল্পশস্ত্রাঃ), যেষাঃ পাষণ্ডবৃত্তিতা (পাষণ্ডঃ বেদবিরুদ্ধমার্গিঃ যৈঃ বৃত্তিঃ জীবনোপায়ঃ), যাবদ্যাঃ প্রযাজকাঃ (প্রযাজাঃ), দ্বিজাঃ নিত্যকর্ম্মণঃ (নিত্যস্য ঔপকরণস্য), ঔপবিষ্টঃ (প্রাতঃ-যাবকঃ) গ্রামযাজ্যঃ অন্যাঃ (ঔপকরণীয়াঃ গৌণকর্ম্মিকাঃ), মৃদাঃ (কৃপণঃ) ভিন্নকঃ (ভিক্ষাজীবিনঃ, ন খলু ভিন্নকাদয়ঃ ইতি ভাবঃ), ভগবিদঃ (বক্ষ ছিন্না) গ্রামযাজ্যাঃ (অন্নার্থমিত্যঃ), ভ্রাতৃব্যঃ (শত্রুঃ) অর্থপরমুখাঃ (অন্তর্ধা অন্নার্থমিত্যঃ) [ভবন্তি] ৪৬-৪৯

[অধিকারকারিণঃ] ব্রহ্মবন্ধুঃ (মূর্খব্রাহ্মণঃ), অন্যাপদেশী (অন্য ছদ্মনা), কৃপণস্যাঃ (অল্পস্বভাবঃ), পশবঃ (অল্পশস্ত্রাঃ), পণিঃ (ব্যবহারঃ), ক্ষুদ্রাঃ (অল্পাঃ), কিরাটাঃ (ধনিনঃ) [অন্যায়েন ধনগ্রহণে ধূর্তাঃ], [অর্থে সত্যঃ] অন্যাপদেশিনি অপি (আত্মানম্ অন্যরূপিণম্ অপি, আত্মানং ধনিনম্ ঔপকরণিকং বাজমানমেবমি ভাবঃ) ক্ষুদ্রা নিত্যাঃ (নিত্যিকাঃ) বাজে বৃত্তি সাধু মন্যতে ৪৭

[সতঃ] নির্ঘৃণঃ (নির্দয়ঃ) পণিং (ব্যবহারং), কৃত্বা অপত্রিলোভনম্ (অপত্রিলোভনম্) পণিং (ব্যবহারং), পশ্চাৎ যৌনঃ (কুলসম্বন্ধাৎ, কুলকর্ম্মণি ভাবঃ) বিশ্বাস (বোষাদিনা ঔপকরণে অনন্তরং) কৃত্বা তাবন্তি (ভবন্তি), [যোষাদিনা] অনন্তরিণঃ (ঔপকরণাৎ) এব [ভবন্তি] ৪৮

যেই (তৃতীয় প্রকারে) ক্ষুদ্রমূলঃ ক্ষুদ্রকাষ্ঠ নীচ (অল্পবিষয়ে) বুদ্ধিসম্পন্ন, অল্পশস্ত্রযুক্ত, অধিক ভোজনশীল, (ভোগ্য বিষয়ে) কাতর, ক্রয়ের দ্বারা যাহার এবং (সহী) ইন্দ্রিয়গণও অসংযমের অধিন হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে ৪৩

(তৃতীয় প্রকারে) ওষধয় (গোধূমাদয়-গ্রাম্য-ক্ষুদ্র শস্যপ্রকার, বেদবহুল (বর্ষাকালী) পাষণ্ডগণ কর্তৃক দূষিত, যাজকগণ প্রয়াজোপযোগকারী ও গ্রামযাজগণ নিত্য (কাম্য)-পশুযাগ ও উপকরণযুক্ত হইবে। ব্রহ্মবন্ধুগণ ব্রত ও শৌচবিহীন, কৃপণগণ ভিক্ষাজীবী, ঔপবিষ্টগণ গ্রামযাজী ও অন্যান্যগণ অন্যান্য অর্থলোভী হইবেন ৪৪-৪৯

(এই তৃতীয় প্রকারে ফলবিচার) ধর্ম্মাকৃতি, অন্যায়ে ভোজনকারিণী, বহুসন্তানবতী, নির্লজ্জা, সতত কটুভাষিণী, চৌর্য্য, বঞ্চনা ও মূলাহরণপরায়ণা হইবে ৪৫

(তৃতীয় প্রকারে) নীচাশয় ও প্রবঞ্চক ব্যক্তিগণই ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্য করিবে। অধিক কি, আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও বহুপ্রকার নিন্দিত কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকে উদ্যমশীল দেখিতে পাওয়া যাইবে ৪৬

(তৃতীয়কালে) প্রভু সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিলেও বলবান হইয়া পড়িলে ক্ষুদ্রকায় কুলসম্বন্ধাদিতে সেই প্রভুকে পরিত্যাগ করিবে এবং প্রভুগণও বিপদ

পিতৃব্যান্ বৃদ্ধমাতৃলান্ ভ্রাতৃংশ্চ দ্বিজা লৌকিকসৌহৃদাঃ।
নক্তং স্নাত্বাপসব্যাঃ স্যুঃ শ্রৈষ্ঠ্যঃ অন্যে নরাঃ ৪৩৭
শূদ্রাঃ প্রতিপ্রহিণ্ডি তৎসোদকেনাপরাহ্ণিকঃ।
বর্ষং বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ষা অর্ধমেতাঃ ক্রমাদমূন্ ৪৩৮
নিত্যমুদ্বিবহেদ্বন্ধূন্ দুষ্কিতব্রতচর্যিতাঃ।
নিত্যং দুষ্কৃতলে রাজন্নাদৃষ্টিরাদুষ্যতঃ ৪৩৯

বাসোদ্বয়ং বসানস্তদ্ব্যবহারান্ কুলৈঃ।
হীনাঃ পিণ্ডাচমর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ ৪৪০
অন্যে ত্বাকিঞ্চনেভ্যশ্চ দত্ত্বা বিত্তং যথাবিধি।
ব্যাকাঙ্ক্ষন্তি চ শ্রিয়ান্ প্রাণান্ ধনিষ্ঠন্তি যথাবলম্ ৪৪১
ন চৈকস্তান্ অনুজ্ঞাতঃ দুষ্যেদ্ধি পিতরাবপি।
পুত্রান্ অর্ধাংক্ত কুলতঃ কুর্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ৪৪২

অন্যে লৌকিকসৌহৃদাঃ (লৌকিকঃ প্রত্যক্ষবিষিক্ত সৌহৃদ যেষাং তে) দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) পিতৃব্যান্ (পিতৃঃ ভ্রাতৃন্) বৃদ্ধমাতৃলান্ (বয়সা জ্ঞানেন বা বৃদ্ধান্ মাতৃলান্) ভ্রাতৃংশ্চ (জ্যেষ্ঠান্ ভ্রাতৃন্) দ্বিজা (ব্রাহ্মণাঃ) নক্তং স্নাত্বাপসব্যাঃ (নক্তং রাত্রৌ ভোজনাৎ পূর্বং, প্রাণায় স্নাত্বা যৈঃ তে অপসব্যাঃ অপ্রাচীনবীতিনঃ তে তথা) [ভবিষ্যন্তি] ॥৪৩৭

প্রাগ্বংশাশ্চাকীর্তিতাঃ (অনভিহিতাশ্চ পৌর্বপর্যিকাঃ) পুত্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি (প্রতিগ্রহং করিষ্যন্তি)। অপরাহ্ণঃ (অপরাহ্ণীনাঃ) ঔর্ধ্বদেহিকম্ (দেহোদ্ধরণাদনন্তরং) ভবিষ্যতি ইতি শেষঃ ॥৪৩৮

যে ত্বন্যে [দুষ্কৃতে নিত্যং (অনবরতং যত্র) অনাদৃষ্টিরনাদৃষ্টাঃ (অনাদৃষ্টিঃ অবিচারিতত্বং) দুষ্কিতব্রতচর্যিতাঃ (অধর্মাচরণাঃ কৃতাঃ)], (রাজন্) নিত্যম্ ঔদ্বিবহেয়ুঃ (যোনিসম্বন্ধং) ভবিষ্যন্তি ॥৪৩৯

বাসোদ্বয়ং বসানঃ (পিতামহপ্রপিতামহবাসোদ্বয়ং ধৃতবান্) [অন্যেন] কুলেন (হীনাচারেণ) ব্যবহারঃ (ব্যবহারঃ) কর্তব্যো (ন্যায্যঃ) [যেষাং] তে (তাদৃশাঃ) হীনাঃ পিণ্ডাচমর্ণাঃ (পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ) ভবিষ্যন্তি ॥৪০

অন্যে ত্বাকিঞ্চনেভ্যঃ (নিঃস্বনিঃসম্বন্ধেভ্যঃ) যদি [অকিঞ্চনেভ্যঃ] অর্থং (নিজীয়ং) বিত্তং (ধৈর্যং ধনং) দত্ত্বা (সংকল্পপূর্বং) ব্যাকাঙ্ক্ষন্তি (পরিত্যক্তং সৌহৃদমনুবর্তন্তে) শ্রিয়ান্ প্রাণান্ ব্যাকাঙ্ক্ষি, যথাবলম্ যদি প্রাণান্ ধনিষ্ঠন্তি (আত্মবশান্ ভবিষ্যন্তি) ॥৪১

পিতোদকক্রিয়াঃ (পিতরাবুদ্দিশ্য ক্রিয়াঃ) [অন্যেন] কুলেন (হীনাচারেণ) যজমানঃ (কর্তা) [যদি] পিতরৌ (জনকৌ) পুত্রান্ কুলতঃ (সংকুলজাতান্) অপরাহ্ণ ও ন ধনিষ্ঠন্তি ॥৪২

কুলক্রমাগত কৃত্যকে এবং (পুত্রেষু) কুলজাতে অসমর্থ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিবে ॥৩৬

কলিকালে ব্রহ্মক্ষেত্রবিরুদ্ধ (ব্যক্তিরা) সৌহার্দ্যভাবাপন্ন (ভাষ্যার ভগিনী, ভ্রাতা প্রভৃতি), ভ্রাতৃবীতৃষ্ণ ও বীতরাগ মাতুলগণ পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানী ও জ্ঞানবৃদ্ধের মহিত পরমর্ষি করিবে ॥৩৭

(কলিযুগে) জ্যেষ্ঠের বেশ ধারণ করিয়া পুত্রগণ প্রাণ ধারণ করিবে। আর অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহার আসনে অধিরূঢ় হইয়া যথেচ্ছভাবে উপভোগ করিবে ॥৩৮

হে অন্যায়ত (পরীক্ষিৎ)! (কলিকালে) পৃথিবী (রাজ) অরক্ষিতা হইয়া পড়িলে অনাবৃষ্টির ভয়ে রাজার প্রজাগণ সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত এবং দুষ্কিত ও রাজভয়ে নিপীড়িত হইবে ॥৩৯

কলিকালে বস্ত্র, অন্ন, পান, শয্যা, পত্নীসুখ, স্নান, ভূষণাদি ভোগে ব্যক্তির প্রত্যহ পিতামহের ন্যায় (অত্যন্তাদর বুদ্ধিতে) যত্নবানযোগ্য (পিশাচাকৃতি) হইবে ॥৪০

কলিযুগে প্রায় পাঁচগণ্ডা ব্যক্তির অন্যত্র যাহাদের কিছুই করিয়া পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য (এমন কি) নিজের প্রাণকেও পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও ত্যাগ করিবে ॥৪১

শ্রীঅপ্রবৃত্তিসম্পন্ন পিতামাতাগণও মন্দকুলজাত (কলিকালে) স্বীয় পিতামাতাকে, পুত্রগণকে এবং সদ্বংশজাতা পত্নীকেও ত্যাগ (পালন) করিবে না ॥৪২

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহাভাগা দ্রমিড়েষু চ ভূরিশঃ ॥৩৮
তাম্রপর্ণী নদী যেষু কৃতমালা পয়স্বিনী ।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥৩৯
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর ।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥৪০
দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
নারায়ণং নিষ্কপটং পশুঃ ॥৪১
শ্রুতঃ সংকীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা ।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎপদ্মো হ্যসতাং সতাম্ ॥৪২
যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্ ।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥৪৩
বিজ্ঞানভাস্বদ্বপুষে ভগবতে নারদায় নারায়ণায়ঋষয়ে নরায়
তীব্রাদ্রিকোদ্বরণসংযমনায় তস্মৈ
ব্যাসায় তত্ত্বনিধয়ে পরমাত্মনে নঃ ।
যো বা ইহাস্ত ভগবান্ প্রণতানুরাগ-
বীর্যাবিকুণ্ঠযশসঃ কুরুতে কৃতার্থান্ ॥৪৪

[৩৮] কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ (নারায়ণে পরিনিষ্ঠা যেষাং তে তথোক্তাঃ ভবিষ্যন্তি ইত্যর্থঃ) ক্বচিৎ ক্বচিৎ দৈবাৎ (যত্র তত্র ইত্যর্থঃ) দ্রমিড়েষু চ ভূরিশঃ (বহুষু দেশেষু) [৩৯] তাম্রপর্ণী (তাম্রপর্ণীতি) নদী যেষু (যেষু দেশেষু) কৃতমালা (কৃতমালেতি) পয়স্বিনী (পয়ঃ প্রশস্তং বিদ্যতে যস্যাং সা) কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী (কাবেরী নাম মহানদী) [৪০] হে মনুজেশ্বর (হে রাজন্) যে মনুজা (মানবাঃ) তাসাং (তাম্রপর্ণ্যাদীনাং) জলং পিবন্তি (সেবন্তে) তে প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবে অমলাশয়াঃ (নির্মলচিত্তা ভবন্তি) [৪১] দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৄণাং (দেবর্ষীণাং ভূতানাং আপ্তানাং নৃণাং পিতৄণাং চ) ন কিঙ্করো (ন ভৃত্যঃ) নায়ং ঋণী চ (ন ঋণবান্ চ) রাজন্ (হে রাজন্) সর্বাত্মনা (সর্বভাবেন) যঃ শরণ্যং (সর্বরক্ষকং) নারায়ণং (নারায়ণাখ্যং) নিষ্কপটং (নির্মলং) শরণং (আশ্রয়ং) প্রপন্নঃ (প্রাপ্তঃ) [৪২] শ্রুতঃ (শ্রবণেন) সংকীর্তিতঃ (সম্যক্ কীর্তনেন) ধ্যাতঃ (মনসা চিন্তিতঃ) পূজিতঃ (অর্চিতঃ) আদৃতঃ (সৎকৃতঃ) অপি বা নৃণাং (মনুষ্যাণাং) ভগবান্ হৃৎপদ্মঃ (হৃদয়স্থঃ) অসতাং (অসাধূনাং) সতাং (সাধূনাং) ধুনোতি (ধ্বংসয়তি) [৪৩] যথা হেম্নি স্থিতঃ বহ্নিঃ (অগ্নিঃ) দুর্বর্ণং (মলিনং) ধাতুজং (ধাতুসম্ভবং) হন্তি (নাশয়তি) এবং আত্মগতঃ (হৃদয়স্থঃ) বিষ্ণুঃ যোগিনাং (ভক্তিযোগিনাং) অশুভাশয়ং (অশুভচিত্তং) হন্তি (নাশয়তি) ।৪১

হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ) ! কলিযুগে মহাত্মাগণ (ভক্তগণ) সর্বত্র নারায়ণপরায়ণ হইবেন, কোথাও বা (কদাচিৎ) ত্রৈলোক্যাধিপতিবিষ্ণুর যাঁহারা পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া থাকেন, তাহাদের সেই পরমভক্ত ভগবান্ অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)কে প্রায়শঃ পূজা করিবে না ।৩৮

দ্রমিড়দেশ বিপুল, পবিত্র, মহিমময় ও অবশ হইয়াও পুনঃ যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে ঘর্ম-(কলুষের) রূপ প্রতিবন্ধক হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তমগতি লাভ করিয়া থাকে, কলিকালে মানুষ তাঁহার (সেই ভগবান্ অচ্যুতের) পূজা করিবে না ।৩৯

ভগবান্ পুরুষোত্তম (কৃষ্ণ) ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক (ভক্তদত্ত আহারাদি) গ্রহণ (করিলে ও প্রণত), (অর্পিত) স্তোত্র (স্তবন), ও চিত্ত (মানসিকাদি ক্রিয়া) সমূহদ্বারা কলিকাল (কলুষ) সমূহদ্বারা সমূহ পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন ।৪০

মহাত্মগণ ভগবানের (নাম) শ্রবণ, সংকীর্তন, চিন্তন ও পূজনে তাঁহাকে সমাদর করিলে তিনি তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান পূর্বক বহু জন্মের সঞ্চিত (সঞ্চিত) পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন ।৪২

অগ্নি যেমন স্বর্ণে অবস্থিত হইয়া সেই স্বর্ণে (সোনা) যে (তামা প্রভৃতি) ধাতু (মিশ্রণ) জন্য মালিন্যাদি দোষ নষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ (ভগবান্) বিষ্ণু আত্ম (চিত্ত)স্থ হইয়া যোগিগণের অশুভ বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন ।৪৩

ভগবান্ অনন্ত হৃদয়ে অবস্থান করিলে অন্তরাত্মা

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সুখ কেশবম্ ।
শ্রিয়মন্বো হ্যবস্তিতমন্বো যাসি পরাং গতিম্ ॥৪৯
শ্রিয়মাত্যন্তিকীমন্বো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ।
আত্মভাবং নয়ত্যাশু সর্বাত্মা সর্বসংশ্রয়ঃ ॥৫০
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥৫১

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥৫২

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পাদ্মসংহায়াং
সহিতায়াং বৈষ্ণবীয়ায়াং বাসনাখণ্ডে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

তস্মাৎ ইত্যাদি অন্বয়ঃ হরিম্ (সর্বং) অন্বয়াদ্ যস্মাৎ অত্যন্ত-ওদ্ধি নরেণ, [তস্মাৎ] বিদ্যা-তপঃ-প্রাণ-নিয়াম-ইন্দ্রিয়-ঔর্ধ্বদৈহিকধর্মকর্মাদিভিঃ (বিদ্যা বেদোপাসনা, তপঃ, প্রাণ-নিয়ামঃ প্রাণায়ামঃ, ইন্দ্রিয়ঃ ঔর্ধ্বাভিধেয়ঃ ঔর্ধ্বাস্য, ব্রহ্ম, হংস, ধ্যান ইত্যাদি ভৈঃ) [ন নরেণ], [যৎ] যাস্যন্তি । তস্মাৎ সর্বাত্মনা অবধিঃ (সর্বং) কেশবং হরিম্ সুখ, তস্মা (তস্মাদ্ধেতোঃ) শ্রিয়মাণঃ নরাঃ (মনুষ্যাঃ) [যৎ] যাসি যি ॥৪৮-৪৯

অথ (যে রাজন্) । শ্রিয়মাণঃ অভিপ্রয়াণঃ (প্রয়াণ নরাঃ) [যৎ] সর্বাত্মা সর্বাশ্রয়ঃ ভগবান্ পরমেশ্বরঃ [তম্]

আত্মভাবং (পরমস্বরূপতাম্, পরম পরিপ্রাপ্তি) নয়তি (প্রাপয়তি) ॥৫০

[যে] রাজন্ । দোষনিধেঃ (সর্বদোষাকরস্য) অস্য কলেঃ একঃ মহান্ গুণঃ অস্তি, কৃষ্ণস্য কীর্তনাৎ এব [যস্মাৎ] মুক্তসঙ্গঃ (ছিন্ন-সংসারঃ) পরমপ্রাপ্তং ব্রহ্মঃ [প্রাপ্নুয়াৎ] ॥৫১

কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ যৎ, ত্রেতায়াং মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) যজতঃ [যৎ], দ্বাপরে পরিচর্যায়াং (দেবতায়াং) [যৎ], তৎ কলৌ হরিকীর্তনাৎ [তৎ তৎ সর্বং লভতে] ॥৫২

ইতি বাসনাখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

(মুক্তঃ) হেতুর অত্যন্ত পবিত্রতা লাভ করে, আত্মাধারন, তপস্যা (বর্ণাশ্রমধর্ম পরিপালন), প্রাণ-নিয়োধ, (সর্বজীবে সমান ব্যবহার) মৈত্রী, (মনাদি) ঔর্ধ্বগতি, ব্রহ্ম, ধ্যান ও হংসের ধারণা অভ্যাস (যত্নঃ) মোক্ষলাভ নিষ্প্রতি লাভ করে না ॥৪৮

অতএব মহারাজ । আপনি সর্বাত্মভাবে (ভগবান্) কেশবকে হৃদয়ে ধারণ করুন, যেহেতু স্থিরচিত্ত ব্যক্তিও ভগবানে মনোনিবেশ করিয়া তাহার ফলে উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৪৯

মহারাজ । সর্বাত্মা (সকলের আত্মস্বরূপ) সকলের আশ্রয় ভগবান্ পরমেশ্বর মুক্তপ্রায় ব্যক্তির ধ্যানের বিষয় হইয়াও তাহাদিগকে নিজ সাযুজ্য (সাযুজ্য ও মুক্তি) ভাব প্রদান করিয়া থাকেন ॥৫০

হে রাজন্ । দোষনিধি (দোষসমূহের আকর) কলিযুগের একটী মহান্ গুণ আছে যে, (কলিযুগে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (নাম) সংকীর্তনের ফলেই (জীব) সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৫১

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানকারী ব্যক্তি যে ফল লাভ করিতে পারেন, ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর যজ্ঞাধিকারী ব্যক্তি যে ফল লাভ করিতে পারেন, দ্বাপরযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর পরিচর্যায় দেবতার যে ফল লাভ হইতে পারে, কলিযুগে একবার হরিনাম সংকীর্তনেই সেই সমস্ত ফলই লাভ হইয়া থাকে ॥৫২

শ্রীনারদীয়মহাপুরাণান্তর্গত পাদ্মসংহিতা সহিতা শ্রীবৈষ্ণবসংহিতা-মহাপুরাণের
বাসনা-খণ্ডে শ্রীরাঘবেন্দ্রনাথরাজাস্থানীয়-কৃষ্ণ কৃতীয়
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

[সংহারকালস্য স্থিতিকালস্য চ পরিমাণম্, প্রলয়ানাঞ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীগুরুরুবাচ।

কালস্য পরমাণাদিপরার্দ্ধান্তোঽবিনশ্বরঃ।
কথিতো মুনয়ো যঃ স্যাৎ কল্প-সংহারয়োরপি ॥১

চতুর্মুখস্যাহঃ যঃ ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
স কল্পো যত্র মন্বন্তরচতুর্দ্দশ বিধীয়তে ॥২

তত্রান্তে প্রলয়স্তাবান্ রাত্রৌ রাত্রিপ্রমাণতঃ।
ত্রয়ো লোকা ইমে যত্র ভবন্তে প্রলয়ায় বৈ ॥৩

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃট্।
শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ ॥৪

দ্বিপরার্দ্ধে ব্যতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত ভবন্তে প্রলয়ায় বৈ ॥৫

এষ প্রাকৃতিকো যাবদ্ প্রলয়ো যত্র যাতি তে।
অনন্তকোষসংঘাতো বিধাতা উপসাদিতে ॥৬

অন্বয়ঃ

[যে] মুনে (পরিক্ষিৎ)। পরমাণাদিঃ (পরমঃ অণুঃ, অতিশয় ক্ষুদ্রঃ, সঃ আদিঃ, পরমাণুরেবেত্যর্থঃ) দ্বিপরার্দ্ধান্তঃ (দ্বিপরার্দ্ধঃ অবধিঃ যস্য সঃ) [সঃ] কালঃ যে [যঃ] কথিতঃ, অয়ং (অবয়বঃ) কল্পস্য (ব্রহ্মণঃ দিনস্য) অপি ॥১

[যে] দিনং যস্য। চতুর্দ্দশ (চতুর্দ্দশসংখ্যকাঃ) মন্বন্তরাঃ যত্র (কল্পে) বিধীয়ন্তে, সঃ কল্পঃ, যত্র (কল্পে) তাবান্ (তাবৎপরিমিতঃ) ॥২

তত্রান্তে (কল্পাবসানে) প্রলয়ঃ (ভবতি)। [যথা চতুর্মুখস্য ব্রহ্মণো দিনং] তাবান্ (চতুর্দ্দশমন্বন্তরপরিমাণঃ কালঃ) রাত্রৌ রাত্রিঃ ইবেত্যর্থঃ, যত্র (ব্রহ্মদিনান্তে) ইমে ত্রয়ঃ লোকাঃ ভূরাদয়ঃ প্রলয়ায় ভবন্তে ॥৩

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃট্ (বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মেত্যর্থঃ) বিশ্বং আত্মসাৎ কৃত্বা (স্বস্মিন্ লীনমিত্যর্থঃ) অনন্তসংজ্ঞঃ (অনন্তশব্দবাচ্যঃ) শেতে ॥৪

পরমেষ্ঠিনঃ ব্রহ্মণঃ দ্বিপরার্দ্ধে অতিক্রান্তে তদা সপ্তপ্রকৃতয়ঃ [অব্যক্তমহদহঙ্কারাদি] প্রলয়ায় ভবন্তে। যত্র [যেষু] ভবন্তে (উপসাদিতে ভবতি) [যথা ব্রহ্মণঃ প্রলয়কালে] অনন্তঃ [সমূহঃ] অণ্ডকোষাণাং (ব্রহ্মাণ্ডানাং) যঃ (সমাহারঃ) পৌরুষঃ (পুরুষসম্বন্ধী ভবতি) [সঃ] বিধাতৃ (সর্গকর্ত্তৃ) ব্রহ্মাপি এষঃ আত্যন্তিকঃ প্রলয়ঃ ॥৫-৬

চতুর্থ অধ্যায়।

(সংহার কাল ও স্থিতিকালের পরিমাণ এবং কালের অতি ক্ষুদ্রতার পূর্ব্বার্দ্ধের প্রশ্নের উত্তরে প্রলয়াদি বর্ণন।)

শ্রীগুরুদেব বলিতেছিলেন পরমাণুতে যাহার আরম্ভ এবং পরার্দ্ধে যাহার শেষ, সেই কাল (তুমি) (তৃতীয়স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে) আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি। তুমিও পরিমাণও বলিয়াছি। এখন আমি স্থিতি ও সংহারকালের পরিমাণ শ্রবণ করুন।১

যে মহাত্মাদিগের চারিহাজার যুগ ব্রহ্মার একদিন বলিয়া কথিত হয়, তাহাই (আমার) এক কল্প এই এক কল্পে (ক্রমে ক্রমে) চৌদ্দজন মনু (উদয়) হইয়া থাকেন।২

(প্রলয় চারি প্রকার—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক ও নিত্য। এখানে নৈমিত্তিক প্রলয়ের কথা বলা হইতেছে) (এই চারিহাজার যুগপরিমিত) ব্রহ্মার একদিনের অবসানে সেই (চারি হাজার যুগ) পরিমাণ প্রলয়কাল; তাহাই প্রলয় এক রাত্রি বলিয়া কথিত হয়; সেই রাত্রিতে এই (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) লোকত্রয় প্রলয়ে বিলয় পায়। ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয় নামে কথিত। এই (প্রলয়) কালে বিশ্বকে নিজ অঙ্গে উপসংহার করিয়া বিশ্বস্রষ্টা (নারায়ণ) অনন্ত (শেষনাগ) শয্যায় শয়ন করেন; ব্রহ্মাও তাহাকে শয়ন করেন।৩-৪

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার (পরমায়ু) দুই পরার্দ্ধকাল

পর্জন্য: পত্রবর্ষাণি ভূমৌ বাতম্ ন বর্ষতি।
তদা বিনষ্টে ভূতানাং ব্রহ্মণাগা: ভূবাদিতা:।
অন্ন বাতবি শব্দেন ভাবশোষক্রতা: প্রজা: ॥৭
সমুদ্রা ভৈরিক: ভৌম: তদ: সাংবর্তকো রবি:।
বর্ষিষ্যতি পিবতে ঘোরো দর্বং নৈব বিমুঞ্চতি ॥৮
ততঃ সংবর্তকো বহ্নি: সর্বলোকপ্রদাহিক:।
সপ্তার্চিরুল্বণো ভূত্বা ভূবিবরানথ ॥৯

উপর্যধঃ সপ্তরশ্মি বিশাখির্বহি-সূর্যয়ো:।
দহ্যমান: বিলাত্যন্ত: সঙ্কর্ষণমুখোদ্গতম্ ॥১০
ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্।
পরা সাংবর্তকো বাতি ভূত্বা খং রজসাবৃতম্ ॥১১
ততো মেঘকুলান্যুগ্র চিত্রবর্ণান্যনেকশ:।
শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি তদা সম্বর্তনাদ্ভ ॥১২

---

[৫] তদা। [তদা:] পর্জন্য: (মেঘ:) শতবর্ষাণি [বাবৎ] ভূমৌ (ভূতলে) ন বর্ষতি [বৃষ্টি ন করিবেন], তদা বিনষ্টে (অন্নাভাবে) ভূতানি (প্রাণিগণ) ব্রহ্মণাগা: [অত্যন্ত] উদ্বেজিত: ভবিষ্যন্তি [ইতি শেষ:] ভূবাদিতা: (ক্ষুধার্ত:) ভবন্ত: ভবিষ্যন্তি ॥৭

সংবর্তক: রবি: (প্রলয়সূর্য:) ভৈরৈ: রশ্মিভি: (প্রখর কিরণৈ:) সমুদ্রা ভবন্ [সমুদ্রান্] ভৌম (ভূমিজাতান্) ভৈরিক (ভয়ঙ্কর) রূপং বিদধৎ (ধারণ করিয়া) [বিশুষ্কান্ করিবে] ন বিমুঞ্চতি (ন ত্যজতি) ॥৮

ততঃ সংবর্তনামকি: (প্রলয়কালীনবহ্নি:) সংবর্তক: বহ্নি: (প্রলয়াগ্নি:) অতিদহনশীল: (অত্যন্তদাহক: সন্) ভূত্বা (ভৈরিকরণাকর্ষণং পরিহিতম্) ভূবিবরান্ পাতালানি স্বয়ং [দহতি] ॥৯

বহ্নিসপ্তরশ্মা: (বহ্নে: সপ্তরশ্ম:) বিশাখি: (বায়বি:) উপর্যধঃ সমন্তাদ্দহ্যমান: অন্ত: (ভূগর্ভে) সঙ্কর্ষণমুখোদ্গতম্ বিলাতি ॥১০

ততঃ পরা প্রচণ্ড: পবন: (প্রলয়বায়ু:) বর্ষাণাম্ অধিকং শতং বিভিন্নবিধবর্ষাণি (বাবৎ) বাতি, [তদা] রজসা ধূলিনা বা (আকাশং) বৃত: (ধূসরবর্ণ:) [ভবিষ্যতি] ॥১১

অথ (৫ তদনন্তর) ততঃ আকাশস্থা: চিত্রবর্ণা: (বিচিত্রবর্ণযুক্তা:) মেঘকুলানি (মেঘসমূহা:) শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি, তদানীম্ (তৎকালে) [সর্বে] জলে নিমজ্জিষ্যন্তি ॥১২

অতীত হইলে তখন (মহৎ, আকাশ ও পাতালস্থ ভিন্নি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সূক্ষ্মতন্মাত্র) নাম প্রকৃতির প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মহাভূত: যাহাই প্রাকৃতিক প্রলয় নামে অভিহিত হয়। এই প্রাকৃতিক প্রলয়ে কালবিনাশের কারণ (বিস্তার) উপস্থাপিত করিলে উক্ত মহদাদি সাতটী প্রকৃতির (সংঘাত) ক্রমবিলয় প্রকাশ (ক্রোড) মূল প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় ॥৫-৬

হে রাজন্! (এই প্রাকৃতিক প্রলয়কালে) তখন মেঘ পৃথিবীতে একশত বৎসর বর্ষণ করে না। তখন সেই অবশীন পৃথিবীর জলবর্জিত ঔদ্ভিদিক প্রলয় সূচনা করিয়া পরমেশ্বরের তখন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় ॥৭

তখন (প্রলয়কালের) সংবর্তক (নামক) সূর্য্য ভীষণ কিরণসমূহের দ্বারা সমুদ্রস্থিত, পর্বতস্থিত ও পৃথিবীস্থিত সমস্ত জল (আকর্ষণ দ্বারা) পান করিয়া ফেলেন—তাহাতে ধরণী (ভূমি) শুষ্ক হয়েন না ॥৮

তাহার পর সঙ্কর্ষণদেবের মুখ হইতে উত্থিত সংবর্তক নামক (প্রলয়কালের) অগ্নি বায়ুবেগে উত্থিত (প্রজ্বলিত) হইয়া (সূর্য্যের রশ্মিকর্ষণে প্রধাবিত) ভূমি (নিম্নলোকস্থ) পাতালসমূহকে ভস্ম করিয়া থাকে ॥৯

তখন উপরে, নীচে ও চতুর্দ্দিকে অগ্নি ও সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যোগনিদ্রিতের ন্যায় প্রকাশ পায় ॥১০

তাহার অত্যন্ত বেগবান্ (প্রলয়কালীন) সংবর্তক নামক প্রচণ্ড বায়ু একশতবর্ষেরও অধিককাল প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহাতে আকাশ ধূলির

তত এবোদ্ভবঃ বিশ্বঃ ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্তদা ॥১৩
তদা সুপ্তেবিতত্তস্থে প্রলয়ার্ণব উল্বণে।
প্রবৃদ্ধস্য তু পৃথিবী প্রলয়ায় যদভবে ॥১৪
অপাং প্রবৃদ্ধবেগানাং লীয়তেঽথ নীরসাঃ।
প্রবৃদ্ধে তেজসে রূপং হারত্তদ্রবিণং তদা ॥১৫
লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্।
স বৈ বিশতি খং রাজংস্তন্মাত্রগ্রস নক্ষমঃ ॥১৬

পরং প্রবিশতি ক্ষুব্ধাদ্বিভক্তগুণ লীয়তে।
তৈজসস্যেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবাঃ বৈকারিকো বিভুঃ ॥১৭
যদা এবমসৌ দ্রষ্টা ত্রয়াণাং লক্ষণক্ষয়ম্।
প্রপদ্যতেঽচিরাদ্রাজন্ তদাত্মানমনশ্বরম্ ॥১৮
ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ।
অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্ ॥১৯

তদা ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ (ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহবান্) বিশ্ব এবোদ্ভবঃ (জন্মবান্) [জায়তে] এব উৎপন্নো ভবতি) আসীৎ সুপ্তে সংহৃতে সতি। প্রলয়ার্ণবে [প্রলয়ঃ এব অর্ণবঃ তস্মিন্ সতি] পৃথিবীসম্বন্ধিনাং (অবান্তরপ্রলয়কর্তৃকঃ) প্রলয়ে ॥১৩-১৪

অথো [তেজঃ] অপাং গুণং [গ্রসতে, অতএব আপঃ] নীরসাঃ (সন্তঃ) [তেজসি আলীয়ন্তে, [বিনাশমেব লভন্তে]। যদা তু তেজঃ গুণং গ্রসতে, তদা তদ্বিশিষ্টা (গুণবিশিষ্টা) তেজঃ অগ্নিরূপ লীয়তে, তেজোঽপি তদ্গুণ বা (আকাশস্য)

প্রলয়ে, [যে) রাজন্! যঃ পরঃ স বিশতি, যতঃ ক্ষুব্ধাদ্বি (তামসাহঙ্কারাৎ) প্রথমঃ (আকাশঃ) তস্য গুণং গ্রসতি, যতঃ যস্য (আকাশস্যাহঙ্কারস্য) অক্ষমীভবে, তৈজসঃ (তৈজসাহঙ্কারাৎ) ইন্দ্রিয়াণি [প্রবিশতি], অথ (যে পরীক্ষিৎ) বৈকারিকঃ [সাত্ত্বিকাহঙ্কারঃ] দেবান্ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবান্) তদীয় (ক্ষুব্ধাদ্বিজ্ঞ সহ) [প্রবিশতি], যস্মাৎ অয়মাত্মা ক্ষুব্ধাদি, সমস্তস্য জগতঃ (আত্মা) [ভবতি], [যে) রাজন্! অয়মাত্মা (প্রসিদ্ধো জীবঃ, তাদৃশো যঃ (প্রসিদ্ধো জীব) আত্মা (স্বরূপং) [ভবতি] ॥১৫-১৮

ধারণ করিয়া বর্তমান হইয়া থাকে ॥১১

হে রাজন্! তাহার পর মানবিধের মানাশ্রয়ের যেরূপে এইরূপ ধ্বংস ধ্বংস করিতে থাকে, সেইরূপ মহীর মহত্ত্ব গঠন করিতে থাকে ॥১২

অনন্তর প্রলয়ের অন্তর্গত পূর্বপ্রলয়ের সহিত সমস্ত পৃথিবী এইরূপে (মহাসমুদ্রে) জলরাশিতে পরিণতা হইয়া যায়। এই মহাসমুদ্রের জলে প্লাবিত হইয়া ক্ষেত্রে পৃথিবীর (বিশেষ) জল গন্ধকে গ্রাস করিয়া ফেলে। গন্ধশূন্যা পৃথিবী তখন (জলের কারণ হইয়া) বিলীন হইয়া যায় ॥১৩-১৪

অতঃপর জলের (বিশেষ) গুণ রসকে তেজঃ গ্রাস করিয়া থাকে ; তখন (রসগুণশূন্য) নীরস জল তাহার কারণ তেজে লীন হইয়া যায়। তারপর বায়ু তেজের (গুণ) রূপকে গ্রাস (আত্মসাৎ) করিয়া লয়। তখন রূপ (গুণ) শূন্য তেজ নিজের

কারণ বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হয়। তারপর আকাশ বায়ুর স্পর্শগুণকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন স্পর্শ (গুণ)-শূন্য বায়ুও আকাশে লীন হইয়া যায়। হে রাজন্! তারপর ভূতাদি তামস অহঙ্কার আকাশের শব্দগুণকে গ্রাস করিয়া লয়, তখন শব্দগুণশূন্য আকাশ সেই তামস অহঙ্কারে বিলীন হয়। হে মহারাজন্! অনন্তর তৈজস (রাজস) অহঙ্কার গুণসমূহসকলের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে এবং বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ) দেবতাগণকে গ্রাস করে। হে রাজন্! তারপর মহত্তত্ত্ব এই (সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস) ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্বকে গ্রাস করে এবং সমাধিযোগময় এই মহত্তত্ত্বকেও গ্রাস করে। অনন্তর কালকর্তৃক প্রেরিত মূল প্রকৃতি সমাধি গুণসমূহকে আত্মসাৎ করিয়া গুণসমূহের সাম্যাবস্থা আনয়ন করে, তারপর (সাম্যাবস্থাপন্নমূল) প্রকৃতি পরমতত্ত্ব পুরুষে লীন হয় ॥১৫-১৮

ন তত্র বাচো ন মনো ন লক্ষ:
তমো ন জানো ন বিজানতোঽয়ী।
ন প্রাণমূর্তীন্দ্রিয়দেবতা বা
ন সন্নিবেশ: খলু লোকতন্ত্র: ॥২০

ন খত্বনাত্মন্ ন চ তৎ সুষুপ্তে:
ন যৎ তমঃ তুর্দ্বিতরোঽস্তিরেকঃ।
নক্তমুক্তমুভয়প্রহর্ষঃ
তমুপমুখং পদমাবদন্তি ॥২১

নত্বা প্রাকৃতিকো হেষ পুরুষাব্যক্তরোর্জ্ঞা।
অক্ষরঃ সচ্চিদানন্দস্তে বিদ্যাঃ কালবিক্রমাঃ ॥২২
সুষুপ্তীন্দ্রিয়ার্থসংস্কার জ্ঞানং তাতি তদাত্মকম্।
তুরুত্থানব্যতিরেকাত্মাত্মস্তদ্বন্দ্বস্তু যৎ ॥২৩

অনাত্মন্ (আত্মভিন্ন) অন্যত্ অন্যান্ (আত্মব্যতিরিক্ত) অন্যত্র বিষয় (শব্দাদিকে), তত্র তাদৃশস্থলে (অন্যান্যাদিবিষয়ে) পরিজ্ঞানস্য: (বিশেষজ্ঞানের) ন (বিদ্যতে) ॥১৯

যত্র (আত্মনি) বাচ: ন, মন: ন, নক্ষ তমঃ তমো বাচো অজ্ঞানম্ ন ন, প্রাণমূর্তীন্দ্রিয়দেবতা: (প্রাণ, মূর্তি, ইন্দ্রিয়াদি যেসব দেবতা:) বা ন, সন্নিবেশ: [লোকতন্ত্রস্য সন্নিবেশ] তন্ত্র [এই, এ মতে] বিদ্যতে ॥২০

ন ত [যস্য] তৎ-আত্মন্ (যদ: আত্মা তদাত্মা-বিশিষ্ট:) তৎ (আত্মাতিরিক্তকে) সুষুপ্তে: ন, ন যৎ তম: তুর্দ্বিতর: অস্তি: অত: তৎ [ইন্দ্রিয়তত্ত্বাদি] সে সুষুপ্তে

কালের অবয়ব (দিবা-রাত্রি-মাস-বর্ষাদি)-সমূহের দ্বারা সেই পরমতত্ত্বের পরিজ্ঞানাদি (জ্ঞানবিচার) উপলব্ধ (সম্ভবপর) হয় না। এই পরমতত্ত্ব অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত (অতএব) নিত্য, অব্যয় ও (অতএব কালেরও) অধিষ্ঠাতা ॥১৯

এই পরমতত্ত্বের (পরিজ্ঞানাদি বিষয় নিরূপণে) বাক্য (ভাষা) ও মন: প্রবৃত্তি হয় না (অর্থাৎ কোনও বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুতি) তাঁহাতে সত্ত্ব, রজ:, তমোগুণ বা তদুভয়াদির বর্তমান থাকে না। প্রাণ, মূর্তি, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাসমূহও নাই অথবা ত্রৈলোক্য তন্ত্র-সন্নিবেশ (সৃষ্ট্যাদিকলাপ নির্বাহ করিবার উপযোগী) বিদ্যমান থাকে না। তাঁহাতে যখন নাই—জাগরণ নাই—সুষুপ্তি নাই,—নাই তাঁহাতে আকাশ,—নাই তাঁহাতে তম,—নাই তাঁহাতে পৃথিবী,

---

পূর্বম অবয়বী: (অবয়বিসমূহা:) পরম: (অবাধিতা:) কালবিক্রমা: (কালকৃতা:) [অতএব] বিদ্যা: (নন্ত) অজ্ঞানীয়ন্ত, [তথা] এষ আত্মবিদ্যা নন্ত [নন্তবতি] ॥২২

সুষুপ্তীন্দ্রিয়ার্থসংস্কার অন্তরিন্দ্রিয়ার্থসংস্কার (অন্তরিন্দ্রিয়-বহির্বিন্দ্রিয়বিষয়সংস্কার) [সংস্কারস্বরূপ] জ্ঞানং অবভাসতে (যেমনভাবে প্রকাশ পায়) তাদৃশি, [যত:] তুরুত্থানব্যতিরেকাত্মা (তুরুত্থ অবস্থাসম্বন্ধ, অবস্থাবিশেষরূপব্যতিরেক: আত্মনো যস্য আত্মনো, [তস্য] অবয় ॥২৩

ধাতু, অগ্নি, সূর্য (সর্ববিশেষের কারণস্বরূপ বলিয়া) সমাবৃতভাবে সুষুপ্তের (নিষ্ক্রিয়ের) জ্ঞান—সুষুপ্তের মত অপ্রত্যক্ষ (যুক্তিবিচার প্রভৃতি তর্কের দ্বারা অনির্দেশ্য)রূপে অবস্থিত। তাঁহাকেই (সেই পরমতত্ত্বকেই সকলের) তুরুত্থ (সর্বপ্রকাশস্বরূপ) সত্য (সত্যস্বরূপ) বলিয়া বেদসমূহ বর্ণন করিয়া থাকেন ॥২০-২১

যখন এইভাবে সুষুপ্ত ও (অব্যক্ত) প্রকৃতির পরতত্ত্ব লয় হয়, তখন (পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত) পঞ্চিকৃতমূল কালকর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে অবশ হইয়া (পূর্বকল্পিতরূপে নিজ নিজ কারণে) লয়প্রাপ্ত হয় এবং ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয় নামে কথিত হইয়া থাকে ॥২২

(অবস্থা ভেদে ও অবয়ব পদার্থসমূহ এবং তত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত এই জ্ঞানতত্ত্বের অবলম্বন করিয়া সাংখ্যাদিসিদ্ধান্ত নিরাকরণপূর্বক আত্মতত্ত্বের

গৌণস্তদ্ধুক্ত ঊনঃ ৪ জ্যোতিষো ন পৃথক্ ভবেৎ।
এবং বীর্য বাদি মাত্রাশ্চ ন ত্যক্তত্বমাত্মতাৎ ॥২৪
মুক্তাত্মাবস্থয়া যদ্বঃ পুর্বপ্রকৃতিতি চোচ্যতে।
মাত্রালক্ষিতঃ প্রাজ্ঞঃ বাধাত্বং প্রত্যগাত্মনি ॥২৫

ব্যবা ভবন্তথা জ্যোতি ঊর্ধ্বস্তি ন ভবন্তি চ।
ব্রহ্মাত্মিকা তথা বিদ্যাবস্তুত্বাদাত্মবৎ ॥২৬
সত্যা ভবন্তঃ প্রোক্তঃ সর্বাবস্থাবিবাধিতা।
বিবার্থেন প্রতীতেরন্ পঞ্চত্বেবাং তথাত্ব ॥২৭

গৌণ, তদ্ধুক্ত ঊনঃ ৪ [ব্যবা] জ্যোতিঃ [জ্যোতিষশ্চন্দ্রমসঃ] পৃথক্ ন ভবেৎ, এবং [ব্যবা] গৌঃ [ধেনুঃ] বাদি [ইন্দ্রিয়াদি] মাত্রাঃ [বিষয়াঃ] অন্তঃকরণাৎ [আত্মনঃ অন্তঃকরণোপাধেঃ] ন [অন্যঃ] ন [পৃথক্ভূতাঃ] ন্যূন [ভবন্তি] ॥২৪

আত্মনঃ যদ্বঃ মুক্তিঃ [ইতি দৃষ্টঃ] [যদ্বা] তৈঃ [যে ব্রাহ্মণ্] অবস্থাবাদি বাধাত্বং [বাধকত্বম্] ইব মাত্রা-মাত্রম্ ॥২৫

ব্যবা [যেষাং] জ্যোতি [আত্মজ্ঞানং] ন্যূন ভবন্তি চ, ব্রহ্মাত্মিকা ইব বিদ্যা তথা [ইত্যাদ্যাত্মবৎ] আত্মনঃ স্বরূপাৎ ন ভবন্তি [আত্মজ্ঞানং] ॥২৬

সত্যা [যে ব্রাহ্মণ্] গৌঃ [ধেনুঃ] ন্যূন [ভবন্তি] ইব অর্থেন কিং তথা পৃথক্ প্রতীতেরন্ [প্রতীয়ন্তে] [তথা মুক্তাত্মনঃ] অবস্থাঃ [ব্যবহারঃ] প্রোক্তঃ সত্যম [ব্যবিচারদর্শিত ইত্যর্থঃ] ॥২৭

প্রসঙ্গের বক্তব্য প্রদর্শন করা যাইতেছে। দুগাদিতে যেমনভাবিমান্ (দেবতাদির আত্মভাবিমান), নিজের স্বাধীন লাস্যাভিমান প্রভৃতি পরিহার করিয়া মানব (মনুষ্যাদি) সম্পত্তিবাদ নিজ শুদ্ধস্বরূপ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে পারিলে মোক্ষ হইয়া থাকে—তাহাকেই বিদ্যাফলত্ব বলা হয়। (অতএব বেদান্তিবাক্যে প্রতিপাদ্য সাংখ্যবৈশেষিকপ্রভৃতি ঈশ্বরাদ্যতিরিক্তপদার্থের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সর্বথা ব্রহ্মের কার্যরূপে ব্রহ্ম-স্বরূপ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন) দৃশ্য (ঈশ্বরের ভোগসিদ্ধি) ও আত্মাদিরও (আ-ব্রহ্মণ্, ব্রহ্মাদির, মোক্ষসিদ্ধির ব্যাপারবিহীন মোক্ষ) অর্থাৎ জীবগণের ভোগ ও মোক্ষ সিদ্ধির জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মহাভূত বিষয়সমূহরূপে ঈশ্বরের আত্মার জ্ঞানে (ব্রহ্ম)ই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের (ব্রহ্ম) অন্যত্র হইলে ব্রহ্মের স্বরূপসমূহের আত্মাই অবশিষ্ট থাকে; অন্য কিছু ব্রহ্মের বিবর্ত। যাহার আদি ও অন্ত আছে, তাহা অবস্তু অর্থাৎ অনিত্য, ব্রহ্মের আদি ও অন্ত আছে—তাহা ব্রহ্মের কার্য সুতরাং অনিত্য; অতএব ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য—বস্তু ॥২৩

গৌণ, তদ্ধুক্ত ঊনঃ যেমন গৌঃ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহ ও [আত্মা] মহাভূত-বিষয়সমূহ স্বরূপতঃ বিভিন্ন [ব্রহ্মণঃ] নিত্য সত্য পরব্রহ্মরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে ॥২৪

আত্মনঃ, অন্ত ও সুষুপ্তি এই তিনটিকে মুক্তির তিনটি অবস্থা বলিয়া বলা হয়, যে ব্রাহ্মণ্। বস্তুতঃ ভেদস্বরূপ [জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যস্বরূপঃ] জীবাত্মার এই অবস্থাত্রয়ের প্রতীতি [অনুভব] [অষ্টবসুর নিমুখ] মায়াকল্পিত কার্যমাত্র। [বস্তুতঃ ভেদস্বরূপ জীবাত্মার বিকারাদি কিছুই হইতে পারেনা ॥২৫

আত্মাকে যেমন দেহেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় আবার লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ [পৃথ্বী ও অন্যান্য প্রকৃতির সাত্ত্বিক অংশ] অন্তর্যামী বিষ্ণু [সৃষ্টির জন্য] জগতে উৎপন্নও হয় আবার [সংহারের জন্য] বিলয়প্রাপ্তও হইয়া থাকে ॥২৬

ব্রহ্মাত্মন্। অত্র [অন্তরঙ্গ]-র সুরগুলি যেমন সত্য, সেইরূপ জগতে যাহা প্রাসাদ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পদার্থসমূহের ন্যায় অন্যান্যসমূহ সত্য বলিয়া মনে হইয়া থাকে। তাহা না হইলে [অর্থ] অন্তরঙ্গ ন্যায় পদার্থ দ্বারা অন্তরঙ্গীকৃত

৫৫ নামাক্ষ-বিশেষাভাবাদ্বপলব্ধাচ্চ ন ভ্রমঃ ।
অন্যোন্যাশ্রয়াৎ সর্ব্বাভাবস্তুচ্ছকল্প ৫৫ ৫২৮

বিভাগে ব্যাপকত্বেঽপি প্রত্যাত্মান্যত্বসিদ্ধয়ে ।
৫৬ নিষ্ক্রিয়স্যাপ্যজাদেরপি যাজ্ঞেষ্টিবদ্ধ আত্মবৎ ৫২৯

নামাক্ষ-বিশেষাভাবাৎ (নামাক্ষ অভাব: বিশেষ: তাহার অভাব) বশ্চ উপলব্ধেশ্চ ন: নয়, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ (পরস্পরাশ্রয়দোষ) বশ্চ সর্ব্বাভাব: সর্ব্বশূন্যতা (বিশ্বাভাব) তুচ্ছকল্প: (তুচ্ছতুল্য) ৫৫

ব্যাপকত্বে (প্রভুত্বেঽপি) অপি (তথাহি: (প্রশ্নে:) প্রত্যাত্মান্যত্বায় অস্তয়ে (প্রত্যাত্মভেদসিদ্ধয়ে বিভু) অণু: অপি (অণুরপ্যস্তি অপি ন বিভু: অপি ইতি) ন্যায়: [যুক্তি ন:] বিভুত্বে [বিভুত্বেন আত্মনা সহ সঙ্গতে:] ভবেৎ [তথা চ সতি ন: অপি] আত্মবৎ (পরমাত্মা ইব) ৫৬

নত্বাত্ম নামাক্ষ যদি [নাস্তি], অস্তি [অস্তু] যদি নামাক্ষ ভবতে, [তৎ] বিশেষ: (ঘটাকাশস্থজ্যোতিসো:) জ্যোতিষো: (তেজস আকাশস্য চ) পরস্পর: (তয়োরাকাশয়ো:) ইব তয়ো: [নামাক্ষ ভবত] ৫৫

[এবং] বিশেষ: [সত্যপি] যদা ব্যবহারকর্ত্তৃ (আত্মব্যবহারিকাত্মাবচ্ছেদক) বুদ্ধি: (অন্তঃকরণ) ক্রিয়াভি: (ব্যাপারৈ:) বহুধা প্রভেদেন, এবং (তথা) লৌকিক-বৈদিকৈ: ধর্ম্মেভি: ধর্ম্মৈ: তথৈব আত্মনো: (ব্যবহারিকাত্মনো:) ব্যাপারাদে (ব্যাপারিতা ভবতি) ৫৭

কার্য্য পরমাণুর উৎপত্তির প্রতীত হইত ৫৫ সুতরাং ব্রহ্ম তদ্রূপ আকারে বিবর্ত্তিত হন। ব্রহ্ম দ্বারা জগৎ উৎপন্ন হইতে পারিত না, তাই তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ ৫৭

(ব্যাবহারিক জগতে কার্য্য ও কারণের পরস্পর আশ্রিতত্ব দেখা যায় না বলিয়া) কারণ বুদ্ধিতাদিপাতি নামাক্ষরূপে কার্য্য ঘটাদি বিশেষরূপে যে অন্যত্ব পার্থক্য দেখা হইয়া থাকে, তাহা (অন্তঃকরণাধিষ্ঠিতত্বের) ভ্রম। (যেহেতু বুদ্ধিকা দ্বারা ঘটের পৃথক্ বস্তুসত্তা নাই, সুতরাং কার্য্য ও কারণ বাস্তব ও স্বরূপে ভিন্ন হইলেও ব্যবহারে ভিন্ন নহে। এইরূপে ব্যক্তিগত ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও জগৎ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই মুক্তি।) যাহা অবশ্য—যাহা যাহা কার্য্য সেই সমস্তই আদি ও অন্তযুক্ত বলিয়া সমস্ত কার্য্যমাত্রই অনিত্য এবং এই জগতের কারণ বলিয়া ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। (আর সেই নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিই মুক্তি) ৫৭

ঘটপটাদিনাশেও ঔদনপাত্যাদি আকাশের জ্ঞানের বিষয় প্রকাশিত হইলেও জীবাত্মার অন্য আত্মার এক কণাও বিনষ্টিত (নষ্টিই) হয় না। জীবাত্মার মধ্যে যদি জ্ঞানরূপ গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহা জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মার তুল্য (বিভু) (ইহা দ্বারা জ্ঞান প্রভৃতি গুণ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে—"গুণাদি গুণবান্ আত্মা" এই তার্কিক মত নিরস্ত হইল। সুতরাং আত্মা জ্ঞানস্বরূপ—জ্ঞানের আশ্রয় নহে।) ৫৮

* তাহা ভিন্ন হয় না—তাহাতে এই যে ঘট, পটাদি, প্রত্যেক বুদ্ধিতাদির অন্তর্ভুক্ত এক একটী আত্ম ও এক একটী পরমাত্ম হয় বলিয়াই আত্মার দ্বারা বুদ্ধিকা দ্বারা অল্প ভিন্ন হয়। সেইরূপ ঘটাকাশ—ঘট ভিন্ন আদি দ্বারা আকাশ বলিয়া সেইজন্যই পৃথক্ পৃথক্ হয়।

আর ও পৃথক্ পৃথক্ একটী জল বা বিন্দুর আকাশ সেইরূপ জলাদির মূল উপাদানকারণ ব্রহ্ম দ্বারা অল্প ভিন্নই হয়। এই জন্যই সমুদ্রের জল আর সেই জলের এক বিন্দু যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর অভিন্ন—তাহাই এখানে বলা।

যথা অনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতঃ
স্বার্কাংশতুল্যস্ত চক্ষুষস্তঃ।
এবং যদং ব্রহ্মগুণস্তথৈষিতো
ব্রহ্মাংশতুল্যস্য সমাহৃতং বপুঃ ॥৪২
অতো ভবান্প্রভবো বিশ্বমূর্তেঃ
চক্ষুঃস্বরূপঃ কথমীক্ষতে তথা।

যথা ভবান্ ব্রহ্মগুণস্তথৈষিতো
ব্রহ্মাংশতুল্যস্য সমাহৃতং বপুঃ ॥৪২
অতো ভবান্প্রভবো বিশ্বমূর্তেঃ
চক্ষুঃস্বরূপঃ কথমীক্ষতে তথা।
যদ্ যদ্যস্য উপাধিযোগতো
জিজ্ঞাসয়া বস্তুনি তত্ত্বসূত্রবেৎ ॥৪৩
যটোঽবকাশেন বিবেকহেতিনা
মায়াময়াদ্যেকগুণাত্মবন্ধনম্।
বিধায়চুড়াত্মনুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সম্প্লবম্ ॥৪৪

অর্কপ্রভবঃ (সূর্যাৎ জাতঃ) যথা (যেন) অর্কদর্শিতা (অর্কেণ প্রকাশিতঃ) [অপি] অর্কাংশতুল্যস্য চক্ষুষঃ তত্ত্বঃ (আলোকঃ তদ্বৎ) এবং (তদা) যথা [যেভাবে] ব্রহ্মগুণঃ (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞঃ) তথৈষিতঃ [অপি] ব্রহ্মাংশতুল্যস্য আত্মনঃ (জীবস্য) আহৃতম্ (একত্বমাপাদিতম্) [ভবেৎ]।৪১

যথা অর্কপ্রভবঃ যথা [যেন] কিরণেন [কিরণবতা], তথা চক্ষুষোঽপি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ. [তথা] তথা আত্মনঃ

উপাধিঃ আত্মনঃ বিজ্ঞানস্য [প্রতিবিম্বস্য] সদৃশঃ, যদি (তদা) আত্মনঃ [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]।৪৩

যদ্ যে [জ্ঞানাঃ] প্রকৃত বিবেকহেতিনা (জ্ঞানাগ্নিনা) মায়াময়াদ্যেকগুণাত্মবন্ধনম্ (মায়াময়ং যৎ আদ্যমেকং আত্মনো বন্ধনম্ তৎ) বিধ্য [ধৃ] অনুভবে স্বরূপে (অনুভব স্বরূপে আত্মনঃ অবতিষ্ঠতে. তম্ আত্যন্তিকং সম্প্লবম্ (আত্যন্তিকপ্রলয়ম্ আহুঃ)।৪৪

ব্রহ্ম ব্যক্তি (তুল) আদি ও অন্ত দ্বারা প্রকাশিত (অতঃ) "অহং" "ইদং" আদি আমার স্বরূপ অবস্থায় চক্ষুর আলোকরূপ জীবের আত্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।৪২

সূর্য্য হইতে উৎপন্ন চক্ষু যখন বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বিচ্যুতি হইয়া যায়, তখন যেমন চক্ষুঃ আলোক রূপ, সূর্য্যকে দেখিতে পায়, সেইরূপ যখন জীবাত্মার (উপাধি "অহং" "ইদং" এই প্রকার অভিমান—অহঙ্কার) (বেদান্তের) জিজ্ঞাসা (ব্রহ্ম সম্বন্ধিতায়) দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখন জীব আত্মস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের একত্ব দর্শন করিতে পারে।৪৩

যখন এইভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বিবেক (জ্ঞান)রূপ অস্ত্রের দ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া পূর্ণ-পরমাত্মাতে অনুভব করিতে থাকে, সে মহাত্মা। তখন সেই মোক্ষকেই বিবেকিগণ আত্যন্তিক (সম্পূর্ণ) প্রলয় বলিয়া থাকেন।৪৪

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ।
আত্যন্তিকশ্চ কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী ॥৯৮

[৫] লয়ঃ (পাণিনি)। প্রলয় (৩৩৭) মৃত্যুঃ (মৃত্যুবিশেষ) প্রলয়কালঃ (প্রলয়-কালবাচকশব্দ সমূহ) নিত্যঃ (অবয়ঃ) নৈমিত্তিকশ্চৈব সংজ্ঞাশব্দের (প্রকৃতি) ৯৮

কালস্যোদ্ভবসংহারৌ (কালের সৃষ্টিসংহারৌ) নিত্যঃ (প্রত্যয়) আত্মা (আত্মবাচক) পরমাত্মানম্ (শ্রেষ্ঠার্থে) [ম্] অনন্তঃ, যঃ অনন্তশব্দের (নিপাতিনিপাতঃ অনন্তঃ) ৯৯

অতএব অনন্তস্যাদ্য (আদ্যবাচকশব্দ) ঈশ্বরমূর্তিং ভজন্তম [পরিপোষিপ্রত্যয়ঃ] (৫৭) অথবা বিশ্বং (আকাশ) জ্যোতিষাম্ ইব ৫ মূর্তয়ে ৫৫ ১০১

নিত্যঃ নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকঃ তথা আত্যন্তিকঃ লয়ঃ

যে মহর্ষীন্দ্রগণ মহারাজ ! কোন কোন মৃত্যুবর্জী পণ্ডিত গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়া সমস্ত ভূত (জীব)-দেহের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও প্রলয় (বিনাশ) হয় বলিয়া বর্ণন করেন (ইহাই নিত্য প্রলয়) ৯৮

প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশশীল জীবপ্রকৃতির যে সকল অবস্থা—সেই সকল অবস্থাই কালপ্রবাহের ভেদে নানা পরিবর্তনশীল দেহাদি ভাবৎ পদার্থের প্রতিক্ষণে যে উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা (জীবপ্রকৃতির দৃষ্টান্তে) অনুমান করা যায় ৯৯

আকাশে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের (চলাচল) অবস্থার ন্যায় এই আদি ও অন্তহীন (অর্থাৎ নিত্য) ঈশ্বরমূর্তি (যেহেতু কালই বিষ্ণুর স্বরূপ) কালের দ্বারা (পরিচালিত প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল

এতাঃ কুলশ্রেষ্ঠ জগদ্বিধাতুঃ-
শ্চাত্মাবতারোচিতলক্ষণাঢ্যাঃ।
লীলাকথাস্তে কথিতা ময়েতঃ
কার্ৎস্ন্যেন বাচোঽপটিতাঃ কুমীশ ॥১০০
সংসারসিন্ধুতরিতুস্তবমূর্তিকীর্তো-
র্নিত্যং শ্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখবদার্তিদস্য ॥১০১

কথিতঃ কালস্য গতিঃ ঈদৃশী [এই] ৯৮

[৫] কুলশ্রেষ্ঠ। জগদ্বিধাতুঃ (বিশ্ববিধাতা) আত্মনঃ এতাঃ লীলাকথাঃ ময়া (আমাকর্তৃক) যে কথিতাঃ তথা (এবং) অপি কার্ৎস্ন্যেন (নিঃশেষে) [তাঃ] অকথিতাঃ (অবর্ণিত) ৭ ঈশ ! (প্রভো !) ১০০

বিবিধদুঃখবদার্তিদস্য (নানাপ্রকারদুঃখিতস্য) সংসারসিন্ধুম্ (সংসারসমুদ্রম্) তিতীর্ষোঃ (সংসার-সাগরপার প্রার্থিনঃ) পুংসঃ পুরুষোত্তমস্য ভগবতঃ লীলা-কথারসনিষেবণমন্তরেণ (লীলাকথারসনিষেবণম্ বিনা) অন্য ত্রবঃ (শ্রোত্রঃ আত্মা ইতি যাবৎ) ৫ ভবেৎ ১০১

সমস্ত জগতের কৃত অবস্থা সকলই দেখিতে পাওয়া যায় না ১০১

নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক প্রলয় কথিত হইল, কালের গতি এইপ্রকার (দুর্বিজ্ঞেয়) ৯৮

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ ! জগতের বিধাতা অখিল প্রাণীর আত্মা ভগবান্ রামাবতারের এই সমস্ত লীলা-কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, যদ্যপি এখনও এই সকল (লীলাকথা) সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন ১০০

বিবিধ দুঃখ (ত্রিতাপ)-যাতনাজনক পীড়িত অত্যন্ত দুস্তর এই সংসারসমুদ্র পার হইতে অভিলাষী পুরুষের পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকথার

পুরাকল্পবিবক্ষেরাদৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ ॥৪১॥

স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্ ॥৪২॥

এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।
দীর্ঘসত্রে কুলশ্রেষ্ঠ শৌনকাদিষ্টঃ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

[৪১] অব্যয়ঃ। অব্যয়ঃ ঋষিঃ নারায়ণঃ পুরা পুরাকল্পবিবক্ষেঃ পুরাণসংহিতাং পুরা নারদায় প্রাহ [কথিতবান্]। [৪২] কুলশ্রেষ্ঠ। সঃ [ভগবান্] কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় [ব্যাসায়] [প্রাহ]। ভগবান্ বাদরায়ণঃ [ব্যাসঃ] প্রীতঃ সন্ মহ্যং [মহ্যম্] বেদসম্মিতাং [বেদতুল্যাং] ইমাং [ভাগবতীং] সংহিতাং [প্রাহ]। [৪৩] অসৌ সূতঃ এতাং [ভাগবতীং] সংহিতাং বক্ষ্যতি [বর্ণয়িষ্যতি]। কীদৃশীম্? ঋষিভ্যঃ [ঋষীণাম্] নৈমিষালয়ে [নৈমিষারণ্যে] দীর্ঘসত্রে [বহুবার্ষিক-যজ্ঞে] শৌনকাদিভিঃ [ঋষিভিঃ] সম্পৃষ্টঃ [সন্] অসৌ সূতঃ এতাং ভাগবতীং সংহিতাং বক্ষ্যতি [বর্ণয়িষ্যতি]। [৪৪] ভগবতঃ [ভগবদ্বিষয়কস্য] ভাগবতস্য [ভাগবতাখ্যস্য] পুরাণস্য সংহিতা [সংহিতাখ্যং শাস্ত্রং] এষা [ময়া কথিতা]।

ব্যাসাশ্রমের দক্ষিণে অতি কোন (কালাবলাশ্রয় পারের) বেলা আছে ॥৪০

পুরাকালে অব্যয় (বিনাশরহিত) নারায়ণঋষি বেদবিৎ নারদকে এই (ভাগবতনামক) পুরাণসংহিতা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে তাহা (সেই ভাগবত-পুরাণ-সংহিতা) উপদেশ প্রদান করেন ॥৪১

হে মহারাজ। (পরীক্ষিৎ) সেই ভগবান্ বেদব্যাসই প্রসন্ন হইয়া আমাকে বেদতুল্য এই ভাগবতী সংহিতা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥৪২

হে কুলশ্রেষ্ঠ। এই যে সম্মুখে সূত বসিয়া আছেন, ইনিই নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে শৌনকপ্রমুখ মুনিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের নিকট এই ভাগবতী সংহিতা বর্ণনা করিবেন ॥৪৩

শ্রীলবিশ্বেশ্বরাম্বপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীরাধেশ্যামনাথ রায় ভাগবতভূষণ-কৃত চতুর্থ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীশুকদেবকর্তৃকান্তরোপদেশেনয়া মহারাজস্য পরীক্ষিতস্তক্ষকদংশনজনিত-মৃত্যুসম্বন্ধিবিষাদপরিহারঃ]

শ্রীশুক উবাচ।
অন্তর্হিতেঽথ ভগবান্ বিষ্বক্সেনঃ সতাং গতিঃ ॥১॥

অন্বয়ঃ
[অথ] অথ [অনন্তরং] ভগবান্ [ষড়্ভগবান্] সতাং গতিঃ [সাধূনাং আশ্রয়ঃ] বিষ্বক্সেনঃ [ব্রহ্মা] অন্তর্হিতে [সতি] ব্রহ্মা [ময়ি]

অনুবাদ
[ব্রহ্মা] [ব্রহ্মস্বরূপ পরম পুরুষ] ব্রহ্মা [ময়ি] অন্তর্হিতে [সতি] ব্রহ্মা [ময়ি]

পঞ্চম অধ্যায়।

[শুকদেব কর্তৃক আত্মতত্ত্বোপদেশের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের তক্ষকদংশনজনিত মৃত্যুর বিষাদ বর্ণন]

শ্রীশুকদেব বলিলেন।—(হে মহারাজ।) ব্রহ্মা যখন প্রস্থানকারী হইতে এবং ব্রহ্ম যাঁহার ক্রোধ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, এই মহাপুরাণে বিবিধ প্রকরণে আত্মতত্ত্বরূপ সেই ভগবান্ শ্রীহরিই পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছেন ॥১

যং ত্বং রাজন্ অধিষ্ঠেতি পতত্যুর্ধ্বমিবাংশি।
ন জ্ঞায়তে প্রাণভৃদ্ভোগ দেবযানং ন বৈকৃতম্ ॥২

ন তদ্বিদন্তি সুষুপ্তং পুত্র-পৌত্রাদিরূপবান্।
বীজাদ্বীজবদ্ দেহাদ্দেহান্তরিতিরিক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥৩

যত্রেদং যদা নিরুদ্ধ্যেত পঞ্চত্বায়াত্মকং ধ্রুবম্।
তস্মাৎ পততি দেহস্ত তত আত্মা হ্যুপোহ্যতে ॥৪

যেটি ভিন্ন অবাধাদি আকাশ আকাশস্থ তাহা দ্বারা পূর্ণ।
এবং দেহে স্থিত জীবের দ্বারা সম্পাদিত পুণ্য ॥৫
দ্বারা পূরিত যে দেহান্ তাহা কর্মাদি দ্বারায়।
তাহার পূরণে দ্বারা ঐশ্বর্য জীবের সংসৃষ্টি ॥৬
দেহাধিষ্ঠান-বর্তৃত্বাদিসংযোগো ব্যবহারতঃ।
তেতো বীজাত বীজান্তরে: দেহস্তরো ভবেৎ।
ভবেৎ-সন্ত-তমোযুক্তা: তাদৃগেব বিনির্দিশেৎ ॥৭

দেহাদন্যঃ [যঃ অসি ন ভবতঃ], তঃ বিদ্যতে ভবান্ যম্ [তাদৃশঃ] ভবতীম্ (পরিচয়ম্) অহমপ্যতে ॥১

[৫] রাজন্! ত্বং যমিতে ইতি ইমাং পতত্যুর্ধ্বং (অধিরোহে) অধি (তাদৃশ), [যতঃ] দেহতঃ (দেহাৎ) ত্বং প্রাণং ন জ্ঞায়তে, ন ভবান্ ন বা অন্যঃ, ন বৈকৃতম্ (ন বিকারং প্রাপ্নুবতি) ॥২

বীজাদ্বীজবৎ (যথোক্ত দ্বারা দৃষ্টান্তে) পুত্রপৌত্রাদি-রূপবান্ (পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ) তুমি ন পুনঃ তদ্বিদন্তি, অবশ্যং দ্বারা ব্যতিরিক্তঃ [তথা ত্বং অসি] দেহাৎ: ব্যতিরিক্তঃ ॥৩

যত্র যদা (যেন কারণেন) যদা আত্মনঃ পিঞ্চত্বম্ (পঞ্চত্বং প্রাপ্ত, অবস্থার প্রকৃতি) হইতে ভিন্ন ॥৪

হে রাজন্! (যেহেতু আপনি এই ভাবনাকে সংবিদ্ধা রূপে করিয়া উপস্থান লাভ করিয়াছেন অতএব) "আমি যমিয়া যাইব" (অধিরোহে অমিত) এই পর্যন্ত বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন করুন। দেহের ন্যায় (যেহ যেমন পূর্বে ছিলনা, এখানে অধিষ্ঠানের আবার অধিরূঢ় নষ্ট হইয়া যাইবে—সেইরূপ—আত্মতত্ত্বও) আপনি পূর্বে অবর্তমান থাকিয়া আজ জন্মগ্রহণ করেন নাই বা অধিরূঢ়ে বিনষ্টও হইয়া যাইবেন না ॥২

(আত্মতত্ত্বও) আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া বীজাঙ্কুরের ন্যায় (বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে আবার বীজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুর, এইরূপ পরম্পরায়) পুত্র, পৌত্রাদিরূপে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন না। অন্যদের ন্যায় (অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি হইতে ভিন্ন সেইরূপ) আপনি দেহাদি (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অহঙ্কার প্রভৃতি) হইতে ভিন্ন ॥৩

যে যখন জীবের দেহ, তখন ও কর্মসমূহ সৃষ্টি করে, সেই সময়ে সৃষ্টি করে প্রকৃতি যা মায়া। আবার

এবং আত্মনঃ সকাশাৎ (যেন প্রকারেণ) দেহস্য পতনাদি (মৃত্যু) সম্ভবতি, [অতিশয় প্রকাশম্] আত্মা ত্বং ন ভবতি অন্যো বা (অন্য-স্বরূপভূতঃ) ॥৪

যেটি ভিন্ন (অন্য) পূর্ণা (পূর্ণং) [যথা আকাশং আকাশং, তথা (জীবাকাশঃ) তাং (অন্যং), এবং দেহে স্থিত জীব পুনঃ পুনঃ (পরমাত্মনঃ) সম্পাদিত ॥৫

যদা আত্মনঃ (জীবস্য) দেহান্ স্বান্ তথাবিধান ৮ সৃজতি, তদাত্ম মায়া প্রকৃতিঃ, তদা (তেন) জীবস্য সংসৃষ্টিঃ (সংসারঃ) ॥৬

ন তত্রাত্মা যদা জ্যোতির্যো যাস্যন্যাস্যতশ্চ সঃ।
আকাশ ইব চাবাহ্যো ব্রহ্মোপনিষদ্গতঃ ॥৮
এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মৈবানুশ শাস্তি চ।
মৃত্যুপাশবিনির্মুক্তো যাত্যেবানুচিন্তয়া ॥৯
তৈলিক্যে শ্রিয়মাকোশে ন কশ্চ বসতি তত্রস্থঃ।
মৃত্যুমুখে যোগবন্ধমি মৃত্যুমাত্মাত্মনাত্মনি ॥১০

অথবং ব্রহ্ম পরং যাস্য ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মস্থোহমৃতো নিত্যতে ॥১১

নমস্তে তক্ষকং পাহি দেশিকানাং বিনায়কৈঃ।
ন ত্রয়ন্তি সমীক্ষ্য চ বিদ্যং চ পৃথগাত্মনঃ ॥১২

জ্যোতির্নিরবয়বাদিলক্ষণঃ (জ্যোঃ হৈরণ্যাদি, অবিদ্যার তৈজসাদয়, পঞ্চমী, অবিদ্যাযোগাৎ প্রত্যগাত্মনঃ) যদা (যখন) ন (নহে), তদা (তখন) তত্র (তাহাতে তাহার) স্থিতঃ (স্থিত, প্রবিষ্ট, [অর্থ উক্ত না] [অর্থ আত্মা] ন আসীৎ, ন বা অস্তি। [তথা] যাস্যন্ (যাইবে) চ (এবং) অতঃ (ইহা হইতে) আকাশ ইব ব্রহ্ম বিভিন্নতঃ, আবাহ্যঃ, তথা (তথাপি) অবয়বাদিযুক্ত (অবি অর্থ উপাধি যুক্ত বা বিশুদ্ধি দোষ) ॥৮-৯

[৫] এবমে (ইত্যেবং) [অনুমানলক্ষণেন (হেত্যাদি-প্রকারেণ যে আত্মনঃ অনুমানং, তদ্বং শব্দেনাপ্যেতা যুক্তা) (যুক্ত) সবীর ও (অবয়ব) প্রভৃতি হইতে পৃথক্ ; (আকাশের ন্যায়) আকাশের ন্যায় যেহেতু আবার, যিনি ব্রহ্ম (বিদ্যা-সত্তা) ; সুতরাং যিনি (আদি ও) অন্তবিহীন এবং অবিকারী ॥৮

হে (বিপ্রমাত্মপ্রমাদার্থ) প্রভো ! আপনি এই প্রকার (বেদার্থানুযায়ী) বিচার ও যুক্তিযুক্ত যুক্তির দ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের (ভক্তিভাবে) অনুচিন্তন পূর্বক নিশ্চিতরূপে অন্তর্যামী (অন্তর), পরমাত্মা (অন্তর) বিচার করুন ॥৯

(এইরূপ আত্মানুচিন্তন করিলে) ত্রিলোকমধ্যে শ্রেষ্ঠি তক্ষক আপনাকে বধ করিতে পারিবে না। আর মৃত্যুর কারণসমূহ ও সেই মৃত্যু সমস্যার মৃত্যু-স্বরূপ (ঈশ্বররূপে) সমর্থ আপনাকেও বধ করিতে পারিবে না ॥১০

"আমি সকলের আত্মার পূর্ব ব্রহ্ম ; আমিই পরম প্রাপ্য বস্তু এইরূপে" (চিন্তা করিতে করিতে) অমৃত

এবমুক্তা তথেত্যুক্ত্বা পৃষ্টবান্ নৃপঃ।
যদ্যদ্বিধাস্যতশ্চেষ্টাঃ কিং কৃত্বঃ সোঽনুশিক্ষতি ॥১৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

[ত] কৃত্বা। [জ্ঞা] ৎ আত্মা পৃষ্টবান্, (জিজ্ঞাসিতবান্) এবং যে করিষ্যে, [ত] আত্ম (আত্ম।) বিশেষতঃ যোগঃ (যৌগিক) কিং কৃত্বঃ পুনঃ। সোঽনুশিক্ষতি ॥১৩
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমাধ্যায়ের সমাপ্ত।

নিজের আত্মার (যোগ) পরমাত্মার ধ্যান করিয়া (অন্যের সহিত একীভূতভাবে) বর্ণন করিলে আপনি ঐশ্বর্য্যের লোকসিদ্ধির, বিষয়পূর্ণ সুখের দ্বারা পরলোকগামী ব্যক্তিদের দ্বারা যাহা হইতে পৃথক্ মনীষিরা এমন কি এই বিশ্বকেও দেখিতে পাইবেন না ॥১২

হে তাত! মহারাজ! বিশ্বাত্মা শ্রীহরির যে লীলা-চরিত্র আপনি দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই আমি আপনাকে বলিলাম। আপনি পুনরায় আর কি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করেন ॥১৩

শ্রীভক্তবিনোদঠাকুরপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
বাঙ্গলা-ভাষে শ্রীবাদরায়ণনামকপ্রকটীকৃত-ভাষ্যে পঞ্চম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীশুকদেবের প্রস্থান, পরীক্ষিতের মুক্তি, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ, বেদের শাখাবর্ণন।]

সূত উবাচ।

এবংবিধস্য নৃপতেঃ পরীক্ষিত্
দ্যাত্মযোগেন নিখিলাত্মনঃ সতঃ।
তৎপাদমূলমুপসৃত্য নতস্য মূর্ধ্নি
যদ্যাত্মসিদ্ধিমিয়ায় স বিষ্ণুরাতঃ ॥১

রাজোবাচ।

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
আখ্যাতং যন্ম মে সাক্ষাৎপরমাত্মাধিলাত্মনাম্ ॥২
নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহদাশ্চর্যাশ্রয়াদপি।
অজ্ঞেষু তাপত্রয়েষু ন্যূনেষু যদনুগ্রহঃ ॥৩

অন্বয়মুখ

বিষ্ণুরাতঃ পরীক্ষিৎ নিখিলাত্মনঃ (নিখিলস্য যদি-অ পরমি ত তেন) (সতঃ) সাধো যোগেশ্বরস্য (যোগ-ঈশ্বরস্য) দ্যুমিণ অভিধিৎসু (অধিতুম্) একং [পুরাণং]

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

ন (যথা) অন্যস্মাৎ (সকাশাৎ) অহং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ॥১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[শ্রীশুকদেবের প্রস্থান, পরীক্ষিতের মুক্তি
জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও বেদের শাখাবর্ণন।]

শ্রীসূত বলিয়াছিলেন—(হে শৌনিকাদি অধিগণ।) সেই বিষ্ণুরাত (বিষ্ণুসমর্পিতচিত্ত) পরীক্ষিৎ নৃপতি (ভগবৎ)-মর্মী, সকলাত্মসম্পন্ন, মুনি ব্যাসদেবের

সূত শ্রীশুকদেব কর্তৃক বর্ণিত এই (ভাগবত মহা) পুরাণ শ্রবণ করিয়া অবসন্ন মস্তকে তাঁহার পাদমূলে গিয়া (পাদদ্বয় মস্তকে ধারণ পূর্বক অভিবাদন করিয়া) তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥১

মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন, "আমি সিদ্ধকাম হইলাম; অনুগৃহীত হইলাম; যেহেতু

পুরাণসংহিতামেতামধ্যাত্মং ভগবতো মম্।
যত্র ব্রহ্মর্ষিমার্গাণাং সম্প্রশ্নস্তুপবর্ণ্যতে ॥৪
উদ্যন্তমস্তমঃকালিন্দ্যা দুহিত্রা ন বিরোধয়ন্।
প্রতিযাতো ব্রহ্মরিরাপত্যায় পরিষ্বজে ॥৫
অনুগানীহি মাং ব্রহ্মন্ যাহ্যস্মদ্ধ্যানমঙ্গলম্।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যনূম্ ॥৬

অন্বয়ঃ ৫ বিরজঃ যে জ্ঞান-বিজ্ঞানবিদ্যয়া।
ভবতা চর্ষিভিঃ চেদং পরং ভগবতঃ পদম্ ॥৭

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নন্দয়ন্নিব পূর্ষিভঃ ॥৮

নিত্যম্ [নৈসর্গিকিনাশরহিতম্] সাক্ষাৎ ঋষিঃ [ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানী] প্রাহ [প্রবর্তয়তি], [ভগবান্] বিধিং [সনকাদেরাদেশং] অনু, অনুকৃত্য অথ [তদুক্তঃ] ॥৪

তাপত্রয়ঘ্নম্ [আধ্যাত্মিকাদিত্রয়নাশকম্] আত্মন্ মূলম্ [মদ্রূপম্ ইতি ভাবঃ] আত্মভাবনা [ধ্যানপ্রকারম্] অথবা [শ্রোতারং ভগবদ্ভক্তাবধিকি ভাবং] যং অনুগ্রহঃ, [যং] চ অনুসৃত্য [আশ্রিত্য] মহৎ ॥৫

পরম্ যদু ঈক্ষণায়াং ভগবন্ অনুবর্ণিতে, [তম্] এবং পুরাণসংহিতাম্ যম্ ভগবঃ আহ [সম্বন্ধঃ] ॥৬

[৫] ভগবন্ ! [ভঃ] যং অথবা ঋষিঃ, [অতএব] অহং ব্রহ্মর্ষিমার্গাণাং [সনকাদেঃ] প্রতিঃ, [অথবা] বৃত্তান্তং [প্রশ্নোত্তরাত্মকং] ভগবতঃ মম বিরোধয়ন্ ন [ভগবতঃ] উদ্যন্তমস্তমঃকালিন্দ্যা দুহিত্রা [যমুনায়া] প্রতিযাতঃ [গতঃ] [অতঃ] আপত্যায় [পুত্রায়] পরিষ্বজে [আলিঙ্গিতবান্] ॥৭

[৬] ব্রহ্মন্ ! অনুগানীহি [অনুজ্ঞাং কুরু], আত্মভাবং [ভগবতঃ] যাহি [ঈপ্সিতং যাহি] ভজস্বি [ভজসি]। [কথং] মুক্তকামাশয়ং [মুক্তঃ বাসনা-রূপঃ আশয়ঃ যস্য তাদৃশং, আশয়ঃ, অন্তঃকরণং যেন তৎ] চেতঃ [চিত্তং] [ত্বয়ি] প্রবেশ্য অনূম্ [প্রাণান্] বিসৃজামি [ত্যজামি] ॥৮

যস্মাৎ ভগবতঃ যেন পরং পদং বর্ণিতম্, [যস্মাৎ] জ্ঞান-বিজ্ঞানবিদ্যা যে ভগবতঃ বিরজম্ ॥৭

আদরেণ [পরীক্ষিতা] ভগবান্ বাদরায়ণিঃ [ব্যাসঃ] ইতরৈঃ মুনিভিঃ বৃত বন্দমানো বিসৃজিঃ সাকং জগাম ॥৮

মহারাজ! আপনি আমাকে অনাদি ও অনন্ত ভগবান্ শ্রীহরির কথা ও তাঁহাকে পাইবার উপায় প্রশ্ন করিলেন।২

শ্রীহরিসম্বন্ধি-চিত্ত মহাপুরুষগণের সমস্ত-আপদসঙ্কুল সংসারের উদ্ধারের উপায় যে অনুগ্রহ; আমি সেই অনুগ্রহকে আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে করি না।৩

যুগান্তরে (যে পুরাণসংহিতার) উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলিত, আমরা সেই পুরাণসংহিতা আপনার নিকট শুনিলাম।৪

যে ভগবন্ (সূত ভগবদ্বৎ !)। ভগবান্ প্রভৃতি মুনিগণ কারণ হইতে আমি ভীত হইতেছি না; যেহেতু আপনার প্রদর্শিত জীবিমুক্ত (কেবল সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) নিত্যপার্ষদ শ্রীহরিকে প্রবেশনামক ভবিষ্যতি ।

যে ভগবন্। আপনি আমাকে আদেশ প্রদান করুন; বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে আমি যেন সংযত করিতে পারি এবং ভাবনাদ্বারা চিত্তকে (বিষয়েন্দ্রিয়) অবাধক শ্রীহরিকে বিষয়ীভূত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারি।৬

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি সমাদরবিশিষ্টগণ: ভগবান্ (ও অন্যান্য সংসার) বিসৃষ্টি হইয়াছে; যেহেতু আপনিই আমাকে পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবানের পরমপদ দেখাইয়া দিয়াছেন।৭

সূত বলিতেছিলেন,—(যে শৌনকাদি ঋষিগণ !) ব্যাসনন্দন ভগবান্ শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত ও পূজিত হইয়া তাঁহাকে (তাঁহার প্রার্থিতবিষয়ে) অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক (অন্যান্য) ঋষিগণের সহিত চলিয়া গেলেন।৮

পরীক্ষিতপি রাজর্ষিরাত্মকর্মান্বয়াদ্ভবম্ ।
সাম্বাবাস্য সহঃ স্বাত্মসম্ভাবপূর্বয়া গুরুঃ ॥৯
প্রাঙ্মুখে বর্ধিষ্ণাসীনো পলাশকুশ উত্তমে ।
ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মযোনী বিবেশাদ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥১০
ওষধয়ঃ প্রহিতো বিদ্যাঃ কুমারেণ বিকর্ষুনা ।
হন্যমানো মৃগঃ পশ্যন্ সর্বাঃ সর্বাঃ কথাস্তদা ॥১১
তং তপস্বিনো দ্রুবিণৈনির্হরো বিদ্যাবিদম্ ।
বিস্ময়প্রতিষিদ্ধাঃ কাশকৃৎস্নোঽপশ্যৎ সহ ॥১২

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্মেধ্যে হিমবতাশ্রিতা ।
বভূব ওষধয়াং সদ্যঃ পক্ষতায়াং সর্বদৈবতম্ ॥১৩
হায়াকায়ো মহাবোধিঃ ক্ষুধি যে কিন্তু সর্বতঃ ।
বিস্মিতা ভূতবন্ সর্বে দেবাসুর-নরাদয়ঃ ॥১৪
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নভশ্চাপতদুত্তমঃ ।
বভূবুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিষ্ণবঃ সাধুবাদিনঃ ॥১৫

[তারপর পরীক্ষিৎ অগ্নি আহরণ করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করিলেন (শমীকমহর্ষির) গুরু [তখন] তাঁর [তখন] পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন] ছিলেন ॥৯

বিস্ময়প্রতিষিদ্ধাঃ বিস্ময়াঃ) মহাবোধি পলাশকুশ প্রাঙ্মুখে (প্রাগগ্রে) বর্ধিষি (কুশে) উত্তমে (উত্তরাগ্রে) আসীন ব্রহ্মভূতঃ [ব্রহ্মভাবে মগ্ন] ঋষি ॥১০

[যে] বিদ্যাঃ (দেবীকলাঃ) । কুমার বিকর্ষুনা (পূর্ণিমা) প্রহিতা (পূর্ণিমাঃ পাশ্চাদ্ভাগেন প্রেরিতাঃ) ওষধয়ঃ মৃগ হন্যমানঃ সন্ [সন্] সর্বা কথা তদা ॥১১

[ওষধয়ঃ] বিদ্যাবিদং তং তপস্বিনং প্রতিষ্ঠিতা (ধৃতাঃ) তপস্বিনঃ বিদ্বন্ ব্রাহ্মণাঃ (যজ্ঞকর্মব্রাহ্মণকর্তারঃ) সহ

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্মেধ্যে হিমবতাশ্রিতা ।
বভূব ওষধয়াং সদ্যঃ পক্ষতায়াং সর্বদৈবতম্ ॥১৩
হায়াকায়ো মহাবোধিঃ ক্ষুধি যে কিন্তু সর্বতঃ ।
বিস্মিতা ভূতবন্ সর্বে দেবাসুর-নরাদয়ঃ ॥১৪
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নভশ্চাপতদুত্তমঃ ।
বভূবুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিষ্ণবঃ সাধুবাদিনঃ ॥১৫

বিস্ময়প্রতিষিদ্ধাঃ (বিস্ময়বিবশাঃ) দৃষ্ট্বা তদানীং (তপস্বিনম্) ॥১২

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষেঃ (পরীক্ষিতঃ) মেধ্যে অগ্নিসমাধিস্থিতে (দর্ভবিষ্টরস্থিতে) সমাধিবিশেষে পতিতায়াং সদ্যঃ তদানীং বভূব ॥১৩

ঋষি (কৃষ্ণাত্মে) যে (অগ্নীয়ে) সমন্তঃ কিন্তু আত্মন্ হায়াকায়ঃ (হায়াঃ), মেধ্যাশ্রমসমন্তঃ (মেধ্যঃ অগ্নয়ো যত্র তাদৃশ আশ্রমঃ) তস্মিন্ সর্বত্র বিস্মিতা যে অভবন্ ॥১৪

[তদা] দেবদুন্দুভয়ঃ মেঘঃ (পরিবহকঃ), নভশ্চাপতৎ (নভসঃ অন্তরীক্ষাৎ) উত্তমঃ [অন্তরীক্ষাৎ চতুঃ], বিষ্ণবঃ (প্রেক্ষকাঃ) সাধুবাদিনঃ (সাধুবাদং কুর্বাণাঃ) পুষ্পবর্ষাণি বভূবুঃ ॥১৫

অনন্তর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও আত্মার (বুদ্ধির) দ্বারা আত্মাকে (মনকে) আত্মাতে (পরমাত্মা স্বীয়কে) সমাধিযোগদ্বারা স্থাপনপূর্বক বৃক্ষের ন্যায় প্রাগগ্রকুশযুক্ত (প্রাগগ্রকুশী) হইয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥৯

তিনি পরমার্থ তীর্থে পূর্বদিকে অগ্রভাগগুলি অবস্থিত এইরূপ কুশনির্মিত আসনে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মযোগসম্পন্ন সমাহিত ও ব্রহ্মপরায়ণ অবস্থায় ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মযুক্ত) হইয়া রহিলেন ॥১০

যে (যৌবনাদি) আত্মাসকল । (ও ভিন্নে) কুমার ব্রাহ্মণপুত্র (শমীকমুনির পুত্র শৃঙ্গি) কর্তৃক (অভিশাপে) প্রেরিত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে হত্যা করার উদ্দেশে বাহির হইতে পরিষদ্যে ব্রাহ্মণদের দেখিতে পাইল ॥১১

তখন নিজের ঔষধানুসারে ওষধিসমূহ সমর্থ (তাহাদের) উত্তম (চিকিৎসাদ্বারা) বিষ নষ্ট করিতে সমর্থ জানিয়াছে (অর্থাৎ তাক্ষক মহারাজের দর্শনের মাত্র ভক্ষিত, দর্শ দংশন করিলেও তিনি তাহার বিষ হরণ করিতে পারিবেন অতএব) অর্থ নিয়া সন্তুষ্ট করত, তাঁহার (ইক্ষ্বাকুকুল রাজপরি) তাঁহার যাওয়া বন্ধ করিয়া (তাঁহাকে তথা হইতে ফিরাইয়া দিয়া) ব্রহ্মণ ব্রাহ্মণবেশে গিয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে দংশন করিল ॥১২

(তক্ষকদষ্ট) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহ তৎক্ষণাৎ সমস্ত লোকের সমক্ষে সর্পের বিষাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া গেল ॥১৩

তখন পৃথিবীতে, আকাশে, সমস্তদিকে মহান্ হাহাকার পড়িয়া গেল । দেবতা, অসুর ও মানুষ

ঋত্বিগ্ভ্যঃ দক্ষিণাং প্রদা তৈরনুজ্ঞাতঃ। | পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্বা প্রাবহিত ঈশ্বরঃ।
তথা ভূত্যাব সংজ্ঞাতো নাগান্ সর্বে সহ দ্বিজৈঃ ॥১৬ | সংরম্ভতক্ষকো বিপ্রা যাবো দিষ্টিমি পাক্ষ্যতে ॥২০
দর্শয়িষ্যে সহিষ্যন্তো হন্যমানান্ অমোঘয়া। | তদ্ভুত্বা ভূশসুবিগ্না: পরীক্ষো তক্ষকং যযৌ।
মৃত্যোর্দ্বার তক্ষকবিত্তক্ষকঃ পতগঃ স্মৃতঃ ॥১৭ | তক্ষকাত্ত পতত্বেন অমেয়েণ মহাবলঃ ॥২১
অপশ্যত্তক্ষকং তত্র যাতা পারীক্ষিতো বিভুম্। | ইতি শ্রুত্বাত্তিকথেভ্যো যাবাদ্যিক্ষ: প্রকালিতঃ।
উবাচ তক্ষকঃ কস্মান্ মদ্বেষোদ্যমনাদৃতঃ ॥১৮ | বহুন সম্ভ্রান্তধীঃ সর্বিয়াঃ পতত্বঃ ॥২২
তং খোপায়ৈতি রাজেন্দ্র স্বঃ পরমবাদবম্। | তং পতত্বং বিষাবেন সহ তক্ষকসংযুতং।
যেন পঞ্চত্বিতঃ দর্পস্তমাদায়ো পতত্বসৌ ॥১৯ | দ্বিজোত্তমাদিদং প্রাহ রাজানং তং মুদন্বিতং ॥২৩

অন্বয়বঙ্গ: ঋত্বিগ্ভ্যঃ (ঋত্বিক্‌দিগকে) দক্ষিণাং (দক্ষিণা) প্রদা (দিয়া) তৈঃ (তাহাদিগের) অনুজ্ঞাতঃ (অনুমতি লইয়া) সঃ (তক্ষক) দ্বিজৈঃ সহ (ব্রাহ্মণদিগের সহিত) নাগান্ (নাগদিগকে) তথা (তাহাদিগের) ভূত্যাব (রক্ষার জন্য) সংজ্ঞাতো (সংজ্ঞা দিয়াছিল) ॥১৬

দর্শয়িষ্যে (দর্শন করিব) সহিষ্যন্তো (প্রভাবিত করিব) হন্যমানান্ (বধ করিতে) অমোঘয়া (মহাশক্তির) দ্বারা (দ্বারা) মৃত্যোর্দ্বার (মৃত্যুর দ্বার) তক্ষকবিত্তক্ষকঃ (তক্ষক ও বিত্তক্ষক) পতগঃ স্মৃতঃ (পতগ নামে খ্যাত) ॥১৭

যাতা পারীক্ষিতঃ (অন্বেষণকর) তত্র তক্ষকম্ অপশ্যত্ (দেখিতে পাইল) বিভুম্ (রাজা—পরীক্ষিতের) তক্ষকঃ তথায় সে বলিল ॥১৮

(বিপ্রা ঐন্দ্র) মদ্বেষ: (আমার উপর যে দ্বেষ) তেন (ইহার [যে]) দর্শনঃ (দর্শনকারিগণ) (তক্ষক বধিতে) তমাদায়ো (তাহাদিগকে) পতত্বঃ (পতত্ব) ॥১৯

ঈশ্বরঃ: পারীক্ষিতঃ ইতি (বিশেষণে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) প্রাবহিত (পুনরাবিষ্ট) ভাব,—(যে) বিপ্রাঃ: সংরম্ভতঃ (ইহার সহ) তক্ষকঃ (যে তক্ষক সে পতত্বে ॥২০

তৎ (তক্ষকবৃত্তান্ত) শ্রুত্বা বিপ্রাঃ: (ব্রাহ্মণগণ) ভূশসুবিগ্নাঃ (অত্যন্ত ভীত) পরীক্ষো (পরীক্ষিৎ) তক্ষকং যযৌ (তক্ষক, সমীপে তক্ষক ভূত্বা ॥২১

ইতি (ইহা) শ্রুত্বাত্তিকথেভ্যো (প্রত্যেকের নিকট হইতে শ্রবণকরিয়া) যাবাদ্যিক্ষ: (ইহা সমীপে) প্রকালিতঃ, বহুন (বহু) সম্ভ্রান্তধীঃ (ব্যস্তচিত্ত) সর্বিয়াঃ পতত্বঃ ॥২২

প্রভৃতি সকলে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥১৪

(তখন) সেবকবৃন্দ বাহির হইয়া গেল, সন্তর্পণ ও অন্বেষণ আরম্ভ করিতে লাগিলেন এবং সেবগণও প্রণাম করিতে করিতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥১৫

রাজার পারীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের বিষয় বিস্তারিত শুনিয়া তক্ষক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাজার পুত্র ঔষধি ব্রাহ্মণগণের সহিত (মিলিয়া) যজ্ঞাগ্নিতে সর্পসমূহকে আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৬

সর্পদিগের প্রজ্বলিত অগ্নিতে মহাশব্দসমূহকে হত হইতে দেখিয়া তক্ষকবিহীন তক্ষক ইন্দ্রের পলায়ন করিল ॥১৭

সেই যজ্ঞস্থান তক্ষকের (অগ্নিতে) দেখিতে না পাইয়া পারীক্ষিতনন্দন জন্মেজয় ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সর্পাধম তক্ষক কেন দগ্ধ হইতেছে না? ॥১৮

(ব্রাহ্মণগণ বলিলেন) হে রাজেন্দ্র! (ইন্দ্ররাজ) ইহার পরমাদর তক্ষককে (গোপনে) রক্ষা করিতেছেন; সেই জন্যই ইন্দ্রকর্তৃক সম্যক্ আদৃত ঐ তক্ষক (যজ্ঞীয়) অগ্নিতে পতিত হইতেছে না ॥১৯

ঔষধবুদ্ধি পারীক্ষিত-তনয় ইহা শুনিয়া যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—হে বিপ্রগণ! আপনারা ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে কেনই বা অগ্নিতে নিপাতিত করিতেছেন না ॥২০

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ—"হে তক্ষক! তুমি সমস্ত ইন্দ্রের সহিত এই যজ্ঞাগ্নিতে নিপতিত হও" বলিয়া যজ্ঞাগ্নিতে ইন্দ্রের সহিত তক্ষকের উদ্দেশে

তৈস্ত্বয়া মনুষ্যেন্দ্র যথবদ্ভিতি সর্পয়াই।
অনেন শীতমন্ত্রেণ বা অঙ্গবাসঃ ॥২৪
ঔষিকং সলিলং তস্যোপরি যেনৈব কর্ত্তব্য।
রাজংস্তত্তোঽন্যতো নাস্তস্ত প্রদাতা সুখ-দুঃখয়োঃ ॥২৫
সর্প-চৌরাগ্নি-বিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুদ্রভ্য-ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ।
পঞ্চত্বমেতি জন্তুর্যস্তস্য আয়ুরকর্ম তৎ ॥২৬

তস্মাৎ পত্রমিতং রাজন্ কর্ত্তব্যং দেবতাজ্ঞিকম্।
সর্পা অনাগতা যত্র ঔষধৈর্ষিকং যে মুঞ্চন্তে ॥২৭

সূত উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যাহ যথাবিধানমন্ত্রকঃ।
সর্পসত্রাদুপরতঃ পুরুরাজস বাক্‌পতিম্ ॥২৮

[যেমন্ত্রম] মন্ত্র দ্বারা [অভিমন্ত্র্য] পরে তাহার [তেনৈব] সিঞ্চন করিবে [অভিসেচয়েৎ] মৃত্তিকা [ন] না [ভয়ং] ভয় [ক্বচিৎ] কোথাও [ন] নাই, [অনেন] এই [শীতমন্ত্রেণ] শীতমন্ত্র দ্বারা [বা] [অঙ্গবাসঃ] অঙ্গবাস [অভিমন্ত্রিতং] অভিমন্ত্রিত করিবে ॥২৩-২৪

[যে] যাহার [ঔষিকং] ঔষধির [সলিলং] জল [যস্য] যাহার [উপরি] উপর [যেন] যাহা [এব] দ্বারা [তৎ] তাহা [তস্য] তাহার [তেন] তাহা দ্বারা [কর্ত্তব্যং] করিবে ॥২৫

[যে] মৃত। সর্পাদিভ্যো বিভিন্নেভ্যঃ [সর্প, চৌর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্র, ব্যাধি প্রভৃতি] ক্ষুদ্রভ্য-ব্যাধ্যাদিভিঃ [ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা] নৃপ: [যে] যখন্ জন্তুঃ [জীব] পঞ্চত্বম্ [মৃত্যু] প্রাপ্ত হয়, [তস্য] তাহার [তৎ] সেই [আয়ুঃ] আয়ু [অকর্ম] কর্ম্ম [ন] নহে ॥২৬

[তস্মাৎ] সেই হেতু [রাজন্] হে রাজন্! [পত্রমিতং] পত্রমিত [দেবতাজ্ঞিকম্] দেবতাজ্ঞিক [কর্ত্তব্যং] কর্ম্ম [যত্র] যেখানে [সর্পা:] সর্প [অনাগতা:] আসিবে না [ঔষধৈর্ষিকং] ঔষধি দ্বারা [যে] যাহা [মুঞ্চন্তে] মুক্ত হয় ॥২৭

[ইত্যুক্তঃ] ইহা বলিলে [সঃ] সে [তথা] সেইরূপ [ইতি] বলিয়া [যথাবিধানমন্ত্রকং] যথাবিধি মন্ত্রের সহিত [সর্পসত্রাৎ] সর্পযজ্ঞ হইতে [উপরতঃ] নিবৃত্ত হইয়া [বাক্‌পতিং] বাক্‌পতি [পুরুরাজস] পুরুরাজের [ন] পূজা করিলেন ॥২৮

আবৃত করিবে ॥২১

রাজপুরুষ কর্ত্তৃক উক্তরূপে এই প্রকার আদেশ-বাক্য ঘোষিত ও তক্ষকের সহিত (দেবরাজ) ইন্দ্র বিমানযোগে প্রস্থান করিলে পর তক্ষকবিসর্জনচিন্ত হইয়া পরিক্ষিৎ ॥২২

(ঔত্তানিকীয়) যোগপ্রভাবের সহিত সেই তক্ষককে আকাশ হইতে নিপতিত হইতে দেখিয়া তখন সচিবগণ বেষ্টিত পুত্র জন্মেজয় রাজা তক্ষকযজ্ঞকে বলিলেন—॥২৩

যে মন্ত্রেজ্ঞ। এই সর্পযাগ আপনার অযোগ্য নহে, যেহেতু এই তক্ষক আমার পাদ স্পর্শ করিয়াছে এই জন্য এই তক্ষক অবশ্য ও অবধ্য ॥২৪

যে রাজন্। জীবন, মরণ ও পরলোক (গতি) প্রাণিমাত্রের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে। অতএব এই প্রাণিমাত্রের সুখ ও দুঃখের প্রদাতা অন্য কেহ হয় না ॥২৫

যে রূপ। জীব সর্প, চৌর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা যে দুঃখমূলক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া যায় ॥২৬

(আপনার পিতা যে তক্ষকদংশনে মৃত্যু, তাহাও তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল) অতএব মহারাজ। এই (তক্ষকবধরূপ হিংসাত্মক) আস্তিকাখ্য যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হউক; নিরপরাধ সর্পকুল রক্ষা হইয়াছে, জীবমাত্রই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া যাবে। (এই সর্পকুল পূর্ব্বকৃতকর্ম্মের ফলেই বধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে) ॥২৭

সূত বলিয়াছিলেন—(হে শৌনকাদি মুনিগণ।) মন্ত্রশক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে মহারাজ জনমেজয় সেই যজ্ঞবিধি বাক্যের সমাপ্তি প্রকরণে পূর্ব্বের বলিলেন—"তাহাই হউক" এবং সর্পযজ্ঞ হইতে বিরত হইয়া বাক্‌পতির পূজা করিলেন ॥২৮

তৈস্ত বিক্লেশদাত্রাত্মবন্ধোন্মোক্ষকথা মতা।
মুখন্তাস্তৈরনাদৃত্য মুক্তেরাদৃতিঃ স্বয়ম্ ॥১৯
ন যত্র যজ্ঞাস্তনুবাজসত্তমা

যদ্রাম্যধর্মোঽসদভিপ্রায়কৃতঃ।
ন যত্র বাদাদনুবাদমাত্রয়ো

বিবাদসংবাদভুবো যতো ভয়ম্ ॥২০
পরং পদং বৈকুণ্ঠমনাময়ং ঋষে

প্রার্থন্তি যন্নেতি গৃণন্ত আদৃতাঃ।
বিনোপযন্ত্যচ্যুতসৎকথাসবং

শিবাম্বুধিচ্ছায়ানিষেবণান্ মুনে ॥২১

ন যত্র পাষণ্ডকৃতস্তমোভয়ঃ পরং

ন চাপ্যধর্মঃ সুতরাং তদাশ্রয়ঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-

রনুব্রতা যত্র নরা বিভেমি তম্ ॥২২
বিদ্যাধরাপ্সরোমিথুনানি যত্র

বিতায়তে কোমলমধ্যমোজসা।
গায়ন্তি যদ্ধাম শিবাঃ সমং শিবা

অলোলপত্রাম্বুরুহোৎপলস্রজঃ ॥২৩

যা এষা বিদ্যা অনন্তরা (ন লক্ষ্যতে ইতি অনন্তরা, অব্যবধানেতি ভাবঃ) সমাধায়া, অবস্থয়া নাস্তিক্যবুদ্ধ্যা বা (যয়া) [বিদ্যয়াঃ] আত্মভূতৈঃ [আত্মিনঃ] মুখৈঃ (দেহৈঃ) তদ্ব্যক্তিভিঃ মুক্তি (ব্রহ্ম-পরমাত্মতা তদ্ব্যক্তি) ॥১৯

আত্মবাদিভিঃ ১৯শ (একবারং) আত্মবাদং (বিবাদিতং বদন্তি) যত্র [আত্মবাদিনি] স্বয়ং (স্বয়মেব যতো) ন বিবাদিতাঃ (তর্কন্তি, এবং) তদ্বাদতঃ [আত্মনঃ] তে বিবিধঃ বিবাদঃ (২য় তর্কন্তি) তদ্বা যে সম্বন্ধবিবক্ষন্তি (সম্বন্ধঃ তর্কাদ্যা বিবাদঃ, বিবাদঃ সর্ব্বদা

অধ্যাত্মগতি যাহার প্রভাবে বিষ্ণুর আত্মভূত জীবগণ (জ্ঞেয়াদি) তত্ত্বজ্ঞানিগণের দ্বারা মুক্ত-দেহসমূহের প্রতি (যথাযথতত্ত্বজ্ঞানিত্বরূপে) মোহ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা এই অধ্যায়ে বিষ্ণুই অনির্বচনীয়া মহামায়া ॥১৯

যাহা যাহাতে (যে জীবকে) আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুর বিরাজিত, তাহার নিকট আত্মতত্ত্বজ্ঞানী একান্তভক্তগণ (পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ ও নীলা-কথাদির কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা) পরমাত্মতত্ত্ববিচার করিলে, সেই (আত্মাশ্রিত) জীব (যদি প্রবলপরাক্রান্ত হয়, তবে সে কিছু খায়) গ্রাসিত হয় না। (পরমাত্মতত্ত্ববিচারে মায়া বিলুপ্তি হয়। সে সাধু হইয়া যায়।) যে পরমাত্মা বিষয়ে মায়া অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার বিবাদ সম্ভব হয় না; সত্ত্ব ও

বিবদন্তি, যে এব গুরবো যত্র তে) [ন তর্কন্তি] ॥২০

—পরমা (তারতম্যশূন্যা সা) পরমা (তত্ত্ব) যত্র ন (যস্যাং), [ন যস্যাং] নিমিত্তং (কারণমাত্রং) পরঃ প্রেমঃ [ন যস্যাং] নিমিত্তং (তর্কঃ) অধিকঃ (যত্নঃ) তীব্রঃ (তীব্রতরঃ) চ, তৎ (তস্মিন্) তুর্কিং তত্ত্বজ্ঞং ঔপনিষদ-পারমহংস্যবেদ (ঔপনিষদাঃ নিত্যঃ তথা তীব্রঃ পারমহংস্যাঃ আশ্রমঃ যস্মিন্ তথাভূতঃ) নিত্যং ঔচিত্যং (অবশ্যকর্ত্তব্যং) [নিত্যং] বিদন্তে (জীবন্তে) ॥২১

যং যেন্তি যেন্তীতি (ইন্দ্রং ন ইন্দ্রং ন ইতি) অন্তং (আত্ম-

বিবদমানস্য (অন্যস্য) প্রতিবাদস্য মধ্যে যে পরমাত্মাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; (যে পরমাত্মতত্ত্বকে নিজের বুঝিতে পারিলে বিশ্ব) প্রাণের সহিত এই বিশ্ব, এবং ইন্দ্রিয়ের (দ্রষ্টা ও দৃষ্টা) ও ভাবের (পরা) প্রকৃতি ও জ্ঞেয়স্বরূপ (নিত্য) হয় না; সুতরাং (বাস্তু, লিঙ্গ ও তদ্ভব এই তিনটি দ্বারা সৃষ্টির (অবিদ্যার) এই ভেদ ও জ্ঞেয়ত্বভেদ হয় না (এবম্ বিধ) যথাযথতত্ত্বজ্ঞানিত্বরূপ মায়িক মোহও যে জীবের বিলুপ্তি হইয়াছে, সেই জীবতত্ত্বও (যে পরমাত্মতত্ত্ব বিচারিত হইতে থাকিলে) অন্তর্ধানপর হয় না; জীব তখন মুক্তি (অন্তর্ধান) হইয়া (মোক্ষ-মোহাদি) তত্ত্বসমূহ বিলয় করত তখনই নিত্য হইয়া থাকেন। (আত্মচিত্তে আত্মারাম হইয়া মুক্তি আত্মারাম হন অর্থাৎ পরমানন্দ অনুভব

ত এবমবিজ্ঞায়ৈব বিজ্ঞায়ৈবং পরমং পদম্।
অথ যদ্যপি সৌম্যেদং ন বেদাং-বেদেত্যেতদ্ ৬৩৩

অভিধ্যানাদ্যভিজ্ঞেভ্যো বদন্ত্যেকে তথৈব তৎ।
ন চেন্ন বেদাস্মিন্ত্বা বৈষং কুর্যাত্ত কেনচিৎ ৬৩৪

মত্তো জগদতে তাত্ত্ব কৃতাঃ কৃৎস্নমেবেদম্।
যৎপাদাম্বুজধ্যানাৎ সংসিদ্ধ্যেন্মদ্যমাদিনাম্ ৬৩৫

শৌনক উবাচ।

শৈলাদিভির্ব্যাসশিষ্যৈরেবোচ্যৈর্যন্নাভূদ্ভিদ্।
যেনাক্ত কবিতা তাত্ত্ব এতৎ সৌম্যাভিধেহি নঃ ৬৩৬

ত্বমিতিবিজ্ঞ ইতিবিজ্ঞেভ্যঃ (ত্বাত্ত্বিজ্ঞেভ্যঃ) অবজানৌমাত্র (ন অবজিজ্ঞে সৌম্যেদং সমস্ত বেদা যে) [যেভিঃ] সৌম্যায় (হেসৌম্য অবধানস্ব) বিদ্যতে সমাধিতো (সমাধিভিঃ) অবগিতঃ (অবগতঃ আত্মস্বরূপিণি যেন) তস্মা ইতি তস্মৈ (আত্মনি) তাংস্তথা বৈষেক্ত পদম্ আত্মনি ৬৩৫

অথ যদ্য ইতি যেনেতি (যেনেক্ত অথ যেনেক্ত যদ্য) সৌম্যেদং বেদাং ন [বিদ্যতে] যে [এব] ত্বিজ্ঞাঃ তং পুরুষং পদম্ এবং (তং) অবিদ্যন্তি ৬৩৫

[অতএব] অবিদ্যেভ্যঃ (বিদ্যেভ্যঃ) বিদ্যিভ্যঃ তত্ত্বজ্ঞ

তত্ত্বজ্ঞ ন অবজানীত, এবং (যেন) [আত্মনি] যেনেদং (সর্ব) বৈষং (পরমাত্মা) ন কুর্যাত্ত ৬৩৫

যং পাদাম্বুজধ্যানাৎ (যস্য পাদপদ্মধ্যানপ্রভাবেন) ইত্যস্য সাধিতাস্য অভ্যাসস্য (অভিধ্যানস্য অপি) অনুষ্ঠেয়স্য ত্বমিত্যস্য তত্ত্বজ্ঞস্য ত্বজ্ঞস্য (ত্বত্তৈবাভ্যাসেন) মদ্য ৬৩৫

যেনাক্তমিতি যদ্যাক্তমিতি: শৌনকিনি: শৌনকিনি যেন কবিতা: (কবিত্বেনোক্তা:) তস্মা: (বিদ্যতা:), [এ] সৌম্য (হে ঋ) তং অভিধেহি (কথয়) ৬৩৫

করিয়া থাকেন—তাহাই যুক্তি। যেহেতু অখিল আত্মারও আত্মা শ্রীকৃষ্ণই পরম প্রেষ্ঠ। সেই প্রেষ্ঠোত্তমের জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইতে পারিলে আর কি পূর্ণ লাভ হইতে পারে না। (৬৩০-৩১)

(যেহ ও দুরাশাদিতে আমি (অহং) ও আমার (মম) এই ভাবীর) দুরাশাদি পরিহার পূর্বক সমাধিবিধিত (যোগি)গণ (যাগ, ধারণা ও সমাধির দ্বারা) যে বিশিষ্টরূপ তত্ত্ব ভগবান্)কে হৃদয়ে (যোগনে) আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; "যেভি" "যেভি" ইহা অহং, ইহা মম এইরূপে (ভগবান্ ব্যতীত সমস্ত বস্তু) পরিহার করিতে অভিলাষী এবং (ভগবান্ ভিন্ন) অন্য বস্তুতে মোহাদিবিহীন (ভগবান্)-গণ তাঁহাকেই (অন্যের নিশ্চিন্তরূপে ধারণা দ্বারা স্থিরীকৃত সেই ভগবত্তত্ত্বকেই) (প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত) পরম বিকৃতরূপ বস্তু বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন।৩১।

যাঁহাদের যেহ ও দুরাশা তত্ত্ব আর ও মম এই (অভিমানরূপ) দুর্বলতা নাই, তাঁহারাই (শাস্ত্রবিধিতে) বিকৃত পরমতত্ত্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন।৩৩

বৈষ্ণবরূপ পরের বিশ্বাসানুরূপ সত্ত্ব করিবেন, তাহারও অবজ্ঞা করিবেন না এবং এই যেহের (তোমাদির) তত্ত্ব তাহারও সহিত সঙ্গতা করিবেন না।৩৪

যাহার কৃপায় জ্ঞান লাভ করার ফলে আমি এই (ভাগবতী) সংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অনন্তকোটি ভাগী ভগবান্ যোগমায়াকে প্রণাম করি।৩৫

শ্রীশৌনক বলিলেন যে শ্রিয়বর্ণন (সূত)।

এখানে শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ; প্রাণি অবতীর্ণ ভগবান-পক্ষে বিশ্বকল্যাণার্থ আত্মসমর্পণ অর্থ করিতে হয়

সূত উবাচ।

সমাধিমাস্থিতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
যদ্যোকাস্যমকৃণ্ঠালো বৃত্তিলোধাদ্ বিনির্যযৌ ॥৩৭
মহৎসমস্যা ব্রহ্মন্ যোগিনো বলমাদদে।
ব্রহ্ম-ক্রিয়া-ভাবকাধ্যং দৃষ্ট্বা যন্ত্যাপুরুষম্ ॥৩৮
অতোঽনুং ত্রিগুণোদ্রেকো যোঽহংতত্ত্বপ্রকল্পনঃ যদাহ।
যদ্বহিস্তন্ন তদন্তরো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥৩৯

পুনাতি ন ইমং লোকং দৃগুতন্মোত্রে চ পুরুষম্।
যেন বাগ্ ব্যাহৃতং যস্য বৃত্তিঃ কাশ আত্মনঃ ॥৪০
যদাসো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্-বেদবীজং সনাতনম্ ॥৪১
তস্য ত্রয়শ্চতুর্বর্ণা অকারাদ্যা গুণৈর্যুতাঃ।
বার্তয়ন্তে বৈরূপ্যেণ ভূতা গুণ-ব্যবার্থরূপতঃ ॥৪২

[যে] ব্রহ্মন্ (মৌনক)। সমাধিমাস্থিতো পরমেষ্ঠিনঃ ব্রহ্মণ ওঙ্কারাকাশাৎ (ওঁকার যে আকাশে উদয়ায়) নাদঃ (শব্দ) [অভূৎ, যে নাদঃ] বৃত্তিলোধাদ্ঃ (কর্ণেন্দ্রিয়াদিরূপ প্রেরণা-বৃত্তিনিরুদ্ধকরণাদি অপি) বিনির্যযৌ (বিনির্গতঃ)। [যে] ব্রহ্মন্। মহৎসমস্যা যোগিনঃ আত্মনঃ ব্রহ্মক্রিয়াভাবকাধ্যং [ব্রহ্মণ অধিষ্ঠাতৃ, ক্রিয়া অধ্যায়, তাহাকে অধিষ্ঠিত] বলং দৃষ্ট্বা (প্রকাশ্য) অনুরূপং (বৃত্তিং) অভিমন্যতে ॥৩৭-৩৮

অথ (এজন্য) যঃ ত্রিগুণোদ্রেকঃ [ত-ই-ব] ত্রিগুণঃ (প্রকৃত) অহংতত্ত্বং (অহং অধিষ্ঠাতৃ) [যে] ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ভিন্ন, যঃ অপি তদন্তরো ॥৩৯

পুনাতু (পুরুষপি ইন্দ্রিয়ার্থে দৃগু আদৌ যস্য সঃ) পুরুষং লোকং [কর্মনিষ্পাদিতং] (লোক প্রকৃতিপুরুষের অধিষ্ঠিত সত্তাকারী) যঃ ইমং লোকং (যাহা) পুনাতি [যা পবিত্রতা], যেন বাগ্ (বাক্যেন্দ্রিয় দ্বারা) ব্যাহৃতং, যস্য আত্মনঃ (প্রকাশাং) আকাশে বৃত্তিঃ [অধিষ্ঠিতঃ যঃ ওঁকারঃ] ॥৪০

[যঃ ব্রহ্মণঃ] বাচকঃ (প্রকাশক) বাচ্যঃ (প্রকাশ্যঃ) [এবং যঃ এব] সর্বমন্ত্রোপনিষদ্-বেদবীজং (সর্বমন্ত্রঃ উপনিষদ্ এবং যত বেদের বীজ কারণম্) ॥৪১

[যে] তস্যঃ (ওঁকারস্য) অকারাদ্যাঃ (অকার-উকার-মকারাঃ) ত্রয়ঃ বর্ণ আত্মন্, যৈঃ (বিভিন্নৈঃ) ত্রয়ঃ কালাঃ (বেদাঃ) ভূতাঃ (সম্পাদিতাঃ) [বর্ণ-ত্রয়ঃ (অথবা ত্রয়ঃ বর্ণাবয়বাঃ, ত্রয়ঃ কালাঃ)] বার্তয়ন্তে ॥৪২

বেদাচার্য মহাত্মা মৈত্রেয়প্রমুখ ব্যাসের শিষ্যগণ বেদকে যত প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন—তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন ॥৩৬

শ্রীসূত কহিতে লাগিলেন—যে ব্রহ্মন্। (মৌনক!) সমাধিস্থিত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ওঙ্কারাকাশ হইতে নাদ উদিত হইয়াছে; (কাল বৃত্তিটি যত করিয়া অন্বেষণেন্দ্রিয়ের) বৃত্তি নিরোধ করিলে যাহা (এইরূপে) প্রকট হয় ॥৩৭

হে ব্রহ্মন্। যাহার (যে নাদের) উপাসনার বলে যোগিগণ (চিত্তবৃত্তি-নিরোধে পরব্রহ্মলাভ ও তদ্বিলাভ পূর্বক) ব্রহ্ম, ক্রিয়া ও কারক নামক (ব্রাহ্মণোক্তি) আত্মার মন বিমুক্তির মহিমা অনুবর্তন (পুনরাবৃত্তিরহিতরূপ) মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৮

সেই নাদ হইতে অ-কার, উ-কার ও ম-কার রূপ

বর্ণত্রয়াত্মক ওঁকার উদিত হইয়াছে। যে ওঁকার অব্যক্ত (সর্বকারণের কারণ ঈশ্বরবাচ্য) হইতে উদিত এবং যাহা (ওঁকারও বাচকরূপে) ঈশ্বরেতে (ঈশ্বরবাচ্যে) বিরাজিত। এবং এই ওঁকার পরব্রহ্ম ভগবান্ ব্রহ্মার (আত্মার) চিহ্ন। ["ওঁকার (ভগবানের) বাচকঃ প্রণবঃ"—পাতঞ্জল সূত্র] ॥৩৯

যাহার দ্বারা (সৃষ্টি) বেদবাক্য প্রকাশিত; পরব্রহ্ম হইতে জগৎকারণে যাহার অভিব্যক্তি (প্রকাশ); (জীব কর্ম মিশ্রিত তমোগুণে ত্রোক্তিয় অবশ্য থাকায় সেই ওঁকারবাচ্য ভগবান্ ভজন করিতে পারে।) অন্বেষণেন্দ্রিয় মুদ্রিত অবস্থায় জীব হইলেও পুরুষটী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ না থাকিলে ঈশ্বরবান্ দ্বারা ভজন করিতে পারেন; জীব আত্মার পরব্রহ্ম ভগবানের বাচ্যবাচক সেই পুরুষার্থ-প্রকাশক ওঁকার সমস্ত মন্ত্র, উপনিষদ্ ও বেদের বীজ

অথোঽব্যক্তসমাযোগাদ্ভগবানজঃ।
অজয়ৎস্বাম-ঋক-স্পার্শ-যুক্ত-গৌর্যাদিলক্ষণম্ ॥৪৩
তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্লক্ষণৈর্বিভুঃ।
লক্ষয়ন্নিত্যগাৎ লোকান্ লোকানুগ্রেষিতক্রতুঃ ॥৪৪
পুত্রানিন্দ্রাপচারাংশ্চ ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু বর্ষোপসংখ্যায় বসূন্রেজুঃ সমাহিতম্ ॥৪৫

তত: অথ ভগবান্ অজঃ[অজয়োগাদব্যক্তস্য]স্বাম[ঋগ্]ঋক্[যজুঃ]স্পার্শ[সাম]যুক্ত[অথর্ব]গৌর্যাদি[গৌরাদি]লক্ষণম্ [ঋগাদিবিভক্তিযুক্তানি গৌরাদীনি পদানি] অজয়ৎ [অজনয়ৎ] তেন [অজনয়তা] অসৌ [ভগবান্] চতুরো বেদান্ চতুর্ভি: [ঋগাদিবিভক্তিযুক্তৈ:] লক্ষণৈ: [পদৈ:] বিভু: [ব্যাপ্তবান্] লক্ষয়ন্ [ব্যাপয়ন্] ইত্যগাৎ [অগচ্ছৎ] ॥৪৪

পুত্রান্ [মরীচ্যাদীন্] ইন্দ্রাপচারাংশ্চ [ইন্দ্রাপচারকর্তৃন্] ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্ [ব্রহ্মবিদ:] তে [ব্রহ্মর্ষয়:] বর্ষোপসংখ্যায় [বর্ষাণাং সংখ্যানায়] বসূন্ [বসুসংজ্ঞকান্] রেজু: [যজন্তি স্ম] সমাহিতম্ [সমাধিযুক্তম্] ॥৪৫

তে পরস্পরতো প্রাপ্তাস্তত্রস্থিতৈর্দ্বিজোত্তমৈ:।
চতুর্ণাং বেদানাং যাতা যাগস্যাপো মরীচিভি: ॥৪৬

কৌশাম্বু: কৌশলাদ্যান্ দুর্বাসান্ বৌদ্ধ আসজ্ঞ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো যজ্ঞান্ হুতাদাদুস্তকোবিদা: ॥৪৭

[ন: ব্রহ্মা] ব্রহ্মকোবিদম্ [বেদব্রহ্মবিদিতারম্] [মরীচ্যাদীন্] পরম্ ঋষিম্ [বেদম্] অধ্যাপয়ৎ [অধ্যাপয়ামাস], ব্রহ্মাপচারকর্তৃন্ তে তু [মরীচ্যাদয়:] [ঋষিম্] বর্ষোপসংখ্যায় সমাহিতম্ ॥৪৫

চতুর্ণাম্ [ঋগাদিবেদানাম্] তত্রস্থিতৈ: [অধ্বর্যুণা সহিতৈ: ঋত্বিগ্ভি:] চতুর্ভি: পরস্পরত: তে [ব্রহ্মর্ষয়:] প্রাপ্তা: [যথা স্যু:], যথা যাগস্যাপ: [যাগসম্বন্ধিন্য আপ:] মরীচিভি: [তে ব্রহ্মর্ষয়:] ন্যস্তা: [বিভক্তা:] ॥৪৬

কৌশাম্বু: [কুশাম্বস্য] কৌশলাদ্যান্ [কুশলস্য] দুর্বাসান্ বৌদ্ধ: [বুধস্য] আসজ্ঞ [আসক্তবান্] বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়: যজ্ঞান্ হুতাদাদু: [হুতাদ: ঋত্বিজ: তেভ্য: সকাশাৎ বেদান্ আদদু:] [বিভক্তবন্ত:] ॥৪৭

এবং সমাহৃত (নিত্য) ॥৪০-৪১

হে ভৃগুবংশধর্ষে ! (সৌম্য !) ঈশ্বর (সেই প্রভবের) অধ্যায়ে (অথর্ব, ঈশ্বর ও সর্বার) তিনটি বর্ণ (অক্ষর) আছে। যাঁহারা তিন ভাব (ধাতুস্বরূপ) অথবা সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ (ত্রিগুণাত্মিকা ঈশ্বরের অনোঘ ও সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি) এবং (তাহার অনোঘ শক্তি) ও ব্রহ্ম, বায়ু ও অগ্নি ইহা হইতে সৃষ্টি করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ওঙ্কার হইতেই অকার (ঋগ্বেদ), উকার (যজুর্বেদ), মকার (অথর্ববেদ), স্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম পর্যন্ত) স্বর ও গৌ [গো] প্রভৃতি (ঈকারের উচ্চারণের জন্য আশ্রিত অক্ষর উচ্চারণে আসে) প্রকৃতি অক্ষরের (সমাহার

[ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও ব্রহ্ম ওঙ্কারই ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন]

ব্রহ্ম হোতৃচতুষ্টয়ের (ঋগ্বেদবিদের অধ্বর্যু: সামবেদবিদের উদ্গাতা, অথর্ববেদবিদের ব্রহ্মা ও অধ্বর্যুবেদবিদের প্রশাস্তা বলা হয়, সেই চারিজনী হোতার) অক্ষরের (বেদের) অর্থ বলার উদ্দেশ্যে সেই অক্ষরসমাম্নায় (সমষ্টি) হইতেই তাহি ভূর্ ভুবর্ (ওঙ্কার) ও ব্যাহৃতির (ভূ:, ভুব:, স্ব: মহ:, জন:, তপ: ও সত্য) সহিত চারি বেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৪৪

অনন্তর যেন ইন্দ্রাদেশে বিষ্ণু বিষ্ণুসুত (মরীচি অত্রি প্রভৃতি) ব্রহ্মর্ষিদিগকে সেই বেদসকল পড়াইয়াছিলেন। বর্ষোপযোগসময় সেই সকল ব্রহ্মর্ষি আবার সেই সকল বেদ (আচার্যাদি) নিজ নিজ

[বৃষ্টিসম্পাদন ব্রহ্মার্থেই যাগাদি সহিত বিবিধ যোগাদি হয়। এইজন্যই প্রকৃতির স্বভাব: সাধনে ব্রহ্ম]

অথিরন্যস্তরে ব্রহ্মন্ ঋগ্বেদোক্তবিগ্রহঃ।
ব্রহ্মণাত্মেন্দ্রিয়ৈর্যোগিভিরো ধর্মউত্তমে ॥৫৮
পত্নীনাং সত্যবতাংশ্চাপি সকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদঃ চক্রে চতুর্বিধম্ ॥৫৯
ঋগ্যজুঃসামাথর্বাখ্যা বাণীমূর্তিরিবৈকতঃ।
চত্বারঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥৬০

আত্মা চ চতুরঃ শিষ্যানুপযুক্ত আদৃতঃ।
এতৈস্তাঃ সংহিতাঃ ব্রহ্মন্নেকৈকামভ্যধুঃ পৃথক্ ॥৬১
তৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্ ॥৬২
সামাত্মা জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্।
অথর্বাঙ্গিরসীং নাম পৈলায় ভগবান্ মুনিঃ ॥৬৩

[যে] আত্মা ব্রহ্ম (পৌষ্য) ; অথির অপি অন্যস্ত (অন্যস্মিন্) লোকপালঃ বিভুঃ ভগবান্ ব্রহ্মণাত্মেন (ব্রহ্ম, ইন্দ্র রূপ, আদি পুরুষ ইত্যাদিঃ রূপৈঃ) লোকপালৈঃ মূর্তিভিঃ (প্রকাশিতঃ সন্) পত্নীনাং সত্যবত্যাম্ অংশকলয়া (অংশেন) অবতীর্ণঃ (সন্) চতুর্ধিঃ (চতুর্ণাং বিভাগং) চক্রে ॥৫৮-৫৯

ঋগ্যজুঃসামাথর্বাখ্যাঃ (ঋগাদিরূপাঃ) বাণীমূর্তয়ঃ (বেদ প্রকাশকমূর্তয়ঃ) মণিগণাঃ ইব (যথা অনেকবিধমণিসমূহঃ মণিসমূহ পরীক্ষায়াং বিধিঃ উচ্যতে, তদ্বৎ) চত্বারঃ

[যৈঃ] মন্ত্রৈঃ চক্রুঃ (চতুর্ভাগান্) সংহিতাঃ চক্রে ॥৬০

[যে] ব্রহ্মন্ ! মহাভাগঃ বিভুঃ [ব্যাসঃ] চতুরঃ শিষ্যান্ উপযুক্তঃ (সমীক্ষ্য আদৃতঃ) আত্মনা (চতুর্ধা সংহিতাম্) একৈকাম্ (সংহিতাম্) একৈকস্মৈ পৃথক্ ॥৬১

তৈলায় বহ্বৃচাখ্যাম্ আদ্যাম্ ঋক্সংহিতাম্ উবাচ, ও বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় (বৈশম্পায়ননামকায় শিষ্যায়) নিগদাখ্যং (যজুর্বেদ মন্ত্রাত্মকং) যজুর্গণম্, তথা সামাত্মা ছান্দোগ্যসংহিতাং জৈমিনয়ে প্রাহ, ধর্মজ্ঞঃ ভগবান্ অথর্বাঙ্গিরসীম্ [নাম] ॥৬২-৬৩

পুত্রকল্পে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥৫৪

সেই সময় বেদই (অধ্যাপনাক্রম উপদেশ) পরম্পরাক্রমে (উপদেষ্টাদি ক্রমানুসারে) বিষ্ণু-প্রতিনিধিরূপ চারিমুখে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার প্রপৌত্র ব্যাসদেবের শেষে মহর্ষিগণ সেই সকল বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন ॥৫৬

কালপ্রভাবে মন্ত্রসমূহকে অল্পায়ু, অল্পশক্তি ও অল্পবুদ্ধি হইতে দেখিয়া হৃদয়স্থিত (অন্তর্যামী) ভগবান্ কর্তৃক প্রেরিত ব্রহ্মবিগণ বেদসকলের বিভাগ করেন ॥৫৭

হে ব্রহ্মন্, মহাভাগ (সৌনিক)! এই (বৈবস্বত) মন্বন্তরেও ব্রহ্মার এক দিন, তত্র প্রভৃতি লোকপালগণ কর্তৃক প্রার্থিত লোকমঙ্গল বিষ্ণু ভগবান্ ধর্ম, আর ও বৈরাগ্য প্রভৃতি নিজের অনাবাধ্য ঐশ্বর্যসমূহের অংশকলাসমূহ, পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে) অবতীর্ণ হইয়া বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ॥৫৮-৬১

(মন্বন্তরাদির মধ্য হইতে বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরাদিবর্তির শেষভাগে উহার করিয়া থাকে) ঋগ্বিগ্রহাখ্য তার ব্রহ্ম, অথর্ব, যজুঃ ও সাম এই বেদ চারিটির (মন্ত্র) রাশি হইতে বর্ণক্রমপ্রকাশের তারে তারে উদ্ধার করিয়া তিনি (পরাশরাত্মজ বেদব্যাস) সেই মন্ত্রসমূহের দ্বারা চারিটি সংহিতা প্রথমে করিয়াছেন ॥৫৯

হে ব্রহ্মন্ ! অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ প্রভু বেদব্যাস চারজন শিষ্যকে আত্মার করিয়া সেই চারি সংহিতার মধ্যে এক এক মন্ত্রকে এক এক সংহিতা প্রদান করিয়াছেন ॥৬০

তিনি ঐলনামক শিষ্যকে ঋগ্বেদোক্ত ঋক্ (বেদ) সংহিতা, বৈশম্পায়ননামক শিষ্যকে নিগদনামে যজুঃ-(বেদ) সংহিতা, জৈমিনিনামক শিষ্যকে ছন্দোগনামক সাম (বেদ)-সংহিতা এবং সুমন্তনামক নিজশিষ্যকে অথর্বাঙ্গিরসী নামক অথর্ব (বেদ)-সংহিতা উপদেশ করেন ॥৬২-৬৩

শৈলঃ খলসংহিতাদৃতে ঐন্দ্রপ্রমিতয়ে মুনিঃ।
বাহুলায় চ সোমপ্যায় শিষ্যেভ্যঃ সংহিতাঃ শকাম্ ॥৫৪
চতুর্থা ব্যস্ত যোগায় বাস্কলব্যায় তাশ্চ সঃ
পরাশরায়াগ্নিমিত্রে ঐন্দ্রপ্রমিতিরাদদাম্ ॥৫৫
অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং বাষ্কলেভ্যশ্চ তাং মুনিঃ।
তত্র শিষ্যো বোধ্যঃ সৌভর্য্যাদিস্তু ঔচিষ্যাম্ ॥৫৬
পারাশর্য্যস্তুতঃ স্বাং তু পঠত্বা ব্যস্ত সংহিতাম্।
বাৎস্য-মুদ্গল-শালীয়-গোখল্য-শিশিরেষ্বদাৎ ॥৫৭

আম্বুকর্ণশ্চ তত্রিঃ সনিরুক্তাং খলসংহিতাম্।
বলাক-পৈল-জাবাল-বিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ ॥৫৮
বাষ্কলিঃ প্রতিশাখাভ্যো বালখিল্যাখ্যসংহিতাম্।
চক্রে বালায়নির্ভল্লঃ কাশারশ্চেতি তাং মুনেঃ ॥৫৯
বহ্বৃচাঃ সংহিতা হ্যেতা একৈকস্যর্ষিভির্যতাঃ।
প্রত্যৈকমন্বধ্যায়ং ব্যাপ্তং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬০
বৈখানসাস্তু মরীচি কশ্যপাত্রিবসিষ্ঠকান্।
অন্যেভ্যশ্চ ঋষিভ্যোঽনেকপান্ ঋগ্বেদকর্তৃকান্ ॥৬১

মুনিঃ শৈলঃ খলসংহিতাম্ [কিং বিভজ্য] ঐন্দ্রপ্রমিতয়ে বাষ্কলায় চ ইতি, সঃ অপি বাষ্কলঃ খলা সংহিতা চতুর্ধা ব্যস্ত (বিভজ্য) [চতুর্ধাঃ] শিষ্যেভ্যঃ বোধ্যায় বাষ্কলব্যায় পারাশর্য্যায় অগ্নিমিত্রায় (অগ্নিমিত্রায়) আদাৎ ; যঃ (সৌমিত্রি) আদাৎ ঐন্দ্রপ্রমিতিঃ তাং সংহিতাং [খলসংঃ] মুনেঃ (জৈমিনেঃ) মুনিম্ অধ্যাপয়ৎ, তত্র আম্বুকর্ণস্য শিষ্যঃ সৌভর্য্যাদিঃ [সৌভরিঃ অগ্নিমিত্রস্য আত্ম চ (ছেদঃ) ঔচিষ্যম্ (ঔচিত্যেন) ॥৫৪-৫৬

তৎসুতঃ (তৎপুত্রঃ) পারাশর্য্যঃ স্বাং তু সংহিতাং পঠিত্বা ব্যস্ত (বিভজ্য) বাৎস্য-মুদ্গল-শালীয়-গোখল্য-শিশিরেষু আদাৎ ॥৫৭

তত্রিঃ (বাষ্কলশিষ্যঃ) মুনিঃ আম্বুকর্ণঃ সনিরুক্তাং (নিরুক্তসহিতাং) খলসংহিতাং বলাক-পৈল-জাবাল-বিরজেভ্যঃ দদৌ ॥৫৮

বাষ্কলিঃ (বাষ্কলপুত্রঃ) প্রতিশাখাভ্যঃ [সকাশাৎ] বালখিল্যাখ্যসংহিতাং চক্রে, বালায়নিঃ ভল্লঃ কাশারঃ [এতে ত্রয়োঽপ্যৃষয়ঃ] তাং বহ্বৃচাং (ঋগ্বেদস্য) ॥৫৯

এতিঃ (ঋগ্বেদৈঃ বৈখানসিভিরিতি শেষঃ) একৈকর্ষিভিঃ একঃ একোঽয়ং সংহিতাঃ যতাঃ, একৈকস্যাং সংহিতায়াং (বিভাগে) প্রায়ঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬০

তারপর মুনি শৈল খলীয় (স্বকৃত) সংহিতা ঐন্দ্রপ্রমিতি ও বাষ্কলকে উপদেশ করেন। যে আবার সেই খলীয় সংহিতা চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বোধ্য, বাষ্কলব্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র নামক নিজ শিষ্যগণকে উপদেশ দেন। আর আম্বুকর্ণী ঐন্দ্রপ্রমিতি পঠিত আত্মকের অধিকে নিজ সংহিতা অধ্যাপনা করেন। সেই আত্মকের শিষ্য সৌভরি প্রভৃতি শিষ্যগণকে নিজ-সংহিতা উপদেশ দেন ॥৫৪-৫৬

আত্মকের পুত্র পারাশর্য্য নিজসংহিতাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশিরকে প্রদান করেন ॥৫৭

পারাশর্য্যের শিষ্য আম্বুকর্ণমুনিও (বৈখিকপক্ষ-ব্যাখ্যানকল) নিরুক্তের সহিত নিজসংহিতা বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে প্রদান করেন ॥৫৮

(বাষ্কলের পুত্র) বাষ্কলি (পূর্বোক্ত) প্রতিশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া বালখিল্যনামক সংহিতা সম্পাদন করেন। বালায়নি, ভল্ল্য ও কাশার এই সংহিতা অধ্যয়ন করেন ॥৫৯

পূর্ববর্ণিত এই ঋষিগণ সেই সকল বহ্বৃচ (ঋগ্বেদ স্থ) সংহিতা বাটন করিয়াছিলেন। যেকোন এই বিভাগ শ্রবণ করিলে (অধ্যয়ন করিলে) সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন ॥৬০

(বহ্বৃচঋষিগণ) বৈখানসাচার্যের শিষ্যগণ ভগবান্ ও অত্রি নামে অভিহিত। যেহেতু তাঁহারা নিজগুরু অনুষ্ঠেয় অন্তর্যাগাপসদাদক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাদের নাম প্রাপ্ত হন (আর অন্তর্যু-শব্দের অন্তরের জন্য অন্তর্যু সংজ্ঞাও প্রাপ্ত হন) ॥৬১

যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তচ্ছ্রুত্বা আদারো ভগবন্ বিভুঃ।
চরিতেনাল্পয়ন্নাত্মা চরিতেনেহ মহত্তরম্ ॥৬২

ইত্যুক্তো গুরুণাপ্যাশু কুপিতো বাহনং দদৌ।
বিদ্যাবন্ত্রং শিষ্যেণ মমৈতাং ত্যজাধিতি ॥৬৩

দেবরাতসুতঃ সোঽপি ছর্দিত্বা যজুষাং গণম্।
তমো অকার্ষীৎ সূনুত্বাৎ যদুর্বাদাৎ ॥৬৪

যজূংষি তিত্তিরা ভূত্বা তদ্বোদ্গীরণাদ্বিভুঃ।
তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্ সুপেশলাঃ ॥৬৫

যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্মন্ ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্।
গুরোরবিদ্যমানানি সূর্যমীশ্বরমীডিরে ॥৬৬

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্ম-
স্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চতুর্বিধভূতনিকায়ানাং
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চাকাশ
ইবোপাধিনাব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলব-
নিমেষাবয়বোপচিতসংবৎসরগণেনাপামাদানবিস-
র্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি ॥৬৭

বৈশম্পায়নশিষ্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ,—আহো ভগবন্ (হে স্বামিন্)! অল্পয়া (অল্পফলেন এতেন) চরিতেন (প্রায়শ্চিত্তেন) [তৎ] কিম্ [ফলং ভাবিনঃ ? এষ গুরুঃ কিন্তু] অহং [এব] মহত্তরং [গুরুং] চরিতবান্ ॥৬১

[যাজ্ঞবল্ক্য] ইতি (ইত্থং) উক্তঃ তদা (বৈশম্পায়নেন অপি কুপিতঃ ইতি শেষঃ) গুরুঃ (বৈশম্পায়নঃ) বিরাগবান্ (বিরাগযুক্তবাক্যবান্) শিষ্যেণ মম অয়ং (ত্বয়া) অধীতা [ফলরূপেণ মে অর্পিতা, ত্যজ] ত্যাগং কুরু ॥৬৩

দেবরাতসুতঃ সঃ অপি যাজ্ঞবল্ক্যঃ যজুষাং গণং [যজুর্বি] বমিত্বা (বমনং কৃত্বা) তমঃ [অন্ধকারং তদা, অথ সূনুত্বা [পাত্রত্বং অপি] অনুর্বাদাৎ [বৈশম্পায়নাৎ] সূনুঃ [এব তে সূনুঃ] অকার্ষীৎ [তং লোকমেব] [অপি] যজূংষি তিত্তিরাঃ (পক্ষিণঃ) ভূত্বা তৎ তং (বমনং) ইতি (হেতোঃ) [তাঃ] তদ্বোদ্গীরণাৎ (তৈঃ পক্ষিভিঃ) তৈত্তিরীয়াঃ যজুঃশাখাঃ আসন্ ॥৬৪-৬৫

[তং] তেন (গৌরেণ) তদা যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যাঃ অধিগবেষণে (অন্বেষণে) অশক্তে যদি অধিগবি] ছন্দাংসি [বেদান্] অধিগবেষণম্ (অন্বেষণং কর্তুম্) ঈশ্বরং সূর্যং (আরাধয়ন্) স্তুতবান্ ; তদা ॥৬৬

বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য (গুরু বৈশম্পায়নকে) বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! অল্পফলপ্রদ আপনার এই সকল শিষ্যের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কতটুকুই বা ফল হইবে? আমি একাই অত্যধিক গুরুর তপস্যা আচরণ করিব। (আমাকে আপনি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করিতে দিন) এইরূপ কথিত হইলে গুরু তাঁহাকে (শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে) বলিয়াছিলেন "[আমার হইতে] চলিয়া যাও, ব্রাহ্মণত্বের অবমাননকারী তোমার মত শিষ্যের প্রয়োজন নাই, আমার বিদ্যা দ্বারা অর্জিত তোমার যত বিদ্যার প্রয়োজন আছে, তাহা সমস্ত পরিত্যাগ কর" ॥৬১-৬৩

তখন দেবরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য ও সেই যজুর্বেদকে বমন করিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই (পরিত্যক্ত) যজুর্বেদকে (যজুঃসমূহকে) দেখিতে পাইলেন ॥৬৪

এই যজুঃসমূহের প্রতি লোলুপ (লোভী) সেই মুনিগণ (তৈত্তিরি যজুঃসমূহ ব্রাহ্মণ হইয়া বেদরূপ করিয়া গ্রহণ করিবেন এই চিন্তা করিয়া) তিত্তিরপক্ষীর রূপ ধারণ পূর্বক সেই (তৈত্তিরি) যজুঃসমূহ গ্রহণ করিলেন। সেই কারণেই তাঁহাদের যজুঃশাখা তৈত্তিরীয় (শাখা) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে ॥৬৫

হে ব্রহ্মন্ (শৌনক)! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য গুরু (বৈশম্পায়ন)-র অবিদ্যমান (অজ্ঞাত) যজুঃসমূহ সম্যক্ গবেষণা করিতে করিতে ভগবান্ সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন ॥৬৬

অন্তর যাব বিভূবৰ্তক দৰিব্যাদ্যস্তুপত্যন্তুপদেব-
মনুষ্যজাতাবিবিধোপাধিষ্টানাবাদৰ্শনমুদ্রিত-
মূলিনবীজাবকৰ্ষণ ভবতঃ সর্বজ্ঞীবহি তপসমন্তপ্ত
॥২৮॥

ন ইহ যাব স্থিতচরনিকরাণাং নিজস্থিতেতনানাং
জ্ঞাইন্দ্রিয়াত্মকানাবনাত্মনঃ স্বয়মাত্মাত্তধীযো
প্রচোদয়তি ॥২৯॥

ন ত্রয়ম্ (আত্মিয়াঃ) এব এব (এবঃ অপি) ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানাম্ (ব্রহ্মাদ্য আরভ্য স্তম্বপর্যন্তম্) অধিষ্ঠানতয়া ভূমিবসুধিষ্ঠানাম্ (আশ্রয়রূপিণম্) অন্তর্যামিনম্ (অন্তরস্থম্) আত্মতয়ৈব জীবরূপেণ ঈশাদিনা অবভাসমানম্ (অন্তরস্থমানম্) আত্মানম্ ইব (পরমাত্মা) ধরিত্রাদি অবনিবিকারান্তরূপাদি-সাধনসমূহেন (অবনিরূপাঃ যে অবয়বাঃ ইব ঈশাদিভাঃ ভূতসমূহাঃ তেষাং মূলম্ যৎ সাধনম্) আরাধনেন চ (পরমাত্মা) আত্মম্ (আত্মানম্) আত্মবিদাত্মনাম্ (আত্মবিদ্বদাত্মম্) ইব লোকত্রয়ম্ (সমস্তম্) অন্তরাত্মা [বিশেষেণ], [অতঃ (হেতোঃ) ভূমিম্ আত্মিয়াম্ এবঃ ॥২৭॥

[ত] বিভূবর্তক (সেবমান) ঈশবঃ (ভগবান্) অন্তরঃ (অন্তরাত্মা) [বিশেষেণ] আত্মবিদিনা (বেদিনা) ঈশাদিভাবাত্মনা (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তরূপেণ) অধিষ্ঠিতাবিদুষি (অবিদ্বদ্ভিঃ) তৃণাদি (তৃণাদিভিঃ) ভূতৈঃ (পঞ্চভূতৈঃ) ভূতময়ম্ (ভূতাত্মকম্) ভূতাধিপম্ (বিরাজম্) ॥২৮॥

[ন] যাব। ইহ (অস্মিন্) স্থিতচরনিকরাণাং (স্থাবরজঙ্গমসমূহানাং) নিজস্থিতেতনানাং (স্বপ্রকাশেন চৈতন্যেন) জ্ঞাইন্দ্রিয়াত্মকানাম্ (জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপাণাম্) অনাবৃতঃ (ঔপাধিকেন) স্বয়ম্ (স্বয়মেব) [সন্] প্রচোদয়তি (প্রেরয়তি) ॥২৯॥

[ত] স্বয়ম্ (স্বতঃ) এব (অন্যম্) অধিষ্ঠানতয়া (অধিষ্ঠানরূপেণ) আত্মানম্ (অধিষ্ঠাতারম্) [অতঃ] ভূতম্ ইব (ভূতবৎ) ইদম্ (দৃশ্যম্) অন্তরম্ (অন্তরস্থম্) অনুপলভ্য (দৃষ্ট্বা) ঈক্ষতে (পশ্যতি) এব ঈক্ষয়া (ঈক্ষণেন ঈক্ষিতা) অন্তরঃ অন্তরম্ স্বয়মাত্মাত্মানম্ (স্বয়মেব যঃ আত্মা আত্মানম্ আত্মনঃ অন্তরং) প্রেমি [আত্মন প্রেমঃ অস্তি] প্রবর্ততে ॥৩০॥

শ্রীধরস্বামী—ব্যাখ্যাতিরিক্তেন—'যে ত্রয়ম্' ইত্যাদি। আপনি এবাই (স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মা ; স্তম্ব ও ইন্দ্রিয়) চতুর্বিধ প্রাণিসমূহের, ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্যন্ত সমস্ত বিবিধ বিষয়রূপের অন্তর্যামিরূপে বর্তমান (অন্তরে ও বাহিরে) আত্মস্বরূপে ও জ্ঞানস্বরূপে আকাশের ন্যায় ঈশাদি (জীব-ব্রহ্ম-ব্রহ্ম হইতে তৃণপর্যন্ত পর্যন্ত অবয়বকোটী ব্রহ্মাণ্ডরূপ) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (ঘটাকাশ পটাকাশ প্রভৃতি যেমন এক আকাশের ঔপাধিক ভেদ, তদ্রূপ পূর্ব ঘটাদিস্থ পটাদিস্থ রূপে পরিচ্ছিন্ন নহেন) না থাকিয়া স্বয়ং-সর্ব-নিয়ন্তারূপে (সৃষ্টিকালের) অবয়ব (শরীর)-

[ত] ধরিত্রা (আদিত্য) [ত] যাব (পিতা) ঃ ইব [ত] তনয়ঃ [তব] যঃ ধরিত্রম্ যাবঃ (পর্বত) তপতি [তম্] দাহয়ীত্বা (বিদারয়ঃ) ॥৩॥

[ত] যাব। ইহ ঃ (তম্) স্থিতচরনিকরাণাং (স্থাবরজঙ্গমসমূহানাং) নিজস্থিতেতনানাং (স্বপ্রকাশেন চৈতন্যেন) জ্ঞাইন্দ্রিয়াত্মকানাম্ (জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপাণাম্) অনাবৃতঃ (ঔপাধিকেন) স্বয়ম্ (স্বয়মেব) [সন্] প্রচোদয়তি (প্রেরয়তি) ॥৩॥

[ত] স্বয়ম্ (স্বতঃ) এব (অন্যম্) অধিষ্ঠানতয়া (অধিষ্ঠানরূপেণ) আত্মানম্ (অধিষ্ঠাতারম্) [অতঃ] ভূতম্ ইব (ভূতবৎ) ইদম্ (দৃশ্যম্) অন্তরম্ (অন্তরস্থম্) অনুপলভ্য (দৃষ্ট্বা) ঈক্ষতে (পশ্যতি) এব ঈক্ষয়া (ঈক্ষণেন ঈক্ষিতা) অন্তরঃ অন্তরম্ স্বয়মাত্মাত্মানম্ (স্বয়মেব যঃ আত্মা আত্মানম্ আত্মনঃ অন্তরং) প্রেমি [আত্মন প্রেমঃ অস্তি] প্রবর্ততে ॥৩॥

অন্তরে পরিবর্তিত জ্ঞানসমন্বয়ের দ্বারা জল প্রদান ও বপন পূর্বক (পৃথিবীতে জীবসমাজাদি) লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন ; অথবা, ঈশ্বর, ও সমস্তস্বরূপ সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন আপনাকে নমস্কার ॥৩৭॥

হে ভেদজ্ঞের (জগৎপ্রসবকারী) ভূমিদেব ! হে প্রতিদিন বেদবিধি-অনুসারে উপাসনাকারিদিগের সকল পাপের (মূল) বীজনাশক। হে ভগবন্ ! আপনার যে প্রসিদ্ধ (আদিত্য) মণ্ডল এই বিশ্বকে তাপ দান করিতেছে, সেই মণ্ডলকে সত্যস্বরূপ ধ্যান করিতেছি ॥৩৮॥

পরিত আপ্তপালৈস্তত্র তত্র কথমকোবাঞ্জলি-
বিক্ষপ্তবার্হিষঃ ॥৭১

অথ হ ভগবন্তমব চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবন-
গুরুভিরর্চিতমহমেবাত্মবাদমুক্তয়ে উপসরামীতি ॥৭২

সূত উবাচ।

এবং কৃতঃ স ভগবান্ বাজিরূপধরো হরিঃ।
বন্দুভেরাত্মবাদানি দুহতুর্যাং প্রচক্রমে ॥৭৩
বর্হিষ্মতিরয়োধ্যায়াং হর্যশ্বস্তৎসুতাযুতম্।
নারদস্যোপদেশেন যযৌ পক্ষপথং প্রতি ॥৭৪

[ত্রিভুবন] আপ্তপালৈঃ [আপ্ত বিষ্ণু আদেশ পালনে পালকৈঃ ইন্দ্রাদিভিরিতি শেষঃ] কথমকোবাঞ্জলিভিঃ (কথমকোবাঞ্জলয়ঃ যত্রৈঃ অর্জিতিঃ) উপসরামীতি [উপসরতি অর্থে ঈদিৎ, সম্ভবঃ ইতি ধাতবঃ] [৭২] অবতারা ভক্তঃ ঈরিতম্ অবতারিতা ইব ভক্ত [অবতারয়তি ধাতবে] পরিতঃ ঘটিতি ॥৭০-৭১

অথ হ ভগবন্তম্ [যে আপ্তিতা] ত্রিভুবনগুরুভিঃ ব্রহ্মাদিভিঃ অর্চিতম্ [ভক্তাঃ ব্রহ্মাদিভিঃ অর্চিতমিতি ধাতবঃ] অহম্ এবাত্মবাদমুক্তয়ে [অহমেবোপাস্যোঽস্মিন্নাত্মবাদি ধাতি ভক্তানাং ভবতাং] অহম্ উপসরামি [ভজামি] ॥৭২

এই বিশ্বে আপনার আশ্রয়ে অবস্থিত ঋষিগণ (কৃষ্ণাদি) ভগবন্ (অভিলষিত প্রাপ্তি প্রভৃতি)-সমূহের মধ্যে, (সমুদ্রাদি) ইন্দ্রিয় ও প্রাণ (বায়ু) রূপ (আত্মভিঃ) অনুসরণকেও আপনি দ্বারা আত্মা ও অন্তর্যামী হইয়া প্রবর্তন (প্রেরণ) করিতেছেন ॥৬৯

যে পরমকল্যাণময় আপনি এই প্রাণিজগতের অতি বিস্ময়কর অন্তঃকরণের অলক্ষ্যগতি ঋষিগণ নিজেরা, ভক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত দেখিয়া অনুগ্রহপূর্বক সৃষ্টিপ্রবাহে আপনাকে তুলিয়াছেন, প্রমাণ নিরূপণের (প্রাণ ক্রিয়াটিতে) পরমাত্মক পরমাত্মপ্রবর্তক (জীবের পরমই ভগবদ্‌রূপতা)-রূপ অলৌকিকতাকেই প্রকাশ করিতেছেন ॥৭০

যে আপনি পৃথিবীর অধিপতি (রাজা)-র রূপ অবতারের রূপ উপাসনা পূর্বক চতুর্দিকে প্রণত করিয়া থাকেন—যাবতীয় বিষ্ণুপালগণ পরমপুরুষের হস্ত হাত জোড় করিয়া আপনাকে (পূজায়)

ভগবান্ (ভগবন্তম্) ঋষিঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠঃ) নারদঃ (নারদঃ) [ভক্তঃ] ভক্তিযোগম্ (ভক্তিযোগেন) বিধিনা (বিধিপূর্বকম্) [বিধিনা অবতারেণ ভক্তিযোগেন ভক্তিযোগম্] অবতারয়ামাস (অবতারয়তি স্ম) [অবতারয়তি ধাতবে ভক্তানাং ভবতাং ভক্তিযোগম্] ॥৭৪

ভগবান্ (ভগবন্তম্) হরিঃ (হরিরূপধরঃ) [ভক্তঃ] বাজিরূপধরঃ (বাজিরূপধরো) [ভক্তঃ] সূত উবাচ (সূতঃ উবাচ) [ভক্তঃ] এবং কৃতঃ (এবং ভক্তিযোগেন) [ভক্তঃ] বন্দুভেঃ (বন্দুভেঃ) আত্মবাদানি (আত্মবাদান্) দুহতুঃ (দুহতুঃ) [ভক্তঃ] প্রচক্রমে (প্রচক্রমে) ॥৭৩

বর্হিষ্মতিঃ (বর্হিষ্মতিঃ) নৃপঃ (নৃপতিঃ) [ভক্তঃ] প্রাচীনবর্হিষঃ (প্রাচীনবর্হিষঃ) [ভক্তঃ] পুত্রাঃ (পুত্রাঃ) [ভক্তঃ] [ধনিনঃ অবতারেণ ধনিনঃ] তেষাং (তেষাম্) [ভক্তঃ] অযুতম্ (অযুতম্) [ভক্তঃ] নারদস্য (নারদস্য) উপদেশেন (উপদেশেন) যযৌ (যযৌ) পক্ষপথং প্রতি (পক্ষপথং প্রতি) [ভক্তঃ] ॥৭৪

উপাসনা করিয়া পূজা করিয়া থাকেন ॥৭১

অতএব যে ভগবান্ ; (অন্যের অজ্ঞাত বলিয়া) যারা পুরাতন হইয়া যাহে নাই, সেই (নূতন) বন্দু সমূহের সাহায্যে অভিলাষ করিয়া আমি (ব্রহ্মা প্রভৃতি) ত্রিভুবনের গুরুগণ কর্তৃক অভিবন্দিত আপনার পাদপদ্মযুগলের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥৭২

সূত বলিতেছিলেন—(যে ঋষিগণ !) বাজিরূপধারী ভগবান্ (এই ভক্ত যারা) ভক্ত ও প্রজাপতিগণ ভগবান্ সূর্যদেব (বাজি) অশ্বের রূপ ধারণপূর্বক অন্যান্যদের (অন্যের অজ্ঞাত—নূতন) বন্দুসমূহ তাঁহাকে (রাজর্ষি বর্হিকে) প্রদান করিলেন ॥৭৩

(জ্ঞানবিমুক্তিসম্পন্ন) বিভু রাজর্ষি সেই বন্দুসমূহের দ্বারা পরমই আত্মা প্রবর্তন করেন। রাজ (= অন্য) (যোগ্যই) প্রজা সূর্যদেবের হইতে সমর্পিত সেই বন্দুসমূহগুলি তাঁর ও আত্মাদির প্রভুত্ব অধিকার গ্রহণ করেন ॥৭৪

জৈমিনিঃ সামবেদার্থং সুমন্তুশ্চাপ্যথর্ববিৎ।
সুত্রার্থং তৎসুতেভ্যশ্চাধ্যাপয়ৎ সংহিতাম্ ॥৭৪
সুকর্মা চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামবেদদ্বয়ার্থবিৎ।
সহস্রসংহিতাভেদং চক্রে সামাং ততো দ্বিজ ॥৭৫
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্মণঃ।
শিষ্যৌ জগৃহতুশ্চাদ্যো ব্রহ্মবিদ্যামুভে ॥৭৬
উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন্ পঞ্চশতানি বৈ।
পৌষ্যঞ্জ্যাবন্তরাশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যান্
প্রচক্রতে ॥৭৭

পৌষাজিরর্থাজলিঃ কৃশাঃ কুসীদঃ কুক্রিরেব চ।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্ ॥৭৮

কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ।
শিষ্য ঊচে খণ্ডিকেড়ঃ শেষা আবন্ত্য আত্মবান্ ॥৭৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

সামবেদস্য জৈমিনিঃ তথা সুমন্তুঃ, তৎসুতঃ সুকর্মা, তস্মাৎ (সুকর্মণঃ সকাশাৎ) [জৈমিনিঃ] এতস্যাঃ সংহিতায়াঃ প্রথমং ॥৭৪

তচ্ছিষ্যঃ (জৈমিনেঃ শিষ্যঃ) সামঃ (বেদস্য) দ্বয়স্য সামবেদস্য তথা (সামবেদপূর্বভাগস্য) মন্ত্রব্রাহ্মণরূপস্য (মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকস্য) অর্থং (তৎ) বিদ্ (জ্ঞাতবান্) যতঃ সুকর্মণঃ শিষ্যঃ [এষঃ] কৌশল্যঃ (কুশলপুত্রঃ) হিরণ্যনাভঃ, [অপরঃ] পৌষ্যঞ্জিশ্চ (এষঃ পৌষ্যঞ্জিঃ) শিষ্যৌ দ্বৌ (দ্বে সংহিতাভেদং) জগৃহতুঃ, আদ্যঃ (তয়োর্মধ্যে) প্রথমঃ (অধিকঃ) ব্রহ্মবিদ্যাং [ঔদ্গাত্রং অপি জগ্রাহ] ॥৬-৭১

সামবেদস্য জৈমিনিপুত্রস্য সুমন্তবাখ্যে এক পুত্র ছিলেন। সেই সুমন্তুর পুত্র ছিলেন সুকর্মা। জৈমিনি সেই পুত্র ও পৌত্রকে ক্রমে ক্রমে এক একটি সংহিতা উপদেশ দেন ॥৭৪

হে দ্বিজবর! জৈমিনির শিষ্য সুকর্মাও সামবেদের দুইটি এবং সহস্রসংহিতা সাধন বিভাগ করেন সেইজন্যই সামবেদ বিপুল বিস্তৃতি লাভ করেছে ॥৭৫

সেই সুকর্মার কোশলদেশজাত হিরণ্যনাভ ও পৌষ্যঞ্জি (নামক) দুইজন শিষ্য এই ব্রহ্মবিদ্যার সেই আবন্ত্য (নামক সুকর্মার) আর একজন শিষ্যের সামবেদের আখ্যানদ্বয় গ্রহণ করেন ॥৭৬

সেই পৌষ্যঞ্জি, আবন্ত্য ও হিরণ্যনাভের উদীচ্য-সামগাঃ শিষ্যাঃ আসন্ (যে তাংশ্চ সামগা জগৃহুঃ), তান্ প্রাচ্যান্ প্রচক্রতে ॥৭৭

পৌষাজি, অর্থাজলি, কৃশ, কুসীদ, কুক্রি—(এরা) এই পৌষ্যঞ্জিশিষ্যরা সকলে একশত একশত সংহিতা অধ্যয়ন করেন ॥৭৮

হিরণ্যনাভস্য শিষ্যঃ [সঃ] কৌশল্যঃ চতুর্বিংশতি-সংহিতা ঊচে, শেষাঃ (অবশিষ্টাঃ) [খণ্ডিকাঃ সংহিতাঃ] আবন্ত্যম্ আবন্ত্যঃ [খণ্ডিকেড়ঃ বাঃ ঔদিচ্য পুরুষোত্তমঃ] ॥৭৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণে পারমহংস্য সংহিতায় বৈয়াসিকীর ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

বেদবাদী পৌষ্যঞ্জির সামবেদের শিষ্য ছিলেন। (তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটি সামশাখা গ্রহণ করেন) (তাহাদের) তাঁহারা (পূর্বদেশে আসিলে) পূর্বদেশীয় বলিয়াও অভিহিত হন ॥৭৭

পৌষাজি, অর্থাজলি, কৃশ, কুসীদ ও কুক্রি এই পাঁচজন পৌষ্যঞ্জির শিষ্য প্রত্যেকে সামবেদের একশত করিয়া শাখা গ্রহণ (অধ্যয়ন) করেন ॥৭৮

হিরণ্যনাভ কৌশল্যকের শিষ্য নিজের শিষ্যদিগকে চব্বিশটি সংহিতা উপদেশ করেন। অবশিষ্ট সামবেদের যে সকল শাখা প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আত্মজ্ঞানী আবন্ত্য নিজ শিষ্যদিগকে সেই সকল সামবেদের শাখা উপদেশ করেন ॥৭৯-৮০

শ্রীলশ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ-স্কন্ধ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যবাক্যপ্রকাশভাষাটীকা-কৃত ষষ্ঠ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

[অথর্ববেদের পুরাণত্ব ও বিভাগ, পুরাণলক্ষণবর্ণনপূর্বক।]

সূত উবাচ।

অথর্ববিৎ সুমন্তুশ্চ শিষ্যস্ত্রয্যাপসং বকম্।
সংহিতাং সোঽপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্ ॥১
শৌক্লায়নির্ব্রহ্মবলির্মোদোষঃ পিপ্পলায়নি।
বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যাস্ত্রয়ো পৃথু।
কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ববিৎ ॥২
অহং শিষ্যোঽথ সাবর্ণিঃ সৌমদর্শনিরেব চ।
অধীয়েবাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণ্যাঃ শান্তবাপ্যতে ॥৩

শব্দার্থঃ

সূত উবাচ,—অথর্ববিৎ সুমন্তুঃ তথা (তথৈবাং) সংহিতাম্ (তথা-নামকং) শিষ্যম্ ত্রয্যাপসং, সঃ অপি [তথা বিপশ্চিতাম্] পথ্যায় বেদদর্শায় চ উক্তবান্ ॥১

শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ, পিপ্পলায়নি [যে এব ত্রয়ঃ] বেদদর্শস্য শিষ্যাঃ অথো [অত্যন্তং] পথ্য-শিষ্যান্ পৃথু [নামকঃ] আখ্যয়ঃ [যে] ব্রহ্মন্। অথর্ববিৎ সুমন্তুঃ তথা, তথৈব [এব ত্রয়ঃ] অপি [পথ্যশিষ্যাঃ ছিলেন্তা] ॥৪

অথ অহমিব [তথৈব] শিষ্যঃ তথা সৌমদর্শনিরেব [তথৈব ছিল ছিলেন] যে সংহিতে অধীয়েবাং তথা [অধ্যয়ন] দাস্যতাং শান্তবাপ্য নাম (অন্যয়) [তথাবিধাঃ যে সংহিতে অধ্যয়ন] ॥৫

বক্ষ্যত্রয়স্য শিষ্যশ্চ কশ্যপাগ্নিবেশ্যয়োঃ।
এতে আথর্বণাচার্য্যাঃ শৃণু সৌরাণিকান্ মুনে ॥৬
ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়ন-হারীতৌ ষড়্ বৈ সৌরাণিকা ইমে ॥৭
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং নঃ পিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্ ॥৮

শব্দার্থঃ

[যে] মুনে (শৌনক) বক্ষ্যত্রয়স্য শান্তি (শান্তিনাম) কশ্যপাগ্নিবেশ্যয়োঃ (কশ্যপ অগ্নিবেশ, আগিরা অথবা গোত্র) এতে আথর্বণাচার্য্যাঃ [অথর্ববেদের আচার্য্য] [অতঃ] [অত্যন্তং] সৌরাণিকান্ (পুরাণাত্মকান্) [নামতঃ] শৃণু ॥৬

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপঃ সাবর্ণিঃ [অকৃতব্রণস্যাঃ] অকৃতব্রণ বৈশম্পায়ন-হারীতৌ [বৈশম্পায়নঃ হারীতশ্চ] ইমে ষট্ (ইমে ষড়্ নামানঃ) সৌরাণিকাঃ (পুরাণজ্ঞাঃ) [এতে] ব্যাসশিষ্যাৎ ব্যাসস্য [শিষ্যাৎ] মুখাৎ সংহিতাম্ (পুরাণ-সংহিতাম্) একৈকাম্ (একৈকস্যাঃ সংহিতায়াঃ) অধীয়ন্ত (অধ্যয়ন-কৃতবন্তঃ)। অহমপি শিষ্যঃ অন্যে [নঃ] [মম] সর্ব্বাঃ (সকলাঃ সংহিতাঃ) সমধ্যগাম্ (সম্যক্ অধীতবান্) ॥৮-৯

সপ্তম অধ্যায়।

(অথর্ববেদ এবং পুরাণ বিভাগ ও পুরাণলক্ষণ বর্ণন)

শ্রীসূত বলিলেন,—(হে শৌনকাদি ঋষিগণ !) অথর্ববেদবিদ্ সুমন্তও কবন্ধনামক শিষ্যকে নিজ (অথর্ব) সংহিতার অধ্যাপনা করেন। তৎপর আবার নিজ সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পথ্য ও বেদদর্শকে উপদেশ দেন।

হে ব্রহ্মন্। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ ও পিপ্পলায়ননামক চারিজন শিষ্যকে বেদদর্শ (নিজসংহিতাকে চারভাগে বিভক্ত করিয়া) অথর্বসংহিতা উপদেশ দেন। অবশ্যর পথ্যের শিষ্যত্রয়ের নাম শ্রবণ করুন। অথর্ববিৎ কুমুদ, শুনক ও জাজলি। (এই তিনজন শিষ্যকে পথ্য নিজ-সংহিতা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া উপদেশ দেন) ॥২

অত্রিবংশজ শুনকের শিষ্য বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন দুইজন (শুনক কর্তৃক বিভক্ত) দুইটী সংহিতা অধ্যয়ন করেন। আর সাবর্ণ্য প্রমুখ সৈন্ধবায়নের অপর শিষ্যগণ—সুমন্তুক, নাভি, কবন্ধ ও আঙ্গিরস—ইহারাও অথর্ববেদের আচার্য্য। হে মুনে। অতঃপর সৌরাণিকগণের নাম শ্রবণ করুন। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন ও হারীত এই ছয়জনই সৌরাণিক। ইহারা ব্যাসদেবের নিজ আত্মজ পিতা বেদব্যাসমুনির মুখ হইতে

ক্রমশোঽত্র চ সর্গশ্চ প্রতিসর্গোঽপ্যুদাহৃতঃ।
অথাত্রৈব বংশশ্চাত্র মন্বন্তরমথাপি চ ॥৭
পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষিভির্নিরূপিতম্।
সূত সূচয়স্বাস্মিন্ বেদব্যাসানুসারতঃ ॥৮
সূর্যাদয়শ্চাস্য নিগদন্তি কৃতী যথাস্তবমপি চ।
ক্রমো হ্যপাসনবিধিঃ সংখ্যা যেষূপপাদ্যতে ॥৯

সর্গস্তিস্রঃ কথাস্তাসাং পুরাণে ত্রয়ঃ বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া ॥১০
অন্যাকৃতগুণোৎকর্ষাদহঙ্কৃতিবিকল্পতঃ।
ক্ষুদ্রমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ ঈদৃশঃ ॥১১
পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্ বীজং চরাচরম্ ॥১২

ক্রমশঃ, অথা [ক্রমেণ]. সর্গশ্চ: প্রতিসর্গঃ অপ্যুদাহৃতঃ [এবং বলা] চ্ছাঃ: আপ্রতিসর্গং (প্রাকৃতপ্রলয়ং) চ্ছাঃ (চ্ছন্দঃ) মুপপাদিতা: অথৈবহি [অথৈবচ্ছন্দঃ] ॥৭

[৮] ব্রহ্মন্! বেদব্যাস প্রসাদতঃ (বেদব্যাস পাদাং প্রাপ্তবুদ্ধিত্বেন প্রকর্ষতঃ. তাসাম্ অনুগ্রহতঃ সমাধানপ্রভাবেন) প্রকর্ষিভিঃ (ব্রহ্মবিশিষ্টৈঃ) বিনিশ্চিতা: পুরাণলক্ষণম্ (পুরাণানাং লক্ষণানি) দৃষ্টং অস্মিন্ তত্র ॥৮

অথ (অস্মিন্ [বংশে] অত্র (বংশে] সর্গঃ (সৃষ্টিঃ বিসর্গশ্চ:), বিসর্গ: (অবান্তরসৃষ্টিঃ), [বিসর্গাং অনন্তর] বৃত্তিঃ (জীবনং), রক্ষা (রক্ষণোপায়ঃ), অন্তরাণি (মন্বন্তরাণি), [চ্ছন্দঃ] বংশঃ, বংশানুচরিতং, সংস্থা (স্থিতিঃ), হেতুঃ (জীবনহেতুশ্চ), অপাশ্রয়ঃ (আশ্রয়ঃ)—ভবন্তি: (পুরাণানি) [এতৈঃ] লক্ষিতং লক্ষণৈঃ যুক্তং পুরাণং (মহাপুরাণং) বিদুঃ (জানন্তি) [জানন্তি চ] ; (৯) ব্রহ্মন্! বেদিং (জানতে) (পুরাবিদঃ) মহদল্পব্যবস্থয়া [মহতা বিশালেন অল্পব্যবস্থয়া সংক্ষেপবিস্তরেণ) [পঞ্চলক্ষণেন লক্ষণেনাপি যুক্তানি] [তৎপুরাণলক্ষণং] পঞ্চবিধং [আহুঃ] ॥১০

অন্যাকৃতগুণোৎকর্ষাৎ (অন্যাকৃতস্য প্রধানস্য গুণোৎকর্ষাৎ হেতোঃ) অহঙ্কৃতিবিকল্পতঃ (অহংকারস্য ভেদাৎ) [যে যথা প্রাকৃতাঃ তথা] ক্ষুদ্র: ক্ষিপ্রঃ [ক্ষিপ্রং] মাত্রা: (তন্মাত্রাণি) [তথা, তথা আহারাদয়] ইন্দ্রিয়ার্থাঃ (ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং কর্মেন্দ্রিয়াণাং চ বিষয়াঃ. তেষাং মুখ্যতয়া ভক্তভোগ্যত্বাৎ. [চ] সর্গঃ, [সঃ] সর্গ ঈদৃশঃ ॥১১

পুরুষানুগৃহীতানাম্ (পুরুষেণ ঈশ্বরেণ অনুগৃহীতানাং

এক একটি পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু এই ছয়জনের শিষ্য বলিয়া ছয়টি পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছি।৬-৭

ব্রহ্মন্, আমি, সাবর্ণির প্রশ্নের শিষ্য আপনার আশ্রয় এই ব্রাহ্মণ ব্যাসদেবের শিষ্যের (আমার পিতা রোমহর্ষণ সূতের) নিকট সমস্ত মূল পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছি।৮

হে ব্রহ্মন্। বেদের শাখাবিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণিগণ কর্তৃক বিরচিত পুরাণের লক্ষণ (দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত পুরাণলক্ষণের কিঞ্চিৎ ভেদ করিয়া বেদব্যাস বলিয়াছেন) আপনি আমাদিগের নিকট সংক্ষেপে প্রবণ করুন।৯

এই বিষয়ে (১) সর্গ (সৃষ্টি), (২) বিসর্গ (উৎপত্তিপ্রলয়), (৩) বৃত্তি (স্থিতি), (৪) রক্ষা (অবান্তরবারাদি প্রলয়ে জীবনরক্ষা), (৫) অন্তর (মন্বন্তর), (৬) বংশ, বংশানুচরিত (বংশের চরিত মন্বন্তরপ্রকরণে তাসবর্তী কথা), (৭) সংস্থা (বিনাশ অর্থাৎ আত্যন্তিক প্রলয়রূপ মুক্তি), (৮) হেতু (জীব যাহাকে আশ্রয় করে—তাহাই তাহার পুনর্জন্মের প্রতি কারণ) (১০) অপাশ্রয় (আশ্রয়) এই দশটি যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই (তাহা)পুরাণ। (২য় অংশ ১০৪ অধ্যায়ে বর্ণিত, সর্গ, বিসর্গ, স্থিতি (প্রাণিরক্ষার বৃত্তি), সোমবংশ (রক্ষা), ঊতি (হেতু), মন্বন্তর (অন্তর), ঈশানুকথা (রক্ষা ও বংশানুচরিত) নিরোধ (সংস্থা), মুক্তি (মোক্ষের অন্তর্গত) আশ্রয় (অপাশ্রয়) রূপে প্রথম করিলে পূর্বোক্ত বর্ণিত লক্ষণের সহিত মিল হয়।) এই দশটি লক্ষণের দ্বারা মুক্ত পরমর্ষিরা পৌরাণিকগণ পুরাণ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ পুরাণকে

ইতিহ্যুক্তানি সূক্তানাং চাখ্যানান্যপি চ ।
সূনবঃ যেন সূয়ন্তে ঋষীণাং বংশসন্ততিঃ ॥১৩
মন্বন্তরাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্বিধকর্মণঃ ।
নিত্যং চ ব্রহ্মনিষ্ঠেষু বর্ণ্যতে ভগবান্ যতঃ ॥১৪

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ ।
অংশাবতারাশ্চাত্রৈব হরেঃ ষড়্বিধকর্মণঃ ॥১৫
রাজ্ঞো জন্মপ্রভবনং বংশমন্বন্তরাণি চ ।
বংশানুচরিতং যত্র সূক্তং বংশধরাশ্রয়ম্ ॥১৬

ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানম্) এবঞ্চ (অনেনৈবাং) [ত] অবয়বানাং (অবয়বানাং) [ত] অবয়বতঃ (অবয়বতঃ) [ত] যৌগপদ্যং যৌগপদ্য [ইব প্রকাশমানত্বাদ্ ভাতি, তদ্বৎ] সমন্বয়ঃ (তাদাত্ম্যঃ সর্বাংশীশ্বরোপাধিত্বম্) [ত], অস্য বিবৃতি ॥১১

ব্রহ্মাণ্ড সূক্তানাং [সাধারণ্যঃ] অবান্তরি [ব্যবহার ভাতি] ত [পুনর্বি] ধানম্ (ব্যবহারার্থং) দৃষ্ট্বা, [তত্র , ত্র পুনঃ ধানম্ (ব্যবহারার্থম্) যেন (যতোহবং) তেষাং (যতোহবং) তা [ত বিনে ব্রহ্ম [ত] দৃষ্ট্বা [উচ্যতে] । ৩

বিনিয়োগাদিভেদেন্ (বিনিয়োগ শক্তি প্রকৃতয়ঃ, যজ্ঞাং যজমান-

ধর্মা, যেন তেন্) অনুসৃত্য (দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা) [ত] অনুসন্ধানম্ (অনুসন্ধিৎসা [অনুসৃত্য তত্তদঃ যজমানেন্ যজমানানাং] ইতি (অবধারণং) ন্যায়েন [বেদবিদঃ ইবেন্] ব্রহ্মণঃ, ত [এব] বিভাগকরঃ [উচ্যতে] ॥১২

অত্র, যেন্, অনুসন্ধানং সুরেশ্বরঃ, ব্রহ্মঃ, ব্রহ্মা অবান্তর-যজমানঃ [এবং] ব্রহ্মবিদ যজমান্ উচ্যতে ॥১৩

ব্রহ্মপ্রভবনং (ব্রহ্মঃ আবির্ভাবঃ) বাস্তব (মূলতঃ] ইত্যেতাদৃশঃ (মূলবিষয়ত্বেনাভিমতঃ) অর্থঃ (বস্তু) যেষাং মূলং (যস্মাৎ) যে ত বংশধরাঃ (ব্রহ্মণঃ) [এবং] বংশানুচরিতম্ উচ্যতে ॥১৪

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চবিধ লক্ষণযুক্ত বলিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি মহৎ ও অল্পসংখ্যক দ্বারা (অর্থাৎ পূর্বোক্ত দশবিধলক্ষণযুক্তকে মহাপুরাণ ও পঞ্চবিধলক্ষণযুক্তকে অল্পপুরাণ) বুঝিতে হইবে ॥৮-১০

(এই শ্লোকটির অন্বয় করা হইতেছে) ভগবানের শক্তি প্রকৃতির (সত্ত্ব-, রজঃ ও তমোগুণ যখন সমাবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে অব্যাকৃত প্রকৃতি বলা হয়। ইহার সাম্যতা যখন হয়, তখনই সৃষ্টি হয়) ক্ষোভের (সাম্যতা) হইতে যাহারা, সেই (ভগবান অব্যাকৃত তখন) নিত্য (মহৎ) হইতে(-মহৎ, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত) ত্রিবিধ অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা ও শ্রোত্রের সূক্ষ্মতম ভাগ) একাদশ ইন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থরূপ পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয়; ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও শ্রোত্ররূপ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং উভয় ইন্দ্রিয়রূপে মন এই একাদশটী ইন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ (ইন্দ্র যমাদি দেবতা) দেবতাগণ, ও আকাশাদি স্থূল পদার্থসমূহের উৎপত্তিকে "সর্গ" বলা হয় ॥১১

পঞ্চদেবের কর্তৃক অনুসৃতীত এই জীবসমূহের বীজ হইতে (অন্য, আবার অন্য হইতে) বীজের ন্যায় যে (পূর্বকল্পান্ত তত্ত্বের) বারম্বার সংকোচ-সম্ভূত হইতে) স্থাবর ও জঙ্গমরূপে যে (অনাদি ও অনন্ত) উৎপত্তি (সৃষ্টি) প্রবাহ (ধারা) তাহাই "বিসর্গ" নামে কথিত হইয়া থাকে ॥১২

(ব্রহ্মকল্পান্তে) পদ্মযোনির চতু (ব্রহ্মদিক অন্যান্য) প্রাণিগণের চতু ও অন্য (স্থাবর) পার্থিবৌকিক পদার্থসমূহকে জীবিকা (জীবন-ধারণের উপায় স্বরূপ) রূপে প্রদান করিয়াছেন সেই জীবিকাকে "বৃত্তি" বলা হয় এবং (মন্বন্তরাদি-জীবের) আদিত্য অনুসারে (ব্যবহারক্রমে) অথবা শাস্ত্রীয় প্রেরণা (ধর্ম বিধি) অনুসারে সেই বৃত্তিনির্বাহে জীবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥১৩

স্থূল সূক্ষ্ম (পশু পক্ষী প্রভৃতি) নিম্নশ্রেণীস্থ, মানুষ, ঋষি ও দেবতাগণের মধ্যে (অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের যে অবতারগণ) যাঁহারা যেসকলবিষয়ক যশ করেন, সেই ভগবদবতারগণের (সম্পাদিত

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংখ্যেতি কবিভিঃ প্রোক্তা চতুর্ধাস্য স্বভাবতঃ ॥১৭
হেতুস্তত্রোচ্যতে সর্গাদেরবিভাকর্মকারকঃ।
যং চানুশয়িনঃ প্রাহুঃ ক্ষ্যাক্তমুতাপরে ॥১৮

যত্র (নিত্যে) খলু নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকঃ নিত্য আত্যন্তিকঃ [এষ যঃ চতুর্থঃ লয়ঃ] কবিভিঃ [যা] সংখ্যা ইতি প্রোক্তম্ ॥১৭

যত্র নিত্যে সর্গস্য [পরীক্ষকস্য] [যঃ] অবিদ্যাকর্ম-কারকঃ [অবিদ্যায়াঃ কর্মকারকঃ জীবঃ] প্রাহুঃ যম্ [যেন] অনুশয়িনম্ [নিমিত্তম্] অপরে [কেচিৎ] অবয়বিনম্ [প্রধানম্] ক্ষ্যাঃ [প্রোক্তবন্তঃ] ॥১৮

ভাষ্যম্—নিত্যো নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ। এষ চতুর্থো লয়ঃ কবিভিঃ সংখ্যেতি প্রোক্তঃ ॥১৭

তত্রাপি নিত্যে সর্গস্য [পরীক্ষকস্য] অবিদ্যাকর্মকারকো জীবঃ প্রাহুঃ যম্ [যেন] অনুশয়িনম্ [নিমিত্তম্] অপরে [কেচিৎ] অবয়বিনম্ [প্রধানম্] ক্ষ্যাঃ [প্রোক্তবন্তঃ] ॥১৮

ভাষ্যানুবাদ—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক এই লয়চতুষ্টয়ের মধ্যে এই নিত্য লয়টী কবিগণ কর্তৃক "সংখ্যা" নামে কথিত হইয়া থাকে ॥১৭

যত্র, যেজন্য, যদ্বারা, যে, যাহাকে, যাহাতে, কর্তৃত্ব ও ক্রিয়ার অন্বয়ব্যতিরেক—এই ষড়্বিধের অধিকারে যে যে কারক থাকে, তাহাকে যথাক্রম বলা হয় ॥১৮

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যাহাদের (অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ) ত্রিকালে বর্ত্তমান যে মূল (অবিদ্যাসংস্কার) তাহাকে "কাম" বলে। সেই সেই কামে আত্ম বলেতরূপের আকর্ষিত অতীত ঘটনাকে "কামানুশয়িনী" বলা হইয়া থাকে ॥১৮

আত্যন্তিক লয়ে (সকলের চরমকারণ অবয়বের ইচ্ছাবশতঃ) এই নিত্যের নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক এই চারপ্রকার লয়ের (পূর্বে ইহাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে) পরিজ্ঞান "সংখ্যা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥১৭

(যে কর্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাদৃশ কর্মফলভোগী অজ্ঞান) অবিদ্যার কার্য্য কর্ম্মফলভোগী জীব এই নিত্যের সৃষ্টি প্রভৃতি হেতু বলিয়া জীবই "হেতু" নামে উক্ত হয়। কেহ কেহ এই জীবকে মোহবশতঃ নানাবিধ কর্মবাসনা প্রবাহের অনাদি অবিদ্যা (অজ্ঞান) যুক্ত সংসার-

যস্ত্রিরেকাদ্বয়ো যস্য জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্ ব্রহ্ম জীববৃত্তিষপাশ্রয়ঃ ॥১৯
পদার্থেষু যথা দ্রব্যং তত্ত্বমাত্রং রূপ-নামসু।
বীজাদিষ্বিহ রাজাদ্যং তথাব্যক্তমুদাহৃতম্ ॥২০

মায়াময়েষু (বিনাশযুক্তেষু) জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি জীববৃত্তিষু (জীবধর্ম্মেষু) যস্য ব্রহ্মণঃ যঃ ত্রিরেকাদ্বয়ঃ (ত্রিষ্বিহ্নেষু যস্য অন্বয়ঃ, ব্যতিরেকশ্চ ইতি, সঃ) [ব্রহ্মণি] তদ্ ব্রহ্ম (তৎসংজ্ঞকম্) যথা দ্রব্যং (পদার্থেষু) তত্ত্বমাত্রং (সত্তামাত্রং) রূপনামসু (রূপনামযুক্তেষু) [যথা] তত্ত্বমাত্রং (সত্তামাত্রং) বীজাদি (বীজং বৃক্ষাদ্যং যস্মাদ্ বৃক্ষাদিরূপো ভবতি) সত্তামাত্রং (সত্তয়া সহ বর্ত্তমানং যৎ) [এবং] তথা অব্যক্তম্ (প্রকৃতিঃ) [যঃ] তং ব্রহ্ম [বিদ্যাৎ] উদাহৃতম্ (আহুঃ) ॥১৯-২০

যোগী বলিয়া থাকেন, আবার অপর অনেকজন প্রাকৃতপ্রলয়কে বিলিপ্ত বাসনাযুক্ত মুক্তিকামীও বলিয়া থাকেন ॥১৮

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ জীবের অবস্থাত্রয়মূলে (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পদার্থ) মায়াকল্পিত পদার্থ-গুলিতে যাহার অন্বয় (যে জীবশক্তি থাকিলে জীব থাকে; যে প্রকৃতিশক্তি থাকিলে মায়াময় প্রাকৃত পদার্থে থাকে) ও ব্যতিরেক (যে জীব-শক্তি না থাকিলে জীব থাকে না; যে প্রকৃতিশক্তি না থাকিলে মায়াময় প্রাকৃত পদার্থে থাকে না) আছে, (তাহার বিনে যিনি স্বতঃপ্রকাশরূপে আছেন) সেই ব্রহ্মই "তৎপদার্থ" নামে কথিত। (তৎপদার্থ শব্দে তৎপদের লক্ষ্য হইয়াছে আত্মার যাহার অর্থাৎ যাঁহার আত্মত্ব নাই অথচ যিনিই সকলের আত্মা) বুঝিতে হইবে। তাহাকে সর্বতত্ত্ব বলা যায় ॥১৯

(বৃক্ষ ও ঘটাদি) পদার্থগুলির যেমন সেই সেই পদার্থের বীজ (উৎপত্তির মূলীভূত কারণ) হইতে বিনাশ পর্যন্ত অবস্থাসমূহের মধ্যে (বৃক্ষাদির) তাদাত্ম্য সত্তা যেমন যুক্ত থাকে, (ঘট, সরাব প্রভৃতির নাম ও রূপ পৃথক্ হইলে তাহাতে মৃত্তিকা যেমন তাদাত্ম্যসম্বন্ধে যুক্ত থাকে) আবার বিনষ্ট থাকে (ঘট, সরাবাদির প্রলয়াবস্থাকালে মৃত্তিকা-রূপে

বিষ্ণোস্তু কথা শ্রিতঃ হিত্বা দুষ্টিত্রাং যদন্।
যোগেশ্বর্যং ন কাঙ্ক্ষন্তি যোগসংসিদ্ধয়ে পরে ॥২১

এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ।
মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ ॥২২

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্ ॥২৩

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্মং চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥২৪

ব্রহ্মন্নিদং সমাখ্যাতং পাদ্মাখ্যেয়ং সুমেধসঃ।
শিষ্যশিষ্য-প্রশিষ্যাণাং ব্রহ্মতেজোবিবর্ধনম্ ॥২৫

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

ত্রিষ্ণ কথা (কৃষ্ণকথাবিমুখজনস্য) দুষ্টিত্রাং বিষ্ণ যদন্ বিনাশয়ন্, যোগেশ্বর্যং ন আকাঙ্ক্ষন্তি যে, তদা ঈদৃশাঃ (মহান্তঃ) নিবর্তন্তে ॥১১

এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি (এবংবিধলক্ষণৈঃ লক্ষ্যমাণানি) পুরাণানি পুরাবিদঃ (পুরাণজ্ঞাঃ) মুনয়ঃ ঋষয়শ্চ (পুরাণি) প্রাহুঃ (বিদুঃ) চ। অষ্টাদশ প্রাহুঃ ॥১২

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ং (গরুড়পুরাণসহিতং, গারুড়ং) নারদীয়ং ভাগবতং আগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতং (স্কন্দ) ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনং (বামন-

---

পুরাণকে বারম্বার পাঠ করিলে তাহা নারদকে পরিত্যাগ করিয়া দুষ্টিত্রার সহবাসিনী হইবে অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে) সেইরূপ ভাগবতকে সমস্ত স্কন্ধে ও সারে যিনি ভিন্নভক্তি ও অভিন্নভক্তিসহকারে মূল অথবা নিজ (অধিকারানুরূপ) পঠনে বিমুক্ত, সেই ব্যক্তিই "অপাঙ্ক্তেয়" পদবাচ্য ॥১০

যখন চিত্ত (সর্বাদি নয়টী পুরাণে লক্ষণের অনুচিন্তনে ভিন্নবৃত্তি নিরোধবশে) যোগবলে (স্বেচ্ছায়ত্তরূপে লব্ধস্থ যখন পদার্থ) পরমাত্মাতে আবিষ্ট পায় এবং (তাহার ফল ও মূলভূতরূপ) তিনটী দুষ্টি (অবস্থা) পরিহার করিয়া (অবস্থাত্রয়াতীত হইয়া), সেই পরমাত্মাতে (বিশেষভাবে স্বরূপীভূতরূপে) স্থিত হয়, যখন চিত্ত নিজেই (সমাধিবিষয়ক) প্রবন্ধ হইতে বিরত হইয়া যায় ॥১১

পুরাণজ্ঞ মুনিগণ এইরূপ লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত

পুরাণম্) গারুড়ং (গরুড়পুরাণসহিতং) নারদীয়ং ভাগবতং আগ্নেয়ং (অগ্নিপুরাণং) স্কান্দসংজ্ঞিতং (স্কন্দপুরাণং) ইতি ত্রিষট্ (ত্রিষট্সংখ্যাকং ষট্, অষ্টাদশ ইতি যাবৎ) [এতানি অষ্টাদশ পুরাণানি মুনয়ঃ প্রাহুঃ] ॥১৩-১৪

[হে] ব্রহ্মন্! মুনয়ঃ (মননশীলাঃ) সাধারণতয়া (যেষাং বিদ্যতে যোগাধারণেন প্রকাশিতয়া) এবং [রূপা] সমাখ্যাতাঃ, [এবং শিষ্য-শিষ্য-প্রশিষ্যাণাং (শিষ্যস্য, তস্য শিষ্যস্য তস্যাপি শিষ্যস্য) ব্রহ্মতেজোবিবর্ধনম্ (ব্রহ্মতেজসঃ ব্রহ্মবর্চসস্য বর্ধনকরম্) ভবতি] ॥১৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতীয়ায়াং দ্বাদশস্কন্ধস্য সপ্তমোঽধ্যায়স্য সমাপ্তঃ।

(ক্ষুদ্র ও মহৎ) (ছোট ও বড় আঠারখানি পুরাণ (সংখ্যা) বলিয়াছেন ॥১২

(১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ, (৩) বিষ্ণুপুরাণ, (৪) শিবপুরাণ, (৫) লিঙ্গপুরাণ, (৬) গরুড়পুরাণ, (৭) নারদপুরাণ, (৮) ভাগবতপুরাণ, (৯) অগ্নিপুরাণ, (১০) স্কন্দপুরাণ, (১১) ভবিষ্যপুরাণ, (১২) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (১৩) মার্কণ্ডেয়পুরাণ, (১৪) বামনপুরাণ, (১৫) বরাহপুরাণ, (১৬) মৎস্যপুরাণ, (১৭) কূর্মপুরাণ ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—এই আঠারখানি পুরাণ ॥১৩-১৪

হে ব্রহ্মন্! মহামুনি ব্যাসের শিষ্য, তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের এই বেদশাখা প্রভৃতি সমস্তই বর্ণন করিলাম। ইহা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১৫

শ্রীমদ্ভাগবতবিবেকপ্রকাশে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে
দ্বাদশ-স্কন্ধে শ্রীবাদরায়ণব্যাসভাষ্যে-মূল সপ্তম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ।

[মার্কণ্ডেয়মুনেরুপলব্ধায়াঃ শ্রীভগবৎস্তুতেশ্চ বর্ণনম্।]

সৌরক উবাচ।

মুক্ত ত্বীঃ চিরং সাধো ক যো বভূবাং ত্বয়া।
তদ্বক্তুপদ্মে ভ্রমরৌ মুনেঃ ক্ষ পাদৌ বদ ॥১

আহুশ্চিরায়ুষমৃষিং কৃতপুণ্যসঞ্চয়া।
যে ভল্লাটে উর্বীবিবরে যেন প্রকৃষ্টিঃ কলং ॥২

ন যা অন্তঃকলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবর্ষভঃ।
নৈবানুবাপি মুক্তানাং ক্লেশঃ কোঽপি ভাজতে ॥৩
এষ এবার্থবে প্রাপ্তম্ দহর্শ পুরুষং কিল।
বটপত্রপুটে তোকং শয়ানং বেদমূর্জিতম্ ॥৪
এষ এ সংশয়ো মূলম্ মূঢ় কৌতূহলং মম।
তং ব্রহ্মন্ছিন্ধি মায়েশিম্ পুরাণেষ্বপি সম্মতম্ ॥৫

অন্বয়ঃ

(হে) সাধো। (সাধু!) ত্বয়া (ত্বৎকর্তৃকা) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) চিরং (বহুকালং) ক যো (কুত্র) বভূবাং (অভূৎ) [ইতি] বদ (কথয়)। তদ্বক্তুপদ্মে (তস্য মুনেঃ মুখপদ্মে) ভ্রমরৌ (ভ্রমরবৎ সঞ্চরণশীলৌ) মুনেঃ (মার্কণ্ডেয়স্য) পাদৌ (চরণৌ) ক্ষ (কুত্র) [স্থিতৌ] [ইতি] বদ (কথয়)।১

আহুঃ (কথয়ন্তি) ঋষিং (মার্কণ্ডেয়ম্) চিরায়ুষম্ (দীর্ঘজীবিনম্) কৃতপুণ্যসঞ্চয়া (কৃতপুণ্যরাশিনা) [ত্বয়া]; যে (যস্মাৎ) [সঃ] ভল্লাটে (ভল্লাটনামকে) উর্বীবিবরে (ভূমিবিবরে) [আসীৎ], [তত্র] কলং (কথং) প্রকৃষ্টিঃ (প্রলয়ঃ) ন (অভূৎ)।২

যঃ ভার্গবর্ষভঃ (ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠঃ) অস্মিন্ কল্পে অন্তঃকলোৎপন্নঃ (অন্তরালে কল্পে জাতঃ) [ন ভবতি], [কিন্তু] অনুবা অপি [ন ভবতি]; [তস্মাৎ] মুক্তানাং (ব্রহ্মণি লীনানাং) ক্লেশঃ কোঽপি ন ভাজতে (ন ভবতি)।৩

এষঃ (এতাদৃশঃ) এবার্থবে (এবার্থবাভিধানে মহাপ্রলয়ে) প্রাপ্তম্ (সঃ মার্কণ্ডেয়ঃ) বটপত্রপুটে (বটপত্রস্য সম্পুটে) শয়ানম্ একম্ অদ্ভুতং তোকং (বালকং) পুরুষং বেদং কিল দদর্শ।৪

[এবমর্থীকারবচনেন তদ্বচনস্য মার্কণ্ডেয়স্য প্রলয়-ভয়াদি বটপত্রপুটস্থ শয়নস্য পরমার্থতঃ] এষ মে (মম) মূলম্ (মূলঃ) সংশয়ঃ (সন্দেহঃ যদ্বালোঽয়ং পুরুষঃ) কৌতূহলম্ (কুতুকম্); [এতৎ] মায়াবিনম্ (বিচিত্রমায়াকারিণম্) ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্!) [ত্বং] তং (পুরুষম্) ছিন্ধি (নিরাকুরু) [যতঃ] সঃ (পুরুষঃ) [ত্বয়া] পুরাণেষু (ইতিহাসেষু) অপি সম্মতঃ (সম্মানিতঃ)।৫

অষ্টম অধ্যায়।

(মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ও শ্রীভগবৎস্তুতি বর্ণন)

শ্রীসৌরক বলিয়াছিলেন—হে ব্যাসিপ্রবর! সাধো! পূত! আপনি চিরজীবী হউন। এই অপার (অনন্তরূপপ্রপঞ্চ প্রকৃতির সংস্কারকল) অন্তঃকরণে অনন্তকালী মনুষ্যাকল্পের (পর) পার (অথবা (বিভূতি লাভের) উপায় আমাদিগকে বলুন।১

সেবকে কৃতপুণ্যের পুঞ্জ (মার্কণ্ডেয় ঋষি)-কে চিরজীবী বলিয়া থাকেন। যে (প্রলয়কাল) এই জগৎ গ্রাস করিয়া থাকে, সেই মহান্ত (প্রলয়) কালেও যে মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রলয়ে পৃথিবী মণ্ডলে নিমগ্ন হইলেও কিরূপে পৃথিবীবিবরে (ভূমিবিবরে) রহিলেন? (প্রথম সংশয়)।২

* কৃতপুণ্য পুঞ্জ বলা, অথবা পূর্ব কৃতপুণ্য কৃতপুণ্য পুঞ্জ মার্কণ্ডেয়। কৃতপুণ্য আর একপুঞ্জ ঋষিরও, অথবা পুঞ্জ

সেই কৃতপুণ্যপুঞ্জের (মার্কণ্ডেয়) এই (বর্তমান) কল্পের আরম্ভের (সৃষ্টি) মধ্যে উৎপন্ন; * এই কল্পের প্রাণিকুলের কোন প্রকার (নৈমিত্তিক বা প্রাকৃতিক) প্রলয় হয় নাই। (প্রলয়ে বর্তমান ছিলেন কি প্রকারে সম্ভব? দ্বিতীয় সংশয়)।৩

আর তিনি একার্ণব প্রলয়সমুদ্রে জগৎ গ্রাসিতে বটপত্রের পুটে (ঠোঙ্গায়) শয়নকারী এক অদ্ভুত বালক পুরুষকেও দেখিয়াছিলেন (তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব? (তৃতীয় সংশয়)।৪

যে মায়াবিনম্ পুরুষ। (কেবল মহাযোগী সাধক) কেবল আপনি পুরাণশাস্ত্রে অধিক; আমাদেরও আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব আমাদের এই মহাসংশয় আপনি ছেদন (দূর) করুন।৫

অর্থাৎ, সেই অবস্থায় আর দুঃ. অথবা * অন্তঃ পৌরক কৃতপুণ্যপুঞ্জস্য)

সূত উবাচ।

এবমন্বশ্য ভগবান্ ঋষেঃ কৃষ্ণো লোকত্রয়াপহঃ।
নারায়ণবলা যত্র শৈব্যা কল্কিরলাপয়া ॥৯

প্রাক্তবিজ্ঞানসারো মার্কণ্ডেয়ঃ পিতৃঃ প্রভাৎ।
ইত্যাজ্ঞপ্তো ঘনে তপোধ্যায়াস্যকৃতঃ ॥৭

কৃতস্নানজপঃ শান্তো ঔত্তীচো বটলাশ্রয়ঃ।
বিষ্ণুং জগতপূং সর্বাত্মপত্নীকং সমৈক্ষত ॥৮

সূত উবাচ।- [হে] ঋষে (শৌনক)! এবং লোকত্রয়াপহঃ (লোকত্রয় রক্ষাকারী) প্রভুঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ, যত্র (যস্মিন্) প্রস্তাবিতায়াং নারায়ণকথা (ভবদ্ভক্তেঃ পরমা) শৈব্যা (ঔত্তীচ্যা), [সা বিজ্ঞাসা] কল্কিরলাপয়া (কল্কিপুরাণিকী) [কথিতা] ॥৬

মার্কণ্ডেয়ঃ পিতৃঃ (ভবদ্ভক্তপ্রবরঃ) প্রভাৎ [ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেণ সর্বজ্ঞঃ] প্রাক্তবিজ্ঞানসারঃ (পরাবরজ্ঞঃ) ভূতঃ [ভগবদিতি] ভক্তাদি [বেদম্] অর্থতঃ তদুপকারকত্বেন [জ্ঞাত্বা] তদুক্তপ্রকারেণ [ভক্ত্যা তপসা, স্বাধ্যায়ৈঃ বিদ্যা বেদাভ্যাসৈঃ বেদ, সম্যক্ অনুষ্ঠানৈঃ] [অনুষ্ঠাতৃ] ॥৭

কৃতস্নানজপঃ (আচমনপ্রাণায়ামাদিকৃতবান্) শান্তঃ, ঔত্তীচঃ (ঔত্তীচ্যাং), বটলাশ্রয়ঃ (বটমূলসমীপবর্তী) [সন্] বিষ্ণুং (ভগবন্তং) সর্বাত্মপত্নীকং (সর্বাত্মনা ভক্তিপরায়ণং) ঐক্ষত (দদর্শ, পশ্যন্নিবিতঃ ঔত্তীচ্যবস্থান্। তদনন্তরং) কথম্ ঈদৃশো [ভগবদ্ভক্তপ্রবরঃ] কৃষ্ণাজিনং দারুদণ্ডং কুশাংশ্চ বিভর্ত্যেষ।
অস্যাৰ্ষ-ভক্ত-বিজ্ঞানমর্থতঃ শ্রোতুমর্হসি ॥৯

গায়ং প্রাতঃ স শুচয়ে নৈত্যধারস্য বাগ্যতঃ।
বৃদ্ধেঽ ঔর্বমুপাতঃ সদ্যো হেতুমপোহিতঃ ॥১০

এবং তপস্বাধ্যায়ধরো ব্রহ্মণ্যাত্মন্যধোক্ষজে।
আত্মানম্ তরীকেশঃ ক্রিয়ো ভক্তুং প্রচক্রমে ॥১১

[ভক্তপ্রবরঃ] ভগবদ্ভক্তঃ, দারুদণ্ডম্ (ভক্তপ্রবরং ভগবান্, তং দারিতং) ঔত্তীচ্যং [দণ্ডম্] কুশান্ চ বিভর্তি [ধারয়তি] সন্ধ্যায়াং (সায়ং প্রাতঃ) ভগবতঃ ঔত্তীচ্যাবস্থিতস্য (অগ্নি, সূর্য, গুরু, ব্রাহ্মণ, বিদ্যা বেদ আচার্যাদিরূপস্য) ঋষিম্ অর্থতঃ (মূলতঃ) সাঙ্গং প্রাতঃ সায়ংকালে বৈদিকম্ [বিজ্ঞাপয়তি বক্তি। আচার্য [শিক্ষিতা আনেন] তদনুজ্ঞাতঃ [ভগবদ্ভক্তঃ] বাগ্যতঃ (মৌনী), সদা [প্রত্যহম্] শুচয়ে [শুচিকরণম্]। [ভিক্ষাটনে গুরু] যে যে [যদি ন, ভিক্ষা যদি ন লোকে ইত্যর্থঃ] [অগ্নি] ঔদর্যাগ্নিঃ [ঔদরাগ্নি ভক্ষণম্] ॥৮-১০

এবং [প্রকারেণাবস্থানং] তপঃ- স্বাধ্যায়ৈঃ [তপঃ-স্বাধ্যায়ৈঃ সহায়ৈঃ সন্] [ভগবন্তং] আত্মনি অনুভূতৌ তদ্ভক্তেষু তাদাত্ম্যেনাধিষ্ঠানে [হৃদয়ে] আত্মানম্ তদ্ভক্তং ঋষিং ভক্তুং সম্ভক্তুম্ প্রচক্রমে [বিজ্ঞাপয়ামাস] ॥১১

শ্রীসূত গোস্বামী কহিলেন,—হে ঋষি! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা লোকের মহা শিক্ষা হইবে। (এই প্রশ্নের উত্তরে) ভগবান্ কৃষ্ণ কলিকালের পাপবিনাশক নারায়ণের কথা বলিবেন ॥৬

মার্কণ্ডেয়াদি মহাভক্তদের পিতার ন্যায় ভক্তি হইতে (ঈশ্বরানুগ্রহে) বিজ্ঞানসারপ্রাপ্ত মার্কণ্ডেয় বেদসমূহ অধ্যয়ন পূর্বক তপস্যা ও স্বাধ্যায় (নিত্য বেদপাঠে) নিযুক্ত হন। তিনি মৃদু (নৈমিত্তিক ব্রতচারী) ব্রহ্মণ্যদেবভক্ত, শান্ত, ঔত্তীচারী, বটমূলবাস পরিগ্রহকারী হইয়া কৃতস্নান, জপ, বেদপাঠ সহিত সন্ধ্যোপাসনা, কৃষ্ণাজিন দারুদণ্ড ও কুশধারণ পূর্বক ঋষিমূর্তি ধারণ করিয়া (প্রাতঃ ও সায়ং) সন্ধ্যাবন্দনে অগ্নি, সূর্য, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আচার্য শ্রীহরির অর্চনা করিতেন এবং সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে গুরুর গৃহ ভিক্ষার আহরণ করিয়া গুরুর আদেশ পাইলে মৌনী হইয়া একবারমাত্র ভোজন করিতেন, গুরুর অনুমতি না মিলিলে বা পাইলে উপবাস করিতেন। এইপ্রকার তপস্যা ও (নিত্যস্বাধ্যায়) বেদঅধ্যয়নে তপস্বী মার্কণ্ডেয়ঋষি অনূন অযুত বৎসর ভগবান্ হৃষীকেশের আরাধনা করিয়া অন্তরে তাঁহার মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন ॥৭-১১

ব্রহ্মা তৃতীয়ো যজ্ঞো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যে স্মৃতাঃ।
মৃ-দেব-পিতৃ-পুত্রাশ্চ তেনাসন্নতিবিশ্রুতা ॥১২
ইত্যেষ মুনয়স্তত্র তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযুতঃ।
ব্যাত্যয়াধ্যাত্মকঃ যোগী যজ্ঞেশাস্তত্ত্বয়াজনা ॥১৩
ওঁতৎসদ্ ব্রহ্মকর্ত্রিকঃ স্বাধ্যায়েন যোক্ষিতঃ।
ততোঽয়ং স্বয়ম্ কালো যজ্ঞতন্ত্রকৃতাত্মকঃ ॥১৪

এবং পুরাণরো জ্ঞাত্বা সপ্তযজ্ঞাংস্তিন্ বিপ্রাত্মকে।
অপোবিশ্বস্থিতো ব্রহ্মস্থানেকে ইত্যুবিধা ভবম্ ॥১৫
গর্ভবাসকরঃ কাম্যঃ বসন্তমলস্থাত্মিনৌ।
মুনয়ে বেদস্থানায় ব্রহ্মযোক্তকলৌ তথা ॥১৬
যে বৈ তত্রাশ্রমঃ ব্রহ্ম[ত্বি]যোক্তঃ পার্শ্ব উত্তরে।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা দ্বিজ ॥১৭

ব্রহ্ম, তৎ (অব্যয়ঃ), তৃতীয়ঃ, যজ্ঞঃ, চ (অব্যয়) যে প্রজাপুত্রা (স্ত্রীলিঙ্গঃ), মৃদেবপিতৃপুত্রাশ্চ (মৃৎ, দেবঃ, পিতরঃ, পুত্রাশ্চ) যে যেন (সপ্তম্যর্থেতৃতীয়েন) অতিবিশ্রুতা অভবন্ (ভূ+লুঙ্) ॥১২

ইতি-স্বাধ্যায়সংযুতঃ (ইতি, স্বাধ্যায়ঃ সংযুতঃ, যৈঃ) ইতি মুনয়ঃ [ঃ] যোগী (সপ্তম্যর্থেঃ) অধ্যাত্মেশক্রাধ্যায় (অধ্যাত্মে স্থিতিঃ যেষাং তে অধ্যাত্মাঃ প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ) ব্যাত্যয়ঃ (ব্যত্যয়ঃ) তত্ত্বয়াজনা (ক্রিয়াযজ্ঞেন) ॥১৩

ওঁতৎসদ্ [ব্রহ্মেতি] এষ ত্রিবিধঃ মুনয়ঃ (অতিনির্দেশতঃ) তত্র যোক্তিঃ (সপ্তম্যর্থেঃ) [স্বাধ্যায়] ব্রহ্মকর্ত্রিকঃ (ব্রহ্মকর্ত্রিকঃ যস্মিন্, তদ্যথা) ব্রহ্মন্ (পুংলিঙ্গঃ) কালঃ ততোঽয়ং (অতীতঃ) ॥১৪

[যে] ব্রহ্মন্! সপ্তম যজ্ঞিন্ অত্রৈব (ব্রহ্মণ্যে) পুরাণজ্ঞা [ইতি] এবং (সপ্তম্যর্থেতৃতীয়া) জ্ঞাত্বা অপোবিশ্বস্থিতো (অপসু প্রাণীতীতি অপোবিশ্বঃ) ভবিষ্যন্তম্ (ভব ভবিষ্যতি) আত্মনে (আত্মনঃ) ত্বিম ॥১৫

[যা ইতি] মুনয়ে [মুনি নামধেয়ায়] গর্ভবাসকরা (গর্ভেঃ সহ অকারঃ অবয়বঃ) কাম্যঃ (কাম্য) বসন্তমলস্থাত্মিনৌ (বসন্তশ্চ মলশ্চ তয়োঃ) অত্র ব্রহ্মযোক্তকলৌ (লোক ব্রহ্ম) বেদস্থানায় (বেদস্থিতয়ে) [মুনয়ে ইতি শেষঃ] ॥১৬

[যে] দ্বিজ! (সম্বোধনে) হিমাদ্রেঃ (হিমালয়স্য) উত্তরে পার্শ্বে যত্র পুষ্পভদ্রা নদী [প্রবাহিতা], চিত্রাখ্যা (চিত্রানাম্নী) শিলা চ [বর্ত্ততে], যে (সপ্তম্যর্থেঃ) তপোব্রতে (তত্র মুনয়োঽয়ন্তে) তপঃ [সপ্তম্যর্থে] ॥১৭

ব্রহ্মা, তাহাদের, তৃতীয়, যজ্ঞ, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রগণ, মনুষ্যগণ, দেবগণ, পিতৃগণ ও পুত্রগণ (মার্কণ্ডেয় ঋষির) সেই গুহাস্থিত দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥১২

তপস্যা, নিষ্ঠা (অধ্যায়) যোগাধ্যান ও সাধনের দ্বারা তৎ (বৈদিক ব্রহ্মবাচী) ব্রহ্মবাদী ও যোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি (অধিষ্ঠা, অধিষ্ঠা, যাগ, যোগ ও অতিনিবেশজাত) ক্রিয়াবিজ্ঞ অন্তঃকরণে (তপসাত্ম অধ্যাত্মজ্ঞ) ঈশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥১৩

এইরূপ ব্রহ্মন্ যোগের দ্বারা পবনাহারে নিত্যত্ব যোগসমাধির অবস্থায় সেই মহাযোগীর (মার্কণ্ডেয় ঋষির) সুদীর্ঘ বহু সহস্র কাল অতিবাহিত হইয়া গেল ॥১৪

যে ব্রহ্মন্! মার্কণ্ডেয় ঋষি এই ভাবে তপস্যার দ্বারা জানিতে পারিয়া এই সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে (তপস্যা দ্বারা মার্কণ্ডেয়ের ঈশ্বরলাভের আশায়) তাঁহার তপস্যার তীব্র বেগবান ঈশ্বর তাঁহার তপস্যার ফল ঘটাইতে আরম্ভ করিলেন ॥১৫

তিনি (তপোরত থাকায় তত্ত্ব মার্কণ্ডেয়) মুনির নিকট গর্ভবাস, অনন্তবাস কামদেব, (বহুমান) কাম, বসন্তমাস, অন্তঃকোষ পুত্র লোক ও ব্রহ্মকে পাঠাইলেন ॥১৬

যে ব্রহ্মন্! তাঁহারা হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে যেস্থানে পুষ্পভদ্রা নদী ও চিত্রানামক শিলা আছে, সেই স্থানে তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৭

ওদাত্যবর্ণাঢ্যং পুণ্যং পুণ্যাঙ্কুরফলাঞ্চিতম্।
পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যাশ্রমশতাশ্রয়ম্ ॥১৮

মহদ্ভিরর্চিতোপান্তং মহদ্বিটপিসঙ্কুলম্।
মহদ্গিরিবরোপেতং মহদ্বিজকুলাকুলম্ ॥১৯

যাহ্নঃ প্রবিশ্য আশ্রমং বিহঙ্গবিরুতোৎকরম্।
পুষ্পোপগিঃ পরিহৃতো বসন্তমুদহরৎ সরঃ ॥২০

উদ্যদ্রবিনাভাসং প্রবালস্তবকাদিভিঃ।
লোলদ্ভিরলিভিঃ ক্রীড়ন্নলিনৈরুপশোভিতম্ ॥২১
অথোরুবয়সো গন্ধৈর্মাদয়ন্নলিনীমুখৈঃ।
অনুকূলানুকূলেন মরুতোপবনাশ্রিতঃ ॥২২
কুবলৈঃ কহ্লারৈশ্চ নীলোৎপলকুমুদৈরপি।
ষৌগন্ধিকৈরম্বুরুহৈঃ মূর্চ্ছয়ন্নিবাননম্ ॥২৩
নদদ্ভিরুদ্ধ পুরতঃ ত্রিরোঽযো গায়কা যথা।
মুরজ-বীণা-পণবৈর্বাদ্যং চক্রুর্মনোময়ম্ ॥২৪

ওদাত্যবর্ণাঢ্যং পুণ্যং, পুণ্যাঙ্কুরফলাঞ্চিতং (পবিত্রফলসমন্বিতং), পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং (পবিত্রদ্বিজকুলসমাকীর্ণং), পুণ্যাশ্রমশতাশ্রয়ং (পুণ্যফলপ্রদবৃক্ষং), মহদ্ভিরর্চিতোপান্তং (মহদ্ভিরর্চিতোপান্তে স্থাপিতং যত্র, মহদ্ভিরর্চিতোপান্তং (মহদ্ভিঃ মহাদ্ভিঃ এব বা ঋষিভিঃ বৃক্ষবাটিকায়াং ভোজনার্থং বাসম্), মহদ্বিটপিসঙ্কুলং (মহদ্ভিঃ বিশালৈঃ পাদপৈঃ ভূমৌ সমূহৈঃ আকুলং পরিপূর্ণম্) ॥১৮-১৯

যাহ্নঃ (মধ্যাহ্নিকঃ) [ত্র] প্রবিশ্য (সন্) পুষ্পোপগিঃ (পুষ্পভিক্ষুকৈঃ সন্) পরিহৃতঃ (বারিতঃ) বিহঙ্গবিরুতোৎকরম্ (বিহঙ্গবিরুতবন্তম্) আশ্রমং সরঃ (সরস্) উদহরৎ (উদ্ধৃতম্) ঘটং (জলাহিতং কর্তৃত্ব) ॥২০

উদ্যদ্রবিনাভাসং (উদিত্ সন্ রবিঃ তদ্বদ্ বিনাভাসং দীপ্তিমৎ সঃ) প্রবালস্তবকাদিভিঃ (প্রবালস্তবকাদিভিঃ নবপল্লবগুচ্ছাদিভিঃ ভোজেঃ সরসি জাতৈঃ) লোলদ্ভিরলিভিঃ (যা অলিভিঃ ভ্রমরৈঃ ক্রীড়ন্নলিনৈরুপশোভিতম্ (ক্রীড়ন্তীভিঃ নলিনীভিঃ উপশোভিতম্) ॥২১

পবিত্র বৃক্ষ ও লতার সুশোভিত, পুণ্যফলপ্রদবৃক্ষসমূহ-পরিপূর্ণ, পবিত্র ও নির্মল জলাশয়সমন্বিত, মহৎ ঋষিগণের ভোজন ও মহৎ কোকিলকুলের কূজনে মুখরিত, মহৎ মহৎফল বৃক্ষসমূহের বৃক্ষবাটিকায় অবস্থিত ও মহৎ পর্বতসমূহে পরিব্যাপ্ত পবিত্র সেই বার্ষভেয়মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া (মধ্যাহ্ন) সময় পুষ্পভিক্ষুর সহিত আগমনত (সম্পস্থিত) হইয়া তথা জলাশয় করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥১৮-২০

উদীয়মান চন্দ্রসদৃশ সমূহ কিসলয় ও গুচ্ছের সহিত (মধ্যাহ্নের সময় মুখরিত) বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষ এবং লতাসমূহে সুশোভিত মলয় (মরু) বায়ু আবির্ভূত হইলেন ॥২১

যেহেতুই (অনন্তর) ফলের পতি, বহুবীর্যধারী, মলয় ও বায়ুকারী মহর্ষিসমূহে পরিবৃত তাহাদের সেবা নিরত ॥২২

অনন্তর ঐশ্বর্য (মহর্ষিগণ সেই) অনুচরবর্গ অলিতে ভোগ করিয়া মদমত্তিনী, সেবাকারী অলির গান মুখরিত ও মুক্তিতুল্য মাদকতা অন্বিতে বেষ্টিত

কিসলয়ং পরিগতং (যে ক্রমাঃ বৃক্ষাঃ লতাশ্চ তেষাং সমূহঃ তেন সহিতং সন্) মরুঃ বায়ুঃ (অবতীর্ণঃ বভূব) ॥২১

দ্বিরদাধিরূঢ়ৈঃ (মাতঙ্গবদ্ভোগ্যৈঃ যুক্তৈঃ বৃক্ষবদ্ভিঃ সম্পন্নাধিকারিভিঃ সেবকৈঃ) মহদ্ভিঃ মহর্ষিভিঃ (ঋষিভিঃ) অনুষ্ঠুপর্ণঃ (অনুগতঃ অনন্তরং মারুতং বৃক্ষ পরিত্যজ্য) বনং (জলং) আজগামানু (প্রবিবেশপ্রাপ্য) অনুচরৈঃ ॥২২

মদবিহ্বলাঃ (দ্বিরদবদ্ মদবন্তঃ) [ত্র আশ্রমাঃ] অলি হৃতং মধুগন্ধীম্ (আশ্রমে আহৃতিং বিনা সমন্ধ ইতিধীঃ) ষৌগন্ধিকং (মুক্তিসদৃশং) ধ্বনন্তং (অলিভির্নিগদন্তং) মুখরিতং (বিরুতবন্তং) মরুদ্বনং (বনিনং) ইব [যং] মৃদ্নন্তঃ ॥২৩

আদ্যাঃ (অগ্র) ত্রিয়ঃ [অপ্সরসঃ] তত্র পুরতঃ [আগ্রে] মধুঃ (মুক্তা ইব), গায়ন্তঃ তত্রঃ (গীতং ইব), [গায়কাঃ] মৃদঙ্গবীণাপণবৈঃ (মৃদঙ্গবিশেষবীণাবিশেষৈঃ) সমবেতাঃ (মিলিতবন্তঃ) গায়কাঃ ॥২৪

সম্বরেষ্টুং মমমুদ্ধি ভাবং লক্ষয়ন্ত্যা তদা।
মূর্খত্বো বজ্রকাণ্ড ইত্যুক্তবা ব্যাজহ্নাদ্ ॥ ৩
ক্রীড়ন্ত্যাঃ পুত্রিকয়লাঃ কন্দুকৈঃ সহসৈবহি।
কৃত্বমূর্ত্তিমন্যায়াঃ কেশবিস্রংসিতস্রজঃ ॥২৬
ইত্যুক্তবাক্যমুদ্দেশ্যেলজ্জা অধোমুখন্তু
বাহুর্দ্বারা মুখাচ্ছাদ্য সূক্ষ্মং রুরুদিরেবনম্ ॥২৭

ত্রিসপ্তী সখা খাদ্য হস্তা তং হসিতঃ পুনঃ।
সর্বং তদ্বাক্যমুদ্দোষমনীনশ্চ যথোচিতম্ ॥২৮
স ইত্যেবমনুধ্যেয়ো মুনেস্তস্যেতরো মুনে।
লজ্জয়া নিরগাদ্ দূরং প্রণম্যাভিবিবার্তকা ॥২৯
ইত্যেতদ্বাক্যমুদ্দৈর্ভদ্রং ধর্ম্মিষ্ঠেঽপি ন যাবদ্বি।
যদ্যপাস্তবতো ভাবং ন দূষিতুং যথেতু যি ॥৩০

ত্বয়া কথাঃ মমধর্ম্মি লক্ষয়ন্ (লোক-লোকের-লক্ষীলক্ষ্য-যথালক্ষ্যধর্ম্মি লক্ষ ধাতুর্ণি শত্রু ৬ং) অয়া লক্ষণে (লক্ষ্যমাণে, মধু: (মন্দঃ) হে:(হাস্যে: (লোকমাত্রে) [এব ইত্যুক্তবান্] [অথ: ঘং: ব্যাজহ্নাদ্ (বিশেষেণ অহসৎ) ॥১৭

কন্দুকৈঃ ক্রীড়ন্ত্যাঃ (খেলন্ত্যাঃ) ইত্যুক্তবা (সহসৈব) অন্যমুখং (কন্দুকং প্রতি) মমমুদ্যোঃ (শব্দায়মানয়োঃ) [অথবা] চন্দ্রাঃ (কঙ্কণয়োঃ) ধ্বনেশ্চৈব (শব্দস্য-ভাবস্য চ) কৃত্বং (অকরৎ) ঈর্ষিতবত্যাঃ (বিরক্তিপ্রদর্শিকায়াঃ) কেশবিস্রংসিতস্রজঃ (কেশেভ্যঃ বিস্রংসিতাঃ ভ্রষ্টাঃ স্রজঃ যস্যাঃ) সুক্তিকয়াঃ (কন্দুকাঃ অথবা) ঈর্ষিতবত্যাঃ (প্রকটিতবত্যাঃ) পুনঃ তং মুনিং (তন্নাম) বাহুং দ্বারা (অবষ্টভ্য) ॥১৮-১৯

[যে] মুনে (লোমশ !) ইত্থং [এবমুক্তপ্রকারেণ] অন্যমুক্তয়ঃ (অন্যকর্তিঃ) যে (তাপসাঃ) মুখে তেষাং সহস্রাণাং [মধ্যে] অহং (দর্শং) একাকী [একা] অভবং (যাপয়ং) ইতি বিদ্ধি (বিদ্ধাঃ ।১৯

[যে] ব্রহ্মন্ ! ইত্যুক্তবৈঃ ইতি (ইত্থং) বর্ণিতা অপি মমমুদ্যোঃ (কঙ্কণয়োঃ) যে অন্যে [অন্যরূপে] তাপ (বিশেষে) ন অন্যাং [তাপসীং], তং মাং (আত্মানম্ মাং বি বিদ্ধি (ন জানীহি) ॥২০

পাইলেন ।১৬

তাহাতে (সেই) মমতাপন্ন হইয়া তিনি লজ্জিলেন, মনোমধ্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন, চন্দ্র, ঘোষ ও শব্দমাত্রের দ্বারা অন্যান্য মানুষ আহত করিয়া দিলেন ।১৭

তখন তাহাদের নিজমুখে (লোমশ, ধীমান, অমোঘদর্শ, তাপস ও উদ্ধারক এই) পঞ্চমুখ ধ্বনি ঘোষণা করিলেন এবং তখনই চন্দ্র, অলোকসের পুত্র (লোম) ও মম প্রভৃতি ইন্দ্রদ্যুম্নগণ সেই মুনির মন বিচলিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন ।১৮

কন্দুক লইয়া ক্রীড়াকরা পুত্তলিকাগুলি যাহা এক অপ্সরা (অর্থাৎ খেলা) অবজ্ঞাবশতঃ ছাড়িয়া গিয়াছিল যেন তাহারা পড়িয়াছিল, যাহার মাথার ফুল হইতে ফুলের মালা খসিয়া পড়িয়াছিল, যে কিঙ্কিণী খেলার কন্দুকের শব্দে শব্দে মুখরিত হইয়াছিল, যাহার মুখ্য (প্রধানী) উপকরণ সকলিত হইয়াছিল, (ঈদৃশ খেলার) চঞ্চলতা আলস্য হইয়া যেন তাহার সুপ্ত (পরাস্ত) কামভাবকে ব্যক্ত করিয়া দিল ।১৯-২১

তখন তাহাদের মার্জ্জিতবুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবার মনে করিয়া (পঞ্চমুখ) যাহা অনুযোগ করিলেন, কিন্তু অসমর্থ ব্যক্তির উচিতের তাহা সেই মার্জ্জিতবুদ্ধিকে তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া গেল ।২৮

যে মুনিবর ! সাদরে তাহাদিগে বিদায় করিলে-গণ খেলার (তাপসিত লাভের নিমিত্ত হইতে) পলায়ন করে, (পরস্পরে) ইন্দ্রদ্যুম্নাদিগণ সেইরূপ. এইভাবে

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ন্তমঃ প্রাহঃ সর্বতঃ ভগবান্ স্বয়ম্।
ঋষয়ো ব্রহ্মণা ব্রহ্মর্বেরিত্যুঃ সর্বতো পরম্ ॥৩১
ওঁনমস্তে ভূতরন্ধিতঃ তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
অনুগ্রহায়াবিবাসীত্বমাত্মনো ঋষিঃ ॥৩২
যৌ তাম্রকৌ বরুণস্রলোচনৌ
চতুর্ভুজৌ রৌরবকৃষ্ণাজিনৌ।
পবিত্রাণাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ
কমণ্ডলুঃ দণ্ডকুশৌ চ বৈণবৌ ॥৩৩
পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জনং
বেদং চ সাক্ষাত্তপ এব রূপিণৌ।
তপস্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা
প্রাংশু দধানৌ বিবুধর্ষভার্চিতৌ ॥৩৪
তৌ বৈ ভগবতো রূপে নর-নারায়ণাবৃষী।
দৃষ্ট্বোত্থায়াদরোদ্ভ্রান্তঃ প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ ॥৩৫
ন তেঽনুরূপং বরমর্বাঞ্চমর্থদং
স্বর্গাপবর্গাবধিমাত্মবত্তমম্।
কৈবল্যনিঃশ্রেয়সমাত্যন্তিকং বিভো
ন কশ্চিদন্যো বরণীয়মীক্ষতে ॥৩৬

ভগবন্ (ঐশ্বর্যশালী) স্বয়ম্ (স্বয়ংসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) সর্বতঃ (সর্বাপেক্ষা) পরম্ (শ্রেষ্ঠম্)। ঋষয় (ঋষিগণ) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মার) ব্রহ্মর্বেঃ (ব্রহ্মর্ষি) ইতি (এই) [ত্বাং] আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥৩১

ওঁনমস্তে (ওঁ: নমঃ তুভ্যং নমঃ) ভূতরন্ধিতঃ (ভূতানাং প্রাণিনাং রন্ধিতঃ রক্ষকঃ তস্য সম্বোধনং হে ভূতরন্ধিতঃ) তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ (তপঃ কৃচ্ছ্রাদি স্বাধ্যায়ঃ বেদাভ্যাসঃ সংযমঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ তৈঃ) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহার্থং) আত্মনঃ (স্বস্য) ঋষিঃ [ত্বং] আবিরাসীঃ (আবির্ভূতঃ) ॥৩২

যৌ তাম্রকৌ (এতৎ নামকৌ) বরুণস্রলোচনৌ (বরুণস্রে ইব লোচনে যয়োঃ তৌ) চতুর্ভুজৌ রৌরবকৃষ্ণাজিনৌ (রৌরবং কৃষ্ণমৃগস্য চর্ম কৃষ্ণাজিনং তে ধারয়তঃ তৌ) পবিত্রাণাণী (কুশহস্তৌ) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণঃ) উপবীতকং (যজ্ঞোপবীতং) কমণ্ডলুঃ দণ্ডকুশৌ চ বৈণবৌ (বেণুময়ৌ) ॥৩৩

পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জনং (পদ্মাক্ষমালা রুদ্রাক্ষমালা জন্তুমার্জনং মৃগচর্ম) বেদং চ সাক্ষাত্তপ এব রূপিণৌ। তপস্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা (তপসঃ তড়িদ্বর্ণা বিদ্যুৎবর্ণা পিশঙ্গা পীতা রোচিঃ দীপ্তিঃ যয়োঃ তাদৃশৌ তপোময়ৌ ইত্যর্থঃ) প্রাংশু (প্রকৃষ্টম্) দধানৌ (ধারয়ন্তৌ) বিবুধর্ষভার্চিতৌ (বিবুধানাং দেবানাং ঋষভাঃ শ্রেষ্ঠাঃ তৈঃ পূজিতৌ) ॥৩৪

[হে ব্রহ্মন্!] তে ভগবতঃ রূপে যৌ ঋষী নরনারায়ণৌ স্তঃ; তৌ ইমৌ ঈক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আসনাৎ অধোত্থায় (ভূমৌ পতিত্বা) প্রণম্য (প্রণামং কৃত্বা) ইদম্ (বক্ষ্যমাণং) ব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥৩৫

ন তে (তব) অনুরূপং (যোগ্যং) বরম্ অর্বাঞ্চম্ (ইহলোকসম্বন্ধি) অর্থদং (ধনদং) স্বর্গাপবর্গাবধিম্ (স্বর্গাপবর্গৌ অবধী যস্য তৎ) আত্মবত্তমম্ (আত্মবান্ শ্রেষ্ঠঃ তস্য ভাবস্তত্তমম্) কৈবল্যনিঃশ্রেয়সম্ আত্যন্তিকং (মোক্ষরূপং) বিভো! ন কশ্চিদন্যঃ বরণীয়ম্ ঈক্ষতে (পশ্যতি) ॥৩৬

মার্কণ্ডেয় ঋষির অন্তরে আসিয়া ভক্তিভরে ভূমিতে জানু হইতে হইতে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন ॥২৯

যে ব্রহ্মন্! ঐশ্বর্যশালী ভগবানের দ্বারা এইভাবে রক্ষিত হইয়াও মহামুনি যে মোহগ্রস্ত হন নাই—তাহা অন্যান্য ঋষিগণের পক্ষে বিশেষ মহৎ ॥৩০

ঔর্বকুলোদ্ভব ঈশ্বর অনুচরগণের মহিমা কার্যকলাপে বিশেষ দেখিয়া এবং শ্রদ্ধাবি মার্কণ্ডেয়ের প্রভাব জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন ॥৩১

এইরূপে তপস্যা, বেদপাঠ ও সংযমের দ্বারা পরমাত্মাতে চিত্তসমাধানকারী সেই মার্কণ্ডেয় মুনির প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য নর-নারায়ণ-রূপধারী শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন। যে মূর্তিদ্বয় (ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি) শ্রেষ্ঠ দেবগণ কর্তৃক পূজিত, তাম্রবর্ণ নয়ন ও কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম ধারণ করিয়া, চতুর্ভুজ, যাঁহাদের নয়ন নূতন পদ্মের ন্যায়, কৃষ্ণাজিন ও বল্কল যাঁহাদের (পরিধেয়) বস্ত্র, হস্তে যাঁহাদের পবিত্র (কুশ) শোভিত, যজ্ঞোপবীতধারী বিদ্যুৎবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ (বেদ) কান্তি দ্বারা তেজস্বী, মালাক্ষ (রুদ্রাক্ষ) মালা, মৃগচর্ম, ত্রিগুণিত (সত্ত্বাদি) যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু, দণ্ড, কুশ, পবিত্রক, তপস্যার ন্যায় (অথবা তপস্যাময়) (মস্তকাভিষিক্তাকার) জটাভার (ধারণ-বিশেষ) ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাঁহারা (হস্তে) ধারণ করিয়া ছিলেন (সেই নর ও নারায়ণ ঋষি আবির্ভূত হইলেন) ॥৩২-৩৪

মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের সেই মূর্তিদ্বয় নর ও

উবাচ প্রাঞ্জলি প্রহ্ব ঔৎসুক্যাদাশ্রমবাসিনঃ।
মহো বত মহৎকষ্টং করোষে সর্বলোকহিতঃ ॥৮৭
অহল্যায়াশ্চৈবভাবায় গৌতমেনাল্পতেজসা ॥৮৮
অদৃশ্যেনাকৃতেনেহ কর্মদোষেণ দুর্লভং ॥৮৯
দুষ্প্রধর্ষস্তপোযুক্তো গৃহাদ্যস্মান্নিরাকৃতঃ।
পুরন্দরস্য পাপাত্মা সহস্রাক্ষস্তদাব্রবীৎ ॥৯০

বাক্যের ইংরাজি।

কিং বর্ণয়ে তব বিভো বহুধাবিরোধঃ
সংস্পৃশ্যতে তমসু যাবদবৈষ্টিয়ানি।
স্পষ্টাস্তি যৈ তনুভৃতামবলম্বনেন
ব্যক্তাপ্যথাপি তমসাবৃণি জায়বন্ধু ॥৯০

৮৭। তবেতি—প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ) প্রহ্বঃ (নম্রঃ সন্) ঔৎসুক্যাদ্ (ঔৎসুক্যবশেন) আশ্রমে (আশ্রমিন্) [ইতি শেষঃ] বসন্তীতি আশ্রমবাসিনঃ (তাপসাঃ) তান্ (তাপসান্) উবাচ (অব্রবীৎ) ॥৮৭

৮৮। অহো বত আশ্চর্যম্ (ধন্য) লোকস্য অস্যাস্য (জগতঃ) অহিতং (অকল্যাণং) কর্তুমিচ্ছসি (করিষ্যসি) ॥৮৮

নারায়ণ অহিত কর্মসমূহই উচিত হইয়া অন্যান্য আশ্রমের সহিত সাদরে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন ॥৮৪

তাঁহাদের দর্শনমাত্র আনন্দে তাঁহার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বিমলিত হইয়া পড়িল, রোমরাজি পুলকিত ও চক্ষুদ্বয়ই আনন্দাশ্রুপূর্ণ হওয়ায় সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পারিলেন না ॥৮৬

তিনি উঠিয়া পড়িয়া অতি নম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া ঔৎসুক্যবশতঃ আশ্রমিন্ হইতে হইতেই যেন (তাড়াতাড়ি) মধুরস্বরে সেই তাপসবৃন্দকে "আহা বত" বলিতে লাগিলেন ॥৮৭

তিনি তাঁহাদের দুইমুনিকে আসন দিয়া পরমযত্নে প্রক্ষালন করিয়া দিয়া অর্ঘ্য (পূজার্থ) অনুলেপন, ধূপ ও মালোর দ্বারা তাঁহাদের পূজা

---

[৮৮] বিভো! তব (হে) বিং বর্ণয়ে (বর্ণয়ামি)? তং (তথা) [তথা এব] ঔচিত্যং (ঔচিত্যেন) সহজ (স্বাভাবিক) সংস্পৃশ্যতে (অবলম্বতে), তম্ অনু (হে) যাবদ্ধৈষ্টিয়ানি (ন জ্ঞাস্যামি, [ন কেবলং প্রত্যক্ষতয়া] তত্ত্বতয়া (যৌক্তিক), অন্ত-পর্যন্তম্ (প্রলয়ং যাবত্ ন) [তত্ত্বং যদ্ধি ঔচিত্যমিতি ন স্পষ্টতে অতঃ] যত্ত অস্তি (বর্ততে) [তথা], তথাপি (অন্যথা) [তত্ত্বং] তমসা [অ] তমসন্ত্ব (তাদৃশেন কেনচন্ত্ব তত্ত্বং) অস্তি (বর্ততে) ॥৮৮

করিলেন ॥৮৯

আসনে সুখে সমাসীন, অন্তরঙ্গপ্রশ্নে উন্মুখ পূজনীয় সেই নরনারায়ণ ঋষির শ্রীচরণে পুনরায় প্রণামপূর্বক মার্কণ্ডেয় ঋষি এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৯০

হে তাপস! আমি আপনার কি বর্ণনা করিতে পারি? দেহধারি-প্রাণিকুলের, জন্ম ও শিবের, এবং আমার নিজেরও প্রাণ যে আপনা কর্তৃক অনুপ্রেরিত হইয়াই স্পন্দিত হইয়া থাকে, তাহার ধারণা, মনঃ ও ইন্দ্রিয়সমূহ কার্যে প্রবর্তিত হয় (তথাপি তাহারও কোনপ্রকার ধারণা বা ধারণাতীত) তথাপি আপনি তমনাশকারিগণের তাবপ্রহণ করিয়াই বহুরূপে বর্ণীভূত হইয়া থাকেন ॥৯০

মূর্ত্যা ইমে ভগবতো ভগবদ্বিলোক্যা
　　যেষাং তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
বাণী বিচক্ষ্যবিদুষস্তনুতেঽমৃতেন
　　সৃষ্টা পুনর্প্রণয়সে সলিলৈর্বধানি ॥৪১
তস্মাদ্বিভূা স্থিরচরেশিতুরাত্মতন্ত্রং
　　যৎকিঞ্চ ত্রৈগুণিকমাত্মসৃজাত্মসূত্রম্।
যদ্ যৈ ভবন্তি নিয়তানি শরীরভাজাং
　　প্রাণাদিভির্বিরচিতানি সুখাবহানি ॥৪২

নাভং ভবাব্ধিতরণং ক্রতুভির্ন দানং
　　যেষাং ভবন্তি পশবো বিধি বিত্তদা বিত্ত।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্য
　　কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্ ॥৪৩
যদ্ যৈ ভবাদৃগবিদস্তব পাদপদ্ম
　　বিক্লেদনাদৃতিরপি প্রাবৃজঃ পরস্য।
যোগেশ্বরাশ্চলধিয়াং ত্বদুপপত্তয়েঽন্তে
　　স্বৈরং চরন্তি তপসা কিমুতাবরুদ্ধে ॥৪৪

---

[৪১] ভগবন্ ভবতঃ ইমে মূর্ত্যা বিগ্রহাদ্যা (বৈষ্ণবাদয়ঃ) যেষাং, তাপবিরমায় (দুঃখনাশায়) মৃত্যুজিত্যৈ (মোক্ষায়) [ভবন্তি] ইতি (অতঃ) বেদা অবিদুঃ (ন জানন্তি) অতঃ (অতএবাস্মাৎ) ভবতঃ (ভবদ্ভক্তানাম্) বিদুষি (জ্ঞানিনি) [ত্বয়া] ঈশ্বরে বিধিনিষেধা নাস্তি ইতি ॥৪১

অবিদুঃ (অবিদ্বাংসঃ) তব (ভবতঃ) বিগ্রহবিদুঃ (বিগ্রহস্বরূপমাত্রজ্ঞাঃ) অতিদুস্তরং (দুরতিক্রমং) [তমসাং], যদ্বা (যদ্বিগ্রহমাত্রজ্ঞানং বিনা) তরন্তি (তরন্তীত্যপি) তরন্তঃ (ভবদনুগ্রহাদেব) তে (ত্বাং) মৃত্যুং (সংসারং) তরন্তি (তরন্তীত্যপি) ভবন্তি (ভবন্তীত্যপি) ॥৪২

[৪৩] ইদং (ভবদ্ভক্তিযোগমাত্রং) তব যদ্ দর্শনং (শ্রীবিগ্রহং) তস্য চ [দর্শনস্য] যে (ভক্তা) [ভক্তং] (সেবন্তে) তেষাং (ভক্তানাং) [ভক্তিযোগস্য] ফলং (প্রেমাখ্যং) [ভবতি] ইতি (অতঃ

সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য ।
লীলাকথাস্তব পুনর্ভবতীর্থকীর্ত্য-
মানাঃ সমস্তদুরিতানি মৃজন্তি পুংসাম্ ॥৪৪
তত্তাদৃশেষু তব পাদসরোরুহাত্মা
স্বল্পো ভবন্তমতিরেব সমর্পিতাত্মা ।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥৪৫

[৫] ইতি। অত (অনন্তর) বিভিন্নসোপানবন্ধেন [বিভিন্ন পাদক্ষ: সমূহ দ্বারা, ইতর পক্ষে, যেমন যেমন, পক্ষীবিভিন্নবিবেকোল্লিখিতা:] স্তব: [৪২ হইতে ৫৮] (যাহা) ক্রিয়তে (করা হইতেছে) [তথাপি তাহা মনে] কৃত্বা (করিয়া) [প্রার্থনা] (যাচ্ঞা) [করিতেছেন] (পরে] ব্রহ্মণা [ব্রহ্মযোনিনা] ব্রাহ্মণেনেত্যর্থ: [ব্রাহ্মণজাতিতে [জন্ম, তথাপি বিপ্র অর্থবাচক] [বলিয়া]. আর ব্রহ্মবাদিনো ও [ব্রহ্মবাদী, তথাপি ব্রহ্মবিদ্ এর পক্ষে ব্যবহার] ॥৪৪

[৫] তত্তস্ত: অর্থ তথায় (ব্রাহ্মণের কথায়) ইতি (অমিন্ বিষয়ে) তব ভাবকথা: (ভাবজ্ঞ: সম্বন্ধকথা-

ছাড়ি দাও। ইহা পরার্দ্ধপরার্দ্ধি স্থানে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাও আপনার কালশক্তির বেগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন—সেই ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রাণিগণের সম্বন্ধে আর বলার বা কি আছে? ॥৪৩

সেই জন্যই আমি তুচ্ছ, নিষ্ফল ও আত্মার আত্মাস্বরূপ হেতুবাদি পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব ও সত্যজ্ঞানস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মা আপনার পাদমূল আশ্রয় করিতেছি। আপনার নিকট হইতেই ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মাদিরূপের অথবা সকল প্রকার (মূর্তীবিব) অভিলষিত বস্তুও লাভ করা যায় ॥৪৪

হে পরমেশ্বর! আত্মবন্ধো! এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ সত্ত্ব, রজ: ও তম: (এই গুণত্রয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপ ত্রিবিধ মূর্ত্যাত্মিকা) মূর্তিতে আপনিই যে মায়াময়ী লীলা ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি আপনার ভবন্ময়ী মূর্তিই মূর্তির কারণ। ভবোদয়ী বা ভবোদয়ী মূর্তি

বং সাত্বতাঃ পুরুষরূপমৃষিপ্রধানা
লোকো যমোঽভজতমুত্তমপূরুষাখ্যম্ ।
ত্রৈবর্গিকা যমনিমেষমুতাদ্রিয়ন্ত
বার্ত্তাং ত্রয়ীং ভগবতঃ পুরুষং বদন্তি ॥৪৬
ত্বষ্টেদৃশো ভুবনরন্ধ্রমুখে স্বমায়া
বিস্রম্ভিতো বিগতসাধ্বসমীড্যপাদৈঃ ।
নারায়ণায় ভবতে চ নমোঽস্তুমায়া
রাজ্ঞে সমস্তমহিষীনিভৃতাত্মদৃগ্ভ্যঃ ॥৪৭

দৃষ্টিভ্য:) [অত:] কৃপয়া (বিপুল:) কথিতা: (বিবরিষ্যে) ভবতে (ভবতীয়) [প্রভো:] ঈশস্য (ঈশানস্য), যস্য (যদ্যোগাৎ) লোক: অজ্ঞত্বং ঈশ আত্মতত্ত্ব: (আত্মভূত: ঈশ: ও ঈশত্বশক্তিযুক্ত আত্মা) ন: অস্মৎ (আমাদের) ॥৪৬

ভবৈব (ভবিষ্যৎ) ভবতঃ পুরুষস্য ভূম: (সর্বব্যাপকস্য) বিশ্বং (বেদমন্ত্রমূর্তিবাঙ্ময়বিগ্রহস্য) বিস্তরত: (অভিব্যাহারোপাখ্যানপ্রকারত:) সমাহিতধিয়ো (অবহিতচিত্তা) যোগিনো যস্য ব্রহ্মণো ধাম (স্বরূপ) ব্রহ্মবিদ্যয়া (বিজ্ঞানপ্রকাশ) [অথ:] বিধুনোতি (বেদয়তীতার্থ:) ॥৪৭

(মুক্তির কারণ) নহে। এবং সেই ব্রহ্মময়ী ও ভবোদয়ী মূর্তি হইতে মানুষের দুঃখ, মোহ ও ভয় হইয়া থাকে ॥৪৪

অতএব হে ভগবন্! এই সংসারে আপনার নিজের ও আপনার ভক্তগণের প্রিয় আপনার শুদ্ধ (শুদ্ধ সত্ত্বময়) বিগ্রহকে জানিবার ভজনা করিয়া থাকেন; যেহেতু সাধক ভক্তগণ তত্তদ্রূপে পরম-পুরুষের রূপ ধ্যান করেন। (যে ভক্তসত্ত্বময় বিগ্রহ ভজনার ফলে) যাহা হইতে ভবপ্রোক্ত (বৈষ্ণবাদি) শাস্ত্র, ব্রহ্মা ও আত্মরূপ হইয়া থাকে; অন্য কিছু (জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসার) হয় না ॥৪৬

(অতএব) সেই পরমপুরুষ, বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুরূপ, বিশ্বগুরু, পরমদেবতা, পরমধাম (গুরু) প্রভো; সমস্তবস্তু (অথবা কথা যিনি অন্যের না) (যেমনার্থ প্রবর্তক রূপে) নিয়ন্তার, নর ও নারায়ণ ঋষিস্বরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার ॥৪৭

অথ বৈ ম যেন বিতথাকল্পবৈর্দ্রবৈঃ
সদ্য: অবেষয়ন্ যদপি দূরতরেষু।
তস্যাত্মমায়ারুচয়ঃ স হি এব সাক্ষা-
দাদ্যস্তবাখিলগুরোশ্চরণং ব্রজেম ॥৪৮

যৎসঙ্গলিপ্সয়া আত্মজায়াগৃহপশ্বাদীন্
দুস্ত্যজান্ সুতরাং তমোমলান্ সকৃতঃ।
ব্যসৃজন্ হৃদ্যবেগং ধিনুমো ভগবন্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
অষ্টমোঽধ্যায়: ॥৮

অথ (কিন্তু) সদ্য: (এখনই) দূরতরেষু (দূরবিপ্রকৃষ্টেষু) অপি অপি (নিশ্চয়ে) সন্ত: (বিদ্যমানানি) তত্ত্বজ্ঞা আত্মকর্তৃক: [অজ্ঞানে] বিতথাকল্পৈ: (অসাধীক্ষিকল্পৈ:) হৃদয়ৈ: (বিষিক্তমতিভি:) যং ম যে (আমাকে) [যে] অবিদ্বাংস: [আমাকে না জেনে] সাক্ষাৎ আত্মন: (নিজ আত্মা) [যং ম যেন] তং হি (সেই) যেন (যেহেতু) বৈ (নিশ্চয়) যে (যে) (সাক্ষাৎ যেন) ॥৪৮

আত্মজায়াগৃহপশ্বাদীন্ (আত্মজ: চ জায়া চ গৃহাশ্চ পশবশ্চ) দুস্ত্যজান্ (অতি কষ্টে ত্যাগ করা যায় যেন) সুতরাং (অতীব) তমোমলান্ (তমোগুণের মলস্বরূপ) সকৃত: (একবার) [অপি] (ও) ব্যসৃজন্ (ত্যাগ করেছে) সদ্য: (তৎক্ষণাৎ) [অপি] (ও) হৃদি (হৃদয়ে) অবেগম্ (বেগরহিত) [যথা হয়] তথা (সেই রকম) ভগবন্ (ভগবানের) তব (তোমার) অঙ্ঘ্রিম্ (চরণকে) ধিনুম: (ধ্যান করি) ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়: ॥৮

আপনার মায়ায় যাহার বুদ্ধি আসক্ত ও নিজের ইন্দ্রিয়সার্থে যাহার বুদ্ধি হরণ করে, সেই জীব নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ ও শরীর (লিঙ্গদেহ) এবং পুত্রস্ত্রী (অন্নময়রূপে) বিস্তারদ্বারা যে আপনাকে জানিতে পারে না; (অধিক কি) সেই প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মও সাক্ষাৎ আপনাকে জানিতে পারে না। (কিন্তু) সেই জীব (আমরা) অখিলগুরু আপনার প্রবর্তিত বেদ অবলম্বন করিয়া (বেদমার্গে থাকিয়া) আপনাকে (আপনি বিশ্বরূপরূপে) জানিতে পারে ॥৪৮

যেন অর্থাৎ যাহাই পরমাত্মতত্ত্বের প্রকাশক আপনার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানিগণ আপনার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতএব সকল বেদবাদের বিরুদ্ধমতের প্রতিকূল যাহার বচনে, অতীব মায়াতেই যাঁহার জ্ঞান লুপ্ত, সেই (পূর্ণানুগ্রহস্বরূপ) মহাপুরুষকে আমি বন্দনা করি ॥৪৯

শ্রীমদ্ভাগবতের পারমহংস্যী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ-স্কন্ধ শ্রীধরস্বামিকৃতভাবার্থদীপিকাখ্য-ভাষ্য সহিত অষ্টম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ।

[মার্কণ্ডেয়মুনের্ভগবন্নারায়ণবর্ণনম্]

সূত উবাচ

সংস্তুতো ভগবানিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
নারায়ণো জগন্নাথঃ প্রীত আহ কৃতাঞ্জলিম্ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্য্যাসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা।
ঋষি ভক্তানপায়িন্যা তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ ॥২
বরং তে পরিতুষ্টোঽস্মি যদ্যদ্ধৃদ্যতরং তব।
বর প্রদীয় তদ্ধৃদ্যং তে যদ্যপ্যতীন্দ্রিয়ং ॥৩

ঋষিরুবাচ।

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাচ্যুত।
যদ্বৈ ত্বাবতোঽপি স্যো বরঃ ভবান্ সমুদ্যতঃ ॥৪

দৃষ্টীজ্ঞালয়ো যস্য শ্রীবৎসালঙ্কণং বিভুম্।
প্রপন্না যোগপদ্মেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ ॥৫

অথাপ্যনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী পৃচ্ছামো ত্বাং যথা বয়ম্।
ভ্রূতো মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেত্তি বঞ্চিতম্ ॥৬

অন্বয়ঃ

সূতঃ উবাচ,—ধীমতা মার্কণ্ডেয়েন ইত্থং (এবম্প্রকারেণ) সংস্তুতঃ ভগবান্ নারায়ণঃ (ঔৎসুক্যেন) জগন্নাথঃ (শ্রীঃ যস্য) কৃতাঞ্জলিম্ (কৃতাঞ্জলিপুটেন নৌকেন) আহ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ,—ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্য্য ! (ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ !) আত্মসমাধিনা (নিজৈকাগ্র্যেণ হেতুনা) ঋষি অনপায়িন্যা (নিত্যয়া) তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ (তপঃ আদিভিঃ) [ত্বং] সিদ্ধঃ অসি ॥২

অহম্ তুষ্টঃ (প্রসন্নোঽস্মীত্যর্থঃ) যদ্ যদ্ যে পরিতুষ্টঃ স্যাম্, [যে] তব। অথ যে যৎ (যুক্তং) হৃদ্যতরং অসি, তৎ (তস্মাৎ) ইন্দ্রিয়ৈঃ যদ্যপি অতীন্দ্রিয়ং (দূরস্থং) ॥৩

ঋষিরুবাচ।

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাচ্যুত।
যদ্বৈ ত্বাবতোঽপি স্যো বরঃ ভবান্ সমুদ্যতঃ ॥৪

দৃষ্টীজ্ঞালয়ো যস্য শ্রীবৎসালঙ্কণং বিভুম্।
প্রপন্না যোগপদ্মেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ ॥৫

অথাপ্যনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী পৃচ্ছামো ত্বাং যথা বয়ম্।
ভ্রূতো মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেত্তি বঞ্চিতম্ ॥৬

অন্বয়ঃ

ঋষিঃ উবাচ—[যে] দেবদেবেশ। যে [যস্মাৎ] জিতং [ময়া] (জিতমস্মাভির্বা)। [যে] প্রপন্নার্তিহর (প্রপন্নানাং পরমৈশ্বর্যাদি-আর্তিহর ত্বমসি)। [যে] অচ্যুত ! যৎ (যস্মাৎ) ভবান্ সমুদ্যতঃ (প্রবর্তীভূতঃ)। [ভবতঃ] যৎ এবাপেক্ষা অস্তি তৎ (পর্যাপ্তং, অলমেব বরেণ প্রবোধেনৈব কৃতার্থোঽস্মি) ॥৪

অথবাঃ [যস্মাৎ] যেন (যোগপদ্মেন) যস্য (তব) শ্রীবৎসালঙ্কণং (শ্রীবৎসলাঞ্ছনযুক্তং) বিভুং [অপি] দৃষ্টীজ্ঞালয়ঃ [দৃষ্টবন্তঃ এব স্মঃ]। স ভবান্ [যস্য] অক্ষিগোচরঃ (প্রত্যক্ষীভূতঃ) ॥৫

নবম অধ্যায়।

(মার্কণ্ডেয় ঋষির ভগবন্নারায়ণস্তুতি)

সূত বলিতেছিলেন, [হে শৌনক !] বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয়মুনি এই প্রকার স্তব করিলে জগন্নাথ ভগবান্ নারায়ণঋষি সন্তুষ্ট হইয়া সেই কৃতাঞ্জলিপুটে মার্কণ্ডেয়কে বলিতে লাগিলেন ॥১

শ্রীভগবান্ নারায়ণঋষি বলিতেছিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ ! তুমি তপস্যা, নিত্য (স্বাধ্যায়) বেদাভ্যাস, সংযম, আমার প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মবিষয়ক সমাধির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছ ॥২

তোমার দৃঢ় ঐকান্তিক অনন্যভক্তিযুক্ত আচরণে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যখন যে বর হইলে আমি বরদাতা হইয়াছি। তোমার অতি-লষিত যে বর হউক ॥৩

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বলিতেছিলেন,—হে দেবাদিদেব। হে শরণাগতের ক্লেশনাশন। হে অচ্যুত। আপনার জয় হউক। আপনি আমার বরদাতা হইয়াছেন—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; আর অন্য প্রয়োজন নাই ॥৪

প্রপন্নাদিলোকপালগণ যোগনিদ্রিতে যাঁহার শ্রীবৎসকলঙ্কলাঞ্ছন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন, সেই আপনি আমার বরদাতা হইয়াছেন ॥৫

তথাপি হে পদ্মপলাশলোচন ! হে ভূতাত্মাক-অন্যের দুরাসদ ! প্রজাদি লোকপালের সহিত জগৎসমূহ যাহার প্রভাবে সংসারচক্রে নানাপ্রকার

সূত উবাচ।

ইত্যেতদ্বিষ্ণোরখিলকলুষপ্রশমনম্ শ্রবণম্
অথর্ষিঃ স শ্রুত্বা প্রণতবরদাভয়যশসঃ ॥৭
অনেন ক্ষিত্যর্বাগ্বপুষি যদমুষ্মিন্ ত্রিজগতাম্
ধিয়াং ধর্মে চ ঋষিঃ তদবতারেণ পুরুধা ॥৮
ইতি স্তুন্বন্ বিপ্রাং স্মরতি স যদা ভার্গবপতিঃ
তদৈবাস্মৈ তস্মাদখিলজগতাং ক্ষেমমতনোৎ ॥৯

ইতীড়িতোঽচ্যুতঃ কায়াদ্ধিয়া ভগবান্ মুনে।
অথর্ষিঃ স শ্রুতম্ প্রাণাদ্ বর্ষ্যোজসমবীবৃত ॥৭
অনেন ক্ষিত্যর্বাগ্বপুষি যদমুষ্মিন্ ত্রিজগতাম্
ধিয়াং ধর্মে চ ঋষিঃ তদবতারেণ পুরুধা ॥৮
কলয়ন্তং-সোমাম্বু-ক্ষু-বাহ্-বিয়দাত্মভিঃ ॥৮
ব্যাপ্তং সর্বত্র চ হরিং তাত্ত্বিকৈরগৃণদ্ যতঃ ॥৯
ইতি স্তুন্বন্ বিপ্রাং স্মরতি স যদা ভার্গবপতিঃ
তদৈবাস্মৈ তস্মাদখিলজগতাং ক্ষেমমতনোৎ ॥৯

অথর্ষি (ঋষিঃ) [যে] অচ্যুতাত্মক (পরমাত্মরূপ) [যে] পুরুষাবতারিণাদন (যে পুরুষাবতারগণের) [দ্বারা] যাহা শ্রুত হইয়া (শ্রুতিবিষয়ীভূত) হইয়াছিল [তাহা] সম্যক্ (সম্পূর্ণরূপে) স্মরণ করিয়া (স্মৃতিবিষয়ীভূত করিয়া) [তাহার] বর্ণনা করিতে (বর্ণনা করিতে) লাগিলেন; ৬

সূত উবাচ।—[যে] মুনে! অথবা ঋষি (ঋষি) তাদৃশ (অবতার ঋষিঃ) [দ্বারা] অচ্যুতঃ [পূর্বোক্তঃ] ভগবান্ ঈশ্বর যা যজ্ঞম্ [ঈশ্বরদেহস্থ কুশম্] তথা ঋষি (ঋষি) তাদৃশ প্রকারে [যজ্ঞম্]।৭

ঋষি যজ্ঞের এই বপুঃ সঃ (ঋষিরূপঃ) অত্যর্ক-সোমাম্বুক্ষুদ্বাহ্বিয়দাত্মভিঃ (ঋষি, অর্ক: সূর্য, সোম: চন্দ্র, অম্বু জল, ক্ষু পৃথিবী, বাহু, বিয়ৎ আকাশ, আত্মা দেহ ভেদ) তম্ এই সকল (প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যাহাদের দ্বারা দেহ) বিভ্রম্ (ধারণ) ৮

[যঃ সর্বত্রগঃ] সর্বত্র চ ঋষি যজ্ঞম্ তাদৃশৈঃ (অবতারতুল্যৈঃ মহাপুরুষৈরিত্যর্থঃ) ঋষিম্ অনুভবন্ (সুস্থচিত্তে), তাঁহার স্তোত্রসমূহের দ্বারা (স্তোত্রবিশেষের দ্বারা:) পূর্বং বিস্তারং (বিস্তৃতবান্)।৯

[যে] কৃষ্ণাত্মা। [যে] ব্রহ্ম। একদা সুস্থচিত্তে ভার্গবশ্রেষ্ঠ ঔর্বাদিক (ঋষিঃ) তত্ত্ব মুনেঃ সকাশে যাহা (শ্রুতঃ) বাহা অনুভব (প্রত্যক্ষীভূত:)।১০

তদানীম্ (তদাকালে) এতদ্বক্ষ্যমাণম্ (যেমন) চতুরাননঃ (চতুরাননবিশিষ্ট) সমুদীরয়ন্ (কথিত) তম্ (যাহা) সত্যম্ (সত্যরূপ) অবদৎ (আবৃত্তি করিয়াছিলেন), অতএবাহঃ (তাহা প্রমাণিত হইয়া) মুনেঃ [যে যেমন] তদ্বিধিঃ (বিধানযুক্ত সহ) [বিধিযুক্ত সহ] ঔর্বঃ (ঔর্ব) তমসঃ (ঘোর মূর্খতা) ঋষি (সমূহকে) বধানায়ঃ (দূরীকরণ:) মুনেঃ।১১

জের দেখিয়া যাইবেন, আমি আপনার সেই মায়া দেখিতে ইচ্ছা করি।৬

সূত বলিতেছিলেন,—হে মুনে! মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই ভগবান্ ঈশ্বরের এইরূপ স্তব ও পর্য্যাপ্ত পূজা করিলে, তিনি ঈশ্বর হাস্যসহকারে "তাহাই হউক" বলিয়া বর্ষাকালোচিত গম্ভীর শব্দে কহিলেন।৭

অনন্তর সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়া-দর্শন বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিজের আশ্রমেই অবস্থান পূর্বক অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আত্মার এবং সমস্ত দ্রব্যে শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে মনোময় দ্রব্যসমূহদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কখন কখনও বা স্তোত্রদ্বারায় অভিষিক্ত হইয়া পূজা তুলিয়া যাইতে লাগিলেন।৮-৯

হে ব্রহ্মন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! একদিন সন্ধ্যাকালে মার্কণ্ডেয় মুনি পুষ্পভদ্রানদীর তীরে বসিয়া আছেন—এমন সময় প্রবল ঝড় উঠিল।১০

তীক্ষ্ণ শব্দে সমুত্থিত সেই ঝড়ের শব্দে সমস্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। আর বিদ্যুতের সহিত সেই মেঘমালা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে সমস্তস্থানে ভয়ে চারায় মত স্থূল জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।১১

ওজো ব্যঞ্জন্ত চক্ষুঃসূত্রাঃ
সহস্রধাঃ আতন্বন্যাপ্রদেশঃ।
নদীরহেনাবিস্তিরন্তমেক-
মহরাজাবর্তনতীরযোনাঃ ॥১২

অন্তর্বহিশ্চাস্থিরিষ্টচক্রঃ ঘৌঃ
পরেণ পরীতপ্রভাপিতং জগৎ।
চতুর্বিধঃ যৌক্ষ্য অবাস্থনা দৃষ্টি-
ঈলামুত্তাঃ অহং বিদন্যা সমস্রসৎ ॥১৩

ওজো ব্যঞ্জন্ত চক্ষুঃসূত্রাঃ
সহস্রধাঃ আতন্বন্যাপ্রদেশঃ।
নদীরহেনাবিস্তিরন্তমেক-
মহরাজাবর্তনতীরযোনাঃ ॥১২

অন্তর্বহিশ্চাস্থিরিষ্টচক্রঃ ঘৌঃ
পরেণ পরীতপ্রভাপিতং জগৎ।
চতুর্বিধঃ যৌক্ষ্য অবাস্থনা দৃষ্টি-
ঈলামুত্তাঃ অহং বিদন্যা সমস্রসৎ ॥১৩

ওজো ব্যঞ্জন্ত চক্ষুঃসূত্রাঃ
সহস্রধাঃ আতন্বন্যাপ্রদেশঃ।
নদীরহেনাবিস্তিরন্তমেক-
মহরাজাবর্তনতীরযোনাঃ ॥১২

অন্তর্বহিশ্চাস্থিরিষ্টচক্রঃ ঘৌঃ
পরেণ পরীতপ্রভাপিতং জগৎ।
চতুর্বিধঃ যৌক্ষ্য অবাস্থনা দৃষ্টি-
ঈলামুত্তাঃ অহং বিদন্যা সমস্রসৎ ॥১৩

ওজঃ নদীরহেনাবিস্তিঃ (নদীঃ যাহৎ যেহা যে যেন, যেন যে ইবঃ আলাঃ যৈঃ) আতন্বন্ (বহুধাভূতঃ) সহস্রধাঃ (সহস্রধা) আতন্বন্যাঃ (সমন্ত প্রদেশাঃ) যৈঃ [তৈঃ অন্তরেতাঃ এতাঃ চক্ষুঃসূত্রাঃ ওজঃস্বরূপাঃ যে আতন্বন্যাঃ তাসাং যঃ যঃ যে যে যে যে ঃ যে ঃ যে ঃ] চক্ষুঃসূত্রাঃ ব্যঞ্জন্ত (প্রাদুর্ভবন্তি)।১১

অন্তর্বহিশ্চ (অন্তরভ্যন্তরে চ বহিঃ বাহ্যে চ) অস্থিরঃ (অচলঃ), ঘৌঃ (দ্যুলোকঃ), সত্যধাতিঃ (বিধৃতিঃ) অন্যঃ সঃ চতুর্বিধঃ (অন্যাদৃশি চতুর্বিধে) ওজঃ অন্তঃ ঘৌক্ষ্য ইবাস্থিরঃ। [এবং] আঃ (পৃথিবীঃ) অবাস্থনা যৌক্ষ্য দৃষ্টঃ বিদন্যাঃ (সহ) সমস্রসৎ (অন্তঃ

ওজঃ এবং ঈদৃশঃ (অনন্যসদৃশ এবং) উর্বিতীজঃ (উর্বিতিঃ তীব্রঃ) প্রজন্যাদূর্বিতঃ (প্রজন্যস্য প্রবলঃ বাদুঃ, বাদুর্বিঃ বাঃ, ইবঃ যৌক্ষ্য সঃ) বর্ষতীঃ বর্ষাঃ অনুঃ (যৌঃ) আদুঃ(বাদুঃ) বাদুর্বিঃ যৌনবর্ষাভিঃ (যৌনাভিঃ সহ) আম্ অনয়াৎ (হরণবান্)।১০

সত্যধাতিঃ (ধৃতব্রতীকরণশক্তিবিশিষ্টঃ), অদিতয় (অখণ্ডনীয়শক্তিমান্), সত্যমন্ত্রঃ (সত্যকঃ) ত্রৈলোক্যং বিশ্বঃ সহ আদুঃ আদাৎ, এবম্ঃ ঈর্বিতিঃ (অবশিষ্টঃ) অন্তঃ বিশ্বেষ্ঃ ঈত্যবৎ বভূব (প্রলয়ঃ জাতঃ)।১১

তাহার ওজঃস্বরূপ অনন্যসদৃশ তীব্রবেগসম্পন্ন প্রলয়ঝঞ্ঝা চতুর্দিকে বর্ষণের তাণ্ডবলীলা (যথা)-সমূহ বায়ুবেগে উদ্ভাসিত (উদ্ভাসিত) ওজঃস্বরূপা তাহা পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে দেখা গেল।১২

আকাশ অধিকারকারী জলরাশি ও প্রলয় (তাহার সহিত) বিশ্বমালা তাহা বিশ্বের সহিত (অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, দ্যোলোক ও উদ্ভিজ্জ এই) চতুর্বিধ ঔজঃস্বরূপের ভিতরে ও বাহিরে বিদীর্ণিত এবং পৃথিবীকে জলরাশিতে ডুবিয়া যাইতেছে ঋষি ঈক্ষণ ও ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। ৩

ঔজঃস্বরূপ্য ঈদৃশঃ ঈর্বিতীজঃ
প্রজন্যাদূর্বিতঃ বর্ষতীঃ।
আদুঃ বাদুর্বিঃ যৌনবর্ষাভিঃ সহ
আম্ অনয়াৎ ॥১৩

সত্যধাতিঃ সদিতয়ঃ সত্যমন্ত্রঃ
ত্রৈলোক্যং বিশ্বঃ সহ আদুঃ আদাৎ।
স এষ প্রজন্যবর্ষিতো মহাদুঃ-
র্ভ্রাদ বিশ্বেষ্ঃ ঈত্যবৎ ॥১৪

ঔজঃস্বরূপ্য ঈদৃশঃ ঈর্বিতীজঃ
প্রজন্যাদূর্বিতঃ বর্ষতীঃ।
আদুঃ বাদুর্বিঃ যৌনবর্ষাভিঃ সহ
আম্ অনয়াৎ ॥১৩

সত্যধাতিঃ সদিতয়ঃ সত্যমন্ত্রঃ
ত্রৈলোক্যং বিশ্বঃ সহ আদুঃ আদাৎ।
স এষ প্রজন্যবর্ষিতো মহাদুঃ-
র্ভ্রাদ বিশ্বেষ্ঃ ঈত্যবৎ ॥১৪

তাঁহারই (যেন) অবতার বৃষ্টির জলরাশির সমাবেশরূপে পরিপূর্ণ হইয়া হইতে তরঙ্গ (ঢেউ)-মালার দ্বারা তীব্রবেগ, প্রলয় বায়ুবেগে বৃষ্টির জলরাশিপূর্ণ মহাসমুদ্র ঔঘ (তাহার ও নিম্নগামি)। বর্ষ ও পর্বতসমূহের সহিত পৃথিবীকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।১৩

বিশ্বমণ্ডলের সহিত, পৃথিবী ও সমুদ্রের সহিত, অর্থাৎ সহিত (আকাশস্থিত সূর্য মণ্ডলাদি) জ্যোতির্মণ্ডলের সহিত এই ত্রিলোক জলরাশিতে হইয়া গেল। একমাত্র অবশিষ্ট সেই মহামুনি (মার্কণ্ডেয়) ঈশ্বরাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া বিশ্ব ও আত্মের মত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।১৪

ক্ষুব্ধৈঃ সর্বতো মকরৈস্তিমিভিরন্যৈঃ
　　ক্রুদ্ধহ্রদো বারণযূথপতা যথাঽভঃ।
তত্রান্তরে পরিতো দ্রবদ্ দিগীশ
　　ন্যক্কারিভীমরবয়োঃ স্বনয়োঃ স নাগঃ ॥১১
তস্যাঃ পরো হ্যবয়বোঽবসুতোপলক্ষ্যঃ
　　কৈবল্যনাথমুপলব্ধতয়ানুমানঃ।
যদ্গন্ধলুব্ধহৃদয়ায় বিসৃষ্টমায়য়া
　　বিক্রীড়িতং করিণ্যা কৃপয়া স্মরামি ॥১২
তস্যাস্তটে সুরবিলাসদুকূলফেন-
　　প্রস্পর্ধিনি বিকসৎসিতপদ্মরেণুঃ।
যদ্বায়বস্তদুপগূহনতো নলিন্যা
　　লব্ধাশিষোঽলমনুগন্ধমুষো নিযন্তি ॥১৩
তত্রাম্বুকর্ষতি বলে মকরেণ পদ্ভ্যাং
　　গ্রস্তো বিপন্নকরণোঽবিজয়ানুযাচ্যঃ।
আদ্যস্য কর্হিচিদসাধুসমাধিনাঽঽজ্ঞা
　　যাং নাতিতীর্য ইহ কশ্চন কালপাশম্ ॥১৪
তস্যাঃ পরো হ্যবয়বোঽবসুতোপলক্ষ্যঃ
　　কৈবল্যনাথমুপলব্ধতয়ানুমানঃ।
যদ্গন্ধলুব্ধহৃদয়ায় বিসৃষ্টমায়য়া
　　বিক্রীড়িতং করিণ্যা কৃপয়া স্মরামি ॥১৫
তস্যাস্তটে সুরবিলাসদুকূলফেন-
　　প্রস্পর্ধিনি বিকসৎসিতপদ্মরেণুঃ।
যদ্বায়বস্তদুপগূহনতো নলিন্যা
　　লব্ধাশিষোঽলমনুগন্ধমুষো নিযন্তি ॥১৬
তত্রাম্বুকর্ষতি বলে মকরেণ পদ্ভ্যাং
　　গ্রস্তো বিপন্নকরণোঽবিজয়ানুযাচ্যঃ।
আদ্যস্য কর্হিচিদসাধুসমাধিনাঽঽজ্ঞা
　　যাং নাতিতীর্য ইহ কশ্চন কালপাশম্ ॥১৭

ক্ষুব্ধৈঃ (ক্ষুব্ধস্বভাবৈঃ পরিবৃতঃ) মকরৈঃ তিমিভিঃ তিমিঙ্গিলৈশ্চ ঈদৃক্ষঃ, ক্রুদ্ধহ্রদঃ (ক্রুদ্ধা ভয়েন ক্ষুব্ধতা (ব্যাপ্তঃ) আভঃ [অম্বুনঃ] পরিদ্রবদ্ভিঃ (পরিদ্রবদ্ভিঃ ইতিঃ ব্যাপ্তঃ, [সঃ করিঃ] অন্যেষাং করিণাং (অন্যতমস্য পরিতঃ সর্বতঃ দিশঃ যঃ (আক্রোশঃ) তস্য পূর্বিয়ঃ য ঘোষঃ [য আসীৎ] ॥১১

তস্যাঃ আহবে যঃ, কশ্চিৎ তত্রত্যঃ (তত্রস্থঃ) করিণঃ, ত (করিণ) [তদানীং] তত্রত্যয়া (তস্মিন্ সময়ে তত্রস্থয়া) তয়া অপি করিণ্যা (তদ্যূথস্থয়া করিণ্যা) [সহ] করিণ ঘোষঃ কশ্চিৎ ঘোষঃ করিণ্যা ঘোষঃ তয়া [সহ] করিণ ঘোষঃ [ইতি উপলক্ষণয়া তদধিষ্ঠিতা করিণী] ॥

যখন, ভিন্নভিন্ন (নানক জলজন্তু) দ্বারা উৎপীড়িত, (জলের) তরঙ্গ ও বায়ুবেগে আহত, পরিত্রাস, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ব্যাকুল, অপার অন্ধকারে বিমজ্জিত সেই (মার্কণ্ডেয়) মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে বিষ্ণুর, আকাশ, পৃথিবী বিষ্ণুই জানিতে পারিলেন না ॥১৩

তিনি যখন কখনও মহান্ জলরাশিতে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, কখনও প্রবল তরঙ্গাঘাতে আহত হইতে থাকিলেন এবং কখনও বা পরস্পর আঘাতকারী জলজন্তুগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং কখনও মোহ, কখনও মোহ, কখনও দুঃখ, কখনও সুখ, কখনও ভয়, কখনও মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥১৪-১৮

এইরূপে বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিতচিত্ত হইয়া সেই মহামুনি যখন ভ্রমণ করিতে করিতে সেই মহাপৃথিবীর শত শত, হাজার হাজার, অযুত অযুত বৎসর কাটাইয়া ফেলেন ॥১৯

সেই মহাসমুদ্রে (এইরূপে) ভ্রমণ করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডেয় একদিন পৃথিবীর উত্তরপ্রদেশে জল ও পল্বল পরিশোভিত একটি ছোট ঘটনায় দেখিতে পাইলেন ॥২০

তাহার (সেই ঘটনাস্থলের) পূর্ব-উত্তর (ঈশান) দিকের শাখায় নিজ মোহকারিণী অবতার বিষ্ণুমায়া, পর্ণপুটে (পাতার ঠোঙায়) শয়ান (শয়নকারী) এক শিশুকে দেখিতে পাইলেন ॥২১

যিনি উহার মঙ্গলীলসমূহের স্মরণ তাহাকে, যাহার

পদ্মপর্ণায়তাপাঙ্গঃ শুকতুণ্ডসমনাসিকম্।
বাসোভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং পরিস্ফুরিতলোলকম্ ॥২৪
চারুচূলিভ্যাং পালিভ্যামুপরীব চলাচলম্।
মুখং বিভাতি যিস্যস্তো যস্যাঃ দীক্ষা বিসর্পতঃ ॥২৫
ওজসা বীক্ষণশিল্পেন যুতা
লোকমুদ্বহংস্তদ্বিলোভনামুচঃ।
প্রকটয়োরাত্মকলাবর্ণতঃ
প্রকৃতং পুরুষং প্রলয়ায় বালকম্ ॥২৬
তাবদ্ধিশোরৈ বলিভেন ভার্গবঃ
সোঽন্তঃশরীরং জঠরো বভাষিবান্।
ওজাপ্যলো ভক্তজনে কৃপালুনা
যথা পুরাসুদরতোব বিস্মিতঃ ॥২৭

অথি তত্র পৌরুষঃ আজন্মতঃ (পূর্বাজন্মকৃত-বিভাগাৎ) পাথারে সর্বতঃ পদ্মং প্রভাতঃ ইব (অভবৎ) প্রকৃত্য বিকচ স্বরূপ ॥১॥

ইত্যুক্তপ্রকারঃ (ত্রিংশ বর্ষং যুবকোচিত বয়ঃ যঃ), মহাসত্ত্বঃ (মহাসত্ত্বঃ বলিবিশেষঃ, তদ্বৎ প্রাজ্ঞঃ), বহুস্ত্রীকঃ (বহুলঃ স্ত্রিয়ঃ বশে যস্য সঃ), অনন্তজঃ (অনন্তজনঃ), পুরুষঃ (পৌরুষবান্বিতঃ), পুরুষতমঃ (অনেকপুরুষপূর্ণঃ), ঘটোঽয়ঞ্চতুরস্রতায়াঃ। ঘটোঽয়ং একঃ কলসাদঃ অপরঃ তৈঃ আকারঃ সোচিতঃ), তদ্বদ্ভ্রীকর্ণ-নাসিকা (তদ্বদ্ভ্রীকর্ণয়োঃ স্ত্রিয়ঃ নাসিকা যস্য তথাভূতঃ সন্ যঃ), বিম্বাধরোত্তরোষ্ঠপ্রবালাভিরূপঃ (বিম্বঃ রবিঃ, তদ্বদ্ধরোত্তরোষ্ঠঃ তদ্বদ্ধরোত্তরোষ্ঠস্য যা উপমা প্রবালাভিরূপঃ অলঙ্কারঃ প্রবালস্য বিম্বঃ রবিঃ তদ্বদ্ধরোত্তরোষ্ঠঃ যস্য সঃ), পদ্মপত্রায়তাপাঙ্গঃ (পদ্মপত্রবৎ যঃ ঈষৎ অপাঙ্গভাগঃ যস্যাঃ সঃ), শুকতুণ্ডসমনাসিকঃ (শুকস্য তুণ্ডঃ ইব নাসিকা যস্য সঃ),

বাসোভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং পরিস্ফুরিতলোলকম্ (বাসোভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিশেষেণ স্ফুরিতঃ লোলকঃ যস্য তথাভূতং), চারুচূলিভ্যাং পালিভ্যামুপরীব চলাচলম্ (চারুভ্যাং সুন্দরাভ্যাং চূলিভ্যাং পালিভ্যাং) উপরি (শোভয়া) চলাচলং মুখং বিভাতি যস্যাঃ (শিক্ষায়াঃ) [যঃ] দীক্ষা যঃ বিসর্পতঃ বিস্তৃতঃ [অস্তু] ॥২৪-২৫

ওজসাপি (লোকমুদ্বহংস্তদ্বিলোভনামুচঃ (লোকমুদ্বহন্তীতি তদ্বিলোভনামুচঃ তাদৃশকর্ম ৫ বহু যঃ) মুনা (ব্রহ্মণে) ভৃগুপুত্রেণ (বিস্তরার্থঃ) অনুভবাপ-পাদিতঃ (অনুভবাদ্ যজ্ঞকর্মণঃ ফলং পরিতঃ লব্ধ (অপি) প্রকৃষ্টরাগ-বশেন ধৃতঃ [যঃ পরিতঃ ভাবুঃ) পুরুষঃ (ভক্তঃ) প্রলয়ায় (চরিতঃ) ॥২৬

তদনন্তরং যদা [সময়ে] ভৃগুবরেণ (ব্রহ্মণাবরেণ) তদ্ভক্ত-

বদনকমল অমলভাবে শোভিত, শ্রীযাহের সমান বর্ণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, নাসিকা ও ভ্রূযুগল সুন্দর, গালদেশ স্ফীত অলক (মাথার কুন্তল)-রাজি-শোভিত কর্ণের রাজিত-পুষ্পে বিশেষিত, অঙ্কুরের ন্যায় (গোলাকার) মুখ হাস্য, প্রবালের ন্যায় অধরের দীপ্তিতে রঞ্জিত, নবপ্রাত পদ্মপর্ণের ন্যায় আয়ত-বর্ণ, হাস্য ও অবলোকন (অতি মনোহর) প্রকাশশালী, (উজ্জ্বল) দন্তসমূহ ও গভীর নিঃশ্বাসি, বিশাল বাহুদ্বারা স্কন্ধ, যিনি মনোহর অঙ্গুলিযুক্ত হস্তদ্বয়ের দ্বারা একটী চক্রবদন উঠাইয়া ধরিয়া তাহা মুখ রাখিয়া চুম্বিতেছিলেন,—এইরূপ সেই শিশুকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত আশ্চর্যান্বিত

হইলেন ॥২২-২৫

সেই শিশুর দর্শনে তাঁহার পক্ষিসব দূরীভূত হইল, আনন্দে তাঁহার স্তনদ্বয় ও নয়নদ্বয় উদ্বেল হইয়া উঠিল, (গর্ভে) রোমাঞ্চ (পুলক) আসিল; এই অবস্থায় বালকের ন্যায় অনুভবভাবে পরিত হইয়া সেই বালককে জিজ্ঞাসা করায় তত্ত্ব তাঁহার নিকে অগ্রসর হইলেন ॥২৬

(অগ্রসর হওয়া মাত্র) তখনই সেই ভার্গবের-শিশুর নিঃশ্বাসবায়ুতে (আকৃষ্ট হইয়া) শকটের ন্যায় তাঁহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তখন (বালকের শরীরমধ্যে) (ব্রহ্মণের) সূর্যের ন্যায় এই জগৎকে সমগ্রভাবে বিস্তৃত (দর্শিত) দেখিতে

যং যোগিনো যজ্ঞবিভূতিযোগয়া
যোগাং সমর্প্য তনুভৃতো মুহুরুদ্বহন্তি।
যস্মিন্ ইদং সদসি পুরাকল্পনাথ
যোগৈঃ প্রজাপতিপতিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ৪৯
স্বাস্যে সুখায় ভগবান্ হরিরাবিরাসীৎ
তাবদ্ বিধায় বপুরাত্মন আত্মযোগম্।
তং কিঞ্চিদুদ্যমবিধৌ ভয়বিস্মিতাক্ষং
স্বপ্নং বিধিঃ সবিষয়ং বিষয়াদিবোদ্ধ ৫০
বিধাতারং পুষ্করস্থঃ চ তাঃ সর্বাঃ
বিদ্যাস্তদা তত্র অথো অপশ্যত।
যং যোগিনঃ যজ্ঞবিভূতিযোগয়া (যজ্ঞবিভূতিযোগেন) যোগাং (যোগান্) সমর্প্য (সমর্পয়িত্বা) তনুভৃতঃ (শরীরিণঃ) মুহুঃ মুহুঃ উদ্বহন্তি (ঊর্ধ্বং নয়ন্তি), [যস্মাৎ] তস্মিন্ ইদং [সৃষ্টি] বিধিঃ [ব্রহ্মা] প্রজাপতিপতিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ অভূৎ ৪৯

যম্ (আকাশম্), যোগাঃ (যজ্ঞে পূর্ণাহুতৌ), তনুভৃতম্ (শরীরধারিণম্), অধিরোহন্তি (পরমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তি), সঃ এব যোগান্ (যোগফলানি) সমর্প্য (দত্ত্বা), তস্মিন্ (তস্মাৎ) ইদম্ (এতৎ) সৃষ্টিরূপম্ (বিশ্বরূপং) প্রজানাম্ (প্রজাঃ অধিকৃত্য), যস্মিন্ সদসি (যজ্ঞে) পুরাকল্পে (পুরাণি আকল্পে), যৌগৈঃ (যজ্ঞফলপ্রাপ্তৈঃ) প্রজাভিঃ (যোগভূমিভিঃ), আবাহনপূর্বকং (আহ্বানং কৃত্বা যেষাং পূজা) স্বাস্যে মুখে (পক্ষে মাতৃকায়াং) অথ ভোজিতায়াং (ভক্ষয়িত্বা), তাসু, সমাপ্তযজ্ঞেষু (তাসু যোগিনীষু) পরিতুষ্টম্ বিধিম্ (ব্রহ্মাণং) তত্র (তস্মিন্ যজ্ঞে) অথো (অনন্তরং) অপশ্যৎ।

বিধিঃ বিশন্তম্ পদিতাভিশোভৈঃ
দৃষ্টির্বিধত্তে ভগবদ্বিধানৈঃ ৫০
অস্মিন্ পৃথিব্যাঃ কতমঃ প্রদেশঃ
যত্র চ যজ্ঞপুরুষো মখাবয়বঃ।
তোকং চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন
নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গবিমোক্ষণেন ৫১
অথ তং বালকং দীক্ষা বেত্রাণ্যাং বিদিতঃ ভুবি।
অন্যাপক্ষিকিটৈঃ পরিবৃতং মধ্যাকন্দম্ ৫২
তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগাধীশো গুহাশয়ঃ।
অন্তর্দধে মনোঃ সদ্যো যজ্ঞবাটীং বিধিৎসয়া ৫৩

পরীতম্ (বৈষ্টিতম্) আত্মিনং [অথ যজ্ঞস্য] সঃ তাসাং বিধাতা [ব্রহ্মা] [অন্তরাত্মনঃ প্রবিষ্টঃ] তথা যথা পুরা (প্রলয়াৎ প্রাক্) কৃতবান্ (সাক্ষাৎকৃতবান্) তথা অথো তথা [সৃষ্টিং] বিধিবঃ [ঋ] অন্যৎ অনুকৃৎ ৪৮

যম্ (আকাশম্), যোগাঃ (যজ্ঞে পূর্ণাহুতৌ), তনুভৃতম্ (শরীরধারিণম্), অধিরোহন্তি (পরমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তি), সঃ এব যোগান্ (যোগফলানি) সমর্প্য (দত্ত্বা), তস্মিন্ (তস্মাৎ) ইদম্ (এতৎ) সৃষ্টিরূপম্ (বিশ্বরূপং) প্রজানাম্ (প্রজাঃ অধিকৃত্য), যস্মিন্ সদসি (যজ্ঞে) পুরাকল্পে (পুরাণি আকল্পে), যৌগৈঃ (যজ্ঞফলপ্রাপ্তৈঃ) প্রজাভিঃ (যোগভূমিভিঃ), আবাহনপূর্বকং (আহ্বানং কৃত্বা যেষাং পূজা) স্বাস্যে মুখে (পক্ষে মাতৃকায়াং) অথ ভোজিতায়াং (ভক্ষয়িত্বা), তাসু, সমাপ্তযজ্ঞেষু (তাসু যোগিনীষু) পরিতুষ্টম্ বিধিম্ (ব্রহ্মাণং) তত্র (তস্মিন্ যজ্ঞে) অথো (অনন্তরং) অপশ্যৎ।

বিধাতারং পুষ্করস্থঃ চ তাঃ সর্বাঃ
বিদ্যাস্তদা তত্র অথো অপশ্যত।
যং যোগিনঃ যজ্ঞবিভূতিযোগয়া (যজ্ঞবিভূতিযোগেন) যোগাং (যোগান্) সমর্প্য (সমর্পয়িত্বা) তনুভৃতঃ (শরীরিণঃ) মুহুঃ মুহুঃ উদ্বহন্তি (ঊর্ধ্বং নয়ন্তি), [যস্মাৎ] তস্মিন্ ইদং [সৃষ্টি] বিধিঃ [ব্রহ্মা] প্রজাপতিপতিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ অভূৎ ৪৯

যম্ (আকাশম্), যোগাঃ (যজ্ঞে পূর্ণাহুতৌ), তনুভৃতম্ (শরীরধারিণম্), অধিরোহন্তি (পরমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তি), সঃ এব যোগান্ (যোগফলানি) সমর্প্য (দত্ত্বা), তস্মিন্ (তস্মাৎ) ইদম্ (এতৎ) সৃষ্টিরূপম্ (বিশ্বরূপং) প্রজানাম্ (প্রজাঃ অধিকৃত্য), যস্মিন্ সদসি (যজ্ঞে) পুরাকল্পে (পুরাণি আকল্পে), যৌগৈঃ (যজ্ঞফলপ্রাপ্তৈঃ) প্রজাভিঃ (যোগভূমিভিঃ), আবাহনপূর্বকং (আহ্বানং কৃত্বা যেষাং পূজা) স্বাস্যে মুখে (পক্ষে মাতৃকায়াং) অথ ভোজিতায়াং (ভক্ষয়িত্বা), তাসু, সমাপ্তযজ্ঞেষু (তাসু যোগিনীষু) পরিতুষ্টম্ বিধিম্ (ব্রহ্মাণং) তত্র (তস্মিন্ যজ্ঞে) অথো (অনন্তরং) অপশ্যৎ।

পাইলেন। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন ৪৭

তিনি তথায় আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, সমস্তরাজা, পর্বতসমূহ, সাগরসকল, বৃক্ষ ও ঔষধিসকল, বিষ্ণুরথ, দেব ও অসুরগণ, বন, বেদ, নদী, সমস্ত ও পক্ষিসমূহ গ্রামসকল, সোমসমূহ, আশ্রম, বর্ণ ও বৃত্তিসমূহ, যজ্ঞানুষ্ঠানসকল, যৌগিকপদার্থসমূহ, নানারূপ ও অমর কল্পনাকারী কাল এবং সমস্তব্যবহারনির্বাহের মূলীভূত যাহা কিছু বস্তু সেই সমস্তই সত্যস্বরূপে

বিধিঃ বিশন্তম্ পদিতাভিশোভৈঃ
দৃষ্টির্বিধত্তে ভগবদ্বিধানৈঃ ৫০
অস্মিন্ পৃথিব্যাঃ কতমঃ প্রদেশঃ
যত্র চ যজ্ঞপুরুষো মখাবয়বঃ।
তোকং চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন
নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গবিমোক্ষণেন ৫১
অথ তং বালকং দীক্ষা বেত্রাণ্যাং বিদিতঃ ভুবি।
অন্যাপক্ষিকিটৈঃ পরিবৃতং মধ্যাকন্দম্ ৫২
তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগাধীশো গুহাশয়ঃ।
অন্তর্দধে মনোঃ সদ্যো যজ্ঞবাটীং বিধিৎসয়া ৫৩

বিধাতারং, [যং ব্রহ্মাণমবলোকনায় প্রবিষ্টা আসীৎ] তত্র তস্মাৎ চ [যজ্ঞে] যত্র যত্র (যেষু যেষু) [সা যাতবতঃ] অপশ্যৎ, [তং] বিধাতারং [অপশ্যৎ, প্রজাপতিরূপেণ] বিধিং পশ্যন্ (যং) বিস্ময়ং পরিহৃত্য বিধিঃ [বিধাতা] (ব্রহ্মাণং) পশ্যতো (প্রজাপতিং) জগাদ ৪৭

যস্মিন্ [যস্মিন্ ব্রহ্মাবলোকনায় প্রবিষ্টা আসীৎ] তত্র তস্মাৎ চ [যজ্ঞে] যত্র যত্র (যেষু যেষু) [সা যাতবতঃ] অপশ্যৎ, [তং] বিধাতারং [অপশ্যৎ, প্রজাপতিরূপেণ] বিধিং পশ্যন্ (যং) বিস্ময়ং পরিহৃত্য বিধিঃ [বিধাতা] (ব্রহ্মাণং) পশ্যতো (প্রজাপতিং) জগাদ ৪৭

প্রকাশিত দেখিতে পাইলেন ৪৮-৫১

তিনি তথায় হিমালয়, যে স্থানে মহানারায়ণ ঋষিত্ব ধর্মন করিয়াছিলেন—সেই পুণ্যস্থানটী এবং শিশুর আকৃতিও দেখিতে পাইলেন। এইরূপে তিনি তথায় (সেই বালকের মধ্যে) বিশ্বদর্শন করিতে করিতে তখনই নিজের প্রজাসমূহ যেন হইতেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়সমুদ্রে নিপতিত হইলেন ৪৯

পৃথিবীর সেই উৎকৃষ্টস্থানে সমস্ত যজ্ঞীয়, তাহার পদ্মপুটে স্থাপিত অবস্থায় সেই শিশুকে দেখিয়া এবং

ওমমস্ত ঘটো ব্রহ্মন্ মলিনঃ লোকসংপ্লবে।
ক্ষিতোবাদি জলাদস্ত বায়ুনেব পুরেবৎ ক্ষিতঃ ।৩৫

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মহাপুরাণে পাদ্মসংজ্ঞায়াং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং বাসনকল্পে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

ওমমস্ত (ওমস্তা ওমস্ত) ওজাদ্যা (ওজবিশিষ্টবস্তুসমূহ) মাকন্দ (যোগবীর্য্য বা ওমস্ত) ওজীশক্তিবিশিষ্টা (বিশিষ্টশক্তিমতী) ইতি (এই) এষা [এই] এষা (পরিদৃশ্যমান) সর্বা (জগৎরূপা) ওমস্তে ।৩৪

[যে] ব্রহ্মন্ (গৌতম!) তব পক্ষে [যে সময়ে, প্রলয়কালে ঈশ্বরের মুখবায়ু তার মহান্ কটাহপাত্রে পরিপূর্ণ ও অন্যান্য আবরণের মাংসের অস্থি মেদসমূহের দ্বারা (গৃহীত হওয়া) হইতে প্রতিরুদ্ধ হইলেও যেই কালের অবোধক ওমস্তবায়ুর বাহিরের আলিঙ্গন করিয়াই তত্ত্ব (তাহার নিকে) যাইতে লাগিলেন ।৩১-৩২

সর্বাত্মবায়ী মাকন্দে যোগেশ্বর কালরূপী ওমস্তবান্ ওমস্তাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরাশীর

ওমস্তবতি পরমেষ্ঠি ইওমঃ। পরং নপিত্ব, যোগমায়ায় (প্রলয়ে) ওমস্ত ক্ষিতোবাদি. অন্তর্হিতা [হইয়া] ওম (পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার) (আয়ুর) পূর্বের ক্ষিতঃ ৩৫

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে বাসনকল্পে নবমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

জীবের অবস্থার ন্যায় সেই মার্কণ্ডেয়মুনির আলিঙ্গনেই তখন রাত্রি হইয়া গেল ।৩৩

হে ব্রহ্মন্! ওমস্তবায়ুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট হইতে সেই ঘটনায়, ওমস্তরাশি ও লোকসমূহ ওমস্তকালের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল এবং তিনি পূর্বের ন্যায় নিজের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।৩৪

শ্রীমদ্ভবিষ্যবরাহপুরাণীয় পাদ্মসংজ্ঞী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের বাঙ্গলাভাষায় পণ্ডিত শ্রীরাধেশচন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কৃত নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ।

[মার্কণ্ডেয়মুনিসমীপে মহাদেবস্যাগমনম্, বরপ্রদানঞ্চ

সূত উবাচ
স এবমনুভূয়েমাং মায়াকল্পবিনির্ণয়ম্।

বৈষ্ণবং যোগমায়াখ্যমেবং পরমং মহৎ ।১

অন্বয়মুখ
সূত উবাচ— সঃ (মার্কণ্ডেয়ঃ) মায়াকল্পবিনির্ণয়ং যোগমায়াখ্যং এবম্

অন্বয়মুখ
(মায়াকল্পনায়াঃ) ইমং বৈষ্ণবং অনুভূয় এবং [এবমাদি]

দশম অধ্যায়।

(মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট মহাদেবের আগমন ও বরপ্রদান)

সূত বলিয়াছিলেন—(হে গৌতম!) সেই মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এইরূপে এই বিষয়ে মায়াকল্পবিনির্ণয় যোগমায়ার বৈষ্ণবরূপে অনুভব করিয়া সেই মায়াকল্পেরই গুণগান করিলেন ।১

শৌনক উবাচ

এবমেতদ্যথাপ্রশ্নং ভবদ্ভির্নঃ সুবিস্তরম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগেন বিষ্ণুভক্তিবিবর্ধনম্ ॥২

সূত উবাচ।

ভবেষু বিষ্ণুভক্তানাং ভূয়ো দর্শি পরাত্মনি।
ভক্তিঃ পরা ভগবতি যতো ভবতি সংসৃতিঃ ॥৩

অথাত্র ভগবান্ রাজ্ঞো যদাহ মধুসূদনঃ।
পরীক্ষিতে ভগবতি তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥৪

বিষ্ণুভোষজরাজস্য ধারণাপারণে যথা।
মুনিস্তত্র তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিমেব তৎ ॥৫

শ্রীভগবানুবাচ।

মৈত্রেয়ত্যাদিষ্ট ইতি তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা মুনে।
ভক্তিঃ পরা ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেষ্বরে ॥৬

অথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্তেনেব সাধুনা।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥৭

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স্বগুরোর্মার্গং ন সস্মার গতিং হরেঃ।
ঈষদ্বাষ্পকলারুদ্ধঃ সর্বেন্দ্রিয়মনোধৃতিঃ ॥৮

বং) পরম হয়ে ॥১

শৌনক উবাচ,—এবমেতৎ (এতৎ এবং প্রকারমস্তি) যথাপ্রশ্নং (যথা যাদৃশং) বিষ্ণুঃ (ভগবান্) অতি সুষ্ঠু। [যে] হয়ে। যে (যত) বর্ণাশ্রমবিভাগেন (বর্ণাশ্রমবিভাগং অনুসৃত্য) বর্ণাশ্রম সুষ্ঠু (সম্যক্) প্রকারঃ অতি (ভবতি) ॥২

সূত উবাচ,—ভবেষু (প্রপঞ্চেষু) ভূয়ঃ ভগবান্ পরঃ ঈশ্বরঃ। [যে] ভূয়ঃ (পুনঃপুনঃ), নিত্যং (আজন্মে) পরাত্মনি (ঈশ্বরে) ভক্তিঃ (ভক্তিযোগঃ) বিষ্ণুভক্তানাং (ভগবদ্ভক্তানাং) দর্শনং ॥৩

অথ (অতঃ) তত্র (ভক্তি যোগে) ভবিষ্যতি (সংশয়ঃ বর্ততে)।—যে ভগবান্ মধুসূদনঃ (বিষ্ণুঃ বিশ্বস্য আত্মভূতত্বাৎ মোক্ষমপি দদাতি তৎ) ইহ [ভবতি] বিষ্ণুভোষজরাজস্য (বিষ্ণুঃ বিশ্বস্য আত্মভূতত্বাৎ মোক্ষমপি দদাতি ইতি ভোষজং) ঔষধং যথা (যদ্বৎ) ইহ [ভবতি] তত্র তপসঃ সিদ্ধিং ফলং [যঃ] তৎ সিদ্ধিমেব ॥৪-৫

শ্রীভগবান্ উবাচ,—[যতঃ] হে মুনি ভগবতি পরমে পুরুষে পরাং ভক্তিং লব্ধবান্, অতঃ] ত্বং (তস্মাৎ) অপি আদিষ্টঃ (অনুশিষ্টঃ)। ইতি ত্বং,তস্য আদেশং ন ন করিষ্যসি ॥৬

অথাপি (তথাপি তদনুরোধেনেতি ভাবঃ) [যে] তেনাপি। প্রকৃতং সাধুনা (মহর্ষিণা সহ)। সংবদিষ্যামি (সংবাদং করিষ্যামি)। হি (যতঃ) অয়ং সাধুসমাগমো নৃণাং পরমো লাভঃ ॥৭

শ্রীশৌনকাদি ঋষি বলিলেন,—হে (সূতজ্ঞানময়) সূতে। আপনিযেরূপ যোগকথাই আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, (সূতরাং) আপনি আশ্রিত জনের অভয়-দানের জন্যই শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ॥১

সূত-মহর্ষিরোমহর্ষণ,—ভক্তবাঞ্ছা পূর্তির জন্য ভগবান্ যখন যেরূপ শরীর ধারণ করেন, সেই সেই অবতারে পূর্বে আবির্ভূত হইয়া যেরূপে ভক্তিযোগের প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভক্তির মাহাত্ম্য ঋষিদিগের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥২-৩

অনন্তর ঋষি যেই কথা বলিয়া বসিয়াছেন বলিলেন,—ভগবান্। যাহার না থাকিলে বিশ্বের কর্ম ও বর্ণাশ্রমবিভাগাদি সমস্ত শাস্ত্রের ন্যায় শরীর ধারণ ও মনঃসংযম এই আশ্রমের অর্থহীন হইত। যেহেতু আপনি সিদ্ধিদাতা, অতএব এই আশ্রমের ফলদাতা সাক্ষাৎ সিদ্ধি (ফল) প্রদান করুন ॥৪-৫

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—"এই মহর্ষি ভগবান্ অন্যান্য পুরুষে পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং ইনি কোনও ফলসিদ্ধি (বরপ্রদানে সিদ্ধিলাভ) প্রদান কি মোক্ষও পাইতে ইচ্ছা করেন না ॥৬

তথাপি হে ভগবান্। আমরা এই সাধুর সহিত কথোপকথন করিব, যেহেতু এই সাধুসঙ্গ মনুষ্য-

ত্রয়োদশভিরব্দানাং লক্ষাণ্যেষোর্জিতায়ুষাম্।
ব্যতীয় ভগবানীশো যুগমানেন বর্তত ॥৯
তদব্যাহতবিজ্ঞান নির্বিকল্পো নিরাশিষ।
আত্মনিষ্ঠমুপাকাশ্য যযৌ স্থিরমিবাধ্বর ॥১০
আত্মজাপি নিজং প্রাপ্তং ভক্তিযোগবিভাবিতম্।
প্রাবয়ৎ সত্বতাং পাতুরুদ্ধবাদিব সাত্বতম্ ॥১১

ব্যাঘ্র-চর্মাম্বরধর: শূল-ধনুর্বিধর্ষিত:।
অক্ষমালা-কমণ্ডলু-কপাল: পরশুং সহ ॥১২
বিভ্রাণ: সহসা তাক্ষ্যং বিনতা সুত মিত্যুত।
কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনি: ॥১৩
প্রেক্ষ্য উন্মীল্য নয়নে নরনারায়ণৌ পুরঃ।
প্রহৃষ্য প্রণিপত্যেদং নরাদ আহ সাদরম্ ॥১৪

পুন: উবাচ,—সর্বাত্মিকায়া: (অখিলজ্ঞানময়া:) সর্বাত্মবিদ্যায়া: (সর্বজ্ঞতায়া:) ঈশ্বর: সকাশ: পতি: সন্ ভগবান্ ঈশ্বরো ইতি ঈদৃশ: ত্বম্ (অসি) ইত্যেবং (ভগবদৈশ্বর্যম্) আত্থ [ত্বং বদসি]।৮

সমাধে: (সমা: নিয়: অন্তঃকরণস্য পুনরা: যেন সা:) [তস্মাৎ] ভগবান্নারদ: (ভগবান্ নারদো:) সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্য ভবত: (ঈশ-মাহাত্ম্যস্য:) আত্মনশ্চ ত্বাং (ত্বাং ভগবন্তং), আত্মানং বিদু: [ত্বাং বেদ]।৯

ঈশ: ভগবান্ বিভিন্ন: তং (ঘনেষু) অভিব্যাপ্য (ভূত্বা) যোগমায়য়া (যোগমায়াসামর্থ্যেন) বপু: স্বিদ্ ইব অনুভবানন্দম্ (ভগবদ্রূপম্),আবিশন্ প্রবিষ্ট: ।১০

মুনি: (মার্কণ্ডেয়:) আত্মনি অপি (আত্মভূতে) প্রাপ্তং ভক্তি-বিজ্ঞানযুক্তং (ভক্তিং বিজ্ঞানং তয়া সহিতং বিজ্ঞানী

অধ্বর ভবিলেন—এই কথা বলিয়া সর্বাত্মিকার অধিপতি, সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা, সনাতনধর্মের রক্ষি ঋষিবর সেই মুনির নিকট গমন করিলেন।৮

বুদ্ধিবৃত্তিসকল নিরুদ্ধ থাকায় তিনি তখন ভগবানের আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর (ঋষিবরের) ও ঈশ্বরীয় (ঈশ্বরদেবীর) আগমন কি নিকটে ও বিবরে জানিতে পারেন নাই।৯

তাহা জানিতে পারিয়া হিমাকাশমধ্যে বায়ুর প্রবেশের ন্যায় ভগবান্ যিনি যোগমায়া অবলম্বন পূর্বক সেই ঋষির হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিলেন।১০

কারী) ভক্তং (নিজজনং), ভাগবতং (ভাগবতধর্মবিদিতং), পুরাণসংহিতাং (পুরা. ভক্ত, ইতি খ্যাত, অসি:, তথা চৈত্য) চ অক্ষমালা-কমণ্ডলুকপালং (অক্ষমালা: জপমালা, কমণ্ডলু: ভিক্ষিতব্যপাত্রং, কপাল: মুণ্ড:) পরশুং বিভ্রাণম্ ঈদৃশম্ আত্মানং ইব ঋষি সহসা অবতরন্ (প্রতিভাসিতম্) শিষ্য শিষ্যং (পৃষ্ট) বিনিত: (সন্) ইদং কিং মূলং (ভগবান্) [আগতঃ এব ইতি বিস্মিতো] সহসা স্থিত: [অভূৎ]। ১-১০

মুনি: ঋষে: [নরনারায়ণস্য] ঈশ্বরৌ সর্বত: (সাক্ষাৎ ঈশ্বর এবং) বিশ্বেশ্বরেশ্বরৌ (বিশ্বেশ্বরাণাম্) ঈশ্বরৌ সমাধাবেব সমুখে [তয়ো:] স্থিতৌ দৃষ্ট্বা ।১১

ঋষীর অন্যে প্রবিষ্ট বিহঙ্গমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, জটাধারী, ত্রিনয়ন, শঙ্খচক্র, ঈষদ্ধাস্য পূর্ণেন্দুর ন্যায় (স্নেহপূর্ণ), উদার, ব্যাঘ্রচর্মপরিধান পরিহিত এবং শূল, ধনুঃ, খড়্গ, অগ্নি, ও বেদ ধারিত জপমালা, কমণ্ডলু, (এবং) কপাল ও পরশু (কুঠার) ধারণকারী সেই মহাদেবকে সহসা অবতরণ ঈক্ষণান্তর দেখিয়া বিস্মিত মার্কণ্ডেয় মুনি "ইহা কি?" "কোথা হইতেই বা আসিলেন" এই চিন্তা পূর্বক সমাধি হইতে বিরত হইলেন।১১-১৩

তিনি স্নেহের উন্মীলন করিয়া উমা ও প্রমথগণের সহিত সমাধির মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন মুনি ত্রৈলোক্যের একমাত্র গুরু সেই মহাদেবকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন।১৪

তস্মৈ সপর্য্যাং বলবাং সপত্নাঃ সহেমবো।
আসঞ্জনস-পাদার্ঘ্য-শঙ্খ-স্রগ্-ধূপ-দীপকৈঃ ॥১৪
আহ চান্নাদুভাবেন পূর্ণকামস্তমে দ্বিজাঃ।
কৃতমন্যৈ কিমীশানো নেতরৎ নির্বৃতঃ স্বয়ম্ ॥১৫
বয়ং ত্বিদানীং শাস্ত্রজ্ঞা ব্রহ্মন্যাশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
ত্বয়োদ্ভূতেন শাস্ত্রেণ ত্বয়ৈবাদ্যাঃ সমাদিতাঃ ॥১৬

শ্রীভগবানুবাচ

বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো যন্মনঃ সত্যকাম্যয়া।
অমোঘং দর্শনং যেষাং মর্ত্যো যদ্বিন্দতেঽমৃতম্ ॥১৭
ব্রাহ্মণাঃ সমদৃক্ শান্তা নিঃসঙ্গা মুক্তকিল্বিষাঃ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমচিত্তিষু ॥১৮
সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দ্যার্চ্চয়তি নিত্যদা।
অহং চ ভগবান্ ব্রহ্মা যন্নমামো হরিরীশ্বরঃ ॥১৯
ন তে ময্যুপযুজ্যেরন্ন চ স্বার্থপরে স্বকে।
নাত্মবদ্ভ্যশ্চ জায়াদি তদ্ ভূয়াম্ বরদোময়ম ॥২০

[মার্কণ্ডেয়ঃ]　　তস্যৈবমেবাদ্যাবি-পত্নাম্-পূর্ণ-কৈঃ (যাবতা তুষারসম্ভবা- আসবং, সাম্য, অর্ঘং, তদ্ সাধন, দূর্বা, দীপ ইত্যৈঃ) সহ বলা (উপচার সহ) সংপূজ্য (অর্চনবিধায় তৃপ্ত বিধায়) সমাসীনং (বসন্তং) প্রণম্য (বিধিবৎ), আহ চ (তবস্তাবেন)—[হে দ্বিজাঃ !] যে (যত) ইহ জগৎ নির্বৃতিং (উপাদান্), [অতএব যে] ঈশানঃ (আত্মতন্ত্রেণ পূর্ণকামত্বে যে হি কারণম্ (হিং কারণাৎ) ॥১৪-১৫

শাস্ত্রাণাং সম্যক্ প্রদর্শনাৎ (প্রবক্তারঃ) অথ (অতঃ) ব্রাহ্মণ্যত্বেন (ব্রাহ্মণ্যতয়া) অস্মাসুত্বেন (অস্মাসুতয়া) যেষাং কৃতম্ অর্চা ময়া ॥১৬

বৃণুত ইত্যাদি,—এবম্ তয়ঃ সঃ সত্যং বরিতা ভগবান্

যাবতার তিনি আসন-পাদ্য-শঙ্খ-অর্ঘ্য-পুষ্প-মালা, ধূপ ও দীপের দ্বারা উহা ও প্রমথগণের সহিত সেই মহাদেবের পূজা করিলেন ॥১৪

এবং তিনি বলিলেন যে সর্বব্যাপক ঈশান। যাঁহার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই স্বীয় প্রভাবে পূর্ণকাম আপনার কি নিমিত্ত আমরা অর্চনা করিতে পারি ॥১৫

ব্রহ্মণ্যদেবতা, অস্মদ্ভাবদেবী (অস্মৎ) সমমূর্তি, যোগমূর্তি, শান্তমূর্তি, ঈদৃশ মূর্তিধর ও মঙ্গলময় আপনাকে পূজা পূজা করিয়াছি ॥১৭

পূজা করিয়াছিলেন,—(শৌনক !) মার্কণ্ডেয় কর্তৃক এইরূপ স্তব সাধুজনের গতি ভগবান্ আদি

(যথা) দেব পাদ্যাদি ও প্রণয় চিত্তে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন ॥১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—(হে ঋষে !) আমাদের নিকট হইতে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। আমরা ত্রিজনের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি) সমভাবে ঈশ (অধিপতি), আমাদের দর্শন কখনও বিফল হয় না; মানুষ আমাদের নিকট হইতে অমরত্ব (মোক্ষ) লাভ করে ॥১৯

যে সকল ব্রাহ্মণ, সাধু, শান্ত, নিষ্কাম, জীবদ্রোহী আমাদের একান্ত ভক্ত, সমজ্ঞানযুক্ত, সমদর্শী, লোকগণের সহিত লোকপাল তাঁহাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের) বন্দনা, অর্চনা ও উপাসনা করিয়া

এ ন্যস্তদণ্ডা মুনয়ো ধৃতব্রতা
যে পুণ্যতীর্থাস্পদমিষ্টভূতয়ঃ।
ব্রহ্মণ্যনির্বাণপরা মহাশয়া
হরন্ত্যঘং তে মধুরাং গিরো মম ॥২৩
ত্রিবিক্রমস্যাঙ্ঘ্রিনখাবসৃষ্টয়া
ধুনীবরয়া ত্রিপথগয়া বিভো।
বিনা নু সন্তঃ পরমায়ণং হরে-
রহং তরিষ্যামি যথা ভবার্ণবম্ ॥২৪
অকামমুক্তাখিলকামমীশ্বরং
ভজন্ সকামো ভগবন্ মহত্তমম্।
ন যাচ্ঞয়াহং ন চ কর্মভিঃ ক্বচিন্
ন যোগসিদ্ধ্যা ন বৃণে ন চাত্মনা ॥২৫

সূত উবাচ।
ইতি ব্রুবাণং দ্বিজবর্য্যমাহ হরের্গৃণন্তং গুণবিক্রমান্ যতঃ।
অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্মহে কুতোঽন্নপাকাঃ কবয়ঃ শিবং ॥২৬
ন চিরং ভারতা ভিক্ষোর্ভবিতা তাবতাদৃতঃ।
শিষ্যাণামনুশাস্যানাং পুণ্যশ্লোকগুণোদয়ঃ ॥২৭

[এবম্] আত্মনা প্রকার ১ অপি অপি (অনু অপি) ভিক্ষো (ভোঃ) ৩ ভবতঃ (ভবদ্ভিঃ), ৪ ন (কদাচ) নঃ (অস্মাকং) নঃ মুনয়ঃ ঈশ্বরি (ভবেয়) ॥২২-২৩

৯ যে (অস্মদাদয়ঃ) ঊর্ধ্বং, মুক্তিদাতারং [কৃ মুক্তি, বিদা দাতারং, ভবন্তং) ৯ নেষ্যন্তি, যে (ঊর্ধ্বগতয়ঃ) উৎক্রমণে (ঊর্ধ্বগতৌ) (নেষ্যন্তম্) পুনরি (অস্মদাদিভিঃ পাদ্যমানং) [ভিক্ষু] মুখ (ভিক্ষায়াং) দণ্ডধারণঃ (দণ্ডধারণেন) [দুর্ভিক্ষ] ॥২৪

আত্মবন্ধাক্ত-ভগবদ্-ভাবাত্ত-দাসৈঃ (আত্মবন্ধনাক্ত ভিক্ষোরাত্মন, অন্য, ভগবতঃ, ভাবেন ভক্ত্যা) যে ব্রাহ্মণাঃ ত্রয়ীময়ম্ (বেদাত্মকম্) অধ্বরপতিং (অধ্বরাণাং ফলং প্রত্যক্ষ-বিষ্ণু-বিগ্রহবন্তিং বেদঃ) বিতন্তি (বিস্তারন্তি). [বেদজ্ঞ] ব্রাহ্মণপ্রধানঃ [বরঃ] অবতারঃ [অবতুঃ] ॥২৫

যাবেন, ভগবান্ ব্রহ্মা, ভবঃ ঈশ্বর শিবাদি এবং আমিও তাঁহাদের স্মরণ, অর্চনা ও উপাসনা করিয়া থাকি ॥২০-২১

ভিক্ষো (সূতোক্তমহত্ত্বনিবন্ধন) শ্রীহরি, ব্রহ্মা ও আমাতে এবং বিশ্বের ও অন্যান্য জগদ্বস্তুর মধ্যেও অনুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন না, সেই একই (একাদৃশ জগদ্বর্তী) আপনাদেরও আমরা ভজনা করিয়া থাকি ॥২২

জগদ্গুরু ঊর্ধ্বগতিরা এবং মৃত্তিকা ও শিলাময় দেবতাগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিতে পারেন যে—ঊর্ধ্বগতি লোকে হইলে আমরা দেবতাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন, (জগদ্বর্তী ব্রাহ্মণ) আপনারা কিন্তু দর্শনমাত্রেই দর্শনকারী জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥২৩

যাঁহারা আত্মজনধ্যান (বিশ্বের একাত্মতা

সূত উবাচ।
ইতি ব্রুবাণং (ভক্তিপ্রধান ভাবে) ইতি (হেতু) বা ভগবান্গুণবিক্রমান্ (ভগবদ্গুণান্). অনুগায়ন্তং (অনুগায়তঃ) যতঃ তৎপরং (তৎপরায়ণং) শিবং ধর্মং ও অনুগায়ং (অনুগায়তি ও ভগবন্ত) ॥২৬

ন চিরং ভারতা ভিক্ষো ভবিতা ভবিষ্যতি ভারতে (ভূমৌ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) [ভারত, ইতিহাসে] শিষ্যাণামনুশাস্যানাং পুণ্যশ্লোকগুণোদয়ঃ [শিষ্যে ব্যক্ত এবং অনুক্ত ভেদ ভক্তঃ শ্রেষ্ঠপুরু- ভগবানি যত্ন যা তম্ (শিষ্যে) অনুগীঃ (কথিতবান্) ॥২৭

সম্পন্ন) উপায়, বিনা যাহাদের বেদপাঠ ও মন্ত্রের দ্বারা আমাদের দেহদহনরূপ যাগ করিয়া থাকেন, আমরা এতাদৃশ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি ॥২৪

আমাদের গুরুবাক্য শ্রবণ অথবা আপনাদের দর্শন করিলেও মহাপাপীও এবং (চাণ্ডাল প্রভৃতি) অন্ত্যজগণও শুদ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যে অত্যন্ত শুদ্ধ হন তাহা আর বলার কি আছে ॥২৫

সূত বলিতেছিলেন—চক্রধরের (ভক্তকল্প মাধার যার ভাগবত বিশেষ) এই সকল মহিমাসূচক পরিপূর্ণিত অনুভবের দ্বারা শৌনক (প্রভৃতি) ঋষিগণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। (আরও শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ছেন) ॥২৬

ভগবান্ বিষ্ণুর যাহার ভিন্নবিগ্রহ ও ভিন্ন মূর্তির ভগবান্ শিবের যজ্ঞভাগবার সেই ভেদবুদ্ধি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথো ঈশনীলোঃ দুরিতক্ষয়া পত্নীবিধাম্।
ভবস্তীশিতব্যানি দুরন্তি জলৌকসঃ ॥২৮
ইতি প্রাহরিদুং প্রাহঃ প্রবক্তারশ্চ বেদিনাম্।
আচক্ষত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণঃ দুরন্তি চ ॥২৯
নৈরন্তর্য্য ভগবতঃ যথাযাবদ্ধুবিধিঃ।
ন দুরেজনুভাবৈর্যোগিনো দুরতঃ যো ॥৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ,—অথো। ইহ্ ঈশনীলো (ভগবতো লীলা) পত্নীবিধাম্ দুরিতক্ষয়া (অপরিমেয়ফলত্বাৎ), যৎ (যস্মা) ঈশিতব্যানি (অধিষ্ঠাতব্যানি দুর্গাদি) জলৌকসঃ (জলচরা বিষ্ণবঃ) ভবন্তি ॥২৮

[যে] ইতিহাস এবং প্রবক্তারা প্রাহঃ প্রবক্তারঃ (উপদেষ্টারঃ সন্তি) ইতিহাসম্ (ব্রহ্মবিষ্ণুশিবম্) [আচারে] আচরন্তি [অনুমোদনে] দুরন্তি (প্রশংসন্তি) ॥২৯

এবম্ভূতঃ [লোকানুগ্রহে হেতুঃ] যথাযাবদ্ধুবিধিঃ ভগবতঃ নাস্তি (ঐশ্বর্যাদিমতঃ) যৈঃ দুরতঃ ত্যক্তা (ত্যক্তা)

যস্মাৎ ইতি বিশেষাদনুপ্রবিশ্য যা।
ওঘৈঃ দুর্গদ্রিয়াতি তস্মাৎ তৎ পত্নীদুং মতা ॥৩১

ওঘৈঃ মনো ভগবতঃ বিধাতুং তথাসনে।
কেবলাত্মবিতীয়ায় ভবনে ভূতভূর্ভুবঃ ॥৩২

তং দুরে তু পরং দুরম্ যতঃ তদ্ভবতর্পণাৎ।
ভবর্পণাৎ পূর্বজায়ঃ দত্ত্বাদ্যাঃ পুরুষাঃ ভবেৎ ॥৩৩

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ॥২৮

যঃ [ঈশনীলা বিনা] অন্যঃ ইহ বিশ্বে পত্নীঃ আত্মনঃ (ভং) অপরিমিত দুরিতক্ষয়াঃ [বিনাশকর্ত্রীঃ] ঈশিতব্যাঃ যস্মাৎ (শক্তয়ঃ ইব) ভবন্তি [ঈশ্বরাঃ] আচার্যাঃ [প্রবক্তারঃ], যাঁরা ভগবানের ঈশনীলার গুণগান [করেন] যেমন অধিতীয়ায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবে ভক্তিং ভবন্তি ॥২৯-৩০

যে দুরন্ত [দুর্গাদিশক্তি] পূর্বজায়ঃ পূর্বজাঃ পুরুষাঃ (সত্ত্বাদ্যাঃ) ভবন্ত, ভগবৎপর্যন্ত [ভগবদ্বিগ্রহাদারভ্য ভগবান্ত] পরং ন পরং [অন্যঃ নাস্তি] তিং দূরে [ব্যবধানে] ॥৩০

বিনষ্ট হইয়া যেতে তিনিই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥২৭

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন—অথো। আচার্য্য (ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই) ঈশ্বরগণের এইরূপ লীলা দেহধারী জীবগণের অভিলষণীয়। যেহেতু এই লীলার দ্বারা সেই জলৌকসগণ নিজের ধারণা-ধ্যানে বর্তমান জীবগণের প্রশাস্ত ও ক্ষয় করিয়া থাকেন ॥২৮

ইতিহাসজ্ঞ যাঁহারা বেদবিদ্গণকে বলিয়া দিয়াছেন, তত্ত্ব প্রবক্তারা যাঁহারা (অনুষ্ঠানাদি দ্বারা) ধর্মের আচরণ করিয়া থাকেন, অনুমোদন করিয়া থাকেন এবং অনুষ্ঠিত ধর্মের প্রশংসাও করিয়া থাকেন ॥২৯

লোকশিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভগবানের নিজ মায়াময় ধর্মব্যবস্থাদি ব্যবহার যথাযথী (অভিনব প্রবৃত্তিতে রাজকর্মচারী সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ব্যাপারাদিতে প্রকৃত রাজের আচরণ যেমন লোকের

সত্ত্বে, ব্রহ্মাদি) দুরন্তের থাকে ভগবানের প্রভাবের তুলিয়া ধরিতে পারে না অর্থাৎ সেই ঈশ্বরগণাদি দ্বারা ভগবান্ ছোট হইয়াও যান না বা প্রভাবহীনও হন না ॥৩০

যেহেতু সকলের দ্বারা যে বিশ্ব সৃষ্টি পূর্বক অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট ভগবান্ অন্য দুষ্ট পদার্থ সংযোগের সৃষ্টি হইলেও তাহাদের জীব যেমন স্বয়ম্ভূ পদার্থের কর্তা বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ স্ব স্ব কর্মফলানুসারে যেসমস্ত বিষয়সৃষ্টি নির্মাতৃক ভগবদ্ভূতের দ্বারা বিষয়সৃষ্টিকারী কর্তা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন, সেই সমস্তজনের ওঘ-ভূত, জিজ্ঞাসিতারা, কেবল (অন্যানুক্ত অবস্থার থাকায় অদ্বিতীয়), অধিতীয় (অন্যান্যবিজাতীয়-ভেদশূন্য), ভূত (লোকশিক্ষার জন্য শরীর ধারণ করিয়া যিনি ঈশনীলা ও শিক্ষা দেন) ভূত (বিশ্বাধার) মূর্তি ভগবান্কে নমস্কার ॥৩১-৩২

যে মানব। যাঁহার দর্শনে পুরুষ পূর্বজায় ও

যত্রৈকঃ রূপেঽপ্যপি পূর্ণাং কামাভিবর্ষণাৎ।
তদবস্থ্যাত্মতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা হরি ॥৫৪

সূত উবাচ।

ইত্যভিষ্টোঽভিষ্টুতশ্চ মুনিনা সূক্তয়া দিয়া।
তমাহ ভগবান্ পূর্বং হর্ষয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥৫৫
ব্রহ্মন্ মহর্ষে সুপ্রীতঃ স্তুতিভিস্তবয়োদিতৈঃ।
আব্রহ্মভূতাদ্ যত্তস্য পুণ্যশ্লোকস্য তথা ॥৫৬
জ্ঞানং ত্রৈকালিকং ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানং চ বিরক্তিমৎ।
ব্রহ্মবর্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্যতাপি তে ॥৫৭

সূত উবাচ।

এবং বরান্ স মুনয়ে দত্ত্বাগাৎ ব্রহ্ম ঈশ্বরঃ।
সোঽপ্যবাপ্তমহাযোগসম্বিদো ভার্গবোত্তমঃ ॥৫৮
বিরক্তাত্মুবাস্যাথ হরাবেকান্তভাং গতঃ ॥৫৯

অনুবর্ণিতবেদস্তে মার্কণ্ডেয়শ্চ ধীমতঃ।
অনুভূতং তদত্তো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্ ॥৬০

অথাপি (তথাপি) পূর্বেষাং বিবেকানাং (পরমাত্মৈকাত্মতাম্) এতম্ (ইমম্) এবম্ (অয়ং) মুনে—তৎপরেষু (তদেকমেবাদ্বিতীয়ং) তথা যাং তদবস্থিতি মাত্মতাং ভক্তিম্ [হরৌ] ॥৫৪

সঃ ঈশঃ,—স্তুতঃ বিঃ (ঈড়িতবান্) দুর্ণিতা ইতি (ঈড্যঃ) অভিঃ অভিষ্টুতঃ (স্তুতঃ) তদবান্ পরঃ (বিঃ) পরীক্ষ (ঈক্ষ্য) ঃ অভিবর্ধিতঃ (অভ্যানন্দিতঃ সন্) তম্ আহ ॥৫৫

[৫৬] ব্রহ্মন্ ! হে মহর্ষে (তপস্বিন্) উক্তিমৎ [অতএব] অয়ং তপোময়ঃ [তে অয়ং]—আব্রহ্মভূতাৎ (ব্রহ্মপর্যন্তা) পুনঃ তস্য তথা অব্যাহতা (বিচ্ছেদরহিত) অস্তু ॥৫৬

[৫৭] ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ (ব্রহ্মতেজঃসম্পন্নস্য) তে (তব) ত্রৈকালিকং জ্ঞানং বিরক্তিমৎ (বৈরাগ্যযুক্তং) বিজ্ঞানং ভূয়াৎ (ভবতু) ; ত্বং (তথা) পুরাণাচার্যতাপি [পুরাণানাং আচার্যতাপি] [ভূয়াঃ] ॥৫৭

সঃ ব্যাসঃ [বিশাম্পতেঃ] ঈশঃ [বিঃ] মুনয়ে এবং বরান্ দত্ত্বা অনুজ্ঞা (দুর্ণিতা) পুনঃ অনুজ্ঞাতঃ (তং তপোময়ং ব্রহ্মতেজঃ) তৎ (তং) তথা ত্রৈকো তথেতি (তথাস্তু) ॥৫৮

অবাপ্তমহাযোগসম্বিদো [অবাপ্তঃ প্রাপ্তঃ মহাযোগস্য বিবিক্তিনয়নস্য সম্বিদ্ যেন] সঃ অপি ভার্গবোত্তমঃ (ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ) হরৌ একান্তভাং [ঐকান্তিকতাং] গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) অনুজ্ঞা অস্তু (গতি) বিরতি ॥৫৯

সত্যসঙ্কল্প হইয়া থাকে, সেই আপনার প্রেম দর্শন অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ আর কি হয় যাহা আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিব ॥৫৩

কামনাবর্ষণকারী পূর্ণস্বরূপ আপনার নিকট তথাপি একটী বর প্রার্থনা করি যে, তদবস্থ্য শ্রীহরির প্রতি, শ্রীহরির ভক্তজনের প্রতি ও আপনার প্রতি আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে ॥৫৪

শ্রীসূত বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় মুনিকর্তৃক এইরূপ স্তুতিত ও উত্তম বাক্যে সর্বতোভাবে তুষ্ট ভগবান্ মহাদেব উহা কর্তৃক অভ্যর্চিত হইয়া অধিকে বলিলেন,—হে মহর্ষে ব্রহ্মন্ ! আপনি শ্রীহরিতে ভক্তিমান্ ; অতএব (তপস্যাভক্তিসাহচর্যে) এই কামনা আপনার পূর্ণ হউক ; ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন আপনার প্রলয়কাল পর্যন্ত বপু, পুণ্য, বাক্যস্ফূর্তা, অমরত্ব, ত্রৈকালিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত বিজ্ঞান লাভ হইবে এবং আপনি পুরাণাচার্যত্বও প্রাপ্ত হইবেন ॥৫৫-৫৭

শ্রীসূত বলিলেন—সেই বিনয়ন মহাদেব মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই প্রকার বরসকল প্রদান পূর্বক ঈক্ষার (তপস্যাদি) কর্তা এবং অধিকর্তৃক অনুজ্ঞাত তপোময় ব্রহ্মতেজ ঈশানদেবীর নিকট বর্ণন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥৫৮

মহাযোগের মহিমাপ্রাপ্ত সেই ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় ও হরিতে ঐকান্তিক ভাবপ্রাপ্ত হইয়া অনুজ্ঞাত বিচরণ করিতেছেন ॥৫৯

এতৎ তে ভৈরবিখ্যানং মায়ানির্মুক্তিসাধনম্।
অস্মাদ্ভবতি বিজ্ঞানং কালাতিগতয়ে প্রভবেৎ ॥৪১
য এতদেবং মৃগয়েত ধীমান্
ন্যাসাপরোক্ষানুভবপ্রবিষ্টম্।
সংসারবহ্নিং সলিলপ্রবাহৈ-
রুপৈতি নির্বাণমুপারমেত ॥৪২
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
মার্কণ্ডেয়চরিতং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

প্রবিষ্ট মার্কণ্ডেয়ঃ মহামুনিঃ অনুভূত ভগবতঃ; অনুভূত মায়াবৈভবম্ এবং যে অনুবর্ণিতাঃ, তেনৈব মুনা অনাদ্যবীজাঃ (মূলে মূলং পরিবর্তিতং) অন্তরঃ সংসৃতিঃ [ভবতঃ] যয়া অধিরূঢ়েন (অবাপ্তঃ) এবং ভগবতি বা (বর্ত্তিতং এতদ্বারা সংবর্তিতং) [ইতি] প্রকটিতং ॥৩০

[এ] তৃতীয়া [সৌরভঃ] সংসারস্য [অনাদেঃ]

এবম্ (এতদ্প্রকারেণ) অনুভাবয়িতুম্ (অনুভবেন প্রকটয়িতুম্ প্রবর্তিতং) এবং যা সংসারস্য ইতি (অথবা) সংসৃতেঃ যৌ ইতৌ [মূলে], তয়োঃ অনাদ্যবীজয়োঃ [অনাদ্যবীজয়োঃ সংসারঃ] ॥৩০-৪১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতস্য দ্বাদশস্কন্ধস্য দশমোঽধ্যায়ঃ।

যে অন্যে; মহাত্মানো মার্কণ্ডেয় মুনির এই চরিতকথা এবং তাঁহার দ্বারা অনুভূত ভগবানের অদ্ভুত মায়াবৈভব আদি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম ॥৩০

মার্কণ্ডেয় মুনির অনুভূত পরমাত্মার এই ষোড়শ-মায়াবৈভবকে যেই কেহ (মার্কণ্ডেয়ের অনুভাব পরিপূরণের জন্য অনুপ্রবেশপূর্বক) অবাধিত তাঁহার প্রতি প্রবর্তিত হইয়াছিল বলেন। অনাদিকাল হইতে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ প্রবর্তন করিয়া আসিতেছেন বলিয়া বর্ণন করেন ॥১

যে কুরুশ্রেষ্ঠ; চক্রপাণি শ্রীহরির প্রভাবে পরিবৃত পূর্বকথিত এই মার্কণ্ডেয় চরিতকথা যিনি শ্রবণকালে শ্রবণ করেন অথবা অপরকে শ্রবণ করান, সেই শ্রোতা ও বক্তা উভয়কেই কৃতার্থ করিয়া তুলিবে। তাঁহাদের অবিদ্যাদি জন্য (অনুভূত প্রবাহরূপ) সংসারের বাধক না ॥২

শ্রীমদ্কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশস্কন্ধে পণ্ডিত শ্রীবাসুদেবপ্রসাদ রায় দ্বারা মার্কণ্ডেয়চরিত নামক
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবদুপাসনায়া সূত্যুঞ্জয়ত্বং চ বর্ণনম্।]

সৌরভ উবাচ।
অথাবর্ণি পুরাণো ভগবন্ বদ্বিচিত্রম্।
সমস্তমন্ত্রাণ্যভবন্ জগবন্ তত্ত্ববিৎ ॥১

অন্বয়ঃ
[এ] তৃতীয়া। [ভঃ] ভগবন্ সমস্তমন্ত্রাণ্যভবন্

প্রকাশঃ
(সমস্তমন্ত্রাণাং সাধনত্বে বিষয়ে) তত্ত্ববিৎ [ভবান্] অথ

একাদশ অধ্যায়।

(ভগবদুপাসনা ও মৃত্যুঞ্জয় বর্ণন।)

শ্রীসৌরভ (জিজ্ঞাসায়) বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ তত্ত্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অবধারণ করুন। আপনি সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের বিশারদত্ব লাভেন; অতএব এবে অবিদ্যের বিশেষরূপ আপনার নিকট এই সব বিষয় জিজ্ঞাসা

তান্ত্রিকা: পঞ্চিংশ্যায়া: কেবলস্য ত্রিয়: পক্ষে:।
অন্নাপান্নাদ্যুপাকল্প: কল্পন্তি যথা চ হৈ: ॥২

তত্রো বর্ষ ভরং যে ক্রিয়াযোগং দুরুৎসহম্।
যেন বিরাটপুরুষস্য সর্গো যাবদবর্ত্ততম্ ॥৩

সূত উবাচ।
নমস্কৃত্য গুরূন্ দেবো বিভূতীর্বৈষ্ণবীরপি।
যা: প্রোক্ত: বেদ-তন্ত্রাভ্যামাচার্যৈ: পদ্মজাদিভি:॥৪

যাভির্মন্ত্রৈর্বলিস্তত্বৈ: স বিভাবয়তে বিরাট্।
বিভিতো দুরুতে যত্র সচিবং কুরুবদ্বয়ম্ ॥৫
এতদ্ বৈ পৌরুষং রূপং ভূ: পাদৌ দ্যৌ শিরো নভ:
নাভির্সূর্য্যোঽগ্নিরাসন্ বাহু: কর্ণৌ দিশ: শ্রোত্রম্ ॥৬
প্রজাপতি: প্রজননমপানো মৃত্যুরীপিতু:।
তদ্বলমবো লোকপালা মনস্তত্ত্বং তদাত্মক: ॥৭
সত্ত্বোত্তরোঽধরো লোকো যত্র জ্যোৎস্না অরোচনাঃ।
রোমাণি তস্যাপ্তা ছন্দো বেদা: সপ্তবৃষ্টিজা: ॥৮

(অন্নাদ:) অন্নাদিকম্ (অন্নম্) অন্নাদ্যম্ (অন্নস্য ইদম্ অন্নাদ্যম্) অন্নাদ্যমেব (অন্নাদ্যম্) অন্নাদ্যম্ (অন্নাদ্যম্) পুনাতি (পূ-ণিচ্-লট্) পুনাত:।

কেবলস্য (কৈবল্যস্য) ত্রিয়: পক্ষে: (ত্রয়াণাং ত্রিয়ঃ) পঞ্চিংশ্যায়া: (পঞ্চবিংশতি:) যে তান্ত্রিকা: (তন্ত্রোক্তা:) অন্নাপান্নাদ্যুপাকল্প: (অন্নাদি অন্নাদ্যপর্যন্তং, উপাকল্পাদি তন্ত্রাদ্যং যাবদিতি, আদ্যাদি তন্ত্রপর্যন্তমিতি, আকল্প: কৌতুকাদয়: তান্তি ৯ তান্তি ৯) ইমে (তন্ত্রে:) যথা এব (তদ্বৎ) কল্পন্তি (সম্পিণ্ডিকৈর্ভবিষ্যন্তি) তথা চ হৈ (তথা চ)। যেন বিরাটপুরুষস্য (বিরাট্পুরুষস্য) সর্গ: অবর্ত্ততম্ (প্রবৃত্তম্) তান্ত্রিকম্ (প্রাপ্তুয়াৎ), বিরাটপুরুষম্ (তান্ত্রিকম্) বা (অথবা) [লভেত] তত্র তত্র (যেষাম্) তথা ॥১-৩

সূত: উবাচ।—নমস্কৃত্য (প্রণম্য) গুরূন্ (প্রকৃতিভি:) আচার্যৈ:

(যেষাম্) তথা চ) যা: বৈষ্ণবী: (বিষ্ণো: সম্বন্ধিনী:) অপি বিভূতী: (বিভূতয়ঃ) প্রোক্তম্, তন্ত্র ব্যবহৃত্য [তথা] অথবা ॥৪

যাভির্মন্ত্রৈ: (প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও বিষয়াদি পঞ্চভূতের পূর্ব্বপরাবস্থারূপ পঞ্চতত্ত্বের) নবটী অক্ষর দ্বারা (মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ) বিভাগময় সেই বিরাট্ (পুরুষ বিরাজ) বিভিত। তৈজসাদিরূপ সেই বিরাট্ পুরুষে বিভূতিকে বেদা যায় ॥৫

প্রভু বিরাট্ পুরুষের যাহাতে শরীর এইরূপ—পৃথিবী তাঁহার পাদযুগল, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, আকাশ তাঁহার নাভি, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, বায়ু তাঁহার

যেষাম্ (যেষাং তন্ত্রাণাং) যা: বৈষ্ণবী: (বিষ্ণো: সম্বন্ধিনী:) বিভূতী: (বিভূতয়ঃ) প্রোক্তম্, তন্ত্র ব্যবহৃত্য [তথা] অথবা ॥৪

যাভির্মন্ত্রৈ: (প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও বিষয়াদি পঞ্চভূতের পূর্ব্বপরাবস্থারূপ পঞ্চতত্ত্বের) নবটী অক্ষর দ্বারা (মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ) বিভাগময় সেই বিরাট্ (পুরুষ বিরাজ) বিভিত। তৈজসাদিরূপ সেই বিরাট্ পুরুষে বিভূতিকে বেদা যায় ॥৫

এতদ্ (তদবয়ব:) পৌরুষং (পুরুষসম্বন্ধি) রূপম্ (স্থূলং) প্রজাপতে: পাদৌ দ্যৌ, শিরঃ, (দ্যৌ (স্বর্গ:). নভি:, নাভ: (আকাশ:). অগ্নিঃ (বৈশ্বানর:) মুখম্ (প্রাণিজাতভক্ষক), বাহু:, কর্ণৌ) দিশ: (দিক্পালা:),

যাবান্ বৈ পুরুষে যজ্ঞস্তাবান্ যজ্ঞঃ পুমান্ বিভুঃ।
তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া ॥৯
কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্যজঃ।
তৎপ্রভাব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ ॥১০
বনমালাং ধর্ম্মদোঘাং নানাগুণময়ীং সদৎ।
বাসঃস্বচ্ছন্দোময়ং পীঠং ত্রয়ীমূর্ত্তিং ত্রয়ীময়ম্ ॥১১

বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগং চ দেবো যজ্ঞ-বৃষাকপি।
কৌমিং পদ্মং পাদমেকং সর্বলোকাভয়ঙ্করম্ ॥১২
অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।
ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে ॥১৩
গুরুঃ সহো বলমুরু মুখ্যতত্ত্বং ময়ঃ স্বয়ং।
অপাং তত্ত্বং দ্রবময় ভোগস্তত্ত্বং সুখাত্মকম্ ॥১৪

ইতিহাস (ইতিহাস) প্রমাণম্ (প্রমাণসমূহ) প্রমাণানি (প্রমা), অস্যাম্ (আমার) মূর্ত্তৌ (দেহে ইতিহাসো বর্ত্তিঃ), ঋষি (ঋষি) গণাঃ (মূর্তয়ঃ) লোকসংস্থাঃ (ত্রিলোকাঃ), মন্যু (ক্রোধ), ত্রয়ী (ত্রয়ীমূলক) মনু, পত্নী (প্রজাপতি) শতরূপা (শতরূপা), পুত্রাঃ (বিরাজঃ) প্রিয়াব্রত (প্রিয়াব্রত), উত্তানপাদ (উত্তানপাদ), মুখ (বিরাজঃ) পুরুষমুখজা (পুরুষের মুখজাত) বেদাঃ ॥৮

যজ্ঞ ইব [যজ্ঞঃ] পুমান্ (পুরুষের সমানরূপ) যাবান্ সংস্থয়া (প্রমাণের দ্বারা) বিভুঃ (পরিমিত) অসৌ অপি [সর্বাঃ] মহান্ পুরুষ তাবান্ লোকসংস্থয়া (অবয়বসন্নিবেশের দ্বারা) বিভুঃ ॥৯

ধর্মঃ বিভু (বিভাট্) কৌস্তুভ-ব্যপদেশেন (কৌস্তুভ-মণিরূপদেশে) স্বাত্মজ্যোতিঃ (স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ) বিভর্তি (ধারণ করেন), তৎপ্রভাব্যাপিনী (তাঁর তত্ত্ব জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশব্যাপিনী [শ্রীবৎসাখ্যা] সাক্ষাৎ শ্রীবৎসম্ বৈরাজ (বক্ষঃ) বিভর্তি ॥১০

যৎ বনমালাং (বনমালাখ্যাঃ) সৌভাগ্যময়ীং নানারূপ, ধর্মদোঘাম্ (ধর্মের) পীঠম্ বাসঃ (বস্ত্র) বিভর্তি বিশিষ্টরূপ (বিধারণ করেন) ত্রয়ীময়ং (ত্রয়ীরূপ) সদৎ (আসন) ॥১১

ত্রয়ী (বিভু) ত্রয়ীমূর্তয়ে (ত্রয়ী মূর্তিমান্ যে যজ্ঞ-বৃষাকপি) যাগরূপ যোগকে [এবং] যৌগিক সর্বলোকাভয়ঙ্করম্ পাদম্ একম্ (একটিমাত্র) বিভর্তি ॥১২

নাসিকারন্ধ্র, এবং বিষ্ণুরূপ ঈশ্বরের অঙ্গসমূহ ॥৮

প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরের মেঢ্র (লিঙ্গ), মৃত্যু তাঁহার গুহ্যদেশ, (ইন্দ্রাদি) লোকপালগণ তাঁহার বাহুসকল, চন্দ্র তাঁহার মন, যম তাঁহার ভ্রূযুগল, লজ্জা তাঁহার উপরের ওষ্ঠ, লোভ তাঁহার নিম্নের ওষ্ঠ, জ্যোৎস্না তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি, বিভ্রম তাঁহার হাস্য, স্বকপট তাঁহার নেত্রজ্যোতি, এবং দেবশক্তি সেই বিরাট্ পুরুষের মস্তকস্থ কেশ-কলাপ বিভু ॥৭

এই পৃথিবীর যাহা (এক একটী) মানুষ অঙ্গুষ্ঠ (হস্তপদাদি অবয়ব) সংস্থানের দ্বারা নিজের অঙ্গুষ্ঠ (সন্নিবেশবিশেষ) পরিমাণে পরিমিত, সেই বিরাট্ মহাপুরুষও (পৃথিবী প্রভৃতি) লোকসংস্থানের দ্বারা নিজের (বিশ্বব্যাপক বিভু) পরিমাণে তত্ত্ব

পরিমিত ॥৯

বিভু বিষ্ণু ভগবান্ কৌস্তুভমণির ছলে জীবাত্মতত্ত্বকে এবং সর্বব্যাপিনী সেই কৌস্তুভমণির প্রভাকে সাক্ষাৎ শ্রীবৎসচিহ্নরূপে তিনি স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥১০

(সমস্তলক্ষণোপলক্ষণ) নানাগুণময়ী বিশ্ব-ধারণের সমস্তরূপে, ধর্মের (ধর্ম)-রাশির পীঠস্বরূপে, ত্রিবিদ্যাবিশিষ্টের (প্রণব)-কে ছন্দ (আচ্ছাদনীয়) স্বরূপে বারণপূর্বক সেই ধর্ম বিরাট্ পুরুষ যাগ্য ও যোগ (ধর্ম)-রূপ মহত্তত্ত্বের মূলস্বরূপে এবং (পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দশ ভুবন) লোকের প্রধান ব্রহ্মলোককে মস্তকস্বরূপে ধারণ করিয়া থাকেন ॥১১-১২

যাহাতে তিনি উপবিষ্ট সেই (সাধ্যাবস্থাপন-

অতোবিদং অন্তরবর্ত্তিনি চর্ম্ম অমাবয়ন্।
কালরূপা বসুঃ পার্শ্বে তথা কর্ম্মময়ন্তুথা ॥১৪
ইন্দ্রিয়াণি পরাবাহ্যরূপাকৃতীরক্ত স্তথন্।
তথাত্মাত্মতাভিন্যক্তি বৃত্তয়ার্পিত্রিয়াত্মতাম্ ॥১৫
ততঃ সেবকজং লীলা সংভার আহৃতঃ।
পরিচর্য্যা তথৈবত আহুতো দুরিতক্ষয়ঃ ॥১৭

তথৈবাদ্ তথৈশ্বর্য্যো লীলাকমলমুদ্বহন্।
বর্ষং তথৈব তথাংশ্চামোদয়ন্নেবতথৈব ॥১৮

আবসথং তু বৈকুণ্ঠঃ বিভা নামাদুত্তমম্।
ত্রিগুণবেদঃ তুরীয়াখ্যো যত্র বর্ষতি পুরুষম্ ॥১৯

[১৫] অতঃবিদং (এই অন্তরিন্দ্রিয়) [তৎ] অন্তরবর্ত্তি (অন্তরস্থ) আসনম্ (আসনরূপে) [এবং] ইত্যর্থ. [ইহ (আসনে) পরঃ পরমাত্মাধিষ্ঠিতঃ (এবং অন্তর্যামি-রূপে অধিষ্ঠিত) যঃ সঃ] সঃ (সেই) [ভগবান্] ॥১৫

কালরূপা বসুঃ [তথা সঃ যে বসু, তদ্রূপ নামক (বৈকুণ্ঠ) দুতাগণঃ (আসনের) বামে, অন্যে (অন্যদিকে) তথা সঃ (পরঃ), যেরূপঃ তথৈব তথা (তদ্রূপ) ॥১৫

তথা সংভারিদং (আসনস্থলে নিবেদন) তথৈবত অমি. তথৈবাহং (তথৈবত্) ইতি, তাবদ্রূপং পার্শ্বে স্থিতং তথৈবত্বমি (তথৈবত্ ইতি আত্মিকাং), ইন্দ্রিয়াণি পরাবাহ্য আকৃতী (ক্রিয়াশক্তিরূপা যঃ) চ পরঃ (তথা), তথাত্মাদি অভিব্যক্তিং, তুরীয়া (তুরীয়াখ্যেন) সহ অর্পিত্রিয়াত্মতাম্ (তথৈবত্ ইতি আত্মিকাং), ইন্দ্রিয়াণি পরাবাহ্য আকৃতী (ক্রিয়াশক্তিরূপা যঃ) চ পরঃ (তথা), তথাত্মাদি অভিব্যক্তিং, তুরীয়া (তুরীয়াখ্যেন) সহ অর্পিত্রিয়াত্মতাম্ (তথৈবত্ ইতি আত্মিকাং) ॥১৪-১৬

ততঃ [তৎপরং] ইতঃ [পরমেশ্বরেণ] [আসনে] আহূতঃ লীলাসংভারঃ [তথৈবত্ লক্ষ্মীরূপা] [আসনে], তথৈবত পরিচর্য্যা (সেবা) [চ] আহূতা (লীলা) দুরিতক্ষয়ঃ (পাপনাশরূপঃ তথৈবত) ॥১৭

তথৈবত্ তথৈশ্বর্য্যো (ঐশ্বর্য্যাদি যড়্ভগযুক্ত) লীলাকমলম্ উদ্বহন্ (ধারণ করিয়া) [তত্র হেতু লীলাকমল-বিভূতিরিতি ভাবার্থঃ]. তথৈবত বর্ষং তথৈব চামোদয়ন্ (আনন্দ প্রকাশ করে) তথৈবত [তথৈব তাদৃশ তত্র বর্ষতস্থ তথোক্তরূপ বিভূতিযুক্ত] ॥১৮

বিভাঃ অনুভাবাঃ (শক্তি) তুরীয়াদি তথা যত্র তৎ, বৈকুণ্ঠঃ নাম [তত্র] আবসথং (গৃহ), ত্রিগুণবেদঃ (তদ্-তদ্-গুণাত্মকঃ) যেঃ [তত্র] তুরীয়াখ্যঃ (তথৈবত্)

অন্যান্য) প্রভৃতি তাঁহার তথৈবত্ আসন এবং সেই আসনে তাঁহার লক্ষ্মীরূপিণী পত্নী বসিয়া শোভিত হয় ॥১৫

তিনি তথা: (ইন্দ্রিয়) শক্তি, চঃ (তথা) শক্তি ও (বৈষ্ণবি) বল শক্তিসমূহ তুল্য (প্রায়) তদ্রূপ তথা ; তথৈবত্রূপ (পার্শ্বস্থ) পক্ষ, তেজস্বরূপ সুদর্শনচক্র, আকাশের মত (নির্মল) আকাশ-তথৈবত্ অসি, তথৈবতময় চর্ম্ম, তথৈবত পার্শ্বস্থ, তথৈবত তূণীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের বাণ ধারণ করিয়া বামের দিকে (আবিলম তথৈবত) অবস্থিত হন। ক্রিয়াশক্তিরূপ মতে তাঁহার তথৈবত, (তথাদি) তাদাত্ম্যাত্মিকে তাহার (সেই তথৈবত্ত্ব) অভিব্যক্তি (প্রকাশ) এবং তুরীয়া দ্বারা অর্পিত্রিয়াত্মতা (অর্থাৎ অন্তরস্থিত দ্বারা আত্মস্বরূপ, বহন তুরীয় দ্বারা বহনরূপ প্রভৃতি) ধারণ করিয়া থাকেন ॥১৪-১৬

(পূর্ব্বোক্তরূপ) (তথৈবতরূপ প্রভৃতি) সেই (পরম) দেবতার উপাসনার স্থান ; (তথৈবত) লীলা উপাসক জীবের উপাসনাযোগ্যতারূপ সংভার ; শ্রীভগবানের সেবা পরিচর্য্যা উপাসকের পাপক্ষয়। ঐশ্বর্য্যময় তথৈবত্ (সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরিপূর্ণতারূপ) তথৈবত সংসার অর্থ-বহন লীলা (ক্রীড়া) পদ্মধারণ পূর্ব্বক বর্ষ ও তথৈবত্রূপ চামর ও ব্যজন উপযোগ করেন ॥১৭-১৮

বৈকুণ্ঠ তাঁহার বাস, আবসথ তাঁহার তথৈবত্ নিবাসস্থান এবং (তথৈবত্, যত্ ও নাম এই) যেই

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষান্নারায়ণো হরেঃ।
বিষ্বক্সেনতনূর্বিপ্রৈর্বিধিতঃ পাঞ্চরাত্রিকঃ॥
নবানামপ্যহং ব্রহ্মন্ মুখতঃ সমজায়ত
তপসস্তে ন্যযুঞ্জন্ত সর্গরক্ষাবিধৌ প্রভুম্॥২৯

যাদৃশোঽয়ং ময়া সর্গঃ প্রত্যূহঃ পুরুষর্ষভ।
অবিস্তরশ্চ ইতি তে প্রশ্নঃ প্রায়ঃ কৃতো হি মে॥৩০

ন বিরোধোঽস্তি প্রাজ্ঞস্য ইতি বৃদ্ধিমতো মম।
অর্থক্রিয়াপরজ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিজল্পতে॥৩১

অন্যোন্যানুগ্রহাদাসীৎ তেষাং কর্মচিকীর্ষয়া।
বিবৃদ্ধিঃ সত্ত্বরজসা তমসা চ যথোচিতম্॥৩২

বিজ্ঞায়ৈক ইদং বিশ্বমচিরান্নাশমাত্মনঃ।
সর্বকারণসম্পন্নো মায়য়া ন বিমোহিতঃ॥

সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যায়তে স্বয়মীশ্বরো
বিবুধ ইব বিরুদ্ধব্যবহারাশ্রয়তয়া॥৩৪

[অধ্বর] পুরুষঃ (যজ্ঞপুরুষঃ) ভবতি ॥২৯

আত্মনঃ হরেঃ অনপায়িনী (অনপগা) সাক্ষাৎ (স্বরূপভূতা) ভগবতী শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ), [পঞ্চরাত্রাদিঃ আগমঃ] তন্মূর্তিঃ বিষ্বক্সেনঃ পাঞ্চরাত্রিকঃ বিধিঃ, ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মণা) নবানামপি অহং চ মুখতঃ অজায়ত ; তপসা তে ধাতারঃ প্রভুং ॥৩০

[হে] ব্রহ্মন্! যাদৃশঃ যাদৃগ্রূপঃ সকাশাৎ প্রত্যূহঃ অবিস্তরঃ ইতি বৃদ্ধিমতঃ (বুদ্ধিবিশিষ্টস্য) অভিপ্রেতম্ ॥৩১

অর্থক্রিয়াপরজ্ঞানৈঃ (অর্থঃ প্রয়োজনম্, আত্মনঃ হরেঃ, তদ্ভক্তানাঞ্চ যদ্ যৎ তত্তদ্রূপং জ্ঞানং তৈঃ, বুদ্ধিভিঃ তাদৃগ্রূপবিজ্ঞানযুক্তৈঃ) বিরোধঃ নাস্তি ইতি [বিচারিতং শঙ্কিতং] যৎ তদেবম্ পরিজল্পতে (পরিচিন্ত্যতে) ॥৩২

আত্মনা আত্মনঃ অনুগ্রহায় (প্রীত্যৈ) তেষাং (ধাতৃণাং) [ঔপচারিকং] ভগবতঃ ঈশ্বরস্য চিকীর্ষয়া (কর্তুমিচ্ছয়া) তৎ তদ্রূপং (পূর্বোক্তং বিরাড়াদি) বিবৃদ্ধং ন ॥৩৩

[যঃ] বিজ্ঞায়ৈকঃ (বিজ্ঞাতবান্) যৎ ব্রহ্মণাদি (ব্রহ্মা প্রভৃতি, যত্র যেষাং কারণং) যদাত্মকম্ (যদ্রূপকম্) সর্বকারণসম্পূর্ণঃ (সর্বে যানি কারণানি তৈঃ সম্পূর্ণঃ) সন্ এবং [ভগবন্] যদা (যস্মাৎ যস্যাং প্রলয়ে বিশ্বং) সৃজতি, হরতি, পাতি ইতি [ইতি হেতু] আখ্যয়া (প্রসিদ্ধিভেদেন) অবভাসতে (অবভাসমানঃ) বিবুধঃ ইব (বিদ্বান্ ইব) [লক্ষ্যতে] বিরুদ্ধ, ব্যবহারাণাং (ব্যবহারেষু) আশ্রয়তয়া (আশ্রয়ত্বেন) নচ্যতে ॥৩৪

ব্রহ্মরূপ মূলকারণের যাহন (গ্রহণ) সেই যজ্ঞপুরুষকে যাহন করিয়া থাকেন) ॥২৯

বিনাশরহিত জ্ঞানশক্তি পরমাত্মা শ্রীহরির মূর্তিস্বরূপ পঞ্চরাত্রাদি ; (পঞ্চরাত্রাদি) তন্ত্র (যাহার) মূর্তি (স্বরূপ সেই) বিষ্বক্সেন তাঁহার পরিবারদেবতার প্রধান অধিপতি ; অণিমা (অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব) প্রভৃতি যে আটটী গুণ, তাহারা শ্রীহরির নিত্য প্রভু আশ্রিত থাকেন ॥২৯

হে ব্রহ্মন্ শৌনক! সেই পরমপুরুষ যজ্ঞ যাদৃগ্রূপ, লক্ষণ, প্রভাব ও অবিচ্ছেদ এই সৃষ্টিতে বিদ্যমান ॥২৯

(ব্রহ্মাদি অবস্থায় বর্তমানের) পদার্থ (পদার্থাবস্থায় মনঃপ্রাণ) ইন্দ্রিয়, (সুষুপ্তি অবস্থায় কিঞ্চিৎ সুখসংস্পর্শী) আকাশ (রূপমাত্রতন্মাত্র সৃষ্টিরূপ) এবং (এই তিনটির অনুগত) জ্ঞানের দ্বারা যেই বিরাট্‌পুরুষ ভগবান্ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় (এইত্রাহি আত্মার অবস্থাভেদে) পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন ॥২৯

(ব্রহ্মণাদি) ব্রহ্ম, (রুদ্রাদি) ঈশান, (সূর্যাদি) আত্মন (আত্ম) এবং (দৌত্রাদি) আত্মজের দ্বারা দোহিত (বাসুদেবাদি) চতুর্মূর্তি ভগবান্ সর্বেশ্বর শ্রীহরি (বিরাট্‌রূপে) বিশ্বপ্রভৃতি অবস্থা চারিটী রূপে অবিভাবিত হইলেন ॥২৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু-
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

যোগিনি যোগবিন্যাসকরণায়াত্মনি-
স্বীয়ৈশ্বর্যস্য প্রকাশনায় পরমে ভক্ত্যাম্ ॥২৪

য ইদং কল্প উদ্ভবায় মহাপুরুষলক্ষণম্।
ভক্তিঃ প্রবর্তো ভক্তু ব্রহ্মকে গুণাসাম্ ॥২৯

[যে] ভক্তা ভক্তগণ (অর্জুন প্রমুখ)। ভক্ত্যাম্ (ভক্তিযোগের)। অধিযোগম্ (অধিযজ্ঞ বিশিষ্টরূপে যে প্রকাশ) যোগঃ যোগমায়া যেমন, প্রকাশ করেন তাহাকে)। অনন্তর্ধীয়ঃ (অনন্তর্ধান শক্তিকে ধারণ করেন)। যোগিনি যোগবিন্যাসকরণায়াত্মনি (ভক্তগণের যোগমায়ার প্রভাব স্বয়ং দূরীভূত হইয়া তাহাদের অন্তরে, যেন ইহা তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়)। প্রকাশনায় (প্রকাশের জন্য যে কার্য করেন) পরমে (ভক্তগণ) পাদ (হন) ॥২৮

ভক্তা (প্রকাশকারে) [পরমে] ইহার যে অন্বিত-

যে শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর; যাঁহার প্রকাশ-স্বভাব, স্বয়ংপ্রকাশ, নিজ মহিমায় পরিপূর্ণ, (যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল অবাধে জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে সেই) অনাবরণজ্ঞানস্বরূপ এই সেই ভগবান্ নিজ মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। (এবং বলিয়া রাখা, সর্বত্র প্রবাদিত বলিয়া আকাশ; সকলকে যাঁহারা যাপেন বলিয়া প্রাণ প্রভৃতি) প্রসিদ্ধ নামে তিনি নিশ্চিতরূপে বিখ্যাত। নিজের ঐ (ভগবৎস্বরূপ) উপাসকগণের আত্মা (মন) দ্বারা তিনি লাভযোগ্য হইয়া থাকেন।২৪

হে ঈশ্বর! হে অর্জুনের সখা! হে মহাযোগেশ্বর! হে বিশ্ববিমোহী কমিরাজরূপের (ধারণকারী) বহ্নিস্বরূপ! হে নিত্যপ্রকাশশালিন্!

সৌনক উবাচ।

শুকো যদাহ ভগবান্ বিষ্ণুরাতায় শৃণ্বতে।
সৌম্যে পুণ্যে মুনি আসি গায়া বর্ণয়তি সত্তমঃ ॥২৭

তেষাং আত্মানি ভগবানি সাত্বতপ্রবরৈঃ।
ভক্তি যঃ ভগবদ্রূপায়াঃ পুংসাং পূর্বাভবো হরেঃ ॥২৮

(ভগবান্ যদি নিজে হন, ইচ্ছাপূর্বক ইহাদি) প্রকাশ করিলে [যে] মহাপুরুষগণের (মহাপুরুষ লক্ষণ বিশিষ্ট যে সব) [শ্রীহরেরাদি নাম] ভক্ত্যা আপনার (ভক্তের) ভক্ত যে (পরমে) ॥২৯

ভগবান্ শুকঃ পুরাকালে (পরীক্ষিতের) বিষ্ণুরাত (পরীক্ষিত) যে সব সৌম্য পুণ্যক্ষেত্রে স্বয়ং আসি আসি গয়া করি—(পূর্বে পূর্বে উল্লেখ) অতীতের ভক্ত পরিচিত, ভক্তি সাত্বিকশ্রেষ্ঠগণের বিষ্ণুভগবান যেরূপ ধারণ করিয়া [লক্ষণসমূহ] প্রকাশিত হইয়া পুরাঃ (বিস্তার) প্রবর্তনা করে (প্রবর্তনা) ॥ ভক্তি ॥২৭-২৮

যে যোগিন্দ্র! যে যোগী ও ভক্তের শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ কর্তৃক নিত্য যোগযুক্ত হইয়া আছ। হে ভক্তবৎসল! (যাঁহারা নাম গ্রহণ করিলে ভক্তের মঙ্গল হয়) আপনি (আপনার ভক্ত-সেবক) ভক্তগণকে রক্ষা করুন।২৫

হে সৌনক! যিনি সকলে উঠিয়া শুনিতে এই মহাপুরুষের লক্ষণ বিষ্ণুরূপ জ্ঞান করিয়া বিষ্ণুকে তাঁহাতে স্থাপন করিতে পারেন, তিনি (সকলের অন্তরাত্মারূপে) তাহার পরমকারী ভক্তকে জানিতে পারেন।২৬

শ্রীসৌনক বলিলেন,—ভগবান্ শুকদেব ভক্তগণ পরীক্ষিতকে (এসকন্ধের ২১অধ্যায়ে) পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পুণ্যময়ী গয়াতীর্থে সকলের মনে মনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকেন। তাঁহাদের

সূত উবাচ

অনাদিরাত্মা বিভোরাত্মনঃ পরমোহবিবাদ্।
নির্দিষ্টো লোকতন্ত্রায়ঃ লোকেষু পরিবর্তসে ॥২৯
এষ এষ হি লোকানাং সৃষ্ট্যা সাম্প্রায়িকৃত্যয়ি।
সর্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্টা সর্বধীবৃত্তিসাক্ষ্যমলঃ ॥৩০
কালো দৈবং ক্রিয়া কর্তা করণং কার্যমাশ্রয়ঃ।
ত্রয়ং ফলমিতি ব্রহ্মন্ নবধোক্তোহজয়া হরিঃ ॥৩১

সর্বসংবিদাম্ আত্মনঃ বিভোঃ অনাদিরাত্মা (আদিরহিতা) পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) অবিবাদঃ (অবিসংবাদঃ) লোকতন্ত্রায়ঃ (লোকতন্ত্রবর্তনঃ) অয়ং (পূর্বঃ) নির্দিষ্টঃ (উক্তঃ) লোকেষু (পুরুষেষু) পরিবর্ততে (পরিবর্তমানঃ ভবতি) ॥২৯

এষ এষ হি ইতি (অবধারণে) দ্বয়ং লোকানাং যাত্রা আশ্রিত্য (অবলম্ব্য)। সর্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্টা (সর্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং গুণানাং বিষয়াণাং দ্রষ্টা) [যথা:] ধীবৃত্তিঃ যথা (জ্ঞানবৃত্তেঃ) সাক্ষ্যঃ (দ্রষ্টা) ॥৩০

কালঃ (প্রাক্তনাদিঃ), দৈবঃ (ধর্মাদিঃ), ক্রিয়া (অনুষ্ঠানম্), কর্তা (প্রকৃত্যাদিঃ), করণং (চক্ষুরাদিঃ), কার্যং (দেহাদিঃ), আশ্রয়ঃ (মহদাদিঃ), ত্রয়ং (ত্রীণি প্রকৃতিঃ), ফলং (ধর্মাদিঃ)

অবীশ্বরবশ কর্তৃক বিনষ্ট সেই লোকসমূহের নাম ও আকারের নিত্য নিত্য তথা এবং ঈশ্বরের অংশরূপে অবস্থিত সেই পূর্বোক্ত বিরাট আপনি প্রজাপালনার্থ আমাদিগকে বলুন ।২৭-২৮

সূত বলিতেছিলেন,—অনাদি (কর্মপ্রবাহরূপ) অবিদ্যার দ্বারা অমিত ও সকল ভেদবাদিগণেরও অনিরূপ বিভু আত্মস্বরূপ এই পূর্বলোক (অবতারি) যাত্রানির্বাহক হইয়া লোকসমূহকে প্রকাশ করিতেছেন ।২৯

দ্বিবিধ স্রষ্টা (ঈশ্বর ও অনেকজন) লোকসমূহের যাত্রা ঈশ্বরিই (আত্মরূপে) সৃষ্টা। সেই একমাত্র সৃষ্টৃত্বের (ক্রিয়াকাল কালবিভাগের দ্বারা) সমস্ত বৈচিত্রিক ক্রিয়াকলাপের মূলকারণরূপে অবিদ্যা কর্তৃক বহু (নানা) প্রকার কল্পিত হইয়া

[এ] ব্রহ্মন্। যাত্রা ইতি যথা অধ্যা (যাত্রা) উক্ত [যাত্রা প্রকৃতিরেতি ভাবঃ] ।৩০

কালঃ-ত্রয়ং (কালপ্রভৃতি) অজয়া [মোহময়াবিদ্যয়া] হরিণা (ঈশ্বরেণ) বহুধা [নানা] সৃষ্টম্ (বিভিন্নরূপেণ কল্পিতং [ভবতি]) ।৩১

যাত্রা (সৃষ্টিঃ), প্রকৃতয়ঃ (অনেকাঃ), প্রতিঃ (রক্ষকঃ), যাত্রিকঃ (ভোক্তা), অনেকঃ (বহুঃ), পুরুষঃ (জীবঃ), পুরুষা (দেহাঃ)—যে ব্রহ্মন্। ইতি (এবং) অমী অনুযাস (ঈশ্বরাঃ) ভবন্তি (বিদ্যন্তে) ।৩২

অথ অধ্যা (পূর্বঃ), পুরুষঃ (জীবঃ), কলা (দেহঃ), প্রকৃতিঃ (ইন্দ্রিয়ঃ), পুরিষ্যঃ (দেবাঃ) এতে যাত্রা (ঈশ্বরাধীনাঃ) ভবন্তি ন ভবেৎ ।৩৩

যাবেন ।৩০

হে ব্রহ্মন্! অনন্তর ঈশ্বরিই শক্তিসমূহের দ্বারা (প্রায়ঃ যথাক্রমে, সাধারণ প্রকৃতি) কাল, (সংস্কার, বিষয় প্রভৃতি) দৈব, অনুষ্ঠান, (আত্মাদি) কর্তা, (চক্ষুরাদিরূপের) করণ, (দেহাদি) কার্য, (মহদাদি) আশ্রয়, (ত্রীহি প্রভৃতি) ত্রয়, (ধর্মাদি) ফলরূপে নয় প্রকার বলিয়া কল্পিত হন ।৩১

কালরূপী অনন্তরূপ ঈশ্বরই সংসারযাত্রা-নির্বাহের জন্য ভৌমাদি যাবদ্ধামে পৃথক্ পৃথক্ যাবদ্ধামের সহিত বিরাজ করিয়া থাকেন ।৩২

যে পুরুষ! যাত্রা (সমস্ত সৃষ্টি), প্রকৃতয়ঃ (যাত্রা অধ্যা), প্রতি (সমস্ত রক্ষক), যাত্রিক (সমস্ত ভোক্তা), পুরুষ (সমস্ত জীব), পুরুষা

বিশ্বামিত্রো মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজো জমদগ্নয়ঃ।
বসবশ্চ ইতি হ্যেতে ঋষয়ো নবস্বায়ুষঃ ॥৩১
ধনিষ্ঠা বরুণো ধাতা শতভিষজস্তথা হ্যজঃ।
পূর্বপ্রোষ্ঠপদশ্চৈব তথাহির্বুধ্ন্য এব চ ॥৩২
ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ সোমো এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
প্রয়াগো বাসবো যত্রো মরোচাশ্চ নবস্বায়ুষ ॥৩৩

বিশ্বামুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো মুনিঃ।
অনুসোমা সপর্ণালো নবস্বায়ুষ নবস্বায়ুষ ॥৩৪
পূষা ধনঞ্জয়ো ধাতঃ সুরেশঃ সুরুচিস্তথা।
সুভাগা সৌভগশ্চৈব তথোষাঙ্গ নবস্বায়ুষ ॥৩৫
ক্রতুর্বসুশ্চ ভবয়াজঃ পর্জন্যঃ সেনজিত্তথা।
বিশ্বে ঐশ্বরশ্চৈব তথাত্রাঙ্গ নবস্বায়ুষ ॥৩৬

অথ বিত্রা (বর্ণঃ), অত্রিঃ (ঋষিঃ), সৌভরেয়া (রাক্ষস্য, ভরতঃ (রাজ্ঞঃ), ভরতস্য (বর্ষঃ), সেনকা (অপ্সরাঃ), হাহাঃ (গন্ধর্বঃ — ইতি এতে তপস্যায় (তৈত্তিরীয়) নবস্বি (অত্র নবস্বায়ুষি বি) ॥৩১

তথা ধনিষ্ঠঃ (বর্ষঃ), বরুণঃ (দ্বাদশঃ), ধাতা (অপ্সরাঃ), শতভিষজঃ (রাক্ষস্য), [ ]ঃ (গন্ধর্বঃ), তথা (রাজ্ঞঃ), বিশ্বাবসোঃ (বর্ষঃ)—তপস্যায় (আয়ুঃ) নবস্বি ॥৩২

ইন্দ্রঃ (বর্ষঃ), অঙ্গিরাঃ (ঋষিঃ), বিশ্বাবসুঃ (গন্ধর্বঃ), সোমো (বর্ষঃ), এলাপত্রঃ (নাগঃ), প্রয়াগঃ (অপ্সরাঃ), বর্ষঃ (রাক্ষস্য) তথা মরোচাশ্চ (প্রাবণস্য) নবস্বি ॥৩৩

বিশ্বামুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো মুনিঃ।
অনুসোমা সপর্ণালো নবস্বায়ুষ নবস্বায়ুষ ॥৩৪
পূষা ধনঞ্জয়ো ধাতঃ সুরেশঃ সুরুচিস্তথা।
সুভাগা সৌভগশ্চৈব তথোষাঙ্গ নবস্বায়ুষ ॥৩৫
ক্রতুর্বসুশ্চ ভবয়াজঃ পর্জন্যঃ সেনজিত্তথা।
বিশ্বে ঐশ্বরশ্চৈব তথাত্রাঙ্গ নবস্বায়ুষ ॥৩৬

বিশ্বামুগ্রসেনশ্চ (বর্ষঃ), ভৃগুঃ (ঋষিঃ), ঐরাবতঃ (গন্ধর্বঃ), ব্যাঘ্রঃ (রাক্ষস্য), আসারণঃ (বর্ষঃ), অনুসোমা (অপ্সরাঃ), সপর্ণালঃ (নাগঃ) তথা নবস্বায়ুষ (নবস্বায়ুষাঃ ভাদ্রবিতি যাস্ক) নবস্বি ॥৩৪

পূষা (বর্ষঃ), সৌভগঃ (ঋষিঃ), ধনঞ্জয়ঃ (বর্ষঃ), ধাতঃ (রাক্ষস্য), সুরেশঃ (গন্ধর্বঃ), সুরুচিঃ (বর্ষঃ), সুভাগা (অপ্সরাঃ) তথা ঊষাঙ্গ (মাসস্য) নবস্বি ॥৩৫

তথা পর্জন্যঃ (বর্ষঃ), তবয়াজঃ (ঋষিঃ), ক্রতুঃ (বর্ষঃ), বর্ষঃ (রাক্ষস্য), সেনজিৎ (অপ্সরাঃ), বিশ্বে (দেবাঃ), ঐরাবতঃ (নাগঃ)—অত্রি ঋষয়ঃ তপস্যায় তপস্যমাসকে (ফাল্গুনে বিত্রাসি) নবস্বি ॥৩৬

(নায়ক ঋষি) ও পুলহ (নায়ক গন্ধর্ব) ইহারা চৈত্র মাস বিবাহ করেন ॥৩০

অর্যমা (নায়ক সূর্য), পুলহ (নায়ক ঋষি), বর্ষা (নায়ক বর্ষ), প্রহেতি (নায়ক রাক্ষস), পুরুকুৎসী (নায়ী অপ্সরা), নায়ক (ঋষি), কচ্ছনীর (নায়ক নাগ) ইহারা বৈশাখ মাস যাপন করিয়া থাকেন ॥৩১

অবস্ফুর মিত্র (নায়ক সূর্য), অত্রি (ঋষি), পৌরবেয় (রাক্ষস), তক্ষক (নাগ), মেনকা (অপ্সরা), হাহা (গন্ধর্ব) ও রথস্বন (বর্ষ) ইহারা জ্যৈষ্ঠমাস প্রতিপালন করেন ॥৩২

বরুণ (নায়ক সূর্য), বশিষ্ঠ (ঋষি), রম্ভা (অপ্সরা), রথচিত্র (বর্ষ), হূহূ (গন্ধর্ব), শুক্র (নায়ক নাগ) এবং শিবসেন (নায়ক রাক্ষস) ইহারা আষাঢ়মাস নির্বাহ করেন ॥৩৩

ইন্দ্র (নায়ক সূর্য), বিশ্বাবসু (গন্ধর্ব), সোম (বর্ষ), এলাপত্র (নায়ক নাগ), অঙ্গিরা (ঋষি), প্রয়াগ (নায়ী অপ্সরা) এবং বর্ষা (নায়ক রাক্ষস) ইহারা শ্রাবণমাস যাপন করিয়া থাকেন ॥৩৪

বিশ্বামুগ্রসেন (নায়ক সূর্য), ঐরাবত (নায়ক গন্ধর্ব), ব্যাঘ্র (নায়ক রাক্ষস), আসারণ (নায়ক বর্ষ), ভৃগু (ঋষি), অনুসোমা (নায়ী অপ্সরা), সপর্ণাল (নায়ক নাগ), ইহারা ভাদ্র মাস বিবাহ করেন ॥৩৫

পূষা (নায়ক সূর্য), ধনঞ্জয় (নায়ক নাগ), ধাতা (নায়ক রাক্ষস), সুরেশ (নায়ক গন্ধর্ব) সুরুচি (নায়ক বর্ষ), সুভাগা (নায়ী অপ্সরা) ও সৌভগ (নায়ক ঋষি) ইহারা আশ্বিনমাস পালন করিয়া থাকেন ॥৩৬

পর্জন্য (নায়ক সূর্য), ক্রতু (নায়ক বর্ষ), বর্ষা (নায়ক রাক্ষস), তবয়াজ (নায়ক ঋষি),

অথাতঃ কল্পনার্কাণাং ঋতুদেবব্রতোদয়ী।
বিষ্ণুরন্ধ্রর্ক্ষাশস্থঃ স্যাদাদ্যঃ ব্রহ্মত্রয়ী ৪১
তস্য স্কন্দোঽরিষ্টনেমির্ভর্গ আদ্যুক্ষ পঞ্চমঃ।
তর্কোঽষ্টমঃ পূর্বচিত্তিঃ পূষ্ণাদ্যঃ ব্রহ্মত্রয়ী ৪২
ষষ্ঠঃ ঋতীকঋতুমান্ কল্পশ্চ বিশোভয়।
প্রজাপত্যোঽথ সর্বজিৎ ত্রয়স্ত্রৈ ইন্দ্রবায়বঃ ৪৩

বিষ্ণুরন্ধ্রয়ো ব্রহ্মা সূর্যস্তাংশ্চ নবজিৎ।
বিশ্বাচিত্রো মধাপেত ঊর্জাদ্যঃ ব্রহ্মত্রয়ী ৪৪
এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়।
সর্বাসাং সমুদয়োঽপি ব্রহ্মত্রয়ো দিনে দিনে ৪৫
যাসাংবধি মাসেন্ লোকোঽসৌ বহুভিব্রতৈঃ।
ভগবন্ সমবস্থানুতে পাল্যেন চ সর্বদিক্ ৪৬

অথ অতঃ (পূর্বঃ), কল্পনা (ঋষিঃ), আর্কাণি (ঋতবঃ), ঋতুদেব (দেবতাঃ), ব্রত ইতি (আদ্যাঃ), বিষ্ণুরন্ধ্র (বাসঃ) আদৌ যস্যাঃ (ঋতুত্রয়স্য) সা ইতি (ঋতুত্রয়ী) ॥৪১

তস্য (সূর্যস্য), স্কন্দ (ঋষিঃ), ভূর্ভঃ, [দেবতাঃ], অরিষ্টনেমি (দেবতাঃ), পূর্বচিত্তিঃ (আদ্যাঃ), ঊর্জ (রসঃ), তর্কোঽষ্টমঃ (মাসঃ)—আদৌ পূষ্ণাদ্যঃ (সৌরবাসঃ) সা ইতি ॥৪২

অথ ষষ্ঠঃ (পূর্বঃ), ঋতীকঋতুমান্ [দেবর্ষিঃ ঋষিঃ], কল্পঃ (আদ্যঃ), বিশোভয়া (অপ্সরাঃ), প্রজাপত্যঃ (রাক্ষসঃ), সর্বজিৎ (রসঃ) ও ত্রয়স্ত্রৈ ইন্দ্রবায়বঃ [আদিত্য-পার্ষদা ইত্যর্থঃ] ॥৪৩

বিষ্ণু (পূর্বঃ), বিশ্বাচিত্রঃ [ঋষিঃ], মধুঃ (মাসঃ), ব্রহ্মা (অপ্সরাঃ), পূর্বচিত্তিঃ (দেবতাঃ), সর্বজিৎ (রসঃ), মধাপেত (রাক্ষসঃ) আদৌ ঊর্জাদ্যঃ [ঋতুত্রয়ী] সা ইতি ॥৪৪

এতাঃ ভগবতঃ বিষ্ণোঃ আদিত্যস্য বিভূতয়ঃ [আদিত্য প্রভাবাঃ] সমূহঃ (সংঘাতঃ ; সুরাঃ ; ঋষয়ঃ) বিনে বিনে [প্রতিদিবসম্] আদ্যঃ [সাদ্যঃ] ব্রহ্মত্রয়ী [ঋগাদিত্রয়ী] ॥৪৫

যাসাং [সেবাঃ (পূর্বঃ) ব্রতাদিঃ [পরমার্থাদিঃ] ভাবনয়া যদি ভগবান্ সমস্তান্ [৪৫ শ্লোকে (সংখ্যাকে) ইমে ১ ইমে ৪ (ইত্যাদয়ঃ) সর্বাঃ (সকলা ঋষিঃ) অনুগ্রহে (নিজানুগ্রহে) ॥৪৬

সেনজিৎ (নাম্নী অপ্সরা), বিশ্ব (রাক্ষস পার্ষদ), এবং ঐরাবত (নাগেন্দ্র নাগ) ইহারা ফাল্গুন মাসে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥৪০

অনন্তর মধু (মাসের নাম), তক্ষক (ঋষি), ধার্তা (সূর্য), রতজেন (গন্ধর্ব), ঊর্ণা (অপ্সরা), বিষ্ণুরন্ধ্র (রাক্ষস) ও মহাশঙ্খ (নাগ) ইহারা অগ্রহায়ণ মাস নির্বাহ করিয়া থাকেন ॥৪১

অর্য্যমা (সূর্য), পূর্ণ (রাক্ষস), অরিষ্টনেমি (গন্ধর্ব), ঊর্জা (রস), আপূ (ঋষি), তর্কোঽষ্টম (মাস) ও পূর্বচিত্তি (অপ্সরা) পৌষমাস ইহারা নির্বাহ করেন ॥৪২

ষষ্ঠ (সূর্য), ঋতীকসুত ঋতমান্ (ঋষি), কল্পন (নাগ), বিশোভয়া (অপ্সরা), প্রজাপত্য (রাক্ষস), সর্বজিৎ (রস) ও ত্রয়স্ত্রী (গন্ধর্ব) ইহারা আশ্বিন মাস নির্বাহ করেন ॥৪৩

বিষ্ণু (সূর্য), অত্রয়ঃ (নাগ), ব্রহ্মা (অপ্সরা), পূর্বচিত্তি (রাক্ষসী), সর্বজিৎ (রস) বিশ্বাচিত্র (ঋষি) ও মধাপেত (রাক্ষস) ইহারা কার্তিক মাস প্রাপ্ত হন ॥৪৪

ভগবান্ বিষ্ণু (রূপ) আদিত্যের এই সকল বিভূতি প্রভাব (প্রাণ ও সাকার) দ্বারা সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের পাল্য করিয়া থাকেন ॥৪৫

এই সপ্তর্ষিগণ (ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, রস, নাগ ও রাক্ষস) এক একের সহিত বারমাসেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভগবদ্দিকে বিচরণ করিতে করিতে এই ভগবদ্রূপ ঊর্জস্বান্ ও পালনাদি শক্তিবিধান বিস্তার করিয়া থাকেন ॥৪৬

সাম্বর্ণ-বহ্নুক্তিস্থানিষ্টৈর্মন্ত্রৈঃ সংস্তুতবান্ বিভুঃ।
সন্তর্পয়ন্তং প্রণমন্তি মুনয়োঽপ্যেকতো ॥৭৭
উদ্গাতারঃ স্তবং নানা প্রাহুর্যো যজ্ঞযোনিতাঃ।
তোষয়ন্তি স্তবং পূর্ত্বে বৈষ্ণবৈ বলশালিনঃ ॥৭৮
বার্ষিকন্যায় সহস্রাণি ষষ্টির্ত্রির্ষয়োঽবলাঃ।
পূজয়ন্তোঽবিযুক্তং যান্তি স্তবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্ ॥৭৯

এবং ক্রমাদ্বিনিয়তো ভগবান্ হরীশ্বরঃ।
অন্তে তন্ত্রে স্বয়ন্ত্রাম্নঃ স্তূয়তে লোকবন্দ্যতে ॥৪০

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে মহাপুরাণে পাদ্মসংজ্ঞিতায়াং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং যাজ্ঞবল্ক্যে
একাদশোঽধ্যায়ঃ (১১)

ভগবন্ ভক্তঃ (পূজক) সাম্বর্ণবহ্নুক্তিঃ (সাম, ঋক্, যজুঃ রূপৈঃ) বিভোঃ (ব্রহ্মণোঽপি পূর্ণতমস্যেশ্বরস্য) সংস্তবতি, তমেবং স্তুবন্তং প্রণমন্তি, অপিচঃ তন্ত্রে (তন্ত্র পূজায়াং সমূহে) স্তুবন্তি, ভগবান্ (তন্ত্র পূজক) স্বয়ং যজ্ঞযোনি (যজ্ঞ সৃষ্টি), প্রভবস্য (যজ্ঞস্য) প্রভবোদ্ভবঃ (প্রভাবজন্য সৃষ্টিঃ) বলশালিনঃ বৈষ্ণবৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) তন্ত্রে পূর্ত্ত (পূজায়াং) স্তুবন্তি (স্তবতি) ॥৭৭-৭৮

সহস্রাণি (সহস্রসংখ্যকাঃ) ষষ্টির্ত্রির্ষয়ঃ (ষষ্টাধিকত্রিশতসংখ্যকাঃ) অবলাঃ (স্ত্রীঃ) বর্ষাঃ (বর্ষাধিষ্ঠাত্র্যঃ) পূজয়ন্তঃ (সন্তঃ) অবিযুক্তং যান্তি (গচ্ছন্তি), স্তুবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্ (স্তবন্তি) ॥৭৯

এবম্ (এবমিতি) ক্রমাদ্বিনিয়তঃ (আনুপূর্ব্যেণ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যবান্) [অপি] ভগবান্ হরিঃ ঈশ্বর তন্ত্রে তন্ত্র বা আত্মনঃ মূর্ত্তে (প্রতিকৃতেঃ) লোকম্ যান্তি (ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি) ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভাষ্যে যাজ্ঞবল্ক্যস্য একাদশোঽধ্যায়স্য বঙ্গানুবাদঃ সমাপ্তঃ।

ভক্তিমান্ মনুষ্যের মহিমা প্রকাশক নাম, ঋক্ ও যজুর্মন্ত্রের দ্বারা সমষ্টিরূপে এই সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া থাকেন; মহর্ষিগণ তাঁহার গুণগান করেন, অপ্সরাগণ তাঁহার সম্মুখে নাচিতে থাকেন, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্তব করেন; যজ্ঞের তাঁহার স্তবযোগ্য হন; ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ পোষণে থাকিয়া তাঁহার স্তব গানও করেন।৭৭-৭৮

ষাট্ হাজার বাসবিনী বিশাল অক্ষি তাঁহার অভিমুখে থাকিয়া প্রণামান্তে যাইতে থাকেন এবং স্তোত্রসমূহের দ্বারা সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে থাকেন।৭৯

আদি ও মধ্য সূক্ত, ভগবান্ পাদ্মের শ্রীহরি এইপ্রকারে প্রাতঃকালে (দিনপতি সূক্ত) নিজ আত্মাকে (যাহা প্রভৃতি যাহাই সৃষ্টরূপে) বিধান করিয়া লোকসকল পালন করিয়া থাকেন।৪০

শ্রীমদ্বাসিদেবব্যাসপ্রণীত পাদ্মসংহিতা সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
যাজ্ঞ-সংহিতা শ্রীবাসুদেবমহাযজ্ঞাধ্বরীন্দ্র-কৃত একাদশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ-প্রথম-প্রথম-বিষয়াণাং সারাবলম্বনী।)

সূত উবাচ

ব্রহ্মা বর্ষতি যদ্ভক্তে নন্দ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য বর্ণয়ন্ ভক্ত সত্তমান্ ॥১
এবন্ত ত কবিবং বিদ্যা বিজ্ঞোক্তবিধমুক্তম্।
তদ্বিদ্বিদ্বন্ পুতো মদ্ভাবং পুরুষোত্তিকম্ ॥২
অত্র সংকীর্তিতঃ সাক্ষাৎ বর্ণাশ্রমবরো হরিঃ।
মায়াজনো জনৈরেকো জগদ্যাম্ পাতি: ॥৩

অত্র ক্রম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রলয়াপায়ম্।
জ্ঞানঞ্চ তদুপাখ্যানং ব্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুক্তম্ ॥৪

উক্তিযোগঃ সমাখ্যাতো বৈরাগ্যঞ্চ তথাশ্রয়ম্।
পারীক্ষিতমুপাখ্যানং মার্কণ্ডেয়স্য চ ॥৫

প্রায়োপবেশো রাজর্ষেবিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ।
শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ

যত্রে (হরিকির্তনকালে) ব্রহ্মা যদ্ভক্তে, যেমন (তথা-প্রকারেণ) কৃষ্ণায় নন্দ, ব্রাহ্মণেভ্যঃ (ব্রাহ্মণ বিষয়ে) নমস্কৃত্য নমস্কারম্ (বিধায়) বর্ণয়ন্ ভক্ত ॥১

[হে] বিদ্বান্ (শৌনকাদয়ঃ)! তদ্বিদ্বান্ত এব পূতঃ (বিজ্ঞানিনঃ), অন্যেষাং পুরুষোত্তিকং [পুরুষস্য ভৌতিক জগদাকারেণ স্থিতিরূপং] বিদ্বান্ অনুত্তম ভবিষ্যতি [অতঃ] এবং ত্ব ভবিষ্যৎ ॥২

অত্র (শ্রীমদ্ভাগবত) বর্ণাশ্রমবরো হরিঃ সাক্ষাৎ (বর্ণাশ্রমাণাং) ত্রয়ীরূপঃ (ত্রিবিধাশ্রমবিধাতা) নারায়ণ (ভক্তবৎসলঃ) পতি) পালকঃ) সাক্ষাৎ ভগবান্ সংকীর্তিত (বর্ণিতঃ) ॥৩

অত্র ক্রম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রলয়াপায়ম্ (জগতঃ উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ক্রম) পরং গুহ্য তত্ত্ব, তথা বিজ্ঞানসংযুক্তং জ্ঞানঞ্চ তদুপাখ্যানং (ভগবতঃ বিজ্ঞানযুক্তং জ্ঞানঞ্চ তদুপাখ্যানং যত্র তৎ এতাদৃশ গ্রন্থে যেন ভক্তিযোগাদিবিষয়েণ) প্রোক্তম্ (প্রকাশেন বর্ণিতম্) ॥৪

[অত্র] উক্তিযোগঃ (ভক্তিযোগঃ যেন বিস্তারিতঃ) বৈরাগ্যঞ্চ (প্রকাশিতং), পারীক্ষিতম্ (পরীক্ষিৎ সম্বন্ধি) উপাখ্যানং (পারীক্ষিতোপাখ্যানং) [তথা মার্কণ্ডেয়স্য] মার্কণ্ডেয়াখ্যানঞ্চ [সমাখ্যাতমিতি শেষঃ] ॥৫

[অত্র] রাজর্ষেঃ পারীক্ষিতঃ ব্রহ্মশাপাৎ প্রায়োপবেশঃ (প্রায়োপবেশনং), শুকস্য [ব্রহ্মর্ষভস্য] পরীক্ষিতঃ সংবাদঃ [বর্ণিতঃ] ॥৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

(শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রথম প্রথম বিষয়ের সারাবলম্বন পূর্বক)

সূত বলিতেছিলেন—(শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির যে মুহূর্তে) ব্রহ্মা হরিকে নমস্কার; নমস্কারযোগ্য কারণ ভগবান্ শ্রীহরিকে নমস্কার; (বর্ণাশ্রমের মানব, ব্যাস ও ভগবদ্ভক্তগণ প্রভৃতি) ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া ভগবান্ বর্ণাশ্রমবর বলিয়াছি ॥১

যে শৌনকাদিব্রাহ্মণগণ। আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মন্ত্রদ্রষ্টাদের অবশ্য অবলম্বনীয় সেই এই শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ বর্ণনকল্পে উদ্বিষ্ট অনুরূপ চরিত্র নরবরের জন্যাবধি আপনাদের নিকট বর্ণন করিলাম ॥২

এই শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত পাপহরণকারী শ্রীহরি, নারায়ণ ও ভক্তবৎসলরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্ সাত্বত-(যদুবংশে) পতি ত্রিরূপ সম্যক্‌রূপে কীর্তিত হইয়াছেন ॥৩

এই শ্রীমদ্ভাগবতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও পরবর্তি মোক্ষপ্রাপ্তি, পরমতত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞানের সহিত গুহ্যজ্ঞান এবং উপাখ্যানের সহিত সেই জ্ঞানের বর্ণন (সমস্ত বর্ণিত) করা হইয়াছে ॥৪

এই শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগের উপদেশ ও বৈরাগ্যের আশ্রয়, পরীক্ষিৎ সম্বন্ধি উপাখ্যান ও মার্কণ্ডেয়ের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ॥৫

রাজর্ষি পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে প্রায়োপবেশ ও শুকদেব ব্রহ্মর্ষভের সহিত পরীক্ষিতের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে ॥৬

যোগাচারস্তথোৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ।
অবতারানুকীর্তিশ্চ ৬ সর্গঃ প্রাথমিকোঽদ্ভুতঃ ॥৭
বিষ্ণুরোজঃসংযোগঃ কল্প-বৈচিত্র্যযোজকঃ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো ব্যাপুত্রস্যাধিসিদ্ধিতঃ ॥৮
ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিশ্চ বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ ॥৯

কালস্য সূক্ষ্মং রূপস্য গতিঃ পঞ্চসমুদ্ভবঃ।
ভূব উদ্ধরণং স্রোতোবিধ্যাক্ষত্বং তথা ॥১০
ঊর্ধ্বির্যগবাক্সর্গো জন্তুসর্গস্তিষৎ চ।
অর্বাগ্রীবস্তথা যতঃ যাবদ্ভুবো মনুঃ ॥১১
শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সন্ধ্যাংশো ধর্মপত্নীনাং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥১২

(আর পরীক্ষিত) যোগাচারস্য ঔক্রান্তি (অর্জিনবিশেষ) অবতারাণাং (বামন অজ, প্রজাপতির প্রভৃতি) সংবাদঃ, অবতারানুকীর্তনম্ (অবতারবর্ণন)। ৬ষ্ঠঃ (অষ্টমি: অধ্যায়বিশিষ্টঃ) প্রাথমিকঃ (প্রথমকল্পোদ্ভবিত) [সর্গঃ] ॥৭

বিষ্ণুরোজসংযোগঃ (বিষ্ণুর ঔজস ও যোগসম্বন্ধ), কল্পবৈচিত্র্যযোজকঃ (কল্প বিভাগ, বৈচিত্র্যের সংযোগঃ), তথা পুরাণসংহিতাপ্রশ্নঃ (পুরাণের সংহিতাসম্বন্ধে প্রশ্ন), ব্যাসপুত্রস্যাধিসিদ্ধিতঃ (শুকদেবের সাধিসম্বন্ধে বৃত্তান্তের) [বর্ণনা] ॥৮

ততঃ প্রাকৃতিকঃ (প্রকৃতিসংক্রান্ত কল্পোদ্ভবের) সর্গঃ, সপ্ত যে বৈকৃতিকাঃ (সপ্তবিধ:) [বিকারাত্মক যে তিন

এই শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগের আশ্রয় (অবলম্বন) বৈরাগ্য সহজরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথমস্কন্ধে) মহারাজ পরীক্ষিতের উপাখ্যান ও ব্যাসের আখ্যান বর্ণন করা হইয়াছে ॥

ব্রাহ্মণের অভিশাপবশতঃ মহর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, ব্রাহ্মণোচিত শুকদেব ও পরীক্ষিতের সংবাদ বর্ণন করা হইয়াছে ॥৬

(দ্বিতীয়স্কন্ধে) তারপর (বিস্তারবিনিবেশরূপ) যোগ ও (বিশ্বের এবস্থানে বর্ণনরূপ) ধারণার ধারা (যোগীর অর্চি প্রভৃতি মার্গে) উত্তরা গতি, ব্রহ্ম ও আত্মের সংবাদ (অধ্যায়কথন), ভগবানের লীলাময় অবতারসমূহের অনুকীর্তন এবং মহারাজত্বের প্রাধানিক সৃষ্টি; (তৃতীয়স্কন্ধে) বিদুর ও উদ্ধবের সংবাদ, (কল্প) বিদুর ও মৈত্রেয়

সর্গ), তথা যতঃ (যাহার) ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিঃ (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি) [সা] বৈরাজঃ পুরুষঃ [বর্ণিত] ॥৯

কালস্য (কালের) সূক্ষ্মং রূপং চ (এবং) গতিঃ (গমনা), পঞ্চসমুদ্ভবঃ (পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তিস্থান যত সা) ভূবঃ (মহলোক) [ভূবের] ভূবঃ (পূর্ববর্তী:) উদ্ধরণং (উদ্ধরণ) [বর্ণিত] তথা (তদ্রূপ) বিধ্যাক্ষত্বম্ [ও অধি আর বর্ণিত] ॥১০

ঊর্ধ্বতির্যগবাক্সর্গঃ (ঊর্ধ্বতির্যগাদিভেদে সৃষ্টি) তথা জন্তুসর্গঃ, অথ তথা (সমাধি) অর্বাগ্রীবঃ যতঃ (যাহা হইতে) যাবদ্ভুবঃ মনুঃ (আজিকার মনুর আদ্যন্ত যত হয়) [সর্গঃ বর্ণিত] ॥১১

যা স্ত্রীণাম্ আদ্যা উত্তমা প্রকৃতিঃ [যা] শতরূপা (তাহার —প্রসিদ্ধা পত্নী), প্রজাপতেঃ কর্দমস্য (প্রজাপতিবিশেষ) ধর্মপত্নীনাং (ধর্মপত্নীদের) সন্ধ্যাংশঃ (সন্ধ্যা:) [বর্ণিত] ॥১২

সংবাদ, পুরাণসংহিতাবিষয়ক প্রশ্ন, (মহাগ্রন্থের) ব্যাসপুত্রের (শুকদেবের) অবস্থান ॥৮

তারপর (সর্গ, বিসর্গ ও মন্বন্তরের বিবরণে) প্রাকৃত সৃষ্টি, তারপর (মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই) সাতটির এবং (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোলটি বিকারের দ্বারা) বৈকৃতিক সৃষ্টি; তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, তাহাতে বিরাট্ পুরুষের অধিষ্ঠান ॥৯

স্থূল ও সূক্ষ্মকালের গতি, (মহাভূতের যাহা হইতে) পঞ্চের উৎপত্তি, প্রলয় সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধারকালে যে প্রকারে বিরাটাঙ্গ বৈচিত্র্য সব তাহা হইয়াছে তাহা বর্ণন করা হইয়াছে ॥১০

তারপর (ব্রহ্মার) ঊর্ধ্ব (দেব), তির্যক্ (পশু-পক্ষী প্রভৃতি) ও অবাক্ (মনুষ্যাদি) সৃষ্টি এবং জন্তুসৃষ্টি, তারপর (সেই সৃষ্টির অর্বাক্ শরীর যাহা

অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ।
দেবহূত্যাস্তু সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা ॥১৩
নব ব্রহ্মসুতোৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥১৪
নারদস্য চ সংবাদঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ।
আগ্নেধ্রোপাখ্যানমৃষভস্য চরিতং চ ॥১৫
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং গিরিনদ্যুপবর্ণনম্।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ ॥১৬

দক্ষস্য প্রচেতোভ্যঃ পুত্রীণাং চ সম্ভতিঃ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্যগ্‌যোনয়শ্চ ॥১৭
দাক্ষায়ণ্যশ্চ বিদুষঃ পুত্রপৌত্রাঃ সবিস্তরাঃ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥১৮
অজস্য চানুচরিতং যজ্ঞস্য চ বিভোঃ প্রভোঃ।
মন্বন্তরানুকথনং মনূনাং চ পৃথক্‌পৃথক্ ॥১৯
কৌর্মং বারাহং মাৎস্যং বামনং চ জগৎপতেঃ।
কৌমারমথ বাল্যং চ তার্ক্ষ্যং চ বিজয়ং তথা ॥২০

আরভ্য ভগবতঃ কপিলস্য অবতারঃ, যৌথা কপিলেন চ দেবহূত্যা (দেবহূতীমাতুঃ) সংবাদঃ (কথোপকথনম্) [বর্ণিতঃ] ॥১৪

ব্রহ্মণঃ সুতোৎপত্তিঃ, (ব্রহ্মণো মরীচ্যাদয়ো মানসপুত্রাঃ), দক্ষযজ্ঞবিনাশনং, ধ্রুবস্য চরিতং, প্রাচীনবর্হিষঃ পৃথোঃ চরিতং পশ্চাৎ [চরিতং অত্র বর্ণিতম্] ॥১৫

[এ] দ্বিজাঃ (শৌনকাদয়ঃ) ! ততঃ নারদস্য সংবাদঃ, প্রৈয়ব্রতস্য (প্রিয়ব্রতস্য চরিতং), ততঃ আগ্নেধ্রঃ (অগ্নিধ্রসুতস্য) ঋষভস্য চরিতং চ [চরিতং বর্ণিতম্] ॥১৬

ততঃ দ্বীপসমুদ্রাদিবিষয়পর্বতাদি (দ্বীপাঃ জম্বুপ্লক্ষাদয়ঃ, সমুদ্রাঃ, লবণাদয়ঃ পর্বতাঃ, নদ্যঃ ইক্ষুকাদয়ঃ, তাসাং জন্মস্থানং, তেষামুপরিস্থিতা প্রজাশ্চ তাসাং বিবরণং) জ্যোতিশ্চক্রস্য [গ্রহনক্ষত্রাদীনাং জ্যোতিষাং] সংস্থানং, পাতালনরকস্থিতিঃ [বিবরণং] (পাতালানাং স্থিতিঃ) [বর্ণিতা] ॥১৭

[ততঃ] চ ঃ (দক্ষস্য) দক্ষসুতানাং [দক্ষস্য, অসুতানাং] বিস্তরসহিতানাং (বিস্তরঃ সবিস্তরাঃ, তথা অজনিষত, যথা দক্ষিণা, অদিতেরপি অজায়ন্ত (দেবতা অজায়ন্ত) [ততঃ, যতঃ] তাসাংচাপত্যং [প্রজাসমূহাঃ] ত্রিভুবনানি (ত্রিলোকাঃ) সপ্তর্ষিঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) [উপবর্ণিতা] সম্ভতিঃ [বিস্তরেণ সহিতা উপবর্ণিতা বর্ণিতা] ॥১৮

[এ] দিতেঃ দাক্ষায়ণ্যাঃ (দক্ষসুতায়াঃ) অপত্যানি [অপত্যং], দিতেঃ (দক্ষসুতায়াঃ) পুত্রাঃ (হিরণ্যকশিপোঃ হিরণ্যাক্ষস্য চ) [সহ] দৈত্যেশ্বরস্য (দৈত্যকুলেশ্বরস্য) প্রহ্লাদস্য চরিতম্ [বর্ণিতম্] ॥১৯

মারীচ ও অর্থাৎ মরীচির দ্বারা নয় এই) অর্বাচীনের সৃষ্টি ; এবং এই দেহার্ধ হইতে শতরূপা মনু ও অপর দেহার্ধ হইতে স্ত্রীগণের মধ্যে আদ্যা ও উহারা প্রকৃতিরূপা অরুন্ধতীর উৎপত্তি, তারপর প্রজাপতি কর্দমের বর্ণনাপ্রসঙ্গের পুত্র ও কন্যার উৎপত্তি ১১-১২

মহাত্মা ভগবান্ কপিলের অবতার এবং মহাত্মাগী কপিলের সহিত দেবহূতির সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে ১৩

(দ্বাদশ অংশে) মরীচি, অত্রি প্রভৃতি নয় জন ব্রাহ্মণ হইতে উঁহাদের সন্তান-সন্ততির উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, ধ্রুবচরিত এবং পরে পৃথুচরিত, প্রাচীনবর্হিঃ ও নারদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ ! (পঞ্চম অংশে) প্রিয়ব্রত চরিত্র, নাভি-চরিত্র ভারতের অবস্থানাদি ও কুলাচলাদি, দ্বীপ, বর্ষ, সমুদ্র, পর্বত, নদীসমূহের উৎপত্তি, (সংখ্যাদি) জ্যোতিশ্চক্রের অবস্থান এবং পাতাল ও নরকের স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে ১৪-১৬

(ষষ্ঠ অংশে) প্রচেতাগণ হইতে দক্ষের জন্ম, এবং দক্ষযজ্ঞধ্বংসের বর্ণনাবিস্তার, এবং সেই যজ্ঞবিস্তারে দেব, অসুর, নর, কিন্নর, যক্ষ, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম। (সাধু) কুলানুচরের জন্ম ও নিবন্ধ। হে ব্রাহ্মণগণ ! (সপ্তম অংশে) বিভিন্ন পুরুষের বিভূতি-কথিত ও বিভূতিমানের জন্ম ও নিবন্ধ ; দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদের চরিত্র। (অষ্টম অংশে) মন্বন্তর-

দেবাসুরমনুষ্যাদ্যৈরজিতশ্চাপরাজিতঃ।
ইক্ষ্বাকুকুলবৃদ্ধশ্চ সুমন্ধশ্চ মহাযশাঃ ॥২১
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ।
সূর্য্যস্যানুক্রমশ্চাপি শশাদাদ্যা নৃপাস্তথা ॥২২
সৌকল্যং চাথ সংখ্যাতঃ কুবলাশ্বস্য চ ধীমতঃ।
ধুন্ধুমারস্য চ তথা সৌমদস্য চ ভূপতেঃ ॥২৩
দায়শ্চ কোশলস্যাথ বৃহতঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
বিশ্বসহস্য পিতৃব্যাদ্যো জনকানাং চ সপ্তমঃ ॥২৪
দায়শ্চ তস্যাপত্যস্য বিধৃতেঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ ॥২৫
সৌহোত্রস্যাজমীঢস্য পুত্রস্যর্ক্ষস্য ধীমতঃ।
সংবরণস্য সূর্য্যস্য তপত্যাং কুরুসত্তমঃ ॥২৬
তস্যাপি কুরুক্ষেত্রস্য বিদূরথসুতস্য চ।
সার্ব্বভৌমস্য ধর্ম্মিষ্ঠঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥২৭
ধর্ম্মনেত্রঃ সুতস্তস্য কাম্বোজস্য বভূব হ।
তস্য পুত্রো বভূবাথ সুধনুর্নাম ধার্ম্মিকঃ ॥২৮
সুধনুষশ্চ পুত্রোঽভূদ্ গোপালী নাম বিশ্রুতঃ।
গোপালিপুত্রো রাজাভূদ্ ঋষভো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥২৯
ঋষভস্য সুতাঃ পঞ্চ জজ্ঞিরে বীর্য্যবত্তরাঃ।
সুমতির্জনজিচ্চাথ পুষ্পদো নবমস্তথা ॥৩০
অজিতো ধৃষ্টকেতুশ্চ পঞ্চৈতে ঋষভাত্মজাঃ।
সুমতের্দেবতাজিত্তু দেবক্ষত্রস্য ধীমতঃ ॥৩১
দেবক্ষত্রস্য ধীমত্তু ক্ষত্রসোমঃ সুতোঽভবৎ।
ক্ষত্রসোমস্য ধীমত্তু সুতো জজ্ঞে মহাযশাঃ ॥৩২
ধৃষ্টকেতোস্তু ধর্ম্মাত্মা হর্য্যশ্বস্য মহীপতেঃ।
মরুর্নাম সুতো জজ্ঞে প্রতিন্ধক ইতি স্মৃতঃ ॥৩৩
মরোস্তু প্রতিন্ধকস্য কৃতিরাসীন্মহীপতেঃ।
কৃতেস্তু ভূপতেরাসীদ্ দেবমীঢ়ঃ সুতো মহান্ ॥৩৪
দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীপতেঃ।
মহাধৃতিস্তনয়োঽভূৎ কৃতিরাতস্তথৈব চ ॥৩৫
মহাধৃতেস্তু পুত্রস্য কৃতিরাতস্য ধীমতঃ।
নরো নাম সুতো জজ্ঞে দেবীপুত্রো মহাযশাঃ ॥৩৬
নরস্য ত্রিদশাধীশঃ সুতো জজ্ঞে মহাযশাঃ।
ত্রিদশাধীশপুত্রস্য সুধৃতেরভবৎ সুতঃ ॥৩৭
সুধৃতেস্তু নরস্যাথ সুতো জজ্ঞে মহাযশাঃ।
নরস্য ভূপতেরাসীৎ কেবলঃ পুত্র উত্তমঃ ॥৩৮
কেবলস্য সুতো জজ্ঞে বসুমান্ নাম ধার্ম্মিকঃ।
বসুমতস্তু পুত্রোঽভূৎ পুরুষীকো মহাযশাঃ ॥৩৯
পুরুষীকস্য পুত্রস্তু তনয়ো জজ্ঞিরে ত্রয়ঃ।
তয়ারণ্যঃ সুতস্তস্য হবিষ্যো ভূপতিস্ততঃ ॥৪০
হবিষ্যস্য সুতো জজ্ঞে সত্যধর্ম্মা মহীপতিঃ।
সত্যধর্ম্মসুতো জজ্ঞে সুভাষো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥৪১
সুভাষস্য সুতো জজ্ঞে সুশ্রুতো নাম ধার্ম্মিকঃ।
সুশ্রুতস্য সুতো জজ্ঞে জয়ো নাম মহীপতিঃ ॥৪২
জয়স্য তনয়ো জজ্ঞে বিজয়ো নাম ধার্ম্মিকঃ।
বিজয়স্য সুতো জজ্ঞে ঋতো নাম মহীপতিঃ ॥৪৩
ঋতস্য তনয়ো জজ্ঞে শুনকো নাম ধার্ম্মিকঃ।
শুনকস্য সুতো জজ্ঞে বীতহব্যো মহাযশাঃ ॥৪৪
বীতহব্যসুতো জজ্ঞে ধৃতিমান্ নাম ধার্ম্মিকঃ।
ধৃতিমতস্তু পুত্রোঽভূদ্ বহুলাশ্বো মহাযশাঃ ॥৪৫
বহুলাশ্বসুতো জজ্ঞে কৃতিমান্ নাম ধার্ম্মিকঃ।
কৃতিমতস্তু পুত্রোঽভূদ্ দেবক্ষত্রো মহাযশাঃ ॥৪৬
দেবক্ষত্রসুতো জজ্ঞে মধুর্নাম মহীপতিঃ।
মধোস্তু তনয়ো জজ্ঞে পুরুহূতো মহাযশাঃ ॥৪৭
পুরুহূতসুতো জজ্ঞে যজ্ঞধর্ম্মা মহীপতিঃ।
যজ্ঞধর্ম্মসুতো জজ্ঞে নামতো মহিধর্ম্মকঃ ॥৪৮
মহিধর্ম্মসুতো জজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতো জজ্ঞে সুধর্ম্মা নাম ধার্ম্মিকঃ ॥৪৯
সুধর্ম্মণস্তু পুত্রোঽভূৎ কৃতকর্ম্মা মহীপতিঃ।
কৃতকর্ম্মসুতো জজ্ঞে কৃতী রাজর্ষিসত্তমঃ ॥৫০

অত্র মরুবংশবর্ণনং [মরুবংশবর্ণনং] পরমেষ্ঠ সোমজ [ঋক্ষিঃ], মরুবংশবর্ণনং [যেন যেন মরুবংশ যে যে অন্বয় যাঃ] মরুবংশঃ ঋক্ষিজঃ [ঋক্ষিজবংশঃ], সৌমঃ [কৃষ্ণবর্ণাঃ], মরুবং [মরুবংশবর্ণাঃ], বর্ণয়িত্বা [বর্ণিতবান্], ব্রহ্মণ [ব্রহ্মবংশবর্ণাঃ], অনুক্রমে সৌমবংশস্য [সোমবংশস্য] কীর্ত্তনমেব [সমুচ্চয়ঃ], দেবাসুরমনুষ্যাদ্যৈঃ [অনুক্রমিকাদিবংশং চ দেবাসুরমনুষ্য অনুক্রমিকবিবরণং দেবাসুরমনুষ্যাদ্যৈঃ], ইক্ষ্বাকুকুলবৃদ্ধম্ [ইক্ষ্বাকুবংশবর্ণনম্] ইক্ষ্বাকুবংশ, তথা, মরুবংশঃ মরুবংশ ইলোপাখ্যানং [ইলোপাখ্যানবর্ণনং], তারোপাখ্যানমেব [তারোপাখ্যানবর্ণনং চ] ব্যাখ্যাতবান্—মরুবংশঃ [মরুবংশস্য মরুবংশ] চ্যবনঃ [চ্যবনবংশবর্ণনং], সূর্য্যবংশস্য অনুক্রমং, শশাদ [শশাদবংশ] আদ্যা নৃপাঃ [ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপাঃ]। সৌকল্যং [সকলবংশবর্ণনং] চাথ সংখ্যাতঃ কুবলাশ্বস্য চ ধীমতঃ। ধুন্ধুমারস্য চ তথা সৌমদস্য চ ভূপতেঃ ॥২৩ দায়শ্চ কোশলস্যাথ বৃহতঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। বিশ্বসহস্য পিতৃব্যাদ্যো জনকানাং চ সপ্তমঃ ॥২৪ দায়শ্চ তস্যাপত্যস্য বিধৃতেঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ ॥২৫ সৌহোত্রস্যাজমীঢস্য পুত্রস্যর্ক্ষস্য ধীমতঃ। সংবরণস্য সূর্য্যস্য তপত্যাং কুরুসত্তমঃ ॥২৬ তস্যাপি কুরুক্ষেত্রস্য বিদূরথসুতস্য চ। সার্ব্বভৌমস্য ধর্ম্মিষ্ঠঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥২৭ ধর্ম্মনেত্রঃ সুতস্তস্য কাম্বোজস্য বভূব হ। তস্য পুত্রো বভূবাথ সুধনুর্নাম ধার্ম্মিকঃ ॥২৮ সুধনুষশ্চ পুত্রোঽভূদ্ গোপালী নাম বিশ্রুতঃ। গোপালিপুত্রো রাজাভূদ্ ঋষভো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥২৯ ঋষভস্য সুতাঃ পঞ্চ জজ্ঞিরে বীর্য্যবত্তরাঃ। সুমতির্জনজিচ্চাথ পুষ্পদো নবমস্তথা ॥৩০ অজিতো ধৃষ্টকেতুশ্চ পঞ্চৈতে ঋষভাত্মজাঃ। সুমতের্দেবতাজিত্তু দেবক্ষত্রস্য ধীমতঃ ॥৩১ দেবক্ষত্রস্য ধীমত্তু ক্ষত্রসোমঃ সুতোঽভবৎ। ক্ষত্রসোমস্য ধীমত্তু সুতো জজ্ঞে মহাযশাঃ ॥৩২ ধৃষ্টকেতোস্তু ধর্ম্মাত্মা হর্য্যশ্বস্য মহীপতেঃ। মরুর্নাম সুতো জজ্ঞে প্রতিন্ধক ইতি স্মৃতঃ ॥৩৩ মরোস্তু প্রতিন্ধকস্য কৃতিরাসীন্মহীপতেঃ। কৃতেস্তু ভূপতেরাসীদ্ দেবমীঢ়ঃ সুতো মহান্ ॥৩৪ দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীপতেঃ। মহাধৃতিস্তনয়োঽভূৎ কৃতিরাতস্তথৈব চ ॥৩৫ মহাধৃতেস্তু পুত্রস্য কৃতিরাতস্য ধীমতঃ। নরো নাম সুতো জজ্ঞে দেবীপুত্রো মহাযশাঃ ॥৩৬ নরস্য ত্রিদশাধীশঃ সুতো জজ্ঞে মহাযশাঃ। ত্রিদশাধীশপুত্রস্য সুধৃতেরভবৎ সুতঃ ॥৩৭ সুধৃতেস্তু নরস্যাথ সুতো জজ্ঞে মহাযশাঃ। নরস্য ভূপতেরাসীৎ কেবলঃ পুত্র উত্তমঃ ॥৩৮ কেবলস্য সুতো জজ্ঞে বসুমান্ নাম ধার্ম্মিকঃ। বসুমতস্তু পুত্রোঽভূৎ পুরুষীকো মহাযশাঃ ॥৩৯ পুরুষীকস্য পুত্রস্তু তনয়ো জজ্ঞিরে ত্রয়ঃ। তয়ারণ্যঃ সুতস্তস্য হবিষ্যো ভূপতিস্ততঃ ॥৪০ হবিষ্যস্য সুতো জজ্ঞে সত্যধর্ম্মা মহীপতিঃ। সত্যধর্ম্মসুতো জজ্ঞে সুভাষো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥৪১ সুভাষস্য সুতো জজ্ঞে সুশ্রুতো নাম ধার্ম্মিকঃ। সুশ্রুতস্য সুতো জজ্ঞে জয়ো নাম মহীপতিঃ ॥৪২ জয়স্য তনয়ো জজ্ঞে বিজয়ো নাম ধার্ম্মিকঃ। বিজয়স্য সুতো জজ্ঞে ঋতো নাম মহীপতিঃ ॥৪৩ ঋতস্য তনয়ো জজ্ঞে শুনকো নাম ধার্ম্মিকঃ। শুনকস্য সুতো জজ্ঞে বীতহব্যো মহাযশাঃ ॥৪৪ বীতহব্যসুতো জজ্ঞে ধৃতিমান্ নাম ধার্ম্মিকঃ। ধৃতিমতস্তু পুত্রোঽভূদ্ বহুলাশ্বো মহাযশাঃ ॥৪৫ বহুলাশ্বসুতো জজ্ঞে কৃতিমান্ নাম ধার্ম্মিকঃ। কৃতিমতস্তু পুত্রোঽভূদ্ দেবক্ষত্রো মহাযশাঃ ॥৪৬ দেবক্ষত্রসুতো জজ্ঞে মধুর্নাম মহীপতিঃ। মধোস্তু তনয়ো জজ্ঞে পুরুহূতো মহাযশাঃ ॥৪৭ পুরুহূতসুতো জজ্ঞে যজ্ঞধর্ম্মা মহীপতিঃ। যজ্ঞধর্ম্মসুতো জজ্ঞে নামতো মহিধর্ম্মকঃ ॥৪৮ মহিধর্ম্মসুতো জজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ। ধৃতরাষ্ট্রসুতো জজ্ঞে সুধর্ম্মা নাম ধার্ম্মিকঃ ॥৪৯ সুধর্ম্মণস্তু পুত্রোঽভূৎ কৃতকর্ম্মা মহীপতিঃ। কৃতকর্ম্মসুতো জজ্ঞে কৃতী রাজর্ষিসত্তমঃ ॥৫০

সৌমজ [ঋক্ষিজ], সাম্প্রতং তথাস্তুতং চ মরুতো দেবাসুরং যদ্ধং দেবাসুরং [যুদ্ধং]—যদ্ধ [মরুবংশীয়] বর্ণনীয়ং চলমবং তথাস্তুং অবতীর্ণ, তথা [তথাস্তু] পরমেষ্ঠস্য বল, সোমস্য ক্ষত্রিয় [য] অপি [ঋক্ষিঃ] ॥৪৮-৫১

প্রকৃতি ও মূল প্রকৃতির বর্ণবিভাগ, সূতকথা চর্চা, অত্রির জ্ঞানী শর্যাতি, কন্যুদ, পৃষ্ণ, যাযাতা, সৌভরি, নৃগ ও কোশলরাজ বামদেবের পাপনাশকরীরিকথা, বিশ্বামিত্রের বেদ পরিত্যাগ, ব্রহ্ম ও ওঁকার মন্ত্রের উৎপত্তি, ভার্গবংশধরের পরম্পরার অধিস্তৃতীকরণ, চন্দ্রবংশের ইলাপুত্র বুধ, নহুষ পুত্র যযাতি, দুষ্মন্তপুত্র ভরত, পাণ্ডুর ও তাঁহার পুত্র, যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশের

পথানুক্রম্য দুর্দুর্ষোঽরিষ্টক কেশিনঃ।
অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ ॥৩৩
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মধুরালোকনং ততঃ।
গজ-মুষ্টিক-চাণূর-কংসাহীনাং চ যো বধঃ
কৃতজ্ঞানবধং পূর্বোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ ॥৩৪
মথুরায়াং বিলম্বশ্চ মন্ত্রিকৃতং বধস্তিষু
কুব্জানুলেপ-দাদাভ্যাং সুদাম্নো বরিণা বিভাঃ ॥৩৫

তথাস্ত্রকসমাহ্বানৈস্তস্য বন্ধনো বধঃ।
যাদবৈঃ বধমুক্তস্য কৃপয়া পিতরৌ প্রতি ॥৩৬
আনায়নং পারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াৎ।
ভণিত্বা হরয়ে যুদ্ধে প্রস্থস্য বিজয়ো মহে ॥৩৭
বরস্য ভূতয়ে যুদ্ধে যাদবস্য কৃতকৃত্যতাম্।
প্রাগ্জ্যোতিষপতিং হত্বা ভগদত্তং হরস্য চ বং ॥৩৮

অষ্টাদশ (অষ্টাদশসংখ্যক) তম অধ্যায়ে (ইত্যষ্টাদশে অধ্যায়ে) তথাপি অপি ঔষ্ট্রিকাদি, মুষ্টিকচাণূরকংসাদীনাং (মুষ্টিকচাণূরকংসপ্রভৃতীনাং), নিধনং (বধপ্রকারং) পরমেষ্ঠিনঃ (পরমেষ্ঠিনামকস্য ব্রহ্মণঃ), কুমারস্য (অনুজস্য) বিশ্বসৃজঃ (বিশ্বসৃজাখ্যস্য) তথা এব বর-বর্ণনায়াঃ (বরস্য বর্ণনায়াঃ) [বরঃ], অন্তরস্যাম্, দাসা (ধাত্রী), যোগেশ্বরেশ্বরস্য [যোগেশ্বরাণাম্ ঈশ্বরস্য] পরমগুরোঃ গুরবে [ ] [বর্ণিতম্] ॥৩৩-৩৯

সহ ভ্রাতৃঃ রোহিণ্যা চ সঙ্কর্ষণঃ (বিভক্ত) পরিবর্তনঃ (পরস্পরং বিনিময়ঃ) পরাসুঃ যোগমায়া পরিত্রাণ, যদুবরঃ (যদুশ্রেষ্ঠঃ) কালিন্দ্যাঃ সলিলং, অবগাহনং [বর্ণিতম্] ॥৩৯

ভগবান (বিশ্বকর্তারো) প্রভবঃ (প্রভাবঃ)—যঃ অদ্ভুতঃ প্রৌঢ়ঃ (মুষ্টি সং) বৈকুণ্ঠাৎঃ প্রসাদঃ (প্রসাদঃ), বিস্রাণঃ অনুরাগম্ (অনুরাগঃ) ॥৩৯

অথ যোগমায়াবলম্বং (যোগমায়াবলম্বঃ) শরণং (শরণম্) অনুকীর্তন, (বর্ণনমন্ত্রঃ) সেই যদুবংশে কৃষ্ণাখ্যঃ জনার্দনঃ ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশে জন্ম ও মোক্ষণে মৃত্যু প্রাপ্তি, (জনমরণে) সেই অদ্ভুতবৈভবি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনার ঔচিত্যের বর্ণিত হইয়াছে। পিতা শ্রীকৃষ্ণের পূজ্যাত্মাকর্ণীয় প্রাণের সহিত ভজনার অবতীর্ণতার, কুমারের বিলাস বিশ্লেষণ, বলরাম, মনোরমা ও অম্বাদ্যুতের, ব্রহ্ম কর্তৃক গোবৎস ও গোপালবালকদের গোপীকরণ, ব্রহ্মার সহিত স্নেহবাদ্য ও প্রলম্বাসুরের নিধন, পরিত্যাগ দাবাগ্নি হইতে গোপগণের পরিত্রাণ, মহাদেব আদিত্যরাগের বরদ, যমুনাজল হইতে নাগের যোগম

ভজনং (প্রণামাঃ) অভিষেকঃ (যঃ পূজা অভিষেকঃ) রাসম্ ভজন ক্রীড়ঃ (রাস) ক্রীড়া (রাসঃ) ॥৩৯

ভর্তৃঃ (ভর্তা) পত্নীনাং অধিকং ভোগিনং বপুঃ, অন্তঃপুরেষু, গৃহাং [অন্তঃপুরে] ও মধুমতঃ (মধুমদোন্মত্তায়াঃ) প্রস্থানং (মধুপানঃ বারুণীং ধৃতিং) ॥৩৯

প্রদ্যুম্নঃ বিলাসঃ তথা মধুমদোন্মত্তং (মধুমদেন) তথা মধুরিপোঃ কৃষ্ণস্য ভার্যাণাং ভোগঃ [যঃ কৃষ্ণস্য মুষ্টিঃ চাণূরঃ তয়োঃ অতিবলয়োঃ আত্মনি তাদাত্ম্যং ভোগঃ] বধঃ, [যে] বিদ্যাঃ ; তাসাং সাম্বাদীনাং মৃত্যু তথা (তথাত্ব) পুনঃ আনয়নং ॥৩৯

মধুপায় বিলম্বঃ মন্ত্রকৃত যাদবস্তুতিঃ) ইন্দ্রস্য ভগবতা [ইন্দ্রেণ ভগবতা] দুষ্কর বলিনা সর্বদমন দুষ্কর যাচিতঃ [তথা বর্তমানেন ভগবতা] ॥৩৯

যে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ সখা হইয়াছিলেন, গোপকন্যাগণের যেই ভাবাবেশী ভগবানের (৩৭-৩৯)

যজ্ঞে যৌবিত ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ, গোবর্ধনপর্বতধারণ, ইন্দ্র ও সুরভি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও অভিষেক, রাত্রিমধ্যে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া, দুষ্টমতি সর্পাসুর, অরিষ্ট ও কেশিরূপধারী দৈত্যগণের বধ, অক্রূরের ব্রজে আগমন, অনন্তর বলরামের শ্রীকৃষ্ণের মধুরায় প্রস্থান, ব্রজবাসিনী গোপীগণের বিলাপ, রামকৃষ্ণের মধুরা অবলোকন, গজ, মুষ্টিক, চাণূর ও কংস প্রভৃতির বধ ও অবন্তীনিবাসের কৃষ্ণসহ গমন (৩৭-৩৯)

ঐক্ষ-পৌণ্ড্রক-শাবরাণাং সপ্তবঙ্গ-তুর্গতেঃ।
সপ্তধা বিধিঃ পীঠৈঃ যুতঃ পঞ্চজনাদয়ঃ ৩৩৩
মাহাত্ম্যং চ বঙ্গেষ্বাঃ যাবাপক্ষান্ত লক্ষণম্।
অন্তরাবস্থানং কুর্মেবিধিরীক্ষিতা সাওয়াদ্ ৩৩৪
ত্রিপ্রকাশাপলেপেন সংযাঃ বঙ্গলক্ষ ৫।
উত্তরস্ত চ সংবাসো বাঙ্গদেবস্ত চাদ্ভুতঃ ৩৩৫
প্রাগ্জ্যোতিষা ভূবিদা শ্রোক্তা বর্ণবিবর্ণতঃ।
অন্তরা বর্ত্মপরিত্যাগ আত্মযোগাদ্ভুতাবহঃ ৩৩৬

মূলস্থলাদ্ভিন্ন তলো দৃশ্যতে দৃশ্যতে।
চতুর্বিংশ প্রভা উৎপত্তিস্থিতিরিতা তথা ৩৩৭

দেহত্যাগশ্চ গান্ধর্বৈবিভূষাতস্ত ঘোষণা।
পাণ্ডা-প্রাণহরস্তুর্যোর্ক্তেরস্ত সংকথা।
অন্তাপুরুষবিন্যাসঃ পূর্ব্যাশ্চ কথনাদ্ভুতা ৩৩৮

ইতি শ্রোক্তং বিজ্ঞাতা যৎ পুরোঽধস্থিতাপি চ।
লীলাবতারকর্ত্রাণি কীর্ত্তয়ন্নীহ সর্বশঃ ৩৩৯

[ব্যাখ্যা] ৩৩৩-৩৯

যদ্ [অন্তরাবস্থ] অস্থিতঃ (অবস্থিত) আত্মবিদ্যা (আত্মজ্ঞান) অবধিবিধিঃ (অবধিবিধান) তথা আত্মযোগাদ্ আত্মনঃ (আত্মযোগবলের) সকাশাদ্যোগাৎ (যোগবলপ্রভাবে) অন্তরঃ (মধ্যবর্তী) মূলস্থলাদ্ভিন্নঃ (মূলস্থান হইতে ভিন্ন) তলো ধূলয়ঃ উপরি (আকাশে) চতুর্বিংশ (একত্রে) বিংশ বৈমানিকঃ আত্মবিদঃ বৈজ্ঞানিকস্ত তথা ত্রিবিধ (আত্মবিদ্যা বৈমানিকী বিদ্যা চ) বৈমানিক বর্ণিতা ৩৩৭-৩৯

যৌবন বিভূষাতস্ত গান্ধর্বঃ (সঙ্গীতবিদ্যা) দেহত্যাগঃ, পাণ্ডাপ্রাণহর (অন্যায়ের অপরাধের) ফলে অর্জুনস্ত সংকথা (তথা আলোচনা), আন্তঃপুরুষবিন্যাসঃ (বিরাট্‌পুরুষের আসনে), অন্যান্য বর্ণনা [বিস্তৃত বর্ণিতা] ৩৩৮

হে বিজয়। ঈশ্বর ও বলরামের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুরাপুরী যাদবগণের যে যে প্রিয়কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বর্ণন, অন্যান্য তাঁহার অবতার সমাধীন বৈজয়ন্তের বহুবার যুদ্ধ, ঘাদব-যবনের, মুরনরকী যাদবাপুরীতে নিবেশন স্থাপন, বর্ণ হইতে পারিজাত ও সুধর্মা নামক দেবসভার আনয়ন, মুরু পঞ্চজনকে বধিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠীয়ন, মুরু যাদবকাননী মহাদেবের পরাজয়, বাণাসুরের যাদবোদ্ধার, প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা নরকাসুরকে বধ করিয়া যবনকৃত অবরুদ্ধ যাদবকন্যাগণের হরণ, বিবাহ, সৌণ্ড্রক, বাণ, দুর্বিদ

অন্তরাবস্থান এবং আয়ন, বিবিধ্, পীঠ, মুরু পঞ্চজন প্রভৃতি দৈত্যগণের পরাক্রমমাহাত্ম্য ও বঙ্গ, যাবাপক্ষীয়-গণের এবং পাঞ্চজনকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর আয়তন বর্ণিত হইয়াছে ৩৩৩-৩৫

অন্তরাবস্থান (এখানেবস্থানে) যাদবের পরিত্যাগ-স্থলে (শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) বিজয়কে সান্ত্বনা, এবং উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব অন্তরালাপনে যে অন্তরালাপনে বিবিধ আত্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তারপর আত্মযোগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলোক পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে ৩৩৬-৩৯

পবিত্রঃ পরিকল্পার্থঃ কুত্বা বা বিধিনা কৃতম্।
হরয়ে তদ্ধ ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ ॥৪৬

সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥৪৭

কৃষ্ণ বিষ্ণো জগন্নাথেত্যুক্ত্বা
ন ক্ষয়তে যস্য তদ্ধরনামবাক্ষরম্।
তস্যৈব সদ্যঃ ক্ষুদ্বাধিনাশঃ
স্যাৎ পুণ্যঃ পবনস্তদ্গুণোদয়ম্ ॥৪৮
তস্যৈব যস্যা ক্ষচিদ্ বর্ণ বর্ণ
তস্যৈব পদ্মাসনো ব্রহ্মোহভবৎ।
তস্যৈব লোকার্থমশেষমূর্তেঃ
কৃতাবতারস্য হরেশ্চরিত্রম্ ॥৪৯

[অ] বিশিষ্টঃ (বিশিষ্টাঃ সৌখ্যবন্তঃ)] [অপিচ] অ ইতি অয়ং পুমান্, অগ্নি, ইতি [১৩।৩।৩৭।৪] ত্বং বা (যুষ্মান্ বা) [অঃ] ইত্যুক্ত—[অবতঃ] সৌখ্যবন্তঃ অপি (পরম অবস্থাঃ অপি ৪) ইং (অবশ্যং) সর্বতঃ (অন্তর্ম বাহ্যতঃ) মুচ্যন্তে ॥৪৫

[তুলার্থম্] পবিত্রঃ, [লোপাগমিকঃ] ঘনিষ্ঠঃ (সঃ) আর্তঃ (পীড়িতঃ) কৃত্বা (কৃতঃ ভবঃ) বিধেঃ (বিধানস্য) [অথবা] ভগবতে নমঃ ইতি উচ্চৈঃ (উচ্চারণেন) কৃত্বা (উচ্চারয়ন্) সর্বপাতকাৎ মুচ্যতে ॥৪৬

ভগবান্ অনন্তঃ শ্রুতানুভাবঃ (সতঃ অস্তিত্বাৎ মহিমা যস্য) সংকীর্ত্যমানো [সন্] পুংসাং চিত্তং প্রবিশ্য তমো যথা অর্কঃ [এবং] অভ্রমিবাতিবাতঃ অন্তঃ (যেন) ইং অশেষং ব্যসনং (দুঃখং) ধুনোতি (ধ্বংসয়তি) হি ॥৪৭

হি (যতঃ) যং (যেন পুংসা), অবশ্যং আবশ্যকতঃ ন ক্ষয়তে (ন ধ্বংসতে), [অতএব] তং দৃঢ়ং বিনা অন্যতঃ [অন্যতঃ] অন্যং অবাপ্য ইং (লোঃ সৌখ্যবন্তঃ) ন (নৃনং) [যঃ] ভগবদ্গুণোদয়ঃ (ভগবতো গুণানাম্ উদয়ঃ যত্র) তং (তাদৃশং এব সন্তং) [তাদৃশং] ভবনং, তাদৃশং পুণ্যং (পবিত্রং) ॥৪৮

যস্য (যাদৃশ অন্তঃ) ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ, ভগবদ্গুণানুকরণ লোকের জীবিকা, কলিযুগে মনুষ্যগণের বুদ্ধিবিভ্রম, (প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক, আধ্যাত্মিক ও বিদ্যাভেদে) তাবি প্রকার প্রলয়, (প্রাকৃতিকী, বৈকৃতিকী ও বিদ্যাভেদে), তিন প্রকার উৎপত্তি, ব্রহ্মাদেবী যাবতি বিভূতির পরীক্ষিতের জ্ঞেয়ত্বে, বেদব্যাস প্রণয়ন, যাবতের অধিষ্ঠান উদ্দেশ করিয়াছেন, ভগবদ্ভক্তের অবয়বসংস্থান, ভগবান আত্মাবতার পুত্রের বর্ণবিভাগ; যে বিষয়ক। এইস্থানে আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এই সমস্ত বিষয় আমি আপনাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ইহাতে আমি শ্রীভগবানের লীলাবতার ও সেই সেই অবতারের কার্যসমূহ কীর্তন করিলাম ॥৩-৪৪

পবিত্র, ঘনিষ্ঠ, আর্ত, দুঃখার্তিঘ্ন, অথবা যাহার হৃদয়ে নাম এই কথা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ বা স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥৪৬

শ্রীভগবানের প্রভাব স্মরণ করিলে এবং ভগবানের নাম ও গুণ (তাহার অনুভব) তাহাদি সমাক্‌রূপে কীর্তন করিলে, ভগবান্ অনন্ত সেই স্মরণ ও কীর্তনকারী ব্যক্তিদের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সূর্যের অন্ধকার দূর করার ন্যায়, প্রবল বায়ু যেমন মেঘ বিধ্বংস করার ন্যায় তাহাদের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া থাকেন ॥৪৭

যে সকল কথা প্রয়োজন ভগবান্ অবশ্যই তাহা দূর না, সেই সকল অসদ্‌বিষয়ক কথা বিদ্যা-বাক্য ও অসৎ। যে সকল বাক্যে ভগবানের গুণকথা উদিত হয় (কীর্তিত হয়), সেই বাক্যই সত্য, সেই বাক্যই মঙ্গলময় ও সেই বাক্যই পবিত্র ॥৪৮

ন যত্ কশ্চিত্রপদং ন্যরেখয়ো
জগৎপবিত্রং প্রণয়ীত-বর্হিষং।
যত্ত্বাজকৌর্যং ন তু যংসতেষিতং
ন যান্ বিদুর্গ্রন্থি-কুবাদপাতবো
বিধুন্বন্ প্রতিশ্লোকমবদ্যমর্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥৫১
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন হ্যর্পিতং কর্ম যদপ্যনুত্তমম্ ॥৫২
যদ্যদ্ ক্রিয়াভির্ভগবৎপরায়ণো
দানং হুতং সংযমসেবনাদিকম্।
বিন্দেত বিত্তিং ত্বপবর্গদাত্তো-
র্ন তদ্ যশোঽন্যৎ কুশলাভিধীয়তে ॥৫৩
অধিক্ষিতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ন কিঞ্চিতোঽন্যদ্যদি সদ্ গুণোদয়ঃ।
মহদ্ গুণত্বং পদয়োরধোক্ষজে
ন কর্ম যাবন্নিগড়ায় কল্পতে ॥৫৪

---

৫১ [৫১] নৈষ্কর্ম্যং (সুসম্বন্ধ জ্ঞানরহিত হইলে) অভদ্রায়তে, কুতঃ পুনঃ ভক্তি রহিত, বহু যজ্ঞ (বিস্তৃত-দক্ষিণ, [অশ্বমেধ]) ক্রিয়া (ক'র্ম্মকাণ্ড) ও এই মনুষ্য সমস্ত (অধিকারের) অনুষ্ঠানসমূহ ও এই লোকবিমোহক (লোকমোহনকর) ॥৫১

৫২ (৫২) ও নিষ্কর্ম্ম (নিষ্কর্ম্মি নিষ্কৈবল্যাদি সাধিত্ব) [সম্পাদি যাহা] ভাল, হইয়া অন্তঃকরণের শুদ্ধি [ও] ব্রহ্মবিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান), ও অজ্ঞানহীন (অজ্ঞানরহিত) [ও] (৫২) ঈশ্বরার্পিত (সাধুজনার্পিত) ও যে শুভ [ফলের] ও অবশ্য ভাবের [ভোগের] ॥৫২

যে বাক্যে উত্তমশ্লোকের (শ্রীভগবানের) যশঃ পুনঃ পুনঃ গীত হয়, সেই বাক্যই তীর্থময়, সেই বাক্যই নূতন নূতন (ভাবে) মনোহর, সেই বাক্যই জনের বিরহ ভয়ানক এবং সেই বাক্যই সন্তুষ্টজনের মোক্ষসদৃশ ॥৫১

বিধিনিষেধযুক্ত হইয়াও যে বাক্য শ্রীহরির পৃথিবী-পবিত্রকারী যশঃ কখনও বর্ণিত হয় না, তাহা (অসার) কাকের সেব্য তীর্থ, তাহা হংসকুলের জ্ঞানিজনের সেব্য নহে, যে সকল বাক্যে অচ্যুতকথা গীত হয়, নির্মলচিত্ত সাধুগণ তাহাতেই সমাসক্ত ॥৫০

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও যে বাক্যের প্রতি শ্লোকে ভগবান্ অনন্তের যশঃপ্রকাশক নামসকল থাকে,

---

৫৩ (৫৩) সংসৃতিনাশী (যাহা নিশ্চিত সংসার) অন্তঃকরণযুক্ত (অন্তঃকরণের পাপসকল) [অন্তর] অপগতি অর্থি [অর্থি অন্তঃকরণের যদি] ক্ষিতিমণ্ডলে অন্তর স্থানে ভগবানি ভগবৎসম্বন্ধি, [ভাবি] সাধন শুদ্ধি, ধারণা শুদ্ধি [ও] ॥৫৩

নৈষ্কর্ম্যং (নিষ্কর্ম্ম) অপি [ও] [অন্তঃকরণের] বিরহং (উপাধিরহিত) জ্ঞানং অচ্যুতভাববর্জিতং (হরিভক্তিরহিত) [ও] ও অন্য লোকের, কুতঃ—অ অচ্যুতং অপি ও ঈশ্বরে ও অর্পিতং ৮ [ও] শুভ সকল (ফলসমূহ) অভদ্র (অশুভকর) [ভবতি] ॥৫২

বর্ণাশ্রমাচারবতাম্ (বর্ণাশ্রমাচার, যথা, ব্রহ্মাদি

সেই বাক্যসমূহের শ্রবণকারক, স্নেহের সাধুগণ সেই বাক্যই (বক্তার নিকট) শ্রবণ করেন, (শ্রোতার নিকট) গান করেন, (কেহ না থাকিলে স্বয়ং) জপ বা কীর্তন করেন ॥৫১

সকল বাসনাযুক্ত কেবল ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক নৈষ্কর্ম্য, জ্ঞান ও অমূল জ্ঞানরহিত হইলে সংসার-ছেদে শোভিত হয় না। যে নিষ্কাম কর্মেতেও ভগবানে পরমেশ্বরে অর্পিত না হইলে তাহাও শোভা পায় না। সর্বপ্রকারে অশুভকারী (অনুষ্ঠানকালে ক্রিয়াদি সময়ে ক্লেশ, অফল ও অস্থায়ী) কর্ম কি প্রকারে শোভা পাইতে পারে ॥৫২

যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের আহরণ, তপস্যা ও যোগাদি

মুনে বিদাঞ্চক্র যত মুক্তিরাত্মনঃ
সঙ্কর্ষণাত্মবিজ্ঞানায়ুক্তম্।
নারায়ণঃ দেবনমো মনঃপ্রসাদঃ সমাধিযোগেন কলত্রয়স্য ॥৪৩
অতঃ ন সংসারিণি আত্মতত্ত্বং
ভূয়ঃ পুমান্ বেদ পরাবরেশম্।

প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ
সমাগতানাং অমতাং চ পৃচ্ছতাম্ ॥৪৬
এতৎ চ কবিঃ বিপ্রাঃ সমবোচন্নকর্ণয়।
নারায়ণঃ বাসুদেবঃ সর্বাশুভবিনাশনম্ ॥৪৭
ন এতৎ আবেদিতবান্ বাদরায়ণঃ।
ভগবান্ লোকমুদ্ধৃত্য পুনরাত্মানমেব নঃ ॥৪৮

বেদা বেদ্) পরঃ (অন্যঃ) ন এবঃ [নঃ] নরঃ বিনা এব (অন্যানুমানং কৃত্বা সম্ভবি ন) [ভবতি]. কলত্রয়স্য কলাবিধি (কলাত্রয়াধিকৃতঃ) শ্রীনরনারায়ণঃ (ঋষিরূপঃ-বিষ্ণুঃ) ঋষিঃ [ভবতি] ॥৪৩

ভগবান্ বিষ্ণুঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপধরঃ) ঋষিঃ (বিদ্বান্ সন্) অস্মান্ (অস্মদর্থং) কিমর্থং (কারণং) নাবোধয়ৎ (পাদ্মে) ভগবতি ৮, নরে তস্মৈ পরমাত্মরূপিণে বিদ্যাবিনাশরূপং জ্ঞানং কথমতি (বিস্তারয়তি) ॥৪৪

[৪৫] বিদ্যাগমং (বিদ্যাপ্রাপ্তিং)। বঃ (অস্মাং) মূঢ় মূঢ়বিজ্ঞানং (মূঢ়তায়াঃ)—বং (প্রতি) নরং (বিদ্বং) ঋষিমাত্মমূঢ়ং, সর্বজ্ঞতাদিগং ভগবন্তং আবেদয়ৎ (ঋষি ভগ-

বেদা ভগবান্, সর্বজ্ঞত্বপরিচয়ং) ঈশং (সর্বনিয়ন্তারং) [ঋষিং] আবেদয় অজ্ঞতাপং (অবদ্বিজ্ঞতয়া সন্তাপং) জ্ঞানং ॥৪৫

পূর্বং যে (যস্মাৎ) নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ প্রায়োপবেশং পুনরং কৃতবান্ ঋষিঃ (সভায়াং) সমাগতানাং (সমবেতানাং মুনীনাং) [চ] বাসুদেবঃ প্রতি [তং] অয়ং সম্ভাষিতঃ ॥৪৬

[৪৭] বিপ্রাঃ! সমবোচন্নকর্ণয়ং [তমেব কৌরবেন্দ্রং প্রতি তথা যূয়ং মাং বদত। বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বাশুভবিনাশনঃ (সর্ববিঘ্নহরঃ) নারায়ণঃ এতৎ ৮ (মুনিবরং মামিতি) ন অবিদৎ ॥৪৭

অবোধের যে পরিশ্রম, তাহা কেবল শ্রম ও সম্পাদনেই পর্যবসিত, কিন্তু শ্রীহরির মুখের পুনঃ পুনঃ কীর্তন, শ্রবণ, স্মরণ প্রভৃতি করিলে ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মমূলের বিস্মৃতি হয় না ॥৪০

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মমূলের অবিস্মৃতি (সর্বদা চিন্তনে তাহা ভুলিয়া না যাওয়া) অশুভ বিনাশ করে, চিত্তের বিশুদ্ধতা, পরমাত্মার ভক্তি, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান এবং (কৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ পরমা) শান্তি বিস্তার করে ॥৪১

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! অহো! আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী; যেহেতু আপনারা বিশুদ্ধ ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া সর্বাশুভ সর্বশ্রোতৃ (প্রকাশক) অথচ অন্যের অপ্রকাশ্য সর্বেশ্বর ভগবান্ নারায়ণকে অন্তঃকরণে সংস্থাপনপূর্বক নিরন্তর ভজনা করিতেছেন ॥৪২

পূর্বে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনকালে সমবেত মহর্ষিগণের সভায় (বক্তা) মহর্ষি শুকদেবের মুখ হইতে আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম এক্ষণে আপনারা আমাকেও সেই আমৃতময় কথা শ্রবণ করাইলেন ॥৪৩

হে ব্রাহ্মণগণ! সর্ববিধ অমঙ্গলবিনাশক প্রকাশময় সহিত কৌরবেন্দ্র মহান্ ঋষিকুলপতি বাসুদেবের এই মহিমা (প্রকাশক পুরাণ) আমি আপনাদের নিকট প্রকাশ করিলাম ॥৪৭

যিনি অজন্মবশতঃ না হইয়া প্রত্যহ একপ্রহর প্রভৃতি কি একক্ষণও এই মহাপুরাণ শ্রবণ করাইবেন, আর যিনি অজ্ঞানবশতঃ হইয়া এই পুরাণের একটী শ্লোক বা শ্লোকের অর্ধেক, শ্লোকের একটী পাদ বা পাদের অর্ধেকও শ্রবণ করিবেন, তিনি আমাদের পবিত্র করিতে পারিবেন ॥৪৮

ব্রাহ্মণোবেকাহ্নাং বা পুরাণমনুভবেৎ।
পঠেত্তদনন্তরং শ্রুত্বা ভবতি পাতকাৎ ॥৫৯
পুষ্করে মধুবায়াং চ বারকায়াং বিশাম্পতে।
ঐশান্যাং সংহিতামেতাং পঠিত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥৬০
দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ।
শ্রদ্ধাং কামাং নৃপাঃ পুণ্যতো যত্র কীর্ত্তনাৎ ॥৬১
ঋচো যজূংষি সামানি বিদ্যোঽথীত্যানুবিন্দতে।
মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাশ্চ তৎফলম্ ॥৬২
পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রয়তো দ্বিজঃ।
প্রোক্তং ফলং তত্ত্ব তৎপদং পরমং ব্রজেৎ ॥৬৩
দ্বিজাধীত্যানুযাৎ প্রজ্ঞাং বাহুল্যোদ্বিবেকলাম্।
ত্রৈদ্যো বিদ্যাপতিং চ পুত্রং তুষ্যেত পাতকাৎ ॥৬৪

---

৫৯ এবং অনন্তরং [একবিংশ সং] ব্রাহ্মণঃ [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য] এবং যোগেন যুক্তঃ সন্ যঃ বিপ্রো ব্রাহ্মণঃ, সঃ আহরেৎ [সং] অনুভবেৎ, সঃ আহরেৎ এবং পুরাণং [ক] একাহ্নাং একরাত্রেণ বা পুরাণং [সং] আনুভবেৎ [ঘৌবনীং] ভবেৎ; [ত্রৈবর্ণকো] ব্রাহ্মণঃ [সং] [ক] পঠিত্বা, [সং] পাতকাৎ পূতঃ ভবতি ৫৮-৫৯

পুষ্করে মধুবায়াং দ্বারকায়াং বিশাম্পতে [সর্বত্রৈবোক্তিঃ সং] ঐশান্যাং [ঈশানকোণে স্থিত] এতাং পঠিত্বা ভয়াৎ মুচ্যতে ৬০

যত্র কীর্ত্তনাৎ দেবতাঃ মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরঃ মনবঃ নৃপাঃ শ্রদ্ধাং কামাং নৃপাঃ পুণ্যতো [ঘৌবনীং পাঠঃ; পুণ্যতঃ [ক] পুণ্যতমাং কীর্ত্তনাৎ ও ভবেৎ]

ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং মধুকুল্যা ও ঘৃতকুল্যা ও পয়ঃকুল্যা যজ্ঞ করিয়া যে ফললাভ করিতে পারেন (সেই) দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য)গণ সংযতচিত্ত হইয়া এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিলেও সেই ফল লাভ করিতে পারেন। এবং যাহা শ্রীভগবানের পরমপদ বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেই পরমপদ (স্থান)-ও লাভ করিতে পারেন।৬২-৬৩

ব্রাহ্মণ এইপুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন (পাঠ) করিয়া প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারিবেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণোচিত পৃথিবী লাভ করিতে পারিবেন, বৈশ্য নিধিপতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন এবং পুত্র পাতক হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইতে পারিবেন।৬৪

ব্রাহ্মণী [ক্ষত্রিয়া] একাহ্নাং [একরাত্রিতে] বিধিবৎ এই মহাপুরাণ শ্রবণ করিলে শ্রবণকারী শৌচাদ্ [হইবেন এবং উপবাসী থাকিয়া সংযতচিত্তে পাঠ করিলে পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইতে পারিবেন।৫৯

পুষ্করক্ষেত্রে, মধুবাক্ষেত্রে ও দ্বারকাধামে সংযতচিত্ত হইয়া ঈশানকোণে [ঈশানকোণে স্থিত] এই পুরাণসংহিতা পাঠ করিলে সকলপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।৬০

এই পুরাণে কীর্ত্তিত (কথিত) দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, মনুগণ ও নৃপতিগণ এই পুরাণ শ্রবণকারী ও কীর্ত্তনকারী জনগণের কাম্যফলসকল প্রদান করিয়া থাকেন।৬১

ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য)গণ ঋক্, যজুঃ, সাম

ত্বন্নিমিত্তমহিকালমোহবিনাশো
হরিষ্যতেঽয় ন পীয়তে ঘতৌজসম্।
ইহ তু পুনর্ভবাত্মেবমূর্তিভি-
র্বিধিমভিযাচতোঽনুপদং কথা গদাভৃতঃ ৪৬৪
তদবহিতমনস্তদাত্মতত্ত্ব-
শ্রবণমনন-বিধি-সমাধয়ঃ সমর্থাঃ।
ত্বপনবিধিরপ-ক্রিয়া-সমূহৈ-
র্দুরিতমলং তব সম্বিধুনোতি নোঽদ্য ৪৬৫
উপচিতনবশক্তিভিঃ স আত্ম-
ন্যুপরচিতেতরসংজ্ঞ-সংজ্ঞয়ানয়া।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নো
হ্যবগময়ত্যবিপক্ষ-ক্ষয়ানুরাগম্ ৪৬৬
যদবধিরবিকুণ্ঠচেতসাত্মন্যুপচিতয়া
সুরভিতয়া ভবৎপদারবিন্দম্।
ব্যসনমৃত কৃপণস্য বস্তুকাম-
স্ত্বমনুসৃতঃ পুরাণপুরুষ প্রপাদ্যে ৪৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ১২

অথ অহিমহাকালঃ (অহিশ্চ মহাকালশ্চ অহিমহাকালৌ তয়োঃ সমাহারঃ অহিমহাকালম্) অহিনেতা হরিঃ (বিষ্ণুঃ) অতীক্ষ্ণ (প্রবিশতে) ইতি, [তথা] ইতরত (অন্যত্র চ্ছেদে, ন (ইতি); ইহ তু পুনঃ অপরমূর্তিঃ ভগবন্ অনুপদম্ অনুক্রমেণ কথাগদাভৃতঃ পরিপঠিতঃ ৪৬৪

তদবহিতমনস্তদাত্মতত্ত্বশ্রবণমননবিধিসমাধয়ঃ (তদবহিতমনস্তদাত্মতত্ত্বশ্রবণমননবিধিসমাধয়ঃ তদবহিতমনস্তদাত্মতত্ত্বশ্রবণমননবিধিসমাধয়ঃ তে তথোক্তাঃ) তদবহিতমনস্তদাত্মতত্ত্বশ্রবণমননবিধিসমাধয়ঃ (

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।

[পুরাণানাং শ্লোকসংখ্যানিরূপণম্, অস্য শ্রীমদ্ভা ভাগবতমহাপুরাণস্য মাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ।]

সূত উবাচ।

যে ত্বন্যা বহবস্তেষু-কল্প-কল্পাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তেষাং সংখ্যাং ন জানীমো বহুত্বাদিহ সত্তম ॥১

পুরাণানাং তু সর্বেষাং শতকোটিপ্রবিস্তরঃ।
ব্যাসেনাষ্টাদশপ্রখ্যো গ্রন্থো দৃষ্টো মহাত্মনা ॥২

ব্রাহ্মং দশসহস্রন্তু পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টিকম্।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্ছতং চতুরধিকম্ ॥৩

দশাষ্টৌ শৈবসাহস্রং সংহিতা দ্বাদশৈব তু।
ত্রিসাহস্রং ভাগবতং দশপঞ্চশতানি তু ॥৪

শতানি নব মার্কণ্ডং নবাষ্টৌ চ তথা পরম্।
দ্বাদশৈকাদশশতং তথা চাগ্নেয়মুচ্যতে ॥৫

চতুর্দশসহস্রং তু ভবিষ্যং দশপঞ্চশতানি তু।
ব্রহ্মবৈবর্তমষ্টাদশসাহস্রমিতি সংখ্যয়া ॥৬

লিঙ্গং একাদশসাহস্রং বারাহং চতুরধিকম্।
চতুর্বিংশসহস্রং তু স্কান্দং সংখ্যাসমাসতঃ ॥৭

ষট্ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বামনং দশপঞ্চশতানি তু।
কৌর্মং সপ্তদশসাহস্রং মাৎস্যং তু দ্বিশতাধিকম্ ॥৮

একোনবিংশসাহস্রং গারুড়ং পরিকীর্তিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণানাং তু সংখ্যয়া ॥৯

এতেষু ব্রাহ্মণস্যেহ ত্রিবিধস্যাপ্রবোধকৃত্ত্বয়া।
বিদ্যাসোঃ কর্মাঙ্গভূতেতিবহুত্বাৎ পাদ্মমিষ্যতে ॥১০

তৎসংখ্যারক্ষণায়ৈব তদ্বক্তৃণাং তথৈব চ।
যাবতাবত্তমর্থস্তু তদনির্দেশাদপি বিদ্যতে ॥১১

পুরাণসংখ্যাসঙ্কীর্তিরত্র মাহাত্ম্যপ্রয়োজনে।
তস্মাৎ সর্বস্য মাহাত্ম্যং পাঠশ্চাস্য বিশেষতঃ ॥১২

অন্বয়ঃ

ব্রহ্মা তৎসংখ্যারক্ষণায়ঃ (তৎসং, ব্রহ্মা, তথা, রক্ষণং যে) যে বিদ্যাঃ ভেদঃ ভবন্তি (ভবতি) তাসাং যে সাধকতমোপবিষ্টৈঃ (অতিশয়েন, সাধকঃ উপবিষ্টঃ তৈঃ সহ) যৌগঃ সম্বন্ধি, তাসাংবিদ্যভেদস্য (তাসাং অবিদ্যঃ বিদ্যা, তাসাং ভেদঃ তস্য) যথা যে যৌগিনঃ পঠন্তি, তথাবিধস্য (তথা অস্য ভেদঃ যেষাং তথাঃ সন্তঃ) যস্য যস্য বা বিদ্যঃ (ভবতি), তস্য তেষাং তথা ভবতঃ।

সূত উবাচেত্যাদিবহুত্বাৎ পাদ্মমিষ্যতে (সূত ইত্যাদি যৎ তথাদ্য, যস্মাৎ তস্মাদিত্যঃ তস্য ব্রাহ্মণঃ পাদ্মাখ্যঃ তেষাং অবিদ্যানি ভেদঃ বহুত্বাৎ (বহুত্বকারণেন) বিদ্যাসোঃ কর্মাঙ্গভূতঃ

অন্বয়ঃ

তৎসংখ্যা তৎসংখ্যাঃ যে (পুরাণে) পাদ্মং। তৎ তৎসংখ্যারক্ষণায়ৈব (তেষাং তাসাংবিদ্যানাং তেষাং তথা তেষাং তৎসংখ্যারক্ষণায়ৈব) তদ্বিদ্যঃ তদ্বক্তৃণাং তেষাং [তেষাংবক্তৃণাং] তথৈবচ (তথাবিধস্য) যাবতাবত্ত্বং যাবতাবত্ত্বং অর্থঃ বিদ্যতে চ।

পুরাণসংখ্যাসঙ্কীর্তিঃ (পুরাণানাং সংখ্যায়াঃ তথায়াঃ সঙ্কীর্তিঃ সঙ্কলনং) অত্র (শ্রীভাগবতস্য) মাহাত্ম্যপ্রয়োজনে (মহত্ত্ব বিদ্যঃ প্রয়োজনং যস্যাং তস্যাং) তথা সর্বস্য পাঠস্যচ্ছ মাহাত্ম্যস্য বিশেষতঃ ॥১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(পুরাণসমূহের শ্লোকসংখ্যানিরূপণ, ও এই ভাগবত-মহাপুরাণের মাহাত্ম্য বর্ণন।)

সূত বলিতেছিলেন,—ব্রহ্মা, বেদ, বীজ, মন্ত্র ও দেবগণ বিদ্যা অবলম্বনের দ্বারা যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন, (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষশাস্ত্র বেদাঙ্গ, পঞ্চরাত্র ও উপনিষদ্‌সমূহের অধিপ (অধ্যাপি) বেদবাক্যের দ্বারা মাহাত্ম্যকীর্তন যাঁহার (গুণ) গান করিয়া থাকেন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা যোগিগণ যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন, যেসকল ও অনুষ্ঠানগণ যাঁহার (স্বরূপের) অন্ত জানিতে পারেন না, সেই পরম পুরুষকে নমস্কার।১

(মন্বন্তরগণ সময়ে) পৃষ্ঠদেশে ব্রাহ্মণাদি অধিকারপ্রাপ্ত অন্যান্য ভাগবত মন্বন্তর পর্যন্তের পাদ্মাদি-ভাবের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে বিদ্যালু কৃষ্ণরূপী ভগবানের যে বিদ্যাবায়ুর সংস্কারকল্পে (কৃষ্ণরূপে) অনুবর্তনের ফলে (মনুষ্যের) জলবীচির ফলে মনুষ্যের জলরাশির নিরন্তর যাতায়াত আজও পর্যন্ত বিশ্রামলাভ করিতেছে না, (কৃষ্ণাবতারের) সেই বিশ্রামবায়ু আপনাদিগকে রক্ষা করুন।২

হে শৌনকাদিমুনিগণ! এখন আপনারা পুরাণগুলির পৃথক্ পৃথক্ শ্লোকসংখ্যার সঙ্গতি এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের মাহাত্ম্যবিষয়ে প্রয়োজন, স্থান, মানের মাহাত্ম্য ও পাঠোদির মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।৩

ব্রাহ্মং দশ সহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্ছতমূর্বিংশতি ত্রৈকম্ ॥৪
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ।
মার্কণ্ডং নব বাহ্নং চ দশপঞ্চ চতুঃশতম্ ॥৫
চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যাদ্দশ পঞ্চশতানি চ।
দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্তং লিঙ্গমেকোনবিংশতিঃ ॥৬
চতুর্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্।
স্কান্দং শতং তথা ত্রীণি বামনং দশকীর্তিতম্ ॥৭
কৌর্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দশ।
একোনবিংশৎসৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং বাদশৈব তু ॥৮

এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ।
তত্রাষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীভাগবতমিষ্যতে ॥

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপদ্মতঃ।
বিতায় ভক্তিভাবায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥১০

আদি-মধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতারম্ভবদ্ভিরুদাহৃতম্ ॥১১

সর্বেষামেব শাস্ত্রাণাং যদ্ ব্রহ্মাদ্বৈতলক্ষণম্।
বস্তুবিত্তীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥১২

ব্রাহ্মং (ব্রহ্মপুরাণম্) দশ (দশসহস্রাণি) [এবং] পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি (পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণি), শ্রীবৈষ্ণবং (বিষ্ণুপুরাণম্) ত্রয়োবিংশং [সহস্রং] ত্রয়ঃ (তিস্রঃ) ঊর্বিংশতি [শতানি] চ, শৈবং (শিবপুরাণম্) চতুর্বিংশতি [সহস্রং], ভৈবতং (ভাগবতপুরাণম্) অষ্টাদশসাহস্রং, নারদং পঞ্চবিংশতিঃ [সহস্রাণি], মার্কণ্ডং (মার্কণ্ডেয়পুরাণম্) নব (নবসংখ্যাকানি) বাহ্নং (বহ্নিপুরাণম্) দশপঞ্চচতুঃশতম্ (চতুর্দশাধিক-পঞ্চশতসংখ্যাকানি), ভবিষ্যং (ভবিষ্যপুরাণম্) চতুর্দশশতানি চ পঞ্চত্রিংশদধিক-চতুর্দশসহস্রাণি, ব্রহ্মবৈবর্তং দশাষ্টৌ, লৈঙ্গং (লিঙ্গপুরাণম্) একোনবিংশতিঃ (নবত্রিংশৎসংখ্যাকানি), বারাহং (বরাহপুরাণম্) চতুর্বিংশতি [সহস্রং], স্কান্দং একাশীতিসহস্রকং তথা ত্রীণি একাধিক-

---

(শতাধিকত্রয়োবিংশতিসহস্রং), বামনং দশ (দশসহস্রং) কীর্তিতং, কৌর্মং (কূর্মপুরাণং) সপ্তদশ [সহস্রং ইতি] খ্যাতং, তৎ (তথা) মাৎস্যং (মৎস্যপুরাণং) চতুর্দশ [সহস্রাণি], সৌপর্ণং (গরুড়পুরাণং) একোনবিংশং [সহস্রাণি], ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশ এব (সংখ্যাকানি)।৬-৮

এবং (এবং রীত্যা) পুরাণসন্দোহঃ (পুরাণসমূহঃ) চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ, তত্র (পুরাণেষু) শ্রীভাগবতম্ অষ্টাদশ-সাহস্রং ইষ্যতে ।৯

ইদং (ভাগবতং) পূর্বং (পুরা) ভগবতঃ (বিষ্ণোঃ) কারুণ্যাৎ [তস্য] নাভিপদ্মতঃ ব্রহ্মণে ভক্তি-ভাবায় সৎ-ভক্তয়ে প্রকাশিতম্ ।১০

ব্রহ্মপুরাণ দশসহস্রের হাজার শ্লোকাঙ্ক; পদ্মপুরাণ পঞ্চান্ন হাজার শ্লোকাঙ্ক; বিষ্ণুপুরাণ তেইশ হাজার শ্লোকাঙ্ক; শিবপুরাণ চব্বিশ হাজার শ্লোকাঙ্ক, ভাগবত পুরাণ আঠার হাজার শ্লোকাঙ্ক; নারদ-পুরাণ পঁচিশ হাজার শ্লোকাঙ্ক; মার্কণ্ডেয় পুরাণ নয়শো হাজার শ্লোকাঙ্ক; অগ্নিপুরাণ পনের হাজার চারশত শ্লোকাঙ্ক; ভবিষ্যপুরাণ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত শ্লোকাঙ্ক; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আঠার হাজার শ্লোকাঙ্ক; লিঙ্গপুরাণ এগার হাজার শ্লোকাঙ্ক; বরাহপুরাণ চব্বিশ হাজার শ্লোকাঙ্ক; স্কন্দপুরাণ একাশী হাজার একশত শ্লোকাঙ্ক, বামনপুরাণ দশহাজার শ্লোকাঙ্ক; কূর্মপুরাণ সতের হাজার শ্লোকাঙ্ক; মৎস্যপুরাণ চৌদ্দ হাজার শ্লোকাঙ্ক; গরুড়পুরাণ উনিশ হাজার শ্লোকাঙ্ক এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বারোহাজার শ্লোকাঙ্ক, এই প্রকারে পুরাণসকল চারি লক্ষ শ্লোকাঙ্ক বলিয়া উক্ত হয়। তাহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত আঠার হাজার শ্লোকাঙ্ক বলিয়া কথিত হয় ।৪-৯

পূর্বে ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাদেবের স্বীয় ভক্তিতে ভক্তলাভের জন্য এই ভাগবত-মহাপুরাণ সদাশয়তাবশে প্রকাশ করিয়াছিলেন ।১০

এই শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অবসানে (স্থানে) বৈরাগ্য-বিজ্ঞানের (বলিয়া এই পুরাণ—)

যৌক্তিকানাং যৌক্তিকানাং হৈকান্তিকত্বমন্বিতম্।
লভতে যো জনস্তত্ত্বং ন যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩
যাবদ্ভক্তেষু সাক্ষাদ্ভাগবতং পরম্ ॥১৪
সর্বোত্তমানাং যে শ্রীভাগবতবিদ্বরে।
তত্ত্বপ্রকাশকত্বেন নাস্তত্র স্যাদ্ গতিঃ ক্বচিৎ ॥১৫
নিত্যমেবাং যথা সত্যং যেষামাত্মনুরোধো যথা।
যৈরেষামাং যথা শক্যং পুরাণানামিদং তথা ॥১৬

ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী মতোত্তমা।
তথা পুরাণরত্নানাং শ্রীমদ্ভাগবতং বিদুঃ ॥১৭

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।

তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥১৮

[হৈ ভাগবতম্] আবিষ্কারোপেতম্ (প্রকাশ যথা আছে) বৈষ্ণবানামেকমমলম্ (বৈষ্ণবদিগের একমাত্র) [যস্মিন্] পারমহংস্যমেকমমলং [পরমহংসদিগের একমাত্র নির্মল] জ্ঞানং পরং [পরমার্থ জ্ঞান] গীয়তে (বর্ণিত হইয়াছে) তত্র [তাহাতে] জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং [জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সহিত] নৈষ্কর্ম্যম্ [নৈষ্কর্ম্য] আবিষ্কৃতম্ [প্রকাশিত হইয়াছে] তৎ [তাহা] শৃণ্বন্ [শ্রবণ করিয়া] বিপঠন্ [পাঠ করিয়া] বিচারণপরঃ [বিচার করিয়া] নরঃ [মানুষ] ভক্ত্যা [ভক্তি দ্বারা] বিমুচ্যেত [মুক্ত হয়] ॥১৮

যঃ [যে ব্যক্তি] ভাগবতৌত্তমম্ [ভাগবতোত্তম] [হৈ] ভাগবতং [ভাগবত] বেদবিদ্বরবেদ্যম্ [বেদবিদ্বরবেদ্য] [হয়] [হৈ] ব্যাচষ্টে, সঃ পরমাং গতিং যাতি ॥১৯

যস্য মনুষ্যস্য ভাগবতং ন জ্ঞাতং, তস্য এব পরমাং

শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্বোত্তমগণের [যাহা] বিষয় (আশ্রয়) তাহাতে [তাহার] তত্ত্বপ্রকাশকত্বহেতু [(ভাগবতের তত্ত্বপ্রকাশকত্ব হেতু)] ক্বচিৎ [কোথাও] গতিঃ [গতি] ন স্যাৎ [হইবে না] ॥১৫

[যাহার (যাঁহার)] [যথা] যথা সত্যং, যথা যেষাম্ [যথা] আত্মনুরোধঃ [স্বকৃত] বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ, তথা পুরাণানাম্ ইদম্ [ভাগবতম্ যেন্] ॥১৬

ক্ষেত্রাণাং [যথা] কাশী যথা মতোত্তমা, [এই বিদ্যা]] তথা পুরাণরত্নানাং (পুরাণসমূহের) শ্রীমদ্ভাগবতং [যেন্] ॥১৭

যস্মিন্ পারমহংস্যম্ (পরমহংসের আশ্রম) একম্ অমলং পরং জ্ঞানং গীয়তে, যে ভাগবত পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতং বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং, যা ভাগবতধর্মকিশোরিকা [জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভক্তিসহিতম্] নৈষ্কর্ম্যম্ আবিষ্কৃতম্, তৎ ভক্তয়া পূর্ণম্ [তাহা] বিচারপরো ব্যক্তো যথা বিমুচ্যেত [বিমুক্ত হয়েন] ॥১৮

শ্রীবিষ্ণু নীলাকথাসমূহের [অনুরের] দ্বারা মানুষের ও দেবতার আনন্দদায়ক। সমস্ত বেদোদ্যানের সার জীব ও ব্রহ্মের একত্বলক্ষণ যে বস্তু তাহা এই পুরাণের বিষয়; ভগবানের সহিত জীবের কৈবল্যই (অভেদজ্ঞানই) এই পুরাণের প্রয়োজন (ফল) ॥১১-১২

যে ব্যক্তি ভাগবতের পূর্ণিমা তিথিতে বর্ণাশ্রমাচারে স্থাপন করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ দান করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৩

অনুরের সাধন এই শ্রীমদ্ভাগবত যে পর্যন্ত ভাগবতগণের না হয়, সে পর্যন্তই মানুষের সমাজে অন্যান্য পুরাণ সমাদৃত (শোভিত) হইয়া থাকে ॥১৪

শ্রীমদ্ভাগবতই সকল বেদোদ্যানের সার বলিয়া কথিত হয়। তাহার তাৎপর্য অনুভব পরিপক্ক ব্যক্তির অন্য কোনও শাস্ত্রে আসক্তি জন্মিতে পারে না ॥১৫

মনীষিগণের মধ্যে যেমন সত্য (যথা যেমন শ্রেষ্ঠ) বৈষ্ণবদের মধ্যে যেমন শম্ভু (শ্রীরুদ্র

কৃষ্ণে মেধা বিধায়িতাঽধমমুনো জাবপ্রপৌত্র পুরা
জজ্ঞেশস্য চ নারদস্য মুখতো শ্রুত্বা তদ্রূপিণঃ।
যোগীন্দ্রস্য তদাশ্রমাদ্য তদনুজ্ঞাতস্য বাল্যাদ্যত-
র্তদ্ভক্তস্য বিদন্ত শিষ্যকমমুং সন্তঃ পরং বৈদুষি ॥১৯
নমস্তস্মৈ তদবয়ে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কৃষ্ণে ব্যাচচক্ষে মুহুর্মুহুঃ ॥২০

যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসারসর্পদষ্টো যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ ॥২১

জয়ে জয়ে যদা জন্তিঃ পাদয়োস্তব আনতে।
তথা কৃত্যং ন পশ্যেশ যাবদ্ধ্যং ত্বং প্রভো প্রভো ॥২২

অথ পুনা মেধা (ভবতা) কৃষ্ণে (ত্বং প্রতি. কৃষ্ণে) অমল (শ্রীভাগবতত্বেন) অমুনা অস্মদীয়ে বিধায়িতা (প্রকাশিতা), তদ্রূপস্য (মদ্গুরুরূপস্য) চ নারদস্য, তদ্রূপস্য মহাভাগবতস্য) মুখতঃ শ্রুত্বা (প্রকৌশলেন মেধাপ্রকাশকারি ভাবং) তদাশ্রমাৎ (ব্যাসাশ্রমাৎ) যোগীন্দ্রাৎ (শুকাৎ) [তদাশ্রম তত্রত্যাৎ চ] তদনুজ্ঞাতস্য (তদনুজ্ঞয়া সমাধিস্থে ইতি শেষঃ) কৃপয়া (কারুণ্যেন), তং তস্য বিদন্ত অমুনা [ময়া] বিদ্যতে (লোকাধ্যে) পরং সন্তঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) বৈদুষি (বিদ্বাংসঃ) ॥১৯

য ইদং (মুক্তিবিষয়ং) কৃষ্ণে (প্রভবে) ইদং ব্যাচচক্ষে (ব্যবহারেণ), তস্মৈ সাক্ষিণে তদবয়ে বাসুদেবায় নমঃ ॥২০

যং সংসারসর্পদষ্টং (সংসারাত্মকসর্পেণ দষ্টং) বিষ্ণুরাতং (পরীক্ষিত্তম্) অমুমুচৎ (মোচয়ামাস), ব্রহ্মরূপিণং যোগীন্দ্রায় তস্মৈ শুকায় নমঃ ॥২১

[হে দেবেশ!] জয়ে জয়ে (প্রতি প্রতি) যদা জন্তিঃ (প্রাণী) তব পাদয়োঃ আনতে (ভক্তিং করোতি), তথা কৃত্যং (কর্তব্যং) ন পশ্যেশ (ন পশ্যামি), যাবদ্ধ্যং (যাবতা) ত্বং প্রভো (পতিঃ) ॥২২

যেরূপ মেধা) তাদৃক্, বৈষ্ণবাগ্রণীর অন্যা মহাদেবের তাদৃক্ (মহাদেবের যেরূপ মেধা), সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ ॥১৬

যে বিজ্ঞগণ। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কাশী সর্বোত্তম, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বোত্তম ॥১৭

যাহা বৈষ্ণবগণের প্রিয়; যাহাতে নিষ্কর্মী পরমহংস (ব্রহ্মবিদ্গণ) গণের প্রধানীয় নির্মল পরমজ্ঞান পরিষ্কৃত হইয়াছে; যাহাতে (তত্ত্ব) জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত (মুক্তির প্রতিপাদক) সমস্ত তাৎপর্য্য (তত্ত্ব বৈষম্য) আবিষ্কৃত হইয়াছে, (অতএব, যখন, বিদ্বিতাসমূহের) বিদ্যানুকূল সমস্ত তাঁহা সমূহের সেই নির্মল শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রকে পুরাণসহিত শ্রবণ ও পুনঃপুনঃ পাঠ করিলে বিমুক্ত হইতে পারেন ॥১৮

পূর্ব্ব যিনি কৃপাবশতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ নির্মল (সর্বশাস্ত্রার্থের তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদকরূপে প্রকাশক) জ্ঞানপ্রদীপ আমার নিকট, ব্রহ্মরূপে যোগীন্দ্রের নমস্কার শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।

সংসারসর্পদষ্টো যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ ॥২১

জয়ে জয়ে যদা জন্তিঃ পাদয়োস্তব আনতে।
তথা কৃত্যং ন পশ্যেশ যাবদ্ধ্যং ত্বং প্রভো প্রভো ॥২২

যে মুক্তিবিষয়ে) কৃষ্ণে (প্রভবে) ইদং ব্যাচচক্ষে (ব্যবহারেণ), তস্মৈ সাক্ষিণে তদবয়ে বাসুদেবায় নমঃ ॥২০

যং সংসারসর্পদষ্টং (সংসারাত্মকসর্পেণ দষ্টং) বিষ্ণুরাতং (পরীক্ষিত্তম্) অমুমুচৎ (মোচয়ামাস), ব্রহ্মরূপিণং যোগীন্দ্রায় তস্মৈ শুকায় নমঃ ॥২১

[হে দেবেশ!] জয়ে জয়ে (প্রতি প্রতি) যদা জন্তিঃ প্রাণী তব পাদয়োঃ আনতে ভক্তিং করোতি, তথা কৃত্যং (কর্তব্যং) ন পশ্যেশ (ন পশ্যামি), যাবদ্ধ্যং (যাবতা) ত্বং প্রভো (পতিঃ

নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥২৩	ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নামশর্মণি ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩
[যস্য নামসংকীর্তনং সর্বপাপপ্রণাশনম্, প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥২৩]	ইতি শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে নামমাহাত্ম্যবর্ণনে ত্রয়োদশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

যাঁহার নামসংকীর্তন সমস্ত পাপরাশির বিনাশক এবং (যাঁহার) প্রণাম সমস্ত দুঃখের নাশক, সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি ॥২৩

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধ বিদ্বান্।
নামমাহাত্ম্যকথন যথানুবাদ এই ত্ব ॥১
নামের শ্রোতব্য অর্থে যত্নবান্ সাধুসাধিগণ্।
যত শ্রীকৃষ্ণনামানি কীর্তিতানি পাপ পরে ॥২

শান্তে প্রয়াণসময়ান্তিমে ও নামে
যারে মুখে কলিযুগাদিদুর্নিবারান্।
সম্পূর্ণরামচরণে বিধানুবাদ
শ্রীতা হরি দুঃখবরণমাত্রবাস্তু ॥৩
সর্বস্বদাতা যদিহ ভেষজ পরিচয়তে।
তৈস শ্রীকৃষ্ণনাম সীতারামায় যো নম ॥৪

॥ইতি॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ-স্কন্ধে শ্রীবাদরায়ণব্যাসকর্তৃক-কৃত ত্রয়োদশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।
দ্বাদশ-স্কন্ধের সমাপ্তি

—০—

সম্পূর্ণমিদং শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্।

—:০:—

কৃষ্ণায় বসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

ধ্যানযোগমুক্তেন চেতসা বাক্যমাহিতা।
পরং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮।৮ ॥

ভাবার্থবিস্তারে—

কৃষ্ণে ধ্যাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি
যান্তী চ কৃষ্ণং পুনরুদ্বিতা যে।
যে ত্রিসন্ধ্যা প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হরিধ্বা মন্ত্রমুক্ত হুতাশম্ ॥৮।১

মাদৃশ পিতৃষ্ণা যোগেন ভক্তাচারান্বিতাশি চ।
যাং পুরুষো যাতি তমোরং কৃষ্ণকীর্তনাৎ ॥৮।২

ইতি কৃষ্ণায়ন প্রথম কৃষ্ণধ্যান,
কৃষ্ণনাম দিয়া যেই যোগ করে হরেদিন।
কীর্তনেতে সদা নাম মুখারে পরমা গতি ॥৮৮

উপসংহারে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
কীর্তনেনৈব কৃষ্ণস্য পরং যান্তি পরায়ণম্ ॥৮৯

অনন্যযোগযুক্ত অনন্যচিত্তে জ্যোতির্ময় পরম পুরুষকে উপাসনা করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয় ॥৮।৮

যেমন দুই মধুর সংযোগ হইয়া অমৃত প্রস্তুত হয়, তেমন যাহারা কৃষ্ণপ্রেমী, সতত কৃষ্ণচিন্তাকারী, অন্তিমকালে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তাহারা সেখানে কৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥৮।১

মাদৃশ ভাবুকারী, পিতৃষ্ণা, যোগাঙ্গী, ভক্তিযুক্ত, আচারসম্পন্নকারী, কৃষ্ণভক্তগণ কীর্তনের দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥৮।২

সতত কৃষ্ণনাম যেন ও হরির নাম যাহা করা কর্তব্য, সদা নাম কীর্তনীয়, [illegible] ॥৮৮

[illegible] কলিকে পূজা করেন, যেহেতু কলিযুগে মাত্র কৃষ্ণনাম কীর্তনের দ্বারা মানব সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ করে ॥৮৯

আয়েরপুরাণে—

৭ ওঃ বন্ধুত্যাগাৎ ৭ ওঃ রৌরবাদিষু।
৭ ওঃ প্রেতরাজস্য যোজিশেতি চ ভক্ষণাৎ ১৮০

৭ ওঃ নক্তাগত যমদাতেভ্যঃ।
৭ ওঃ বন্ধুত্যাগাৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি জপনাৎ ১৮১

ব্রহ্মবৈবর্তে—

[illegible] ধরণং কৃত্বাৎ ভাবতো ন কুরাৎ নিবেৎ।
[illegible] ঃ [illegible] ধারণাৎ সর্বতীর্থ স্নানতাধিকাৎ ১৮২

গারুড়ে—

[illegible] যে ৭ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণনাম উচ্চারয়ন্তি।
[illegible] ৭ ওঃ ৭ ঘরকোটিভাঃ ৭ কৃ যোজিং ভাবেৎ ১৮৩

ব্রহ্মবৈবর্তে—

[illegible] ৭ ওঃ ৭ ঘরিণাভাঃ স্ত্রিয়াবৃত্তা কৃ ওঃ জপেৎ।
[illegible] কৃ ওঃ কৃষ্ণ ৭ ওঃ জপাৎ পাপেভ্যঃ ১৮৪

যোজিভক্ষণে বন্ধুত্যাগের ভয় নাই। রৌরবাদি নরকের ভয় নাই, যমদূতের ভয় নাই ১৮০

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্তনে যম কর্তৃক নিপতিত নরকের ভয় নাই, বন্ধুত্যাগের ভয় নাই ১৮১

ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যা কারী অথবা গুরু কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্তনে বিশুদ্ধ হয় ১৮২

যে জনগণ সংসারের অসারত্ব বুঝিয়াও কৃষ্ণনাম করেও করে না, সে যোনিতে মূত্র, গর্দভ ও শূকর যোনিতে গমন করে ১৮৩

দিব্য সহস্রবর্ষ ত্রিলোক পরিক্রমা করিলে যে ফল হয়, মনুষ্য একবার কৃষ্ণনাম আবৃত্তি করিলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে ১৮৪

[ষষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭৪] [প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশ্চাক্রচক্রবর্ত্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

প্রচীন পরম্পরা পরিরক্ষণার্থ অপরিহার্য আধুনিক ভাষার
উপযোগ ও সমন্বিতরূপে মহামান্য সরকারের
অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মুদ্রক-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]